নির্ঘণ্ট।

দ্বিতী অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।—দা ... কারির কর্ত্তব্য

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।—বিভাগ।

১ পরিচ্ছেদ—পিতৃকৃত বিভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধন বা বিষয় দানাদি করিতে ধনস্বামির ক্ষমতা—

সপ্তম অধ্যায়।—দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ।

অষ্টম অধ্যায়।—বিবাহ ও স্ত্রী-ধন।

নবম অধ্যায়।—দত্তক প্রকরণ।

লিপি-সংক্ষেপ।

দায়ভাগ*	সঙ্ক্ষিপ্ত	দা. ভা.*
দায়তত্ত্ব	,,	দা. ত.
দায়ক্রম সংগ্রহ	,,	দা. ক্র. সং.
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা	,,	দা. ভা. টী.
অপুত্র ধনাধিকার ক্রম	,,	অপু
বিবাদভঙ্গার্ণব দায়ভাগ-দ্বীপ	,,	বি. দা. ভা. দ্বী.
বিবাদভঙ্গার্ণব দত্তাপ্রদানিক অধ্যায়	,,	বি দ.
বিবাদভঙ্গার্ণব ঋণাদান প্রকরণ	,,	বি ঋ.
বিভাগ	,,	বি. ভা
কোলব্রুক সাহেবের দায়ভাগানুবাদ	,,	কোল. দা. ভা.
উইল্ঞ্ সাহেবের দায়ক্রম সংগ্রহানুবাদ	,,	উ দা. ক্র সং.
কোলব্রুক সাহেবের ডাইজেষ্ট †	,,	কোল. ড্যা. †
এস্ট্রেঞ্জ্ সাহেবের হিন্দু-ল. ‡	,,	এস্ট্রে. হি. ল. ‡
মেকনাটন সাহেবের হিন্দু-ল	,,	মেক্. হি. ল.
এলবরলিংস্ ট্রিটিজ্ অন্ ইন্‌হেরিটেন্স্ ইত্যাদি	,,	এল্. ইন.
কন্‌সিডরেসন্স্ অন্ দি হিন্দু-ল	,,	কন্ হি. ল.
সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট	,,	স. দে. আ. রি.
ঐ ঐ ঐ ডিসিশন্ বা ডিক্রী	,,	স. দে. আ. ডি.
সুপ্রীমকোর্ট	,,	সু. কো.
ভূমিকা	,,	ভূ.
বালাম (অর্থাৎ খণ্ড)	,,	বা.
অধ্যায়	,,	অ.
চ্যাপ্টর (অর্থাৎ অধ্যায়)	,,	চ্যা.
সেক্‌শন্ (অর্থাৎ পরিচ্ছেদ)	,,	সেক্.
বচন	,,	ব.
রত্ন	,,	র.
পৃষ্ঠা	,,	পৃ.
নোট্ অর্থাৎ মন্তব্য কথা	,,	ন.
মেম্বর	,,	মে.
প্রভৃতি	,,	প্র.

---

* শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক ১৯০৭ সংবদব্দে মুদ্রিত।

† প্রথম বালাম কলিকাতায় মুদ্রিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বালাম লণ্ডনে মুদ্রিত।

‡ প্রথমবার মুদ্রিত।

ভূমিকা।

অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-মূলক। ইহা স্মৃতি* (অর্থাৎ স্মৃত) আখ্যাতে শ্রুতি* (অর্থাৎ শ্রুত) হইতে বিশেষ করা গিয়াছে। স্মৃতি স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি উপদিষ্ট হয়, মনু তাহা স্মরণ রাখিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষিকে† শিখান। তন্মধ্যে ভৃগু মানব শাস্ত্র প্রচার করিতে মনুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঋষিদের নিকট তৎসমুদায় ব্যক্ত করেন‡। স্মৃতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত,—অর্থাৎ আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড বা অধ্যায়, এই তিন বিষয়াত্মক শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আখ্যাত।

ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা কতিপয় ঋষি, ইহাঁদের সংখ্যা যাজ্ঞবল্‌ক্যের গণনানুসারে বিংশতি, যথা,—মনু, অত্রি (অ), বিষ্ণু (আ), হারীত, যাজ্ঞবল্‌ক্য (ই), উশনা (ঈ), অঙ্গীরা (উ), যম (ঊ), আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি (ঋ), পরাশর (৯), ব্যাস (এ), শংখ, লিখিত, দক্ষ, (ও), গৌতম (ঔ), সাতাতপ, ও বশিষ্ঠ (ক)। পরাশর ঋষি-ও স্মৃতিকার ঋদিদের সংখ্যা বিংশতি কহেন, কিন্তু তিনি যম, বৃহস্পতি ও ব্যাসকে ছাড়িয়া কশ্যপ (খ), গার্গ (গ), ও প্রচেতাকে (ঘ)

---

* এতৎপদদ্বয়দ্বারা বোধ্য এই যে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ অবিকল ব্রহ্মবাণী, স্মৃতি ব্রহ্মের বাণীর ভাবার্থ স্মৃত থাকিয়া তত্তৎশব্দে বা শব্দান্তরে রচিত।—বেদ ধর্ম্মবিষয়ময়, তাহাতে ব্যবহার বিষয়কও কিছু আছে।

† অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদকে শিখান। ইঁহারা প্রজা জন্মান হেতু প্রজাপতি আখ্যাত।—দ্রষ্টব্য মনু, অ. ১. বঁ. ৩৫, প্রভৃতি।

‡ দ্রষ্টব্য—মনু, অ. ১, ব. ৫৭, ৫৮, ৫৯, ও ৬০।

(অ) ইনি উপরি উক্ত দশ প্রজাপতির এক জন, এবং দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ও সোমের পিতা। (আ) এই বিষ্ণু নারায়ণ নহেন, কিন্তু বিষ্ণু নামধারী এক প্রাচীন ঋষি। (ই) যাজ্ঞবল্ক্য—বিশ্বামিত্রের পৌত্র, যথা তাঁহার নিজ সংহিতার ভূমিকাতেই ব্যক্ত। (ঈ) উশনা শুক্র গ্রহের দ্বিতীয় নাম, ইনি ভৃগুর পৌত্র। (উ) অঙ্গিরা দশ প্রজাপতির এক জন, এবং ভাগবতীয় বর্ণনানুসারে উতথ্য ও বৃহস্পতির পিতা। (ঊ) যম সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা ও নরকাধিপতি। (ঋ) ইনি শুক্রগ্রহ, এবং ঋষিদের একরূপ বংশাবলি বর্ণনানুসারে ইনি অঙ্গিরার পুত্র, অন্যরূপ বর্ণনানুসারে দেবলের পুত্র। (৯) পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র। [এ] ব্যাস—পরাশরের পুত্র, এবং দ্বীপে জন্ম জন্য দ্বৈপায়ন ও বেদ সঙ্কলন ও বেদান্ত দর্শন রচন হেতু বেদব্যাস আখ্যাত। (ও) পুরাণে দক্ষ নামা দুই ঋষির উল্লেখ আছে,—এক জন ব্রহ্মার পুত্র, অন্য প্রচেতার পুত্র, কিন্তু তন্মধ্যে কে স্মৃতিকার ইহা নিশ্চিত রূপে ব্যক্ত নাই। (ঔ) গৌতম—ন্যায়দর্শনকারি উতথ্য তনয় বিখ্যাত গোতম ঋষির পুত্র, স্মৃতির বচন গোতমের বলিয়া উল্লিখিত হইলেও গৌতমই স্মৃতিকার। (ক) বশিষ্ঠ দশ প্রজাপতির এক জন। (খ) কশ্যপ মরীচির পুত্র। (গ) ইনি সেই জ্যোতির্বিদ্যাজ্ঞ গর্গ ঋষির পুত্র। (ঘ) প্রচেতা—প্রাচীন বর্হিষের পুত্র, ও দক্ষের পিতা।

ধরিয়া বিংশতি গণনা করেন। পদ্মপুরাণে যাজ্ঞবল্‌ক্য ধৃত অত্রির নাম ত্যাগ ও মরীচি (ঙ), পুলস্ত্য (চ), প্রচেতা, ভৃগু, নারদ (ছ), কশ্যপ, বিশ্বামিত্র (জ), দেবল (ঝ), ঋষ্যশৃঙ্গ (ঞ), গার্গ্য, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালী, সুমন্তু, পারস্কর, লোকাক্ষী ও কুথুমি ইহঁ দের নাম যোগ পূর্ব্বক স্মৃতিকারের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ কথিত হইয়াছে। পারস্করীয় গৃহ্যসূত্রের টীকাতে রামকৃষ্ণ লিখেন,—স্মৃতিকারের সংখ্যা ঊনচত্বারিংশত; তন্মধ্যে নয়জন উক্ত সংখ্যাত্রয়ে পরিগণিত নহেন, তাঁহাদের নাম, যথা,—অগ্নি, চ্যবন, ছাগলেয়, জাতূকর্ণ, পিতামহ, প্রজাপতি, বুধ, শাতাতপ, ও সোম। এতদ্ভিন্ন আরো কতিপয় স্মৃতিকার ছিলেন, যথা,—ধৌম্য (ট), আশ্বলায়ন (ঠ), দত্ত (ড), ভাগুরি, কার্ষ্ণাজিনি প্রভৃতি।

বৃহৎ, লঘু ও বৃদ্ধ নামভেদে কোন কোন ঋষিকর্ত্তৃক একাধিক স্মৃতি প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে—অর্থাৎ তাঁহার বিস্তৃতরূপে প্রণীত স্মৃতি বৃহৎ আখ্যাত, তৎসংক্ষেপ লঘু, ও তিনি বৃদ্ধকালে যে কিছু বচেন তাহা তন্নামে বৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত আছে, যথা বৃহন্মনু, লঘু-মনু, ও বৃদ্ধ-মনু।

যদ্যপি পরাশর ঋষি কহেন*, পাঁচ ঋষির স্মৃতি চারিযুগে বিশেষে মান্য, অর্থাৎ সত্যযুগে মনুর, ত্রেতাতে গৌতমের, দ্বাপরে শংখ ও লিখিতের, এবং কলিতে পরাশরের ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, তথাপি মনু ভিন্ন অন্য ঋষি প্রণীত স্মৃতি সমূহের (বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার কাণ্ডের†) ব্যবহার বিষয়ে তাদৃশ প্রভেদ নাই,—লোকে তত্তাবৎ (ঋষির) স্মৃতি-ই সমপ্রামাণিক বোধে সমান ভাবে সম্মানিত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

কেবল মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুর স্মৃতি ঋষি-প্রণীত সকল স্মৃতির উপর মান্য ও প্রামাণ্য। তাহা বেদের পরেই প্রপূজিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সনাতন বলিয়া সকলের সম্মানিত।

(ঙ) ইনি প্রথম প্রজাপতি ও কশ্যপের পিতা। (চ) পুলস্ত্য—অগস্ত্যের পিতা। (ছ) ইহারা মনুর পুত্র, নারদ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াও খ্যাত। (জ) ইনি আদৌ ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপস্যাবলে ব্রহ্মর্ষি হয়েন। (ঝ) ইনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির পিতামহ, আর একরূপ বংশাবলি বর্ণনানুসারে ইনি দক্ষের প্রপৌত্র। (ঞ) ইনি বিভাণ্ডক ঋষির তনয়। (ট) ইনি পাণ্ডবদিগের পুরোহিত, ও যজুর্ব্বেদের টীকাকর্ত্তা। (ঠ) ইনি আচারাধ্যায় সুবিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন। (ড) দত্ত ও সোম অত্রি ঋষির পুত্র।

* "কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ। দ্বাপরে শংখ লিখিতাঃ, কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ।

† পরাশরের স্মৃতি কলিতে মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও অসম্পূর্ণতা জন্য তাহাতে সকল কার্য্য চলিত না, যেহেতু তাহা ব্যবহার কাণ্ড শূন্য। উক্ত স্মৃতির টীকাকর্ত্তা তদীয় আচার কাণ্ডে ব্যবহার বিষয়ক এইরূপ বচনমাত্র প্রাপ্ত হইয়া যে—'ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষিতিপতি ধর্ম্মে পৃথিবী পালন করিবেন'—তদবলম্বনপূর্ব্বক ব্যবহার নিবন্ধন লিখিয়াছেন (মাধবীয় বা মাধবোক্ত বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

মনুসংহিতার প্রণেতা স্বায়ম্ভুব (অর্থাৎ স্বয়ম্ভুসম্ভূত) মনু. ইনি ব্রহ্মার পৌত্র, ও যে সপ্তমনু এই চরাচর সমস্তের উৎপত্তি ও পালন অর্থাৎ রাজশাসন প্রভৃতি করেন ইনি তাঁহাদের প্রথম, এবং চতুর্দ্দশ মনুর-ই আদিম, প্রজাপতিদের জনক, প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র কারক* ধর্ম্মশাস্ত্রকারিদের শ্রেষ্ঠ, এবং মহর্ষি ও রাজর্ষিদের গরিষ্ঠ।

* যথা মনুসংহিতার বক্ষ্যমাণ বচন কতিপয়তেই ব্যক্ত—''যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে (১১)। দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ (৩২)। তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্। তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ (৩৩)॥ অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং। পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ (৩৪)। মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং। প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ ৩৫॥ এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ। দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ ৩৬॥ ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ। বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ৫৮॥ এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ। এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ ৫৯॥ ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ। তানব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ৬০। স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড্বংশ্যা মনবোঽপরে। সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ ৬১॥ স্বারোচিষশ্চোত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা। চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এবচ ৬২॥ স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ। স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং' ।৬৩॥ অধ্যায় ১।

ডক্টর ম্যাক্স মুলর সাহেব মর্লি সাহেবের প্রতি লিখিত নিজ নিবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, ''স্পষ্ট প্রকাশ যে পদ্যময় মানব ধর্ম্ম ভিন্ন রচন কর্ত্তা বক্ষ্যমাণ বচনে বৃদ্ধমনুকে আপনা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন, যথা—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ'—অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শুচিতা, আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে মনু কহিয়াছেন (অ ১০, ৬৩)। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ অর্থাৎ ইউরোপীয় ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষে মনুর উল্লেখ দেখিয়া তিনি বিবেচনা করেন পদ্যময় মানবধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থের কর্ত্তা প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু নহেন। উক্ত সাহেবের এমত বিবেচনা ভ্রমমূলক কহিতে হইবে, বোধ হয় এই বিবেচনাকালীন সাহেবের স্মরণ হয় নাই যে ভৃগু অন্য ঋষিদিগকে মনুর স্মৃতি শুনাইয়াছিলেন ও তাহাতে মনুর উল্লেখ তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষে করিতে হইয়াছিল, অতএব উক্ত বচনে মনুর সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র কথন যেমত 'এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে মনু কহিয়াছেন'' এমত উল্লেখ ভৃগুকর্ত্তৃক হওয়াতে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না, যেহেতু তাদৃশ উল্লেখ মনুকর্ত্তৃক হয় নাই, কিন্তু ভৃগুকর্ত্তৃক হইয়াছে। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়স্থ (উপরি প্রকটিত) ৩৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ও ৬০ সংখ্যক বচন পাঠে ব্যক্ত হইবে যে স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ম্ভুর ধর্ম্মশাস্ত্র শিখিয়া দশ ঋষিকে শিখান, তন্মধ্যে ভৃগু মনুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ শাস্ত্র ঋষিদিগকে শ্রবণ করান। অপিচ নারদ সংহিতার ভূমিকাতে লিখিত আছে যে মনু ধর্ম্মশাস্ত্রকে শত সহস্র শ্লোকে রচনা ও শত অধ্যায়ে বিন্যাস করিয়া নারদকে দেন, নারদ তাহা লোকের হিতার্থে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপ করেন। এতাবতা পদ্যময় বৃহন্মনুসংহিতা যে স্বায়ম্ভুব মনুর কৃত তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু মরীচি প্রভৃতির অধ্যাপক ও নারদের উপদেশদাতা হওয়া স্বায়ম্ভুব ভিন্ন অন্য মনু সম্ভবে না, এবং অধুনা ব্যবহৃত তৎ সংক্ষিপ্ত সংহিতা যে ভৃগুর সংকলিত বা উক্ত তাহা উক্ত বচন কতিপয়েতেই ব্যক্ত।

মনু শব্দ 'মন্' ধাতুৎপন্ন, ইহার অর্থ বোদ্ধা, বিশেষতঃ বেদ বিষয়ে। ফলতঃ মনু যে বিশেষে বেদজ্ঞ বিজ্ঞ রাজর্ষি ছিলেন তাহা তৎসংহিতাতেই প্রকাশ পাইতেছে, কেননা তাহাতে বেদের কোন কোন বচন অবিকল রূপে এবং অনেক বচন অত্যল্পভাগে পরিবর্ত্তিত রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার ভাষা অনেক স্থলে বেদানুরূপ, ও সর্ব্ব[illegible]শাস্ত্রের উপযুক্ত, এবং তদ্রচনার গাম্ভীর্য্যাদি বেদানুকল্প। মনুর উক্তি প্রগাঢ়তাসহ প্রসাদ শক্তি গুণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মবাণী স্বরূপ। মনু যে প্রকারে প্রজার কর্ত্তব্যত দেশ, রাজার নীতি নির্দ্দেশ বিশেষ বিশেষ আশ্রমির ও জাতির ধর্ম্মোপদেশ ও সর্ব্বভূতের হিতোপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলৌকিক বিজ্ঞতা বেদজ্ঞতা ধীরতা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং বেদে ও ঋষিরা তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহারই প্রমাণ হইতেছে*।

* মনুর স্মৃতি কোন্ বিশেষ সময়ে রচিত হয় তাহার নির্ণয় করিতে ইউরোপীয় যেং পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা ভিন্নং কাল কল্পনা করিয়াছেন, যথা,—শেগি ভণ্ডেলং-স্লাগ্‌ল্ সাহেব বোধ করেন খৃষ্টীয় শকের তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়, শোলে-গেলী সাহেব অনেক বৎসর বহু বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে মানব স্মৃতি সেকেন্দর সম্রাটের অন্যূন সাতশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচরিত হইয়াছে, ইনি আরো কহেন যে বাল্মীকির রামায়ণ তৎসম কালিক এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কোন খানি অগ্রে রচিত তাহা নিশ্চয় করিতে অপারক। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক এলফেনেষ্টন্ সাহেব মনুর স্মৃতিতে লিখিত বিধান ও নীতি এবং নব্যস্মরণীয় বিধান ও নীতির মধ্যে যে প্রভেদ তদ্বিবেচনায় অপিচ সেকন্দর সম্রাটের আক্রমণের পূর্ব্বে যৎপরিমিত পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিবেচনাতে মনুর স্মৃতিকে অতিপ্রাচীন অনুভব করেন ও কহেন—'খ্রিষ্টের জীবন কালের ৯ বিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত সেকন্দর সম্রাটের এবং চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বেদের অভ্যন্তরিত মধ্যার্দ্ধ সময় মনুসংহিতা রচনার কাল, কিন্তু তিনি আপনি-ই এই কালকে অত্যন্ত অনিশ্চিত কহিয়াছেন। সংস্কৃতাধ্যাপক উইলসন্ সাহেব কহেন— যে মনুসংহিতা এক্ষণে যাদৃশ তাহা রামায়ণের তুল্য প্রাচীন নহে, তাহা খ্রিষ্টের জন্মের পূর্ব্ব দ্বিতীয়শত বৎসরে অথবা তৃতীয় শত বৎসরের প্রথমে রচিত হইয়া থাকিবে। পরন্তু ভাষার ও লিপির ধরণ বিবেচনায় পূর্ব্ব অনুবাদক সর উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব যে অনুভব করিয়াছেন তদ্দ্বারা অধ্যাপক সাহেবের অনুমান খণ্ডিত হইতেছে। অনুবাদক সাহেব কহেন—''বেদের ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের এবং পুরাণের সংস্কৃত মধ্যে প্রায় সেই পরিমাণে প্রভেদ যেমত নিউমার এবং অপিয়সের ও সিসেরোর কাল তাদৃশ লিখার মধ্যে। যদি সংস্কৃত ও লাতীন লিখার মধ্যে ঐ বিবিধ পরিবর্ত্তন প্রায় সমপরিমিত সময়ে হইয়াথাকে, (এবং তাহা হওয়াও সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে,) তবে মনু সংহিতার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ও পুরাণের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ লিখিত হইয়া থাকিবে'' । উক্ত সাহেব আরো কহেন—''অনেক স্থলে মনুর ভাষা বেদের ন্যায় বিশেষতঃ অধিক নব্য এবং ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় এতাবতা প্রথম দৃষ্টিতেই বোধ হয় লিখিত হওনের পূর্ব্বে উক্ত সংহিতা ইজিপ্টের অথবা আসিয়ার প্রথম রাজার শাসনকালীন প্রচরিত (অর্থাৎ ব্যবহৃত) হইয়া থাকিলেও তাহা সোলনের এবং লাইকরগসের কৃত আইনের অপেক্ষা অধিক প্রাচীন''। এমত বিবেচনা পূর্ব্বক তিনি স্থির করেন যে মনুসংহিতা খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ১২৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই রূপে উক্ত সাহেবেরা মনুসংহিতা রচনার সময় নিরূপণে অনৈক্যমত, এবং তাঁহাদের লিখিত ঐ ভিন্ন ভিন্ন সময় সকলই আনুমানিক মাত্র তন্মধ্যে কাহার অনুমান সত্য কাহার মিথ্যা তন্নিশ্চয় নিশ্চিত রূপে হয় না। এতাবতা

আর আর ঋষিরা যে সংহিতা লিখিয়াছেন তাহা মনুর অনুরূপে এবং তৎ সকলেই প্রমাণার্থে মনুর উল্লেখ করিয়াছেন। এতাবতা মনু-সংহিতা ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সকল গ্রন্থের মূল ও আদর্শ। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঋষিরা অত্যন্ত মান্য করিতেন; কোন স্মৃতিতে মনুর উক্তির বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা অমান্য ও অপ্রামাণ্য, যথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন —“বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ। ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে”।— অর্থাৎ বেদের অর্থ সংগ্রহ জন্য মনুর-ই প্রাধান্য, মনুর উক্তির বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নয়॥ শাস্ত্রসমূহ তর্ক ও ব্যাকরণ তাবৎ শোভা পায়, যাবৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়॥ ব্যাস কহেন —‘ পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গো-বেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি, ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ’’॥ অর্থাৎ —পুরাণ, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসহবেদ, ও চিকিৎসাশাস্ত্র -এই চারি আজ্ঞা-সিদ্ধ, ইহা হেতুবাদদ্বারা নাশ্য নয়॥ অপিচ বেদে মনু পরম গৌরান্বিত,— বেদবাণী এই যে “মনুর্বৈযৎ কিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্ভেষজতায়া” ইতি। অর্থাৎ— মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ।

তদানুমানিক এক সময়ও নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; এক্ষনে নারদের সংহিতার ভূমিকা পাঠ করিলে এবং ঐ দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস করিলে অবগতি হইবে যে স্বায়ম্ভুব মনু সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থে আচার ও স্থিতি বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র করেন, তাহা শ্লোকাত্মক হয়, ঐ শ্লোকচয় সহস্র অধ্যায়ে নিবদ্ধ করিয়া নারদকে সমর্পণ করেন, তিনি তাহা লোকের হিতার্থে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করিয়া ভৃগুসুত সুমতিকে দেন, ইনি লোকের অধিকতর সুগমতা জন্যে তাহা চারি সহস্র শ্লোকে সঙ্কলিত করেন। এতাবতা প্রকাশ যে বৃহৎ মনুসংহিতা স্বায়ম্ভুব মনু বর্ত্তৃকই রচিত। তবে রহিল লঘু মনুসংহিতার কাল নির্ণয়,—তাহা ঐ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়স্থ ৫৮, ৫৯ ও ৬০ সংখ্যক বচনেই প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ গ্রন্থস্থ শ্লোক সমূহ স্বায়ম্ভুব মনুর জীবন কালেই ভৃগুমুনিকর্ত্তৃক উক্ত বা সংক্ষিপ্ত হওয়া ব্যক্ত, এক্ষণে মিমাংস্য এই যে মনুর সে জীবনকাল সে কোন্ কাল,—মনুসংহিতায় বিশ্বাস করিলে প্রতীতি হইবে যে সৃষ্টির আদিতে তাঁহার জন্ম। (দ্রষ্টব্য—মনু. অ. ১, শ. ৩২, ৩৩, ও ৩৪)।

সর্ উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব কহেন—‘দারাশেকোঃ সম্পূর্ণ কারণ বশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণদিগের আদিম মনুই মনুষ্যজাতির জনক, এবং ইহুদিরা, খ্রিষ্টানেরা ও মুসলমানেরা যাঁহাকে আদম কহে তিনি এই (আদিম) মনু’’।

ইউরোপীয় আর আর পণ্ডিতেরা-ও অস্বীকার করেন না ও করিতে পারেন না যে মনুর সংহিতা প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র নয়। মর্লি সাহেব নিজ ডাইজেষ্টের ভূমিকাতে ইউরোপীয় পণ্ডিত কতিপয়ের মত তুলিয়া তদন্তে নিজ সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন যথা,—“মনুসংহিতা যে কোন বিশেষ সময়ে রচিত বা সংগৃহীত হউক, ইহা যে প্রাচীনতম অত্র সন্দেহো নাস্তি, এবং এতদ্দারা প্রমাণ হইতেছে যে ইহা পূর্ব্বতমকালে রচিত, তৎকালেও হিন্দুদের সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। রচনা সৌন্দর্য্য নিমিত্তেই হউক অথবা দৈববাণী বোধ জন্য হউক, প্রায় দশ ক্রোর মনুষ্যের নীত্যুপদেশক ও ধর্ম্মবিধায়ক জ্ঞান নিমিত্তই বা হউক, মনুসংহিতা পণ্ডিতের অত্যন্ত মনোযোগার্হ”।

আর আর স্মৃতিকার ঋষিদের মধ্যে অনেকের সংহিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যথা—

অত্রির স্মৃতি পদ্যে রচিত ও সুস্পষ্ট। বিষ্ণু সংহিতার অধিকাংশ পদ্যে অত্যল্প গদ্যে। হারীতের স্মৃতি গদ্যে বিরচিত। এবং বিষ্ণু ও হারীত উভয়েরই স্মৃতির সংক্ষেপ পদ্যে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিজ সংহিতার ভূমিকাতে প্রকাশ যে তিনি মিথিলায় মুনিগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ করিতেন*। আর আর ঋষির সংহিতা সমূহ মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা অধিক ব্যবহৃত ও কর্ম্মণ্য।—তাহার এক কারণ এই যে ঐ গ্রন্থ পরিপাটিরূপে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বিন্যস্ত ও তৎসকল কাণ্ডই সংক্ষেপে অথচ উত্তমরূপে লিখিত, দ্বিতীয় কারণ এই যে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও প্রচলিত মিতাক্ষরা তাহার টীকা। এই সংহিতা সহস্র ত্রয়োবিংশতি বচনে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিধেয় সমুদায়ই প্রায় উক্ত হইয়াছে। উশনা স্বীয় সংহিতা পদ্যে রচনা করেন, তৎসংহিতা ও তৎসংক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। অঙ্গিরা ন্যূনাধিক সপ্ততি বচনে এক ক্ষুদ্র সংহিতা লিখেন। যম ঋষির সংহিতা-খানিও ক্ষুদ্র,—তাহা একশত শ্লোকে সমাপ্ত, আপস্তম্ব গদ্যে স্মৃতি রচনা করেন।—ঐ গদ্যময় সংহিতা ও পদ্যে কৃত তৎ সংক্ষেপ বর্ত্তমান। সম্বর্ত্তের গদ্যস্মৃতির পদ্যময় সংক্ষেপ মাত্র এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়। কাত্যায়নের স্মৃতি যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট।—ইনি এক ব্যাকরণ করেন এবং আর আর বিষয়ক গ্রন্থও লিখেন। বৃহস্পতির বৃহৎ সংহিতা থাকা অনিশ্চিত, কিন্তু তৎসংহিতার সংক্ষেপ বর্ত্তমান। পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্তাত্মক স্মৃতি বর্ত্তমান। ব্যাসের পুরাণ গ্রন্থ সমূহই বিখ্যাত, কিন্তু তিনি শুদ্ধ স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ-ও লিখিয়াছেন। শঙ্খ ও লিখিত মিলিত হইয়া গদ্যে এক গ্রন্থ লিখেন, এই গ্রন্থ পদ্যে সংক্ষিপ্ত হয়, তাঁহাদের পৃথক্ রূপে লিখিত গ্রন্থ-ও আছে। গৌতমের রচিত উৎকৃষ্ট এক সংহিতা বর্ত্ত-

* "যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্মানশেষতঃ। মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্। যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত"।

যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা কোন্ সময়ে রচিত তাহা নিশ্চিত হয় না, পরন্তু তাহা অধিক প্রাচীন বটে। ভারতবর্ষের নানা স্থলে প্রাপ্ত খোদিত লিপ্যাদি তৎসংহিতা হইতে নীত, এবং ঐ সকল খ্রিষ্টের পর সপ্তম বা একাদশ শত বৎসর কালে খোদিত হওয়া দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেব কহেন—"এত ব্যাপ্তরূপে প্রচরিত হওনাৰ্থে প্রামাণিক প্রমাণ বলিয়া সাধারণের মান্য হইতে অবশ্যই অধিক সময় লাগিয়া থাকিবে। অতএব ঐ লিপ্যাদি খোদিত হওনের অনেক পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা লিখিত হওয়া কহিতেই হইবে"। অপিচ যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার অনেক বাক্য পঞ্চতন্ত্রে দৃষ্ট হওয়াতে ঐ সংহিতা রচনার সময় ন্যূনকল্পে আর পাঁচ শত বৎসরের পিছিয়া পড়িতেছে, এবং তাহা আরো প্রাচীন হওয়া সম্ভব; পরন্তু তাহা খ্রিষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতবৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় না, যেহেতু অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেবের বিবেচনা এই যে—"যে নমক মুনির নাম যাজ্ঞবল্ক্য তৎ-সংহিতায় দৃষ্ট হয় তিনি তৎসমসময়কালিক"। দ্রষ্টব্য—মার্লির ডাইজেষ্টের ভূমিকা, পৃ- ১২, ১৩।

নাম, তাঁহার অনেক বচন ঐ গ্রন্থকারের পিতা গৌতমের বলিয়া ধৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। সন্তাতপ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এক সংহিতা লিখেন, পদ্যে কৃত তৎ-সংক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত গণিত স্মৃতিকারদিগের শেষ, ইহাঁর লিখিত সংহিতা গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত।

উপরি বর্ণিত সংহিতাচয়াতিরেকে নারদ সংহিতার কিয়দংশ বর্ত্তমান। এবং আর আর ঋষির কতিপয় বচন টীকা ও নিবন্ধন গ্রন্থ সমূহে দৃষ্ট হয়,—কেবল কুথুমি, বুদ্ধ, সাতায়ন ও আর দুই এক ঋষির নাম ও বচন প্রায় দৃষ্ট হয় না*। যেমত মনুসংহিতায় ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিধানই প্রাপ্য, যাজ্ঞবল্ক্যের ও কাত্যায়ন ভিন্ন আর আর ঋষির সংহিতা তেমত সম্পূর্ণ নহে। স্মার্ত্তদিগের বিবেচনা এই যে মনু ভিন্ন অন্য ঋষির সংহিতা অধুনা সমগ্ররূপে অপ্রাপ্য।

কোন কোন সংহিতার টীকা বা ব্যাখ্যা আছে;—টীকা না থাকিলে তত্তৎসংহিতার অনেক অংশের অর্থ দুর্জ্ঞেয় হইত, এবং বোধ হয় কোন কোন অংশ অর্থহীন বোধে ত্যক্ত ও ব্যর্থ হইত। অবগতি হইতেছে কতিপয় মুনি মনুসংহিতার টীকা করেন, কিন্তু তন্মধ্যে ভাগুরির টীকা ভিন্ন অন্য ঋষিপ্রণীত টীকা আছে এমত বোধ হয় না। ঋষি ভিন্ন অন্যের লিখিত মনু-টীকা সমূহ মধ্যে বীরস্বামি ভট্টসুত মেধাতিথির টীকার কিয়দংশ হারাইয়া যাওয়াতে দীর্ঘ-রাজ মদনপালের সভায় তদংশ অন্যতরকর্ত্তৃক লিখিত হয়, উক্ত টীকা এবং গোবিন্দরাজের ও ধরণীধরের কৃত টীকাদ্বয় অধিক মান্য ও প্রামাণ্য ছিল, কিন্তু কুল্লূক ভট্টের টীকা প্রকাশিতা ও প্রচলিতা হওয়া অবধি তত্তৎ টীকার তাদৃশ আদর নাই। পণ্ডিতদিগের বিবেচনায় কুল্লূকের ব্যাখ্যা অতি সুব্যাখ্যা তাহা অল্প পরিমিত অথচ অধিক ফলের কথাযুক্ত, গাঢ় অথচ সুস্পষ্ট, অত্যন্ত ব্যবহার্য্য ও কার্য্যকারকা†। শায়নাচার্য্যকৃত মাধবী এবং নন্দরাজের কৃত নন্দরাজ-নামিকা মনুটীকা মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিতা, তন্মধ্যে শেষোক্ত টীকা কর্ণাট দেশেও আদৃতা। মন্বর্থ চন্দ্রিকা‡ নাম্নী টীকাও প্রসিদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে। কামধেনু নাম্নিকা মনুটীকার

* অধ্যাপক এষ্টেন্স্লের সাহেব স্মৃতিকার ঋষিদের সংখ্যা ষট্‌চত্বারিংশৎ গণন করেন,—ইঁহারাই যাজ্ঞবল্ক্যীয় ও পরাশরীয় সংহিতায় এবং পদ্মপুরাণে ও রামকৃষ্ণের টীকায় উল্লিখিত। অধ্যাপক সাহেব কহেন,—অগ্নি, কুথুমি, সাতায়ন ও সোম ভিন্ন অন্য ঋষিদের সংহিতা বর্ত্তমান, এবং অন্যান্য গ্রন্থে ধৃত তাঁহাদের বচন তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে।

† সর্ উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব কহেন—"অবশেষে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কুল্লূকভট্টের প্রাকট্য হইল,—ইনি অনেক পরিশ্রমে শিখিয়া এবং অনেক পুস্তক মিলাইয়া একখানি টীকা গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। যথার্থতই বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় বা আসিয়াদেশীয় প্রাচীন বা নব্য গ্রন্থচয়ের যত টীকা লিখিত হইয়াছে তৎ সর্ব্বাপেক্ষা কুল্লূক ভট্টের টীকা সংক্ষিপ্তা অথচ উজ্জ্বলতমা, অত্যল্প আড়ম্বর যুক্তা কিন্তু অত্যন্ত বিজ্ঞতাসম্পন্না, অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য-গর্ভা তথাপি অত্যন্ত রম্যা।

‡ মনু সংহিতানুবাদে সেলংশোমা সাহেব মন্বর্থচন্দ্রিকা টীকা ব্যবহার করেন ;—তাঁহার মতে এই টীকা অনেক স্থলে কুল্লূক ভট্টের টীকা হইতেও যথাযথ ও স্পষ্টতর।

অর্থ শ্রীধরাচার্য্য কর্তৃক স্মৃতিসারের অনেক স্থলে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত হইয়াছে।
নন্দ পণ্ডিতকর্তৃক বিষ্ণু সংহিতার যে টীকা লিখিত হয় তাহার নাম বৈজয়ন্তী। এই পণ্ডিতবর পরাশর সংহিতার টীকাও লিখিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা সমূহ মধ্যে অপরার্কের টীকা অতি প্রাচীনা বিবেচিতা হওয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিতা মিতাক্ষরা তদপেক্ষা অবশ্যই নব্যা, পরন্তু নব্যা হইয়াও তাহা প্রাচীনাপেক্ষা প্রামাণ্যা। মিতাক্ষরা বিজ্ঞানেশ্বর বা বিজ্ঞান যোগী নামক পরমহংসের বিরচিত ইহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক অত্যুৎকৃষ্ট নিবন্ধন গ্রন্থ। বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্কীয় বচনের নিজকৃত ব্যাখ্যাদির পোষকতার্থে আর আর সংহিতার ও গ্রন্থের বচন ধরিয়া আনুষঙ্গিকক্রমে প্রায় তৎ সকল বচনের ব্যাখ্যা ও তন্মতের সমন্বয় করাতে তাঁহার মিতাক্ষরা টীকাচ্ছলে কৃত নিবন্ধন গ্রন্থকয়েকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেববোধকর্তৃকও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এক টীকা লিখিতা হয়। বিশ্বরূপের রচিত যাজ্ঞবল্ক্য টীকা নিবন্ধন গ্রন্থচয়ের অনেক স্থলে ধৃতা এবং উল্লিখিতা হইয়াছে। শূলপাণির কৃত দীপকলিকা-ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা*; এই গ্রন্থ উপযুক্ত রূপেই গৌড়ে গৌরবান্বিত।

মনু সংহিতার সুপ্রতিষ্ঠিত টীকাকর্ত্তা কুল্লূকভট্ট যম-সংহিতার-ও এক টীকা লিখিয়াছেন।

গৌতমসংহিতার টীকা হরদত্তাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিতা হয়†।

বরদারাজকৃত বরদারাজ্য নামিত গ্রন্থ ফলিতার্থে এক নিবন্ধন গ্রন্থই বটে; কিন্তু তাহা নারদ সংহিতামূলক হওয়াতে তৎ সংহিতার টীকা বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে। বরদারাজ দক্ষিণরাজ্যে—বিশেষতঃ তাহার দ্রাবিড় ভাগে অধিক প্রামাণ্য।

মাধবীয় বা মাধবাচার্য্যকৃত পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডের টীকা হইয়াও ফলতঃ এক উত্তম নিবন্ধন গ্রন্থ, এবং তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য।‡

---

* শূলপাণির জন্ম মিথিলাতে, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশের সহরিয়া নামকস্থানে বাস করিতেন, তাঁহার আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক গ্রন্থ মিথিলা ও গৌড় উভয় দেশেই অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যবহৃত।

† হরদত্তাচার্য্য দ্রাবিড় দেশবাসী, এবং অনেক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যে গ্রন্থে আর আর স্মৃতি বচন তুলিয়া সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার নামও মিতাক্ষরা, অতএব উপরি উক্ত মহাদৃত মিতাক্ষরাকে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরাখ্যায় বিশেষ [illegible]

‡ এই গ্রন্থ বিদ্যানগর সংস্থাপকের মন্ত্রি পণ্ডিতবর বিদ্যারণ্যস্বামিকর্ত্তৃক বিরচিত। এই রাজার জীবন-কাল খ্রিষ্টীয়শকের ত্রয়োদশশত হইতে চতুর্দ্দশশত [illegible] বৎসরের মধ্যে। এতাবতা বোধ করা যাইতে পারে যে ইনি হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকের শেষ ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের প্রণেতা নিজ ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নাম তদ্গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। এই

এতদ্ভিন্ন চতুর্বিংশতি স্মৃতি-ব্যাখ্যা আমিকা স্মৃতি সমূহের সঙ্কলন এক টীকা আছে।

ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারের মত সকল বিষয়ে মিলে না*। অপিচ কোন কোন ঋষির মত কোন২ বিষয়ে মনুর মতের সহিত-ও ঐকামত নহে †। কিন্তু তথাপি ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের কোন মত ত্যাগ ও কোন মত গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের নাই, যেহেতু মনু কহেন—"দুই স্মৃতির বচন প্রকাশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তদুভয়ই শাস্ত্র, কেননা জ্ঞানিকর্তৃক উভয়ই বলবৎ ও সমন্বয়শীল কথিত হইয়াছে"। এতাবতা পরস্পর বিরোধের সমন্বয় ও মত বৈলক্ষণ্যের ঐকীকরণই কেবল উপায় রহিল, এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয়পূর্ব্বক এক মত সংস্থাপক নিবন্ধন-গ্রন্থের আবশ্যকতা হইল।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ পণ্ডিতেরা নিবন্ধনগ্রন্থ লিখিয়াছেন। নিবন্ধন-গ্রন্থের সঞ্চার হওন অবধি ঋষিদের বচন স্বয়ং চূড়ান্ত রূপে ব্যবহৃত নয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ নিবন্ধন গ্রন্থে কৃত যে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপিত যে মত তাহাই ব্যবস্থা বিষয়ে প্রামাণ্য। যে মনুসংহিতা, সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল, তদ্বচনই এক্ষণে কেবল মান্য জ্ঞান করা হয় মাত্র, কিন্তু কোন নিবন্ধার মত ভিন্ন শুদ্ধ তদনুসারে ব্যবস্থা চলে না, কার্য্যও হয় না। নিবন্ধারা সামান্যতঃ সংহিতাসমূহের আবশ্যক বচন সকল তুলিয়া কোন কোন বচন ব্যাখ্যা এবং তদ্বচন সমূহে বিরোধাদি থাকিলে তৎ সমন্বয় পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত রূপে এক মত স্থাপিত করতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রস্থাপক মনুর আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। অনেক নিবন্ধন গ্রন্থের অনেক স্থলে বিশেষ বিশেষ নিবন্ধার মতও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কখনো তন্মত শোধন বা খণ্ডন নিমিত্তে, কখনো বা স্বমতের পোষকতা প্রযুক্ত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে শ্রুতি ও পুরাণের বচন-ও প্রমাণার্থে ধৃত হইয়াছে,- শ্রুতি সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য, শ্রুতির পরেই স্মৃতি, স্মৃতির ... পরেই পুরাণ

গ্রন্থের আচার ও প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় পরাশরসংহিতামূলক, কিন্তু, যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তৎস্মৃতিতে ব্যবহার বিষয়ক বচন প্রাপ্তি না হওয়াতে,—মাধবের ব্যবহার কাণ্ড তৎকালে তদ্দেশে আদৃত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ভাবৎ গ্রন্থের মত সমন্বয়াত্মক নিবন্ধন রূপে রচিত। যদ্যপি মাধবের ব্যবহার কাণ্ড কোন বিশেষ ঋষির স্মৃতিমূলক না হওয়াতে তাদৃশ প্রামাণিক না হওয়াই সম্ভব্য বটে, তথাপি তাহা অতি প্রামাণিক রূপে আদৃত ও ব্যবহৃত,—তাহার কারণ এই যে আর আর অনেক গ্রন্থ রচনা ও বিশেষতঃ বেদের ভাষ্য করণ জন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার প্রতিষ্ঠা এত অধিক যে ভক্তেরা তাঁহাকে মহেশাবতার জ্ঞান করে। দ্রষ্টব্য এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, ভূমিকা, পৃ. ১৫ ও ১৬।

* তাহা মিতাক্ষরা ও দায়ভাগাদি ধৃত পত্নীপ্রভৃতির অধিকার বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন ঋষির বচন দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

† দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসাদি দত্তক প্রকরণীয় গ্রন্থে ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ক্রম ও অধিকার বিষয়ক বচন দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে তন্মধ্যে অনেকে মনু-বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন।

প্রত্যেক প্রদেশ বিশেষ বিশেষ নিবন্ধন-গ্রন্থে ব্যবস্থাপিত মত বিশেষে আদৃত ও প্রচলিত; এবং কোন প্রদেশীয় নিবন্ধন-গ্রন্থে কোন বচনের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তদ্দেশে তাহা সেই অর্থে বই অর্থান্তরে গ্রাহ্য নয়। উক্ত পঞ্চ প্রদেশের মধ্যে দুই প্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গ ও বারাণসী প্রধান;—অন্য প্রদেশত্রয়ের মত অনেক বিষয়ে কাশীর মতানুগত।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ কাশী প্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক, এবং আর আর নিবন্ধন গ্রন্থ হইতে অনেক গুণে প্রামাণ্য,—কাশী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণসীমা পর্যন্ত মিতাক্ষরা আদৃত, এবং তাহা তৎ সমুদায় দেশের প্রধান নিবন্ধন গ্রন্থ বলিয়া গণ্য এবং মান্য। তত্তদ্দেশে প্রচলিত গ্রন্থচয় সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুমত, এবং ঐ সকলের অনেক স্থলে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণ স্বরূপে ধৃত,—কেবল কোন কোন স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে, পরন্তু তাহাও প্রৌঢ়ির সহিত মিতাক্ষরা দূষণ বা তন্মত খণ্ডন নিমিত্তে হয় নাই, প্রত্যুত প্রায় তৎ প্রতি সম্মান পুরঃসর স্বমত ব্যক্তীকরণার্থে হইয়াছে। তাদৃশ মতচয়ের বিশেষ বিশেষ মত ব্যবহার ও তত্তন্মত প্রকাশক গ্রন্থের বিশেষে আদর করাতে বক্ষ্যমাণ এবং প্রদেশ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কাশীহইতে বিভিন্নমত।*—কাশী প্রদেশে পরশুরাম-মাধব, ব্যবহার মাধব, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়, বীরেশ্বর ভট্ট ও বালম্ভট্ট প্রণীত মিতাক্ষরা-টীকাদ্বয়, এবং কমলাকরের কৃত বিবাদ-তাণ্ডব প্রভৃতি মিতাক্ষরার সঙ্গে বিশেষে আদৃত ও ব্যবহৃত। মিথিলা প্রদেশে সর্বাপেক্ষা মান্য—বিবাদ-রত্নাকর (১) ও বিবাদচিন্তামণি (২), এবং লক্ষ্মীমা বা লক্ষ্মী দেবীর কৃত বিবাদচন্দ্র (৩) গ্রন্থ-ও তৎপ্রদেশে অত্যাদৃত। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে মান্য—হরি-

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. ভু. পৃ. ২২। কোল্. দা. ভা. ভু. পৃ. ৪। মলি. ডা. ভু. পৃ. ৩১। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের হিন্দু. ল. ৩১৫, ও ৩১৬।

(১) 'বিবাদরত্নাকর'—মিথিলাধিপতি হরদেবসিংহের মন্ত্রি চণ্ডেশ্বরের অধ্যক্ষতাতে বিরচিত। ইঁহার অধ্যক্ষতাতে প্রস্তুত ব্যবহার রত্নাকর গ্রন্থও মিথিলায় মহামান্য। চণ্ডেশ্বর নিজেও কতিপয় গ্রন্থ রচিয়াছেন।

(২) এই গ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত। ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি আর অনেক গ্রন্থ-ও তাঁহা কর্তৃক রচিত। এই সকল গ্রন্থ সচরাচর মিশ্রের গ্রন্থ বলিয়া খ্যাত ও মিথিলাতে মহাদৃত। কোল্‌ব্রুক সাহেব কহেন বাচস্পতি মিশ্র ত্রিহুত জিলার সেমৌল নামক স্থানে বাস করিতেন; ইঁহার জীবনকাল হইতে দশ বা বার পুরুষের অধিক গত হয় নাই। দ্রষ্টব্য কোল্. ডা. ভু. পৃ. ১৫।

(৩) এই সুপণ্ডিতা দেবী নিজকৃত স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রীয় অনেক গ্রন্থে ভ্রাতৃপুত্র মিসরু মিশ্রের নাম তত্তদ্গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার করেন, এবং হরসিংহদেবের পৌত্র চন্দ্র সিংহের নামানুসারে নিজ গ্রন্থ সমূহের নাম দেন। দ্রষ্টব্য ঐ পৃ. ১৫ ও ১৬।

নাধোপাধ্যায়ের কৃত স্মৃতিসার ও স্মৃতিসমুচ্চয়, বীরেশ্বর ভট্ট কৃত মদনপারিজাত (৪), এবং কেশব মিশ্র কৃত দ্বৈতপরিশিষ্ট। দ্রাবিড় প্রদেশে (অর্থাৎ সুবা মাদরাসে) মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা (৫), ও সরস্বতীবিলাস (৬) বিশেষ রূপে মান্য। মহারাষ্ট্র প্রদেশে (অর্থাৎ বম্বে সুবাতে) ব্যবহার-ময়ূখ (৭) অত্যন্ত আদৃত, তদ্ভিন্ন নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি (৮), ব্যবহারকৌস্তুভ, পরশুরাম-মাধব ও মিতাক্ষরা বিশেষরূপে চলিত।

শেষোক্ত তিন প্রদেশে প্রচলিত উক্ত গ্রন্থ শ্রেণিত্রয়ে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা অস্বীকৃত বিশেষ বিশেষ মত ব্যবস্থাপিত হওয়াতে ও তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ মত ঐ প্রদেশত্রয়ের দেশ বিশেষে আদৃত হইয়ায়--তন্মত ব্যবস্থাপক গ্রন্থ শ্রেণী যদ্যপি তদ্দেশ বিশেষে বিশেষ রূপে আদৃত, তথাপি তাহাতে আর সকল বিষয়ে মিতাক্ষরার মত অতি মান্য, এবং ঐ কয়েক প্রদেশে আদর্শরূপে মিতাক্ষরারই প্রাধান্য। উৎকল দেশে (যাহা এক্ষণে সুবা বাঙ্গালার অধীন তাহাতেও) মিতাক্ষরার প্রাধান্য,—তদনুকম্পা রূপে শম্ভোকর বাজপেয়ী আর উদয়কর বাজপেয়ী নামক গ্রন্থ প্রামাণ্য। কেবল বঙ্গ প্রদেশে দায় বিষয়ে (৯) জীমূত বাহনের দায়ভাগ বিশেষে আদৃত হওয়াতে এবং অনেক বিষয়ে ও সন্দিগ্ধ সকল বিষয়েই প্রায় দায়ভাগের মত মিতাক্ষরার বিপরীত হওয়াতে (৯)

---

(৪) 'মদনপারিজাত'—বস্তুতঃ বীরেশ্বর ভট্টের কৃত, এবং সম্ভু মার্থে জাট জাতীয় মদনপাল রাজার নামানুসারে নামিত। এই রাজা কাষ্ঠনগরে অথবা দীঘ নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। বোধ হয় ইঁহার নামেই মদন বিনোদ,—যাহা পঞ্চদশ শত সম্বদব্দে রচিত হয়, (দ্রষ্টব্য কোল্. ডা. ভূ. পৃ. ১৭। ঐ দা. ভা. ভূ. পৃ. ১১)। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন নদনোপাধ্যায় মদন পারিজাতের কর্ত্তা।

(৫) 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' দেবানন্দ ভট্টকৃত। কোল্‌ব্রুক সাহেব কহেন—'ব্যবহার বিষয়ক উৎকৃষ্ট এই গ্রন্থ অতিশয় মান্য; এবং অবগতি হইয়াছে যে তাহা দ্রাবিড় তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশীয় অন্তরীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ-বাসি হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য। দা. ভা. ভূ. পৃ. ৪।

(৬) এই নিবন্ধন গ্রন্থ অনেক বিষয়াত্মক,—ইহা কাকত্য বংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব মহারাজ-কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়া কথিত হইয়াছে। এই রাজবংশ কৃষ্ণা নদীর উত্তরপারে স্থাপিত হয়েন অনন্তর বিজয় দ্বারা তৎশাসনস্থান বিশাল হইয়া তাহা দক্ষিণ দেশের দ্বিতীয় মহারাজ্য হইল। এই দ্বিতীয় রাজ্যের অন্তর্গত—হায়দরাবাদ, উত্তর সরকার, ও যে দেশে তৈলঙ্গ ভাষা উক্ত তৎসমুদায়। এবং উপরিউক্ত গ্রন্থ (যাহা উক্ত রাজার আদেশানুসারেই লিখিত হইয়া থাকিবে,) তদ্রাজ্যে প্রধান স্মৃতি-নিবন্ধন রূপে প্রচলিত হইল। দ্রষ্টব্য এষ্টেঞ্জের হিন্দু. ল. ভূ. পৃ. ১৬ ও ১৭।

(৭) 'ব্যবহার ময়ূখ'—নীলকণ্ঠ কৃত দ্বাদশ গ্রন্থের বা গ্রন্থখণ্ডের ষষ্ঠ ভাগ। ঐ দ্বাদশ গ্রন্থই বিশেষ নাম পূর্ব্বক ময়ূখ আখ্যাত। এবং তৎ সমুদয় সমষ্টিরূপে ভগবদ্ভাস্কর নামে নামিত। ব্যবহার ভিন্ন অন্য একাদশ ময়ূখ আচার ও প্রায়শ্চিত্তাদি বিষয়ক।

(৮) হেমাদ্রি'—হেমাদ্রিভট্ট কাশীকরের বিরচিত। এই গ্রন্থ অনেক নিবন্ধন হইতে প্রাচীন, অনেক বিষয়বিষয়ক, অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত এবং অনেক দেশে আদৃত।

(৯) স্মৃতি শাস্ত্রের এই অংশেই প্রায় অনেক মতবৈপরীত্য ও বৈলক্ষণ্য দ্রষ্টব্য।

এতদ্দেশে মিতাক্ষরা তাদৃক্ আদৃত নহে। উক্ত বিখ্যাত গ্রন্থ (দায়ভাগ) জীমূতবাহন* কৃত ধর্ম্মরত্নের এক ভাগ। তৎকর্ত্তা বঙ্গদেশ-প্রচলিত মতের সংস্থাপক বলিয়া অতি মান্য। ইনি এক এক বিষয়ে যেরূপ তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করতঃ পরমত খণ্ডনে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নহে, সামান্য ক্ষমতা ও দক্ষতারও আয়ত্ত নহে। আর যে যে নিবন্ধারা এতদ্দেশে প্রচলিত দায়বিষয়ক স্মৃতি নিবন্ধন রচিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জীমূতবাহনের অনুগামি হইয়াছেন, সকলেই স্বমতের প্রামাণিকতা ও পোষকতা নিমিত্তে তাঁহার মত স্মরণ করিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার বাক্য অবিকল রূপে তুলিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে বঙ্গদেশে বিশেষে মান্য—দায়তত্ত্ব ও ব্যবহারতত্ত্ব†, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত সুবোধিনী নাম্নী দায়ভাগ-টীকা, ও দায়ক্রমসংগ্রহ। দায়তত্ত্ব রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের একভাগ, যাহা দায়বিষয়ক। এইগ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইয়াও অধিক উপকারি, ইহা প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে জীমূত-বাহনের মতানুমত, এবং তদপেক্ষা

---

* কথিত আছে জীমূতবাহন শালিবাহন রাজার রাজ্যে অভিষিক্ত ও তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, বোধ হয় ইনি-ই সেই জীমূতকেতু যিনি শিলর রাজবংশ সম্ভূত ও টগর নামক স্থানে বিরাজমান ছিলেন। সালসেট্ নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন অথচ প্রামাণ্য খোদিত লিপিতে তাঁহার নামাঙ্কিত আছে (দ্রষ্টব্য—আসিয়াটিক্ রিসর্চের ১ বালামের ৩৫৭ ও ৩৫৮ পৃষ্ঠা)। এমত অনুমান হওয়া কারণাধীন বটে যে দায়ভাগ গ্রন্থ উক্ত রাজার সাহায্যে ও আদেশে বিরচিত হইয়া তাহাতে তাঁহার নাম গ্রন্থকর্ত্তৃ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা ধর্ম্মরত্ন রচিতে যত বিদ্যার ও সময়ের আবশ্যকতা ও যত পরিশ্রম হইয়া থাকে সমুদয় তত বিদ্যা উপার্জ্জন ও তত সময় ব্যয় ও তত পরিশ্রম স্বীকার রাজ্য লইয়া ব্যস্ত রাজার সাধ্য হওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় না। পরন্তু গৌড়ীয় পণ্ডিতদিগের অনুভব তেমত নহে, ইহাঁরা জীমূতবাহনকেই দায়ভাগের প্রকৃত কর্ত্তা বলিয়া মানেন।

† রঘুনন্দন নবদ্বীপ-বাসী ছিলেন,—ইনি সচরাচর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত, ইহাঁর স্মৃতিতত্ত্বের আচার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড গৌড়ে অত্যন্ত প্রামাণ্য, ইহাঁর মতেই প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহাঁর স্মৃতি গৌড়ীয় নব্য স্মার্ত্তদের সর্ব্বস্বধন, ইনি তাঁহাদের মনু বলিলে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেও হয়, যাহা বল তাহাই অসঙ্গত নয়। স্মৃতিতত্ত্ব সম্প্রতি সপ্তবিংশতি তত্ত্বাত্মক, তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক, বক্রী তিনখানি অর্থাৎ দায়তত্ত্ব ব্যবহারতত্ত্ব ও দিব্যতত্ত্ব অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারের মধ্যে কএক রূপ ব্যবহার বিষয়ক। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব কহেন—"রঘুনন্দনের স্মৃতি নিবন্ধন গুণে ও পারিপাট্যে রোমীয় জস্টিনিয়নের সংগ্রহের অনুরূপ"। খ্রিষ্টীয় পনের শত ও ষোল শত সালের মধ্যে রঘুনন্দনের জীবনকাল, কেননা তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এবং আর তিন জন প্রসিদ্ধ ছাত্রের সহিত এক সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ শিরোমণি, কৃষ্ণানন্দ ও চৈতন্য দেব তাঁহার সমকালীন ছিলেন। ভক্তেরা চৈতন্য দেবের জন্ম দিবস স্মরণ, তৎ কোষ্ঠী যত্নে সংরক্ষণ করাতে তদ্দ্বারা সপ্রমাণ যে ১৪১১ শকাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ৮৯৬ সালে বা খ্রিষ্টীয় ১৪৮৯ সালে চৈতন্যদেবের জন্ম। অতএব রঘুনন্দন তৎসমকালীন হওয়াতে তিনি অবশ্যই খ্রিষ্টীয় ষোল শত সালের প্রথমে বিরাজ করিয়া থাকিবেন। কোল. দা. ভা. ভূ পৃ. ১২।

সঙ্ক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশিত, কেবল কোন কোন বিষয়ে রঘুনন্দন দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং কোন কোন স্থলে দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ করিয়াছেন। দায়ক্রমসংগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মূল গ্রন্থ, এই গ্রন্থ দায় বিষয়ক শাস্ত্রের সুসংগ্রহ, এবং ইহার মত সমস্তই প্রায় ঐ গ্রন্থকর্ত্তার দায়ভাগ টীকার মতানুমত*।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কৃত দায়রহস্য বা স্মৃতি রত্নাবলী বাঙ্গালার কোন কোন জিলায় অধিক প্রামাণ্য হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে ভিন্ন, এবং এতাবতা কোন কোন আবশ্যক বিষয়ে তাঁহাদের ব্যবস্থাপিত মতের প্রতি সন্দেহ জনক হওয়াতে ঐ গ্রন্থ দায়ভাগাদির বিরুদ্ধে চলেনা। শ্রীকর ভট্টাচার্য্যের দায়নির্ণয়াদি-ও বঙ্গদেশে ব্যবহার্য্য। আর যে দুই এক খানি দায়গ্রন্থ আছে, তাহা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুরূপে লিখিত ও সকল বিষয়েই প্রায় তত্তন্মতানুমত।

দায়ভাগের কতিপয় টীকা আছে,-- তন্মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির টীকা প্রাচীনতমা, ইহার অনেক ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সংশোধিত বা খণ্ডিত হইলেও ইহা দায়ভাগের উত্তম ব্যাখ্যা বলিয়া সকলের স্বীকৃতা ও সম্মানিতা, এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকার প্রাকট্যের ও প্রাবল্যের পূর্ব্বে ইহা অতি প্রামাণিক রূপে ব্যবস্থাদির প্রমাণে ব্যবহৃতা হইত,—এক্ষণেও ইহা প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃতা হয়, কেবল ইহার যে যে অংশ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতের বিরুদ্ধ সেই সেই ভাগ প্রমাণ বলিয়া চলে না। অনন্তর অচ্যুত চক্রবর্ত্তী এক টীকা লিখেন,—ইনি শ্রাদ্ধবিবেকের টীকাও লিখিয়াছেন, অচ্যুত নিজ টীকার অনেক স্থলে চূড়ামণির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নিজেও চূড়ামণির সহিত মহেশ্বরের টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছেন। আদ্যন্ত বিবেচনা করিলে এই টীকায় জীমূতবাহনের বাক্য সকল উত্তম রূপে ব্যাখ্যাত। মহেশ্বরের

---

* উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ে সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব কিমশানি নবা গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্যবস্থার্ণব, বিবাদার্ণবসেতু, ও বিবাদভঙ্গার্ণব। তন্মধ্যে ব্যবস্থার্ণব অনুবাদিত ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয় না। বিবাদার্ণবসেতু হলহেড সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয় বটে, কিন্তু সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ দূষিত হইয়াছে; তদনুবাদও উক্ত প্রাড়্বিবাক কর্ত্তৃক অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিবাদভঙ্গার্ণব অনেক বিষয় বিষয়ক নিবন্ধন গ্রন্থ, তদনুবাদ কোলব্রুকের ডাইজেষ্ট্ বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থে প্রায় তাবৎ ঋষির বচন এবং নানা প্রদেশীয় নিবন্ধন গ্রন্থের মত ধৃত ও বাক্য ব্যাখ্যাত হওয়াতে ইহা কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত নহে, কিন্তু আরং প্রদেশেও চলনীয় এবং চলিতও বটে।—যথা সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব ও কোলব্রুক্ সাহেব প্রভৃতি কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ কথিত রূপে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, এবং নানা প্রদেশীয় পণ্ডিতেরাও স্বং দেশীয় ব্যবস্থার প্রমাণে বিবাদভঙ্গার্ণবের মত তুলিয়াছেন। তাহা এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় বালাম্ এবং উক্ত মেকনাটন্ সাহেবের গ্রন্থের-ও ঐ বালাম দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

টীকা চূড়ামণি এবং অচ্যুতের টীকার পর ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকার কিছু পূর্ব্বে, অথবা প্রায় তৎসমকালীন। দায়ভাগ ব্যাখ্যাতে ও তদ্ভাবার্থ বর্ণনে মহেশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ ঐকামত নহেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কাহারো টীকা দেখিয়াছেন এমত বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যে টীকা সে দায়ভাগের সকল টীকার উপর টীকা, তাহা অত্যন্ত আদৃতা ও বিখ্যাতা, এই টীকাকর্ত্তা সূক্ষ্মদর্শী নৈয়ায়িক ছিলেন, অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ব্বক গ্রন্থের ভাব ব্যাখ্যা ও গ্রন্থকর্ত্তার বিচারের উপর বিচার করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার মত স্থাপিত করিয়াগিয়াছেন, কেবল কোন কোন বিষয়ে মতান্তর হইয়াছেন বা সংশোধন করিয়াছেন। এই টীকা দেশময় মান্যা, ইহার প্রকাশে দায়ভাগের আর২ টীকার ব্যবহার প্রায় নাই, —ইহা জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের দায়গ্রন্থের পরেই প্রামাণ্যা। এতদ্ভিন্ন আর যে কয়েকখানি দায়ভাগ টীকা, তন্মধ্যে একখানি রঘুনন্দনের বলিয়া খ্যাতা; কিন্তু এই রঘুনন্দন সেই মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিতত্ত্বকর্ত্তা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য না হইবেন, কেননা তাদৃশ অকর্ম্মণ্য টীকা লিখা তাঁহার লেখনীর কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে, তবে যদি পাঠদশায় লিখিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না। দায়রহস্যকর্ত্তা রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতিও একখানি দায়ভাগ-টীকা লিখিয়াছেন।

কাশীরাম কর্ত্তৃক দায়তত্ত্বের এক টীকা লিখিতা হইয়াছে, এই টীকা ভাবার্থে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কৃত দায়ভাগটীকার সহিত প্রায় মিলে, এবং দায়তত্ত্বার্থের সুবোধিনী বটে।

বর্ণিত গ্রন্থশ্রেণি পঞ্চকের এক২ শ্রেণিস্থ গ্রন্থ এক২ দেশে আদৃত ও ব্যবহৃত* হইলেও এমত বিবেচ্য ও বাচ্য নহে যে তন্মধ্যে এক গ্রন্থশ্রেণি কেবল

* মর্লি সাহেব নিজ ভূমিকার শেষ ভাগে দ্রাবিড় প্রদেশকে—দ্রাবিড়, কর্ণাট, অন্ধ্র—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং দায়শাস্ত্রের মতবিভিন্নতানুসারে বিভিন্নীভূত প্রত্যেক প্রদেশে যে২ গ্রন্থ বিশেষে আদৃত ও ব্যবহৃত তাহারও নির্দ্দেশ লিখিয়াছেন, তদ্যথা—

১ গৌড়ীয় অর্থাৎ বঙ্গ প্রদেশে—ধর্ম্মরত্ন (তাহার) দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কৃত দায়ভাগ-টীকা, স্মৃতিতত্ত্ব (তাহার) দায়তত্ত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণব, বিবাদভঙ্গার্ণব।

২ মিথিলা প্রদেশে—মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্দ্র, স্মৃতিসার, স্মৃতি সমুচ্চয়, ও মদনপারিজাত।

৩ কাশীপ্রদেশে—মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মাধবীয়, বিবাদতাণ্ডব ও নির্ণয়সিন্ধু।

৪ মহারাষ্ট্র প্রদেশে—মিতাক্ষরা, ময়ূখ, নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, স্মৃতিকৌস্তুভ ও মাধবীয়।

৫ দ্রাবিড় প্রদেশের—

দ্রাবিড় ভাগে—মিতাক্ষরা, মাধবীয়, সরস্বতীবিলাস ও বরদারাজা।

কর্ণাট ভাগে—মিতাক্ষরা, মাধবীয়, ও সরস্বতীবিলাস।

অন্ধ্র ভাগে—মিতাক্ষরা, মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সরস্বতীবিলাস।

•এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে উপরি উক্ত গ্রন্থশ্রেণি পঞ্চকের এক২ শ্রেণিতে উক্ত সাহেব আর

এক প্রদেশে মাত্র ব্যবহার্য্য, ও কখনো তাহা দেশান্তরে চলে না।* যদিও প্রত্যেক প্রদেশের মনোনীত গ্রন্থশ্রেণি তথায় অন্যাপেক্ষা মান্য বটে, তথাপি তথায় সাধারণ বা অবিরুদ্ধ বিষয়ে অন্য প্রদেশীয় নিবন্ধন গ্রন্থের মত-ও মান্য, তবে তাহা দেশীয় গ্রন্থাপেক্ষা ন্যূনকল্প গণ্য,—এই বিশেষ। অপিচ কোন দেশের আদৃত গ্রন্থে কোন বিষয়ক ব্যবস্থা না থাকিলে অন্য দেশীয় গ্রন্থস্থ তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা স্বদেশীয় গ্রন্থোক্তির ন্যায় মান্য*।

দত্তক বিষয়ক গ্রন্থ কতিপয় মধ্যে বৈজয়ন্তীর ও প্রতীতাক্ষরার প্রণেতা নন্দ পণ্ডিতের কৃত দত্তক-মীমাংসা এবং স্মৃতিচন্দ্রিকার প্রণেতা দেবানন্দ ভট্ট (বা কুবের) কৃত দত্তক-চন্দ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। ঐ গ্রন্থদ্বয় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রায় তুল্য রূপে প্রামাণ্য†। দত্তক বিষয়ক শাস্ত্রে তাদৃক

---

*দুই একখানি গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন,—কিন্তু এই অতিরিক্ত কতিপয় মধ্যে নির্ণয়সিন্ধু ভিন্ন অন্য গ্রন্থ তাদৃশ বিশেষ রূপে ভিন্ন প্রদেশে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আদৃত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয় না, এবং কোলব্রুক ও মেক্‌নাটন সাহেব কর্ত্তৃক তাহা তদ্রূপে উল্লিখিত হয় নাই। নির্ণয় সিন্ধু কমলাকর ভট্ট কাশীবর কৃত, এই গ্রন্থ ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়, ইহা প্রধানতঃ আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক, ইহাতে স্থলে স্থলে ব্যবহার বিষয়ক কথাও আছে, ইহা মহারাষ্ট্র দেশে বিশেষে প্রচলিত, কাশীপ্রদেশেও সমাদৃত।

* যথা এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের লিখিত দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশের নিমিত্তে হইলেও তাহাতে সাধারণ বিষয়ে অথবা তদ্দেশীয় গ্রন্থে অলিখিত (অথচ অবিরুদ্ধ) বিষয়ে বঙ্গদেশীয় প্রধান২ গ্রন্থের প্রমাণ ধৃত ও দর্শিত হইয়াছে,—এতদুভয়ের প্রথম কল্পে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থ-প্রমাণ উক্ত দেশীয় গ্রন্থবাক্য রূপে অর্থাৎ তৎ পোষক রূপে মান্য। দ্বিতীয় কল্পে অদেশীয় গ্রন্থ-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে তদ্দেশীয় প্রমাণের তুল্য রূপ মান্য,—যেহেতু তাহাতে সেই বিষয়ক বিধানের অভাব ছিল ইহা তদ্বিধানের বিধায়ক হওয়াতে সেই২ অভাব পূরণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় কার্য্য সাধক হইল। অপিচ সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পুস্তকের দ্বিতীয় বালাম দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে কোন বিশেষ দেশীয় মকদ্দমাতে কৃত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা সাধারণ বা অবিরুদ্ধ বিষয়ে অভেদে যে কোন প্রদেশীয় গ্রন্থের পংক্তি প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। এবং কোন দেশীয় অভিযোগে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর বা তদুত্তরের প্রমাণ তদ্দেশীয় গ্রন্থে না থাকিলে ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

† সদরল্যাণ্ড সাহেব দত্তক মীমাংসার উপর নিজ লিখিত বিবেচনার শেষ ভাগে কহিয়াছেন,—"সকল বিষয় ধরিলে আশ্চর্য্য প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচিত বটে, এবং ইহার যে রূপ প্রতিষ্ঠা, বোধ হয় ইহাও তদুপযুক্ত।

দত্তক চন্দ্রিকা সংক্ষেপে লিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু ইহা দত্তক বিষয়ের প্রায় অবচ্ছিন্ন বিধায়ক। কথিত আছে ইহা নন্দপণ্ডিতের ঐ পরিশ্রমসম্পন্ন গ্রন্থের মূল। বঙ্গদেশে এক প্রবাদ আছে যে দত্তকচন্দ্রিকা তাৎকালিক নবদ্বীপাধিপতির গুরু রঘুমণিবিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া আরোপিত রূপে তাহাতে দেবানন্দ ভট্টের নাম ব্যবহৃত হয়। এই রূপ প্রবাদের এক কারণ এই যে উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদ্য এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে মিলাইলে 'রঘুমণি' হয়,—তদ্যথা "রম্যোষা চন্দ্রিকা দত্ত পঙ্কজেন্দর্শিকা লঘু। মনোরমা সন্নিবেশৈরঙ্গিণং ধর্ম্মতারণিঃ"।

মত-ভেদ নাই ;—তথাপি জ্ঞাতব্য এই যে যেস্থলে দত্তক মীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার মতে অনৈক্য সে স্থলে দত্তকচন্দ্রিকার মত বাঙ্গালা ও দক্ষিণ প্রদেশে বিশেষে আদৃত, ও দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে মুখ্য রূপে ব্যবহৃত। এতদ্ভিন্ন বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত দত্তকমীমাংসা, গঙ্গদেব-বাজপেয়ী প্রণীত দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যাসাচার্য্যের দত্তকদীপক, নাগজী ভট্টের দত্তককৌস্তুভ, কৃষ্ণমিশ্রের দত্তকভাষণ, ভবদেব ভট্টের দত্তক-তিলক, ও বালকৃষ্ণের দত্তক সিদ্ধান্তমঞ্জরী, এবং দত্তক দীধিতি প্রভৃতি দত্তক বিষয়ক সাধারণ গ্রন্থ বটে, পরন্তু তাদৃশ চলিত নয়,—তদনুসারে ব্যবস্থা দত্ত হওয়া প্রায় দৃষ্ট হয় না। শ্রীনাথ ভট্ট কৃত দত্তনির্ণয় নামক আর একখানি দত্তক গ্রন্থ আছে, বেলাকিয়র সাহেব কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত হয়, কিন্তু সে গ্রন্থ প্রচলিত নহে ও তদনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকটিত হয় নাই। (দ্রষ্টব্য—কল. হি. ল. ভূ. পৃ. ১৩)।

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্মৃত্যধ্যাপক পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার এক উত্তম টীকা লিখিত এবং সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ ব্যতিরেকে আরো অনেক নিবন্ধন ও টীকা গ্রন্থ থাকা জানা যাইতেছে, যথা—মিথিলার বিখ্যাত শ্রীকরাচার্য্যের দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও তৎ সুত শ্রীনাথাচার্য্যের আচার চন্দ্রিকা, ভবদেব ভট্টের অথবা বলবল্লভি ভুজঙ্গের ব্যবহার কলা প্রভৃতি, হলায়ুধের * কৃত ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব, ন্যায়-সর্ব্বস্ব ও পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব প্রভৃতি, দর্শন বিশারদ উদয়নাচার্য্যের কৃত গ্রন্থ সকল ; লক্ষ্মীধরকৃত কল্পতরু, নরসিংহ কৃত গোবিন্দার্ণব, সবাজীর আদেশে বিরচিত পরশুরাম প্রতাপ, নাগজী ভট্টকৃত ব্যবহার স্বীকার ; মদনসিংহকৃত মদনরত্ন, গোপ ভট্ট কাশীকরকৃত দ্যোত, বিশ্বরূপ নামক গোপ ভট্ট কাশীকর কৃত দিনকর-উদ্দ্যোত, ও পৃথ্বীচন্দ্র। এতন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত নহে, কিন্তু প্রচলিত নিবন্ধন ও টীকাচয়ের মধ্যে অনেক গ্রন্থে তত্তৎ বাক্যাদি ধৃত বা উল্লিখিত আছে। জিতেন্দ্রিয়ের মত দায়ভাগ ও মিতাক্ষরায় স্থলে স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যোগলোক, গ্রহেশ্বর, ধারেশ্বর †, বলরূপ, হরিহর, মুরারি মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থের মত ও বাক্য বিবাদভঙ্গার্ণবাদির স্থলে স্থলে উল্লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজ্যের শাসনাধীন হওন অবধি সংস্কৃতে তিন খানি বন্ধন

---

* হলায়ুধ বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু এবং অভিধানকর্ত্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতারা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন (কোল্. ডা. ভূ. পৃ. ১৭)। হলায়ুধ আদিশূর রাজার আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণের সন্তান, তদ্বংশের মধ্যে ১৪ পুরুষ ব্যবহিত মাত্র। এই ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটক-কর্ত্তা। দ্রষ্টব্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বেণীসংহার-ভূমিকা।

† কথিত হইয়াছে যে ভোজ রাজাই ধারেশ্বর। দ্রষ্টব্য—কোল্. দা. ভা. ভূ. পৃ. ১১।

গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রথম বিবাদার্ণবসেতু *, যাহা ওয়ারিন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুজ্ঞা ক্রমে বিরচিত। ১৭৭৩ সালের ১৮ মার্চ তারিখে অর্থাৎ বাঙ্গালায় সদরদেওয়ানী আদালত সংস্থাপনকালে উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রস্তাবনা হয়। তৎপর বৎসরের হলহেড্ সাহেব ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই অনুবাদের নাম "এ কোড অফ্ জেণ্ট ল"। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহারে ব্যবহার করণ নিমিত্তে এক খান উত্তম নিবন্ধন গ্রন্থ সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের প্রধান গবর্ণমেণ্টে বা রাজসভায় যে লিখন লিখেন তাহাতে নিজ দর্শিত কারণে† উক্ত গ্রন্থকে অনুপযোগি কহেন, ও তদনুবাদকে অপ্রামাণ্য বলিয়া এককালে অগ্রাহ্য করেন। ঐ চিঠিতে তিনি যে প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তম্মহাত্মা বিচারকর্ত্তার উপযুক্ত-ই বটে। তল্লিখনের চুম্বক যথা—"যাদি প্রতিবাদিগণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে চিরকাল আপনাদের ব্যবহারিক ও বৈষয়িক বিধান জ্ঞানে মান্য করিয়া আসিতেছে তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করিলে তাহাদের প্রতি যেমত ন্যায় করা হয় তেমত আর কিছুতে হয় না, এবং গ্রেট্ ব্রিটনীয় রাজশাসনাধীন হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগকে আইনে বিধান করণদ্বারা এমত অভয় দিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতার কার্য্য করা হইবে—যে তাহারা যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে পবিত্র জ্ঞান করে ও যাহার অতিক্রমকে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য বোধ করে তদতিক্রমে আইনজারি হইবে না,—যে আইন তাহারা জানে না, এবং যাহার ব্যবহারকে তাহারা বলপ্রয়োগ ক

* এই গ্রন্থ কতিপয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে, বিবাদভঙ্গার্ণবকারক, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-ও একজন ছিলেন।

† উক্ত বিজ্ঞবর বিচারপতি বিবাদার্ণবসেতু প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিয়াছেন যথা—"এতদ্দ্বারা কঠিনতা সহজ হইল না, অনাবশ্যকতা গেল না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক এক বাহুল্যতর গ্রন্থ বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুতির আবশ্যকতা-ও হইল না। শেষোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বিবাদার্ণবসেতুতে জষ্টিনিয়নের সংগৃহীত রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র নিবন্ধন গ্রন্থের ন্যায় নানা প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক ভূরিবচন বা পঙক্তি ধৃত হইয়াছে এবং ব্যাখ্যার আবশ্যকতা স্থলে প্রামাণিক টীকানুসারে ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থে আবশ্যকাপেক্ষা অনাবশ্যক বিষয় বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং যদ্যপি দায়াধিকারাধ্যায় যথোচিত বিস্তৃতরূপে লিখিত বটে, তথাপি আর২ ব্যবহার বিষয় সংক্ষিপ্ত ও অপ্রগাঢ় রূপে বিবেচিত ও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু মূল গ্রন্থ যেমত হউক, তাহার অনুবাদ কোন মতে প্রামাণিক নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অনুবাদই বলা যাইতে পারে না, কেননা যদিও হলহেড্ সাহেব নিজ কর্ত্তব্যতা যথোচিত রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহাকে সংস্কৃত হইতে পারসিতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছে সে অনেক অশাস্ত্রীয় এবং অসংলগ্ন কথা তাহাতে পুরিয়া দিয়াছে"॥—কোল্‌ব্রুক সাহেব সর উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের উক্ত বিবেচনা ডাইজেষ্টের ভূমিকাতে তুলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন মত নিজ লিখিত গ্রন্থে অথবা বিবেচনাদিতে প্রকাশ না করাতে বোধ হয় তাঁহার মত-ও ঐরূপ।

দুঃসহ বোধ করে *। এতদ্দেশীয় অর্থি প্রত্যর্থির প্রতি বিচারের এইরূপ নিয়মই কর্ত্তব্য দৃষ্ট হইতেছে, পরন্তু এই নিয়মানুসারে কার্য্য চলা কঠিন, কেননা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ সংস্কৃত ও আরবী এই দুই সুকঠিন ভাষা রূপ কুটীরে বদ্ধ,—যে ভাষা ইউরোপীয় অত্যল্প লোক শিখিবে। যদি আমরা এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তদিগের মতামতানুসারেই কেবল বিচার করি, তবে তাহাতে প্রতারিত হইয়াছি কি না এ সন্দেহ কখনো যায় না। যদিও ঐ জনবর্গের প্রতি অবশেষে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য হয় না, তথাপি আমি যেপর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জানিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে যথার্থতই বলিতে পারি যে, যেমক-দ্দমাতে প্রাড়্বিবাকদিগকে প্রতারণা করার এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তদের অত্যল্প কা-রণ থাকে তাহাতেও শুদ্ধ ঐ স্মার্ত্তদের মতামতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি হইলে আমি সচ্ছন্দমনে সে নিষ্পত্তিকে সম্মতি দিতে পারি না। এবং আমরা যত সতর্ক কেন হই না আমাদিগকে ঠকান তাঁহাদের কঠিন নহে, কেননা কোন দুর্জ্ঞেয় বচন কোন গ্রন্থে এক রূপে ব্যাখ্যাত ও বিশেষ মত খণ্ডনার্থে ধৃত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সেই বচন সেই গ্রন্থ হইতে ভিন্নার্থে ধরিয়া প্রমাণ বলিয়া চলাইতে পারেন। ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করণের পূর্ব্বেই এই দোষ পরিহারের উপায় আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তথায় পার্লিয়ামেণ্ট নামক সভার সভাগণের এবং ওয়েস্টমিনিষ্টর হল নামক আদালতের প্রাড়্বিবাকদের মধ্যে কোনং বন্ধুকে ইহা জানাইয়াছিলাম, সেই কথা এক্ষণে এই লিখেন যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি,—যদি জস্টিনিয়ানের ঐ অমূল্য ও সম্পূর্ণ স্মৃতি সংগ্রহানুসারে এতদ্দেশীয় সুপণ্ডিত স্মার্ত্তদের সংগৃহীত একখানি স্মৃতিনিবন্ধন হয়, আর ঐ গ্রন্থ অবিকল রূপে ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া তদনুবাদের প্রতিলিপি সদরদেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টের আফিসে থাকে, তবে আবশ্যকমতে বিচারের আদর্শ স্থানে তাহা দৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে নিদানে শাস্ত্রানুসারে [illegible] এবং [illegible] অভিযোগে প্রযুজ্য যে বিধান তাহা জানিতে পারা অসাধ্য হয় না, এবং বোধ হয় পণ্ডিতেরা ও মৌলবীরা কখনো আমারদিগকে ধোকা দিতে পারিবেন না, যেহেতু তখন ধোকা দিলে তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে। যেমত জস্টিনিয়ান গ্রীক ও রোমীয় প্রজাদিগকে যথাযোগ্য বিচার করণের চির-ভরসা দিয়াছিলেন তেমতি

* নিজকৃত মনুসংহিতানুবাদের ভূমিকার শেষে উক্ত মহাত্মা আরো লিখিয়াছেন যে—"মনুর প্রতি ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ইউরোপীয়দের যেমত বিবেচন। কেন হউক না কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেসকল জাতীয়েরা ইউরোপীয়দের রাজ্যাধিকার ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের অত্যন্ত উপযোগি, বিশেষতঃ বিবিধ হিন্দু জাতীয় লক্ষ২ প্রজাসমূহ যাহাদের পরিশ্রমে ব্রিটন্‌দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হয়, তাহারা ঐ শাস্ত্রকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি করে, ও প্রত্যুপকারে তাহারা কেবল এইমাত্র চাহে যে তাহাদের জীবন ও ভবন রক্ষা পায়, বৈষয়িক বিরোধে যথার্থ বিচার হয়, স্বকীয় সনাতন ধর্ম্মাচরণে উৎসাহ পায়, এবং যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে তাহারা পবিত্র জ্ঞানে মানিতে উপদিষ্ট হইয়াছে ও যাহাই কেবল আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারে তাঁহারা তদনুসারে ফলভোগি হয়"।

ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট্ ভারতবর্ষীয় প্রজাদিককে উচিত রূপ বিচার করণের চির-ভরসা দিলে এই গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত কার্য্যই করা হইবে। পরন্তু জস্টিনিয়ন্নের সংগ্রহ অপেক্ষা আমাদের সংগ্রহে অনেক অল্প শ্রম লাগিবে, এবং অতাল্প কালেই তাহা তদপেক্ষা অধিক যথাযথ রূপে প্রস্তুত হইতে পারিবে, যেহেতু আমরা যে সংগ্রহ করিব তাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড বিষয়ক,—যাহা পরস্পর আচরণে অত্যন্ত আবশ্যক এবং যদনুসারে সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকদের পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্তি হওনের নিয়ম আইন-কর্ত্তারা করিয়াছেন"। যে লিখনের সংক্ষেপ উক্ত হইল তাহা ১৭৮৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে লিখিত হয়। সেই দিবসেই তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরাল্ মার্কুইস্ করন্ওয়ালিস্ সাহেব কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সম্মতিতে উক্ত প্রস্তাব এমত বাক্যে স্বীকার করিলেন যাহা তৎপ্রস্তাবকারির মানবর্দ্ধক অথচ অত্যন্ত ঔদার্য্য প্রকাশক। তদ্ যথা-"যেহেতু আপনকার প্রস্তাবের অভিপ্রায় এই যে যথোচিত রূপে বিচার নিষ্পত্তি হয়, অতএব ইহা মনুষ্যত্ব-বিশিষ্টের মনোযোগযোগ্য এবং আমাদের বিশেষে অবধানার্হ,—কেননা ইহা কোম্পানির বহু সংখ্যক প্রজার শান্তি রক্ষা ও সুখবর্দ্ধন নিমিত্তে অভিপ্রেত"।

উক্ত প্রস্তাবের ফলে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুইখান সংস্কৃত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়; এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রথম খানি মিথিলা দেশীয় স্মার্ত্ত সর্ব্বোরু ত্রিবেদি কর্ত্তৃক লিখিত, দ্বিতীয় খানি ত্রিবেণীনিবাসি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু উভয় গ্রন্থই সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের আদেশ ও উপদেশানুসারে প্রস্তুত হয়। উক্ত সাহেব বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাল তাঁহাকে অকালে শমন সদনে গমন করাইয়া আকাঙ্ক্ষিগণকে তাদৃশ পণ্ডিতবর হইতে সে উপকার প্রাপ্তির আশায় নিরাশ করিল। পরন্তু তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরেল্ সর্ জান্ সোর সাহেব যাঁহাকে তৎপরে তদ্গ্রন্থানুবাদ সমাপনে* নিযুক্ত করেন, বোধ হয় তিনি সংস্কৃত ভাষাভ্যাসে ও ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকতর শ্রম করিয়াছিলেন। এবং তদপেক্ষা অদ্যাপি কেহ ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদ অধিক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন নাই, তদপেক্ষা কেহ উত্তমতর ব্যবস্থাও দিতে পারেন নাই। বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ সামান্যতঃ কোল্‌ব্রুকের ডাইজেষ্ট্ বলিয়া খ্যাত। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব ব্যবহারকাণ্ডের যে কয়েক প্রকরণবিষয়ক নিবন্ধন প্রভৃতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন বিবাদভঙ্গার্ণবে তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে

* এস্থলে সমাপন পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে বিবাদভঙ্গার্ণবানুবাদে যে সকল মনু-বচন আছে সর্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেবের কৃত মনুসংহিতানুবাদ হইতে নীত, এবং বিবাদার্ণবসেতু পরীক্ষা কালীন তিনি আর যে সকল ঋষি-বচন অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাও উক্তানুবাদে গৃহীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থকর্ত্তা তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কৌশল-নিপুণ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন। বিরোধ সমন্বয় করণ ও যে উক্তি আপাততঃ অসঙ্গত তাহার সুসঙ্গতি প্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি নানা স্থলে আপনার ন্যায়-বিচক্ষণতা বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতা দেখাইতে গ্রন্থখানি এরূপে লিখিয়াছেন যে যেব্যক্তি পূর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নাই সে তৎপাঠে ভ্রান্ত হইতে পারে,—কেননা সে এক এক বিষয়ে বিপরীত বিপরীত মত দেখিতে পাইয়া ব্যবস্থা স্থির করিতে অস্থির হইবে, এবং প্রথমে যে মত দেখিতে পায় তাহাই যদি (ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে কি মত লিখিত হইয়াছে তাহা না জানিয়া) তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা বলিয়া ব্যবহার করে তবে ভ্রমে পতিত হইতে পারে,—যেহেতু এমতও হইতে পারে যে উক্ত মত কেবল কৌশলসম্পন্ন, ফলে ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তিজনক, এবঞ্চ তদ্‌গ্রন্থেরই স্থানান্তরে যথার্থ ব্যবস্থা লিখিত আছে; অতএব শুদ্ধ বিবাদভঙ্গার্ণব পাঠে বিবাদ নিষ্পত্তির শক্তি হওয়া দুরূহ,—কেননা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে সংস্থাপিত ব্যবস্থা না জানিলে বিবাদভঙ্গার্ণবে লিখিত এক বিষয়ক এক দেশীয় নানা মতের কোন্ মত শাস্ত্রসিদ্ধ ও কোন্ মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ তৎসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। দৃষ্ট হইতেছে উক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তা 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ করিবেন এমত সঙ্কল্প করিয়াও ন্যায়শাস্ত্রের আনুমানিক খণ্ডে অত্যন্ত মনের গতি জন্য কেবল আনুমানিক বিবাদে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভঙ্গ কথাটি বিস্মৃতি পূর্ব্বক স্মৃতি শিখাতে গ্রন্থখানি বিবাদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও ভঙ্গ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য সুতরাং বিবাদার্ণব হইয়াছে। এই সকল কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি-লেখক ইউরোপীয়েরা, যদ্যপি বিবাদভঙ্গার্ণবের বিবিধ নিন্দা করিয়াছেন*, তথা-

* বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি কোলব্রুক সাহেবের প্রকাশিত মত যথা,—"সংগ্রহকারক পণ্ডিতের কৃত বিন্যাসের বিরুদ্ধে ডাইজেষ্টের ভূমিকাতে ইঙ্গিতে নিজ মত লিখিয়াছি,—উক্ত সংগ্রহের প্রতি আমার ঐ মত আরো দৃঢ় হইয়াছে। অন্তর্বর্ত্তি ভিন্ন প্রদেশীয় স্মার্ত্তদের প্রকাশিত বিভিন্ন মত সকল একত্র বিচার ও বিতর্ক করাতে এবং তন্মধ্যে কোন্ ২ মত এক প্রদেশে প্রচলিত তাহা বিশেষ করিয়া স্পষ্টরূপে না বলাতে, প্রত্যুত তত্তৎ মত সকল ফলতঃ প্রবল কি না অথবা তন্মধ্যে কোন্ মত এক্ষণে চলিত ও কোন্ অচলিত তাহা নিশ্চয় করিয়া না বলাতে উক্ত গ্রন্থখানিকে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের অত্যল্প উপযোগি এবং যাঁহারা তাহাতে অনভিজ্ঞ তাঁহাদের (বিশেষতঃ ইংরাজি অনুবাদদ্বারা যে ইংরাজ পাঠকদিগের ব্যবহার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত হয় তাঁহাদের) নিতান্ত অনুপযোগি করিয়াছেন"। দা. ভা. ভূ. পৃ. ২, ৩।

সর টামস্ এস্‌টেঞ্জ্ সাহেব কহেন—"রোমীয় ডাইজেষ্ট্ (অর্থাৎ নিবন্ধন) গ্রন্থের ন্যায় বিবাদভঙ্গার্ণবে প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের বচনাদি তত্তদ্ গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ধৃত হইয়াছে, এবং সংগ্রহ-কর্ত্তা পূর্ব্বপূর্ব্ব টীকানুসারে ঐ সকলের অনেক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বিবাদভঙ্গার্ণবের রচনা এবং প্রকরণ প্রভৃতির বিন্যাস যে বিজ্ঞের মনোরম নহে, এবং তদ্ব্যাখ্যাতে যে অনেক অকর্ম্মণ্য বিতর্কাদি আছে, ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় পরস্পর বিপরীত বিপরীত মত সমূহ যে যথাযোগ্য বিবেচনা বিনা ধৃত হইয়াছে তাহা ঐ বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তার প্রামাণিক উক্তিতেই ব্যক্ত।

পি অর্ণব রত্নাকর। অতএব বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি মর্লি সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মতই মনোরম ও সম্মতসম্মত। তিনি কহেন—"বিবাদভঙ্গার্ণবের বিজ্ঞবর অনুবাদক ঐ গ্রন্থের নিন্দা করিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাতে বিশেষতঃ তাহার ঋণাদানাদি ব্যবহার কাণ্ডে বিস্তর অনুসন্ধান প্রাপ্য, এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ গ্রন্থকর্ত্তার লিখনের ভাব ও রচনাদির বিন্যাস বিলক্ষণ রূপে জানিবে ঐ গ্রন্থ তাহার অত্যন্ত উপকারি ও উপযোগি হইবে।''

যে নিমিত্তে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, উহা যে তদুপযোগি হয় নাই তাহাও তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।—'উকিলের পক্ষে অত্যুত্তম, জজের পক্ষে অত্যধম'—বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি এই যে উক্তি প্রসিদ্ধ তাহা অযথার্থ নহে। পরন্তু জগন্নাথের সংগ্রহ আমাদিগের আদালতে বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশীয় আদালত সকলে উপকারি রূপে ব্যবহৃত হওন বিষয়ে যে প্রকার মত কেন ব্যক্ত হউক না ঐ গ্রন্থ ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবহার কাণ্ডের আকর স্বরূপ, তাহাতে যে বিষয় লইয়া বিচার ও বিবেচনা হইয়াছে তাহাই উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে''। এষ্টেঞ্জের হিন্দু ল. ভূ. পৃ. ১৭—১৯।

সর ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—''সর উইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেব যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা অত্যুত্তম বটে, পরন্তু তৎ সম্পাদনের ভার জগন্নাথের উপর পড়িল। তিনি বিরোধের সমন্বয় ও অসংলগ্নকে সংলগ্ন করিবেন এ আশা দূরে থাকুক আমরা তাঁহার ধূর্ত্ত সম্পন্ন বিচারকৌশলে বারম্বার ভ্রান্ত হই, এবং তাঁহার কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচারেও উপকার প্রাপ্ত নই। তিনি সর্ব্বদা নিজ ন্যায়নৈপুণ্য জানাইতে যে চেষ্টা করিয়াছেন ও তিনি যে বিতণ্ডা ও কৌশলে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না করিলে তদ্‌গ্রন্থ পাঠকদের এত আক্ষেপের বিষয় হইত না''। কা. হি. ল. ভূ. পৃ. ৮।

শেষোক্ত মতদ্বয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা তাদৃক্ আবশ্যক নয়, কেননা ইঁহাদের যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদকর্ত্তা কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের দৃষ্টান্তে, অতএব বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তার কৃত বিবেচনাই বিবেচ্য:—তাঁহার উপরি প্রকটিত যে কএক কারণে বিবাদভঙ্গার্ণবকে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞদের অল্প উপকারি কহিয়াছেন তাহা মনোরম বোধ হইতেছে না, যেহেতু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মতজ্ঞ তাঁহারা গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ধৃত কোন মত দেখিলেই স্মরণ করিতে অথবা জানিতে পারেন যে তিনি ও তন্মত কোন্ প্রদেশীয়, এবং সে মত তদ্দেশে একালে চলিত কি অচলিত তাহা জানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। অপিচ উক্তরূপ ব্যক্তিরা বিবাদভঙ্গার্ণবস্থ ঐ সমস্ত মতাদি জ্ঞাত হইয়া তন্মধ্যে যাহা যে প্রদেশে প্রচলিত তাহা তৎ প্রদেশীয় অভিযোগে প্রয়োগ করাও তাঁহাদের দুষ্কর নয়, প্রত্যুত প্রায় তাবৎ প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থস্থ বচনাদি বিবাদভঙ্গার্ণবে প্রাপ্য, আর তদ্বচনাদির এত ব্যাখ্যা ও তৎপ্রতি এত বিবেচনা ও তৎ সম্বন্ধে এত অনুসন্ধান করা হইয়াছে যে তাহার অর্দ্ধেক অন্য কোন গ্রন্থে নাই,—বহু গ্রন্থপাঠজন্য বহুদর্শিতা ঐ এক গ্রন্থ পাঠেই হয়। এতাবতা যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিবাদভঙ্গার্ণব যে তাঁহাদের অত্যন্ত উপকারি অত্র সন্দেহ নাস্তি। উক্ত গ্রন্থের তাদৃশ উপকারিতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব ও সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব,—কেননা ইঁহাদের লিখিত গ্রন্থের অনেক স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণব উল্লিখিত ও প্রমাণ রূপে ধৃত হইয়াছে, অনেক ব্যবস্থা-ও ঐ গ্রন্থ-প্রমাণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তাও অনেক মত ও ব্যবস্থা বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রমাণে লিখিয়াছেন। কেবল (যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে) ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই গ্রন্থ দৃষ্টে উপকার প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, ফলতঃ তাঁহাদের পক্ষে ইহা ভ্রান্তিজনন শঙ্কা রহিত নহে।

বিবাদভঙ্গার্ণবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের রচনাদি তদ্ভাবার্থ এবং মত প্রভৃতি লিখিত হওয়াতে ঐ গ্রন্থ আবশ্যক মতে আর আর দেশীয় শাস্ত্র-প্রমাণ রূপেও ব্যবহৃত হয়*, ব্যবহার্য্যও বটে।

আর কএকখান সংস্কৃত স্মৃতি গ্রন্থ-ও ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে, —তন্মধ্যে জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের ও বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরার অনুবাদ সর্ব্বপ্রধান। এই গ্রন্থদ্বয় কোলব্রুক সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত হয়, বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ রূপে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই, অনুবাদক সাহেব

* পরন্তু কোল্‌ব্রুক্ সাহেব সর্ টামস্ এস্‌টেঞ্জ্ সাহেবকে যে চিঠী লিখিয়াছেন তাহাতে কহেন—"যে স্থলে তিনি (অর্থাৎ বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা) স্বকীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা সংগ্রহকর্ত্তার কর্ত্তব্যতার অতিক্রম করিয়াছেন, সে স্থলে আমরা তাঁহাকে তাদৃশ মান্য করিনা,—যেহেতু তাঁহার মতসমূহ সচরাচর বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নীত, কতক বা স্বপোলকল্পিত, তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশের প্রামাণিক ও প্রচলিত গ্রন্থ-চয়ের মত হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন। খেদের বিষয় এই যে দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিতেরা (তাঁহাদের প্রতি) কৃত প্রশ্নের উত্তরে দত্ত ব্যবস্থায় বিবাদভঙ্গার্ণবকে নিজ নিজ ইচ্ছোপ-যোগি মত দানের উপায় জানে তাহা সেই রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের গ্রন্থ অতি প্রামাণিক মিতাক্ষরার ও স্মৃতিচন্দ্রিকার এবং মাধবীয়ের উপর মান্য হওয়াও খেদের বিষয় বটে"। পণ্ডিতবর সাহেবের প্রতি যথা সম্মানপুরঃসর বাচ্য এই যে জগন্নাথের সে যে মত কোন প্রামাণিক গ্রন্থমূলক বা তন্মতানুমত নয় কিন্তু স্বকপোলকল্পিত, তাহা যদি মিতাক্ষরাদিতে তদ্বিপরীত মত প্রকাশিত থাকিলেও পণ্ডিতেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের তদ্ব্যবস্থার প্রতি আপত্তি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু স্বদেশে বিশেষে প্রচলিত গ্রন্থ সমূহে কোন বিশেষ বিষয়ক মত প্রাপ্ত না হইয়া অথবা বিবাদভঙ্গার্ণবে কোন ব্যবস্থা উত্তম রূপে লিখিত অথচ স্বদেশে প্রচলিত গ্রন্থচয়ের অবিরুদ্ধ দেখিয়া যদি তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাহা বিজ্ঞবর সাহেবের খেদের বিষয় হইতে পারে না; কেননা তিনি নিজে (এস্‌টেঞ্জ্ সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামে প্রকটিত পণ্ডিতদিগের দত্ত মতের উপর) স্বলিখিত বিবেচনাচয়ের অনেক বিবেচনায় ঐ রূপে বিবাদভঙ্গার্ণবের তাদৃশ মত প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব নিজ লিখিত হিন্দু-ল-র প্রথম বালামের এক স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণবকে বঙ্গদেশেই মাননীয় বিবেচনা করিয়াও অনেক স্থলে সাধারণ ব্যবস্থা ঐ বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রমাণে লিখিয়াছেন। তদ্গ্রন্থের দ্বিতীয় বালাম খুলিলে প্রকাশ পাইবে যে পণ্ডিতেরা আর আর দেশীয় মকদ্দমাতেও বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং তাদৃশ ব্যবস্থা-চয়কে উক্ত বিজ্ঞবর সাহেব যথার্থ ও যথাযথ জ্ঞানে মনোনীত করিয়া অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যে স্থলে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি তুলিয়া তদ্দেশীয় মতের অবিরুদ্ধ ভাবার্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন, অথবা তিনি যে স্থলে কোন বিশেষ প্রদেশীয় মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও তাহা তৎ প্রদেশীয় মতানুগত বটে, অথবা তিনি যে স্থলে কোন প্রদেশ-প্রচলিত গ্রন্থচয়ে অলিখিত অথচ অপ্রতিসিদ্ধ মত লিখিয়াছেন, তাহা তদ্দেশীয় শাস্ত্র-প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতকর্তৃক ব্যবহৃত হওনের বাধা কি আছে, ও না হওনের-ই বা কারণ কি?—এমত না হইলে সর্ টামস্ এস্‌টেঞ্জ্ সাহেব (যাঁহার গ্রন্থ প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশের উপযোগি করণাশয়ে বিরচিত, তিনি) নিজ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থের বাক্য প্রমাণ রূপে উল্লেখ করিতেন না। উক্ত সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব-ও নিজ গ্রন্থস্থ ঋণাদানাদি প্রকরণ (যাহা সাধারণ ও সর্ব্ব প্রদেশের উপযোগি রূপে লিখিত, তাহাও) বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থ-প্রমাণেই প্রায় লিখিতেন না।

মূলগ্রন্থের বিবিধ টীকাদির বিশেষ বিশেষ ভাগ অনুবাদ করিয়া তদভিপ্রায় উত্তম রূপে প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদকে অত্যন্ত উপকারি করিয়াছেন, তদনুবাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার স্মৃতিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, অত্যন্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরিশ্রম করণের-ও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ ভালরূপে স্মৃত থাকিলে কাশী ও গৌড় প্রদেশের দায় শাস্ত্রজ্ঞান বিলক্ষণ রূপে উপার্জ্জিত হইতে পারে, কেননা তাহাতে ঐ প্রদেশদ্বয়ের ব্যবস্থাই প্রায় সঙ্কলিত এবং যে যে কারণে তত্তন্মত সংস্থাপিত তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ওবিয়ান সাহেব কর্ত্তৃক-ও মিতাক্ষরার দায় প্রকরণ অনুবাদিত হইয়াছে। বম্বের সদরদেওয়ানী আদালতের জজ ও বম্বেরিপোর্ট লেখক বোডেন সাহেব ব্যবহার ময়ূখ অনুবাদ করিয়াছেন, — ইনি স্মৃতি শাস্ত্রীয় আর আর গ্রন্থের নাম উল্লেখে যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহাতে তদনুবাদ উক্ত প্রদেশীয় দায়শাস্ত্র জ্ঞানের বিশেষ উপযোগি হইয়াছে। উইঞ্চ্ সাহেব কর্ত্তৃক দায়ক্রম-সংগ্রহ অনুবাদিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে যে সকল ঋষি-বচন আছে, তদনুবাদ সর উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব ও হেনরি কোল্ব্রুক সাহেবের কৃত অনুবাদ হইতে গ্রহণ করাতে উইঞ্চ্ সাহেব বিজ্ঞতার কর্ম্ম করিয়াছেন। মনুসংহিতার অনুবাদ সর উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব ও সর্ গ্রেবস্ হটন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় ও মোসিওঁর লোয়াজিলর দেলংসাম্প্স্ সাহেব কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় কৃত হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেবের অনুবাদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত, এই অনুবাদ এবং হটন্ ও দেলংসাম্প্স সাহেবের অনুবাদ মধ্যে তাদৃক প্রভেদ নাই, কোন গুরুতর বিষয়ে বিভিন্নতাও নাই। মনুসংহিতার প্রথমাবধি তৃতীয়াধ্যায় পর্য্যন্ত কোচিৎ হিন্দু-কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া কয়েকখান চটি রূপে মুদ্রিত হয়, তাহাতে সংস্কৃত বচন সকল দেবনাগর অক্ষরে তাহার প্রাতিশাব্দিক অনুবাদ বঙ্গাক্ষরে ও ভাষায় এবং সরউইলিয়ম্ জোন্স সাহেবের ইংরাজি অনুবাদ ও তৎসংশোধন রূপ অনুবাদান্তর প্রকটিত। দত্তকমীমাংসা সার ও দত্তকচন্দ্রিকার অনুবাদ সদরল্যাণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। ইনি নিজ মাতুল পণ্ডিতবর কোল্ব্রুক্ সাহেবের ধারানুসারে মূল গ্রন্থের অনুবাদে আবশ্যক টীকানুবাদ যোগ করিয়া স্বকীয়ানুবাদকে অত্যন্ত উপযোগি করিয়াছেন - দত্তকচন্দ্রিকার অনুবাদ ফরাসি ভাষাতেও হইয়াছে তদনুবাদ-কর্ত্তা ওবিয়ান সাহেব। সম্প্রতি ডাক্তর রোয়র সাহেব ও কে, আসলি এক মণ্ট্রিও কর্ত্তৃক যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যবহার কাণ্ড অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই অনুবাদের নাম "হিন্দু-ল এণ্ড্ জুডিকেচোর" ইহাতে অনেক সপ্রমাণ ব্যাখ্যা থাকাতে এ গ্রন্থখানিও প্রকৃষ্ট রূপে মূলের অর্থবোধক।

উপরি উক্ত অনুবাদচয়াতিরেকে স্মৃতির ব্যবহারকাণ্ড বিষয়ক কএকখানি নিবন্ধ গ্রন্থও ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কন্সিডরেসনস্ অন্ দি হিন্দু ল' এলিমেণ্ট্স্ অব্ হিন্দুল" ও প্রিন্সিপল্‌স অব্ হিন্দু-ল' নামক তিন খানি গ্রন্থ প্রধান।

"কন্সিডরেশনস্ অন্ দি হিন্দু-ল" সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহা কোন গ্রন্থমূলক বা তদুল্লেখ পূর্ব্বক প্রাপ্ত নহে, কিন্তু প্রায় নিষ্পন্ন মকদ্দমা সমূহে ব্যবস্থাপিত বিধান-মূলক। ঐ সকল মকদ্দমা প্রায় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারেই নিষ্পন্ন (যে পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিন্দিত)। ইনি যে সকল ব্যবস্থা ও বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তত্তৎ কারণও বিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন, এবং তৎ পোষকতায় নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের বর্ণনা সুদীর্ঘ রূপে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত দত্তক প্রকরণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাহা ১২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, কিন্তু তাহার ৪২ পৃষ্ঠা সর্ টামস এসট্রেঞ্জ সাহেবের কৃত এক নিষ্পত্তির প্রতি বিবেচনা ও দোষানুসন্ধান প্রভৃতিতে পূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায় ঋণাদানাদি ব্যবস্থার বিষয়ক, কিন্তু তাহাতে বিবাদভঙ্গার্ণবস্থ বচন সমূহের (কোলব্রুক সাহেবের কৃত) অনুবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নাই। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের অধিকাংশ মিতাক্ষরার অনুবাদ; উক্ত গ্রন্থের এডেণ্ডা (অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাগ) এবং আপেণ্ডিকস্ কেবল দত্তক বিষয়ক। তাঁহার লিখার দ্বারা প্রকাশ যে তিনি কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, এবং যে সকল (সংস্কৃত) স্মৃতি গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হয় নাই তাহাতে কি আছে না আছে তাহা-ও জানিতেন না। যাহা হউক, কোন ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান বিনা এক বৎসরের মধ্যে স্মৃতি লিখিলে তাহা যেমত হওয়া সম্ভব উক্ত গ্রন্থ তদপেক্ষা উত্তম হইয়াছে*।

সর্ টামস্ এসট্রেঞ্জ সাহেব মাদরাসের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ থাকন সময়ে 'এলিমেন্টস্ অব্ হিন্দু ল' (নামক) গ্রন্থ লিখেন। যদিও তিনি সংস্কৃত জানিতেন না তথাপি তদ্ গ্রন্থস্থ অধিকাংশ ব্যবস্থা যথাযথ ও প্রামাণিক প্রমাণ মূলক, ঐ সকল প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠায় নিম্নে সাঙ্কেতিক বর্ণে উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল কোন কোন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মত বৈলক্ষণ্য বিশেষ করিয়া লিখিতে ভ্রম হইয়াছে অথবা একদেশীয় মত দেশান্তরীয় মতের সহিত গোল মাল হইয়াছে। তিনি দক্ষিণের দুই প্রদেশীয় (অর্থাৎ ঐ বিজ্ঞবর সাহেব যে অঞ্চলে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তদঞ্চলীয়) ব্যবস্থাদি যেমত সম্পূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট রূপে লিখিয়াছেন তেমত আর আর প্রদেশীয় ব্যবস্থাদি লিখেন নাই। এতাবতা আর আর দেশের আদালত হইতে সুবে বঙ্গে ও মাদরাসের আদালতে তদ্গ্রন্থ অধিক ব্যবহার্য্য, উপকারিও বটে, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় বালাম পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থাময়; গ্রন্থ-কর্ত্তা এই বালামে ঐ সকল ব্যবস্থার নিম্নে কোলব্রুক, সদরলাণ্ড ও এলিস সাহেবের বা তন্মধ্যে কাহারো তত্তদ্বিষয়ক বিবেচনা পোষকতার্থে প্রকটিত করিয়া তাহার নাম 'রেস্পন্সা প্রুডেন্টম্' অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের উত্তর রাখি-

---

* মর্লি সাহেব কহেন—"খেদের বিষয় এই যে উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত ঐ গ্রন্থকর্ত্তার অতিশয় অহঙ্কারোক্তিতে এবং যে কিছু তাঁহার মতের মত নয় তাহারই প্রতি বৈরোক্তিতে পরিপূর্ণ।

য়াছেন,—ঐ সকল যথার্থতঃ পণ্ডিতেরই উত্তর বটে; অপিচ তিনি নিজ লিখনের উত্তরে কোলব্রুক সাহেবের দত্ত মত সকল প্রথম বালামে প্রকাশ করাতে গ্রন্থ খানি আরো অধিক উপকারক হইয়াছে। এবং প্রত্যেক কঠিন বা সন্দিগ্ধ বিষয়ে কোলব্রুকের মত গ্রহণে ও প্রদর্শনে যথার্থতই বিজ্ঞের কর্ম্ম করা হইয়াছে।

মেস্তর (পরে, সর্) উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক "প্রিন্সিপল্স্ এণ্ড্ প্রেসিডেন্টস্ অব্ হিন্দু ল" নামক গ্রন্থ রচিত বা সংগৃহীত হয়;—কি হিন্দুস্থানীয় কি ইউরোপীয়দের এপর্য্যন্ত লিখিত নিবন্ধন-গ্রন্থ চয়ের মধ্যে এই গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পরিপাটি। উক্ত গ্রন্থের প্রথম বালামে ধনির অধিকার বা স্বামিত্ব, দায়াধিকার, স্ত্রীধন, বিভাগ, বিবাহ, দত্তকতা, অপ্রাপ্তব্যবহারতা, দাসত্ব, ও ঋণাদানাদি ব্যবহার প্রকরণীয় ব্যবস্থা, ও মিতাক্ষরার আংশিক অনুবাদ আছে, এবং দ্বিতীয় বালাম পণ্ডিতদিগের দত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার পরীক্ষিত ও মনোনীত মত সমূহে পূর্ণ। এই বালাম অত্যুপযোগি হইয়াছে;—ইহা আরো অধিক উপকারি হইতে পারিত যদি সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেবের গ্রন্থে প্রকটিত কোলব্রুক সাহেবের প্রশুদ্ধ ও প্রামাণিক মতগুলি ইহাতেও সঙ্কলিত হইত। এবং এষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেব নিজ গ্রন্থস্থ ব্যবস্থা সকলের পোষকতায় যেমত প্রামাণিক প্রমাণ সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন সেই রূপ মেকনাটন সাহেব-ও যদি আদ্যোপান্ত করিতেন তবে তাঁহার প্রথম বালাম আরো উত্তম ও প্রামাণিক হইত*।

---

* মর্লি সাহেব কহেন—"সম্প্রতি প্রিবি কৌন্সিলের কৃত এক বিচার নিষ্পত্তিতে লিখিত হইয়াছে যে ইউরোপীয়দের লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থচয় মধ্যে সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের গ্রন্থ অতি গুরুতর প্রমাণ, এবং তদুপলক্ষে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যে সকল ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহা কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যবহৃত, ও জজদিগের নিকট পণ্ডিতের ব্যবস্থাপেক্ষা অধিক মান্য। (মর্লি দ্রষ্টব্য পৃ, ৫৮৩—৩৮৩)। পরন্তু "ইউরোপীয়দের লিখিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ" এই পদকতিপয়ের অর্থ যদি ইউরোপীয়দিগের রচিত বা সংগৃহীত গ্রন্থ মাত্র হয়, তবে মেকনাটন্ সাহেবের গ্রন্থের প্রায় সমাদর যেমত কথিত হইয়াছে তেমতই বটে, কিন্তু উক্ত পদ কতিপয়ে যদি ইউরোপীয়দের কৃত অনুবাদ ও লিখিত মতাদিও বুঝায় তবে পণ্ডিতবর কোলব্রুক্ সাহেবের লেখনী হইতে যাহা নির্গত তাহা অধিক মান্য হওয়া উচিত, বিশেষতঃ দায়ভাগের ও মিতাক্ষরার তৎকৃতানুবাদ, কেননা দায়ভাগ বঙ্গদেশীয় মত সংস্থাপক, এবং এতদ্দেশীয় আর আর নিবন্ধন-গ্রন্থের আদর্শ; ও মিতাক্ষরা কাশী হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অন্তরীপ পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে মান্য ও তত্তৎপ্রদেশীয় মতাত্মক গ্রন্থচয়ের আদর্শ। এবং সদরল্যাণ্ড্ সাহেবের অনুবাদিত দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা দত্তকবিষয়ে মহাপ্রামাণিক। উক্ত মেকনাটন্ সাহেবের কৃত মিতাক্ষরার আংশিক অনুবাদ, ও দায়ক্রম সংগ্রহের ও ব্যবহারময়ূখের অনুবাদও অগ্রগণ্য প্রমাণ, তৎপরেই মান্য কোলব্রুক্ সাহেবের মত সকল। সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেব কহেন "মূলগ্রন্থাদি পাঠ ও আর আর উপায় দ্বারা কোলব্রুক্ সাহেবের উপার্জ্জিত ঐ শাস্ত্র বিদ্যা কি ইউরোপ কি আসিয়া উভয় দেশেই পরিকীর্ত্তিত"। উক্ত

শ্রীরামপুরের পূর্ব্ব জজ ডেনমার্ক দেশীয় এলবরলিং সাহেব একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন. তাহা 'এলবরলিংস অন্ ইনহেরিটেন্স্' অর্থাৎ এলবরলিঙ্গের দায়াধিকারাদি নামে খ্যাত. পরন্তু তাহা হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজদের আইনানুসারে দায়াধিকার, দান, উইল, বিক্রয় ও বন্ধকাদি বিষয়ক। তাহাতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অত্যল্প, তাহাতে সকল কার্য্য চলে না, এবং তাহার উপর সম্যক ভরসাও করা যাইতে পারে না। ঐ পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থা সকলের প্রমাণে যদিও গ্রন্থপ্রমাণ ও নজীর প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞতার কর্ম্ম করিয়াছেন তথাপি তাদৃশ কার্য্যেও স্থলে স্থলে ভ্রম নিবারণ করিতে পারে নাই। অবগতি হইতেছে যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাও কিছু মাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, এবং যথা সর উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব কহিয়াছেন ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধিকাংশ কঠিন সংস্কৃত ভাষা রূপ কুটীরে বদ্ধ থাকাতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাঁহা হইতে তদপেক্ষা অধিক আশা করা যাইতে পারে না।

বম্বের গবর্ণরের আদেশক্রমে ইস্টীল সাহেব কর্ত্তৃক হিন্দু জাতীয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ও আচারের চুম্বক নামক এক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ পারিপাট্যভাবে ব্যবহারে সুগম নয়। পরন্তু তাহাতে অনেক অনুসন্ধান প্রাপ্য, ও তাহা অনেক উপকারি। উক্ত গ্রন্থ—'ধর্ম্মশাস্ত্র, জাতি ও আচার—এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে শেষদ্বয় বিশেষে উপকারি,—কেননা তাহাতে যাহা যাহা লিখিত আছে তাহা আর কোন ইংরাজি গ্রন্থে নাই।

কোলব্রুক সাহেবের লিখিত ট্রিটিস্ অন্ অবলিগেসন এণ্ড্ কন্ট্রাকটস্' নামক গ্রন্থ আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা সর্ব্বসাধারণের আদানাদি বিষয়ক, পরন্তু তিনি তাহার আদ্যোপান্ত হিন্দুদের ঋণাদির নিয়ম বা শাস্ত্র অবলম্বনে লিখাতে তদ্ব্যবস্থা হিন্দুদের বিবাদেও প্রযুজ্য ও প্রামাণ্য। উক্ত সাহেব উক্ত বিষয়ে যে কিছু

পণ্ডিতবর সাহেবের লিখিত মত সমূহের এক মত উল্লেখ পূর্ব্বক (এখানকার) সদর দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব জজ মে[illegible] মকুনাথন সাহেব মেকনাটন সাহেবের প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিয়াছেন—"একণে আমি বিবেচনা করি যে মেষ্টর হেনরি কোলব্রুক সাহেবের মত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক। পরন্তু যদি বোধ করা যায় যে অন্য ব্যক্তিরাও তদপেক্ষা উত্তম রূপে অধীত হইয়াছে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান এবং এত কাল এই আদালতের প্রধান জজ থাকাতে অনুশীলনজাত অনুভব এই দুই গুণে কেহই কোলব্রুক সাহেবের প্রতিযোগী হইতে পারেন না। ঐ মেকনাটনের পিতা সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব কহিয়াছেন—"উইল দ্বারা বিষয় বিলি করিতে হিন্দুদের ক্ষমতা থাকার বিষয়ে আমি কোলব্রুক সাহেবের মত দেখিয়াছি, এবং এমত ব্যক্তি নাই যাহার মত কোলব্রুকের মতাপেক্ষা অধিক মান্য হইতে পারে"। কোলব্রুক সাহেবকর্ত্তৃক যে কিছু লিখিত তাহা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করা হইয়াছে, ঐ সকল অত্যন্ত শুদ্ধ ও গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন. তিনি যে সকল সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করার উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয় তত গ্রন্থাধ্যয়ন ভিন্ন তাদৃশ বিদ্যা ও বহুদর্শিতা হওয়া কঠিন,—ঐ সকল গ্রন্থ সংখ্যায় এত অধিক যে ইউরোপীয় দূরে থাকুক, অল্পই পণ্ডিতে তত দেখিয়াছেন।

সংগ্রহ করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কার্য্যকারক। খেদের বিষয় এই যে তদ্গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, খণ্ডান্তর এবং তিনি যে ভূমিকা ও আভাস লিখিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত না হওয়াতে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় যে এক খানি চটি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অধিকার ও স্বামিত্বাদি বিষয়ক এবং ইংরাজি অনুবাদ সহিত বচনাদি প্রমাণে পরিপূর্ণ। ঐ মহাত্মা পণ্ডিতবর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় আর আর প্রকরণ বিষয়েও ঐ রূপ লিখিলে তৎসমষ্টি একখানি উত্তম নিবন্ধন গ্রন্থ হইত।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৌড়ীয় দায়াবলী অত্যন্ত বুদ্ধি বিচক্ষণতাসম্পন্ন; চিত্ররেখার ন্যায় এক ক্ষুদ্র পটে পুং ও স্ত্রী ধনের তাবৎ দায়াধিকার ক্রম প্রদর্শন ও বিশেষ বিশেষ উপযোগি ব্যাখ্যা সঙ্কলন হওয়াতে ঐ পটখানিকে নিবন্ধনের নিবন্ধন অথবা সংগ্রহ সমূহের সার বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝা ও তদ্দ্বারা ব্যবস্থা স্থির করা তাদৃশ বুদ্ধি অপেক্ষা করে।

কিন্তু এত গ্রন্থ থাকিতেও আমাদের বিবাদ ও ব্যবহার নিষ্পত্তি সর্ব্বদা যথাশাস্ত্র হইতে পারিতেছে না,—তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রাড়বিবাকেরা ও অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায় সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারা উপরি উক্ত ইংরাজি অনুবাদ ও নিবন্ধন ব্যবহার করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়াও থাকেন বটে, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ অতি অল্প, তাহাতে অনভিজ্ঞই অনেক, ইঁহাদের বিজ্ঞান ও ব্যবহারার্থে দেশীয় ভাষায় অদ্যাপি কোন উপযুক্ত গ্রন্থপ্রভৃতিদ্বারা বিচারের সদুপায় করা হয় নাই*। সুতরাং ইঁহাদের সকলকেই প্রায় পণ্ডিতদিগের হস্তে পতিত হইতে হয়। যদিও পণ্ডিত পদ-

---

* বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুস্তক চারি খানি বই লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঐ কয়েক খানিই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র, অনেক বিষয়ক ব্যবস্থার অভাব এবং অল্পাংশ উপযোগিতা জন্য তাহা প্রকাশ পাইতে পাইতেই অদৃশ্য হইয়াছে, কখনো ব্যবহারে ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ পুস্তক চতুষ্টয়ের একের নাম ব্যবহার রত্নমালা,—এই পুস্তক খানি লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত ও মধ্যে মধ্যে তাহাতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দায়ভাগকর্ত্তার মতানুসারে সঙ্ক্ষেপ দায়াধিকার লিখিত এবং দত্তক বিষয়ক কতিপয় বিধানও সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি রামজীবন তর্কালঙ্কারের সংগৃহীত ও অংশ দায়ভাগস্থ ব্যবস্থামাত্রের সংগ্রহ। ১৮২৭ সালের ২২ ফেব্রুওরি দিবসে বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট ডাইরেক্টরদিগকে যে পত্র লিখেন তাহাতে উক্ত দুই পুস্তক রচনাদি বিষয়ে সাহায্য দত্ত হওনের উল্লেখ হয়। তৃতীয় খানি বক্তোয়া নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ স্থূল রূপে সঙ্ক্ষেপে লিখিত আছে। চতুর্থ খানি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কতিপয় ক্ষুদ্রপত্রাত্মক;—এই চটি খানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক লিখিত হয়, ইহাতে দায়ভাগের ব্যবস্থা গুলি মাত্র

রা। ঐ ব্যক্তিদের অনেকে পণ্ডিতের গুণবিশিষ্ট শিষ্ট বটেন, তথাপি কতি-পয়ের দোষে তদ্বর্গের এমত দুর্নাম যে এক্ষণকার প্রাড্বিবাকেরাও যদি সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের মত কহেন ("যে মকদ্দমাতে প্রাড্বিবাক-দিগকে প্রতারণা করিতে স্মার্ত্তদের অত্যল্প কারণ থাকে তাহাতেও শুদ্ধ ঐ স্মার্ত্তদের দত্ত মতানুসারে আমরা স্বচ্ছন্দ মনে বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারি না, এবং আমরা যত কেন সতর্ক হই না আমারদিগকে ঠকান তাঁহা-দের কঠিন নহে, কেননা কোন দুর্জ্ঞেয় বচন কোন গ্রন্থে এক রূপে ব্যাখ্যাত ও বিশেষ মত খণ্ডনার্থে ধৃত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সে বচন সেই গ্রন্থ হইতে ভিন্নার্থে ধরিয়া চালাইতে পারেন") তবে তৎ কথনে তাঁহারদিগকে দোষি করা যাইতে পারে না। অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞ না হওন জন্য অনেক মকদ্দমাতে এমত ঘটিয়াছে যে সদর আদালতের আপীল না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ক কোন আপত্তি বিশেষ রূপে উত্থিত হয় নাই। পরে সদরে ইংরাজি পুস্তক দৃষ্টে শাস্ত্র মূলক আপত্তি প্রবল রূপে উত্থিত হইলে মকদ্দমা নম্সুট হইল অথবা পুনর্বিচারের নিমিত্তে পুনঃ-প্রেরিত হইল, এদিগে বাদি প্রতিবাদি মকদ্দমার বিচার না হইতেই দুই আদালতের ব্যয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এতাবতা ইংরাজি অনুবাদ ও নিবন্ধন দ্বারা যে উক্ত দোষের পরিষ্কার ও বিচারের সাহায্য সে অল্পাংশে মাত্র, যেহেতু ঐ ইংরাজি পুস্তক কতিপয় কেবল ইংরাজিতে [illegible]পন্ন ব্যক্তি-দের নিমিত্তে যাঁহাদের সংখ্যা তাহাতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত তুল্য করিলে নিতান্ত অল্প। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রীয় উত্তম নিবন্ধন বা সংগ্রহ শুদ্ধ ইংরাজিতে হইলে তাহা উক্ত দোষের পরিহারের নিমিত্তে যথেষ্ট নহে, পরন্তু ইংরাজির সহিত দেশীয় ভাষায় তাদৃশ গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবার এবং অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির সম্ভাবনা বটে। খেদের বিষয় এই যে তাদৃশ পুস্তক প্রস্তুতির চেষ্টা অদ্যাপি কেহই করেন নাই। গবর্ণমেন্ট আইন করিয়াছেন বটে যে হিন্দুদের দায়া-ধিকারাদি বিষয়ক বিবাদ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ ভৃত্য ও প্রজাবর্গের ঐ শাস্ত্র জানিবার উপায় সম্পাদনদ্বারা যথাশাস্ত্র বিচার হওনের অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিচার নিবারণের উপায় করিয়া দেন নাই। উক্ত দোষ সদর দেওয়ানী আদালতীয় বিচারবিচক্ষণ কোন পূর্ব্ব মহামতি বিচারপতির হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবহার কাণ্ডের এক খানি নিবন্ধন গ্রন্থ প্রস্তুতির আকাঙ্ক্ষিত হইয়া প্রথমত, সর উইলিয়ম মেক্‌নাটন সাহেবের প্রস্তুত গ্রন্থের বাঙ্গলা এবং উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুজ্ঞা করেন। পরন্তু উক্ত গ্রন্থানুবাদ উক্ত দোষের পরিহার ও ব্যবহার ব্যাপার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যথেষ্ট হইবে কি না তন্নিরাকরণ কারণ তাহার আদ্যোপান্ত পরীক্ষিত হইলে দৃষ্ট হয় যে তৎপুস্তকে অনেক বিষয়ক ব্যবস্থাদি যোগ ও কএক ব্যবস্থা সংশোধন করা গেলে তাহা ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ ও সংশুদ্ধ হইত। পরে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসার অনুবাদ কল্পনায় স্থিরে-

চর্চা হইল যে তাহাতে যে পরিশ্রম ও ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহা তদনু-
রূপ উপকারি হওয়া সম্ভব্য নহে, কেননা তাহার অধিকাংশ পরমত খণ্ডন
ও স্বমত সংস্থাপনার্থে বিচারে পরিপূর্ণ, এবং ঐ গ্রন্থ কয়েকের কোথায়
কি আছে তাহা আমূলতঃ অভ্যাস না করিলে ও স্মরণ না থাকিলে প্রথম
দৃষ্টিতে ব্যবস্থা স্থির করা দুরূহ, যেহেতু তাহার এক স্থলে বিচারমুখে কোন
ব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়া প্রকাশ পাইবে, কিন্তু স্থানান্তরে তাহা খণ্ডিত
হইয়া সিদ্ধান্তরূপে ব্যবস্থান্তর ব্যবস্থাপিত হওয়া দৃষ্ট হইবে। অতএব তত্তদ্-
গ্রন্থের আদ্যোপান্ত স্মরণ কারণ যাঁহাদের অভ্যাসের সময় নাই অথবা অধ্যব-
সায় নাই, ও যাঁহারা কেবল প্রথম দৃষ্টিতে প্রাপ্ত ব্যবস্থাকে যাতিযোগের পো-
ষকতায় প্রয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুবাদ
সর্ব্বদা সর্ব্বথা উপকারি হইতে পারে না। অপিচ অধুনা প্রাড্বিবাকেরা
বিচার্য্য বিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা নির্ণয়ে পুনর্ব্বার ক্লেশ স্বীকার ও সময় ব্যয়
না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিদের কৃত নিষ্পত্তির অনুগামি হওয়াই ভাল
বোধ করেন, এবং তাহাতেই অধিক রত। এতাবতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাড্বিবা-
কের নিষ্পত্তিতে স্থাপিত যে সকল বিধান এবং পণ্ডিতদিগের যে সমস্ত ব্যবস্থা
গ্রাহ্য হইয়া তদনুসারে ঐ সকল নিষ্পত্তি নিষ্পন্ন তাহাই অধুনা ব্যবহার
কাণ্ডের ব্যবহারিক ভাগ। অতএব একণে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ ব্যবস্থাপিত
ব্যবস্থা গুলি [illegible] প্রমাণক সংগ্রহ করিলে তাহা ব্যবহারের নিমিত্তে প্রচুর
নহে, কিন্তু প্রচলিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলে এবং অখণ্ডিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র
সমূহে ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থাচয় ও তৎপোষক নজীর সম্বলাত্মক গ্রন্থ হইলে তাহা
যথেষ্ট রূপে কার্য্যকারক বটে, পরন্তু এই রূপ একখানি পুস্তক শুদ্ধ দেশীয়
ভাষায় নহে কিন্তু ইংরাজিতেও হওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে, যেহেতু এই
সমস্ত একখানি ইংরাজি পুস্তকে প্রাপ্য নয়, এবং যে পুস্তক সমূহে এই সমু-
দায় প্রাপ্য তাহা সংগ্রহ করাও সহজ নয়, কেননা তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ
অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, ও কদাচিৎ বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেও অনেক গ্রাহকজুটাতে
তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হয়, পরন্তু যাঁহাদের ঐ সকল পুস্তক আছে তাঁহারাও
অনেক পুস্তক না পড়িলে যাহা চাহেন তাহা স্থির করিতে পারেন না।
আমার যে অবকাশ ও যোগ্যতা তাহা তাদৃশ গ্রন্থ প্রস্তুতির নিমিত্তে প্রচুর
নহে। কিন্তু যেহেতু অধিক যোগ্যতাপন্ন ও বহুদর্শী কেহ ঈদৃশ কঠিন কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইলেন না, এবং মফঃস্বলীয় ও রাজধানীস্থ অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তি
প্রভৃতির তাদৃশ গ্রন্থাভাব জন্য অসুবিধা ঘুচিল না, আকাঙ্ক্ষাও মিটিল না,
সুতরাং তদভাব ও আকাঙ্ক্ষা দূর করিবার বাঞ্ছায় পরিশ্রম আরম্ভ করি-
লাম,—যে পরিশ্রমের প্রমাণ এই ব্যবস্থা-দর্পণ, ইহা আমার কএক বৎসর
যাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টির ফল স্বরূপ। আরম্ভ কালে এই রূপ বোধ হইয়াছিল যে
কেবল ব্যবস্থাগুলি প্রমাণ ও নজীর সম্বলিত বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় লিখি-
লেই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু অনন্তর বিবেচনা হইল যে যদি ঐ সমস্ত ব্যবস্থা ও
তাহা যে সকল বচনাদি মূলক তাহার অনুবাদ মাত্র দেওয়া যায় আর অবিকল
সংস্কৃতটি প্রকটিত না হয় তবে যাঁহারা ধূর্ত্ত শিরোমণি স্মার্ত্ত তাঁহাদের সে

র বসায় বিলক্ষণ চলিবে। এবঞ্চ বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এ বিচার দৃষ্টি হেতু আরো বিবেচনা হইল যে বঙ্গদেশের নিমিত্তে পৃথক্ এক পুস্তক এবং আর অন্য প্রদেশের নিমিত্তে আর এক পুস্তক লিখাই শ্রেয়ঃ, কেননা বঙ্গদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় মতচয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া বোধগম্য সহজ নয় —সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব তদ্বিষয়ে অধিক সাবধান না কিম্বা স্থানে স্থানে সেই প্রভেদ করিতে ভুলিয়া এক দেশীয় মত-বিশেষের সহিত দেশান্তরীয় মতের গোলমাল ও অভেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। পরন্তু যদি ঐ সকল মতভেদের প্রভেদ আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যাও হয় তথাপি ব্যবহার সময়ে পাঠকের ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে*। অপিচ হিন্দুদের নিবাসিত কএক প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন হওয়াতে বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও নজীর প্রভৃতি বঙ্গভাষায় এবং আর আর দেশ সম্বন্ধীয় ঐ সকল [illegible]দেশীয় ভাষায় নিদানে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করণাবশ্যক কিন্তু এক পুস্তকে বাঙ্গলা এবং উর্দু ভাষায় তৎ সমুদায় অনুবাদ করিলে পুস্তক প্রকাণ্ড হইয়া পাঠকের ক্রয়ের ও ব্যবহারের অক্ষমতা হইবে, এবং যাহার যে অংশ আবশ্যক নাই তাহার নিমিত্তেও তাহাকে অনর্থ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচনায় দুই পুস্তক করিতে হইল,—বর্ত্তমান পুস্তক বঙ্গদেশের নিমিত্তে। এই পুস্তকে দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা ও বিবাদভঙ্গার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ এবং (এতদ্দেশীয় নিষ্পত্তিপত্রের নজীর সমূহে ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা চয় যথাক্রমে বিন্যস্ত ও তদ্ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনের কোন কারণ থাকিলে তাহা তন্নিম্নে সঙ্কলিত, তদনন্তর এ ব্যবস্থা যে প্রমাণ-মূলক তাহা ধৃত হইল, এবং এতন্মধ্যে কোন কথার অর্থ লিখন আবশ্যক হইলে ঐ কথার পর প্যারেন্থিসিস্† নামক ( ) এই চিহ্নে কোন অক্ষর বেষ্টিত রাখিয়া তদব্যবহিত বা ব্যবহিত পর বাক্যের প্রথমে প্যারেন্থিসিস চিহ্নে সেই বর্ণ বেষ্টন পূর্ব্বক উক্ত কথার অর্থ প্রামাণিক টীকাদি হইতে উদ্ধৃত অথবা যুক্তি যুক্ত রূপে ব্যাখ্যাত‡, এবং তদর্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যবস্থা থাকিলে তাহাও তন্নিম্নে সঙ্কলিত হইল। অপিচ

* কোল্‌ব্রুক্ সাহেব কহেন— 'সর্ব্ব বচন সংগ্রহে বিবিধ প্রমাণ ও ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন মতচয় ধৃত এবং অনেক গ্রন্থকর্ত্তার ব্যবস্থা একত্রিত, বিবেচিত ও পরীক্ষিত হওয়াতে, কোন্ বিশেষ দেশের কোন্ বিশেষ মত এবং কে বিশেষ রূপে প্রমাণিত তাহা স্থাপিত তাহা নিশ্চয় করিতে পারা অত্যন্ত কঠিন। পাঠক কদাচিৎ বিপরীত বিপরীত মত ও নিতান্ত নিষ্কৃষ্ট ব্যবস্থা এবং এক রূপ ব্যবস্থা প্রমাণ অপেক্ষা ভিন্ন রূপ ব্যবস্থাবলির প্রমাণ দেখিয়া ব্যাকুল হইবেন।'

† দ্রষ্টব্য—মৎপ্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ২৮২ পৃষ্ঠা।

‡ উক্ত রূপে অর্থ লিখনের তাৎপর্য্য এই যে বিশেষ দেশীয় নিবন্ধকারা ও টীকাকর্ত্তারা ঐ বিশেষ পদের যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা তদ্ভিন্ন অন্যার্থে তদ্দেশে ব্যবহার্য্য ও গ্রাহ্য নহে, অতএব সেই অর্থ জানা হইলে কেহ ভিন্নার্থ বলিয়া প্রতারণা করিতে পারিবেন না।

উক্ত ব্যবস্থায় ও প্রমাণ প্রভৃতি যে সংস্কৃত ও ইংরাজি গ্রন্থের যে অধ্যায়ে প্রকরণে ও পৃষ্ঠায় প্রাপ্য তাহা পৃষ্ঠার শেষে কসির নীচে অর্থাৎ নোটে সাঙ্কেতিক বর্ণে দর্শিত হইল। এবং যে ব্যবস্থাদি সম্বন্ধীয় যে নোট তত্তত্তের পার্শ্বে * †, ‡, §, ¶, এই কএক চিহ্ন রাখিয়া তৎপরস্পর সম্বন্ধ দর্শিত হইল, মূলে কোন কথার পার্শ্বে উপরি দর্শিত কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে কসির নীচে সেই চিহ্নে চিহ্নিত নোট দৃষ্টে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত হইবে। এবঞ্চ গ্রন্থকর্ত্তাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের যে বিবেচনা প্রভৃতি অত্যন্ত কর্ম্মণ্য বিবেচিত তাহা কখনো পৃষ্ঠার মধ্যে কখনো বা পৃষ্ঠার শেষে (কসির নিম্নে) নোটে প্রকটিত হইল, নোটে আরো অনেক অনুসন্ধান সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকরণের এক এক অংশ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রভৃ[illegible] সংগ্রহান্তে মেকনাটনের নজীর অর্থাৎ (উক্ত বিষয়ে) পণ্ডিতদিগের মত ও আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা বা মত* সঙ্কলিত, তদনন্তর উক্ত ব্যবস্থাদির অনুসারে হওয়া নজীর অর্থাৎ অভিযোগ নিষ্পত্তিপত্র তদুপোষক রূপে প্রকটিত হইল। এবঞ্চ পাঠকের সময় ব্যয়ের ও ক্লেশের লাঘব নিমিত্তে ব্যবস্থা সকল শতিকার সংখ্যায় চিহ্নিত ও বড় অক্ষরে মুদ্রিত ও তৎপার্শ্বে "ব্যবস্থা" পদ স্থাপিত হইয়া বিশেষ করা থাকিল, এতাবতা জানিবার নিমিত্তে তাবৎ পৃষ্ঠা খুজিতে হইবে না, পার্শ্ব দৃষ্টি মাত্রেই জানা যাইবে। ব্যবস্থা ভিন্ন আর যে কিছু প্রায় তৎ সমুদায়ের মর্ম্ম জ্ঞান পৃষ্ঠার পার্শ্ববর্ত্তি শব্দ দৃষ্টে হইবে।

যে সকল রিপোর্ট বহি হইতে নজীর গ্রহণ করা হইল, তাহার অধিকাংশ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে শুদ্ধ বাদি প্রতিবাদির নাম ও নিষ্পত্তির তারিখ মাত্র গ্রহণ ও অনুবাদ করা যথেষ্ট বিবেচিত হইল না, কেননা যদি কদাচিৎ গ্রন্থচয় সমুদায় প্রাপ্য হয় তথাপি তৎ ক্রয়ে ব্যবস্থা-দর্পণের মূল্যাপেক্ষা অত্যধিক মূল্য চাই, তাহা হইলেও দেশীয় ভাষায় অনুবাদ না হইলে তাহা ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ লোকের উপযোগি নহে। এনিমিত্তে গৃহীত নিষ্পত্তিপত্র সমূহের প্রায় সমুদায় আবশ্যক ভাগ অনুবাদ সহ প্রকটিত করা গেল। সুপ্রিমকোর্টে -হিন্দুদের উত্তরাধিকার দায়াধিকার ও ঋণদানাদি বিষয়ক অভিযোগ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হয়,* আর আর আদা-

* এই সকল ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত হওন অভিযোগ সম্বন্ধীয়। তদনন্তর গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা সকল ও সংগ্রহ করার মানস ছিল। কিন্তু বিদ্যাদের আজ্ঞা ও অনুজ্ঞা ক্রমে তৎসমুদয় দত্ত হইয়াছে।

† উক্ত সাহেবের হিন্দু ল-র দ্বিতীয় ভাগে ধৃত পণ্ডিতের উত্তম গুণযুক্ত দক্ষিণ দেশীয় মতানুযায়ি হওয়াতে তাহা দ্বিতীয় পুস্তকের নিমিত্তে রাখা গেল।

* তৃতীয় জর্জ রাজশাসনের ২১ সংখ্যক এক্টো টিউট্ অর্থাৎ আইনের ৭০ ধারাতে বিধান হইয়াছে যে দায়াধিকার, উত্তরাধিকার ও ভূমির কর এবং দ্রব্যাদির অধিকার বিষয়ে, এবঞ্চ তাবৎ প্রকার ঋণাদান দি ব্যবহার বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মহম্মদীয় শরা ও আচারানুসারে এবং হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচারানুসারে বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

মতে হিন্দুদের উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি, শাস্ত্রীয়াচার ও ধর্ম্মসমাজ বিষয়ক অভিযোগ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচরিত হয়* । অতএব এই কএক বিষয়ই ব্যবস্থা-দর্পণের অভিধেয়,—অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারা† সমুদায় নহে । এবং এই সকলের মধ্যে দায়াধিকার প্রকরণ (যদন্তর্গত কুলাচার, জিবীবিকা, বিভাগ ও বিভাগে অনধিকার-ও বটে,) দত্তকতা, ঋণাদান ও বিক্রয় বিষয়ক অভিযোগ সচারাচর আদালতে উপস্থিত ও বিচরিত হওয়াতে ঐ কএক বিষয়ক ব্যবস্থাদি যথাবশ্যক রূপে লিখিত হইল, শেষোক্ত বিবাদত্রয়ের বিচার অধিকাংশ পঞ্চাএৎ বা মধ্যস্থ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াতে তদ্বিষয়ক ব্যবস্থাদি যথা-যোগ্য সঙ্ক্ষেপে সঙ্কলিত হইল । অপিচ ব্যবহার্য্য বিষয় বিষয়ক ব্যবস্থাদি জ্ঞাপনই আবশ্যক হওয়াতে উক্ত প্রকরণ কতিপয়ের যে২ বিধান কলিযুগে নিষিদ্ধ,—যথা ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য রূপ পুত্রগণের অধিকার, অসজাতীয় দার-পরিগ্রহ, অসজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত তনয়ের অধিকার, এবং আর যে যে বিষয়ক বিধান এক্ষণকার আদালতে চলিত নহে, (যথা সাক্ষ্যাদি,) তাহা বিশেষে লিখিত হইল না । এই পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত,—এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে । দ্বিতীয় খণ্ডের অভিধেয়—বিবাহ, স্ত্রী-ধন, দত্তকতা, অনধিকার, ও

---

* ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৭ ধারায় (যাহা বারাণসী এবং উত্তর পশ্চিম দেশের নিমিত্তে ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারায় পুনরুক্ত হইয়াছে) বিধান হইয়াছে যে হিন্দুদের উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি এবং শাস্ত্রীয়াচার ও ধর্ম্ম-সমাজ বিষয়ক অভিযোগে জজদিগকে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিচারের বিধান বিবেচনা করিতে হইবে । যদিও উক্ত আইনের বিধান দৃষ্টে প্রকাশ যে ঋণাদানাদি ধরা হয় নাই, তথাপি অভিযোগ বিশেষে তদ্বিষয়ক বিচারও আবশ্যক হয়, কেননা দায়াধিকার বিষয়ক শাস্ত্রানুসারে বিচার্য্য অভিযোগে এমত-ও ঘটিতে পারে যে তাহাতে ঋণাদানাদি বিধানানুসারে বিচার না করিলে মূল অভিযোগের বিচার হইতে পারে না,—যথা দায়াধিকার বিষয়ক অভিযোগে প্রতিবাদী ক্রয় মূলক অধিকারের আপত্ত করিলে তৎকালে এই কথার বিচার আবশ্যক হইবে যে মূল ধনির বিক্রয় করিতে ক্ষমতা ছিল কি না । এতাবতা আর আর আদালতেও ঋণাদানাদি বিষয়ক বিধান প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে ।

† অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—"তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ । সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥ বেতনস্যৈব চাদানং সম্বিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ । ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড বাচিকে । স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ, দ্যূতমাহ্বয় এব চ । পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥ মনু । অ. ৮, ব. ৪, ৫, ৬, ও ৭ । অস্যার্থঃ—তন্মধ্যে ১ প্রথম ঋণ গ্রহণ, ২ গচ্ছিত বা বন্ধক, ৩ অস্বামির কৃত বিক্রয়, ৪ বাণিজ্যে অংশিদের সম্বন্ধ, ৫ দত্তাপ্রদানিক, ৬ বেতন বা ভাড়া না দেওন, ৭ স্বীকারের অসম্পাদন, ৮ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যতিক্রম, ৯ প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে বিবাদ, ১০ সীমা বিষয়ক বিবাদ, ১১ ও ১২ মারিপিট ও গালি, ১৩ চৌর্য্য, ১৪ সাহস, ১৫ ব্যভিচার, ১৬ স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম ও বিবাদ, ১৭ দায়ভাগ, ১৮ পাশকাদি বা জীবদ্বারা ক্রীড়া, এই অষ্টাদশ পদ এই সংসারে ব্যবহারের মূল ।

জাতি প্রভৃতি, তাহা এই খণ্ড হইতে অনেক পাতলা ও অল্পমূল্য হইবে, এবং অনতি বিলম্বে প্রকাশ পাইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার নিষ্পত্তি নিমিত্তে যে কিছু আবশ্যক ছিল, তৎসমুদায়ই প্রায় এই খণ্ডদ্বয়ে সঙ্কলিত হইল, এতাবতা এতদ্দেশে প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্রীয় গ্রন্থচয়ে ও নজীরের পুস্তকে বা মকদ্দমার রিপোর্ট-বহিতে ব্যষ্টিরূপে যে কিছু দৃষ্টি-গোচর তাহা সমষ্টিরূপে এই এক গ্রন্থে সুগোচর ভবনীয়।

সূচীপত্রস্থলে ব্যবস্থাদর্পণের সার সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে এক প্রকরণের এক অংশের ব্যবস্থাচয় পারিপাট্যক্রমে বিন্যস্ত হওনানন্তর তন্মধ্যে যে ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় যে নজীর তাহার বাদি প্রতিবাদির নাম ও তারিখ প্রভৃতি তন্নিম্নে উল্লিখিত, তৎপরে তদ্বিষয়ে মেকনাটন্ সাহেবের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালামে ধৃত পণ্ডিতদিগের মত ও আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থাচয়ের সার ভাগ সঙ্কলিত হইল। পাঠকবর্গ প্রথমে নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করতঃ যে প্রকরণে নিজ মন্তব্য কথার ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব তাহা প্রাপ্তানন্তর ব্যবস্থাদর্পণ-সারে সেই প্রকরণের নিম্নে অনুসন্ধান করিলে অনুসন্ধেয় কথার ব্যবস্থা ও তাহার নজীর থাকিলে তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, অনন্তর যদি ঐ ব্যবস্থাদির কারণ ও প্রমাণ প্রভৃতির বিস্তার দেখা আবশ্যক হয় তাহা ঐ নির্ঘণ্টে নির্দ্দিষ্ট মূল পুস্তকের পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে, ইহা হইতে প্রকৃষ্ট রূপে ব্যবস্থাদির সার নিষ্কর্ষণ ও তদ্দৃষ্টির সুগমতা করণ বুদ্ধি সাধ্য হইল না।

কঠিন ও সন্দিগ্ধ বিষয়ে এবং মতের অনৈক্য স্থলে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতেও যখন যে সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে তাহাই তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি,—তাদৃশ উপকার প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকট বাধিত রহিলাম। গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যধ্যাপক এক্ষণকার স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য হইতেও বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যেহেতু উক্ত বিষয় সকলে উক্ত মহানুভবের ও মত ও পরামর্শ গৃহীত হইয়াছে, অতএব কৃতজ্ঞ রূপে তাঁহার নিকট ও বাধিত থাকিলাম।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে ও নজীর প্রভৃতির বহি-সকলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচারের উপযোগি যে কিছু প্রাপ্য তৎসমুদায় এই গ্রন্থে সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করি নাই, এবং এই গ্রন্থকে আকাঙ্ক্ষবর্গের ইষ্ট সাধনে যথেষ্ট রূপে কর্ম্মণ্য করণ কামনায় যথাসাধ্য শ্রম করিতেও কাতর হই নাই, কিন্তু ইহা আমার কামানুরূপ হইয়াছে কি বৃথা শ্রম করা হইয়াছে তন্নির্ণয় অপক্ষপাতি স্মৃতিবিশারদ সদ্বিচারকের মুখে—"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥ শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার।

ভূমিকা সমাপ্ত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ক ভূমিকা।

প্রথমবার মুদ্রিত এই গ্রন্থ গ্রহণদ্বারা সাধারণ হইতে যে সাহায্য প্রাপ্তি হইয়াছে, এবং এতৎপ্রতি সাধারণের যে অসাধারণ অনুরক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের নিকট বিশেষে উপকৃত হইয়াছি। এক্ষণে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনে এই গ্রন্থকে তাদৃশ বা তদতিরিক্ত অনুরক্তি-ভাজন করিবার নিমিত্তে, বৈষয়িক প্রভৃতি অনিবার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহান্তে স্বকীয় স্বাস্থ্য-রক্ষাপূর্ব্বক যে যৎকিঞ্চিৎ সময় বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহা ইহাতে ব্যয় করিয়াছি। প্রথম মুদ্রাঙ্কনে অনবধানে বা অন্য কারণে যে কিছু ভ্রমাদি হইয়াছিল তৎসংশোধনে ও যে কিছু ছাড়িয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা এতদন্তর্গত করণে এবং যে যে ভাগ অসম্পূর্ণ ছিল তাহা সম্পূর্ণ করণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। বিগত সদর দেওয়ানী আদালতে ও বর্ত্তমান হাইকোর্টে এবং প্রিবি কৌন্সিলে নিষ্পন্ন অনেক নিষ্পত্তি বা নজীর যোগে অথচ অনেক বচনাদি ও বিবেচনা এবং মন্তব্য কথা যোগে এই গ্রন্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় নজীরে বিশেষ বিশেষ সন্দিগ্ধ বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক তত্তৎ বিষয়ক ব্যবস্থা নিঃসন্দেহরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সূচীপত্র সংশোধনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ বিন্যাসক্রমে অভিধানরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং তাহাতে পত্নীর অধিকার ও দত্তক প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয় বিশালরূপে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাগ পৃথক্ করা এবং উভয় খণ্ড এক খণ্ডে সমষ্টিরূপে মুদ্রিত করা অনেকের বিবেচনা সিদ্ধ হওয়াতে তাহাই করা হইল—কেননা ইংরাজি পাঠকেরা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত চাহেন না,—এবং বাঙ্গালা পাঠকেরা অনেকে অনর্থ ইংরাজির মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয়েন। ফলতঃ এবার ইংরাজি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পূর্ব্বাকারে একত্র মুদ্রিত হইলে গ্রন্থখানি বৃহৎ হইয়া সহজে ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, এবং তদনুসারে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকের গ্রহণেচ্ছাও রহিত হইত। এতাবতা ইহা বর্ত্তমান আকারে সমষ্টিরূপে এক খণ্ডে মুদ্রিত হইল। ভরসা করি এক্ষণে ইহা গ্রহণে, বহনে বা ব্যবহারে অসাধ্যতা ঘটিবে না, অসুগমতাও হইবে না।

ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পৃথক্ করা হইলেও ব্যবস্থাদির পারম্পর্য্যের ব্যতিক্রম হয় নাই, ইংরাজিতে যে ব্যবস্থার যে সংখ্যা বাঙ্গলা ও সংস্কৃতেও ঐ ব্যবস্থার সেই সংখ্যা আছে, এবং প্রমাণাদি আর আর বিষয়েরও ক্রমে ঐক্য আছে। এতাবতা ইংরাজি বা বাঙ্গলা সংস্কৃত গ্রন্থে কোন সংখ্যক ব্যবস্থা দৃষ্ট হইলে গ্রন্থান্তরে তৎসংখ্যানুসন্ধানে তাহা দৃষ্ট হইবে; এইরূপে প্রমাণাদি আর আর বিষয়-ও একগ্রন্থের ক্রমানুসারে অন্যগ্রন্থে দেখিলে পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থ সংশোধনে ও সম্পূর্ণ করণে যত মনোযোগ ও পরিশ্রম আবশ্যক ছিল যদিও প্রাগুক্ত ব্যস্ততা ও অসুস্থতা

জন্য ততু করা সাধ্য হয় নাই, তথাপি যত সাধ্য হইয়াছিল তাহাতে ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে ভরসা এই যে ইহা পূর্ব্ববৎ উপকারী ও ব্যবহৃত হইয়া শ্রমের সার্থকতা ও আশার সফলতা হয়, কিমধিকমিতি।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার।

অগ্রে জ্ঞাতব্য।

বিজাতীয় আইনের পুস্তক সমূহে বর্ণমালার বর্ণ বিন্যাস ক্রমে অভিধান থাকায় এবং সেই রূপ সূচীপত্রই আইনজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অধিক মনোজ্ঞ হওয়াতে ইংরাজি ব্যবস্থাদর্পণের ঐ রূপ অভিধান করা হইয়াছে, তদনুরূপে বাঙ্গালাতেও করিতে হইল।—ফলতঃ গ্রন্থস্থ ব্যবস্থাদির অভিধান থাকিলে তাহা যেমত শীঘ্র ও সহজে দৃষ্ট হয় তেমত আর কোন রূপ সূচী-পত্রে হয় না। এক্ষণে জ্ঞাতব্য এই যে মূল শব্দের পরে যত পারাগ্রাফ আছে তৎসমুদায়ের সহিত মূল শব্দের সম্বন্ধ আছে, এবং যে স্থলে মূল শব্দ উহ্য আছে সে স্থলে তৎ সূচনার্থে—এই রূপ এক কশি দেওয়া হইয়াছে, অথবা ঐ মূল শব্দ ( ) এই রূপ দুই চিহ্নের মধ্যে বসান হইয়াছে। কোন ব্যবস্থাদি দেখা আবশ্যক হইলে তাহা যে মূল শব্দ সম্বন্ধীয় সেই শব্দ ও তৎসম্বন্ধে সে পঙ্ক্তিতে বা তন্নিম্নে যে কিছু লিখিত তাহা দেখিলে প্রাপ্তি হইতে পারিবে। অপিচ জ্ঞাতব্য এই যে নজীর প্রভৃতির প্রথম পৃষ্ঠার পত্রাঙ্কই অভিধানে দেওয়ার রীতি আছে এবং সেইরূপ এই অভিধানেও প্রায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন২ দীর্ঘ নজীরে পাঠকের সুগমতা নিমিত্তে নজীরের যে পৃষ্ঠাতে অনুসন্ধেয় কথা প্রাপ্য সেই পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক প্রকটিত করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পরে ঐ নজীরের আদ্যন্ত পৃষ্ঠা দেখিলে বাদি প্রতিবাদি প্রভৃতির নাম ও নিষ্পত্তির তারিখ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। যথা—"পত্নী কি অবস্থায় পতিকুল ত্যাগ করিয়া পিত্রাদির আলয়ে গিয়া থাকিলেও তাহার স্বত্ব যায় না"—এই বিষয় জানা আবশ্যক হইলে "পত্নী" শব্দের নিম্নে প্রকটিত পঙ্ক্তিচয় দেখিলে তাহা পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেস্থলে "১০৩" পত্রাঙ্ক যে নজীরের আছে তাহা ১০১ পৃষ্ঠায় আরব্ধ ও ১০৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়, অতএব ১০৩ পৃষ্ঠা দেখিয়া পরে প্রথম ১০১ আর অন্ত্য ১০৭ পৃষ্ঠা দেখিলেই কার্য্য হইবে। যেখানে এরূপ করা হয় নাই সেস্থলে অনুসন্ধেয় কথা নজীরের যতদূরে আছে তত দূর দেখিতে হইবে। আরো জানা কর্ত্তব্য যেস্থলে দুই অঙ্কের মধ্যে এইরূপ—এক কসি আছে সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে কসির পূর্ব্ব অঙ্ক হইতে পর অঙ্ক বিশিষ্ট পত্রে অথবা তৎপত্রস্থ নজীর প্রভৃতির শেষ পর্য্যন্তে অনুসন্ধেয় কথা প্রাপ্য।

অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণবিন্যাসে অভিধানরূপ সূচী

অ

উ

* হাইকোর্টের কোনং জজে বোধ হয় কোলব্রুক্ মেকনাটন এবং নব্যগ্রন্থকর্ত্তাদের মত (দ্রষ্টব্য পৃ. ২৭৫, ২৭৬) না জানিয়া অথবা উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতৃদৌহিত্রের ও পিতৃব্য-দৌহিত্রের এবং পিতামহের ভ্রাতৃ-দৌহিত্রের দায়াধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য ২৭৫—২৭৮ এবং ২৮১—২৮৭।

ঋ

ঔ

ক

গ

চ

জ

দ

ধ

ন

প

পত্নী, -(ক্রমাগত)

পতির দায়াদেরা অন্নাচ্ছাদন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-কর্ম্মার্থে ব্যয় দিলে বা দিতে স্বীকার করিলে পতির বিষয় তাহাদের অসম্মতিতে অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তেও হস্তান্তর করিতে পারে না ... ... ৬৪, ৬৯, ১০১প্র.

ভর্ত্তার সঞ্চিত ধনের বা বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকিলে তথাপি তদর্থে কিম্বা নিজ যথেচ্ছ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভর্ত্তার স্থাবর প্রভৃতি বিক্রয়াদি করিতে যোগ্যা নহে, ও তদ্বিক্রয়াদি সিদ্ধ-ও নহে ...৬৪, ৮২, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯৪, ১০১, ৬৫৬, ৬৫৭

পতির উপকারার্থে দান বা ভোগ ভিন্ন তদ্ধনের দানাদি অবশ্য অসিদ্ধ ... ৬৫, ৭০, ৭১, ৯১, ৯৪, ১০১, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৫৯

ইদানীং পতির অনুপযোগে অথবা শাস্ত্রসম্মত কারণ বিনা প্রভৃত স্বেচ্ছাধীন দানাদি করিলে তাহাতে যদি পতির দায়াদেরা বিশেষতঃ জ্ঞাতি দায়াদেরা সম্মত না হয় অথবা পরে স্বীকার না করে তবেই কেবল তাহা অসিদ্ধ ... ৬৫, ৭০, ৭১, ৮৬, ৯১, ৯৪. ১০১, ১৩২, ১৩৬—১৩৮, ১৫৯

ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে তাৎকালিক মুখ্য দায়াদের সম্মতিতে - যে কোন কর্ম্মে দানাদি করিতে পারে, এবং রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থা অথবা আয়ত্ত রাখিতে সম্মতা হইলে তাহা তাদৃশ দায়াদকে দিতে বা সমর্পণ করিতে পারে, ঈদৃশ দানাদি সিদ্ধ হইবে যদি ঐ বিধবার মরণে যে যে ব্যক্তি তৎপতির দায়াদ সাব্যস্ত হয় তাহাদের স্বত্ব ঐ গ্রহীতার স্বত্ব হইতে প্রশস্ততর বা সমান না হয়, কেননা তাহা হইলে ঐ দানাদি সম্যক্ বা আংশিক অসিদ্ধ হইবে ৬৫, ৭৪, ৭৬ন. ৮৫, ৯১, ৯৪, ১০১, ১১১, ১১২, ১২৬. ১৩২, ৬১৮

পতিসংক্রান্ত ধন অভিযোগ দ্বারা উদ্ধার করিলেও তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা—অধিক ক্ষমতাবতী হয় না ... ৬৮. ৭১, ৮৫

যেমত পতিসংক্রান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করিবে না তেমত তদুপঘাতে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন ঐরূপ দানাদি করিবে না ৬৮, ৭২

যেমত পতির স্থাবর ধন অপহার করিবে না তদ্রূপ অস্থাবর ধনও অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই পতির উপকার হইতে পারে এবং এতদ্দেশীয় দায়শাস্ত্রে সম্ভ্রান্ত স্থাবরাস্থাবর ধনে বিশেষ নাই ... ৬৮, ১০০, ১০৫, ১০৬, ১৩৬

ব

ম

য

র

হ

ক্ষ

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ৫৮।৫ অপর সর্কিউলার রোড।

ব্যবস্থা-দর্পণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দায়-নির্ণয়।

১। পূর্ব্ব স্বামির স্বামিত্বনাশানন্তর (আ) তৎসম্বন্ধাধীন (অ) যে দ্রব্যে স্বত্ব হয় তাহাতেই দায় শব্দ (প্রযুজ্য)*।

১। পূর্ব্বস্বামিসম্বন্ধাধীনং (অ) তৎস্বাম্যোপরমে (আ) যত্র দ্রব্যে স্বত্বং তত্র নিরূঢ়ো দায়শব্দঃ*।

(অ) স্বত্বপদ 'সম্বন্ধাধীন' এই বিশেষণবিশিষ্ট হওয়াতে দত্তাদি ধনকে দায় বলা যাইতে পারে না। এস্থলে সম্বন্ধ পদে উৎপত্তি (বেদ) পাঠ ও বিবাহাদিজন্য যে সম্পর্ক তাহাই বোধ্য — অর্থাৎ পুত্রত্ব, সহাধ্যায়িত্ব ও পত্নীত্বাদিরূপ সম্বন্ধ †।

(অ) 'সম্বন্ধাধীনং' ইতি বিশেষণাৎ দত্তাদি ধনে দায়পদপ্রয়োগাপত্তিবারণং। সম্বন্ধশ্চ উৎপত্তিপাঠবিবাহাদিঘটিতঃ — পুত্রত্ব সহাধ্যায়িত্ব পত্নীত্বাদিরূপঃ †।

(আ) 'পূর্ব্বস্বামির স্বামিত্ব নাশানন্তর' ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে — 'দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনং' অর্থাৎ ধন দম্পতির সাধারণ — এই বচনে পতি বিদ্যমানে তাহার ধনে পত্নীরও অধিকার থাকায় সে ধনকে দায় বলা যাইতে পারে না। ইহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত †।

(আ) 'তৎস্বাম্যোপরমে' ইত্যনেন দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনমিতি বচনাৎ জীবতি ভর্ত্তরি তদ্ধনে পত্ন্যা অধিকারাৎ তত্র দায় পদ প্রয়োগ বারণমিতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ †।

---

* দা. ত. স্ব. পৃ ৮। কোল. দা. ত. পৃ ৩। বি. দ. ভা. দ্বী. র. ১। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫০৮।

যে স্বামির যে দ্রব্যে তৎস্বামিত্ব নাশে পুত্রাদির তৎসম্বন্ধাধীন স্বত্ব হয় তাহাতেই নিরূঢ় দায় শব্দ প্রযুজ্য। দা. ত. স্ব. পৃ. ৪।

যত্র দ্রব্যে যৎস্বামিনঃ পুত্রত্বাদিসম্বন্ধাধীনং তৎস্বত্বোপরমে তৎসম্বন্ধিনঃ স্বত্বং তত্র তং প্রতি নিরূঢ়ো দায় শব্দঃ। দা. ত. স্ব. পৃ. ২।

† বি. দা. ভ.. দ্বী. র. ১। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫২৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বত্বনির্ণয়।

ব্যবস্থা ২। পিতার নিধন-কালীন* জীবনই (ই) পুত্রের স্বত্বোৎপাদক †।

২। পিতৃ-নিধনকালীনং* জীব নমেব (ই) পুত্রস্যাজ্জনং ভবিষ্যতি †।

---

* যদি বলা যায় "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনং (অর্থাৎ ধন দম্পতির সাধারণ)" এই বচনানুসারে পতির জীবনকালেই তদ্ধনে পত্নীর অধিকার, এবং পতির মরণের পর সে অধিকারের বিনাশকাভাব, অতএব (পত্নীসত্ত্বে) কিরূপে তাহাতে পুত্রাদির অধিকার জন্মিতে পারে,—ইহা বাচ্য নহে যেহেতু পতির স্বত্ব নাশেই পত্নীর স্বত্ব নাশ কল্পনাসিদ্ধ, অতএব পতি দান করিলেও তাহাতে পত্নীর স্বত্ব থাকে না। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

* দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনমিতি বচনাৎ জীবত্যেব পত্যৌ তদ্ধনে জায়ায়া অধিকারাৎ পতিমরণোত্তরং তন্নাশকাভাবাচ্চ কথং পুত্রাদেরধিকার ইতি চেন্ন—পতি-স্বত্বনাশেনৈব তন্নাশ কল্পনাৎ। অতএব পত্যা দত্তেঽপি পত্নীস্বত্ব-নিবৃত্তিঃ। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৮৭, ৪৮৮।

ভর্ত্তার দ্রব্যে ভার্য্যার যে স্বামিত্ব সে কেবল ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিতে নৈমিত্তিক কার্য্যে, অবশ্য কর্ত্তব্য দানে, অতিথি ভোজনাদিতে ব্যয় করিলে চৌর্য্যাপরাধ হয় না এই মাত্র মনু প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন।—মিতাক্ষরা।

ভার্য্যায়া যৎ ভর্তৃদ্রব্যে স্বামিত্বং তৎ ভর্তুর্বিপ্রবাসে নৈমিত্তিকে অবশ্যকর্ত্তব্যে দানে অতিথিভোজনাদৌ স্তেয়দোষনিবর্ত্তকমিত্যুপদেশো মন্বাদীনাং।—মিতাক্ষরা।

যদ্যপি দায়ভাগকর্ত্তা কহিয়াছেন "বিবাহজন্য ভর্ত্তার ধনে ভার্য্যার যে স্বামিত্ব তাহা স্বামী মরিলে নষ্ট হওয়ার প্রমাণাভাব" তথাপি তাঁহার অব্যবহিত পরেই এমত লিখাতে যে "পুত্র থাকিলে তদধিকার-বোধক শাস্ত্রবলে পত্নীর স্বত্ব-নাশ জানা যাইতেছে (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৫) সুতরাং ভর্ত্তার মরণে দম্পতিত্ব নাশহেতু দম্পতিত্বজন্য যে স্বত্ব তাহার নাশ স্বীকার করা হইয়াছে।

যদ্যপি জীমূতবাহনেন—'পরিণয়নোৎপন্ন ভর্তৃধনে পত্ন্যাঃ স্বামিত্বং ভর্তৃমরণাৎ তন্নশ্যতীত্যত্র প্রমাণাভাব'—ইত্যুক্তং, তথাপি তদব্যবহিতানন্তরমেব 'সতি তু পুত্রে তদধিকারশাস্ত্রাদেব পত্নীস্বত্বনাশোঽবগম্যতে' (দা. ভা. অপু. ১৭৫) ইতি লিখনাৎ সুতরাং ভর্তৃমরণে দম্পতিত্বনাশেন দাম্পত্যজন্য স্বত্বনাশোঽঙ্গীকৃতঃ।

† দা. ভা. স্ব. পৃ, ২১। দা. ত. স্ব. পৃ. ২। বি. দা. ভা. দী. র. ১। দা. ক্র. সং. পৃ. ১। কোল. দা. ভা. পৃ. ১১। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫০৮ ও ৭১৮। উঃ—দা. ক্র. সং. পৃ. ১।

পুত্রের জীবনই (ই) স্বত্বের প্রতি কারণ পিতার নিধন কাল তাহাতে সহকারী মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই মত *।—দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

পুত্র জীবনমেব (ই) স্বত্বহেতুঃ তত্র পিতৃনিধনকালঃ সহকারীত্যর্থঃ—ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ *।—দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

পিতা ও পুত্র পদে সম্পর্কিমাত্রকে বুঝায় †।—দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা. ৩, পৃ. ৩।

পিতৃপদং পুত্রপদঞ্চ সম্বন্ধিমাত্রোপলক্ষকং †।—দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা ৩, পৃ. ৩।

* সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব সম্বন্ধাধীন স্বত্বকারণের বর্ণনা এইরূপ করেন—"অভ্রান্ত প্রামাণিক নিষ্কর্ষ এই বোধ হইতেছে যে, [উত্তরাধিকারির] জন্মাধীন স্বত্ব এবং ধনস্বামির মরণ বা অন্যকে তুক্তে স্বত্বত্যাগ এতদুভয়ে মিলিতরূপে ঐ স্বত্বোৎপাদক। পূর্ব্বে জন্মাধীন যে স্বত্ব জন্মে তাহা ধনির মরণাদিতে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্বত্যাগে সম্পূর্ণ হয়"। এবং তৎপ্রমাণে বিবাদ-ভঙ্গার্ণবানুবাদ ডাইজেষ্টের দ্বিতীয় বালামের ৫১৭ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ঐরূপ মত লিখিত থাকা কহেন। কিন্তু কি শ্রীকৃষ্ণের কি বঙ্গদেশেপ্রচলিত অন্য গ্রন্থকর্ত্তাদের উক্তরূপ মত নহে,—তাঁহারা কখন জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকার করেন নাই। যথা জীমূতবাহন কহিয়াছেন "জন্মহেতুই যে স্বত্ব জন্মে তাহার প্রমাণাভাব। জন্ম যে স্বত্বের কারণ তাহা স্মৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না" [দা. ভা. স্ব. পৃ. ১৮]। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কহেন "মিতাক্ষরায় যে লিখিত আছে 'জন্ম হেতুই স্বামিত্বপ্রযুক্ত ধনাধিকার হয়—এই গৌতম বচন, ইহা আচার্য্যেরা মানেন'। তদ্বচনেরও আচার্য্যেরা এই অর্থ করিয়াছেন যে উৎপত্তিমাত্র [পুত্রত্ব] সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধাপেক্ষা প্রবল, অতএব পিতার স্বত্বনাশ হইলে পুত্রই তদ্ধনে পুত্রত্বজন্য স্বামিত্ব প্রযুক্ত অধিকারী হয়, অন্য সম্পর্কীয়েরা [পুত্র থাকিতে] হয় না। পিতার স্বত্ব থাকিতে তদ্ধনে পুত্রের স্বত্ব জন্মে ইহা বাচ্য নয়, যেহেতু ইহা দেবলবচনের বিপরীত। তদ্বচনার্থ যথা—'পিতার মৃত্যু বা স্বত্বধ্বংস হইলে পুত্রেরা তদ্ধন বিভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু নির্দ্দোষরূপে পিতা জীবিত থাকিতে তদ্ধনে তাহাদের স্বামিত্ব নাই' [দা. ত. পৃ. ২, কোল. দা. ভা. পৃ. ৯, ১০]। এবং জীমূতবাহনানুযায়ি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারও কোন স্থলে এমত লিখেন নাই যে তাহা মেকনাটনের বর্ণনার পোষক হইতে পারে। প্রত্যুত তিনি দায়ভাগ-টীকাতে এমত লিখিয়াছেন যে 'মিতাক্ষরাধৃত গৌতম বচন অমূলক, যদি সমূলক-ও হয় তবে তাহা সন্তান গর্ভে থাকিতে পিত্রাদি মরিলে সেই স্থানে খাটে; নতুবা পুত্রবান্ পিতার স্বধনেও স্বামিত্ব থাকে না'। পরে উপরিউক্ত স্মার্ত্তমতানুমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন [দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ১৮]। এতাবতা মেক্নাটনের-স্বত্ব কারণ বর্ণনা বঙ্গদেশমতানুমত নয়, এথায় জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকৃত নহে। এই পুস্তকের ১০৮৪ ও ১০৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ পিতা বা পিতৃ পদ পূর্ব্ব স্বামিমাত্রের বোধক, ও পুত্র পদ অধিকারিশৃঙ্খলায় পরিগণিত সম্পর্কিমাত্রের সূচক। এতাবতা পূর্ব্বস্বামির মরণকালে উত্তরাধিকারির জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ।

† এতচ্চ স্পষ্টতরমুচ্যতে—পিতৃপদং পূর্ব্বস্বামিমাত্রোপলক্ষকং, পুত্রপদং অধিকারিশৃঙ্খলানিবদ্ধ সম্বন্ধিমাত্রোপলক্ষকং। তেন পূর্ব্বস্বামিমরণকালীনং উত্তরাধিকারি জীবনমেব স্বত্বহেতুঃ।

ব্যবস্থা। ৩। (ই) এস্থলে 'জীবন' পদে সন্তানের গর্ভস্থাবস্থাও বুঝায়। *

৩। (ই) অত্র 'জীবন' পদেন অপত্যস্য গর্ভস্থাবস্থাপি বোধ্যা*।

ব্যবস্থা ৪। তথাপি গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে, এই বিশেষ। যেহেতু তাহার স্বত্ব জীবিত পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হওন মাত্রে হয়, কন্যারূপে জন্মিলে মাতার পর হয় †, এবং মৃতরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে স্বত্ব হয় না।

৪। তথাচ তজ্জন্মাপেক্ষিতমিতি বিশেষঃ—যস্মাৎ তদপত্যস্য জীবিত পুত্ররূপেণ ভূমিষ্ঠমাত্রে স্বত্বং, কন্যারূপেণ মাতুরূর্দ্ধং †, মৃতরূপেণ ভূমিষ্ঠস্য ন স্বত্বমেব।

প্রমাণ। "যে স্থলে পৈতৃক বা পৈতামহ ধনের বিভাগ পুত্রগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, তদ্বিবাদকে পণ্ডিতেরা দায়ভাগ কহিয়াছেন" এই নারদ বচনব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইহা বলাতে যে 'পুত্রগণকর্ত্তৃক বলায় বহুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কেননা তাহা হইলে দুইজন কর্ত্তৃক ও মধ্যস্থ-কর্ত্তৃক কৃতবিভাগে এবং গর্ভস্থের (নিমিত্তে) বিভাগে * তাহা খাটে না'। এবং ইহাও বলাতে যে 'উৎপত্তিহেতু

'বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য,
পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং,
তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ'॥—

ইতি নারদবচনব্যাখ্যানে পুত্রৈরিতি বহুত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চাবিবক্ষিতং, তেন দ্বয়োর্বিভাগে মধ্যস্থক্রিয়মাণে গর্ভস্থ-বিভাগে চ * নাব্যাপ্তিরিতি লিখনাৎ, "উৎপত্ত্যৈবার্থঃ

* 'ভ্রাতাদিগের মধ্যে দায়ের বিভাগ হইলে অপত্যহীন (অনুদ্ভূতাস্তরাপত্য) স্ত্রীদিগকে ভাগ দিবে—যাবৎ তাহারা পুত্র প্রসব না করে' (বশিষ্ঠ বচনার্থ)।' এস্থলে স্ত্রী-পদে (মৃত) ভ্রাতৃজায়া, তাহারা পুত্র প্রসব করিবে এমত যদি অনুভব হয়, তবে তাহাদিগকেও ভাগ দাতব্য, ইহার ভাব এই যে তদ্গর্ভস্থ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ স্ত্রীদিগকে ভাগ দত্ত হয়।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। দ্রষ্টব্য পৃ. ৭, ২৪১ ২৫৯, ২৬১, ৯৫৭।

* 'অথ ভ্রাতৃণাং দায়ভাগে, যাশ্চানপত্যাঃ স্ত্রিয়স্তাসামাপুত্রলাভাৎ' (বশিষ্ঠঃ)। স্ত্রিয়োঽত্র ভ্রাতৃজায়াঃ, তা যদি শঙ্কিতপুত্রাস্তদা তাসামপি ভাগো দাতব্যঃ, তথাচ পুত্রমুদ্দিশ্যৈব স্ত্রীণাং ভাগদানমিতি ভাবঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৮৬। দ্রষ্টব্য। পৃ. ৭, ২৪১, ২৫৯, ২৬১, ৯৫৭।

উত্তরাধিকারির ভূমিষ্ঠ হওনের আবশ্যকতা নাই, সে (তৎকালে) গর্ভস্থ পরে জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেই যথেষ্ট হইল। জীবিতরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঐ বালক শীঘ্র মরিলেও তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ঐ বালকে উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব জন্মিয়া তাহা তাহার উত্তরাধিকারিকে অর্শে—এল্. ইন্. পৃ. ৪, সেক্ ৮৪। দ্রষ্টব্য পৃ ১৮৮।

† দুহিতার ও পিতৃদৌহিত্রের অধিকার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

† দুহিত্রধিকারপ্রকরণং পিতৃদৌহিত্রাধিকার প্রকরণঞ্চ দ্রষ্টব্যং।

স্বামিত্ব প্রযুক্ত অর্থ পাইবে" মিতাক্ষরাধৃত এই গৌতমবচন অমূলক, সমূলক হইলেও তাহা যে সন্তান গর্ভে থাকিতে তৎপিত্রাদির মৃত্যু হয় তাহাতে খাটে" তৎকর্ত্তৃক গর্ভস্থের স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দা. ভা. টী. পৃ. ২, ৪. ১৮। দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ. ২২১, ২২২। এবং জনিষ্যমাণ পুত্রের পিতৃপিতামহ ধনে স্বত্ববিষয়ক যে যে প্রমাণ বিভাগ প্রকরণে ধৃত হইয়াছে তাহা ও পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে ধৃত নিষ্পত্তিপত্র কতিপয়ও দ্রষ্টব্য।

স্বামিত্বাল্লভেত" ইতি মিতাক্ষরাধৃতগৌতমবচনং অমূলং, সমূলত্বে বা যস্মিন্ গর্ভস্থে পিত্রাদিমৃতঃ তৎপরমিতি লিখনাচ্চ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারৈঃ গর্ভস্থস্য স্বত্বং স্বীকৃতং (দা. ভা. টী. পৃ. ২, ৪, ও ১৮। দ্রষ্টব্যা—মিতাক্ষরা পৃ. ২২১, ২২২। জনিষ্যমাণ পুত্রস্য পিতৃপিতামহ ধনে স্বত্ব বিষয়কং যৎপ্রমাণানি বিভাগপ্রকরণে ধৃতানি পিতৃদৌহিত্রাধিকারে ধৃতনিষ্পত্তিপত্র কতিপয়ানি চ দ্রষ্টব্যানি।

এতাবতা গর্ভস্থ অধিকারী নয় কিন্তু অপরের স্বত্বের প্রতিবন্ধক, অন্যথা গর্ভস্রাব হইলে অথবা সে গর্ভে মরিলে তদ্গর্ভধারিণী তদুত্তরাধিকারিণীরূপে তদ্ধনে স্বত্ববতী হয়, কিন্তু ইহা অশাস্ত্রীয় ও ব্যবহার বিরুদ্ধ।

তেন গর্ভস্থোঽপরস্বত্বপ্রতিবন্ধকঃ নত্বধিকারী. অন্যথা গর্ভে তন্মরণে গর্ভস্রাবে বা তদুত্তরাধিকারিতয়া তন্মাতুরেবাধিকারঃ স্যাৎ, সচাশাস্ত্রীয়ঃ ব্যবহার বিরুদ্ধশ্চ।

ব্যবস্থা

৫। পরন্তু—"অপ্রাপ্ত ব্যবহারের ও প্রবাসস্থের ধন ব্যয় না হইয়া তদ্বন্ধু মিত্রের * নিকট ন্যস্ত হইবে, তথা শিশুর ধনও তাহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রক্ষণীয়" (দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৫) এই কাত্যায়নবচনানুসারে গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হইলে প্রাপ্য যে ধন তাহাও তদ্বন্ধু মিত্রের হস্তে থাকা উচিত।

৫। পরন্তু—"অপ্রাপ্তব্যবহারাণাং ধনং ব্যয়বিবর্জিতং। ন্যসেয়ুর্বন্ধু মিত্রেষু * প্রোষিতানাং তথৈব চ। তথা রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ্তেঃ" (দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৫) ইতি কাত্যায়ন বচনানুসারেণ গর্ভস্থস্যাপি পশ্চাদ্ ভূমিষ্ঠতয়া প্রাপ্য ধনং তেষ্বেব ন্যস্যং।

রায় শ্যামবল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ।

নজীর
২ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

১০ কুঞ্জবেহারির চারি পুত্র ছিল—রামবল্লভ, ব্রজবল্লভ জগৎবল্লভ, ও ভক্তবল্লভ। রামবল্লভ নিজপিতা বিদ্যমানে গোলকমণি নাম্নী এক স্ত্রী রাখিয়া মরে. এবং ভক্তবল্লভ নিজ পিতার মরণানন্তর ভগবতী নামে স্ত্রী রাখিয়া নিস-

* 'বন্ধু'—অতি নিকট সম্পর্কীয়, 'মিত্র'—আত্মীয়। বিভাগাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সন্তান মরে। ঢাকার কোর্ট আপীলের জজেরা পণ্ডিতের মত গ্রহণান্তে বিষয় তিন অংশ করিয়া জগৎবল্লভের দুই কন্যাকে একাংশ দিলেন (ও সমান ভাগ করিয়া লইতে কহিলেন), একাংশ ব্রজবল্লভের পুত্র শ্যামবল্লভকে দিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ বিধবা ভগবতীকে দিলেন এই হেতুতে যে তাহার শ্বশুরের নিধনকালীন তাহার স্বামী জীবিত ছিল। এবং আদেশ করিলেন গোলকমণির শ্বশুরের মরণের পূর্ব্বে তৎস্বামী রামবল্লভ মরাতে, সে অংশাধিকারিণী নয়, কিন্তু অন্নাচ্ছাদন পাইবার যোগ্যা। পরে এই নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে স্থিরতর থাকিল।—৪ জুলাই ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ৩৩।

মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণী আপিলান্ট্—বনাম—মোসম্মাৎ পদ্মমণি চৌধুরাণী রেস্পণ্ডেন্ট্।

৶০ রামকেশব রায়ের তিন পুত্র—রামকুমার রায়, রামজীবন রায়, ও রামকমল রায়,—তন্মধ্যে রামকুমার পদ্মমণি নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিঃসন্তান মরে, তৎপরে রামকেশব অবশিষ্ট দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হয়। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে রামকুমার নিজ পিতা রামকেশব রায় বিদ্যমানে মরাতে তাহার (অর্থাৎ রামকুমারের) মরণ তৎপিতৃত্যক্ত বিষয়ে স্বত্বের প্রতি প্রতিবন্ধক; অতএব তাহার মৃত পিতার বিষয়ের তৎপত্নী কোন অংশ-ভাগিনী নয়, কিন্তু ঐ বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদনের ব্যয় পাইতে অধিকারিণী; এবং তাহার স্বামী জীবদ্দশায় যে বিষয়ের অধিকারী ছিল তাহা উত্তরাধিকারিণীরূপে যাবজ্জীবন লইতে অধিকারিণী। সদর দেওয়ানী আদালত উক্ত ব্যবস্থানুসারে, পদ্মমণির দাবী ডিস্মিস্ করিয়া আদেশ করিলেন যে সে যদি চাহে তবে নিজ অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে উক্ত বিষয়ের দখিলকারগণের নামে নালিশ করিতে পারে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪. পৃ. ১৯.।

রামমণি চৌধুরাণী—বনাম—হেমলতা চৌধুরাণী।

৶০ মোসম্মাৎ পদ্মমণি চৌধুরাণীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণীর যে আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে (অর্থাৎ উপরিউক্ত মোকদ্দমাতে) পণ্ডিতেরা রামমণি চৌধুরাণীর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দেন ঐ ব্যবস্থার বুনিয়াদে রামমণি চৌধুরাণী নালিশ উপস্থিত করে। তদ্ব্যবস্থা এই যে "শঙ্করীদাসী বিদ্যমানে যদি তৎপুত্র রামজীবন কিম্বা রামকমল মরে তবে ঐ শঙ্করী মৃত পুত্রের ভাগহারিণ হইবে, যদি রামজীবন ও রামকমল উভয়েই তাহাদের মাতার পূর্ব্বে মরে তবে ঐ মাতা তদুভয়েরি ধনাধিকারিণী হইবে। যদি মাতা পূর্ব্বে ও তৎপুত্রদ্বয় পরে মরে, এবং যদি তাহাদের মরণকালে তাহাদের ভগিনী রামমণির পুত্রেরা জীবিত থাকে তবে তাহারা ধনাধিকারি হইবে, ও তাহাদের মৃত্যুর পর রামমণি পুত্রের উত্তরাধিকারিণীরূপে ধনাধিকারিণী হইবে"।

সদর আদালত বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় পণ্ডিতদিগের দত্ত

যে ব্যবস্থার উল্লেখ বাদিনী করিয়াছে তদ্দ্বারাই বাদিনীর দাবী চলিতে পারে না, যেহেতু তাহার মাতার মরণকালীন তাহার এক পুত্রও জীবিত ছিল না, এবং তদ্ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ রামজীবন ও রামকমল তাহাদের মাতার পূর্ব্বে মরিয়াছিল। ৬ জানুয়ারি ১৮৩৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬. পৃ. ৩।

।০ গোবিন্দচন্দ্র কারফরমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমার মকদ্দমা (স্ব. কো. মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪); ও ধনমণির বিরুদ্ধে মণিমোহন বসুর মকদ্দমা (১৭ নবেম্বর ১৮৫৩ সাল, স. দে. আ. রি. পৃ. ৯১০), এবং পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে ধৃত নিষ্পত্তি পত্র কতিপয়ও দ্রষ্টব্য।

নজীর
৩ ও ৪ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

।/০ অদ্বৈতচন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি দরখাস্তকারিদের মকদ্দমায় সদর আদালতের জজ শ্রীযুক্ত টকর, রিড্, ও বারলো সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়শাস্ত্রে উত্তরাধিকারির জন্ম (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া) ও গর্ভস্থাবস্থা তুল্য, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে *; যেহেতু তাহা পুত্র হইলে অধিকারী হয়, কন্যা হইলে হয় না। ১৭ আগষ্ট ১৮৪৩ সাল, সেবেষ্টর সাহেবের রিপোর্ট. বা. ২. মকদ্দমা নং১৩১। দ্রষ্টব্য মর্লীর ডাইজেষ্ট্, বা, ১. পৃ. ৩২৭। নোট্।

মকদ্দমা নং ৩০৭—১৮৫৯ সাল।

কেশবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি (বাদি) খাস আপিলান্ট্—বনাম—বিষ্ণুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেণ্ট।

নজীর
১ ২ ও ৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

৶০ এই খাস আপীলে বিচারের বিষয় এই যে—মৃত ধনির পিতৃ-দৌহিত্র অর্থাৎ ভগিনীর পুত্র মাতুলের মরণকালে গর্ভস্থ না থাকিলে সে মৃত ধনির পিতৃব্যগণ অপেক্ষা করিয়া দায়াধিকারী হইবে কি না?

বর্ত্তমান কালে পিতৃদৌহিত্র মাতুলের মরণকালীন জীবিত থাকিলে যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে মৃত ধনির পিতৃব্যগণ অপেক্ষা করিয়া অধিকারী হইবে ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। পরন্তু, এক্ষণে খাস আপিলান্টের পক্ষে আমাদের সম্মুখে এই আপত্তি উপস্থিত—যদি ভগিনী পুত্রজননশীলা ও সম্ভাবিতপুত্রা হয়, তবে ভ্রাতার মরণকালে তাহার পুত্র বর্ত্তমান বা গর্ভস্থাবস্থায় না থাকিলেও সে সম্ভাব্য পুত্রের নিস্তষ্টার্থ স্বরূপে দায়রূপ ধন অধিকার করিতে যোগ্য কি না?

খাস আপিলান্ট্ এক্ষণে যে অভিপ্রায় করিয়া আপত্তি করিতেছে তৎপোষকতায় আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থা-মূলক এই বিচারাগারের বিচার-পত্র যে আছে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না, পরন্তু হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সূত্র সমূহ দৃষ্টে

* তদনুসারে গর্ভস্থ উত্তরাধিকারির জননীকে ১৮৪১ সালের ২০ আক্টু মোতাবেক সার্টিফিকেট্ দত্ত হয়।—উক্ত মকদ্দমার শেষ রুবকারী দ্রষ্টব্য।

আমাদের নিঃসন্দেহে এই মত হইয়াছে যে সে লক্ষ্য কৃতকার্য্যরূপে স্থির-তর থাকিতে পারে না। এবং উক্ত ব্যবস্থা গুলিতে (যাহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সূত্রের প্রতি মোটে দৃষ্টিপাত হয় নাই) জড়িত হওনাপেক্ষা বরং সূত্র সমূহের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিতে আমরা অধিক রত।

হিন্দুশাস্ত্রের যে সূত্রের উপর আমাদের মত সংস্থাপিত তাহা এই যে--দায়াধিকার এমত অধিকার যাহা ধনস্বামির মরণ মাত্রেই বর্ত্তে, (এস্থলে) সুপ্রিমকোর্টের অনুবাদক পণ্ডিতবর শ্যামাচরণ সরকারের হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় নিবন্ধন-গ্রন্থে ব্যবহৃত বাক্য ব্যবহৃত হইল তাহা এই যে—'ধনির মরণকালে প্রশস্ত দায়াধিকারী গর্ভস্থ না হইলে তাহার অপেক্ষায় কোন ক্রমে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারেনা'।

এই উক্তি স্বতঃ বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় মূল-মত-মূলক, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামির মরণকালীন অধিকার যোগ্য সম্বন্ধীয়ের জীবন তাহার স্বত্বের প্রতি কারণ, বাক্যান্তরে, তাহা তাহার স্বত্বোৎপাদক, কিন্তু, এখন যে মত লইয়া আপত্তি করা হইতেছে তাহা যদি স্বীকার করা যায় (পুনর্ব্বার উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার বাক্য ব্যবহৃত হইল) তবে ধন-স্বামির বিষয় তাহার মরণকালে জীবিত ও স্বীকৃত উত্তরাধিকারিকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে না, কিন্তু প্রশস্ত দায়াদের জন্ম প্রতীক্ষায় অনির্ণীত কাল পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হইবে, এতাবতা উত্তরাধিকারের সমগ্র শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন ও ভগ্ন হইবে।

পরন্তু কথিত হইয়াছে-- খাস আপিলান্ট্ যে মত লইয়া তর্ক করিতেছে তাহা বঙ্গদেশে তদ্বিষয়ে মহা প্রামাণিক দায়ভাগ গ্রন্থ মূলক। উক্ত মতের পোষক বলিয়া যে বাক্য উক্ত হইয়াছে, তদ্ যথা, —"যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত, ও যাহারা যথার্থতঃ গর্ভস্থিত, তাহারা (সকলেই) জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তি-লোপ বিগর্হিত"।

উক্ত বাক্য দায়ভাগের পৈতামহ ধন-বিভাগ প্রকরণে ধৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—কোলব্রুকের অনুবাদ চ্যা ১, সেক্‌ ৪৮)। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কহেন) মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তবে পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে, তথাপি তাহা পিতার ইচ্ছাক্রমে হয়, কিন্তু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইতে যদি পৈতামহ ধন বিভক্ত হয়, তবে যাহারা পরে জন্মে তাহারা বৃত্তিতে নিরাস হইবে, ইহা উচিত নহে, কারণ বচন আছে যে "যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত, ও যাহারা যথার্থতঃ গর্ভস্থিত, তাহারা (সকলেই) জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ বিগর্হিত"।

স্পষ্টতঃ আমাদের মত এই যে-- যে বাক্যের উপর নির্ভর করা হইয়াছে তাহা যে মতের নিমিত্তে বিরোধ করা হইতেছে তাহার পোষক নহে; টীকাকর্ত্তাদের মধ্যে উক্ত বচনের অর্থ বিষয়ে মত বৈলক্ষণ্য আছে, প্রয়োগানুসারে ভাব গ্রহণ করিলে বোধ হয় তাহা নীতি বিষয়ক নিয়ম ও প্রাগুক্ত শাস্ত্রিক কর্ত্তব্যতা তন্মূলক; সঙ্ক্ষেপতঃ (যথা উত্তমরূপেই কথিত হইয়াছে) তাহাতে এরূপ নীতি বিষয়ক নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে যাহা কেবল হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক নহে, কিন্তু

সভ্য জাতি মাত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখে; কিন্তু যাহারা জন্মিয়াছে ও বাঁচিয়া আছে তাহাদের ক্ষতি করিয়া উক্ত বচনকে অজাত ব্যক্তিদের স্বত্বোৎপাদক বলিয়া তদ্রূপ অর্থ করা তদ্বচনের প্রকৃতার্থ ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সঙ্গত নহে।

আমরা কহিতে পারি—আমরা জানি না যে কোন দেশে এমত নিয়ম আছে যদ্দ্বারা অজাত উত্তরাধিকারির নিমিত্তে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকে। পরন্তু এদেশের মত আর আর দেশেও মৃত ধনির মরণানন্তর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ ধনির মরণে তদ্ধনে একবার কাহারো স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা সে স্বত্ব ধ্বংস হয়,—তাদৃশ ঘটনায় জনিষ্যমাণ পুত্রের ভূমিষ্ঠ হওন পর্য্যন্ত নিস্সৃষ্টার্থ-রূপে বিষয় তাহার মাতার অথবা অন্য অভিভাবকের অধিকারে থাকে।

এতাবতা আমাদের মত এই হওয়াতে যে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে, খাস আপিলান্টের ভ্রাতার মরণে, তাহার মাতুলে (অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রেস্পণ্ডেণ্টে) স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে, আপিলান্টের গর্ভে জনিষ্যমাণ পুত্রের নিস্সৃষ্টার্থরূপে আপিলান্টকে অধিকারিণী করিয়া স্বত্ব নিরাশ্রয় রহে নাই। আমরা প্রধান সদর-আমীনের বিচার শাস্ত্র-সিদ্ধ বিবেচনা করিয়া খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম। ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৬০ সাল। স. দে. আ. নি. প. ৩৪০।

দ্রষ্টব্য—বীরজাগরী আপিলান্ট বনাম নবকৃষ্ণ রায় রেস্পণ্ডেণ্ট্, ও ঈশানচন্দ্র রায় বনাম—বীরজাগরী। হা. কো. আ. নি. ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ সাল। এবং পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে ধৃত অন্যান্য নিষ্পত্তিপত্র গুলিও দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা

৬। উপরম (বা নিধন) পদ মরণমাত্রের বোধক নয়, কিন্তু পতিত (উ) প্রব্রজিতত্বাদিরও বোধক, যেহেতু পাতিত্যাদিও (এ) মৃত্যুর ন্যায় স্বত্ব বিনাশের কারণ।—দা. ভা. স্ব. পৃ. ১৯।

৬। নচোপরমমাত্রমেব বিবক্ষিতং কিন্তু পতিত (উ) প্রব্রজিতত্বাদ্যুপলক্ষয়তি (এ) স্বত্ববিনাশহেতুতাসাম্যাৎ। দা. ভা. স্ব. পৃ. ১৯। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৪।

(উ) এস্থলে 'পতিত' পদ ব্রহ্মহত্যাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে নাই এবং করিতে চাহে না* এমত ব্যক্তির বোধক যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের † এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ‡ মত এই যে পতিত অকৃত প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখ হইলে তাহার স্বত্ব নাশ হয়।

(উ) অত্র 'পতিতঃ'—ব্রহ্মহত্যাদি কৃত্বা অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ প্রায়শ্চিত্তবিমুখশ্চ * "যস্মাৎ প্রায়শ্চিত্তপ্রাগভাবাভাবসহকৃতং পাতিত্যং স্বত্বনাশহেতু", পাতিত্যেন স্বত্বনাশঃ প্রায়শ্চিত্ত বৈমুখ্যে ইতি—শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য † রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যস্যচ ‡ মতং।

* বি. দা. ভ. ষ্টী. র. ৫।—কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৩৬১, অনধিকার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।
† দা. ভা. টী, স্ব. পৃ. ২৫। ‡ দা. ত. স্ব. পৃ. ৩।

(ঐ) এস্থলে ‘আদি’ পদে উপরত-স্পৃহত্ব ও বানপ্রস্থাবস্থা ধর্ত্তব্য—ইহা দায়ভাগটীকাতে উক্ত।

(ঐ) অত্র ‘আদিনা’ বানপ্রস্থত্বো-পরতস্পৃহত্বপরিগ্রহ—ইতি দায়ভাগ-টীকা।

উপরতস্পৃহত্ব—স্পৃহা ত্যাগের পর ‘আমার ধন (আর) নয়’ এই উক্তিতে ধনকে উপেক্ষা করিলে উপেক্ষাতে স্বত্বনাশ হয়, তৎপরে স্পৃহা জন্মিলেও আর স্বত্ব হয় না। উপরত-স্পৃহত্ব জ্ঞান তদুক্তিতেই হয়—জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃত স্মার্ত্তের এই মত প্রামাণিক *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

উপরতস্পৃহত্বং—স্পৃহা বিচ্ছেদানন্তরং ‘মম ধনং মাস্তু’ ইত্যনেন ধনমুপেক্ষতে। তদা তু উপেক্ষয়া স্বত্ব-নাশঃ তদুত্তরঞ্চ স্পৃহাজননেঽপি ন পুনঃস্বত্বং। উপরতস্পৃহত্বজ্ঞানং তদ্ব-চনেনৈব ভবতীতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃতস্মার্ত্তমতং সাধীয়ঃ *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

দ্রষ্টব্য—হফিজন্নেছাবেগম—বনাম—রাধাবিনোদ মিশ্র। এই নজীর পত্নীর অধিকারে ধৃত হইল।

ব্যবস্থা ৭। দ্বাদশ বৎসর গতে উদ্দেশরহিত ব্যক্তি মৃত কল্পিত হওয়াতে তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারির স্বত্ব হয়।

৭। দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধং উদ্দেশ-রহিতস্য মরণকল্পনাৎ তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারিণঃ স্বত্বং †।

গত ব্যক্তির বার বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তা শ্রুত না হইলে পুত্র ও বান্ধবেরা তাহার প্রেতাবধারণ করিবে ॥ যম।

গতস্য ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশ-বার্ষিকী। প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ † ॥ যমঃ।

---

* দ. ভা. প্র. পৃ. ৩। দাঁ. ভা. টী. প্র. ২৫। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ ৫২৫। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২. বা ২, পৃ. ২৩২.২৩৩।

† অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মরণকালাবধারণ বিষয়ে ঋষি ও নিবন্ধ সকলের একমত নয়—যথা নির্ণয়সিন্ধুতে প্রকাশ “সেই রূপ প্রোষিত (অনুদ্দিষ্ট) ব্যক্তির যদি দ্বাদশ বৎসর কাল অতীত হয় তবে ত্রয়োদশ বৎসর প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রেতকর্ম্ম সকল করাইবে। (বৃদ্ধমনু)॥ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহার বার্ত্তা শুনিতে না পাওয়া যায়, কুশপুত্রক দাহদ্বারা তাহার মৃত্যুর অবধারণ হইবেক। (বৃহস্পতি)॥ প্রোষিত পিতার যদি লিখন কিম্বা বার্ত্তা পাওয়া না যায় তবে (পুত্র) পঞ্চদশ বৎসরান্তে তাঁহার প্রতিরূপ করিয়া তৎসংস্কার যথাবিধি করিবে। এবং

† উদ্দেশরহিতানাং মরণাবধারণ কাল-নির্ণয়ে ঋষীণাং নিবন্ধৃণাঞ্চ ঐকমত্যং নাস্তি যথা নির্ণয়সিন্ধৌ—“প্রোষিতস্য তথা কালো, গতশ্চেদ্দ্বাদশাব্দিকঃ। প্রাপ্তে ত্রয়োদশে বর্ষে, প্রেতকর্ম্মাণি কারয়েৎ—(বৃদ্ধমনুঃ)॥ যস্য ন শ্রূয়তে বার্ত্তা যাবদ্দ্বাদশ বৎসরাৎ। কুশপুত্রকদাহেন তস্য স্যাদবধারণা—(বৃহস্পতিঃ)॥ পিতরি প্রোষিতে যস্য ন বার্ত্তা নৈব চাগমঃ। ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাৎ বর্ষাৎ কৃত্বা তৎ প্রতিরূপকং। কুর্য্যাৎ তস্য-তু সংস্কারং, যথোক্তং বিধিনা ততঃ। তদা-

বিভাগে অধিকার জনন কাল — পাতিত্য, নিস্পৃহত্ব অথবা মরণ-হেতু স্বত্ব নাশের সময় বিভাগের এক কাল, ও পিতার স্বত্ব থাকিতেও বিভাগে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে সময়ে সেই অপর কাল। দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩১।

পতিতত্ব নিস্পৃহত্বোপরমৈঃ স্বত্বাপগম ইত্যেকঃ কালোঽপরশ্চ সতি স্বত্বে তদিচ্ছাত ইতি কালদ্বয়মেব যুক্তং। দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১. পৃ ২০। পারা. ৪৪।

পিতৃধন বিভাগের কালদ্বয় এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

এবন্তাবৎ পিতৃধন-বিভাগস্য কাল-দ্বয়মপ্যুক্তং।

পিতামহ সম্বন্ধীয় ধন বিভাগের কালও এই। বিশেষ এই যে তাহাতে পিতার ইচ্ছা মাতার (ও বিমাতার) রজোনিবৃত্তি অপেক্ষা করে। ইহার বিস্তার বিভাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

পৈতামহধনেতু মাতৃ-রজোনিবৃত্তি-সহকৃতা পিতুরিচ্ছা ইতি বিশেষঃ*। এতদ্বিস্তারস্তু বিভাগ-প্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

ফলতঃ উক্তকালদ্বয়ে পুত্রাদির বিভাগে অধিকার হয় মাত্র, ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই কহিয়াছেন, যথা—

বস্তুতস্তৎকালদ্বয়ে পুত্রাদীনাং বিভাগাধিকারো জায়তে, তদ্ব্যক্তীকৃতং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেণ, যথা—

তদবধি সকল প্রেতকর্ম্ম করিবে। (ভবিষ্যপুরাণ)॥ মদনরত্নে উক্ত হইয়াছে যে পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু গৃহ্যকারিকাতে লিখিত এই যে—"অনুদ্দিষ্ট পূর্ব্ব বয়স্ক (অর্থাৎ ৫০ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তির প্রেতক্রিয়া বিংশতি বৎসরাতীতে, মধ্যম (অর্থাৎ ৭৫ বৎসরের অনূর্দ্ধ) বয়স্কের পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে, এবং উত্তর অর্থাৎ ৭৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কের প্রেত ক্রিয়া দ্বাদশ বৎসরাতীতে কথিত হইয়াছে।

দীন্যেব সর্ব্বাণি, প্রেতকর্ম্মাণি কারয়েৎ (ভবিষ্যে)॥ দ্বাদশাব্দ প্রতীক্ষা পিতৃ ভিন্ন বিষয়েতি মদনরত্নে উক্তং। গৃহ্যকারিকায়ান্তু—

তস্য পূর্ব্ববয়স্কস্য, বিংশত্যা ঊর্দ্ধতঃ ক্রিয়া।
ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাব্দাত্তু মধ্যমে বয়সি স্মৃতা॥
দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধং উত্তরে বয়সি স্মৃতা।

কিন্তু বঙ্গদেশাদৃত নব্য নিবন্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও সংখ্যক ব্যবস্থা প্রমাণে ধৃত যমবচনানুসারে তিথি তত্ত্বে অনুদ্দিষ্টের মরণাবধারণ করাতে এতদ্দেশে উদ্দেশ রহিত ব্যক্তির বয়ঃক্রম ও সম্বন্ধ বিবেচনা বিনা দ্বাদশবৎসরানন্তরেই মরণাবধারণ করা ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এতদ্দেশাদৃত নব্যনিবন্ধৃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেণ ও সংখ্যক ব্যবস্থাপ্রমাণে ধৃত যমবচনানুসারেণ তিথিতত্ত্বে অনুদ্দিষ্টস্য মরণাবধারণস্য কৃতত্বাৎ এতদ্দেশে দ্বাদশবৎসরানন্তরং উদ্দেশরহিতস্য বয়ো বিশেষাদিবিবেচনামন্তরেণৈব মরণাবধারণ-ব্যবহারো দৃশ্যতে।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৪২, দা. ত. স্ব. পৃ. ২৩, উ. দা. প্র. সং. পৃ. ৯১, কোল. দা. ভা. পৃ. ২০।

"মরণ পাতিত্য ও গৃহস্থাশ্রমত্যাগ-হেতু স্বত্ব ধ্বংস হইলে, এবং উপরতস্পৃহত্ব ও স্বত্ব সত্ত্বেও স্বধনেচ্ছা রহিত হইলে পুত্রদিগের বিভাগে অধিকার জন্মে। দা. ত. স্ব. পৃ. ৩। দ্রষ্টব্য কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, নোট্. ৩৩।	"মরণ পাতিত্যগার্হস্থেতরাশ্রমগমনৈঃ-স্বত্বধ্বংসে উপরতস্পৃহে সত্যপি স্বত্বে স্বগত ধনেচ্ছা রহিতে চ পুত্রাণাং বিভাগাধিকারঃ"। দা. ত. স্ব. পৃ. ৩।

মোসম্মাৎ জয়াবতী (অনন্তর মৃতা) বনাম রাজকৃষ্ণ সাহু প্রভৃতি।

নজীর
৭ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ ব্রজরাম সাহুর পাঁচ পুত্র—হরিকৃষ্ণ সাহু, জয়কৃষ্ণ সাহু, মনোহর দাস সাহু, রমাকান্ত সাহু, ও রামকান্ত সাহু। বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে জয়কৃষ্ণ যশোহরে যাত্রা করিয়া তদবধি উদ্দেশ রহিত হয়। ১২০০ সালে ব্রজরামের মৃত্যু হয়। তদনন্তর জয়কৃষ্ণের স্ত্রী নিজপতির ভ্রাতাগণের সহিত একত্র থাকনকালীন উপার্জ্জিত সমস্ত বিষয়ের প্রাপ্যাংশের নিমিত্তে নালিশ করে। জিলার জজ এমত জানিয়া যে জয়কৃষ্ণের উদ্দেশরহিত হওয়ার দিবস হইতে দ্বাদশ বৎসরের পর তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি হইয়াছে, এবং তাহার পিতা ব্রজরাম ১২০০ সালে মরিয়াছে, বাদিনীর দাবী তৎস্বামির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বে শ্বশুরের মৃত্যু হওয়া হেতুতে ডিক্রী করিলেন। কিন্তু ঢাকার প্রবিনস্যাল কোর্ট-আপীলের জজেরা ঐ ডিক্রী এই হেতুবাদে রদ করিলেন যে জয়কৃষ্ণ তৎপিতা ব্রজরাম বিদ্যমানে উদ্দেশরহিত হওয়াতে ব্রজরামের অর্জ্জিত বিষয়ে জয়কৃষ্ণের পত্নীর ও দৌহিত্রের কোন স্বত্ব নাই। এই ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাসআপীল রুজূ হইলে তাহা সদরায় পণ্ডিতদের ব্যবস্থা হেতু মঞ্জুর হয়।--তদ্ব্যবস্থাতে লিখিত এই যে "যদি কোন ব্যক্তি পিতাবিদ্যমানে উদ্দেশ রহিত হয়, তবে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রমতে তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা কাল দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত। উদ্দেশরহিত হওনের তিন কি চারি বৎসর পরে অনুদ্দিষ্টের

সর্ টামস্ ষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেব এবং তদনুরূপে সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব) নির্ণয় সিন্ধুতে গৃহ্যকারিকাইইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তন্মাত্রকে নির্ণয় সিন্ধুকর্ত্তার মত বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য মেক্. হি. ল. বা. ৪. মকদ্দমা ১৩)। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—নির্ণয় সিন্ধু কর্ত্তা নিজ মত বলিয়া কিছু প্রকাশ করেন নাই, তিনি কেবল উপরিমুক্ত পংক্তি-কতিপয় তুলিয়া ঋষি ও নিবন্ধ্ কতিপয়ের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত দুই সাহেব আরো কহিয়াছেন—"কাত্যায়নের মতে পঞ্চাশৎ বৎসরের ঊন বয়স্ক অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতীক্ষা দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত, এবং পঞ্চাশ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি সকলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ২৪ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত। (দ্রষ্টব্য মেক্. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ১৫) কিন্তু এমত কাহারো মত দৃষ্ট হয় না যে কোন বয়স্ক অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

পিতার মৃত্যু হইলে তৎক্ষণেই তৎপত্নী পতির প্রাপ্য পিতৃধনাংশে অধিকারিণী হইবে না (যেহেতু শ্বশুরের ধনে পুত্রবধূ অধিকারিণী হয় এমত বিধি কোন গ্রন্থেই নাই) কিন্তু দ্বাদশ বৎসর গতে যদি তৎপতির উদ্দেশ না পাওয়া যায়, (এবং যদি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকে,) তবে সে শ্বশুরের ধনে পতির অংশ দাওয়া করিতে পারে।

পরন্তু বিচারকালে আদালত ব্রজরামের কৃত বিভাগপত্র এবং আর আর দস্তাবেজ মোলাহেজা করিয়া তদ্দৃষ্টে ব্যবস্থা দানজন্য পণ্ডিতগণের নিকট মকদ্দমা প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতেরা ঐ সকল লেখ্য দেখিয়া কহিলেন উক্ত বিভাগপত্রে জয়কৃষ্ণের স্ত্রী ও দৌহিত্রের ভরণপোষণার্থে যে টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন স্বত্ব নাই, যেহেতু স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে ধনস্বামির ইচ্ছাই মিয়ামিকা, এবং অপ্রাপ্তব্যবহার অথবা বিকলচিত্ত না হইয়া ধনস্বামী স্বার্জ্জিত ধনের যে বিভাগ করে তাহা অন্যথা হইতে পারে না। পরে এই ব্যবস্থানুসারে আদালত কোর্টআপীলের ফয়সলা বহাল রাখিলেন *। ২৫ এপ্রেল ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ২৮।

৶০ বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমাতে সুপ্রীম কোর্টের জজেরা উদ্দেশরহিত ব্যক্তির গমনদিবস হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাহার মরণাবধারণ মত গ্রহণ ও স্বীকার করিয়াছেন। এবং সদরদেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত ও কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিত, কালেজের প্রধান পণ্ডিত এবঞ্চ অন্য একজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে—'যে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর অনুপস্থিত এবং তৎকাল মধ্যে উদ্দেশ রহিত তাহাকে নিশ্চিত মৃত জ্ঞান করিতে হইবে; এবং বার বৎসরের পর সে যদি ফিরিয়াও আইসে তথাপি জীবিত ব্যক্তির যে সকল অধিকার তাহা তাহার থাকিবে না'' †। কোর্টের জজ্ সর এড্ওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের নোট্ মকদ্দমা নং ৮৫। দ্রষ্টব্য মলির ডাইজেষ্ট, বা. ২ পৃ. ১৫২।

* যদিও এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি ধনির কৃত বিধানানুসারে হইয়াছে, তথাপি জ্ঞান কর্ত্তব্য হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধি এই যে কোন ব্যক্তির অনুদ্দিষ্ট হওনের দিবস হইতে বার বৎসর গত না হইলে তাহাকে মৃত বিবেচনা করা যাইবেক না। এই মকদ্দমাতে যদি সাধারণ শৃঙ্খলানুযায়ি অধিকারের প্রতিবন্ধক দলীল না থাকিত তবে উদ্দেশরহিত জয়কৃষ্ণের মৃত্যু কল্পনা করা যাইতে পারণের পূর্ব্বে তৎপিতার মৃত্যু হওয়াতে, সে (অর্থাৎ বাদিনীর স্বামী জয়কৃষ্ণ) অবশ্যই পিতৃ ধনাধিকারী তদ্দ্বারা তৎপত্নী বাদিনী অধিকারিণী বিবেচিতা হইত।—উপরিস্থ মকদ্দমার নোট্ অর্থাৎ মন্তব্য কথা।

† ইহার বিস্তার অনধিকার প্রকরণে দৃষ্ট হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাধিকার।

ব্যবস্থা ৮। মরণ পাতিত্য আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষাতে ধনির স্বত্বধ্বংস হইলে (৫), তদ্ধনে—পুত্রের অধিকার (অ) *।

৮। মরণ পাতিত্যাশ্রমান্তরগমনোপেক্ষাভি- র্ধনি-স্বত্বাপগমে (৫), তদ্ধনে—পুত্রস্যাধিকারঃ (অ)*।

প্রমাণ তনয় থাকিলে অর্থ তদ্গামী হয়। বৌধায়নঃ †

সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামীহ্যর্থোভবতীতি বৌধায়নঃ †।

(অ) কলিযুগে পুত্রশব্দে কেবল ঔরস ও দত্তক পুত্র গ্রাহ্য। ‡

(অ) অধুনা পুত্রপদেন কেবলমৌরস-দত্তকয়োগ্র হণং ‡।

উরস্ (অর্থাৎ স্ব-বীর্য্য) হইতে পত্নীর গর্ভে জাত যে সে ঔরস, যথা মনু— "যথাশাস্ত্র বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে স্ব-বীর্য্যে যাহাকে উৎপন্ন করে তাহাকেই ঔরস ও শ্রেষ্ঠ পুত্র জানিবে" (অ. ৯. ব. ১৮৬)। ঔরস দুই প্রকার—সবর্ণা পত্নীর গর্ভে জাত ও অসবর্ণার গর্ভে জাত, কিন্তু কলিতে অসবর্ণা-বিবাহ নিষেধে অসবর্ণাজাত পুত্রের অধিকারও প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে ঔরস পদে এক্ষণে সবর্ণাজই ধরিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে

উরসো জাতঃ ঔরসঃ, সচ পত্নীজঃ, যথা মনুঃ—"স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং তু স্বয়মুৎপাদয়েত্তু যং। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥ (অ. ৯. ব. ১৮৬)। ঔরসঃ দ্বিবিধঃ— সবর্ণাজোঽসবর্ণাজশ্চ, কিন্তিদানীং ঔরসপদেন সবর্ণাজস্যৈব গ্রহণং কলাবসবর্ণাবিবাহ প্রতিষেধেন তজ্জাতস্য দায়াধিকারনিষিদ্ধত্বাৎ। এতদভিপ্রেত্য

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৯, ১৮০। দা. ত. স্ম. পৃ. ২। দা. ক্র. সং পৃ. ১। বি. দা. ভা. দী ব্র. ১। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৫২০, ৫২১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১. পারা. ৩১, ৩২। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, পৃ. ১। মেক্. হি. ল. চ্যা. ২, পৃ. ১৭। কন্. হি. ল. পৃ. ১। এল. ইন্. পৃ. ৩৯।

† দা. ত. স্ম. পৃ. ২। দা. ভা. স্কী. পৃ. ১০০। বি. দা. ভা. দী. ব্র. ১। কোল্. দা. ভা চ্যা. ২, সেক্. ২, পারা. ২১। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৫২০।

‡ কলি ভিন্ন অন্য যুগে দ্বাদশ প্রকার পুত্র ছিল, তাহা দত্তকপ্রকরণে প্রপঞ্চিত।

‡ কলীতর যুগে দ্বাদশবিধাঃ পুত্রা আসন্, তৎ প্রপঞ্চিতং দত্তকপ্রকরণে।

ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র (কল্পা)

ঔরসাদীনাং দ্বাদশ বিধ পুত্রাণাং মধ্যে ঔরস দত্তেতরে পুত্রাঃ কলৌ নিষিদ্ধাঃ যথা

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কলিতে চলিত ঔরসের বোধক যে বৌধায়ন-বচন তাহাই উদ্বাহতত্ত্বে ধরিয়াছেন, তদ্‌যথা—'স্ববীর্য্যে সবর্ণাপত্নীর গর্ব্ভে জাত যে পুত্র তাহাকে ঔরস জানিবে' (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪)।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যৈরপি কলিপ্রচলিতমৌরস-বোধক-বৌধায়ন-বচনমেব উদ্বাহতত্ত্বে ধৃতং, তদ্‌যথা 'সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিদ্যাৎ' (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪)।

মাতা ভর্ত্তার অনুজ্ঞাক্রমে অথবা পিতা অথবা পিতা মাতা উভয়ে সজাতীয়কে যে পুত্র দান করেন সে ঐ (সজাতীয়) ব্যক্তির দত্তক পুত্র (মিতাক্ষরা)। ইহার বিস্তার দত্তক-প্রকরণে লিখিত হইল।

মাত্রা ভর্ত্রনুজ্ঞয়া পিত্রা বোভাভ্যাং বা সবর্ণায় যস্মৈ দীয়তে স তস্য দত্তকঃ (মিতাক্ষরা)। এতদ্বিস্তারস্তু দত্তক-প্রকরণে লিখিতঃ।

কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা আদিত্য পুরাণে—'দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র গ্রাহ্য নয়, তথা অসবর্ণা কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহ,' ইত্যাদি কথনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—'এই সকল কর্ম্ম লোকরক্ষার্থে কলির আদিতে মহাত্মা সুধীরা ব্যবস্থাপূর্ব্বক রহিত করিয়াছেন। সাধুদিগের যে নিয়ম সেও বেদবৎ মান্য'। সাধু—দোষরহিত। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩,৪। কোল্. অ. বা. ৩, পৃ. ১৮১, ১৮২, ২৭১, ২৭২, ও ২৮৮।

আদিত্য পুরাণং—'দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ'—ইত্যাদীন্যভিধায়, 'এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। সাধুঃ—দোষরহিতঃ। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩. ৪।

শূদ্রের অসজাতীয়া বিবাহ মনুকর্ত্তৃকই নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা, 'শূদ্রের সমান জাতীয়া ভার্য্যাই বিহিতা, অন্য জাতীয়া বিহিতা নয়, সজাতীয়াতে যদি শত পুত্রও জন্মে তাহারা সমানাংশভাগি হইবে। অ. ৯. ব. ১৫৭।

শূদ্রস্য অসজাতীয়া-বিবাহো মনুনৈব নিষিদ্ধঃ, যথা 'শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে। তস্যাঞ্জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ॥ অ. ৯. ব. ১৫৭।

এই সকল কর্ম্ম বেদমূলক, কিন্তু এ সকলের নিষেধ সাধুদিগের নিয়মমূলক। তথাচ সাধুদিগের নিয়ম বেদতুল্য কথিত হওয়াতে অন্যাপেক্ষা তাহা প্রমাণ্য করিয়া জানান হইয়াছে। অতএব এক্ষণেও সাধুদিগের নিয়মানুসারে তদ্রূপ আচার অশাস্ত্রীয় নয়। তাহা মনু কহিয়াছেন—'বেদ-বেত্তা নিত্য রাগদ্বেষ-শূন্য ধার্ম্মিকদিগের অনুষ্ঠিত এবং মনেতে অভ্যনুজ্ঞাত অর্থাৎ মঙ্গলের কারণ রূপে স্বীকৃত যে ধর্ম্ম তাহা জান। বেদ, স্মৃতি, শিষ্টের আচার, ও নিজ আত্মার প্রিয় এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ কহিয়াছেন। অ. ২, ব. ১, ১২।

এতানি কর্ম্মাণি বেদমূলকান্যেব, তেষাং নিষেধস্তু সাধুসময়মূলকঃ। সাধুসময়স্য বেদতুল্যত্ব প্রতিপাদনেনান্যেভ্যঃ প্রাধান্যমাবেদিতং। অত ইদানীমপি সাধুসময়েন তদাচারে দোষ বিরহ ইতি গম্যতে, যথা মনুঃ—'বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত। বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ, সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং। অ. ২. ব. ১, ১২।

এতাবতা ঔরস জন্মিবার পূর্ব্বে দত্তক গৃহীত হইলে সে দত্তক ঔরস পুত্রের সহিত বিষয়ভাগী হইবে।—তদ্ভাগের পরিমাণ এবং দত্তক-বিষয়ক আরং বিবরণ দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

তেন ঔরসজন্মনঃ প্রাক্ পরিগৃহীত-দত্তকস্য ঔরসেন সহাংশিত্বং।—তদংশ পরিমাণং দত্তকবিষয়কান্যান্য বিবরণঞ্চ দত্তকপ্রকরণে দ্রষ্টব্যং।

অপিচ যদি গুরুপরম্পরাগত অথচ বেদাবিরুদ্ধ কোন ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তাহাও শাস্ত্রীয়, তাহা মনু কহিয়াছেন, 'ধর্ম্মবিৎ রাজা (ব্রাহ্মণাদি) জাতির নিগত বেদাবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ আচার, (বেদাবিরুদ্ধ নিয়ত ব্যবহৃত) দেশাচার, এবং (কুলে ক্রমাগত) কুলধর্ম্ম ও (বণিক্ প্রভৃতির) শ্রেণী-ধর্ম্ম জানিয়া তত্তদ্ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিবেন॥' অ. ৮. ষ. ৪১।

অপিচ যদি ক্বচিদ্ গুরুপরম্পরাগতঃ আম্নায়াবিরুদ্ধশ্চ আচারঃ প্রচলিতঃ সোপি শাস্ত্রীয়ঃ, তদাহ মনুঃ—'জাতি জানপদান্ ধর্ম্মান্, শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ। সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ' ॥ অ. ৮. ব. ৪১।

দেশাদির নিয়মানুযায়ি কর্ম্মও শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হইলে কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে—যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ (শ্রুতি স্মৃতির অবিরোধি) নিয়মানুযায়ি যে কর্ম্ম তাহা যত্নে পালনীয়, এবং রাজকর্ত্তৃক নিজধর্ম্মের অবিরোধে কৃত যে নিয়ম তাহাও যত্নে পালনীয়। ব. ১৮৮।

দেশাদি সময়নিষ্পন্ন ধর্ম্মস্যাপি শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মানুপমর্দ্দেন প্রামাণ্যং, যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'নিজ ধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ। ব. ১৮৮।

দেশের, জাতির, সমাজের এবং গ্রামের যে ধর্ম্ম বা আচার, ভৃগু কহিয়াছেন, তদনুসারেই দায়ের ভাগ কল্পিত হইবে। কাত্যায়ন। দা. ত. পৃ. ৭।

দেশস্য জাতেঃ সঙ্ঘস্য ধর্ম্মো গ্রামস্য যো ভৃগুঃ। উদিতঃ স্যাৎ স তেনৈব দায়ভাগং প্রকল্পয়েৎ॥ ভৃগুরাহেতি শেষঃ। কাত্যায়নঃ। দা. ত. পৃ. ৭।

"শূদ্রের দাসী-পুত্র হইলেও, ঐ শূদ্রের ইচ্ছামতে অংশ-হর হইবে, পিতা মরিলে ভ্রাতারা তাহাকে স্বভাগের অর্দ্ধ পরিমিত ভাগ দিবে; ভ্রাতা, পত্নী, দুহিতা ও দৌহিত্র না থাকিলে যাবতীয় ধন গ্রহণ করিবে'—এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনবলে শূদ্রেরই কেবল তাদৃশ আচার অন্য বর্ণের নয়" ইহা শুদ্ধি তত্ত্বে লিখিয়া যদ্যপি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শূদ্রের দাসী পুত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এতদ্দেশে অধম শূদ্রেরই তদাচার দৃষ্ট হওয়াতে এবং আচার পরমধর্ম্ম হওয়াতে উক্ত বচন তাহাদের উপরই খাটে। দাসদাসী কত প্রকার তদ্বিবরণ ঋণশোধ প্রকরণে প্রাপ্য।

যদ্যপি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যৈঃ—"জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ, কামতোঽংশহরো ভবেৎ। মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিকং। অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্ব্বং, দুহিতৄণাং সুতাদৃতে—ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাচ্ছূদ্রাণামেব তথা বিচারো নান্যেষাং বর্ণানাং" ইতি লিখনাৎ শূদ্র-দাসী-পুত্রস্যাধিকারঃ শুদ্ধিতত্ত্বে স্বীকৃতঃ, তথাপি এতদ্দেশে অধমশূদ্রাণামেব তথাবিধাচারদর্শনাৎ আচারস্য পরমধর্ম্মত্বাচ্চ বচনমিদং তদ্বিষয়কমেব; দাসদাসৌ ঋণপরিশোধ প্রকরণে বর্ণিতৌ।

কলিতে প্রচলনার্থ যে পরাশরের সংহিতা তাহাতে দত্তকবৎ কৃত্রিমেরও পুত্রত্ব পরিগ্রহ, এবং দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের দায়াধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি মিথিলা দেশেই কৃত্রিম পুত্র প্রচলিত, গৌড়ে কৃত্রিম প্রথা নাই।

কলৌ প্রচলনায় পরাশর সংহিতায়াং দত্তকবৎ কৃত্রিমস্যচ পুত্রত্বং স্বীকৃতং, এবঞ্চ দ্বাদশবিধ পুত্রাণাং মধ্যে ঔরস দত্তক কৃত্রিমকাণামেব দায়াধিকার উক্তঃ। তথাচ মিথিলায়ামেব কৃত্রিম পুত্রঃ প্রচলিতঃ গৌড়ে তু কৃত্রিম-প্রথা নাস্তি।

ব্যবস্থা। ৯। অনেক পুত্র থাকিলে তৎ সকলের তুল্যাধিকার। *

প্রমাণ পিতার ও মাতার ঊর্দ্ধ গমন হইলে (অ) ভ্রাতারা মিলিত হইয়া সমানরূপে (ই) * পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে, পিতা মাতা বিদ্যমানে পুত্রেরা (তদ্ধনে) স্বামি নয়।—মনু. অ. ৯, ব. ১০৪।

(অ) ঊর্দ্ধ গমন হইলে—অর্থাৎ স্বত্ব-ধ্বংস হইলে। শ্রীকৃষ্ণ—দা. ভা. টী. পৃ. ১৭।

ব্যবস্থা ১০। (ই) এস্থলে ‘সমানরূপে’ বলাতে ভ্রাতাদের সমানই অধিকার, বিংশতিভাগের ভাগ প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া যে স্নেহেতে অন্য ভ্রাতৃকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠাদিকে গুরুত্বহেতু দত্ত হয় তাহা জ্যেষ্ঠাদির মান রক্ষার্থে,—কিন্তু তাহা গুণবান্ জ্যেষ্ঠ বিষয়ক †।

৯। পুত্রাণাং বহুত্বে সর্ব্বেষাং তুল্যোঽধিকারঃ *।

ঊর্দ্ধং (অ) পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং (ই) *। ভজেরন্ পৈতৃকং ঋক্থং অনীশাস্তেহি জীবতোঃ।—মনুঃ অ. ৯, ব. ১০৪।

(অ) ঊর্দ্ধং—স্বত্বোপরমানন্তরং। শ্রীকৃষ্ণঃ—দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ১৭।

১০। (ই) অত্র ‘সমং’ ইত্যনেন সমান এবামীষামধিকারঃ। বিংশোদ্ধারাদিস্তু জ্যেষ্ঠাদীনাং গুরুত্বাৎ মানরক্ষার্থং স্নেহেন চান্যৈর্ভ্রাতৃভির্দীয়তে; তত্তু গুণবজ্জ্যেষ্ঠবিষয়কং †।

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দী. ব. ১। দা. ভা. পৃ. ৭৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ১। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৫২১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩. সেক্. ২. পারা. ২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১। মেক. হি. ল. চ্যা. ২, পৃ. ১৭। এল. ইন্. সেক্. ১৫৩, পৃ. ৬৯।

সর উইলিয়ম মেক্‌নাটন সাহেব পুত্রাধিকার এইরূপে বর্ণনা করেন “এক্ষণে চলিত হিন্দু দায়শাস্ত্রানুসারে পিতার মরণ কালীন একত্রস্থিত সকল বৈধ পুত্রেই পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর ধনে সমানরূপে অধিকারি” (বা. ১, পৃ. ১৭)। ইহা কএক কারণে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয়। প্রথমতঃ, দত্তকও বৈধ পুত্র রূপে স্বীকৃত, কিন্তু সে তদ্‌গ্রহীতা পিতার ঔরস পুত্রের সহিত সমান ভাগাধিকারী নয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনির মরণ কালীনই যে কেবল তদ্ধনে পুত্রেরা অধিকারি হয় এমত নহে, কিন্তু তাঁহার পাতিত্যে এবং উপেক্ষাদিতেও হয় (দ্রষ্টব্য বা. ১, পৃ. ১৭)। তৃতীয়তঃ, পুত্র পিতার সঙ্গে একত্র না থাকিলেই যে পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইবে না এমত নহে, পরন্তু সে যদি পূর্ব্বে তৎ প্রাপ্য পৈতৃক ধন না পাইয়া পৃথক হইয়া থাকে, অথবা পিতা যদি কিছু দিয়া তাহাকে নিরস্ত করণ পূর্ব্বক পৃথক করিয়া না দিয়া থাকেন, তবে সে পৃথক হইয়া থাকিলেও অবশ্য পিতৃস্বত্ব নাশ কালীন দায়াধিকারী হইবে, ইহা উক্ত সাহেব স্বীয় সংগ্রহের দ্বিতীয় বালমে যে নজীর তুলিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২; বা ২, পৃ. ৫।

† বি দা. ভা. দী ব. ১,। কোল্, ডা. বা. ২, পৃ. ৫২১।

পরন্তু কলিকালে কনিষ্ঠ সকলের জ্যেষ্ঠের প্রতি সাতিশয় ভক্তি না থাকাতে এবং বিংশোদ্ধার পাইবার যোগ্য জ্যেষ্ঠ না থাকাতে সংসারে সমান ভাগই দৃষ্ট হইতেছে*। শূদ্রদিগের মধ্যে কখনো বিংশোদ্ধারাদি পাওয়ার নিয়ম নাই†। ইহার বিস্তার বিভাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু দাতনানাং ভক্ত্যতিশয়াভাবাৎ সমভাগএব লোকে দৃশ্যতে, উদ্ধারার্হজ্যেষ্ঠাভাবাচ্চ*। শূদ্রস্যতু সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠাংশাভাবঃ†। বিস্তারোঽস্য বিভাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

ভৈরবচন্দ্র রায়--বনাম--রসমণি।

নজীর
৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ রামচাঁদ রায়, এবং তাহার তিন সহোদর ভৈরবচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও হরচন্দ্র - মৃত পিতার (ত্যক্ত) জমীদারীতে একত্র অধিকারি হইলে পর, রামচাঁদ রায় রসমণি নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিঃসন্তান মরে। পরে ঐ বিধবা রসমণি এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বিষয়ের ষোড়শাংশের একাংশ নিজপতির অগ্রজত্ব হেতু প্রাপ্য এবং চারি অংশের একাংশ পুত্রত্ব হেতু প্রাপ্য বলিয়া তাহা দাবী করে। বিচার হইল যে বিষয় সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া বাদিনী চারি আনা অংশ পায়। অগ্রজের অগ্রজত্ব হেতুতে অধিকাংশ পাইবার দাওয়া নাই। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৭।

৵০ গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্টে এই নিষ্পত্তি হইয়াছে যে গোলোকচন্দ্র যে স্থাবর অস্থাবর বিষয়ে দখীল ও ভোগবান্ থাকিয়া মরে তাহাতে তাহার সাত পুত্রেই অধিকারি, এবং প্রত্যেকে সমভাগ ভাগি। সু. কো. জানুয়ারি ১৮২৩। কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪, ৭৫।

৶০ সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ২০৩ পৃষ্ঠায় ধৃত পহলওয়ান্ সিংহের বিরুদ্ধে তালেবর সিংহের মকদ্দমাতে জ্যেষ্ঠাংশের দাওয়া হয়, তাহাতে আদালত এই বিচার করেন যে অগ্রজত্ব হেতু অধিকাংশে অধিকার নাই।

ব্যবস্থা

১১। যদি পুত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত হয়, এবং এক স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা অন্য পত্নীজ পুত্রদের সমান

১১। যদি পুত্রা বিভিন্ন মাতৃকাঃ সন্তি, একমাতৃজৈঃ সহ অন্য মাতৃজানাং সাম্যং

* দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৯। কোল. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ২, পার্. ২৭।
† দা. ত. পৃ ১৭৩ ৫৬।

না হয়, তথাপি পিতৃ-ধনে প্রত্যেক পুত্রের সমান অধিকার—যেহেতু বিষয়ের বিভাগ ভ্রাতৃ-সঙ্খ্যানুসারে হয় মাতৃ-সংখ্যানুসারে হয় না।*

নাস্তি, তথাপি পৈতৃকধনে প্রত্যেকস্য সমানোঽধিকারঃ—যতঃ ভ্রাতৃণাং বিভাগ স্তেষাং সরূপাপেক্ষয়া নতু মাতৃসংখ্যয়া।*

দৃষ্টান্ত। যদি এক স্ত্রীর গর্ভজ দুই পুত্র অপর স্ত্রীর গর্ভজ ছয় পুত্র থাকে, তথাপি বিষয় আট ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক পুত্র একাংশ পাইবে।—দ্রষ্টব্য কল্. হি. ল. পৃ. ৫। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৭।

১২। কিন্তু যদি বহু পুরুষ ক্রমাগত কুলাচার থাকে, তবে তদনুসারে উক্ত-বিধির অতিক্রমও হইতে পারে। অর্থাৎ কুলাচার থাকিলে ভ্রাতারা স্ব স্ব উদ্ধার গ্রহণানন্তর অবশিষ্ট বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইতে পারে, অথবা মাতৃ-সংখ্যা ক্রমে বিভাগ করিতে পারে, যোগ্য জ্যেষ্ঠ হইলে তিনিই নতুবা যোগ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত স্থাবরাধিকারী হইতে পারে।*

১২। বহু পুরুষ-পরম্পরানুষ্ঠিতে সতি তু কুলাচারে তদনুসারেণৈবাধিকারঃ। যথা কুলাচারং ভ্রাতরঃ সোদ্ধারোদ্ধারানন্তরমবশিষ্টং সমং বিভজেয়ুঃ, মাত্রনুসারেণৈব বা বিভজেরন্, জ্যেষ্ঠঃ তদশক্তৌ ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা নিখিল স্থাবর ধনমধিকুর্ব্বীত।*

ব্যবস্থা। ১৩। রাজ্য বিভক্ত না হওয়ার সাধারণ কুলাচার

১৩। রাজ্যস্যাবিভাজ্যত্বে সাধারণ কুলাচারঃ। যোগ্যশ্চেৎ জ্যেষ্ঠএব,

---

* সদরীয় রিপোর্টের দ্বিতীয় বালামের ১১৬ পৃষ্ঠায় একটী মকদ্দমার নিষ্পত্তি আছে. যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃজ পুত্রেরা বাদি প্রতিবাদি ছিল, তন্মধ্যে এক পক্ষ প্রত্যেক মাতার গর্ভজ পুত্রদের সঙ্খ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মাতার সঙ্খ্যানুসারে বিভাগ (যাহা পরিভাষায় পত্নীতঃ বিভাগ কথিত হয় তাহা) হওনের দাওয়া করে এই হেতুবাদে যে তাদৃশ বিভাগ হওয়া তাহাদের (সনাতন) কুলাচারসিদ্ধ; পরন্তু আদালত এই বিচার করিলেন যে তাহাদের মধ্যে বিভাগ পত্নীদের সংখ্যানুসারে হইবে না। কিন্তু পুত্রগণের সংখ্যানুসারে হইবে, ও তাহা এই বিবেচনায় যে. যদিও উত্তরাধিকারিদের অভিযোগে কুলাচার ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বলবৎ, তথাপি কুলাচার সাব্যস্ত করিতে এমত প্রমাণ আবশ্যক যে ঐ কুলাচার প্রাচীন কালাবধি আবহমান আছে।—এবক্ষ ফতেসিংহের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে শিউপ্রসাদ সিংহের মকদ্দমা দ্রষ্টব্য যাহা সদর আদালতের রিপোর্ট বহির ২ বালামের ২৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকটিত। তথা দ্রষ্টব্য ষ্ট্রে. হি. বা. ২, পৃ. ২৮৮। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ ১৭।

আছে। জ্যেষ্ঠ যোগ্য হইলে তিনিই নতুবা যোগ্য যে কোন ভ্রাতা সমগ্র রাজ্য পায়েন *।

অন্যথা তথাবিধোঽপরো ভ্রাতা বা নিখিল রাজ্যং লভেত *।

প্রমাণ তাহা বাল্মীকি কৈকেয়ী প্রতি মন্থরার উক্তিতে কহিয়াছেন "ভাবিনি! রাজাদিগের সকল পুত্রে রাজ্য পায় না; কিন্তু অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয় যেহেতু সকলেই রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে। অতএব হে সুন্দরি, জ্যেষ্ঠ পুত্রে, অথবা গুণবান্ অন্য পুত্র থাকিলে রাজারা তাঁহাকেই রাজ্য সমর্পণ করেন। সেই জ্যেষ্ঠ আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল রাজ্য সমর্পণ করেন, ভ্রাতাকে কখন রাজ্য দেন না, অতএব তোমার পুত্র রাজা বলিয়া মান্য হইবে না। কিন্তু অনাথের ন্যায় অসুখী ও শাশ্বত রাজবংশ হইতে হীন হইবে। রামায়ণ— অযোধ্যাকাণ্ড।

তদাহ বাল্মীকিঃ কৈকেয়ীং মন্থরামুখেন, "নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভাবিনি। বহূনামপি পুত্রাণাং একো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে। স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়োভবেৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা। তে চ জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ। আসজ্জন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন। অতোঽত্যন্তং ন পূজার্হস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। অনাথবৎ সুখাদ্ধীনো রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাৎ। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডং।

ব্যবস্থা ১৪। এক্ষণেও এরূপ আচার দেখা যাইতেছে যে ভ্রাতা থাকিতেও এক এক রাজপুত্র অখণ্ড রাজ্য † ভোগ করিতেছে। বিবাদভঙ্গার্ণব †। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ১১৭।

১৪। ইদানীমপি বহুভিঃ রাজপুত্রৈর্ভ্রাতৃসত্ত্বেঽপি একৈকৈ রাজ্যং অখণ্ডং ভুজ্যতে ইত্যাচারো দৃশ্যতে †। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

---

* রাজ্য এবং বিশাল জমীদারী অধিকারবিষয়ে বহু কালের স্থাপিত কুলাচার ধর্ম্মশাস্ত্রবৎ বলবৎ, এবং তদ্দ্বারা অবশিষ্ট পুত্রগণকে নিরাস পূর্ব্বক এক পুত্রকে ধন বর্ত্তে।— কোলব্রুক সাহেব ডাইজেষ্টের দ্বিতীয় বালামের ১১৯ পৃষ্ঠার টীকাতে কহেন 'বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহার ভাষায় জমীদারি বলা যায় তাহা নব্যস্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সকর রাজ্য বিবেচিত হইয়াছে'। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৮। নোট।

† রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ঈশানচন্দ্র রায়ের মকদ্দমাতে জগন্নাথ ও কৃপারাম এই দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দেন তাহার মর্ম্ম কারণে বৃহৎ জমীদারী রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—স দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২।

ব্যবস্থা ১৫। পুত্রাভাবে* পৌত্রের, তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার †। দা. ক্র. সং. পৃ. ১।

১৫। পুত্রাভাবে* পৌত্রস্য, তদভাবে প্রপৌত্রস্যাধিকারঃ †। দা. ক্র. সং. পৃ. ১।

ব্যবস্থা ১৬। যে পৌত্রের পিতা মৃত, ও যে প্রপৌত্রের পিতৃ-পিতামহ মৃত, সে পৌত্র ও প্রপৌত্র [ধনির জীবিত] পুত্রের সহিত তুল্যরূপে অধিকারি, †— যেহেতু তাহারা সকলেই পার্ব্বণ ‡ পিণ্ডদানে সমানরূপে উপকারি।— দা. ক্র. সং. পৃ. ২।

১৬। মৃতপিতৃকপৌত্র, মৃতপিতৃপিতামহকপ্রপৌত্রয়োঃ পুত্রেণ সহ তুল্যোঽধিকারঃ †— তেষাং পার্ব্বণ ‡ পিণ্ডদাতৃত্বেন উপকারাবিশেষাৎ।— দা. ক্র. সং. পৃ. ২।

ব্যবস্থা ১৭। যে পৌত্র ও প্রপৌত্রের পিতা জীবিত, তাহারা অধিকারি নয় §— যেহেতু তাহাদের হইতে (নিয়ত) পার্ব্বণ পিণ্ড দানরূপ উপকার নাই।

১৭। জীবৎপিতৃকয়োস্তু পৌত্রপ্রপৌত্রয়োর্নাধিকারঃ §— তেষাং (নিয়ত) পার্ব্বণ পিণ্ডদানাভাবেন উপকারাভাবাৎ।

---

* অভাব বা মরণ পদে স্বত্ববিনাশের যাবতীয় হেতু বুঝায়। ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* অভাবপদং মরণপদঞ্চ স্বত্ববিনাশহেতুমাত্রোপলক্ষকং। ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্যা।

† দ. ভা. পৃ. ৭৬, ৭৭, ২৩৯। দা. ত. পৃ. ১১, ৫১। বি. দ. ভা. দ্বী. ব্র. ২। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ১. পারা. ১৮ ও সেক্. ২ পারা. ২১, ২৩; চ্যা. ১১. সেক্. ৬ পারা. ২৯। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৯, ১০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৭, ১৮। এল্. ইন্. সেক্. ১৫৮, পৃ. ৭০।

‡ পর্ব্বেতে কৃত যে শ্রাদ্ধ তাহাকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বলা যায়। তাহাতে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে তিন পিণ্ড, তথা মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে তিন পিণ্ড দান করা যায়, এবং উভয় পক্ষে চতুর্থাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষত্রয়কে লেপ দত্ত হয়।

‡ পর্ব্বণিকৃতং যৎশ্রাদ্ধং তৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধং। তত্র পিতৃপিতামহপ্রপিতামহেভ্যঃ পিণ্ডত্রয়ং দীয়তে, তথা মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যশ্চ পিণ্ডত্রয়ং দীয়তে, পক্ষদ্বয়ে চতুর্থাদিভ্যস্ত্রিভ্যঃ লেপোদীয়তে।

হে রাজেন্দ্র, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা. ও রবিসংক্রান্তি এই কয়েক পর্ব্ব। শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব, অমাবস্যাচ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র, রবিসংক্রান্তিরেবচ॥ শ্রাদ্ধতত্ত্বং।

§ দা. ক্র. সং. পৃ. ২। দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৬, অপু. পৃ. ২৩৯। দা. ত. পৃ. ১১, ৫১। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, পৃ. ২ ও ৩। কোল. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ১, পারা. ১৩, ও চ্যা. ১১ সেক্. ৬, পারা. ২৯। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৯, ১০।

প্রমাণ — পুত্র যেমত পার্ব্বণ পিণ্ড-দান-হেতু পিতৃধনে অধিকারী তেমতি মরণাদি দ্বারা (পৃ. ৯) পুত্রের স্বত্ব নাশ হইলে তৎপুত্রেরা পিতৃব্য থাকিলেও স্ব-পিতৃযোগ্যাংশে অধিকারি, ইহা রত্নাকরে ধৃত কাত্যায়নবচনে ব্যক্ত, যথা—“বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে, তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ (পরিমিত) অংশ ন্যায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ পাইবে, তৎপরে (অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্রের) অধিকার নিবৃত্তি হইবে *। যদি মৃত ব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে ঐ এক পিতৃ যোগ্যাংশ তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দাতব্য। কিন্তু পিতা থাকিতে পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকার হেতু পুত্রদের অংশ গ্রহণে অধিকার নাই। এবং ধনির পৌত্রের স্বত্ব-ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদিগের অধিকার। দা. ত. পৃ. ১১, ৫১। এতাবতা—

ব্যবস্থা — ১৮। পিতৃহীন পৌত্রেরা ও পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রেরা পিত্রনুসারে অধিকারি, স্ব স্ব সঙ্খ্যানুসারে নয় †। ইহার বিস্তার বিভাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

পিতুর্যথা পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বেন তৎপিতৃধনে স্বত্বং, তথা মরণাদিনা (পৃ. ৯) তৎস্বত্বোপরমে তৎপুত্রাণাং পিতৃযোগ্যাংশে সত্যপি পিতৃব্যেঽংশিত্বং, অতএব ব্যক্তমাহ রত্নাকরধৃতকাত্যায়নঃ—“অবিভক্তে মৃতে পুত্রে, তৎসুতং ঋক্থভাগিনং। কুর্ব্বীত জীবনং যেন লব্ধং নৈব পিতামহাৎ॥ লভেতাংশং স্বপিত্র্যঞ্চ, পিতৃব্যাৎ তস্য বা সুতাৎ। সএবাংশস্তু সর্ব্বেষাং-ভ্রাতৃণাং ন্যায়তো ভবেৎ॥ লভেত তৎসুতোবাপি নিবৃত্তিঃপরতো ভবেৎ *। যদা বিপন্নস্যানেকপুত্রাস্তদা একঃ পিত্রংশস্তেষাং বিভজ্য দাতব্যঃ। সতি-তু পিতরি পার্ব্বণানধিকারাৎ পুত্রাণাং নাংশিতা। এবং ধনিনঃ পৌত্রস্বত্বোপরমে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রাণামংশিতা। দা. ত. পৃ. ১১, ৫১। অতঃ—

১৮। মৃতপিতৃকপৌত্রাঃ মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্রাঃ পিত্রনুসারেণ অধিকারিণঃ, নতু স্বরূপাপেক্ষয়া †। বিস্তারোঽস্য বিভাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৭, ৮ ও ৮২। দা. ভা. টী. পৃ. ৭৭, ৭৮।

† দা. ভা. বিস্তা. পৃ. ৭৭। দা. ভা. টী. পৃ. ৩৭, ৩৮। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩. সেক্. ১, পারা. ২১, ২৩। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩, ৭, ৮ ও ৯। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৮। এল্. ইন্. সেক্. ১৫৮ ও ১৬২।

শ্রীনাথ শর্ম্মা—বনাম—রাধাকান্ত।

নজীর
১৪, ১৫ ও ১৮ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ ব্রজনাথের আট পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ ও দ্বিতীয় সদাশিব স্ত্রীপুত্রাদিহীন রূপে মরে, সপ্তম খেলারাম এক স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরগত হয়, অষ্টম কেবলরাম অন্যকে দত্তকরূপে দত্ত হওয়াতে জনকের ধনে স্বত্বহীন হয়। বিচার হইল যে ব্রজনাথের বিষয় (সমান) পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া (চারি পুত্রের মধ্যে প্রত্যেক পুত্রের উত্তরাধিকারিরা এক ভাগ পায়,) এবং ব্রজনাথের সপ্তম পুত্রের স্ত্রী (অবশিষ্ট) এক ভাগ পায়। অর্থাৎ ব্রজনাথের তৃতীয় পুত্র রামনাথের পুত্র নীলমণির পুত্রেরা—রাধাকান্ত, মোহনকান্ত, বল্লভীকান্ত,—একত্রে এক ভাগ, ব্রজনাথের চতুর্থ পুত্র ধরণীধরের পুত্র মথুরামের পুত্র বদনচাঁদ, এবং ঐ ধরণীধরের (জীবিত) পুত্র গোপালপ্রসাদ মিলিয়া এক ভাগ, ব্রজনাথের পঞ্চম পুত্র দিননাথের পুত্র শ্রীনাথ এক ভাগ, ব্রজনাথের ষষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথের দত্তক পুত্র গোকুলনাথ এক ভাগ, এবং ব্রজনাথের সপ্তম পুত্র মৃত খেলারামের স্ত্রী এক ভাগ পায়।—২৪ নবেম্বর ১৭৯৬ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৫।

জয়নারায়ণ মল্লিক—বনাম—বিশ্বম্ভর মল্লিক।

৶০ রাধাচরণের (উইল না করিয়া) মরণকালীন হলধর, বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন ও জয়নারায়ণ এই চারি পুত্র বর্ত্তমান থাকে, ও জীবনকালীন গোলোকচন্দ্র নামক এক পুত্র রামধন ও ব্রজনাথ নামক দুই পুত্র রাখিয়া মরে। পরে হলধর রামনারায়ণ নামক এক পুত্র রাখিয়া মরে। আদালতে আদেশ হইল যে রাধাচরণের বিষয় ও তদুপস্বত্ব তৎপুত্র, ও (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হয়—অর্থাৎ আদেশ হইল যে রাধাচরণের জীবিত পুত্র বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন, ও জয়নারায়ণ প্রত্যেকে এক সমানাংশ পায়, এবং (মৃত) হলধরের পুত্র রামনারায়ণ পিতৃযোগ্যাংশ পায়, ও (মৃত) গোলোকচন্দ্রের পুত্র রামধন ও ব্রজমোহন পিতৃযোগ্যাংশ অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করিয়া লয়। স্ু. কো.। কন্. হি. ল. পৃ. ৫০, ও ৫১।

এবম্প্রু দ্রষ্টব্য—গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আকটোবর ১৭৯৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬। মাতার অধিকারে ধৃত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপুত্র ধনাধিকার-ক্রম।

ব্যবস্থা ১৭। পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী*।

প্রমাণ /০ পত্নী ও দুহিতারা, পিতা মাতা, তথা ভ্রাতাগণ, তৎপুত্র এবং গোত্রজ ও বন্ধু ও শিষ্য ও সব্রহ্মচারি—ইহাদিগের প্রথমের অভাবে তৎপরবর্ত্তী (এই রূপ) পর পর, স্বর্গত (জ) অপুত্র (গ) ব্যক্তির ধনে অধিকারী। সকল বর্ণেই এই বিধি। যাজ্ঞবল্ক্য, অ. ২, র. ১৩৬, ১৩৭। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বাভাবে পরের অধিকার বলিয়া সর্ব্বাগ্রে পত্নীর অধিকার বিধান করিতেছেন। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

(জ) স্বর্গগত—অর্থাৎ মৃত পদ উপলক্ষণমাত্র, ইহাতে পতিতাদিও (পৃ. ৯) বোধ্য। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৮।

(গ) পুত্র পদে—প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝায়†, অপুত্র পদে—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব বোধ্য, যেহেতু তাহারা সকলেই অবিশেষে পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা। এই হেতু পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের প্রসঙ্গ করিয়া বোধায়নঋষি কহিয়াছেন "অঙ্গজ থাকিলে অর্থ তদ্গামী হয়"।—দা. ত. পৃ. ৪৯।

১৭। পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাণামভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী*।

/০ পত্নী দুহিতরশ্চৈব, পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎসুতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ॥ এষামভাবে পূর্ব্বস্য, ধনভাগুত্তরোত্তরঃ। স্বর্যাতস্য (জ) হ্যপুত্রস্য (গ), সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ, অ. ২, ব. ১৩৬, ১৩৭। অনেন পূর্ব্বস্যাভাবে পরস্যাধিকারং বদন্ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বং পত্ন্যা এব ধনাধিকারমভিধত্তে।—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

(জ) স্বর্য্যাতস্য—মৃতস্য, উপলক্ষণমেতৎ পতিতাদেরপি (পৃ. ৯) বোধ্যং। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৮।

(গ) পুত্র-পদং প্রপৌত্র পর্য্যন্ত পরং†, অপুত্রপদং—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাভাব পরং—তেষাং পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাবিশেষাৎ। অতএব বৌধায়নেন পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রানুপক্রম্য "সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামীহ্যর্থো ভবতী-ত্যুক্তং।—দা. ত. পৃ. ৪৯।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৩৭, ১৩৯। দা. ত. অপু. পৃ. ৪৯, ৫২। বি. দ. ভা. মীং ব্রং ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৩ ও ৩১। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, সেক্. ২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৯। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৫৭। এল. ইন্. সেক. ১৩৩।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮০। বি. দা. ভা. মী. ব্র. ১। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ১, পারা. ৩৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৫৭। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৭, ১৮।

প্রমাণ। ৺০ অপুত্রকের (গ) ধন তৎপত্নীকে অর্শে, তদভাবে দুহিতাকে, তদভাবে পিতাকে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে ভ্রাতাকে, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে, তদভাবে সকুল্যকে, তদভাবে বন্ধুকে, তদভাবে শিষ্যকে, তদভাবে সহাধ্যায়িকে, তদভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে রাজাকে অর্শে। বিষ্ণু, অ. ১৭, ব. ৪—১৩। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

৺০ অপুত্রস্য (গ) ধনং পত্ন্যভিগামি, তদভাবে দুহিতৃগামি, তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি, তদভাবে ভ্রাতৃগামি, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি, তদভাবে সকুল্যগামি, তদভাবে বন্ধুগামি, তদভাবে শিষ্যগামি, তদভাবে সহাধ্যায়িগামি, তদভাবে ব্রাহ্মণ ধনবর্জ্জং রাজগামি। বিষ্ণু, অ. ১৭, ব. ৪—১৩। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

প্রমাণ। ৺০ ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষিণী (ট) ও ব্রতেস্থিতা (ড) পুত্রহীনা পত্নী তাহার পিণ্ডদান করিবে এবং কৃৎস্ন অংশও (ন) লইবে। বৃহস্মনু। ঐ পৃ. ১৬৯।

৺০ অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী (ট) ব্রতে (ড) স্থিতা, পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং (ন) লভেতচ; বৃহস্মনুঃ। ঐ পৃ. ১৬৯।

(ট) 'ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষণী'—তৎশয্যায় পর পুরুষের গমন নিবারিণী—অর্থাৎ অব্যভিচারিণী।—দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

(ট) 'ভর্ত্তুঃ শয়নং পালয়ন্তী'—তদীয়শয়নে পুরুষান্তরং বারয়ন্তী, অব্যভিচারিণীতি যাবৎ। দা. ভা. টী. ১৬৯।

(ড) 'ব্রতে স্থিতা'—অর্থাৎ ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারে নিযুক্তা। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

(ড) 'ব্রতে স্থিতা'—পারলৌকিক ভর্ত্রুপকারে স্থিতা, উদ্যুক্তা।—দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

'ব্রতে'—অর্থাৎ বিধবা-নিয়মে এই রত্নাকরমত ন্যায্য। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

'ব্রতে'—বিধবা-নিয়মে ইতি রত্নাকরোক্তং যুক্তং।—বি. দা. ভা. দী. র ৮।

এ সমস্তই জীমূতবাহনকর্ত্তৃক বিস্তৃত রূপে কথিত হইয়াছে, যথা—"প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে বৈধব্য অবধি ভর্ত্তার পারলৌকিক হিতাচরণ প্রযুক্ত পুত্রাদি অপেক্ষা খাট হওয়াতে তাহাদের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী, তাহা ব্যাস কহিয়াছেন—'হে শুভে! পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পরায়ণা হইয়া স্নানপূর্ব্বক প্রতিদিন স্বভর্ত্তাকে সতিল

এতৎ সর্ব্বং জীমূতবাহনেনৈব বিস্তৃতং, তদ্যথা—"প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে তু বৈধব্যাৎ প্রভৃতি ব্রতাদিনা ভর্ত্তুঃ-পরলোকহিতাচরণেনপুত্রাদিভ্যোজঘন্যেতি, তেষামভাবে ধনহারিণী পত্নী, তদাহ ব্যাসঃ—'মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা। স্নাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্॥

জলাঞ্জলি দিবে। এবং প্রতি দিন ভক্তিভাবে দেবতা পূজা করিবে, উপবাস করিয়া নিত্য বিষ্ণুর আরাধনাও করিবে। পুণ্যবৃদ্ধি নিমিত্তে বিপ্রশ্রেষ্ঠকে দান করিবে। আর শাস্ত্র-বিহিত বিবিধ উপবাসও করিবে॥ এবং হে সুমুখি! নিত্য ধর্ম্মপরায়ণা নারী নরকস্থ ভর্ত্তাকে এবং আপনাকেও উদ্ধার করে॥ ইত্যাদি বচনে পত্নীও পতিকে নরক হইতে নিস্তার করে ইহা শ্রুত হওয়াতে, অথচ ধনহীনতা হেতু অকার্য্যকারিণী পত্নী পুণ্যাপুণ্য ফলে সমভাগি পতিকে নরকে পতিত করাতে, তদর্থে যে ধন সে পূর্ব্বস্বামির নিমিত্তেই, এতাবতা পত্নীর স্বত্ব ন্যায্য"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮২ ও ১৮৩।

কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং। বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা॥ দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎ পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে। উপবাসাংশ্চ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে!॥ লোকান্তরস্থং ভর্ত্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে। তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা॥ তদেবমাদিভির্ব্বচনৈঃ পত্ন্যা অপি নরকনিস্তারকত্ব শ্রুতেঃ ধনহীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ব্বতী পুণ্যাপুণ্য ফলসমত্বেন ভর্ত্তারমপি পাতযতীতি তদর্থং তদ্ধনং পূর্ব্বস্বামার্থমেব ভবতীতি যুক্তং পত্ন্যাঃ স্বাম্যং"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮২ ও ১৮৩।

'ভর্ত্তার মরণান্তেই ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয় না, তবে পত্নী কি প্রকারে ধনাধিকারিণী হইবে? বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আপনিই উত্তর দিতেছেন—"বিধবা নিয়মপালনোন্মুখী হইলেই তাহার ধনাধিকার হয়, অনন্তর দৈবাৎ মতিভ্রম হইলে তৎপূর্ণাধিকারিতার নাশ হয়*। 'যৌবনস্থা বিধবা নারী কর্কশা হয়, অতএব তাহাদিগকে আয়ুঃক্ষপণার্থে সদা স্ত্রী-ধন দাতব্য'। এই হারীত বচনে 'যৌবনস্থা' পদে ব্যভিচার সম্ভাবনা বুঝায়, কেবল যৌবনাবস্থাই লক্ষিত নয়, কেননা কোন কোন যুবতী বিখ্যাত ধর্ম্মিণী হওয়াতে তাহাদের অধি-

'ননু মরণানন্তরমেব ব্রতাদিগুণযোগাভাবাৎ কথং দায়াধিকারিত্বমিতি চেৎ'—বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা ইতি পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা স্বয়মেবোত্তরং দত্তং, তদ্যথা,—'বিধবায়া নিয়মসাংমুখ্যেনৈব ধনাধিকারিত্বং, অনন্তরঞ্চ দৈবাৎমতিভ্রমে পূর্ণাধিকারিতা নশ্যত্যেব *। "বিধবাযৌবনস্থাচ, নারী ভবতিকর্কশা। আয়ুষঃ ক্ষপণার্থন্তু, দাতব্যং স্ত্রীধনং সদা"—ইতিহারীতবচনে যৌবনস্থা ইত্যনেন ব্যভিচারসম্ভাবনৈব দ্যোত্যতে নতু যৌবনবয়োমাত্রং দৃষ্টং, যুবত্যা অপি কস্যাশ্চিৎ প্রসিদ্ধসুশীলায়া

---

* এই উক্তিটী শুদ্ধ নহে, কারণ কোন নারীতে স্বত্ব এক বার বর্ত্তিলে যাহাতে পতিতা বা জাতিভ্রষ্টা হয় এমত ব্যভিচার বা পাপ কর্ম্ম না করিলে তাহার স্বত্ব নাশ হয় না। অনধিকার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

কার সর্ব্ববাদি সম্মত। 'কর্কশা' পদে বিধবার নিয়ম বর্জ্জিতা* বলা হইয়াছে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

অধিকারস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। 'কর্কশা' ইত্যনেন বিধবানিয়মবর্জ্জনং* দ্যোতিতং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* বক্ষ্যমাণ বচন-সমূহও বিধবার নিয়ম বিষয়ক—

পবিত্র পুষ্প মূল ফল ভক্ষণে যথেষ্টরূপে দেহকে ক্ষীণ করিবে, পতি মরিলে অন্য পুরুষের নামও করিবে না॥ যাবজ্জীবন ক্ষমাশীলা সংযতা ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণা এবং সাধ্বীদিগের যে অনুপম ধর্ম্ম তদনুষ্ঠায়িনী হইয়া কাল যাপন করিবে। সহস্র সহস্র বালক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করত বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন॥ ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠায়িনী যে সাধ্বী স্ত্রী সে অপুত্রা হইলেও ঐ ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গারোহণ করে। যে স্ত্রী পুত্র লোভে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হয়,) সে ইহ লোকে নিন্দিতা এবং পতিলোক বঞ্চিতা হয়॥— মনু, অ. ৫।

কামন্তু ক্ষপয়েৎ দেহং, পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ, পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা, নিয়তা ব্রহ্মচারিণী॥ যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং, কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং। অনেকানি সহস্রাণি, কৌমার ব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি, যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ অপত্য লোভাৎ যাতু স্ত্রী, ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাপ্নোতি, পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ মনুঃ, অ. ৫।

এক পতিকা স্ত্রীর যে ধর্ম্ম বিধবা নারী তদনুষ্ঠায়িনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন সংযতাভাবে থাকিবে॥ শ্রুতিতে কিম্বা শাস্ত্রে স্ত্রীদিগের প্রব্রজ্যা বিহিত হয় নাই। সবর্ণ পতির সঙ্গে ব্রতানুষ্ঠানই তাহাদের স্বধর্ম্ম॥ যেমত অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা ব্রাহ্মণ মুনিরা কুলে সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গগমন করিয়াছেন, তদ্রূপ অপুত্রা বিধবা কন্যা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হইলে স্বর্গপ্রাপ্তা হয়, ইহা স্বায়ম্ভুব (মনু) কহিয়াছেন।—যম।

যাবজ্জীবং যদাসীত, নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং, তদ্ধর্ম্মমনুকাঙ্ক্ষতী॥ স্ত্রিয়াঃ শ্রুতৌ বা, শাস্ত্রে বা, প্রব্রজ্যা ন বিধীয়তে। ব্রতঃ হি তস্যাঃ স্বোধর্ম্মঃ, সবর্ণাদিতি ধারণা॥ অষ্টাশীতি সহস্রাণি, মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিঃ। তথৈব কন্যা বাবৃত্তা ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। অপুত্রা প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং, সেতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥—যমঃ।

পতি মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন অথবা তদনুমরণ করিবে। বিষ্ণু।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। বিষ্ণুঃ।

পতির জীবনান্তে তৎশয়ন-গৃহ পরিত্যাগিনী, জিহ্বা হস্ত এবং পাদেন্দ্রিয়কে বশকারিণী, সদাচারাবলম্বিনী দিবাভাগে কান্ত জন্যে বিলাপিনী পত্নী ব্রত উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ভর্ত্তৃলোক জয় করে, এবং পুনরায় পতিলোক প্রাপ্তা হয়—এমত কথিত আছে। যে পতিব্রতা নারী পতি মরিলে বিধবার নিয়মে থাকে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তা হইয়া পতিলোক প্রাপ্তা হয়। হারীত।

ভর্ত্তুঃ শয়ন গৃহবর্জ্জং জিতজিহ্বা হস্তপাদেন্দ্রিয়া স্বাচারবতী দিবা ভর্ত্তারমনুশোচন্তী ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ কান্তায় যোহন্তে পতিলোকং জয়তি ভূয়ঃ পতিলোকমাপ্নোতি,— এবং হ্যাহ। পতিব্রতাতু যা নারী, নিষ্ঠাং যাতি পত্যৌ মৃতে। সা হিত্বা সর্ব্বপাপানি, পতিলোকমবাপ্নুয়াৎ। হারীতঃ।

(ন) 'ভর্ত্তার কৃৎস্ন অংশ পত্নী লইবে' ইহার ভাব এই যে ভর্ত্তার নিজ অংশে যত তৎসমুদায় লইবে, স্বকীয় কৃৎস্ন অংশ লইবে না। দা ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

(ন) 'ভর্ত্তার কৃৎস্ন অংশ'—অর্থাৎ যাবতীয় অংশ পত্নী লইবে, জীবনোচিত লইবে না।—দা. ভ. অপু. পৃ. ৫২ ও ৫৩।

প্রমাণ। ।০ সুধীরা কহিয়াছেন বেদে * ও স্মৃতি তন্ত্রে † এবং লোকাচারে ‡ জায়া (ভর্ত্তার) শরীরের অর্দ্ধাংশ এবং পুণ্যাপুণ্য ফলের সমভাগিনী কথিতা পত্নী অনুগামিনী হউক বা জীবদ্দশায় থাকুক সাধ্বী হইলে স্বামির উপকারিণী। ব্রত উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠায়িনী নিত্য নিয়মজনা ক্লেশ-সহিষ্ণু এবং দানশীলা বিধবা অপুত্রা হইলেও স্বর্গগামিনী হয়॥—বৃহস্পতি।

বিধবা নারী সদা একাহার করিবে কোন ক্রমে দুই বার খাইবে না। সে পালঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে পতিত করে॥ বিধবা স্ত্রী আর কখন গন্ধদ্রব্য উপভোগ করিবে না এবং কুশ তিল ও জল দ্বারা প্রত্যহ ভর্ত্তার তর্পণ করিবে॥ বৈশাখ কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়মানুষ্ঠান করিবে। এবং স্নান দান ও তীর্থ যাত্রা ও বারম্বার বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করিবে।—স্মৃতি।

স্বামী অনেক দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার মৃত্যুর পরে যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা এবং গুরুশুশ্রূষণে নিযুক্তা থাকে, ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে সে ধর্ম্মে অরুন্ধতীর সমান ও স্বর্গগামিনী হয়। কাত্যায়ন।—বিবাদ ভঙ্গার্ণবে মৃতভর্ত্তৃকা ধর্ম্ম দ্রষ্টব্য।

* 'বেদে'—'এই আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী'। শ্রুতি।

† 'স্মৃতিশাস্ত্রে'—'যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়'। প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

‡ 'লোকাচারে'—উশনাদি প্রণীত নীতিশাস্ত্রে।

(ন) ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নমংশং পত্নী লভেত, নতু স্বাংশকৃৎস্নমিত্যর্থঃ।—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

(ন) 'ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নমংশং'—যাবদংশং হরেত, নতু বর্ত্তন জীবনোচিতমিতি। দা. ত. অপু. পৃ. ৫২ ও ৫৩।

।০ আম্নায়ে* স্মৃতিতন্ত্রেচ † লোকাচারেচ ‡ সুরিভিঃ। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া, পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥ শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া, পুণ্যাপুণ্যফলে সমা। অন্বারূঢ়া জীবতি বা, সাধ্বী ভর্তুর্হিতায় সা॥ ব্রতোপবাসনিরতা, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। দমদানরতা নিত্যমপুত্রাপি দিবং ব্রজেৎ॥—বৃহস্পতিঃ।

একাহারঃ সদা কার্য্যঃ, ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥ গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ। তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং, ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষ নিয়মং চরেৎ। স্নানং দানং তীর্থং যাত্রাং, বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ॥ স্মৃতিঃ।

অনেক দোষদুষ্টেঽপি, মৃতে ভর্ত্তরি যা সদা। সাধ্বাচারৈব তিষ্ঠেত, গুরুশুশ্রূষণেরতা॥ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সারুন্ধতীসমাচারা, স্বর্গলোকে মহীয়তে। কাত্যায়নঃ।—বিবাদ ভঙ্গার্ণবে মৃতভর্ত্তৃকাধর্ম্মো দ্রষ্টব্যঃ॥

* 'আম্নায়ে'—'অর্দ্ধো বা এক আত্মা পত্নীতি'। শ্রুতিঃ।

† 'স্মৃতিতন্ত্রে'—'পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ'। প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

‡ 'লোকাচারে'—অর্থ শাস্ত্রে—উশনসাদৌ।

রের অর্দ্ধেক এবং পুণ্যাপুণ্য ফলের সমভাগিনী॥ যাহার ভার্য্যা মরে নাই তাহার অর্দ্ধ শরীর জীবিত আছে,তবে আপনার অর্দ্ধ দেহ জীবিত থাকিতে অন্যে কি প্রকারে ধন পাইতে পারে॥ পুত্রহীন মৃতের জ্ঞাতি পিতা মাতা ও সহোদর বিদ্যমান থাকিতেও পত্নী তাহার ভাগ (অর্থাৎ ধন) হারিণী। পতিব্রতা (প) সাধ্বী স্ত্রী (ব) ভর্ত্তার আগে মরিলে তাহার অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, আর ভর্ত্তা তাহার পূর্ব্বে মরিলে পত্নী তাহার ধন গ্রহণ করে, এই সনাতন ধর্ম্ম॥ ভর্ত্তার অস্থাবর স্থাবর ধন, ও স্বর্ণ আর অন্য তৈজস, ধান্য, দ্রবদ্রব্য ও বস্ত্র লইয়া স্ত্রী মাসিক ও ষাণ্মাসিকাদি* (ম) শ্রাদ্ধ করিবে॥ ভর্ত্তার পিতৃব্য, পিতা, দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতুলকে এবং বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথি ও (পরিবারীয়) স্ত্রীগণের মৃতোদ্দেশে ত্যক্ত দ্রব্য ও অন্ন পানাদি দ্বারা সেবা করিবে॥ ভর্ত্তার সপিণ্ড বা বান্ধবগণ যে কেহ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া তাহার ধনহিংসা করে, রাজা তাহাকে চৌরদণ্ডে শাসন করিবেন †। বৃহস্পতি।

যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি। জীবত্যর্দ্ধে শরীরেঽর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ॥ সকুল্যৈর্ব্বিদ্যমানৈস্তু পিতৃ মাতৃ সনাভিভিঃ। অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণী॥ পূর্ব্বং প্রণীতাগ্নিহোত্রং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্ধনং। বিন্দেৎ পতিব্রতা (প) সাধ্বী (ব) ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ॥ জঙ্গমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রসাম্বরং। আদায় দাপয়েৎ শ্রাদ্ধং মাস ষাণ্মাসিকাদিকং * (ম)। পিতৃব্য গুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ॥ তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ। হিংস্যুর্ধনানি তান্ রাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ †॥—বৃহস্পতিঃ।

---

* অর্থাৎ মাসষাণ্মাসিকাদি শ্রাদ্ধ করিবেক। নিষেধ হেতু পার্ব্বণ করিতে স্ত্রীলোককে অধিকার নাই। মাস-শব্দে দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ উক্ত, ষাণ্মাসিক-শব্দে দুই উন ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ। এবং আদি শব্দে আর সপিণ্ডন আন্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বুঝায়, অতএব স্ত্রী অন্য শ্রাদ্ধ করিবে না।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* মাস ষাণ্মাসিকাদিকমিতি কুর্য্যাদিতি শেষঃ। পার্ব্বণস্য স্ত্রীণাং কর্তৃত্ব নিষেধাৎ অকরণং। অত্র মাস শব্দেন দ্বাদশ মাসিকান্যুচ্যন্তে, ষাণ্মাসিক শব্দেন দ্ব্যূনষাণ্মাসিকে; আদি শব্দাৎ সপিণ্ডন প্রত্যাব্দ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধানি গৃহ্যন্তে, অতোনান্যৎ কুর্য্যাৎ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৬। বি. দা ভা. দ্বী র. ৮।

(প) পতিব্রতার বর্ণনা হারীত ঋষি করিয়াছেন যথা—"পতি পীড়িত হইলে পীড়িতা, হৃষ্ট হইলে পুলকিতা। প্রবাসস্থ হইলে মলিনা হয়, এবং পতি মরিলে মরে যে স্ত্রী সেই সাধ্বী পতিব্রতা"—(দ্রষ্টব্য বি. দা. ভা. দী· র ৮। কিন্তু এস্থলে 'পতিব্রতা' পদে পতিশুশ্রূষাব্রতা জ্ঞেয়া, পতি মরিলে মরে এমত সাধ্বীপতিব্রতা জ্ঞেয়া নয়, যেহেতু তদ্রূপ পতিব্রতা মরিলেই তৎস্বত্বের শেষ হওয়াতে এস্থলে তাহা খাটে না।—দা. ভা. টী. পৃ· ১৬৭।

(প) পতিব্রতামাহ হারীতঃ—'আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে, প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ, সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা"—(দ্রষ্টব্যং বি. দা· ভা. দী· র· ৮)॥ অত্রতু 'পতিব্রতা'—পতি শুশ্রূষাব্রতা, নতু মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতেত্যুক্ত পতিব্রতা মরণেনৈব তদ্ধিস্পত্তেরত্রা-সম্ভবাৎ।—দা. ভা· টী. পৃ· ১৬৭।

পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত।

জায়া যদি শরীরের অর্দ্ধেক, তবে পুত্রাদি থাকিতেও সে কেন পতির ধন পাউক না? না, তাহা, পাইতে পারে না, যেহেতু 'ভর্ত্তার আত্মা পুত্র হইয়া জন্মে' (শ্রুতি)। 'পতি ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহ লোকে জন্ম গ্রহণ করে, এবং স্ত্রীর গর্ভে পতি পুনর্ব্বার জাত হয় বলিয়াই স্ত্রীর নাম জায়া হইয়াছে' [মনু অ.৯,ব. ৮]। "ব্রাহ্মণ সবর্ণাকে বিবাহ করিবেক, তদ্‌গর্ভে পিতামহেরা জন্ম গ্রহণ করেন, (পিতা) পুত্রকে আত্মরূপে সম্ভাষণ করিবেন। যথা 'নানা অঙ্গ হইতে বিশেষতঃ হৃদয় হইতে জন্মিয়েছ, তুমি আত্মা,পুত্র নামিত, শতজীবী হও'। হে আত্মারূপ পুত্র, যেহেতু পিতা মাতাকে অনুগ্রহ করিয়া পুং-নামে নরক হইতে ত্রাণ কর, অতএব তুমি পুত্র সংজ্ঞিত' [শঙ্খলিখিত]॥—ইত্যাদি দ্বারা পুত্রাদি পিতা প্রভৃতির স্বরূপ বোধ হইতেছে (বি· দা. ভা. দী র. ৮)। তথা মনু ও বিষ্ণু কহেন 'সুত পিতাকে পুং নামে নরক হইতে উদ্ধার করে, এই হেতু স্বয়ং স্বয়ম্ভু সুতকে পুত্র বলিয়াছেন (মনু অ. ৯, ব. ১৩৮;—বিষ্ণু, অ. ১৫, ব. ৪৩)। তথা হারীত কহেন 'পুং নামে নরক এবং ছিন্নতন্তু নামেও নরক আছে। যেহেতু তনয় পিতাকে তাহা হইতে ত্রাণ করে, অতএব সে 'পুত্র' কথিত'। তথা শঙ্খ লিখিত—'পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতা

ননু যদি শরীরার্দ্ধং জায়া তদা পুত্রাদিষু সংস্বপি সৈব তদ্ধনং গৃহ্নীয়াদিতি চেন্ন। যতঃ—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' (শ্রুতিঃ)। 'পতি র্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং, যদস্যাং জায়তে পুনঃ' [মনুঃ অ. ৯, ব. ৮]। 'ব্রাহ্মণঃ সবর্ণায়াঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ, তস্যাং পিতামহানাং তনবোঽনুসূয়ন্তে পুত্রোপচারেণাত্মানং সংমন্ত্রয়েৎ। অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং। আত্মা পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতুর্মাতুরনুগ্রহাৎ। পুন্নাম্নস্ত্রায়তে যস্মাৎ পুত্রস্তেনাসি সংজ্ঞিতঃ'। [শঙ্খ লিখিতৌ]। ইত্যাদিনা পুত্রাদীনাং পিত্রাদি স্বরূপত্বমবগম্যতে (বি. দা· ভা. দী. র. ৮)। তথাহি মনু বিষ্ণু—'পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা' (মনুঃ অ. ৯,ব.১৩৮);—বিষ্ণুঃ অ.১৫.ব. ৪৩। তথা হারীতঃ—'পুন্নামা নিরয়ঃ প্রোক্তশ্ছিন্নতন্তুশ্চ নৈরয়ঃ। তত্রৈব ত্রায়তে যস্মাৎ, তস্মাৎ পুত্র ইতি স্মৃতঃ'। তথা শঙ্খ লিখিতৌ—'পিতৃণামনৃণো জীবন্, দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং পিতা।

ব্যবস্থা। ২০। (ব) সাধ্বী -অব্যভিচারিণী, অতএব ব্যভিচারিণীর অধিকার নিবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার।—দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

প্রমাণ। /০ যে পত্নী ব্যভিচারিণী নয় সেই পতির ধনাধিকারিণী।—মিতাক্ষরাধৃত কাত্যায়ন।

৵০ অপকার-ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা অর্থনাশিনী ও ব্যভিচারিণী যে স্ত্রী সে ধন পাইবার যোগ্য নয়। --দা. ত. পৃ. ৪২।

২০। (ব) 'সাধ্বী'অব্যভিচারিণী তেন তদ্বিপরীতানামধিকারনিবৃত্তিরিতি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাঃ।—দা. ভা. টী. অপু. পৃ. ১৬৭।

/০ পত্নী ভর্ত্তুর্দ্ধনহরী যা স্যাদব্যভিচারিণী।—মিতাক্ষরাধৃত কাত্যায়নঃ।

৵০ অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী। ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রী ধনং নচ সার্হতি।—কাত্যায়নঃ। দায়তত্ত্ব, পৃ. ৪২।

জীবন কালেই পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন, এবং পুত্র জন্মিলে তাহাতে পিতৃ-ঋণ অর্পণ করিয়া আপনি স্বর্গী হয়েন। অগ্নিহোত্র ব্রত, তিন বেদ অধ্যয়ন, এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিলে তজ্জনকের ফলের ষোড়শাংশের একাংশও হইবে না। তথা মনু-শঙ্খ-লিখিত-বিষ্ণু-বশিষ্ঠ ও হারীত—'পুত্রদ্বারা লোকজয়ী হয়, পৌত্র দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ পায়, এবং প্রপৌত্রদ্বারা সূর্য্য লোক প্রাপ্ত হয়' (মনু. অ. ৯, ব. ১৩৭;—বশিষ্ঠ অ. ১৭, ব. ১৫;—বিষ্ণু অ. ১৫, ব. ৪৫। তথা যাজ্ঞবল্ক্য 'পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদ্বারা বংশের অবিচ্ছেদ ও স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়। (অ. ১, ব. ৭৪,—দা ভা. অপু. প্র. ১৭৯) ॥ এতাবতা পুত্র প্রভৃতি জন্মাবধি পিতার পারলৌকিক মহোপকার করাতে এবং পার্ব্বণ বিধ্যনুসারে মৃতকে পিণ্ডদান করাতে পুত্রাদির নিমিত্তেই পিতার ধন, ও সে ধনে মৃত পিতার উপকার হওয়াতে তদ্ধনে পুত্রাদির যে স্বামিত্ব শ্রুত সে ন্যায্য। অপিচ দায়ভাগ প্রকরণে পুত্রাদিকর্ত্তৃক পিতার নানাবিধ উপকার বর্ণনার (ধনাধিকার ব্যতীত) অন্য প্রয়োজন না থাকাতে মনুর মতে উপকার জন্যই ধনসম্বন্ধ বোধ হইতেছে (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮০)। অতএব মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের, পুত্রাদির অভাব মাত্রেই পত্নীর অধিকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এবং এমত হওয়াই উচিত। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৯।

স্বর্গী স তেন জাতেন, তস্মিন্ সংন্যস্য তদৃণং। অগ্নিহোত্রং এয়ো বেদা যজ্ঞাশ্চ শতদক্ষিণাঃ। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ তথা মনু-শঙ্খ-লিখিত বিষ্ণু—বশিষ্ঠ—হারীতাঃ—'পুত্রেণ লোকান্ জয়তি, পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপং'। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৩৭;—বশিষ্ঠঃ অ. ১৭, ব. ৫;—বিষ্ণুঃ অ. ১৫, ব. ৪৫)। তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ' (অ. ১, ব. ৭৪;—দা. ভা. অপু পৃ. ১৭৯) ॥—তদেবং পুত্রাদিভির্জন্মতঃ প্রভৃতি পিতুঃ পরলোকোচিত মহোপকার নিষ্পাদনাৎ, মৃতস্য তস্যাচ পার্ব্বণ বিধিনা পিণ্ডদানাৎ পুত্রাদ্যর্থং তদ্ধনং মৃতমেবোপকরোতীতি ন্যায়প্রাপ্তং পুত্রাদীনাং স্বামিত্বং শ্রুতং। অপিচ, যস্মাৎ দায়ভাগ প্রকরণে পুত্রাদীনাং নানাবিধ পিত্রাদ্যুপকারত্বকীর্ত্তনস্য অনন্যপ্রয়োজনকত্বাৎ উপাকারকত্বাদেব ধনসম্বন্ধো মনোরনুমত ইতি গম্যতে (দা ভা. অপু. ১৮০)। অতএব মৃতধনং পুত্র পৌত্রপ্রপৌত্রাণামেব প্রথমং ভবতি, পুত্রাদ্যভাব মাত্রেণ পত্ন্যধিকারঃ স্পষ্টমবগম্যতে,—যুক্তঞ্চৈতৎ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৯।

৶০ মৃতের স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী না হইলে, ঐ মৃতের ভ্রাতারা তাহাদিগকে যাবজ্জীবন জীবিকা দিবে, কিন্তু ব্যভিচারিণীদের জীবিকা কাড়িয়া লইবে। নারদ।

অনধিকার-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(ম) 'মাস ষাণ্মাষিক' বলাতে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের নিষেধ, এবং 'আদি' পদে আদ্যাদি প্রেতশ্রাদ্ধান্তর পরিগ্রহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।—দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

কোন কোন ঋষি পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রহীন মৃত ব্যক্তির ধনে সর্ব্বাগ্রেই পত্নীর অধিকার বলেন না। এবং কোন কোন ঋষি পত্নীর অধিকার এককালে নিষেধই করেন। কিন্তু জীমূতবাহন বৃহস্পতির উক্ত সপ্তবচন সিদ্ধান্তস্বরূপ তুলিয়া কহিতেছেন—'এই সপ্ত বচন বলে পুত্র (পৌত্র প্রপৌত্র) হীন মৃত ব্যক্তির স্থাবর জঙ্গম স্বর্ণাদি যাবতীয় ধন সহোদর ভ্রাতা, পিতৃব্য, দৌহিত্রাদি থাকিতেও পত্নীই কেবল পাইবে। যাহারা তদ্ধন গ্রহণে প্রতিপক্ষ হয়, কিম্বা স্বয়ং গ্রহণ করে, তাহারা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়,' বৃহস্পতি ইহা কহিয়া পত্নী থাকিলে পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির ধনাধিকার সুদূরে নিরস্ত করিতেছেন' (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭)। অনন্তর তদ্বিরুদ্ধ বচন সকলেরও সমাধা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে সম্যগ্রূপে পত্নীর অধিকার নিশ্চিত করিতেছেন, যথা—'সম্প্রতি হলায়ুধ প্রভৃতি ধীমানেরা সমাধা করিতেছেন যে বিষ্ণু প্রভৃতির বচনানুসারে স্পষ্ট জানা যাইতেছে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের অভাব মাত্রে পত্নীর অধিকার, এবং ইহাই ন্যায্য'।—দা. ভা. অপু. পৃ ১৭৯।

৶০ ভরণঞ্চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামা জীবনক্ষয়াৎ। রক্ষন্তি শয্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাসুচ।—নারদঃ।

বিভাগানধিকার-প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

(ম) মাসষাণ্মাসিকেত্যনেন পার্ব্বণনিষেধঃ। আদিনা—আদ্যাদি প্রেতশ্রাদ্ধান্তর পরিগ্রহ ইতি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

কেনচিৎ ঋষিণা পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রহীনস্য মৃতস্য ধনে প্রথমেব পত্ন্যধিকারো নোক্তঃ। কেনচিৎ সর্ব্বদৈব পত্ন্যধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। কিন্তু জীমূতবাহনেন বৃহস্পতি-বচনানি সিদ্ধান্তিতান্যেবোদ্ধৃত্যোক্তং—"তদেতৈঃ সপ্ত বচনৈরপুত্রস্য মৃতস্য যাবদ্ধনং স্থাবর জঙ্গম হেমাদিকং ভর্ত্তুস্তৎ সর্ব্বং সোদরভ্রাতৃ পিতৃব্য দৌহিত্রাদিষু সৎস্বপি পত্ন্যা এবেতি। যেতু তদ্ধন গ্রহণে প্রতিপক্ষাঃ স্বয়মেব বা গৃহ্নন্তি তে চৌরবদ্দণ্ডনীয়া' ইতি ব্রুবাণো বৃহস্পতিঃ পত্নী সদ্ভাবে পিতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতীনাং ধনাধিকারং সুদূরং নিরস্যতি' (দা. ভা. অপু. ১৬৭)। অনন্তরং তদ্বিরুদ্ধবচনানিচ সমাধায় বক্ষ্যমাণবাক্যেন তেন পত্ন্যধিকারঃ সম্যগ্ ব্যবস্থিতঃ; তদ্যথা, 'সম্প্রতি ধীমদ্ভিঃ সমাধীয়তে—তত্র বিষ্ণ্বাদি বচনেভ্যঃ পুত্রাদ্যভাবমাত্রেণ পত্ন্যধিকারঃ স্পষ্টমবগম্যতে, যুক্তঞ্চৈতৎ'।—দা ভা. অপু. পৃ. ১৭৯।

বঙ্গ ভিন্ন অন্য দেশমান্য নিবন্ধাদিগের মতে পতি অবিভক্ত কিম্বা সংসৃষ্ট হইলে পত্নী অধিকারিণী নয়। কিন্তু জীমূতবাহন বৃহস্মনুবচন ব্যাখ্যান্তে বিচারপূর্ব্বক উপরোক্ত মত খণ্ডন করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিয়াছেন "অতএব বিভক্ত বা সংসৃষ্ট হউক অপুত্র ভর্ত্তার যাবতীয় ধনে পত্নীর অধিকার—এই যে জিতেন্দ্রিয়-মত তাহা মান্য"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৪। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও এই মতাবলম্বি।

বঙ্গেতর প্রদেশাদৃতনিবন্ধৄণাং মতে ভর্ত্তর্য্যবিভক্তে সংসৃষ্টে বা পত্নী নাধিকারিণী, জীমূতবাহনস্তু বৃহস্মনুবচনব্যাখ্যাবসরে তন্মতং খণ্ডয়িত্বা বিচারান্তে নিষ্কর্ষমেবমুক্তবান্—"অতোবিভক্তাদ্যনপেক্ষয়ৈব অপুত্রস্য ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নধনে পত্ন্যধিকারো জিতেন্দ্রয়োক্ত আদরণীয় ইতি"*। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৪। এতন্মতাবলম্বিন এব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাদয়ঃ।

কাশীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি—বনাম—দিগম্বর রায়।

নজীর
২০ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ কৃষ্ণদেব রায়ের পুত্র দিগম্বর রায় আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ রায়ের পুত্রগণের নামে সাধারণ বিষয়ে তাহার যে অংশ তন্নিমিত্তে নালিশ করে। উভয় পক্ষ হইতে আর্‌জি জওয়াব্ জওয়াবলজওয়াব্ ও রদ্দজওয়াব্ দাখিল্ হওয়ার পর, কৃষ্ণদেব রায়ের অন্য পুত্র রাজচন্দ্র রায়ের স্ত্রী গৌরমণি পৈতৃক সাধারণ বিষয়ে নিজ পতির যোগ্যাংশ পাওনের নিমিত্তে দাওয়া উপস্থিত করে। বিচার হইল যে কৃষ্ণদেব রায়ের পৈতৃক বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে গৌরমণি স্বীয় পতি রাজচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারিণীরূপে একাংশ পায়, কাশীনাথের উত্তরাধিকারিরা একাংশ, এবং রেস্পণ্ডেন্ট্ দিগম্বর রায় একাংশ পায়।—২৮ মে ১৮১৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২৩৭।

হেমলতা দেবী—বনাম—গোলোকচন্দ্র গোস্বামী।

৵০ কৃপানন্দ ও ব্রজানন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি লোকান্তর গত হয়েন। পরে ব্রজানন্দ দোকৌড়ি নাম্নী পত্নী ও গোবিন্দ চন্দ্র নামক এক পুত্র, এবং এক কন্যা রাখিয়া মরে। অনন্তর ঐ পুত্র ও কন্যা তাহারদের মাতা বর্ত্তমানে মরে। কৃপানন্দ বাদিনীর পতি মহানন্দ গোস্বামি এবং গোলোকচন্দ্র গোস্বামি এই দুই পুত্র রাখিয়া মরেন, এবং এই দুই ব্যক্তি বিদ্যমানে তৎ পিতৃব্য ব্রজানন্দের পত্নী দোকৌড়ির মৃত্যু হয়। ব্রজানন্দের পত্নীর মৃত্যুর পর মহানন্দ ও গোলোক দুই ভ্রাতায় এজমালিতে পৈতামহ বিষয়াধিকারি ও ভোগি হয়েন।

---

* দ্রষ্টব্য—কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৭৫। বি. দা. ভা. স্বী. রু. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৮৫।

সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা হওয়াতে তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে—"ব্রজানন্দের মরণে তাহার ধন তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অর্শে, গোবিন্দচন্দ্র পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র ও পিতৃ হীন অবস্থায় মরাতে তাহার যোগ্যাংশ তন্মাতা দোকৌড়িকে অর্শে। উক্তাবস্থায় ঐ বিষয় দোকৌড়িকে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা ছিল না, (যেহেতু) তাহা তন্মরণান্তে তৎস্বামির দায়াদকে (অর্থাৎ মহানন্দ ও গোলোকচন্দ্রকে) অর্শে, এবং মহানন্দের পত্নী হেমলতা দেবী (মৃত) পতির ধনাধিকারিণী"। পণ্ডিতের এই ব্যবস্থায় এমত প্রকাশ হওয়াতে যে ব্রজানন্দের পত্নী দোকৌড়ির মরণান্তে ব্রজানন্দের অংশে বাদিনীর পতি ও তদ্ভ্রাতা (গোলোকচন্দ্র) একত্র অধিকারি, (সদর) আদালত উক্ত ব্যবস্থানুসারে বাদিনী হেমলতাকে তৎপতির উত্তরাধিকারিণী জ্ঞানে তাহার দাবী ডিক্রী করিলেন।—১ জুলাই ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১০৮।

৶০ লালবেহারী (ধর) এক স্ত্রী অর্থাৎ প্রতিবাদিনীকে এবং চৈতন্যচরণ নামক এক পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। পরে ঐ পুত্র আপন স্ত্রীকে (অর্থাৎ বাদী যাহার স্থানে পাট্টা পাইয়াছে এবং যাহার স্বত্ববিষয়ক এই মকদ্দমা সেই আসল বাদিনীকে) রাখিয়া মরে। প্রতিবাদিনী আপত্তি করে যে লালবেহারীধর মরণকালীন বাচনিক উইল্ করিয়া যায়। এই উইল্ এক সাক্ষিদ্বারা প্রমাণ হয়, উপস্থিত আর দুই সাক্ষি এই হেতুতে অগ্রাহ্য হয় যে উক্ত উইলে তাহারদিগকে ধন দত্ত হইয়াছে,—এই এজহারে তাহারাও দাওয়া করে। প্রত্যুত্তরে এমত সকল কথা প্রমাণ হইল যাহা উইলের বিরুদ্ধ, এবং যাহা ঐ উইলের পর ও লালবেহারির মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক কথিত হয়।

১১, ১২, ও ১৪ এপ্রেল তারিখে এজ্লাস্ কামেলে এই মকদ্দমার তজ্‌বীজ্ হয়, পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নানুসারে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ নিমিত্তে বিচার স্থগিত থাকে।

প্রশ্ন—যজ্ঞদত্ত নামক এক বিবাহিত হিন্দু দেবদত্ত নামক এক পুত্র রাখিয়া মরিলে ঐ পুত্র তদ্বিষয়াধিকারী হয়, দুই বৎসর পরে সে এক স্ত্রী রাখিয়া নিসন্তান মরে, এমত অবস্থায় (মৃত) দেবদত্তের স্ত্রী নিজ পতির সমস্ত বিষয়াধিকারিণী কি যজ্ঞদত্তের স্ত্রীও তাহার কোন অংশ ভাগিনী?

পণ্ডিতদিগের মধ্যে গোবর্দ্ধন কমল শর্ম্মা ব্যবস্থা দিলেন যে প্রতিবাদিনী অর্থাৎ আসল বাদিনীর শাশুড়ী বিষয়াধিকারিণী। কিন্তু আদালত এই ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া, রামচরণ শর্ম্মার ব্যবস্থানুসারে আসল বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন। শেষোক্ত পণ্ডিত বৃহস্পতির সপ্ত বচন ও তাহার পরে দায়ভাগে লিখিত জীমূতবাহনের ব্যবস্থা (পৃ. ৩০ ও ৩২) ও যাজ্ঞবল্ক্যবচন এবং বিষ্ণুবচন কতিপয়েরকিয়দংশ (পৃ. ২৬ ও ২৭), এবং কুল্লূক ভট্টের মনুটীকা প্রমাণস্বরূপ তুলিয়া স্বীয়মত প্রকাশপূর্ব্বক কহেন "রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের ব্যবস্থার্ণব, রঘু-

নন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকৃত দায়তত্ত্ব, চণ্ডেশ্বরকৃত বিবাদরত্নাকর, বাচস্পতিমিশ্রকৃত বিবাদচিন্তামণি, কুল্লূক ভট্টের মনু-টীকা, ভট্টারক পরমহংসকৃত মিতাক্ষরা, এবং অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থানুসারে আমি আত্মমত প্রকাশ করিলাম"।—চেম্বরস্‌ নোট্‌স্‌—১১, ১২, ও ১৪ এপ্রেল, ১১ জুলাই, ও ১৮ নবেম্বর ১৭৯৪। মন্ট্রিও সাহেবের সংগৃহীত হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৩৯৩।

রাধামণি দেবী—বনাম—শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র।

।০ কোন অবীরা স্বামির যোগ্যাংশ পাইবার নিমিত্তে তদ্‌ভ্রাতাগণের নামে নালিশ করে, তাহাতে তাহারা আপত্তি করে যে তাহাদের ভ্রাতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন স্থাবর সম্পত্তি তাহাদিগকে দান করিয়াছে; বাদিনী কেবল জীবনোচিত পাইবার যোগ্যা। আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ জন্যে এই প্রশ্ন করিলেন যে—"(প্রতিবাদী) রেস্‌পণ্ডেণ্টেরা (স্বত্বত্যাগপত্র নামক) যে দলীল উপস্থিত করে তাহা যদি বাদিনীর স্বামী যে পীড়াতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই সঙ্কট পীড়ায় পীড়িতাবস্থায় মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়া থাকে তবে এমত দলীল শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?" পণ্ডিতেরা উত্তর করিলেন "সঙ্কটরূপে পীড়িতাবস্থায় স্থাবর কিম্বা জঙ্গম বিষয় দান করিলেই যে তাহা অসিদ্ধ এমত নহে কিন্তু দান-করনিয়া ব্যক্তির যদি তৎকালীন মন সুস্থ থাকে, তবে সে দান সিদ্ধ, নতুবা অসিদ্ধ"। পরন্তু এমত প্রমাণ না হওয়াতে যে দানকালে দানকর্ত্তা সুস্থিরচিত্ত ছিল, উক্ত স্বত্বত্যাগপত্র অগ্রাহ্য এবং বাদিনী নিজ স্বামির বিষয়াধিকারিণী বিবেচিতা হইয়া তৎপক্ষে এই হুকুমে ডিক্রী হইল যে তাহার মরণান্তে ঐ বিষয় তৎস্বামির দায়াদকে অর্শিবে।—২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৮০৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৮৫।

।৶০ শ্রীমতী তনুমণি বিধবার ও অন্য এক জনের বিরুদ্ধে রাজকিশোর সেটের মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট্‌ প্রথমতঃ ভ্রমবশতঃ বঙ্গদেশীয় অবিভক্ত মৃতভ্রাতার পত্নীকে কেবল জীবনোচিত দেওয়াইবার মত করেন, কিন্তু শেষে এই হুকুমে ডিক্রী দেন যে সে (পত্নী) পতির অংশ ভোগে অধিকারিণী।—মন্ট্রিওর সংগৃহীত হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৪১৩।

এবং নিম্নলিখিত মকদ্দমা কতিপয়-ও দ্রষ্টব্য—

রাধাচরণ রায়—বনাম—কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ২৫ ফিব্রুওয়ারি ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩।

রাজবল্লভ ভুঞা—বনাম—মোসম্মাৎ বনিতা দেয়ী। ১৪ আগষ্ট ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৪।

নীলকান্ত রায়—বনাম—মণিচৌধুরাণী। ২৫ জুন ১৮০২। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৫৮।

শ্রীনাথ শর্ম্মা—বনাম—রাধাকান্ত। ২৪ নবেম্বর ১৭৯৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৫।

রাধামণি বিধবা—বনাম—নীলমণি দাস।

নজীর
২০ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

গৌরহরি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অর্থাৎ) প্রতিবাদী পিতৃ স্থাবর ধনাধিকারি হইয়া মাতা ও ভগিনীর সহিত একত্র বাস করিত। পরে গৌরহরি নিস্‌সন্তান মরিলে তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ বাদী যাহার স্থানে পাট্টা পাইয়াছে সেই আসল বাদিনী) কলিকাতাস্থ অবিভক্ত বাটী ও ভূমির অর্দ্ধাংশের নিমিত্তে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আসল বাদিনী আপন শাশুড়ীকে সাক্ষি মানিলে সে ক্রস্‌ সওয়ালের জওয়াবে সাক্ষ্য দিল যে তাহার ঐ পুত্রবধূ তৎপতির মরণান্তর ব্যভিচারিণী হয়, এবং অনেক দিবস হইল পতিগৃহ ও পতিকুলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে। মকদ্দমার সময়ে ঐ বধূ আপন পিতা ও ভ্রাতার গৃহে বাস করিতেছিল।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ্‌ শ্রীযুক্ত চেম্বরস্‌ সাহেব, ও অন্যান্য জজেরা—শ্রীযুক্ত হাইড্‌ সাহেব, জোনস্‌ সাহেব ও ডক্কিন্‌ সাহেব এই বিবেচনা করিয়া যে আসল বাদিনী ব্যভিচারিণী হওয়াতে পতির ধনে স্বত্ব ঘুচাইয়াছে, মকদ্দমা ননস্যুট করিলেন। স. কো. মন্টি্ৰ ওর হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ. পৃ. ৩১৪ ও ৩১৫।

দ্রষ্টব্য—গোলোকচন্দ্রচক্রবর্ত্তী—বনাম—রাজরাণী ও জয়গোপাল চৌধুরী। ২৭ জানওয়ারি ১৮১৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১৬৭।

এবঞ্চ অনধিকার প্রকরণে দ্রষ্টব্য—রাজকুমারী দাসী—বনাম—গোলাবী দাসী। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল, স. দে. আ. ডি. পৃ. ১৮৯১।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্‌ উইলিয়ম্‌ মেক্‌নাটন্‌ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন। কোন অপুত্র ব্রাহ্মণ জননী ও পত্নী রাখিয়া মরে। হিন্দু-দায়-শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর ধনে জীবিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কাহার অধিকার? জননী ও পত্নী একান্নে থাকিলে দায়াধিকারের নিয়ম কি, পৃথক্‌ থাকিলেই বা কি প্রকার?

পত্নী থাকিতে মাতা অধিকারিণী নয়।

উত্তর। পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-হীন ব্যক্তি মরিলে, তাহার মাতা তৎপত্নীর সঙ্গে একান্নে থাকিলেও পত্নীই (পতির) ধনাধিকারিণী, এই নিয়ম। পত্নী থাকিতে জননী কোনক্রমে ধনাধিকারিণী হইতে পারেন না। এই যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা।—জিলা চট্টগ্রাম। ২২ মে ১৮২৭ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১, সেক্‌ ২, মকদ্দমা ১, (পৃ. ১৮)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি পত্নী ও এক সহোদর রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। দায়-শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির ধনে পত্নী অধিকারিণী, অথবা ঐ পত্নীকে প্রতিপালন করিলে ভ্রাতা অধিকারী হইতে পারে?

বঙ্গদেশে পত্নী সত্ত্বে ভ্রাতা অধিকারী নয়।

উত্তর। বঙ্গদেশীয় দায়-শাস্ত্র-মতে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পত্নী যাবজ্জীবন পতির স্থাবরাস্থাবর ধনোপভোগে অধিকারিণী, পত্নী থাকিতে ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী হইতে অধিকার নাই। প্রমাণ বৃহস্পতি, বৃহন্মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু (২৩, ২৪, ও ২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদি মতানুমতা।—ঢাকা কোর্ট-আপীল। ১৯ আগষ্ট ১৮৮১৯ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ১, মকদ্দমা. ২, (পৃ. ১৮)।

প্রশ্ন ১। এক ব্যক্তি পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, দুহিতা ও দৌহিত্র রাখিয়া মরে; এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তির অর্জ্জিত ধনে এই কএক ব্যক্তির কে কি অংশ পাইবে?

মৃত ব্যক্তির পিতা ভ্রাতা, পত্নী, দুহিতা ও দৌহিত্র দায়াদ থাকিলে সাধারণ ধন যে প্রকারে বিভাজ্য ও যাহার প্রাপ্য—

উত্তর ১। মৃত ব্যক্তি যদি পিতৃধনের অনুপঘাতে উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী, দুহিতা, দৌহিত্র, পিতা, ও ভ্রাতা রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার উপার্জ্জিত ধন চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই অংশ পিতাকে অর্শিবে এবং অবশিষ্ট দুই অংশ স্ত্রী পাইবে। কাত্যায়ন কহেন—"পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই ভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক পিতা গ্রহণ করেন। অপুত্র মৃত ব্যক্তির অব্যভিচারিণী ও গুরুকুলবাসিনী পত্নী ক্ষান্তা হইয়া মরণ পর্য্যন্ত (পতিধন) ভোগ করিবে। তাহার স্বত্বনাশানন্তর (তৎপতির) দায়াদেরা পাইবে"। যদি ঐ ধন পিতৃদ্রব্যের উপঘাতে উপার্জ্জন করা হইয়া থাকে, এবং অর্জ্জক উক্ত কএক ব্যক্তিকে রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে পুত্রার্জ্জিতধনের অর্দ্ধেক পিতার, এবং (অবশিষ্ট তিন ভাগ হইয়া) দুই ভাগ অর্জ্জকের পত্নীর ও এক ভাগ ভ্রাতার প্রাপ্য।

প্রশ্ন ২। এক ব্যক্তি দুই ভ্রাতার সহিত অবিভক্তাবস্থায় পিতৃধনের উপঘাতে বা অনুপঘাতে স্থাবরাস্থাবর ধন উপার্জ্জন করে, এবং পিতার সম্মতিক্রমে পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেয় ও লয়। ঐ বিভাগ রীতিমত হয়, এবং ভ্রাতারা পরস্পর তদ্বিষয়ক দস্তাবেজ লিখিয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তি পিতা বিদ্যমানে মরে, অনন্তর তৎপিতা লোকান্তর গত হয়। এমত অবস্থায় ঐ মৃত ভ্রাতার ধন তৎপত্নী, কন্যা ও দৌহিত্রই কেবল পাইবে অথবা তাহার জীবিত ভ্রাতারাও কোন অংশ পাইবে?

উত্তর ২। উক্ত রূপ অবস্থায় পত্নীই কেবল পতিধনাধিকারিণী।

প্রশ্ন ৩। উপরি উক্ত ব্যক্তি ও তদ্ভ্রাতারা যদি পিতার সম্মতি বিনা পৈতৃক ও স্বস্ব অর্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া থাকে, আর ঐ বিভাগ যদি রীতি-

মত বিভাগ-পত্র লিখিত পঠিত হওন দ্বারা হইয়া থাকে, এবং সেই বিভাগ পত্র অসিদ্ধ বলিয়া পিতা যদি আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং যদি ঐ ব্যক্তি পিতার অগ্রে (ও পিতা তাহার পরে) মরিয়া থাকেন, তবে এমত অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র, ও ভ্রাতাদের মধ্যে কাহাকে মৃত ব্যক্তির ধন অর্শে?

পিতার মরণকালীন এক পুত্র মরিলে তৎ পত্নী ও ভ্রাতার মধ্যে যেমত অবস্থায় বিভাগ হইতে পারে তাহা—

উত্তর ৩। উক্তাবস্থায়, (মৃত ব্যক্তির অধিকৃত) ধনের যে পরিমাণ পৈতৃক সাব্যস্ত হয় তাহাতে ভ্রাতারা অধিকারি; এবং যে ধন এমত প্রমাণিত হয় যে মৃত ব্যক্তি পৈতৃক ধনের উপঘাতে উপার্জন করিয়াছে, প্রথমে তাহার অর্দ্ধেক ভ্রাতারা পিতৃস্বত্ব বলিয়া পাইবে, অনন্তর অবশিষ্ট ধনের দুই অংশ (মৃত ব্যক্তির) পত্নী পাইবে, এবং ভ্রাতাদের প্রত্যেকে একাংশ পাইবে। আর যদি পিতৃদ্রব্যের কোন উপঘাত বিনা মৃত ব্যক্তি ধন উপার্জন করিয়া থাকে তবে তৎপিতার মরণে ভ্রাতারা পিতৃযোগ্যাংশ বলিয়া ঐ ধনের অর্দ্ধেক লইবে, এবং অবশিষ্ট ধনের অর্দ্ধেক পত্নী পাইবে।

প্রশ্ন ৪। ধনির পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে তৎকন্যা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পিতৃধনের নিমিত্তে পিতৃব্যের নামে নালিশ করিতে পারে কি না?

পত্নী থাকিতে কন্যা দাওয়া করিতে পারে না।

উত্তর ৪। মাতা জীবদ্দশায় থাকিতে কন্যা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পিতৃধনের নিমিত্তে পিতৃব্যের নামে নালিশ করিতে পারে না।

প্রশ্ন ৫। কোন মৃত ব্যক্তির পত্নী স্বামির ধনের নিমিত্তে দেবরগণের নামে নালিশ করিয়া পরে পতি-ধনে তাহার নিজ স্বত্ব এবং পতির কন্যার ও দৌহিত্রের (ভাবি) স্বত্ব-ও ত্যাগ করিয়া দেবরদিগকে এক পরিত্যাগপত্র লিখিয়া দেয়, এমত অবস্থায় ঐ কন্যা তাহার মাতা ও পিতৃব্যগণের নামে সাধারণ বিষয়ে পিতৃযোগ্যাংশের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে কি না?

কিন্তু কন্যার স্বত্ব ধ্বংস হয় এমত কর্ম্ম যদি মাতা করেন তবে কন্যা দাওয়াদার হইতে পারে।

উত্তর ৫। যদি উক্ত পত্নী পতির যোগ্যাংশ পাওনের নিমিত্তে দেবরগণের নামে নালিশ করিয়া পরে কন্যার ও দৌহিত্রের স্বত্ব ধ্বংস করিবার মানসে পরিত্যাগপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহার নিমিত্তে কন্যাকে মাতা ও পিতৃব্যগণের নামে নালিশ করিতে অধিকার আছে। দায়াদ থাকিলে স্ত্রীধন বিনা অন্য কোন ধন হস্তান্তর করিতে পত্নীকে শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

এরূপ হস্তান্তর করণে ক্রমাগত জীবিকা নষ্ট হয় (তাহা অসম্মত, যথা মনু) "যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, এবং যাহারা যথার্থতঃ গর্ভে স্থিত,

তাহারা সকলেই জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে ; জীবিকা লোপ করা গর্হিত কর্ম্ম॥”—জিলা হুগলী, ৮ জুলাই, ১৮১৫ সাল। মেক্‌. হি ল. বা. ২, সেক্‌. ২, মকদ্দমা ৭. (পৃ. ২৩, ২৪, ২৫, ২৬। বিভাগ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তিনি আপন তাবৎ সকর ও নিষ্কর ভূমি এবং বাটীর লওয়াজিমা দুই পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন, আপনার নিমিত্তে কিছু রাখিলেন না ; কিন্তু তৎকালে এই শর্ত্ত থাকে যে তিনি যত দিন বাঁচিবেন পর্য্যায় ক্রমে ছয় মাস জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও ছয় মাস কনিষ্ঠ পুত্রের সংসারে থাকিয়া প্রতিপালিত হইবেন। বিভাগকালে ঐ ব্যক্তির নগদ্‌ টাকা ছিল না, কিন্তু তৎপরে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু নগদ্‌ টাকা উপার্জ্জন করে, ঐ টাকা লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র বাণিজ্য করে, কিন্তু তৎকালে সেও কোন বিষয় উপার্জ্জন করে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরে, তৎপরে তৎপিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও দুহিতাকে রাখিয়া মরেন। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাগে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে তম্মরণান্তে তৎপত্নী অধিকারিণী হইল ; কিন্তু কনিষ্ঠ মরিলে তাহার পত্নী ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে তৎপতির অংশ হইতে বেদখল করিয়া দিল। এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী কি অংশ পাইতে যোগ্যা ?

যেমত অবস্থায় মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের পত্নী সমভাগিনী, তাহা—

উত্তর। উক্ত দুই ভ্রাতা পিতৃকৃত বিভাগে ধন পাইয়া জ্যেষ্ঠ যদি কিছু ধন উপার্জ্জন করত পিতা বর্ত্তমানে পত্নী রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে বিভাগে সে যেকিছু পাইয়াছিল তৎসমুদয় তৎপত্নীর প্রাপ্য ; এবং যে কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগ তৎপত্নীর প্রাপ্য, এবং অন্য দুই ভাগে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর অধিকার।—জিলা হুগলি, মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চা. ১, সেক্‌. ২, মকদ্দমা ১৩, (পৃ. ৩১, ৩২)। বিভাগ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি এক স্ত্রী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাখিয়া মরে। তাহার মরণান্তর তৎস্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। এবং ভিন্নজাতীয় উপপতির ঔরসে তাহার একটা সন্তানও জন্মে, কিন্তু ঐ ভ্রাতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করে না ; এমত অবস্থায় ঐ স্ত্রী ও ভ্রাতার মধ্যে কে ঐ মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারী ? যদি ঐ স্ত্রী স্বামির জীবন-কালেই পরপুরুষগামিনী হইয়াথাকে ও সেই দোষে পরিবার হইতে বহিষ্কৃতা এবং অপবাদযুক্তা হইয়াথাকে, তবে এমত স্ত্রী বিধবা হইলে স্বামির ধনে তাহার কোন স্বত্ব আছে কি না ?

ব্যভিচারিণী বিধবার পতি ধনে অধিকার নিবৃত্তি।

উত্তর। প্রচলিত মত এই যে পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্র-হীন কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার ধার্ম্মিকা স্ত্রী ধনাধিকারিণী ; কিন্তু সে যদি স্বামী মরিলে ব্যভিচারিণী হয়, তবে তদ্ধনাধিকারে তাহার অধিকার থাকে না। অতএব এমতঅবস্থায় ঐ বিধবাকে উক্ত বৈমাত্রেয় ভাই দূর করিয়া দিবে। স্বামির জীবনকালেই ব্যভিচারিণী হয় যে স্ত্রী তাহারো এই দশা। ইহার প্রমাণ দায়ভাগে ও আর

আর গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, বৃহন্মনু, ও নারদ বচন (দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৪, ২৭, ২৮ ও ২৯,)।—জিলা হুগলি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ২, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ১৯, ২০।

প্রশ্ন। দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন কএক পুত্র রাখিয়া মরে এবং ঐ পুত্রেরা (এই মকদ্দমা কালীন) জীবিত থাকে। অন্য ভ্রাতা এক পুত্র রাখিয়া মরে। অনন্তর শেষোক্ত পুত্র এক স্ত্রী রাখিয়া মরে, ও সে বিধবা ব্যভিচারিণী হয়। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা তৎস্বামির ধনে স্বত্ববতী কি না? যদি সে স্বত্ববতী না হয়, তবে ঐ ধন কাহাকে অর্শে?

ব্যভিচারিণীকে তৎপতির গৃহ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উত্তর। যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ বিধবা ব্যভিচারিণী হইয়াছে তবে তৎস্বামির ধনে তাহার কোন স্বত্ব নাই, এবং স্বামির গৃহ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত হয়। তৎস্বামির ধন তৎপিতৃব্য পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃব্য-পুত্রকে অর্শে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদিমতানুমতা।—জিলা ২৪ পরগণা। ১৮ জুলাই, ১৮১১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, সেক্. ২, মকদ্দমা ৪, পৃ. ২১।

ব্যবস্থা ২১। পতি যে ধনে স্বত্ববান্ হইয়াছিল তন্মরণে পত্নী সেই ধনে অধিকারিণী,—পতি বাঁচিয়া থাকিলে যদ্ধনে অধিকারী হইত পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী নয়।	২১। যত্র ধনে পত্যুঃ স্বত্বং, তন্মরণে তদেব পত্ন্যধিকর্ত্তুমর্হতি, নতু পত্যুর্ভবিষ্যৎস্বত্বসম্বন্ধং ধনমিতি।

রাণী ভবানী দেবী ও রাণী মহামায়া দেবী আপিলান্ট্—
বনাম—রাণী সূর্য্যমণি দেবী।

নজীর
২১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কোন হিন্দু চারি পুত্র রাখিয়া মরে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র স্ব স্ব পত্নী রাখিয়া নিঃসন্তান মরে, তৃতীয় স্ত্রী-পুত্র-হীন মরে; চতুর্থ দত্তকরূপে অন্যকে দত্ত হওয়াতে জনকের ধনে নিস্স্বত্ব হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীরা সাধারণ বিষয়ে স্ব স্ব পতির যে যোগ্যাংশ তাহা অথচ পতির ভ্রাতার অংশ দাওয়া করে; কিন্তু তাঁহারা ঐ২ অংশের স্বতন্ত্র দখলের দাবী ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত না করিয়া বিষয়ের আর২ অংশের সহিত (তৎ পরিবারীয়) অন্য এক ভাগির অধ্যক্ষতাধীনে থাকিতে দিয়া ব্যয় নির্ব্বাহার্থে (কেবল) কতক ভূমি লইয়াছিল। বিচার হইল যে যেহেতু (বাদিনী) আপিলান্টেরা অধ্যক্ষভাগির সহিত পৃথক্ হয় নাই কিম্বা স্ব স্ব পতির ধন পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করে নাই, অতএব দাবী চালান স্থগিত রাখাতে সাধারণ ধনে তাহাদের

যে অংশ তাহা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত জ্ঞাতির দখলে থাকিলেও লোপ হয় না। কিন্তু উক্ত বিধবারা স্ব স্ব পতির অংশেই কেবল অধিকারিণী, দেবরের যোগ্যাংশে নয়; যেহেতু সে তাহাদের পতির পর মরিয়াছে; এতাবতা তাহার অংশ তাহার যথাশাস্ত্র দায়াদগণকে অর্শে।—১২. মে, ৮১০৬, সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৩৫।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং স্যর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। ভূম্যধিকারি (ভ্রাতৃ) ত্রয়ের মধ্যে দুই জন এক এক স্ত্রী রাখিয়া মরে, এবং তৃতীয় দুই পুত্র রাখিয়া মরে। অনন্তর উক্ত দুই বিধবা এবং (শেষে মৃত ভ্রাতার উক্ত) দুই পুত্র মিলিত রূপে পৈতৃক স্থাবর বিষয়াধিকারি হয়। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মরে, তৎপরে তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক স্ত্রী ও ভ্রাতা রাখিয়া মরে, তাহার পর ঐ ভ্রাতা অবিবাহিত মরে; অবশেষে দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রীও মরে। এক্ষণে কেবল তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের পত্নী, ও তাহার স্বামির পঞ্চম পুরুষীয় এক জ্ঞাতি বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে স্থাবর ধনাধিকারী?

উত্তর। উক্তরূপ অবস্থায়, সপিণ্ডের ধনে উক্ত বিধবার অধিকার নাই।

প্রমাণ।—দায়ভাগে স্মৃত বৌধায়ন ঋষি 'নারী ধন পাইবার যোগ্যা' ইত্যাদি কথনপূর্ব্বক (বিশেষে) বলিতেছেন 'দায় পাইবার যোগ্যা নয়, যেহেতু স্ত্রীলোক এবং নিরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়-শূন্য) ব্যক্তিরা দায়াধিকারের যোগ্য নয়'। দায় পাইবার যোগ্যা নয় বলাতে ইহা বলা হইল যে কোন স্ত্রী সপিণ্ডাদির উত্তরাধিকারিণী হইতে অযোগ্যা। অতএব পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতি-ই ধনাধিকারী। দায় ভাগে ধৃত মনু-বচনেরও এই ভাব যে 'যে সপিণ্ড নিকটতর, সেই ধনাধিকারী'। কুল্লূক ভট্ট উক্ত বচনের টীকায় কহিতেছেন 'সপিণ্ডদের মধ্যে যে অত্যন্ত নিকট সেই দায়াধিকারী'। সপিণ্ড পদে সপ্তম ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায় অর্থাৎ অধস্তন বা ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ বুঝায়। দায়ভাগধৃত মনুবচনেও এই রূপ বোধ্য। সপিণ্ড সম্বন্ধ সপ্তম ব্যক্তিতে অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে নিবৃত্ত হয় *, সমানোদক সম্বন্ধ জন্ম নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত।

পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করাতে সপিণ্ডের ধনে সপিণ্ড অধিকারী; কিন্তু সপিণ্ডের স্ত্রী নয় †। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও আর আর গ্রন্থানুযায়ি।—জিলা মৈমনসিংহ। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, মকদ্দমা ১১, (পৃ. ২৯, ৩০)।

* উক্ত ব্যবস্থা দায়ভাগাদি গ্রন্থানুযায়িনী বটে, কিন্তু সপিণ্ডের বর্ণনা সম্যক্ তদ্গ্রন্থানুসারিণী নয়, তদর্থে দায়ভাগের অপুত্রধনাধিকার ক্রমে ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† যদ্যপি উক্ত তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের পত্নী ভর্তার পিতৃব্য পত্নীর ত্যক্ত (সংক্রান্ত) ধনে এক কালে অনধিকারিণী, তথাপি সে উক্ত তিন ভ্রাতার অধিকৃত মোট বিষয়ের তৃতীয়াংশভাগিনী। তদ্বিস্তার যথা—উক্ত তিন ভ্রাতার দুই জন নিঃসন্তান মরাতে তাহাদের

পত্নীর বর্ণনা— বিবাহ-সংস্কৃতা যে স্ত্রী সেই পত্নী। যদ্যপি 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে'; 'পত্নী পাণিগৃহীতীচ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী' ইত্যাদি প্রমাণে যে পত্নী সেই ধর্ম্মপত্নী, তথাপি লোকাচারে বহু পত্নীর মধ্যে যাহার সহিত পতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সেই ধর্ম্ম-পত্নী উক্তা হয়। ধর্ম্মকার্য্য জ্যেষ্ঠার সঙ্গেই কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠা মরিলে অথবা সদোষা হইলে অনন্তর গুণান্বিতা জ্যেষ্ঠা যে তাহার সহিতই ধর্ম্মকার্য্য কর্ত্তব্য। তাহা দক্ষ কহিয়াছেন 'প্রথমা ধর্ম্মপত্নী, দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী, দ্বিতীয়া হইতে ঐহিক সুখ, পারত্রিক নয়। প্রথমা যদি নির্দোষা হয় তবে ধর্ম্মপত্নী বলা যায়, সদোষা হইলে, গুণান্বিতা অন্য স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নী করিলে দোষ নাই'। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পত্নী বিবাহসংস্কৃতা।— যদ্যপি 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে'; পত্নী পাণিগৃহীতীচ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী' ইত্যাদি প্রমাণেন যা পত্নী সৈব ধর্ম্ম-পত্নী, তথাপি লোকাচারে বহুপত্নীকেন পত্যা যয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যমনুষ্ঠীয়তে সৈব ধর্ম্ম-পত্নীত্যুচ্যতে। ধর্ম্মকার্য্যন্তু জ্যেষ্ঠয়া সহৈব কর্ত্তব্যং, তস্যাং মৃতায়াং সদোষায়াম্বা অনন্তরং গুণান্বিতা যা জ্যেষ্ঠা তয়ৈব সহ ধর্ম্মকার্য্যমনুষ্ঠাতব্যং, তদাহ দক্ষঃ 'প্রথমা ধর্ম্মপত্নীতু দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী। দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপদ্যতে। ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ। দোষে সতি ন দোষঃ স্যাৎ অন্যা কার্য্যা গুণান্বিতা'। দ্রষ্টব্যং—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পত্নীরা স্ব স্ব পতি ধনাধিকারিণী, অর্থাৎ পতিস্বত্বোপলক্ষে তাহারা তিন অংশের দুই অংশ ভাগিনী। তৃতীয় ভ্রাতার মরণকালীন তদুত্তরাধিকারি দুই পুত্র থাকাতে তাহার অংশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া একাংশ এক পুত্রের প্রাপ্য; উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যেষ্ঠের পত্নী মরাতে তাহার অংশ (অর্থাৎ পতির উত্তরাধিকারিণীরূপে সে যে অংশ ভোগ করিয়াছিল তাহা) দুই অংশে বিভক্ত হইয়া তৎপতির ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে অর্শে। পর ঐ ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের কাল হওয়াতে তাহার ধন (অর্থাৎ তাহার প্রাপ্ত পিতৃধনাংশ ও পিতৃব্যধনাংশ) অন্যের স্বত্ব ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বক তাহার পত্নীকে অর্শে। উক্ত তৃতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র (ভ্রাতা পর্য্যন্ত বিহীন হইয়া) মরাতে তাহার ধন অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকেই অর্শে, যেহেতু সেই তাহার যথাশাস্ত্র দায়াদ। উক্ত দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার ধনও (তৎপতির) অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকে অর্শে, যেহেতু সপিণ্ডের ধনে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। অতএব যদি কল্পনা করা যায় যে জীবিত দুই ব্যক্তি অর্থাৎ তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতি কোন অংশ পায় নাই, তবে বিষয় ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই ভাগ তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী—নিজ পতিকে অর্শিয়াছে বলিয়া (অর্থাৎ এক ভাগ তাহার পিতৃধনাংশ রূপে অর্শিয়াছে এবং অন্য ভাগ পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃব্যের ধনাংশরূপে অর্শিয়াছে বলিয়া)— পাইবে। অবশিষ্ট চারি ভাগ উক্ত পঞ্চম পুরুষীয় সপিণ্ড জ্ঞাতি পাইবে। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্রয়ের দ্বিতীয়ের অধিকৃত দুই ভাগ পাইবে, এবং অন্য দুই ভাগ তৃতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের ধন বলিয়া পাইবে।

জ্যেষ্ঠাকে পত্নী বলাতে এবং বর্ণক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ হওয়াতে প্রথমতঃ সবর্ণারই পত্নীত্ব, তাহা মনু কহিয়াছেন "যদি দ্বিজেরা স্বজাতীয়া এবং পরজাতীয়া যোষিৎগণকে বিবাহ করেন, তবে তাহাদের বর্ণক্রমেই জেষ্ঠত্ব, সম্মান, ও গৃহ"। অতএব বিবাহক্রমে কনিষ্ঠা যে সবর্ণা সেও জ্যেষ্ঠা, যেহেতু তাহারি যজ্ঞাদি কার্য্যে অধিকার থাকাতে পত্নীত্ব। যথা মনুঃ—"ভর্ত্তার শরীর শুশ্রূষা এবং নিত্য ধর্ম্ম কার্য্য স্বজাতীয় পত্নী-ই করিবে, অন্য জাতীয়া কোন ক্রমে করিবে না। স্বজাতীয়া স্ত্রী (নিকট) থাকিতেও মোহ বশতঃ যে পতি অন্যজাতীয়া স্ত্রীকে ধর্ম্মকার্য্য করায় তদ্রূপ পতিকে প্রাচীন ঋষিরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত ব্রাহ্মণ-চণ্ডালবৎ বিবেচনা করিয়াছেন।" সবর্ণার অভাবে (আপদে) অনন্তরবর্ণা পত্নী হয় যথা বিষ্ণুঃ—"সবর্ণার অভাব হইলে আপৎকালে অনন্তরবর্ণার সহিত ধর্ম্মকার্য্য (করিবে), কিন্তু শূদ্রার সহিত দ্বিজ কখনো ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নী, তদভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়াও পত্নী, কিন্তু বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও পত্নী নয়, ক্ষত্রিয়ের পত্নী ক্ষত্রিয়া, তাহার অভাবে অনন্তরবর্ণত্বহেতু বৈশ্যাও পত্নী, কিন্তু শূদ্রা নয়। বৈশ্যের বৈশ্যাই কেবল পত্নী, যেহেতু শূদ্রার সঙ্গে দ্বিজ ধর্ম্মকরিবে না বলাতে দ্বিজ মাত্রেরই শূদ্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই পত্নীত্ব ক্রমে স্ত্রীদিগের ধনাধিকারিত্ব বোধ্য। —দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৫, ১৮৬।

পত্নীত্বঞ্চ প্রথমং উত্তমবর্ণায়াঃ জ্যেষ্ঠা পত্নীত্যভিধানাৎ বর্ণক্রমেণ জেষ্ঠত্বাৎ, তদাহ মনুঃ—"যদি স্বাশ্চ পরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ। তাসাং বর্ণক্রমেণৈব জ্যৈষ্ঠ্যং পূজাচ বেশ্মচ"॥ অতঃপরিণয়নকনিষ্ঠাপি সবর্ণা জ্যেষ্ঠৈব, তস্যা এব যজ্ঞাদিষু ব্যাপারাধিকারাৎ পত্নীত্বং। তথাচ মনুঃ—"ভর্ত্তুঃ শরীর শুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং। স্বা স্বৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নানাজাতিঃ কথঞ্চন"॥ যস্তু তৎকারয়েন্মোহাৎ স্বজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া। যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ"॥ সবর্ণায়াঃ পুনরভাবে (আপদি) অনন্তরবর্ণা পত্নী। যথা বিষ্ণুঃ—"সবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাদিত্যনুবর্ত্ততে। তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী পত্নী, তদভাবে ক্ষত্রিয়াপ্যাপদি, নতু পরিণীতে অপি বৈশ্যাশূদ্রে। ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া পত্নী, তদভাবে বৈশ্যাপি, অনন্তরবর্ণত্বাৎ, ন শূদ্রা। বৈশ্যস্য বৈশ্যৈবৈকা, নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়েতি দ্বিজমাত্রস্যৈব শূদ্রানিষেধাৎ। অনেনৈব পত্নীভাবক্রমেণ ধনাধিকারিতা বোদ্ধব্যা।—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৫, ১৮৬।

এতদ্দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে যে দ্বিজাতিদের অসবর্ণা বিবাহও ছিল,

অনেনেদমবগম্যতে—যৎদ্বিজাতীনামবর্ণাবিবাহশ্চাসীৎ। কিন্তু,লমত্রাসবর্ণা-

পরন্তু এস্থলে তদ্রূপ বিবাহ বিবেচনার প্রয়োজন নাই, যেহেতু কলিতে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ *। অতএব এক্ষণে সবর্ণাই পত্নী †।

পত্নীপদ জাত্যপেক্ষায় একবচনে ‡ ব্যবহৃত। অতএব—

বিবাহবিবেচনেন কলাবসবর্ণাবিবাহ নিষেধাৎ *। অতএবাধুনা সবর্ণৈব পত্নী †।

পত্নীত্যেকবচনং জাত্যপেক্ষয়া। মিতাক্ষরা। তেন—

ব্যবস্থা ১২। সবর্ণা দুই বা বহু স্ত্রী থাকিলে তৎসকলেরই সমাধিকার ‡—যেহেতু সবর্ণা হওয়াতে সকলেই পত্নী।

২২। সবর্ণায়া দ্বিত্বে বহুত্বে বা সর্ব্বাসাং তুল্যোঽধিকারঃ ‡—তাসাং সবর্ণত্বেন পত্নীত্বাৎ।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন—"সবর্ণা দুই ভার্য্যাবিশিষ্ট পতির মৃত্যু হইলে তাহার ধনে জ্যেষ্ঠা পত্নী-ই অধিকারিণী, যেহেতু 'প্রথমা ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী' এই দক্ষবচনের সহিত, 'অনেক ভার্য্যা থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিতই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে' এই বিষ্ণুবচনের ঐক্য হওয়াতে, এবং জ্যেষ্ঠা স্ত্রী-ই পত্নী ইহা কথিত হওয়াতে পত্নীপদ ধর্ম্মপত্নীকেই বুঝায়, অন্য পত্নী বা পত্নীরা অন্নাচ্ছাদন পাইবার যোগ্যা"। এবঞ্চ কহেন এই উক্তি জীমূতবাহনের মতানুযায়ী. কিন্তু ইহা যথার্থ নয়, যেহেতু জীমূতবাহন বিভিন্ন

যত্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা—"সবর্ণা ভার্য্যা-দ্বয়বতো মরণে তদ্ধনে জ্যেষ্ঠা এবাধিকারিণী, যতঃ 'প্রথমা ধর্ম্ম পত্নীতু দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী' ইতি দক্ষবচনেন, 'সবর্ণাসু বহ্বীষু ভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়ৈব সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ' ইতি বিষ্ণুবচনেনচ একবাক্যতয়া জ্যেষ্ঠা পত্নীতি বচনেনচ পত্নীপদং ধর্ম্মপত্নী-পরম্, ইতরাতু ভরণীয়ৈব" ইত্যুক্তং, এতচ্চ জীমূতবাহনমতানুসারীতি ব্যক্তী কৃতঃ, তদশুদ্ধং, যতো জীমূতবাহ-

* (পৃথিবী বেড়িয়া ভ্রমণার্থে) সমুদ্রযাত্রা স্বীকার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভিন্ন জাতীয়া কন্যা বিবাহ, (গৃহস্থের) কমণ্ডলু ধারণ, ইত্যাদি উল্লেখপূর্ব্বক বৃহন্নারদীয় পুরাণে কহিতেছেন মনীষিরা এই সকল কর্ম্ম কলিতে নিষেধ করিয়াছেন। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. দা. ভা. দী. বৃ. ৩। আদিত্য পুরাণেও প্রায় একরূপ। দ্রষ্টব্য পৃ. ১৫

* সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥ ইত্যাদীন্যভিধায় ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ। বৃহন্নারদীয়ং। উদ্বাহতত্ত্বং। বি. দা. ভা. বৃ. দী. ৩। আদিত্যপুরাণঞ্চ এবমেব প্রায়ঃ। দ্রষ্টব্য পৃ. ১৫।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। উ. দা. ক্র. সং সেক্ ২. পৃ. ৭।

‡ দ্রষ্টব্য—মি. পৃ. ২৮; —মেক. হি. ল. বা. ১ সেক্ ২, পৃ. ১৮।

বর্ণা স্ত্রীদের মধ্যে সবর্ণাকে জ্যেষ্ঠা পত্নী বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সবর্ণা স্ত্রীদের কেহ পত্নী কেহ পত্নী নয় এমত কহেন নাই। যদ্যপি বিষ্ণু বচনে উক্ত হইয়াছে যে সবর্ণা অনেক ভার্য্যা থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম কার্য্য করিবে, তাহাতে হানি কি? কেননা ধর্ম্ম কার্য্য করণদ্বারা সে ধর্ম্ম পত্নী হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে অন্য পত্নীকে নিরাসপূর্ব্বক তাহার দায়াধিকার জন্মে না, যেহেতু পত্নীদিগের দায়াধিকার ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারমূলক। অতএব ব্রতেস্থিতা সকল পত্নী-ই অবিশেষে ভর্ত্তার ধনে অধিকারিণী। এই ব্যবহার সিদ্ধ এবং প্রচলিত ব্যবস্থা।

নেন বিভিন্নবর্ণানাং স্ত্রীণাং মধ্যে সবর্ণায়াএব জ্যেষ্ঠতয়া পত্নীত্বমভিহিতং নতু সবর্ণানাং স্ত্রীণাং কস্যাশ্চিৎ পত্নীত্বং নিরস্তং। যদ্যপি বিষ্ণুবচনেন সবর্ণাসু বহ্বীষু ভার্য্যাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্ম কার্য্যমুক্তং তত্র কা হানিঃ, যতঃ ধর্মকার্য্যকরণাৎ তস্যা ধর্ম পত্নীত্বমাত্রমায়াতি নত্বন্যাসাং পত্নীত্বনিরাসেন তস্যা দায়াধিকারিত্বং সিদ্ধ্যতি,—পত্নীনাং দায়াধিকারিত্বং ভর্ত্তুঃ পারলৌকিকোপকারমূলকত্বাৎ। অতএব ব্রতে স্থিতা সর্ব্বাঃ পত্ন্যঃ অবিশেষেণৈব ভর্ত্তৃধনাধিকারিণ্যঃ, এষৈব ব্যবস্থা ব্যবহারসিদ্ধা, প্রচলিতাচ।

ব্যবস্থা

২৩। পত্নীগণের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে তৎসংক্রান্ত পতিধনে বিদ্যমানা অপরা পত্নীর অধিকার,—যেহেতু পত্নী থাকিতে অন্যের অধিকার নাই *।

২৩। পত্নীনাং মধ্যে কস্যাশ্চিৎ মরণে তৎসংক্রান্ত ভর্ত্তৃধনে বিদ্যমানায়া অপরায়াঃ পত্ন্যা এবাধিকারঃ—পত্নীসদ্ভাবে অন্যেষামনধিকারাৎ *।

ভগবতী বিধবা—বনাম—রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নজীর
২৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

রামসুন্দর অধিকারী দুই স্ত্রী রাখিয়া নিঃসন্তান মরে। তন্মধ্যে এক বিধবা পতির অবিভক্ত গৃহ ও ভূমির অর্দ্ধাংশের নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী জওয়াব দাখিল ও তদ্বির করিলেক না। বাদিনী আরজীতে লিখিত গৃহাদির একাংশে অর্থাৎ কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটির চারি বিঘা এক কাঠা (পৈতৃক) ভূমিতে রামসুন্দর অধিকারির হকিয়ৎ বিনাবাধায় প্রমাণ করিল, এবং আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হাইড্ সাহেব ও জোন্স্ সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী বাদিনীকে দিলেন। সু. কো. মন্টি্‌গুমরির সংগৃহীত হিন্দু-ল ঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৩১৪।

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, প্রিলিমিনারি রিমার্ক্ অর্থাৎ অগ্রসূচনা, পৃ. ২০ ও ২১, এবং সেক্. ২, পৃ. ২০ ও ২১।

শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দাসী—বনাম—রামকানাই দত্ত ও রামপ্রসাদ ধর।

নজীর
২২ ও ২৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

মৃত রামকান্ত সেনের জীবিতা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রতিবাদিদের নামে এই বিল অর্থাৎ আর্জিদাবী দাখিল করে। (তন্মধ্যে) এক জন বাদিনীর পতির উইলের জীবিত একজিকিউটর অর্থাৎ ওসী ওট্রস্টী, অন্যজন প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত মৃত ধনির বিষয়ে দখিলকার কথিত। বাদিনী মৃতপতির পত্নী এবং উত্তরাধিকারিণী ও যথা-শাস্ত্র স্থলাভিষিক্তারূপে আর্জিদাবীতে (পতির ত্যক্ত) অস্থাবর বিষয়ের ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়ার নিমিত্তে এবং উপস্বত্বের হিসাব পাইবার ও তাহা তাহাকে দত্ত ও সমর্পিত হইবার নিমিত্তে অথচ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক প্রতিবাদিরা তাহার স্থানে আর্জিদাবীতে বর্ণিত যে কতিপয় দানপত্র ও রিলিস্ বা ফারখত হাসিল করিয়াছে তাহা অকর্মণ্যকরণার্থে (তাহাকে) সমর্পিত হইবার মিনিত্তে প্রার্থনা করে. সে আরো প্রার্থনা করে যে দানপত্রকতিপয়ে লিখিত কএককখণ্ড ভূমিতে সে দখল পায়।

জওয়াব ও জবানবন্দিতে প্রকাশ যে রামকান্ত সেন দুই স্ত্রীকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বাদিনীকে এবং তৎকালীন অনুমান চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্কা কনিষ্ঠা স্ত্রী অনঙ্গদাসীকে রাখিয়া ও কোন সন্ততি না রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি এক উইল করেন ও তাহাতে প্রতিবাদি রামকানাই দত্তকে ও রাসবেহারি দত্তকে কর্জ্জ ও ভাড়া ইত্যাদি আদায় করিয়া তাঁহার এস্টেটে দিবার নিমিত্তে আপনার টর্ণি নিযুক্ত করেন। এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আদেশ করেন যে তাহারা তস্য জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বাদিনীকে ২,০০০ টাকা দিবে, এবঞ্চ কনিষ্ঠা স্ত্রীকেও ২,০০০ টাকা দিবে, আর তাহাদের অন্নাচ্ছাদনের ব্যয়ও দিবে, অথচ উইল-কর্ত্তা যেরূপে দেবসেবা করিয়াছেন তাহারদিগকেও সেইরূপ করিতে আদেশ করিলেন। অপিচ তিনি সে উইলে লিখিলেন যে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। জওয়াবে এবং জবানবন্দিতে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে মৃত ব্যক্তি উইল করণ-কালে তাহাতে নামিত টর্ণিদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করেন যে নিজ কনিষ্ঠা স্ত্রী অনঙ্গদাসীর যৌবনাবস্থা এবং অদূরদর্শিতা আশঙ্কায় সতর্কতা জন্য তাহার বাধক স্বরূপ ঐ উইল কৃত হইল, তাঁহার (অর্থাৎ ধনির) মরণোত্তর প্রতিবাদিরা তাঁহার এস্টেট্ আদায় করিয়া রক্ষণাবেক্ষণার্থে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে সমর্পণ করিবে, ও সে কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করিবে।

যৎকালে এই বয়ান করা হয়, তখন উভয় পক্ষই এই বয়ানের সত্যতা স্বীকার করে, কিন্তু পঠিত হইবায় তাহার বৈধতা বিষয়ে আপত্তি উত্থিত হইল, এতাবতা উভয় পক্ষই পণ্ডিতের মত গ্রহণের প্রার্থনা করে ও তদনুসারে তাহা গৃহীত হয়, যথা নিম্নে লিখিত হইল।

কএক জবানবন্দী এই কথা প্রমাণের নিমিত্তে পঠিত হয় যে এই মকদ্দমা উপস্থিত হওনের চারি বৎসর পূর্ব্বে ঐ কনিষ্ঠা স্ত্রী অনঙ্গ দাসী মরে. তাহার মরণের পর প্রতিবাদিরা ঐক্যমতে বাদিনীকে বিষয়ের মালিক বিবেচনা করে.

এবং কল্পিত হিসাব প্রস্তুতির পর উক্তরূপ বিবেচনায় তাহার স্থানে কতিপয় হস্তান্তর-পত্র হাসিল করে।

এই মকদ্দাতে পণ্ডিতদিগের নিকট বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করা হয়, ও তাঁহারা বক্ষ্যমাণ উত্তর দেন—

প্র. ১। কোন হিন্দু সন্তান সন্ততি না রাখিয়া যদি কেবল দুই স্ত্রী রাখিয়া মরে, তবে তৎসমুদায় এস্টেট্ কি তদ্বিধবাদিগকে যাবজ্জীন গিয়া অর্শে, এবং অনন্তর তাহাদের একের মরণে তৎসমুদায় কি অন্যা বিধবাতে বর্ত্তে ?

উ. ১। সমুদায় বিষয় ঐ বিধবাদিগকে অর্শে ; এবং একের মরণে তৎসমুদায় অন্য জীবিতা বিধবাতে বর্ত্তে, আর এই শেষ জীবিতার মরণে তাহা তৎস্বামির দায়াদকে, যথা ভ্রাতা প্রভৃতিকে, অর্শে।

প্র. ২। কোন হিন্দু একই সময়ে নিজ বিষয় বাচনিক ও লেখ্যদ্বারা দানাদি করিতে পারে কি ?

উ. ২। সে পারে।

প্র. ৩। লিখিত ও বাচনিক দানাদি যদি পরস্পর বিপরীত হয়, তবে কোন্‌টা বলবৎ হইবে ?

উ. ৩। লেখ্য উইল-কর্ত্তার দানাদির নিশ্চয়তর প্রমাণ হওয়াতে তাহাই প্রবল হইবে।

উক্ত হস্তান্তরপত্রগুলি যে প্রতারণাপূর্ব্বক লওয়া হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ না থাকায় আদালত্ ডিক্রী করিলেন যে তাহা বাতিল করিবার নিমিত্তে ফিরিয়া দেওয়া হয়। অপিচ বাদিনীকে হিসাব পাইবার যোগ্যা বিবেচনা করিয়া হিসাবও ডিক্রী করিলেন।

সর্ এড্‌যার্ড হাইড্ ইস্‌ট্ সাহেবের লিখিত নোট্।—দেবতাকে যে বিষয় অর্পণ সে দানই নয় ; অনেক মকদ্দমাতে এমত নিষ্পন্ন হইয়াছে যে কোন যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিকে উইলে বিষয় দত্ত হইলেও অদত্ত বক্রী বিষয় লইতে তাহার কোন বাধা নাই, অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওন ভিন্ন উত্তরাধিকারিকে নিরাস করণের আর উপায় নাই। যদিও কিয়দংশ দত্ত হওন বিবেচনায় এমত অনুভব করা হইতে পারে যে উইল-কর্ত্তার এই অভিপ্রায় ছিল যে উত্তরাধিকারী আর না পায়, তথাপি তদভিপ্রায়ের অন্যথায় উত্তরাধিকারী তাহা পাইবে।—২৬ জুলাই, ১৮১৬ সাল। ইস্‌ট্ সাহেবের নোট্, মকদ্দমা নং ৫১।

ব্যবস্থা	২৪। পত্নী ভর্ত্তার ধন ভোগই করিবে,	২৪। পত্নী ভর্ত্তৃধনং ভুঞ্জীতৈব পরং, নতু তস্য দানাধানবিক্রয়ান্

কিন্তু সে তাহা বন্ধক দিতে ও দান বিক্রয় করিতে যোগ্যা নয়*।

কর্ত্তুমর্হতি।—ইতি দায়ভাগাদি সম্মতা ব্যবস্থা।

* দা. ভা. অনু. পৃ. ১২১। দা. ক্র. স. পৃ. ২। দা. ত. পৃ. ৫২.। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১. পারা. ৫৩, ৫৭। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩। মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ২. পৃ. ১৯ ও ২০। এল. ইন্. পৃ. ৭৩ ও ৭৫।

এই ব্যবস্থার যে তাৎপর্য্য ও কৌশল সব উইলিয়ম্ মেক্নাটন সাহেবকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তদ্যথা—"শাস্ত্রে পত্নীর অধিকার স্পষ্ট ও নির্ব্বিবাদ, কিন্তু সে যে কি অধিকার করে তাহা তাদৃক্ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় না। তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে (ইংরাজি আইন অনুসারে) যাবজ্জীবন অধিকারির যেরূপ অধিকার তাহাও যে তাহার আছে ইহা বলাযাইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রে তাহার উত্তরাধিকারি নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং পতিদায়ে তাহার ভোগকে অতি সঙ্কুচিত করিতেছেন। কোন আবশ্যক কার্য্যে অথবা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ে ভিন্ন অন্য কারণে সে পতিদায়ের অত্যল্প ভাগও দান বিক্রয় করিতে পারে না। এতাবতা তাহাকে কোন ব্যবহারার্থে জিম্মাদার বই গণ্য করা যাইতে পারে না, এমত যে যদি সে অপহার করে, তবে তৎপতির দায়ে যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে নিঃসন্দেহে তাহারা এমত ক্ষমতা রাখে যে তেমত করণে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে; কিরূপ ব্যয়ে ও দানাদিতে অপহার হয় বা না হয় তাহা তদবস্থা বিশেষ দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। পত্নী ইচ্ছানুসারে কি পর্য্যন্ত করিতে পারে তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু বোধ হইতেছে শাস্ত্র-কর্ত্তারা কখনো এমত অভিপ্রায় করেন নাই যে বিধবা পতিপক্ষ ছাড়া হইয়া বাস করিবে, অথবা তাহাদের শাসনাধীনে থাকিবে না, এবং যত ব্যয় করা তাহারা উচিত বোধ করিবে তাহার অধিক ব্যয় করিতে তাহার ক্ষমতা থাকিবে। এমত বিধান করাতে যে পত্নী পতিধনাধিকারিণী হইবে অথচ (ইংরাজি আইনে) যাবজ্জীবন অধিকারির যে ক্ষমতা আছে তাহাও তাহার থাকিবে না—ইহাই অত্যন্ত সম্ভব বোধ হইতেছে যে তাদৃশ বিধান এই মানসে হইয়াছে যে তাবৎ আপদেও ঐ অনাথার জীবনোপায় নষ্ট হইবে না, অথচ যাহাতে কুলে কলঙ্ক হয় এমত কর্ম্ম করণে বাধা জন্মিবে; নামমাত্রে বিষয়াধিকার দেওয়াতে তাহার গৌরব ও মান হইবে, এবং তাহাকে ধনের আমানতদার করাতে পতিপক্ষ তাহার প্রতি অবহেলা ও দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না। অথচ তাহাকে পরিমিত ক্ষমতা মাত্র দত্ত হওয়াতে স্ত্রীজাতীয় অপরিণামদর্শিতাচরণে বাধা জন্মান হইল"। (মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৯, ২০)

পরন্তু প্রাড্বিবাকগণকর্ত্তৃক এমত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে বিধবা কোন ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার নয়, কিন্তু সে শাস্ত্রের বিধানবলে উত্তরাধিকারিণীরূপে সঙ্কুচিত স্বত্ব গ্রহণ করে, হস্তান্তর করিতে তাহার অযোগ্যতা সাধারণ বিধানমূলক, ও তদ্যোগ্যতা বিশেষ নিয়ম মূলক। অপিচ সে যথার্থ কারণে পতিপক্ষ ত্যাগ করিয়া পিতৃপরিবারের নিকট বাস করিতে পারে। পরে প্রকটিত ব্যবস্থা ও নজীর কতিপয় দ্রষ্টব্য।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা 'নতু অর্হতি' পদের 'উচিত নয়' এই অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিতেছেন 'উচিত নয়' ইহা বলাতে বোধ হইতেছে যদি সে বন্ধক দেয় কিম্বা দান বিক্রয় করে তাহা সিদ্ধ হইবে। তবে 'মোহে যে অদত্তকে গ্রহণ করে, এবং যে অদেয় দান করে, তাহারা উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞ মহীপালের দণ্ডনীয়'—এই নারদ বচনানুসারে অদেয় দান নিমিত্ত দাত্রীর দণ্ড হইতে পারে।

"নতু অর্হতি" ইতি লিখন স্বরসাৎ যদি করোতি তদা সিধ্যতি ইত্যবগম্যতে, এবঞ্চ অদেয়দানাদ্দাত্র্যা দণ্ডো ভবতি—'গৃহ্ণাত্যদত্তং যো মোহাৎ, যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি। দণ্ডনীয়াবুভাবেতৌ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা'—ইতি নারদবচনাৎ।

ব্যবস্থা। ২৫। তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন-"ভর্ত্তার শয্যাসংরক্ষিণী (য) গুরুকুলবাসিনী (র) অপুত্রা পত্নী ক্ষান্তা (ল) হইয়া যাবজ্জীবন পতির ধন ভোগ করিবে, তাহার পর উত্তরাধিকারিরা পাইবে" (ব) *।

(য) 'ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষিণী'—অর্থাৎ পরপুরুষগামিনী নয়। দায়তত্ত্ব, পৃ. ৫০। ব্য. দ. ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(র) 'গুরুকুলবাসিনী'—অর্থাৎ শ্বশুরাদি স্বামিকুলে বাস করিয়া তদ্ধন যাবজ্জীবন ভোগ করিবে, স্ত্রীধনের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বন্ধক দিবে না দান বিক্রয় করিবে না। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

(র) স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্বে 'গুরৌস্থিতা'—এই পাঠস্থলে 'ব্রতে স্থিতা' এই পাঠ ধরিয়াছেন। এবং দায়তত্ত্বটীকাকার কাশীরাম ব্রতেস্থিতাপদের 'ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকার ব্রতে নিযুক্তা'—এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(র) "গুরুকুলবাসিনী" বলার তাৎপর্য্য এই যে গুরুর অর্থাৎ শ্বশুরাদির কুলে থাকিবে, তদভাবে পিতা প্রভৃতির আশ্রয়ে বাস করিবে—ইহা বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার মত। বি. দা. দ্বী র ৮।

২৫। তদাহ কাত্যায়নঃ—"অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী (য) গুরৌ স্থিতা (র)। ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা (ল) দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ" (ব) *॥

(য) 'ভর্ত্তুঃ শয়নং পালয়ন্তী,—নানাগামিনীতি দায়তত্ত্বং, পৃ. ২৫। ব্য. দ. ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্যা।

(র) 'গুরৌ' শ্বশুরাদৌ ভর্ত্তৃকুলে স্থিতা যাবজ্জীবং ভর্ত্তৃধনং ভুঞ্জীত নতু স্ত্রীধনবৎ স্বচ্ছন্দং দানাধানবিক্রয়ানপি কুর্ব্বীত। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

(র) রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যেণতু দায়তত্ত্বে 'গুরৌ স্থিতা'—ইত্যত্র ব্রতে স্থিতা ইতিপাঠোধৃতঃ। ব্রতে স্থিতা ভর্ত্তুঃ পারলৌকিকোপকার-ব্রতে নিযুক্তা ইতি দায়তত্ত্বটীকাকার কাশীরামসম্মতা ব্যাখ্যা।

(র) 'গুরৌস্থিতেতি'—গুরৌ শ্বশুরাদৌ তদভাবে পিত্রাদৌ বা স্থিতা—ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতং। বি. দা. ভা. দ্বী র ৮।

(বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। এবং কৌশলে বিধবা কৃত যে দানাদি তাহা সমস্তই সিদ্ধ কহিতেছেন, কিন্তু ইহা গ্রাহ্য নহে, যেহেতু ধনস্বামির উপকারার্থে তৎপত্নী যে দান কিম্বা বিক্রয় করে অথবা বন্ধক দেয় তাহাই শাস্ত্র-সম্মত হওয়াতে সিদ্ধ, তদ্ভিন্ন যে দানাদি তাহা অসিদ্ধ যেহেতু তাহা শাস্ত্র ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ এবং 'পতির উপকারার্থ ভিন্ন যে দান, ভোগ ও যথেষ্ট বিনিয়োগ তাহা অবশ্য অসিদ্ধ'—জগন্নাথের এই স্বকীয় উক্তিরও বিরুদ্ধ।

(বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)॥ ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা কৌশলেন যৎ পত্নীকৃত দানাদিকং সমস্তমেব সিদ্ধতীত্যুক্তং তন্ন গ্রাহ্যং। যতঃ ধনস্বাম্যুপযোগে পত্নীযদ্দানংআধানংবিক্রয়ণম্বা করোতি তদেব সিদ্ধ্যতি তস্য শাস্ত্রানুমতত্বাৎ, তদিতরদানাদিকমসিদ্ধমেব—তস্য শাস্ত্র ব্যবহারযোর্বিরুদ্ধত্বাৎ, 'পত্যুপকারার্থ দানতের ভোগেতব যথেষ্টবিনিয়োগাসিদ্ধিরেব' ইতি স্বোক্ত বিরোধাচ্চ।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২। দা. ত. পৃ. ৫২॥ দা. ভা. পৃ ১৯১। বি. দ. ভা. দ্বী. র. ৮। উ দা. ক্র. সং. পৃ ৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৮৪। কোল্ ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৭১. ৪৭২, ৪৭৬। মেক্‌ হি ল বা. ১. পৃ. ১৯. ২০। এল্. ইম্. পৃ. ৭৩—৭৬।

(র) 'গুরুকুলবাসিনী (গুরৌস্থিতা,) শাস্ত্রে এইমাত্র কথিত হওয়াতে, এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া যদি বিবেচনা করাযায় যে শ্বশুর কুল নির্মনুষ্য হইলে অথবা তেমত না হইলেও সেখানে বাস অসাধ্য হইলে ব্যভিচারাভিলাষ বিনাও বিধবা পিত্রাদিকুলে বাস করিতে পারিবেনা এবং করিলে নিস্স্বত্ব হইবে, তবে এমত বিবেচনা যুক্তি বিরুদ্ধ হয়. তাহা হইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধও হইল, যথা বৃহস্পতি কহিতেছেন' কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নির্ণয় কর্ত্তব্য নয়, (যেহেতু) যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়''। অতএব 'গুরুকুলবাসিনী' এই শাস্ত্রোক্তিতে শ্বশুর কুলে আশ্রয় লওয়া প্রশস্ত ইহাই বোধ্য। কিন্তু-

(র) শাস্ত্রে 'গুরৌস্থিতেতি' মাত্রোক্তিঃ, তামবলম্ব্য, শ্বশুরকুলে নির্ম্মনুষ্যে তত্র বাসেঽসাধ্যে বা ব্যভিচারাভিলাষং বিনাপি মৃতভর্ত্তৃকয়া পিত্রাদিকুলে বাসং কর্ত্তুং ন শক্যতে যদি কুর্য্যাৎ তদা তস্যা অধিকারনিবৃত্তিঃ, অস্যাং বিবেচনায়াং কৃতায়াং যুক্তিবিরোধঃ স্যাৎ ধর্ম্মহানিশ্চ, তদাহ বৃহস্পতিঃ — "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে'' ॥ (ব্যবহারতত্ত্বং।— অতএব - 'গুরৌস্থিতা' ইত্যনেন, শ্বশুরকুলাবলম্বনস্য প্রাশস্ত্যমেব বোধ্যং। অথ -

ব্যবস্থা। ২৬। যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণ বশতঃ তাহার পতিকুলে বাস করা কঠিন হয় তবে ব্যভিচারাভাবে পিতা প্রভৃতির কুলে থাকিলেও হানি নাই।

২৬। যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণবশতঃ তস্যাঃ পতি-কুলে হ্যবস্থিতির্বিঘটতে তদা পিতৃকুলাদাববস্থিত্যামপি ব্যভিচারাভাবে নৈব হানিঃ।

(ল) 'ক্ষান্তা' -পরিমিতাহারে ক্ষীণা, এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ও অচ্যুতের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সংযতা।

(ল) 'ক্ষান্তা' পরিমিতাহারেণ ক্ষীণা ইতি শ্রীকৃষ্ণাচ্যুতৌ। সংযতা ইতি যাবৎ।

'ক্ষান্তা' অতি ব্যয়শীলা নহে। এই নিবন্ধাদিগের ব্যাখ্যা, ইহার ভাব এই যে কেবল প্রাণধারণার্থে ভোগ করিবে সূক্ষ্মবস্ত্রাদি পরিধান করিবে না— জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এই উক্তি। বি. দা. ভা. দ্বী. র ৮।

'ক্ষান্তা' —অনতিব্যয়িনীতি নিবন্ধারঃ, তথাচ প্রাণধারণার্থং ভুঞ্জীতৈব নতু সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিকং কুর্য্যাদিতি ভাব ইতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮।

(ল) 'ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন ভোগ করিবে' এই বচনে পত্নী পদ অধি-

(ল) 'ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা' ইত্যত্র পত্নীপদং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষকমি-

কারিণী স্ত্রীমাত্রের বোধক। যদি বল স্ত্রীমাত্র বুঝাইবার মূল কি, উত্তর, অত্র তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রী সংক্রান্ত ধন স্ত্রী-ধন না হওয়াতে, এবং এই বচনে বিশেষ অধিকারির অপ্রাপ্তি হওয়াতে, বচন ব্যর্থ হয়, অতএব তাহা জানার আকাঙ্ক্ষা থাকাতে সুতরাং তৎকল্পনা করিতে হইল, তাহাতে সাদৃশ্য হেতু —

তার্থঃ। মনু কিমত্র স্ত্রীমাত্রোপলক্ষকত্বে বীজমিতি চেৎ, অত্রায়ং ভাবঃ স্ত্রীসংক্রান্ত ধনস্য স্ত্রীধনত্বাভাবাৎ অধিকারি বিশেষস্যাত্র বচনাদপ্রাপ্ত্যা বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, আকাঙ্ক্ষয়া কল্পনে সাদৃশ্যাৎ—

ব্যবস্থা। ২৭ স্ত্রীর সংক্রান্ত ধনমাত্রে তৎপূর্ব্ব স্বামির দায়াদ-ই অধিকারী কল্পনীয়; অতএব 'পত্নী পদ' (অধিকারিণী) স্ত্রীমাত্রের উপলক্ষক। দা. ভা. টী. পৃ. ২০৫।

২৭ স্ত্রী সংক্রান্ত ধন মাত্রস্য পূর্ব্বস্বামিদায়াদরূপোঽধিকারী কল্পনীয়ইত্যেতদর্থং পত্নী পদস্য স্ত্রীলক্ষকত্বমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ। * দা. ভা. টী পৃ. ২০৫।

প্রমাণ। অথবা 'পত্নী' পদ উপলক্ষণ. নারী মাত্রের অধিকারে এই অর্থ বোধ্য। দ্রষ্টব্য দা. ভা. পৃ. ২০৪।

যদ্বা পত্নীত্যুপলক্ষণং, স্ত্রীমাত্রাধিকারে অয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি তাৎপর্য্যং। দ্রষ্টব্য দা. ভা. পৃ. ২০৪।

(ব) "দায়াদেরা পরে পাইবে" ইহা বলাতে পত্নী মরিলে পত্নীর অভাবে যে দুহিত্রাদি দায়াধিকারি তাহারা গ্রহণ করিবে। জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিবে না কারণ জ্ঞাতিরা দুহিত্রাদি হইতে জঘন্য অতএব তাহারা দুহিত্রাদির বাধা জন্মাইতেপারেনা। পত্নীই তাহাদের বাধিকা কেননা পত্নীর অধিকার না হইলে অথবা হইয়া ধ্বংস হইলে বাধা জন্মিত না। স্ত্রীধনাধিকারিরাও ঐ (সংক্রান্ত) ধনগ্রাহক নয়, যেহেতু স্ত্রীধনের সহিতই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং যেহেতু কাত্যায়নের বচনান্তরেতাহাদের অধিকার উক্ত হওয়াতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। অতএব "পত্নী দুহিতরশ্চৈব"† ইত্যা-

(ব) দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিত্যনেন তস্যাং মৃতায়াং পত্ন্যভাবে যে দুহিত্রাদয়ো দায়াধিকারিণস্তে গৃহ্ণীয়ুঃ ন পুনর্জ্ঞাতয়ঃ তেষাং দুহিত্রাদিভ্যো জঘনত্বাৎ তদ্বাধকত্বানুপপত্তেঃ, পত্নী হি তেষাং বাধিকা, তদধিকারস্য প্রাগভাবে প্রধ্বংসেচ বাধকাভাবস্যাবিশেষাৎ বাধানুপপত্তেঃ। নাপি স্ত্রীধনাধিকারিণো গৃহ্ণীয়ুঃ তেষাং স্ত্রীধন বিষয়ত্বাৎ, কাত্যায়নবচনেনৈবচ স্ত্রীধনাধিকারিণাং বচনান্তরৈরুক্তত্বাৎ পুনরুক্তত্বাপত্তেশ্চ। অতঃ "পত্নী দুহিতর-

* যখন কোন স্ত্রীলোকে অধিকারিণী হয়, সে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী হয় না, কিন্তু মৃতের দায়াদগণের অধ্যক্ষতাধীনে তাহা উপভোগ করিতে যোগ্যা হয়। ঐ বিধবার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় প্রবৃদ্ধ হউক বা ঘটিয়া যাউক, তাহার নিজ উত্তরাধিকারিকে অর্শে না। কিন্তু সে যাহার নিঃস্বাধিকারিণী হইয়াছে তাহার নিকটতম যে উত্তরাধিকারী ঐ বিধবার মরণ কালীন জীবিত থাকে তাহাকে তাহা অর্শে। এলু. ইন্. পৃ ৬৮।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৪।

দি৷ বচনদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর যাহারা অধিকারি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারা পত্নীর অধিকার জন্মাইবার পূর্ব্বে যেরূপ ধনগ্রাহি হইত তদ্রূপ পত্নী অধিকারিণী হওয়ার পর তাহার অধিকার ধ্বংসেও ভোগাবশিষ্ট ধনগ্রাহি হইবে। তৎকালীনঅন্যাপেক্ষা দুহিত্রাদি মৃতের উপকারিকা হওয়াতে তাহাদেরই ধনাধিকার ন্যায্য। দা. ভা. অপু পৃ. ১৯১. ১৯২, ১৯৩।

মহাভারতের দানধর্ম্মে কথিত হইয়াছে “স্ত্রীরা পতিসংক্রান্ত ধনের উপভোগ রূপ ফলভোগিনী (স)। তাহারা কোনক্রমে পতির দায় অপহার (হ) করিবে না*। কোনক্রমে কথিত হওয়াতে

ব্যবস্থা। ২৮ অন্য দায়াদ না থাকিলেও সংক্রান্ত ধন অপহার করিতে তাহার অধিকার নাই ইহা বুঝায়।

কারণ। কেন না সংক্রান্ত ধনে স্ত্রীদের সঙ্কুচিত স্বামিত্ব ও তাহারা সর্ব্বদা পরাধীনা।—পতিপক্ষাভাবে পিতৃপক্ষ প্রভু: সর্ব্বাভাবে রাজা তাহারদিগকে শাসন্ করিতে ও তৎকৃত সংক্রান্ত-ধনাপহার নিবারণ করিতে যোগ্য—যেহেতু রাজার-ও দায়াধিকার থাকাতে 'দায়াদ' পদে রাজাকেও বুঝায়।

বস্তুতঃ স্ত্রীদের সর্ব্বদাই পরাধীনতা বিহিত হইয়াছে, যথা মনু কহেন—বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবে,

শ্চেব” ইত্যাদিনা যে পূর্ব্ব পূর্ব্বস্যাভাবে পরভূতাধিকারিণো নির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যধিকারপ্রাগভাবে গৃহ্নীযুস্তথা জাতাধিকারায়াং পত্ন্যা অধিকারপ্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহ্নীয়ুঃ। তদানীং দুহিত্রাদীনামেবান্যাপেক্ষয়া মৃতোপকারকত্বাৎ যুক্তো ধনাধিকারঃ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১, ১৯২, ১৯৩।

মহাভারতীয় দানধর্ম্মে “স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগ (স) ফলঃস্মৃতঃ। নাপহারং (হ) স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন*। কথঞ্চন ইতি স্বরসাৎ

২৮ অন্য দায়াদানামসত্ত্বেঽপি সংক্রান্তধনাপহারে তস্যাঃ নাধিকারিতা বোধিতা।

সংক্রান্তধনে স্ত্রীণাং সঙ্কুচিতস্বাম্যাৎ তাসাং সর্ব্বদা পারতন্ত্র্যাচ্চ পতিপক্ষাভাবে পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ, সর্ব্বাভাবে রাজাঽপি তাঃ শাসয়িতুং সংক্রান্তধনাপহারং নিবর্ত্তয়িতুঞ্চ অর্হতি, রাজ্ঞোঽপি দায়হরত্বেন দায়াদপদার্থত্বাবিশেষাৎ†।

বস্তুতস্তু স্ত্রীণাম্ পারতন্ত্র্যং সর্ব্বদৈব বিহিতং, যথামনুঃ—“বাল্যে পিতুর্ব্বশে

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ ১৯৩। দা. ক্র. সং. পৃ ২। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চা. ১১. সেক্ ১, পারা ৬০ ও ৬১॥ উ দা. ক্র. সং পৃ. ৪। কোল্ ডা. বা. ৩, পৃ. ১৪৭ও৬৭৯।

† দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮। বক্ষ্যমাণ নারদ-বচন আর রাজার অধিকার. এবং কোল্. ড. বা. ৩, পৃ ৫৪৬, এবঞ্চ এসট্রে. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৪ দ্রষ্টব্য।

যৌবনে পতির অধীনা হইবে, পতি মরিলে পুত্রদের অধীনা হইবে. স্ত্রী স্বাধীনা হইবে না''।—"পুত্রদের অভাবে পতিপক্ষ প্রভু, পতির সপিণ্ডাভাবে পিতৃপক্ষ প্রভু, উভয় পক্ষাভাবে রাজা স্ত্রীদের প্রভু''—এই নারদবচনে তাহারা জ্ঞাতি ও রাজা প্রভৃতির অধীনা, তাহাদের কদাচ স্বাধীনত্ব নাই।—কুল্লূক ভট্টকৃত উক্ত বচনের টীকা।

(স) উপভোগ-ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি নয়, কিন্তু স্বশরীর ধারণে পতির উপকার হওয়াতে দেহধারণোপযুক্ত ভোগের অনুজ্ঞা আছে *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। অতএব—

ব্যবস্থা। ২৯। জীবন ধারণে অসমর্থা হইলে বন্ধক দেওয়া, তাহাতেও না চলিলে বিক্রয়ও অনুমত বটে, যেহেতু কারণে বিশেষ নাই *।

ব্যবস্থা। ৩০। এবং (ভর্ত্তার উপকার অপেক্ষণীয় হওয়াতে †) তদৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি (ই) নিমিত্তে দানাদি-ও অনুমত (অ), এনিমিত্তে স্ত্রীরা অপহার (হ) করিবে না ইহা উক্ত *। ঐ।

তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে নভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং'' ॥ "পুত্রাণামভাবে পতিপক্ষস্তৎসপিণ্ডেষু চাসৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ, পক্ষদ্বয়াভাবেতু রাজা ভর্ত্তা স্ত্রিয়ামত''—ইতি নারদবচনাৎ জ্ঞাতিরাজাদীনামায়ত্তা সা কদাচিন্ন স্বতন্ত্রাভবেৎ। উক্তবচনস্য কুল্লূকভট্টকৃত টীকা।

(স) উপভোগোপি ন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিনা, কিন্তু স্বশরীরধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতোপভোগাভ্যনুজ্ঞানং *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। অতএব—

২৯। বর্ত্তনাশক্তৌ আধানমপ্যনুমতং তদশক্তৌ বিক্রয়ণমপি, ন্যায়স্যাবিশেষাৎ *।—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩—১৯৫।

৩০। এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদ্যর্থং (ই) দানাদিকমপ্যনুমতং (অ) (ভর্ত্তুরুপকারস্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ †)। অতএব নাপহারং (হ) স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহারবচনং *। ঐ।

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩। বি. দা. ভা. স্বী. র. ৮। কোল্. দা ভা. সেক্. ১১' পারা. ৬১—৬৩। উ. দা. ক্র, সং. পৃ. ৫, ৬। কোল্. ডা. বা. ৩ পৃ. ৪৫৮। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল বা. ১, পৃ ১৯। এল. ইন্ পৃ. ৩৪।

† দা. ভ. টী. পৃ ১৯৫।

(হ) যে ব্যয়ে ধনির উপকার নাই তাহাই অপহার। দা. ভা. পৃ. ১৯৩।

(হ) অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

(অ) 'আদি' পদে বন্ধক ও বিক্রয়ও বোধ্য। দা. ভা. টী. পৃ ১৯৪।

(অ) আদিনা—আধমনবিক্রয়া-বপি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৪।

(ই) ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে—পারলৌকিক উপকারার্থে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই ব্যাখ্যা। ঐ। অতএব—

(ই) ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থং—পারলৌকিকোপকারার্থমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ। ঐ। অতঃ—

ব্যবস্থা। ৩১। ভর্ত্তার পারলৌকিকউপকারার্থে পতির পিতৃব্যাদিকে অর্থানুরূপ দান করিবে*।

৩১। ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়ার্থং অর্থানুরূপং ভর্তৃ পিতৃব্যাদিভ্যো দদ্যাৎ *।

প্রমাণ। তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—'পতির পিতৃব্য (ও) গুরু ও দৌহিত্র (ক), ভাগিনেয় (গ) ও মাতুল গণকে (জ), ও বৃদ্ধ আর অনাথ এবং অতিথি (ট), ও (পরিবারীয়) স্ত্রীগণকে (ড), কব্য ও পূর্ত্ত দ্বারা (উ) † পূজা করিবে' *।

তদাহ বৃহস্পতিঃ—'পিতৃব্য (ও) গুরু দৌহিত্রান্ (ক), ভর্ত্তুঃ স্বস্ত্রীয় (গ) মাতুলান্ (জ)। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং (উ) †, বৃদ্ধানাথাতিথীন্ (ট) স্ত্রিয়ঃ' (ড) *॥ দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

---

* দা. ক্র. সং পৃ ৩,। বি. দ. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা ১১, সেক্ ১, পারা ৬২, ৬৩। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ৫ ও ৬। কোল্ ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৫৮—৪৬২। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৯। এল্. ইন্. পৃ. ৭৮।

† পিতৃব্যাদিকে মরিলে কব্যদ্বারা অর্থাৎ শ্রাদ্ধদ্বারা, এবং (পৃ ধাতুর অর্থ পালন ও পূরণ হওয়াতে) জীবিত থাকিতে পূর্ত্ত অর্থাৎ অন্নাদি দ্বারা পূজা করিবে ইহা কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন কব্যে অর্থাৎ পৈতৃক কর্ম্মে এবং পূর্ত্তে অর্থাৎ দৈব কর্ম্মে পিতৃব্যাদির পূজা অর্থাৎ সম্মান কর্ত্তব্য। অন্যেরা কহেন কব্য-পূর্ত্তদ্বারা পূজা করিবে ইহা বলাতে পূজামাত্র কথিত হইয়াছে, অতএব ইহাতে ক্রমিক প্রতিপালন পাওয়া যায় না, কিন্তু কখন কখন অন্ন-বস্ত্রাদি দান বোধ হইতেছে;—এই যথার্থ, কেননা আধুনিক ব্যবহারানুসারে মুনিরা গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বি. দ. ভা. দ্বী. র. ৮।

† কব্য পূর্ত্তাভ্যামিতি বৃহস্পতি বচনেন, মরণে কব্যেন—শ্রাদ্ধেন, জীবনে পূর্ত্তেন পালনেন অন্নাদিনা 'পৃ'—পালন পূরণয়োরিতি ধাত্বনুসারাদিত্যাহুঃ। কেচিত্তু, কব্যে—পৈতৃক কর্ম্মণি, পূর্ত্তে—দৈবে কর্ম্মণিচ ভর্ত্তৃ পিতৃব্যাদেরেব পূজা ইত্যাহুঃ। অন্যেতু পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যামিত্যনেন পূজা মাত্রং অভিহিতং, তেন কদাচিৎ ভোজন বস্ত্রাদিকং লভ্যতে, নতু পোষণমিত্যাহুঃ। যুজ্যতে-চৈতৎ, নহ্যাধুনিক ব্যবহারানুসারেণ মুনয়ো গ্রন্থান্ রচয়ন্তি।—বি. দ. ভা. দ্বী. র ৮।

(ও) 'পিতৃব্য' পদে—স্বামির সপিণ্ড বোধ্য। (ক) দৌহিত্র—ভর্ত্তার দুহিতার সন্তান। (গ) ভাগিনেয়—স্বামির ভগিনীর সন্তান। (জ) মাতুল পদে,—স্বামির মাতৃকুল। এই জীমূতবাহনের ব্যাখ্যা। দা. ভা প্ৃ ১৯৩। গজন্নাথ তর্কপঞ্চাননও ইহাই কহেন।

(ও) 'পিতৃব্য' পদং -ভর্ত্তুঃ সপিণ্ডপরং। (ক) দৌহিত্র পদং ভর্ত্তৃদুহিতৃসন্তানপরং। (গ) স্বস্রীয় পদং- ভর্ত্তুঃ স্বস্বসন্তানপরং। (জ) মাতুল পদং—ভর্ত্তুর্মাতৃকুলপরমিতি জীমূতবাহনঃ (দা. ভা অপ্ৃ. পৃ. ১৯৩)। এবমেব গন্নাথ তর্কপঞ্চাননঃ।

(জ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন, মাতুল পদে ভর্ত্তার মাতুলকে বুঝায়। দা. ক্র সং. পৃ ৩।

(জ) মাতুল পদং—ভর্ত্তৃমাতুলপরমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ।—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩।

(উ) মৃতের উদ্দেশে যাহা দেওয়া যায় তাহা কব্য। পূর্ত্ত—অন্নপানাদি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

(উ) কব্যং—মৃতোদ্দেশেন ত্যক্তং, পূর্ত্তং—অন্নপানাদি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

(ট) বৃদ্ধ পদে পণ্ডিতও বোধ্য, যথা অমরকোষে—বৃদ্ধ ও বুদ্ধ শব্দের অর্থ পণ্ডিতও বুঝায়। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(ট) বৃদ্ধ পদং পণ্ডিতপরমপি,—বৃদ্ধবুদ্ধৌ পণ্ডিতেপীত্যমরকোষাৎ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(ড) স্ত্রীগণ—অর্থাৎ ভর্ত্তার পুত্রবধূ প্রভৃতি*। ঐ।

(ড) স্ত্রিয়ঃ—ভর্ত্তৃস্নুষা প্রভৃতয়ঃ*। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ভর্ত্তার ভাগিনেয়ীরা অনাথা হইলে বচনোক্ত অনাথমধ্যে গণ্যা,* সনাথা হইলে নিজ নিজ নাথকর্ত্তৃকই প্রতিপালনীয়া। ঐ।

ভর্ত্তৃভাগিনেয্যা অনাথত্বে, অনাথপদেনৈব সংগ্রহঃ *, সনাথত্বে তেনৈব পোষণং। ঐ।

* এস্থলে কোন২ পণ্ডিতেরা বলেন এতদ্দেশীয় ব্যবহারে আরো দাঁড়িয়াছে প্রাপ্তেও তাহা অন্যথা করিতে পারে না,—কতক গুলি মহাবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদিগকে কন্যা দিলে সবংশে মানবৃদ্ধি, যাহারা দান না করে তাহাদের মানহানি হয়। ঐ কুলীন মহাশয়েরা অনেকের কন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে ও তৎসন্ততিগণকে প্রতিপালন করেন না। এতাদৃশ ব্যবহার প্রচলিত থাকিতে যদি ভর্ত্তা মহাকুলোদ্ভবকে কন্যা দান করিয়া মৃত হয় এবং সে কন্যা সাধ্বী

অত্র কেচিৎ এতদ্দেশীয়ব্যবহারস্থিতো য়মভিভর্ত্তিকত্বং প্রাপ্তোঽপি নালং—কেচিন্মহাবংশপ্রসূতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তি, তেভ্যঃ কন্যাং সম্প্রদদতাং বংশেন সহ মানবৃদ্ধি র্ভবতি, অদানে চ মানহানিঃ; তে চ বহূনাং কন্যাং স্বীকুর্ব্বন্তি ন তাঃ তৎসন্ততীর্বা পুষ্ণন্তি॥ এতাদৃশ ব্যবহারে প্রসিদ্ধে, যদি ভর্ত্তা মহাবংশপ্রসূতায় কন্যাং দত্ত্বা মৃতঃ, সা চ কন্যা সাধ্ব্যপি ভর্ত্রা ন পোষ্যতে, যত্তস্তৎ-

তথাচ সঙ্গতি থাকিলেই পতিধন-ব্যয়ে এসকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল বাক্যে: আপনার জীবন ধারণের ব্যাঘাত করিয়া পতির পিতৃব্যাদিকে প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য নয়। (কিন্তু) বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে অতিকষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্ন বস্ত্র দিতে হইবে। যেহেতু মনু কহিয়াছেন 'শত অকার্য্য করিয়াও বৃদ্ধ মাতা পিতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব উক্ত বচনে মাতা পিতা প্রভৃতির পোষণার্থে ভর্ত্তার অকার্য্য করাও মনুর অনুমত হওয়াতে, পত্নীরও তাহা কর্ত্তব্য। ঐ।

তথাচ সতিসম্ভবে পতিধনব্যয়েন এতৎসর্ব্ব কর্ম্ম করণং, অন্যথা বাক্যেনৈব; নতু স্বজীবন-বাধনং কৃত্বা ভর্ত্তৃপিতৃব্যাদি পোষণমবশ্যং কর্ত্তব্যং; নবা তদর্থং শাস্ত্রাননুমত কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। পরন্তু বৃদ্ধ শ্বশ্রুশ্বশুরৌ অতি ব্যামোহেনাপি পোষণীয়ৌ—বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ, সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীদিতি মনুবচনেন মাতা পিত্রাদিপোষণার্থং ভর্ত্তুরকার্য্য করণস্যাপ্যনুমতেঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

হইলেও যদি তদ্ভর্ত্তা তাহাকে প্রতিপালন না করে, কেননা পূর্ব্ব পুরুষের মহাত্ম্যানুসারে তাহার শ্বশুর তৎপত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনাদি এবং সম্ভাবনা সত্ত্বে উত্তর কালে ভরণপোষণের নিমিত্তে ভূম্যাদিও দেয় ইহা বহু ব্যবহারসিদ্ধহেতু নিয়মই হইয়াছে। অতএব সঙ্গতি থাকিলে ঐ কন্যার প্রতিপালন তাহার মাতা (অর্থাৎ ধনির স্ত্রী) করিবে, নতুবা নাথ থাকিতেও সে অনাথার ন্যায় কোথা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। শ্বশুরের কন্যায় প্রতিও ধনির স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু তৎশ্বশুর কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করাতে তদ্ভর্ত্তার মান বৃদ্ধি হইয়াছে, সঙ্গতি থাকিলে কন্যার কন্যাকেও প্রতিপালন করা আবশ্যক, যেহেতু সেও তদ্রূপ। এবং যেহেতু তৎকুলজাতকে কন্যা দান মহাবংশীয়দিগের আবশ্যক॥ শ্রীমন্মহারাজ বল্লাল সেন কল্পিত মহাজনস্বীকৃত মানমূলক এই ব্যবহার। যদিও ইহা শাস্ত্রে নাই তথাপি ব্যবহার আছে বলিয়া (এস্থলে) লিখাগেল। ইহা শ্রীমজ্জদের বিবেচনীয়। অতএব, 'স্ত্রী' পদে উপরি বর্ণিত স্ত্রীদিগকেও বুঝিতে হইবে, নতুবা এতাদৃশ বহুবিবাহের রীতি নিবারণ কর্ত্তব্য।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পূর্ব্বপুরুষ-মাহাত্ম্যেনৈব তৎপত্নীগ্রাসাচ্ছাদনাদিকং সতি সম্ভবে উত্তরকালীন তৎপোষণার্থং ভূম্যাদিকঞ্চ তৎশ্বশুরো দদাতীতি বহু ব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ নিয়ম এব। অতস্তস্যা দুহিতুঃ পোষণং সতিসম্ভবে মাত্রা কর্ত্তব্যম্, অন্যথা নাথবত্যাপি অনাথাইব দুঃখিতা কুত্র ভুঞ্জীত। এবং শ্বশুরদুহিতুরপি অয়মেব ব্যবহার উচিতঃ,—শ্বশুরস্য তাদৃশ কর্ম্মণা তদ্ভর্ত্তুর্মানবৃদ্ধেঃ। দুহিতৃদুহিতুশ্চ পোষণং সতিসম্ভবে আবশ্যকং তস্যা অপি তাদৃশত্বাৎ, মহাবংশ প্রসূতানাং মহাবংশ প্রসূতায় কন্যাদানস্যাবশ্যকত্বাদিতি শ্রীমন্মহারাজবল্লালসেনোপকল্পিত মানমূলকোয়ং মহাজন পরিগৃহীতঃ পন্থাঃ। শাস্ত্রেঽদৃষ্টোঽপি ব্যবহার জ্ঞাপনার্থং লিখিতো বিবেচনীয়স্তু শ্রীমদ্ভিরতস্ত্রা অপি 'স্ত্রিয়ঃ'—ইত্যনেন গ্রাহ্যাঃ, অথবা এতাদৃশী বহুবিবাহরীতি নিবর্ত্তনীয়া ইত্যাহুঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা ৩২। এই সকল ব্যক্তিপ্রভৃতিকে দিবে, ইহারা থাকিতে নিজ পিতৃকুলে দিবেনা†—যেহেতু তাহাতে পিতৃব্যাদিকে দান বচন ব্যর্থ হয় *।

৩২। তদেবমাদিভ্যো দদ্যাৎ, ন পুনরেতেষু সৎস্বেব স্বপিতৃকুলেভ্যঃ †—পিতৃব্যাদিবচনানর্থক্যাৎ *।

ব্যবস্থা ৩৩। তাহাদের অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমাতৃকুলেও † দান করিবে *।

৩৩। তদনুমত্যা স্বপিতৃমাতৃকুলেভ্যোঽপি † দদ্যাৎ *।

প্রমাণ ৩৪। দানাদি বিষয়ে পতি পুত্রাভাবে সে পতিকুলের অধীনা।—দা. ভা. অ. পু. পৃ. ১৯৩ ও ১৯৪।

৩৪। দানাদৌ পতিপুত্রাভাবে ভর্ত্তৃকুলপরতন্ত্রতা তস্যাঃ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩ ও ১৯৪।

যথা নারদ কহেন—‘ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতিপক্ষ প্রভু। এবং বিনিযোগে (ক), অর্থ রক্ষাতে, ভরণ পোষণেও তাহারা কর্ত্তা। যদি পতিকুল ক্ষয় পায়, নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়,

তদাহ নারদঃ—‘মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ। বিনিয়োগেঽর্থরক্ষাসু ভরণেচ স ঈশ্বরঃ (ক)॥ পরিক্ষীণে পতিকুলে, নির্ম্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে।

---

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩ ও ৪। বি. দা. ভা. টী. ৯৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৬৩ ও ৬৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৫৮—৪৬৫। এল্. ইন্. পৃ. ৭৩ ও ৭৫।

† ‘তাহাদের অনুমতিক্রমে’ ইত্যাদি জীমূতবাহনপ্রভৃতি কর্ত্তৃক লিখিত হওয়াতে তাহাদের মত এই বোধ হইতেছে যে পিতৃব্যাদি ব্যক্তিগণের অনুমতি বিনা বিধবা নিজ পিতৃকুলে অথবা অন্যব্যক্তিকে ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারার্থেও অর্থানুরূপ দান করিতে পারিবে না। কিন্তু পতির পারলৌকিক উপকারার্থে অর্থানুরূপ যে দান তাহা কোন ঋষি ও নিবন্ধ-কর্ত্তৃক অপহার কথিত না হওয়াতে নব্য পণ্ডিতেরা ঐ দানকে অসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। এবং তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে প্রাড্‌বিবাকেরা উক্তরূপ দানকে স্থিরতর রাখিয়াছেন। তথাচ বৃহস্পতি ও জীমূতবাহন প্রভৃতির কথিত পিতৃব্যাদিকে যে উক্তরূপ দান তাহাই মুখ্যকল্প ও প্রশস্ত করিয়া মানিতে হইবে—যেহেতু তাহাতে অধিক উপকার।

† জীমূতবাহনাদীনাং ‘তদনুমত্যা’ ইত্যাদি লিখনেনৈতদ্‌বগম্যতে, যৎপিতৃব্যাদীনামনুমতিং বিনা স্বপিতৃকুলেভ্যো হন্যেভ্যশ্চ ভর্ত্তুঃপারলৌকিকোপকারার্থমপি অর্থানুরূপং দাতুং ন শক্নোতি। নব্যপণ্ডিতাস্তু ভর্ত্তুঃপারলৌকিকোপকারার্থং অন্যেভ্যো যদর্থানুরূপং দানং তদপি সিদ্ধত্বেনানুমন্যন্তেস্ম—কেনাপি ঋষিণা নিবন্ধ্রাচ তদপহারত্বেনাকথিতত্বাৎ। নব্যানাং ব্যবস্থানুসারেণ প্রাড্‌বিবাকাশ্চ তদ্দানং সিদ্ধমিতি স্বীকৃতবন্তঃ। তথাচ বৃহস্পতিনা জীমূতবাহনাদিভিশ্চ পরিগণিতেভ্যো পিতৃব্যাদিভ্যো যৎপত্যুঃ পারলৌকিকোপকারাভিসন্ধিপূর্ব্বকং অর্থানুরূপং দানমুক্তং তদেব মুখ্যত্বেন প্রাশস্ত্যেন চাবশ্যং মন্তব্যং—তস্যাধিকতরোপকারকত্বাৎ।

ও ভর্ত্তার সপিণ্ড না থাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ প্রভু (ন) *।

তৎসপিণ্ডেষু চাসৎসু, পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃস্ত্রিয়াঃ (ন) *।

অপরে কহেন নারদ বচনে—বিনিযোগ অর্থাৎ দান বিষয়ে পতিকুল কর্ত্তা, তাহারা যাহাকে দিতে কহিবে তাহাকে দিবে এবং যাহা দিতে কহিবে তাহা দিবে।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

অপরেতু নারদবচনে—বিনিয়োগে দানে ভর্ত্তৃকুলং প্রভু, যস্মৈ দাতুং কথয়তি তস্মৈ দদ্যাৎ, যদ্দাতুং কথয়তি তদ্দদ্যাদিতি।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(ন) যদ্যপি নারদবচনে ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু পদ উক্ত হওয়াতে দানবিষয়ে স্ত্রীরা পতিপক্ষের অধীনা উক্ত হইয়াছে, তথাপি নব্যদিগের অভিমত এমত নহে, যেহেতু বিশেষ বচন না থাকাতে স্বামিকৃত দান যে সিদ্ধ তাহা অপ্রত্যূহ। অপিচ 'পতিপুত্রহীন স্ত্রীরা পতিপক্ষের অধীনা' এই যে বাক্য ইহাতে এমত বুঝায় না যে স্ত্রীকৃত দান অসিদ্ধ,—কেননা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে পতিপক্ষের বশে না থাকিলে অপুত্রা বিধবার প্রত্যবায় হয়। ঐ।

(ন) যদ্যপি নারদ-বচনে ঈশ্বরপদানুসন্ধানাৎ বিনিয়োগে দানে স্ত্রিয়াঃ পতিপক্ষপারতন্ত্র্যমেবোক্তং, নৈতদভিমতং নব্যানাং, যতো বিশেষবচনাভাবে স্বামিকৃতস্য দানস্য সিদ্ধিরপ্রত্যূহা। যচ্চ স্ত্রীণামপতিপুত্রাণাং পতিপক্ষ-পারতন্ত্র্যমুক্তং, ন তেন তস্যা দানাসিদ্ধিরবসীয়তে— পতিপক্ষবশগত্বাভাবে প্রত্যবায় এব তাৎপর্য্যাদিতি। ঐ।

* উক্ত নারদ বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ভাগে 'বিনিয়োগেঽর্থরক্ষাসু' এবং 'বিনিয়োগাত্মরক্ষাসু' অর্থাৎ 'বিনিয়োগে ও অর্থরক্ষাতে' এবং 'বিনিয়োগে ও আত্মরক্ষাতে' এই দুই রূপ পাঠ আছে। কোলব্রুক সাহেব নিজানুবাদিত ডাইজেস্টের দ্বিতীয় বালামের ৪ বুকের ১ চ্যাপটরে (৩৮৪ পৃষ্ঠায়) দ্বিতীয় পাঠের অনুবাদ করত নীচে টীকাতে প্রথম পাঠের অনুবাদ করিয়া কহিতেছেন 'ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে, তাহা ৫ বুকের ৮ চ্যাপটরে (অর্থাৎ অপুত্র ধনাধিকারে) দ্রষ্টব্য। কিন্তু সেখানে তাহা দৃষ্ট হয় না। কেবল উক্ত বচনস্থ দুই এক পদের বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যে অর্থ করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ আছে, এবং সমগ্র বচনের অনুবাদ দেখিতে উক্ত ৩৮৪ পৃষ্ঠায় বরাত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বচনের উপর জীমূতবাহন যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত হইয়াছে কিন্তু ডাইজেস্টে কেন অনুবাদিত হয় নাই জানাইতেছে না। উক্ত বিজ্ঞ সাহেব দায়ভাগের অনুবাদেও উক্ত বচনের দ্বিতীয় পাঠ ধরিয়াছেন। উইঞ্চ্ সাহেব দায়ক্রম সংগ্রহের অনুবাদে কোলব্রুকের ঐ বচনানুবাদ অবিকল তুলিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাহার পার্শ্বে যে সংস্কৃত দায়ক্রম-সংগ্রহ ছাপা করিয়াছেন তাহাতে প্রথম পাঠ ধরিয়াছেন। আমি উক্ত বচনের প্রথম পাঠ ধরিলাম,—তাহার এক কারণ এই যে কোলব্রুকের ডাইজেস্টের আদর্শ বিবাদভঙ্গার্ণবে, এবং মুদ্রিত দায়ভাগ ও দায়ক্রম সংগ্রহে, বিশেষতঃ গবর্ণমেন্ট্ সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান স্মৃত্যধ্যাপক যে দায়ভাগ মুদ্রিত করিয়াছেন, ও যাহা প্রকৃতরূপ শুদ্ধ করিবার নিমিত্তে তিনি পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই, (এবং উক্ত বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) তাহাতে উক্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে ; অন্য কারণ এই যে প্রথম পাঠে শাস্ত্রের যে তাৎপর্য্য তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

এতদ্বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে—জীমূত-বাহন বা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কিম্বা কোন নব্য নিবন্ধা ও টীকাকর্ত্তা বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার কথিত নব্য মত প্রকাশ করেন নাই স্বীকারও করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই উপরি ব্যক্ত মতের বিপরীত মত দিয়াছেন। অপিচ স্বয়ং বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা বিবাদচিন্তামণির মত স্মরণানন্তর পত্নীর কৃত শাস্ত্রবিরুদ্ধ দান (যাহা স্বামিকৃত কথনচ্ছলে সিদ্ধ কথিত হয় তাহা) অস্বামিকৃত ও অনধিকারিকৃত হেতুবাদে অসিদ্ধ করিয়াছেন,* এতাবতা বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা আপনার উল্লিখিত নব্যমত আপনিও খণ্ডন করিয়াছেন।

নব্য পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় কথিত নব্যমতের বিপরীত মত দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে প্রাড়্‌বিবাকেরা শাস্ত্রে অভিহিত নিমিত্ত ভিন্ন পতিপক্ষের সম্মতি বিনা পত্নীকৃত দানাদি অসিদ্ধ করিয়াছেন। কথিত নব্যমতে মতদাতা পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যল্প, এবং তাঁহাদের সে মত বিচারকর্ত্তারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন *। অপিচ বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যখন মহাভারতীয় ও কাত্যায়নীয় বচনের তাৎপর্য্যাকর্ষণ করিয়া কহিয়াছেন 'পতির উপকারার্থে দান ও ভোগ ভিন্ন তদ্ধনের যে যথেচ্ছা দানাদি তাহা অবশ্য অসিদ্ধ এই তাৎপর্য্য' তখন তাহাতে জগন্নাথাদি নব্যের কৌশল সুতরাং নিরস্ত।

এতদ্বিরুদ্ধে বক্তব্যমিদং 'ন জীমূতবাহনেন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেণ বা, নচান্যেষাং নব্যনিবন্ধৃণাং টীকাকর্ত্তৃণাম্বা কেনাপি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃৎকথিতাভিনবমতং প্রকটিতং, স্বীকৃতং বা, প্রত্যুত তেষাং সর্ব্বেষামেব মতং তদ্বিপরীতত্বেন লিখিতমস্তি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানং যৎস্বামিকৃতস্য দানস্য সিদ্ধিরপ্রভূাহা ইতি ব্যপদেশেন সিদ্ধত্বেনাভিহিতং তদ্বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতাঽপি বিবাদচিন্তামণিমতানুস্মরণানন্তরং অনধিকারিকৃতত্বাৎ অস্বতন্ত্রকৃতত্বাচ্চ অসিদ্ধমেবেত্যুক্তং*। এতাবতা বিবাদভঙ্গার্ণবকৃদুল্লিখিত নব্যমতং তেনাপি খণ্ডিতং।

নব্য পণ্ডিতানাং প্রায়ঃ সর্ব্বৈরেব উক্ত নব্যমত বিরুদ্ধমতং প্রদত্তং, তদনুসারেণচ প্রাড়্‌বিবাকৈঃ পতিপক্ষ সম্মতিম্বিনা বিধবাকৃত শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদিকং প্রতিষিদ্ধং। যেচ তদভিনবমতাবলম্বিনস্তেঽত্যল্প সংখ্যকাঃ, তেষাং তন্মতমপি প্রাড়্‌বিবাকৈঃ পরিত্যক্তং *। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতাপি যদা মহাভারতীয় বচন কাত্যায়নীয়বচনযোস্তাৎপর্য্যমাকৃষ্যোক্তং 'পত্যুরুপকারার্থ দানেতর ভোগেতর যথেষ্ট বিনিয়োগাসিদ্ধিরেব পর্য্যবসীয়ত ইতি'। তদা এতেষু সুতরাং জগন্নাথাদি নব্যানাং কৌশলং নিরস্তং।

* জগন্নাথের এইরূপ আর দুই ব্যবস্থা তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃকই খণ্ডিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—কোল্‌. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৫৭—৪৬৩.

“পতি হীনা পত্নী যথেষ্ট ভোজন শয়নাদি ব্যবহারে নিবৃত্তা ও সংযতা হইয়া ব্রতে নিযুক্তা হইবে, যেহেতু পতির ধনস্বরূপ সে আপনাকে পতির প্রয়োজন (উপকার) নিমিত্তই জানিবে ইহা কথিত আছে। অপিচ পতির অন্য ধনও পতির উপকারি কর্ম্ম বিনা ব্যয় নিষেধ হেতু সে পতি-ধন রক্ষণরূপ ব্রতে নিযুক্তা থাকিবেক। ইহাও তাহার এক ব্রত যে পতির ধন দেবতার ধনের ন্যায় ব্যবহার বিষয়ে ব্যয় করিবে না। তথাপি দৈবাৎ পত্নীকৃত যে দানাদি তাহা অবশ্য সিদ্ধ। পরন্তু উত্তরাধিকারিরা রাজাকে জানাইলে রাজা তাহার বিহিতদণ্ড করিবেন কিন্তু গ্রহীতার দণ্ড করিবেন না যেহেতু গ্রহীতার দণ্ড হইবে শাস্ত্রে এমত লিখিত নাই—এই নব্য মত সিদ্ধ ব্যবস্থা”। (বি. দা. ভা. দী. র. ৮)। এই ব্যবস্থা নব্যমত সিদ্ধ নয় কিন্তু নব্য-চ্ছলে বিবাদভঙ্গার্ণবকার্ত্তার মত নব্যা ব্যবস্থা, যেহেতু পতি সক্রান্ত ধন পতির অনুপকারে পত্নী দৈবাৎ দানা-দি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা কোন নব্য নিবন্ধা কহেন নাই, প্র-ত্যুত নব্য নিবন্ধাদিগের মতানুসারে বিচারকর্ত্তারা তদ্রূপ দানাদি অসিদ্ধ করিয়াছেন, যথা পরে প্রকটিত বিচার পত্র কতিপয়ে প্রকাশ।

“তথাহি মৃতপতিকা পত্নী যথেষ্ট ভোজন শয়নাদি ব্যবহারান্নিবৃত্তা সং-যতৈব ব্রতে তিষ্ঠেৎ পতিধন স্বরূপস্য আত্মনঃ পতিমাত্র প্রয়োজনত্বেনোপ-ন্যাসাৎ। তথা পত্যুর্দ্ধনান্তরস্যাপি পত্যুরুপকারকত্বং বিনা বিনিয়োগা-ভাবাৎ তত্তৎ পালনরূপব্রতে তিষ্ঠেৎ। ইদমপি তস্যা ব্রতমেব যৎ পতিধনং দেবধনবৎ ব্যবহারার্থং নার্পয়তীতি, তথাপি দৈবাৎ পত্ন্যা কৃতং দানাদি-কং সিধ্যত্যেব। পরন্তু দায়াদৈ জ্ঞা-পিতো রাজা তাং যথা বিহিতং দণ্ডয়েৎ নতু গ্রহীতারং তত্র শাস্ত্রাভাবাদিতি নব্যমত সিদ্ধা ব্যবস্থা।” (বি. দা. ভা. দী. র. ৮)। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেন নব্যচ্ছলেনৈব নব্যৈষা ব্যবস্থোক্তা, যতঃ কেনাপি নিবন্ধ্রা দৈবাৎ পতি-সক্রান্তধনস্য তদুপযোগং বিনা পত্ন্যা কৃতং দানাদিকং সিদ্ধমিতি নোক্তং, প্রত্যুত নব্যানাং মতানুসারেণ প্রাড়-বিবাকৈঃ তাদৃগ্দানাদিকমসিদ্ধমিতি ব্যবস্থাপিতং,—তজ্জ্ঞাতব্যং পশ্চাৎ প্রকটিত বিচারপত্রেষু।

ব্যবস্থা

৩৫। তথাপি সে ভর্ত্তার ঋণশোধ ক-ন্যার বিবাহ অবশ্য পোষ্য পরি-বারের পালন এবং অত্যাবশ্যক হিত কার্য্য সম্পাদন নিমিত্তে দায়া-দগণের সম্মতিবিনাও পতির বিষয় বিক্রয়াদি করিতে যোগ্য।

৩৫। তথাপি সা ভর্ত্তুঃ ঋণাপনয়ন কন্যোদ্বাহাবশ্যপোষ্য পরিবার পালনাত্যাবশ্যক হিত কার্য্যার্থঞ্চ পতিধনস্য বিক্রয়াদিকং দায়াদানাং সম্মতিম্বিনাঽপি কর্ত্তু-মর্হতি।

যেহেতু ঋণশোধাদিতে ভর্ত্তার পারলৌকিক মহোপকার, তাহা না হইলে নরকভোগ হয়।

যস্মাৎ ঋণাপনয়নাদীনাং পারলৌকিক মহোপকারকত্বং, তদভাবে নরকপাতঃ।

প্রমাণ /০ উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত করিবে এই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে পিতৃলোক পুত্র কামনা করেন। অতএব পুত্র জাত হইয়া যাহাতে পিতা নরকে না যান তন্নিমিত্তে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে। তপস্বী হউন বা অগ্নিহোত্রী হউন যদি ঋণী হইয়া মরেন তবে তাঁহার তপস্যা ও অগ্নিহোত্র উত্তমর্ণের হয়।—নারদ। দা. ভা. অপু। ঋণশোধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

/০ ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্য্যথেষ্টতঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি। অতঃ পুত্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ পিতা মোচনীয়ো যথা নো নরকং ব্রজেৎ॥ তপস্বীবাগ্নিহোত্রী বা ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি। তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং ধনিনাং ভবেৎ॥—নারদঃ। দা. ভা. অপু.। ঋণ পরিশোধ প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

৵০ "কন্যাদিগকে তৎ পিতৃবিষয় হইতে বিবাহোচিত ধনদাতব্য।—দেবল।

৵০ কন্যাভ্যশ্চ পিতুর্দ্রব্যাৎ দেয়ং বৈবাহিকং বসু।—দেবলঃ।

৶০ ইহা ন্যায্য, যেহেতু ধনবিনা অবিবাহিতা কন্যার ঋতুদর্শনে পিত্রাদি নরকগামি হয়েন ইহা শ্রুতি হইয়াছে, যথা বশিষ্ঠ কহিয়াছেন "সকামা ও যোগ্যবরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তৎ পিতা মাতা তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকি হয়েন, এই ধর্ম্মবাদ" ॥ তথা পৈঠীনসি কহেন—"কন্যার স্তন উঠিবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি কন্যা (বিবাহের পূর্ব্বে) ঋতুমতী হয়, তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকগামি হয়। এবং পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠাতে (কীট হইয়া) জন্মেন; অতএব বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত"।—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫ ও ১৯৬।

৶০ যুক্তঞ্চৈতৎ, ধনমন্তরেণাপরিণীতায়াঃ কন্যায়াঃ ঋতুদর্শনে পিত্রাদীনাং নরকপাতশ্রুতেঃ, তদাহ বশিষ্ঠঃ "যাবন্তু কন্যামৃতবঃস্পৃশন্তি, তুল্যৈঃ, সকামামপি যাচ্যমানাং। তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ" ॥ তথা পৈঠীনসিঃ—"যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহীতাচ নরকমাপ্নোতি। পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে, তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যা"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫ ও ১৯৬।

।০ পোষ্যবর্গের পালন করা স্বর্গলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহারদিগকে ক্লেশ দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে। মনু।—বৃদ্ধপিতা মাতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু পুত্র ইহারদিগকে শত অপকর্ম্ম করিয়াও প্রতিপালন করা উচিত ইহা মনুর উক্তি॥ এই মনুবচনে মাতা পিত্রাদির পোষণার্থে ভর্ত্তাকে অকার্য্য করিতেও অনুমতি থাকাতে তাহারা তৎ পত্নীর অবশ্য পোষ্য *। ঐ।

।০ ভরণং পোষ্য-বর্গস্য, প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য, তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ॥ মনুঃ। বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃশিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ। ইতি মনুবচনেন মাতা পিত্রাদি পোষণার্থং ভর্ত্তুরকার্য্য করণস্যাপ্যনুমতে স্তে পত্ন্যা অবশ্যং পোষণীয়াঃ *। ঐ।

।/০ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরও মত এই যে স্ব সঙ্ক্রান্তপতিধন পতির স্বর্গার্থে দান কর্ত্তব্য, অতএব ইচ্ছামতে তদ্ভিন্নদানাদি অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যেরও এইমত। ভবদেবের মতও প্রায় এই রূপ *।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

।/০ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যা অপি পত্ন্যা স্বসঙ্ক্রান্ত পতিধনস্য পতি স্বর্গার্থং দানং কর্ত্তব্যমিত্যনুমন্যন্তে, তেনচ অন্যত্রাকর্ত্তব্যত্বং জ্ঞায়তে। বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যোপ্যেবং। ভবদেবোঽপি এবমেব প্রায়ঃ *।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

৩৬। পতিসঙ্ক্রান্ত সর্ব্বস্ব বা তদ্ধনের অধিকাংশ বিক্রয়াদি না করিলে যদি পতির অবশ্য পোষ্য পালন ঋণপরিশোধন বা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন না হয় তবে তাহাও করিতে পত্নী যোগ্যা ও শাস্ত্রানুমতা। কিন্তু ভর্ত্তার হিতকর কাম্যক্রিয়ার্থে কিঞ্চিৎ বিষয়মাত্র দানাদি করিতে পারে।—তাদৃশ কার্য্যার্থে তাদৃশ দানাদি দায়াদদিগের সম্মতি বিনা কৃত হইলেও সিদ্ধ হইবে †।

৩৬। পতি সংক্রান্ত সর্ব্বস্বস্য অধিকাংশস্য বা বিক্রয়াদিকমন্তরেণ তদবশ্যপোষ্যপালন ঋণাপনয়নাবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যস্যানিষ্পত্তৌ বিধবা তদপি শাস্ত্রানুমতত্বেন কর্ত্তুমর্হতি। ভর্ত্তুর্হিতায় কাম্যক্রিয়ার্থন্তু কিঞ্চিদ্ধনস্যৈব দানাদিকে অর্হা।—তাদৃশ কার্য্যার্থং তাদৃশদানাদিকং দায়াদানাম্ সম্মতিমন্তরেণ কৃতেঽপি সিদ্ধ্যত্যেব †।

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৬০ ও ৪৬৪।

† ইহার ভাব এই যে (৪২ পৃষ্ঠায় ধৃত) নারদবচনানুসারে উল্লিখিত কার্য্যসম্পাদনার্থে দায়াদগণের স্থানে বিক্রয়াদির অনুমতি চাওয়া উচিত. যদি তাহারা অনুমতি না দেয় তথাপি বিধবা তাদৃশ দানাদি করিতে পারে, ও তাহা শাস্ত্রতঃ সিদ্ধ।

পতিরধন দান করা অকর্ত্তব্যহইলেও পত্নী ধন-দণ্ডের উপযুক্ত দোষ করিলে রাজাকে পতির ধন দণ্ড দিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—দণ্ড শুদ্ধির হেতু, তাহা অবশ্য দাতব্য, যেহেতু দানাদির যে নিষেধ সে কেবল অবৈধ বিষয়ে। এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্রতাদিকরণে অশক্ত হইলে ধেনুদানাদি তাহার কর্ত্তব্য, স্বর্গার্থে দানাদিও কর্ত্তব্য।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ননু যদি পত্ন্যা দানং ন কর্ত্তব্যং তদা ধনদান গর্হ্যপাপে কৃতে দণ্ডার্থং ধনং রাজ্ঞে দেয়ং ন বা ইতিচেৎ—দণ্ডস্য শুদ্ধিহেতুত্বেনাবশ্যং দেয়তা, নিষেধশ্চ বৈধেতরত্র। এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্রতাদ্যশক্তৌ ধেনু দানাদিকমপি কর্ত্তব্যং এবং স্বর্গার্থং দানাদিকমপি কর্ত্তব্যমিতি জগন্নাথতর্কপঞ্চাননঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

তথাচ ভর্ত্তা জীবিত থাকিয়া যেরূপে যাহার ভরণপোষণাদি যে কর্ম্মই বা করিতেন মৃত ভর্ত্তৃকাও সেই রূপে তাহার পালন ও সেই২ কর্ম্ম শক্ত্যনুসারে করিবে। ইহা অনাথ পদদ্বারা পাওয়া যাইতেছে। ঐ।

তথাচ ভর্ত্তা জীবন্ যথা যস্য পোষণাদিকং যদ্বা কর্ম্ম করোতি মৃতভর্ত্তৃকাঽপি স্বশক্ত্যনুসারেণ তথৈব তস্য পোষণম্ তত্তৎ কর্ম্মচ কুর্ব্বীত। এতদনাথ পদস্বরসেন লভ্যতে। ঐ।

ভর্ত্তা যাহাকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তন্মরণে পত্নীর তাহাকে তাহা অবশ্য দানীয়—যেহেতু তাহাও ঋণ। তাহা হারীত কহিয়াছেন—"যে বস্তু বাক্যে প্রতিশ্রুত, কিন্তু কার্য্যে দত্ত হয় নাই, তাহা ইহলোকে ও পরলোকে ঋণই॥ স্বীকার করিয়া না দিলে, ও দিয়া পুনর্হরণ করিলে বিবিধ নরকগামী হয় এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মে"। ঐ।

ভর্ত্রা যস্মৈ যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং, তন্মরণে পত্ন্যা তস্মৈ তদবশ্যং দেয়ং—তস্যাঽপি ঋণত্বাৎ। তদাহ হারীতঃ-"বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং, কর্ম্মণা নোপপাদিতং। তদ্ধনং ঋণসংযুক্তং ইহলোকে পরত্রচ॥ প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন, দত্তস্যোচ্ছেদনেন চ। বিবিধান্ নরকান্ যাতি, তির্য্যগ্‌যোনৌচ জায়তে"॥ ঐ।

যাহা২ ভর্ত্তা ইহলোকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং যাহা২ পাইতে সম্যক্ চেষ্টা করিতেন, সেই২ বস্তু পতির প্রীতি কামনায় ধার্ম্মিককে দানীয়। দায়তত্ত্বাদিধৃত স্মৃতি।

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে, যদ্ যত্ পত্যুঃ সমীহিতং। তত্তদ্গুণবতে দেয়ং, পতিপ্রীণনকাময়া। দায়তত্ত্বাদি ধৃত স্মৃতিঃ।

এই সকল কার্য্যক্রিয়াদিতে বিধবা কিঞ্চিৎ ধন দানাদি করিতে পারে।

এবমাদিকাসু ক্রিয়াসু বিধবা কিঞ্চিদেব দানাদিকং কর্ত্তুমর্হতি।

এরূপ অন্যা স্ত্রীর অধিকারেও জানিবে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

এবমন্যস্যা অধিকারেঽপীতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা ৩৭ তথাপি মুখ্য দায়াদ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পতির সর্ব্বস্ব দানাদি দায়াদদিগের সম্মতি ক্রমে কৃত হইলেও যদি তাহা পতির পারলৌকিক পরমোপকারার্থ কৃত না হয় তবে ব্যবহারসিদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম্য নয়, নীতিসম্মতও নয়। কেননা পতির শ্রদ্ধাদির উপযোগি ধন সঞ্চিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৭। তথাপি দায়াদানাং সম্মতিক্রমেণ মুখ্য দায়াদভিন্ন ব্যক্ত্যন্তরে পতিসর্ব্বস্বদানাদিকং যদি কৃতং স্যাৎ তচ্চ যদি পত্যুঃ পারলৌকিকপরমোপকারার্থকং নস্যাৎ, তদা তদ্ব্যবহারসিদ্ধমপি ন ধর্ম্ম্যং নাপি নীতিসম্মতং, যতঃ পত্যুঃ শ্রাদ্ধাদ্যুপযোগি ধনমবশ্যং সঞ্চয়নীয়ং।

ব্যবস্থা ৩৮। পরন্তু পতির পারলৌকিক উপকারার্থ যে কিঞ্চিৎ বা পরিমিত ধনদানাদি—তাহা দায়াদের সম্মতিতে বা অসম্মতিতে হউক সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম্য ও নীতিসম্মত।

৩৮। পরন্তু পত্যুঃ পারলৌকিকোপকারার্থকং কিঞ্চিৎ পরিমিতস্বা যদ্দানাদিকং, তদ্দায়াদানাং সম্মত্যা অসম্মত্যা বা কৃতমপি সিদ্ধং, ধর্ম্ম্যং, নীতিসম্মতঞ্চ।

ব্যবস্থা ৩৯। পরন্তু পতির দায়াদেরা অন্নাচ্ছাদন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যয় দিলে বা দিতে স্বীকার করিলে বিধবা পতির ধন তাহাদের সম্মতি বিনা হস্তান্তর করিতে পারে না, করিলেও তাহা সিদ্ধ নহে।

৩৯। পরন্তু দায়াদৈ বর্ত্তনোচিত ব্যয়ে অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যয়ে চ দত্তে দাতুং স্বীকৃতে বা পত্নী পতিধনস্য তেষাম্ সম্মতিমন্তরেণ বিক্রয়াদিকং কর্ত্তুং নার্হতি। যদি করোতি তদা ন সিদ্ধ্যতি।

ব্যবস্থা ৪০। অপিচ ভর্ত্তার সঞ্চিত ধন অথবা বিষয়ের উপস্বত্ব দ্বারা কথিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তদর্থে কিম্বা নিজ যথেচ্ছ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভর্ত্তার স্থাবর প্রভৃতি বিক্রয়াদি করিতে তদ্বিধবা যোগ্যা নয়।

৪০। অপিচ পত্যুঃ সঞ্চিত বিত্তেন বিত্তোপস্বত্বেন বা কথিত কার্য্য সম্পাদন সম্ভাবনায়াং তদর্থং নিজ-যথেচ্ছব্যয় নির্ব্বাহার্থং ভর্ত্তুঃ স্থাবরাদি বিক্রয়াদিকং কর্ত্তুং নার্হতি।

"স্ত্রীরা পতির দায়ের উপভোগরূপ ফল ভোগিনী তাহারা কোনক্রমে পতির দায়রূপ ধন অপচয় করিবেনা" এই মহাভারতীয় বচনে, এবং 'যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে, তাহার পর দায়াদেরা পাইবে" এই কাত্যা-

"স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারংস্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥" ইতি মহাভারতীয় বচনেন, "ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ" ইতি কাত্যায়নীয়

যন বচনেও ভোগমাত্র ফল ইহা কথিত হইয়া পরস্বত্বোৎপাদক যে দানাদি তাহা নিবারণপূর্ব্বক ভোগ মাত্র উপদেশ হওয়াতে —

ব্যবস্থা। ৪১। পতির উপকারার্থে দান ও ভোগ ভিন্ন যে তদ্ধনের দানাদি তাহা অবশ্য অসিদ্ধ এই তাৎপর্য্য। বি দা. ভা. দী র ৮।

ব্যবস্থা। ৪২। পরন্তু ইদানীং বিধবা পতির অনুপযোগে বা শাস্ত্রানুমত কারণ বিনা স্বেচ্ছাধীন দানাদি করিলে তাহাতে যদি পতির দায়াদেরা সম্মত না হয় কিম্বা পরে স্বীকার না করে তবেই কেবল তাহা অসিদ্ধ।

ব্যবস্থা। ৪৩। এবং ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে তাৎকালিক মুখ্য দায়াদের সম্মতিতে বিধবা পতিসক্রান্ত ধন যে কোন কর্ম্মে দানাদি করিতে পারে। এবং রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থা অথবা আয়ত্ত রাখিতে অসম্মতা হইলে সে তাহা তাদৃশ দায়াদকে দিতে বা সমর্পণ করিতে পারে,—ঈদৃশ দানাদি সিদ্ধ হইবে যদি ঐ বিধবার মরণকালে যে ব্যক্তিরা তৎপতির দায়াদ সাব্যস্ত হইবে তাহাদের স্বত্ব ঐ গ্রহীতার স্বত্ব হইতে প্রশস্ততর বা তৎসমান না হয়, কেননা তাহা হইলে ঐ দান আংশিক বা সম্যক্ অসিদ্ধ হইবে*।

ব্যবস্থা। ৪৪। কিন্তু যদি পতির উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা পত্নী শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করে তবে তাহারা প্রতিবন্ধক হইতে পারে,† তথাপি মুখ্য উত্তরাধিকারিগণেরই প্রতিবন্ধক হ-

বচনেনচ, ভোগমাত্র ফলকত্ব কথনেনা-পরস্বত্বোৎপাদনাদি রূপ ফল ব্যাবর্ত্তনাৎ ভোগমাত্রোপদেশাচ্চ—

৪১। পত্যুরুপকারার্থ দানেতর ভোগেতর যথেষ্ট বিনিযোগাসিদ্ধিরেব পর্য্যবসীয়তে। —বি. দা. ভা. দী. র ৮।

৪২। পরন্তু ইদানীং বিধবয়া পত্যনুপযোগেন শাস্ত্রানুমতকারণং বিনা বা প্রত্যুত স্বেচ্ছয়া দানাদিকে কৃতে, যদি তত্র পতিদায়াদা ন সম্মন্যন্তে ন স্বীকুর্ব্বন্তি বা তদৈব তদসিদ্ধং।

৪৩। এতদপি ব্যবস্থাপিতং যত্তাৎকালিক মুখ্য দায়াদানাং সম্মত্যা বিধবা পতিসংক্রান্তধনস্য যস্মিন্ কস্মিন্ কর্ম্মণি দানাদিকং কর্ত্তুমর্হতি। রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থা অথবা স্বায়ত্তং রক্ষিতুং অসম্মতা চেৎ, তদ্ধনং তাদৃশ দায়াদায় দাতুং তস্মিন্ স্থাপয়িতুং বা শক্নোতি, ঈদৃশদানাদিকং সিদ্ধমেব. যদি তস্যা মরণকালীনং যে তৎপতিদায়াদা নির্ণীতা ভবিষ্যন্তি তেষাং স্বত্বং উক্ত গ্রহীতুঃ স্বত্বাপেক্ষয়া প্রশস্ততরং তুল্যং বা ন ভবেৎ। অন্যথা তদ্দানমংশতঃ সর্ব্বতো বা অসিদ্ধং ভবিষ্যতি*।

৪৪। পরন্তু যদি বিধবা ভর্ত্তৃদায়াদানাং সম্মতিমন্তরেণ শাস্ত্রবিরুদ্ধদানাদিকং করোতি তদা তে প্রতিবন্ধকা ভবিতুমর্হন্তি,† তথাপি

---

* ৭৬ পৃষ্ঠাস্থ নোট দ্রষ্টব্য।

† মেক হি. ল. বা. ১ পৃ. ২০।

ওনে অধিকার আছে, তৎসত্ত্বে গৌণগণের নাই*।

ব্যবস্থা। ৪৫। পত্নীকৃত সংক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে ঐ ধন পুনর্ব্বার পত্নীর দখলে থাকিবে—যদি সে স্বত্বলোপের কর্ম্ম না করিয়া থাকে।

ইহার বিস্তার যথা—

৪৬। বিধবার কৃত শাস্ত্র বিরুদ্ধ দানাদি যদ্যপি দায়াদেরা অসিদ্ধ করাইতে পারে, তথাপি (তাহা তাহাদের স্বত্ব ধ্বংস অথবা বঞ্চনার উদ্দেশে কৃত হইলেও) ঐ বিধবাকে তাহা হইতে তদ্ভুক্তি রহিতা করিতে পারে না।

কারণ। সে বিধবা দোষ রহিতাবস্থায় জীবিতা থাকিতে তদ্ভিন্ন অন্য কেহ তদ্ভর্ত্তার মুখ্য দায়াদ হইতে পারে না, এবং উত্তরাধিকারি রূপে ঐ বিষয় অধিকার করিতে পারে না। কিম্বা বিধবার স্বত্বধ্বংস হইয়া ভর্ত্তৃ-দায়াদকে স্বত্ব বর্ত্তিতে-ও পারে না। কারণান্তর এই যে—বিধবার মৃত্যুর পূর্ব্বে অনিশ্চেতব্য ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারির অপেক্ষায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না†।—দানবিধ্যনুসারেও

মুখ্য দায়াদানামেব প্রতিবন্ধকত্বে হধিকারঃ তৎসত্ত্বে ন গৌণানাং*।

৪৫। পত্নীকৃতে পতিধনস্য দানাদাবসিদ্ধে তদ্ধনং পত্ন্যেবাধিকরোতি—যদি তয়া স্বত্ব-বিনাশকং কর্ম্ম ন কৃতং।

অস্য বিস্তারো যথা—

৪৬। কার্য্যে বিধবয়া কৃতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদিকে যদিচ দায়াদা স্তদসিদ্ধং কারয়িতুং সমর্থাস্তথাপি, (তস্মিন্ দানাদিকে তেষাং স্বত্বধ্বংসং বঞ্চনাং বা উদ্দিশ্য কৃতেঽপি,) তাং বিধবাং তদ্ভুক্তিরহিতাং কর্ত্তুং ন সমর্থাঃ।

তস্যাং বিধবায়াং দোষরহিতাবস্থায়াং জীবিতায়াং সত্যাং নান্যঃ কশ্চিৎ তদ্ভর্ত্তু মুখ্যদায়াদো ভবিতুমর্হতি, নার্হতি চ তদুত্তরাধিকারিত্বেন তদ্ধনমধিকর্ত্তুং। অথবা তদ্ধনে বিধবায়াঃ স্বত্বধ্বংসং সমুৎপাদ্য ভর্ত্তৃদায়াদস্য স্বত্বং নৈব সমুৎপদ্যতে। কারণান্তরঞ্চৈতৎ—বিধবায়া মরণাৎ পূর্ব্বং অনিশ্চেতব্য ভবিষ্যদুত্তরাধিকারিণমপেক্ষ্য স্বত্বং নিরাশ্রয়ং স্থাতুং নার্হতি†।—দানবিধ্যনুসারেণাপি

---

* প্রাড্বিবাকেরা মীমাংসা করিয়াছেন যে ঐ প্রতিবন্ধকতার মেয়াদ বিধবার জীবনান্ত পর্য্যন্ত, এবং তাহার মৃত্যু হইতে বার বৎসরের মধ্যে, আর যদি তৎস্বত্বের বিরুদ্ধে কেহ দখল করিয়া থাকে তবে ঐ দখলের তারিখ হইতে বার বৎসরের মধ্যে। দায়াদ যদি অপ্রাপ্ত ব্যবহার হয় তবে তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারিখ হইতে বার বৎসরের মধ্যে। সদরদেওয়ানী আদালতের ১৮৫৭ সালের নিষ্পত্তি বহির ৩৪১ পৃষ্ঠায় প্রকটিত গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাসমণি দাসীর মকদ্দমা দ্রষ্টব্য। তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে যে হিন্দু বিধবার মৃত্যু তৎপতির দায়াদের মকদ্দমা উপস্থিতির কারণ, ক্রেবের হেতুবাদে ৬০ বৎসর মেয়াদ প্রযুজ্য নয়।—এবং ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থার আর আর নজীরও দ্রষ্টব্য।

† দ্রষ্টব্য পৃ. ৭. ২৪১, ২৫৬—২৬১ ও ৯৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম নোট।

তদ্বিষয় বিধবাকে পুনর্ব্বার বর্ত্তান উচিত। যথা শুদ্ধিতত্ত্ব-লিখন—"দান দ্বারা (একবার) দাতার স্বত্ব নাশ হইলেও গ্রহীতার অপ্রতিগ্রহে অসম্যক্‌ত্ব জন্য তাহা অদত্তরূপে হওয়ায় দাতাকে পুনর্ব্বার বর্ত্তে।

তদ্ধনং বিধবায়াং পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনীয়ং। যথা শুদ্ধিতত্ত্ব-লিখনং—"ত্যাগান্নিবৃত্তমপি দাতুঃ স্বত্বং সম্প্রদানাদগ্রহণাদসম্যক্‌ত্বেন তস্যাদানত্ব শ্রুতের্দাতুঃ পুনঃ স্বত্বমুৎপদ্যতে।

ব্যবস্থা ৪৭। তথাপি যদি সন্তোষজনকরূপে এমত প্রমাণ হয় যে বিধবা বিষয় অপহার করিয়া ভর্ত্তৃদায়াদদিগের স্বত্বের হানি করিয়াছে,—এবং বিষয় নাশের এমত আশঙ্কা আছে যে প্রাড়্‌বিবাক তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে বিধবার কৃত কর্ম্মহেতু ভবিষ্যৎ দায়াদের ক্ষতি হইবে, তখনই কেবল প্রাড়্‌বিবাক তদুপায়ার্থে অথবা তৎকর্ম্ম নিবারণার্থে ঐ বিধবাকে বিষয়ের অধ্যক্ষতা হইতে অবসৃত করিতে পারেন, অথবা উত্তরাধিকারিণী রূপে বিধবার যে স্বত্ব আছে তাহার হানি না হয় এমত করিয়া ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারির নিমিত্ত ঐ বিষয় রক্ষার উপায় বিধান করিতে পারেন *।

৪৭। তথাপি, যদি সন্তোষজনকমেতৎ প্রমাণং ভবেৎ যৎ বিধবা বিষয়মপহার্য্য ভর্ত্তৃদায়াদানাং স্বত্বহানিমকরোৎ, বিষয়নাশস্যাপি চৈতাদৃশী আশঙ্কা বর্ত্ততে যৎ প্রাড়্‌বিবাকহস্তালম্বমন্তরেণ বিধবাকৃতকর্ম্মবশতো ভাবিদায়াদানাং ক্ষতির্ভবিষ্যতি, তদৈব কেবলং প্রাড়্‌বিবাক তদুপায় বিধানায়, তাদৃশকর্ম্মবারণায় বা তাং বিধবাং তদ্ধনাধ্যক্ষতাপরিচ্যুতাং কর্ত্তুমর্হতি; অথবা উত্তরাধিকারিত্ববিশয়া বিধবায়া যৎ স্বত্বং বর্ত্ততে তদপক্ষয়মন্তরেণ ভাবিদায়াদনিমিত্তং তদ্ধনরক্ষণোপায়ং বিধাতুমর্হতি *।

প্রমাণ যে সকল সন্দিগ্ধ বিবাদ মীমাংসা করিতে পারা যায় না, রাজাই তাহার নির্ণায়ক, কেননা তিনি সকলের প্রভু॥ ব্রহ্মার বচন।

নিশ্চেতুং যে ন শক্যাঃ স্যু র্বাদাঃ সন্দিগ্ধরূপিণঃ। তেষাং নৃপঃ প্রমাণং স্যাৎ স সর্ব্বস্য প্রভুর্যতঃ॥ ব্যবহার ময়ূখধৃত পিতামহবচনং। পৃ. ২২।

* স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কোর্ট আব্ ওয়ার্ডসের ন্যায় আদালত হস্তক্ষেপ করিয়া বিষয়ের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে রিসীবর নিযুক্ত করিতে পারেন। দায়াদ ব্যক্তিও রিসীবর হইতে পারে, কিন্তু নিজ স্বত্বোপলক্ষে রিসীবর হইতে তাহার অধিকার নাই, কেবল তাহার নিয়োগ অধিক লাভজনক হইবে বলিয়া হইতে পারে। ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব বিধবাকে দিবার নিয়মে আদালত তাহাকে শরতী দখল দিতে পারেন। পক্ষান্তরে বিধবাকে এমত ক্ষমতা দিতে হইবে যে ঐ রিসীবর বিধবাকে উপস্বত্ব না দিলে সে উহাকে ঐ ভার হইতে অবসৃত করিবার নিমিত্ত আদালতকে জানাইতে পারে।—৪৭ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক নজীর সমূহ দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা ৪৮। পত্নী পতি সঙ্ক্রান্তধন অভিযোগদ্বারা উদ্ধার করিলেও তাহাতে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হয় না।

৪৮। অভিযোগেন পত্ন্যা পতিসঙ্ক্রান্তধনে উদ্ধৃতেঽপি ন তত্র তস্যাঃ পূর্ব্বাধিকা ক্ষমতা।

ব্যবস্থা ৪৯। পত্নী যেমত পতি সংক্রান্ত ধন দানাদি করিবে না তেমতি তদুপঘাতে উপার্জ্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে না।

৪৯। পত্নী যথা পতি সঙ্ক্রান্ত ধনস্য দানাদিকং ন কুর্ব্বীত তথা তদ্ধনোপঘাতেনোপার্জ্জিত সমস্ত ধনস্যাপি দানাদিকং কর্ত্তুং নার্হতি।

ব্যবস্থা ৫০। পত্নী যেমত পতির স্থাবর ধন অপহার করিবে না তদ্রূপ অস্থাবর ধনও অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই অবিশেষে পতির উপকার হইতে পারে, এবং এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থে স্ত্রীর অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর ধনে বিশেষ নাই।

৫০। পত্নী যথা পত্যুঃ স্থাবরদায়াদপহারং ন কুর্ব্বীত তথাস্থাবরাদপি, তয়োরবিশেষেণৈব ভর্ত্তুঃপারলৌকিকোপকারকত্বাৎ, বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগাদি শাস্ত্রে পত্ন্যধিকৃত স্থাবরাস্থাবরয়োর্ব্বিশেষকথনাভাবাচ্চ।

ব্যবস্থা ৫১। কোন কোন প্রাড়্বিবাকের মতে বিধবা পতিসংক্রান্ত ধনের যে কোন রূপ বিধান নিয়ম বা হস্তান্তর করুক, তাহা—শাস্ত্রানুমত হউক বা না হউক,—তাহার মরণ পর্য্যন্ত স্থিরতর থাকিবে। পরন্তু গ্রহীতা যদি তদ্বিষয় অপহার বা নষ্ট করে তবে তাহা নিবারণার্থে দায়াদেরা বিধবার জীবন কালেও উপায় বিধান করিতে পারে।

৫১। কেষাঞ্চিৎ প্রাড়্বিবাকানাং মতে বিধবা পতিসংক্রান্তধনে যদ্ যদ্বিধানং যদপি নিয়মং হস্তান্তরং বা করোতু; তচ্ছাস্ত্রানুমতং ভবতু বা ন বা, তস্যামরণপর্য্যন্তং স্থিরতরং স্থাস্যতি। পরন্তু গ্রহীত্র্যা যদি তদ্বিষয়স্যাপহারো নাশো বা ক্রিয়তে তদা তন্নিবারণায় দায়াদা বিধবায়া জীবনকালেঽপি কঞ্চিদুপায়ং বিধাতুমর্হন্তি।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ১। কোন অপুত্র (মৃত) ব্যক্তির পত্নী পত্নীত্ব-সূত্রে পতির ভূম্যাদি ধনে অধিকারিণী হইয়া পতির আর আর উত্তরাধিকারি থাকিতে ঐ ধন দান বিক্রয় করিতে পারে কি না; যদি সে ঐ ধন কোনরূপে হস্তান্তর করে তবে তাহা শাস্ত্রীয় ও সিদ্ধ কি না?

পতির পারলৌকিক উপকার এবং আপনার অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে পত্নী পতি সংক্রান্ত ধনের কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে পারে।

উত্তর ১। অপুত্রা বিধবা পতির শ্রাদ্ধাদি সমাপন নিমিত্তে স্থাবরাস্থাবর উভয় রূপ ধনেরই কিয়দংশ দিতে পারে; এবং আপন জীবিকার অভাব হইলে অন্নাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয় এমত পরিমিত বিষয় বেচিতে পারে, এই২ কর্ম্মে ভিন্ন সে যে দান বিক্রয়াদি করে তাহা অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রশ্ন ২। দৌহিত্রের সম্মতি বিনা বিধবা সক্রান্ত ধনের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করিতে যোগ্যা কি না? এবং যদি তদ্বিষয় যথার্থতঃ বিক্রয় করিয়াই থাকে তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ কি না?

কিন্তু পতির উত্তরাধিকারী যদি প্রতিপালন করিতে স্বীকার করে তবে ঐ পত্নী স্বীয় অন্নাচ্ছাদনার্থে সংক্রান্ত ধন বিক্রয় করিতে পারে না।

উত্তর ২। যদি দৌহিত্র তাহার অন্নাচ্ছাদন যোগায় তবে ঐ বিধবা তাহার অনুমতি বিনা বিক্রয় করিতে পারে না, এবং যদি সে যথার্থতঃ বিষয় বিক্রয় করিয়াও থাকে তাহা অসিদ্ধ; কিন্তু ঐ দৌহিত্র যদি তাহাকে প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে তবে অন্নাচ্ছাদন নির্ব্বাহ নিমিত্তে যে পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক তাহা ঐ দৌহিত্রের সম্মতি ব্যতিরেকেও বিক্রয় করিতে পারে, এবং সেই বিক্রয়কে শাস্ত্রীয় ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

জিলা রাজশাহী।—মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪. (পৃ. ২১১)।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী এক স্ত্রী, ও এক শিশু পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া মরে। পরে ঐ বিধবা অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র পৌত্রের প্রতিপালন এবং দাতব্য রাজস্বের পরিশোধ নিমিত্তে স্বামির স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় শাস্ত্রীয় কি না?

পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্তে আবশ্যক হইলে পত্নী যদি স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে তাহা বৈধ।

উত্তর। পতির মরণান্তে পত্নী যদি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্র পৌত্রের প্রতিপালন নিমিত্তে এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ নিমিত্তে স্বামির ভূমি বিক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রয়কে বৈধ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ শিশুর জীবিকা সংস্থান এবং রাজস্ব পরিশোধ করা আবশ্যক কর্ম্ম। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদি গ্রন্থ সম্মতা।

জিলা ২৪ পরগনা।—মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২, (পৃ. ২৯৩)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তির পাঁচ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে দুই জন তাহার পূর্ব্বে মরে, অন্য তিন তাহার মরণান্তে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে সমান রূপে ভাগি হয়। এই তিনের মধ্যে এক জন এক স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যা রাখিয়া মরিলে, ঐ স্ত্রী তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া কন্যার বিবাহ দেয়, এবং পতির ভূমির কিয়দংশ দুহিতা ও জামাতাকে দান করে; কিছু কাল পরে অবশিষ্ট বিষয়ও তাহারদিগকে দেয়। এমত অবস্থায় ঐ ২ দান শাস্ত্রীয় কি না? যদি দুহিতাকে যে দান করা হইয়াছে তাহাই কেবল বৈধ ও সিদ্ধ হয়, এবং দুহিতার মৃত্যুর পর যদি ঐ দুহিতার স্বামী ও পিতামহের দৌহিত্র জীবিত থাকে, তবে তন্মধ্যে কে ধনাধিকারী হইবে? ঐ দুহিতা যদি পতি থাকিতেও বিষয়ের কিয়দংশ দান করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দান সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না?

পতি মরিলে পত্নী তাহার যে ধনে অধিকারিণী হয় তাহার সমুদয় হস্তান্তর করিতে পারে না, এবং তাহার দুহিতা অধিকারিণী হইয়া মরিলে ঐ ধন তাহার স্বামি পাইবে না, কিন্তু পিতামহের পৌত্রকে অর্শিবে।

উত্তর। অনেক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে যে পত্নী পতিসংক্রান্ত স্থাবর ধনের সমস্ত দান করিতে যোগ্যা নয়, বিশেষ অবস্থায় মাত্র তাহার কিঞ্চিৎ দান করিতে পারে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় পত্নী স্বামি হইতে প্রাপ্ত স্থাবর ধন সমস্তই দুই বারে দান করাতে সে দান অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ। পত্নীর মরণান্তে তাহার অবিক্রীত পতিসংক্রান্ত ধন তাহার দুহিতাকে অর্শিতে, এবং ঐ দুহিতা যে সংক্রান্ত ধন মাতা হইতে প্রাপ্তা হয় তাহা তাহার পিতামহের দৌহিত্রের (অর্থাৎ পিসতুত ভাইয়ের) পাওয়া উচিত, যেহেতু ঐ ধনে তাহার স্বামীর কোন স্বত্ব নাই। ঐ দুহিতা যদি উক্ত ধনের কিঞ্চিন্মাত্র দান করিয়া থাকে তবে সে দান শাস্ত্রীয় বিবেচিত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগানুমতা।

জিলা রাজশাহী, ২১ মে, ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৩, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ১২৩)।

প্রশ্ন। কোন শূদ্র কিছু ভূমি এবং এক স্ত্রী. কন্যা ও দৌহিত্র রাখিয়া মরিলে, ঐ ভূমির কিয়দংশ অপর এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লয়; ধনস্বামির দৌহিত্র মাতামহীর অনুমতি ক্রমে ঐ হৃত বিষয় দখলের নালিশ করে। এমত অবস্থায় উক্ত বিষয় ঐ দৌহিত্রকে অর্শিবে কি না? ধনস্বামির কন্যা ও দৌহিত্র থাকিতেও তাহাদের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে পত্নী যদি পতির ভূমি সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিয়াথাকে, এবং তাহার ক্রেতা হইতে সম্পূর্ণ মূল্য না পাইয়াথাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ কি না?

পতি মরিলে তাহার যে ধনে পত্নী অধিকারিণী হয় বিশেষ কার্য্যনিমিত্ত ব্যক্তিরেকে তাহার কোন অংশ উত্ত-

উত্তর। যদি ধনস্বামির স্থাবর বিষয়ের কিয়দংশ অন্যে বলপূর্ব্বক লইয়াথাকে, এবং তাহার (অর্থাৎ ধনস্বামির) পত্নীর অনুমতিক্রমে তদ্দৌহিত্র তদ্রূপ গৃহীতার হস্তহইতে ঐ বস্তু দখলের নালিশ করিয়া থাকে, তবে দৌহিত্র মৃতধনির দায়াদ হওয়াতে সে ঐ অভিযোগীয়

রাধিকারির সম্মতি বিনা বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

বিষয় পাইবার যোগ্য। পতির শ্রাদ্ধাদি কিম্বা তদ্রূপ আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত ব্যতিরিক্ত পত্নী সংক্রান্ত ধন দান বিক্রয় কিম্বা অন্যপ্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে না। ক্রেতার সহিত যে মূল্য স্থির হইয়াথাকে সে যদি তৎ সমুদয় না দিয়া থাকে তবে ঐ বিক্রয় অবশ্য অসিদ্ধ হইবে।

প্রমাণ—

বৃহস্পতি—"পর ব্যক্তিরা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত অধিকার করিলে অধিকৃত বিষয়ে তাহাদের নিঃসন্দেহে স্বত্ব জন্মে, কিন্তু সপিণ্ড জ্ঞাতিরা অধিকার করিয়া লইলে তাহাদের স্বত্ব জন্মে না। গৃহ, ক্ষেত্র এবং হাট, বাজার, গঞ্জ প্রভৃতি (তৎ স্বামির) মিত্র দৌহিত্র ভাগিনেয় প্রভৃতি ও জ্ঞাতি অধিকার করিয়া লইলে তাহাতে (যথার্থ অধিকারির) স্বত্ব যাইবেনা, জামাতা, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, রাজা কিম্বা রাজমন্ত্রী অতিদীর্ঘকাল ভোগ করিলেও তাহাতে তাহাদের স্বত্ব হইবে না।

দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত মহাভারতের দানধর্ম্ম প্রকরণীয় বচন। এবং কাত্যায়নের বচন। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৯ ও ৫২।

বৃহস্পতিঃ—"যাহা অল্পমূল্যে, অথবা উন্মত্ত বা মত্ত কর্ত্তৃক, অথবা ভয়প্রযুক্ত, অথবা অস্বামিকর্ত্তৃক, কিম্বা জড়কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছে তাহা ক্রেতা অবশ্য ফিরিয়া দিবে, নতুবা তাহা হইতে তাহা বলে লওয়া যাইবে। শহর ঢাকা, ৩ ফেব্রুআরি, ১৮১৭ সাল।—মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মুকদ্দমা ৯, (পৃ. ২৯৮, ২৯৯, ৩০০)।

প্রশ্ন। তিন ভ্রাতায় একত্র কোন ভূমি সম্পত্তি অধিকার করিতেছিল, পরে এক ভ্রাতা এক স্ত্রী রাখিয়া নিঃসন্তান মরিলে ঐ বিধবা তদ্ভাগাধিকারিণী হয়। অনন্তর জীবিত ভ্রাতাদ্বয় মৃত ভ্রাতার অংশশুদ্ধ কোন অপরব্যক্তিকে বিক্রয়করে, তাহাতে ঐ বিধবা নিজ স্বামির অংশের নিমিত্তে নালিশ করিলে তাহার দাবী ডিক্রী হইয়া তাহাকে দাবীকৃত বিষয়ে দখল দেওয়ান হয়। পরে ঐ বিধবা মৃত স্বামির ভ্রাতাদ্বয়ের পুত্র পৌত্র থাকিতেও অভিযোগদ্বারা উপার্জ্জিত পতিধন সমস্তই পতির ভ্রাতার এক পৌত্রকে দানকরে। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না?

পত্নী অভিযোগদ্বারা পতির অংশ উদ্ধার করিয়া লইলে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অধিক ক্ষমতা জন্মিবে না।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, পতির ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিতে তন্মধ্যে এককে পত্নী পতির সমস্ত ধন দান করিতে পারেনা, করিলে তদ্রূপ দানকে অবশ্য আশাস্ত্রীয় বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা বক্ষ্যমাণ ঋষিরা * স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। কাত্যায়ন—"পত্নী যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া পতিধন ভোগ করিবে,

* "বক্ষ্যমাণ ঋষিরা" ইহা লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল কাত্যায়নের নাম বই প্রকাশিত হয় নাই, ও শেষ দুই বচন যে কাহার তাহাও আদর্শে প্রকাশ নাই। এবং ঋষি পদের বহুবচনে আর কোন্ ২ ঋষি উদ্দেশ্য ছিলেন তাহাও প্রকাশ নাই, বোধ হয় ইহা ভ্রমের কর্ম্ম।

তাহার পর দায়াদেরা পাইবে। পত্নী অব্যভিচারিণী হইয়া স্বামির অংশ গ্রহণ করুক, কিন্তু সে তাহা দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে স্বাধীনা হইবার চেষ্টা করিতে পারে না''।

"এমত অবস্থাতেও যদি বিভাগ হইয়া থাকে, (তথাপি) বিধবা স্থাবর বিষয়াধিকারিণী নয়''। মেক্. হি- ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪৯. (পৃ. ২৫৪)।

প্রশ্ন ১। কোন হিন্দু জমীদার এক স্ত্রী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে; পরে ঐ বিধবা পতির মরণান্তে তাহার যে স্থাবর অস্থাবর বিষয় প্রাপ্তা হইয়াছিল এবং তাহাহইতে হইয়াছিল ও হইতে পারে যে উপস্বত্ব আর আপনি যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল তৎ সমুদয়ের আপন মৃত্যুর একদিবস পূর্ব্বে (কিন্তু) সুস্থির চিত্তে একব্যক্তি পরকে উইল বা শর্‌তী দানপত্র লিখিয়া দেয়, (এবং তাহা রীতিমত দস্তখত ও তস্‌দিক হয়)। এমত অবস্থায় ঐ উইল্ বা শর্‌তী দানপত্র দ্বারা কোন্ বিষয়ের দান সিদ্ধ হইবে?

কোন বিধবা পতি হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন দান বা উইল দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না, এবং ঐ ধন দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাও হস্তান্তর করিতে পারে না।

উত্তর ১। যদিও ঐ বিধবা সুস্থিরচিত্তে থাকা কালীন উক্ত দস্তাবেজ রীতিমত দস্তখত ও তস্‌দিক্ করিয়া লিখিয়া দিয়া থাকে তথাপি পতির উত্তরাধিকারিদের অনুমতি বিনা অথবা সে যাহাদের অধীনা তাহাদের অনুমতি বিনা তাহার মৃত্যুর পর গ্রহীতা দখল পাইবে এমত শর্‌তে শর্‌তী দান করিতে সে যোগ্যা নয়, আর যে ভূমি কিম্বা অন্য বিষয় তৎপতি রাখিয়া মরিলে সে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা উইল দ্বারা দান করিতে ঐ বিধবার ক্ষমতা নাই, এবং ঐ সংক্রান্ত ভূমি ও তদুপস্বত্ব দ্বারা যে ধন সে (বিধবা) আপনি উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহারও উইল করিতে সে পারে না। এতাবতা তিন প্রকার ধনই (অর্থাৎ পত্নীর অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ভূমি ও স্থাবর বিষয় দ্বারা তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন, ও তাহার লাভ) দান কিম্বা উইল্ দ্বারা হস্তান্তর অবৈধ হওয়াতে তাহার কোন অংশ গ্রহীতাকে অর্শে না। কিন্তু অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ধনের ও তদুপস্বত্বের উপঘাত বিনা যে ধন সে বিধবা আপনি উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার স্ত্রী ধন, এবং (ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ধন ব্যতিরেকে) ঐরূপ স্ত্রীধন সে ইচ্ছানুসারে উইল্ কিম্বা দানদ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে; এতাবতা (স্বামির দত্ত স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য) স্ত্রীধন উইল্ কিম্বা শরতী দানপত্র দ্বারা অপরকে দত্ত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা, ও দায়রহস্য, ও কাত্যায়ন সংহিতা, ও মনুসংহিতা, এবং উড়িস্যা দেশ চলিত আর আর গ্রন্থানুমতা।

কিন্তু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীধন স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে।

প্রমাণ—

১। দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, এবং আর আর গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন-বচন।— দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৯।

২। গ্রামবাসির, জ্ঞাতির, প্রতিবাসির, ও দায়াদের অনুমতি, এবং স্বর্ণ ও জলদান, এই ছয় প্রকারে ভূমি হস্তান্তর হয়।—এই বচন কাহার ইহা নির্দ্দিষ্ট হয় না, কিন্তু দায়তত্ত্বাদি গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে।

৩। ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতি-পক্ষই প্রভু। এবং দানাদি অর্থ রক্ষা ও ভরণ পোষণ বিষয়ে তাহারাই কর্ত্তা॥—দায়ভাগাদি গ্রন্থধৃত নারদ-বচন।

৪। কিন্তু যদি পতিকুল ক্ষয় পায়, নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়, এবং ভর্ত্তার সপিণ্ড (জ্ঞাতি) না থাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ রক্ষক।—দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত নারদ-বচন।

৫। পতি পুত্রাভাবে পত্নী দানাদি বিষয়ে পতিকুলের অধীনা।—দায়ভাগ।

৬। ধনদানবিষয়ে পত্নী যদি পতিপক্ষের অধীনা তবে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তাহাদের অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃ পক্ষেও দান করিতে পারে।—শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা।

৭। স্ত্রীরা পতির দায়ের উপভোগ রূপ ফলভোগিনী। তাহারা কোন ক্রমে পতির দায়রূপ ধনের অপহার করিবে না। এস্থলে অপহার পদে এই বুঝায় যে বিধবাদিগকে স্বেচ্ছামতে পতির ধন দান বিক্রয়াদি করিতে ক্ষমতা নাই।—দায়রহস্যে ধৃত মহাভারতীয় বচন।

৮। অধীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভূমি গৃহ ও দাসের যে দান আধান বা বিক্রয় তাহা অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য।—কাত্যায়ন।

৯। শিল্প কর্ম্মদ্বারা যে ধন লাভ হয়, প্রীতিপূর্ব্বক (পতিকুল ভিন্ন) অন্যে যে ধন দেয়, তাহাতে পতির প্রভুত্ব আছে, তদ্ভিন্ন ধন স্ত্রীধন কথিত হইয়াছে। বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা কন্যা পতির বা পিতার গৃহে পতি বা পিতা মাতা হইতে যে ধন প্রাপ্তা হয় তাহাকে সৌদায়িক ধন কহে। সৌদায়িক ধন স্থাবর হইলেও ইচ্ছানুসারে তাহা দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা স্বাধীনত্ব আছে ইহা কথিত হইয়াছে। দায়ভাগ ও দায়ক্রমসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন বচন।

১০। পতি প্রীতিপূর্ব্বক পত্নীকে যাহা দান করে, তাহা পতি মরিলেও সে যথা-ইচ্ছা ব্যবহার অথবা দান করিতে পারে, কেবল ঐ ধন স্থাবর হইলে সেরূপ করিতে পারে না।—দায়ভাগে ধৃত নারদ বচন।

১১। স্থাবর ধন স্বামির দত্ত হইলে তাহা দানাদি করিতে পত্নীকে অধিকার নাই।—দায়ভাগ।

১২। পরস্বত্বোৎপাদন রূপ যে কর্ম্ম তাহাই দান।

স্ত্রীধন স্ত্রীর স্বামির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে না, কিন্তু ঐ স্ত্রীর ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে।

প্রশ্ন ২। যদি ঐরূপ দানাদি অসিদ্ধ ও অকিঞ্চিৎ বিবেচিত হয়, এবং ঐ বিধবার পিতার ও পিতামহের সন্তানেরা জীবিত থাকে, তবে ঐ স্ত্রীধন কাহাকে অর্শিবে? ঐ স্ত্রীধন ঐ সকল ব্যক্তিকে অর্শিবে, কি বিধবার পতির ভ্রাতৃপুত্র কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে? উড়িস্যা দেশের শাস্ত্রানুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

উত্তর ২। উপরি উক্ত দলীল এতাবতা অশাস্ত্রীয় ও অসিদ্ধ প্রমাণিত হইলে, যদি উক্ত বিধবার পিতার ও পিতামহের সন্তান জীবিত থাকে, এবং অবিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা অথবা বিবাহিতা কন্যা, কিম্বা পুত্র, দৌহিত্র, পৌত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নীপৌত্র, কিম্বা পতি কিম্বা মাতা কিম্বা পিতা, কিম্বা দেবর, কিম্বা দেবরপুত্র, কিম্বা পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, কিম্বা আপনার ভগিনীপুত্র, কিম্বা পতির ভগিনীপুত্র না থাকে, তবে ঐ স্ত্রীধন সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে ঐ স্ত্রীর ভ্রাতাকে কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে, স্বামির ভ্রাতৃপুত্র কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে না, এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, এবং উড়িস্যাদেশে প্রচলিত আর আর গ্রন্থমতানুমতা।

প্রমাণ —

১। ভগিনীর শুল্ক ভ্রাতাকে অর্শে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে অর্শে।

২। "মাসী, মামি, পিতৃব্যের স্ত্রী, পিসী, শাশুড়ী, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, ইহারা মাতৃতুল্যা কথিতা। উহাদের যদি ঔরস বা সপত্নীপুত্র অথবা দৌহিত্র, কিম্বা ইহাদের পুত্র না থাকে, তবে ভগিনীপুত্র প্রভৃতি উক্ত স্ত্রীদের ধন লইবে" — দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, এবং আর আর গ্রন্থেধৃত বৃহস্পতি বচন। কন্দর্প সিংহ আপিলাণ্ট্‌ বনাম — মোহনলাল খাঁ রেস্পণ্ডেণ্ট্‌। সদরদেওয়ানী আদালত্‌, ১২ জুলাই ১৮১৫ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪৯, পৃ. ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ নগদ টাকা ও স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কার প্রভৃতি অস্থাবর বিষয় এবং এক পত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরে। অনন্তর সেই পত্নী উক্ত সমস্ত বিষয় জামাতাকে দান করে। এমত অবস্থায় উক্ত বিষয় ঐ বিধবার দানার্হ কি না, এবং তদ্দানোপলক্ষে ঐ বিষয় গ্রহীতাকে অর্শে কি না?

পত্নী জামাতাকে অস্থাবর বস্তু দান করিলে তাহা কন্যা থাকিতেও সিদ্ধ।

উত্তর। পত্নী মাত্রের অভাবে কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে; অতএব বিধবা জামাতাকে যে দান করিয়াছে তাহা শাস্ত্রীয়, এবং ঐ দানোপলক্ষে গ্রহীতা ঐ বিষয় পাইতে পারে।

প্রমাণ।—দায়ভাগ ধৃত ব্যাস-বচন, যথা — "দুহিতার পতিকে যাহা দত্ত হয় তাহা পতি বাঁচিয়া থাকিতে ও মরিয়া গেলেও ঐ দুহিতার। তাহার পর তাহার

অপত্যকে অর্শে। ঢাকা নগর, ২৯ মে, ১৮১৮ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৯ (পৃ. ২১৬, ২১৭)।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণের সহিত বিভক্ত হইয়া পৃথক্ থাকন কালে একত্রিশ বিঘা এগার কাঠা নিষ্কর ভূমি উপার্জন করে। এবং তাহার পুত্র দান-দ্বারা উক্ত রূপ তেষট্টি বিঘা সাত কাঠা ভূমি হাসিল করিয়াছিল তাহাও উক্ত ব্রাহ্মণ পুত্রের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিষয় কিছু কাল ভোগ করিয়া সে এক পত্নীকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে পত্নী তাহার উত্তরাধিকারিণী হইল, এবং নিজ ভর্ত্তার ভ্রাতৃপুত্রেরা বাঁচিয়া থাকিতে সে নিজ ভ্রাতাকে ঐ ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিল। সে দানপত্রে লিখিল যে ঐ ভূমি তাহার মৃত পতির পারলৌকিক উপকারার্থে দত্ত হইল। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না ?

বিধবা মৃত পতির পারলৌকিক উপকারার্থে তদ্ধনের অল্প অংশ নিজ কুটম্বকে দান করিতে পারে।

উত্তর।—কি পরিমিত ভূমি দত্ত হইয়াছে তাহা প্রশ্ন হইতে প্রকাশ পায় না; পরন্তু তাহার মৃত পতির পারলৌকিক উপকারার্থে উক্ত বিষয়ের কেবল অল্প পরিমিত দান শাস্ত্রানুমত; কারণ যদ্যপি দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে অপুত্র মৃত ব্যক্তির বিধবা যাবজ্জীবন (ক্ষান্তা) হইয়া পতিধন উপভোগই করিবে, তথাপি পতির উপকারার্থে তাহার অল্পাংশ দান করিতে সে সমর্থা বটে, এবং সে তাহা করিলে তাদৃশ দান বৈধরূপে স্থিরতর থাকিবে।—জিলা দিনাজপুর, ১৫ এপ্রেল, ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৭ (পৃ. ২৪৪, ২৪৫)।

প্রশ্ন। মূল ধনির মরণান্তে তাহার পত্নী তত্ত্যক্ত সমুদায় বিষয় দুই দৌহিত্রকে তাহাদের মাতা অর্থাৎ তাহার দুহিতা বাঁচিয়া থাকিতেও দান করিলেক। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ ও বৈধ কি না ?

উত্তর। পতির মরণে ঐ বিধবাকে দায় শাস্ত্রানুসারে যে বিষয় অর্শিয়াছিল তৎসমুদায় যদি সে দুহিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্পষ্ট অনুমতি বিনা দুই দৌহিত্রকে দিয়া থাকে, তবে ঐ দান অশাস্ত্রীয়,—কারণ ব্যবস্থাপিত বিধান এই যে বিধবাকে ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন পতির ধন ভোগ করিতে অধিকার আছে মাত্র। ইহা উক্ত দায়ভাগের এবং আর আর গ্রন্থের মতানুযায়ি।

প্রমাণ।—কাত্যায়ন দ্রষ্টব্য পৃ. ৪১। মহাভারতীয় দান ধর্ম্মোক্তি দ্রষ্টব্য পৃ. ৫২।—জিলা নদীয়া। ৮ মার্চ্চ ১৮২৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্ ৩, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ৪৮)।

মহোদা ও বৃন্দাবন—বনাম—কল্যাণী প্রভৃতি।

নজীর
২৪ ও ২৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কোন জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত বিভব তৎপত্নীকে অর্শে, পরে ঐ বিধবা যুগলকিশোর নামক এক ব্যক্তিকে দানপত্র লিখিয়া দেয়। যুগলকিশোর ঐ বিধবার দান পত্রের বুনিয়াদে অথচ তাহার উত্তরাধি-

কারিত্ব এজ্‌হারে উক্ত বিষয়ের দাবী উপস্থিত করে। বিচার হইল যে হিন্দু-দায়শাস্ত্রানুসারে পতির ত্যক্ত তালুকের পত্নীকৃত দান কর্ম্মণ্য নহে, যেহেতু পত্নী (সংক্রান্ত) ধনাধিকারিণী হইলে তাহা তাহাকে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা নাই (তাহা তাহার মৃত্যুর পর পতির দায়াদকে অর্শিবে)। পরন্তু যেহেতু বাদী মৃত জমীদারের জ্ঞাতি, এবং এমত প্রমাণ হইল যে সেই তাহার যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারি, এতএব এই হেতুতে তাহারই হক নির্ণীত হইল, পরন্তু এই ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হওয়াতে তদুত্তরাধিকারিণী কন্যা ডিক্রী প্রাপ্তা হইল*। ১৪ মার্চ্চ ১৮০৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬২।

এই মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহা এই যে "পত্নী মৃত পতির সমস্ত ধন দান করিলে তাহা অসিদ্ধ, কিন্তু যদি পতির পারলৌকিক উপকারার্থ তদ্ধনের পরিমিত অংশ দান করে তবে তেমত দান সিদ্ধ হইতে পারে।

নন্দকুমার প্রভৃতি—বনাম—রাজেন্দ্রনারায়ণ।

৵০ কোন মৃত ব্যক্তির বিষয় তাহার জ্ঞাতিরা উত্তরাধিকারীরূপে দাওয়া করে, প্রতিবাদী এজ্‌হার করে যে সে মৃত ব্যক্তির পত্নীকর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হইয়াছে এবং তৎপত্নী হইতে ঐ বিষয় দান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচার হইল যে মৃতের পত্নীর দান পত্রের বনিয়াদে প্রতিবাদী বিষয়াধিকারী নয়, যেহেতু পত্নী পতির ত্যক্ত বিষয় অন্যকে দানাদি করিতে পারে না, কিন্তু যেহেতু এমত প্রমাণ হইল যে প্রতিবাদী মৃত ব্যক্তির দত্তক পুত্র, এবং যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী, অতএব বাদিগণের দাবী ডিস্‌মিস্। ২ ডিসেম্বর ১৮০৫ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৬১।

উমা দেবী প্রভৃতি আপিলান্ট্—বনাম—কৃষ্ণমণি দেবী রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
২৬ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

মৃত গোবিন্দপ্রসাদ লাহিড়ীর পত্নী কৃষ্ণমণি দেবী সাধারণ স্থাবর অস্থাবর বিষয়ের চারি অংশের একাংশ পাইবার নিমিত্তে শাশুড়ী উমা দেবীর ও পতির তিন ভ্রাতার নামে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদিরা

---

* দায়ভাগের বক্ষ্যমাণ পঙ্ক্তি কতিপয় দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে বর্ত্তমান মকদ্দমার নিষ্পত্তি যে যে কারণ-মূলক, তাহা যথার্থ (কোলব্রুকের অনুবাদের চ্যা. ১১, সেক্. ১. পারা. ৫৬, ও সেক্. ৩, পারা ২. এবং চুম্বক বা রিক্যাপিচুলেসন্. পৃ. ২২৫)। অন্য অন্য মকদ্দমাতে আদালতের পণ্ডিতেরা উক্তি করিয়াছেন যে বিধবা পতিসংক্রান্ত ধন অন্যরূপ হস্তান্তর করিতে প্রতিরুদ্ধা হইলেও মুখ্য দায়াদকে দান করিলে তাহা বৈধ ও শাস্ত্রসম্মত। এই মত প্রামাণিক গ্রন্থ সকলে লিখিত তদ্বিষয়ক স্পষ্ট কোন ব্যবস্থামূলক না হইলেও ন্যায্য বোধ হইতেছে, কেননা ঐ দান নিকটতম দায়াদের প্রতি নিজ অচির স্বত্ব পরিত্যাগ বই নয়। তথাপি এমত ঘটিতে পারে—যে ব্যক্তি সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী রূপে ঐ বিধবার দান বা পরিত্যাগদ্বারা (তৎকালীন) তাহা অর্জ্জন করে, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি ঐ বিধবার মরণকালীন উত্তরাধিকারী হইত। এবং যদি (অন্যের) স্বত্ব সমান বা তদপেক্ষা প্রশস্ত হয় তবে ঐ দান আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইতে পারে।—কোলব্রুক সাহেবের লিখিত নোট্।

(আপীলে) আপত্তি করে যে দাবীকৃত অংশে বাদিনীর কোন স্বত্ব নাই যেহেতু সে পতিকুল পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। এবং তাহার পতি ১২৩৬ সালে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করাতে ঐ সময় হইতে মকদ্দমার বুনিয়াদ উপস্থিত হওয়া গণ্য করা উচিত; অপিচ ১২৩৮ সালের ১ ভাদ্রে তাহার মৃত্যু হওয়া যে কথিত হইয়াছে তাহা হইয়া থাকিলেও ঐ তারিখ হইতে নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের অধিক কাল অতীত হওয়াতে তমাদি প্রযুক্ত এ নালিশ অগ্রাহ্য।

সদর দেওয়ানীর জজেরা শ্রীযুক্ত রীড্, ডিক্, ও জ্যাক্‌সন সাহেব বিবেচনা করিলেন, যথা—"এ মকদ্দমাতে এই এই কথার বিচার আবশ্যক—প্রথমতঃ তমাদি প্রযুক্ত এ মকদ্দমা অগ্রাহ্য কি না? এই নালিশ ১৮৪৩ সালের ১৪ আগষ্ট মোতাবেক ১২৫০ সালের ৩০ শ্রাবণ তারিখে উপস্থিত হয়। বাদিনী কহে তাহার স্বামী ১৮৩১ সালে ২০ আগষ্ট অথবা ১২৩৮ সালের ৫ ভাদ্র তারিখে মরে। কিন্তু প্রতিবাদিরা তৎস্বামির মৃত্যুর তারিখ যে ১ ভাদ্র মোতাবেক ১৬ আগষ্ট জাহের করে তাহা ধরিলেও ১২ বৎসর অতীত হইবার দুই দিবস বক্রী থাকে। প্রতিবাদিরা অপর ওজর করে যে এই নালিশের আরম্ভ আর্জি দাখিলের তারিখ (১৮৪৩ সালের ১৪ আগষ্ট) হইতে গণ্য নহে, কিন্তু দাবীকৃত বিষয় জিলা মৈমনসিংহে ও রাজসাহীতে থাকা প্রযুক্ত যে তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমত্যনুসারে মৈমনসিংহের প্রধান সদর আমীনের সেরেশ্তায় বিচারার্থ সমর্পিত হয় ঐ তারিখ হইতে নালিশের আরম্ভ গণনা করিতে হইবে, আদালত এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হুকুম দিলেন যে (এই মকদ্দমাতে তমাদী খাটে না, অতএব) গ্রাহ্য করণে বাধা নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বাদিনীর পতিকুলে বাস না করিয়া পিতৃকুলে বাস করা এই দাবী উপস্থিতির প্রতি প্রতিবন্ধক কি না? হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাকের আপীলে প্রিবি কৌন্‌সল হইতে যে বিচার হইয়াছে (মর্টন সাহেবের রিপোর্টের ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহা সদর আদালতের বিবেচনায় বাদিনীর দাবী উপস্থিত করিতে অধিকার থাকা বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা। ২৯ জুলাই ১৮৪৬ সাল, স. দে. আ. রি. বা ৭, পৃ. ২৭০—৭২।

মোসম্মাৎ উমা চৌধুরাণী ও গোপীনাথ রায়, আপিলান্ট্—বনাম—
মোসম্মাৎ ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী, রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

নজীর
২৮—৩৩, ৩৫, ৩৬, ও ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ বাদিরা বয়ান করে যে তাহারা সুভদ্রার স্বামি জীবনকৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে ৫৭৫৯৯।✓৫ টাকার ডিক্রী হাসিল করে; এবং তাহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী ১২৪৯ সালের ১৭ আষাঢ় তারিখে ঐ ঋণের পরিবর্ত্তে এক কেতা কবালা লিখিয়া দিয়া স্বামির কতক বিষয় বিক্রয় করে; কিন্তু প্রতিবাদিরা ইহা বলিয়া যে জীবনকৃষ্ণ তাহাদিগকে বেনামি দলীল লিখিয়া দিয়াছে

ইহারদিগকে (অর্থাৎ বাদিগণকে) দখল দেয় না, অতএব ইহারা দখল এবং ওয়াসিলাতের প্রার্থনা করে।

আপীলে আপিলাণ্টের পক্ষে অনেক আপত্তি হয়, তন্মধ্যে—তৃতীয় এই যে, বাদিরা যে বিক্রয়ের বুনিয়াদে দাওয়া করে তাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবৈধ, কেননা যে বিধবা তাহারদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়াছে তাহাকে সংক্রান্তধন হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা নাই। চতুর্থ এই যে বিরোধীয় দুই বস্তু বিক্রেতার দখলে ছিল না অতএব তাহার বিক্রয় বৈধ নয়। পঞ্চম এই যে—যে ডিক্রীর দেনায় বিষয় বিক্রীত হইয়াছে তাহা সাজশী, এতাবতা ঐ বিক্রয়ও সাজশী হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ। ষষ্ঠ এই যে আপিলাণ্টদিগকে যে বিক্রয় ও দান করা হইয়াছে তাহা অকৃত্রিম ও যথার্থ, অতএব গ্রাহ্য। রেস্পাণ্ডেণ্টরা কহে যে উক্ত বিধবা নিজস্বামির ঋণ পরিশোধার্থে বিক্রয় করিয়াছে অতএব ঐ বিক্রয় সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রসিদ্ধ। অপিচ উভয় পক্ষ হিন্দু হওয়াতে, কোন বস্তু দখলে না থাকিলেও তদ্বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। আর উক্ত বিষয়ে কোন সাজশ্ নাই, (কারণ) বাদিরা উক্ত বিধবার মৃত স্বামির উপর ডিক্রী হাসিল করে, এবং ঐ ব্যক্তি আপীল করিয়া মরার পর তাহার পত্নী আপীলে দস্তবরদারী দিয়া, মকদ্দমা বরাবর চলিলে আরো দেনা বাড়িতে পারে অতএব তাহা না হয় এই নিমিত্তে বিষয় বিক্রয় করিয়াছে। পক্ষান্তরে আপিলাণ্টদিগের যে দান ও বিক্রয় কথিত তাহা কৃত্রিম ও প্রতারণামূলক, মহাজনের দেনা উড়াইবার নিমিত্তে হইয়াছে, অতএব প্রধান সদর আমীন ন্যায্য রূপেই তাহা অসিদ্ধ করিয়াছেন।

তৃতীয় আপত্তি বিষয়ে সদর আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতের নিকট এই প্রশ্ন করা গেল যে "হিন্দু বিধবারা পতি হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ভূমির সমুদয় পতির ঋণ শোধনার্থে তাহার দায়াদগণের অনুমতি বিনা দান বিক্রয় করিতে পারে কি না?"

ইহার উত্তরে পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে "পতির ত্যক্ত বিষয়াধিকারিণী বিধবা তৎপতির ঋণ শোধনার্থে ঐ বিষয় সমুদয় হস্তান্তর করিতে পারে, যেহেতু স্বামির বিষয়াধিকারিণী হইলে তাহাকে অবশ্যই পতির ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।"

এই ব্যবস্থার প্রমাণে উক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত নারদ মুনির বচন (যাহা কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের ডাইজেষ্ট্ নামক তর্‌জমার ১ বালমের ৩১৫ ও ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বচনার্থ যথা—"পত্নী যদি পতির বিষয় প্রাপ্তা হইয়া থাকে তবে সে অবশ্যই পতির ঋণ পরিশোধ করিবেক।" অপিচ "যে অপুত্রা পত্নী পতির বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ স্বীকার করিয়াছে সে যদি পতির ঋণ শোধের ভার না লইয়াও থাকে তথাপি সে পতির ঋণ পরিশোধ করিবে যেহেতু সে তাহার বিষয়াধিকারিণী *।"

* ইহা নারদ বচনানুবাদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা তদ্বচনের নিমে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যাখ্যা।—কোল্. ডা. বা. ১, পৃ. ৩১৫ ও ৩১৬ দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবে বিক্রয় অসিদ্ধ বিষয়ে যে সকল বিধি লিখিত আছে তদনুসারে, বিশেষতঃ তাহাতে ধৃতনারদবচনদ্বয়ানুসারে (দ্রষ্টব্য কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৩১৭, ৩১৮) চতুর্থ ওজর নিতান্ত অগ্রাহ্য, তদ্বচনার্থ যথা—"বিক্রেয় বস্তু উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া ক্রেতাকে সমর্পিত না হইলে তাহা বিক্রীতের অসম্প্রদান ও বিবাদপদ বলাযায়।" অপিচ, "বিক্রেতা যদি বিক্রেয় বস্তু যথার্থ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে সমর্পণ না করে, তবে ঐবস্তু স্থাবর হইলে তাহার ক্ষতি অর্থাৎ শস্যাদি না হওন জন্য যে ক্ষতি তাহা এবং অস্থাবর হইলে তদ্ব্যবহারের ফল কিম্বা তাহাতে হইয়া থাকে যে লভ্য তাহা ঐ বিক্রেতাকে দিয়া দেওয়াইতে হইবে।" ইহাতে বিক্রীত বস্তুর অসমর্পণ জন্য দণ্ড হওয়া বিধান স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তজ্জন্য বিক্রয় অসিদ্ধির কথা একটীও লিখা নাই।

পঞ্চম ওজর আপিলান্টেরা করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা দায়াদ না হওয়াতে ঐ বিধবা যাহা করে তাহার ন্যাব্যান্যায্যের বিষয়ে আপত্তি করিতে তাহাদের অধিকার নাই।

এতাবতা সদর আদালত রেস্পাণ্ডেন্টদিগের দাবী যথার্থ এবং আপিলান্টদিগের (এজাহারি) দান ও বিক্রয় কৃত্রিম বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ খরচার সহিত আপিল ডিস্‌মিস্ করিয়া নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত, ১৫ জুলাই ১৭৪৭ সাল।

বাবু হরিশচন্দ্র রায় (প্রতিবাদী আপিলান্ট্—বনাম—নন্দলাল দত্ত, তন্মরণে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (বাদী রেস্‌পণ্ডেন্ট্)।

রাণী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট্—বনাম—গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (বাদী) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

৵০ রাণী অন্নপূর্ণা কাদলিয়া পরগণা প্রভৃতিতে তাঁহার যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহার অর্দ্ধেক বাদির নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহাকে দখল দেন; কিন্তু তদনন্তর ঐ রাণী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করাতে তাহার ওসী নিযুক্ত হয়, পরে বাদির নাম কালেকটরী সেরেশ্তায় দাখিল না হওয়া কারণে উক্ত ওসীরা আদালতের হুকুমক্রমে বাদির ক্রীত বিষয়ে দখল পায়। অতএব বাদী দখলের নিমিত্তে রাণী অন্নপূর্ণার ও তাঁহার দত্তক পুত্রের নামে এবং ঐ দত্তকের ওসীগণেরও নামে এই নালিশ করে, আর ওয়াসিলাতের নিমিত্তে কুর্জন সাহেব ইজারাদারের নামে নালিশ করে।

উক্ত দত্তক পুত্র এবং তাহার ওসীরা জওয়াবে আপত্তি করে যে উক্তরাণীকে বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা ছিল না।

উক্ত রাণী বিক্রয় স্বীকার করিয়া কহিলেন যে যে সকল শর্‌তে বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহার তামিল হয় নাই, এবং ক্রেতা মূল্য দেয় নাই।

কুর্জন সাহেব (ইজারাদার) আপত্তি করিলেন যে অন্য রাইয়ত অপেক্ষা

তিনি ওয়াসিলাৎ বিষয়ে অধিক দায়ী নহেন, এবং এই মকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে নিকোলাই সাহেব দাবীকৃত বিষয়ের কিয়দংশ ডিক্রী জারীতে খরিদ করিয়াছেন, একথা আর্জ্জিতেই প্রকাশ, তথাপি তিনি প্রতিবাদী মধ্যে পরিগণিত হয়েন নাই, এমত দোষে এমকদ্দমা টিকিতে পারে না।

প্রধান সদর আমীন তাবৎ প্রতিবাদির উপর বাদির পক্ষে মকদ্দমা ডিক্রী করেন, এবং নিকোলাই সাহেব যে অংশ খরিদ করিয়াছিলেন তাহা দাবী হইতে বাদ দেন। এই হুকুমে নারাজ্ হইয়া উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন আপীল করে। মকদ্দমা চলিতে বাধাবিষয়ে রেস্পণ্ডেন্ট্ এই ইশু করে যে "দত্তক আপিলান্ট্ বাদির দাবী অস্বীকার করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ দত্তকের দত্তকপুত্রত্ব সাব্যস্ত না হয়, তাবৎ তাহার ঐ আপত্তি শুনা যাইতে পারে না।

আপিলান্টের প্রথম ইশু এই যে—"খরিদ প্রমাণে দখল পাওয়ার এবং দত্তকতা রদের প্রার্থনা থাকাতে মকদ্দমা ভিন্ন২ দাবী বিষয়ক।"

বাবু রমাপ্রসাদ রায় আপিলান্টের পক্ষে কহিলেন—"দত্তক সিদ্ধ কি না এই ওজর করিতে মৃত রাজার আর আর উত্তরাধিকারিকে অধিকার আছে বাদিকে নাই। বাদী এরূপ আপত্তি করাতে, উপরি উক্ত ফয়সলার আদালতের প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিয়াছে, অতএব এমকদ্দমা নন্‌স্যুট্ হওয়া উচিত।

তদুত্তরে ওয়ালর সাহেব কহিলেন—"বাদী যদি এমত কোন আপত্তি করিয়া থাকে যাহা আদালতকে অনাবশ্যক বোধ হয়, তাহাতে মকদ্দমা নন্‌স্যুট হইতে পারে না।"

এবিষয়ে আদালতের রায় এই যে এ মকদ্দমা বাধার যোগ্য নয়, দত্তকতা রদের এক শর্ত্তী প্রার্থনা করা বেজাবেতা হয় নাই।

বিচার।—বাদীর নিকট বিষয় বিক্রয় হওয়া রাণী স্বীকার করেন, দত্তক পুত্রও তাহা অস্বীকার করে না, বিষয় হস্তান্তর করিতে রাণীর ক্ষমতা বিষয়ে মাত্র আপত্তি হইয়াছে। এ আদালতের এমত অনেক নজীর আছে যাহাতে বিধান হইয়াছে যে হিন্দু বিধবা মৃত পতির ঋণ পরিশোধ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতেই কেবল বিষয় বিক্রয় করিতে পারে। এ মকদ্দমাতে যে বিষয়ের তদন্ত আবশ্যক তাহা এই যে হিন্দুশাস্ত্র যে যে কর্ম্মে বিষয় বিক্রয় করিতে পত্নীকে অনুমতি দেন—তাহার কোন কার্য্য নিমিত্ত বাদীর নিকট বিষয় বিক্রয় করা হইয়াছিল কি না, এবং উক্তরূপ কার্য্যে মূল্যের টাকা ব্যয় হওন বিষয়ে বাদী যে প্রমাণ দর্শাইয়াছে তাহাতে ডিক্রী বাহাল থাকিতে পারে কি না? বাদীকে যে কবালা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে ঐ বিক্রয় এমত কতিপয় কার্য্য নিমিত্ত হইয়াছে যাহা পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করণের ন্যায্য কারণ বলিয়া শাস্ত্রে পরিগণিত (দ্রষ্টব্য—পৃ. ৫৩—৬২)। ঐ বিক্রয় প্রধানতঃ ৺ রাজা রামকৃষ্ণের ঋণ পরিশোধ নিমিত্তে হয়। প্রশংসিত রাজা মৃত্যুকালে ঋণী থাকার কোন লিখিত প্রমাণ নাই; কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিক্রয়ের পূর্ব্ব তারিখ

পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৮ বৎসর গত হইয়াছে, তাহাতে রেস্পাণ্ডেন্টের উকীলদের উক্তি যে—রাণী পতির দত্ত খত সকল রিনিউ করিয়াছেন—ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, এবং কতক এমত হওয়ারও বাচনিক প্রমাণ পাওয়াগিয়াছে; অপিচ এমত অবস্থা সকল দর্শিত হইয়াছে যদ্দ্বারা অনুভব হইতে পারে যে ঐ সমুদায় ঋণের নিমিত্তে রাণী বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ঐ ঋণসকল শোধ হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা অত্যন্ত সম্ভব যে এই বিক্রয়ের মূল্য পাইয়া রাণী ঐ সকল ঋণ শোধ দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাদী যে প্রমাণ দিয়াছে তদপেক্ষা উত্তম প্রমাণ তাহার স্থানে আশা করিলে আদালতের মতে অন্যায় করা হইবে। পক্ষান্তরে সপ্রমাণ কোন বিশেষ ওজর হয় নাই যে রাণী আপনি ঋণ করিয়াছিলেন, ও তিনি স্বেচ্ছাকৃত অপব্যয়াপরাধে অপরাধিনী, এবং এমত কোন প্রমাণও দর্শিত হয় নাই যে রাণী যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা জাহেরা যে নিমিত্তে এ মকদ্দমা-সংক্রান্ত বিষয় বিক্রয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন, কেবল বিক্রয় অসিদ্ধির মাত্র প্রমাণ দত্ত হইয়াছে। উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দর্শিত হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইত কি না তাহার বিচার করা আমাদের আবশ্যক নাই।

অতএব নিকোলাই সাহেব যে অংশ পূর্ব্বে ক্রয় করেন নাই সেই অংশ যে প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন আমাদিগের মতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা হরিশ্চন্দ্রের ৮২ নং আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। এবং প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর উপর ওয়াসিলাৎ বিষয়ে যে ৮৩ নং আপীল হইয়াছে তাহা তরমিম্ করিয়া হারকাৰি রূপে খরচা জিম্মা করিলাম। সদরদেওয়ানী আদালত, ১৩ এপ্রেল ১৮৫২ সাল।

রাণী কৃষ্ণমণি, আপিলাণ্ট্ বনাম রাজা উদ্বন্ত সিংহ ও রাজা জানকীরাম সিংহ, রেস্পাণ্ডেন্ট্।

৶০ ৺মহারাজা বিশ্বনাথ রায় নিজ পত্নী রাণী কৃষ্ণমণিকে উইলের দ্বারা আপন তাবদ্বিষয়ের অধিকারিণী ও অধ্যক্ষা করিয়া এবং দত্তক লইতে ক্ষমতা দিয়া লোকান্তর গত হয়েন। অনন্তর উক্ত রাণী পতির বন্ধক দেওয়া বিষয়ের উপর বয়বাত জারী নিবারণ নিমিত্তে এক কট কবালা লিখিয়া দেন। সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা কহিলেন যে আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্তে ঐ শর্ত্তে বিক্রয় করা হইয়াছে এমত প্রমাণ হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। উক্ত আদালতের অধিকাংশ জজেরা স্বীকার করিলেন যে প্রথম বন্ধকের বুনিয়াদে বয়বাৎ জারির নির্দ্ধারিত কাল আসন্ন হইলে এমত সঙ্কট হইয়াছিল যে তাহাতে উক্তরূপ উপায় কর্ত্তব্য ছিল, যেহেতু তাহা উক্ত রাণীর গ্রহীতব্য দত্তক পুত্রের বিষয় রক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় ছিল, যদিও তদুপায়ে অবশেষে বিষয় রক্ষা পায় নাই তথাপি তৎকালে রক্ষা হইয়াছিল, এবং মধ্য ব্যবহিত কালে সম্যক্ ক্ষতি না হওয়ার তদ্বিরও করা যাইতে পারিত। এই সকল এবং অন্যান্য হেতুতে

উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ বিবেচিত হইয়া, ক্রেতার পক্ষে বিক্রীত বিষয়ের ডিক্রী হইল। ২৪ জুন ১৮২৩ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২২৮।

রামচন্দ্র শর্ম্মা বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

।০ গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত ভ্রাতার পত্নী পতির বিষয়ের সাত আনা বিক্রয় ও নয় আনা দান করিয়াছিল। গঙ্গাগোবিন্দ ঐ বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে। জিলার জজ্ পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা পাঠে জানিতে পারিয়া যে উক্ত বিধবা মৃত পতির বিষয়ের সাত আনা যে বিক্রয় করিয়াছে তাহা সিদ্ধ, কিন্তু নয় আনা যে দান করিয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয়, এই নয় আনা দখলের ডিক্রী করিয়া প্রতিবাদী রামচন্দ্রকে তাহা ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন। এই ডিক্রী প্রবিন্স্যাল কোর্টে বহাল থাকে। সদর দেওয়ানী আদালত বিচার করিলেন যে অপুত্র মৃত হিন্দুর পত্নী পতির বিষয়ের কিয়দংশ (অর্থাৎ এক আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত) পতির পারলৌকিক উপকার নিমিত্তে দান করিতে পারে; কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় আদালতের এমত বোধ হইতেছে না যে পতির পারলৌকিক উপকার কামনায় দান করা হইয়াছে, অতএব গ্রহীতার দাবী অগ্রাহ্য এবং নিম্ন আদালত দ্বয়ের ফয়সলা বহাল।

উক্ত মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্তা হয় তাহার সার ভাগ এই যে— "মৃতপতির ধনে তৎপত্নী অধিকারিণী হইলে, পতিকৃত ঋণের পরিশোধ, আপনার জীবন ধারণ ও পরিবারপালন, এবং পতির শ্রাদ্ধাদি সমাপন নিমিত্তে পতিধনের যে পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক পত্নী তাহাই বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে (তদধিক বিক্রয় করিতে পারে না)। এবং পতির পারলৌকিক উপকারার্থে অর্থানুরূপ দান করিতে পারে। আর এই সকল কর্ম্ম (অর্থাৎ ঋণ শোধ, ও শ্রাদ্ধাদি) যদি সমস্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে সম্পন্ন না হয়, তবে তজ্জন্য সমুদয় বিক্রয় করিতেও তাহার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আপনার যেমত ইচ্ছা হয় তদনুসারে (অর্থাৎ উক্ত কর্ম্মভিন্ন অন্য কর্ম্মে,) বিষয়ের কিয়দংশও দান বা বিক্রয় করিতে ঐ বিধবার ক্ষমতা নাই। ১ ফিব্রুয়ারি ১৮২৬। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১১৭।

মকদ্দমা নং ৭২৩—১৮৫৯ সাল।

প্রসন্নকুমার মজুমদার ও দ্বারকানাথ বিশ্বাস (আপত্তিকারি) দরখাস্তকারকগণ—বনাম—কালীচন্দ্র লাহিড়ী প্রতিপক্ষ।

নজীর
২০ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

রাণী ভুবনময়ীর নামে কালীচন্দ্র লাহিড়ীর প্রাপ্ত ডিক্রী জারিতে মৈমনসিংহের প্রধান সদর আমীন আমদনগর তালুক বিক্রয় করিতে যে হুকুম দেন ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত হয়।

এই মকদ্দমাতে যে ডিক্রী হয় তাহা স্বয়ং রাণীর উপর,—এবং কথিত আছে যে তাঁহার মৃত্যু কালে বিষয় তাঁহার দখলে ছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কেবল

যাবজ্জীবন উপস্বত্ব ভোগিনী ছিলেন মাত্র। উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ তালুক অপ্রাপ্তব্যবহার যোগেন্দ্রচন্দ্রের এষ্টেট্ ভুক্ত হয়, এবং এক্ষণে তাহা ঐ এষ্টেটের এক অংশ হইয়াছে, ইহাও কথিত হইয়াছে যে ঐ তালুক ভুবনময়ীর সম্পত্তি বলিয়া একবার ক্রোক হইয়াছিল; কিন্তু তাহা প্রমাণ করা হয় নাই, অথবা ঐ ক্রোক ভুবনময়ীর মৃত্যু কালীন তাহা হইতে অপ্রাপ্ত ব্যবহার আপিলান্টে বিষয় অর্শিবার বাধাজনক হইয়াছিল (ইহাও দেখান হয় নাই), ভুবনময়ীর উপর ডিক্রীদারের যে দাওয়া তাহার সহিত ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের কোন এলাকা নাই, অতএব আমাদের রায় এই যে এক্ষণে উক্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহারের হাতে আছে যে তালুক তাহা ভুবনময়ীর উপর জাতি ডিক্রী জারিতে সরাসরিরূপে বিক্রয় করিতে হুকুম দেওয়াতে প্রধান সদর আমীন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; এতাবতা আমরা খরচা সমেত তাঁহার হুকুম রদ করিলাম। ২১ আগস্ট ১৮৬০ সাল, স. দে. আ. ডি. পৃ. ২৫০।

মকদ্দমা নং ৪৫৯, ১৮৫৯ সাল।

সাহজাদা মহম্মদ রবীয়দ্দীন, দরখাস্তকারী -বনাম- রাণী প্রসন্নময়ী দেবী, প্রতিপক্ষ।

৶০ ডিক্রীর ক্রেতা এক্ষণে এই আদালতে আপীল করিয়াছে। সে তর্ক করে ১৮৫৯ সালের ২১ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় এই আদালতের এক নিষ্পত্তি পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে রাসমণির পতির ত্যক্ত তাবৎ সম্পত্তি যাবজ্জীবন তাহারই দখলে থাকিবে; এতাবতা ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক অদ্যাপি কোন বিষয় প্রাপ্ত হয় নাই, কোন বিষয় ক্রয়ও করিতে পারে নাই; বিধবা রাসমণির স্বত্ব বিক্রয়ের যোগ্য এবং ঐ বিধবার বিরুদ্ধে হওয়া ডিক্রী জারিতে তাহা এই অনুমানে বিক্রয় হওয়া উচিত যে তাহা তাহার জাতী ডিক্রী; পরন্তু ঐ ডিক্রী বস্তুতঃ রাসমণির পতির এস্টেটের উপর হইয়াছে, তাহাতে ঐ এস্টেট্ ভুক্ত যে কোন বিষয় বিক্রয় হওয়া উচিত।

১৮৫৭ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহি, পৃষ্ঠা ৪০৫—১১।

আমারদিগের স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে রাসমণির বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে তাহার পতির বিষয় দায়ি নহে, তাহা কেবল তাহার ব্যক্তির উপর হইয়াছে, এবং সে যে যাবজ্জীবন পতির সমুদায় বিষয় দখলে রাখিয়া তদুপভোগে অধিকারিণী ইহাতে সন্দেহ নাই। এমত স্থলে এবং বিচার স্থলে ইহা স্বীকার করা গেলেও যে ক্রোক্ হওয়া বিষয় তাদৃশ অবস্থাপন্ন বটে, আমরা গোলোকচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে কালীকান্ত লাহিড়ীর মকদ্দমাতে এই আদালত হইতে হওয়া নিষ্পত্তির অনুসারে বিবেচনা করি যে তাহাতে ঐ বিধবার যে স্বত্বাধিকার তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র মতে বিক্রেয় নহে, পরন্তু বিষয়ের লাভ হইতে ডিক্রীর ক্রেতা যদি আপন খরচা উশুল করিতে চাহে, তদর্থে ক্রোকী হুন্দমের প্রার্থনায় আদালতে আবেদন করা তাহার উচিত।

উপরি উক্ত বিবেচনানুসারে আমরা বর্ত্তমান আপীল খরচা সমেত অগ্রাহ্য করিলাম। ৬ মার্চ্চ ১৮৬০ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৩৫৯।

দ্রষ্টব্য—চন্দ্রকান্তবল নাবালগের ওসী প্যারীমোহন ঘোষ দরখাস্তকারী—বনাম—গোলোকচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রতিপক্ষ, যাহা ১৮৫৬ সালের ১৬ এপ্রেল তারীখে নিস্পন্ন এবং ঐ সনের সদরীয় নিস্পত্তি বহির ৩৬৬ ও ৩৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—বংশীধর হাজরা—বনাম—ঠাকুর প্রিয়াগ্ সিংহ, যাহা ১৮৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে নিস্পন্ন ও সদরীয় নিস্পত্তি বহির ১১৪ পৃষ্ঠায় প্রকটিত। উক্ত নিস্পত্তির সার ভাগ যথা- কোন হিন্দু বিধবা পতিসংক্রান্ত বিষয় যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণীরূপে প্রাপ্তা হইয়া নিজ হিসাবে নিজ ব্যাপারার্থে ঋণ করে, বিচার হইল যে তাহার পতির দায়াদগণ (যাহারদিগকে তাহার মরণান্তে ঐ বিষয় অর্শে) তাহার ঋণের দায়ি নহে, ঐ ঋণ কেবল তাহার স্ত্রীধন হইতে মাত্র উস্যূল হইতে পারে। দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেষ্ট্ বা. ১, পৃ. ২৮৫।

মকদ্দমা নং ৪৬৩, ১৮৫৩ সাল।

হফিজুন্নেসা বেগম্ (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—রাধাবিনোদ মিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৪৬৪, ১৮৫৩ সাল।

সেখ্ জীনতুল্লা স্বয়ং এবং নিয়ামতুল্লা প্রভৃতির ওসী (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্ বনাম—রাধাবিনোদ মিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৫০১, ১৮৫৩ সাল।

ঈশ্বরচন্দ্র রায় (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্ বনাম - রাধাবিনোদ মিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৫০৯, ১৮৫৩ সাল।

সেখ্ মতিউল্লা প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট্—বনাম— রাধাবিনোদ মিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৫১০, ১৮৫৩ সাল।

সেখ্ আহমতুল্লা (প্রতিবাদি) আপিলান্ট্- বনাম—রাধাবিনোদ মিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৫১১, ১৮৫৩ সাল।

আমীনা খাতুন (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—রাধাবিনোদমিশ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর

৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩৪, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ও ৪৯, সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ বাদী বয়ান করে যে তাহার মাতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ১২০৪ সালের ৫ অগ্রহায়ণ তারিখে পৈতৃক বিষয়ের নিজ সমুদায় অংশ ধরণীধর গোস্বামির নিকট বিক্রয় করেন, অনন্তর তাহার মাতুল রামদুলাল রায় ও নন্দলাল রায় উক্ত গোস্বামির স্থানে ঐ বিষয় পুনর্ব্বার ক্রয় করিয়া নিজ নিজ অংশে যাবজ্জীবন দখিলকার থাকেন; রামদুলালের মৃত্যুর পর তাহার অবীরা পত্নী তারামণি মৃত পতির ত্যক্ত বিষয় লইয়া দেবরের সহিত বিরোধ করে। পরিশেষে সে ১৮২৪ সালে ১৮ মার্চ্চ তারিখে পতির স্বত্ব বিষয়ক এক ডিক্রী হাসিল করে। ঐ বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে তারামণির কোন ক্ষমতা নাই সে কেবল যাবজ্জীবন উপস্বত্ব ভোগে অধিকারিণী; মূল্য (অর্থাৎ আয়) হইতে আবশ্যকীয় সকল কর্ম্মের এবং সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে ঐ বিষয় তদুপযুক্ত বটে, তথাপি তারামণি বাদিকে বঞ্চনা করিবার মানসে অথচ অস্থিরচিত্ত ও সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যে অবধান শূন্যা হইয়া উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদিদের নিকট পতির বিষয়ের ভিন্ন২ অংশ বিক্রয় করিয়াছে; আর২ অংশ তদ্‌হস্তান্তর নিবারণাভিপ্রায়ে উক্ত তারামণির স্থানে বাদী নিজ নামে ও নিজপত্নী বিষ্ণুমণির নামে ক্রয় করিয়া এপর্য্যন্ত দখলকার আছে; তারামণির নামে কৃপাময়ীর হাসীল করা ডিক্রীর টাকা আদায় নিমিত্তে কোন মহল বিক্রয়োম্মুখ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাদী গিয়া পড়ায় ঐ বিক্রয় নিবারণ হয়, এবং ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ডিক্রীর টাকা দিতে আদেশ হয়; উক্ত ক্রোকী বিষয় ইজারা বিলির নিমিত্তে ইস্তেহার জারি হইয়াছিল, এবং কৃপাময়ী ইজারা লইতে উৎসুক ছিল কিন্তু বিষয়ের হানি আশঙ্কায় বাদী নিজে ইজারা লইয়াছে, ও সেই উপায় দ্বারা এই সকল মহল তাহার দখলে রহিয়াছে; ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চ্চ তারিখে বাদী তরফ কঙ্কনিয়ার বিক্রয় রদের নিমিত্তে কৃপাময়ীর নামে এক জাবেতা নালীশ উপস্থিত করে, তাহাতে ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্‌টেম্বর তারিখে দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন বাদির হক্কে এই হেতুতে এক ডিক্রী দেন যে তারামণির ন্যায় অবীরা নারী পতির উত্তরাধিকারির স্বত্ব দান বা বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী নহে, ও তাহাতে এই আদেশ হয় যে বাদী মহলে দখিলীকার থাকিয়া মাতুলানী তারামণিকে তাহার যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদন দিবে; এই ডিক্রী সদর পর্য্যন্ত সকল কোর্টে স্থিরতর থাকে; অনন্তর বাদী অবশিষ্ট ক্রেতাদিগের নামে অবৈধরূপে তারামণির বিক্রীত বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে আর ঐ সকল দস্তাবেজ বাতিল করণের নিমিত্তে দশ মকদ্দমা উপস্থিত করে। এবং প্রধান সদর আমীন এই হেতুবাদে যে অবীরা স্ত্রী মৃত পতির বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী নহে ঐ সমুদায় মকদ্দমাই বাদির হক্কে ডিক্রী করেন। এই দশটীর মধ্যে দুই মকদ্দমার আপীল হয় নাই, কিন্তু অবশিষ্ট আট মকদ্দমার আপীল হয়, এবং তাহাতে জজ্ সাহেব অবীরা নারী তারামণির কৃত বিক্রয় বাহাল রাখিয়া প্রধান সদর আমীনের কৃত নিষ্পত্তি

রদ করেন। পরে বাদী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিলে এই আদালতে ঐ আপীল মঞ্জুর হয়, এবং ১৮৪৭ সালের ৩ জুলাই তারিখে ঐ সকল মবদ্দমা জিলায় ওয়াপস্ যায়, এই সকল নালিশ উপস্থিত করণে বাদির যে অভিপ্রায় তাহা যথার্থই ছিল অর্থাৎ তাহার মাতুলানীর জীবন কালে ঐ সকল বিষয়ের হস্তান্তর নিবারণ। পরন্তু সে (মাতুলানী) সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া. হিন্দু বিধবার যে সকল ব্যবহার ও আচার তাহা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ বৈরাগির আশ্রম পরিগ্রহ করিয়া ও তীর্থবাসিনী হইয়া জীবন-মৃতা হইয়াছে ; এতাবতা. বাদী এক্ষণে উত্তরাধিকারী রূপে দখল পাইবার যোগ্য হইয়া তাহার মাতুলানী তারামণি অশাস্ত্রীয় রূপে যে যে বিষয় বিক্রয় করিয়াছে তৎসমুদায়ের দখল ও নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাত পাইবার নিমিত্তে অথচ এই সকল দস্তাবেজ্ বাতিল করিবার নিমিত্তে এবং তারামণির স্থানে ক্রয় সূত্রে অথবা আদালতের ডিক্রী সূত্রে যে সকল বিষয় পর্ তীরূপে তাহার দখলে আছে ও যাহা ক্রোক রহিয়াছে তাহার স্বত্ব সাব্যস্তের নিমিত্তে অথচ ঐ ক্রোক উঠাইবার প্রার্থনায় বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীনের রায় এই হইল যে বাদী নিজ মাতুল রামদুলালের ত্যক্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে অধিকারী ; ১২৫৫ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে জজ সাহেবের হুজুরে তারামণির দাখিল করা দরখাস্তে সপ্রমাণ হয় যে সে বৈরাগিণী হইয়া তীর্থবাসিনী হইয়াছে, এবং বাদির উপস্থিত করা সাক্ষিদের সাক্ষ্য বাক্য ঐ দরখাস্তের পোষক, তাহারা বয়ান করে যে সে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈরাগিণী হইয়াছে ও তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছে এবং প্রতিবাদী তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দর্শায় নাই। প্রধান সদর আমীন মেক্নাটনের হিন্দুলার দ্বিতীয় বালামের ১৩১ ও ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে কএক বাক্য তুলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সংসার পরিত্যাগ এক রূপ জীবন মৃত্যু, যেমত স্বাভাবিক মৃত্যুতে তেমতি ইহাতেও উত্তরাধিকারিকে তৎক্ষণাৎ স্বত্ব বর্ত্তে।—এতাবতা প্রধান সদর আমীন বাদির হক্কে তরফ কর্দ্দলিয়া বাদে দাবীকৃত তাবৎ বিষয়ের এক ডিক্রী দিয়াছেন। নিম্ন আদালতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদিগণ ঐ ফয়শালার বিরুদ্ধে ছয় আপীল করিয়াছে ; সুবিধার নিমিত্তে আমরা ঐ কএক আপীল একত্র বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে বক্ষ্যমাণ কএক ইস্‌ করিলাম।

প্রথম,—বর্ত্তমান মকদ্দমাতে এমত কোন নূতন কারণ প্রকাশ পাইতেছে কি না যদ্দ্বারা বাদী এই নালিশ উত্থাপন করিতে যোগ্য হয় ?

দ্বিতীয়,—বাদির এজ্‌হার যে তারামণি বৈরাগিণী হইয়াছে ইহা সপ্রমাণ হউক বা না হউক, যদি তাহা সপ্রমাণও হয় তথাপি সে বাঁচিয়া থাকিতে এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত করণে বাদির অধিকার আছে কি না ?

তৃতীয়,—হকিজুন্নেছা এবং ঈশ্বরচন্দ্র রায় আপিলান্টকে তারামণি দেবী ও

নন্দলাল রায় যে কবালা লিখিয়া দিয়াছে ও যাহাতে বাদী স্বাক্ষর করিয়াছে তাহা বাদির সম্বন্ধে সিদ্ধ কি না?

চতুর্থ,—সেখ্ দিয়ানতুল্লা, সেখ্ আহমতুল্লা, আমীনা খাতুন, সেখ্ মজিদুল্লা ও মতিউল্লা আপিলান্টগণকে তারামণি ও নন্দলাল রায়ের অথবা নন্দলালের সম্মতিতে তারামণির লিখিয়া দেওয়া কবালা সকল সিদ্ধ কি না?

পঞ্চম,—তৃতীয় ও চতুর্থ ইসুতে উল্লিখিত দলিল গুলি যদি স্বাক্ষর বিষয়ে সদোষ ও তন্নিমিত্তে অসিদ্ধ হয়, তথাপি যদর্থে ঐ বিক্রয় ঘটে তাহা বিবেচনায় ঐ সকল দলিল সিদ্ধ কি না?

ষষ্ঠ,—তারামণি দেবীর দেনা গবর্ণমেন্টের বাকি খাজানা বাবৎ আপিলান্ট্ আমীনা খাতুনের স্বামী লথমীর খাঁ যে ডিক্রী হাসিল করে সেই ডিক্রী জারিতে হরিশ্চন্দ্র পুরের বিক্রয় সিদ্ধ কি না?

দ্বিতীয় ইষুর বিচারে আদালতের রায় এই হইল যে আপিলান্টরা নিম্ন আদালতে তারামণি বৈরাগিণী হওয়ার কথা অস্বীকার না করাতে (এক্ষণে) এমত আপত্তি করিতে তাহাদের ক্ষমতা নাই, অপিচ এক্ষণে আদালতে উপস্থিত প্রমাণ দৃষ্টে এই আদালত প্রধান সদর আমীনের সহিত একমত হইয়া বিবেচনা করেন যে তদ্দ্বারা বাদির এজহার সন্তোষজনকরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে এবং প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ বিধবা তারামণি তীর্থবাসিনী হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছে। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ সিদ্ধির নিমিত্তে কোন বিশেষ ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান হইয়াছে কি না তাহা এ আদালতে জানিতে পারেন নাই, এবং বৈরাগিণী হওনের নিমিত্তে যে বিশেষ ক্রিয়া আবশ্যক তাহা এমত লঘু যে তাহার তথ্য না পাওয়াতেও তারামণি বৈরাগিণী হওয়ার প্রমাণ দুর্ব্বল হইতে পারে না। অতএব আদালতের বিবেচনা এই যে মকদ্দমার দ্বিতীয় ইষুতে যে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে তাহা না মঞ্জুর।

অনন্তর আদালত শেষ চারি ইষু-ভুক্ত আপিলের দোষ গুণ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে উকীলদিগকে আদেশ করিলেন।

বিচার—

তৃতীয় ইষুতে উত্থিত আইন ঘটিত কথা সম্বন্ধে রাণী শিরোমণির বিরুদ্ধে মোহনলাল খার মকদ্দার নিষ্পত্তি প্রমাণে (যাহা এই আদালতের শিলেক্‌ট্ রিপোর্টের দ্বিতীয় বালামের ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) এবং হরদয়াল সিংহের বিরুদ্ধে দেবচাঁদ সাহু প্রভৃতির মকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রমাণে (যাহা ১৮৪৯ সালের রিপোর্ট বহির ২০৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) আমারদিগের মত এই যে কোন হিন্দু বিধবাকর্ত্তৃক বিষয় বিক্রয়ে যদি দস্তখত করণ কালে জীবিত তাবৎ উত্তরাধিকারিরা তাহা সাক্ষিরূপে স্বাক্ষর করে তবে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে এমত বিবেচনা করিতে হইবে যে দস্তাবেজে লিখিত কার্য্যে স্বাক্ষরকারি সকল ব্যক্তিরই সম্মতি ছিল। পরন্তু এ বিবেচনা চূড়ান্ত নহে, ইহা খণ্ডিত হইতেও পারে; যে উত্তরাধিকা-

রির নাম দলীলে থাকে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে তাঁহার নাম তাহাতে লিখিত হইয়াছে, আপিলান্ট্ হফিজুন্নেসা বেগম্ এবং ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের উপস্থিত করা কবালায় বাদির যে স্বাক্ষর আছে তাহা আপিলান্টের সাক্ষিগণকর্ত্তৃক হৃদ্বোধ রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, এবং বাদী ইহা দেখাইতেও চেষ্টা করে নাই যে ঐ দস্তখত জাল অথবা তাহা যদি সত্যও হয় তবে তাহা কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে ও তদভিপ্রায়েই কেবল ঐ স্বাক্ষর করা হইয়াছে। ইহা সত্য বটে যে বাদির উকীলেরা আমাদের সম্মুখে এমত আপত্তি করিয়াছেন যে—ঐ সকল দলিলে বাদির যে দস্তখত আছে তাহা কেবল ঐ সকল দলীল লিখিয়া দেওয়ানিয়া ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের সাক্ষিরূপে থাকা বিবেচনা করিতে হইবে; কিন্তু, যথা পূর্ব্বে বিবেচিত হইয়াছে। কোন দলীল যাহা আরং রূপে সিদ্ধ তাহাতে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারির স্বাক্ষর থাকিলে শাস্ত্রানুসারে তাহার তাৎপর্য্য এমত নহে, এবং ঐ শাস্ত্রানুসারে তৎকার্য্য হইতে যে অনুভব হইতে পারে তাহা দূর করণে বাদী নিতান্ত ত্রুটি করিয়াছে, অতএব উক্ত কার্য্যের শাস্ত্রানুসারে যে ফল হইতে পারে সম্পূর্ণরূপে সেই ফল দিতে আমরা বাধিত হইলাম এবং কহিতে হইল যে আপিলান্ট্ হফিজুন্নেসা বেগম্ ও ঈশ্বরচন্দ্র রায় যে যে কবলা দাখিল করিয়াছে তাহাতে বাদী আপন দস্তখত করিয়া ঐ দলিলের বুনিয়াদে দাবীকৃত বিষয় বিক্রয়ে সম্মতি দিয়াছে এবং তন্নিমিত্তে কেবল ফেব্ ভিন্ন অন্য কোন কারণে তৎপ্রতি আপত্তি করিতে সে প্রতিকদ্ধ। আমরা বিবেচনা করি যে বাদী নিজ নাম স্বাক্ষর দ্বারা যে বিষয় বিক্রয়ে সম্মতি দিয়াছে তাহাতে তাহার যে ভাবি স্বত্ব ছিল তাহা সে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে এমত অনুভব করিতে অবশ্যই হইবে।

মোহনলাল খাঁ—বনাম—প্রাণী শিরোমণি, স. দে. নি. রি. বা. ২, পৃ. ৩২। নন্দকুমার রায় প্রভৃতি বনাম—রাজেন্দ্র নারায়ণ, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৬১। মোসম্মাৎ ভবানী মণি—বনাম—মোসম্মাৎ সোহুনা স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩২২।

চতুর্থ ইম্বুভুক্ত আইন ঘটিত বিষয়ে পার্শ্বে লিখিত প্রমাণ সকল অনুসারে আমাদের মত এই যে কোন হিন্দু বিধবা (মৃত) পতির বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধির নিমিত্তে তৎকালে জীবিত তাবৎ উত্তরাধিকারির স্বাক্ষর ও তস্দিক আবশ্যক, কেবল নিকটতর উত্তরাধিকারিরা দস্তখত ও তস্দিক করিলে তাহাতে যথেষ্ট হয় না। আইনের এই মর্ম্মানুসারে এই মকদ্দমাতে যে সকল দলীল আপিলান্ট্ দরপেশ করিয়াছে ও যাহাতে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারি বলিয়া বা দরু দস্তখত দৃষ্ট হইতেছে না তাহা অসিদ্ধ। সওয়াল জওয়াব্ হইতে হইতে জান মুর প্রভৃতির বিরুদ্ধে কালীচাঁদ দত্তের মকদ্দমা যাহা ১৮৩৭ সালের ২০ মার্চ্চ তারিখে নিষ্পন্ন) সুপ্রিমকোর্টে উল্লিখিত হয়; তাহাতে ঐ মকদ্দমার রিপোর্ট লেখক লিখিয়াছেন যথা—"মধ্যবর্ত্তি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিরা নিজ স্বত্ব বিধবাকে ছাড়িয়া দিল, তাহাতে বিচারের বিষয় এই হইল যে ঐ উত্তরাধিকারিদের পুত্রেরা ঐ ত্যাগ রদ্দ করিতে পারে কি না, অর্থাৎ ঐ পুত্রেরা ঐ বিধবার বা পিতৃবা-

পত্নীর মরণান্তে মধ্যবর্ত্তি ভাবি উত্তরাধিকারি যে তাহাদের পিতারা ছিল তাহাদের সংস্রব বিনা কোন ভাবি স্বত্ব রাখে কি না? আমরা বিবেচনা করি যে তাহারা নিজ পূর্ব্ব পুরুষের দ্বারা দাওয়া করে, অতএব তাহাদের কার্য্যে অবশ্যই বদ্ধ হইবে" ;—এই মকদ্দমা আমাদের এক্ষণে সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমার সদৃশ নহে। বর্ত্তমান মকদ্দমার বাদী যদি নন্দলালের দ্বারা দাওয়া করিত (যে নন্দলালের নাম কোনং দলীলে দৃষ্ট হইতেছে) তবে সে নন্দলালের কার্য্যে বদ্ধ হইত, পরন্তু বাদী নন্দলালের দ্বারা দাওয়া করে না, কিন্তু রামদুলালের দ্বারা দাওয়া করে। বিজ্ঞবর জজেরা উক্ত মকদ্দমাতে যে বিধান করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে খাটে না; এতাবতা আমাদের মত যে সেখ দিয়ানতুল্লা, সেখ আহমদুল্লা, আমিনা খাতুন এবং সেখ মজিদুল্লা ও মতিউল্লা আপিলান্টেরা যে সকল দলীল দাখিল করিয়াছে তাহাতে তৎকালে জীবিত ভাবি উত্তরাধিকারি বলিয়া বাদির সম্মতি গৃহীত না হওয়াতে, ঐ সকল দলীল তারামণি একাকী দস্তখত করুক অথবা তারামণি ও নন্দলাল উভয়ে দস্তখত করুক, তাহা তৎকারণে অসিদ্ধ।

পরন্তু ষষ্ঠ ইষুতে এমত তর্ক করা হইয়াছে যে কোন কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতি প্রযুক্ত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দলীল অসিদ্ধ হইলেও, যেং নিমিত্তে ঐ সকল বিক্রয় ঘটে তাহা এমত যে তাহাতে শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দলীল সিদ্ধ হইতে পারে। যে যে নিমিত্তে ঐ সকল বিক্রয় ঘটে তাহা এই রূপ কথিত হইয়াছে যথা—ঐ বিধবার কৃত ঋণ পরিশোধ, সদর খাজনা সরবরাহ, এবং এক বা দুই দফা পুরীতে বা বৃন্দাবনে অর্থ প্রেরণ;—এই মকদ্দমাতে ঐ বিধবা কর্ত্তৃক যে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে ঐ ঋণ যদি পতির উপকারার্থে অথবা অনিবার্য্য আবশ্যতা বশতঃ অর্থাৎ এমত আবশ্যকতা বশতঃ করা না হইয়া থাকে যাহা ঐ বিধবা কর্ত্তৃক ঘটে নাই, কিন্তু এমত সকল অবস্থাক্রমে হইয়া থাকে যাহা নিবারণে সে অক্ষম হইয়াছিল, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তদ্বিক্রয়ের বিশিষ্ট কারণ নহে। যে আপিলান্টদিগের দলীল আমরা অসিদ্ধ কহিয়াছি তাহাদের দরপেশী প্রমাণ বিবেচনায় দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বিক্রয় কতিপয় বিধবার নিজ আবশ্যকতা বশতই হইয়াছিল অর্থাৎ তাহার নিজ দেনা পরিশোধার্থে অথবা মকদ্দমা খরচের নিমিত্তে (যাহাতে বাদির স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই) কিম্বা সদর খাজনার নিমিত্তে হইয়াছিল। প্রধান সদর আমীনের সহিত সম্যক্ ঐক্য পূর্ব্বক আমাদের মত এই যে তারামণির পতি যে বিষয় রাখিয়া যায় ও যাহাতে তারামণির যাবজ্জীবন উপভোগরূপ স্বত্ব মাত্র, তাহার উপস্বত্ব হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাবৎ ন্যায্য ব্যয়ের নিমিত্তে প্রচুর ছিল। এতাবতা মকদ্দমাতেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক ঐ বিধবার কৃত ঋণ পরিশোধ পতির বিষয় হস্তান্তরের প্রতি বিশিষ্ট কারণ নহে; এবং ঐ সদর খাজনা দেওয়ার প্রমাণ হয় নাই যদি আমাদের সন্তোষজনকরূপে প্রমাণও হইত তথাপি তাহা আমরা এমত আবশ্যকতা বিবেচনা করি না যাহাতে তাদৃশ কার্য্য উচিত হয়।

আপিলাণ্টেরা যদি দেখাইতে পারিত যে এমত কোন অনিবার্য্য আবশ্যকতা বশতঃ যথা—প্রচণ্ড ঝটিকা বা অনাবৃষ্টি-হেতু - ঐ বিধবা তাহাদের নিকট বিষয় বিক্রয়রূপ উপায় করিতে বাধিত হইয়াছিল, তবে বিচারের বিষয় এই হইত যে মেক্‌নাটনের হিন্দুলার দ্বিতীয় বালামের ২৮৩ পৃষ্ঠায় ধৃত মতানুসারে তাহার পতি যে বিষয় রাখিয়া মরে তাহা হস্তান্তর করা শাস্ত্র-সম্মত কি না? যদি যথার্থতঃ আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তথাপি উক্তরূপ যে আবশ্যকতা তাহা সম্যক্‌রূপে ঐ বিধবাই ঘটাইয়াছে এবং ইহা যে শাস্ত্রোক্ত আবশ্যকতার অন্তর্গত নহে তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ। পুরীতে ও বৃন্দাবনে যে টাকা প্রেরিত হওয়া কথিত হয় তদ্বিষয়ে দত্ত প্রমাণ আমাদের সন্তোষজনক নহে। এবং যদি ঐ প্রমাণে তাহা প্রচুররূপে সপ্রমাণও হইত তথাপি আমাদের বিবেচনা এমত নহে যে কেবল তদভিপ্রায়ে কৃত বিক্রয় বৈধ হইত, কেননা তাহার নিজের এত আয় ছিল যে তাহা তদ্ব্যয় নির্ব্বাহে যথেষ্ট হইত। অতএব আমাদের মত এই যে, যেহ কার্য্যে ঐ সকল বিক্রয় ঘটনা হইয়াছে তাহা এমত নহে যে তদ্দ্বারা ঐ বিক্রয় হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে, এবং অত্র আদালতে নিষ্পন্ন নন্দলাল দত্ত ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রেস্‌পণ্ডেণ্টদের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র রায় আপিলাণ্টের মকদ্দমায় * এই আদালতের স্থাপিত মত এই যে বিধবাদের স্থানে বিষয় ক্রেতারা প্রকাশ্যরূপে যে কার্য্যার্থে ঐ বিক্রয় ঘটে তৎকার্য্যে যথার্থতঃ পণবাহ্যর টাকা ব্যয় হইয়াছে এমত প্রমাণ করিতে বাধিত নহে, যদিও আমরা এই মত সহি করিয়াছি তথাপি আমরা এমত চাহি যে ঐ প্রকাশ্য কার্য্য শাস্ত্রানুসারে বৈধ গণিত হয়। কিন্তু যে সকল কবালা একণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে তাহা অপ্রাপ্য।

ষষ্ঠ ইষুতে আমরা প্রধান সদর আমীনের সহিত সম্যক্‌রূপে একমত- তাহা এই যে তরফ হরিশ্চন্দ্রপুরের বাকী সদর খাজনা দিবার নিমিত্তে আপিলাণ্ট আমিনা খাতুনের পতি লথ্‌মীর খাঁ প্রভৃতি তারামণি দেবীকে টাকা ধার দিয়া তাহার নামে যে ডিক্রী হাশিল করে ঐ ডিক্রী জারিতে উক্ত এসটেট্‌ বিক্রয়— গণেশপ্রসাদ ভগির বিরুদ্ধে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের মকদ্দমার নজীর অনুসারে— স্থিরতর থাকিতে পারে না, কেননা বর্ত্তমান মকদ্দমায় বাদী মৃত ব্যক্তির বিধবার জাতি দেনার দায়ী নহে, এবং উক্ত এস্‌টেটে ঐ বিধবার যে স্বত্ব তাহা যাবজ্জীবনাধিকার বলিয়া সঙ্কুচিত মাত্র।

উপরি প্রকাশিত মকদ্দমার সমুদায় দৃষ্টে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার ঐ ভাগ খরচা সমেত রদ করিলাম যাহাতে হফিজুন্নেসা বেগম্‌ ও ঈশ্বরচন্দ্র রায় আপিলাণ্টের উপস্থিত করা কবলা অসিদ্ধ কথিত হইয়াছে, ঐ কবালা অনুসারে যে বিক্রয় হয় তাহা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ বলিয়া উক্তি করিলাম;

---

* দ্রষ্টব্য ১৮৫২ সালের সদর আদালতীয় রিপোর্ট পৃ. ২১৫ ও ২৬৭।

সেখ দিয়ানতুল্লা, সেখ আহমদুল্লা, আমীনা খাতুন, সেখ মজীদুল্লা ও সেখ মতি-উল্লা আপিলান্টেরা যে সকল কবালা দাখিল করিয়াছে তদনুসারে যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা অথচ তারামণি দেবীর বিরুদ্ধে আপিলান্ট আমীনা খাতুনের পতি লখমীর খাঁর হাসিলী ডিক্রী জারিতে তরফ হরিশ্চন্দ্রপুর যে বিক্রয় হয় তাহা আমরা বলি যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। ঐ সকল বিক্রয়পত্র-ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিলাম। ২১ জুলাই ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৫৯৫, ৬০৬।

মোহনলাল খাঁ, আপিলান্ট—বনাম- রাণীশিরোমণি, রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
২৪, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ও ৪৭, সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

রাণী শিরোমণি আপন জমীদারী পরগণা মেদিনীপুর প্রভৃতি আনন্দলাল খাঁ হইতে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করেন। নালিশী আর্জির বয়ান এই যে প্রতিবাদী তাঁহার (অর্থাৎ বাদিনীর) চাকর ছিল, তিনি যে মোক্তারনামা লিখিয়া দিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন প্রতিবাদী সেই মোক্তারনামা বলিয়া প্রতাপূর্ব্বক হেবানামা লিখাইয়া লয়, এবং এইরূপ ফেরিবিতে প্রাপ্ত হেবানামার সূত্রে তাঁহার জমীদারী প্রতিবাদী আপন নামে কালেক্টরিতে খারিজ করিয়া লইয়া এবং রাজস্ব আদায়ের একরার দিয়া কালেক্টরি হইতে দখল পাইয়াছে।

প্রতিবাদী জওয়াবে বয়ান করে যে (বাদিনী) রাণী উক্ত হেবানামার সকল মজমূন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতা হইয়া তাহা সহী করিয়া দিয়াছেন। এবং তাহা বারম্বার কালেক্টর সাহেবের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে কালেক্টর তাহাকে (অর্থাৎ প্রতিবাদিকে) দখল দিয়াছেন; এক্ষণে বাদিনী নিকটস্থ জনগণের চতুরতায় ভুলিয়া এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। উক্ত হেবানামার মর্ম্ম এই যে রাণী আপন জমীদারী ও খানগী আসবাব্ কিছুমাত্র না রাখিয়া ও নিজ ভরণ পোষণের উপায় না করিয়া (তৎসমুদয়) প্রতিবাদিকে দিলেন। উক্ত দলীল ১৮০০ সালের ৩০ জুন তারিখে লিখিত হইয়া ঐ সনের ৩১ জুলাই তারিখে জিলাকোর্টে রেজিষ্টরি করা যায়। উক্ত রাণীর স্বামী (রাজা) অজিত সিংহ ১৭৫৬ সালে মরণে বিরোধীয় জমীদারী রাণীকে অর্শে। ১৮০০ সালে উক্ত দলীল লিখিত হওন কালীন রাণীর স্থাবর বিষয় অক্ষম জমীদারের বিষয়-রূপে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধ্যক্ষতাধীন থাকে। প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রধান জজ নিযুক্ত পণ্ডিতকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে 'পতির মরণে রাণী শিরোমণিকে অর্শিয়াছে যে সংক্রান্ত ধন তাহা যদি তিনি পতির জীবিত উত্তরাধিকারির সম্মতি বিনা দান করিয়া থাকেন, তবে এমত দান অসিদ্ধ'। এই ব্যবস্থা দত্ত হওয়ার পর মৃত রাজার মাতুলপুত্র রাধাবল্লভ ভুঁইয়ার ও রাধাগোবিন্দ ভুঁইয়ার ও কুচিলের স্বাক্ষরিত এক লা-দাবী অর্থাৎ স্বত্ব-ত্যাগ পত্র আপিলান্ট্ আনন্দলাল দাখিল করে। এই দলীলের মর্ম্ম এই

যে তল্লেখক ব্যক্তিরা হেবানামা লিখিত হওন কালীন তাহাতে সম্মতি দিয়াছে এবং এক্ষণেও বিরোধীয় বিষয়ে তাহাদের যে দাবী তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিলেক। অজিত সিংহের উত্তরাধিকারিরা সম্মত হওয়ার আর কোন প্রমাণ আপিলান্ট উপস্থিত করে নাই। প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রধান জজ—এই হেতুবাদে যে রাণী যে দানপত্র লিখিয়াছেন তাহা (অজিত সিংহের তৎকালীন জীবিত সকল দায়াদের সম্মতিতে লিখিত না হওয়াতে) অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য—মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া এই নিষ্পত্তি করিলেন যে রাণীর লাভের নিমিত্তে বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকিবে, আর রাণীর নালিশের তারিখ হইতে প্রতিবাদী বিষয়ের মুনফার দায়ী হইবে। প্রবিন্স্যাল কোর্টে মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন আনন্দলাল খাঁর মৃত্যু হয়, অনন্তর তাহার ভ্রাতা মোহনলাল খাঁ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া উক্ত ডিক্রীর অসম্মতিতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে। আপিলান্ট স্বীকার করে যে হেবানামা লিখিত হওন কালীন রাজা অজিত সিংহের জ্যেষ্ঠ মাতুলের পাঁচ পুত্র ছিল। এক্ষণে (অপর) চারিজন আপনাদিগকে রাজা অজিত সিংহের জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারি করার দিয়া দাবিদার হইল, অর্থাৎ শ্যামানন্দ মহাপাত্র ও গজরাজ মহাপাত্র আপনারদিগকে রাজা অজিত সিংহের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণ সিংহের সন্তান করার দিয়া এবং রূপচরণ মহাপাত্র ও রামচরণ মহাপাত্র আপনারদিগকে উক্ত লক্ষ্মণ সিংহের ভ্রাতার সন্তান করার দিয়া জিলা আদালতে এই প্রার্থনায় দরখাস্ত করে যে রাণী শিরোমণি আনন্দলাল খাঁর প্রতারণায় ও ভয় প্রদর্শনে মুগ্ধা হইয়া যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারির অনিষ্টে যে বিষয় দান করিতে উদ্যতা হইয়াছেন তাহা করিতে তাঁহাকে নিবারণ করা যায়। রেস্পণ্ডেন্ট রাজা অজিত সিংহের কুর্সিনামার অন্তর্গত তৎকালীন জীবিত ঊনত্রিশ জন সগোত্রের এক ফর্দ্দ দাখিল করে। আপিলান্ট আপন দাবীর প্রমাণে কেবল উপরি উক্ত স্বত্বত্যাগপত্র দাখিল করে। ঐ স্বত্বত্যাগপত্র লিখনিয়া ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন কহে যে সে তাহার কিছুমাত্র জানে না, এবং অপর ব্যক্তিরা কহে তাহারা ঐ দলীলের মজমূন জ্ঞাত নহে, আর জবরদস্তির কথাও জানে না।

বর্ত্তমান মকদ্দমাতে এবং আর২ মকদ্দমাতে সদর আদালতের পণ্ডিতেরা (বঙ্গদেশে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক রূপে প্রচলিত) দায়ভাগ গ্রন্থের বিধান ও তাহাদের উদ্ধৃত প্রামাণিক বচনাদির অনুসারে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে সদর আদালতের নিঃসন্দেহে হৃদ্বোধ হইয়াছে যে পতিপক্ষ কোন২ স্থলে অব্যবহিত দায়াদ না হইলেও তাহারা বিধবার যথাশাস্ত্র রক্ষক ও মন্ত্রি হওয়াতে অধিকৃত সংক্রান্ত পতিধনের কোন অংশ পত্নী হস্তান্তর করণে পতির মাতুল কুল সম্মতি দিলেও ঐ হস্তান্তর সিদ্ধির নিমিত্তে (কেবল বিশেষ২ কার্য্যার্থ ব্যতীত) পতিপক্ষের সম্মতি আবশ্যক। যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় দৃষ্ট হইতেছে যে আনন্দলাল খাঁকে রেস্পণ্ডেন্ট যে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন তাহা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা লিখিত হইয়াছে কেবল এমত নহে, কিন্তু তাহারা প্রতিবন্ধক হই-

সেও তাহা অমান্য করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র যে রূপ দানাদি করিতে বিধবাকে অনুমতি দিতেছেন বর্ত্তমান মকদ্দমায় সেইরূপ অভিসন্ধিতে কোন দান করা হইয়াছে এমত বোধ হইতেছে না, অতএব যে দান-পত্রের বুনিয়াদে আপিলান্ট জমীদারী দাওয়া করে তাহা আমূলতঃ অসিদ্ধ। এতাবতা আদালত এজাহারি স্বত্বত্যাগ পত্রের সত্যাসত্যের প্রমাণ না লইয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া প্রবিন্‌সাল কোর্টের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ৩১ আগষ্ট ১৮১২ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ৩২।

বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহার অধিকাংশ যথা—১ বিধবার (অর্থাৎ উক্ত রাণীর) মরণকালীন উক্ত রাজা অজিত সিংহের মাতুলপুত্রেরা, এবং অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণ সিংহের সন্তানেরা, আর লক্ষ্মণ সিংহের ভ্রাতার সন্তানেরা জীবিত থাকাতে, নিকট জ্ঞাতির অভাবে মাতুলপুত্রেরাই যথাশাস্ত্র অজিত সিংহের উত্তরাধিকারি, ও রাণীর লিখিয়া দেওয়া দানপত্র অসিদ্ধ হইলে অজিত সিংহের ত্যক্ত জমীদারি অধিকার করণে স্বত্ববন্ত। ২ যদিও রেস্পণ্ডেন্ট বিধবা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দানপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, এবং ঐ দানপত্রানুসারে গ্রহীতা আনন্দলাল খাঁ দত্ত বস্তুর দখল পাইয়া থাকে আর উক্ত রাণীর মৃত্যুর পর তৎপতির অর্থাৎ উক্ত রাজা অজিত সিংহের ত্যক্ত বিষয়ের অধিকারি ঐ রাজার মাতুলপুত্রেরা যদি আপিলান্টের উপস্থিত করা স্বত্বত্যাগপত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াও থাকে, তথাপি দানপত্রে যে দানের উল্লেখ হইয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ, কেননা দৃষ্ট হইতেছে যে মৃত রাজার (আর) দুই মাতুলপুত্রের সম্মতি লওয়া হয় নাই, ও যে উত্তরাধিকারিরা স্বত্ব ত্যাগপত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহাদের সহি ঐ দানপত্রে নাই; শাস্ত্রের বিধানানুসারে মৃত ধনস্বামির শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত তদ্ধনের অর্দ্ধেক (বা পরিমিত অংশ) রাখা হয় নাই, শাস্ত্রে কেবল অর্থানুরূপ দান বিহিত হওয়াতে সকল স্থাবর ধন ও গৃহের লওয়াজিমা দান করা শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, এবং ঐ দানপত্রে রাজার জ্ঞাতির সম্মতি লিখিত নাই। যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্বত্যাগ পত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহারা তদতিক্রমে বিধিপূর্ব্বক বিষয় দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু যাহারদিগকে বলপূর্ব্বক ঐ দস্তখত করাণ হইয়াছে তাহারা ঐ দলীল মানিতে বাধিত নহে। এবং যেহেতু দানপত্রে লিখিত সমুদয় স্থাবর বিষয়ের ও খানগী লওয়াজিমার দান শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অতএব তাহাতে রাজা অজিত সিংহের উত্তরাধিকারির যে সম্মতি তাহা কর্ম্মণ্য নহে।

উক্ত আনন্দ লালের বিরুদ্ধে রূপচরণ মহাপাত্রের মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে আনন্দলালকে উক্ত রাণী যে দান করেন তাহাতে যদি পতিপক্ষেরা সম্মতি না দিয়া থাকে তবে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ ও অবৈধ; এরূপে যাহা দত্ত হইয়াছে তাহা যেন দত্ত হয় নাই বিবেচনা করিতে হইবে, এবং দেশাধিপতির উচিত যে অসিদ্ধ দানোপলক্ষে যে দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়ান।

মং১২৪। ১১ আগষ্ট ১৮১৯ সাল;

কাশীনাথ বসাক প্রভৃতি—বনাম—হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসী।

নজীর
২৭—৩০, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ইষ্ট সাহেবের বিচার—১৮১৪ সালের ৫ ডিসেম্বরে এই মকদ্দমার শুনানি হয়, তাহাতে আদালত আজ্ঞা করেন যে বিশ্বনাথ বসাক (যাহার ত্যক্ত বিষয়াধিকার নিমিত্ত এই মকদ্দমা উপস্থিত) নিস্‌সন্তান মরাতে প্রতিবাদিনী হরসুন্দরী দাসী তৎপত্নীত্ব জন্য স্বত্বে, হিন্দুশাস্ত্র মতে, সমুদয় স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, ও সমুদয় অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। এবং অস্থাবর ধনের হিসাব করিতে মাষ্টরকে আদেশ করেন। তজবীজ সানিতে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির লিখিয়া দেওয়া কোন দলীল (অর্থাৎ উইল) প্রমাণার্থে তেতম্মা বিল ফাইল হওয়াতে, পরে আবার রুবকারি হয়। উক্ত দলীল কিছু মাত্র সপ্রমাণ হইল না; মাষ্টর হিসাব করিয়া ১৮১৫ সালের ৭ নবেম্বরে রিপোর্ট করিলেন যে বিশ্বনাথ বসাকের ২৭৪৭০০ মুদ্রার ছয় টাকা সুদী কোম্পানির কাগজ এবং অল্পমূল্য আর আর অস্থাবর বিষয় আছে, তাহাতে ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেল তারিখে ঐ সকল টাকা হরসুন্দরীর নামে টান্‌সফর করিতে হুকুম হইয়া এক নাতক ডিক্রী হয়। ১৮১৮ সালের ৯ সেপ্‌টেম্বরে (আবার) সানি তজবীজের প্রার্থনায় বিল ফাইল হইল, তাহাতে ১৮১৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরে হওয়া ডিক্রীর উপর এই দোষারোপ হয় যে মৃত বিশ্বনাথ বসাকের স্ত্রী হরসুন্দরী শাস্ত্রানুসারে পতির অস্থাবর বিষয়ের সমুদয়ে অথবা কোন অংশে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী নয়, তাহাতে তাহার নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত বই অধিকার নাই, তাহাও এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও নিষেধ সকলের অধীন। ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলের ডিক্রীতে আরং ভ্রম প্রদর্শিত হয়, যথা হরসুন্দরী দাসী অবীরা, ও সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না, বাদিরা তৎপতি বিশ্বনাথ বসাকের দায়াদ ও প্রতিনিধি হওয়াতে হরসুন্দরী মরিলে তাহার তাবৎ বিষয় বিভব তাহাদের প্রাপ্য, (অতএব) আক্কৌন্‌ট্যান্ট্‌-জেনরেলের বহিতে বিশ্বনাথ বসাকের নামে যে কোম্পানির কাগজ ও নগদ টাকা জমা আছে তাহা সামান্যতঃ হরসুন্দরীর নামে ট্রান্‌সফর্ করিয়া জমা করিবার হুকুমে ডিক্রী করা উচিত হয় নাই, কিন্তু কেবল জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহার জিম্মাদারিতে অথবা তাহার ব্যবহার ও ভোগের নিমিত্তে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও নিষেধাধীন করিয়া রাখা উচিত ছিল। অপিচ কোন ডিক্রীতে এমত আদেশ হয় নাই যে হরসুন্দরী দাসী বাদিদের সহিত একত্র বাস করিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনাধীনা হইয়া থাকিবে; কেননা তাহারা মৃত বিশ্বনাথ বসাকের ভ্রাতা, ও শাস্ত্রানুসারে ঐ বিধবার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং অভিভাবক হইতে তাহারাই অধিকারি।

শেষোক্ত দোষবিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হইয়া উত্তর করিলেন যে বিধবাকে পতিপক্ষের সহিত একত্র বাস করিতেই হইবে এমত নহে। বিধবা যদি

পতিকুলে বাস না করিয়া ব্যভিচারাভিলাষ বিনা পিতৃকুলে বাস করে, তবে তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ হইবে না। বর্ত্তমান মকদ্দমায় তৎকালীন পিতৃকুলে বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ ছিল;—অর্থাৎ তৎকালে ঐ বিধবা বালিকা ছিল, অতএব নিষিদ্ধ কার্য্য করণার্থে কোন ছল করা হয় নাই।

এই মকদ্দমায় গুরুতর বিচার্য্য কথা এই যে—পতি মরিলে পত্নীকে যে অস্থাবর ধন অর্শে তাহাতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কিনা? অতএব বিবেচ্য—

প্রথমতঃ,—নিজ স্থাবরাস্থাবর ধনে ঐ স্বামির কি স্বত্ব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ,—হিন্দুদায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে এবং এদেশীয় ও বিলাতীয় যে সকল ব্যক্তির কথা প্রামাণিক, তাঁহাদের মতে অপুত্র ব্যক্তির মরণে তাহার ধন তৎপত্নীকে অর্শিলে ঐ ধনে তাহার কি রূপ অধিকার।

তৃতীয়তঃ,—এ আদালতে যে২ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিষয়ের কি পর্য্যন্ত মীমাংসা হইয়াছে।

দায়ভাগে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোন হিন্দু স্বোপার্জ্জিত বিষয় তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে। এবং যদ্যপি পিতা পুত্রের মধ্যে পৈতামহ বিষয় বিভাগে পিতা দুই ভাগ বা দ্বিগুণ পর্য্যন্ত লইতে পারেন, তথাপি দায়ভাগের কোন কোন স্থল পাঠে ইহা স্বীকৃত বোধ হইতেছে—যে "পিতাকে পৈতামহ বিষয় দান বিক্রয় অথবা পরিত্যাগ করিতে ক্ষমতা আছে"। ১৮০৭ ও ১৮০৮ সালে এই আদালতে নিমাই চরণ মল্লিকের যে মকদ্দমা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত কম্পটন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"বিবেচিত হইয়াছে যে যদ্যপি কোন হিন্দু পুত্রগণের অনুমতি বিনা পৈতৃক বিষয় বৈধরূপে দানাদি করিতে পারে না, তথাপি যদি করে তাহা সিদ্ধ হইবে।"

বর্ত্তমান মকদ্দমায় এ আদালতের পণ্ডিতেরা (পাঁচ জন পণ্ডিতের মতের অনৈক্যে) মত দিয়াছেন যে টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তু বিধবাকর্ত্তৃক অশাস্ত্রায়রূপে দত্ত হইলে সে দান অসিদ্ধ, এবং ঐ দত্ত বস্তু তৎ পতির দায়াদরাই কেবল ফিরিয়া লইতে পারে এমত নহে, কিন্তু সে বিধবাও লইতে পারে। এই ব্যবস্থা সদরীয় পণ্ডিতগণের মতের অনৈক্যে দত্ত হয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে উক্তরূপ দান ঐ বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ, কিন্তু তৎপরে যাহারা অধিকারি তাহাদের অনিষ্টে নয়।

শ্রীযুক্ত হারিন্টন্ সাহেব ১৮১২ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে ভইয়া ঝার মকদ্দমায় যে বিচারপত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে উক্ত সাহেব রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি ত্রিহুতে অত্যন্ত প্রামাণিক রূপে প্রচলিত গ্রন্থ বিবেচনা করণান্তে, ঐ গ্রন্থদ্বয়ের ব্যবস্থা তুলিয়া, নিষ্কর্ষরূপে কহিয়াছেন "অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থের এই সকল নিকৃষ্ট বাক্যে স্পষ্ট প্রকাশ যে পতির মরণে পত্নীকে অর্শে যে সংক্রান্ত ধন তাহার অস্থাবর ভাগ সে (পত্নী) ভোগ

করিয়া ধরাইতে কিম্বা দান ও বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু স্থাবর ভাগে যাবজ্জীবন কাস্ত্রা অর্থাৎ অনতিব্যয়িনী হইয়া উপভোগ করণের অতিরিক্ত অধিকার নাই। তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তদ্রূপ উপভোগানন্তর ঐ ধন তৎপতির দায়াদগণকে অর্শিবে”। কিন্তু ভইয়া বার উক্ত) মকদ্দমা জের তজবীজ থাকনকালীন শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেব ১৮১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেবকে উক্ত বিষয়ে যে চিঠি লিখেন তাহাতে কহিয়াছেন “যে মতকে তিনি অর্থাৎ হারিংটন্ সাহেব) মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা উক্ত বিষয়ে প্রচলিত বঙ্গদেশীয় মত হইতে বিভিন্ন; বঙ্গীয় মতে অস্থাবর বিষয়ও দানাদি করিতে পত্নী পারিতা” উপরি উক্ত মকদ্দমায় শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব নিজ হস্তলিখিত বিচারপত্রে লিখিয়াছেন যে “ত্রিহুতে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রূপে প্রচলিত” এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে তিনি কোলব্রুক সাহেবের কথিত বিভিন্ন মত বঙ্গদেশে প্রচলিত ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপিচ প্রকাশ যে উক্ত (সদর) আদালতে কর্ম্মকারি অথবা তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সাধারণ বিবেচনাই এই যে পুত্রহীন পতির মরণে তদ্ধন পত্নীকে অর্শিলে, বঙ্গীয় মতে স্থাবর অস্থাবর উক্তধন দানাদি করণে তাহার ক্ষমতার বিশেষ নাই। উক্ত আদালতে এই নিয়মই সর্ব্বদা বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত আদালতের দুই পণ্ডিতও উক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহারা আমাদিগের পণ্ডিতগণের সহিত আর আর সকল বিষয়ে একমত, কেবল বিধবা স্থাবর বা অস্থাবর ধন দান করিলে তাহার অনিষ্টেও তাহা সিদ্ধ থাকিবে না এই মত স্বীকার করেন না। (মদুল্লিখিত কএকজন পণ্ডিত ভিন্ন) এই সকল পণ্ডিতের সাধারণ যে মত তাহা এই মকদ্দমার সওয়াল জওয়াব কালে এই আদালতের পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে*। তাঁহারা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব প্রমাণে নিজ মত প্রকাশ করেন, ও কহেন যে বঙ্গদেশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত খণ্ডিত হইয়াছে তথাপি শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যে সকল মত দায়ভাগ দায়তত্ত্বে বিরুদ্ধ কথিত হয় নাই তাহা প্রামাণ্য। পরন্তু কহেন বিচার্য্য বিষয়ে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়মতে স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ ধনেই বিধবার কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকার, এবং পতির পারলৌকিক উপকারার্থে পরিমিত রূপে দানাদি করিতেও অধিকার আছে, কিন্তু ধর্ম্মার্থে নয় এমত ঐহিক কর্ম্মে ব্যয় করিতে পতিপক্ষের সম্মতি বিনা ক্ষমতা নাই।

যে পাচ জন পণ্ডিত অন্য পণ্ডিত সকলের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি প্রমাণে কহেন যে পতিসংক্রান্ত অস্থাবর

---

* এই মত সকল সর ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন্ সাহেবের (কন্সিডরেশন্স্ অন্ দি হিন্দু-ল নামক গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে, এবং তাহা বক্ষ্যমাণ প্রিবিকৌন্সিলের বিচারপত্রেও দৃষ্ট।

ধনে পত্নীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব, কিন্তু স্থাবর ধনে জীবন পর্য্যন্ত (ভোগাধিকার) বই নয়; এবং এই মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হওয়া অস্বীকার করিয়া কহেন যে এই গ্রন্থদ্বয়ের একেতেও বিশেষ রূপে লিখিত হয় নাই; এবং আপত্তি-পূর্ব্বক কহেন যে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ানুসারে বিধবাকৃত দান সিদ্ধ, কেবল তাহাতে দাত্রীর প্রত্যবায় হয় মাত্র।

এতাবতা উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ হইল; অর্থাৎ—যে দায়ভাগের শাসনাধীন বঙ্গদেশ বলিয়া সকলে স্বীকার করেন, তন্মতে বিধবা কর্ত্তৃক অস্থা-বর বস্তুর ইচ্ছাকৃত দানাদি অসিদ্ধ (তাহা হইলে ঐ বস্তুতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বলিয়া ডিক্রী করা যাইতে পারে না), কিম্বা তাহা দানাদি করিতে শাস্ত্রে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, কেবল ঐহিক কর্ম্মে দানাদি করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ প্রত্যবায় মাত্র? স্ত্রীধন ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর হইলে তাহাতে তাহার যাবজ্জীবন উপ-ভোগাধিকার, তন্মরণানন্তর তৎপতির দায়াদকে অর্শে, পিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শে না; এবং কন্যাকালে পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত যে স্থাবর ধন তাহা সে নিঃসন্তান মরিলে ভ্রাতাকে অর্শে, এতদ্ভিন্ন আর সকল স্ত্রীধন সে সামান্যতঃ যথেচ্ছা দানাদি করিতে পারে।

জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবে এই মত লিখিত হইয়াছে "যে যদিও আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য নিমিত্তে স্থাবর বিষয় হস্তান্তর করিতে বিধবা প্রতিষিদ্ধা হই-য়াছে, তথাপি তৎকৃত দান সিদ্ধ হইতে পারে" (বি. দা. ভা. র. ৮। কোল্-ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৫৭—৪৬৬)। এই মতের বিরুদ্ধেই বটে, কোলব্রুক সাহেব উক্ত চিঠিতে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন—"অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারা কেহই এই মত স্বীকার করেন নাই, এবং সাধা-রণেরও বিশ্বাস এই যে কোন গ্রন্থলেখকও ইহা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত উক্ত মত বঙ্গদেশের ভিতরে ও বাহিরে প্রামাণিকরূপে প্রচলিত সকল গ্রন্থের বিরুদ্ধ।"

"পত্নী হইতে অধন্যা যে দুহিতা তাহার কৃত দান যদি সিদ্ধ, তবে পত্নীকৃত দান অসিদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে না"। জগন্নাথের এই বিবেচনার বিরুদ্ধে কোলব্রুক্ সাহেব লিখিতেছেন যে—"কন্যা ও মাতা ও পত্নী এই তিনেরই সঙ্কুচিত স্বত্ববাদি জীমূতবাহনের মতে কন্যা পিতার বিষয়াধিকারিণী ও জননী পুত্রের ধনাধিকারিণী হইলে তাঁহারা তাহা দানাদি করিতে প্রতিষিদ্ধা। মাতার অধিকার বিষয়ক মকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই প্রকারই বিচার করি-য়াছেন"।

অতএব ঐ সকল মতের পরস্পর অত্যন্ত অসঙ্গতি ও বিরোধ দূরীকরণের অথচ পরস্পর সমন্বয় করণের উত্তমতর উপায় এইরূপ বিবেচনা করাই দৃষ্ট হইতেছে যে স্থাবর অস্থাবর উভয় ধনেই স্ত্রীর সমগ্র স্বত্ব বর্ত্তে; কেননা পৈতামহ ধনে পুরুষ অধিকারী হইলে যেমত স্থাবর অস্থাবর মধ্যে বিশেষ করা হইয়াছে, এবং পতি জীবনকালে পত্নীকে যে স্থাবর ধন দান করে তাহা যেমত পতির দায়া-

দকে নিরাস করিয়া হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা নাই সেইরূপ পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার প্রাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে (বঙ্গীয় দায় শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ সকলে বিশেষ করা যায় নাই *। কিন্তু এই রূপে প্রাপ্ত বিষয় অপহার করিতে শাস্ত্র তাহাকে প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রসম্মত ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে ভিন্ন ঐ বিষয় অন্য কার্য্যে দানাদি করিতে সে তদব্যবধানপরবর্ত্তি (তৎস্বামির) পুং দায়াদের অনুমতি ব্যতিরেকে পারে না। যদিও নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাকে আদেশ করিতেছেন যে উক্তরূপ অধিকৃত বিষয় ক্ষান্তা হইয়া উপভোগ করিবে, এবং যে রূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহার পরামর্শ পতিপক্ষ হইতে গ্রহণ করিবে, তথাপি তৎ পরামর্শ গ্রহণ না করিলে ও তদনুসারে না চলিলে যে সে শাস্ত্রতঃ অনধিকারিণী হইবে এমত নহে।

কারফরমার মকদ্দমা নিস্পত্তির পূর্ব্বে উক্ত কথার নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত কথিত হয় নাই। কারফরমার মকদ্দমা ১৮১২ সালে এই আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে পতির স্থাবর ও অস্থাবর ধনের ডিক্রী সাধারণরূপে বিধবাকে দত্ত হইত, দুই প্রকার ধনের মধ্যে কোন বিশেষ করা যাইত না, অথবা ডিক্রীতে দুই প্রকার বিষয়াধিকারের সীমা লিখিত হইত না। প্রথম যে মকদ্দমায় বিধবা স্থাবর বস্তুতে যাবজ্জীবন ভোগাধিকারিণী ও অস্থাবর বস্তুতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী বলিয়া ডিক্রী দেওয়া যায় সে ঐ মকদ্দমা। বাদী ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা ও নারায়ণী দাসী হিসাব ও অংশের নিমিত্তে গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিল ফাইল করে, এই মকদ্দমায় আদেশ হয় যে মৃত সুরতচন্দ্রের পত্নী রামমণি বিভাগে দুই ভাগ পাইতে যোগ্যা,—এক ভাগ পত্নীত্ব স্বত্বে এবং অন্য ভাগ পতির মরণের পর মৃত যে পুত্র তাহার অংশ বলিয়া; এবং উক্ত ডিক্রীর ন্যায় তাহার পক্ষে এইরূপে ডিক্রী হয় যে সে স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন ভোগাধিকারিণী, অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। কথিত হইয়াছে যে অনেক বিবেচনা ও বাদানুবাদের পরে এ আদালতের পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে ঐ নিষ্পত্তি হয়। ঐ নিষ্পত্তি দৃষ্টে আপাতত বোধ হয় যে আদালত স্পষ্টতঃ রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত বঙ্গদেশে খাটাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মকদ্দমা শুদ্ধ অধিকারবিষয়ক না হইয়া বিভাগবিষয়ক হওয়াতে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে এই প্রভেদ করা হইয়াছে, এবং আমাদের পণ্ডিতগণ যে মত দিয়াছেন তাহা ঐ প্রভেদের পোষক। তাহাতে উক্ত ডিক্রী পত্ন্যধিকার বিষয়ে কোলব্রুক্ সাহেবের ও সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতগণের দত্ত মতের

* বোধ হইতেছে এ আদালতের পণ্ডিতেরা সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু অভেদ করিয়াছেন.—আমিও পত্ন্যধিকৃত স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রে প্রভেদ দেখিতে পাই না। উক্ত বিষয় বিবেচনা কালে আদালতে পণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসার পর, অনুসন্ধানদ্বারা উক্ত বিষয় যত উত্তম রূপে জানা যাইতে পারিত তাহা জানিবার নিমিত্তে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, শেষে আমার এই দৃঢ়বোধ হইয়াছে যে হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার অধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে কোন বিশেষ করা হয় নাই

অবিরুদ্ধ, অনেক বিবেচনার পর ও চিন্তাপূর্ব্বক অনুসন্ধানের পর স্থির বোধ হইল যে আদালত কারফরমাতে দায়াধিকার বিষয়ক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন নাই, কিন্তু বিভাগবিষয়ক শাস্ত্রানুসারে করিয়াছেন। যে দুই পণ্ডিত উক্ত মকদ্দমাতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন; উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি যে প্রশ্ন করা যায় তাহার উত্তর তাঁহারা এইরূপ দিয়াছেন, যথা—

প্রশ্ন ৬। পত্নী পুত্রকৃত পতিধন বিভাগে যে ধন পায় এবং অপুত্র পতির মরণে উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন পায় এতদুভয়রূপ ধনে পত্নীর একই রূপ স্বত্ব, কি ভিন্ন রূপ? তাঁহারা প্রথমে কহিলেন উক্ত উভয়রূপ অধিকারের মধ্যে বিশেষ নাই। কিন্তু তৎক্ষণেই ভ্রম শোধন করিয়া কহিলেন—

উত্তর। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে,—কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে পুত্রকৃত বিভাগে স্ত্রী যে ভাগ পায় তাহা স্ত্রীধন গণ্য, ও তাহাতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। দুই প্রকার মত আছে।—আমাদের মত এই যে ঐ ধনকে স্ত্রীধন বিবেচনা করিলেই উত্তম হয়, যেহেতু তাহা পত্নীত্বস্বত্বে অধিকৃত ধন না হইয়া বরং দানপ্রাপ্ত ধনের ন্যায়।

প্রশ্ন ৭। এই উত্তর স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ বিষয়ে সমানরূপে খাটে কি না?

পণ্ডিতেরা প্রথমে উত্তর করিলেন—"ইহা স্থাবরাস্থাবর উভয় রূপ ধনেই সমভাবে খাটে"। কিন্তু পরে তাহাতে এই যোগ করিলেন যে—"পতি পত্নীকে স্থাবর ধন দিলে পত্নী তাহা দানাদি করিতে পারে না" পত্নী রূপে অথবা মাতৃরূপে কোন স্ত্রী বিভাগে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা স্ত্রীধনের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে, এবং ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে স্ত্রীধনে সে সম্পূর্ণ স্বত্ববতী হয়, কেবল তাহার স্থাবর ভাগ পতির জীবনকালে তৎকর্ত্তৃক দত্ত হইলেও, দানাদি করিতে পারে না, তাহা ঐ পত্নীর মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। অতএব পতির মরণে তাহার যে স্থাবর ধন পত্নীকে অর্শে তাহা দানাদি করিতে অবশ্যই তাহার ক্ষমতা নাই। কারফরমার মকদ্দমাতে এই নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পতির ধনবিভাগে পত্নী অথবা মাতৃরূপে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্তা হয় তাহা দায়ভাগে স্ত্রীধন বিষয়ে যে বিধান লিখিত হইয়াছে তদনুসারে ব্যবহৃত হইবে—অর্থাৎ অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী, কিন্তু স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী হইবে। এই আদালতে কারফরমার মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে, অতি অল্প দিবস হইল সদর দেওয়ানী আদালতে ভইয়া ঝাঁর মকদ্দমা নিষ্পন্ন হয়। এবং উভয় মকদ্দমাই অস্থাবর ধনে স্ত্রী নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবর ধনে জীবনপর্য্যন্ত উপভোগকারিণী বলিয়া ডিক্রী হওয়াতে যে সকল লোক তৎ কালীন এই নিষ্পত্তিদ্বয় শুনিয়াছে তৎ স্মরণে তাহাদের মনে এমত ভ্রম হইতে পারে যে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত সামান্যতঃ বঙ্গদেশে চলে। কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিত হইল যে ভইয়া ঝাঁর মকদ্দমায় হইয়াছে যে নিষ্পত্তি তাহা ত্রিহুত অঞ্চলস্থ ভূমি বিষয়ক, যথায় রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণির মত

প্রচলিত; এবং কারফরমার মকদ্দমায় হইয়াছে যে নিষ্পত্তি তাহা বিভাগ বিষয়ক, বিভাগে দায়ভাগের যে মত সে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মতের সহিত ফলে এক। অতএব দুই বিভিন্ন মকদ্দমাতে হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন নিষ্পত্তি তাহা অসঙ্গত হইবে না, এবং দুই আদালতের মতও পরস্পর বিরোধি হইবে না।

তৎপরে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্টে চূড়ান্ত রূপে নিষ্পন্ন গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে শিবচন্দ্র বসুর মকদ্দমাও বিভাগ বিষয়ক*, অতএব তাহাতেও উক্ত হেতুবাদ প্রযুজ্য। রামমোহন গুপ্তের বিরুদ্ধে মৃত মদনমোহন গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দাসীর মকদ্দমা ১৮১৪ সালের ২৩ জুনে ডিক্রী হয়, এবং জগন্নাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে রূপন বিধবার মকদ্দমা ১৮১৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারিতে ডিক্রী হয়; এই দুই মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে উক্ত হেতু দর্শান যাইতে পারে না। কিন্তু এই সকল মকদ্দমা কৌন্সলির বাদানুবাদ বিনা নিষ্পত্তি হয়, কেবল এই বিবেচনায় যে বিচার্য্য কথার নিষ্পত্তি ইতি পূর্ব্বে পরিষ্কার রূপে এই আদালতে হইয়াছে, এক্ষণে বোধ হইতেছে যে কারফরমার মকদ্দমার নিষ্পত্তি অযথারূপে বুঝাতে এবং ভইয়া ঝার মকদ্দমায় হওয়া নিষ্পত্তি অযথারূপে স্মরণে তাহার সহিত গোলমালে উক্ত রূপ বিচার হইয়াছে।

এই সমুদয়ের ফল এই যে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির বিধান যদি বঙ্গদেশে উক্ত বিষয়ে না খাটে তবে যে রূপ ডিক্রী হইয়াছে তাহা ভ্রমময়, পরন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও আমারদিগের পণ্ডিতগণ যে সাধারণ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের প্রামাণিক মতের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন ভইয়া ঝার মকদ্দমায় ও ত্রিহুত অঞ্চলস্থ আর আর মকদ্দমায়-ঐ সকল মকদ্দমা ত্রিহুতীয় এই বিশেষ কারণে,—উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মতানুসারে নিষ্পন্ন হওয়াতে, ফলতঃ তদ্দ্বারাও উক্ত ব্যবস্থা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থাতে বোধ হইতেছে যে বঙ্গদেশ দায়ভাগের শাসনাধীন হওয়াতে এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত দায়ভাগের বিপরীত হওয়াতে তাহা এতদ্দেশে চলে না। এবং উপলব্ধি হইতেছে যে দায়ভাগে পত্ন্যধিকৃত ধনের স্থাবরাস্থাবর মধ্যে কোন বিশেষ করেন নাই, কিন্তু সমুদয় ধন কোন কার্য্যার্থে তাহাকে দত্ত হওয়া এবং অন্য কারণে দানাদি করিতে সে প্রতিষিদ্ধা হওয়া জানা যাইতেছে,—অতএব শাস্ত্রানুমত কার্য্যে স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারাপেক্ষা অধিক অধিকার তাহার থাকা মানিতে হইবে, এবং আর আর অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইতে ন্যূন স্বত্ববতী তাহাকে কহিতে হইবে। এমত হইলে যেরূপ ডিক্রী হইয়াছে তাহা টিকিতে পারে না। শেষে কেমত বিশেষ রূপে ডিক্রী লিখা যাইবে তাহা না বলিয়া এক্ষণে কেবল ডিমরর অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইল।

শেষে যে ডিক্রী হয় তাহা নিম্ন প্রকটিত প্রিবি কৌন্সিলের বিচার পত্রে দ্রষ্টব্য।

* দ্রষ্টব্য—মেক্‌, কন্‌, হি. ল. পৃ. ৯২

সর্ এড্ওয়ার্ড্ হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের নোট্— "এই ডিক্রীর অসম্মতিতে আপাল হয়. এবং ডিক্রী হওয়ার পর অবিলম্বে আদালতে এক দরখাস্ত এই প্রার্থনায় দাখিল হইল যে মাষ্টরের হস্তে যে অস্থাবর ধন আছে এবং টাকার যে সুদ জমিয়াছে তৎসমুদয় উক্ত বিধবাকে দিতে আদেশ হয়।

তাহাতে অব্যবহিত উত্তরাধিকারি কাশীনাথের পক্ষ হইতে এবং কমলমণির পক্ষ হইতে আপত্তি করা হইল।

আদালত প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায্য রূপে মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, তাহা বৃথা হওয়াতে এই আদেশ করিলেন যে যে-সুদ জমিয়াছে তাহা বিধবাকে দেওয়া যায়—এই বিবেচনায় যে (মূল ধন যাহা আপীল পর্য্যন্ত আটক রাখা গেল তাহাও যদি আপন দখলে পাইতে অধিকারিণী না হয় তথাপি) তাহার সম্ভ্রম ও সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে জীবিকা সংস্থাপন যোগ্য হয় তাহা হইতে ঐ সুদ অধিক হয় নাই। এবং ঐ বিধবার কৌন্সিলকে ডিক্রী দস্তখত হওয়ার পর চেম্বরে কোন এক জজের নিকট মূল ধন পাইবার নিমিত্তে আবেদন করিতে ক্ষমতা দিলেন। কিন্তু অবশেষে আপীলের অনুরোধে মূল ধন আটক রাখা হইল। কেবল তাহা হইতে কোন কোন খরচা দেওয়া গেল। সু. কো. ইষ্টস্ নোট্স্, নং ১২৪। মর্লির ডাইজেষ্ট্, বা. ২, পৃ. ১১৮—২২০।

বিচার—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদসাহের মহামান্য প্রিবি কৌন্সিল্ (নামক) সভায় নিষ্পন্ন।
২৪ জুন ১৮২৬ সাল।

কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাক ... ... আপিলান্ট্।
হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসী ... ... রেস্পণ্ডেন্ট্।

লার্ড্ জিফোর্ড্—

নজীর
২৪—৩৬, ৩৮—৪৭ ও ৫০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাঙ্গালার সুপ্রীম্ কোর্টের ডিক্রীর নারাজিতে এই আপীল রুজু হয়। মদনমোহন বসাকের তিন পুত্র—বিশ্বনাথ বসাক, ও (প্রতিবাদি) আপিলান্টদ্বয়—কাশীনাথ বসাক, ও রমানাথ বসাক। বিশ্বনাথ পিতার উইল অনুসারে তাঁহার ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের তৃতীয়াংশাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ষোল বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রমে অপ্রাপ্ত-ব্যবহারাবস্থায়, অপ্রাপ্তব্যবহারা (হরসুন্দরী নাম্নী) এক পত্নীকে রাখিয়া নিসৃসন্তান মরেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত বিধবার অত্যন্ত নিকট বন্ধু উদয়চাঁদ বসাকের দ্বারা পতির বিষয় প্রাপ্তি নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

১৮১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রীমকোর্ট এই মকদ্দমার কাগজ পত্র মোলাহেজায় এই ডিক্রী করিলেন যে- 'বিশ্বনাথ বসাক মরণকালীন ষোল বৎসরের

ত্বান বয়স্ক নাবালগ্ থাকাতে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এমত উইল করিতে তাহার ক্ষমতা ছিল না যে মৃত্যুর পর স্বকীয় বিভব প্রতিবাদিদিগকে দত্ত হইতে পারে। এ মকদ্দমায় প্রতিবাদিদের পক্ষে (অ) চিহ্নিত যে কাগজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিশ্বনাথ বসাকের উইল নহে।' উক্ত আদালত আরো আদেশ করিলেন যে 'উক্ত বিশ্বনাথ বসাক ঔরস সন্তানহীন মরাতে, ও বাদিনী তৎপত্নী হওয়াতে সে হিন্দু (দায়) শাস্ত্রানুসারে তাহার (অর্থাৎ বিশ্বনাথের) সমুদয় স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, ও সমুদয় অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী।'

আপিলান্টেরা তজবীজ সানীর দরখাস্ত দাখিল করিয়া উক্ত ডিক্রী ও ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলে হওয়া ডিক্রীর উপর দোষারোপ করে। সুপ্রীম কোর্টে পুনর্ব্বার মকদ্দমার শুনানি হইয়া এই মকদ্দমার যে যে কথার বিচার আবশ্যক, বোধ হয়, তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র ঘটিত যে২ কথা ছিল তদ্বিষয়ে আদালতের পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইল, এবং তাঁহারা পৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিলে পর উক্ত সুপ্রীম কোর্ট ১৮১৯ সালের ১১ আগষ্টে এই ডিক্রী করিলেন যে '১৮১৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের ডিক্রী, ও ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলের ডিক্রী সংশোধন কর্ত্তব্য, হরসুন্দরী দাসী নিজ পতির স্থাবরাস্থাবর ধনাধিকারিণী, (কিন্তু) অপুত্রমৃত ব্যক্তির পত্নীকে শাস্ত্রে যে রূপে পতির ধন অধিকার ও ব্যবহার এবং উপভোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন, হরসুন্দরী তদ্রূপ করিবে'।

এই ডিক্রীর উপর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদসাহের হুজর কৌন্সিলে আপীল হয়। এই মকদ্দমায় যে তকরার তাহা গুরুতর হওয়াতে, (প্রিবি কৌন্সিলের) জজেরা এদেশে উক্ত বিষয়ের যত জানিতে পারিতেন তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ের বাদানুবাদে বাঙ্গলার সুপ্রীমকোর্টে যাহা যাহা হইয়াছে তাহার যথার্থ লিপি, আর এই মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ যে বিচার করিয়াছেন তাহা ইঁহারা অধুনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ডিক্রীতে আপিলান্টদের আরোপিত শেষ দোষ বা আপত্তি এই যে কোন ডিক্রীতে এমত আদেশ হয় নাই যে হরসুন্দরী আপিলান্টদের সহিত একত্র বাস করিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে ও শাসনাধীনা হইয়া থাকিবে। আপিলান্টেরা বিশ্বনাথ বসাকের ভ্রাতা হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে ঐ বিধবার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং অভিভাবক হইতে তাহারাই অধিকারি। দৃষ্ট হইতেছে যে পণ্ডিতেরা একমত হইয়া মত দিয়াছেন যথা—

'বিধবাকে যে পতিপক্ষের সহিত একত্র বাস করিতেই হইবে এমত নহে'। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের যে মত তাহা বক্ষ্যমাণ অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পাইবে। দৃষ্ট হইতেছে যে আর যে২ পণ্ডিত আহূত হইয়াছিলেন তাঁহারাও বক্ষ্যমাণ উত্তরে প্রকাশিত মতে মত দিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। পণ্ডিতদিগকে যে প্রশ্ন করা যায় তাহা এই যে 'যদি কোন বিধবা ন্যায্য কারণ বশতঃ পতিকুলে বাস না করে তবে তাহাতে তাহার পতিধনাধিকারের স্বত্ব লোপ হয় কি না ?' উত্তর—'যদি কোন

বিধবা ব্যভিচারাভিলাষ বিনা অন্য কারণ বশতঃ পতিকুলে বাস করা ত্যাগ করিয়া পিতৃমাতৃকুলে বাস করে, তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ হইবেক না''। বর্ত্তমান মকদ্দমার হরসুন্দরী যে ব্যভিচারাভিলাষে পতিকুলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছে এমত ওজর করা হয় নাই,—সে স্বামির মৃত্যু-কালে কেবল ১৪ বৎসর বয়স্কা ছিল, ও তাহারা বালক ছিল, অতএব স্বামির মৃত্যুর পর তাহাদিগের আশ্রয় হইতে গিয়া আপাততঃ মাতার সহিত একত্র তৎকুলে বাস করা শ্রেয়ঃ ও লোকতঃ উত্তম বিবেচনা করিয়াছিল। অতএব পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে স্বামির ভ্রাতাদের গৃহ হইতে স্থানান্তরে থাকাতে পতির ধনাধিকারে তাহার স্বত্ব লোপ হয় নাই। এবং মাতার আশ্রয়ে থাকিবার নিমিত্তে তাহাদের নিকট হইতে যাইতে না দিতে জেদ্ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। অতএব আপীলের নিমিত্তে উক্ত ওজর অমূলক দৃষ্ট হইতেছে।

নিম্ন আদালতে এবং এই আদালতে বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর এই অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থদ্বয়, এবং দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব নামক দুই গ্রন্থ প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যে প্রদেশে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা অর্থাৎ বঙ্গদেশ শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শাসনাধীন, কি উক্ত গ্রন্থ দৃষ্টে কি পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে সকলেরই মত এই যে পতির ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে বিধবার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা কেন হউক না সে উভয়রূপ বিষয়ের দখল পাইতে যোগ্যা, এবং পতিপক্ষেরা তাহাকে অনধিকারিণী করিতে পারে না।

পণ্ডিতদিগের দত্ত বক্ষ্যমাণ উত্তর কতিপয়ে উক্ত মত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। তাঁহাদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় যে "অপুত্র মৃত কোন ব্যক্তির পত্নী যদি পতির ধনাধিকারিণী হয়, তবে উক্ত ধনের স্থাবর ভাগে তাহার অধিকার কি প্রকার, অস্থাবর ভাগেই বা কি প্রকার?'' তাঁহারা তাহাতে উত্তর করেন যে— "বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও দায়শাস্ত্রীয় আরং গ্রন্থে বিধবাধিকৃত স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে কোন বিশেষ নাই, সে উভয়রূপ ধনেরই যাবজ্জীবন উপ-ভোগে অধিকারিণী''। অনন্তর জিজ্ঞাসা করা গেল যে "এইরূপে অধি-কারিণী পত্নীর স্থাবর অথবা অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না?'' (উত্তর) এরূপ ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, এবং ধনে তাহার অধিকার অসঙ্কুচিত নয়, সে আপন ক্ষমতা ক্রমে কিছু করিতে পারে না।'' (মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১৩ দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন—"এইরূপ অধিকারিণী বিধবা অস্থাবর ধনাধিকারিণী হইলে তাহা দখল পাইতে তাহার অধিকার আছে কি না?'' (উত্তর) এইরূপে অধিকারিণী বিধবা অস্থাবর ধনাধিকারিণী হইলে ঐ ধন দখল পাইতে তাহার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা উক্তরূপ শাসনাধীন, ঐ শাসন এই যে সে (বিধবা) শাস্ত্রসম্মত নয় এমত দানাদি করিতে প্রবৃত্তা হইলে তৎপতি পক্ষ তাহাকে নিবা-রণ করিবেক।'' পঞ্চম প্রশ্ন এই যে "বিধবার দখল হইতে ঐ বিষয় লইতে

পত্তিপক্ষের কোন অধিকার আছে কি না?” উত্তর “তাহারা তাহাকে ঐ ধন হইতে বেদখল করিতে পারে না, কিন্তু তাহারা ঐ ধন ব্যবহার বিষয়ে শাসন করিতে পারে।” ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে—“পত্নী পুত্রকৃত পতিধন বিভাগে যে ধন পায়, এবং অপুত্র পতির মরণে উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন পায়, এতদুভয় রূপ ধনে পত্নীর একই রূপ স্বত্ব, কি ভিন্ন রূপ?” উত্তর “এবিষয়ে ভিন্ন মত আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে পুত্রকৃত বিভাগে স্ত্রী যে ভাগ পায় তাহা স্ত্রীধন গণ্য, ও স্ত্রীধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। দুই প্রকার মতই আছে। আমাদের মত এই যে ঐ ধনকে স্ত্রীধন বিবেচনা করিলেই উত্তম হয়, যেহেতু তাহা পত্নীত্ব স্বত্বে অধিকৃত ধন না হইয়া বরং দান প্রাপ্ত ধনের ন্যায়। অনন্তর আর চারি জন পণ্ডিতকে মত জিজ্ঞাসা করা গেলে, তাঁহারা উক্ত আদালতের নিযুক্ত পণ্ডিতের মতে মত দিয়াছেন, কেবল এক বিষয়ে—অর্থাৎ পতির স্থাবরাস্থাবর-ধনাধিকারে বিধবার ক্ষমতার সীমা-বিষয়ে এক মত হয়েন নাই, কিন্তু তাহার দখল পাওয়ার পতির বিষয়ে ভিন্ন মত না হইয়া আর তার পণ্ডিতের মতে মত দিয়াছেন। অতএব সুপ্রীম কোর্টে যে অস্থাবর ধন আছে এবং প্রধানতঃ যাহার নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা যদি সে খানে না থাকিয়া ঐ বিধবার হস্তে থাকিত তবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বোধ হইতেছে যে আপিলান্টেরা ঐ ধন বিধবার স্থান হইতে লইতে পারিত না।

পরন্তু এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে, অস্থাবর ধনে যদি বিধবার স্বত্ব সঙ্কুচিত তবে উচিত হয় না যে সে তাহার দখল পায়, কিন্তু তাহা ঐ সকল ব্যক্তির নিমিত্তে সাবধানে রক্ষা করা উচিত হয়, যাহারা তাহার মৃত্যুর পর তাহা পাইতে কিম্বা শাস্ত্র সম্মত কার্য্যে ঐ ধনের কিয়দংশ ব্যয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পাইতে অধিকারি হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তর এই বোধ হইতেছে যে হিন্দু (দায়) শাস্ত্র এমত নহে, প্রত্যুত শাস্ত্রের বিধান এই যে মৃত ব্যক্তির পত্নী বিনা-বাধায় তাহার ধনাধিকারিণী হইবে; এবং এমত নজীর দর্শান হয় নাই যে শাস্ত্রানুসারে কখনো তাহার স্বত্বের ব্যাঘাত করা হইয়াছে, কিম্বা কোন আদালতে তাহার অধিকারের বিরুদ্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে হিন্দু বিধবা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ঐ ধন সম্পূর্ণ রূপে দখল পাইতে যোগ্য।

আমার প্রথমোল্লিখিত বিবাদচিন্তামণি ও রত্নাকরের মত যদি বঙ্গদেশে প্রচলিত হইত তবে বিধবার অধিকারের কি পর্য্যন্ত সীমা, এবং অধিকৃত ধনে তাহার কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা, তন্নির্ণয় অতি কঠিন হইত, উক্ত গ্রন্থদ্বয় মতে এমত ডিক্রী হইত যে অস্থাবর ধনে সে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন যে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হইয়াছে, শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে স্থাবরাস্থাবর ধন মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু অনেক (শাস্ত্রীয়) কার্য্যে উভয় রূপ ধনেই স্ত্রী নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতীর ন্যায় ক্ষমতাবতী। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের

উত্তরের দ্বিতীয় ভাগ পঠিতব্য, তাহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। তৎ প্রশ্ন যথা—"কোন অপুত্র হিন্দুর মরণে তৎপত্নী তদ্বিষয়াধিকারিণী হইলে ঐ বিষয়ের স্থাবর ভাগে তাহার কি প্রকার অধিকার, অস্থাবর ভাগেই বা কি প্রকার?" উত্তর—"বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও দায়শাস্ত্রীয় আর আর গ্রন্থানুসারে পত্ন্যধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে বিশেষ নাই; উভয় রূপ ধনেই বিধবা যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; মৃত স্বামির পারলৌকিক উপকারার্থে পতিপক্ষের সম্মতি বিনাও সে তাহা বন্ধক দিতে, দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে; কিন্তু সে ক্ষান্তা হইয়া এমত করিবে" আদালতের পণ্ডিতেরা কহেন 'ক্ষান্তা' শব্দে সচরাচর "অনতিব্যয়িনী বুঝায়"; অন্য পণ্ডিতেরা কহেন "ক্ষান্তা অর্থাৎ ভোজনে ও পরিধানে পরিমিতাচারিণী" (ব্য. দ. পৃ. ৫০ দ্রষ্টব্য), "শাস্ত্রসম্মত নয় এমত ঐহিক কর্ম্মে পতিপক্ষের সম্মতি বিনা পতির ধন দানাদি করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, যদি করে তবে এমত দানাদি অসিদ্ধ"। শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম যথা—"কন্যাকে যৌতক দান, দেব পূজার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও তদ্রূপ কর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত কার্য্যমধ্যে গণ্য"। অনন্তর কহেন—"বিধবা পতিপক্ষে দান করিতে পারে; এবং পতির জ্ঞাতির অনুমতি ক্রমে নিজ পিতৃকুলে দান করিতে পারে"। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে না যে পতিপক্ষে দানের নিমিত্তে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক, তাহার পিতৃপরিবারাপেক্ষা পতির জ্ঞাতিরা দানের মুখ্য পাত্র, যেহেতু ঐ বিধবা ইহাদের অব্যবধান শাসনাধীনা, এবং ইহাদেরই মতে চলিতে সে বাধিতা। অনন্তর পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসিত হইলেন যে—"অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে যদি বিধবা পতির স্থাবর বিষয় হস্তান্তর করে তবে তদ্রূপ হস্তান্তর করণ তাহার অনিষ্টে অথবা তৎপতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ কি না; এবং যদি অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে পতির অস্থাবর ধন দান করে তবে ঐ দান তাহার অথবা তৎপতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ কি না" উত্তর "স্থাবর বিষয়ের এরূপ দান তাহার অনিষ্টে সিদ্ধ নয়, তৎপতির উত্তরাধিকারির অনিষ্টেও নয়, অস্থাবর ধনেরও এমত দান অসিদ্ধ। স্বামির ধন রূপে যে অলঙ্কার বিধবাকে অর্শে, তাহা যদি শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে দত্ত হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবা কিম্বা তৎপতির উত্তরাধিকারিরা তাহা টাকার ন্যায় ফিরিয়া পাইতে পারে*"। তদনন্তর তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলেন যে—"বিধবা এরূপে মৃত পতির ধনাধিকারিণী হইলে স্থাবর অস্থাবর ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বর্ত্তে কি না?" (উত্তর) "এইরূপ ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, সে আপন ক্ষমতায় কিছু করিতে পারে না"। প্রশ্ন—"বিধবা এরূপে অধিকারিণী

* আমার বোধ হয় টাকা বলাতে তাহাদের প্রাপ্য টাকাই অভিপ্রেত হইয়াছে। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে পণ্ডিতেরা অলঙ্কারের কথা বলাতে এই অভিপ্রেত হইয়াছে যে যদি শাস্ত্রীয় কারণ ভিন্ন অন্য কারণে বিধবাকর্ত্তৃক কোন দ্রব্য দত্ত হইয়া থাকে এবং তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে তবে দায়াদ গ্রহীতা হইতে তাহা ফিরিয়া লইতে পারে।

হইলে অধিকৃত অস্থাবর ধন উপরি উক্ত শাসনাধীনে দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে কি না?" ইহার উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে,—পণ্ডিত-দিগের মত এই যে তাহা দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে। অনন্তর প্রশ্ন করা হইল যে—"শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কর্ম্মে দান করিতে ক্ষমতাবতী হই-বার নিমিত্তে পতিপক্ষের সম্মতি আবশ্যক স্থলে পতিপক্ষের মধ্যে কাহার কাহার সম্মতি আবশ্যক?" (উত্তর) "যাহারা ঐ বিধবার মৃত্যুর অব্যবধান পরেই অধিকারি"। তৎপরে তাঁহারা কহেন (অস্মদুল্লিখিত) "বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর বঙ্গদেশে চলিত নয়, মিথিলায় অর্থাৎ বেহার প্রদেশে প্রচ-লিত; দায়ভাগে, দায়তত্ত্বে ও বঙ্গদেশে চলিত আর আর প্রামাণিক গ্রন্থে বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির যেং মত বিরুদ্ধ উক্ত হয় নাই অথবা দোষ দেওয়া যায় নাই তাহাই এদেশে মান্য: উক্ত পণ্ডিতেরা চিন্তামণি ও রত্নাকরের এবং দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের মধ্যে কল্পিত যে বিশেষ তাহার বুনিয়াদে ব্যবস্থা দিয়া তাহা এই মকদ্দমায় খাটাইয়াছেন।

আর চারি জন পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, আমার বোধ হইতেছে যে আদালতের পণ্ডিতেরা বিধবার যে প্রকার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন উক্ত চারি পণ্ডিত তদপেক্ষা অধিক স্বীকার করেন, ইহাঁদের মত এই যে আদালতের পণ্ডিতেরা যে কার্য্যে দানাদি করিতে বিধবার ক্ষমতা থাকা কহেন, তদতিরেকে ইহারা কহেন যে আর আর কর্ম্মেও দানাদি করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে, কেননা তাঁহারা কহেন যে এ প্রকার দানাদি করণে অধর্ম্মাচরণ হইলেও ঐ দানাদি সিদ্ধ হইবে। তাঁহারা (আরো) কহেন যে "আদালতের পণ্ডিতদিগের দত্তমতে আমরা এই বিষয়ে অসম্মত যে দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুসারে যদিও উক্তরূপ দানে দাত্রীর প্রত্যবায় হয় তথাপি দান সিদ্ধ। আদালতের পণ্ডিতেরা দায়ভাগকে নিজ ব্যবস্থার প্রমাণ দর্শাইয়া-ছেন, অতএব আমাদের মত তাঁহাদের মত হইতে ভিন্ন। উক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সকল আছে, যাহাতে উপরি উক্ত বিষয়ের দান অসিদ্ধ কথিত হইয়াছে; প্রাচীন স্মার্ত্তদের মত এই যে যে ব্যক্তির যে ধনে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব নাই অথবা অসঙ্কুচিত স্বত্ব নাই তৎকৃত তদ্ধনদান অসিদ্ধ, ইহাতে স্থাবরা-স্থাবর মধ্যে বিশেষ আছে, ইত্যাদি। আমাদিগের মত এই যে দায়ভাগের মতানুসারে পতিপক্ষের সম্মতি ক্রমে বিধবা ধর্ম্মকর্ম্মে স্বামির ধন দানাদি করিতে পারে, এবং পতিপক্ষের সম্মতি বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি যদি সে করে তবে ঐ দানাদি সিদ্ধ, যেহেতু ঐ ধনে তাহার স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র ও চণ্ডেশ্বর কহেন অপুত্রমৃত ব্যক্তির পত্নী ধনাধিকারিণী হইলে, ঐ ধনের স্থাবর ভাগে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, কিন্তু অস্থাবর ভাগে আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে অগ্রাহ্য কথিত না হওয়াতে তাহা এ প্রদেশেও প্রামাণ্য বিবেচিত হইয়াছে,; কি দায়ভাগে কি দায়তত্ত্বে উক্ত কথা বিরুদ্ধ রূপে লিখিত হয় নাই। বিবাদচিন্তামণি-কর্ত্তা বাচস্পতি

মিশ্র, এবং বিবাদরত্নাকর-কর্ত্তা চণ্ডেশ্বর। পরে রঘুরাম শিরোমণি ও কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার নামক অন্য দুই পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, যথা—"কল্য আপনাদিগের শ্রুতিগোচরে আদালতের পণ্ডিতেরা দায় শাস্ত্রীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যে মত দিয়াছেন তাহাতে আপনারা সম্মত কি না? যদি আপনকারদের মত ঐরূপ হয় তবে বলুন, নতুবা কি কি বিষয়ে আপনাদের ভিন্ন মত তাহা ব্যক্ত করুন? তাঁহারা উত্তর করিলেন "কল্য আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন এক বিষয় ভিন্ন তৎসমুদয় আমাদের মতের সহিত মিলে, অর্থাৎ—কল্য তাঁহারা কহিয়াছেন যে শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে বিধবার কৃত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দানাদি তাহার নিজের অনিষ্টে অথবা তদব্যবধান-পরবর্ত্তি দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ নয়; এই মতের সহিত আমাদের মত এই অংশে মিলে যে উক্তরূপ দান তৎস্বামির দায়াদের অনিষ্টে অসিদ্ধ, অপরাংশে মিলে না অর্থাৎ অস্মন্মতে ঐ দান বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ, সে তাহা পুনর্ব্বার দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু দায়াদরা পারে * ।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য আমাকে এই বোধ হইতেছে—তাহাদের সকলেরই মত এই যে হরসুন্দরী দাসী সম্পূর্ণ রূপে বিষয় দখল পাইতে পারে। কোন২ কার্য্যে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কার্য্যে ও কন্যার যৌতকে, ও পতিপক্ষে স্বামির ধন দানাদি করিতে তাহার স্পষ্ট ক্ষমতা আছে, কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য হয় না—অর্থাৎ আদালতের পণ্ডিতেরা কহেন যদি বিধবা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা অশাস্ত্রীয় কার্য্যে পতির ধন দানাদি করে তবে তাহা অসিদ্ধ হইবে, অন্য পণ্ডিতেরা কহেন শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে দানাদি করিলে যদিও প্রত্যবায় হয় তথাপি ঐ দানাদি পতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ থাকিবে। আদালতের পণ্ডিতদিগের মতের সহিত উক্ত চারি জন পণ্ডিতের মত উক্ত বিষয়ে মিলে না। শেষোক্ত পণ্ডিতচতুষ্টয় রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির যে মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হয় নাই তৎপ্রমাণে ব্যবস্থা দেন।

এই মকদ্দমাতে বিস্তর বিবেচনা এবং উল্লিখিত প্রমাণ সকল প্রণিধান ও বিদেশীয় আদালতে দক্ষতাপূর্ব্বক যে তর্ক বিতর্ক করা হইয়াছে তাহা এবং প্রায় তদ্রূপ যে বাদানুবাদ এ আদালতের কৌন্সলিরা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ ও বিবেচনান্তে, আমার বোধ হইতেছে যে বাঙ্গালার সুপ্রিম কোর্ট যে মত করিয়াছেন তাহা ন্যায্য,—অর্থাৎ হরসুন্দরী ও তৎপতির ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধীয় বস্তুর দখল বিষয়ক বিবাদে হরসুন্দরী উক্ত বিষয়ের দখল পাইতে যোগ্যা, কিন্তু হিন্দু বিধবার অধিকারানুসারে সে তাহা ভোগ করিবে মাত্র, ঐ অধিকার যে কি পর্য্যন্ত - অর্থাৎ ঐ বিষয় দানাদি করিতে

---

* উক্ত পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়া—যে, "উক্তরূপ দান তৎস্বামির দায়াদের অনিষ্টে অসিদ্ধ, পরন্তু ঐ বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ, সে তাহা পুনর্ব্বার দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু দায়াদেরা পারে"—অতিন্যায্য রূপে আদালতের পণ্ডিতের মতে অসম্মত হইয়াছেন।

যে তাহার কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহার নির্ণয় করা আমাকে অসাধ্য বোধ হইতেছে—যেহেতু যখন সে দানাদি করিবে তখন যে অবস্থায় বা নিমিত্তে তাহা করা হয় তদ্বিবেচনায় তাহাতে তাহার ক্ষমতা থাকা না থাকা বিবেচনা করিতে হইবে, পরন্তু দানাদি বিষয়ে যে শাস্ত্র আছে তদনুসারে ঐ দানাদি হওয়া চাই। অতএব এই সকল অবস্থায় আমাদিগের মত এই যে, যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা আমার উল্লিখিত মতানুসারে বহাল থাকা উচিত, আমাদিগের বোধ হইতেছে যে এই আপীলের নিষ্পত্তিতে উক্ত মতাবলম্বন করাই উচিত। এই আপীলে বাদানুবাদ কালে কোন সুপণ্ডিত সাহেব অর্থাৎ কোর্ট অব্ একস্চেকরের প্রধান ব্যারন্ উপস্থিত ছিলেন, খেদের বিষয় এই যে তিনি অদ্য উপস্থিত নাই। পরন্তু ইহা ব্যক্ত করণে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিতেছে—যে আমার কৃত বিচারে অর্থাৎ এই আপীল ডিসমিস্ হইয়া নিম্ন আদালতের ডিক্রী বহাল থাকা উচিত হয় ইহাতে তাঁহার মত আছে। ক্লার্ক সাহেবের রিপোর্ট পৃ. ৯১—১০১। মণ্টিওর সংগৃহীত হি. ল. ঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৪৯৫—৫০৭।

হরসুন্দরীর মকদ্দমা উপলক্ষে সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন্ সাহেব যে বিবেচনা করিয়াছেন তাহা অতি ন্যায্য ও বিচারসম্মত, তদ্ যথা—"যদি (এই সকল) স্ত্রীরা অস্থাবর ধনে কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, তবে তাহাদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিলে পরিণামে কি ঘটিতে পারে তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা করা উচিত। হরসুন্দরী দাসীকে তৎপতির অস্থাবর ধন সমর্পণ করিতে যে আদেশ হইয়াছে তাহাতে কোন ক্রমে এমত স্বীকার করা হয় নাই যে সে তাহা যথেচ্ছা দানাদি করিতে পারে। কি জীবিত কি মৃত সকল প্রামাণিক স্মার্ত্তেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার মরণান্তে তৎপতির দায়াদেরা ঐ ধনাধিকারি। ঐ ধন তাহার হস্তে সমর্পিত হইলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে (শাস্ত্রে) স্বীকৃত যে পতির দায়াদের স্বত্ব, তাহা ঐ বিধবার অপরিণামদর্শিতায় বা যথেচ্ছাচারে লুপ্ত হইল, অতএব আমার বিবেচনায় এই বই তাইসে না যে হরসুন্দরীকে আসল টাকা সমর্পণের হুকুমের নারাজিতে যে আপীল হইয়াছে তাহা যেমত ন্যায্য, সঞ্চিত সুদ দিবার হুকুমের নারাজিতে যে আপীল হইয়াছে তাহা তেমনি অকারণ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পত্নী অথবা মাতা অধিকারিণী হইলে তাহাদিগকে বিষয়ের দখল দেওয়ান রীতি হইয়াছে,—এবং হরসুন্দরীর স্বামির ধন যদি আপীলের অনুরোধে আটক না থাকিত তবে নিশ্চিত তাহার হস্তে যাইত। হরসুন্দরীর মৃত্যুর পর ঐ ধনে তৎপতির উত্তরাধিকারির যে স্বত্ব তাহা নির্ব্বিবাদ, এবং ঐ স্বত্ব জন্য (আবশ্যক রূপে) উচিত যে হরসুন্দরীকে বিষয় নষ্ট করিতে না দেওয়া হয়। এতাবতা কর্ত্তব্য কি? সে যে দখল পাইলে নিবারণ করার পূর্ব্বেই সকল ক্ষতি করিতে সমর্থা হইবে। ইহাও বিবেচ্য যে স্বামি মরিলে হিন্দুস্ত্রীদের নিয়মে ও শাসনে থাকার অনেক ব্যতিক্রম হয়। পূর্ব্বে বিধবারা পতিপক্ষের সহিত অর্থাৎ যাহারা

তাহার মরণান্তে বিষয়াধিকারী তাহাদেরই সহিত একত্র থাকিত। ইহাতে ব্যয়ের ধরাধর কর্ম্মণ্য রূপেই হইত. এবং অধিকারাকাঙ্ক্ষিদের ভাবি স্বত্বের সম্পূর্ণ রূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইত। অধিকন্তু আমরা শ্রুত হইয়াছি যে পতির আবাসই বিধবার প্রকৃত বাসস্থান; পতিপক্ষের সহিতই তাহার বাস করা উচিত; কিন্তু স্থানান্তরে বাস করিলেও স্বত্ব লোপ হয় না যদি বাসপরিবর্ত্তন ব্যভিচারিণী হওয়ার মতলবে না হয়, কিন্তু তাহার যে মতলব কি তাহা সেই জানে; পরন্তু তাহার যেমত মনের গতি সে তেমতি করিবে। শাসনবিমুক্তা—চাটুকারবেষ্টিতা—সম্পত্তিশালিনী—কুপ্রবৃত্তিজননভাজনা,—অনভ্যস্তস্বাতন্ত্র্যা—সংসারানভিজ্ঞা,—এবং তাৎক্ষণিক অভিলাষের পূরণকে সর্ব্ব সুখ জ্ঞানকারিণী যে সে বিধবা সে যে পতির দায়াদের নিমিত্তে বিশ্বস্ত জিম্মাদার হইবে, অথবা ঐ দায়াদেরা প্রাপ্তব্য ধনাধিকারের কোন রকম খাতির জমা পাইতে পারিবে এমত আশা করা যাইতে পারে না, বিশ্বাসও হয় না। কোন২ কার্য্যে মূল ধনের কিয়দংশ ব্যয় অনুমত হওয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই হউক, কিন্তু তাহা কি বিবেচনাশক্তি রহিতা যে সে বিধবা তাহার ইচ্ছানুসারে হইবে, অথবা সে অতিব্যয়িনী হইলে যাহাদের লাভ তাহাদের বিবেচনানুসারে হইবে? আমি পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করি না, আমার অভিপ্রায় কখন তেমত নহে। আমার ইচ্ছা এই যে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারেই চলা হয়, এবং যে ব্যক্তি যাহা পাইবার যোগ্য তাহাকে তাহা দেওয়া হয়; কিন্তু যদি কাল বিবেচনানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহৃত না হয়, তবে তাহার তাৎপর্য্য গেল, বিধান-ও বৃথা হইল। যদি এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ও অপর ব্যক্তি তৎপরে অধিকারী হয়, তবে ন্যায্যই এই যে তাহারা স্বস্ব স্বত্বানুসারে সাহায্য পায়। স্বীকৃত হইয়াছে যে বিধবা মৃত পতির বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগিনী। কিন্তু ঐ বিষয় যদি কেবল টাকা হয়, তবে বিবেচ্য এই যে মূল ধন নিজ দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে কি না? যদি বলা যায় তাহার এমত অধিকার আছে, তাহা হইলে, যে কালে ও যে শাস্ত্রানুসারে এমত অধিকার বিধবাকে দত্ত হয়, ঐ কালের ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত। যদি এমত করাযায়, তবে আমাদের হৃদ্বোধ হইবে যে ঐ অধিকার নামে মাত্র, তদধিকারিণী শাসনাধীনা, এবং তদ্ধনাকাঙ্ক্ষির অর্থাৎ ঐ ধনে যাহার ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে তাহার এমত উপায় করিতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে যাহাতে তৎপ্রাপ্তব্য ধন নষ্ট না হয়। যদি এক পক্ষ নিজ প্রাপ্তব্য ধনের খাতিরজমা রহিত হয়, তবে এমত খাতিরজমার অধীনে হইয়াছিল যে স্বত্বাধিকার তাহা আর থাকা ন্যায্য হয় না। বিধবাকে দখল দিতে অস্বীকার হইলে তাহার ক্ষতি কি? যেহেতু শাস্ত্র মতে সে যাহা ব্যবহার করিতে পারে দখল না পাইয়াও যে সে তাহা পাইবে, অথচ শাস্ত্র মতে যাহা দায়াদকে অর্শিতে পারে তাহা সে নষ্ট করিতে নিবারিতা হইবে। দখল পাইলে কিছু তাহার অধিকার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু দখল দেওয়া হইলে

তাহাকে অপ্রতিকার্য্য ক্ষতির ক্ষমতা দেওয়া হইবে। যেমত বিধবার স্বত্ব তেমতি তৎপতির দায়াদের স্বত্ব শাস্ত্রমূলক। আমি বোধ করি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে শাস্ত্রের এমত অর্থ করা উচিত যাহাতে উভয় স্বত্ব রক্ষা হয়। ইংলণ্ডের সংস্থাপিত আইন এই যে ' হিন্দুদের ব্যবহারীয় ও শাস্ত্রীয় আচার মান্য করিতে হইবে"—যদিও তাবৎ পণ্ডিত এক মত নহেন, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশ স্বীকার করেন যে বিধবা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা শাস্ত্রীয় কার্য্যে অথবা পতির পারলৌকিক উপকারার্থে পতির মূল ধন দানাদি করিতে পারে।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ দানাদি কোন শাসনাধীন হওয়া কেবল ন্যায্য নয় কিন্তু স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে আবশ্যক; পরন্তু ঐ শাসন যেমত আদালতে হইতে পারে তেমত আর কোথাও হইতে পারে না। যাহারা হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বিচার করেন তাঁহাদিগের উচিত হয় যে স্ব স্ব আপত্তি ত্যাগ করিয়া ঐ সকল আচার ও ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ করেন যাহা মান্য করিতে তাঁহারা বাধিত। যদি তাঁহারা আবশ্যক ধর্ম্মকর্ম্মে যাহা ব্যয় হয় তাহা দেখিয়া এবং যাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করণচ্ছলে পতির উত্তরাধিকারী বঞ্চিত না হয় এমত সাবধান হইয়া, উক্তরূপে কর্ম্ম করেন তবে সকলেরই স্বত্ব ও অধিকার বজায় থাকিবে। ন্যায্য যে ব্যয় তাহা দায়াদকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; এতাবতা নিরীহ উত্তরাধিকারির অনিষ্টে কৃত প্রতারণা কার্য্য-কারক হইবে না। আমি ইহা স্বীকার করি, এবং এ বিষয় বিবেচনায় ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে. যে বিধবা যে কর্ম্মে পতির ধন ব্যয় করিতে পারে সে ধর্ম্মকর্ম্ম,—আমার নিজের যে অভিপ্রায় ও মত তাহা দূরে থাকুক,—পরন্তু যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে যেব্যক্তি বর্ত্তমানে অধি-কারী সে যেমত নিজ স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে আইনের আশ্রয় বা সাহায্য পাইতে পারে তেমতি যে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে সেও নিজ (ভাবি) স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে আইনের আশ্রয় পাইতে পারে, এবং যদি উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার সমান হয়, তবে উভয় রূপ অধিকারই সমভাবে রক্ষিত হওয় অতিশয় উচিত। অধিকার সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত হওয়া অস-ম্ভব, এবং ইহা বলাও অত্যন্ত অলীক যে এক ব্যক্তির যে বিষয়ে অধিকার আছে তাহা হইতে তাহাকে নিরাস করিতে অন্যের অধিকার আছে, এমত বাক্য অনর্থক এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ।—মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৯৩—৯৭।

কালীচাঁদ দত্ত—বনাম—জান্ গুর প্রভৃতি। ২০ মার্চ, ১৮৩৭।

নজীর

৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত রায়ন্ সাহেব বিচার করিলেন যথা—এই মকদ্দমায় বিচার্য্য এই যে দায়াদেরা (অর্থাৎ পত্নীর যাবজ্জীবন ভোগান্তে যাহারা দায়াধিকারি, তাহারা) স্ব স্ব ভবিতব্য অধিকার পূর্ব্বেই মৃত ধনস্বামির পত্নীকে চিরকালের নিমিত্তে ছাড়িয়া দিলে পত্নী বিষয় হস্তান্তর

করিতে পারে কি না? পত্নী নিজ জীবন পর্য্যন্ত পতিধনের দানাদি করিলে তাহা এ আদালতকর্ত্তৃক সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। বিধবা রামপ্রিয়া দাসীর পূর্ব্বেই তৎপতির দায়াদেরা মরে, এবং স্বহ ভবিতব্য স্বত্ব ঐ বিধবাকে ছাড়িয়া দিয়া যায়, একণে বিচার্য্য এই যে যে দলীলদ্বারা তাহারা ঐ স্বত্ব হস্তান্তর করে তাহা রদ করিতে তৎপুত্রগণকে ক্ষমতা আছে কি না,--অর্থাৎ তাহাদের পিতৃব্যপত্নী ঐ বিধবা মরিলে পর পিতৃব্যের মুখ্য দায়াদ যে তাহাদের পিতারা তদনধীন রূপে কোন স্বত্ব ঐ পুত্রগণকে বর্ত্তে কি না। আমরা বিবেচনা করি ঐ পুত্রদের যে অধিকার তাহা তত্তৎপূর্ব্বপুরুষের দ্বারা, অতএব স্বস্ব পিতৃকৃত কর্ম্মকে তাহারা মানিতে বাধিত। এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে ঐ স্বত্ব সিদ্ধ, এবং প্রতিবাদির অধিকার বহালির হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য দুই জজ শ্রীযুক্ত গ্রান্ট্ ও মালকিন সাহেবও এইমতে মত দিলেন। ফুলটন্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১ পৃ. ৭৩।

বীরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও মথুরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, আপিলান্ট্—বনাম—সত্যভামা দেবী ও কৃষ্ণচন্দ্র সাণ্যাল, রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৪৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

আর্জীর বয়ান এই যে বিনোদনারায়ণ ঠাকুর নারায়ণী দেবী নাম্নী পত্নী ও রামমণি নাম্নী দুহিতাকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়; নারায়ণী পতিধনে অধিকারিণী হইয়া প্রতিবাদী কৃষ্ণচন্দ্র সাণ্যালের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তদনন্তর তীর্থ যাত্রা করে। কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণীর লিখিয়া দেওয়া বলিয়া এক দানপত্রের বুনিয়াদে বিষয় দখল করিয়া লইল। নিজ পত্নী রামমণির এবং তদ্গর্ভজাত তাহার (এক মাত্র) পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের মরণে সে প্রতিবাদিনী সত্যভামা দেবীকে বিবাহ করে, ও তাহাকে ঐ বিষয় দান করে। বাদিরা মূল ধনির জীবিত উত্তরাধিকারি করারে নারায়ণীর কৃত তৎপতির পৈতৃক বিষয় দান শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নালিষ করে।

জিলার জজ তৎপ্রদেশীয় পণ্ডিত হইতে ব্যবস্থা গ্রহণানন্তর দাবী ডিসমিস্ করেন।

অনন্তর বাদিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে। এই মকদ্দমা ব্রাডন্ সাহেবের হুজুরে শুনানি হইলে তিনি সদর আদালতের পণ্ডিতের উত্তর গ্রহণার্থে যে প্রশ্ন করেন তদ্যথা,—"কোন হিন্দু এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরিলে ঐ পত্নী বিষয়াধিকারিণী হইয়া কন্যাটির বিবাহ দেয়, অনন্তর সে ঐ দুহিতা ও জামাতাকে পতির বিষয় দান করিয়া তাহারদিগকে দখল দেয়, পরন্তু মাতা বর্ত্তমানেই কন্যাটী একটী অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্তা হয়; এই কন্যার মরণে তৎপুত্রের নাম যৌতভাবে মালিকরূপে তাহার পিতার নাম সম্বলিত জারী হয়, ঐ পুত্রটী-ও মাতামহীর পূর্ব্বে মরে: অনন্তর তাহার পিতা সমুদয় বিষয় দখল করিয়া লইয়া তাহা

দানদ্বারা দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি হস্তান্তর করে। এমত অবস্থায় দুহিতা ও জামাতাকে বিধবা মৃত পতির যে বিষয় দান করিয়াছে তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না? বিবেচনা করিতে হইবে যৎকালে বিধবা ঐ দান করে তৎকালে বাদিরা তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই"। পণ্ডিত উত্তর দিলেন—"পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী পতির ধনাধিকারিণী, তাহার মরণান্তে দুহিতা অধিকারিণী। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা আপনার (সম্ভাবিতপুত্রা) দুহিতাকে ও তদ্দুহিতার পতিকে নিজ ভর্ত্তা অথচ ঐ দুহিতার পিতা হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন যে দান করিয়াছে তাহা বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। কেননা ঐ বিধবা দাত্রীর মরণান্তে প্রথমে যে তদ্ধনাধিকারী তাহার অনুমতিতে দুহিতাকে ঐ দান করা হইয়াছে, এবং দুহিতার পতিকে যে দান কথিত হইয়াছে তাহা ঐ দুহিতাকেই করা হইয়াছে, ও তাহাও শাস্ত্র সম্মত। পরন্তু যদি ইহা বিবেচনা করা হয় যে ঐ দানে ঐ জামাতার অধিকার তাহার পত্নী হইতে পৃথক্ ছিল, তবে তাহা-ও বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মণকে দান করা হইয়াছে বলিয়া স্থিরতর থাকিতে পারে। অপিচ ঐ দলীল দস্তখত হওনের সময় বিনোদ রামের উত্তরাধিকারিরা তাহাতে কোন আপত্তি না করাতে তাহা অবশ্যই বৈধ বলিয়া স্থিরতর থাকিবে"।

মেস্তর ব্রাডন্ সাহেব এই ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ৬ আগষ্ট ১৮২৫ সাল। -স দে আ বি বা ৬, পৃ. ৩৬, ও ৩৭।

একুইটী মকদ্দমা।

শ্রীমতী যাদুমণি দেবী বনাম—সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিমলা দেবী, শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী, আশুতোষ দে, ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

নজীর
২, ২৭, ৩১, ৩৪ ও ৪৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১৮১৭ সালে খেলারাম মুখোপাধ্যায় বহুতর স্থাবরাস্থাবর বিষয় অধিকার করিয়া এবং কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (এই) দুই পুত্র রাখিয়া ও কালীপ্রসন্নের জননী শ্রীমতী দ্রৌপদী আর বৈদ্যনাথের জননী শ্রীমতী আনন্দময়ী (এই) দুই পত্নীকে রাখিয়া উইল না করিয়া কাল প্রাপ্ত হয়েন। খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র উক্ত বিষয়ে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত যৌতরূপে অধিকারি থাকিলেন। ১৮২২ সালে বৈদ্যনাথ এক অপ্রাপ্তব্যবহারা পত্নীকে রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন, এই পত্নী ১৮৩০ সালে মরে। অনন্তর আনন্দময়ী দেবী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিণী হয়েন। ১৮৩০ সালের ৫ মার্চ্চ তারিখে আনন্দময়ী দেবী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে আপনার যে স্বত্ব ছিল তৎসমুদায় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে সমর্পণ করিলেন—এই নিয়মে যে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বৎসর বৎসর কোম্পানির ৫৮০০ টাকা তাঁহাকে দিবেন। ১৮৪৩ সালে

আনন্দময়ী বারাণসীতে তীর্থযাত্রা করিয়া তথায় যাবজ্জীবন বাস করেন। যত কাল কালীপ্রসন্ন বাঁচিয়াছিলেন তত কাল তিনি—তাঁহার মরণান্তে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা—ঐ দাতব্য টাকা নিয়মিতরূপে আনন্দময়ীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তারাপ্রসন্ন ও প্রতিবাদী সারদাপ্রসন্ন এই দুই অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রকে রাখিয়া এবং প্রতিবাদি সারদাপ্রসন্নের জননী প্রতিবাদিনী বিমলা দেবী ও তারাপ্রসন্নের জননী প্রতিবাদিনী শ্যামাসুন্দরী দেবী এই দুই পত্নীকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়েন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নিজ উইলের দ্বারা আপন স্থাবরাস্থাবর বিষয় যৌতরূপে সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে ও তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে দিয়া যান, এবং তাহাতে এই নিয়ম করেন যে তন্মধ্যে কেহ যদি অপুত্র মরে তবে তৎপুত্রদ্বয়ের মধ্যে যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহাকে বিষয় দত্ত হইবে। এবং শ্রীমতী বিমলা দেবী ও শ্যামাসুন্দরী দেবীকে আর আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দেকে এগ্‌জিকিউটর নিযুক্ত করেন। অনন্তর স্ত্রী এগ্‌জিকিউটরেরা উইলকর্ত্তার সকল বিষয়ে দখিলকার হইলেন। ১৮৪৯ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যাদুমণি দেবী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরেন।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের এস্‌টেটে কাহার অধিকার তদ্বিষয়ে বিরোধ হওয়াতে, স্থলাভিষিক্তদের সম্মতিতে তাঁহার সমুদায় বিষয় কোর্ট আফ্‌ওয়ার্ডসের অধীনে যায়।

বাদিনীর অভিযোগ এই যে তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আনন্দময়ী দেবীর পরে মরাতে তিনি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এস্‌টেটের অর্দ্ধেকে অধিকারী হইয়াছিলেন, ঐ এস্‌টেট্ আনন্দময়ী দেবীর মরণে তৎকালে জীবিত উত্তরাধিকারি সারদাপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে অর্শে, এবং আনন্দময়ী বৈদ্যনাথের প্রাপ্ত খেলারামের এস্‌টেটের অর্দ্ধেক যে কালীপ্রসন্নকে সমর্পণ করেন তাহাতে কালীপ্রসন্নের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয় নাই, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমুদায় অংশ দুই সমভাগে বিভাজ্য,—তাহার এক অর্দ্ধাংশ প্রতিবাদী সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাইতে অধিকারী এবং বাদিনী তারাপ্রসন্নের পত্নী অথচ উত্তরাধিকারিণী বলিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে অধিকারিণী।

প্রতিবাদিরা আপত্তি করে যে শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী তারাপ্রসন্নের জীবন কালে জীবিতা থাকিয়া ১৮৪৯ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে লোকান্তর গতা হয়েন, এবঞ্চ তাহারা ১৮৩০ সালের ৫ মার্চ্চ তারিখে আনন্দময়ীর কৃত সমর্পণকে তাৎকালীক তৎকর্ত্তৃক আসন্নতম উত্তরাধিকারির প্রতি স্বত্ব ত্যাগ বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করে।

বারাণসীতে আনন্দময়ীর কোন্ তারিখে মৃত্যু হয় (এই মকদ্দমাতে) হালাৎ সম্বন্ধে এই মাত্র বিচারের বিষয়, এ বিষয়ে উভয় পক্ষ হইতে প্রমাণ দাখিল হইয়াছে।

জজ জ্যাক্সন সাহেব (মকদ্দমার অবস্থা লিখিয়া এবং প্রমাণের প্রতি বিবেচনা করিয়া লিখিতেছেন যথা) এই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রমাণ সমূহ সাবধানে বিবেচনা করণান্তে আমাদের নিকট নিষ্কর্ষ এই হইল যে প্রতিবাদিদের আপত্তি সত্য নয়, বাদিনীর উক্তিমত আনন্দময়ী ১৮৪৪ সালে মরিয়াছেন। তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আনন্দময়ীর মৃত্যুকালীন বাঁচিয়া থাকায় বাদিনী আপত্তি করে যে আনন্দময়ীর মৃত্যুকালীন বৈদ্যনাথের যে কএক জন উত্তরাধিকারি জীবিত ছিল তন্মধ্যে তারাপ্রসন্ন এক জন হওয়াতে তিনি বৈদ্যনাথের এস্টেটের অর্দ্ধেক পাইতে অধিকারী হইয়াছিলেন। পরন্তু প্রতিবাদী কালিপ্রসন্নের প্রতি আনন্দময়ীর লিখিয়া দেওয়া দান বা অর্পণ পত্রের উপর (এই রূপে) নির্ভর করে যে তদ্দ্বারা ঐ বিষয় উত্তরাধিকারির ক্রমাতিক্রমে অর্শিয়া কালীপ্রসন্নের এস্টেট্ ভুক্ত হইয়া তাঁহার উইলের নিয়মান্তর্গত হইয়াছে। অতএব, উক্ত দলীলের সত্যতাই অনন্তর বিচারের বিষয়।

আমার বিবেচনা হয় এবিষয়ে প্রতিবাদীর আপত্তি প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পোষকতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেননা যদিও ইহা স্পষ্ট বটে, যে কোন বিধবা বৈরাগিণী (অর্থাৎ) উপরতস্পৃহা হইলে তদধিকৃত বিষয় তৎকালে জীবিত নিকটতম উত্তরাধিকারিদিগকে অর্শিবে (দ্রষ্টব্য মেক্. হি. ল. বা. পৃ. ১৩১ ও ২৩৩, এবং রাধাবিনোদ মিশ্রের বিরুদ্ধে হফিজুন্নেসা বেগমের মকদ্দমা, তথাপি ঐ বিধবা নিজ পরিত্যাগদ্বারা তাদৃশ পরিত্যাগকালে জীবিত নিকটতম উত্তরাধিকারিদিগকে তাহা নির্ব্যূঢ় রূপে বর্ত্তাইতে পারে এই অসংলগ্ন কথার প্রমাণাভাব।

তাবৎ প্রমাণ দৃষ্টে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই বোধ হইতেছে যে কোন বিধবা তৎকালিন জীবিত তাবৎ নিকটতম উত্তরাধিকারিকে বিষয় দান করিলে তাহা সিদ্ধ হয় যদি ঐ বিধবার মরণ কালীন তাহাদের তুল্যরূপ অথবা উচ্চতর সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য কোন উত্তরাধিকারি না থাকে। কল্যাণীর বিরুদ্ধে মহোদার মকদ্দমাতে কোল্‌ব্রুক্ সাহেব নিজ নোটে লিখিয়াছেন যথা,—"তার আর মকদ্দমাতে আদালতের পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে বিধবা পতি সংক্রান্ত ধন অন্য রূপে হস্তান্তর করিতে নিষিদ্ধা হইলেও মুখ্য বা নিকটতম উত্তরাধিকারিকে দান করিলে তাহা সিদ্ধ। এই মত প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে স্পষ্টরূপে লিখিত কোন পঙ্‌ক্তি মূলক না হইলেও কারণাধীন বোধ হইতেছে, কেননা তাদৃশ দান অব্যবহিত দায়াদের প্রতি ঐ বিধবার অচির স্বত্বের পরিত্যাগ বই নয়, তথাপি যে ব্যক্তি সম্ভাবিত দায়াদ বলিয়া ঐ বিধবার কৃত দান বা পরিত্যাগ দ্বারা বিষয় প্রাপ্ত হইতেছে সে ভিন্ন অন্য ব্যক্তি ঐ বিধবার মরণান্তে দায় গ্রহণে অধিকারী হইত; এবং তদ্ব্যক্তির অধিকার প্রশস্ততর বা সমান হউক তদ্দ্বারা তাদৃশ দান সম্যক্ বা কিয়দংশে [illegible] হইতে পারে"। কল্যাণীর বিরুদ্ধে মহোদার মকদ্দমাতে নিজ মন্তব্য কথার মধ্যে সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেব উক্ত এই পঙ্‌ক্তিটী

অবিকল রূপে তুলিয়াছেন (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩০৯)। এতাবতা আমরা এমত বিবেচনা করিতে পারি যে উক্ত মত তাঁহার মনোনীত বটে।

সদর দেওয়ানী আদালতে অধুনা নিষ্পন্ন আর এক মকদ্দমাতে (অর্থাৎ রামচরণ বসুর বিরুদ্ধে রামধন বক্শির মকদ্দমাতে ঐ আদালত এই বিচার করিলেন যে কোন বিধবা কোন দলীল লিখিয়া দিলে তাহা রদ করিবার নিমিত্তে নিকটতম (অর্থাৎ অব্যবহিত) উত্তরাধিকারি বর্গই কেবল অভিযোগ করিতে পারে, দূরবর্ত্তি উত্তরাধিকারিরা (অর্থাৎ ব্যবহিত দায়াদরা (যাহাদের স্বত্বের কেবল উদ্রেক্ হইয়াছে মাত্র, তাহারা) তন্নিমিত্তে নালিশ করিলে তাহা গ্রাহ্য নহে।

প্রাচীন প্রমাণ বা গ্রন্থ মতে (দ্রষ্টব্য দায়ভাগ) উত্তরাধিকারিদের সম্মতি মাত্র আবশ্যক। "উত্তরাধিকারিরা" এই পদের অর্থে যদি জীবিত তাবৎ ব্যক্তি যাহারা ভবিষ্যতে ঐ বিধবার মরণে উত্তরাধিকারি হইতে সম্ভব বুঝায়, এবং এমত মন্তব্য হয় যে ঐ সকল ব্যক্তির সম্মতি আবশ্যক, তবে বিধবা বিষয় হস্তান্তর করিতে কদাচ যোগ্যা হইবে অথবা কদাচ হইবে না, কেননা এমত অধিক উত্তরাধিকারিবর্গের মধ্যে তাবতে সম্মতি দিতে কদাচ যোগ্য অথবা ইচ্ছুক হইবে। কিন্তু আমি বোধ করি "উত্তরাধিকারিরা" এই পদের প্রকৃতার্থ এমত নহে, পরন্তু প্রাচীন গ্রন্থ সকলে ঐ পদ কেবল ঐ ব্যক্তি বর্গকে সূচনার্থে ব্যবহৃত যাহারা ঐ বিধবার স্বত্বশেষ হইলে অব্যবহিতরূপে বিষয়ে অধিকারি হইত, কিন্তু যাহারা ঐ ঘটনা হইলে উত্তরাধিকারি হইতে সম্ভব এমত ব্যক্তিরা নহে।

সংক্ষেপতঃ, শাস্ত্রের এই ভাবার্থ মকদ্দমার অবস্থায় প্রয়োগ করিলে আমার বোধ হয় যে ঐ দলীল দস্তখত হওনের সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কেবল এক মাত্র নিকটতম অথবা অব্যবহিত উত্তরাধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি যে দাবি করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সম্মতি থাকা স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে, আর যদিও তারাপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন ঐ বিধবার মৃত্যুকালীন জীবিত উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের পিতা কালীপ্রসন্ন অপেক্ষা প্রশস্ততর অথবা তাঁহার সমান উত্তরাধিকারি ছিলেন না, প্রত্যুত তদপেক্ষা দূরতর ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাঁহারাও ঐ দলীলের সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারেন না, যাহা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ।

পরিশেষে আমি আর একটি আপত্তির প্রতি বিবেচনা করি।—এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিধবাকে উত্তরাধিকারের ক্রম সংক্ষেপ অথবা পরিবর্ত্তন করিতে ক্ষমতা দেন নাই। একথা ঐ বিধবার নিজ কৃত কার্য্য ও হস্তান্তর বিষয়ে মাত্র সত্য হইতে পারে, কিন্তু উত্তরাধিকারিদের সম্মতি ক্রমে বিধবার কৃত কার্য্য বিষয়ে তদ্বিবেচনা অমূলক, কেননা তাদৃশ কার্য্য এবং হস্তান্তর স্পষ্টতঃ শাস্ত্রের মর্ম্মান্তর্গত।

চিফ্ জস্‌টিস্ কালবিল্ সাহেবের রায়—বৃত্তান্ত বিষয়ে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে মেং জস্‌টিস্ জ্যাকসন সাহেব যে নিষ্কর্ষ করিয়াছেন ও যে হেতুবাদে সেই নিষ্কর্ষ হইয়াছে তাহাতে আমি সম্যক্ রূপে একমত। পরন্তু এ মকদ্দমার অন্য প্রধান ইশু সম্বন্ধে অর্থাৎ ১২৩৬ সালের ২৩ ফাল্গুন তারিখে লিখিত দলীলের দোষ গুণ ও সিদ্ধতা সম্বন্ধে আমি নিজ বিবেচনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ আমি ইহা কহিতে পারি যে ঐ দলীল সংক্রান্ত ব্যক্তিদের অভিপ্রায়ে কোন ভ্রম হইতে পারে না। স্পষ্টতঃ তাহাদের মনস্থ কেবল বার্ষিক ৪৮০০ টাকার পরিবর্ত্তে আনন্দময়ীর উপভোগ স্বত্বটী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে সমর্পণ করা কেবল ইহা নহে, কিন্তু ঐ বার্ষিক টাকা দানাধীনে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ঐ বিষয়ের অধিকার নির্ব্যূঢ় হওয়া,—ঠিক ঐ রূপে যেমত বৈদ্যনাথের তাৎকালিক উত্তরাধিকারিণী আনন্দময়ী ঐ দলীল লিখিত পঠিত হওনের তারিখে মরিলে তিনি শাস্ত্রানুসারে হইতেন। বিচার্য্য কথা এই যে এতাদৃশ কার্য্য—যাহার তাৎপর্য্য হিন্দু নারীদের সঙ্কুচিত স্বত্বের নিবারণ এবং সম্ভাবিত উত্তরাধিকারিতে বিষয় অর্শাইতে ত্বরা করণ—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত এবং তদনুমত কি না? হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাকের মকদ্দমাতে এই রূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকার হইতে হিন্দু বিধবার স্বত্ব কিছু উচ্চতর। তদ্দ্বারা সে বিনা সঙ্কোচে বিষয় দখল করিতে অধিকারিণী হয়, এবং বিষয় হস্তান্তর করিতে তাহার এক প্রকার ক্ষমতা আছে। পরন্তু ঐ ক্ষমতার প্রকৃত সীমা নির্ণয় যদিও অসম্ভব নয় তথাপি কঠিন বটে, তন্নির্ণয় বিষয়ে ইহার অধিক বলা যাইতে পারে না যে সেই ক্ষমতার বিশেষ ব্যবহার যে অবস্থাতে তাহা ব্যবহৃত হয় তাহার উপর অবশ্যই নির্ভর করে, এবং তাহা তাদৃশ হস্তান্তর বিষয়ক হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গত হওয়া চাই। সাগরমণি দাসীর বিরুদ্ধে উজ্জ্বলমণি দাসীর মকদ্দমাতে, ও রঞ্জনমণি দাসীর বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মকদ্দমাতে ভাবি দায়াদদিগের স্বত্ব ভবিষ্যমাণ হইলেও এ আদালতে স্থাপিত হইয়াছে যে বিধবার কৃত অপহার নিবারণার্থে অভিযোগ করিতে তাহাদের অধিকার আছে।

এক্ষণে যে বিবেচনা প্রথমে স্বতঃ উপস্থিত হইতেছে তাহা এই যে বিধবার স্বত্বের এবং বিষয় হস্তান্তরীয় ক্ষমতার সীমা নির্ণয়ের যে সকল কারণ শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে তাহা যে রূপ হস্তান্তর এক্ষণে (অর্থাৎ বর্ত্তমান মকদ্দমায়) বিবেচনাস্থল তদ্বিরুদ্ধে কোন আপত্তিকর নহে। আমার বোধ হয় হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের যুক্তি বা তাৎপর্য্য এমত নহে যে যতকাল পর্য্যন্ত হইতে পারে বিষয় হস্তান্তর নিবারণ করিয়া রাখা হয় এবং অনিশ্চিত ব্যক্তিদের উপকারার্থে চিরস্থায়ি করা যায়, কিন্তু সংক্রান্ত ধনের হস্তান্তর নিবারণ করা বটে, অথবা অবিভক্ত সাধারণ পারিবারীয় বিষয়ের কোন অংশ বিধবার নিজ উত্তরাধিকারিদিগকে (যাহারা সচরাচর পতির উত্তরাধিকারি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি) কিম্বা অপর

ব্যক্তিকে ঐ বিধবার কৃত দান বা অন্যরূপ হস্তান্তর নিবারণ। পরন্তু এমত বন্দোবস্ত হইলে—অর্থাৎ ঐ বিধবা নিজ দায়াধিকার স্বত্ব এমত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে যে যদি ঐ বিধবার অন্যান্য উত্তরাধিকারি তাহার মরণকালে জীবিত থাকিত তথাপি কেহ ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পরিত না, অথবা যে ব্যক্তি ঐ বিধবার পতির সহিত বিষয় সম্বন্ধে অবিভক্ত থাকিলে (যথা বর্ত্তমান মকদ্দমায় ঘটিয়াছে) ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ বিধবাকে নিরাস করিয়া ধনাধিকারী হইত—তাহা শাস্ত্রীয় যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। পূর্ব্ব ২ কালে যাহা হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্যাতিক্রম বিনা ক্রমিক হইয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান হস্তান্তর বস্তুতঃ তাহাই প্রকারান্তরে করা হইয়াছে। অধুনা প্রমাণ বিবেচ্য—দায়ভাগে ও দায়ক্রম সংগ্রহে ধৃত নারদ ও বৃহস্পতি বচনে (দ্রষ্টব্য দায়ভাগানুবাদ, চ্যা. ১১, সেক্. ১, পৃ. ৬৩ ও ৬৪, এবং দায়ক্রম সংগ্রহানুবাদ, চ্যা. ১, সেক. ২, পৃ. ৭) পতির কুটুম্বের প্রতি বিধবার কৃত অর্থানুরূপ দান ধর্ম্ম্যকথিত হইয়াছে, এবং প্রকাশ পাইতেছে বিধবা স্বেচ্ছায় তাহা করিতে ক্ষমতাবতী।—তাহার (অর্থাৎ বিধবার) নিজ কুটুম্ব প্রতি দান পতিপক্ষের সম্মতিতেই কেবল হইতে পারে। পরন্তু বোধ হইতেছে ঐ প্রাচীন প্রমাণ সকলে বিধবাকর্ত্তৃক বিষয়ের কিয়দংশ মাত্রের দান অনুমত হইয়াছে, সমুদায় হয় নাই। সচরাচর বলিতে হইলে দান, বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা যে বিষয় হস্তান্তর তাহা কেবল আবশ্যকতা বশতই ন্যায্য হয়, এবং * তাহাতে পতির পুরুষ কুটুম্বদের নিদানে তাহার নিকটতম কুটুম্বের সম্মতি আবশ্যক (দ্রষ্টব্য কোলব্রুকের ডাইজেষ্ট্ পৃ. ৪৬৫)।

যে মকদ্দমা প্রথমে রিপোর্ট বহিতে মুদ্রিত ও যাহাতে এক্ষণকার (আন্দোলিত) কথা উত্থিত হয় তাহা "মহোদা—বনাম—কল্যাণী"। পরন্তু উক্ত মকদ্দমায় উক্ত কথা সরাসর না উঠিয়া বরং আনুষঙ্গিক ক্রমে উত্থিত হয়। যদিও ঐ মকদ্দমার রিপোর্টে এমত উক্তি আছে যে তাহার ভাবার্থ গৃহীত না হইলে বর্ত্তমান মকদ্দমায় বাদিনীর আপত্তির পোষক হইতে পারে, পরন্তু আমার বোধ হয় ঐ মকদ্দমাতে (নিষ্পত্তির নীচে) যে নোট বা মন্তব্য কথা সংলগ্ন করা হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহা অত্যল্প কর্ম্মণ্য। ঐ নোট যদি সর্ উই-

---

* এই মকদ্দমা (বুল্নোয়া সাহেবের রিপোর্ট বহির) ১৮০ পৃষ্ঠাতে প্রকটিত হয়, লিখিত হইয়াছে চিফ্ জষ্টিসের উক্তি এই যে "সচরাচর বলিতে হইলে দান, বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা যে বিষয় হস্তান্তর তাহা কেবল আবশ্যকতা বশতই ন্যায্য হয়, এবং পতির পুরুষ কুটুম্বদের নিদানে তাহার নিকটতম কুটুম্বদের সম্মতি আবশ্যক" আমরা তাঁহার হুজুর হইতে এমত লিখিতে ক্ষমতা পাইয়াছি যে "এবং" শব্দের পরিবর্ত্তে "কিম্বা" পাঠ করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা তাঁহার মানস নহে, ঐ সকল প্রমাণে প্রকাশ যে সপ্রমাণ আবশ্যকতা বশতঃ মূল্য নিমিত্ত হিন্দু বিধবা বিষয় হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ।

নিয়ম্ মেকনাটন্ সদৃশ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদের মত বলিয়া প্রকাশিত হইত তাহাতেই তাহা অত্যাদরণীয় হইত; কিন্তু তিনি নিজ বিজ্ঞাপনে আমারদিগকে জানাইতেছেন যে ভিন্ন২ মকদ্দমাতে যে যে নোট সংলগ্ন করা হইয়াছে তাহা ঐ সকল মকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি জজেরা লিখিয়াছেন অথবা মঞ্জুর করিয়াছেন, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাত্মক নোট গুলি হেনেরী কোল্‌ব্রুক সাহেবের লেখনী হইতে বিনির্গত হওয়ায় তাহা বিশেষে মান্য। উক্ত নোটে যাহা প্রাপ্তি হইতেছে তাহা এই যে—"আর আর মকদ্দমাতে পণ্ডিতেরা উক্তি করিয়াছেন যে যদিও বিধবা পতিধনের অন্যরূপ হস্তান্তর করিতে পারে না তথাপি পতির নিকটতম উত্তরাধিকারির প্রতি তৎকৃত দান শাস্ত্রসিদ্ধ। এই মত কারণাধীন বটে, কিন্তু তাহা এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে যে—বিধবার মরণ কালীন যাহারা তৎপতির উত্তরাধিকারি দাঁড়াইবে তাহারা যদি বর্ত্তমান গ্রহীতা হইতে প্রশস্ত অথবা তাহার সমান স্বত্ববন্ত হয় তবে ঐ দান আংশিক বা সামুদায়িক রূপে হউক অসিদ্ধ হইতে পারে। অবশেষে (বক্তব্য এই যে) যে প্রাড়বিবাকেরা কল্যাণীর বিরুদ্ধে মহোদার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাঁহারা উল্লিখিত নোটে যেরূপ মত মনোনীত করিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে কিছুমাত্র মীমাংসা করিয়াছেন এমত বোধ করিতে হইবে না। "গ্রহীতা হইতে প্রশস্ত অথবা সমান স্বত্ববন্ত ব্যক্তি" পদে আমার এই বোধ হয় সম্পর্কে গ্রহীতা হইতে পতির নিকটতর অথবা সমান সম্বন্ধীয় ব্যক্তি। মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ বিজয়া দেবীর মকদ্দমাতে এই মত লিখিত হয় যে পতির নিকটতম উত্তরাধিকারির প্রতি বিধবার কৃত দান সিদ্ধ—এই মকদ্দমাতে পূর্ব্বোল্লিখিত মকদ্দমার নোটে যে ভাবার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে—বস্তুতঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্র-ও অধিক উক্ত হয় নাই, তাহাতে উক্ত মত লড়ে নাই। প্রত্যুত পণ্ডিতদিগের যে ব্যবস্থার উপর ঐ নিষ্পত্তি হয় তাহা এই যে ভবিষ্যতে সমদায়াদ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে বিধবা (পতিসংক্রান্ত) ধন এক জন দায়াদকে অর্পণ করিতে ক্ষমতাবতী নহে।

রাণী শিরোমণির বিরুদ্ধে মোহনলাল খাঁর মকদ্দমাতে (যাহা বাদিকর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে) পতিকুল ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে দান করা হয়, ঐ দান পতির সকল উত্তরাধিকারির সম্মতিতে না হওয়ায়, অথবা পতির জ্ঞাতিদের অনুমতিতে (যদিও তাহারা পতির মাতামহ কুল হইতে দায়াধিকার ক্রমে নিকটতর না হউক তথাপি তাহারা বিধবার কৃত বিনিযোগ-বাধক এবং যথাশাস্ত্র তাহার রক্ষকাবেক্ষক বটে) না হওয়াতে তাহা বিরোধনীয়।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নকরচন্দ্র মিত্র ও রাজীব মিত্রের মকদ্দমা এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়ে অপ্রযুজ্য বোধ হইতেছে, কেবল তাহাতে এই মাত্র প্রকাশ যে পতির ধনাধিকারিণী বিধবার প্রতি যে বিধান বিহিত হইয়াছে তাহা পুত্রের ধনাধিকারিণী জননীর প্রতিও পর্য্যায় ক্রমে প্রযুজ্য। তাহাতে যে মাণিকলালের প্রতি কৃত দান অসিদ্ধ কথিত হইয়াছে সে মাণিক-

লাল ঐ পুত্রের মুখ্য উত্তরাধিকারী ছিল না—বাহার ধনে দানকর্ত্রী অধিকারিণী হইয়াছিল।

ব্রাউন্ সাহেবের হুজুরে যে মকদ্দমা নিষ্পন্ন হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহির ৬ বালামের ৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মুখ্যরূপে প্রতিবাদির আপত্তির পোষক। এতাবতা পূর্ব্বে নিষ্পন্ন মকদ্দমা সমূহের তাৎপর্য্য এমত নহে যে বিরোধীয় দস্তাবেজ শাস্ত্রতঃ অসিদ্ধ।

১৮৪৯ সালের সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি বহির ৪৫৭ পৃষ্ঠায় (মুদ্রিত) এক খাস্ আপীলের মকদ্দমা আছে, (যদিও তাহার রিপোর্ট অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হউক, তথাপি) তদ্দ্বারা উহ্য রূপে বোধ হইতেছে যে বিধবা অন্নাচ্ছাদন পাইলে দায়রূপ ধন নিকটতম উত্তরাধিকারিকে ছাড়িয়া দিতে ক্ষমতা রাখে। ১৮৫০ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহির ৩৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মকদ্দমাতে বিষয় ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকা স্বীকৃত বোধ হইতেছে।

রাধাবিনোদের বিরুদ্ধে হকিজুন্নেসার মকদ্দমায় হস্তলিখিত নিষ্পত্তিতে আর দুইটী বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা অল্প বিস্তর বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রতিবাদির ফল দায়ক; প্রথম এই যে বিধবা কোনরূপ ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিয়া বিষয় বর্জ্জিতা হইতে পারে, এবং তাহাতে নিজ জীবন কালে নিকটতম উত্তরাধিকারিতে অবিলম্বে বিষয় অর্শাইতে পারে; দ্বিতীয় এই যে জানমুরের বিরুদ্ধে কালাচাঁদ দত্তের মকদ্দমাতে এ আদালতে এই বিধান হইয়াছে যে কোন বিধবার কৃত বিনিয়োগে তাৎকালিক উত্তরাধিকারী সম্মতি দিয়া ঐ বিধবার জীবন কালে মরিলে তাহা তদুত্তরাধিকারির অব্যবহিত সন্ততি মানিতে বাধিত। এই বিধান কারণাধীন ও সঙ্গত বোধ হইতেছে, নতুবা বিধবার কৃত প্রত্যেক বিনিযোগই কোন না কোন অব্যবস্থায় নিবর্ত্তনীয় হইবে। পরন্তু সম্মতে তাহা বাধা বিষয়ক সাধারণ নিয়ম স্থাপিত করা যাইতে পারে না, কেননা মৃত উত্তরাধিকারির পুত্র বা অন্য সন্ততিরা তাহার দ্বারা অথবা তাহার স্বত্বের স্থলাভিষিক্ত রূপে দাওয়া করে না, কিন্তু তৎকালে জীবিতা ঐ বিধবা যাহার দায়াধিকারিণী হইয়াছে তাহার নিকটতম অক্রমাগত উত্তরাধিকারি রূপে দাওয়া করে। যথা ঐ ধনী যদি এক পত্নী ও দুই ভ্রাতাকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইত, এবং তদ্ভ্রাতা দ্বয়ের এক জন যদি ঐ পত্নীর জীবনকালে মরিত তবে ঐ মৃত ভ্রাতার পুত্রেরা নিজ পিতার প্রাপ্তব্য অংশ লইবে না। তাহারা ঐ ধনের কোন অংশ পাইবে না। তৎ সমস্ত ধন ঐ জীবিত ভ্রাতাকে অর্শিবে।

সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন্ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহির ১ বালামের ৬২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মকদ্দমার নোট (যাহা তাঁহার পুত্রকর্ত্তৃক লিখিত হয়) নিজ গ্রন্থের ৩০৯ পৃষ্ঠায় তুলিয়া তাহার যে তাৎপর্য্য নিষ্কর্ষ

করিয়াছেন তাহা বাদিনীর পক্ষে ফলদায়ক বটে, কিন্তু মধ্যতে তাহা কদাচ ন্যায্য হইতে পারে। বিধবার যে অধিকার তাহা কেবল জীবন স্বত্ব মাত্র এই কল্পনায় তিনি কহেন যে সে জীবন স্বত্ব ব্যতীত আর কিছু হস্তান্তর করিতে পারে না, তদ্ধেতু নিকটতম উত্তরাধিকারির প্রতি বিধবার কৃত যে হস্তান্তর (তাহা বিষয়ের সামুদায়িক বা আংশিক হউক) তাহার সিদ্ধতা এই কথার উপর নির্ভর করে যে ঐ বিধবার মরণকালে ঐ ব্যক্তি সমগ্র অথবা আংশিক রূপে উত্তরাধিকারী। পরন্তু এই মত হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাকের মকদ্দমাতে লার্ড জিফোর্ড সাহেব বিধবার অধিকার সম্বন্ধে যে বিধান করিয়াছেন এবং রঞ্জনমণির বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মকদ্দমাতে এই অদালত যদনুগামি হইয়াছেন, তৎসঙ্গত নহে।

আদ্যোপান্ত বিবেচনায় যদিও এবিষয় সন্দেহ রহিত নয় তথাপি আমার বোধ হইতেছে যে আনন্দময়ী দেবী ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বিধবা—পতির নিকটতম উত্তরাধিকারি কালীপ্রসন্নের ইঙ্গিত অনুমতিতে করিতে যোগ্য হওন পক্ষে প্রমাণের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে, অন্ততঃ তাহা এমত যে কালীপ্রসন্নের পুত্রেরা অথবা তাহাদের স্থলাভিষিক্তেরা তাহাতে দোযারোপ করিতে পারে না। এই তাৎপর্য্যাবধারণ যদি শাস্ত্র প্রমাণানুসারে ন্যায্য হয় তবে অবশ্য কারণসম্মত বটে। এবং ঐ তাৎপর্য্যাবধারণ যদি বিশুদ্ধ হয় তবে তাহার ফল এই যে বিলে বা আর্জিদাবীতে বাদিনী যে দাওয়া করিয়াছে তাহাতে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অংশে বাদিনীর কোন স্বত্ব নাই, অথবা এই মকদ্দমাতে ফল প্রাপ্ত হওনে তাহার কোন অধিকার নাই। মেং জস্‌টিস্ জ্যাকসন্ সাহেব বিবেচনা করিয়াছেন যে এই মকদ্দমার অবস্থানুসারে যদিও বিল (অর্থাৎ নালিষ) ডিসমিস্ হওয়া উচিত তথাপি তাহা বিনা খরচায় প্রধান প্রতিবাদিদের বিরুদ্ধে ডিসমিস হওয়া উচিত। আর আর প্রতিবাদিরা আপন২ খরচা পাইবে—এইমতে আমি সম্পূর্ণরূপে সম্মত আ[illegible]। ২১ নবেম্বর ১৮৫৬।—বুল্‌নোয়ার রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১২০—১৩৬।

এবঞ্চ দ্রষ্টব্য মধুসূদন দাস —বনাম—মহেন্দ্রলাল খাঁ প্রভৃতি।
বুল্‌নোয়ার রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ৪০।

মকদ্দমা নং -২২৫, ১৮৫১ সাল।

রামধন বখ্‌সী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্ বনাম —পঞ্চানন বসু (বাদী) ও করুণাময়ী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৪১ [illegible]ক ব্যবস্থা [illegible]।

তিন জন বিধবার স্থানে ক্রয় সূত্রে বাদী এই অভিযোগ উপস্থিত করে, রামধন প্রভৃতি প্রতিবাদিরা তাহাতে এই আপত্তি করে যে বিধবাদের স্থানে বাদির কৃত ক্রয় হক শফার অধিকার বলে অথচ ঐ বিধবাগণের

শ্বশুর নিমানন্দের এবং তাহার ভ্রাতা অর্থাৎ প্রতিবাদি রামধনের পিতা শ্যামানন্দের মধ্যে যে একরার লিখিত হওয়া কথিত হয় তজ্জন্যে আইন বিরুদ্ধ। মিসিলে দৃষ্ট হইতেছে যে নিমানন্দের তিন পৌত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। বিধবাদের কৃত বিক্রয় অশাস্ত্রীয় না হইলে ইহাদেরই মুখ্যরূপে স্বত্ব হানি হইতেছে, এবং যদি ঐ বিক্রয় আইন বিরুদ্ধ হয় তবে তাঁহাদের নালিশ করা উচিত, কিন্তু তাহারা কোন নালিশ করে নাই। প্রতিবাদিদের স্বত্ব বিশেষ উত্তরাধিকারিদের অভাবে সম্ভবা, কিন্তু (এক্ষণে) তাহা অঙ্কুরিত মাত্র, যতকাল ঐ স্বত্ব উত্থিত না হয় অর্থাৎ না বর্ত্তে, ততকাল তাহারা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনে নিজ স্বত্ব হানির দাবী করিতে যোগ্য পাত্র নহে।

প্রতিবাদিগণের কৃত দ্বিতীয় আপত্তি হক-শফা বিষয়ক। আইনমতে যেমত যেমত কর্ত্তব্য তাহা করণপূর্ব্বক তাহারা কখনো ঐ হক বলবৎ করিতে নালিশ করে নাই এবং এমত প্রকাশও করে নাই যে (ঐ বিষয়) দখলে তাহাদের অধিকার আছে।

নিমানন্দ ও শ্যামানন্দের একরার সম্বন্ধে বাচ্য এই যে বাদী ঐ একরার ভুক্ত কোন ব্যক্তি নহে, যদি তৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারিরা তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া থাকে, তবে ঐ দলীলের বিধান উল্লঙ্ঘনের ফল বাদিকে বর্ত্তিবে না, এবং তদ্বিষয়ে এ মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ইস্যু করা হইতে পারে না। যদি একরার করনীয়া ব্যক্তিদের কিম্বা তাহাদের উত্তরাধিকারিদের মধ্যে অভিযোগে কোন কারণ থাকে, তাহার উপায় প্রকাশাই আছে। ২০ জুলাই ১৮৫৩ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৬৪১—৬৪৫।

মকদ্দমা নং ৬৬৭, ১৮৫৪ সাল।

গগণচন্দ্র সেন প্রভৃতি (বাদি) আপিলান্ট্—বনাম—জয়দুর্গা ওরফে গোলকবাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

৵০ ১৮৫৮ সালের ১০ নবেম্বর তারিখে এই মকদ্দমার খাস্ আপীল মঞ্জুর হয়।

দরখাস্তকারিরা এ মকদ্দমায় বাদি। তাহারা কালিকাপ্রসাদের দত্তক পুত্র কার্ত্তিচন্দ্রের পুত্র। প্রধান প্রতিবাদিনী জগদ্দুর্গা জগৎচন্দ্রের দত্তক পুত্র অভয় লোচনের পত্নী। —জগৎচন্দ্র কালিকাপ্রসাদের ভ্রাতা প্রাণকিশোরের পুত্র।

দরখাস্তকারিরা অবীরা জয়দুর্গার নামে এই আদেশের নিমিত্তে যে সে দত্তক গ্রহণে অধিকারিণী নয়, অথচ মৃতপতির যে বিষয় তৎকর্ত্তৃক হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা রদের নিমিত্তে এবঞ্চ তাহার মৃতপতির যে বিষয় তাহাতে বর্ত্তিয়াছে তাহা দখল পাইবার নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে, বাদিরা আর্জিদাবীতে আরো লিখে যে জয়দুর্গা কেবল অন্নাচ্ছাদনে অধিকারিণী।

অধঃস্থ উভয় আদালতেই বাদিদের নালিশ এই হেতুতে অগ্রাহ্য হইয়াছে যে

তাহাদের পিতা কীর্ত্তিচন্দ্র জীবিত আছে, সে বাঁচিয়া থাকিতে এই দাবী উপস্থিত করিতে তাহাদের অধিকার নাই।

আপিলান্টের কৌন্সলিরা এমত দেখাইতে অশক্ত হইলেন যে এই আদালতের কোন নজীর অনুসারে মুখ্য দায়াদ বাঁচিয়া থাকিতে গৌণ বা দূরতর দায়াদরা বিধবার কৃত কার্য্য রদ করিতে অধিকারি হইয়াছে; পরন্তু তাঁহারা তর্ক করেন যে আপিলান্টদের পিতা মুখ্য দায়াদ, সে এই আদালতে এক দরখাস্ত করিয়া আপন দাওয়া পরিত্যাগ করাতে ঐ দোষ সংশোধন হইয়াছে, এবং তাঁহারা প্রতাপচন্দ্র দত্ত আপিলান্টের মকদ্দমাতে ১৮৫১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে হওয়া এই আদালতের নিষ্পত্তিকে ইহা জানাইবার নিমিত্তে নজীর স্বরূপ উল্লেখ করেন যে মকদ্দমা এত দূর চলিলেও এমত দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা উভয় নিম্ন আদালতের সহিত এই নিষ্পত্তি করিতে একমত হইলাম যে এই মকদ্দমা বর্ত্তমান অবয়বে চলিতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় মুখ্য দায়াদরাই বিষয়াধিকারিণী বিধবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে, বাদিরা দূরতর দায়াদ, ইহারা বিধবার কৃত কার্য্য রদের নিমিত্তে অথবা তাহার বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ নিমিত্তে নালিশ করিতে অধিকারি নয়। এবং আমরা বিবেচনা করি যে কোন ব্যক্তি বাদী বা প্রতিবাদী না হওন রূপ যে দোষ তাহা এখন শুধরিতে পারে না, এবঞ্চ কৌন্সলিরা যে নজীর দরপেশ করিয়াছেন ঐ নজীর এক্ষণে যেরূপ দরখাস্ত দাখিলের চেষ্টা হইতেছে তাহা গ্রাহ্য হওনের স্পষ্টতঃ প্রতিরোধক। আমরা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। ১২ মে ১৮৫৭ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৬১০, ৬১১।

৶০ এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—নেকরাম লাল ও ব্রজকুমার লাল (প্রতিবাদি) আপিলান্ট বনাম—সূর্য্যবংশ সাহ (বাদী) প্রভৃতি, রেস্‌পণ্ডেণ্ট—এই মকদ্দমা ১৮৫৭ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহির ৮৯১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত—ইহাতে বাদিরা অব্যবহিত উত্তরাধিকারি না হওয়ায় এবং আগে থাকিতে নালিশ উপস্থিত হওয়ায় অথচ মুখ্য দায়াদের সহিত যোগ সাজস্ দেখাইতে অপারক হওয়াতে দাবী ডিস্‌মিস্ হয়।

মকদ্দমা নং ৯৪৩, ১৮৫৭ সাল।

গৌরীকান্ত দাস ও মোসম্মাৎ রাধাবিবী (বাদি) আপিলান্ট—বনাম—ভগবতী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেণ্ট।

নজীর
৪৪ ও [illegible] সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

দরখাস্ত কারিরা অর্থাৎ বাদিরা কথিত ভাবি দায়াদ, তাহারা পিতৃব্যপত্নীর কৃত বিক্রয় রদ করিতে এবং বিষয়ের যে অংশ তৎকর্ত্তৃক অদ্যাপি বিক্রীত হয় নাই তাহা দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে এই আশয়ে যে সে অপহার না করিতে পারে। অধঃস্থ উভয় আদালতেই এই হেতুবাদে মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় যে বিক্রয়ের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ উপস্থিত হয় নাই,

অপিচ ঐ বিধবা জীবিতা থাকাতে এ মকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে না, কেননা বাদিদের যে স্বত্ব তাহা বিধবার মরণেই কেবল জন্মে, কিন্তু ঐ বিধবার অগ্রেও তাহারা মরিতে পারে।

বিচার—

সার্টিফিকেটে বর্ণিত অবস্থা বিবেচনায় আমাদের মত এই যে এ মকদ্দমা উপস্থিত করণে বাদিরা তমাদিতে বারিত নহে।—বস্তুতঃ ভর্তৃদায়াদগণের ও বিষয়ে সঙ্কুচিতস্বত্ত্ববতী হিন্দু বিধবার অথবা ঐ বিধবার স্থানে ক্রয় সূত্রে দাওয়া কারিদের মধ্যে তমাদির আইন মোটে প্রযুজ্য নয়, কেননা ঐ বিধবার দখল বা তাহার স্থানে ক্রেতার দখল কোন ভাবগতিকে বিরুদ্ধ দখল নহে, এতাবতা বিধবা যে ক্ষমতা ব্যবহার পূর্ব্বক (পতিধন) হস্তান্তর করিয়া থাকে তৎপ্রতি আপত্তি করিতে ঐ বিধবার জীবন কালের যে কোন সময়ে দায়াদগণকে ক্ষমতা আছে। কেবল বিশেষ অবস্থাতে মাত্র বিধবা ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে, এবং তাহার স্থানে যে ব্যক্তি ক্রয় করে তাহার স্বত্বাধিকার ঐ ক্ষমতা উপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপর অধিকাংশ নির্ভর করে। পরন্তু দায়াদগণের প্রাপ্য বিষয় অধিকৃত হইলে তমাদির আইন খাটিতে আরম্ভ হয়। এবং ঐ অধিকারের ১২ বৎসর পরে উপায় প্রতিরুদ্ধ হইলে হিন্দু বিধবার স্থানে ক্রেতার স্বত্ব দখল-কারির বিরুদ্ধে সিদ্ধ থাকিবে।

অপিচ আমরা বিবেচনা করি যে বিধবা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কৃত হস্তান্তর অসিদ্ধ করণার্থে, এবং আরব্ধ বা আসন্ন অপহার নিবারণ আশয়ে বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে বর্ত্তমান সদৃশ মকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আদালতে এমত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে যদ্দ্বারা আদালতের হৃদ্‌বোধ হইতে পারে যে আদালত হস্তক্ষেপ না করিলে চরমে ভাবি উত্তরাধিকারিদের ক্ষতি হইবে। ৩১ মে. ১৮৫৮ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১১০৩।

মকদ্দমা নং ২৩৬, ১৮৫৭ সাল।

রামশঙ্কর শর্ম্ম চৌধুরী (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—আনন্দময়ী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেসপণ্ডেন্ট্।

নজীর

৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ দৃষ্ট হইতেছে নিজপতির মৃত্যুর পর শ্রীমতী দখলকারিণী হয়, অনন্তর প্রতিবাদিদের পতিগণকে ঐ কথিত দান করে, পরন্তু যেহেতু পতির মৃত্যুর পরে তদ্বিষয়ে শ্রীমতীর জীবন-স্বত্ব মাত্র ছিল এবং দায়াদগণের হানি করিয়া সে তাহা হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী ছিল না, ও যেহেতু তাহার মৃত্যু না হইলে তদ্দায়াদগণের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিতে পারে না, (অতএব) শ্রীমতীর মৃত্যুর পূর্ব্বে নালিশ করিতে বাদির আবশ্যকতা ছিলনা। এবঞ্চ যে-

হেতু তাহার মৃত্যু হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, (অতএব) আমাদের মত এই যে এই মকদ্দমা তমাদির আইন অনুসারে বারিত নহে।

এতাবতা আমরা খরচা সমেত আপীল ডিক্রী ও জজের হুকুম রদ করিয়া দোষ গুণের বিচারের নিমিত্তে মকদ্দমা ফেরত পাঠাইলাম। ২০ এপ্রেল ১৮৬০। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৫০৮—৫১০।

মকদ্দমা নং ৭৭৭, ১৮৫৭ সাল।

অপ্রাপ্তব্যবহার শ্রীকান্ত হাজারীর ওসী চন্দ্রকুমার হাজারী (বাদী) যোত্রহীন আপিলান্ট্—বনাম—দ্বারকানাথ প্রধান ও বীরেশ্বর প্রধানের স্ত্রী জগদম্বা প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ৭৩৪, ১৮৫৮ সাল।

দ্বারকানাথ প্রধান (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্—বনাম—অপ্রাপ্ত-ব্যবহার শ্রীকান্ত হাজারীর ওসী চন্দ্রকুমার হাজারী (বাদী) এবং আর আর ব্যক্তি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

৵০ এই আদালতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নজীর সমূহানুসারে বিচার হইল যে—পূর্ব্ব-স্বামির পত্নী ও দুহিতা (এই) দুই যাবজ্জীবন স্বত্ববতীর মৃত্যুর পর (উক্ত) অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি প্রথম দায়াদ হওয়াতে, যদিও তাহাদের মরণান্তে জীবিত থাকিলেই কেবল ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের স্বত্ব ভবিতব্য ও তন্নিমিত্তে তাহার স্বত্ব কখনো না হইলেও হইতে পারে, (তথাপি) ঐ প্রথম দায়াদের (স্বত্বের প্রতি) যে ব্যাঘাত থাকে তাহা দূরীকরণ নিমিত্তে ও তদ্দ্বারা ঐ যাবজ্জীবন স্বত্ব-বতীদের মরণকালে জীবিত থাকিলে বিষয় দখল করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্তে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের ওসী নালিশ করিতে সক্ষম বটে।

ইহাও বিচরিত হইল যে এ প্রকার মকদ্দমাতে তমাদি আইয়ামের আইন প্রযোগ করা যাইতে পারে না। নালিশ করিতে ওসীর আবশ্যকতা ছিলনা, ঐ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার স্বত্ববান্ হইয়া নালিশ করার নিমিত্তে তাহা স্থগিত রাখি-লেই হইত; এবং এই মকদ্দমাতে ঐ নাবালগ্কে নিজ দাবী উপস্থিত করিতে তৎস্বত্ব জন্মের তারিখ হইতে বার বৎসর সময় দেওয়া যাইতে পারিত।

প্রমাণ প্রয়োগে স্থিরীকৃত হইল যে দত্তকের জননী আনন্দময়ী ও গ্রহীতা পিতা বীরেশ্বর প্রধান যে সম্পর্কে পিতৃব্যকন্যা ও পিতৃব্যপুত্র অর্থাৎ এক পুরুষ ব্যবহিত ছিল ইহা প্রমাণ করিতে বাদী সক্ষম হয় নাই। কিন্তু প্রতিবা-দিরা সম্ভ্রান্ত সাক্ষিদের সাক্ষ্যদ্বারা ইহা প্রতীত করিয়াছে যে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক আরো দূর ছিল (অর্থাৎ) এমত (ছিল) যে নৈকট্য-জন্য দত্তকতায় ব্যাঘাত জন্মিতে পারিত না,—যে দত্তক গ্রহণ কার্য্য ও তৎসম্পন্নতার আবশ্যক প্রয়োগ সকল উচিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

বাদীর আপীল খরচা সমেত ডিক্রী হইল, এবং বর্ত্তমান মকদ্দমাতে তমাদির

আইন অপ্রযুজ্য বিবেচিত আর প্রতিবাদিগণের আপীল দোষক্ষুণ সম্বন্ধে ডিক্রী হইল। উভয় আদালতের খরচা বাদির দাতব্য।—২৪ ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১৬৯২।

নং ২০, ১৮৬২।

আনন্দমোহন রায়—বনাম—চন্দ্রমণি দাসী প্রভৃতি।

নজীর
৪৪ ও ৫১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

আদালতের বিচার।—এক হিন্দু অবীরার পতির উত্তরাধিকারী তদ্বিধবার কৃত কোন দানাদি অসিদ্ধির নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত করে। অধঃস্থ আদালতদ্বয় সমুদায় প্রতিবাদিগণকে ওয়াসিলাৎ ও খরচার দায়ি করিয়া মকদ্দমা ডিক্রী করেন। প্রতিবাদিরা এ আদলতে (খাস) আপীল করে এই হেতুবাদে যে এ মকদ্দমা তমাদির আইনের দ্বারা বারিত। তৎপক্ষে এই আপত্তি করা হয় যে ঐ বিধবার কৃত দানের তারিখে (অর্থাৎ) ১২৪৭ সালের ৬ আশ্বিনে বাদির স্বত্ব উত্থিত হয়, এবং এই দলীলের বুনিয়াদে ইতিপূর্ব্বে বাদির উপস্থিত করা এক মকদ্দমা ১২৪৯ সালের ৮ অগ্রহায়ণ তারিখে নন্‌স্যুট্ হয়। বর্ত্তমান মকদ্দমা ১২৬৬ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে উপস্থিত হয়। আমাদের রায় যথা—"ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে ১২৬১ সালের ২২ মাঘ তারিখে ঐ বিধবা মরে, এবং তৎপতির উত্তরাধিকারী রূপে বাদির যে স্বত্ব তাহা ঐ বিধবার মরণে ভবিতব্য ছিল, বাদির পক্ষে নালিশের কারণ দুই ছিল, তাহার এক ঐ দানে উত্থিত হয়, অন্য ঐ বিধবার মরণে নিজ উত্তরাধিকারিত্ব রূপ স্বত্বে উত্থিত হয়। (জিলার) জজ বাস্তবিক রূপে স্থির করিয়াছেন যে ঐ দান কখনই তামিল হয় নাই, ও বিধবার মৃত্যু দিবস পর্য্যন্ত তাহারই দখল ছিল। বাদী দানসূত্রে কোন স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা যদি স্বীকারও করা হয়, তাহাতে বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র বই হস্তান্তরিত হইতে পারে নাই। বাদির উত্তরাধিকারিত্বরূপ যে স্বত্ব তাহা আমাদের মতে তাহাতে নিমগ্ন হইতে পারে না, এবং এরূপে উত্তরাধিকারিত্ব জন্য নালিশ উপস্থিতির যে কারণ তাহা ধ্বংস হইতে পারে না।

নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল।

হা. কো. আ. মার্শালের রিপোর্ট, বা. ১, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৪৭।

নং ১০৪, ১৮৬০ সাল।

রজনীকান্ত মিত্র প্রভৃতি আপিলান্ট্—বনাম—প্রাণচাঁদ বসু প্রভৃতি, রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৪১, ৪৩ ও ৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

আপিলান্ট্ রজনীকান্ত মিত্র জিলা যশোহরের আদালতে পরিবারীয় যৌত বিষয়ের মধ্যে নিজ মাতামহ নৃসিংহ বসুর (যিনি গোকুলচন্দ্র বসুর চারি পুত্রের মধ্যে এক পুত্র ছিলেন) চতুর্থ অংশ পাইবার নিমিত্তে

নালিশ করে, এবং প্রাণচাঁদ ও মোতি লাল প্রতিবাদিদ্বয়ের পিতা রামতনু ও রামদয়াল ঐ গোকুলের অন্য দুই পুত্র ছিল। বাদী কহে তন্মাতামহ রাম নৃসিংহের পত্নী (অর্থাৎ) তাহার মাতামহী সূর্য্যমণি, ও মাতা সারদামণি এবং সে স্বয়ং ১৮৬২ সালে প্রাপ্তব্যবহার হওয়া পর্য্যন্ত ভদ্রাসন বাটীতে থাকিয়া পরিবারীয় বিষয় যৌতরূপে ভোগ করে, তৎকালে নিজ অংশ দখল পাইতে দাওয়া করায় তাহার মাতার পিতৃব্যপুত্রেরা তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে ও তাহার স্বত্বাধিকার অস্বীকার করিয়াছে।

আমাদের সম্মুখে তমাদী আইয়ামের আপত্তির উপর জোর করা হয় নাই, এবং এতাদৃশ মকদ্দমাতে (যথায় তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার রূপে একত্র বাস করে) বাদির অব্যবহিত পূর্ব্বাধিকারিরা স্ত্রীলোক হওয়াতে এমত বিরুদ্ধ দখল ঘটিতে পারে না যাহাতে তমাদির ওজর বলবৎ হইতে পারে।

পরন্তু এ মকদ্দমাতে আর এক আপত্তি করা হইয়াছে তাহা এই যে বাদির জবীরা মাতৃ-স্বসা বিন্ধ্যবাসিনী ও নৃত্যকালী অদ্যাপি জীবিতা আছে তাহাদের জীবনান্তে বাদী বাঁচিয়া থাকিলে তবে তাহার স্বত্বাধিকার ভবিতব্য, এতাবতা উচিত কালের পূর্ব্বে নালিশ করা হইয়াছে। পরন্তু এই দুই নারী নথিতে এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে যদ্দ্বারা তাহারা নিজ নিজ স্বত্বাধিকার এককালে পরিত্যাগ করিয়া বাদিকে স্বত্ববান্ দায়াদ স্বীকার করত এই মকদ্দমাতে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি দিয়াছে। আমাদের বোধ হইতেছে (জিলার) জজ এই কথা অকারণে কহিয়াছেন যে ঐ দরখাস্ত কোন ক্রমে প্রামাণ্য করিতে পারা যায় না। তিনি কহেন "এ দরখাস্ত কে দাখিল করিল তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না, এবং এদেশীয় স্ত্রীলোককে যে কোন বিষয়ে স্বস্ব'নাম ব্যবহার করিতে দিতে রত করা যাইতে পারে।" এমত বিবেচনার প্রতি আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই না। দরখাস্ত খানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের দ্বারা দাখিল হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, এবং ঐ স্ত্রীলোকেরা ঐ দরখাস্ত অস্বীকার করিয়াছে এমতও উল্লিখিত হয় নাই, আমরা বিবেচনা করি ঐ দরখাস্ত অবশ্যই ফলদায়ক হইবে।

ঐ দরখাস্তের ফল কি হইতে পারে ইহা আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তর্ক করা হইয়াছে যে স্ত্রীলোকে এমত কর্ম্ম করিতে অথবা এমত কর্ম্মে সম্মতি দিতে সমর্থা নহে যাহাতে অধিকারিশৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এতাবতা অত্র মকদ্দমাতে ঐ দুই নারীর সম্মতি এমত ব্যক্তিকে দায়াধিকার দিতে কার্য্যকারক হইতে পারে না—যে ব্যক্তি চরমে যথা-শাস্ত্র দায়াধিকারী না (হইলেও না) হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এ আপত্তি অগ্রাহ্য। ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে যে বিষয়ে কোন হিন্দু বিধবার যাবজ্জীবন মাত্র সত্ত্ব থাকে তাহা সে অব্যবহিত (অর্থাৎ মুখ্য) দায়াদের সম্মতিতে

হস্তান্তর করিতে যোগ্যা, এবং তদব্যবহিত দায়াদকে ঐ বিষয় দিতে সে আদালতের আদেশে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছে ; ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে সংসার আশ্রমান্তর গতা হইলে—যথা বৈরাগিণী হইলে—বিধবা তৎক্ষণাৎ বাদির উপর স্বত্ব বর্ত্তাইতে পারে। আমরা বিবেচনা করি বাদির মাতৃস্বসারা প্রতিবাদিদের উপর স্বত্ব বিষয়ক যে আপত্তি উত্থাপন করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবতী ছিল, এবং তাহাদের পরে ভবিতব্য দায়াদ বাদী যাহা উত্থাপন করিতে পারিত, সেই বিশেষ আপত্তি যখন বাদী উত্থাপন করিতেছে, ও তাহারা স্পষ্টরূপে স্বকীয় স্বত্ব বাদিকে ছাড়িয়া দিতেছে এবঞ্চ এই মকদ্দমাতে সম্মতিও দিতেছে, (তখন) প্রতিবাদিরা এমত আপত্তি করিতে অনুমতি পাইতে পারে না যে তাহাদের মরণের পর বই বাদী নালিশ করিতে সমর্থ নহে।

অনন্তর যে প্রমাণদ্বারা নিম্ন আদালতে এক হেবা বা দান সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল আদালত তাহা পুনঃ দৃষ্টি করিলেন এবং এমত বিবেচনা হওয়াতে যে তদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় নাই—

আপিলান্ট্‌দের পক্ষে রায় দিলেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৮৬২ সাল। হা. কো. আ. মার্শ্যালের রিপোর্ট, পৃ. ২৪১—২৪৩।

হরিদাস দত্ত—বনাম—রঙ্গনমণি দাসী প্রভৃতি।

নজীর
২৪—২৭, ৪৪, ৫০ ও ৫৫, নজ্যাক ব্যবস্থা বিষয়ক।

হীরালাল মল্লিক করুণাময়ী নাম্নী পত্নীকে এবং চারি কন্যাকে অর্থাৎ নবকুমারীকে, এবং রঙ্গনমণি, অপর্ণা, ও কৃষ্ণমণি প্রতিবাদিনীত্রয়কে রাখিয়া উইল না করিয়া মরে।

হীরালালের মৃত্যু কালে রঙ্গনমণি পুত্রহীনা ও বিধবা হইয়াছিল, জয়মণি তদনন্তর বিবাহিতা হইয়া বাদি হরিদাস দত্ত ও শিশু প্রতিবাদি শিঙ্গীচরণ এই দুই পুত্র প্রসব করে,—অপর্ণাও বিবাহিতা হইয়া দুই কন্যা প্রসব করে (তন্মধ্যে এক জন্মিয়া অল্প কাল পরেই মরে, অন্যা বিবাহের অল্প কাল পরে এক পুত্র রাখিয়া মরে, ঐ পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে)। কৃষ্ণমণির বিবাহ ২৪ বৎসর হইল হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তান হয় নাই। চতুর্থ কন্যা নবকুমারী পিতার মৃত্যুর পর বিবাহিতা হইয়াছিল, কিন্তু বহুকাল হইল প্রসবকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হীরালালের মরণান্তে তৎপত্নী তাহার প্রতিনিধিরূপে বিষয় বিভব অধিকার করিয়া তাহা যাবজ্জীবন দখলে রাখে;—পত্নীর মরণান্তেই কন্যাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং তাহারা সকলেই পরস্পর একুইটীতে (অর্থাৎ হকিয়ত্ বিষয়ক জাবেতা) নালিশ করিল। এই সকল মকদ্দমা শ্রবণ ও বিচারের নিমিত্তে প্রস্তুত হওনকালে সকল পক্ষের সম্মতি অনুসারে এই মর্ম্মে নিষ্পত্তির হুকুম হইল যে—"রঙ্গনমণি তাহার সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিবে, এবং তাহার নালিশ ডিসমিস হইলে পর সে ৬২০০০ টাকা পাইবে, ও পরিবারের

বসত বাটীর মধ্যে ভাড়া না দিয়া বাস করিবে। অপিচ রঙ্গমণি, অপর্ণা ও জয়মণি ইহারা গৃহ-বিগ্রহের পূজা পালা করিয়া করিবে। অপর্ণা ও জয়মণি এই দুই কন্যা কেবল তাহার মাতার মরণ কালীন পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা থাকাতে অবশিষ্ট বিষয় ইহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে।

অনন্তর দায়াদ হরিদাস দত্ত নালিশ উপস্থিত করিল, ঐ নালিশের (অর্থাৎ আর্জির) বয়ান এই যে প্রতিবাদিরা পরস্পর সাজস করিয়া, উত্তরাধিকারিকে ফাঁকি দিবার নিমিত্তে ফেরেব করিয়াছে, এবং আদালতকে যোগালতা দিয়াছে। রঙ্গমণি অপুত্রা বিধবা, তাহার কিছুতে অধিকার নাই, আর জয়মণির ও অপর্ণার কেবল যাবজ্জীবন ভোগাধিকার মাত্র, প্রার্থনা এই যে তাহারদিগকে বাধা দেওয়া যায় যে তাহারা আপন মতলব সিদ্ধ করিতে এবং আর হস্তান্তর ও অপচয় করিতে না পারে। এই বিলের উপর ডিমরর অর্থাৎ বাধার আপত্তি উপস্থিত হয় যে—বাদিকে এমত নালিশ করিতে ক্ষমতা নাই।

কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেব যে বিচার করিলেন তাহার সার ভাগ, যথা—"হিন্দু নারী উত্তরাধিকারিণীরূপে সঙ্ক্রান্ত ধনাধিকারিণী হইলে তাহার সে অধিকার কি প্রকার, এবং তাহার অব্যবধান পরে ঐ ধনে যাহার স্বত্বসম্বন্ধ আছে তাহারই বা অধিকার কি প্রকার, প্রধানতঃ এই (দুই) কথার উপর এই আপত্তি উপস্থিত। বর্ত্তমান অধিকারির পরে শেষোক্ত ব্যক্তির যে স্বত্ব তাহা তাহাতে বর্ত্তে নাই,—তাহার সে স্বত্ব কেবল শর্ত্তী মাত্র। উত্তরাধিকারিণী নারীকে শাস্ত্রের বিধানদ্বারা বিষয় অর্শানতে সে তাহা প্রাপ্তা হয়, পূর্ব্ব স্বামির দান বা ক্রিয়া দ্বারা পায় না। বিশেষ নিমিত্ত ভিন্ন ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, তাহার যে (তাহাতে) অক্ষমতা সে সাধারণ, (কিন্তু) ক্ষমতা বিশেষ কার্য্যে মাত্র। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব এই অধিকারকে জিম্মাদারী অধিকার বলিয়াছেন, তিনি ঐ বাক্যটী তৎপ্রকৃত পারিভাবিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া থাকিবেন। তিনি কহেন "সে (অর্থাৎ বিধবা) অন্যের নিমিত্তে জিম্মাদার, এমত যে যদি সে অপহার করে, তবে (তৎ পতির দায়ে) যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে নিস্‌সন্দেহে তাহারা এমত ক্ষমতা রাখে যে তেমত করণে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে।" প্রিবিকৌন্সিলে লার্ড জিফোর্ড্ সাহেব আপন বিচারে কতিপয় পণ্ডিতের যে মত (যাহার উল্লেখ পরে হইবে) প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত উক্ত মত মিলে। মৃতের ত্যক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ স্বত্বসম্বন্ধ আছে সে বর্ত্তমান কালে আপনাতে স্বত্ব না বর্ত্তান প্রযুক্ত যদি নালিশ করিতে না পারে, তবে কেহই নালিশ করিতে পারিবে না, এবং তাহার ফল এই হইবে যে অপহার করিতে পারে না যে হিন্দু বিধবা, এবং অপহার করিতে গেলে যাহাকে যে কোনরূপে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, সে ঐ সংক্রান্ত ধন সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য ব্যবহারের ব্যভিচার করিবে, আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম্ম করিবে, এবং শাস্ত্রে তাহার ব্যবহারের যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে উত্তরাধিকারির অনিষ্টে তাহার অতিক্রম করিবে,

এবং ঐ উত্তরাধিকারী পক্ষীর অব্যবহিত পরে সম্ভাবিত স্বত্ববান্ হইয়াও নিরুপায় হইয়া ঐ কৃত অনিষ্ট দৃষ্টি করিতে থাকিবে। ইহা হইলে—"প্রত্যেক অনিষ্টেরই প্রতীকার আদালতে হয়" এই যে প্রসিদ্ধ কথা তাহার মত কিছু হইল না। এবং যে সঙ্কোচ শাস্ত্রে বলবতীকৃত হইল না সে সঙ্কোচ বা বাধার উল্লেখই-বা কেমত বৃথা জল্পনা হইবে।

হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমায় (ক্লার্ক্ সাহেবের রিপোর্টের ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রিবি কৌন্সিলের জজ লার্ড জিফর্ড্ সাহেব আপনার বিচারপত্রে কতিপয় পণ্ডিতের মত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্‌যথা—"হিন্দু উত্তরাধিকারিণীকে বিষয় দানাদি করিতে যে রূপ ক্ষমতা আছে সে তাহার অতিক্রম করিলে তাহাকে নিবারণ করা যাইতে পারে"। ধর্ম্মশাস্ত্র-লেখক সকলেরই এই মত; এবং ইহা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দায় শাস্ত্রীয় সাধারণ যে ব্যবস্থা তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে, অথচ সর্ব্বথা বিচারসঙ্গত, কেননা শাস্ত্রে যাহার দান বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং দায়াদগণের প্রতি যাহার কর্ত্তব্য এই যে আদন বিষয়কে রক্ষা করে, সে যদি নিজ কর্ত্তব্যাতিক্রমে দানাদি করে তবে তাহা নিবারণ করণের ক্ষমতা কোথাও থাকা উচিত ও ন্যায্য। কিন্তু ঐ নিবারণের ক্ষমতা কোন্ কার্য্যের—যদি আদালতে তাহার ফল না হয়! অতএব এই মকদ্দমা যে সাধারণ হেতুতে ডিগরের যোগ্য নয় ইহা স্থির করা আদালতকে কঠিন বোধ হইল না। এক্ষণে বিবেচনা করিতে বক্রী এই যে নালিশী আর্জিতে অপহারের অথবা অপহার গণ্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ এজ্‌হার আছে কি না। অনিষ্ট অপেক্ষা যে প্রতীকার অধিক হওয়া উচিত নয় অত্র সন্দেহো নাস্তি।

বর্ত্তমান দায়াধিকারির বিরুদ্ধে সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী নালিশ করিলে ঐ নালিশকরণিয়াকে অবশ্য এমত দেখাইতে হইবে যে বিষয় নষ্ট হওনোন্মুখ, যদ্দ্বারা আদালৎ সকারণ অনুভব করিতে পারেন যে বর্ত্তমান অধিকারী যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত, তাহা নিবারণের হুকুম যদি না দেওয়া হয় তবে তৎ পরে যে দায়াদদিগের অধিকার হইবার সম্ভাবনা তাহাদের অনিষ্ট হইবে। শাস্ত্র-সম্মত নয় এমত কোন দান বা বিক্রয়াদি হইয়াছে কিম্বা হয় হয় হইয়াছে এমত দেখাইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। (কেননা) অধিকারিণী নারীর এত অধিক স্ত্রীধন থাকিতে পারে—যাহাতে এজহারি ক্ষতির দশগুণ পূরণ হইতে পারে, এবং ক্ষতির অত্যল্প আশঙ্কাও না হইতে পারে, অথবা হস্তান্তর হওয়া বস্তুর বিশেষ মূল্যও না হইতে পারে।

এই বিলের দ্বারা যে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি কোন মতেই সম্ভব বোধ করিনা, ফলতঃ বিলের একাংশে এমত বয়ান আছে যে তাহাতে সাজসের অসম্ভাবনা প্রকাশ পাইতেছে;—ঐ বয়ান এই যে বিল ফাইল হওয়ার পূর্ব্বে বিরোধ ছিল। বাদী যে হিসাব চাহে তাহা সে পাইবার যোগ্য নয়। অপর পক্ষ যে মকদ্দমা করিয়াছে, বা তাহারা পরস্পর যে প্রকার ব্যবহার করি-

য়াছে, অথবা সম্মতিতে যে ডিক্রী হইয়াছে, কিম্বা ঐ ডিক্রী ন্যায্য কি না, অথবা উক্ত মকদ্দমাতে বাদি প্রতিবাদি কর্ত্তৃক আদালৎপ্রতারিত হইয়াছেন কি না (এই সমস্ত হস্তান্তর-করণ-মানসের প্রমাণ না হইলে) এই সকলের সহিত (এ মকদ্দমায়) বাদির কোন এলাকা নাই। রঙ্গণমণিকে বাটীর মধ্যে পরিবারের সামিলে থাকার ও বাটীর মধ্যে তাহাকে যাবজ্জীবন বিনাভাড়ায় থাকিতে অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে আন্দাশ করিতে বাদির অধিকার নাই। ঐ রূপ হস্তান্তর করণে বিষয় নষ্ট হয় না, নষ্ট হইবার আকারও নাই, উক্ত রূপ অধিকার যদি অন্যায় রূপে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব-সম্বন্ধ আছে তাহাদের সম্বন্ধে তাহা বলবৎ থাকিবেনা। দেব-সেবার পালা বিলির বিষয়ে বাদী যে আপত্তি করিয়াছে তাহাও একমদ্দমাতে করিতে তাহার অধিকার নাই। ঐ পালা বিলি ন্যায্য বা অন্যায় হউক তাহার আপত্তি এই মকদ্দমাতে করিবার কোন কারণ নাই। অপহার ও অপহারগণ্য অপচয় হেতুতেই কেবল এ মকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে। প্রতিবাদিনীদের মধ্যে কাহারো আপনার পৃথক্ ধন ছিল কি না তাহা প্রকাশ পাইতেছে না। যদিও তাহাদের মাতার ধন স্ত্রীধন বটে তথাপি যে স্ত্রীধন উত্তরাধিকারিণী স্ত্রীলোককে অর্শে তাহা সে হস্তান্তর করিতে গেলে তাহাকে বাধা দেয়া যাইতে পারে, তাহাতে ঐ অধিকারিণীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইয়াছে এমত বিবেচনা করা যাইতে পারে না। বিলে লিখিত হইয়াছে যে টাকা নষ্ট হইবে, এবং ফেরেব ও প্রতারণা করার কথাও লিখিত হইয়াছে,—যেখানে প্রতারণা হইতে লাগিল সেখানে আশঙ্কার বিলক্ষণ কারণ আছে। এই সকল পর্য্যালোচনায় বোধ হইতেছে যে ডিমরর অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য, মকদ্দমার শুনানি পর্য্যন্ত খরচা বার-করা বাকী থাকিল, তৎকালীন আদালত্ আরো উত্তম রূপে বিবেচনা করিতে পারিবেন যে উক্ত কর্ম্ম সকল অপহাররূপে গণ্য কি পরিণাম-দর্শিতাপূর্ব্বক এমত মকদ্দমা রফার নিমিত্তে করা হইয়াছে—যাহা চালাইতে হইলে বিষয় নষ্ট হইত। সুপ্রীম্ কোর্ট। ২৭মে, ১৮৫১ সাল। টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট. বা. ২, খণ্ড ৫।

হরিদাস দত্ত, আপিলান্ট্—বনাম—শ্রীমতী অপর্ণা দাসী প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট্।

কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট হইতে (উপস্থিত) আপীলে———

রাইট্ অনরেবল্ টি. পেম্বর্টন্ লিগ্ সাহেব (রায় প্রকাশ করিলেন যথা)—

৶০ মহামান্য জজেরা রেস্পণ্ডেন্টের কৌন্সলিকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারিণী জীবনান্ত পর্য্যন্ত যে বিষয় অধিকার করে সেই বিষয়ে (পরে) যাহার অধিকার সেই ব্যক্তি এই নালিশী আর্জী দাখিল করিয়াছে, এবং ঐ আর্জী এই হেতুবাদে লিখিত হইয়াছে যে যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারিণী যে প্রকারে ঐ বিষয় ব্যবহার করিতেছে তাহাতে তাহা (নষ্ট

হইবার) আশঙ্কান্বিত। ঐ যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারিণী হিরালাল মল্লিকের দুহিতা,—হিরালাল উইল না করিয়া মরে। হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাকের মকদ্দমায় এই আদালতে অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনান্তে বিচরিত হইয়াছে যে—যে বিষয় একজন দখল করিতে অধিকারী ও আর একজন তাহাতে তৎপরে অধিকারী তাহা সাধারণ কোশে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ইংলণ্ডদেশের একুইটি আদালতে যে নিয়ম প্রযুজ্য তাহা ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবার অধিকৃত বিষয়ে প্রযুজ্য নয়।

বিলের (অর্থাৎ আর্জির) বয়ান এই যে এবিষয়ে হিন্দু বিধবা ও দুহিতা সমান অবস্থাপন্না। দানাদি বিষয়ে তাহারা সমান অবস্থাপন্না হউক বা না হউক, নিদানে ঐ সংক্রান্ত ধন স্ব স্ব জীবনান্ত পর্য্যন্ত ব্যবহারে ও ভোগাধিকারে তাহারা সমান অবস্থাপন্না বটে, এবং এ আদালতে আমাদের নিকট যে মকদ্দমার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে বিহিত বিধান এই যে, যে ব্যক্তির দখলে বিষয় থাকে তাহার হস্ত হইতে বিষয় লইবার নিমিত্তে কেবল এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে এক ব্যক্তি দখলকারীরূপে অধিকারী অন্য ব্যক্তি তৎপরে অধিকারী, কিন্তু এমত দেখান আবশ্যক যে—যে ব্যক্তি দখিলকার আছে সে যে প্রকারে ঐ বিষয় ব্যবহার করিতেছে তাহাতে তাহা (নষ্ট হইবার) আশঙ্কনীয় তবে তদবস্থাতে ও তদবস্থাতেই কেবল—আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন।

এতাবতা উক্ত নিষ্পত্তিতে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে এবং যতকাল সর্ এডওয়ার্ড রায়ন সাহেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী সর লরেন্স পীল্ সাহেব সুপ্রিম্‌কোর্টের জজ ছিলেন ততকাল তাঁহারা ঐ ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করাতে তাহা বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থাপিত বিধান বিবেচনা করিতে হইবে।

এস্থলে বিবেচ্য কথা এই যে—এমকদ্দমাতে এমত কিছু দেখান হইয়াছে কি না যাহাতে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়, অথবা বিলেতে যেরূপ লিখা হইয়াছে তাহা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে কি না। (মিসিলে) যে প্রমাণ আছে তাহা কেবল প্রতিবাদিনীর জওয়াব্ মাত্র। মহামান্য জজদিগের নিকট প্রকাশ পাইতেছে যে তাহা মূলে সপ্রমাণ হয় নাই। তিন মাসের মধ্যে ৩৯০০০ টাকা সুদে বসাইয়া, এবং (মজুত) টাকার চারি ভাগের তিন ভাগ অথবা ন্যূনসংখ্যা তিন ভাগের দুই ভাগ কোম্পানির কাগজ ভিন্ন অন্যরূপে সুদে বসাইয়া হিন্দুদের সচরাচর ব্যবহারানুসারে রেস্‌পণ্ডেন্ট্ কিয়দংশ টাকা তাহার ঘরে রাখিলে তাহাকে কি অপহারাপরাধে অপরাধিনী বলা যাইতে পারে, অথবা তাহাতে কি বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র অপহার করার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? মহামান্য জজদিগের রায় এই যে তাদৃশ কেস্ সপ্রমাণ হয় নাই, এবং যেহেতু যে কারণে বিল্ ফাইল করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণ হইল, অতএব এই আপীল অবশ্যই খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

ইহাও আমাদের বিবেচ্য যে যে বিধানের নিমিত্তে কৌন্‌সলিরা এক্ষণে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন তাহার যদি কোন বুনিয়াদ থাকিত তবে যে মকদ্দমাতে

এমত প্রার্থনা করা হইয়াছে তাদৃশ মকদ্দমা আমাদের বিবেচনায় অতি সচরাচর হইয়া থাকিবে, তথাপি যে মকদ্দমাতে আসন্ন আপদ সুস্পষ্ট অথবা আপদের আশঙ্কা আদালতের সন্তোষ-জনকরূপে প্রমাণ হইয়াছে তাহা ভিন্ন কি সদর-দেওয়ানী আদালত কি সুপ্রিমকোর্ট হইতে অন্য কোন এমত নজীর দর্শান হয় নাই যাহাতে তাদৃশ হস্তক্ষেপের কোন হুকুম প্রদত্ত হইয়াছে।

মহামান্য জজেরা শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে এই ডিক্রি স্থিরতর রাখিতে পরামর্শ দিবেন। ১৪ ও ১৫ জুলাই ১৮৫৬ সাল। প্রিবি কৌন্‌সিলের ডিক্রী, মূর্‌স্‌ ইণ্ডিয়ান আপীল, বা. ৬. পৃ, ৪৩৩——৪৪৭।

মধুসূদন দাস—বনাম—মহেন্দ্রলাল খাঁ প্রভৃতি।
ইজেক্‌ট্‌মেন্ট্—মেদিনীপুরস্থ ভুমি বিষয়ক।

জজ্ জ্যাক্‌সন্ সাহেব (আদালতের) রায় শুনাইলেন,—যাহা হইতে মকদ্দমার অবস্থা সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ্যমান।

নজীর
৪২, ৪৩, ৪৪, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক

বিরোধীয় বিষয়ে রাজা অযোধ্যা রামের যে স্বত্বাধিকার বাদী তাহা শরিফের নিলামে খরিদ করে, এক্ষণে ঐ বিষয়ের ছয় ভাগের ভাগ আমাদের বিচারের বিষয়। যদি বিধবা শঙ্করা দেয়ী রাজা অযোধ্যারামের সম্মতিতে অন্য অন্য প্রতিবাদিকে এক দানপত্র না লিখিয়া দিতেন তবে তাহাতে রাজা অযোধ্যারাম অধিকারী হইতেন। (পূর্ব্ব) বিচারে আদালতের যে রায় হয় তাহা এই যে ঐ দলীল যথার্থতঃ শঙ্করাদেয়ী দস্তখত করিয়া দেন, এবং রাজা অযোধ্যারাম ও তাঁহার পাঁচ ভ্রাতা (যাহারা শঙ্করা দেয়ীর মরণকালীন জীবিত থাকিলে ঐ বিষয়ে অধিকারি, তাহারা) ঐ দলীলে মঞ্জুর শব্দ সহ আপন আপন দস্তখত করেন। আদালতের আরো বিবেচনা হইল যে ঐ দলীল দস্তখতের সময় রাজা অযোধ্যারাম ঋণগ্রস্ত ছিলেন, ও বিধবা শঙ্করা দেয়ী তাহা অবগতা ছিলেন, পরিবারের মধ্যে ঐ বিষয় রক্ষিত হয় এই অভিপ্রায়ে বন্দোবস্তস্বরূপ ঐ দলীল লিখিত হয়, এবং অযোধ্যারাম বিনা মূল্যে ও মহাজনদিগকে বঞ্চনার অভিপ্রায়ে তাহা দস্তখত করেন। এপ্রযুক্ত আদালতের এই রায় হয় যে ঐ দানপত্রদ্বারা ষড়ংশের একাংশ (যাহা অযোধ্যারামের স্বত্ব তাহা) প্রতিবাদিদিগকে বর্ত্তে নাই, তদনুসারে আদালত বাদিকে ঐ অংশের ডিক্রী দেন। প্রতিবাদিদের পক্ষে এক রূল নাইসাই অর্থাৎ শর্‌তি হুকুম হয় এই হেতুবাদে, যে যদিও রাজা অযোধ্যারাম তাঁহার মহাজনেরা উক্ত বিষয়ে তাঁহার স্বত্ব না লইতে পারে এই আশয়ে ঐ দলীলে সম্মতি ও যোগ দিয়াছিলেন, তথাপি তাদৃশ দস্তখতে ঐ দলীল ষড়ংশের একাংশে মহাজনদিগের বিরুদ্ধে বাতিল হয় নাই। এক্ষণে আমারদিগকে ঐ হুকুমের বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রতিবাদিরা যে কহে—'আমরা শঙ্করাদেয়ীর লিখিয়া দেওয়া দলী-

লের বুনিয়াদে দাওয়া করি, রাজা অযোধ্যারামের সম্মতি অনুসারে করিনা,'— এতদ্বিষয়ে বাচ্য এই যে অপুত্রক মৃত হিন্দুপতির ত্যক্ত ধনে তৎপত্নীর স্বত্বাধিকারের সীমা বিষয়ে বহুকালাবধি বৈরোক্তিজনক তকরার চলিতেছে।—সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেব বিবেচনা করেন তাহার যে স্বত্ব সে যাবজ্জীবন স্বত্ব বই নয়। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব তাহা জিম্মাদারি বিষয় বিবেচনা করেন। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থাপিত হওয়া বোধ হইতেছে যে বিধবা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে শাস্ত্রানুসারে সঙ্কুচিত দায় গ্রহণ করে—হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা না থাকা সাধারণ, এবং হস্তান্তর করিতে তাহার যে ক্ষমতা সে কদাচিৎ মাত্র। সে পতির বিষয় অধিকার করিতে ও ভোগ করিতে স্বত্ববতী, কিন্তু নিজ বর্ত্তনার্থে অথবা পুণ্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম্য দানার্থে (যথা কন্যার বিবাহ যৌতক, দেবালয় নির্ম্মাণ বা পুষ্করিণী খনন নিমিত্তে) আবশ্যক না হইলে অথবা পতির কুটুম্বগণকে কিয়দংশ দান করা না হইলে। সে তাহা পতির উত্তরাধিকারিদের অনুমতি বিনা হস্তান্তর করিতে পারে না। অপিচ পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে সে তদ্বিষয়ের পূর্ণাধিকারিণী হয়, এমতে তদ্বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগাদি হইলে পতির দায়াদগণকে ঐ বিধবার সহিত একত্র বাদি বা প্রতিবাদি করার আবশ্যকতাভাব। হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে—"টেনান্টস্ ফর লাইফ্" (অর্থাৎ যাবজ্জীবন অধিকারী।) ও "রিমেণ্ডর মেন" (অর্থাৎ কাহারো পরে অধিকারি) এমত শব্দ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বোধ হইতেছে বিধবা অধিকারিণী হইলে তাহার মৃত্যুর পর তৎপতির যে দায়দরা ঐ বিধবার মরণকালে জীবিত থাকে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে অধিকারি হয়।

বিধবার জীবনকালে তৎপতির মুখ্য দায়াদগণের যেরূপ স্বত্ব তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ স্বত্ব নিশ্চিতরূপে বর্ত্তে নাই। কেননা ঐ বিধবার মৃত্যু না হইলে কে তাহার পতির উত্তরাধিকারিরূপে ধনাধিকারী হইবে তাহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। এতাবতা রঞ্জনমণির বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মকদ্দমাতে সর্ লরেনস্ পীল সাহেবের কৃত নিষ্কর্ষ অর্থাৎ—বিধবার জীবন কালে সন্নিকৃষ্ট উত্তরাধিকারির যে স্বত্ব তাহা শর্ত্তী স্বত্ব—যথার্থ বোধ হইতেছে, এবং তাহাই এক্ষণে এ আদালতের অসন্দিগ্ধ ব্যবস্থা, তথাপি ঐ স্বত্ব এরূপ যে তৎকালে জীবিত উত্তরাধিকারিরা দরখাস্ত করিলে আদালত বিধবাকে অপহার করণে নিবারণ করিবেন।

উক্ত দস্তাবেজ খানি যে অযোধ্যারাম মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে, এক্ষণে ঐ দস্তাবেজ কেবল শঙ্করাদেয়ীর লিখিয়া দেওয়া এমত বিবেচনা করিলে, আমরা অনুমান করি যে ঐ বিধবার মৃত্যুর পর প্রতিবাদিরা ঐ দস্তাবেজের বুনিয়াদে কিছু পাইতে পারে না।

পরন্তু ঐ দস্তাবেজে অযোধ্যারামের মঞ্জুরি লিখিত হওয়াতে তাহার ফল আরো বিস্তৃত হইয়াছে। অযোধ্যারাম মঞ্জুর বলিয়া যে দস্তখত করিয়াছেন তাহা ঐ কএকটী কথার প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে হস্তান্তর পত্র না হইলেও

হইতে পারে। পরন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিষয় হস্তান্তরের নিমিত্তে লেখা আবশ্যক নাই। এবং এই আদালতে যে বহুসংখ্যক নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে এই মত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে ঐরূপ মঞ্জুরীতে অযোধ্যারাম উত্তরাধিকারির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারে এবং তাহার ভবিতব্য স্বত্ব ঐ বিধবা হইতে দান গ্রহীতাকে বর্ত্তিতে পারে। এই মকদ্দমাতে এমত তর্ক করা হইয়াছে যে অযোধ্যারামের মঞ্জুরীও এমত ফলদায়ক যেন ঐ বিষয় এককালে হস্তান্তর করিতে শঙ্করা দেয়ীকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এমত স্বীকার করা যাইতে পারে যে অযোধ্যারাম নিজ ভবিতব্য স্বত্ব যদি প্রথমে শঙ্করা দেয়ীকে হস্তান্তর করিয়া দিয়া থাকে, তদনন্তর শঙ্করাদেয়ী পরে লিখিত দলীলের দ্বারা প্রতিবাদিগণকে আপন সঙ্কুচিত স্বত্ব অথচ অযোধ্যারামের ভবিতব্য স্বত্ব দিতে পারে, এবং তাদৃশ দস্তাবেজ তাহার দস্তাবেজরূপে কার্য্যকারক হয়। কিন্তু তদবস্থাতেও ঐ বিধবা তদ্বিষয় নির্ব্যূঢ়রূপে হস্তান্তর করিতে সমর্থা হইত না। অথবা আপনার নিজ স্বত্ব আর অযোধ্যারামের হস্তান্তরিত স্বত্ব অপেক্ষা অধিক কিছু হস্তান্তর করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে বিষয় বিবেচনা করিতেছি তাহা সাতিশয় ভিন্ন প্রকারের। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রতিবাদিদের প্রতি লিখিত এক দানপত্রে ঐ বন্দোবস্ত করা হয়, অপিচ শঙ্করাদেয়ীর হস্তান্তর-পত্র এবং অযোধ্যারামের মঞ্জুরী সমকালিক কার্য্য, তদুভয় এক ব্যাপারই। অযোধ্যারাম ঐ বিধবাকে কোন ক্ষমতা বা স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দিতে মানস করার প্রমাণ নাই। এবং দানপত্রের মজমূনও এই অনুভবের পোষক হয় না। পরন্তু ঐ দানপত্রকে প্রতিবাদিদের প্রতি অথবা তাহাদের লাভার্থে ঐ বিধবার প্রতি অযোধ্যারামের হস্তান্তর বিবেচনাই কর অথবা তদ্বিধবার ও ভবিষ্যৎ দায়াদের যৌত হস্তান্তর পত্র বিবেচনা কর, তথাপি ইহা সমভাবে স্পষ্ট যে অযোধ্যারাম ঐ দস্তাবেজের দ্বারা আপনাকে সমুদায় উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব হইতে নিরাস করিয়াছেন, এবং প্রতিবাদিগণকে আপনা হইতে তাহা হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন—যাহা ঐ বিধবা একাকী হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। আমাদের বিবেচনায় এই ব্যাপারটীর যথার্থ অনুভব এই যে ঐ দস্তাবেজখানি ঐ ব্যক্তিদের যৌত হস্তান্তর পত্র—যাহাদের সঙ্কুচিতস্বত্ব ও ভবিষ্যৎ স্বত্ব আছে, এবং ১৮৫৯ সালের সদরীয় এক নিষ্পত্তি-পত্রে ও সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যাদুমণি দেবীর মকদ্দমাতে আমাদের নিষ্পত্তিপত্রে এই অনুভব দৃঢ়তর হইয়াছে (দ্রষ্টব্য পৃ. ১০৯)।

দ্বিতীয়তঃ, তর্ক করা হইয়াছে—অযোধ্যারামের স্বত্ব এমত যে তাহা ডিক্রীজারীতে লওয়া যাইতে পারে না, ও তদ্ধেতু তাহা মহারাণী এলিজেবেথের ১৩ আইনের ৫ ধারার মর্ম্মান্তর্গত নহে।

এই দলীল দস্তখতের সময় অযোধ্যারামের যে স্বত্ব ছিল তাহা ভাবিমাত্র, পুরাতন আইন অনুসারে শরিফ্‌সাহেব তাদৃশ স্বত্ব ক্রোক করিতে পারেন না। আড্‌বোকেট্‌ জেনেরাল্‌ সাহেব তর্ক করেন—যদিও ঐ দলীল দস্তখত হওন

কালে ভাবি স্বত্ব ডিক্রীজারীতে ক্রোকের যোগ্য ছিল না, তথাপি ১৮৫৫ সালের ৬ আক্টের মর্ম্মানুসারে তাহা এক্ষণে ক্রোকের যোগ্য বটে, এবং আমাদের এই স্থির করা উচিত যে অযোধ্যারামের ভাবি স্বত্ব এক্ষণে ডিক্রী করিতে গৃহীত হওনের যোগ্য হওয়াতে যে দলীলের দ্বারা তাহা হস্তান্তরিত হয় তাহা উত্তমর্ণদিগের সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য। অস্মদাদির মতের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় আমাদের বিবেচনা হয় যে ঐ দলীল দস্তখত হওনের সময় আইনের যে অবস্থা ছিল তাহার উপর ঐ দলীলের ফলাফল (যাহা উত্তমর্ণের সহিত সম্বন্ধ রাখে) নির্ভর করে। ১৮৫৫ সালের ৬ আক্ট্কে ভূতকালে এমতে প্রয়োগ করা অসঙ্গত—যে ১৮৫২ সালে স্বাক্ষরিত দলীল তদ্বিধানাধীন। ভূতকালে প্রযুজ্যমান এমত কোন আইন না থাকাতে—যদ্দ্বারা ঐ দলীল প্রতারণা সম্পন্ন উক্ত হয়—ঐ দলীল স্বাক্ষরিত হওন সময়ে উত্তমর্ণদের সম্বন্ধে প্রতারণা সম্পন্ন ও অকর্ম্মণ্য ছিল না ; তৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনন্তর কোন কার্য্যকৃত হওন ব্যতিরেকে তাহা অনেক বৎসর পরে তাদৃশ (অর্থাৎ উত্তমর্ণদের সম্বন্ধে প্রতারণা সম্পন্ন ও অকর্ম্মণ্য) হইতে পারে ইহা কিরূপে স্থির করিতে পারি তাহা আমাদের দৃষ্ট হয় না।

অতএব আমাদের মত এই যে প্রতিবাদিদের দ্বিতীয় হেতুবাদ (যাহার উপর তাহারা আপত্তি করে) সপ্রমাণ হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ বিষয় ডিক্রীজারিতে লওয়া যাইতে পারে না, ও তদ্ধেতু ঐ দানপত্র মহারাণী এলিজেবেথের ত্রয়োদশ আক্ট অনুসারে উত্তমর্ণদের বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্য নহে।

বেল্ সাহেব আর এক বিষয় তর্ক করিয়াছেন তাহাও আমরা প্রণিধান করিয়া দেখিলাম, তদ্যথা,—অযোধ্যারামের যে ঋণের নিমিত্তে বিষয় ক্রোক ও বিক্রয় হয় সে ঋণ ঐ দলীল্ লিখিত হওনের পরে গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে এমত একটি কথা উঠিতেছে (যাহা লইয়া সর্ব্বদাই তর্ক হইয়া থাকে) যে তাদৃশ দলীলসমূহদ্বারা ভাবি উত্তমর্ণদের কিপর্য্যন্ত হানি হইতে পারে। পরন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে—আদালতের বিবেচনা এমত নহে যে ঐ দলীল কেবল ইচ্ছানুযায়ি মাত্র, কিন্তু যৎকালে অযোধ্যারাম অধিক ঋণগ্রস্ত ছিলেন তৎকালে পরিবারের মধ্যে বিষয় রক্ষাকরণের মানসে অথচ সামান্যতঃ উত্তমর্ণদিগকে ফাকি দেওনের মানসে ঐ দলীল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, যদি উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তিকরা আবশ্যক হইত তবে প্রামাণিক প্রমাণ সমূহানুসারে এই সকল বিবেচনাতে আদালত ন্যায্যরূপেই নিষ্পত্তি করিতেন যে তৎপরভূত উত্তমর্ণদের সম্বন্ধে ঐ দলীল প্রতারণা সম্পন্ন বটে।

আমরা বিবেচনা করি যে (উপরিউক্ত) ঐ হুকুমকে অবশ্যই নাতক করিতে হইবে, এবং বিষয়ের যড়ংশের একাংশ সম্বন্ধে—যাহা এক্ষণে বিরোধাস্পদীভূত—প্রতিবাদিদের হক্কে হুকুম হইবে। সু. কো. ২৭মে, ১৮৫৯ সাল। বুক্নোয়ার রিপোর্ট, বা. ২, পৃ. ৪৬—৪৭।

মোসম্মাৎ ভবানীমণি—বনাম—মোসম্মাৎ সুলক্ষণা।

নজীর
৩৪, ৪২ ও ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

মোসম্মাৎ ভবানীমণি (আপিলাণ্ট) এক লিখিত দস্তাবেজের বুনিয়াদে (যাহা কুঁওর নারায়ণের পত্নী সুগন্ধার স্বাক্ষরিত বলিয়া কথিত) তাহার অর্থাৎ ঐ কুঁওর নারায়ণের) ত্যক্ত জমীদারী দাওয়া করে। পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে পৃষ্ট ব্যবস্থার উত্তরে কহিলেন "সুগন্ধা যদি (নিজ শ্বশুর যদুরামের সম্মতি) তৎকালে জীবিত দায়াদগণের অনুমতি ব্যতিরিক্ত ঐ দস্তাবেজ দস্তখত করিয়া থাকে, তবে যে জমীদারী যদুরাম হইতে কুঁওর নারায়ণকে অর্শিয়াছিল তাহাতে তদুত্তরাধিকারিদের স্বত্বের বিরুদ্ধে তাহা বলবৎ হইবে না, অথবা তাহা আপিলাণ্টের কোন স্বত্ব সংস্থাপক হইবে না"। উক্ত ব্যবস্থা হইতে এমত অবগতি হওয়াতে যে যে দস্তাবেজের উপর আপিলাণ্টের দাবী নির্ভর করে তাহা প্রকৃত হইলেও শাস্ত্রতঃ আপিলাণ্টের পক্ষে কার্য্যকারক হইতে পারে না, সদর দেওয়ানী আদালতের জজ জে. এইচ্. হারিণ্টন্ সাহেব আপিলাণ্টের বিরুদ্ধে হওয়া দুই ডিক্রী বহাল রাখিলেন।—স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৭২।

নজীর
[illegible] সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

সুপ্রীম্ কোর্ট পূর্ব্বে বিচার করিয়াছিলেন যে বিধবার স্বত্ব অস্থাবর বিষয়ে নিব্যূঢ়, স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন মাত্র,—কিন্তু তৎ পরে বিবেচনা হইয়াছে যে এমত বিশেষ করার কোন কারণ বা প্রমাণ নাই, স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ ধনেই বিধবার স্বত্ব যাবজ্জীবন অর্থাৎ অনিব্যূঢ়। মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১১।

১৭৯৯ সালে কিশোরী দাসীর বিরুদ্ধে দয়ালচাঁদ আডিডর মকদ্দমায় বোধ হইতেছে সুপ্রীম্ কোর্ট এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে পতির অস্থাবর ধনে পত্নীর যে স্বত্ব সে যাবজ্জীবন বই নয় অর্থাৎ নিব্যূঢ় নয়, আমি জানিতে পারিলাম না যে প্রথমে কি কারণে আদালত এমত আদেশ করিয়াছিলেন যে পত্নী ও মাতা সংক্রান্ত অস্থাবর ধনে নিব্যূঢ় রূপে স্বত্ববতী, এবং স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগিনী মাত্র। ঐ, পৃ. ২০।

উক্ত বৎসরে হিন্দুনারীর অধিকৃত (সংক্রান্ত) স্থাবর অস্থাবর ধনের মধ্যে আদালত কোন প্রভেদ করেন নাই। উক্ত সময়ের পরে (পুনর্ব্বার) উভয়রূপ ধনের মধ্যে উক্ত প্রকার প্রভেদ হইতে লাগিল, এবং বিচার হইল যে উত্তরাধিকারিণী বলিয়া পতির ধন দাওয়া করে যে পত্নীরা, এবং বিভাগে ধনপ্রাপ্তা হয়েন যে মাতারা তাঁহারা (ঐরূপ) অস্থাবর ধনে নিব্যূঢ় স্বত্ববতী, এবং স্থাবর ধন যাবজ্জীবন উপভোগিনী মাত্র। উক্তরূপে ধন-প্রাপ্তা পত্নীদের ও মাতাদের তদ্ধনে যে একইরূপ স্বত্বাধিকার ইহা সর্ব্বদাই বিবেচিত হইয়াছে। হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমার তজবীজ-সানীতে, আদালতের এই মত হয় যে পতির মরণে পত্নী তদ্ধন প্রাপ্তা হইলে কি স্থাবর কি অস্থাবর উভয় রূপ ধনেরই সে যাবজ্জীবন উপভোগাধি-

কারিণী, ইহার অধিক অধিকার তাহাতে তাহার নাই। এই মত ১৮১৮ সালে প্রকাশ পায়। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে) আদালত কেমন করিয়া পত্নী কিম্বা মাতার অধিকৃত (সংক্রান্ত) স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে এরূপ প্রভেদ করিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। শাস্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না যে এইরূপ প্রভেদ করা ন্যায্য। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উভয় রূপ ধনেই এইরূপ ব্যক্তিদিগকে জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভোগাধিকার মাত্র দিলে অন্যের সম্বন্ধে যথার্থ করা হইবে এবং তাহাদের পক্ষে আরো হিত করা হইবে।—মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৩৬।

আমার নিতান্ত বাঞ্ছা যে হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রামনাথ বসাকের মকদ্দমায় (আদালত) শাস্ত্রের যে নিশ্চিত মর্ম্ম-গ্রহ করিয়াছিলেন, দৃঢ়তাপূর্ব্বক বরাবর তদনুকারী হয়েন। (তাহাতে) জজদিগের অদ্বৈধভাবে হৃদ্বোধ হইয়াছিল যে বিধবার প্রাপ্ত স্থাবরাস্থাবর ধনাধিকারের মধ্যে যে প্রভেদ সে অমূলক। - মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ২৩ ও ৩২।

গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বনাম—মোসম্মাৎ রাজরাণী ও জয়গোপাল চৌধুরী।

নজীর ২৫, ২৯, ৩৪, ৪১, ৪৪, ৪৫, ও ৪৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কোন অপুত্র মৃত ব্যক্তির পত্নী পতির স্থাবর ধন বিক্রয় করে, এবং কবালাতে বিক্রয়ের কারণ কেবল এই লিখে যে সে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে অযোগ্য। আদালত ঐ বিক্রয় এই হেতুতে রদ করিলেন যে বিক্রয় হওয়ার যে কারণ (বিধবা-কর্ত্তৃক) লিখিত হইয়াছে, হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে কেবল তাহাতে বিক্রয় সিদ্ধ নয়। পরন্তু যেহেতু জিলা আদালতে ১৮০৬ সালে মকদ্দমা উপস্থিত হওন কালীন উক্ত বিধবা কাশীতে গমন করে, এবং তদবধি তাহার বার্ত্তা পাওয়া যায় নাই, অতএব হুকুম হইল যে সে যে পর্য্যন্ত না আইসে তাবৎ কাল এই মকদ্দমা সংক্রান্ত ভূমি তাহার স্বামির ভ্রাতাদের নিকট জিম্মা থাকে, পরে যদি সে ফিরিয়া আইসে এবং যাহাতে জাতিপাত ও স্বত্বলোপ হয় এমত কর্ম্ম না করিয়া থাকে, তবে তৎপতির ভ্রাতারা (অর্থাৎ আপিলান্টেরা) তাহাকে তৎক্ষণাৎ দখল দিবে। ২৭ জানুয়ারি ১৮১৬ সাল, স. দে আ. রি বা. ২, পৃ. ১৬৭।

উপরিউক্ত মকদ্দমাতে যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহা এই যে—“পতির শ্রাদ্ধ এবং আপনার অন্নাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য নিমিত্তে বিধবা স্বামির ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা অপরের হস্তে বিক্রয় করিতে পারে না, কেননা সে তাহাদের শাসনাধীনা এবং সে মরিলে ঐ বিষয় তাহাদিগকেই অর্শিবে”।

কুঞ্জমোহন রায়ের মাতা মঙ্গলমণি (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট—
বনাম—কুড়ানচন্দ্র দাসের ওসী রামদুর্লভ দাস (বাদী)
রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৪১, ৪২, ৪৪, ও ৪৭, সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

নালীশের বয়ান এই যে বিরোধীয় তালুক বাদির খুড়ার ছিল. তাহার পত্নী ঐ তালুক প্রতিবাদিনী মঙ্গলমণি ও নীলমণি দেবীর স্বামির নিকট বিক্রয় করে, ঐ বিক্রয় অশাস্ত্রীয় হওয়াতে বাদী তাহা রদের ও দখলের প্রার্থনা করে। জওয়াবে লিখিত হয় যে বাদির পিতা মোহনকান্ত রায়ের সহিত সাজস্ করিয়া ভ্রাতার পত্নীকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করে. তৎকালে প্রতিবাদিনীর পতি উক্ত বিধবাকে প্রতিপালন এবং তাহার মকদ্দমার সাহায্য করে. অবশেষে ঐ বিধবা দাবীকৃত বিষয়ের ডিক্রী পায়, তদনন্তর তাহাদের দেনা শোধের নিমিত্তে প্রথমে বিষয়ের দশ আনা বিক্রয় করে. পরে অবশিষ্ট ছয় আনাও বেচে, এবং পণের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া আর এক বিষয় ক্রয় করে, অতএব পণের টাকা বিষয় উদ্ধারে এবং তাহার নিজপ্রতিপালন ও আর আর শাস্ত্রীয় কার্য্যে ব্যয় হওয়াতে উক্ত বিক্রয়দ্বয় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ।

প্রধান সদর আমীন এই মকদ্দমায় ব্যবস্থা তলব করিয়া তদনুসারে বিচার করিলেন যে উক্ত বিক্রয়দ্বয় অশাস্ত্রীয়, অতএব অবশ্য রদ হইবে, এবং যেহেতু উক্ত বিধবা বিষয় বিক্রয় করাতে ইহা প্রকাশ যে সে তদুত্তরাধিকারিদের ক্ষতি করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহাকে দখল দেওয়াইলে রক্ষা নাই, এতাবতা উক্ত বিচারকর্ত্তা সদর আদালতে খাস আপীলে মঞ্জুর হওয়া এক মকদ্দমার* উল্লেখ করিয়া হুকুম দিলেন যে বাদী উত্তরাধিকারিসূত্রে এই শর্ত্তে দখল পায় যে উক্ত বিধবাকে তাহার মরণ পর্য্যন্ত বিষয়ের মুনফা দিবে।

আপীলে কোন নূতন কথা লিখিত বা প্রকাশিত হইল না, এবং যেহেতু উক্ত বিক্রয় স্পষ্ট অশাস্ত্রীয় ও প্রধান সদর আমীনের বিচার যথার্থ ও ন্যায্য, অতএব সদর আদালতের জজ শ্রীযুক্ত ডিক্ সাহেব সমুদায় খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া উক্ত ফয়সলা বহাল রাখিলেন। — স. দে. আ. ডি. ১১, সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ সাল।

মকদ্দমা নং ৮৩৭, ১৮৫৭ সাল।

বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্প্যানির ম্যানেজর মে. লারমূর সাহেব (প্রতিবাদী) আপিলান্ট — বনাম — মোসম্মাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী
দাসী প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৪১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই আপীলে আমাদের নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে যে কথা উত্থিত তদ্‌যথা, প্রথমতঃ—নিয়মপত্রের সিদ্ধতা ; দ্বিতীয়তঃ—অন্নপূর্ণার কৃত হস্তান্তরের আবশ্যকতা, ও তদ্ধেতু তাহা করিতে তাঁহার যথাশাস্ত্র ক্ষমতা, এবং ঐ

---

* দেবামণি দেবী দরখাস্তকারিণী। ২৩ নবেম্বর ১৮৪২ সাল।

আবশ্যকতা বিষয়ে প্রধান সদর আমীন স্পষ্টরূপে নিজ মত প্রকাশ না করাতে মকদ্দমা তাহার নিকট ওয়াপস্ যাওয়া উচিত কি না ; তৃতীয়তঃ—যথা-শাস্ত্র উত্তরাধিকারিরূপে বাদিদের দায়াধিকার।

প্রথম কথার বিচারে —কথিত নিয়মপত্র যে আমরা বিশ্বাস করি না ইহা লিখিতে আমাদের কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কথার বিচারে —আমাদের বিবেচনা এই যে এই পত্তনি দিতে অন্নপূর্ণার যে ক্ষমতা তাহা শাস্ত্রীয় আবশ্যকতার উপর নির্ভর করে।—পত্নীত্বহেতু হিন্দু অবীরা নারীর যে বিষয়ে যাবজ্জীবন স্বত্বমাত্র তাহা ব্যবহার করিতে তাহার যে যে সঙ্কোচ আছে তাহা হিন্দু শাস্ত্রেই কেবল বিহিত হইয়াছে : তাদৃশ আবশ্যকতা আমারদিগকে দেখান হয় নাই। পত্তনী পাট্টার সাক্ষিরা সাক্ষ্য দেয় যে তৎপরিবার সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকর্ম্মের এবং চিন্তামণির পারলৌকিক কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ঐ পত্তনী দেওয়া হয় ; অবশেষে (তাহারা কহে যে) উত্তরাধিকারী অথচ সমকালীন অংশভাগি হরিশ আর ঈশ্বর তাহাতে অনুমতি দেন, এবং ঐ পত্তনী তসদিক করেন, এই সকল অবস্থাতে ঐ পত্তনী সিদ্ধ।

এই আপীলে যে পত্তনীর উল্লেখ হইয়াছে তাহা দেওয়া এবং যে বিষয়ে ঐ অবীরা বিধবা অন্নপূর্ণার সঙ্কুচিত জীবন স্বত্বমাত্র ছিল তাহা পত্তনী দিয়া তাহার পণের টাকা আত্মসাৎ করা অন্নপূর্ণার যে উচিত হইয়াছিল এমত আবশ্যকতা আমাদের মতে উপরি উক্ত (প্রমাণ) সকলে প্রদর্শিত হয় নাই *।

তৃতীয় কথার বিচারে আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিরা চিন্তামণির ভ্রাতৃপুত্র হওয়াতে মহেশ অপেক্ষা তাহারা প্রশস্ত দায়াদ।

এই সকল অবস্থাতে আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিলাম। ৩মে, ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৫৬৭—৫৬৯।

মকদ্দমা নং ২৪৭, ১৮৫৮ সাল।

দুর্গাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি (রেস্পণ্ডেন্ট) দরখাস্তকারি —বনাম — সুরধুনী দেবী চৌধুরাণী (আপিলান্ট) তরফ্ সানী।

নজীর
৪৫, ৪৬, ও ৪৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বিধবার হস্তে এক্ষণে যে বিষয় আছে বাদি দরখাস্তকারিদিগকে তাহা দখল দেওয়া প্রধান সদরআমীনের ফয়সলাতে বিচরিত হয়, আমাদের রায়ের যে অংশে ঐ ফয়সলা রদ হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বিচার নিমিত্ত এই দরখাস্ত দাখিল হয়। বিজ্ঞবর কৌন্সলী আড্‌বোকেট্ জেনের্যাল্ সাহেব তর্ক

---

* এই নিষ্পত্তি অশুদ্ধ বোধ হইতেছে, কেননা তাৎকালিক মুখ্য দায়াদগণের সম্মতিতে বিধবা পতির বিষয় হস্তান্তর বা যে কোন বন্দোবস্ত করুক তাহা যথাশাস্ত্র আবশ্যক না হইলেও সিদ্ধ। দ্রষ্টব্য যাদুমণি দেবী—বনাম—সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পৃ. ১১২, এবং নক্সাম্যাপ প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

করেন যে বিধবা দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা থাকা প্রকাশ করাতেই উত্তরাধি-কারিগণকে ফাকি দিয়া পতির বিষয় হস্তান্তর করিবার প্রচুর চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, আদালত কহিয়াছেন যে তাহার ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সে ভবিষ্যতে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিতা হইবে. এই কথার উপর তর্ক চলে—কেননা তাহার ব্যর্থচেষ্টা হওয়া ভবিষ্যতে অন্যরূপ মতলব সিদ্ধির চেষ্টা না করার প্রতি প্রতিভূ নহে. এতাবতা বর্ত্তমান চেষ্টা সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাকে এক কালে বেদখল করিতে রত হওয়া আদালতের উচিত।

পরন্তু এ বিষয়ে আমাদের মতান্তর হওয়ার কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না, এবং দায়াদ রূপে বাদিগণের স্বত্ব বিধবার মরণে অনিশ্চিত বিবেচনায় তাহারদিগকে কোন অবস্থাতেও দখল দেওয়ান হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তৎকালে তাহারা যথার্থতঃ উত্তরাধিকারি হইবে এই অনুভবেই কেবল এ মকদ্দমা আদালতের সম্মুখে উপস্থিতির অবস্থাপন্ন, ঐ বিষয়টী এমত যে তাহা বর্ত্তমান কালে নিশ্চিতরূপে অনুভূত হইতে পারে না।—২৪ জুলাই ১৮৫৮। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১২৮১।

কৃষ্ণগোবিন্দ সেন - বনাম—লাড়লিমোহন ঠাকুর।

নজীর

৪১ ও ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কৃষ্ণকান্ত সেনের পুত্রসন্তান না থাকাতে তিনি এক দান পত্র লিখিলেন এবং তদ্দ্বারা আপন জ্যেষ্ঠা পত্নী উজ্জ্বল-মণিকে স্বোপার্জ্জিত সমুদায় বিষয় এই শরতে দান করিলেন যে যদি পুত্র না জম্মে তবে ঐ বিষয় উজ্জ্বলমণির, কিন্তু যদি পুত্র হয় তবে বিষয় সেই পুত্রকেই অর্শিবে। পরে উজ্জ্বলমণির গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়া পিতা বিদ্যমানে মরিল, ঐ পুত্র জন্মিবা মাত্রে উক্ত বিষয়ে তাহার অধিকার স্বীকৃত হইল, এবং তাহার মরণে শাস্ত্রানুসারে তৎপিতাকে পুনর্ব্বার বিষয় গিয়া অর্শিল, পরে ইহার মরণে উজ্জ্বলমণি বিষয়াধিকারিণী হইয়া তরফ রসুলপুর (অর্থাৎ সমুদয় বিষয়ের কিয়দংশ) বিক্রয় করাতে উক্ত কৃষ্ণকান্ত সেনের সহোদর ঐ বিক্রয় রদের নিমিত্তে নালিশ করিল। আদালতের এমত বিবেচনা হওয়াতে যে প্রতিবাদির ওজর যে তরফ রসুলপুর কৃষ্ণকান্ত সেনের শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং তাহার ঋণ পরিশোধ নিমিত্তে বিক্রয় হইয়াছিল—কিছুমাত্র প্রমাণ হইল না, প্রত্যুত প্রমাণের দ্বারা তদ্বিপরীত নিশ্চিত হইল, এবং কবলাতে বিক্রয়ের যে কারণ লিখিত আছে সে কেবল উক্ত তালুকের রাজস্ব আদায়ের অসংস্থান মাত্র, অতএব আদালত বিক্রয় রদ করিয়া আদেশ করিলেন যে বাদী (আপিলান্ট) ভ্রাতার উত্তরাধিকারীরূপে উক্ত বিষয় অধিকার করিতে যোগ্য। ৩০ আগষ্ট ১৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ৩০৯।

মকদ্দমা নং ৯২।

নন্দলাল বাবু ও মদনলাল বাবু (বাদি) আপিলান্ট—বনাম—বোলাকী বিবী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

মকদ্দমা নং ৯৩।

বোলাকী বিবী আপিলান্ট—বনাম—নন্দলাল বাবু প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর

২৪, ২৫, ২৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪[illegible] ও ৫০ সংখ্যক ব্যবস্থাবিষয়ক।

মৃত লালা দয়ালচাঁদ বাবুর পত্নী বোলাকী বিবি পতির ত্যক্ত বিষয়ের কতক বিক্রয় করে ও কতক বন্দোবস্ত করে, বাদিবা আপনারদিগকে (মৃত লালার) দায়াদ এবং ঐ বিক্রয় ও বন্দোবস্তকে আপনাদের স্বত্বের হানিজনক করার দিরা তাহা রদের এবং বোলাকী বিবীর কৃত উইল অসিদ্ধ করণের নিমিত্তে, বোলাকী বিবীকে উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন দেওনের আদেশ ও স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দখল পাইবার প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে।

বিচার—

শ্রীযুক্ত আবর্‌ক্রম্বি ডিক্ সাহেব ও জান্ ডন্‌বার সাহেব বিচার করিলেন যে—প্রথমে যে কথার তর্ক হয় তাহা এই যে (অধিকারিণী) বিধবা মৃত পতির পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করিলে তাহার জীবনকালেই তৎপতির দায়াদরা ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ করণার্থে, এবং তন্নিমিত্তে তাহাকে বেদখল করিয়া আপনারা দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিলে সে নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? বাদানুবাদের শেষে আমরা আপন মত প্রকাশ করিয়াছি যে এরূপ নালিশ চলিতে পারিবে; আমারদিগের ঐ মত এই এই হেতুমূলক যে উভয় পক্ষের উকীলেরা যে দুই নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ১৮১৬ সালে শ্রীযুক্ত কার্ সাহেবেরকৃত ফয়সালা * ও ১৮৪৮ সালে শ্রীযুক্ত ডিক্ সাহেবের কৃত ফয়সালা*, এবং তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এবিষয়ে পরস্পর মিলে। শ্রীযুক্ত কার্ সাহেব বিধবার কৃত বিক্রয়াদি রদ করিয়া (কাশী হইতে) তাহার ফিরিয়া আইসা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিকে বিষয় দখল দেওয়াইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ডিক্ সাহেব জিলা আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিয়াছেন - যদ্দ্বারা বিধবাকৃত বিক্রয় অসিদ্ধ উক্ত হইয়া বিষয় বন্দোবস্তের এখ্তিয়ার উত্তরাধিকারিগণকে দেওয়ান হইয়াছে, এবং বিধবা উপস্বত্ব পাইবার আজ্ঞা পাইয়াছে। বিধবা অপহার করিলে যে তাহার নিমিত্তে নালিশ চলিতে পারে ইহা নির্ব্বিবাদ, কেন না শাস্ত্র উত্তরাধিকারিগণকে বিধবার অপহার নিবারণ করিতে স্পষ্টই ক্ষমতা দিতেছেন, আমরা বর্ত্তমান মকদ্দমাকে ঐ প্রকারের বিবেচনা করি। যে সকল কুব্যবহার (এমকদ্দমার) কথিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, ক্রেতারা বুঝিয়া থাকিবে যে তাহাদের ঐ ক্রয় বিধবার জীবন পর্য্যন্ত মাত্র, এবং বিধবার

* এই পুস্তকের ১৩৩ ও ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৃত যে যে কর্ম্মের প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে, তম্মধ্যে এক কর্ম্ম এমত যে তাহা যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারির সম্পূর্ণরূপে স্বত্বনাশক। 'বিশেষ বিশেষ নিষেধাত্মক নিয়মাধীনা হইয়া হিন্দু বিধবা মৃত পতির ধনাধিকারিণী হয়। তাহাকে ঐ ধন হস্তান্তর করিতে নিষেধ আছে। ঐ ধনে তাহার জীবন পর্য্যন্ত যে অধিকার তাহাও হস্তান্তরের যোগ্য নয়। সঙ্ক্ষেপতঃ, তাহাকে কোন ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বই গণ্য করা যাইতে পারে না'। মেকনাটনের হিন্দু-ল-র ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যদি বিষয় হস্তান্তর করণাপরাধ তাহার প্রমাণ হয় তবে সে বিশ্বাসঘাতকত্বাপরাধে অপরাধিনী, এবং তাহাকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদ্যপি ইহা সত্য যে এমত বিশ্বাসঘাতিকার বিশেষ প্রতীকারবিধান শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে হয় নাই, তথাপি আদালতের বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে শাস্ত্রে বা আইনে যে যেরূপ অপকারের প্রতীকারবিধানাভাব তাঁহারা শাস্ত্রের বা আইনের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ অভাব দূর করেন অর্থাৎ তত্তদপকারের প্রতিকার করেন। এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকার এই যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার হস্তে সেই বিষয় না রাখা।

তথাচ, যে ২ কার্য্যার্থে তাহাকে বিষয় অর্পিত হইয়াছিল তাহা পারত পক্ষে রহিত করা উচিত হয় না, এবং যে যে কারণে বিবেচিত হইয়াছে যে পত্নীই (মৃত পতির) বিষয়াধ্যক্ষা হইবে তাহারও আদর করা উচিত। অতএব যথার্থ বিচার নিষ্পাদনের প্রকৃত উপায় এই যে বিধবার বিষয়াধ্যক্ষতা নিবারণ করিয়া বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে তাহাকে এমত বৃত্তি (বা জীবিকা) দেওয়া যে তদ্দ্বারা বিধবাপত্নীকে যে সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রে আদেশ করেন তাহা সে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা হয়, এবং তাহার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, কোনরূপ অভাব না হয়, সে পতি কুলের কলঙ্ক করিতে, কিম্বা দুশ্চারিণী হইতে কোন ছল না পায়। এমত করিলে শাস্ত্রে বিধবার যে রূপ অধিকার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বজায় থাকিল ও দত্ত হইল, কেবল সে শাস্ত্রের বিধানাতিক্রমে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার করিতে তাহাকে নিবারণ করা হইল, অথচ দায়াদগণের যে স্বত্ব তাহা কোন হানি ব্যতিরেকে বজায় থাকিল, এবং তাহারদিগকে বিক্রয় অসিদ্ধ করণের নিমিত্তে আর অনেক বৎসরের ওয়াসিলাৎ সমেত দখল পাওনের নিমিত্তে বহুব্যয় ও ক্লেশসাধ্য মকদ্দমা করিতে হইল না। বিধবার জীবন কালে মকদ্দমা শুনিতে না পারা বিষয়ে যে সকল আপত্তি ছিল, উক্তহেতুবাদ তৎসমুদায়ের যথেষ্টরূপ উত্তর। এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে দায়াদরা বিধবার পরম শত্রু, তাহারদিগকে দখল দেওয়ার বিবেচনা করা অন্য কেহ থাকিতে কর্ত্তব্য হয় না, তাহাদের স্বত্ব ঐ বিধবার স্বত্বের বিরুদ্ধ, অতএব তাহারদিগকে দখল দিলে বিধবাকে অসংখ্য মকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্তরূপে ঐ বিষয় রক্ষা হইলে ঐ দায়াদগণের যত লাভ এত কাহারও নয়, অতএব অত্যন্ত সম্ভব যে তাহারা তাহা রক্ষাই করিবে। বিধবার স্বত্বের প্রতি মনোযোগ করিতে আদালত যেমত বাধিত তেমতি তৎপতির দায়াদগণের স্বত্বের প্রতিও বটে, এবং যেহেতু ঐ দায়াদরা বিষয়ের

উপস্বত্ব অথবা আদালত যে পরিমিত ডিক্রী করেন তাহা যে পর্য্যন্ত ঐ বিধবাকে দিবে কিম্বা নির্দ্ধারিত সময়ে আদালতে আমানত করিবে সে পর্য্যন্তই কেবল তাহারা বিষয় দখল করিবে, অতএব তাহাতে বিধবার কোন হানি হইতে পারিবে না, এবং তাহাকে কোন মকদ্দমা করিতে হইবে না।

বিচরিত হইয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এমত সকল অবস্থায় যাহারদিগকে বিধবার শাসন ও অধ্যক্ষতা করিতে হয়, সুপ্রীম্ কোর্ট্ তাহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ, অতএব এই আদালৎকে সক্রান্ত সকল ব্যক্তিরই হিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যথাযোগ্য ক্ষমতা আছে। মর্লি সাহেবের ডাইজেষ্টের ১ বালামের ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই মকদ্দমা গ্রাহ্য কি না এই আপত্তি নিষ্পত্তির পর, মুসম্মাৎ বোলাকীর কৃত যে ২ কর্ম্মের উপর আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা করিতে তাহার ক্ষমতা থাকনবিষয়ে সে যে অনুমতিপত্র উপস্থিত করিয়াছে তাহা প্রকৃত ও যথার্থ কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। ঐ সকল কর্ম্ম যথা—১২২৪ সালে এক বাগান বিক্রয়, ১২২৯ ও ১২৫১ সালে কম জমাতে মৌরসী ও মকর্‌রী পাট্টা দেওয়া, এবং অবশেষে সমুদয় বিষয়াধিকার এক কালে হস্তান্তর করা।

অপ্রকাশ নাই যে এ মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী যে বংশ সম্ভূত তদ্বংশীয়েরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং প্রথমে মিথিলা দেশ-প্রচলিত শাস্ত্রাধীন ছিল। অতএব ঐ বংশ চিরকালের নিমিত্তে বঙ্গ দেশে বাস করাতে ইহা স্বীকার করিয়াও যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বিষয়ের দানাদি হইতে পারে ইহা অত্যন্ত সম্ভব বোধ করিতে হইবে যে মিথিলাচলিত শাস্ত্র-বিরোধি বিষয় হস্তান্তরবিষয়ক যে উক্ত দলীল তাহা লিখিত পঠিত হইয়া থাকিলে দয়ালচাঁদ অবশ্য তাহা রেজিষ্টরি করিয়া দিত, অথবা দয়ালের স্ত্রীরা ও মাতা ঐ দলীলানুসারে কর্ম্ম করণ কালীন, তাহার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ যে রেজিষ্টরি তাহা অবশ্য করাইয়া লইত।

উপরি লিখিত হেতু সকলে উক্ত অনুমতিপত্র নামঞ্জুর করিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই। বোলাকী বিবী যে মকর্‌রী বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহা হিন্দু বিধবার ক্ষমতাতীত কর্ম্ম, এবং শেষে উইলের দ্বারা সমস্ত বিষয় যে হস্তান্তর করিয়াছে তাহা উত্তরাধিকারি গণের অনিষ্টকর, আর তাহা এককালে তাহাদের এমত স্বত্বলোপক কর্ম্ম, যে বিধবা যে রূপ অপহার বা অপচয় করিলে হিন্দু শাস্ত্র তাহাকে তাহার দায়ি করিতেছেন, ও তাহাকে তেমত করিতে নিবারণ করিবার আদেশ করিতেছেন তাহা হইতে তাহা অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতএব মুসম্মাৎ বোলাকীর বিষয়াধ্যক্ষতা অতঃপর রহিত করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ইহাও আমরা এমত সাবধানপূর্ব্বক করিতেছি যে মুসম্মাৎ বোলাকী মরণপর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে যে ফল পাইবার যোগ্য তাহা সে হারাইবে না।

মোসম্মাৎ বোলাকীর কৃত (৯৩ নং) আপীলে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা এইরূপ তর্‌মিম্‌ করিয়া বহাল রাখিলাম যথা—আমরা আদেশ করিতেছি যে বাদিরা বসত বাটীভিন্ন আর সমস্ত ভূমির ও সম্পত্তির দখল পায়, বসত বাটী উক্ত বিধবার মরণ পর্য্যন্ত তাহার দখলে থাকিবে। মুসম্মাৎ বোলাকী যত কাল বাঁচিবে ততকাল পর্য্যন্ত বাদিরা ঐ নানা বিষয়ের উপস্বত্ব ঐ বিধবাকে দিবার নিমিত্তে জিলা আদালতে প্রতি বৎসর চারি বারে আমানত করিবে। তাহারা যদি আমানতের কিস্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই শর্‌ত তামিল না করে, তবে জিলা আদালত ঐ বিষয় সরবরাহকারের কিম্বা রিসিবরের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্তে রিপোর্ট্‌ করিবেন। খোশবাগ্‌ নামক লাখেরাজ বাগানবিষয়ে মদন বাবুর কৃত ৯২ নং আপীলেও আমরা নিম্ন আদালতের ফয়সালা বহাল রাখিলাম। ঐ বাগান বাঙ্গালা ১২২৪ সালে বিক্রীত হয়, এবং বাধাব্যতিরেকে প্রমাণ হইয়াছে যে মৃত ধনস্বামির কৃত ঋণবিষয়ক ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় ঘটিয়াছে, এমত বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ, এবং যেহেতু বাদিরা বহুকাল পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকা প্রযুক্তই ক্রেতারা উক্ত ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় হওয়ার সম্পূর্ণ প্রমাণ দর্শাইতে সক্ষম হয় নাই, অতএব ক্রেতাদিগকে ভূ-বহু প্রমাণ দিতে বাধিত না করিয়াও বিক্রয় সিদ্ধ বোধ করা উচিত। সদর দেওয়ানী আদালত, ২৪ জুলাই ১৮৫৪ সাল।

মকদ্দমা নং ২৪৩, ১৮৫৮ সাল।

গোলকমণি দাসী (এক প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—
কৃষ্ণপ্রসাদ কানূনগো প্রভৃতি (বাদি) এবং অন্যান্য লোক
(প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ২৪৪, ১৮৫৮ সাল।

নিত্যানন্দ মালতী (এক জন প্রতিবাদী) আপিলান্ট্—বনাম—
কৃষ্ণপ্রসাদ কানূনগো প্রভৃতি (বাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ২৪৫, ১৮৫৮ সাল।

মুসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী (এক প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট্—
বনাম—কৃষ্ণপ্রসাদ কানূনগো প্রভৃতি (বাদি) এবং আর
আর ব্যক্তিরা (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

নজীর

৪১, ৪৪, ৪৫ ও ৫০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

শ্রীযুক্ত সি. বি. ট্রেবর ও জি. লক্ সাহেবের রায়—
এই তিন খাস আপীল বক্ষ্যমাণ বিষয়ের বিচারার্থে মঞ্জুর হইয়াছে, প্রথমতঃ—পতির বিষয়াধিকারিণী এক হিন্দু বিধবার অবৈধ কার্য্যে ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা না থাকায় তৎপতির দায়াদেরা ঐ বিধবার দস্তখতি কবালা কতিপয় রদ করিতে ও তদ্রূপে হস্তান্তরিত

অংশ দখল পাইবার নিমিত্তে এবঞ্চ তখন পর্য্যন্ত তাহার দখলে যে অংশ আছে তাহাও দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে—এই হেতুবাদে যে ঐ বিধবার যেরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে সে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে অযোগ্যা, এই নালিশ ঐ বিধবার জীবনকালেই উপস্থিত হইতে পারে কি না? দ্বিতীয়তঃ—ঐ দায়াদগণকে এই আদেশে দখল দিতে হুকুম দিলে যে তাহারা ঐ বিধবাকে তদ্বিষয়ের মুনফা দিবে, ঐ মুনফা তাহাকে উচিতরূপে দেওয়ার নিমিত্তে তাহাদের স্থানে জামিন লওয়া কর্ত্তব্য কি না?

দায়াদগণের স্বত্ব না বর্ত্তিয়া কেবল জনিষ্যমাণ হইলেও বিষয়াধিকারিণী বিধবার কৃত অপহার অথবা অপহার তুল্য হস্তান্তর নিবারণ নিমিত্তে যে নালিশ করিতে পারে এ বিষয়ে ইদানীং কোন ওজর নাই। সুপ্রীম্ কোর্টে এবং এই আদালতেও একথার ভূয়ভূয়বার বিচার হইয়াছে, * কেবল যে একটী কথার উপর কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, তাহা এই যে—অপহার বা হস্তান্তর হইলে বিধবাকে বেদখল করিয়া রিসিবর রূপে দায়াদগণকে দখল দেওয়া ও তাহারদিগকে ঐ বিধবার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহার নিকট খাজানা ও মুনফা দেওনের দায়ি করা বৈধ এবং উচিত কি না?

এ বিষয়ে সুপ্রীম্ কোর্টের কোন মকদ্দমা মুদ্রিত রিপোর্ট বহিতে দেখিতে পাই না, কিন্তু যে নিয়মে ঐ আদালত ন্যায়ানুকারি বিচার সভারূপে কার্য্য করিতেছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে নালিশী আর্জ্জি দাখিল হইলে এবং বিধবার কৃত অপহারতুল্য অশাস্ত্রীয় হস্তান্তর সপ্রমাণ হইলে আদালত রিসিবর নিযুক্ত করিবেন, এবং দায়াদকে নিযুক্ত করিলে যদি এসটেটের লাভ হয় তবে তাহাকেই রিসিবর নিযুক্ত করিবেন।

পরন্তু এই আদালতের নিষ্পত্তি পত্র সমূহ অনুসন্ধানে নন্দলাল বাবুর বিরুদ্ধে বোলাকী বিবীর মকদ্দমা দেখিতে পাইলাম,—ঐ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া অবধি তাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের আদর্শ স্বরূপ নজীর হইয়াছে। ঐ মকদ্দমাতে বিধবার কৃত এমত রূপ হস্তান্তর প্রমাণ হওয়ায় যাহাতে উত্তরাধিকারির স্বত্ব এককালে ধ্বংস হয়—যে দলীলের দ্বারা হস্তান্তর করা হইয়াছিল, তাহা অসিদ্ধ উক্ত হইয়া ঐ বিধবা বিষয়ের দখল রহিতা হয়, ও তাহা দায়াদগণের হস্তে এই আদেশপূর্ব্বক সমর্পিত হয় যে তাহারা তিন মাস অন্তর ঐ নানা বিষয়ের সমুদায় নিট মুনফা জিলা আদালতে দাখিল করিবে। কোন কিস্তি পাওনা হওয়ার পর তিন মাসাতীত কাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম সম্পন্ন করিতে তাহারা ত্রুটি করিলে জিলা আদালত সরবরাহকারের কিম্বা রিসিবরের হস্তে বিষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে তদ্বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে আদিষ্ট হয়েন।

---

* দ্রষ্টব্য ব্রজনমণি দাসীর বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মকদ্দমা (টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট নং ২. পৃ. ১৮৫। এবং উজ্জ্বলমণি দাসী—বনাম—জগমণি দাসী। ঐ. নং ১, পৃ.৩৭। এবঞ্চ ১৮৫৪ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহীর ৩৫ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে ঐ নিষ্পত্তি হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ি নহে * যদনুসারে বিধবা নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত কোনক্রমে নিজ পতির বিষয়ের দখল রহিতা হইতে পারে না।

পরন্তু যে কারণে ঐ নিষ্পত্তি হয় উক্ত আপত্তিতে সেই কারণটী বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে। ঐ নিষ্পত্তি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে হয় নাই * কিন্তু ঐ সকল বিধানানুসারে হইয়াছে যদনুসারে ন্যায়ানুকারি আদালতের কার্য্য করা উচিত, ঐ বিধান গুলি যে যে উপায় কর্ত্তব্য তত্তদ্বিষয়ক, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যাহার যে স্বত্ব ঐ বিধান সকল তাহার হানিজক নহে, বরং তাহা যেমত ছিল সেই রূপ সংস্থাপক বটে।

১৮৫৪ সালে এই আদালতের জজেরা হিন্দুবিধবার স্বত্ব যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমা প্রিবি কৌন্সীল হইতে নিষ্পত্তি হওয়ার পর আমরা তাহা ঠিক সেরূপ বিবেচনা করি না ও করিতে পারি না। পরন্তু তাহা কেবল যাবজ্জীবন স্বত্ব মাত্র বিবচনা না করিয়া সঙ্কুচিত দায়াধিকার বিবেচনা করি, এবং তন্নিষ্পত্ত্যনুসারে আমরা বিবেচনা করি যে দায়াদরা যদি প্রচুররূপে এমত প্রমাণ করিতে পারে যে আদালত হস্তক্ষেপ না করিলে যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকার-বিশিষ্ট বিষয়াধিকারিণীর ব্যবহারে ভবিতব্য উত্তরাধিকারির সম্বন্ধে ঐ বিষয়ের হানি হইবে, (তবে) উপায় করণাভিপ্রায়ে—বরং তাদৃশ হানি নিবারণাভিপ্রায়ে আদালতের হস্তক্ষেপ করা এবং বিষয় জিম্মা লইতে রিসিবর নিযুক্ত করা উচিত। ঐ প্রমাণ যদিও আনুমানিক হউক তথাপি স্পষ্ট ও প্রবল হওয়া চাই, এবং তৎপ্রমাণের অগত্যা এমত তাৎপর্য্যাবধারণ না হইলে—যে বিধবাকে দখিলকার রাখিলে উত্তরাধিকারির মহদনিষ্ট হইবে, ঐ বিধবাকে তৎপতির বিষয় হইতে বেদখল করা উচিত হয় না।

প্রকৃতার্থে যাহাকে অপহার কহে ঐ বিধবার ব্যবহার তত দূর না গেলেও না যাইতে পারে, পরন্তু তাহার কৃত শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে হস্তান্তর কার্য্য স্পষ্টতঃ বা পাকতঃ দায়াদগণের স্বত্বের হানিজনক হয় (অর্থাৎ) যাদৃশ হস্তান্তর বিধবার অধিকারাতীত, ও তদ্ধেতু অপহার স্বরূপ, তাহা ঐ (অপহার) পদের অর্থান্তর্গত করিয়া আমরা বিবেচনা করি যে প্রকৃতার্থ অপহারে যেরূপ কার্য্য করা উচিত, ইহাতেও সেইরূপ কার্য্য করা উচিত হয়।

দায়াদগণকে দখিলকার করাতে এমত বুঝিতে হইবে যে আমাদের সম্মুখে

* উক্ত নিষ্পত্তিটী—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তি হীন বিচারেণ ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে। অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার কর্ত্তব্য নয়, যুক্তি হীন বিচারে ধর্ম্ম হানি হয়"—বৃহস্পতির এই বচনানুসারে হওয়াতে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে হওয়াই বলিতে হইবে।

উপস্থিত রূপ মকদ্দমাতে (অর্থাৎ বর্ত্তমান সদৃশ মকদ্দমাতে) তাহারা নিজ স্বত্বোপলক্ষে দখিলকার হয় না, পরন্তু শুদ্ধ কেবল রিসিবর রূপে হয়, অপিচ এমত বিবেচনাতেও হয় যে—যে বিষয় তাহাদের জিম্বায় রাখা হয় তাহা উত্তমাবস্থায় থাকিলে তাহাতে তাহাদের দৃঢ়তর স্বার্থ আছে।

উপরি উক্ত কারণ সকলে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে যে মকদ্দমা হইতে বর্ত্তমান খাস আপীল কএকটী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, অর্থাৎ বিধবার জীবনকালে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হস্তান্তর রদ নিমিত্তে রিসিবর স্বরূপে দখল পাইবার প্রার্থনায় যে নালিশ তাহা আমাদের আদালতে গ্রাহ্য। এবং যেহেতু জিলার জজ যথার্থতই হউক বা অযথার্থতই হউক বিবেচনা করিয়াছেন যে (বিধবা কর্ত্তৃক) কৃত হস্তান্তর দায়াদগণের এরূপ স্বত্ব ধ্বংসকারি যে তাহাতে ভবিষ্যতে তাদৃশ কার্য্য নিবারণ উচিত বোধ হওয়াতে ঐ বিধবাকে ভুক্তিরহিতা করা ন্যায্য, অতএব তাহার কৃত নিষ্পত্তিতে খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে আমরা কোন কারণ দেখি না।

খাস আপীলে যে দ্বিতীয় আপত্তি উত্থিত হইয়াছে তাহা এমত নহে যে তাহা আমরা খাস আপীলে শুনিতে পারি। এতাদৃশ মকদ্দমাতে রিসিবর নিযুক্ত করিতে আদালতের স্পষ্ট ক্ষমতা থাকাতে তন্নিয়োগের আনুসঙ্গিক কার্য্য সকল আদালতের সহিতই সম্বন্ধ রাখে। সাধারণ নিয়ম এই যে অপর ব্যক্তিকে রিসিবর নিযুক্ত করিতে হইলে জামিন আবশ্যক, কিন্তু যাহাতে উত্তরাধিকারী রিসিবর নিযুক্ত হয় তাহাতে ঐ বিষয় রক্ষিতাবেক্ষিত হইলে ও তাহা উত্তম অবস্থায় থাকিলে তাহার যে স্বার্থ আছে তাহাই আদালতের বিবেচনায় জামিনের স্বরূপ। বিশেষতঃ যখন আদেশানুক্রমে ঐ বিধবাকে খাজানা ও মুনফা রীতিমত না দিলে সর্ব্বদাই বিধবার ক্ষমতা আছে যে নূতন রিসিবর নিয়োগের নিমিত্তে অথবা জামিন তলবের নিমিত্তে সে আদালতে আবেদন করিতে পারে। ২৮ ফেব্রুওরি, ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ২১০—২১২।

মকদ্দমা নং ৪৬০, ১৮৬০।

লালসুন্দর দাস—বনাম—হরেকৃষ্ণ দাস।

নজীর
৭১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কোন হিন্দু বিধবার ও তাহার পত্তনিদারের নামে তৎপতির উত্তরাধিকারিরা ঐ বিধবা যে পত্তনি দিয়াছে তৎকার্য্যকে নিজ স্বত্বের হানিজনক বলিয়া দোষারোপ করতঃ এবং অব্যবহিত কালে ঐ বিষয়ের দখল পাইবার নিমিত্তেও পত্তনি রদের দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে।

জজ জ্যাক্সন্ সাহেব (বিচার করিলেন যথা,)—যে জজেরা এই মকদ্দমা ক্রমান্বয়ে শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মতের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে মকদ্দমা আমার নিকট অর্পিত হয়। খাস্ আপীলে জস্টিস্ ইস্টীয়র সাহেব প্রধান সদর আমী-

মের ফয়সলার ঐ ভাগ রদ করিতে চাহেন যাহা পত্তনিদারের স্বত্বের হানিকর হইয়াছে, মে. জস্‌টিস্ মরগ্যান্ ঐ ফয়সালার সমুদায় রদ করিতে চাহেন এই বিবেচনায় যে বিধবার পত্তনি দেওন রূপ কার্য্যে দায়াদগণের সম্বন্ধে নালিশের এমত কারণ উত্থিত হয় নাই যদ্দ্বারা এই নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে। এই মকদ্দমায় পুনর্ব্বার আমার নিকট তর্ক বিতর্ক করা হইল, খাস্ রেস্‌পণ্ডেণ্টের পক্ষে তর্ক করা হয় যে ডিক্রীর যে অংশ বিধবার স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখে পত্তনীদারের এমত অধিকার নাই যে সেই অংশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে। এবং এই কথার বিচার বিষয়ে ভোলানাথ মোদক আপিলাণ্টের মকদ্দমা * দেখিতে আদালতকে বলা হয়। পরন্তু আমার মত এই যে ১৮৫৮ সালের ৮ আইনের ৩৩৭ ধারানুসারে পত্তনীদার প্রতিবাদী সমুদায় মকদ্দমার আপীল করিতে ক্ষমতাবান্। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি এমত এক কারণের (অর্থাৎ পত্তনী দিতে বিধবার অযোগ্যতার) উপর গিয়াছে—যাহা সাধারণ রূপে তাহার সহিত অথচ ঐ বিধবার সহিত সম্বন্ধ রাখে, পত্তনিদারের যে দখল তাহা ঐ বিধবারই দখল, এবং ঐ ডিক্রী ক্রমে অবশ্যই তাহা ঐ বিধবার স্বত্বের সহিত হৃত হইবে, অধিকন্তু তাহাকে ঐ বিধবার সহিত যৌত রূপে বাদির খরচা দিতে হুকুম হইয়াছে। এতাবতা আমার বিবেচনা হয় যে এই আপীল সমুদায় মকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে।

এক্ষণে বিচার্য্য কথা এই যে এই নালিশের কারণ এমত কিনা যে তদুপরি বাদী ডিক্রী পাইতে যোগ্য হয়। রেস্‌পণ্ডেণ্টের উকীলেরা আদালতের সম্মুখে বোলাকী বিবী আপিলাণ্টের প্রসিদ্ধ মকদ্দমার উপর জোর করিলেন †। ঐ নিষ্পত্তি আদালতের সর্ব্ব বাদী সম্মত নিষ্পত্তি নহে, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং তদনন্তর তাহা সংশোধন করাও হইয়াছে, বিশেষতঃ গোলকমণি দাসী আপিলাণ্টের মকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের লিখিত বিবেচনাতে তাহা সংশোধন করা হইয়াছে ‡। হিন্দু বিধবার অবস্থা এক্ষণে যেরূপ বিবেচনা করা হইয়াছে তদনুসারে দৃষ্টি করিলে আমার বোধ হয় যে ইদানীন্তন সর্ব্বদাই এমত বিচার করিতে হইবে যে বিধবাকে দখল বর্জ্জিতা করিবার মকদ্দমা গ্রাহ্য হওয়ার নিমিত্তে ঐ বিধবা হইতে এমত কার্য্য হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ চাহি যাহাতে বিষয়ের হানি সম্ভাবনা,—এমত যে চরমে ভবিতব্য উত্তরাধিকারির হানি নিবারণ নিমিত্তে আদালতের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়। এতাবতা এ মকদ্দমাতে বিধবাকর্ত্তৃক এমত কার্য্যের প্রমাণ বাদিগণের পক্ষে দর্শিত হওয়া না হওয়াই মূল কথা—যদ্দ্বারা বিধবার কার্য্যহেতু চরমে তাহাদের

---

* ভোলানাথ মোদক—বনাম—শিবনারায়ণ মিশ্র। স. দে. আ. ডি. ১৮৫৯ সাল, পৃ. ১৫৩৫

† দ্রষ্টব্য—পৃ ৪১।

‡ দ্রষ্টব্য—পৃ ১৪৪।

ক্ষতি হইবে। তাদৃশ কিছু প্রমাণ হওয়া আমার দৃষ্ট হয় না। প্রধান সদর আমীন এই পত্তনী দেওয়াকে বিষয় হস্তান্তর কহেন, কিন্তু ইহা যে এমত তাহা আমার দৃষ্ট হয় না। তবে বিধবা খাজানা বলিয়া যে মোট টাকা পাইত তাহা এতদ্দ্বারা ন্যূন হইতে পারে বটে। কিন্তু কতিপয় বৎসরের নিমিত্তে অর্থাৎ তাহার জীবনের অনূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত সে যে পত্তনী দিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহার মৃত্যুর পর অব্যবহিত দায়াদগণ বিষয় দখল নিতে চেষ্টা করিলে যদি পত্তনি এজহারে তৎপ্রতি আপত্তি হয়, তবে তাহারা যে ঐ লেঠা ছাড়াইতে নালিশ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই, এবং কৃতকার্য্য হইতেও সম্ভব্য বটে। কোন বিধবাকে বেদখল করিতে যে চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অবিকল্পরূপে পরিবারের মধ্যে কলহ জন্যই হয়, এবং এরূপ কলহ হওনের বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রচুর প্রমাণ আছে, পরন্তু বিধবার পক্ষ হইতে কোন অপহার মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় না, এবং এমত কিছু দেখাও যায় না যাহার বুনিয়াদে বর্ত্তমান মকদ্দমা উত্থিত হইতে পারে। এতাবতা নিম্ন আদালতের ডিক্রী রদ করিতে আমি মে. জস্‌টিস্ মর্‌গ্যান্ সাহেবের সহিত একমত হইলাম, তদনুসারে তাহা খাস্ রেস্‌পণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে সমুদায় খরচা সমেত রদ হইল।

আমি এতদ্ব্যতিরেকে ইহা লিখিতে পারি—যদি এই মকদ্দমাটী সততারূপে উপস্থিত হইয়া পত্তনীর নালিশ ও তাহারদের প্রার্থনা হইত, কিম্বা নিদানে এই প্রার্থনা হইত সে তাহা বিধবার জীবন কাল পর্য্যন্ত মাত্র বহাল থাকে, তাহাতে আমি হারহারি খরচা সমেত তেমত দিতে রত হইতে পারিতাম। কিন্তু এ মকদ্দমার অবস্থা ভিন্নরূপ : ইহাতে বিধবাকে দখল বর্জিতা করণের চেষ্টাতিরেকে তাহার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ডিক্রী রদ হইল।

২৬ আগষ্ট ১৮৬২ সাল। হা. কো. আ. মার্শ্যালের রিপোর্ট, বা. ১, খণ্ড ১, পৃ. ১১৩।

হেমচাঁদ মজুমদার—বনাম—তারামণি প্রভৃতি।

নজীর
৩৫.৩৭.৪৩ ও ৪৪.৫১ সংখ্যক ব্যবস্থাবিষয়ক।

মৃত ভৈরবচন্দ্রের পত্নী সূর্য্যমণি হেমচাঁদকে এক লা-দাবী অর্থাৎ স্বত্বত্যাগপত্র লিখিয়া দেয়, এবং তাহাতে এমত স্বীকার করিয়া যে তাহার পতি হেমচাঁদের যে টাকা ধারিত তৎপরিশোধে আপন বিষয় তাহাকে দিয়া গিয়াছে ঐ কথিত এস্তেকাল্‌কে দৃঢ় করে। মৃতধনস্বামির (অর্থাৎ ভৈরব চন্দ্রের) মাতা তারামণি আপনার নিমিত্তে এবং ঐ মৃতের কন্যা রাইমণির পক্ষে উক্ত বিধবার জীবনকালেই বিষয় দখলের দাবী উপস্থিত করে—এই হেতুবাদে যে ঐ ঋণ ও এস্তেকাল্ দুই মিথ্যা। প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট জিলার ডিক্রী রদ করিয়া তারামণিকে দাবীকৃত ভূমি দখলের হুকুম দেন। সদর দেওয়ানী আদালৎ ইহা বিবেচনা করিয়া যে উক্ত কোর্টের ফয়সলা না-তামাম্, এবং তারামণিকে দখল দেওনের যে হুকুম সে ভ্রমমূলক যেহেতু (মৃত) ভৈরব চন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা

থাকিতে মাতা উত্তরাধিকারিণী নয়, আপীল মঞ্জুর করিলেন। রাইমণি দরখাস্ত করাতে তাহাকে তারামণির শরীক রেস্পণ্ডেন্ট্ করা হইল।

সদর আদালৎ নিযুক্ত পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা এই মর্ম্মে ব্যবস্থা দিলেন যে "যদি কোন ভূম্যধিকারী এক স্ত্রী, পিতামহী, বিমাতা, মাতা, অবিবাহিতা কন্যা, ও প্রপিতামহের পৌত্র রাখিয়া মরে, তবে তৎপত্নীই সমস্ত ধন অধিকার করিবে, কিন্তু প্রচুর কারণ অথবা উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের সম্মতি বিনা দান কিম্বা বিক্রয়দ্বারা ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিবে না। পত্নী মৃত পতির ঋণ পরিশোধ নিমিত্তে তাহার স্থাবরাস্থাবর (সকল) বিষয় বিক্রয় করিতে পারে—যদি ঋণের পরিমাণ বিষয়ের মূল্যের সমান বা অধিক হয়, কিন্তু যদি বিষয়ের মূল্য ঋণের পরিমাণের অধিক হয়, তবে যে পরিমিত বিষয় বিক্রয় করিলে ঋণ শোধ যায় তৎপরিমিত মাত্র বিক্রয় করিতে বিধবাকে ক্ষমতা আছে। পত্নীকৃত এমত বিক্রয় সিদ্ধির নিমিত্তে দলীল কিম্বা সাক্ষ্য দ্বারা ঐ ঋণ অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবে, পত্নী এমত বয়ান করিলে যে তৎস্বামী ঐ ঋণ স্বীকার করিয়াছিল, অথবা সে (পত্নী) নিজে ঐ ঋণকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা গ্রাহ্য নয়। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে বিধবা মৃত পতির যথার্থ ঋণ পরিশোধে তাহার বিষয় হস্তান্তর করিয়াছে, এবং উত্তমর্ণ এই বিক্রয়োপলক্ষে দখল পাইয়াছে, অতএব ঋণ শোধের দ্বারা বিক্রয় রদ করিতে মৃতের অন্য উত্তরাধিকারিগণের অধিকার নাই, কিন্তু যদি আদালতের তজবীজে এমত প্রমাণ হয় যে ঋণের সংখ্যা হইতে বিষয়ের মূল্য অধিক, তবে আদালত যেমত যথার্থ বোধ করেন সেই মত বিচার করিতে পারেন। অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নিজ (অসাধারণ) কার্য্যের নিমিত্তে ঋণ করে তবে সে ঋণের দাওয়া কেবল সেই ঋণির উপর অথবা তাহার উত্তরাধিকারির উপর হইতে পারে, পরিবারীয় অন্য ব্যক্তির উপর হইতে পারে না, যদ্যপি কেবল উক্ত লাদাবী-নামার দ্বারা বিরোধীয় ভূমিতে আপিলান্টের স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে না, তথাপি—'সূর্য্যমণির স্বামী সাধারণ বিষয়ের নিজ যোগ্যাংশ তাহাকে মৌখিক দান করিয়াছে'—দলীলে লিখিত এই বয়ান যদি প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে হেমচাঁদ ঐ ভূমি পাইবার যোগ্য এবং এ অবস্থায় যদি এমত বোধ হয় যে ঋণের সংখ্যা অপেক্ষা তৎপরিশোধে দত্ত ভূমির মূল্য অধিক. তথাপি (গ্রহীতা) হেমচাঁদের স্বত্ব ধ্বংস হইবে না।"

যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তৎপ্রতি সদর আদালতের জজ হারিংটন সাহেব ও ইস্টুওয়ার্ট সাহেব প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলেন যে যে ঋণের বুনিয়াদে লা-দাবী লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা যে ভৈরবচন্দ্র লইয়াছে এবং তৎপরিশোধে জীবদ্দশায় বিষয় হস্তান্তর করিয়াছে এতদুভয়েরই প্রচুর প্রমাণ নাই অতএব প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের ডিক্রীর যে অংশ তারামণিকে দখল দেওয়ানবিষয়ক তাহা তরমিম্ হইয়া নাতক ডিক্রী হইল যে সূর্য্যমণির লিখিয়া দেওয়া লা-দাবীর দ্বারা তাহার মৃত্যুর পর অন্য উত্তরাধিকারির (অর্থাৎ তৎপতির

দায়াদের) স্বত্ব নষ্ট হইবে না। ১৮ ডিসেম্বর ১৮১১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৫৯।

কৃষ্ণগোবিন্দ সেন—বনাম—গঙ্গানারায়ণ সরকার।

নজীর
৫১ সংখ্যক বব্যবস্থা-বিষয়ক।

/০ এই মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট এই নিষ্কৃষ্ট মত প্রকাশ করেন যে পতি সংক্রান্ত ধনাধিকারিণী উজ্জ্বল মণির ঐ ধনে যে স্বত্ব তাহা কোন প্রকারে এমত দানাদি করিতে তাহার অধিকার নাই যাহা তাহার নিজ জীবনান্তে স্থিরতর থাকিতে পারে। প্রতিবাদী ইহা দেখিতে পাইয়া যে উজ্জ্বলমণি হইতে যে দান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ফলদায়ক হইবেক না, বিবাদে বিরত হইল, এবং মকদ্দমা বাদির পক্ষে ডিক্রী হইল। সু. কো.—মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১৯।

রামানন্দ মুখোপাধ্যায়—বনাম—রামকৃষ্ণ দত্ত।

৵০ এই মকদ্দমায় সুপ্রিমকোর্টের (তাৎকালিক) সকল জজে স্বীকার করিয়াছেন যে বিধবা পূরণা দাসী মৃত পতি হইতে প্রাপ্ত সঙ্ক্রান্ত ধনের যে দান করিয়াছে তাহা (তৎপতির পারলৌকিক উপকারার্থে না হওয়া স্পষ্ট দৃষ্ট হওয়াতে) তাহার জীবন পর্য্যন্ত গ্রাহ্য; যদি পূরণা দাসীর মৃত্যুর পর (তৎপতি) নয়ান সাহার দায়াদগণ (গ্রহীতা) রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে সে মকদ্দমা ভিন্ন প্রকার হইবে, আমি (সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন্ সাহেব) বিবেচনা করি না যে তাহাদের বিরুদ্ধে সে (রামনন্দ) কোন ওজর করিতে পারিবে। সু. কো.—মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১৯, ২০।

উপস্থিত—

মহামান্য শ্রীযুক্ত সর্ বারনস্ পিকক্ সাহেব, নাইট্ চিফ্ জস্টিস্, ও
মহামান্য শ্রীযুক্ত এ. টি. রেক্স্ সাহেব, এইচ্ বি. বেলি
সাহেব্, এফ্. বি. কেম্প্ সাহেব্ ও এন্. এস্ জ্যাক্সন
সাহেব, পিউনি জজ।

মকদ্দমা ১৮৬২ সালের নং ৭৯, ৮৪, ২০১ ও ২১০।

১৮৬২ সালের নং ৭৮ ও ৮৪।

নং ৭৯।

মুসম্মাৎ গোবিন্দমণি দাসী (বাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—শ্যামলাল বসাক প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

ঢাকার প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

নজীর
৪৪, ৫০ ও ৫১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই কএক আপীলে যে বিষয় বিবেচনার নিমিত্তে এজলাস কামেলে রুজু করা হয় তাহা এই যে—কোন হিন্দু বিধবা পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে প্রাপ্ত স্থা-

বর বিষয়ের বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলে এবং ঐ বিক্রয় পত্র শাস্ত্রানুমত কারণ ভিন্ন অন্য কারণে লিখিত হইয়া থাকিলে তাহা ঐ বিধবার জীবনান্ত পর্য্যন্ত সিদ্ধ কি না, যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তন্নিমিত্তে পতির দায়াদরা অভিযোগ রূপে হস্তক্ষেপ করত নালিশের দ্বারা ঐ বিষয় আপনাদিগকে সমর্পণ করাইতে অথবা তদ্বিধবাকেই ফিরিয়া দেওয়াইতে পারে কি না ?

উভয় পক্ষেই এই মকদ্দমার বাদানুবাদ সম্পূর্ণরূপে অতি পরিশ্রম পূর্ব্বক করা হইয়াছে। বাবু শ্যামাচরণ সরকারের প্রণীত হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রবিষয়ক মহোপকারি ব্যবস্থা-দর্পণে উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় প্রধান প্রমাণ সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

কাত্যায়ন কহেন—

" পতির শয্যা সংরক্ষিণী পুত্রহীনা পত্নী গুরুকুলে বাস করতঃ মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্ষান্তা হইয়া বিষয় ভোগ করিবে, তাহার পরে (পতির) দায়াদেরা লইবে " (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ১, পারা. ৫৬)।

অপিচ—

" পত্নী কেবল পতিধন ভোগই করিবে। সে তাহা দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে যোগ্যা নয় "। ঐ।

কোলব্রুকের ডাইজেস্টের ৩ বালামের ৪৬৫পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যথা,—

"ইহা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে পতির উপকারার্থে উপভোগ ও দান ভিন্ন তদ্ধনের সেচ্ছানুরূপ দানাদি অসিদ্ধ।"

অতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তা সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেবের মত এইরূপ থাকা প্রকাশ পাইতেছে যে শাস্ত্রানুমত কারণ বিনা বিধবার কৃত দান বা হস্তান্তর কেবল পতির দায়াদগণের সম্বন্ধে অসিদ্ধ এমত নহে কিন্তু ঐ বিধবার সম্বন্ধেও বটে। (দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৯, ২০)।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমাতে বাদী নন্‌সুট্ হয়। ঐ মকদ্দমার নিষ্পত্তি ভিন্ন কথার উপর হয়, যাহা এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়ের কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু জজ মেক্‌নাটন্ সাহেব নিজ পুত্র সর্ উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেবের লিখিত মত চিফ্ জস্‌টিস্ ইস্‌ট্ সাহেকে দেওয়াতে তাহা আবশ্যকীয় হইয়াছে।

ঐ মত যথা,—

" কোন বিধবা যদি নিজ পতির বিষয় অনন্ত কালের নিমিত্তে ঐ মজ্‌মুনের দলীলের দ্বারা বিক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রয় করিতে বিধবার অধিকার না থাকাতে ক্রেতার তাহাতে কোন লাভ হইবে না, এবং তাহার বলে ঐ বিধবার তদ্বিষয়ে যে স্বত্ব আছে তাহাতেও সে স্বত্ববান্ হইবে না; ইহা অধিকার বিনা বিক্রয় হওন সূত্রমূলক—যদ্ধেতু ঐ বিক্রয় আমূলত অসিদ্ধ। যে পণ্ডিতকে অদ্য জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহারা একমত হইয়া কহিলেন চারি ভ্রাতার

মধ্যে এক জন যদি সমুদায় পৈতৃক বিষয়ের এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেয় তবে তাহা তাহার অংশ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে, কারণ বিক্রয়ই ক্রেতার স্বত্ব-জনক, দলীল তৎস্বত্বজনক নহে, দলীল কেবল বিক্রয়ের প্রমাণ মাত্র, তাহা অন্যান্য ভ্রাতার বিষয় বিক্রয় সম্বন্ধে অসিদ্ধ হইলেও ঐ বিক্রয়ের প্রমাণার্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে, পরন্তু তাহা ঐ বিক্রেতার বিরুদ্ধে সিদ্ধ ও তাহার নিজ অভিসন্ধির প্রমাণ বটে। কিন্তু কোন বিধবা কোন দলীল লিখিয়া দিলে তাহা এমত হইবে না —যেহেতু পতির বিষয়ের কোন অংশে তাহার অসঙ্কুচিত স্বত্ব নাই, কেবল অবশেষে সমুদায়ে উপভোগের স্বত্ব আছে। এতাবতা স্পষ্ট এই যে সে তৎসমুদায় অনন্তকালের নিমিত্তে হস্তান্তর করিতে পারে না, কিন্তু যে দলীলের দ্বারা সে হস্তান্তর করে তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে আমূলতঃ অসিদ্ধ ; সে যে স্বত্বে অধিকারিণী তাহাও তদ্দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে না, তাহা (হস্তান্তর না হওন যোগ্য ব্যতিরেকেও) তাহার অবস্থা মালিকী স্বত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন''। (মর্লির ডাইজেস্ট্, বা. ২, পৃ. ১৫৫)।

ক্রেতা বিধবার জীবনকালেও অধিকারী হইবে না—এইমত এই ব্যবস্থামূলক যে পতি সংক্রান্ত ধনের কোন অংশে বিধবার মালিকী স্বত্ব নাই, কেবল অবিশেষে সমুদায়ের উপর সাধারণ উপভোগাধিকার মাত্র, এবং মালিকী স্বত্ব বিনা কেহ বিক্রয় করিলে তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে আমূলতঃ অসিদ্ধ। সর্ উইলিয়ম মেক্নাটনের উক্ত এইমত ঐ ব্যবস্থামূলক যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তিনি উক্ত মকদ্দমাতে বক্ষ্যমাণ মতও ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্যথা,—"পিতার জীবদ্দশায় পিতৃ বিষয় পুত্রকর্ত্তৃক বিক্রীত হইলে তাহা বিনা অধিকারে হওন হেতু আমূলতঃ অসিদ্ধ, ও তদ্ধেতু পিতার মরণোত্তর পুত্র তাহা মানিতে বাধ্য নয়, কেননা সে পিতার উত্তরাধিকারীরূপে তদ্বিষয়ে অধিকারী হয়। দৃষ্ট হইতেছে সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটনের বিবেচনা এই যে পিতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রের যে অধিকার তদপেক্ষা পতিসংক্রান্তধনে বিধবার অধিকার অধিক নয়।

পরন্তু ইহা বাস্তবিক নহে।—দিগম্বর দের বিরুদ্ধে গোলকমণির মকদ্দমাতে (যাহা সুপ্রীমকোর্টে ১৮৫২ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন হয়) আদালত উক্তি করিয়াছেন যথা,—

"উত্তরাধিকারিণীরূপে বিধবা বিষয় গ্রহণ করিলে তৎসমগ্র স্বত্বের কোন অংশ নিরাশ্রয় থাকে না, এবং যাবজ্জীবন তাহার যে অধিকার তাহাতে দায়াদের উত্তরাধিকারিত্ব নাই, কিন্তু তৎসমুদায় স্বত্ব ঐ বিধবাতে বর্ত্তিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে স্বকৃথ গ্রাহিণী হইলে সে তাবৎ গ্রন্থেই উত্তরাধিকারিণী বিবেচিতা হইয়াছে। সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন তাহার অধিকারকে যথার্থতঃ ক্রমাতিক্রান্ত বিবেচনা করেন, অন্য (গ্রন্থ) লেখকেরা তদধিকারকে উত্তরাধিকারিণী সূত্রে প্রাপ্ত বিবেচনা করেন : এতাবতা যখন তাঁহারা তাহাকে যাবজ্জীবন স্বত্বও কহেন তখন তাঁহারা উক্ত বাক্য শুদ্ধ যাবজ্জীবন স্বত্বমাত্র হইতে

ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন ”। (ম্যাক্‌ফরসনের মর্টগেজ্ বিষয়ক পুস্তক, তৃতীয়-বার মুদ্রিত পৃ. ২৫)।

আদালত আরো কহেন--

‘অনেক বৎসর পর্য্যন্ত একথা অবিকল্পরূপে বিবেচিত হইয়াছে যে বিধবা বিষয়ের সম্পূর্ণাধিকারিণী, এবং ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে যে বিরুদ্ধ দখলে বিধবার অধিকারের ব্যাঘাত হয় তাহাতে তন্মরণান্তে দায়াদের অধিকারেরও ব্যাঘাত হয়, কিন্তু ইংরাজী আইনে যাহা যাবজ্জীবন স্বত্ব বলিয়া জ্ঞাত, বিধবা তদ্রূপ স্বত্ববতী হইলে উক্ত রূপ ঘটনা হইত না। ঐ পৃ. ২৭।

হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক প্রভৃতির মকদ্দমা যাহা ১৮২৬ সালের ২৪ জুন তারিখে প্রিবি কৌন্সিলে নিষ্পন্ন (এবং ক্লার্ক সাহেবের রিপোর্টের ৯১ পৃষ্ঠায় ও মর্ণ্টিয় সাহেবের হিন্দু-ল সম্বন্ধীয় মকদ্দমার ৪৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) দৃষ্টে বোধ হইবে যে বিধবা যাবজ্জীবন স্বত্বাপেক্ষা অধিক পায়। এবঞ্চ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যাদুমণি দেবীর মকদ্দমা দ্রষ্টব্য (বুলনোয়ার রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১২৯)।--মেক্‌ফরসনের মর্টগেজ্ বিষয়ক গ্রন্থ, তৃতীয়বার মুদ্রিত, পৃ. ২৮।।

মূরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীলের ৬ বাল্যমের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় (মুদ্রিত শ্রীমতী অপূর্ব্বা দাসীর বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মকদ্দমায় এই বিচরিত হয় যে পতিসঙ্ক্রান্তধনে বিধবার স্বাধিকার সঙ্কুচিত হইলেও জিম্মাদারীস্বরূপ নহে।

সদর দেওয়ানী আদালতে বিচরিত কয়েকটি নিষ্পত্তিপত্র আছে, যাহাতে এই বিচরিত হইয়াছে যে বিধবার লিখিয়া দেওয়া হস্তান্তরপত্র তাহার জীবনকাল ব্যাপিয়া তদ্বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে না। তদ্ভিন্ন তার আর নিষ্পত্তিপত্রও আছে যাহাতে বিচরিত হইয়াছে যে বিধবার লিখিয়া দেওয়া হস্তান্তরপত্র তাঁহার জীবন কাল ব্যাপিয়া তদ্বিরুদ্ধে বলবৎ থাকিবে।

তারামণির বিরুদ্ধে হেমচাঁদের মকদ্দমাতে (যাহা সদরীয় রিপোর্টের ১ বাল্যমের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) উক্ত হইয়াছে যে বিধবার লিখিয়া দেওয়া দলীল তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারে, তাহার মৃত্যুর পর জীবিত দায়াদগণের স্বত্ব নাশপূর্ব্বক তাহা বলবৎ থাকা উচিত নহে। (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৪৯)।

গঙ্গানারায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণগোবিন্দ সেনের মকদ্দমাতে সুপ্রীমকোর্ট নিজ বিচার নিষ্পন্ন এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে শাস্ত্র সম্মত কারণ ভিন্ন অন্য কারণে বিধবা বিষয়ের নিজ স্বত্বাধিকারের এমত কোন হস্তান্তর করিতে পারে না যাহা তাহার জীবনান্তে স্থিরতর থাকিতে পারে।-- সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটনের কন্‌সিডরেসন্‌স্ অন্ দি হিন্দু ল. পৃষ্ঠা ১৯। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১৫১।।

রামকৃষ্ণ দত্তের বিরুদ্ধে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমাতে (দ্রষ্টব্য কন্. হি. ল. পৃ. ২০) সুপ্রীম কোর্টের সকল জজেই স্বীকার করিয়াছেন --পতি-সংক্রান্ত ধনের বিধবা যে হস্তান্তর করিয়াছে -- ও যাহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে

যে পতির পারলৌকিক উপকারার্থে হয় নাই—তাহা তাহার যাবজ্জীবন সিদ্ধ। (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১৫১)।

হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক প্রভৃতির মকদ্দমায়—যাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে—লার্ড গিফোর্ড ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের মত বিবেচনান্তে উক্তি করিতেছেন যথা,—"এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য আমাকে এই বোধ হইতেছে তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে বিধবা হরসুন্দরী দাসী সম্পূর্ণরূপে বিষয় দখল পাইতে পারে। কোন কোন কার্য্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মে, কন্যার যৌতক দানে ও পতিপক্ষে স্বামির ধনদানাদি করিতে তাহার স্পষ্ট যোগ্যতা আছে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য হয় না—অর্থাৎ আদালতের পণ্ডিতেরা কহেন যদি বিধবা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা শাস্ত্রানুমত নহে এমত কর্ম্মে পতির ধন দানাদি করে তবে তাহ অসিদ্ধ হইবে,' অন্য পণ্ডিতেরা কহেন 'শাস্ত্রসম্মত নয় এমত কার্য্যে বিধবা দানাদি করিলে যদিও তাহার প্রত্যবায় হয় তথাপি ঐ দানাদি পতির দায়াদগণের অনিষ্টে সিদ্ধ থাকিবে'। আদালতের পণ্ডিতদিগের সহিত উক্ত চারিজন পণ্ডিতের মত উক্ত বিষয়ে মিলে না। শেষোক্ত চারি পণ্ডিত রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির যে মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হয় নাই তৎপ্রমাণে ব্যবস্থা দেন।"

উক্ত নিষ্পত্তি পত্রে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে অন্য দুই পণ্ডিতের জবানবন্দি লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে এই জিজ্ঞাসা করা হয় যে—"আদালতের পণ্ডিতদিগের যে মত, আপনাদেরও সেই মত, অথবা আপনাদের তাহা হইতে ভিন্ন মত?" তাঁহারা উত্তর করিলেন—"কল্য আদালতের পণ্ডিতেরা যে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের মত সর্ব্বাংশেই প্রায় মিলে, কেবল এই বিষয়ে মিলে না 'কল্য তাঁহারা কহিয়াছেন যে শাস্ত্রসম্মত নহে এমত কারণে বিধবা পতির স্থাবর অস্থাবর বিষয় দান করিলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে সিদ্ধ নয় তৎপতির দায়াদের বিরুদ্ধেও সিদ্ধ নয়। আমরা তাঁহাদের সহিত ঐ মতের এই অংশে একমত যে ঐ দান পতির দায়াদদের বিরুদ্ধে সিদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা বলি যে তাহা ঐ বিধবার বিরুদ্ধে সিদ্ধ,—সে তাহা পুনর্ব্বার দাওয়া করিতে পারে না, পরন্তু পতির দায়াদ তাহা দাওয়া করিতে অধিকারী। (ঐ)।

ফুল্‌টনের রিপোর্টের ৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত জান মূর প্রভৃতির বিরুদ্ধে কালীচাঁদ দত্তের মকদ্দমাতে চিফ্ জষ্টিস্ রায়ন্ সাহেব কহেন—"বিধবা নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিষয় হস্তান্তর করিলে তাহা যে সিদ্ধ, ইহা এই আদালতে বিচরিত হইয়াছে"।

সংক্ষেপতঃ এই বিষয়ের তাবৎ নজীর বিবেচনান্তে আমাদের মত এই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কারণে বিধবা উত্তরাধিকারিণীরূপে পতি হইতে প্রাপ্ত বিষয়ের হস্তান্তর পত্র লিখিয়া দিলে তাহা অপহার কার্য্য নহে, ও তাহাতে বিধবার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া পতির দায়াদগণে বিষয় বর্ত্তে না, এই হস্তান্তর পত্র বিধবার

জীবনান্ত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে, দায়াদগণ তাহার মৃত্যুর পর ঐ হস্তান্তর পত্র মানিতে বাধিত নহে; কিন্তু তাহার জীবনকালে ঐ বিষয় তাহাদের নিজের নিমিত্তে অথবা ঐ বিধবার নিমিত্তে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিম্বা তাহাকে তাহা ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে (ক্রেতাকে) বাধিত করিতে পারে না। বিধবা যদি কোন ক্রমে প্রতারিতা হইয়া থাকে, অথবা ঐ দলীল দস্তখত করিতে তাহাকে যদি প্রতারণা দ্বারা রত করা হইয়া থাকে, তবে তাহাতে—যথা অন্য তাবৎরূপ প্রতারণা ব্যাপারে—ঐ দলীল অসিদ্ধ হইবে।

তর্ক করা হইয়াছে যে দায়াদরা যদি বিধবার জীবনকালে বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ না করিতে পারে তবে তাহাদের হানি হইবে। কেননা তাহার মৃত্যুর পর এমত দেখাইতে—যে ঐ হস্তান্তর-পত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ কারণে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যে প্রমাণ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করা কঠিন হইবে, এবং মুদ্রা ও আর আর মূল্যবান অস্থাবর বিষয় সম্বন্ধে বিধবার জীবন কালেই গ্রহীতা তাহা উড়াইয়া দিলে,—এবং স্থাবর বিষয় সম্বন্ধেও গ্রহীতা তাহা নষ্ট করিলে—উত্তরাধিকারির অসম্বরণীয় ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নিষ্পত্তিতে উত্তরাধিকারিরা এমত হুকুম হাসিল করিবার নিমিত্তে যে—ঐ দলীল অশাস্ত্রীয় কারণে দস্তখত করা হইয়াছে, ও তদ্ধেতু তাহা বিধবার জীবনান্তে বলবৎ নয়—ঐ বিধবার জীবন কালেই নালিশ করিতে নিবারিত হইবে না। অপিচ গ্রহীতা স্থাবর বা অস্থাবর বিষয় অপহার বা নষ্ট করিলে দায়াদরা বিধবার জীবন কালেই যদি যথেষ্ট রূপে এমত প্রমাণ করিতে পারে যাহাতে আদালতের হস্তক্ষেপ উচিত হয়, তবে উক্ত নিষ্পত্তিতে গ্রহীতার বিরুদ্ধে তাহারা তৎপ্রতীকারে নিরাস হইবে না।

যে আদালত হইতে এই মকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে আমাদের নিকট সমর্পিত হইয়াছিল সেই আদালতে আমাদের মত তদ্বিজ্ঞাপন এবং অনুকরণ নিমিত্তে প্রকটিত হইবে।- হা. কো. আ. ৭ এপ্রেল ১৮৬৪ সাল। লিগ্যাল্ রিমেম্ব্রান্সর্, নং. ১, বা. ১, পৃ. ৪—৬।

এই নিষ্পত্তি এবং ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি নিষ্পত্তি ত্রয় এতদ্দেশীয় অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ কতিপয়ে অর্থাৎ বঙ্গীয় মত সংস্থাপক জীমূত-বাহন প্রণীত দায়ভাগে, ও আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত প্রামাণিক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কৃত দায়তত্ত্বে এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-প্রণীত দায়ক্রম সংগ্রহে লিখিত মূল ব্যবস্থা সমূহের সহিত মিলে না। মহামান্য জজেরা ঐ সকল মূল ব্যবস্থা (যাহা এই ব্যবস্থাদর্পণেই দেখিতে পাইতেন) দৃষ্টি না করিয়া দায়শাস্ত্রীয় মত লেখক সাহেবদিগের ভিন্ন২ মত লইয়া তর্ক বিতর্ক করাতে ও তাঁহাদের একের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের মতাবলম্বি হওয়াতে বোধ হয় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের মূলগ্রন্থ সকল দৃষ্টি না করিয়া কি কারণে সাহেবদিগের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মতে এত মনোযোগ করিলেন তাহা বোধগম্য হয় না, উক্ত সাহেবেরা আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা নহেন, নিবন্ধনকর্ত্তা

নহেন, এবং প্রগাঢ়রূপে শাস্ত্রবেত্তাও নহেন, তদ্ধেতু তাঁহাদের মত অবলম্বন করা যাইতে পারে এমত যোগ্যও নহেন। উক্ত দায়ভাগাদিগ্রন্থে অপুত্র ব্যক্তির সংক্রান্তধনে পত্নীর স্বত্ব উত্তরাধিকারির সঙ্কুচিত স্বত্বরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অবিকল রূপে তাহা সেইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক—সঙ্কোচ স্থলে পত্নীকৃত দানাদি অসিদ্ধ করিয়া, অসঙ্কোচ স্থলে অর্থাৎ যে যে কারণে তৎকৃত দানাদি শাস্ত্রসম্মত তত্তৎকারণে তৎকৃত দানাদি সিদ্ধ রাখিলেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সম্মত ও যুক্তি যুক্ত হইত, তাহা না করিয়া—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কারণেও বিধবার কৃত-দানাদি তাহার যাবজ্জীবন সিদ্ধ রাখা উক্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কতিপয়ে ব্যবস্থা-পিত মূলবিধান সিদ্ধ বোধ হইতেছে না, ঐ মূলবিধান সমূহ যথা,—"পত্নী ভর্ত্তার ধন ভোগই করিবে, সে তাহা বন্ধক দিতে অথবা দান বিক্রয় করিতে যোগ্যা নয়। ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষিণী গুরুকুলবাসিনী অপুত্রা পত্নী ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন পতির ধন ভোগ করিবে, তাহার পর উত্তরাধিকারিরা পাইবে" দা. ভা. পৃ. দা. ক্র. সং. পৃ.)। "ক্ষান্তা"—অনতিব্যয়িনী,—এই নিবন্ধাদের ব্যাখ্যা, ইহার ভাব এই যে সে কেবল প্রাণধারণার্থে ভোগ করিবে, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করিবে না"।—(বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। "স্ত্রীরা পতিসংক্রান্তধনের উপভোগ রূপ ফলভোগিনী, তাহারা কোনক্রমে পতির দায় অপহার করি-বেনা"। উপভোগ-ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি নয়, কিন্তু স্বশরীর ধারণে পতির উপকার হওয়াতে দেহ ধারণোপযুক্ত ভোগের অনুজ্ঞা আছে। এবং ভর্ত্তার উপকার অপেক্ষণীয় হওয়াতে তদ্দৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিমিত্তে দানাদিও অনুমত, এনিমিত্তে স্ত্রীরা অপহার করিবে না ইহা উক্ত। যে ব্যয়ে ধনির উপকার নাই, তাহাই অপহার, অতএব জীবন ধারণে অসমর্থা হইলে বন্ধক দেওয়া, তাহাতে না চলিলে বিক্রয়ও অনুমত বটে—যেহেতু কারণে বিশেষ নাই। ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারার্থে পতির পিতৃব্যাদিকে অর্থানুরূপ দান করিবে। তাহাদের অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমাতৃকুলেও দান করিবে*।

---

* নিম্ন প্রকটিত পঙ্ক্তি কতিপয় উপরি উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় মূল বিধান সমূহের ন্যায্য ব্যাখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।—"সে (অর্থাৎ বিধবা) স্ত্রী-জাতীয়া ও সংসারিক বিষয়ে অবিজ্ঞা হওয়াতে তদ্দ্বারা মৃতধনস্বামির উপকার না হইয়া বরং বিষয় নষ্ট হইতে পারে। এই সকল রক্ষার নিমিত্তে শাস্ত্রে বিধান করিতেছেন—প্রথমতঃ, বিধবা মৃতস্বামির বিষয় উপ-ভোগ মাত্র করিবে। দ্বিতীয়তঃ, তৎস্বামির দায়াদেরা তাহার রক্ষক হইবে। তৃতীয়তঃ, তাহার মৃত্যুর পর তৎস্বামির অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি তদ্ধনাধিকারী হইবে। তাহাকে দুই নিয়মে বিষয় ভোগ করিতে দেওয়া হয়, প্রথম এই যে সে সাধ্বী থাকিবে; দ্বিতীয় এই যে সে বিষয়ের অপহার করিবে না। এমতে বিধবা পত্নীত্ব স্বত্বহেতু মৃত-স্বামির বিষয় ভোগ করিতে অধিকারিণী এবং উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে সে তাহা তৎপার-লৌকিক উপকারার্থে ভোগ করিতে বাধিতা। সামান্যতঃ বিধবা বিষয় দান বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে পারে না, কেননা তাহার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তাহার পতির উত্তরাধি-কারিকে অর্শিবে। কিন্তু যদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে—তাহা শাস্ত্রীয় হউক বা সাংসারিক,—কিম্বা নিজ জীবনধারণ নিমিত্তে বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবে,

(দা. ভা. পৃ. ১৯৩; দা. ক্র, সং. পৃ. ৩৩ ৪। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪৭—৫৭)। দায়তত্ত্বতেও ঐরূপ বিধান বিহিত হইয়াছে। উক্ত বিধান সমূহ হইতে বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা যে তাৎপর্য্য নিষ্কর্ষ করিয়াছেন তদ্‌যথা,—"ইহা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে পতির উপকারার্থে দান ও ভোগভিন্ন তদ্ধনের স্বেচ্ছানুরূপ দানাদি অসিদ্ধ"—(বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)।

শেষোক্ত নিষ্পত্তিতে যে উপায়বিধান হইয়াছে অর্থাৎ আদালত যে উক্তি করিয়াছেন—"গ্রহীতা স্থাবরাস্থাবর বিষয় অপহার বা নষ্ট করিলে দায়াদরা বিধবার জীবনকালেই যদি যথেষ্ট রূপে এমত প্রমাণ করিতে পারে যাহাতে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়, তবে উক্ত নিষ্পত্তিতে তাহারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে তৎপ্রতীকারে নিরাস হইবে না"—ইহাতে অনেক স্থলে দায়াদগণের সম্বন্ধে গ্রহীতা বিষয়ের নাশ বা অপহার করিলে তাহা নিবারণ হইতে পারে না,—কারণ অস্থাবর বিষয় তো নানা ছলে বিশেষতঃ দেওলীয়া হওনের ছলে উড়াইয়া দিতেই পারে, তৎসম্বন্ধে কা কথা, কিন্তু উক্ত নিষ্পত্তিটী এমত যে তাহাতে গ্রহীতা সদর খাজনা দিতে ত্রুটি করিয়া এক্ষণে মালসংক্রান্ত আইন যে প্রকার তাহাতে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নষ্টামিতে চিরকালের নিমিত্তে স্থাবর বিষয়ও নষ্ট করিতে পারে, এবং যে উপায় বিধান করা হইয়াছে দায়াদ ব্যক্তি সে উপায় করণে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে অথবা আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় এমত প্রচুর প্রমাণ করিতে কৃতকার্য্য হওনের পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে ঐ বিষয় এককালে নষ্ট হইবে, তখন আদালত হস্তক্ষেপ করিলেও তাহা নির্ব্বাণ দীপে তৈল দানরূপ বিফল হইবে। যদিও ইহা অস্বীকার করা হয় নাই যে,—যে ব্যক্তি বর্ত্তমানে অধিকারী সে যেমত নিজ

কেননা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে, আর ঐ বিষয় হইতে সে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী। এবং যদি স্বামির পারলৌকিক উপকারের নিমিত্তে বিষয় দান বা বিক্রয় করা হয় কিম্বা বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ, কেননা উত্তরাধিকারি যে ধন পায় সে আপন লাভের নিমিত্তে পায় না, কিন্তু পূর্ব্বস্বামির উপকার নিমিত্তে। মৃতের ও তৎপূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক উপকার কেবল পত্নী শ্রাদ্ধাদি করিলেই যে হয় এমত নহে, কিন্তু জ্ঞাতিকুটুম্বে শ্রাদ্ধাদি করিলেও হয়, যেহেতু ঐ মৃত তাহার ভাগ-ভোগী, অতএব ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে তৎপিতৃব্যাদিকে অর্থানুরূপ দান করিতে শাস্ত্র তাহাকে আদেশ করিতেছেন।

ভর্ত্তার ঋণপরিশোধ নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র সম্মত কার্য্য। অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেওয়াও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা পতির মরণান্তে পত্নীকে অর্শে, এই সকল কার্য্যে আবশ্যকরূপে যাহা করা যায় তাহা সিদ্ধ। পত্নী যে দান বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তাহা অবস্থা ও কার্য্যবিশেষে সিদ্ধাসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। দানাদি বিষয়ে পত্নী পতিপক্ষের অধীনা। বিধবার সম্বন্ধে শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে সে পতির ধন অপহার করিবে না—অপহার পদে এমত ব্যয় বোধ্য যাহাতে ধনস্বামির উপকার নাই। পত্নী নিজ পিতৃপক্ষে যাহা দেয় তাহা যদি ভিক্ষা রূপে দত্ত না হয় তবে তাহাতে এমত কোন উপকার নাই, অতএব এমত দান পতির পক্ষের অনুমতি বিনা করা হইলে তাহা অসিদ্ধ।

স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে আদালতের আশ্রয় বা সাহায্য পাইতে অধিকারী, তেমতি যে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে সেও নিজ ভাবি স্বত্ব রক্ষাবিষয়ে আইনের আশ্রয় বা সাহায্য পাইতে অধিকারী, তথাপি যেরূপ উপায় বিধান করা হইয়াছে তাহাতে এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে যে এক ব্যক্তির যে বিষয়ে অধিকার আছে তাহা হইতে তাহাকে নিরাস করিতে অন্যের পক্ষে উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতাবতা, নিদানে এমত একটি সদুপায় বিধান করা উচিত হয় যাহাতে গ্রহীতা কোন ছলে বিষয় নষ্ট না করিতে পারে, ও তাহা উত্তরাধিকারির নিমিত্তে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতে পারে।

উক্ত নিষ্পত্তি কয়েকটি বক্ষ্যমাণ প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তির সহিতও মূলে সমন্বয় করা যাইতে পারে না, - যে নিষ্পত্তির অনুকারি হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সমস্ত আদালতেই বাধিত। উপরি উক্ত নিষ্পত্তিত্রয়ের শেষ নিষ্পত্তিতে ঐ নিষ্পত্তির উল্লেখ না হওয়াতে মহামান্য জজেরা ঐ নিষ্পত্তি দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়াছেন কিনা ইহা সন্দেহ স্থল। সর্ব্বোপরি মান্য প্রিবিকৌন্সিলের ঐ নিষ্পত্তিটী মাদ্রাস্ অর্থাৎ দ্রাবিড় প্রদেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় মূলবিধান সকলের সহিত সম্যক্রূপে মিলে শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু তাহা তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় মূল বিধানের সহিতও সম্যকরূপে ঐ নিষ্পত্তি যথা,—

মসলি পাটমের কালেক্টর, আপিলান্ট্ - বনাম —কাবেলী বেঙ্কাটা নারেণাপা, রেস্পণ্ডেন্ট্।

মাদ্রাসের সদর আদালৎ হইতে (প্রিবিকৌন্সিলে) আপীল। লার্ড্ জস্টিস্ টর্নর (উক্ত কৌন্সিলের) জজদিগের কৃত নিষ্পত্তি উক্তি করিলেন, তদ্ যথা,—

নজীর
২৪ ,২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ও ৪২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

তর্ক করা হইয়াছে যে হিন্দু বিধবার অধিকার যাবজ্জীবন নয় কিন্তু দায়াধিকার বটে; কথিত আছে যে ভর্ত্তার অধিকৃত দায়রূপ মূলধন দায়াধিকার ক্রমে ভর্ত্তা হইতে তাহাতে বর্ত্তে ও সে তাহা উত্তরাধিকারিণীরূপে গ্রহণ করে, তথাপি যে ইংরাজি আইনক্রমে ভূমি চিরকালের নিমিত্তে পূর্ব্বস্বামি হইতে উত্তরাধিকারিকে বর্ত্তে তাহা ইহাতে প্রযুজ্য বই বস্তুতঃ আর কি হইতে পারে?

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধবা যদিও উত্তরাধিকারিণীরূপে গ্রহণ করে তথাপি তাহার অধিকার যে বিশেষ ও সঙ্কুচিত ইহা সুস্পষ্ট। ইংরাজি আইন ক্রমে যে কোন অধিকার হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহাকে অনিয়মিত অধিকার বলিতে হইবে। তৎস্বত্বাধিকার সঙ্কুচিত, এবং ঐ সঙ্কোচ যে কিপ্রকার ও তাহার সীমা যে কি তন্নিরাকরণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেই কেবল হইতে পারে। পতির

দায়াদ থাকিলে বিধবা যে নিজ ইচ্ছাক্রমে বিষয় হস্তান্তর এবং নিজের ইহ-লৌকিক কার্য্য মাত্রাপেক্ষা বিশেষ কার্য্যে, ধর্ম্ম কর্ম্মে বা ধর্ম্মার্থদানে অথবা যে কার্য্যে পতির পারলৌকিক উপকার অনুভূত তৎকার্য্যে পেতি সংক্রান্ত বিষয় হস্তান্তর করিতে বিধবার যে অধিক ক্ষমতা আছে ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। নিজের ইহলৌকিক কার্য্য মাত্র নিমিত্তে কৃত হস্তান্তর সিদ্ধ রাখিতে তাহাকে আবশ্যকতা দেখাইতে হইবে। পক্ষান্তরে, এমত কোন হস্তান্তর যাহা কারণান্তরে বৈধ হয়না তাহা যে পতিপক্ষের সম্মতিসহ হইলে বৈধ হয় ইহা ব্যবস্থাপিত হওয়া বোধ করা যাইতে পারে। পরন্তু উক্ত বিধানের তাৎপর্য্য বা অবশ্য-ভাবি ফল এমত নহে —যে পতি সংক্রান্ত ধন হস্তান্তর করিতে বিধবার ক্ষমতার যে সঙ্কোচ বা বাধক ছিল ভর্ত্তৃদায়াদ না থাকিলে বা তাহাদের অভাবে তাহা সম্যক্ দূরীভূত হইবে। শাস্ত্রের এমত মর্ম্মাকর্ষণ হইলে ভর্ত্তৃদায়াদের সম্মতি-সহকৃত হস্তান্তর বৈধ জ্ঞেয়, যে যে স্থলে তাদৃশ সম্মতি দত্ত হয় সেস্থলে যে কর্ম্মের নিমিত্তে ঐ হস্তান্তর কৃত তাহা অবশ্যই উপযুক্ত বা ন্যায্য হইবে।

শাস্ত্রের যে অর্থ লইয়া এক্ষণে তর্ক হইতেছে—তদ্বিষয়ে মহামান্য বিচারপতিদিগের বিবেচনায়· "যে নিমিত্তে শাস্ত্র হইয়াছিল সেই নিমিত্তের অপায়ে তৎশাস্ত্রেরও লোপ হইল" এ বিধান তাহাতে প্রযুজ্য হইতে পারে না। বিধবার ক্ষমতার উপর যে বাধক স্থাপিত হইয়াছে তাহা কেবল পতি পক্ষের বাস্তবিক স্বত্ব রক্ষা নিমিত্ত মাত্র নহে। মনু অবধি অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে যদ্দ্বারা প্রকাশ যে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অধীনতাই প্রত্যেক হিন্দু নারীর প্রকৃতাবস্থা, তাহারা সর্ব্বদা রক্ষণাধীনা, ও কখনো স্বাধীনা হইবার যোগ্যা নয়। সর টামস্ এস্‌টেঞ্জ্ সাহেব ইহা দেখাইবার নিমিত্তে মনুর এই বচন তুলিয়াছেন যে—যদি কোন নারীর শাস্তা বা রক্ষক না থাকে তবে রাজা তাহাকে শাসন বা রক্ষা করিবেন। (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রে· হি· ল· ব ১, পৃ· ২৪২)। অপরঞ্চ সকল প্রমাণেই প্রকাশ যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধবার জীবন বৈরাগির ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য নিয়মান্বিত (দ্রষ্টব্য কোল্· ডা· বা· ২, পৃ· ৪৫৭)। ইহাতে সম্ভব যে ধর্ম্ম কর্ম্মে বিষয় হস্তান্তর করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, আর আর কর্ম্মে তৎক্ষমতা অস্বীকার করা হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল বিধানের তাৎপর্য্য এমত নহে যে পতির উত্তরাধিকারি না থাকিলে বিধবা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনা, ও বিষয় হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা হইবে, এবং আপনার ভোগের নিমিত্ত অধিকৃত সংক্রান্ত ধন অপরিমিত ব্যয় করিতে পারিবে।

পতির উত্তরাধিকারি না থাকায় যে ফল এক্ষণে তর্ক করা হইতেছে যদি তাহা হইত তবে মহামান্য জজেরা এমত বিবেচনা না করিয়া থাকিতে পারেন না যে ইতিপূর্ব্বে তাদৃশ মকদ্দমার ঘটনা হওয়া অত্যন্ত সম্ভব থাকাতে তদ্বিষয়ক অবশ্যই নজীর থাকিত অথবা অন্ততঃ পুংধনে স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ক হিন্দুশাস্ত্রীয় সাধারণ বিধানের এতাদৃশ নিপাতন থাকিলে গ্রন্থকর্ত্তাদের ও

টীকাকর্ত্তাদের গ্রন্থে এমত নিপাতন ঘটনার অবশ্যই কোন চিহ্ন থাকিত। মহামান্য জজেরা বিবেচনা করেন যে বিষয় হস্তান্তর করিতে হিন্দু বিধবার ক্ষমতার যে সকল সঙ্কোচ বা বাধক আছে তাহা তাহার অবস্থার অভেদ্য সঙ্গি, এবং তাহার মরণান্তে ধন গ্রহণযোগ্য উত্তরাধিকারি থাকিলেই যে ঐ সঙ্কোচ বা বাধক থাকে এমত নহে। এতাবতা সংক্রান্ত ধনের যৎপরিমিত বিধবা কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্যয়িত বা হস্তান্তরিত হয় নাই তাহা উত্তরাধিকারির অভাবে রাজাকে বর্ত্তে, বিধবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হস্তান্তর করিলে তাহাতে দোষারোপ করিয়া নিজ স্বত্ব রক্ষা করিতে যেমত উত্তরাধিকারির ক্ষমতা আছে তেমত রাজারও ক্ষমতা অবশ্য আছে।—২৯ ও ৩০ নবেম্বর, ১৮৬১ সাল। মূরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল, বা. ৮, খণ্ড ৩, পৃ. ৫২৮—৫৫৩।

"তাহার পর উত্তরাধিকারিরা পাইবে*" ইহা বলিয়া পত্নীর পরে দায়াদগণের অধিকার গণ্য করাতে, পত্নীর নিধনকালীন দায়াদগণের জীবনই ঐ অধিকার ঘটনের হেতু, অতএব—

দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিত্যনেন* পত্ন্যা ঊর্দ্ধং পত্ন্যুর্দায়াদানামধিকারস্মরণাৎ, পত্নীনিধনকালীন জীবনাদেব তদ্দায়াদানামধিকারঃ সঙ্ঘটতে, তেন—

ব্যবস্থা ৫২। পত্নীর মরণকালীন জীবিত যে নিকটতম সম্পর্কীয়েরা তাহারাই তৎপরে অধিকারি†।

৫২। পত্নীমরণকালীন জীবিতা যে নিকটতম সম্বন্ধিনস্তে এব তদূর্দ্ধং দায়াধিকারিণঃ†।

কিন্তু পতির মরণকালে জীবিত পত্নীর জীবনকালে মৃত নিকটসম্পর্কীদের উত্তরাধিকারিরা অধিকারি নয়।

নতু পতিমরণকালীন জীবিতানাং পত্নীজীবনকালীনমৃতানাং নিকটসম্বন্ধিনাং পুত্রাদয়ঃ।

রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী, আপিলাণ্ট—বনাম—শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, রেস্পণ্ডেণ্ট।

নজীর ৫২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ বিরোধীয় বিষয়ের চারি আনা অংশের মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ তিন পুত্র রাখিয়া মরেন—ঐ তিন পুত্রের (অর্থাৎ শ্যামচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্রের) মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র এক স্ত্রী রাখিয়া বাঙ্গালা ১১৯০ সালে নিস্সন্তান মরিলে উক্ত বিষয়ে তাঁহার যে অংশ তাহা তাঁহার দুই ভ্রাতা দানপত্রদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া এজহারে দখল করিয়া লয়েন, কিন্তু মৃত ব্যক্তির পত্নী রাধামণি তাঁহাদের নামে নালিশ করিয়া শেষে সদর দেওয়ানী আদালত হইতে ডিক্রী প্রাপ্তা হইয়া তাঁহার স্বামী জীবদ্দশায় যে অংশ ভোগ করিয়াছিলেন তাহার দখল পাইলেন।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. ব্যবস্থা ২২।

† দ্রষ্টব্য—মেকু. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৩ ও ২৭।

মৃত গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বাদি শম্ভুচন্দ্রের পিতা শ্যামচন্দ্র ১৮১০ সালে এবং গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী রাধামণি ১৮২২ সালে মরেন। রাধামণি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর দ্বারা পতির মরণান্তে যে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়া মরেন তাহার অর্দ্ধেকের নিমিত্তে বাদী এই দাওয়া উপস্থিত করেন। বাদী বয়ান করেন যে তাঁহার পিতা ও প্রতিবাদির মধ্যে এই শর্তে এক একরার লিখিত পঠিত হয় যে রাধামণির মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকৃত বিষয় তাঁহারা সমান ভাগ করিয়া লইবেন, যদি তাঁহাদের কেহ রাধামণির পূর্ব্বে মরেন, তবে যে (ভ্রাতা) মরিবেন তাঁহার উত্তরাধিকারী জীবিত অপর ভ্রাতার সহিত সমভাগী হইবেন। জওয়াবে লিখিত হয় যে বাদির এজহারি একরার কখনও লিখিত পঠিত হয় নাই, তাঁহার পিতা রাধামণির জীবন কালে মরাতে, রাধামণির ত্যক্ত বিষয়ে যথাশাস্ত্র তাঁহার কোন দাওয়া নাই। ঢাকার কোর্টের তৃতীয় জজ এজহারি একরার যথার্থ কি না ইহার প্রতি প্রবিধান না করিয়া, কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া যে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধানতঃ শাস্ত্রের বিধানের উপর নির্ভর করে, আদালতের পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন করিলেন যে—'যাবজ্জীবন পতি ধনোপভোগিনী পত্নীর মরণে তৎপতির (জীবিত) ভ্রাতা ও মৃত ভ্রাতার পুত্র তদ্বিষয়ের দাবীদার। এ অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে কে ঐ বিষয়াধিকারী' ?-- ঢাকা কোর্টের পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে তাহারা উভয়েই ঐ বিষয়ের সমান ভাগ পাইবার যোগ্য। কিন্তু জজেরা এই ব্যবস্থার ন্যায্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে এই প্রার্থনায় মকদ্দমা প্রেরণ করিলেন যে তথাকার পণ্ডিতেরা উক্ত ব্যবস্থা ন্যায্য কি না তাহার রিপোর্ট করেন: পণ্ডিত শোভা শাস্ত্রী ও রামতনু শর্ম্মা (প্রেরিত) প্রশ্ন ও উত্তর পাঠে লিখিলেন যে--- "বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে কোন অংশ না পাইয়া থাকে তবে সে ধন-ভাগী হইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমার বাদী মৃত-পিতৃক পৌত্র হওয়াতে দায়ভাগধৃত কাত্যায়নের বচনানুসারে সে তাহার অংশ পাইতে পারে, ইহা লিখিয়া সদরীয় পণ্ডিতেরা নিম্ন আদালতের পণ্ডি-তের দত্ত ব্যবস্থা স্থিরতর রাখিলেন।

ঢাকা-কোর্ট আপীলের তৃতীয় জজ ঐ আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থার পোষ-কতায় (সদরীয় পণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া এবং ইহা বিবেচনা করিয়া যে বাদির কথিত একরার যথার্থতই লিখিত পঠিত হইয়াছে বাদির দাবী ডিক্রী করিলেন।

এই ফয়সলাতে অসম্মত হইয়া রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলেন। ১৮২১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ জুলাই তারিখে এই মকদ্দমায় সদর আদালতের একটিং জজ শ্রীযুক্ত ডোরিন্ সাহেব আপনার রায় লিখিলেন যথা,—"দৃষ্ট হইতেছে যে গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী যে বিষয় অধিকার করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার মরণের পর তৎপত্নী রাধামণিকে অর্শিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেকের নিমিত্তে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করেন। নিম্ন আদালত

কতক এজাহারি একরারের বুনিয়াদে, কতক বা সাধারণ দায়-শাস্ত্রানুসারে রেস্পণ্ডেন্টকে ডিক্রী দেন; পরন্তু দায়শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ হইতেছে। দায়ভাগের ও দায়তত্ত্বের ইংরাজি অনুবাদ দৃষ্টে এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননসংগৃহীত বিবাদভঙ্গার্ণবের শ্রীযুক্ত কোলব্রুক্ সাহেবের কৃতানুবাদ দৃষ্টে, অথচ রুদ্রচন্দ্র সিংহ দরখাস্তকারির মকদ্দমায় ও ভইয়া ঝার বিরুদ্ধে শ্রীনারায়ণ রায় প্রভৃতির মকদ্দমায় অপিচ ঢাকা-কোর্ট আপীলের প্রার্থনানুসারে বর্ত্তমান মকদ্দমায় এই আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে এই সংস্থাপিত মত বোধ হইতেছে যে পতির মরণে স্থাবর ধন পত্নীকে অর্শিলে, ঐ পত্নীর মরণকালে তৎপতির দায়াদের স্বত্ব জন্মে, পতির মরণকালে জন্মে না, অতএব ঐ পত্নীর মরণকালে তৎপতির যে২ দায়াদের জীবন ছিল তাহারাই দায়াধিকারি। যে ব্যক্তি ঐ বিধবার জীবনকালে মরে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়,—তৎপুত্রতে বর্ত্তিতে পারে না। তাহা পূর্ব্ব ব্যবস্থাতে এই স্থাপিত হইয়াছে। যদ্যপি পুরণিয়াতে ও বাঙ্গলার আর২ প্রদেশে প্রচলিত (দায়) শাস্ত্রে কোন বিষয়ে প্রভেদ আছে, তথাপি কথিত বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য নাই, সকলেই এঁকমত হইয়া স্বীকার করেন যে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী হয়, যদ্যপি বিধবা বিষয় হস্তান্তর করিতে প্রতিবিদ্ধা, তথাপি সে নিঃসন্দেহ রূপে উত্তরাধিকারিণী, এবং তাহাকে উত্তরাধিকারিণী হইতে অকাট্যরূপে অধিকার আছে।

ঢাকা-কোর্ট আপীলের প্রার্থনা মতে এ আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে উপযুক্ত রূপে প্রশ্ন করা হয় নাই, কিম্বা পণ্ডিতেরা প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝেন নাই। তাঁহারা প্রশ্নের এই ভাবগ্রহ করিয়া থাকিবেন —যেন গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতাদের স্বত্ব তাঁহার মৃত্যুর অব্যবধান পরেই জন্মিয়াছিল, যদি এমত হইত তবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিত না। কিন্তু এই আদালতের ডিক্রীর বলে উক্ত বিধবা যাবজ্জীবন অধিকারিণী ছিল, পরন্তু তাহাতে তৎপতির ভ্রাতার ভাবি স্বত্বের কোন হানি হয় নাই। যে প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমায় খাটে না। দায় শাস্ত্রের যে সকল বিধান প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে অপত্যহীনা অধিকারিণী বিধবার মরণে তৎপতির ভ্রাতা অধিকারী, ভ্রাতুষ্পুত্র নয়। তথাচ উচিত যে পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের ব্যবস্থার অর্থ প্রকাশ করিতে অবকাশ দেওয়া হয়, এবং উক্ত প্রশ্ন এই রূপে লিখা যায়, যথা—কোন সাধারণ বিষয়ের মালিক তিন ভ্রাতা সমান রূপে তদ্বিষয়াধিকারি ছিল, তন্মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র (নামক) দ্বিতীয় ভ্রাতা রাধামণি নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিস্সন্তান মরিলে, এই পত্নী দায়শাস্ত্রানুসারে পতির অংশাধিকারিণী হইয়া তাহা যাবজ্জীবন ভোগ করে। তাহার জীবন কালেই তৎপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক পুত্র রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায়, রাধামণির মরণান্তে তদ্বিষয় দায় শাস্ত্রানুসারে কাহাকে অর্শে? তৎ পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে ঐ বিধবার মরণকালীন জীবিত ছিল সেই বিষয় পাইবে, কি মৃত-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র পাইবে? অর্থাৎ—(তিন ভ্রাতার মধ্যে) দ্বিতীয় ভ্রাতা

নিস্‌সন্তান মরিলে, তাহার পত্নী দায় শাস্ত্রানুসারে দায়াদগণের ভাবিস্বত্বের অবিনাশে যাবজ্জীবন অধিকারিণী হইলে ঐ দায়াদগণের স্বত্ব কোন্ তারিখ হইতে জন্মে—ঐ পত্নীর মৃত্যুর তারিখ হইতে, কি তাহার পতির মৃত্যুর তারিখ হইতে? পণ্ডিতদিগকে আরো কহা যাইতেছে যে তাঁহারা পূর্ব্বে যে মত দিয়াছেন এখনও যদি সেই মত দেন তবে পূর্ব্বে এইরূপ মকদ্দমায় যে সকল মত দিয়াছিলেন তাহার সহিত বর্ত্তমান মতের সমন্বয় করিতে হইবে। এবং তাঁহারদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে যদি এক্ষণে দত্ত প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ হয়, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে আদালতে আবেদন করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া এই মজমুনে উত্তর দিলেন যে—'মকদ্দমার যে অবস্থা এক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিধবাকে যে বিষয় অর্শিয়াছিল তাহা তৎস্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অর্শে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র তাহার কোন অংশ পাইতে পারে না, কেননা কোন ব্যক্তির বিষয় তৎ পত্নীকে অর্শিলে, ঐ পত্নীর মরণকালে যদি তৎস্বামির দুহিতা, দৌহিত্র, পিতা ও মাতা বর্ত্তমান না থাকে তবে তদ্ধন তাহার ভ্রাতাকে অর্শিবে, (ভ্রাতা থাকিতে) ভ্রাতৃ-পুত্রকে অর্শিবে না; যেহেতু ভ্রাতৃ-পুত্রের স্বত্ব ভ্রাতার স্বত্বাপেক্ষা জঘন্য। (পুত্রহীন) পতির মরণকালে তাহার দায়াদের স্বত্ব জন্মে না, কিন্তু তাহার পত্নীর মরণকালে জন্মে।—অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারশৃঙ্খলা এই যে—প্রথমে পত্নী, তদভাবে দুহিতা, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র, ইত্যাদি। এই সকলের অধিকার পারম্পর্য্য ক্রমে জন্মে, অতএব পূর্ব্বে যাহার অধিকার, সে থাকিতে তৎ পরবর্ত্তির অধিকার হইতে পারে না। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বিধবার ও তাহার মৃত পতির ভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের অধিকারের এই ক্রম। যেহেতু এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া লিখা হইয়াছে যে বিধবা সাধারণ দায়শাস্ত্রানুসারে পতিধনে সম্পূর্ণরূপে অধিকারিণী হইয়াছিল, অতএব দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদভঙ্গার্ণব ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আর আর গ্রন্থের মতানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা দত্ত হইল। ইহার প্রমাণ—দায়ভাগ ইত্যাদিতে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বৃদ্ধ মনু ও বৃহস্পতির বচন (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৪,—২৮। এই ব্যবস্থা দত্ত হইলে, ৮ আগষ্ট তারিখে তৃতীয় জজ এম্ এফ্ গোড সাহেবের, ও একটিং জজ ডবলিউ ডোরিন সাহেবের সমীপে মকদ্দমা দরপেশ হয়।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা, এবং মকদ্দমাসংক্রান্ত আর আর দলীল মোলাহেজায় তৃতীয় ও একটিং জজ আপনাদের রায় লিখিলেন, তদ্‌যথা—মৃত গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৎপত্নীর মরণকালে জীবিত থাকাতে ঐ পত্নীকে যে বিষয় অর্শিয়াছিল তাহাতে ঐ ভ্রাতাই কেবল অধিকারী। উক্ত জজেরা স্ব স্ব রায়ে আরো লিখিলেন যে এজহারি একরারের সত্যতা কোন মতে প্রমাণ হয় নাই, অতএব রেস্পণ্ডেন্টের দাবী উক্ত দলীলের বুনিয়াদে হউক, অথবা দায়-শাস্ত্রানুসারেই হউক নিষ্ফল। অতএব নিম্ন আদালতের ডিক্রী রদ ও আপিলান্টের

হক্কে মকদ্দমা ডিক্রী হইয়া বিরোধীয় বিষয়ের দখল ও ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা হইল। ৮ আগষ্ট, ১৮২১ সাল,—স. দে. আ. বি. বা. ৩, পৃ. ১০৬।

মুসন্মাৎ জয়মণি দেবী, আপিলান্ট—বনাম—রামজয় চৌধুরী, রেস্পণ্ডেন্ট।

৵৹ নালিশী আরজিতে প্রকাশ যে করণাধোরা নামক মৌজার অর্দ্ধেক বাদিনীর শ্বশুর হরিচরণ চৌধুরীর মৌরূসী তালুক ছিল। হরিচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র—(বাদিনীর স্বামী) রামকান্ত চৌধুরী, দেবকীনন্দন, ধরণীধর ও কালীপ্রসাদ অবিভক্ত রূপে একত্র থাকিয়া ঐ বিষয় জোতরূপে ভোগ করেন। বাঙ্গলা ১১৮১ সালে ধরণীধর সুরধুনী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিস্সন্তান মরেন। পরে অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা একত্র বাসাবস্থায় পৈতৃক বিষয়ের মুনফা হইতে মৌজা পণগ্রাম ইত্যাদির পাঁচ আনা অংশ ক্রয় করেন। বাঙ্গলা ১২০১ সালে কালীপ্রসাদ সখী দেবী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিস্সন্তান মরেন,—যে অদ্যাপি জীবিতা আছে। অবশিষ্ট দুই ভ্রাতা অর্থাৎ বাদিনীর স্বামী ও দেবকীনন্দন বহুকাল পর্য্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক একত্র থাকিয়া, বাঙ্গালা ১২১৫ সালে বিরোধ করিয়া পৃথক্ হইলেন। ভূমির অংশ বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত মৌলবী নেসারআলী, মুন্সী দেওয়ান মানগোবিন্দ ও মীর খয়রাৎ আলীকে সালিস্ মানিলেন। সালিসেরা ঐ বিষয় তাঁহারদিগকে সমানভাগ করিয়া দিয়া, আদেশ করিলেন যে মৃত ভ্রাতাদের পত্নীরা নিজ নিজ প্রাপ্য অংশের মুনফা মাত্র অন্নাচ্ছাদন স্বরূপ জীবিত ভ্রাতাদ্বয় হইতে পাইবে। ঐ অংশ ঐ পত্নীদের মৃত্যুর পর জীবিত ভ্রাতাদ্বয়কে সম পরিমাণে অর্শিবে ;—সখী দেবী উক্ত মুনফা দেবকীনন্দন হইতে পাইবেন, এবং সুরধুনী দেবী (বাদিনী আপিলান্টের স্বামি) রামকান্ত হইতে পাইবেন। বাঙ্গালা ১২১৬ সালের আশ্বিন মাসে রামকুমার চৌধুরী ও রাজকুমার চৌধুরী নামক দুই নাবালগ পুত্র রাখিয়া বাদিনীর স্বামী মরিলে প্রতিবাদিরা বাদিনীকে কেবল জীবনোচিত ধন দিয়া বল পূর্ব্বক বিরোধীয় ভূমি অর্থাৎ ঐ ভূমি দখল করিলেক যাহা সালিস্দিগের বিচারে বাদিনীর পতির বিষয় হওয়াতে বাদিনীকে অর্শিয়াছিল। প্রতিবাদিরা বাদিনীর পতির অংশ তাহাকে দিতে অস্বীকার করাতে বাদিনী এক্ষণে তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত নালিশ করেন।

প্রতিবাদী দেবকীনন্দন চৌধুরী জওয়াবে বয়ান করেন যে তাঁহার পিতা হরিচরণ চৌধুরী উপরি উক্ত পৈতৃক বিষয়ের চারি আনা গুরুপ্রসাদ মজুমদারের নিকট বিক্রয় করেন, ঐ অংশ আবার মজুমদার মজকুরের উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে তিনি (অর্থাৎ উক্ত প্রতিবাদি) আপন টাকায় ক্রয় করেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ মৌজা পণগ্রামের তিন আনা অংশ কেবল আপন নিমিত্তে নিলামে ক্রয় করেন ; তাঁহার মরণান্তে তৎপত্নী ঐ অংশ অধিকার করেন, অতএব তাহার নিমিত্তে প্রতিবাদির নামে বাদির যে নালিশ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে

না; মৌজা পণগ্রাম ইত্যাদির দুই আনা অংশ তিনি (প্রতিবাদী) আপনার নিমিত্তে মাত্র খরিদ করিয়া আপনিই কেবল পাট্টা দিয়াছেন, উক্ত বিষয় পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এই যে বাদিনীর বয়ান তাহা সমুদয় মিথ্যা। যদ্যপি বাদিনীর পতি মৌলবী নেসার আলী প্রভৃতির সালিসিতে সম্মত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি (অর্থাৎ প্রতিবাদী) পীড়াপ্রযুক্ত উপস্থিত না থাকাতে ও তাঁহার সাক্ষিগণের জবানবন্দি তৎসমক্ষে লওয়া না যাওয়াতে সালিসদিগের নিষ্পত্তির হেতুবাদ তিনি জ্ঞাত নহেন।

জিলার জজ সালিসী ফয়সলার বুনিয়াদে বাদিনীর পক্ষে মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া হুকুম দিলেন যে সে বিরোধীয় অংশের দখল পায়।

দেবকীনন্দন উক্ত ডিক্রীতে অসম্মত হইয়া কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে আপীল করিলেন এই হেতুবাদে যে উক্ত ভূমির সিকি অংশ মৃত সুরধুনী দেবীর ছিল, আপিলান্ট্ তাঁহার উত্তরাধিকারী। এই আপীল মঞ্জুর হওয়ার কিঞ্চিৎ পরে আপীলান্ট্ মরাতে তাঁহার পুত্র রামজয় চৌধুরী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

কোর্ট আপীলের প্রধান ও একটিং জজ জিলা আদালতের বিচার সংশোধন পূর্ব্বক আপীল ডিক্রী করিয়া হুকুম দিলেন যে মোসম্মাৎ জয়মণি নিজ নাবালগ পুত্রদের ওসী স্বরূপে আপন স্বামির অংশে দখল পায়েন, এবং রামজয় চৌধুরী (মৃত ধরণীধরের পত্নী) সুরধুনী দেবীর উত্তরাধিকারী রূপে তৎপতির অংশে দখল পায়েন, এই হুকুম পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে হইল, তদ্ব্যবস্থা যথা—"(মৃত ধরণীধরের পত্নী) মুসম্মাৎ সুরধুনী যদি তাহার পতির ভ্রাতা দেবকীনন্দনের জীবন কালে মরিয়া থাকে, তবে দেবকীনন্দন ও তৎপরে তৎপুত্রেরা ধরণীধরের যে চারি আনা অংশ তাহা পাইবে।"

বর্ত্তমান আপিলান্ট্ সদর আদালতে খাস আপীল রুজু করিলেক। উক্ত আদালতের তৃতীয় জজ (জান সেক্সপিয়র) সাহেবের নিকট মকদ্দমা শুননি হইলে, তাঁহার রায় এই হইল যে সালিসের নিষ্পত্তির বুনিয়াদে হইয়াছে যে জিলা আদালতের ডিক্রী তাহা বহাল থাকে ও প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের ডিক্রী রদ হয়। অনন্তর এই মকদ্দমা দ্বিতীয় জজ (সি. ইসমিথ্) সাহেবের নিকট সোপর্দ্দ হয়, ইহাঁর মত উক্ত মতের সহিত মিলিল না।

তদনন্তর মকদ্দমা প্রধান জজ (ডবলিউ লিসেষ্টর) ও একটিং জজ (জে. এইচ্ হারিন্টন) সাহেবের হুজুরে পেশ হয়, ইহাঁরা বিবেচনা করিলেন যে পণ্ডিতদিগের স্থানে এই মকদ্দমায় প্রযুজ্য দায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক। পরে আদালতের কৃত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দেন তাহার সার ভাগ এই যে—"যদি (মৃত) ধরণীধরের পত্নী মুসম্মাৎ সুরধুনী পতির এক ভ্রাতা দেবকীনন্দনের জীবন কালে এবং অন্য ভ্রাতা রামকান্ত চৌধুরীর পত্নী ও পুত্রগণের জীবনকালে মরিয়া থাকে, তবে কেবল দেবকীনন্দন ধরণীধরের অংশে অধিকারী, যেহেতু দায়শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রের পূর্ব্বে

অধিকারী। যদিও সালিসদিগের নিষ্পত্তি বলে রামকান্ত চৌধুরী নিজ অংশে এবং ধরণীধরের অংশে দখল পাইয়াথাকে, এবং এই অংশের উপস্বত্ব হইতে মুসম্মাৎ সুরধুনীকে ভরণ পোষণ দিয়াথাকে, তথাপি সুরধুনীর জীবন কালে তৎপতির মৃত্যু হওয়াতে শাস্ত্রমতে সে ঐ অংশ দখল করিতে পারে না, যেহেতু মৃত স্বামির ধনেই (কেবল) তৎপত্নী অধিকারিণী। এবং যদি রামকান্তের মৃত্যুর পর মুসম্মাৎ সুরধুনী মরিয়া থাকে, তবে তাহার পতির ধনে দেবকীনন্দন অধিকারী, যেহেতু সেই ধরণীধরের বিষয়াধিকারী, তাহার ভ্রাতৃ পুত্রেরা (অর্থাৎ রামকান্তের পুত্রেরা) নহে। বঙ্গদেশে প্রচলিত দায় শাস্ত্রের মত এই। প্রমাণ—দায়ভাগে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮)। মেস্তর শেক্সপিয়র সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে কাহারও মরণান্তে তাহার পত্নী তাহার ধনাধিকারিণী হইয়া মরিলে তৎপতির ভ্রাতার পত্নী কোন ক্রমে তদ্ধনাধিকারিণী হইবে হিন্দু শাস্ত্রে এমত লিখিত নাই।

সদর আদালৎ প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী রদ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া তাহা চূড়ান্ত রূপে বহাল করিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ৬ জানয়ারি ১৮২৪ সাল,—স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২৮৯।

দুহিতার অধিকার।

পত্নীদুহিতা প্রভৃতির অধিকার জ্ঞাপক বচনে* যাহারা পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পর পর অধিকারি নির্দ্দিষ্ট, তাহারা পত্নীর অধিকার না হইলে যেমত অধিকারি হয় সেইরূপ পত্নীর অধিকার ধ্বংসেও তদ্ভোগাবশিষ্ট ধন গ্রহণ করিবে, তৎকালে (অর্থাৎ পত্নীর মরণে† অথবা তৎস্বত্বোপরমে‡) অন্যাপেক্ষা দুহিতাদি (শ্রাদ্ধদ্বারা§) মৃতের অধিক উপকারি হওয়াতে তাহাদেরই অধিকার হওয়া ন্যায্য। (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯২, ১৯৩)। অতএব—

পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদিনা* যে পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাভাবে পরভূতাধিকারিণো নির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যা অধিকারপ্রাগভাবে গৃহ্ণীয়ুস্তথা জাতাধিকারায়াঃ পত্ন্যা অধিকারপ্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহ্ণীয়ুঃ। তদানীং দুহিত্রাদীনামেবান্যাপেক্ষয়া মৃতোপকারকত্বাৎ যুক্তো ধনাধিকারঃ (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯২, ১৯৩)। অতঃ—

ব্যবস্থা ৫৩। পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকার*।

৫৩। পত্ন্যভাবে দুহিতুরধিকারঃ*।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৫। † শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। ‡ চূড়ামণি ও মহেশ্বর।

§ দা. ভা. অপু. ১৯৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৩। বি. দা. ভা. দী. বৃ. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১. সেক. ২; পারা. ১, পৃ. ১৮৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৯০, ৪৯১। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ ২১.। এল্. ইন্. পৃ. ৭৫. ও ৭৬।

প্রমাণ

/০ যেমত আপনি তেমতি পুত্র, দুহিতা পুত্রতুল্য। তবে (কন্যারূপে) আপনি বিদ্যমান থাকিতে অন্যে কিরূপে ধন লইবে।—মনু ও নারদ *।

/০ যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ, পুত্রেণ দুহিতা সমা। তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যোহরেদ্ধনং ॥—মনুনারদৌ* ॥

৵০ নরের নানা অঙ্গ হইতে যেমত পুত্র সম্ভূত তেমতি পুত্রী, তবে দুহিতা থাকিতে তৎপিতৃধন অন্যে কিরূপে পাইবে। বৃহস্পতি †।

৵০ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি, পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাং। তস্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্যঃ, কথং গৃহ্নীত মানবঃ। বৃহস্পতিঃ †।

৶০ পুত্রাভাবে দুহিতা ‡ (অধিকারিণী,)—যেহেতু তাহা হইতে তুল্য সন্তান দর্শন হয়, এবং পুত্র ও দুহিতা উভয়েই পিতার সন্তানোৎপাদক (অ)—নারদ §।

৶০ পুত্রাভাবেচ ‡ দুহিতা,—তুল্য সন্তান দর্শনাৎ। পুত্রশ্চ দুহিতাচোভে পিতুঃ সন্তানকারিকে (অ)। নারদঃ§।

(অ) এস্থলে সন্তান পদে—পিণ্ডদাতা অভিপ্রেত। অপিণ্ডদাতা উপকারী না হওয়াতে সে সন্তানে ও অন্যের সন্তানে অথবা অসন্তানে বিশেষ নাই। দৌহিত্র তৎপিণ্ডদাতা বটে, কিন্তু তাহার পুত্র নয়, দৌহিত্রীও নয়, যেহেতু তৎপর্য্যন্তই পিণ্ডলোপ হয়। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

(অ) সন্তানশ্চ পিণ্ডদোঽভিমতঃ। অপিণ্ডদস্য অনুপকারকত্বেন অন্যসন্তানাদসন্তানাচ্চাবিশেষাৎ। দৌহিত্রশ্চ তৎপিণ্ডদাতা নচ তৎপুত্রঃ, নাপি দৌহিত্রী, তৎ পর্য্যন্তেন পিণ্ডবিচ্ছেদাৎ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

ব্যবস্থা

৫৪। তথাচ প্রথমে অবিবাহিতা দুহিতাই পিতৃধনাধিকারিণী ¶।

৫৪। তত্র প্রথমং কন্যৈবৈকা (জ) পিতৃধনহারিণী ¶।

---

* মনু, অ. ৯, ব. ১৩০। এই বচন নারদ সংহিতায় পাওয়া যায় না। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৪।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৭। ‡ এস্থলে পুত্রাভাবপদে পত্নী পর্য্যন্তাভাব বোধ্য।

§ নারদ সংহিতা—অ. ১৩, ব. ৪৯। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৪।

¶ দা. ভ. অপু. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪। বি. দা. ভা. টী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪। কোল্ দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্ ২, পারা. ৪, পৃ. ১৮৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯০। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১। এল্. ইন্. পৃ. ৭৫ ও ৭৬।

(জ) 'অবিবাহিতা দুহিতাই,'—অর্থাৎ সে দত্তার সহিত একত্র অধিকারিণী নয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৫।

প্রমাণ। ।০ অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার অবিবাহিতা দুহিতা গ্রহণ করিবে, তদভাবে বিবাহিতা (উ)*—এই পরাশরোক্তি।

(উ) এস্থলে ঊঢ়া পদে—পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা বোধ্যা, বন্ধ্যা কিম্বা পুত্রহীনা বিধবা নয়।

৵০ অপুত্রের ধর্ম্মজা (এ) সবর্ণা কন্যা পুত্রবৎ ধন লইবে†। দেবল।

(এ) ধর্ম্মজা—ঔরসী (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৪)।

যদি কুমারী অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ বিবাহিতা হইয়া মরে, তবে অপ্রাপ্তাধিকারা কন্যার অভাবে যে বিবাহিতা দুহিতাদির অধিকার প্রতিপাদিত; অধিকার প্রাপ্তা কন্যার অভাবেও তদ্ধন তাহাদেরই, তাহার ভর্ত্রাদির নয়, যেহেতু তাহাদের অধিকার বোধক বচন স্ত্রীধনবিষয়ক। দা. ভা. ২০৪।

এস্থলে অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ বিবাহিতা বিদ্যমান-পুত্রা অবিদ্যমান-পুত্রা উভয়াবস্থা প্রাপ্তা কন্যার মরণই বুঝায়। অবিদ্যমান-পুত্রার মরণে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীর অধিকার নির্ব্বিবাদ। অবিদ্যমানপুত্রা মরিলে তাহার পিতৃধনে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীর তুল্যাধিকার

(জ) কন্যৈবেতি—নতু দত্তয়া সহেত্যর্থঃ।—দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৫।

।০ অপুত্রস্য মৃতস্য কুমারী ঋক্থং গৃহ্ণীয়াৎ তদভাবে চোঢ়েতি (উ) পরাশরঃ*।

(উ) অত্র ঊঢ়া পদং—পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রাচ যা দুহিতা তৎপরং, নতু বন্ধ্যা পরং, নচ পুত্রহীন বিধবা পরং।

৵০ অপুত্রকস্য কন্যা স্বা ধর্ম্মজা (এ) পুত্রবদ্ধরেৎ†। দেবলঃ। স্বা—সবর্ণা।

(এ) ধর্ম্মজা—ঔরসী (দ্রষ্টব্যা—ব্য. দ. পৃ. ১৪)।

যদাচ কন্যা জাতাধিকারা পশ্চাৎ পরিণীতা সতী ম্রিয়তে তদা তদ্ধনং অনুৎপন্নাধিকারায়া অভাবে যাষামূঢ়াদীনাং প্রতিপাদিতং, উৎপন্নাধিকারায়া অপ্যভাবে তাসামেব তদ্ধনং, নতু তদ্ভর্ত্রাদীনাং ভবতি, তস্য স্ত্রীধনবিষয়ত্বাৎ।—দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৪।

অত্র কন্যায়া জাতাধিকারায়াঃ পশ্চাৎ পরিণীতায়া বিদ্যমান-পুত্রায়া অবিদ্যমান-পুত্রয়াশ্চ মরণমবগম্যতে। অবিদ্যমানপুত্রায়াস্তু মরণে সপুত্রায়াঃ সম্ভাবিতপুত্রয়াশ্চ ভগিন্যা অধিকারো নির্ব্বিবাদঃ, অবিদ্যমান-পুত্রা যদি ম্রিয়েত তদা তৎপিতৃদায়ে সপুত্রায়াঃ সম্ভাবিতপুত্রায়াশ্চ ভগিন্যাঃ তুল্যোহ-

---

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪।

† দা. ভা. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং পৃ ৪। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ইহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক লিখিত হওয়াতে তাঁহার এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে বিদ্যমানপুত্রার মরণে তৎপুত্রেরই অধিকার। কিন্তু বঙ্গীয় মত সংস্থাপক জীমূতবাহনের মতে এবং স্মার্ত্তাদির মতেও অধিকার প্রাপ্তা কন্যা বিদ্যমান-পুত্রা বা অবিদ্যমান-পুত্রা মরুক উভয়াবস্থাতেই পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীরই অধিকার এই অবগতি হইতেছে,—ইঁহাদের মতই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত এবং ইহাই ব্যবহারে প্রচলিত হওয়া উচিত। নতুবা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মত প্রচলিত হইলে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা থাকিতে তৎপরে অধিকারী যে দৌহিত্র তাহার অধিকার বিশেষ বচন ব্যতিরে কেও পূর্ব্বে হইল. এবং পিণ্ডোদক দানে তুল্যোপকারি অন্য দৌহিত্রদিগকে নিরাস করা হইল। ইহা হইলে বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যের নিগদিত মীমাংসার বিরুদ্ধ রূপ অকর্ত্তব্য কার্য্য হয়।

"তত্র প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে দত্তা" ইহা লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার কুমারী ও বাগ্‌দত্তার অধিকারে ক্রম বিশেষ দেখাইয়াছেনা।

ধিকার ইতি লিখনস্বরসাৎ বিদ্যমান-পুত্রায়া মরণে তৎপুত্রস্যৈবাধিকার ইতি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারস্যাভিপ্রায়োঽবগম্যতে। পরন্তু বঙ্গীয় মত সংস্থাপক জীমূতবাহন মতে স্মার্ত্তাদীনাং মতেচ জাতাধিকারায়াঃ পশ্চাৎ পরিণীতায়াঃ কন্যায়াঃ বিদ্যমানপুত্রায়াঃ অবিদ্যমান পুত্রায়া বা মরণে পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিতপুত্রায়াশ্চ ভগিন্যা এবাধিকার ইতি প্রতিভাতি। এষামেব মতং ন্যায-মূলকং যুক্তিযুক্তঞ্চেত্যবগম্যতে, এতদেব ব্যবহারে প্রচলনীয়ং, অন্যথা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারস্য মতে প্রচলিতে বিশেষ বচনব্যতিরেকেণ ঊঢ়ায়াঃ সম্ভাবিত-পুত্রায়াঃ পুত্রবত্যাশ্চ সত্ত্বে তদুত্তরাধিকারিণো দৌহিত্রস্য পূর্ব্বমধিকারঃ, পিণ্ডদাতৃত্বেন তুল্যোপকারিণাং দৌহিত্রান্তরাণাং নিরাসশ্চ তথা সতি বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যৈঃ কৃতমীমাংসায়া* বিরুদ্ধাচরণং ভবতি, যন্ন ভবিতব্যং।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেণ—"তত্র প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগ্‌দত্তা. তদভাবে ঊঢ়া" ইতি লিখনাৎ, কুমারী বাগ্‌দত্তয়োরধিকারে ক্রমবিশেষো দর্শিতঃ †।

---

* দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮৩।

সরউইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব ও মেস্তর এলবরিং সাহেব, এবং দুই একজন পণ্ডিত বোধ করি জীমূতবাহনাদির মত বিবেচনা না করিয়া উক্ত মতাবলম্বি হইয়াছেন, এবং তন্মতানুসারে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তিও হইয়াছে, দ্রষ্টব্য পৃ. ১০৮৫।

† যদ্যপি সরউইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু ল-র ১ বালামের ২১ পৃষ্ঠাতে কুমারী ও বাগ্‌দত্তার মধ্যে অধিকারক্রম অগ্রাহ্য করিয়া কহিয়াছেন—"এই মত কোন প্রামাণিক স্মার্ত্ত সম্মত নহে"—তথাপি উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ৪০ পৃষ্ঠায় তিনি আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতের দত্ত উক্ত মতানুমত ব্যবস্থা তাহার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিষয়ক কোন উল্লেখ না করিয়া মনোনীত করাতে অবশ্যই বোধ করিতে হইবে তিনি পরে উক্তমত মান্য করিয়াছেন। অপিচ উক্ত সাহেব যখন কেবল শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের উপর নির্ভর করিয়া ইহার অব্যবধান পূর্ব্ববর্ত্তি মতটী শাস্ত্রসম্মত বলিয়া লিখিতে পারিলেন তখন তাঁহার মতানুমত এই মতটী কি কারণে আবার স্মার্ত্তসম্মত নহে কহেন বলিতে পারি না।

যদ্যপি এই ক্রম অন্য নিবন্ধারা স্থাপিত করেন নাই বরং দায়রহস্যকর্ত্তা অ-যুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তথাপি তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না, যেহেতু গৌতম বচনানুসারে স্ত্রীধন বিষয়ে কুমারী ও বাগ্‌দত্তার অধিকার উক্ত ক্রমে হওয়াতে, "একস্থলে দৃষ্টশাস্ত্রার্থ বাধাবিনা অন্যত্রও প্রযুজ্য"—এই ন্যায়ে উক্ত ক্রম এস্থলেও সঙ্গত।

ব্যবস্থা ৫৫। কুমারীর অভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রার তুল্যাধিকার *।

প্রমাণ উক্ত পরাশর বচনে. এবং "সদৃশী (ক) সদৃশের সঙ্গে বিবাহিতা সাধ্বী ও শুশ্রূষাতে রতা, কৃতা বা অকৃতা (গ) যে দুহিতা সে অপুত্র (জ) পিতার ধন হারিণী." এই বৃহস্পতি বচনেও উভয় রূপ দুহিতার অধিকার কথিত হইয়াছে *।

(ক) "সদৃশী"—সবর্ণাপত্নীর গর্ভজাতা। সদৃশের সঙ্গে বিবাহিতা—বলা উত্তম বা অধম বর্ণের সহিত বিবাহিতার অধিকার নিরাসার্থে, যেহেতু উত্তম বা অধম বর্ণের সহিত বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্র উত্তম বা অধম জাতীয় মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে নিষিদ্ধ। সমান জাতীয়ের সহিত বিবাহিতা দুহিতা পুত্রেরদ্বারা পিতার উপকার করে *।

(গ) কৃতা—পুত্রিকা। অকৃতা—তদ্ভিন্ন।

যদ্যপ্যেষঃ অন্যৈঃ নিবন্ধৃভিঃ ন সংস্থাপিতঃ প্রত্যুত দায়রহস্যকৃতা অযুক্তত্বেনাবধারিতস্তথাপি নাসঙ্গত ইতি প্রতিভাতি—"একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকন্বিনা অন্যত্রাপি তথা কল্প্যাতে"—ইতি ন্যায়াৎ স্ত্রীধনাধিকারে গৌতম বচনানুসারেণ কুমারী বাগ্‌দত্তয়োর্মধ্যে কৃতাধিকার ক্রমবৎ অত্রাপি সঙ্গতো ভবিতুমর্হতি।

৫৫। কুমার্য্যভাবে চোঢ়ায়াঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিতপুত্রয়াশ্চ তুল্যোঽধিকারঃ *।

উক্ত পরাশর বচনাৎ। "সদৃশী সদৃশেনোঢ়া (ক), সাধ্বী শুশ্রূষণে রতা। কৃতা হকৃতা (গ) বা হপুত্রস্য (জ) পিতুর্ধনহরী তু সা"—ইতি বৃহস্পতি বচনাচ্চ *।

(ক) সদৃশী—পিতৃসবর্ণা। সদৃশেনোঢ়েতি-উত্তমাধম পরিণীতা নিরাসার্থং। উত্তমাধমপরিণীতা দুহিতৃজাতস্য অধোত্তম বর্ণ মাতামহাদি শ্রাদ্ধ নিষেধাৎ। সবর্ণেনোঢায়াস্তু পুত্রদ্বারেণ পিতুরুপকারকত্বাৎ *।

(গ) কৃতা—পুত্রিকা। অকৃতা—তদন্যা।

---

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। দা. ক্র. সং, পৃ. ৪। দ. ত. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভ. দী. র. ৮। কোল. দ. ভা. চ্যা. ১১, সেক ২, প্যারা. ৮, পৃ. ১৮৩। উ. দা. ক্র. সং, পৃ. ৭, ৮। কোল. ড. বা. ৩, পৃ. ৪৯০, ৪৯১ ও ৪৯২। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১।

'পুত্রিকার পুত্র'—পুত্রিকা-পুত্র, যথা বশিষ্ঠ কহেন—"ভ্রাতৃ রহিতা অলঙ্কৃতা কন্যা তোমাকে দান করিতেছি, ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার পুত্র হইবে"। অথবা, পুত্রিকারূপ পুত্রই—পুত্রিকা-পুত্র তাহাও বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যথা—"পুত্রিকা দ্বিতীয়"—অর্থাৎ পুত্রিকা কন্যাই দ্বিতীয় পুত্র।—মিতাক্ষরা। জীমূতবাহনমতে পুত্রিকাই পুত্র, তাহার যে পুত্র সে পৌত্র, সে যাহার আছে সে পৌত্রবান্। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬১।

পুত্রিকায়াঃ সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ। যথাহ বশিষ্ঠঃ—অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং। অস্যাং যো যায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভবিষ্যতি। অথবা পুত্রিকৈব সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ তচ্চাহ বশিষ্ঠঃ—দ্বিতীয়ঃ পুত্রিকৈবেতি, দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ কন্যৈবেত্যর্থঃ।—মিতাক্ষরা। জীমূতবাহন মতে—পুত্রিকাহি পুত্রস্তস্যাঃ পুত্রঃ পৌত্রএব ভবতি তদ্বাংশ্চ পৌত্রী ভবতি। দ্রষ্টব্যা—দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬১।

হেমাদ্রিতে পুত্রিকা-পুত্র চারি প্রকার বর্ণিত আছে।

হেমাদ্রৌ পুত্রিকা-পুত্রশ্চতুর্বিধঃ বিবৃতঃ।

(জ) অপুত্র—পদে, অপত্নীক ব্যক্তিও বোধ্য—যেহেতু পত্নীর অভাবেই দুহিতার অধিকার উপলব্ধি হইতেছে। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৬।

(জ) অপুত্রস্যেতি অপত্নীকস্যেত্যপি বোধ্যং—পত্ন্যভাব এব তস্যা অধিকারাৎ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৬।

ব্যবস্থা ৫৬। পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেও বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা (ট) অধিকারিণী নয়*।

৫৬। বন্ধ্যা পুত্রহীন (ট) বিধবয়োস্তু পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রয়োরসত্ত্বেঽপি নাধিকারঃ *।

কারণ যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণপিণ্ডদান রূপ উপকার করিতে পারে না। দীক্ষিতের এই মত দায়ভাগ কর্ত্তারও আদৃত*।

তাসাং পুত্রদ্বারেণ পার্ব্বণপিণ্ডদানোপকারাভাবাৎ, ইতি দীক্ষিতমতং দায়ভাগকৃতাপ্যাদৃতমিতি *।

(ট) পুত্রহীনাবিধবা—পদে যে বিধবার পুত্র হয় নাই এবং যাহার পুত্র হইয়া মরিয়াছে উভয়ই বোধ্য। অতএব—

(ট) পুত্রহীনবিধবা পদং—অজাতপুত্রা পরং মৃতপুত্রবিধবা বোধকঞ্চ। তেন—

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. স. পৃ. ৫। দা. ভা. অপু' পৃ. ১২৫। উ. দা. ক্র. সং, পৃ. ২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৮৫। মেক্. হি ল. বা. ১, পৃ. ২১। এল. ইন. পৃ. ৭৩।

৫৭। যে দুহিতার পুত্র মরিয়াছে, পৌত্র আছে, ও যাহার কন্যা মাত্র হইয়াছে, তাহারা বন্ধ্যা না হইয়াও অনধিকারিণী *। — ব্যবস্থা

৫৭। পৌত্রবত্যা মৃতপুত্রায়া দুহিতৃমত্যাশ্চ দুহিতুরবন্ধ্যত্বেঽপি নাধিকার ইতি *। বি. ভা. দ্বী. র. ৮.।

৫৮। অধিকার প্রাপ্তা দুহিতা বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে কিম্বা কন্যামাত্র প্রসব করিলে তাহার স্বত্বনাশ হয় না। — ব্যবস্থা

৫৮। জাতাধিকারায়া দুহিতুর্বন্ধ্যত্বেন বৈধব্যেন দুহিতৃপ্রসূতত্বাচ্চ নাধিকারনাশঃ।

কারণ — যেহেতু পাতিত্যাদির ন্যায় বৈধব্যাদি স্বত্ব ধ্বংসের কারণ নয়।

পাতিত্যাদিবৎ বৈধব্যাদীনাং স্বত্বনাশকত্বাভাবাৎ।

৫৯। দায়াধিকারিণী হইতে অয়োগ্যা দুহিতাদের জীবিকা না থাকিলে, সঙ্গতি অনুসারে তাহারদিগকে অন্নাচ্ছাদন দাতব্য। — ব্যবস্থা

৫৯। দায়াধিকারাযোগ্যা দুহিতৃষু বর্ত্তনাশক্তাসু সতিসম্ভবে তাভ্যঃ বর্ত্তনোচিতধনং দাতব্যং।

প্রমাণ — যেহেতু "পতির পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতুলগণকে, এবং বৃদ্ধ, অনাথ, ও পরিবারীয় স্ত্রীগণকে কব্য ও পূর্ত্তদ্বারা পূজা করিবে" এই বৃহস্পতি বচনে ধনির পুত্রবধূ প্রভৃতি পোষণীয়া †।

"পিতৃব্য গুরু দৌহিত্রান্, ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় মাতুলান। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয় ইতি বৃহস্পতি বচনেন ভর্ত্তুঃস্নুষাদেঃ পোষণীয়ত্বাৎ †।

৬০। অধিকার যোগ্যা দুহিতা অনেক থাকিলে ধনের (সম) বিভাগ হইবে ‡। বি. দা. ভা. দ্বী, র. ৮। — ব্যবস্থা

৬০। অধিকার যোগ্যানাং দুহিতৃণাং বহুত্বেতু বিভাগঃ ক্রিয়তে ‡। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* কে. ল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪২১। মেক্. হি. ল. পৃ. ২১। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫৪, ৫৫।

‡ কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪২৮। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. স. পৃ. ৪। উ. দা. ক্র. ক্র. পৃ. ২। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১ ও ২৪। এল. ইন. পৃ ৭৬।

ব্যবস্থা ৬১। তাহাদের একের অভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যের অধিকার*।

৬১। তাসামেকতরাভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যতরস্যা অধিকারঃ*। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪।

কারণ যেহেতু দুহিতা থাকিতে দৌহিত্রাদির অধিকার হয় না। এবং যেহেতু মৃতপিতৃক পৌত্রের নিজ পিতৃব্যের সহিত অধিকার বোধক বচনের ন্যায় মৃতমাতৃক দৌহিত্রের মাতৃভগিনীর সহিত যুগপৎ অধিকার সূচক বচন নাই।

দুহিতৃ সত্ত্বে দৌহিত্রাদীনামধিকারাভাবাৎ। মৃতপিতৃক পৌত্রস্য পিতৃব্যেণ সহাধিকারবচনবৎ মৃতমাতৃক দৌহিত্রস্য মাতৃস্বস্রা সহাধিকার বোধক বিশেষবচনাভাবাচ্চ।

বিবেচনা— যে স্থলে দুই দুহিতা পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া তাহাদের একজন অন্য ভগিনীকে (যে তৎকালে অবীরা হইয়াছিল) এবং আপনার এক পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তরগতা হয়, সে স্থলে বিবেচ্য এই যে তদধিকৃত ধন তাহার পুত্রকে অর্শিবে অথবা তাহার ভগিনী তৎকালে অধিকার যোগ্যা না হইলেও তাহাতে বর্ত্তিবে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষীয় মতই আছে।—কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে ঐ মৃতা দুহিতার জীবিতা ভগিনী অধিকার হওন কালে অবীরা থাকায় ও তদ্ধেতু মৃতা ভগিনীর ত্যক্তবিষয়ে অনধিকারিণী হওয়ায় তাহা ঐ মৃতা দুহিতার পুত্রকে অর্শে†। অন্য মত এই যে—ঐ জীবিতা দুহিতা নিজভগিনীর নিধনকালীন অধিকারে অযোগ্যা হইলেও তাহা ভগিনীর ত্যক্ত পিতৃবিষয়ে অধিকারিণী হওয়ার বাধক নহে,—ইহার এক কারণ এই যে সে ভগিনীর বিষয়ে অধিকারিণী হইতেছে না যে ভগিনীর মৃত্যুকালীন তাহার অবীরাত্ব তদধিকারের বাধক গণ্য হইবে, পরন্তু সে ভগিনীর ত্যক্ত পিতার বিষয়ে অধিকারিণী হইতেছে; (এবং ঐ বিষয় যে তদ্ভগিনীর নহে, কিন্তু তৎপিতার বটে ইহা ঐ ভগিনীর তাহাতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব না হইয়া কেবল সঙ্কুচিত স্বত্বমাত্র হওয়াতে এবঞ্চ তন্মরণে তাহা তাহার নিজ দায়াদ না পাইয়া তৎপিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শানতেই প্রকাশ)। অন্য কারণ এই যে একাধিক পত্নীর ন্যায় শাস্ত্রের ভাবার্থানুসারে ঐ দুহিতারা সমষ্টিরূপে‡

* উ. দা. ক্র. পৃ. ৯। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, প্রিলিমিন্যারি রিমার্কস্ অর্থাৎ অগ্রসূচনা. পৃ. ১২ ও ১৩। এবং মূল, পৃ. ২৩ ও ২৪।

তাহাদের একের মরণে (তাহাদের পুত্রসন্তান থাকুক বা না থাকুক) বিষয় অন্যা জীবিতাকে অর্শে। এবং ঐ সমস্ত দুহিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় তাহাদের পিতার আসন্ন দায়াদকে অর্শে না। এল. ইন্. পৃ ৭৩।

† এই মতই শাস্ত্রসম্মত বোধ হইতেছে।—দ্রষ্টব্য মেক. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৪৪—৪৬। ব্য. দ. পৃ. ১৬৬।

‡ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, প্রিলিমিন্যারি রিমার্কস অর্থাৎ অগ্রসূচক বিবেচনা. পৃ. ১২, ১৩।

এক দুহিতা স্বরূপে পিতৃধনাধিকারিণী হইয়াছে, এতাবতা একের মরণে ঐ ধন অবশ্যই অন্যের হস্তে থাকিবে। শেষোক্ত মত প্রথম বিচারের হাইকোর্টে স্থাপিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ১৮৬৫ সালের ৩৬ নং মকদ্দমা "বৈদ্যনাথ সেট বাদী—বনাম—দুর্গাচরণ বসাক"—যাহা ২৮ ফেব্রুওরি তারিখে মহামান্য জজ মর্‌গ্যান সাহেব উক্ত বিষয়ে মহামান্য জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসান্তে নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

যদ্যপি জীমূতবাহন ইহাই লিখিয়াছেন যে দুহিতার সংক্রান্তধন দুহিতার স্বত্ব নাশানন্তর পিতৃদায়াদকে অর্শিবে, স্বসংক্রান্তধন দুহিতা যে দান করিবে না ইহা স্পষ্ট কহেন নাই, তথাপি যখন স্ত্রী সংক্রান্তধন স্ত্রীর স্বত্ব নাশানন্তর (পূর্ব্ব স্বামির) দায়াদরা পাইবে এই ব্যবস্থা হইতে স্ত্রী স্বসংক্রান্তধন ভোগ মাত্র করিবে এই কল্পনা বিনা অন্য বিবেচনা হইতে পারে না তখন তাঁহার লিখনের ভাবই ঐ, অন্যথা নয়, ইহা বুঝিতে হইবে। (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। অতএব—

দুহিতৃসংক্রান্তধনং দুহিতুরূর্দ্ধং পিতৃদায়াদগামীত্যেতদেব জীমূতবাহনেন লিখিতং, নতু স্বসংক্রান্তং ধনং দুহিতা ন দদ্যাদিতি স্পষ্টং কথিতং, কিন্তু সামান্যতঃ স্ত্রী স্বসংক্রান্তং ভুঞ্জীতৈবেতি কল্পনং বিনা সামান্যতঃ স্ত্রিয়া ঊর্দ্ধং দায়াদা আপ্নুয়ুঃ ইত্যেতদর্থলাভো ন ভবতীতি যদুচ্যতে তদা তত্র স্বরসোঽস্তি, অন্যথা তু নেতি বিভাবনীয়ং। (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। অতএব—

ব্যবস্থা। ৬১ দুহিতা-ও স্বসংক্রান্তধন পত্নীর অধিকারে উক্ত নিমিত্তাদি বিনা * দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধকদিতে পারে না। কিন্তু ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন ভোগ করিবে, তাহার পর পিতৃদায়াদরা পাইবে। ২২ সঙ্খ্যক ব্যবস্থা এবঞ্চ পৃ. ৬৪৬, ৬৪৭ দ্রষ্টব্য।

৬১ দুহিতাঽপি স্বসংক্রান্তধনং পত্ন্যধিকারোক্ত নিমিত্তাদিকং বিনা * দানাধান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুংনার্হতি. কিন্তু ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা পিতৃদায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ। ২২ সংখ্যিকা ব্যবস্থা দ্রষ্টব্যা। দ্রষ্টব্যাচ পৃ. ৬৪৬, ৬৪৭।

কারণ। পত্ন্যপেক্ষা তাহার অধিকার জঘন্য। দ্রষ্টব্য পৃ. ৫১।

পত্ন্যপেক্ষয়া তস্যাধিকারস্য জঘন্যত্বাৎ। দ্রষ্টব্যা পৃ. ৫১।

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪৭, ৬৮।

† ইহার স্বত্বও নির্ব্যূঢ় নহে।—মেক. হি. ল. পৃ. ২১, ২২ ও ২৩।

পত্নীর স্বত্ব হইতে দুহিতার অধিকার জঘন্য হওয়াতে সুতরাং দুহিতাও পিতৃবিষয় ভোগমাত্র করিবে, এবং পত্নী যেমত নিষেধাত্মক নিয়মাধীনা হইয়া পতিধন ব্যবহার করিবে দুহিতাও সেই রূপ করিবে, দুহিতার মরণে বিষয় তৎপিতার অব্যবহিত উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে।—এল. ইন. পৃ. ৭৬, ৭৭।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী দুই বিবাহিতা এবং এক অবিবাহিতা দুহিতা রাখিয়া মরিলে, বিবাহিতাদ্বয়ের মধ্যে একজন আদালতে নালিশ করিয়া পিতার ত্যক্ত বিষয়ের এক তেহাই দাওয়া করিল। এমত অবস্থায় কে ঐ বিষয়ের অধিকারিণী? অবিবাহিতা কন্যা থাকিতে বিবাহিতা দুহিতা অংশের নিমিত্তে দাবী উপস্থিত করিতে পারে কি না?

অদত্তা কন্যা থাকিতে দত্তা অধিকারিণী নয়।

উত্তর। দুহিতাগণের মধ্যে অদত্তা অগ্রে পিতৃধনাধিকারিণী যেহেতু সেই মৃত পিতার শ্রাদ্ধাদি করিবে, অন্যে তাহাতে অধিকারিণী নয়।

প্রমাণ।—"শুদ্ধিতত্ত্বাদি স্মৃতি গ্রন্থে ধৃত মনুর বচন, যথা—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তাহার অদত্তা কন্যা করিবে*।

এতাবতা বিবাহিতা অবিবাহিতা দুহিতা সত্ত্বে, অবিবাহিতা বিবাহিতাকে দায়াধিকার হইতে নিরাস করিবে। এতৎপ্রমাণে দায়ভাগে পরাশর বচন ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার অবিবাহিতা দুহিতা গ্রহণ করিবে, তদভাবে বিবাহিতা দুহিতা পাইবে"। তথা মনু—"পুত্রহীন ব্যক্তির ধর্ম্মজা সবর্ণা কন্যা পুত্রের ন্যায় ধনাধিকার করিবে†"।

প্রথমে অদত্তা পরে বাগ্‌দত্তা, শেষে বিবাহিতা দুহিতা অধিকারিণী। দুহিতার অধিকারের এই নিয়ম। অতএব বিবহিতা দুহিতার দাওয়া অগ্রাহ্য। সহর ঢাকা। ৮ জানুয়ারি ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১, (পৃ. ৩৯ ও ৪০)।

ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা থাকাতে, এবং ঐ পুত্র পাগল ও গোঙ্গা হওয়াতে, দুহিতাই কেবল ধনাধিকারিণী।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মরে। ঐ পুত্র পাগল ও গোঙ্গা, এবং তাহার ভাল হইবার ভরসা নাই। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির বিষয়ের ঐ কন্যা একাকিনী অধিকারিণী, অথবা মৃতের মাতামহ উক্ত পুত্রকে প্রতিপালন করিবার শরতে অধিকারী হইবে?

উত্তর। উক্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পত্নীর অভাবে দুহিতাই কেবল অধিকারিণী, ঐ পুত্র নহে। উক্ত শরতে শাস্ত্রমতে বিষয়ের কোন অংশে পুত্রের মাতামহের দাওয়া নাই। কিন্তু উক্ত পুত্র বৈমাত্রা ভগ্নী হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইবে।

---

* এই বচন মনুর নয় কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের।

† এই বচন মনুর নয়, কিন্তু দেবলের।

প্রমাণ—

মনু—"ক্লীব, পতিত, তথা জাত্যন্ধ ও জাতিবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক, এবং কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গহীন ব্যক্তিরা সংক্রান্ত ধনভাগি নয়"।

দেবল—"পিতা (কিম্বা অন্য ধনি) মরিলে, ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জাত্যন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য ও লিঙ্গী ইহারা দায়রূপ ধন ভাগি নয়। কিন্তু পতিত ভিন্ন অন্য সকলে অন্ন বস্ত্র পাইবে"।

জিলা বর্দ্ধমান, ২৫ জুলাই ১৮২২ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৩, মকদ্দমা ৩ (পৃ. ৪২ ও ৪৩)।

কোন শূদ্রের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্র তাহার জীবন কালেই এক স্ত্রী রাখিয়া মরে, অনন্তর তৎপিতা এক পুত্রবতী দুহিতা ও এক পুত্রবধূ রাখিয়া মরে। শাস্ত্রমতে মৃত ধনস্বামির ধনে তৎ পুত্রবধূ অধিকারিণী, কি দুহিতা?

পুত্র-বধূকে নিরাস করিয়া দুহিতা অধিকারিণী হয়।

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি পত্নী না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে পুত্রবধূ সত্ত্বেও (পুত্রবতী) কন্যা সমস্ত ধনাধিকারিণী, কন্যা থাকিতে শ্বশুরের ধনে পুত্রবধূর অধিকার নাই, যেহেতু দুহিতা নিজ পুত্রকে দিয়া পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদান করাইতে পারে, পুত্রবধূ তৎক্রিয়া করণে অধিকারিণী নয়।

প্রমাণ—"পত্নী ও দুহিতারা, পিতা মাতা, তথা ভ্রাতৃগণ, তৎপুত্র, গোত্রজ আর বন্ধু ও শিষ্য এবং সব্রহ্মচারী—ইহারদিগের প্রথমের অভাবে তৎপরবর্ত্তী (এই রূপ) পর পর মৃত অপুত্র ব্যক্তির ধনে অধিকারী"। "দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় পরলোকে নিস্তার করে"। এই সকল মত দায়ভাগাদি গ্রন্থে খৃত হইয়াছে।—সহর ঢাকা, ২৭ মার্চ ১৮১৫। ঐ চ্যা. ১, সেক্‌. ৩, মকদ্দমা ৪, পৃ. ৪৩, ৪৪।

প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি দুই কন্যা রাখিয়া মরে, এবং পরে ঐ কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজন দুই পুত্র ও এক ভগিনীকে রাখিয়া মরে, এ অবস্থায় ঐ মৃত কন্যার অধিকৃত বিষয় তাহার পুত্রগণকে অর্শিবে, কি ভগিনীকে? ঐ বিষয় বিভক্ত হউক বা অবিভক্ত হউক, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র কি?

দুই দুহিতা একত্র পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া একজন পুত্র রাখিয়া মরিলে তাহার অংশ তদ্‌ভগিনীকে অর্শিবে। যদি সে পুত্রবতী বা সম্ভাবিত-পুত্রা হয়, নতুবা ঐ মৃতা ভগিনীর পুত্রই অধিকারী।

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি দুই কন্যা রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং তৎপরে ঐ দুই কন্যার এক জন যদি দুই পুত্র ও এক ভগিনী রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং ঐ মৃতা দুহিতা অবিবাহিতাবস্থায় কিম্বা বিবাহিতাবস্থায় ধনাধিকারিণী হইলে, আর যদি তাহার ভগিনী বন্ধ্যা অথবা পুত্রহীন বিধবা হইয়া থাকে, তবে ঐ মৃতকন্যার অংশ তাহার পুত্রগণকে অর্শিবে। যদি ঐ মৃতা কন্যা বিবাহিতা হওয়ার পরে ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে, এবং তাহার ভগিনী বন্ধ্যা কি পুত্রহীন বিধবা না হয়, তবে ঐ ভগিনী পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে তদ্ধনাধিকারিণী হইবে। বিবাহিতা দুহিতা

যে সংক্রান্তধনে অধিকারিণী হয় তাহা তন্মরণে তৎপিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শে। পিতার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে পত্নী পর্য্যন্তাভাবে প্রথমে দুহিতা। বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, এবং বিভাগের পর পরিবার পুনঃ সংসৃষ্ট হউক, বা না হউক, বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত বিষয় অব্যধান পরবর্ত্তি উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদভঙ্গার্ণব এবং বঙ্গদেশে চলিত আর আর গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ।—পত্নীর অভাবে দুহিতা অধিকারিণী, এস্থলে বিশেষ এই যে কুমারী অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ পরিণীতা হইয়া পুত্র না রাখিয়া যদি মরে, তবে অপ্রাপ্তাধিকারা কন্যার অভাবে যে বিবাহিতা দুহিতার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধিকার প্রাপ্তা কন্যার অভাবেও তদ্ধন তাহাদেরই, তৎস্বামি প্রভৃতির হইবে না, যেহেতু স্ত্রীধনেই তাহাদের অধিকার। কিন্তু যদি কুমারী না থাকে তবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতারা যুগপৎ অধিকারিণী, এবং তাহাদের একের অভাবে অপরা অধিকারিণী। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতার অভাবে বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা অধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণ-পিণ্ডদানে মৃতের উপকার করিতে পারে না। অধিকার যোগ্যা সকল দুহিতার অভাবে দৌহিত্র অধিকারী। দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, এবং আর আর গ্রন্থের এই মত।

তদ্রূপ, দুহিতাকে ধন অর্শিলে, যাহারা তাহার অভাবে তৎপিতার ধনাধিকারি হইত (যথা দৌহিত্র পিতামহ প্রভৃতি,) তাহারা তাহার মৃত্যুর পর ধনাধিকারি হইবে, যাহারা ঐ কন্যার ধনাধিকারি (যথা তাহার দৌহিত্র প্রভৃতি) তাহারা হইবে না। এই মত দায়ভাগে লিখিত। সদর দেওয়ানী আদালত। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৩, মকদ্দমা. ৫, (পৃ. ৪৪—৪৬).।

প্রশ্ন। পৈতৃক স্থাবর ধনাধিকারী কোন ব্যক্তি এক পত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরিলে পর, তৎপত্নী উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়, পরে সে পত্নীও উক্ত কন্যাকে এবং স্বামির পিতৃব্যপুত্রকে রাখিয়া মরে, (তাহার মরণ কালে) ঐ দুহিতা পুত্রহীন বিধবা ছিল। এক্ষণে এই দুই ব্যক্তি বিষয় দাওয়া করে; এমত অবস্থায় উহাদের মধ্যে কে ঐ ধনাধিকারী; যদি উহারা উভয়েই অধিকারি হয়, তবে কি পরিমাণে?

পত্নীর প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন তন্মরণে তাহার পুত্রহীনা বিধবা কন্যাকে অর্শিবে না কিন্তু পতির পিতৃব্যপুত্রকে অর্শিবে।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্যপুত্রই পুত্রহীন বিধবা দুহিতাকে নিরাসপূর্ব্বক ধনাধিকারী; কিন্তু ঐ বিধবা ধনির পিতৃব্য-পুত্র হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী, এই মত দায়ভাগাদি গ্রন্থমতানুগত।—ঢাকা কোর্ট আপীল, ৬ ফেব্রুওরি ১৮০৮ শাল। ঐ, চ্যা. ১ সেক্‌. ৩, মকদ্দমা ৬, পৃ. ৪৬।

প্রশ্ন ১। এক ব্যক্তি এক পত্নী ও দুই পুত্রযুক্তা এক দুহিতা রাখিয়া মরে। ঐ

দুই পুত্রের মধ্যে এক জন নিজমাতার জীবন কালেই এক স্ত্রী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে। এমত অবস্থায় মৃত দৌহিত্রের পত্নীকে নিজ শ্বাশুড়ীর জীবন কালে অথবা তাহার মরণোত্তর মূল ধনির ধনে কোন অধিকার আছে কি না? অথবা উক্ত দৌহিত্রের পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে ধনির কন্যার মরণের পর তাহার জীবিত পুত্রকে কি তাহার উত্তরাধিকারিকে ধন অর্শিবে?

মৃত ধনির দুহিতা কিম্বা দৌহিত্র, এবং মৃত অন্য দৌহিত্রের পত্নী দাওয়াদার হইলে উক্ত পত্নী বঞ্চিতা ও প্রথমদ্বয় অধিকারি হইবে।

উত্তর ১। মূল ধনি প্রপৌত্রপর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন হইয়া মরাতে, তাহার পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী; তাহার পর তৎকন্যা অধিকারিণী, তাহার মৃত পুত্রের স্ত্রী অধিকারিণী নয়, যেহেতু তৎস্বামির নিজ মাতার জীবন কালে মাতামহের ধনে অধিকার জন্মিতে পারে নাই। কিন্তু উক্ত কন্যার মরণে তাহার জীবিত পুত্র নিজ মাতামহের সকল বিষয়াধিকারী; এবং তাহার মরণে তাহার উত্তরাধিকারিরাই তাহাতে অধিকারি হইবে, (মূল ধনির) মৃত দৌহিত্রের পত্নী পাইবে না। এই মত দায়ভাগ, বিবাদভঙ্গার্ণব ও আর আর গ্রন্থ মতানুমত।

প্রমাণ।—যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৪ ও ২৫।

প্রশ্ন ২। মূল ধনির মরণে তাহার পত্নী নিজ কন্যা থাকিতে ঐ কন্যার দুই পুত্রকে সমুদয় ধন দান করিলেক। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না?

উত্তর ২। পতির মরণে শাস্ত্রানুসারে তাহার ধন পত্নীকে অর্শিলে দুহিতা থাকিতে তাহার স্পষ্ট অনুমতি বিনা যদি ঐ সমুদায় ধন দুই দৌহিত্রকে দান করিয়া থাকে, তবে ঐ দান অশাস্ত্রীয়, যেহেতু সংস্থাপিত নিয়ম এই যে পত্নী ক্ষান্তা হইয়া পতির ধন যাবজ্জীবন ভোগমাত্র করিতে অধিকারিণী। এই মত দায়ভাগ ও আর আর গ্রন্থ মতানুমত।

প্রমাণ।—কাত্যায়ন-বচন, ও মহাভারতের দানধর্ম্মে ধৃতবচন (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৯ ও ৫২)।

জিলা নদিয়া, ৮ মার্চ্চ ১৮২৩ সাল। ক্ষেমঙ্করী দাসী—বনাম—আনন্দচন্দ্র গুপ্ত। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৩, মকদ্দমা ৮, (পৃ. ৪৮—৪৯)।

পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতে তাহাকে নিরাসপূর্ব্বক দৌহিত্র অধিকারী।

প্রশ্ন। পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতে, দৌহিত্র মাতামহের ধনাধিকারী হয় কি না?

উত্তর। পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতেও দৌহিত্র সকল ধনাধিকারী, যেহেতু পতি পুত্র বিহীনা হওয়াতে ঐ কন্যা ধনাধিকারিণী নয়।

প্রমাণ—

দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতি বচন—"যেমত বন্ধু থাকিতেও পিতৃধনে দুহিতা অধিকারিণী তেমতি তাহার পুত্রও মাতামহধনে অধিকারী।"

মনু—"কৃতা বা অকৃতা দুহিতা সদৃশ স্বামি হইতে যে পুত্র লাভ করে,

তদ্দ্বারা মাতামহ পুত্রী * হয়েন, সে পুত্রই তাহার পিণ্ড দিবে ও ধন পাইবে।

উপরি উক্ত বাক্যের ভাব এই যে পত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যার অভাবে, বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা ধনাধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা (পুত্রদ্বারা) পার্ব্বণ পিণ্ডদান করিয়া মৃতের উপকার করিতে পারে না। জিলা হুগলী, ১ জুলাই ১৮২২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ৯ (পৃ. ৪৯, ৫০)।

রামচন্দ্র দাস—বনাম—মোসম্মাৎ ধনমণি।

নজীর
৫৩ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক।

/০ কোন বিধবা (মৃত) পতির বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিয়া মরিলে, সদর দেওয়ানী আদালত ঐ মকদ্দমা তাহার কন্যার হক্কে ডিক্রী করিলেন। যে ব্যবস্থা-প্রমাণ উক্ত ডিক্রী সাদের হয় তাহা এই যে—"দুহিতা পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিত-পুত্রা হইলে সে যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিণী। (সম্ভাবিত পুত্রা) দুহিতা যদি পুত্র প্রসব না করিয়া মরে, তবে তদধিকৃত ধনে তৎপতির কোন দাওয়া নাই, এমত অবস্থায় ঐ ধন ঐ দুহিতার পিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। ২৪ মে, ১৮২৪ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৬১—৫৬৩।

এবং নিম্নে উল্লিখিত কএক মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

রায় শ্যামবল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ জুলাই ১৮২৫ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৩। ব্য. দ. পৃ. ৫।

গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী, ৩০ অক্টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬। মাতার অধিকারে দ্রষ্টব্য।

গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১২৮।—দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

হরিদাস দত্ত—বনাম—রঙ্গণমণি প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৩০।

রায় শ্যামবল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ।

নজীর
৫৩, ৬০ ও ৬১ সংখ্যক ব্যবস্থাবিষয়ক।

জগত বল্লভের দুই অবিবাহিতা দুহিতা সমান রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়। অনন্তর ঐ কন্যা দ্বয়ের এক জন বিধবা হইয়া নিঃসন্তান মরিলে, অন্যা কন্যা (ঐ মৃত কন্যার পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে) তদধিকৃত ধনাধিকারিণী হইল, তাহার পিতৃব্যের অধিকার হইল না। ২৯ মার্চ ১৮৩০ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ২১।

---

* এস্থলে ব্যবহৃত পুত্রী পদ পৌত্রী হইবে, মনুসংহিতায় উক্ত বচন দ্রষ্টব্য।

মুসম্মাৎ অভয়া প্রভৃতি—বনাম—ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি।

নজীর
৫২. ও ৫৩ সংখ্যক
ব্যবস্থাবিষয়ক।

(হিন্দু জাতীয়া) কোন বিধবা উত্তরাধিকারিণী রূপে প্রাপ্ত ভূমি সমানাংশে আপন চারি কন্যাকে দান করিয়া দানপত্র এই নিয়মে লিখিয়া দেয় যে তাহার মরণান্তে কন্যারা তাহা দখল করিবে। তন্মধ্যে, দুই কন্যা মাতা বর্ত্তমানেই মরিলে মৃত কন্যাদ্বয়ের একের কন্যা নিজমাতার প্রাপ্য চারি আনা অংশের নিমিত্তে জীবিতা দুই মাসীর নামে নালিশ করে।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজ (জে. ফিগুল ও এফ. টি. গোড) সাহেবেরা তাবৎ দলীল দস্তাবেজ বিবেচনান্তে রায় দিলেন যথা—"যে দান পত্র বলে বাদিনী বিষয়ের একাংশ দাওয়া করে তাহা অগ্রাহ্য. এবং যেহেতু তাহার মাতা অপূর্ব্বা নিজ মাতা (উক্ত বিধবা) লক্ষ্মী প্রিয়ার জীবনকালে মরাতে তাহার সত্ব সিদ্ধ হয় নাই, ও যেহেতু বাদিনী আপন মাতার দ্বারা দাওয়া করিতেছে, অতএব তাহার ঐ অংশে দাওয়া নাই। এতাবতা তাহার দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইল। ২ এপ্রেল, ১৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২৯০।

মকদ্দমা নং ১৩৭, ১৮৬২ সাল।

মুসম্মাৎ লক্ষ্মীমণি দাসী (একজন প্রতিবাদিনী,) আপিলান্ট্—
বানাম—তারামণি গুপ্তা (বাদিনী) এবং আর আর
ব্যক্তি (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৫৩ সংখ্যক ব্যবস্থা
বিষয়ক।

বাদিনী তারামণি গুপ্তা প্রভৃতি লক্ষ্মীমণি দাসীর নামে উত্তরাধিকারিত্ব-স্বত্রে এক তালুক দখলের নালিশ করে। নিম্ন দুই আদালতে হিন্দুর শাস্ত্র ঘটিত বিচার্য্য কথা এই ছিল যে প্রতিবাদিনী অবীরা হওয়াতে সে শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য পুত্রকে নিরাসপূর্ব্বক অধিকারিণী কি না? নিম্ন আদালতে প্রতিবাদি দুহিতার বিরুদ্ধে উক্ত কথার নিষ্পত্তি হয়; সে এক্ষণে ঐ হেতুবাদে—খাস্‌আপীলে উপস্থিতা হইয়াছে। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ যে দুহিতা সম্বন্ধাধীন অধিকারিণী হয় না, কিন্তু উত্তরাধিকারির শ্রেণি ক্রমাগত করণদ্বারা (অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন দ্বারা) মৃত ধনির উপকার করাতে দায়াধিকারিণী হয়, অতএব অবীরা দুহিতা উত্তরাধিকারি শ্রেণি ক্রমাগত করিতে অসম্ভাবিতা হওয়াতে কখনো দায়াধিকারিণী হইতে পারে না।

আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। হা. কো. আ. ২৯ জুলাই, ১৮৩২ সাল। মার্‌শ্যালের রিপোর্ট, খণ্ড ১, পৃ. ৬৭।

দৌহিত্রের অধিকার।

ব্যবস্থা ৬৩। অধিকার-যোগ্যা দুহিতার অভাবে (ড) দৌহিত্রের অধিকার*।

৬৩। অধিকারযোগ্যা দুহিত্রভাবে (ড) দৌহিত্রস্যাধিকারঃ*।

(ড) 'এস্থলে দুহিতার অভাব' এই পদ কুমারী পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতার অভাব জ্ঞাপক, যেহেতু বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার দৃষ্ট হইতেছে।

(ড) অত্র 'দুহিত্রভাব' পদং কুমারী সম্ভাবিত-পুত্রা পুত্রবতী দুহিত্রভাব পরং, বন্ধ্যা পুত্রহীন বিধবা দুহিতৃ-সত্ত্বেঽপি দৌহিত্রস্যাধিকার দর্শনাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

প্রমাণ ৵০। পুত্রিকা কৃতা বা অকৃতা হউক দুহিতা-সবর্ণ পতি হইতে যে পুত্র লাভ করে, তদ্দ্বারা মাতামহ পৌত্রী হয়েন, সেই পুত্র তাহার পিণ্ড দিবে ও ধনলইবে।

৵০ অকৃতা বা কৃতা বাঽপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতং। পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনং †। মনুঃ—অ. ৯, ব. ১৩৬।

৵০ অপুত্র (ন) পিতার (প) ধন সমস্তই দৌহিত্র লইবে। এবং সেই নিজ পিতা ও মাতামহকে পিণ্ড দান করিবে †।—মনু, অ. ৯, ব. ১৩২।

৵০ দৌহিত্রোহ্যখিলং ঋকৃথমপুত্রস্য (ন) পিতুর্হরেৎ (প)। সএব দদ্যাৎ দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায়চ †। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৩২।

(ন) অপুত্রপদে দুহিতা পর্য্যন্তের অভাব বোধ্য নতুবা 'পত্নী দুহিতর-শ্চৈব' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচন প্রভৃতির বিরোধ হয়।' দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(ন) অপুত্রস্যেতি দুহিতৃ-পর্য্যন্তা-ভাবোপলক্ষণং অন্যথা পত্নী দুহিতর-শ্চৈবেত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বি-রোধঃ স্যাৎ।—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(প) এস্থলে 'পিতার' এই পদে মাতার পিতার বোধ্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(প) পিতুঃ—মাতুঃ পিতুরিত্যর্থঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৫। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৯—২০১। দা. ত. অপু. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. দ্বী. বু. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ২, পারা. ১৭ ও ১৯, পৃ. ১৮৯, ১৯০। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯৮। মেক্. হি. ল. বা ১, চ্যা. ২, পৃ. ২৩ ও ২৫। এল্. ইন্. পৃ. ৭৭।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ২০০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫। দা. ত. অপু. পৃ. ৫৪।

৶০ ধর্ম্ম শাস্ত্রে পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে বিশেষ নাই যেহেতু পৌত্রের পিতা ও দৌহিত্রের মাতা উভয়েই ধনির দেহ হইতে সম্ভূত।—মনু*।

৶০ পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষোনাস্তি ধর্ম্মতঃ। তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ। মনু* অ. ৯, ব. ১৩৩।

।০ পুত্রপৌত্র (প্রপৌত্র) না থাকিলে দৌহিত্র ধন পাইবে। পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ডাদিদানে পৌত্র দৌহিত্র সমান*। বিষ্ণু।

।০ অপুত্রপৌত্রে সংসারে দৌহিত্রা ধনমাপ্নুয়ুঃ। পূর্ব্বেষাস্তু স্বধাকারে পৌত্র-দৌহিত্রকাঃ সমাঃ*। বিষ্ণুঃ।

।৶০ পত্নী দুহিতা ইত্যাদি অধিকার সূচক যাজ্ঞবল্ক্য বচনে দুহিতৃ পদ বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়াতেই অদত্তা ও দত্তা দুহিতা ও দৌহিত্রের নির্দ্দেশ হইয়াছে, এবং ক্রমেরও ব্যতিক্রম নাই যেমন 'স্বর্গ গত অপুত্র' ইত্যাদি বচনে পুত্রপদ পার্ব্বণ পিণ্ডদানে বিশেষ না থাকায় প্রপৌত্র পর্য্যন্তের বোধক, তেমতি দৌহিত্রও পিণ্ডদাতা হওয়াতে দুহিতৃ পদ দৌহিত্র পর্য্যন্তের সূচক †।

।৶০ পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে বহু বচনান্ত দুহিতৃ পদেন কন্যোঢ়া দৌহিত্রাণাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ ক্রমবিরোধাভাবাৎ। যথা স্বর্জাতস্য হ্যপুত্রস্যেতি পুত্রপদং প্রপৌত্র পর্য্যন্ত পরং পিণ্ডদত্বাবিশেষাৎ, তথা দৌহিত্রস্যাপি পিণ্ডদত্বাৎ তৎপর্য্যন্ত পরং দুহিতৃপদং †।

বিবেচনা। মৈথিলেরা 'পত্নী দুহিতরশ্চৈব' ইত্যাদি নানা বচনে বোধ্য অধিকারিদের সকলের-পশ্চাৎ দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করেন, তাহা ন্যায্য নয়, যেহেতু রাজাও অধিকারি মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে এবং রাজার অভাব কদাপি সম্ভব না হওয়াতে, ফলতঃ দৌহিত্রের অনধিকার হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে দৌহিত্রের অধিকার

মৈথিলাস্তু, পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদি নানা বচন বোধ্যাধিকারিণাং সর্ব্বেষাং পশ্চাৎ দৌহিত্রাধিকারমাহুঃ, তদসৎ, রাজ্ঞোঽপ্যধিকারিতয়া পরিগণিতত্বাৎ তদভাবস্য কদাপ্যসম্ভবাৎ, ফলতো দৌহিত্রস্যাধিকার প্রতিপাদক বচনানাং নির্ব্বিষয়ত্বা-

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৯—২০১। দা. ত. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. দী. ব্র. ৮। উক্ত বিষ্ণু বচন বিষ্ণু সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গোবিন্দ রাজের উদ্ধার প্রমাণে দায়তত্ত্বে তুলাতে তাহা প্রামাণিক।

† দা. ভা. অপু পৃ ২০১। দা. ত. অপু. পৃ. ৫৩, ৫৪। বি. দা. ভা. দী. ব্র ৮।

বাচক বচন সমূহ ব্যর্থ হয়*। অতএব বিশ্বরূপ জিতেন্দ্রিয় ভোজদেব ও গোবিন্দরাজ যে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা মান্য †।

পত্তেঃ*। তস্মাৎ বিশ্বরূপ জিতেন্দ্রিয় ভোজদেব গোবিন্দ রাজৈ র্দুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারো নিরূপিত আদরণীয়ঃ †।

ব্যবস্থা ৬৪। অনেক দৌহিত্র থাকিলে মাতামহধন ভাগ করিয়া লইবে। ঐ বিভাগ সমান ও তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে হইবে, মাতৃ সংখ্যানুসারে হইবে না ‡।

৬৪। দৌহিত্রাণাম্ বহুত্বে বিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ। বিভাগস্তু সমঃ, সচ তেষাং স্বরূপাপেক্ষয়া, নতু মাত্রনুসারেণ ‡।

উদাহরণ যথা—যদি ধনির এক দুহিতার দুই পুত্র অন্য দুহিতার তিন পুত্র থাকে তবে সমান পাঁচ ভাগ কর্ত্তব্য। মাতার অনুসারে দুই ভাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব সংখ্যানুসারে ভাগ করিতে হইবে না, যেহেতু সেরূপ বিভাগের রীতি কেবল পৌত্রগণের মধ্যেই কথিত, এবং পৌত্রগণের পরস্পর বিভাগে ও দৌহিত্রগণের পরস্পর বিভাগে যুক্তিও তুল্য নয়। বি· দা· দ্বী· র· ৮।

যথা—একস্যা দ্বৌ পুত্রৌ অপরস্যাশ্চ ত্রয়ঃ পুত্রাস্তত্র পঞ্চ ভাগা এব সমানাঃ কর্ত্তব্যাঃ নতু মাতৃসংখ্যানুসারেণ ভাগদ্বয়ং কৃত্বা একৈকং ভাগং পুনর্বিভজেযুঃ। তাদৃশরীতেঃ পৌত্রবিভাগ এব বাচনিকত্বাৎ যুক্তিশ্চাপি ন তুল্যা। বি· দা· ভা· দ্বী· র· ৮।

ব্যবস্থা ৬৫। মাতামহের ধন প্রাপ্ত হইয়া দৌহিত্র মরিলে তৎ সংক্রান্তধনে তাহার পুত্রাদি অধিকারি হইবে—যেহেতু তাহা তখন তাহাদের পিতৃধন হইল, ঐ মৃত দৌহিত্রের মাতামহ-দায়াদেরা পাইবে না §।

৬৫। অত্র গৃহীত মাতামহদায়স্য দৌহিত্রস্যোপরমে তৎপুত্রাদিস্তৎ সংক্রান্ত ধনমধিকরোতি—পিতৃধনত্বাৎ, নতু মাতামহস্য দায়াদাঃ §।

---

* দা· ক্র· সং· পৃ· ৫।

† দা· ভা· অপু· পৃ· ২০৩।

‡ বি· দা· ভা· দ্বী· র· ৮। কোল্‌· ডা· বা· ৩, ও পৃ· ৫৭১। মেক্‌· হি· ল· বা· ১, চ্যা ২, পৃ· ২৩ ও ২৫।

§ বি· দা· ভা· দ্বী· র· ৮। কোল· ডা· বা· ৩, পৃ· ৫০২।

ব্যবস্থা। ৬৬। দুহিতার দত্তক মাতামহধনে অধিকারী নয়। দত্তক প্রকরণ দ্রষ্টব্য।	৬৬। দুহিতুর্দত্তকো মাতামহধনে নাধিকারী। দত্তক প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন। তিন সহোদরে একান্নভুক্ত থাকিয়া অবিভক্ত রূপে পৈতৃক বিষয় ভোগ করিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরিল। মধ্যম এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গত এবং কনিষ্ঠ এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে তৎপত্নী পতির মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্র বাস অথচ নিজ অংশ স্বতন্ত্র রূপে ভোগ করত এক কন্যা ও ঐ কন্যার এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গতা হইল। অনন্তর ঐ কন্যা পুত্র রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অংশ তাহার দৌহিত্রকে অর্শিবে কি ভ্রাতৃপুত্রকে (অর্থাৎ মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণকে) অর্শিবে?

দৌহিত্র থাকিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে তাহার দৌহিত্র অধিকারী, তাহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি হইবে না। এই শাস্ত্রসম্মত মত। জিলা ত্রিপুরা, ২৭ জুন ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১০, পৃ. ৫০।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি (অবিভক্তাবস্থায়) এক দৌহিত্র, ও ভ্রাতার পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিলে, ঐ দৌহিত্র থাকিতে এবং সে অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইলেও ঐ ভ্রাতৃপত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র মৃত ধনির ধনভাগি হইতে অধিকারি কি না?

দৌহিত্র থাকিতে ভ্রাতার পত্নীর ও পুত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। দুহিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে, উক্ত নাবালগ দৌহিত্রের সহিত ধনির ভ্রাতার পত্নী ও পুত্র একত্র থাকিলেও তাহাদিগকে নিরাস করিয়া ঐ দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে। ঐ নাবালগ যে ধনে অধিকারী তাহা যাবৎ সে অপ্রাপ্ত-ব্যবহার থাকে তাবৎ তাহার অত্যন্ত নিকট বন্ধু রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

প্রমাণ—“পত্নী ও দুহিতারা, পিতা মাতা, তথা ভ্রাতারা” ইত্যাদি, এই বচনে বহুবচনান্ত দুহিতাপদ দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়ের বোধক *।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২০ আগস্ট ১৮১৯ সাল। ঐ, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১১, পৃ. ৫১।

এক ব্যক্তির দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতা

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ্য. পৃ. ২৪ ও ১৮৩।

মাতা ও বৈমাত্রেয় (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা বর্ত্তমানে এক পত্নী রাখিয়া মরে, তাহার মৃত্যুর পর তৎ পিতা মরিলে ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃত্যক্ত সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয়াধিকারী হইল। কিয়ৎকাল পরে এই পুত্র নিজ বিমাতা, এক দৌহিত্র, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী রাখিয়া মরিলে, তাহার (অর্থাৎ শেষে মৃত ভ্রাতার) পত্নী পতির অধিকৃত সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়াধিকারিণী হইল, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরেই দুই দায়াদ অর্থাৎ আপনার দৌহিত্র ও (পতির মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে) রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ধন মূল ধনির জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্রকে অর্শে, অথবা কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে ?

পত্নীর মরণে তদধিকৃত ধন দৌহিত্রকে অর্শে দেবরের পত্নীকে অর্শে না, কিন্তু সে ভরণ পোষণ পাইতে অধিকারিণী।

উত্তর। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা পর্য্যন্তের অভাবে দৌহিত্র ধনাধিকারী। যে পুত্র পিতার বিদ্যমানে মরিয়াছে তাহার পত্নী পতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পত্নীর অভাবে ধনাধিকারিণী নয়, কিন্তু (মূল ধনির) জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্রের উপর তাহার অন্নাচ্ছাদনের বরাত থাকিল। জিলা বর্দ্ধমান, ১৯ আগস্ট ১৮০৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১২, পৃ. ৫১ ও ৫২।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ দুই পুত্র এক দুহিতা ও এক দৌহিত্র রাখিয়া মরে। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক মরে, অনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরে। পরে এই দুই জনও মরে, কিন্তু দুহিতার স্বামী এবং এক অবিবাহিতা কন্যা থাকে. -- উক্ত স্বামী বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রতিবাদী। ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যাকে যে ধন অর্শিয়াছিল তাহা এক্ষণে মূল ধনির দৌহিত্র দাওয়া করে। এমত অবস্থায় ঐ ধন মূল ধনির দৌহিত্রকে অর্শিবে কি কনিষ্ঠ পুত্রের জামাতাকে ?

দুহিতার অধিকৃত সংক্রান্ত ধন তাহার মরণে তৎপিতার দায়াদকে অর্শে, পতির কন্যাকে অর্শে না।

উত্তর। উপরি উক্তাবস্থায়, কনিষ্ঠ পুত্রের দুহিতার অধিকৃত ধন মূলধনির দৌহিত্রকে অর্শিবে, ঐ দুহিতার পতি ও কন্যা তাহাতে কিছুমাত্র অধিকারি নয়, যেহেতু দৌহিত্র মৃতের অধিক উপকারী। যে বস্তু উক্ত দুহিতার স্ত্রীধন তাহা তাহার নিজ উত্তরাধিকারিরা পাইবে। এই মত দায়ভাগানুমত। জিলা হুগলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৭ সাল। ঐ, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ৫৬, ৫৭।

প্রশ্ন। সম্ভাবিতপুত্রা মাতা থাকিতে কোন ব্যক্তি মাতামহের বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিল। এমত মকদ্দমায় ঐ দৌহিত্র ঐ বিষয়ের ডিক্রী পাইতে যোগ্য কি না ?

মাতা থাকিতে দৌহিত্র মাতামহের ধন দাওয়া করিতে পারে না।

উত্তর। দাবীকৃত বিষয়ে বাদির মাতারই কেবল অধিকার ; অতএব মাতা বিদ্যমানে বাদী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইতে পারে না। জিলা ২৪ পরগণা। ঐ, মকদ্দমা ১৫, পৃ. ৫৭।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী দুই পত্নী ও তাহাদের গর্ভজাত দুই কন্যা রাখিয়া মরে। কিয়ৎ কাল পরে ঐ দুই পত্নী মরে, তাহাদের মরণকালে প্রথম পত্নীর কন্যা অবীরা, ও দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যা দুই পুত্রবতী ছিল, তাহারা যৌতরূপে বিষয়াধিকারিণী হইয়া সমানরূপে উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিল। পরে ঐ অবীরা কন্যা এক দানপত্র দ্বারা বিষয়ের অর্দ্ধেক মৃত পিতার পারলৌকিক উপকারার্থ আপন গুরুকে দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র সিদ্ধ কি না?

পুত্রহীনা দুহিতাকে নিরাস পূর্ব্বক পুত্রবতী দুহিতা অধিকারিণী।

উপরি উক্ত অবস্থায় ঐ অবীরা দুহিতা উপস্বত্বের অর্দ্ধেক ভোগ করিয়া থাকিলেও পিতৃধনে তাহার কোন অধিকার নাই, অতএব বৈমাত্র ভগিনীর ও ভগিনী-পুত্রের অনুমতি ব্যতিরেকে সে যে দান করিয়াছে তাহা অসিদ্ধ। এই মত দায়ভাগ ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—

অতএব পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা অধিকারিণী, বিধবাত্ব বা বন্ধ্যাত্ব অথবা দুহিতা প্রসব কিম্বা অন্য হেতুতে পুত্রহীনা যে দুহিতা সে ধনাধিকারিণী নয়, দীক্ষিতের এইমত আদরণীয়। দায়ভাগ।

পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেও বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা অধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণ পিণ্ডদানে উপকার করে না। দীক্ষিতের এইমত দায়ভাগকর্ত্তাও মান্য করিয়াছেন। দায়ক্রমসংগ্রহ।

কলিকাতা কোর্ট আপীল।— মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১৬, পৃ. ৫৭, ও ৫৮।

নজীর
৬৩ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক।

সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টের চতুর্থ বালামের ৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জগমোহন মুখোপাধ্যায় ও গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের মকদ্দমা দ্রষ্টব্য,—তাহাতে আদালত সহোদরের পৌত্র থাকিতে মৃত ধনির দৌহিত্রকে ধন দেওয়াইয়াছেন।

রামধন সেন—বনাম—কৃষ্ণকান্ত সেন।

নজীর
৬৩ ও ৬৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

রামপ্রসাদ রায়ের ছয় স্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে চারি জন নিঃসন্তান মরে। অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে পরমেশ্বরী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে বাদির মাতা সর্ব্বমঙ্গলা জন্মে, এবং অন্য স্ত্রী পদ্মমুখীর গর্ভে প্রতিবাদিদিগের মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া জন্মে। বাদী নিজ মাতামহী ও মাতামহের মৃত্যুর পর ও মাতামহের অন্য স্ত্রী পদ্মমুখীর মৃত্যুর পর মাতামহের ত্যক্ত বিষয়ের অর্দ্ধেকের নিমিত্তে প্রতিবাদিগণের নামে নালিশ করে।

জিলার জজ এমত বিবেচনা করিয়া যে বাদির মাতামহের মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা

ও মাতামহীর মৃত্যু হওয়া বোধ করণের প্রচুর প্রমাণ আছে, এবং এই হেতুতে যে (উভয় পক্ষের মাতামহ) রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী পদ্মমুখী (অর্থাৎ প্রতিবাদিদিগের মাতামহী) বিষয় দখল পাইয়া, ঐ বিষয় প্রতিবাদিদিগকে দান করিয়াছে, এবং বাদী নিজ মাতামহের মরণাবধি কোন দাওয়া উপস্থিত করে নাই, বাদির দাওয়া ডিস্‌মিস্ করিলেন।

এই ফয়সলার নারাজীতে বাদী ঢাকার প্রবিন্‌স্যাল্ কোর্টে আপীল করে। এবং মকদ্দমা রুজু থাকা কালীন আপীলান্ট্ মরিলে তাহার পুত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। ঐ আদালতের দুই জজ নিজ রুবকারির লিখিত হেতুতে (বাদি) আপিলান্টকে তাহার দাবী কৃত অংশ দখলের ডিক্রী দিলেন।

সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা কহিলেন যে উক্ত দাবী অসিদ্ধ, দৌহিত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন মাতার গর্ভজাত হউক, বা না হউক, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অংশ পাইবে, মাতৃ-সংখ্যানুসারে পাইবে না। তদনুসারে উক্ত আদালত প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের ডিক্রী তরমিম্ করিয়া আদেশ করিলেন যে বিষয় সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং মৃত ধনস্বামির প্রত্যেক দৌহিত্র তাহার একাংশ পাইবে, অর্থাৎ বাদী একাংশ পাইবে, এবং প্রতিবাদিরা প্রত্যেকে একাংশ পাইবে। ১৮২১ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ১০০।

নজীর
৬৫ ও ৬৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

রামজয়শীলের পিতব্য মরণের কিছু পরে পিতৃব্যপত্নী মরে। রামজয় পিতৃব্যের পৈতৃক বিষয় এই এজহারে দাওয়া করে যে ঐ বিষয় আর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু তদারকে ঐ দরখাস্তকারি হইতে প্রকাশ পাইল যে তাহার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর মরণকালে তাহাদের এক কন্যা জীবিতা ছিল, নবকিশোর নামক এক ব্যক্তির সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার ঔরসে ঐ কন্যার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, ঐ সন্তান নিজ মাতার মৃত্যুর পর অস্টাহ হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে মরে।

পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে—"রামজয়ের পিতৃব্যের কন্যার সন্তান হইয়া যদি নিজ মাতার মৃত্যুর পর না বাঁচিয়া থাকে, তবে ঐ কন্যার স্বামি নবকিশোরের অধিকার হইতে বাদী পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী রূপে বিষয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যেহেতু উক্ত কন্যার পুত্র সন্তান হইয়াছিল, এবং ঐ সন্তান মাতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিল, অতএব ঐ সন্তানকেই বিষয় অর্শিয়াছিল, তাহার মরণে তদুত্তরাধিকারিরূপে তৎপিতা নবকিশোর ঐ বিষয়াধিকারী"। এই ব্যবস্থানুসারে বাদির আন্দাশ ডিস্‌মিস্ হইল। সু. কো. ১৮১৬ সাল, ইস্টস্ নোটস্, মকদ্দমা নং ৫৩।

নজীর
৬৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১২৮—১৩২। দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

পিতার অধিকার।

৬৭। দৌহিত্রের অভাবে (স) পিতার অধিকার *।

ব্যবস্থা

কারণ যেহেতু পিতা মৃতের ভোগ্য দুই পিণ্ডদান রূপ উপকার করেন †।

প্রমাণ /০ বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৪,২৫।

৵০ বিভক্তাবস্থায় পুত্র মরিলে তাহার পুত্রাভাবে (হ) পিতা ধনগ্রহণ করিবেন †। কত্যায়ন।

(স) এস্থলে দৌহিত্রাভাব পদ—দৌহিত্রের অনুৎপত্তি অথবা অধিকারী হয় নাই এমত দৌহিত্রের অভাব বোধক,—যেহেতু অধিকার প্রাপ্ত দৌহিত্রের অভাবে তদধিকৃত ধনে তৎপুত্রাদিরই অধিকার হয়।

(হ) এস্থলে পুত্রাভাব পদ—দৌহিত্র পর্য্যন্তের অভাব সূচক।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি—"অপুত্রের ধন তৎ পত্নীকে অর্শে, তদভাবে দুহিতাকে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে অর্শে" বিষ্ণু বচনে এই পাঠ কল্পনা করিয়া পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার কহিয়াছেন, তাহা অন্যয়, কারণ "তদভাবে (অর্থাৎ দুহিতার অভাবে) পিতাকে অর্শে, তদভাবে মাতাকে"

৬৭। দৌহিত্রাভাবে (স) পিতুরধিকারঃ *।

মৃত ভোগ্য পিণ্ডদ্বয় দাতৃত্বেন উপকারকত্বাৎ †।

/০ বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য বচনে।—ব্য. দ. পৃ. ২৪ ও ২৫ দ্রষ্টব্যে।

৵০ বিভক্তে সংস্থিতে বিত্তং পুত্রাভাবে (হ) পিতা হরেৎ †।—কাত্যায়নঃ।

(স) অত্র দৌহিত্রাভাব পদং—দৌহিত্রস্যানুৎপত্তি পরং, অনুৎপন্নাধিকারদৌহিত্রাভাব পরঞ্চ,—উৎপন্নাধিকারদৌহিত্রাভাবে তদধিকৃতধনে তৎপুত্রাদীনামধিকারাৎ।

(হ) অত্র পুত্রাভাব পদং—দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাব পরং।

মিশ্রাস্তু—"অপুত্রস্য ধনং পত্ন্যভিগামি, তদভাবে দুহিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি, তদভাবে পিতৃগামি" ইতি বিষ্ণুবচনে পাঠং কল্পয়িত্বা পিতুঃ পূর্ব্বং মাতুরধিকারমাহুঃ, তন্ন "তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃ-

---

* দা. ভা. অপু. পৃ ২০৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। দা. ত. পৃ ৫৪। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৩, পারা. ১, পৃ. ১২৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১,১২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৪। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫। এল্. ইন্. পৃ ৭৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৬।

এই বিপরীত পাঠই আকরসিদ্ধ, এবং সকল নিবন্ধকারেরা এই পাঠই লিখিয়াছেন, অপিচ মিত্রাদির পাঠ কল্পনা করিলে তাহা উক্ত কাত্যায়ন-বচনের বিরুদ্ধ হয়। দা. ক্র. পৃ. ৬।

দৌহিত্রের পর মাতার পূর্ব্বে পিতার অধিকারই ন্যায় সিদ্ধ, যেহেতু পিতা অন্যকে মৃতের ভোগ্য দুই পিণ্ডদান করাতে এবং "বীজ ও যোনির মধ্যে বীজ উৎকৃষ্ট বলা যায়" এই মনুবচনে উৎকৃষ্ট কথিত হওয়াতে মাত্রাদি হইতে পিতার প্রাধান্য, এবং (যাজ্ঞবল্ক্য বচনে) 'পিতরৌ' পদে পিতা হইতে ক্রম বোধ হইতেছে। তথা পিতরৌ পদে পিতৃ শব্দ অগ্রে ব্যবহৃত হওয়াতে প্রথম পিতারই অবগতি হইতেছে পশ্চাৎ দ্বিবচন বলে একশেষ সমাস কল্পনায় মাতার অবগতি হইতেছে। এবং যেহেতু মাতার অধিকার পূর্ব্বে হইলে 'তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি' এই বিষ্ণু বচনের বিরোধ হয়। দা. ভা. অপু পৃ. ২৪৬)। বিষ্ণু বচনে জীমূতবাহন সম্মত পাঠেরই * কল্পনা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহা উত্তম যুক্তিসিদ্ধ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই যে—'দুই স্মৃতি (পরস্পর) বিরুদ্ধ হইলে ব্যবহার বিষয়ে যুক্তি বলবতী'। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

গামীতি বিপরীত পাঠস্যৈবাকরসিদ্ধত্বাৎ, তথৈব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভির্লিখিতত্বাৎ, উক্ত কাত্যায়ন বিরোধাচ্চ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬।

ন্যায়াগতঞ্চৈতৎ—দৌহিত্রাৎ পরতো মাতৃতশ্চ পূর্ব্বং পিতুরধিকার ইতি—মাত্রাদিভ্যস্তু মৃত-ভোগ্যান্য পিণ্ডদ্বয় দাতৃতয়া, 'বীজস্য চৈবং যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে' ইতি মনুবচনাবগতোৎকর্ষেণচ পিতুঃ প্রাধান্যাৎ, (যাজ্ঞবল্ক্য বচনে) পিতরাবিত্যত্রচ পিতৃক্রম এবাবগম্যতে। তথাহি পিতরাবিতি প্রাতিপদিকাৎ প্রথমং পিতুরবগতেঃ পশ্চাত্তু দ্বিবচন বলেনৈকশেষ কল্পনয়া মাতুরবগমাৎ, তদভাবে পিতৃগামি তদভাবে মাতৃগামীতি বিষ্ণু-বচন* বিরোধাচ্চ (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬)। বিষ্ণুবচনে জীমূতবাহন সম্মতোঽয়ং পাঠঃ* কল্পনীয়ঃ সদ্যৌক্তিকত্বাৎ, 'স্মৃত্যোর্বিবাদে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারত' ইতি' যাজ্ঞবল্ক্যীয়াচ্চ। বি. দা. ভা দী. র. ৮।

নজীর
৩৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ কৃষ্ণগোবিন্দ সেন—বনাম—লাডলিমোহন ঠাকুর। ৩০ আগষ্ট ১৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২০৯। ব্য. দ. পৃ. ১৪০।

/০ ইষ্ট্ সাহেবের নোট্—সু. কো. ১২ জুন। ১৮১৬ সাল, মকদ্দমা নং ৫৩। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৮৮।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৪।

মাতার অধিকার।

ব্যবস্থা। ৬৮। পিতার অভাবে মাতার অধিকার*।

৬৮। পিতুরভাবে মাতুরধিকারঃ*।

কারণ যেহেতু তিনি পিত্রাদি তিন পুরুষের পিণ্ডদায়ক ভ্রাতাকে প্রসবরূপ উপকার করেন, এবং গর্ভধারণ ও প্রতিপালন করিয়া মাতা যে উপকার করিয়াছেন তৎপরিশোধ আবশ্যক† (দা. ভা. পৃ. ২০৭, ২০৮)।

তস্তোগ্য পিত্রাদি পিণ্ডত্রয়দাতৃ তজ্জ্ঞাতৃজনোপকারকত্বাৎ গর্ভধারণ পোষণাৎ কৃতোপকারতয়া তন্নিষ্ক্রয়স্যাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাচ্চ† (দা. ভা. পৃ. ২০৭, ২০৮)।

প্রমাণ যেহেতু বিষ্ণুবচনে পিতার অধিকারানন্তরই "তদভাবে (ধন) মাতৃগামি" ইহা শ্রুত আছে। এবং যেহেতু বৃহস্পতি কহেন "ভার্য্যা পুত্র বিহীন (অ) মৃত তনয়ের মাতা (ই) তদ্ধনহারিণী, অথবা তাঁহার অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা অধিকারী। (দা. অপু. পৃ. ২০৬, ২০৭)।

পিতুরধিকারানন্তরং—তদভাবে মাতৃগামীতি—বিষ্ণু শ্রুতেঃ, ভার্য্যা পুত্র বিহীনস্য, (অ) তনয়স্য মৃতস্যচ। মাতা (ই) ঋক্থহরীজ্ঞেয়া, ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়েতি বৃহস্পতিবচনাচ্চ। (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬. ২০৭)।

---

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৭। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। দা. ত. অপু. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৪, পারা. ১, পৃ. ১২৬। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। কোল্. দা. ভা বা. ৩, পৃ. ৫০৫। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫। এল. ইন্. পৃ. ৭৭।

† যিনি দশমাসগর্ভ ধারণ করতঃ পীড়ায় ব্যাকুলা হইয়া এবং বিবিধ বেদনা ও দুঃখ সহিয়া বিমুর্চ্ছিতাবস্থায় প্রসব করিয়াছেন, যিনি পুত্রকে প্রাণাধিক প্রিয় ভাবেন, এমত সুতবৎসলা জননীর ঋণ শত বর্ষেও কেহ শুধিতে পারে না।—ব্যাসঃ। গর্ভধারণ ও লালন পালন হেতু পিতা হইতে মাতা সহস্র গুণ বড়। উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য দশ গুণ পুজ্য, আচার্য্য হইতে পিতা শত গুণে বড়। কিন্তু পিতা হইতে মাতা সহস্র গুণে গরিষ্ঠা।—মনু। পরন্তু পিতা হইতে মাতার অধিক গৌরব শ্রুত হইলেও যে পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার একথা হেয়,—যেহেতু গৌ.

† মাসান্ দশোদরস্থং, যা ধৃত্বা শূলৈঃ সমাকুলা। বেদনাবিবিধৈর্দুঃখৈঃ প্রসূয়েত বিমূর্চ্ছিতা। প্রাণৈরপি প্রিয়ান্ পুত্রান্ মন্যতে সুতবৎসলা। কস্তস্যা নিষ্কৃতিং কর্ত্তুং শক্তো বর্ষশতৈরপি। (ব্যাসঃ)। পিতুর্মাতা সহস্রেণ গৌরবেণাতিরিচ্যতে। গর্ভধারণ পোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী। উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য, আচার্য্যাণাং শতং পিতা। সহস্রন্তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। মনুঃ। পরন্তু, পিতৃতঃ গৌরবাতিরেক শ্রুতাবপি মাতুরধিকারঃ পিতৃতঃ পূর্ব্বমিতি হেয়ং—

(অ) এস্থলে মাতার যে ধনহারিত্ব সে পিতৃ পর্য্যন্তাভাবে বোধ্য। দ্রষ্টব্য দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬।

(অ) অত্র যৎমাতুঃ স্বকৃথ হারিত্বং তৎপিতৃপর্য্যন্তাভাবে বোদ্ধব্যং। দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬ দ্রষ্টব্যা।

(ই) এস্থলে মাতৃ পদং—জননী মাত্রের সূচক, * অতএব—

(ই) অত্র 'মাতৃ' পদং—জননী-মাত্র পরং *। তেন—

ব্যবস্থা। ৬৯। বিমাতা ধনাধিকারিণী নয় *।

৬৯। বিমাতা নাধিকারিণী *।

পুত্রের ধনাধিকারিণী হইয়া মাতা মরিলে, মাতার স্ত্রীধনাধিকারিরা সে ধনে অধিকারি নয়, কিন্তু ঐ পুত্রের দায়াদরা অধিকারি †। অতএব—

গৃহীতপুত্রধনায়া মাতুরুপরমে মাতৃ স্ত্রীধনাধিকারিণো ন গৃহ্নীয়ুরপিতু পুত্রস্যৈব দায়াদা অধিকারিণঃ †। তেন—

ব্যবস্থা ৭০। মাতাও পত্ন্যধিকারে উক্ত নিমিত্ত বিনা সংক্রান্ত ধন দানাদি করিতে পারেন না †। দ্রষ্টব্য পৃ.৯৭—৬৮।

৭০। মাতাপি পত্ন্যধিকারোক্তকারণম্বিনা সংক্রান্তধনস্য দানাদিকং কর্ত্তুং নার্হতি †। দ্রষ্টব্যা পৃ. ৪৭—৬৮।

---

* বয়োধিক্য যদি ধনাধিকারের কারণ হইত তবে 'জনক ও বেদোপদেশক এতদ্দ্বয়ের মধ্যে বেদোপদেশকরূপ পিতা গরিষ্ঠ' এতদনুসারে পিতার পূর্ব্বে আচার্য্যের অধিকার হইত, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে পিতৃব্যাদির অধিকার হইত: অতএব পিতার পরেই মাতার অধিকার, পূর্ব্বে নয়, তদুভয়ের অধিকার এক কালীনও নয়, (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৮) বঙ্গদেশাদৃত দায়ভাগের মত এই। বিবাদ ভঙ্গার্ণবেরও এই রূপ মত. তদ্যথা—গৌরব ধনাধিকারের কারণ নয়, তাহা হইলে পিতা মাতা থাকিতে কেহ ধন পায় না। কিন্তু নিজ কর্ম্মদ্বারা উপকার, এবং পিণ্ডসম্বন্ধে সন্নিকৃষ্ট (পারলৌকিক) উপকারদ্বারা পিতাই উৎকৃষ্ট হওয়াতে, মাতা থাকিতেও পিতার অধিকার। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

গৌরবাতিরেকস্য ধনসম্বন্ধ হেতুত্বে উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীযান্ ব্রহ্মদঃ পিতেতি পিতৃতঃ পূর্ব্বমাচার্য্যস্যাধিকারাপত্তেঃ। কনিষ্ঠে চ ভ্রাতরি ভ্রাতৃসুতে বা সত্যপি পিতৃব্যাদীনামধিকারাপত্তেশ্চ, অতঃ পিতৃতঃ পরএব মাতুরধিকারঃ ন পূর্ব্বং নাপি যুগপন্মাতাপিত্রোঃ। (দা. ভা. অপু. পৃ.২০৮)। ইতি বঙ্গাদৃত দায়ভাগমতং। বিবাদ ভঙ্গার্ণবেঽপি এবমেব প্রায়ঃ, তদযথা—গৌরবং হি ন ধনপ্রাপ্তিহেতুকং, তথাসতি পিত্রোঃ সতোঃ কোঽপি ধনং ন প্রাপ্নুয়াৎ। কিন্তু স্ব ব্যাপারেণ উপকারঃ পিণ্ডসম্বন্ধ সন্নিকর্ষশ্চ, তত্র (ঔর্দ্ধদেহিক) উপকারেণ পিতুরেবোৎকর্ষঃ অতঃ মাতৃ সত্ত্বেঽপি পিতুরধিকারঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ৮০ ও ২৩১। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১. সেক্. ৬, পারা. ৪, পৃ. ২১৩।

† দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৫, ৫০৬। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫, ২৬। এল্. ইন্, পৃ. ৭৭।

পণ্ডিতেরা কহেন জীমূতবাহনের অভিপ্রায় এই। বাচস্পতি মিশ্রও কহেন স্বসংক্রান্ত ধন দানাদি করিতে মাতারও অধিকার নাই *। ২৭ সংখ্যক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।

ইতি জীমূতবাহন স্বরস ইতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে। মিশ্রোঽপি মাতুঃ স্বসংক্রান্ত ধনে দানাদ্যনর্হত্বমাহ *। ২৭ সংখ্যকা ব্যবস্থা দ্রষ্টব্যা।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক নাবালগ নিজ মাতা ও চারি পিতৃব্য এবং কিছু বিষয় রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, ঐ বিষয় পিতৃব্য গণের বিষয়ের সহিত সাধারণ ও অবিভক্ত ছিল। এমত অবস্থায়, সাধারণ ধনে মৃত নাবালগের যে অংশ তাহা ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে অর্শে? মাতা যদি শাস্ত্রানুসারে যাবজ্জীবন উপভোগে অধিকারিণী হয়েন, তবে তাঁহার স্বামির এক ভ্রাতা বলপূর্ব্বক ঐ নাবালগের গৃহের যে প্রাচীর দখল করিয়া লইয়াছে তাহার মূল্য পাইতে তিনি অধিকারিণী কি না?

বঙ্গদেশে. মাতা পুত্রের অবিভক্ত ধনে অধিকারিণী. পিতৃব্য নয়।

উত্তর। পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া উক্ত নাবালগ যদি মরিয়া থাকে তবে তৎসমুদায় বিষয় তাহা স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক তাহার জননী পাইবেক, জননী থাকিতে পিতৃব্যগণের স্বত্ব নাই। যে পিতৃব্য সাধারণ প্রাচীর দখল করিয়া লইয়াছে সে ঐ প্রাচীরে নাবালগের অংশের মূল্য তাহার জননীকে দিবে, যেহেতু জননী-ই ঐ পুত্রের উত্তরাধিকারিণী।

প্রমাণ--

যাজ্ঞবল্ক্য কহেন "পত্নী ও দুহিতারা এবং পিতামাতা" ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৪)।

বৃহস্পতি বলেন "পত্নী ও পুত্র না রাখিয়া মরে যে পুত্র তাহার মাতা তদুত্তরাধিকারিণী জানিবে। অথবা তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইতে পারে'।

অন্নপূর্ণা দেবী—বনাম—রামজয় মুখোপাধ্যায়। জিলা নদিয়া, মেক্. হি. ল. বা ২, চ্যা. ১, সেক্. ৪, মকদ্দমা ১, (পৃ. ৫৯)।

প্রশ্ন ১। কোন ব্যক্তির দুই পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে পর, তৎপিতা আপন স্থাবর অস্থাবর বিষয় জীবিত পুত্রদ্বয়কে সমান ভাগ করিয়া দিলেন। ঐ দুই পুত্র পিতার জীবন কালেই পৃথক্ হইয়া আপনাপন বিষয় ভোগি হইল। কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ

* বি. দা. ভা. টী. র ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০২।

পুত্র এক পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিল। অল্পকাল পরে ঐ পুত্রদ্বয়ের এক-জন মরিল। পরে মূলধনী দ্বিতীয় পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পুত্রকে রাখিয়া মরিল। তাহাতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী নিজ পুত্রের সঙ্গে তাহার অংশ দখল করিল। শেষে ঐ পুত্র (অর্থাৎ মূল ধনির পৌত্র) মরিল, তাহার মরণান্তেও ঐ পত্নী নিজ পতির যোগ্যাংশ কিছু কাল অবধি দখল করিয়াছে, কিন্তু মূল ধনির কনিষ্ঠ পুত্র এক্ষণে তাহাকে বেদখল করিতে চাহে, এবং উভয়ে বিষয় লইয়া বিরোধ করিতেছে। যদি বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে প্রকার লিখিত হইয়াছে তদনুরূপ ভাগ নির্ণয়রূপে বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকে তবে মূল ধনির ধন উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মধ্যে কিরূপে ভাগ নির্ণয় হইবেক?

এবং বিভক্ত ধনে মাতা সর্ব্বথা অধিকারিণী।

উত্তর ১। যদি এমত প্রমাণ হয় যে মূল ধনী উপরি বর্ণিতরূপে নিজ বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তবে কনিষ্ঠ পুত্র ও পৌত্রের মাতা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী প্রত্যেকে ঐ অংশের অধিকারী হইবে যাহা মূলধনী নিজ পুত্রদিগকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন ২। যদি মূল ধনির দুই পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র থাকে আর দ্বিতীয় পুত্র পিতার জীবন কালে অবিবাহিতাবস্থায় মরিয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রও পিতার জীবনকালে এক পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে (এবং পরে ঐ পুত্রদ্বয়ের এক মরিয়া থাকে) এবং তৎপরে যদি মূল ধনী আপন বিষয় বিভাগ না করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, (অনন্তর যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঐ পুত্র মরিয়া থাকে,) তবে এমত অবস্থায় ঐ জীবিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ মূল ধনির কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মধ্যে কে বিষয়াধিকারী? যদি উভয়ই অধিকারি হয়, তবে কে কি পরিমিত অংশ পাইতে যোগ্য।

পিতামহের ধনে পিতৃব্যের সহিত সমান ভাগ প্রাপ্ত মৃত পৌত্রের মাতা তদ্ধনাধিকারিণী।

উত্তর ২। মূলধনির মরণে তাহার পুত্র ও পৌত্র সমান অংশে অধিকারি। এবং ঐ পৌত্র পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরাতে তাহার মাতা তাহার ধনাধিকারিণী, অতএব মূল ধনির ত্যক্ত বিষয় তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে সমান ভাগে অর্শিবে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় -বনাম—সেবাদাসী। কলিকাতা কোর্ট আপীল, ২২ জুলাই ১৮০৫। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৪, মকদ্দমা ২ (পৃ. ৬০ এ ৬১)।

প্রশ্ন। কৃষ্ণ কিশোরের জ্যেষ্ঠা পত্নী রতনমালা মরিলে এবং সে নন্দকিশোর নামক যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিল সে নিস্‌সন্তান মরিলে পর তাহার ত্যক্ত দুই আনা অংশে কে অধিকারী?—কৃষ্ণ কিশোরের দ্বিতীয়া পত্নী নারায়ণী অধি-

কারিণী, কিম্বা ঐ নারায়ণীর দত্তক পুত্র রামকিশোর নিজ দত্তকত্ব সভ্য হইলে অধিকারী? অথবা কৃষ্ণকিশোরের সহোদর ভ্রাতা কৃষ্ণগোপালের ও বৈমাত্র ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের ও লক্ষ্মীনারায়ণের উত্তরাধিকারিরা অধিকারি? এই মকদ্দমা আপিলান্ট্ নারায়ণীর গৃহীত দত্তক পুত্র রামকিশোরের দত্তকতা সিদ্ধাসিদ্ধের উপর নির্ভর করে কি না?

বঙ্গদেশীয় সাস্ত্রানুসারে বিমাতা অধিকারিণী নয়। সপত্নীপুত্রের ত্যক্ত বিষয় তৎ পিতৃব্যের দত্তককে অর্শিল।

উত্তর। যদি কৃষ্ণ কিশোরের প্রথম পত্নী রত্নমালার মৃত্যুর পর স্বামির অনুমত্যানুসারে (তাহার) গৃহীত দত্তক পুত্র নন্দকিশোর নিস্‌সন্তান মরিয়া থাকে, তবে ঐ নন্দকিশোরের দুই আনা অংশ কৃষ্ণ কিশোরের সহোদর ভ্রাতা কৃষ্ণগোপালের দত্তক পুত্রকে (অর্থাৎ দত্তক সম্বন্ধে খুড়তুতা ভ্রাতাকে) অর্শিবে, কৃষ্ণকিশোরের দ্বিতীয়া পত্নীকে (অর্থাৎ দত্তক সম্বন্ধে নন্দকিশোরের বিমাতাকে) অর্শিবে না, এবং দত্তক গ্রহীতা পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের উত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবে না। কিন্তু যদি আপিলান্ট নারায়ণী দেবীর দত্তক রামকিশোর যথা শাস্ত্র গৃহীত হইয়া থাকে, তবে রামকিশোর ঐ নন্দকিশোরের দুই আনা অংশে অধিকারী। শাস্ত্রে দুই দত্তক গ্রহণের স্পষ্ট নিষেধ নাই বিধিও নাই। বঙ্গদেশে যদি দুই দত্তক গ্রহণের প্রথা হইয়া থাকে তবে রামকিশোরের দত্তকতা নিস্‌সন্দেহ রূপে সিদ্ধ; এবং পূর্ব্ব কথিতরূপে সে ঐ দুই আনা অংশে অধিকারী। নন্দকিশোরের বিমাতা আপিলান্ট্ নারায়ণী অধিকারিণী না হইতে পারণের কারণ এই যে দায়ভাগের এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত আর আর প্রামাণিক গ্রন্থের যে স্থলে মাতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই স্থলেই তাহা জননী অর্থাৎ প্রকৃত মাতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে বিমাতার অধিকার ব্যবস্থাপিত হয় নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি (মৃত ধনির) দায়াদাধিকারী হইবে তাহার স্থানে তিনি ভরণ পোষণ পাইবেন। দক্ষিণে চলিত গ্রন্থ সকলে অর্থাৎ মিতাক্ষরা ইত্যাদিতে মাতা পদে জননী ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়, ঐ সকল গ্রন্থানুসারে বিমাতা ধন ভাগিনী।

প্রমাণ —

মনুঃ—"ঔরস পুত্র, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত, গূঢ়জ, এবং অপবিদ্ধ এই ছয় (প্রকার) পুত্র বন্ধু ও দায়াদ। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন যে দত্তক সে ভিন্ন গোত্র হইতে গৃহীত হইলেও গ্রহীতার ধনের (পঞ্চম বা যষ্ঠাংশে) অধিকারী হইবে।"

বৌধায়নঃ—"ঔরস, পুত্রিকা-পুত্র, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়জ, এবং অপবিদ্ধ—ইহারা ধনভাগি।"

গৌতমঃ—"ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়জ, এবং অপবিদ্ধ এই (কএক প্রকার) পুত্রেরা ধনাধিকারি।"

অস্যুঃ—“অপত্য (ও পত্নী) হীন মৃত ব্যক্তির ধনে মাতা অধিকারিণী। যদি মাতা মরিয়া থাকেন, তবে পিতামহী অধিকারিণী।”

(উপরি উক্ত বচনে ব্যবহৃত) মাতা পদে জননী বোধ্য, যেহেতু (নিম্ন লিখিত বচনে ব্যবহৃত) ‘মাতা, পিতামহী, ও প্রপিতামহী’ ইত্যাদি পদে তত্তৎ প্রকৃতার্থ বুঝায়—অর্থাৎ ‘নিজ জননী, পিতার জননী, ও পিতামহের জননী’ বুঝায়, এবং পিণ্ড ভোগ স্থলে তাঁহারা ঐ সকল শব্দে উল্লিখিত হয়েন। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে বিমাতা প্রভৃতিকে ভুক্ত করিতে স্পষ্ট নিষেধ আছে, তদ্বচন যথা—“স্ত্রী বা পুরুষ হউক যে কেহ অপুত্র মরে তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইবেক, পার্ব্বণ পিণ্ডদান হইবেক না”। দায়ভাগ। নারায়ণী দেবী—বনাম—হরিকিশোর রায়। সদরদেওয়ানী আদালত, ২৪ ডিসেম্বর, ১৮০১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৪, মকদ্দমা ৩, পৃ. ৬১,৬৪।

গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী।

নজীর
৩৮ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কাশীশ্বর, হরদেব, সহদেব ও নীলকান্ত এই চারি ভ্রাতা একত্র বাস করিত। কাশীশ্বর নিজ পরিশ্রমে এক জমিদারি অর্থাৎ পরগণা চৌরার পাঁচ আনা উপার্জ্জন করে, তাহারা অদ্যাপি বিভক্ত হয় নাই। কাশীশ্বর উপরি উক্ত তিন ভ্রাতা রাখিয়া এবং রামশঙ্কর, রামমোহন, কৃষ্ণকিঙ্কর, কেবলরাম ও অযোধ্যারাম এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া মরিল। অনন্তর হরদেব চরণজিত নামক এক পুত্র রাখিয়া মরিল। পরে সহদেব নিস্সন্তান মরিল। তদনন্তর কাশীশ্বরের চতুর্থ পুত্র কেবলরাম কৃষ্ণনাথ নামক এক পুত্র এবং ঐ কৃষ্ণনাথের জননী রঙ্গমণি নাম্নী নিজ পত্নীকে রাখিয়া মরিল। তাহার পর গদাধর ও কালিদাস নামক দুই পুত্র রাখিয়া রামমোহন মরিল। অনন্তর রামশঙ্কর রাজেশ্বরী নামিকা এক দুহিতা এবং রামনাথ ও নৃসিংহ নামক ঐ দুহিতার দুই পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। পরে হরদেবের পুত্র চরণজিত নিস্সন্তান মরিল। তৎপরে কৃষ্ণকিঙ্কর নিস্সন্তান মরে। তাহার পর খড়্গেশ্বরী নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া নীলকান্ত মরে। ঐ খড়্গেশ্বরী পিতার মৃত্যুর পর এক পুত্র প্রসব করে, তাহার নাম প্রাণনাথ। পরে ১১৯০ সালে কৃষ্ণনাথ নিস্সন্তান মরে। এই মকদ্দমার সময়ে উক্ত পরিবারের মধ্যে কাশীশ্বরের পুত্র অযোধ্যারাম, এবং রামমোহনের পুত্র গদাধর ও কালিদাস, ও কেবলরামের পত্নী গঙ্গমণি, রামশঙ্করের কন্যা রাজেশ্বরী, ও রাজেশ্বরীর পুত্র রাধানাথ ও নৃসিংহ, নীলকান্তের কন্যা খড়্গেশ্বরী ও তাহার পুত্র প্রাণনাথ জীবিত থাকে। এই মকদ্দমাতে ইহারি বিচার আবশ্যক হইয়াছিল যে উক্ত জমিদারি কিরূপে বিভক্ত হইবে। তাহাতে রাধাকান্ত পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে “প্রথমতঃ—চারি ভ্রাতায় এক পরিবার ভুক্ত হইয়া একত্র থাকাতে যদি পিতৃধনের কিম্বা সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অথবা ভ্রাতাগণের শ্রম ও সাহায্য বিনা জ্যেষ্ঠ কাশীশ্বর এক জমিদারি উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে তদ্ভ্রাতারা ঐ জমিদারির অংশ পাইতে

অধিকারি নয়। কিন্তু যদি পৈতৃক ধন ব্যবহার কিম্বা সাধারণ ধন ব্যয় হইয়া থাকে, অথবা ভ্রাতারা যদি শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে তবে ঐ জমিদারি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে, তাহার দুই ভাগ অর্জ্জক কাশীশ্বর লইবেক বং আর আর ভ্রাতারা প্রত্যেকে এক ভাগ লইবেক। দ্বিতীয়তঃ—কাশীশ্বরের মরণান্তে তাহার পাঁচ পুত্র তদংশ সমান ভাগ করিয়া লইবে। কাশীশ্বরের পুত্র রামমোহনের মরণে তাহার দুই পুত্র গদাধর ও কালিদাস পিতৃ যোগ্যাংশ সমান ভাগ করিয়া লইবে। তৃতীয়তঃ—কাশীশ্বরের চতুর্থ পুত্র কেবলরামের অংশ,—তাহার পুত্র কৃষ্ণনাথ যদি দুহিতা না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে—তাহার মাতা রঙ্গমণিকে অর্শিবে। চতুর্থতঃ—(কাশীশ্বরের পুত্র) রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা রাজেশ্বরী পিতৃ যোগ্যাংশে অধিকারিণী। এবং তাহার মরণে তাহার দুই পুত্র ঐ ধনাধিকারি। পঞ্চমতঃ—কাশীশ্বরের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর যদি নিজ জননীর পরে মরিয়া থাকে, তবে তৎসহোদর অযোধ্যারাম তাহার মরণ কালীন জীবিত থাকাতে সেই তদ্ধনে অধিকারী। ষষ্ঠতঃ—কাশীশ্বরের ভ্রাতা হরদেবের মরণে তাহার পুত্র চরণজিত পিতৃ যোগ্যাংশে অধিকারী, এবং সে যদি সহোদর না রাখিয়া মরিয়া থাকে, ও যদি তাহার পিতার সহোদর নীলকান্ত মাত্র জীবিত থাকে, তবে ঐ নীলকান্তই কেবল তাহার অংশে অধিকারী। সপ্তমতঃ—কাশীশ্বরের ভ্রাতা সহদেব যদি জননী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার সহোদর নীলকান্ত তদংশে অধিকারী। এবং নীলকান্তের মরণে তাহার কন্যা খড়্গেশ্বরী পিতার অংশে অধিকারিণী হইবে"। (অনন্তর) ইহা প্রকাশ পাওয়াতে যে নীলকান্ত জমিদারি সংক্রান্ত সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং রাজেশ্বরী ও রঙ্গমণি ও খড়্গেশ্বরী ভরণ পোষণোপযুক্ত ধন লইয়াছে আর ইহাদের প্রথমদ্বয় আপন২ অংশের দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ ধন লইয়াছে, এই বিষয়ে আর এক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তদ্যথা "যদি পুরুষ উত্তরাধিকারিরা রঙ্গমণিকে ভরণ পোষণ দিয়া থাকে, এবং তথাপি যদি সে আপন দাওয়া পরিত্যাগ না করিয়া থাকে, তবে বিভাগে সে নিজ পুত্র কৃষ্ণনাথের অংশে অধিকারিণী হইবে। যদি রাজেশ্বরী কিছু ভূমি লইয়া নিজ অংশের দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সে পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে অধিকারিণী নয়, কিন্তু যদি আপনার দাওয়া বজায় রাখিয়া থাকে, তবে সে পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে অধিকারিণী। খড়্গেশ্বরীর পিতা নীলকান্ত যদি ভরণ পোষণ পাইবার নিয়মে নিজ অংশ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে খড়্গেশ্বরী ভরণ পোষণই পাইবে"। পরন্তু যে বৃত্তান্তের অনুভবে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহা, সাক্ষ্যাদির পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইল না. বরঞ্চ তদ্বিপরীত বৃত্তান্ত অনুভবের কারণ পাওয়া গেল। সদরদেওয়ানী আদালতের জজেরা (অর্থাৎ সর্. জে. শোর, এফ্. এস্পেকি, ও ডব্লিউ. কৌপর সাহেবেরা) বিচার করিলেন যে দিনাজপুর আদালতের ডিক্রী (যাহার নারাজীতে তাঁহাদের সমীপে এই আপীল উপস্থিত, এবং যাহাতে জমিদারির অংশের প্রার্থনায় আদ্দাশকারি অযোধ্যারামকে উক্ত পাঁচ আনা জমিদারির

মধ্যে তিন আনা ছয় গণ্ডা দিতে হুকুম হয় তাহা) রদ হইবে, এবং পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে কাশীশ্বর, সহদেব, হরদেব, ও নীলকান্ত এই চারি ভ্রাতার উত্তরাধিকারিদের মধ্যে উক্ত পাঁচ আনা জমিদারি নিম্ন লিখিতরূপে বিভক্ত হইবে; অর্থাৎ খজোশ্বরী নিজ পিতা নীলকান্তের উত্তরাধিকারিণীরূপে, সহদেব, হরদেব, ও নীলকান্তের অংশ, অর্থাৎ পাঁচ আনার তিন আনা পাইবে, কাশীশ্বরের উত্তরাধিকারিরা পাঁচ আনার দুই আনা পাইবে, এই দুই আনা ঐ কাশীশ্বরের উত্তরাধিকারিদের মধ্যে এই রূপে বিভক্ত হইবে, যথা—তাহা পাঁচ ভাগ হইয়া গঙ্গাধর ও কালিদাস আপিলাণ্টেরা এক ভাগ পাইবে, অযোধ্যারাম রেসপণ্ডেণ্ট্ দুই ভাগ, রঙ্গমণি এক ভাগ ও রাজেশ্বরী এক ভাগ, পাইবে*। ৩০ আক্টোবর, ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬।

নিম্ন উল্লিখিত দুই মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

/০ ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি—বনাম—গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি। কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪।

৵০ শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও শ্রীমতী দাসীদাসী—বনাম—আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪—৬৯। এই দুই নজীর বিভাগ প্রকরণে ধৃত হইল।

ভৈরবী দাসী—বনাম—নবকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি।

নজীর
৬৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ রতনমণি ক্ষেত্র নামক অবিবাহিত মৃত পুত্রের ধনাধিকারিণী হইয়া মরে। রতনমণির মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের বিমাতা ভৈরবী দাসী ঐ বিষয় দাওয়া করিলেক। বিচার হইল যে রতনমণির মৃত্যুর পর বিষয় তৎপুত্রের উত্তরাধিকারিকে অর্শে, বর্ত্তমান মকদ্দমায় উক্ত পুত্রের বিমাতা উত্তরাধিকারিণী নয়, কিন্তু খুল্ল পিতামহের পুত্র বটে, যেহেতু বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বিমাতা সপত্নীপুত্রের ধনাধিকারিণী নহেন, কিন্তু পতির বিষয় হইতে ভরণ পোষণ পাইতে অধিকারিণী। ২৩ ফিব্রুয়ারি, ১৮৩৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৫৩।

---

* এই মোকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত, ও যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা হিন্দুদায়শাস্ত্র ঘটিত অনেক বিষয়ের নজীর—অথচ তাহা দুর্জ্ঞেয় নয় এবং অসচরাচরও নয়, তদ্যথা প্রথমতঃ—সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জক দুই অংশহারী। (ইহা জীমূতবাহন সম্মত, দ্রষ্টব্য—কোল. দা. ভা. চ্যা. ৬, সেক্. ১, পারা. ২৮।) দ্বিতীয়তঃ—পুত্রগণ পিতৃদায়ে সমান ভাগি (কোল. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক. ২, পারা. ২৭।) তৃতীয়তঃ—পত্নী দুহিতা ও দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি হীন মৃত পুত্রের ধনে তাহার মাতা অধিকারিণী (দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৪)। চতুর্থতঃ—পুত্র ও পত্নীহীন মৃত ব্যক্তির ধনে তাহার দুহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা হওন নিয়মে অধিকারিণী (দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ২ পারা. ৩।) পঞ্চমতঃ—সহোদর সহোদরের ধনাধিকারী (ঐ, সেক. ৫)। ষষ্ঠতঃ—নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃব্য অধিকারী (ঐ, সেক. ৬, ৫, ৮, ৯)।

মকদ্দমা নং ২৫১, ১৮৫১ সাল।

আহ্লাদমণি দাসী (বাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—গোকুল মণি দাসী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

বিচার—

৶০ (জিলার) জজ কহেন নালিশ করিতে বিমাতার অধিকার নাই। এই মত দুই পণ্ডিতের ব্যবস্থামূলক, এবং ইহা মিসিলে দাখিল হওয়া আর দুই ব্যবস্থা অপেক্ষা মান্য করা হইয়াছে। আপিলান্টকে জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলায় সে একটিও দাখিল করিতে পারিলেক না, কিন্তু রেস্পণ্ডেন্ট্ এই আদালতের এক ফয়সলা * দাখিল করিলেক তাহার তারিখ ১৮৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুওরি, ও তাহা সদরীয় রিপোর্ট বহির ৫ বালামের ৫৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ও নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ভৈরবী দাসীর মকদ্দমাতে নিষ্পন্ন, ও তাহাতে স্পষ্টরূপে বিধান হইয়াছে যে সপত্নী পুত্রের ধনে বিমাতা অধিকারিণী নয়। এবঞ্চ সে মেকনাটনের হিন্দু ল-র ২ বালামের ৬২ পৃষ্ঠার উল্লেখ করে—যাহাতে সাধারণ ব্যবস্থারূপে ঐ বিধান লিখিত আছে অর্থাৎ এই মকদ্দমাতে প্রযুজ্য দায়ভাগের মতানুসারে দায়াধিকারিণী হইতে বিমাতার অধিকার নাই। ১৮০১ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সদর আদালতে—নিষ্পন্ন হরি কিশোর রায়ের বিরুদ্ধে নারায়ণী দেবীর মকদ্দমাতে উক্ত বিধান আরো দৃঢ়রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এতৎ সমুদায় বিবেচনায় মকদ্দমা চলিতে না পারা বিষয়ে—(জিলার) জজের যে নিষ্পত্তি তাহা যথার্থ, কেননা প্রমাণ সমূহে প্রকাশ যে বিরোধীয় বিষয়ে (বিমাতা) বাদিনীর নিজ স্বত্ব কিছু নাই। অতএব খাস আপীল অগ্রাহ্য ও নিম্ন আদালতের ফয়সলা বাহাল। ৩ জুন, ১৮৫২ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৫৩৬।

নিম্ন উল্লিখিত দুই মকদ্দমাতেও উক্ত রূপ বিচার হইয়াছে—

৶০ নারায়ণী দেবী—বনাম—হরিকিশোর রায়। ২৪ ডিসেম্বর ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৭।

৶০ লক্ষ্মীপ্রিয়া—বনাম—ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও জয়চন্দ্র চৌধুরী। ১০ আগষ্ট্ ১৮৩৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩১৬।

কালীকান্ত লাহিড়ী আপিলান্ট্—বনাম—গোলোকচন্দ্র চৌধুরী, রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৭০ ও ২৭ সংখ্যক ব্যবস্থাবিষয়ক।

আর্জির বয়ান এই যে বাদির পিতৃব্য রামশঙ্কর চৌধুরী আপন পত্নী কুমারী দেবী এবং নাবালগ পুত্র ভবানীশঙ্করকে রাখিয়া মরে। অনন্তর বাদির পিতা গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী বাদিকে উত্তরাধিকারি রাখিয়া মরে। তৎ পরে

* অর্থাৎ ইহার অব্যবধান পূর্ব্ব-বর্ত্তি নজীর।

ভবানীশঙ্কর শৈশবকালে কালপ্রাপ্ত হয়। কুমারী দেবী বাদির এবং অন্যান্যের উপর এক এক ডিক্রী হাসিল করিয়া ঐ ডিক্রীর বলে নিজ পতি রাজশঙ্করের বিষয় অধিকার করে; বাদী মৃত ব্যক্তির দায়াদ রূপে ঐ বিষয় পাইবার যোগ্য। কুমারী হিন্দুবিধবা হওয়াতে ভরণ পোষণ মাত্র পাইবার যোগ্য, ঐ বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। প্রতিবাদী কালীকান্ত লাহিড়ী কুমারী দেবীর বিষয়াধ্যক্ষ এবং বাদির শত্রু, উক্ত দেবী লাহিড়ী মজকুরের সহিত সাজস্ করিয়া ফেরেবের দ্বারা উত্তরাধিকার হইতে বাদিকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি।

ভিতুবাসি প্রভৃতির রেস্পণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র দাসের মকদ্দমাতে ১৮৩৩ সালের ১৪ মার্চ তারিখে মুরশিদাবাদের কোর্টের এজলাস কাগেলে যে নিষ্পত্তি হয় তদ্দৃষ্টে, এবং তাহাতে ঢাকার কোর্টের পণ্ডিতের যে ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রধান সদর আমীন বিচার করিলেন যে বিধবা কেবল যাবজ্জীবন উপভোগিনী; তৎপতির দায়াদ যদি উপযুক্তরূপে প্রমাণ করে যে ঐ বিধবা সংক্রান্ত ধনের অপহার কিম্বা কুব্যবহার করিয়াছে তবে ঐ বিধবা তদ্বিষয় হইতে বেদখল হইতে পারে। কুমারী দেবী ও কালীকান্ত লাহিড়ী পরস্পর সাজস্ করার বিষয়ে কিম্বা তাহার সকারণ আশঙ্কা বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কহেন যে বাঙ্গলা ১২৫০ সালের ১৩ পৌষের লিখিত ১১১ টাকারকাত্ ধানবিলার খাজনা বিষয়ক কালেক্টরি চালানের নকলে এবং ঐ তারিখে বাদী কালেক্টর সাহেবের সমীপে যে দরখাস্ত গুজরায় তাহাতে প্রকাশ যে কুমারী দেবীর বাকীদারীরূপ দোষে হওনীয় নিলাম হইতে উক্ত বিষয় রক্ষার্থে বাদী ঐ টাকা দাখিল করিয়াছে, এবং ১২৫১ সালের ৯ বৈশাখে বাদী পত্তনি তালুক ধানবিলার নিলাম রক্ষার্থে যে দরখাস্ত দেয় তাহার নকল দৃষ্টে ও ১২৫৩ সালের ১৮ বৈশাখে খানাবাড়ী বিক্রয়ের যে এশ্‌তেহার হয় তদ্দৃষ্টে অথচ তিন জন সাক্ষির সাক্ষ্যে প্রকাশ যে কুমারী দেবী আপন কুটুম্বদিগকে পত্তনি ও মৌরুসী পাট্টা দিয়াছে, এবং মতলব করিয়া ধানবিলার খাজনা বাকী পড়িয়াছে ও বাদী টাকা দিয়া ঐ বিষয় রক্ষা করিয়াছে; অপিচ কুমারী অধিক ঋণগ্রস্তা হইয়াছে, এবং এই সকল অন্যায় দেনার জন্য কালীকান্ত লাহিড়ীর ডিক্রীর ওসিলায় শরতী বিক্রয় করা তাহার আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা কি রূপে হইতে পারে যে কুমারী খরচার ও ফিসের সামান্য দেনা দুই শত টাকা দিতে পারে নাই এবং তাহার নিমিত্তে খানা বাড়ীর অর্দ্ধেক বিক্রয় হইয়াছে?

এই সকল কারণে প্রধান সদর আমীনের হৃদ্‌বোধ হয় যে—বাদী দাবীকৃত বিষয়ের দখল পাইবার যোগ্য, কেননা কুমারী দেবী অপহার ও অনিষ্ট করিয়াছে, এবং পতি-কুল পরিত্যাগ করিয়াছে, (অতএব) সে বাদি হইতে কেবল ভরণ পোষণ পাইবার যোগ্যা।

বিচার।—কোন হিন্দু ধনস্বামির মরণান্তে উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্বিষয়াধিকারিণী বিধবার তৎ সংক্রান্ত স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন যে স্বত্ব তাহা (এই মকদ্দমায়) আপিলান্ট্ ডিক্রীজারীতে খরিদ করে।

মিসিলে এমত প্রমাণ নাই যে যে ঋণের নিমিত্তে বিক্রয় ঘটিয়াছে তাহা ঐ বিধবার নিজ ব্যতীত অন্য ঋণ ছিল, অথবা তাহার আবশ্যক অন্নাচ্ছাদন নিমিত্ত ঐ ঋণ করা হইয়াছিল। অতএব মকদ্দমার আসল বিচার্য্য কথা এই যে বঙ্গদেশীয় হিন্দু বিধবাদিগের পতির ত্যক্ত বিষয়ে যাবজ্জীবন এমত ক্ষমতা আছে কি না যে ভরণ পোষণ নিমিত্ত কিম্বা পতির প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম (যথা তাহার পারলৌকিক উপকার, কিম্বা ঋণশোধ) বিনা যথেষ্ট বিনিয়োগে অথবা তাহার নিজ ঋণের ডিক্রী জারীতে তাহা হস্তান্তর করিতে পারে।

এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ আছে তাহা আপিলাণ্টের দাবীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত। সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব (তাঁহার হিন্দু. ল-র ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠাতে) আপনার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—'বিধবাকে কোন (কাহারো) ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বই গণ্য করা যাইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন উক্ত মেক্নাটনসাহেব সুপ্রীম্ কোর্টের জজদিগকে যে নোট্ লিখিয়া দিয়াছেন (মর্লির ডাইজেষ্টের ২ বালামের দ্বিতীয় ভাগের ১৫৪ ও ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহাতে তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে 'স্বামির (ত্যক্ত) বিষয়ের কোন অংশে বিধবার অসঙ্কুচিত স্বত্বাধিকার নাই, কেবল অবিশেষে তৎসমুদয়ের উপভোগে সাধারণ এক অধিকার আছে মাত্র। অতএব নিষ্কর্ষ এই যে, সে সমুদয় বিষয় চিরকালের নিমিত্তে হস্তান্তর করি তে পারে না; কিন্তু যে দলীলের দ্বারা সে বিষয় হস্তান্তর করে তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে অসিদ্ধ; অথবা ঐ বিষয়ে তাহার যেরূপ অধিকার তাহাও তদ্দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না. তাহার ঐ অধিকার (হস্তান্তর হইতে পারে না একথা না ধরিলেও তাহা) নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন রূপ। ১৮১৯ সালের ১১ আগষ্টে লিখিত সর্ এডওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের বহু পরিশ্রমসম্পন্ন বিচারপত্রে (মর্লি সাহেবের উক্ত ডাইজেষ্টের ১৯ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পতি সংক্রান্ত ধন পত্নীকে অর্শিলে ঐ ধনে পত্নীর যে অধিকার তদ্বিষয়ক সমুদায় শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা হইয়াছে। বিধবার যাবজ্জীবন যে অধিকার তাহা হস্তান্তর হইতে পারে কি না--এবিষয়ে যদিও উক্ত বিচারকর্ত্তার উক্ত বিচার মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হয় নাই, তথাপি তিনি স্পষ্ট জানাইতেছেন যে পত্নী কেবল আত্মভোগ ও ব্যবহারার্থে পতিসংক্রান্ত ধন পায়। এল্বরলিংস্ ট্রিটিস্ অন্ ইন্হেরিটেন্স্ ইত্যাদি (অর্থাৎ এল্বরলিং সাহেবের প্রণীত দায় ইত্যাদি বিষয়ি) নামক গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত বিষয়ের সকল মোরাতেবের উপর দায়ভাগ ও দায়ক্রমসংগ্রহের যে মত, এবং যে সকল বিচার হইয়াছে, তাহা সাবধানে সংগ্রহ করিয়াছেন, উক্ত সাহেব ঐ সকলের এই তাৎপর্য্য লিখেন যে 'সামান্যতঃ বিধবা বিষয় দান বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে পারে না, কিন্তু যদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাহা শাস্ত্রীয় বা সাংসারিক হউক কিম্বা নিজ জীবন ধারণ নিমিত্তে বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবে; এবং যদি স্বামির পারলৌকিক উপকারের নিমিত্তে বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করা হয় কিম্বা বন্ধক

দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ, কেননা উত্তরাধিকারী যে ধন পায় সে আপন লাভের নিমিত্তে নয় কিন্তু পূর্ব্বস্বামির উপকার নিমিত্তে বটে। তাহার ঋণ শোধ দেওয়া নীতি ও শাস্ত্র সম্মত কার্য্য' ইত্যাদি। অনন্তর এ মকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট কহিতেছেন—'যেহেতু পত্নীকে কেবল বিশেষ কার্য্য নিমিত্ত অর্থাৎ তাহার নিজ জীবন ধারণ এবং তৎস্বামির পারলৌকিক উপকার নিমিত্ত যাবজ্জীবন অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অতএব ঐ বিষয়ে তাহার যে ব্যবহারাধিকার * তাহাও সে নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত হস্তান্তর করিতে পারে না, যেহেতু ঐ বিষয়ে তাহার যে স্বত্ব তাহা নিতান্ত রূপে তাহার নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখে।' তিনি নোটেতে এই আদালতের পণ্ডিতদিগের দত্ত ঐ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন যাহা পূর্ব্ববর্ণিত সর এডওয়ার্ড হাইড্ ইস্ট্ সাহেবের বিচারে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে শাস্ত্রসম্মত নয় এমত কারণে পত্নী পতির ধন দান করিলে তাহা তাহারই অনিষ্টে সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তৎস্বামির উত্তরাধিকারিদের অনিষ্টে সিদ্ধ নয়। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বিধবা আপন যাবজ্জীবন-ভোগাধিকার হস্তান্তর করাতে তদ্বিরুদ্ধে দাবীদার হইয়াছে যে ব্যক্তি সে তাহার দেবরপুত্র, এবং তাহার মৃত্যুর পরেই তৎপতির দায়াদ। এই সকল হেতুতে আমাদের মত এই যে আদালতের নিলামে আপিলান্ট যে ক্রয় করিয়াছে তদ্দ্বারা তাহার এমত কোন স্বত্ব হয় নাই যে এ মকদ্দমাতে যে দাবী হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহা বহাল রাখা যাইতে পারে, এতাবতা আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। উক্ত বিধবার অপচয় ও বঞ্চনা করার কথা লিখিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে প্রধান সদরআমীন আপন ডিক্রীতে বিচার করিয়াছেন যে বাদী (বিধবার) অব্যবহিত পরে দায়াদ হওয়াতে এ মকদ্দমার আপিলান্ট যে বিষয় দখল করিয়াছে বাদী তাহার দখল পাইবে, এবং বিধবাকে কেবল উপযুক্ত ভরণ পোষণ দিয়া তৎপতির যে সকল বিষয় তাহাকে অর্শিয়াছে তাহাও ঐ বাদী লইবে। উক্ত বিধবা প্রথমে এই আদালতে আপীল করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার বিনা তদ্বীরে ঐ আপীল নম্বর খারিজ হইয়া গিয়াছে। অতএব ঐ ডিক্রীর যে ভাগ তাহার বিরুদ্ধে হইয়াছে তাহাতে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। ৩০ আক্‌টোবর ১৮৪৯। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৪০৫—৪১০।

---

* সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবও (তাঁহার হিন্দুল-র ১ বালামের ২৪৬ পৃষ্ঠায়) পত্নীর অধিকৃত পতিসক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে এবং তাহা হইতে সঞ্চিত হয় যে ধন তৎসম্বন্ধেও কহেন "বিধবার কর্ত্তব্য যে আপনাকে (বিলাতীয় আইন মতে) যাবজ্জীবন দখলকার হইতে কিছু অধিক বোধ করে মাত্র এবং এইরূপে অধিকৃত বিষয়ের উত্তরাধিকারির নিমিত্তে আপনাকে তাহার জিম্মাদার জ্ঞানে যেহেতু (যথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) সে আপনার আবশ্যক ভরণ পোষণ অথবা পতির উপকার নিমিত্ত ভিন্ন ঐ বিষয় অনধীন রূপে যথেষ্ট বিনিয়োগে হস্তান্তর করিতে প্রতিষিদ্ধা।

নকরচন্দ্র মিত্র ও রাজীব মিত্র—বনাম—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৵০ ধনমণি নিজ মৃত পুত্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয়ারূপে তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া ঐ সংক্রান্ত ধন প্রথমে দানদ্বারা পরে বিক্রয়দ্বারা হস্তান্তর করে। সদর-দেওয়ানীর পণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন যে উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রাপ্ত পতির-ধনে পত্নীর স্বত্ব যে রূপ, উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রাপ্ত পুত্রের ধনে মাতার অধিকারও সেই রূপ, অতএব পুত্র-হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন দান করিতে মাতা যোগ্যা নয়, ঐ বিষয়ের বিক্রয়ও সিদ্ধ নয়, কেননা যে দলীলদ্বারা ধনমণি বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে সে আপন ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিয়াছে কিন্তু শাস্ত্রে ইচ্ছানুসারি বিক্রয় নিষেধ করিয়া কেবল অনিবার্য্য আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছেন, যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় কোন আবশ্যকতা ছিল না, অতএব উক্ত দান ও বিক্রয় উভয়ই অসিদ্ধ হইয়া পত্নীর অধিকৃত ধনের ন্যায় এই ধনেরও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইবে—অর্থাৎ পত্নীর অধিকৃত (সংক্রান্ত) ধন যেমত তাহা হইতে তৎপতির উত্তরাধিকারিরা পাইবে, তদ্রূপ মাতার অধিকৃত সংক্রান্ত ধন তাহাহইতে তৎপুত্রের অত্যন্ত নিকট উত্তরাধিকারিরাই পাইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় আপিলান্টেরা অর্থাৎ ধনির পিতৃব্যপুত্রেরা অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারি। এই ব্যবস্থার প্রমাণ দায়ভাগ,—তাহাতে লিখিত আছে, "পত্নীপদ সামান্যতঃ স্ত্রী মাত্রের বোধক; ইহাতে বোধ্য এই যে স্ত্রী মাত্রেরই সংক্রান্ত ধনাধিকারে এই নিয়ম খাটে।" সদরদেওয়ানীর জজ শ্রীযুক্ত সিলী ও রাটে্র সাহেব বিবেচনা করিলেন যে ধনমণিকে যে ধন অর্শিয়াছে তাহাতে আপিলান্টদের অধিকার বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত। ২৬ মে ১৮২৩ সাল। স. দে. আঁ. বি বা ৪, পৃ. ৩১০।

৶০ সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের ১ বালামের ১৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অন্নপূর্ণা দেবীর বিরুদ্ধে বিজয়া দেবীর মকদ্দমায় পুত্রের মরণে মাতার অধিকৃত সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত আদালতের পণ্ডিতেরা এই মীমাংসা করিয়াছেন যে পতি-সংক্রান্ত ধনে পত্নীর অধিকারের যে নিয়ম পুত্রসংক্রান্ত ধনে মাতার অধিকারেও সেই নিয়ম খাটিবে। মাতার মৃত্যুর পর ঐ ধন উক্ত পুত্রের উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, মাতার (স্ত্রী-ধনে) অধিকারিকে অর্শিবে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫, ২৬।

মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী প্রভৃতি—বনাম—ফকিরচরণ চক্রবর্ত্তী।

।০ কোন মৃত ব্যক্তির পত্নী ও জননী (তাহার ত্যক্ত) দেবোত্তর ভূমি এবং কোন দেবালয়ের পূজাদি আপনাদিগের মধ্যে আপোসে বিভাগ করিয়া লয়। এবং তাহাতে আপন আপন অংশ হস্তান্তর করণের ক্ষমতা গ্রহণ করে।

যেহেতু উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের এমত বিভাগ করিতে ক্ষমতা নাই। অতএব উক্ত রূপ বিভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। এবং যেহেতু আপোসে উক্তরূপ কৃত নিষ্পত্তি ও বিভাগেও পত্নী সত্ত্বে পুত্রের ধনে মাতার স্বত্ব জন্মে না, অতএব মাতা যে বিক্রয় করিয়াছিলেন তাহা অসিদ্ধ হইল। ২৫ মার্চ. ১৮২৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ, ৩৩৭।

ব্যবস্থা। ৭০ জননী-ও অপহার করার বিলক্ষণ প্রমাণ বিনা ভুক্তি-রহিতা বা বিষয়াধ্যক্ষতা বর্জ্জিতা হইতে পারেন না। সুত-সংক্রান্তধনের তৎকৃত অপহারাত্মক দানাদি অসিদ্ধ হইলেও সে ধনে মাতারই অধিকার, অথবা তাহা মাতাকেই অর্পণীয়।

৭০ মাতাপি অপহারস্য সম্যক্ প্রমাণংবিনা ভুক্তিরহিতা ধনাধ্যক্ষতাবর্জ্জিতা চ ভবিতুং নার্হতি। অসিদ্ধেঽপি সুতসংক্রান্তধনস্যাপহারাত্মকদানাদিকে তদ্ধনং মাত্রা এবাধিকার্য্যং, মাতরি বা ন্যস্যং।

কারণ। কেননা অনধিকারজনক দোষ বর্জ্জিতারূপে মাতা জীবিতা থাকিতে উত্তরাধিকারিরা তাঁহাকে নিরাস করিয়া তৎপুত্রধনে অধিকারি হইতে পারে না কারণ তাহাদের অধিকার মাতা হইতে জঘন্য।

যতস্তস্যামনধিকারজনকদোষবর্জ্জিতায়াং জীবন্ত্যাং সত্যাংপরবর্ত্তিদায়াদাস্তাং নিরস্য তৎপুত্রধনমধিকর্ত্তুং নার্হন্তি,—তেষাং মাত্রপেক্ষয়া জঘন্যত্বাৎ।

মকদ্দমা নং ৯২০, ১৮৫৭ সাল।

গোসম্মাৎ লোধুমোনা দাসী (এক প্রতিবাদিনী) আপীলান্ট—
বনাম— গণেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

বিচার—

নজীর
৭০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

যেহেতু প্রধান সদর আমিনের বিচারপত্রে লিখিত কারণে মাতা পুত্রের ধনে ভোগ বর্জ্জিতা হওয়াতে এই আপীল মাতার পক্ষেই কেবল হইয়াছে, অতএব আমাদিগের কেবল এই কথার বিচার আবশ্যক যে ঐ সকল কারণ মাতাকে নিরাস করিতে যথাশাস্ত্র যথেষ্ট হইয়াছে কি না। প্রধান সদর আমিন নিজ নিষ্পত্তি পত্রে ৯৪২ সংখ্যক কনষ্ট্রকসনের উপর নির্ভর করেন, এবং তাহা উইলে প্রদত্ত ১০ দশ টাকা মাসিক অন্নাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইতে আপিলান্ট বাধিতা হওন বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা করেন, এবঞ্চ অপহার করণ হেতুতে তাহাকে বিষয়ের দখল হইতে বর্জ্জিতা করণ বিষয়ে ১৮৫৪ সালের

২৪ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন সদর দেওয়ানি আদালতীয় নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করেন, কিন্তু উক্ত দুই প্রমাণের একটীও বর্ত্তমান মোকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ রাখে না।

উক্ত ৯৪২ সংখ্যক কনস্ট্রক্সনের যে অংশ প্রধান সদর আমিন এই মকদ্দমায় প্রযুজ্য বিবেচনা করিয়াছেন তাহা বক্ষ্যমাণ প্রশ্নান্তর্গত, ও তত্র প্রকাশিত আদেশ তম্মূলক।

ঐ প্রশ্ন যথা—(যে ব্যক্তি অন্নাচ্ছাদন রূপে পৈতৃক অবিভক্ত ভূমির কোন অংশ ১২ বৎসরের মধ্যে দখল করিয়াছে অথবা এখনো দখল করিতেছে সে ঐ বিষয় বিভাগ করিয়া লইতে এবং তদীয় অংশ বিশেষ তাহাকে দত্ত হইবার নিমিত্তে দাওয়া করিতে পারে কি না? এবং সে যখন ঐ অংশ দাওয়া করা উচিত বোধ করে – তখন অন্নাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকা এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত ঐ অংশবিশেষ না পাওয়া ঐ অংশ পৃথক্‌রূপে দাবি করার বাধক হইতে পারে কি না। আমাদের সম্মুখে যে মকদ্দমা উপস্থিত, তাহার অবস্থা হইতে উপরিউক্ত মকদ্দমার যে যে অবস্থাতে ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা এমত বিভিন্ন যে উক্ত কথার নিষ্পত্তিটী বিবেচনা করা নিতান্ত অনাবশ্যক। ঐ উইল যদি বলবৎ থাকিত এবং কোন সময়ে ঐ মাতা যদি নিজ স্বত্ব সংস্থাপনে চেষ্টা করিতেন তবে ঐ কএক বৎসর ব্যাপিয়া অন্নাচ্ছাদন স্বীকার করাতে তিনি কতদূর বাধিতা হইয়াছিলেন এবং উইলের প্রতি আপত্তি করিতে অনধিকারিণী কি না এই কথা উত্থিত হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে উক্ত কথা এরূপে বিবেচ্য নয়, নথির অবস্থানুসারে মকদ্দমা যে রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উক্ত কনস্ট্রক্সন্ প্রযুজ্য নহে।

প্রধান সদর আমিন দ্বিতীয় প্রমাণের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ১৮৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি দিবসীয় এই আদালতের নিষ্পত্তি - যে নিষ্পত্তিতে অপহার প্রমাণান্তে এক জন হিন্দু বিধবাকে পতির বিষয় হইতে বেদখল করা হইয়াছে। কিন্তু সে নিষ্পত্তিতে অন্নাচ্ছাদনের পরিবর্ত্তে আদালত ঐ বিধবাকে কোন মশহারা দেন নাই, পরন্তু এমত বিধান করিয়াছেন যে বিষয় হইতে যত আয় হইবে তৎপতির উত্তরাধিকারিরা তাহাকে তাহার হিসাব দিতে বাধিত হইবে, তাহাতে কেবল ঐ বিধবার জিম্মাদার স্বরূপ তাহাদের দখলে বিষয় রাখা হয়। মকদ্দমার অবস্থাতে যাবজ্জীবন বিষয়াধিকারিণী নারী কর্তৃক অপহার কৃত হওয়ার প্রমাণ হইলেও প্রধান সদর আমিন যে বিচার করিয়াছেন উক্ত নিষ্পত্তি তাহার পোষক হইতে পারে না, অর্থাৎ বাদিগণকে মৃত ধনির নিকটতর উত্তরাধিকারি রূপে বিষয়ের উপর অসঙ্কুচিত ক্ষমতা দেওয়ার এবং ঐ বিধবাকে মাসিক দশ টাকা মাত্র দিতে ক্ষমতা দেওয়ার পোষক হইতে পারে না।

পরন্তু প্রধান সদর আমিনের যে কথার প্রমাণ পাইয়াছেন তাহা অপহারাপবাদের পোষক দৃষ্ট হয় না। তাঁহার হেতুবাদ এই যে কাল্পনিক উইলের ছলে আত্মারাম অপহার করিয়াছে ও মাতা নিজ জওয়াবে ঐ উইলের পোষ-

কতা করাতে তিনিও তৎকর্ম্মের সহযোগিনী হইয়াছেন, তাহাতে যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন অধিকারিণী হইয়া অপহার করে তাহার অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত স্বীকার করিলেও প্রধান সদর আমিন যে নিষ্কর্ম করিয়াছেন তাহা নথির অবস্থাতে পাওয়া যায় না, আত্মারামের যে ক্ষমতা তাহা সঙ্কুচিত মাত্র—ইহা না ধরিলেও উত্তমর্ণেরা কেবল তাহারই স্বত্বাধিকার বিক্রয় করিয়াছে মাত্র। এবং তাহা হওয়াতে রাখালদাসের এস্টেটের কোন অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে কি না তাহা নিতান্ত আপত্তি স্থল। অথচ ঐ উইলে সম্মতি দেওয়াতে বিষয় হস্তান্তর করিতে আত্মারামের যে মতলব ছিল তাহার পোষকতা করিতে মাতা মতলব করিয়াছিলেন কি না তাহা অনুভব করা অসম্ভব। উইলের যে প্রকার মজমূন তাহাতে মাতার তাদৃশ কোন ক্ষমতা নাই। এতাবতা ঐ মাতা কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তর বিষয়েপ্রতারণামূলক কি না ইহা বিবেচনা করা অতি কঠিন, কারণ উক্ত উইলে ঐ হস্তান্তরের কোন রূপ পোষকতা নাই।

সমুদায় বিবেচনান্তে আমাদের সন্তোষ জনক রূপে বোধ হইতেছে যে নথিতে এমত কোন কর্ম্মের প্রমাণ নাই—যাহাতে মাতাকে পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে নিরাস করিয়া রাখালদাসের ভ্রাতৃপুত্রগণকে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে তাহার উত্তরাধিকারিরূপে অবিলম্বে দখল দেওয়া উচিত হয়। অতএব নিম্নাদালতের ডিক্রির ক্ষমতা ঐ কাল্পনিক উইল রদ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং বাদিদিগকে অবিলম্বে দখল দিবার যে হুকুম হইয়াছে তাহা অবশ্য অন্যথা করিতে হইবে। ১৩ এপ্রেল ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৪৩৬—৪৩৮।

পিতার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রের অধিকার—

ব্যবস্থা। ৭১ মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার *।

প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৪।

বিবেচনা। তথাপি, সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক পিতৃজাত হইলেও মৃতের দাতব্য ছয় পুরুষের পিণ্ডদাতা বলিয়া সহোদরই প্রথমে ধনাধিকারী, পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষ মাত্রের পিণ্ডদাতা বৈমাত্রেয় নয়। দা. ত. পৃ. ৫৪।

৭১ মাতুরভাবে ভ্রাতুরধিকারঃ *।

যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু বচনে (দ্রষ্টব্যো) ব্য. দ. পৃ. ৫৪।

তথাপি এক পিতৃজাতযোরপি সোদরবিমাতৃজয়োর্ম্মৃতদেয় ষট্ পুরুষ পিণ্ডদাতৃত্বেন সোদরস্যৈব প্রথমং ধনাধিকারো, নতু পিত্রাদিত্রয়মাত্রপিণ্ডদাতৃবিমাতৃজস্য। দা. ত পৃ. ৫৪।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২১১। দা. ক্র. সং পৃ. ৬। দা. ত. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ৫, পারা. ২, পৃ. ১৯৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫০৬, ও ৫০৭। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৬। এল্. ইন্. পৃ. ৭৮।

ব্যবস্থা। ৭২ সহোদরাভাবে বৈমাত্রেয়রা অধিকারী *।

৭২ সোদরাভাবে বৈমাত্রেয়াণামধিকারঃ *।

কারণ। যেহেতু সে পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের পিণ্ড দেয়, ও ধনি তৎপিণ্ড ভোগী হয় (দা. ক্র. সং. পৃ. ৬), এবং যেহেতু এক পিতৃজাত হওয়াতে ভ্রাতৃ শব্দার্থে তাহাকেও বুঝায় (দা. ভা. পৃ. ২১১)।

তদ্ভোগ্য পিত্রাদিত্রয় পিণ্ডদাতৃত্বাৎ, (দা. ক্র, সং, পৃ. ৬)। একপ্রভবত্বেন তস্যাপি ভ্রাতৃশব্দার্থত্বাচ্চ। (দা, ভা, পৃ. ২১১।

ব্যবস্থা। ৭৩ অবিভক্ত স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধিকার *।

৭৩ অবিভক্ত স্থাবর ধনে সোদরাসোদরাণাং তুল্যোঽধিকারঃ *।

প্রমাণ। তাহা যম কহিয়াছেন, যথা -"যে স্থাবর বিষয় অবিভক্ত থাকে তাহা সকলেরই (এ) হইবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় কোন ক্রমে বিভক্ত স্থাবর ধন পাইবে না *।

তদাহ যমঃ—'অবিভক্তং স্থাবরং যৎ, সর্ব্বেষামেব (এ) তদ্ভবেৎ। বিভক্তং স্থাবরং প্রাহ্যং, নান্যোদর্য্যৈঃ কথঞ্চন*।

(এ) "সকলেরই"—অর্থাৎ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের (দা. ভা. পৃ. ২২৮)। তদ্বিস্তার যথা—বিভক্ত সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থাবর ধন যদি অবিভক্ত থাকে, তবে তাহাতে (মৃতের) সহোদরের সহিত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমভাগী। বিভক্ত স্থাবরাস্থাবর ধনে সহোদরই কেবল অধিকারী। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(এ) "সর্ব্বেষাং"—সোদরাসোদরাণামিত্যর্থঃ (দা. ভা, পৃ, ২২৮)। তদ্বিস্তারো যথা—বিভক্তানাং যদি কিঞ্চিৎস্থাবরং বৈমাত্রেয়সাধারণং অবিভক্তং মধ্যগং ভবতি, তত্র সোদরেণ সহ বৈমাত্রেয়াণাং তুল্যো ভাগঃ, বিভক্ত স্থাবরজঙ্গময়োস্তু সোদর্য্যস্যৈবাধিকারঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা। ৭৪ ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে

৭৪ গৃহীত ভ্রাতৃধনস্য ভ্রাতুরুপরমে তস্যৈব পুত্রাদিস্তদ্ধনমধি-

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২১১, ২২৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪, ৫৫। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্ ৫, পারা. ২, ৩৫ ও ৩৬, পৃ. ১৯৮, ২০১। কোল্ ডা, বা. ৩, পৃ. ৫০৬, ৫০৭, ৫১৭, ৫১৮।

তাহার নিজ পুত্রাদি-ই তদ্ধনাধিকারী হইবে*।

কারণ। অন্য ভ্রাতার পুত্র তাহাতে অধিকারী হইবে না—যেহেতু ঐ ধন ভ্রাতার অধিকৃত হওয়াতে তাহা আর তৎ পিতৃব্যের নয়*।

ব্যবস্থা। ৭৫ যদি মৃতের সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়েই অসংসৃষ্ট থাকে তবে সহোদরের ধন সহোদরই লইবে†।

কারণ। যেহেতু সহোদরের ধন সহোদর গ্রহণ করিবে এই (যাজ্ঞবল্ক্য) বচন†।

ব্যবস্থা। ৭৬ যে স্থলে বৈমাত্র সংসৃষ্ট ও সহোদর অসংসৃষ্ট, সে স্থলে উভয়েই গ্রহণ করিবে†।

কারণ। যেহেতু বৈমাত্র সংসৃষ্ট হইলে ধন পাইবে ইত্যাদি বোধক (যাজ্ঞবল্ক্য) বচন আছে†।

ব্যবস্থা। ৭৭ যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়ই সংসৃষ্ট, তবে সহোদরই অধিকারী।

কারণ। যেহেতু সে উভয় ধর্ম্মী, ও যেহেতু সংসৃষ্টির ধন সংসৃষ্টী পাইবে এমত বচন আছে†।

করোতি।—বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৮।

নতু ভ্রাত্রন্তরপুত্রঃ,—তদ্ধনস্য ভ্রাতৃসঙ্ক্রান্তত্বেন তৎ পিতৃব্যস্বত্বানাশ্রয়ত্বাৎ*।

৭৫ অত্র যদি সোদরাসোদরৌ ভ্রাতরৌ অসংসৃষ্টিনৌ স্যাতাং তদা সোদরস্য ধনং সোদর এব গৃহ্ণীয়াৎ†।

সোদরস্যতু সোদর ইতি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাৎ†।

৭৬ যত্র সংসৃষ্ট্যসোদরোঽসংসৃষ্টিসোদরশ্চ, তদা উভাভ্যামেব গ্রহীতব্যঃ†।

অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টীত্যাদি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাৎ†।

৭৭ যদা সোদরাসোদরৌ সংসৃষ্টিনৌ, তদা সংসৃষ্টী সোদর-এব গৃহ্ণীয়াৎ†।

তস্যোভয়ধর্ম্মিত্বাৎ, সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাচ্চ†।

---

* বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮। কোল্ ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৮।

† দ্রষ্টব্য—দা, ক্র. সং. পৃ. ৬ ও ৭। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪. ৫৫। উ. দা ক্র. সং. পৃ. ১৩। কোল্ ডা. বা. ৩. পৃ. ৫০৭—৫১২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ ২৬।

ব্যবস্থা ৭৮ সহোদর গণের মধ্যে এক জন সংসৃষ্টী হইলে সেই অধিকারী *।

৭৮ সোদরাণামেব মধ্যে একস্য সংসৃষ্টত্বে তস্যৈব *।

ব্যবস্থা ৭৯ কেবল বৈমাত্রের ভ্রাতারা থাকিলে, প্রথমে সংসৃষ্টী তদভাবে অসংসৃষ্টী অধিকারী *।

৭৯ বৈমাত্রেয়মাত্র সদ্ভাবে প্রথমং সংসৃষ্টিনঃ, তদভাবে চাসংসৃষ্টিনোঽসোদরস্য মৃতধনং প্রত্যেতব্যং *।

ব্যবস্থা ৮০ যে ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া (পরে) প্রীতিতে একত্র থাকে, পুনর্বিভাগে তাহাদের জ্যেষ্ঠের অধিকাংশ প্রাপ্য নয়। বৃহস্পতি। দা. ভা. পৃ. ১৭৩।

৮০ বিভক্তা ভ্রাতরো যে চ, সম্প্রীত্যৈকত্র সংস্থিতাঃ। পুনর্বিভাগ করণে তেষাং জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে॥ বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৭৩।

বিবেচনা এস্থলে (দ্বিজ) তিন জাতীয় সংসৃষ্টিদেরই জ্যেষ্ঠাংশাভাব বোধ্য। কারণ শূদ্রদের মধ্যে কখনই জ্যেষ্ঠাংশ পাওয়ার নিয়ম নাই।

অত্র সংসৃষ্টানাং জ্যেষ্ঠাংশাভাবো বর্ণত্রয়াণাং বোধ্যঃ। শূদ্রস্যাতু সর্ব্বদা জ্যৈষ্ঠ্যাংশাভাবাৎ। দা. ত. পৃ. ৫৬।

সহোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের অধিকারও এই রূপ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭।

এবমধিকারিত্বং সোদরাসোদর ভ্রাতৃপুত্রাণামপি। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭।

ব্যবস্থা ৮১ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র এককালীন অধিকারী নয় †।

৮১ নতু ভ্রাত্রাসহ ভ্রাতুষ্পুত্রস্য তুল্যাধিকারিত্বং †।

কারণ যেহেতু ধনির দাতব্য ছয় পুরুষের পিণ্ডদাতা সহোদর ও তিন পুরুষের পিণ্ডদাতা বৈমাত্র ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রহইতে অধিক উপকারী। জীমূতবাহনেরও মতএইরূপ *।

ধনিদেয় পিতৃপিতামহপিণ্ডদাতুর্ভ্রাতুষ্পুত্রাৎ ধনিদেয় পিণ্ডষট্‌ক দাতুঃ সোদরস্য তদ্দেয় পিণ্ডত্রয় দাতুর্বৈমাত্রেয়স্য চ ভ্রাতুর্বা উপকারাধিক্যাৎ। এবমেব জীমূতবাহনঃ *।

---

* দা. অপু. পৃ. ২২৮ বি. দা. ভা দ্বী. র. ৮। কোল্. দা, ভা. চ্যা. ১১, সেক. ৫, শ্যারা ৩৩. পৃ. ২১১। কোল. ডা. বা. ৩ পৃ. ৫০৭—৫১২। মেক. হি, ল. বা. ১, পৃ. ২৩।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কো ল.. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫১৮।

প্রমাণ

/০ বিষ্ণু কহিয়াছেন, তদভাবে ধন ভ্রাতৃপুত্র গামি হয়। এস্থলে তৎ এই পদে অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত ভ্রাতাই বোধ্য *।

/০ বিষ্ণুনা তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী-ত্যভিধানাৎ। তত্র তৎপদেন অব্যবহিতোক্ত ভ্রাতৃপরামর্শ স্যৈব যুক্তত্বাৎ *।

৵০ "ইঁহাদের প্রথমের অভাবে পর২ ধনাধিকারী ইহা কহিয়া যাজ্ঞবল্ক্যও * তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের পুত্রের অধিকার জানাইয়াছেন †।

৵০ এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তর ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি * ভ্রাতৃণামভাবে তৎ সুতস্যাধিকারবোধনাৎ †।

নজীর। ৭১ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক।

/০ কৃষ্ণগোবিন্দ সেন বনাম—লাডলীমোহন ঠাকুর। ৩০ আগষ্ট ১৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২০৯। ব্য. দ. পৃ. ১৪০।

৵০ গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা - বনাম--অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ অক্‌টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি বা. ১, পৃ. ৬। ব্য. দ. পৃ. ১৯৬—১৯৮।

৶০ গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১২৮—১৩। দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

।০ সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালমের ৩৬২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ধনমণির বিরুদ্ধে রাজচন্দ্র দাসের মোকদ্দমায় পতির ধন দাওয়া করণান্তে পত্নী মরিলে, বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার হইয়াছে যে তাহার দেবর অধিকারী নয়, কিন্তু দুহিতা পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে সেই অধিকারিণী। এই দুহিতা যদি পুত্র-হীনা মরে তবে তৎপিতৃব্য উক্ত ধনে অধিকারী হইবে, তাহার স্বামী অধিকারী হইবে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২২ ও ২৩।

রামচন্দ্র শর্ম্মা—বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নজীর। ৭২ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক।

কোন হিন্দু মাতার দ্বারা মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া এক পত্নী ও বৈমাত্র ভ্রাতা রাখিয়া মরিলে, ঐ পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া যাবজ্জীবন বিষয় ভোগ করিয়া মরে। তাহার মরণান্তে, তৎপতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঐ বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করে। বিচার হইল যে উক্ত বিধবার মরণে তৎপতির ত্যক্ত ধনে বাদী বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অধিকারী, মাতামহের ভ্রাতৃসন্তানেরা অধিকারী নয়। ১ ফিব্রুয়ারি ১৮২৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১১৭।

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৪, ২৫ মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ ২৬, ২৭। † বি. দ. ভ. টী. ব. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৮।

নজীর
৮১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ১০৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে রুদ্রচন্দ্র চৌধুরীর মকদ্দমায়, পতির মরণে পত্নীকে অর্শিয়াছিল যে ধন তাহাতে ঐ পত্নীর মরণোত্তর তৎপতির ভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের অধিকারে তারতম্য আছে কি না. ইহা বিবেচনা-স্থল হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রথমে কহিলেন যে মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী। কিন্তু পরে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হইল যে তাঁহাদের ঐ মত ভ্রমমূলক। পিতামহের ধনে পিত্রধীন অধিকার বটে, অর্থাৎ মৃত পুত্রের পুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী। কিন্তু ভ্রাতার ত্যক্তধনে তদ্রূপ নয়, যেহেতু অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকারশৃঙ্খলায় ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতার পরে গণিত হইয়াছে, এতাবতা ভ্রাতার পরেই কেবল সে অধিকারী। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় ধনী দুই ভ্রাতা ও এক পত্নী রাখিয়া মরে, অনন্তর ঐ পত্নী অধিকারিণী হয়, সে বিষয়াধিকারিণী থাকন কালেই এক ভ্রাতা কাল প্রাপ্ত হইল। পরে ঐ বিধবা মরিলে, তৎপতির ঐ মৃত ভ্রাতার পুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী হইবার দাওয়া করিল। যে কৌশলে ঐ ভ্রাতৃপুত্রের দাওয়া যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা এই বিবেচনায় যে প্রথম ভ্রাতার মরণমাত্রেই তদ্ধনে তাহার জীবিত ভ্রাতাদ্বয়ের অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে যে ভ্রাতা মরিয়াছে তাহার অপ্রকাশিত স্বত্ব তৎপুত্রেতে বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পত্নী বিদ্যমানে ঐ ধনে ভ্রাতারও স্বত্ব জন্মে নাই। এতাবতা ঐ পত্নীর জীবন কালে যে ভ্রাতা মরিয়াছে তাহার স্বত্ব এই যে তাহা তৎপুত্রকে অর্শিবে?।— মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৬ও ২৭। দ্রষ্টব্য — ব্য. দ. পৃ. ১৬১—১৬৫।

৵০ সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রামজয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ জয়মণি দেবীর মকদ্দমাতেও উক্তরূপ বিচার হইয়াছে। দ্রষ্টব্য মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৭। ব্য. দ. পৃ-১৬৫—১৬৭।

ব্যবস্থা।

৮২ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার*। | ৮২ বৈমাত্রেয় ভ্রাত্রভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ

যেহেতু সে ধনির পিতৃ-পিতামহের পিণ্ডদাতা*। | ধনি পিতৃপিতামহ পিণ্ডদ্বয় দাতৃত্বাৎ *।

---

* দা. ভা. অপু. পৃ ২৩০। দা. ক্র সং. পৃ. ৭। দা. ত পৃ. ২০। বি. ভা. দ্বী র. ৮ কোল. দা. ভা. ১১২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১২, ১৬। কোল. ডা. বা ৩, পৃ ৫১৮, ৫১ মেক্ হি. ল. বা. ১. পৃ ২৭। এল. ইম্. পৃ. ৭৮।

প্রমাণ /০ বিষ্ণুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন (ব্য. দ. পৃ. ২৪)।

/০ বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে (ব্য. দ. পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য)।

৶০ ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনও যদি পুত্রবান্ হয়, তবে মনু কহিয়াছেন তৎ পুত্রদ্বারা ঐ সকল ভ্রাতাই পুত্রবন্ত †। মনুঃ অ. ৯. ব. ১৮২॥

৶০ ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ভবেৎ। সর্ব্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীত্ †। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৮২।

ব্যবস্থা ৮৩ তত্রাপি প্রথমে সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার †, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের নয়।

৮৩ তত্রাপি প্রথমং সোদরভ্রাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ †, নতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রস্য।

কারণ যেহেতু তাহার দত্ত পিতৃপিতামহের পিণ্ডে ধনির মাতার ভোগ নাই, এবং যেহেতু মাতা স্বীয় ভর্ত্তার সহিত, এবং পিতামহী ও প্রপিতামহী নিজ২ পতির সহিত শ্রাদ্ধভোজন করেন, এই বচনে পিতা প্রভৃতিকে দত্ত পিণ্ডে পিণ্ডদাতার নিজ মাতা প্রভৃতিরই কেবল ভোগ শ্রুত আছে। দা, ক্র. সং. পৃ. ৭॥

তদ্দত্ত পিতৃপিতামহ পিণ্ডে ধনিমাতৃভোগ্যতাভাবেন সোদর ভ্রাতৃপুত্রাপেক্ষয়া ন্যূনোপকারকত্বাৎ,—স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতাভুংক্তে স্বধাময়ং পিতামহীচ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহীত্যাদিষু পিত্রাদিপিণ্ডে পিণ্ডদাতৃমাত্রাদীনামেব ভোগ শ্রুতেশ্চ। দা. ক্র, পৃ. ৭।

ব্যবস্থা ৮৪ সহোদরের পুত্রাভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অধিকারী*।

৮৪ সোদরপুত্রাভাবে অসোদরপুত্রস্যাধিকারঃ *।

বিবেচনা এই ন্যায্য—যেহেতু. বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র মৃত ধনির মাতাকে ছাড়িয়া নিজ পিতামহীর সহিত ধনির পিতাকে পিণ্ড-

যুক্তঞ্চৈতৎ—অসোদর ভ্রাতৃপুত্রোহি ধনিনঃ মৃতস্য মাতরং বিহায় স্বপিতামহী বিশিষ্টস্য ধনিপিতুঃ পিণ্ডদাতেতি (মৃতস্য মাতরমাদায় পিতামহ-

* তথাচ ইহা "পত্নী ও দুহিতারা. পিতা মাতা তথা ভ্রাতা গণ, তৎ পুত্র" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনহেতু ভ্রাতৃপর্য্যন্তাভাবে বোধ্য। কুল্লূক ভট্ট। (ব্য. দ. পৃ. ২৪)।

* এতচ্চ "পত্নী দুহিতরশ্চৈব. পিতরৌভ্রাতরস্তথা, তৎসুত" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাদ্ভ্রাতৃ পর্য্যন্তাভাবে বোধ্যং। কুল্লূকভট্টঃ। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৪)।

† দা. ভা অপু. পৃ. ২৩০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। দা. ত. পৃ. ৩০। বি. দা. ভা. শ্লো. ৰ. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১. সেক্. ৩. পারা. ২, পৃ, ২১২। উ. দা ক্র. সং: পৃ. ১৫, ও ১৩। কোল, ডা. বা. ৩, পৃ. ৫:৮, ৫১৯। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৭।—এল,—হল, পৃ, ৭৮।

দান করাতে ধনির সহোদর ভ্রাতার পুত্র হইতে জঘন্য।

ব্যবস্থা ৮৫ সহোদরের পুত্রেরা সংসৃষ্টী ও অসংসৃষ্টী থাকিলে, সংসৃষ্টী ভ্রাতৃপুত্রই অধিকারী *।

ব্যবস্থা ৮৬ ঐরূপ বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্রেরা সংসৃষ্টী ও অসংসৃষ্টী থাকিলে সংসৃষ্টী বৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রেরই অধিকার *।

ব্যবস্থা ৮৭ কিন্তু সহোদরের পুত্র অসংসৃষ্টী বৈমাত্রের পুত্র সংসৃষ্টী হইলে তাহারা এককালীন অধিকারী *।

ব্যবস্থা ৮৮ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র সংসৃষ্টি বা অসংসৃষ্টি, থাকিলে উভয়াবস্থাতেই সহোদরের পুত্র অধিকারী *।

বিবেচনা কোন নিবন্ধা এমত লেখেন নাই যে অবিভক্ত স্থাবর ধন থাকিলে সহোদর ও বৈমাত্রের ভ্রাতা যেমত তুল্যরূপে অধিকারি, তেমতি সহোদর ও বৈমাত্রের ভ্রাতার পুত্রেরা তুল্যরূপে অধিকারি হইবে, এবিষয়ে মুনি বচনও স্পষ্ট নাই ইহা বিবেচ্য।

পিণ্ডদাতুঃ) সোদর ভ্রাতৃপুত্রাজ্জঘন্যঃ। দা. ভা. পৃ. ২৩০ ও ২৩১।

৮৫ সংসর্গ্যসংসর্গিসোদরভ্রাতৃপুত্রেষু সংসর্গিভ্রাতৃপুত্রস্যৈবাধিকারঃ *।

৮৬ এবং সংসর্গ্যসংসর্গি বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রেষু সংসর্গি বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রস্যৈবাধিকারঃ *।

৮৭ যদাত্বসংসর্গী সোদরভ্রাতৃপুত্রঃ সংসর্গী চাসোদরভ্রাতৃপুত্রস্তদা তয়োর্যুগপদধিকারঃ *।

৮৮ যদা পুনঃ সোদরবৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রৌ সংসর্গিণৌ অসংসর্গিণৌ বা তদা উভয়থৈব সোদরভ্রাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ *।

অবিভক্ত স্থাবরে ভ্রাতৃতুল্যযুক্ত্যা সোদরাসোদর পুত্রয়োস্তুল্যোঽধিকারঃ কেনাপি নিবন্ধকারেণ ন লিখিতঃ, মুনি বচনঞ্চাত্র স্ফুটং নাস্তি ইত্যবধেয়মিতি। বি. দা. ভা. দী. ব. ৮।

* দা. ক্র সং. পৃ. ৭। বি. দা. ভা. দী. ব ৮। দা. ভা. পৃ. ২২৯। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭। দ. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। কোল. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫২৩ : কোল. দা. ভা. পৃ. ২৫২, ১২৪ ও ১২৫।

ব্যবস্থা ৮৯ ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকার*।

৮৯ ভ্রাতৃপুত্রস্যাভাবে ভ্রাতৃপৌত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ যেহেতু সে সপিণ্ড ও মৃত ধনির তৎপিতৃ পিণ্ডদান করে।

মৃত ধনিভোগ্য তৎ পিতুঃ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ, সপিণ্ডত্বাচ্চ ‡।

ব্যবস্থা ৯০ এস্থলেও সোদর ও বৈমাত্রের ক্রম এবং সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টির ক্রমবোধ্য †।

৯০ তত্রাপি ভ্রাতুঃ সোদরাসোদরক্রমঃ সংসর্গাসংসর্গক্রমশ্চ বোধ্যঃ †।

ব্যবস্থা ৯১ মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্রেরা অনেক থাকিলে, সোদরাসোদর ও সংসৃষ্টক্রমানুসারে ধনভাগি হইবে, বিভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে বটে পিতৃসংখ্যানুসারে নয় †।

৯১ মৃত পিতৃক ভ্রাতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃপৌত্রাণাম্বা বহুত্বে সোদরাসোদর ক্রমেণ সংসর্গাসংসর্গক্রমেণচ বিভাগঃ ক্রিয়তে,—বিভাগস্তু তেষাং স্বরূপাপেক্ষয়া নতু পিত্রাদ্যপেক্ষয়া †।

কারণ যেহেতু তাহারা অবিশেষে উপকারি, এবং পৌত্রাধিকারে পিত্রনুসারি বিভাগ বোধক বচনবৎ বিশেষ বচন নাই।

উপকারাবিশেষাৎ, পিত্রনুসারি পৌত্রবিভাগ বোধক বচনবৎ বিশেষ বচনাভাবাচ্চ।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। শূদ্র জাতীয় তিন ভ্রাতা এক পরিবারভুক্ত ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই পুত্র রাখিয়া মরে, মধ্যম এক স্ত্রী রাখিয়া, ও কনিষ্ঠ তিন পুত্র রাখিয়া মরে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র এক পুত্র রাখিয়া মরে, অনন্তর মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী মরে। এক্ষণে জীবিত কএক জনই ঐ মৃত বিধবার ধন পাওয়া

---

‡ দা. ভা. অপু পৃ ১৩২। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। দা. ত. পৃ. ৯০ ও ৩১। বি. দা ভা. কী র. ৮। কোল. দা. ভা. পৃ. ২১৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০ ও ১৮। কোল. ডা. না. ৩, পৃ ২২৫।

§ দা. ক্র. সং পৃ. ৮। দা. ভা. ২২৯. দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। বি. দা. ভা. কী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১ ও ১৮। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৭১, ২২৪, ও ২২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭। কোল. ডা. না. ৩, পৃ ২২৫।

* দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. পৃ. ২৭।

করে। এমত অবস্থায় তাহারা সকলেই কি ঐ ধনাধিকারি, যদি তাহাই হয়, তবে তৎপ্রত্যেকের অংশ কি পরিমিত?

ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে ভ্রাতৃপৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রীর মরণে তাহার অধিকৃত ধন তৎস্বামির সকল ভ্রাতৃপুত্রকে সমানরূপে অর্শিবে। তাহার স্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্রকে অর্শিবে না। শহর ঢাকা, মেক হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক ৫, মকদ্দমা ২ (পৃ. ৬৭)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণের দুই স্ত্রীদ্বারা পরিবার হইয়াছিল,—জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল এবং কনিষ্ঠার গর্ভে চারিপুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণ নিজজীবনকালেই বিষয় বিভাগ করিয়া পাঁচ কন্যাকে পাঁচ অংশ, ও পাঁচ পুত্রকেও (সমান) পাঁচ অংশ দিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল পুত্র ও কন্যা পৈতৃক বিষয়ের নিজ নিজ অংশে অধিকারি হইল। কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারি পুত্র নিঃসন্তান মরাতে ঐ সকল পুত্রের জননী তাহাদের ভাগ ভোগ করিয়া মরিল। এক্ষণে মূল ধনির জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর এক পৌত্র ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর এক কন্যা জীবিত আছে, এমত অবস্থায়, ইহাদের মধ্যে কে ঐ মূল ধনির মৃত চারি পুত্রের অংশে (যাহা তাহাদিগের মাতাকে অর্শিয়াছিল) দায়াদরূপে অধিকারী?

পুত্র সংক্রান্ত পৈতৃক ধনে মাতা অধিকারিণী হইলে তন্মরণে ঐ ধন পুত্রের ভগিনীকে অর্শিবে না, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে।

উত্তর। যদি ঐ ব্রাহ্মণ নিজ সন্তান সন্ততির মধ্যে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে আপন স্থাবর অস্থাবর বিষয়ের বিভাগ করিয়া দিয়া থাকে, এবং ঐ পুত্রেরা যদি আপন আপন অংশ ভোগ করিয়া থাকে, অনন্তর যদি কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারিপুত্র দৌহিত্র পর্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহাদের মাতা তাহাদের ধনাধিকারিণী। তাহাদের মাতার মরণে যদি তাহাদের সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ পুত্র জীবিত থাকে, ও যদি সহোদর ভ্রাতার পুত্র পর্যন্ত উত্তরাধিকারি না থাকে, তবে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ধনাধিকারী, ভগিনীরা ঐ ধন ভাগিনী নয়।

প্রশ্ন ২। যদি মূল ধনির কনিষ্ঠা স্ত্রীর কন্যার এক পুত্র হইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দৌহিত্র মাতুলের ধনাধিকারি কিনা?

উত্তর ২। যে স্থলে ভগিনীর পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র থাকে, সে স্থলে ভগিনীর পুত্র দায়াধিকারী নয়। জিলা চব্বিশপরগণা, ২৫ ডিসেম্বর, ১৮২৬ সাল, মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৫, মকদ্দমা, ৩ (পৃ. ৬৭ ও ৬৮)।

প্রশ্ন। চারি সহোদর একত্র পিতৃধন ভোগ করিয়া আপন আপন উত্তরাধিকারি ও প্রতিনিধি রাখিয়া ক্রমে লোকান্তর গত হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্র-সন্তানবিহীন হওয়াতে মধ্যম ভ্রাতার তিন পুত্রের মধ্যে একজনকে মনোনীত

করিয়া যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করিল। মধ্যম ভ্রাতার অবশিষ্ট দুই পুত্রের এক জন এক পুত্র রাখিয়া মরে, অপর জীবিত আছে। তৃতীয় ভ্রাতা কেবল এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মরে। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার চারি পুত্র থাকে। ঐ ভ্রাতাসকলের উত্তরাধিকারিরা বিষয়ে স্ব স্ব পিতার অংশ ভোগি হয়। পরে তৃতীয় ভ্রাতার পত্নী মরে; এক্ষণে তাহার পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দত্তকপুত্র, মধ্যম ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার চারিপুত্র বর্ত্তমান, এমত অবস্থায় ঐ তৃতীয় ভ্রাতার ত্যক্ত বিষয়ে এই সকল ব্যক্তি কি পরিমাণে অধিকারি হইবে।

পতির মরণে পত্নীকে যে তৎসংক্রান্ত ধন অর্শিয়াছিল, তাহার মরণোত্তর ঐ ধনে তৎপতির এক ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র, অন্য ভ্রাতার দত্তক পুত্র, এবং তৃতীয় ভ্রাতার চারি পুত্র দাওয়াদার হইলে, ঐ ধন ১১ ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে দত্তক পুত্র এক ভাগ এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র পাঁচ জন প্রত্যেক ২ ভাগ লইবে। উক্ত পৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। যদি ঐ মৃত তৃতীয় ভ্রাতার পত্নী পতির ধনাধিকারিণী হইয়া পতির ভ্রাতার পাঁচ পুত্র ও এক দত্তক পুত্র এবং এক পৌত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের প্রধান যে মনু তাঁহার এবং আর ২ ঋষির প্রণীতশাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রগণনায় দত্তকপুত্র পূর্ব্বষট্‌কমধ্যে ধৃত হওয়াতে, সে জ্ঞাতির ধনে অধিকারী এবং এতদ্দেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র তৃতীয়াংশে অধিকারী হওয়াতে, তৃতীয় ভ্রাতার পত্নীর ত্যক্ত বিষয় একাদশ ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে তাহার পতির ভ্রাতার পাঁচ পুত্রে দশ ভাগ লইবে অথবা তাহাদের প্রত্যেক দুই ভাগ লইবে, এবং দত্তক পুত্র অবশিষ্ট এক ভাগ গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থা মনুসংহিতা, উদ্বাহতত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, দায়তত্ত্ব, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দায়ভাগ,টীকা এবং আর ২ প্রামাণিক গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ—

মনুঃ—ব্রহ্মার পুত্র মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্র কহিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ছয় পুত্র বন্ধু (অর্থাৎ সপিণ্ড প্রভৃতির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কারক) ও দায়াধিকারি, অপর ছয় (পিতা ভিন্ন অন্যের) দায়াধিকারি নয়, কিন্তু বান্ধব। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, এবং অপবিদ্ধ এই ছয় পুত্র (গোত্রের) দায়াধিকারি, ও বান্ধব (অ. ৯, ব. ১৫৮, ১৫৯)। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন — "বেদার্থ নিবন্ধন প্রযুক্ত মনুর স্মৃতিই প্রধান, মনুর মতের বিরুদ্ধ যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নয়।

দায়ক্রম সংগ্রহে লিখিত মত যথা - "ঔরস ও দত্তকাদি পুত্রের মধ্যে বিষয় বিভাগে ঔরস পুত্র দুই অংশ পাইবে, সবর্ণদত্তকাদি একাংশ লইবে"।

বিবাদার্ণবসেতুতেও উক্তমত লিখিত আছে। দায়তত্ত্বকর্ত্তারও উক্তরূপ মত, যথা—"(দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে) ঔরস ভিন্ন যে সকল পুত্র পিতার সবর্ণ তাহারা (ঔরস থাকিলে) তৃতীয়াংশ লইবে"।

"যথাজাত অর্থাৎ গুণসমূহবিশিষ্ট দত্তক পুত্র থাকিতে যদি ঔরস পুত্র হয় তবে তাহারা পিতার সকল বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে" এই (বৃদ্ধ গৌতমোর) ব্যবস্থা দত্তক গুণবান্ ও ঔরস নির্গুণ হইলে জ্ঞাতব্য, কারণ দত্তকের বিশেষণ যথাজাত অর্থাৎ গুণসমূহবিশিষ্ট থাকাতে ঐ দত্তক গুণসমূহ যুক্ত এই ভাব"। এই দত্তকমীমাংসার মত।

"সর্ব্বগুণসম্পন্ন দত্তকপুত্র যাহার আছে তাহার ঐ দত্তক ভিন্নগোত্র হইতে গৃহীত হইলেও ধনাধিকারী হইবে"। সর্ব্বগুণ, অর্থাৎ জাতি, বিদ্যা ও আচার। এই দত্তকচন্দ্রিকার মত।

দায়ভাগ-টীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ ও বিবাদার্ণবসেতু, এবং আর আর দায়গ্রন্থে প্রকাশ যে কেবল ভ্রাতার পুত্রের অভাবে তাহার পৌত্র ধনাধিকারী।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। সেক হি. ল. বা. ২, ঢা. ১, সেক ৫, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ৬৯ - ৭২)।

প্রশ্ন ১। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ বিভাগের পর মধ্যমের সহিত একত্র বাস করিয়া নিঃসন্তান মরিল। এমত অবস্থায় ঐ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ত্যক্ত বিষয় তাহার সংসৃষ্ট (মধ্যম) ভ্রাতার পুত্রকে অর্শিবে, কি তাহার ভ্রাতাগণের সকল পুত্রকে?

অসংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র সকলকে নিবারণ করিয়া সংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

উত্তর ১। বিভক্ত ভ্রাতাদের মধ্যে দুইজন যদি পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক একান্নভুক্ত ও এক পরিবাররূপে একত্র বাস করিয়া থাকে, এবং ঐ সংসৃষ্ট ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে এক জন যদি পুত্রাদি নিকট দায়াদ না রাখিয়া মরিয়া থাকে তবে তাহার বিষয় তৎসংসৃষ্ট ভ্রাতাকে মাত্র অর্শিবে, এবং তাহার মরণে তাহার পুত্রই কেবল তাহাতে অধিকারী। অসংসৃষ্ট ভ্রাতাদের পুত্রগণ অধিকারি নয়।

প্রমাণ। - দায়ভাগে ও আর আর গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন, যথা - "মৃত সংসৃষ্টি ভ্রাতার ধন তাহার পশ্চাজ্জাত পুত্রকে দিবে, অথবা তদভাবে সংসৃষ্টি ভ্রাতা লইবে"। সংসৃষ্টির নিয়ম বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা— "যে ব্যক্তি বিভাগের পর পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিতে একত্র বাসকরে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলা যায়"।

প্রশ্ন ২। ঐ পাঁচ ভ্রাতা পৃথক হওয়ার পর, যদি সকলেই পৃথক ২ বাস করিয়া থাকে, এবং তন্মধ্যে এক জন যদি অপুত্রক মরিয়া থাকে, তবে তাহার বিষয় কাহাকে অর্শিবে?

মাতার পরেই ভ্রাতা অধিকারী।

উত্তর ২। ধনির মাতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে সহোদর ভ্রাতারা সমান রূপে তদ্ধনাধিকারি। ইহার প্রমাণ দায়ভাগ ইত্যাদিতে লিখিত হইয়াছে।

প্রমাণ—

দেবল—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার সহোদর ভ্রাতারা অংশ করিয়া লউক"।

যাজ্ঞবল্ক্য—"কিন্তু সহোদর ভ্রাতা সহোদরের অংশ রাখিবে অথবা সমর্পণ করিবে"।

মনু—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার পিতা অথবা ভ্রাতারা গ্রহণ করিবে"

জিলা হুগলি, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৫, মকদ্দমা ৬ (পৃ. ৭২ ও ৭৩)।

প্রশ্ন। চারি সহোদর একত্র বাস করতঃ এক পরিবার রূপে পৈতৃক ও স্বার্জিত বিষয় ভোগ করিতেছিল, তন্মধ্যে দুই জন স্ব২ পত্নী রাখিয়া বিভাগের পূর্ব্বে কাল প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মৃত্যুর পর জীবিত ভ্রাতাদ্বয় বিষয় বিভাগ করণের নিমিত্তে এক জনকে সালিস মানিলেক। ঐ সালিস এই মীমাংসা করিলেন যে বিষয় চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার দুই ভাগ ঐ দুই ভ্রাত পাইবেক. অবশিষ্ট দুই ভাগ মৃত দুই ভ্রাতার পত্নীকে অর্শিবে, কিন্তু তাহ তাহাদের পতির ভ্রাতাদিগের হস্তে থাকিয়া রক্ষিতাবেক্ষিত হইবে, ইহাদের স্থানে ঐ দুই বিধবা যাবজ্জীবন উপস্বত্ব পাইবে। সকল পক্ষই এই নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়া কিছুকাল তদনুকারি হইল। অনন্তর উক্ত ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে একজন এক পত্নী ও দুই নাবালগ পুত্র রাখিয়া মরিল। পরে পূর্ব্ব মৃত ভ্রাতাদ্বয়ের দুই পত্নীর মধ্যে যাহার অংশ এই শেষ মৃত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ তৎপতির ভ্রাতাকে অর্শিয়াছিল সে মরিল। অবশেষে যে ভ্রাতা জীবিত ছিল সেও পুত্র রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় ঐ মৃতবিধবা পতির উত্তরাধিকারিণীরূপে যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকে অর্শে?

পত্নীর মরণে তদধিকৃত সম্বন্ধীয় ধন তৎপতির ঐ সকল ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে যাতার ঐ পত্নীর মরণকালে জীবিত ছিল সে ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহার জীবন কালে মরিয়াছেতাহারদিগকে অর্শিবে না

উত্তর। উপরি বর্ণিত অবস্থায়, উক্ত বিধবার অংশ (অর্থাৎ সালিসের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া এক চতুর্থ অংশ) তাহার পতির যে ভ্রাতা তাহার মরণকালে জীবিত ছিল তাহাকে অর্শিবে. এবং তাহার মরণে তৎ পুত্রগামি হইবে। এক্ষণকার জীবিত অন্য ব্যক্তিগণকে তাহা অর্শিবে না।

প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য বচন "পত্নী ও দুহিতারা, পিতা-মাতা, তথা ভ্রাতাগণ, ভ্রাতৃপুত্র" ইত্যাদি। ব্যবস্থা দর্পণের ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই ব্যবস্থা দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুযায়ী। কলিকাতা, কোর্ট আপীল, ৬ মে, ১৮১৭ সাল। মেক. হি. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৫, মোকদ্দমা ৭ (পৃ. ৭৩ ও ৭৪)।

প্রশ্ন। তিন ভ্রাতায় ভূম্যাদি সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া বিভক্ত পরিবাররূপে পৃথক্ বাস করিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক ভ্রাতার

তিনপুত্র ছিল, ঐ তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক দত্তক পুত্র রাখিয়া, কনিষ্ঠ পত্নী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া, এবং মধ্যম এক পত্নী রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। এই পত্নী পতির ধন উপভোগ করিয়া লোকান্তরগতা হইল। এক্ষণে ঐ জ্যেষ্ঠপুত্রের দত্তক পুত্র, এবং উপরি উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক পৌত্র, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা বর্ত্তমান, ও তাহারা উক্ত বিধবার ত্যক্ত বিষয় দাওয়া করে। এমত অবস্থায়, ঐ ধনে অধিকারী হইতে তাহাদের মধ্যে কাহাকে যথাশাস্ত্র অধিকার আছে ?

ভ্রাতার দত্তক পুত্র থাকিতে পিতৃব্যের পুত্র ও পৌত্র অধিকারি নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় ঐ বিধবার পতির সহোদরের দত্তক পুত্রই কেবল দায়াধিকারী, যেহেতু সে ঐ বিধবার পতির মাতা পিতা ও পিতামহের পার্ব্বণ পিণ্ডদানে উপকার করে, অতএব তৎপতির সহোদরের দত্তক পুত্র থাকিতে, পিতৃব্যের পুত্রের ও পৌত্রের অধিকার নাই।

ভোলানাথ শর্ম্মা বনাম—রাজচন্দ্র শর্ম্মা। ঢাকা কোর্ট আপীল, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চা. ১, সেক, ৫, মোকদ্দমা ৮ (পৃ. ৭৪ ও ৭৫)।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি ভ্রাতৃপুত্রদিগের সহিত একত্র থাকিয়া, পরে পৃথক হইল, এবং স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভাগ করাইল। তদবধি পুত্রের সহিত একত্র বাস করিল, এই পুত্র কিছু ধন উপার্জ্জন করণের পর এক পত্নী রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। ঐ বিধবার সম্মতিক্রমে উক্ত ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে এক জন তৎপতির শ্রাদ্ধাদি করিল। তৎপরে ঐ মৃত ব্যক্তির পিতা মরিলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শ্রাদ্ধাদিও তৎপুত্রের ন্যায় এক জন ভ্রাতৃপুত্র করিল। প্রকাশ পাইতেছে যে বিরোধীয় বিষয় মৃত পিতা ও পুত্র উভয়েরই অর্জ্জিত। এক্ষণে ঐ বিভক্ত ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় ও মৃতপুত্রের পত্নী বর্ত্তমান, এমত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কে ঐ বিষয়াধিকারী ?

ভ্রাতৃপুত্রেরা পৃথক হইলেও তাহারা থাকিতে পুত্রবধূ অধিকারিণী নয়।

উত্তর। ভ্রাতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি, পুত্রবধূ কিছু মাত্র অধিকারিণী নয়, ঐ পুত্র পিতার জীবন কালে মরাতে, ভ্রাতৃপুত্রেরা ঐ পিতার উত্তরাধিকারি। কিন্তু যেহেতু কোন ব্যক্তি প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিলে তৎ পত্নীই কেবল তাহার স্থাবর অস্থাবর ধনাধিকারিণী হয়, অতএব পুত্রের অর্জ্জিত ধন তৎপত্নীকে অর্শিবে, তাহার শ্বশুর তৎপতির মরণের পর মরাতে ঐ শ্বশুরের ধন ঐ পুত্র-বধূকে অর্শিবে না।

১৮ মে ১৮২০। ঐ চা. ১ সেক ৫, মোকদ্দমা ৯, (পৃ. ৭৫)।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তাহারা পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া স্ব স্ব অংশে অধিকারি হইল। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিন পুত্র রাখিয়া মরিল, এবং ঐ তিনপুত্রের একজন উত্তরাধিকারি বিহীন হইয়া মরিল, মধ্যম ভ্রাতা এক পত্নী ও এক কন্যা রাখিয়া মরিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক কন্যা ও দুই দৌহিত্র রাখিয়া মরিল। মধ্যম ভ্রাতার মরণে তৎপত্নী তাহার অংশে অধিকারিণী

হইল। পরন্তু সে এক কন্যা রাখিয়া মরিল, পরে ঐ কন্যাও এক কন্যা রাখিয়া মরিল, এমত অবস্থায় ঐ মধ্যম ভ্রাতার ত্যক্ত ধন তাহার কন্যার কন্যাকে অর্শিবে অথবা তাহার ভ্রাতৃপুত্রগণকে?

দৌহিত্রীকে নিবারণ করিয়া ভ্রাতৃপুত্রেরা অধিকারি।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, ধনির দ্বিতীয় পুত্রের মরণে, তাহার প্রাপ্ত পৈতৃক ধন তাহার পত্নীকে অর্শে, তদনন্তর তাহার কন্যাকে, ঐ কন্যার মরণে তাহার পিতৃব্যপুত্রেরা ঐ ধনে অধিকারি। এস্থলে দুহিতার, দুহিতা অধিকারিণী নয়। এই মত দায়ভাগ ও আর২ স্মৃতি গ্রন্থের মতানুগত।

জিলা ২৪ পরগণা, সেতম্বর, ১৮০৬ সাল। ঐ। মেক্. হি ল. বা. ২, চা. ১, সেক. ৫, মোকদ্দমা ১০, (পৃ. ৭৬)।

প্রশ্ন। দুই সহোদর (হিন্দু) ভূম্যধিকারির মধ্যে একজন পত্নী রাখিয়া নিঃসন্তান মরিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া উক্ত পত্নীর পূর্ব্বে মরিল, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ, কন্যা, ও দুই দৌহিত্র বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় প্রথম ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার বিষয় তাহার ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূকে কিম্বা তাহার কন্যা বা দৌহিত্রকে, অথবা তাহার পতির ছয় পুরুষীয় জ্ঞাতিকে অর্শিবে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী যদি দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূর সহিত একান্নভুক্ত ও আর আর বিষয়ে একত্র থাকে, এবং ঐ জ্ঞাতি যদি সপ্তম পুরুষ হইতেও দূর হয়, তবে এ বিষয়ে শাস্ত্র কি?

দায় ভাগ ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থমতে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। দুই সহোদরের মধ্যে একজন যদি পত্নী রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার ধন ঐ পত্নীকে অর্শে। যখন দ্বিতীয় ভ্রাতা পুত্রপৌত্রহীনাবস্থায় এক পুত্রবধূ এবং নিজ কন্যা ও দুই দৌহিত্রকে রাখিয়া মরিল, তখন ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ কিম্বা কন্যা অথবা দুই দৌহিত্র ঐ প্রথম ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার ধনে অধিকারি হইতে পারে না, কারণ নিজ শ্বশুরের ধনেই যখন পুত্রবধূ অনধিকারিণী, তখন শ্বশুরের ভ্রাতার ধনে অবশ্যই তাহার কোন স্বত্ব নাই। অপুত্রধনাধিকার-প্রকরণে ভ্রাতার দুহিতা অধিকারি শৃঙ্খলামধ্যে পরিগণিতা নয়। যদ্যপি দায়ক্রমসংগ্রহের কোন কোন কাপিতে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার লিখিত হইয়াছে, তথাপি ঐ গ্রন্থের অনেক কাপিতে এইমত লিখিত নাই। অপিচ দায়ভাগে, ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকায়, এবং দায়তত্ত্বে, ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থে এমত ব্যবস্থা নাই যে ভ্রাতার দৌহিত্র বিষয়াধিকারী হইবে*। বর্ত্তমান মকদ্দমায় ষট্ পুরুষীয় জ্ঞাতি ধনাধিকারী, তাহার অভাবে সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে সপ্তম পুরুষীয় অথবা আরো দূর জ্ঞাতি অধিকারী হইবে। দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ নিজ পতির পিতৃব্যপত্নীর সহিত একান্নে এবং আর আর বিষয়ে একত্র থাকা তাহার উত্তরাধিকারিণী হওয়ার প্রতি কারণ নয়, যেহেতু বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থে বিষয়ের বিভাগ ও

* কিন্তু ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকারে যাহা২ লিখিত হইল তাহা দ্রষ্টব্য।

অবিভাগ রূপ প্রভেদ মূলক ও তদ্বিষয়ক কোন ব্যবস্থা নাই। এইমত দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, ও বঙ্গদেশ প্রচলিত আর আর গ্রন্থের মতানুমত।

অপুত্র ব্যক্তি মরিলে যদি তাহার অনেক জ্ঞাতি, সকুল্য ও বান্ধব থাকে, তবে তন্মধ্যে অত্যন্ত নিকট যে সেই ধনাধিকারী হইবে।

জিলা মৈমনসিংহ, ৫ মার্চ ১৮১৯ সাল। মেক্. হি.ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্ ৫, মোকদ্দমা ১১, (পৃ. ৭৬—৭৭)।

প্রশ্ন। দেবকীনন্দন, ধরণীধর, রামকান্ত, ও কালীপ্রসাদ, এই চারিভ্রাতার মধ্যে দেবকীনন্দন দুই পুত্র রাখিয়া ১১২২ সালের বৈশাখ মাসে মরে। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালে ধরণীধর নিস্সন্তান মরে, এবং তাহার পত্নী সুরধুনীও বাঙ্গালা ১২১৮ সালের মাঘ মাসে মরে। রামকান্ত বাঙ্গালা ১২১৬ সালে মরে, এবং তাহার পত্নী জয়মণি আর দুই পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। বাঙ্গালা ১২০১ সালে কালীপ্রসাদ এক পত্নী রাখিয়া নিস্সন্তান মরে, ঐ পত্নী অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে। উক্ত ভ্রাতারা কোন ভূমি সমভাগে দখল করিত, পরে সালিসের নিষ্পত্তি ক্রমে ধরণীধর ও কালীপ্রসাদের পত্নীরা আপন আপন পতির অংশের উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিল। তাহাদের মরণান্তে ঐ বিষয় দেবকীনন্দন, রামকান্ত ও তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বিভাগ করিয়া লইল। এমত অবস্থায় ধরণীধরের পত্নী সুরধুনীর মরণে তাহার প্রাপ্ত উপস্বত্বের কোন অংশে কালীপ্রসাদের পত্নী অধিকারিণী কি না?

মৃত ভ্রাতার পত্নী অধিকারী মধ্যে পরিগণিতা নয়।

উত্তর। ধরণীধরের ও কালীপ্রসাদের পত্নীরা যদি আপন আপন পতির অংশের উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের একজনের অর্থাৎ ধরণীধরের পত্নী সুরধুনীর মরণে তাহার অধিকৃত উপস্বত্বে কালীপ্রসাদের পত্নীর কোন অধিকার নাই, যেহেতু অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনে তাহার ভ্রাতৃপত্নী অধিকারিণী হইবে এমত ব্যবস্থা দায়শাস্ত্রের কোন স্থলে নাই *।

সদর দেওয়ানী আদালত, ১১ আগষ্ট ১৮০৪ সাল। মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী - বনাম - রামজয় চৌধুরী। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্ ৫, মোকদ্দমা ১২ (পৃ. ৭৮ ও ৭৯)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ আপন সহোদর ভ্রাতার সহিত সাধারণে যে ভূমি ও বিষয় দখল করিত, তাহা অংশ করাইয়া পৃথক বাস করিল। এবং এক নাবালগ পুত্র, এক অবিবাহিতা কন্যা ও একপত্নী, এবং উক্ত ভ্রাতার পুত্রদিগকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহার পুত্র মরিল। পরে পত্নীও গেল।

* ধরণীধরের পত্নী সুরধুনীর অধিকৃত ধন কেবল দেবকীনন্দনের উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, রামকান্ত ও কালীপ্রসাদের উত্তরাধিকারিদিগকে অর্শিবে না, কারণ, যে রামকান্ত ও কালীপ্রসাদের দ্বারা তদুত্তরাধিকারির অধিকারি হইত তাহারা ঐ সুরধুনীর মরণের পূর্ব্বে মরিয়াছে। (দ্রষ্টব্য পৃ ১৮৫)।

উক্ত দুহিতা সম্ভাবিতপুত্রা ছিল, সে পিতার বিষয় দাওয়া করিল। উক্ত ব্রাহ্মণের ঐ দুহিতা অধিকারিণী অথবা ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি ?

ভগিনীকে নিরাস করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অধিকারী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় উক্ত কন্যা অধিকারিণী নয়, কেননা মূলধনির মরণে তাহার বিষয় তৎপুত্রকে অর্শিয়াছিল, উক্ত দুহিতা পিণ্ডদানদ্বারা ঐ পুত্রের কোন উপকার করে না। মূল ধনির ভ্রাতৃপুত্রেরা বিষয়াধিকারি, যেহেতু তাহারা ধনির দাতব্য দুই পুরুষের পিণ্ডদান করে।

অন্নপূর্ণা দেবী বনাম—গঙ্গাহরি শিরোমণি প্রভৃতি। জিলা বর্দ্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ১৮১৯ সাল। ঐ, চ্যা. ১, সেক. ৫, মোকদ্দমা ১৪ (পৃ. ৮০)।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণ পাঁচ পুত্র রাখিয়া মরে, এবং তন্মধ্যে দুই জন নিস্‌সন্তান মরে। চতুর্থ ভ্রাতার এক পুত্র ছিল, ঐ পুত্র পিতার জীবন কালে এক পত্নী ও অবিবাহিতা দুহিতা রাখিয়া মরিল। পঞ্চম ভ্রাতা নিস্‌সন্তান মরিল। এবং তৃতীয় ভ্রাতা চারি পুত্র রাখিয়া মরিল। ঐ চারি পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিস্‌সন্তান মরিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এক এক পুত্র রাখিয়া মরিল। চতুর্থ ভ্রাতার পুত্রের কন্যা বিবাহিতা ও পুত্রবতী। এমত অবস্থায় চতুর্থ ভ্রাতার মরণে জীবিত ব্যক্তির মধ্যে কে তদ্ধনাধিকারী ?

পুত্রের দৌহিত্রকে নিরাস করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অধিকারী।

উত্তর। প্রকাশ পাইতেছে যে যে পুত্র পিতার জীবনকালে মরিয়াছে, তাহার এক পত্নী ও এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল, অনন্তর ঐ কন্যা বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র প্রসব করিয়াছে, কিন্তু ভ্রাতার পুত্র এবং পুত্রের দৌহিত্র থাকিলে ভ্রাতার পুত্রই ধনাধিকারী। মৃত পুত্রের দৌহিত্র প্রমাতামহের ধনে যথাশাস্ত্র অধিকারী নয়। দায়ভাগকর্ত্তার ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদের মত এই। ২১ মার্চ ১৮২১ সাল। ঐ চ্যা ১, সেক. ৫, মোকদ্দমা ১৫ (পৃ. ৮১)।

কে২ সংসৃষ্ট হইতে পারে।

কোন্২ ব্যক্তি সংসৃষ্ট হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে জীমূতবাহন পিতা ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদিই সংসৃষ্ট হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়াছেন (দা. ভা. পৃ. ১৭৮) কিন্তু উক্ত আদি পদবলে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্তের সংসৃষ্টত্ব হয় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। (দা. ভা. টী. পৃ. ২৪২ ও ২৪৩ এর্ক) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কহেন পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, ও ভ্রাতৃপুত্রগণেরই সংসৃষ্টত্ব হয়; ফলতঃ

অথ কোনামাসৌ সংসৃষ্টী ভবিতুমর্হতীতিচেৎ—অত্র জীমূতবাহনেন পিতৃভ্রাতৃ পিতৃব্যাদীনাং সংসর্গঃ পরিগণিতঃ (দা. ভা. পৃ. ১৭৮) আদিপদ স্বরসাৎ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারেণ তু ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্তং সংসর্গো দর্শিতঃ (দা. ভা. টী পৃ. ২৪২, ২৪৩)। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যস্তু—পিতৃ পুত্র ভ্রাতৃপিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্রাণামেব সংসর্গমাহ; ফলতো জীমূতবাহনোক্ত পিতৃব্যাদীনামিত্য-

তিনি বিবেচনা করেন যে জীমূতবাহনোক্ত পিতৃব্যাদির আদি পদ পুত্র এবং ভ্রাতৃপুত্রের বোধক। জীমূতবাহন আবার সংস্মৃষ্টি ভাগ প্রকরণে কহিয়াছেন যে পরিগণিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সংস্মৃষ্টত্ব গ্রাহ্য নয়, নতুবা পরিগণনা ব্যর্থ হয় *।

কিরূপে সংসৃষ্টত্ব হয়। কিরূপে সংস্মৃষ্টত্ব হয় তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন, যথা—"যে ব্যক্তি বিভাগের পর পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিতে একত্র স্থিতি করে (ই), তাহাকে সংসৃষ্ট বলাযায়"। ইহাতে ইহা দেখাইতেছেন যে যে পিতা ও ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদির পিতৃপিতামহার্জ্জিত ধনে উৎপত্তিজন্য সাধারণ অধিকার ঘটে, তাহারা বিভাগের পর পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত বিভাগ ধ্বংস করিয়া "যাহা তব ধন তাহা মম ধন, যাহা মমধন তাহা তবধন", এই স্বীকারে এক গৃহে এক গৃহিরূপে একত্র থাকিলে সংসৃষ্ট হয়। দ্রব্য মাত্র একত্র করণে বণিকদিগের যে মিলন তাহাও সংসৃষ্টত্ব নয়, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রীতিপূর্ব্বক অভিসন্ধি বিনা বিভক্তেরাও ধনমাত্র একত্র করিলে সংস্মৃষ্টি হয় না †।

(ই) এস্থলে "একত্র স্থিতি" পদে এক বাস্তুতে বা গৃহে স্থিতি নয়, কেননা ভ্রাতাদিগের সংখ্যামত বহু বাস্তু বা গৃহ না থাকিলে প্রীতিবিনাও তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু এক গৃহস্থ হইয়াবাস। তাহার মূল এই যে "যাহা তোমার ধন তাহা আমার" ইহা বলিয়া

আদিপদেন পুত্র ভ্রাতৃপুত্রয়োরেব গ্রহণমিতি ব্যঞ্জয়তি। জীমূতবাহনোঽপি পুনঃ সংসৃষ্টিভাগপ্রকরণে পরিগণিত ব্যতিরিক্তেষু নাদরণীয়ং, অন্যথা পরিগণনানর্থক্যাপত্তেরিত্যুক্তবান্ *।

অথ কথং সংসৃষ্টত্বমুৎপদ্যতে, তদাহ বৃহস্পতিঃ—"বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ (ই) পিতৃব্যেণাথবা প্রীত্যা। সতু সংসৃষ্টউচ্যতে"॥ অনেনৈতদ্দর্শয়তি—যেষামেবহি পিতৃভ্রাতৃপিতৃব্যাদীনাং পিতৃপিতামহার্জ্জিত দ্রব্যেণাবিভক্তত্বমুৎপত্তিতঃ সম্ভবতি তএব বিভক্তাঃ সন্তঃ পরস্পর প্রীত্যা যদি পূর্ব্বকৃত বিভাগধ্বংসেন "যত্তব ধনং তন্মম ধনং, যন্মম ধনং তত্তবাপীতি" একত্র গৃহে এক গৃহিরূপতয়া সংস্থিতাঃ সংসৃজ্যন্তে। ন পুনরনেবংরূপাণাং বণিজামপি সংসর্গিত্বং, নাপি বিভক্তানাং দ্রব্যসংসর্গ মাত্রেণ পূর্ব্বোক্ত প্রীতিপূর্ব্বকাভিসন্ধানং বিনা †।

(ই) অত্র সংস্থিতিশ্চ—ন কেবলং একস্মিন্ বাস্তৌ বেশ্মনি বা স্থিতিঃ, তস্যাঃ প্রীতিম্বিনাপি ভ্রাতৃসমসংখ্যাক বাস্তুবেশ্মাদ্যভাবে প্রায়ো বহুত্বে সম্ভবাৎ। কিন্ত্বেক গার্হস্থ্যাশ্রয়েণ স্থিতিঃ। তদাকরশ্চ "যত্তবধনং তন্মমধনং" ইত্যানেন ধনমিশ্রণং "আবয়োরেক এব

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দী. বৃ. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৪,

† দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৮। কোল. দা. ভ. পৃ. ১৩৮। দা. ত. পৃ. ৫৫।

(উভয়ের ধনমিশ্রণ, "আমাদের একই ধর্ম্ম" ইহা বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সাধারণ হওয়ার নিয়ম করণ, এবং এক পাক। এতাবতা বিভাগের পর প্রীতিপূর্ব্বক এক গৃহীরূপে বাস করিলে সংসৃষ্ট বলাযায়*।

পিতা, ভ্রাতা, ও পিতৃব্যের সহিত সংসৃষ্টত্ব হয় ইহা প্রকাশ করাতে, জন্মহেতু যাহাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ হয় তাহারাই সংসৃষ্ট হইতে পারে এমত কথিত হইয়াছে।—তাহাদের মধ্যে প্রথমে সপিতৃক দিগের মধ্যে বিভাগের প্রতি যোগী বলিয়া পিতা ধৃত, পিতৃপদের উপলক্ষণায় পিতামহ প্রপিতামহও বোধ্য। অনন্তর ভ্রাতৃভাগের প্রতিযোগী ভ্রাতাধৃত, তৎপরে পিতৃহীন পৌত্রের বিভাগপ্রতিযোগী পিতৃব্য। তদুপলক্ষণায় পিতৃব্যের পুত্র পৌত্র এবং পিতার পিতৃব্যাদিও গৃহীত ইহা বোধ্য। ভ্রাতার পত্নীরা পতি প্রভৃতির অধীনা হওয়াতে তাহাদের সহিত সংসৃষ্টত্ব হয় না। উক্ত কএকজনই পরস্পর সংসৃষ্ট হইতে পারে, অন্যে হইতে পারে না†।

"সংসৃষ্টির ধন সংসৃষ্টি রাখিবে" এই বচন তুল্যরূপ সম্পর্কীয় অনেক থাকিলে তাহাদের মধ্যে সংসৃষ্টত্বহেতু যে বিশেষ তৎপ্রতিপত্তির নিমিত্ত — অতএব সহোদরদিগের, কিম্বা বৈমাত্রদিগের তথা ভ্রাতৃপুত্রদিগের ও পিতৃব্যদিগের মধ্যে যে সংসৃষ্টী সেই ধন গ্রহণ করিবে। এতাবতা—

ব্যবস্থা ৯২ অতুল্যরূপ সম্পর্কীয়ের সমবায়ে সংসৃষ্টত্বজন্য বিশেষ নাই।

ধর্ম্ম" ইত্যনেন ধর্ম্মৈক নিয়মঃ, এবং পাকৈক্যঞ্চ।—তথাচ বিভক্তানন্তরং পরস্পর প্রীত্যাএক গৃহিরূপতয়াস্থিতৌ সংসৃষ্টিনাবুচ্যেতে ইতি নিষ্কৃষ্টঃ, এবমেব স্মার্ত্ত জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতয়ঃ*।

পিত্রা ভ্রাত্রা পিতৃব্যেণেতি দর্শনাৎ যেষামুৎপত্তিত এব বিভাগঃ তএব বিবক্ষিতাঃ—তেষামাদৌ জীবৎপিতৃক বিভাগপ্রতিযোগী পিতা ধৃতঃ। তদোপলক্ষণত্বেন পিতামহ প্রপিতামহয়োরপি গ্রহণং বেদিতব্যং, ততো, ভ্রাতৃ ভাগপ্রতিযোগী ভ্রাতা ধৃতঃ ততো মৃতপিতৃক পৌত্র ভাগ প্রতি যোগী পিতৃব্যো ধৃতঃ, তস্যোপলক্ষণত্বেন পিতৃব্যপুত্র পৌত্রযোঃ পিতৃপিতৃব্যাদেশ্চ গ্রহণং বেদিতব্যং। ভ্রাতৃপত্ন্যাদেশ্চ পত্যাদিপরতন্ত্রত্বাৎ ন তথাভাবঃ। এবঞ্চ এতেষামেব পরস্পরং সংসৃষ্টিত্বং ভবতি নত্বন্যেষাং†।

"সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী" —ইত্যেতচ্চ তুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়ে সংসর্গকৃত বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং — তেনসোদরাণাং সাপত্নানাম্বা তথা ভ্রাতৃপুত্রাণাং পিতৃব্যাদীনাং সম্ভাবে সংসর্গী গৃহ্নীয়াৎ, তস্মাৎ—

৯২ অতুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়ে, সংসর্গকৃত বিশেষো নাস্তীতি।

* দি. দা. ভা. বী. র. ৮। কোল, ভ. বা. ৩. পৃ. ২৭৭, ২ ৪।
† দ. ভা. অপু. ২২৭, কোল. দ ভা. পৃ ২৭২।

দৃষ্টান্ত

যথা—মৃতধনির যদি এক ভ্রাতা এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট হয়, তবে তুল্যরূপ সম্পর্কীয়ের সমবায় না হওয়াতে ভ্রাতাই কেবল অধিকারী, ভ্রাতৃপুত্র নয়। এবং মৃত ব্যক্তির যদি মৃত সহোদরের পুত্র সংসৃষ্ট ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসংসৃষ্ট থাকে, তবে বৈমাত্র ভ্রাতাই অধিকারী, সহোদরের পুত্র সংসৃষ্ট হইলেও অধিকারী নয়, যেহেতু সে (বৈমাত্রের সহিত) তুল্য সম্পর্কীয় নয়।

যথা—মৃতস্য ধনিনঃ একোভ্রাতা অন্যঃ ভ্রাতৃপুত্রশ্চ সংসর্গিণৌ, তদা তুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়াভাবেন ভ্রাতৈবাধিকারী নতু ভ্রাতৃপুত্রঃ। যদাচ মৃতস্য মৃতপিতৃক সোদরপুত্রঃ সংসর্গী বৈমাত্রেয়শ্চাসংসর্গী, তদা বৈমাত্রভ্রাতৈব অধিকারী নতু তথাবিধ সোদরভ্রাতৃপুত্রঃ তুল্যরূপ সম্বন্ধিত্বাভাবাৎ।

৯৩ অপরা এই ব্যবস্থাপিত যে বহুভ্রাতারমধ্যে এক জন পৃথক হইলে অন্য ভ্রাতাদিগকেও বিভক্ত কল্পনা করিয়া তাহাদের একত্র বাসকে সংসৃষ্টি বলিতে হইবে।

৯৩ অপরা ইদমেব ব্যবস্থাপিতং — যদ্ভ্রাতৃণামেকশ্চেদ্বিভক্তস্তদা অন্যেঽপি বিভক্তা ইতি কল্পনাপূর্ব্বকং তেষামেকত্র বাসঃ সংসৃষ্টত্বেনাবধারণীয়ঃ।

কেননা অন্যভ্রাতাদের অংশাবধারণ বিনা বিভক্ত ভ্রাতার অংশ গ্রহণ ঘটিতে পারে না।

অন্যেষাং ভ্রাতৃণামংশাবধারণং বিনা বিভক্তস্য ভ্রাতুরংশগ্রহণস্যাসম্ভবনীয়ত্বাৎ।

যাদবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি—বনাম বিনোদবিহারী ঘোষ।

নজীর।

৯৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

মে: জস্টিস্ ওয়েল্স্ (বিচার করিলেন যথা।—বর্ত্তমান সনের ১লা এপ্রেলে এই মোকদ্দমা আমার নিকট দরপেশ হইয়া আমা কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়, তৎকালে আমি প্রতিবাদির হক্কে রায় দিয়াছিলাম। অনন্তর আমি তজবিজ সানি মঞ্জুর করিলে এই মকদ্দমা জুলাই মাসের ২১সে তারিখে আমার নিকট উপস্থিত হয়।

কলিকাতাস্থ শঙ্কর ঘোষের গলিতে স্থিত এক বাটীর কিয়দংশ বিভাগের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা। প্রকাশ পাইতেছে যে শঙ্কর ঘোষের গলি নিবাসী শিবপ্রসাদ ঘোষ নামা এক ব্যক্তি প্রাণকৃষ্ণ, মহেশচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত ও রাজকৃষ্ণ (নামক) চারিপুত্র রাখিয়া মরে। শিবপ্রসাদের মৃত্যুর সাতবৎসর পরে প্রাণকৃষ্ণ নিজ তিন ভ্রাতা হইতে পৃথক হয়, ও তাহাতে ভূমি বাটী এবং অস্থাবর পৈতৃক ধনের বিভাগ হয়, যে বাটী ও ভূমির নিমিত্ত এই মকদ্দমা তাহা পূর্ব্বকালে চারি ভ্রাতার ভদ্রাসন বাটী ছিল। ঐ বিভাগের ছয়বৎসর পরে চন্দ্রকান্ত এক পুত্রকে (অর্থাৎ) বর্ত্তমান প্রতিবাদিকে এবং এক পত্নীকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত

হয়। চন্দ্রকান্তের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রাণকৃষ্ণ তিন পুত্রকে, অর্থাৎ বর্ত্তমান মকদ্দমার বাদিগণকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। ১৮৫৩ সালে রাজকৃষ্ণ একপত্নী মাত্রকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। ১৮৫৭ সালে মহেশচন্দ্র উইল না করিয়া নিঃসন্তান মরে, প্রাণকৃষ্ণ নিজ তিনভ্রাতা হইতে এক কালীন পৃথগন্ন হইয়া বাস করে, তাহার পূজাদিও পৃথকরূপে হইয়াছিল। অন্য তিনভ্রাতা মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিভক্ত এক পরিবাররূপে বাস করিয়াছিল। যে তিন ভ্রাতা একান্নভুক্তরূপে ও পূজাদি বিষয়ে অবিভক্ত স্বরূপে বাস করিয়াছিল, প্রতিবাদী তাহাদের একের পুত্ররূপে নিজ পিতার এবং পিতৃব্য চন্দ্রকান্ত ও মহেশচন্দ্রের একমাত্র স্থলাভিষিক্ত রূপে দাওয়া করে। পক্ষান্তরে বাদিরা প্রাণকৃষ্ণের পুত্ররূপে পিতৃব্য মহেশচন্দ্রের অংশে অংশি হইবার দাওয়া করে।

ইহাতে বক্ষ্যমাণ ইষু স্থির হয় -"১৮৫৩ সালে যে বিভাগ হইয়াছিল তাহা চারিভ্রাতার মধ্যে হইয়াছিল অথবা তদ্বিভাগ কেবল প্রাণকৃষ্ণের সম্বন্ধে হইয়াছিল"।

শ্রীযুত বেল সাহেব বাদিদের পক্ষে যে প্রধান বিচার্য্য কথা উপস্থিত করেন তাহা এই যে,—এই মকদ্দমার অবস্থানুসারে ও বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বাদিরা মহেশচন্দ্রের ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ বিশেষে অধিকারি। এক্ষণে আমাকে এতদ্বিষয়ের প্রমাণ গুলি বিবেচনা করিতে হইল। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেবের হিন্দু-ল-র প্রথম বালমের ২৬ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক সাধারণ বিধান লিখিত হইয়াছে, তদ্ যথা। "পিতামাতার অভাবে ভ্রাতারা অধিকারি, প্রথমে সংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতারা, অনন্তর অসংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতারা, তদনন্তর সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা, তদনন্তর অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা। * শ্যামাচরণ সরকারের প্রথমবার মুদ্রিত মহোপকারি হিন্দু-ল-র ১১৫ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে সংসৃষ্ট বা অসংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্রদের মধ্যে সংসৃষ্ট অধিকারি। এতত্ পোষকতার অনেক প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থেতেই উক্ত বিষয়ে সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটনের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা সংকলিত হইয়াছে। তদ্ যথা —"ভ্রাতারা পৃথক হইয়া তন্মধ্যে একজন যদি উত্তরাধিকার না রাখিয়া মরে, তবে যে ভ্রাতার সহিত মৃত ব্যক্তি মরণ পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়াছিল তাহার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকনের যদি কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকে তবে তাহার ত্যক্ত বিষয় সকল ভ্রাতার মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইবেক"। দ্রষ্টব্য ব্যবস্থাদর্পণ পৃষ্ঠা ৩০৩। উক্ত মতের প্রমাণ সকল দায়ভাগে লিখিত আছে। যদি সংসৃষ্ট হওনের স্পষ্ট এবং অদ্বৈধ প্রমাণ থাকে আর সংসৃষ্ট ভ্রাতাদের মধ্যে একজন যদি লোকান্তরগত হইয়া থাকে তবে সংসৃষ্ট ভ্রাতাই কেবল অসংসৃষ্ট ভ্রাতাদিগকে নিরাস করিয়া তদ্বিষয়ে অধিকারি হইবেক, মেকনাটনের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালমের ১৭৩ ও ১৭৪ পৃষ্ঠা

* এই বিধান সম্যক্ ও সর্ব্বাংশ শুদ্ধ নয়। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২০৮—২১৩।

দ্রষ্টব্য। যেরূপে সংসৃষ্টি হয় তাহা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে যদি চারি ভ্রাতার মধ্যে একভ্রাতা সম্যগ্রূপে পৃথক হয় তবে তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাকতঃ সকলেরই পার্থক্য হইল, এবং যদিও অবশিষ্ট ভ্রাতারা তখনও একত্রিত থাকে তাহাদিগকে সংসৃষ্ট হওয়া অনুভব করিতে হইবেক।

বর্ত্তমান মকদ্দমাতে হিন্দু-স ঘটিত বিমর্শা বিষয়ে আমার সহযোগি মে. জসটিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে বিজ্ঞবর জজের মত এই যে প্রতিবাদি অন্যের ব্যাবর্ত্তক রূপে পিতৃব্যের ধনে অধিকারী।

মৎকর্ত্তৃক এই নিষ্কর্ষ হইল যে মহেশচন্দ্রের অংশের কোন অংশে বাদিরা অধিকারি নয়, তদনুসারে প্রথম শুনানির সময় যে ডিক্রী হয় তাহা স্থিরতর রাখিলাম। হা. কো. প্র.। হাইড সাহেবের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ২১৪—২১৭।

ভ্রাতার প্রপৌত্র ধনির পিতৃসন্ততি হইলেও পিতৃব্য তাহার বাধক, যেহেতু ভ্রাতৃপৌত্র পঞ্চম বলিয়া পিণ্ডদাতা নয। যথা মনু—"তিন পুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিনপুরুষের পিণ্ডদাতব্য। চতুর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণ-কর্ত্তা, পঞ্চমের অধিকার নাই *। অতএব—

ভ্রাতুঃ প্রপৌত্রস্তু ধনিনঃ পিতৃসন্ততিরপি পিতৃব্যেণ বাধ্যতে, পঞ্চমত্বেন পিণ্ডাদাতৃত্বাৎ। তথাচ মনুনা—"ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং, ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে। চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং, পঞ্চমোনোপপদ্যতে" * ইত্যনেন পঞ্চমোনিষিদ্ধঃ। অতএব—

ব্যবস্থা ৯৪ ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার †।

৯২ ভ্রাতৃপৌত্রস্যাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারঃ †।

কারণ যেহেতু সে ধনির পিত্রাদি-তিন পুরুষের পিণ্ড-দাতা।

ধনিপিত্রাদিত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

প্রমাণ যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে। ভ্রাতার পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও

পিতুরপিপ্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনি-

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২ ও ২৪৭। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। বি. দা. ভা. দী. ৮। কিন্তু পিণ্ডদাতার অভাবে সকুল্যরূপে পঞ্চমাদির অধিকার হয়, তাহা পরে কথিত হইবে।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২ ও ২৪৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। বি. দা. ভা. দী. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ৩, পৃ. ২১৫, ও ২২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ১৮, ও ১৯। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ ৫২৭ ও ৫২৮। মেক. হি. ল. বা ১, পৃ. ২৮, ও ২৯,—ঐ বা. ২, পৃ. ৮৯। এল. ইল. পৃ. ৭৮।

প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (পিতৃব্যের-পূর্ব্বে) পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ড-দাতৃত্বসম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। যেহেতু "দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে" এই বচন অবিশেষে (দৌহিত্র মাত্রে) প্র-যুজ্য, এবং নিজদৌহিত্রবৎ পিতা-প্রভৃতির দৌহিত্রও তদ্ভোগ্য পিণ্ডদান দ্বারা সন্তারক। অতএব ইহাদের অধি-কার মনুকর্ত্তৃক পৃথক রূপে দর্শিত হয় নাই। কেননা "তিনপুরুষের তর্পণ করিতে হয়" ইত্যাদি বচনে, এবং "অনন্তর" ইত্যাদি বচনে এই সকল অধিকারি ধৃত হইয়াছে *।

যদ্যপি দুহিতার অভাবে দৌহি-ত্রের অধিকারবৎ পিতৃদৌহিত্রের পূর্ব্বে ভগিনীর অধিকারই হওয়া যুক্ত ছিল, তথাপি সে নারী হওয়াতে এবং পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকারিণী হও-য়াতে ধনাধিকারিণী নয়। দৌহিত্রের পূর্ব্বে দুহিতার যে অধিকার সে "অ-ঙ্গাদঙ্গাৎসম্ভবতি" (ব্য. দ. পৃ. ১৬৮) ইত্যাদি বিশেষবচনহেতু §। অপিচ বৌধায়ন "স্ত্রী অধিকারিণী" এই অনুবৃত্তি ভাবনায় বলিয়াছেন, "স্ত্রী-লোক ও কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায় বিষয়ে নয়, এই শ্রুতি আছে"। অর্থাৎদায়রূপধনে অধিকারি নয় এই ভাব। পত্নীপ্রভৃতির যে অধিকার তাহা বিশেষ বচনহেতু অবিরুদ্ধ *।

দৌহিত্রস্যৈব, এবং পিতামহ প্রপি-তামহসন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃপিণ্ড-প্রত্যাসত্তিক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। দৌহিত্রোঽপিহ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবদিতিহেতোরবিশেষাৎ, স্বদৌ-হিত্রবৎ পিত্রাদিদৌহিত্রস্যাপি ত-দ্ভোগ্য পিণ্ডদানেন সন্তারকত্বাৎ, অত-এব মনুনা পৃথগমীষামধিকারো ন দর্শি-তঃ "ত্রয়াণামিতি" "অনন্তরমিতি" বচনদ্বয়েনৈব সংগৃহীতত্বাৎ *।

যদ্যপি দুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যেব ভগিন্যা এব প্রাগধিকারো যুক্তস্তথা-পি তস্যাঃস্ত্রীত্বেন পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বা-ভাবাৎ নাধিকারঃ। দুহিতুস্তু দৌহি-ত্রাৎপূর্ব্বং অঙ্গাদঙ্গাৎসম্ভবতীত্যাদি (ব্য. দ. পৃ. ১৬৮) বিশেষবচনা-দেবাধিকার ইতি §। অপিচ অর্হতি স্ত্রীত্যনুবৃত্তৌ বৌধায়নঃ—'নদায়ং নিরিন্দ্রিয়া অদায়াশ্চ স্ত্রিয়োমতা ইতি শ্রুতেঃ"। ন দায়মর্হতিস্ত্রীত্যন্বয়ঃ। পত্ন্যাদীনান্তুধিকারো বিশেষ বচনাদ-বিরুদ্ধঃ *।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২০১ ও ২০৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ২১৪, ও ২১৫। § দা. ভা. টী ২২৩।

ব্যবস্থা ৯৫ সহোদর ও বৈমাত্রেয়া ভগিনীর পুত্র উভয়ে তুল্যাধিকারি। *

প্রমাণ— ভ্রাতুষ্পুত্রাধিকারে সহোদরবৈমাত্রেয় সম্বন্ধ ঘটিত বিশেষ বোধ্য, কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই ইহা বিবেচ্য। কোন২ পণ্ডিত কহেন জীমূতবাহনের মতে পিতৃদৌহিত্রাধিকারে ভগিনীর সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্বানুসারে বিশেষ আছে। বস্তুতঃ তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার সম্মত নহে, কেননা মাতামহের পিণ্ডে মাতামহীর ভোগ বোধক শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

৯৫ সোদরভগিনীপুত্র বৈমাত্রভগিনীপুত্রযোস্তুল্যবদধিকারঃ *।

ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাধিকারেঃ সোদরত্বাদিকৃতোবিশেষো বেদিতব্যঃ নতু দৌহিত্রাধিকারে ইতি ধ্যেয়ং। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেঽপি ভগিনীসোদরত্বাদিকৃতো বিশেষোস্তীতি জীমূতবাহনমতমিতি কেচিৎ, নৈতৎ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারসম্মতং, যতো মাতামহপিণ্ডে মাতামহীভোগস্য শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ভিন্ন ২ আদালতে দত্ত এবং গ্রাহ্য হওয়া, ও সর্ উইলিয়ম মেকনাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণ দুই পুত্র এক কন্যা আর এক দৌহিত্র রাখিয়া মরে। অনন্তর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র পুত্র সন্তান না রাখিয়া মরে, তদনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরে, অনন্তর ইহারা কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত দুহিতা মরণ কালীন এক অবিবাহিতা কন্যা আর পতিকে রাখিয়া মরে, ঐই পতি এ মকদ্দমায় প্রতিবাদী। যে বিষয় ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যাকে অর্শিয়াছিল তাহা এক্ষণে মূল ধনির দৌহিত্রে দাওয়া করে। এমত অবস্থায় ঐ বিষয় মূলধনির দৌহিত্রকে অর্শিবে অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার জামাতাতে বর্ত্তিবে।

পৈতামহ ধনে দুহিতা অধিকারিণী হইলে তাহার তন্মরণান্তে তাহার পতিকে বা দুহিতাকেনা বর্ত্তিয়া পিতার কুটুম্বকে অর্শিবে।

উপরি উক্ত অবস্থাতে যে বিষয় কনিষ্ঠ পুত্রের দুহিতা পিতার উত্তরাধিকারিণীরূপে পাইয়াছিল, তাহা তাহার পতি ও দুহিতাকে নিরাসপূর্ব্বক মূল ধনির দৌহিত্র পাইবে, কারণ ঐ দৌহিত্রে মৃত ব্যক্তির অধিক উপকার করে. যে বস্তু তাহার স্ত্রীধন তাহা তাহার নিজ উত্তরাধিকারিরা লইবে। ইহা দায়ভাগ সম্মত। জিলা হুগলি, ২৮ ফেব্রুওরি ১৮১৭ সাল। মেক্. লি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ৫৬, ৫৭।

---

* ২২৭ পৃষ্ঠার শেষ নোট্ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মরে, তাহার মরণানন্তর ঐ পুত্র তিন ভগিনী বিদ্যমানে লোকান্তরগত হয়। এই তিন ভগিনীর মধ্যে একজন এক পুত্র রাখিয়া মরে, সে পুত্র জীবিত আছে, অবশিষ্ট দুই ভগিনীর মধ্যে এক জনের দুই পুত্র, তাহারা বিদ্যমান. অপরা ভগিনী অবীরা। এমত অবস্থায় ধনির ত্যক্ত ধন জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে। ঐ জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ সেই পরিমিত বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে কি না, যাহা তাহার নিজঅংশের অধিক না হয়।

ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃদৌহিত্র যথাশাস্ত্র অধিকারী।

উত্তর। পিতার মরণে তাহার সমুদয় বিষয় তৎপুত্রকে মাত্র অর্শে, পুত্র থাকিতে কন্যাকে অর্শে না। যদি ঐ পুত্র ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন হইয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার পিতৃদৌহিত্রেরা সমানরূপে তদ্বিষয়াধিকারি হইবে। ভগিনীরা ভ্রাতৃধনে অধিকারিণী নয় প্রত্যেক পিতৃদৌহিত্র উক্ত বিষয়ের নিজ যোগ্যাংশ দান কিম্বা বিক্রয় করিতে সক্ষম। কোনক্রমে ভগিনী বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী নয়। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব ও মনুসংহিতা ও আর ২ প্রামাণিক গ্রন্থের মতানুগত।

প্রমাণ—

গৌতম—"উৎপত্তি-হেতু স্বামিত্ব জন্য ধন পাউক, যথা আচার্য্যেরা আদেশ করেন"।

"পিতার স্বত্বনাশ হইলে তদ্ধনে পুত্রের জন্মহেতু স্বামিত্ব জন্মে, এই স্বামিত্ব জন্য পুত্র পিতার ধন গ্রহণে অধিকারী"। দায়তত্ত্বের এই মত।

দায়ভাগের মত যথা—"পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে বোধ করিতে হইবে যে ধন পিতৃদৌহিত্র পানি"।

মনু কহেন—"দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় ধনিকে উদ্ধার করে, এবং ধনিকে তদ্ভোগ্য পিণ্ডদান দ্বারা পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্রও নিজ দৌহিত্রের ন্যায়, পরিত্রাণ করে"। *

বৌধায়ন—"নারী অধিকারিণী, এই অনুবৃত্তি ভাবনায় কহিয়াছেন, "দায় বিষয়ে নয়" কারণ নারীরা এবং কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায়াধিকারি হয় না।

উক্ত বাক্যের ভাব এই যে স্ত্রীলোক দায়াধিকারিণী নয়, তবে পত্নী এবং আর কএক জন (অর্থাৎ দুহিতা, মাতা, ও পিতামহী) যে অধিকারিণী সে বিশেষ বচন-বলে ও তাহার বিরোধাভাবে *।

---

* এই মকদ্দমায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে যে ভগিনীর দুই পুত্র ছিল সে ভগিনী সম্ভাবিতপুত্রা ছিল, কি তাহার রজোনিবৃত্তি হইয়াছিল, কিম্বা সে বিধবা ছিল। এক দুহিতারও পুত্র হইবার সম্ভাবনা থাকিতে যদি পিতৃদৌহিত্রেরা মাতুলের ধন বিভাগ করে

জিলা নদিয়া, মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা, ১ সেক. ৬, মকদ্দমা ১ (পৃ. ৮২ ও ৮৩)।

প্রশ্ন। এক নাবালগ কিছু পৈতৃক ভূমিতে অধিকারী হইয়া এক বিমাতা, এক অবিবাহিতা সহোদরা, ও তিন পিতৃব্য রাখিয়া লোকান্তরগত হয়। তাহার মরণের পর তাহার ভগিনী বিবাহিতা হইয়া এক সুজাত পুত্র প্রসব করে। এমত অবস্থায় এতদ্দেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহার মৃতব্যক্তির ত্যক্তধন উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকে অর্শে?

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে বিমাতা ও পিতৃব্যেরা অধিকারি নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় কেবল ভাগিনেয় মাতুলের ধনাধিকারী, যেহেতু সে ঐ নাবালগের পিতার দৌহিত্র, বিমাতা ঐ বিষয় হইতে ভরণপোষণ পাইবে। পিতৃব্যেরা ধনাধিকারি নয়, যেহেতু উক্ত কন্যার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল।

প্রমাণ। দায়ভাগে লিখিত,—"যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য। কারণ দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে"।

দায়ভাগধৃত মনু —"যাহারা জাত হইয়াছে এবং যাহারা অজাত, ও যাহারা গর্ব্ভেস্থিত সকলেই বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম"।

ব্যবহার তত্ত্বাদিতে ধৃত বৃহস্পতিবচন-"গৃহদ্রব্য, কর্ষণীয় ভূমি, হট্ট, এবং আর আর স্থাবর বস্তু স্বামী নয় এমত বন্ধু বা নিকট জ্ঞাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও তাহার যথার্থ স্বামী তাহারা হইবে না"। ঢাকা কোর্ট আপীল। ৩১ মে। মেক্‌. হি. ল. বা ২, চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ২, (পৃষ্ঠা ৮৪ ও ৮৫)।

প্রশ্ন ১। দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের এক পুত্র ছিল (ঐ পুত্র অনন্তর মরিল। কিন্তু তাহার এক পুত্র বর্ত্তমান, দ্বিতীয় ভ্রাতা এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মরিল, এই পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় কাল প্রাপ্ত হয়, উক্ত তিন কন্যার মধ্যে প্রথম অপুত্রা মরে, দ্বিতীয়া এক পুত্র রাখিয়া মরে, শেষ কন্যা বর্ত্তমান আছে ও তাহার এক পুত্র হইয়াছে। উপরি উক্ত ব্যক্তিরা পৃথক২ পরিবার রূপে বাস করে, এবং উক্ত দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্র পিতার ধনাধিকারী হইয়া মরে। এমত অবস্থায় তাহার ধনে আশ্রিত তিন ব্যক্তির মধ্যে কে অধিকারী?

ভগিনী অনধিকারিণী। কিন্তু তাহার পুত্র থাকিতে পিতৃব্যের পুত্র অধিকারী নয়।

উত্তর ১। প্রকাশ পাইতেছে যে দ্বিতীয় ভ্রাতার ঐ পুত্র দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়াছে, অতএব তাহার পিতার দুই দৌহিত্র তাহার ত্যক্ত ধনে সমানরূপে অধিকারি, যেহেতু তাহারা পিণ্ডদান দ্বারা

এবং ঐ বিভাগের পরে যদি ঐ দুহিতার এক পুত্র জন্মে তবে সে পুত্র ঐ বিষয়ের সমানভাগ পাইবে, কারণ এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বিভক্তদের অধিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন যথা — পুত্রদের মধ্যে বিভাগের পর যদি সবর্ণার গর্ভে পুত্র জন্মে তবে সে ঐ ভাগের ভাগী হইবে, (পরন্তু) আয় ব্যয় বিশোধের পর যে বিষয় দৃশ্য হইবে সে তাহারই অংশ পাইবে। এইমত অশুদ্ধ, তাহা পরে লিখিত বিবেচনাদ্বারা প্রকাশ পাইবে।

তৎপিতার উপকার করে, এস্থলে পিতৃদৌহিত্রেরা বর্ত্তমান, এবং ধনির নিজ দৌহিত্রের অভাবে অধিকারি, নিকট জ্ঞাতিকে অর্থাৎ পিতৃব্যের পৌত্রকে ধনাধিকারী হইতে অধিকার নাই। এবং উক্ত মৃত পুত্রের ভগিনীরও ভ্রাতৃধনে স্বত্ব নাই।

প্রশ্ন ২। যদি ঐ পরিবারের আবহমান এমত আচার থাকে যে কন্যা ও দৌহিত্র থাকিতেও নিকট জ্ঞাতি ধনাধিকারী হয়, এবং ঐ পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি পুত্র না রাখিয়া মরে, তবে শাস্ত্রানুসারে এমত অবস্থায় ঐ ধন নিকট জ্ঞাতিকে অর্শিবে, অথবা দুহিতা ও দৌহিত্রগণকে?

কিন্তু আবহমান কুলাচার থাকিলে উক্ত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ হইতে পারে।

উত্তর ২। যদি এমত প্রমাণ হয় যে প্রশ্নে উল্লিখিত কুলাচার চিরকালাবধি ঐ পরিবারে আবহমান আছে, তবে উক্ত মৃত পুত্রের মরণে তাহার ধন তাহার জ্ঞাতিকে অর্শিবে, আর২ উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে না।

জিলা জঙ্গল মহল, ১৬ জুন, ১৮২৩ সাল। মেক্‌ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ৩ (পৃ. ৮৫ ও ৮৬)।

প্রশ্ন। দুই সহোদরে পৈতৃক ভূমি, ও আর২ স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভাগ করিয়া স্ব২ বিষয় ভোগ করতঃ পৃথক বাস করিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে তাহার যে এক পুত্র ছিল সেই অধিকারী হইল। এই পুত্র এক বৈমাত্রা ভগিনী ও ঐ ভগিনীর পুত্র, এবং সহোদরা ভগিনীর এক পুত্র, ও নিজ পিতৃব্যের এক পৌত্র রাখিয়া নিস্‌সন্তান কাল প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে ঐধনে অধিকারী?

সহোদরাভগিনীর পুত্রের সহিত বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্র যুগপৎ অধিকারী।

উত্তর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের মরণে এবং তাহার ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না থাকাতে তাহার পিতৃদৌহিত্রেরা সকলেই সমান রূপে বিষয়াধিকারি * যেহেতু পিতা প্রভৃতি করিয়া তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করাতে তাহারা প্রত্যেকেই ধনির উপকার করে, এবং সহোদরা ও বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্রগণের মধ্যে বিশেষ নাই।

জিলা জঙ্গল মহল, ২ আগস্ট ১৮২৬। ঐ, চ্যা. ১, সেক. ৬, মকদ্দমা ৪ (পৃ. ৮৬ ও ৮৭)।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি তাহার পিতৃব্যের পৌত্র ও সহোদরা ভগিনীর পুত্র রাখিয়া মরে, এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিরা কি উভয়েই ধনাধিকারি। যদি তাহা না হয়, তবে তন্মধ্যে কাহার অধিকার অগ্রিম?

---

* সহোদরা ভগিনীর পুত্র ও বৈমাত্র ভগিনীর পুত্র উভয়েই তুল্যরূপে ধনাধিকারি। (কোলব্রুক্‌ সাহেবের) দায়ভাগানুবাদের ২২৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, পিতৃদৌহিত্র থাকাতে পিতৃব্যের পৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় ভাগিনেয়ই কেবল ঐ বিষয়ে অধিকারী।

প্রমাণ।—পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃ-দৌহিত্র তাহার উত্তরাধিকারী, কারণ সে ঐ মৃত ধনির তিন পুরুষকে পিণ্ড প্রদান করে, তৎপিতা তৎ-পিণ্ডভাগী হয়। সেক্. হি. ল. বা, ২, চ্যা. ১, সেক. ৬, মকদ্দমা ৫, পৃ. ৮৭।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি দুই পুত্র, এক দুহিতা এবং ঐ দুহিতার এক পুত্র রাখিয়া মরে। তাহার মরণানন্তর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র উপরি উক্ত কএক জনকে রাখিয়া নিস্সন্তান মরিল, তদনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরিল। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্রের এই পত্নী মরিল, এবং তাহার দুহিতা নিজপতি ও অবিবাহিতা এক কন্যা রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে ঐ মূল ধনির ত্যক্ত বিষয়ে অধিকারী।

দৌহিত্রী ও পিতৃদৌহিত্র থাকিতে পিতৃদৌহিত্রই অধিকারী।

উত্তর। কনিষ্ঠ পুত্রের মরণে তাহার পত্নী তাহার সমুদয় বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহার মরণে তাহার কন্যা ঐ বিষয়াধিকারিণী হয়, কিন্তু ঐ কন্যার স্বামী ও দুহিতা অনধিকারি, যেহেতু তাহারা মৃত ধনির কোন উপকার করে না। কিন্তু পিতার দৌহিত্রধনাধিকারী। জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বনাম—রামরত্ন চট্টোপাধ্যায়। ২৮ ফেব্রুওয়ারি, ১৮১৭ সাল। ঐ। চ্যা. ১, সেক.৬. মকদ্দমা ৬, পৃ. ৮৮।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী, এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া মরে, তাহার মরণানন্তর ঐ পুত্র তৎসমুদয় বিষয়াধিকারী হইয়া উপরিউক্ত ভগিনীগণকে রাখিয়া নিস্সন্তান কাল প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে দুই ভগিনী অবীরা হইয়া লোকান্তরগতা হয়, অবশিষ্টা দুই ভগিনীর মধ্যে একজনের তিন পুত্র, অন্যের এক দত্তক পুত্র, এমত অবস্থায় ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকে কি পরিমিত ধনে অধিকারী?

বঙ্গদেশে এক ভগিনীর দত্তকপুত্র অন্য ভগিনীর তিনপুত্রের সহিত বিভাগে সপ্তমভাগ ভাগী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় বিষয় সাত ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে এক ভগিনীর তিন পুত্রে ছয় ভাগ লইবে, এবং অন্য ভগিনীর দত্তক অবশিষ্ট একভাগ লইবে *। জিলা হুগলি, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৫ সাল,ঐ, চ্যা. ১ সেক ৬, মকদ্দমা ৭ (পৃ. ৮৯)।

প্রশ্ন। একব্যক্তি নিজ পত্নীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরে, এবং ঐ পত্নী পতির পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্রকে ও প্রপৌত্রকে এবং পতির ভগিনেয়কে রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায় এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে তৎপতির বিষয়ের অধিকারী?

* এইব্যবস্থা শুদ্ধ নয়, তাহা দত্তক প্রকরণে বন্ধুর অধিকার দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে পিতামহের ভ্রাতার পৌত্রের ও প্রপৌত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। শাস্ত্রানুসারে ভাগিনেয় ধনাধিকারী। পিতামহের ভ্রাতার পৌত্রের ও প্রপৌত্রের কোন দাওয় নাই। জিলা বর্দ্ধমান, ১২ মে, ১৮২৩ সাল। মেকু. হি. ল. বা. ২," চ্যা. ১, সেক ৬, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ৮৯)।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী পৈতৃক ভূমি দখলের নিমিত্তে আদালতে নালিশ করিয়া ঐ নালিশ নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে এক সহোদরা ভগিনী,ঐ ভগিনীর পুত্র এবং অন্য ভগিনীর এক পুত্র ও চারি পুরুষীয় এক জ্ঞাতি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মরণানন্তর তাহার পিতৃদৌহিত্র উত্তরাধিকারী হওন নিমিত্ত অভিযোগ করিয়া মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন কাল প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে ধনির ভগিনী, ঐ ভগিনীর পুত্রবধূ, অন্য ভগিনীর এক পুত্র, ও চারি পুরুষীয় এক জ্ঞাতি বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় জীবিত এই কএক ব্যক্তির মধ্যে কে ধনাধিকারী?

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে প্রপিতামহের সন্তান অধিকারী নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, মূল ধনির মরণে তাহার দুই ভাগিনেয়ই কেবল অধিকারি, তাহারা থাকিতে ঐ চারিপুরুষীয় জ্ঞাতি অর্থাৎ প্রপিতামহের সন্তান ধনাধিকারী নয়। দায়তত্ত্বে লিখিত আছে—পিণ্ডদানদ্বারা অধিক উপকারী যে সেই ধনাধিকারী।

চারি পুরুষীয় জ্ঞাতি ধনির প্রপিতামহের পিণ্ডদাতা বটে; কিন্তু পিতৃদৌহিত্রেরা ধনির পিতা প্রভৃতি করিয়া তিন পুরুষের পিণ্ডদাতা (তন্মধ্যে ধনির পিতাই প্রধান) অতএব পিতৃদৌহিত্রেরা থাকিতে প্রপিতামহের সন্তান অধিকারী নয়।

প্রমাণ—

দায়ভাগধৃত মনু-বচন "তিন পুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিন পুরুষকে পিণ্ডদাতব্য, চতুর্থ ঐ সকলের সম্প্রদাতা, পঞ্চম অনধিকারী।

পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে বোধ করিতে হইবে যে পিতৃ দৌহিত্র ধনাধিকারী। জীমূতবাহনের এই মত।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন পিতামহের সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি থাকিতেও পিতৃদৌহিত্র অধিকারী।

অতএব ধনির মরণে তাহার দুই ভাগিনেয় তাহার ধনাধিকারি, এবং তন্মধ্যে এক ভাগিনেয়র মরণে তাহার পত্নী নিজ স্বামির অংশ ভাগিনী।

দায়ভাগে ধৃত বৃহস্মনু-বচন এই বিষয়ক। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৫)। জিলা মৈমনসিংহ, ১৮ মে, ১৮২৩ সাল। ঐ, চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ৯ (পৃ. ৮৯—৯১)।

প্রশ্ন। একব্যক্তি পত্নী ও ভাগিনেয় রাখিয়া মরে, পরে এই ভাগিনেয় ঐ

পত্নীর জীবন কালে এক পুত্র রাখিয়া মরেন উক্ত পত্নীর মরণে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে ঐ ভাগিনেয়র পুত্র অধিকারী কি না ?

ভগিনীর পৌত্র অধিকারী নয়। উত্তর। উক্ত পত্নীর জীবনকালে যে ভাগিনেয় মরিয়াছে তাহার পুত্র ধনাধিকারী নয়।

জিলা শ্রীহট্ট, ৮ মে, ১৮১২ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক ৬. মোকদ্দমা ১০(পৃ. ৯১)।

রাজচন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বনাম—গোলোকচন্দ্র গুহ।

নজীর
৯৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

৵০ কোন মৃতধনির গোষ্ঠী মিথিলা হইতে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করে, ঐ ধনির মরণে তৎপিতৃব্যপুত্রেরা এবং পিতৃদৌহিত্রেরা তাহার বিষয় দাওয়া করিল। জিলার জজ্ বিচার করিলেন যে শাস্ত্রানুসারে মৃতের পিতৃদৌহিত্র বলিয়া বাদাই বিষয় পাইবে। মৃতধনির বিমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ভরণপোষণে অধিকারিণী। আপীলে ঢাকার প্রবিনস্যাল কোর্ট উক্ত নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের এমত মত পাইয়া যে “ যদি উক্ত পরিবার মিথিলা হইতে বাঙ্গলায় বাস করিয়া বাঙ্গলার লোকের সহিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং এই দেশে জমীদারি করিয়া থাকে, তবে মৃতধনির ভাগিনেয় গোলোকচন্দ্র বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী। কিন্তু যদি ঐ বংশ বাঙ্গলায় বাসমাত্র করিয়া মিথিলার লোকের সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং ঐ দেশের শাস্ত্র এবং আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে, তবে মিথিলার শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য রাজচন্দ্র ঐ বিষয়ে অধিকারী হইবে,” এবং এমত বিবেচনা করিয়া যে বিরোধীয় ভূমি বঙ্গদেশে স্থিত ও বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ পরিবার এইদেশে বাস করিয়াছে এবঞ্চ মিথিলা-দেশীয় শাস্ত্রের নিয়মাদি একাদিক্রমে পালন হয় নাই, নিম্ন আদালতের ডিক্রী স্থিরতর রাখিলেন। ২২ জানওয়ারি ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, (পৃ ৪৩)

শম্ভুচন্দ্র রায় প্রভৃতি—বনাম—গঙ্গাচরণ সেন।

৵০ কোন হিন্দু পৈতৃক বিষয় এবং এক ভগিনী ও ভগিনীর অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র আর দুই পিতৃব্যকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। সদরীয় পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে বিচার হইল যে ভগিনীর পুত্র (অর্থাৎ পিতার দৌহিত্র) পিতৃব্যদিগকে নিরাস করিয়া অধিকারী। ২৪ জুলাই ১৮৩৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৩৪—২৩৬।

পণ্ডিত নিজ ব্যবস্থায় আরো কহিয়াছেন যে—ঐ ভগিনী শ্রীমতীর যদি পুত্র নাও থাকিত, তথাপি যতদিবস তাহার পুত্র জনন সম্ভাবনা থাকে ততদিবস পর্য্যন্ত সে বিষয় দখলে রাখিতে অধিকারিণী *।

* ব্যবস্থার এই অংশ ভ্রমময়। ইহার উপর সদর আদালত যে বিবেচনা করিয়াছেন ও যাহা ২৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল তাহা দ্রষ্টব্য।

মাতুলের ধনাধিকারী হইয়া ভাগিনেয় মরিলে পর এই ভাগিনেয়ের পত্নী মাতাকে নিরাস করিয়া অধিকারিণী হইল। রামজয় গোস্বামী—বনাম—রামরাণী দেবী। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ৪৭।

ধনির নিধনকালীন পিত্রা প্রভৃতির দৌহিত্রদের জীবন বা গর্ভস্থিতি তাহাদের স্বত্বের কারণ, - যেহেতু বঙ্গদেশাদৃত জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এইমতই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে *। অতএব—

ধনিনিধনকালীনং পিত্রাদিদৌহিত্রাণাং জীবনং গর্ভস্থিতির্বা তেষাং স্বত্বকারণং, - বঙ্গদেশাদৃতজীমূতবাহন শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিভিরেবমেব ব্যবস্থাপিতত্বাৎ *। তেন—

ব্যবস্থা

৯৬ পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনির অথবা তৎপত্ন্যাদির) নিধন-কালীন জীবিত বা গর্ভস্থিত তাহারাই তদ্ধনাধিকারি*।

৯৬ ধনিনিধনকালীনাঃ (তৎপত্ন্যাদিনিধনকালীনা বা) জীবিতা গর্ভস্থিতা বা যে পিত্রাদিদৌহিত্রাস্তেষামেব তদ্ধনাধিকারঃ*।

তৎপরে জাতরা নয়—যেহেতু জীমূতবাহনাদির মধ্যে কোন নিবন্ধাই পিত্রাদির পরজাতদৌহিত্রের স্বত্ব স্বীকার করেন নাই।

নতু তৎপর জাতানাং।—জীমূতবাহনাদীনাং কেনাপি নিবন্ধ্রা ধনিনিধনোত্তরজাতানাং পিত্রাদি দৌহিত্রাণাং স্বত্বস্য নস্বীকৃতত্বাৎ।

রামমণি চৌধুরাণী—বনাম - হেমলতা চৌধুরাণী।

নজীর
৯৬ সংখ্যক ব্যবস্থা-বিষয়ক।

/০ রামমণি নিজ পিতার ও ভ্রাতার উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহাদের ত্যক্ত বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিলে তাহার দাবী ডিস্‌মিস্ হইল এই হেতুতে যে তাহার ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর তাহার মাতা মরিয়াছিল, এবং মাতার মৃত্যু-কালীন তাহার (অর্থাৎ রামমণির এক পুত্রও জীবিত ছিল না, (অপিচ অবশেষে মরে তাহার যে ভ্রাতা সে কোন পুরুষদায়াদকে এক দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল। ৬ জানওয়ারি ১৮৩৫ সাল,। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৩।

লক্ষ্মীপ্রিয়া—বনাম ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও জয়চন্দ্র চৌধুরী।

৵০ কীর্ত্তিচন্দ্র পিতার বিষয়াধিকারী হইয়া অবিবাহিত ও অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় মরিলে তাহার মাতা জয়দুর্গা তদ্ধনাধিকারিণী হয়েন, পরে ইনিও লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী সপত্নীকে এবং তৎকন্যা পূর্ণিমাকে ও কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র ভৈরবচন্দ্রকে রাখিয়া কালপ্রাপ্তা হয়েন। কীর্ত্তিচন্দ্রের ধনে নিজ স্বত্ব সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে লক্ষ্মীপ্রিয়া বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করে। মকদ্দমা দায়ের

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২ ও ৩। এল্. ইন্. সেক্. ৮৪, পৃ. ৪০।

থাকা কালীন পূর্ণিমার এক পুত্র হয়, এই পুত্রের নাম ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণিমা নিজ পক্ষে এবং নিজ শিশু ব্রজনাথের পক্ষে বিরোধীয় বস্তুতে আপনাদের স্বত্বের ওজর পেশ করে, কিছুকাল পরে পূর্ণিমার ঐ পুত্র কালপ্রাপ্ত হয়। ভৈরবচন্দ্র আপন জওয়াবে আর আর কথার মধ্যে এই এক ওজর করে যে রঙ্গপুরের কালেকট্টর আদালতের পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসান্তে এগত নিশ্চয় জানিয়া যে সে (অর্থাৎ ভৈরব) যথাশাস্ত্র দায়াদ (১), জিলার জজের মঞ্জুরিতে পুত্রের ধনাধিকারিণী জয়দুর্গার নাম খারিজে তাহার নাম দাখিল করেন।

এই মকদ্দমা মুরশিদাবাদের প্রবিনস্যাল্ কোর্টের জজ্ মেস্তর পি. ই. প্যাটন সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলে বাদিনী ঢাকাকোর্টের পণ্ডিত রাজচন্দ্র শর্ম্মার এক ব্যবস্থার নকল এবং ১৮১৮ সালের ২৭ মার্চ তারিখে লিখিত সদরদেওয়ানী আদালতের এক রুবকারি দর্শায়, এই রুবকারিতে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রাজেশ্বরীর মোকদ্দমা বিষয়ে উক্ত আদালতীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা আছে। মেস্তর প্যাটন সাহেব বিবেচনা করিলেন যে উক্ত মকদ্দমা বর্ত্তমান মকদ্দমার সহিত মিলে না, এবং বর্ত্তমান মোকদ্দমায় দত্ত জিলা আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থা প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিতের ব্যবস্থার পোষক। এতাবতা তিনি খরচা সমেত মকদ্দমা ডিস্মিস্ করিলেন। এবং যে ওজরে পূর্ণিমা দাবীদার হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য বিবেচনা হওয়াতে পূর্ণিমার দাবীদাবী নামঞ্জুর করিলেন। মুরসিদাবাদের পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক উক্ত বিচার হয়—প্রশংসিত পণ্ডিত যে উত্তর দেন তাহার মর্ম্ম এই যে "কীর্ত্তিচন্দ্রের মরণে তাহার যে বিষয় জয়দুর্গাকে অর্শিয়াছিল তাহাতে কীর্ত্তিচন্দ্রের বিমাতার (অর্থাৎ বাদিনীর) কোন স্বত্ত্ব নাই, এবং বৈমাত্রা ভগিনী পূর্ণিমারও অধিকার নাই। জয়দুর্গার মরণের পর পূর্ণিমা এক পুত্র প্রসব করিয়াছে বটে, এবং দায়ভাগে পরে জাতব্যক্তিদের অধিকার বোধক বচনও আছে বটে, কিন্তু নিবন্ধারা বলেন ঐ বচন পৈতামহ ধনবিষয়ক। উপরি উক্ত অবস্থায় জাত পিতৃ-দৌহিত্রের অধিকার বিষয়ক প্রমাণ না থাকাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ভৈরবচন্দ্র ধনাধিকারী (২)।

---

১ রঙ্গপুরের আদালতের পণ্ডিত বাবুরাম আপন উত্তরে স্বীকার করেন যে ভৈরবচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র বলিয়া স্বত্ববান্। ঐ পণ্ডিত আরো কহেন যে দায়শাস্ত্রের কোন বচনে ভগিনীর অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। এবং যে বচনে জননীর অধিকার পাওয়া যায় তাহাতে বিমাতার অধিকার অভিপ্রেত হয় নাই।

২ উক্ত পণ্ডিত এতৎ প্রমাণে দায়ভাগধৃত মনুবচনের উল্লেখ করেন। জীমূতবাহন কহেন—"মাতার রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে যদি পৈতৃক বিষয়ের বিভাগ হয় তবে বৃত্তিলোপ হইবে" তিনি মনুবচনের এই কএক পদ তুলিয়াছেন। এবং কোলব্রুক সাহেব তদনুবাদে "পৈতামহ ধনে বৃত্তিলোপ" লিখিয়াছেন (দ্রষ্টব্য কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১. পারা, ৪৫)। শ্রীকৃষ্ণ (তর্কালঙ্কার) কহেন যে "তাহারা পৈতামহ ধনের অংশে বঞ্চিত হইবে"। এতাবতা পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা শুদ্ধ বটে।

এই মীমাংসায় অসন্তুষ্টা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও তাহার দুহিতা পূর্ণিমা সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করিলে উক্ত আদালতের জজ্ মে. ওয়ালপোল সাহেব জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর আপীল (৩) ও কমলাকান্ত রায় প্রভৃতির খাস আপীলের আবেদন (৪) ও বিশেষতঃ উক্ত মকদ্দমাতে আদালতের পণ্ডিতগণের মত ও ব্যবস্থা বিবেচনা করিলেন, এবং ১৮২৭ সালের ২০ ও ২৮ নবেম্বর তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতীয় দুই রুবকারী ও কালীপ্রসাদ রায়ের আবেদনে পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দেন (৫) তৎপ্রতিও প্রবিধান করিলেন।

মে. ওয়ালপোল সাহেব বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দু-শাস্ত্রীয় আরো ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আদালতের পণ্ডিতকে প্রশ্ন করতঃ তাঁহার মত জানাইলেন, তদ্ যথা—“উপরি উক্ত অবস্থায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের দৌহিত্র ব্রজনাথ নিজ মাতামহের শ্রাদ্ধাদি করিতে অধিকারী, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ভৈরব নয়। অতএব কৃষ্ণচন্দ্রের যে ধন তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রকে ও তৎপরে তন্মাতা জয়দুর্গাকে অর্শিয়াছিল তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ দৌহিত্র অধিকারী। এবং ঐ দৌহিত্রের যে সকল ভ্রাতা পরে জন্মিবে তাহারাও সমান রূপে অধিকারি হইবে। যদি পিতৃব্য-পুত্র ও পিতৃ-দৌহিত্র সম-কালীন বিদ্যমান হয়, তবে পিতৃব্যপুত্র অধিকারী হইবে না। কিন্তু যদি জয়দুর্গার মরণকালে কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃদৌহিত্র না থাকে অথবা গর্ব্ভস্থও না হইয়া থাকে তবে তাহার (অর্থাৎ কীর্ত্তিচন্দ্রের) ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর বলিয়া ধনাধিকারিণী হইবে (৫)।

১৮৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুওরি তারিখে এই ব্যবস্থা বিবেচিত হয়। রেস্প-ণ্ডেন্টের উকিলেরা ওজর উপস্থিত করিলেন যে “প্রথমতঃ—রেস্পণ্ডেন্ট নিজ পিতৃব্যপুত্রের মরণে বিষয়াধিকারী হয়; দ্বিতীয়তঃ—ব্রজনাথ কাল প্রাপ্ত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ—পূর্ণিমা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা হওয়াতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ও পুত্রের ধনে অনধিকারিণী; চতুর্থতঃ—পূর্ণিমা দ্বিতীয় বার বিবাহিতা অর্থাৎ এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হওয়ার পরে সে অন্যকে বিবাহ করিয়াছে, অতএব তাহার নিজে কোন স্বত্ব নাই এবং এমত বিবাহে উৎপন্ন পুত্রও স্বত্ববান্ নয়, ও সে শ্রাদ্ধাদি করিতে অনধিকারী”। মে. ওয়ালপোল সাহেব পণ্ডিতের স্থানে আরো মত জিজ্ঞাসা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, যে ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এই যে—/০ ব্রজনাথের যদি পুত্র সন্তান ও পিতা না থাকে, তবে তাহার মাতা তদ্ধনাধিকারিণী। ৵০ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে সে অধিকারী নয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐ রোগ অধিকারের বাধক নয়। ৶০ পূর্ণিমা যদি এক ব্যক্তিকে বাগ্দত্তা হইয়া

(৩) দ্রষ্টব্য—মকদ্দমা নং ১৫, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৪২—৪৩।

(৪) ইহা পরে প্রকটিত হইল।

(৫) সদরীয় পণ্ডিতদিগের এই ব্যবস্থা ভ্রমময়,—ইহা ৭ সংখ্যক নোটে সুত সুপ্রীম্ কোর্টের পণ্ডিতের ব্যবস্থা পাঠে এবং পরেলিখিত বিবেচনা প্রভৃতি দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

অন্য ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া থাকে, এবং এই ব্যক্তির ঔরসে ও তাহার গর্ভে যদি পুত্র জন্মিয়া থাকে তথাপি (যেমত পূর্ব্ব ব্যবস্থায় কহিয়াছি) কীর্ত্তিচন্দ্রের ত্যক্ত ধনে তাহার অধিকার হইবে (৬)।

রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কারের কৃত ব্যবস্থা প্রদর্শিত হয়, ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম যথা—"কীর্ত্তিচন্দ্রের বিমাতা ও বৈমাত্রা ভগিনী, ও পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বিদ্যমান, তাহাতে ঐ পিতৃব্য-পুত্রই অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডরূপে পিতৃব্যপুত্রের মাতার মরণে তদ্ধনাধিকারী। যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে বাগ্দান করার পর অন্য ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তবে ঐ কন্যা অব্যবহার্য্যা, সুতরাং তাহার পুত্র-ও ঐ রূপ। সে মাতুলাদিকে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারে না। কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অথচ অকৃত-প্রায়শ্চিত্তা নারী এবং তদবস্থায় তাহার গর্ভজাত পুত্র অব্যবহার্য্য, তন্মধ্যে কেহই শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে না, বিষয়াধিকারীও হইতে পারে না। পিতৃ-দৌহিত্রের সম্ভাবিত স্বত্ব (তাৎকালিক বিদ্যমান) দায়াদের স্বত্বের বাধক নয়। যাঁহারা বৃত্তিলোপ বিষয়ক মনুবচনের অর্থ করিয়াছেন তাঁহাদেরমতে ঐ বচন পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষীয় ধনবিষয়ক।

মে. ওয়ালপোল সাহেব ব্রজনাথের পিতা ও মাতার মধ্যে কাহার অগ্রে অধিকার এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা আদালতের পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নেতে পূর্ণিমাকে তখন সম্ভাবিত-পুত্রা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তাহাতে পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দিলেন তাহার মর্ম্ম যথা—"যেহেতু পূর্ণিমার এখনও পুত্র প্রসব করিবার আশা আছে, অতএব তাহার মৃত পুত্রের যে ভ্রাতা বা ভ্রাতারা জন্মিতে পারে তাহাদের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে, নচেৎ তাহাদের স্বত্ব রক্ষা হইতে পারে না; বস্তুত, যে পর্য্যন্ত ব্রজনাথের ভ্রাতা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে সে পর্য্যন্ত ব্রজনাথের স্বত্বের সাধ্য অনিশ্চিত *।

১৩ জুন তারিখে মে. ওয়ালপোল সাহেব পুনর্ব্বার এই মোকদ্দমা বিবেচনা করিয়া আদেশ করিলেন যে কালীপ্রসাদ রায়ের মকদ্দমায় জিলা আদালতের পণ্ডিতের ও কলিকাতা কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা দরপেশ করা হয় (৭)।

---

(৬)—সদরীয় পণ্ডিতের এই ব্যবস্থাটীও অযথার্থ,—পরে লিখিত বিবেচনা পাঠে এবং পরে প্রকটিত ৫৩২ সংখ্যার নং মকদ্দমাতে ঐ পণ্ডিতের দত্ত যথার্থ ব্যবস্থা দৃষ্টে এই ব্যবস্থার ও ৫নং নোটে উল্লিখিত ব্যবস্থার দোষ জানাযাইবে।

* এই ব্যবস্থাও অযথার্থ, যথা পরে লিখিত বিবেচনাসকল পাঠে প্রকাশ পাইবে।

(৭) কালীপ্রসাদের ভ্রাতৃপুত্র পার্ব্বতীচরণ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার মরাতে তাহার পিতামহী রামমণি দেবী তদ্ধনাধিকারিণী হয়। তাহার মরণকালে পার্ব্বতী চরণের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ও পিতৃব্য কালীপ্রসাদ রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় বর্ত্তমান। শ্যামাসুন্দরী

পরে ১৫ আগষ্ট তারিখে রেস্পাণ্ডেণ্ট সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত কালীকান্তের ও রামজয়ের লিখিত ব্যবস্থা মকদ্দমার কাগজের সহিত দাখিল করাইলেক। ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম যথা—"কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী জয়দুর্গার মরণে তাহার (অর্থাৎ কীর্ত্তিচন্দ্রের) পিতৃব্যপুত্র ভৈরবচন্দ্র তত্যক্তধনাধিকারী। ভগিনী সম্ভাবিত-পুত্রা হইলেও ধনাধিকারিণী নয় (৮)"।

২৯ আগষ্ট তারিখে মকদ্দমার মিসিল হইল। গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করিল যে তাহার মৃত পুত্র ব্রজনাথ জয়দুর্গার মরণের পর জন্মিয়াছে। এবং তাহার পত্নীর (অর্থাৎ পুর্ণিমার) গর্ভজাত কেবল এক কন্যা আছে। মে. ওয়ালপোল সাহেব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত বহাল রাখিয়া মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন এবং এইরূপ নিষ্পত্তির প্রতি যে২ কারণ লিখিয়াছেন

যদি পুত্র প্রসব করে তবে পার্ব্বতীচরণের পিতামহীর ত্যক্ত সংক্রান্ত বিষয় ঐ পুত্রকে অর্শিবে কি না? যদি অর্শে, তবে যাবৎ উক্ত ভগিনীর ঐ পুত্র না জন্মে ততকাল ঐ বিষয় কাহার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে,—(পার্ব্বতীচরণের) ভগিনীর হস্তে, অথবা তৎপিতৃব্যদিগের হস্তে,—যদি পিতৃব্যদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তবে তাহার খাতিরজমা লওয়া আবশ্যক করে কি না?—মকদ্দমার এইরূপ অবস্থা বর্ণিত হইলে, উক্ত আদালতের পণ্ডিত রামতনু শর্ম্মা ও বৈদ্যনাথ মিশ্র যে ব্যবস্থা দেন তাহার মর্ম্ম এই যে—"(পার্ব্বতীচরণ) পিতৃধনাধিকারী হইয়া মরিলে তাহার পিতামহী (রামমণি) উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়, রামমণির মরণেও এইরূপ নিয়ম চলিবে। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে জাত পার্ব্বতীর পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব হইবে না, কারণ পিতামহীর পূর্ব্বে পিতামহ অধিকারী, পিতামহের পূর্ব্বে পিতৃদৌহিত্র অধিকারী, অতএব পিতামহী উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধনাধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহাতে পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব হইবেক এমত শাস্ত্র নাই"।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টিকা ও বিবাদভঙ্গার্ণব ও দায়ক্রমসংগ্রহ হইতে যে প্রমাণ উল্লিখিত হয়, তাহাতে প্রকাশ যে অধিকারিশৃঙ্খলায় পিতামহের পূর্ব্বে ও ভ্রাতুষ্পৌত্রের পরে পিতৃদৌহিত্র পরিগণিত হইয়াছে।

(৮) এই মতের পোষকতায় যে যে কারণ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় তদ্ যথা—১ স্ত্রীলোকের মধ্যে পত্নী, দুহিতা, জননী ও পিতামহী এই কএক জনই কেবল অধিকারিণী, বলিয়া গণিতা, অতএব বিমাতা ও ভগিনী অধিকারিণী নয়। ২ মাতুলের মৃত্যুর পরে জাত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্বত্ব জনন কারণদ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই, বিশেষ বচনেও ব্যবস্থাপিত হয় নাই। মনুর যে বচনে বৃত্তিলোপ বিগর্হিত উক্ত হইয়াছে তাহা পৈতামহধনে বিভক্তজের সম বিভাগ বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ও আর আর গ্রন্থকর্ত্তার মতে পূর্ব্বস্বামির নিধন কালীন উত্তরাধিকারির জীবন আবশ্যক। মৃত ধনির ত্যক্ত অনধিকৃত বিষয় বিষয়ক শাস্ত্র নাই, কারণ তাহা হইলে তাহা অস্বামিক ধনের ন্যায় হইবেক, অতএব পূর্ব্বস্বামির নিধন কালীন বর্ত্তমান এবং উপকারি যে দায়াদ তাহারই স্বত্ব সাব্যস্ত, এই স্বত্বের নাশক শাস্ত্রীয়কারণাভাব। পাতিত্য, আশ্রমান্তরগমন উপরত, স্পৃহা, দান-বিক্রয়, ও পরাজয়, শাস্ত্রে এই সকল স্বত্ব নাশক কারণ কথিত হইয়াছে। দায়ভাগলিখিত ব্যবস্থা যথা, পিতৃনিধনকালীন পুত্রের জীবনই তৎ-স্বত্বের প্রতি কারণ (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১. পারা. ২৫) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ভাগটীকাতে লিখিয়াছেন—"কিন্তু পিতার স্বত্ব থাকিতে পুত্রের স্বত্ব নাই, যেহেতু পিতার স্বত্বনাশক কারণ পুত্রের স্বত্বের সহকারি হওয়া চাই। পরে তিনি মৃত্যু, পাতিত্য এবং স্বত্ব নাশের আর আর কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

তদ্ যথা—রামতনু বিদ্যাবাগীশ ও বর্ত্তমান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র কর্ত্তৃক কালী-প্রসাদ রায়ের মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থা এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতের দুই ব্যবস্থা, ও জিলা কোর্টের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা এবং বর্ত্তমান মকদ্দমায় কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলাম, এই সকলদ্বারা প্রকাশ যে মাতুলের মরণ কালীন—অথবা তন্মাতা তদ্ধনাধি-কারিণী হইলে তাঁহার মরণ কালীন—পিতৃদৌহিত্র বিদ্যমান থাকিলে তবে তাহার স্বত্ব জন্মিবে। ব্রজনাথ জয়দুর্গার মরণের পর জন্মিয়াছে অতএব তাহার স্বত্ব কই যে তাহা অন্যকে অর্শিবে, ঐ ব্রজনাথের কিম্বা তাহার মাতার কোন স্বত্ব হয় নাই। জয়দুর্গার মরণ মাত্রেই ভৈরবচন্দ্র তাহার পুত্রের উত্তরাধি-কারীরূপে বিরোধীয় বিষয়ে অধিকারী। লক্ষ্মীপ্রিয়া—বনাম—ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও জয়চন্দ্র চৌধুরী। ২৯ আগষ্ট ১৮৩৩ সাল। মকদ্দমা নং ১০৫। স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩১৫ – ৩২১।

বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতৃব্যপুত্র ও পিতৃদৌহিত্র থাকিলে পিতৃ-দৌহিত্রই অধিকারী। কিন্তু ধনির স্বত্ব ধ্বংসকালীন পিতৃদৌহিত্রের গর্ভাধান না হইলে ভাবি দৌহিত্রের জননাপেক্ষায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। আদালতের তলব মতে কএক জন পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা ও তলব বিনা প্রাপ্ত কএক ব্যবস্থাক্রমে অথচ আদালতের তলব মতে প্রাপ্ত কএক ব্যবস্থার বিপরীতে এই নিষ্পত্তি হয়। শেষোক্ত কএক ব্যবস্থার মধ্যে সদর দেওয়ানী আদা-লতের পণ্ডিতের ব্যবস্থাও আছে। (উক্ত মকদ্দমার রিপোর্টের মার্জ্জিনে লিখিত নোট)।

এই নোটে উপরি বিচার্য্য বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থমত লিখিত হইয়াছে। এবং বিষ্ণুপ্রসাদ বসুর বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমাতে* আর নবকৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে নীরজাময়ীর মকদ্দমাতে কৃত নিষ্পত্তিদ্বারা † ইহা পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ গঙ্গাচরণ সেনের বিরুদ্ধে শম্ভুচন্দ্র সেনের মকদ্দমাতে সদর আদালত যে বিবেচনা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা ইহা আরো পোষকতা প্রাপ্ত হই-য়াছে। ঐ বিবেচনা যথা।

বিবেচনা "এই মকদ্দমার বৃত্তান্ত যথোচিত বিস্তৃতরূপে লিখিত হয় নাই। ইহার খোলাসা সদর-রিপোর্টের ৫ বালামের ৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৫ নং মকদ্দমার নোট দ্রষ্টব্য। এই মকদ্দমার যে তকরার তাহা পুনর্ব্বার উত্থিত হইলে, ও তাহার বিচার করিতে হইলে ৫ বালামের ১৫, ২০ ও ১০৫ নং মকদ্দমার প্রতি যত্নপূর্ব্বক প্রণিধান কর্ত্তব্য। দৃষ্ট হইবে যে প্রামাণিক বচনাদির ও নজীর সকলের অধি-কাংশ একক্ষণে কৃত নিষ্পত্তির পোষক অর্থাৎ তাহাতে পিতৃদৌহিত্রের অধি-কারের এই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মাতুলের (অথবা মাতামহীর) মরণ কালীন যদি সে জীবিত থাকে তবে ধনির পিতৃব্যগণকে নিরাসপূর্ব্বক অধিকারী

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭।

† ৯৬ সংখ্যক ব্যবস্থার শেষ নজীর দ্রষ্টব্য।

হইবে। মৃত ধনির অন্তঃস্বত্বাবিত্ত পুত্রা ভগিনী থাকিলে পুত্রের ভবিষ্যৎ জন্মাপেক্ষায় তৎকালীন জীবিত দায়াদগণের স্বত্ব স্থগিত থাকিতে পারে কি না এবিষয় অদ্যাপি সন্দেহস্থল *। সদর আদালতের রিপোর্টের ৫ বালামে প্রকটিত ১০৫ নং মকদ্দমার মার্জিনের নোটে বর্ণিত হইয়াছে যে অধিকার জন্মিবার কালে (অর্থাৎ মাতুলের মরণ কালে) গর্ভস্থ নয় যে পিতৃদৌহিত্র তাহার ভবিষ্যৎ জন্মের অপেক্ষায় স্বত্ব স্থগিত থাকিতে পারে না। এই বিচার আদালতের তলবমতে প্রাপ্ত কএকজন পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে এবং বিনা তলবে প্রাপ্ত আর ২ পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে অথচ আদালতের তলবমতে দত্ত কএক ব্যবস্থার বিপরীতে নিষ্পন্ন হয়। শেষোক্ত ব্যবস্থা কএকের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের বর্ত্তমান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রের ব্যবস্থাও আছে। ইহা বিবেচ্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র বরাবর এক রূপ মত দেন নাই, যথা ৫ বালামের ১৫ নং মকদ্দমার নোট দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে তিনি এমত সকল মত দিয়াছেন যাহা পরস্পর বিপরীত। এবং ঐ সকল বিপরীত মত সমন্বয়ের নিমিত্তে আদালত তলব করিলে তিনি আপন উত্তরে যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে তিনি যে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন এমত বলা যাইতে পারে না। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৩৬ ও ২৩৭।

আলমচন্দ্র ধর বনাম বিজয়গোবিন্দ বড়াল প্রভৃতি।

৶০ জিলা মুরসিদাবাদ নিবাসী কীর্ত্তিচন্দ্র নামক জমিদার মহানন্দ ও পরমানন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া এবং আনন্দময়ী, সানন্দময়ী ও পরমানন্দময়ী নাম্নী তিন কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন, তাঁহার মরণে তাঁহার দুই পুত্র বিষয়াধিকারি হইল। পরমানন্দ অবিবাহিত মরাতে তাবৎ বিষয় মহানন্দকে অর্শিল। মহানন্দ এক পত্নী রাখিয়া মরিলে এই পত্নী বিষয়াধিকারিণী হইল। অনন্তর এই পত্নীও মরিল। ইহার মরণ কালীন তৎপতির দত্তা ভগিনী আনন্দময়ী ও সানন্দময়ী এবং আনন্দময়ীর পাঁচ পুত্র ও সানন্দময়ীর দুই পুত্র এবং অবি-

* আরো অনুসন্ধান করিলে অবগতি হইত যে এমত গ্রন্থকর্ত্তা বা টীকাকর্ত্তা বিরল যৎকর্ত্তৃক এমত কথিত হইয়াছে যে মাতুলের (অথবা তদুত্তরাধিকারিণী মাতুলানী প্রভৃতির) মরণকালীন পিতৃদৌহিত্র বিদ্যমান না থাকিলেও তাহার স্বত্ব হইবে, এবং মন্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তা ও টীকাকর্ত্তাদের মতাবলম্বি, কেবল অত্যল্প পণ্ডিত উক্ত মতের অর্থাৎ দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন, দায়শাস্ত্রের সাধারণ বিধি এই যে কোন অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী ধনির মরণকালীন গর্ভস্থিত না হইলে তাহার ভবিষ্যৎ জন্মের প্রত্যাশায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিবে না। উক্ত বিধি এমত মান্য, যে সদরের বর্ত্তমান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র যিনি উপরি উক্ত এবং আর কএক মকদ্দমায় এমত মত দিয়াছেন যে ভাবি পিতৃদৌহিত্রের নিমিত্তে প্রতিবন্ধক রূপে ভগিনী ধনাধিকার করিবে তিনিও উক্ত অমান্য করিতে পারেন নাই—যথা করুণাময়ীর মকদ্দমায় তাঁহার দত্ত প্রথম ব্যবস্থা পাঠে দৃষ্ট হইবে।

বাহিতা পরমানন্দময়ী বর্ত্তমানা ছিল। অনন্তর আনন্দময়ীর স্বামির মৃত্যু হয়, ও সানন্দময়ী দুর্গাদাস ধর নামক আর এক পুত্র প্রসব করে।

জিলা বীরভূম ও মুরসিদাবাদ ও নদিয়ার পণ্ডিতদিগকে মুরসিদাবাদের জজ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন যে বর্ণিত অবস্থায় মহানন্দের মৃত্যু কালীন তাহার যে সাত ভাগিনেয় জীবিত ছিল তাহারাই মহানন্দের পত্নীর মৃত্যুর পর মাতুলের বিষয়াধিকারি, সানন্দময়ীর যে পুত্র পরে জন্মিয়াছে সে ঐ বিষয় ভাগী নহে। উক্ত জজ এই ব্যবস্থানুসারে এবং নজীরের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক সানন্দময়ীর পরে জাত পুত্রের দাবী ডিস্‌মিস করিলেন।

আপীলে সদর দেওয়ানী আদালত নিজ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—১. মহানন্দের ও তৎপত্নী দ্রবময়ীর ত্যক্ত ধনে তাহাদের মরণের পরে সানন্দময়ীর গর্ভেজাত পুত্র নিজ ভ্রাতাগণের ও মাসতুতো ভ্রাতাদিগের সহিত সমান ভাগী কি না? এবং সানন্দময়ীর যদি আরো পুত্র জন্মে তবে তাহারাও ঐ বিষয়ের ভাগি হইবে কি না? ২. এই সকল বিষয়ে বঙ্গদেশে ও উড়িস্যা-দেশে প্রচলিত যে শাস্ত্রসকল তাহা একই রূপ কি ভিন্ন রূপ? ৩. মহানন্দের ও তাহার পত্নীর মৃত্যুর পর আনন্দময়ীর পাঁচ পুত্রের এবং সানন্দময়ীর দুই পুত্রের অধিকার বিষয়ক যদি এক ডিক্রী হইয়া থাকে এবং ঐ ডিক্রী জারীতে যদি তাহারা আপন ২ অংশ দখল পাইয়া থাকে, তবে ঐ ডিক্রী ও তাহার জারী সানন্দময়ীর পশ্চাজ্জাত পুত্রগণের দাওয়ার বাধক হইবে কি না?

পণ্ডিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে উপরি উক্ত অবস্থায় মহানন্দ ও তৎপত্নীর মৃত্যুর পর সানন্দময়ীর যে পুত্র জন্মিয়াছে সে প্রথমে বক্ষ্যমাণ প্রমাণানুসারে নিজ সহোদর ও মাসতুতো ভাইদিগের সহিত সমভাগী, কিন্তু তৎপরে বক্ষ্যমাণ আর ২ প্রমাণানুসারে ঐ পুত্র অধিকারি নয়।

প্রমাণ —

১ মনু—"যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি জন্মেনাই, এবং যাহারা যথার্থতঃ গর্ভে আছে, সকলেই বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে; বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম। দ্রষ্টব্য—কোল দা ভা. চা. ১, পারা. ৪৫।

২. শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কৃত দায়ভাগটীকা "উপরি উক্ত বচনে 'বৃত্তিলোপ' পদের অর্থ এই যে পৈতামহ ধনে পৌত্রগণের বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম"।

৩ বিবাদ ভঙ্গার্ণব "উপরি উক্ত মনুবচনে যে বৃত্তি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পৈতামহ ধন বিষয়ক"।

পণ্ডিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে শঙ্কর বাজপেয়ী এবং উদয়কর বাজপেয়ীর প্রণীত গ্রন্থ উড়িস্যা দেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ, আমি ঐ গ্রন্থের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কথনো প্রাপ্ত হইতে পারি নাই; অতএব আমি উক্ত বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কোন উত্তর দিতে পারি না। উক্ত পণ্ডিত আরো

কহিলেন যে মিতাক্ষরা উড়িস্যা দেশে চলিত, অতএব বঙ্গদেশে মিতাক্ষরা চলিত না থাকাতে উড়িস্যা ও বঙ্গ দেশীয় শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ আছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। "তৃতীয় প্রশ্নে লিখিত অবস্থায় ডিক্রী ও ডিক্রী জারীর পরে জাত পুত্রের দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে রাজ-কর্ত্তৃক অন্য সাত জন ভাগির অধিকার পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। মূল ধনির অর্থাৎ মহানন্দের পিতার যে দৌহিত্র ঐ মহানন্দের ও তৎপত্নীর মৃত্যুর পর জন্মিয়াছে ঐ ধনের ভাগি হইতে তাহার দাওয়া নাই।

প্রমাণ—

মনু—১ "একবারই অংশ হয়, একবারই কন্যা দত্তা হয়, একবারই মনুষ্যে কহে "দিলাম", এই তিন কর্ম্ম সৎলোকে একবার মাত্রই করিয়া থাকে *।

বিবাদ ভঙ্গার্ণবে এবং আর ২ গ্রন্থে ধৃত নারদবচন—২. প্রজা রাজার শাসনাধীন, রাজা প্রজাকে আজ্ঞা করিতে ক্ষমবান্ * ।

শ্রীযুক্ত ইসমিথ সাহেবের নিকট মকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে তিনি পণ্ডিতকে সদর আদালতের রিপোর্টের ১ বালামের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রামদুলাল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণা প্রভৃতির মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার সহিত নিজ ব্যবস্থার সমন্বয় করিতে কহিলেন, এবং আদেশ করিলেন যে শম্ভুকর বাজপেয়ীর ও উদয়কর বাজপেয়ীর গ্রন্থ যদি পাওয়া যায় তবে তাহা দৃষ্টি পূর্ব্বক আর এক ব্যবস্থা দেন, ইহাতে উক্ত পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে উল্লিখিত গ্রন্থ পাওয়া গেল না, কিন্তু উক্ত মকদ্দমায় আর কোন ব্যবস্থা দিলেন না।

পণ্ডিতের উত্তর শ্রবণের পূর্ব্বে মে. ইসমিথ সাহেব আদালত ত্যাগ করিলেন, পরে এই মকদ্দমা শ্রীযুক্ত রাটে সাহেবের সমীপে পেশ হইলে তিনি নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন।

আপীলান্টের তজবিজ সানির দরখাস্তের মঞ্জুরীর হুকুম দেওনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাটে সাহেব পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রকে বর্ত্তমান মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার এবং রামদুলাল পাঁড়ে প্রভৃতির বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণার মকদ্দমায়, ও জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর সমন্বয় করিতে কহিলেন, এবং তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল যে উক্ত মকদ্দমায় আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমায় তাঁহার লিখিত ব্যবস্থার সহিত মিলে না, অপিচ বর্ত্তমান মকদ্দমায় তাঁহার নিজের লিখিত ও বাচনিক মত এবং জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর মকদ্দমায় তাঁহার লিখিত মত পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। ইহাতে পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন তাহা সন্তোষ জনক না হওয়াতে মে. রাটে সাহেব

* [illegible] বচন এস্থলে প্রযুজ্য নয়। যে স্থলে বিভাগ ধর্ম্মতঃ হয় সেই স্থলেই প্রথম প্রমাণ খাটে (কুল্লুক ভট্টের মনুটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে স্থলে বিভাগ অধর্ম্মতঃ হইয়, [illegible] সে স্থলে অবশ্যই পুনর্ব্বার বিভাগ হইবে যথা বিভক্তজ স্থলে হইয়া থাকে। বিবাদ-ভঙ্গার্ণবের বিভাগপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কোর্টের পণ্ডিতের প্রতি মে. ইস্‌মিথ সাহেবের কৃত প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্তে আগরার সদর আদালতের পণ্ডিতের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

"উক্ত আদালতের পণ্ডিতের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মে. রাট্‌রে সাহেব এক মিনিট লিখিলেন, তাহার শেষ ভাগ এই যে "১৮৪০ সালের ১৬ জুলাই তারিখে তজবিজ সানির দরখাস্ত আমাকর্ত্তৃক পঠিত হইলে এই আদালতের পণ্ডিতকে উপরি উক্ত মত বৈলক্ষণ্য সকল সমন্বয় করিতে বলাযায়, এবং আগরার সদর আদালতের পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা দানের নিমিত্তে বিচার্য্য প্রশ্ন প্রেরণ করাযায়। এই পণ্ডিত এখানকার পণ্ডিতের দত্ত মতের এবং মিসিলে দাখিল আর২ ব্যবস্থার পোষকতায় মত দেওয়াতে, এবং আমি অনুসন্ধানে যে২ নজীর প্রাপ্ত হইলাম তাহা বহাল হওয়া নিষ্পত্তির পোষক হওয়াতে এই মাসের ৮ তারিখে (তজবিজ সানির) দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছি। অতএব দুর্গাদাস ভ্রাতাগণের সহিত সমভাগী হওনের যে দাওয়া করিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য, * কিন্তু এই বিচার করণকালীন আমি এত পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি পড়িয়াছি ও তাহাতে এত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রকাশ্য প্রশ্নের উপর সামান্যতঃ এত বিরুদ্ধ মত উত্থাপিত হইয়াছে যে মকদ্দমা আর এক হাকিমের রায়ের নিমিত্তে পাঠান যুক্তি যুক্ত বিবেচিত হইল।

সদর আদালতের রিপোর্টের প্রথম বালমের ৩৭ ও ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত এবং পঞ্চম বালমের ৪২ ও ৫৫ ও ৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত মকদ্দমা সকল বিবেচনাপূর্ব্বক মে. রাট্‌রে সাহেব নিজ মন্তব্য কথা লিখিয়া মিনিট্ প্রস্তুত করিলেন।

অনন্তর এই মকদ্দমা শ্রীযুত টকর সাহেব ও রাড্ সাহেবের এজলাসে পেশ হইলে তাঁহারা একত্র বিবেচনা করিলেন, যথা—যেহেতু এই মকদ্দমার বিচারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাট্‌রে সাহেব ইহার তজবীজ সানি নামঞ্জুর করিয়াছেন, অতএব অন্য জজ তাঁহা মঞ্জুর করিতে পারে না। ইহাতে শ্রীযুক্ত রাট্‌রে সাহেব চূড়ান্ত রূপে তজবীজ সানি নামঞ্জুর করিয়া চূড়ান্তরূপে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন *। ২৬ মার্চ ১৮৩৮ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৫২৪।

বিবেচনা।—মাতুলের মৃত্যুর পরে জাত ভাগিনেয় পিতৃদৌহিত্র বলিয়া সংক্রান্তধনে অধিকারী কি না এবিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বিভিন্ন মত

---

* এই নিষ্পত্তি যথার্থ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা যে কারণে হইয়াছে তাহা যথার্থ নয়, কেননা মাতুলের মরণকালে গর্ভস্থ নয় কিন্তু তৎপরে জাত পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব যদি শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইত, তবে আদালতের যে নিষ্পত্তিপত্রে মাতুলের মরণকালীন বর্ত্তমান ভাগিনেয়দের ভাগ নির্ণয় করিয়া দেওয়া হয়, তাহা ঐ প্রকারে জাত ভাগিনেয়র স্বত্বের হানিজনক হইতে পারিত না, যথা,—উক্ত রূপ বিভাগনির্ণায়ক নিষ্পত্তি যদি পৈতামহ ধনবিষয়ে হইত তবে তাহাতে বিভক্তজের স্বত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ হওয়াতে, এবং ঐ বিভক্তজ পূর্ব্বে বিভাগকারি ভ্রাতাদের স্থানে সমভাগ পাইতে যথাশাস্ত্র অধিকারী হওয়াতে উক্তরূপ নিষ্পত্তি ভ্রমমূলক অথবা অশাস্ত্রীয় বলিয়া অকর্ম্মণ্য হইত। অতএব উক্ত নিষ্পত্তি বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়শাস্ত্রসম্মত সাধারণ কারণ মূলক হওয়া উচিত ছিল, তাহা এই যে মাতুলের (অথবা তৎস্ত্রী উত্তরাধিকারিণীর) মরণ কালীন বর্ত্তমান পিতৃদৌহিত্রেরা পূর্ব্বে বিভাগ করিয়া লইয়া থাকুক না থাকুক তৎপরে জাতপিতৃদৌহিত্র ঐ ধনে অধিকারী ও ভাগী নয়।

আছে যথা মে. রাটে সাহেবের মিনিটে উল্লিখিত মকদ্দমা সকল এবং ইহার পরে ধৃত ও ১৮৩৮ সালের ২৪ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন গঙ্গাচরণ সেনের বিরুদ্ধে শম্ভুচন্দ্র রায়ের মকদ্দমা দৃষ্টি করিলে প্রকাশ পাইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় আপিলান্ট যে শিশুর পক্ষে দাওয়া করে তাহার জন্মের পূর্ব্বে মাতুলের মরণ কালীন বিদ্যমান পিতৃদৌহিত্রগণের অংশ আদালতের বিচারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই অবস্থা প্রযুক্তই আদালতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। (২৪৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য)

বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব-কারণ নির্ণয় বিষয়ে জীমূতবাহন যে মত স্থির করিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদি যদনুগামী হইয়াছেন তদনুসারে সকল নব্যপণ্ডিতই প্রায় ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদতিক্রমে কেবল অত্যল্প সংখ্যক পণ্ডিত অর্থাৎ শোভারাম শর্ম্মা, বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা ও চতুর্ভুজ শর্ম্মা কহিয়াছেন যে— অবিবাহিতাবস্থায় মৃত মাতুলকে অর্শিয়াছিল যে পিতৃধন তাহাতে (উপযুক্ত কালে বিবাহিতা) সহোদরা ভগিনীর গর্ভে জাত এবং অজাত পুত্র অধিকারি হইবে (১)। দুই বা তিন পণ্ডিত মত দিয়াছেন যে—পত্নী বা অন্য নারী যদি মৃত ধনির উত্তরাধিকারিণী হয় তবে তাহার মরণকালে জীবিত আর তৎপরে জাত উভয়রূপ পিতৃদৌহিত্রকেই সমানরূপে বিষয় অর্শে. এবং তৎপরে যদি এক বা অনেক ভাগিনেয় জন্মে তবে তাহারাও উক্ত জীবিত ভাগিনেয়দের সহিত সমভাগি হইবে (২)। এবং বৈদ্যনাথ মিশ্র কহিয়াছেন—"যাহারা জাত এবং যাহারা (অদ্যাপি) জাত হয় নাই. ও যাহারা গর্ভে আছে, সকলেই বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম"—এই মনু বচনানুসারে, মাতুলের মরণের পরে জাত পিতৃদৌহিত্র মাতুলের মরণকালীন জীবিত ভাগিনেয়দের অর্থাৎ ভ্রাতা ও মাতৃস্বসার পুত্রদের সহিত সমভাগি হইবেক; কিন্তু অন্যান্য মতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত দায়ভাগটীকার মতে ও বিবাদ ভঙ্গার্ণবের মতে পরে জাত ভাগিনেয় বিষয়ভাগী হইবে না. উক্ত টীকাতে লিখিত আছে যে উক্ত বচনস্থ বৃত্তিপদে পৈতামহধন বুঝায়, তাহাতে পৌত্রের ভাগ লোপ করা গর্হিত কর্ম্ম। বিবাদ ভঙ্গার্ণবে কথিত হইয়াছে যে উক্ত মনুবচনে ব্যবহৃত বৃত্তি পদে ক্রমাগত পৈতামহ ধন বোধ্য (৩)। ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর, তদ্দ্বারা ধনির ও তৎপিতৃদৌহিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ জন্মে। যদি ধনির মরণকালে ভাগিনেয় না থাকে তথাপি (যেহেতু পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব অন্যরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে না) ঐ ভগিনী ধনাধিকার করিতে অধিকারিণী, এবং পুত্র উৎপাদনকাল পর্য্যন্ত তাহা নিজাধিকারে রাখিতে যোগ্যা। ভগিনীর এই অধিকার পত্নী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন রূপে মৃতধনির দুহিতার অধিকারের ন্যায় (৪)। যদি ভগিনীর পুত্রের মৃত্যু

---

(১) স দে. আ. রি. বা. ৫. পৃ. ৫৫।

(২) স. দে. আ. রি. বা. ১ পৃ. ৩২৩ ও ৩২৭; তথা বা. ৫ পৃ. ৪৫ ও ৩১৮।

(৩) স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ২২৫।

(৪) স. দে. আ. রি. বা. ৫. পৃ. ৯৫।

হয় ও ভগিনীর অদ্যকও পুত্র উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ মৃত-পুত্রের অবিদ্যমান ভ্রাতা বা ভ্রাতাদের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে যেহেতু তদ্ব্যতীত তাহাদের স্বত্ব রক্ষার উপায় নাই (৫)। যদি মৃত ধনির ভগিনীর পুত্র নাও থাকে তথাপি ঐ ভগিনীর যত কাল পুত্র জনন সম্ভাবনা থাকে তত কাল সে ঐ বিষয় অধিকার করিতে অধিকারিণী (৬)। যদি ধনির মৃত্যুকালীন পিতৃদৌহিত্র না জন্মিয়াথাকে কিম্বা গর্ভস্থও না হইয়া থাকে তবে ঐ ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর রূপে বিষয়াধিকারিণী হইবে (৭)।

বিরুদ্ধব্যবস্থা খণ্ডন— এই সকল মত বঙ্গদেশমান্য কোন গ্রন্থকর্ত্তা বা টীকাকর্ত্তা লিখেন নাই, স্বীকারও করেন নাই, প্রত্যুত এমত মত এতদ্দেশে অত্যন্ত মান্য জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সংস্থাপিত মতের বিরুদ্ধ, কেননা তাঁহাদের মত এই যে—"পিতার নিধনকালীন পুত্রের যে জীবন সেই তাহার স্বত্ব উৎপাদক *। পুত্রের জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতার নিধনকাল তাহাতে সহকারী মাত্র †" এতাবতা উপরি উক্ত মত কতিপয়কে বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ গণ্য করিতে হইবে। মাতুলের মরণকালে গর্ভস্থ নয় অথচ তৎপরে জাত এমত ভাগিনেয় যদি মৃত মাতুলের মৃত্যু কালে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিকে নিরাস করিয়া অধিকারী হয়, অথবা তৎকালে বর্ত্তমান আর২ ভাগিনেয়দের সহিত ধনভাগী বিবেচিত হয়, তবে উক্ত প্রামাণিক মতের বিপরীতাচরণ হইল, এবং "স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না" শাস্ত্রের এই যে সাধারণ বিধান তাহারও অতিক্রম হইল, যেহেতু তেমত হইলে মাতুলের মরণকালীন বর্ত্তমান যে শাস্ত্রস্বীকৃত দায়াদ সে দায়াধিকারী হইতে পাইবে না, কিন্তু ঐ দায় আরো নিকট দায়াদের ভবিষ্যৎ জন্মের অপেক্ষায় অনিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে, এতাবতা শাস্ত্রের নির্ণীত অধিকারিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হইল।

শেষোক্ত পণ্ডিত কহেন—মাতুলের মরণকালে বিদ্যমান ভাগিনেয়দের সহিত তৎপরে জাত ভাগিনেয় উক্তমনু-বচনানুসারে সমভাগী হইবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকার ও বিবাদভঙ্গার্ণবের ব্যাখ্যানুসারে সে বিষয়ভাগী হইবে না যেহেতু এই দুই গ্রন্থে উক্ত মনু-বচন কেবল পৈতামহ ধনবিষয়ক কথিত হইয়াছে। পরন্তু জ্ঞাতব্য এই যে মনুবচনের উক্ত ব্যাখ্যা কেবল উক্ত গ্রন্থকর্ত্তারাই করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু বঙ্গদেশাদৃত সকল গ্রন্থকর্ত্তাই ঐ মত স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে কহিয়াছেন, এবং (অভিনব ব্যাখ্যা অস্বীকার পূর্ব্বক) নব্য পণ্ডিতেরা সর্ব্ববাদিসম্মতিতে এমত স্বীকার করিয়া-

(৫) স. দে. অ. রি বা. ৫. ৩২১। (৬) স. দে. অ. রি. বা. ৬ পৃ. ২৩৩।

(৭) স. দে. অ. রি বা ৫. পৃ. ৩১৮।

* জীমূতবাহন। আরো কহে—পিতা ও পুত্র পদে সম্পর্কিমাত্রকে বুঝায় অর্থাৎ পিতা বা পিতৃপদ পূর্ব্ব স্বামি মাত্রের বোধক, পুত্রপদ অধিকারি শৃঙ্খলায় পরিগণিত সম্পর্কিমাত্রের সূচক।—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৩।

† শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩।

কেন যে উক্ত বচন পৈতামহ ধন ভিন্ন অন্য বিষয়ে খাটে না, উপরি উক্ত পণ্ডিত যিনি দায়ভাগাদির বিপরীতে উক্ত বচনকে এস্থলে সাধারণ বিষয়-নিয়ামক দেখাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না? যে মনুর উক্ত বচন কেবল পৈতামহ ধনবিষয়ক, বরং উক্ত বচনের উক্ত রূপমাত্র প্রয়োগ জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর তজবীজ সানির মকদ্দমার দৃঢ় রূপে স্বীকার করিয়াছেন, তদ্ যথা—"দ্বিতীয় প্রমাণ (অর্থাৎ মনুর উক্ত বচন) পৈতামহ ধন বিভাগ বিষয়ক, এবং তাহাতে পিতা স্ত্রীর রজো নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত পৈতামহ ধন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে এই আশঙ্কায় নিষিদ্ধ যে পাছে তাহাতে পরে জাত পুত্রের বৃত্তিলোপ হয়। মাতুলের ধন ভাগিনেয়র পক্ষে তদ্রূপ বিবেচিত হয় নাই, প্রত্যুত ভাগিনেয়র যে অধিকার তাহা আকস্মিক, তাহার অধিকারের অন্যথা হইলে বৃত্তিলোপ রূপ গর্হিত কর্ম্ম হয় না"। এতাবতা এই ব্যবস্থাপিত বিধি বোধ করিতে হইবে যে মাতুলের পরে জাত পিতৃদৌহিত্র উক্ত মনু-বচনানুসারে তদ্ধনাধিকারী নয়।

ধনির মৃত্যুর পরে জন্মিয়াছে অথচ মৃত্যুকালে গর্ভস্থ হয় নাই এমত পিতৃ-দৌহিত্রের জনন পর্য্যন্ত যদি তৎসম্ভাবিতা মাতা অর্থাৎ ধনির ভগিনী এই কারণে বিষয়াধিকার করিতে যোগ্যা কথিত হয় যে তদ্ব্যতীত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্থাপিত হইতে পারে না, তবে পিতার ভগিনী অথবা ধনির মরণ-কালীন গর্ভস্থ নয় পরন্তু পরে জনন সম্ভাবনা আছে ও জন্মিলে অগ্রগণ্য হইবে এমত উত্তরাধিকারির জননশালিনী স্ত্রীলোক মাত্রেই কেন আপনার ভবিষ্যৎ অথচ অনিশ্চিত পুত্রের স্বত্বের রক্ষা নিমিত্তে অধিকারিণী হইতে পারুক না, কন্যার ন্যায় ভগিনীর কোন রূপে অধিকার হইতে পারে না, যেহেতু কন্যা অধিকারি-শৃঙ্খলা মধ্যে পরিগণিতা, কন্যা দৌহিত্রের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র স্বত্ব-বতী বলিয়া অধিকারিণী হয়, এবং দৌহিত্র জননে তাহার স্বত্ব যায় না, কিন্তু যাবজ্জীবন অধিকার করিয়া মরিলে পর যদি দৌহিত্র জীবিত থাকে, তবে সে অধিকারী হয়, কিন্তু ভগিনী নিজ পুত্রের পূর্ব্বে অধিকারিণী হইতে পারে না, যেহেতু কোন ক্রমে ভ্রাতার ধন অধিকার করিতে তাহার অধিকার নাই, (ইহা ইহার পরেই উত্তম রূপে অবগতি হইবে)। উপরি উক্ত (৪ সংখ্যক) ব্যবস্থার পোষকতায় যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন বিষয়ে প্রযুজ্য, তন্মধ্যে এক প্রমাণবিষয়ে এস্থলে বিবেচনা আবশ্যক, অর্থাৎ দায়ভাগের বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন। উক্ত পণ্ডিত কহেন উক্ত বচনে দৃশ্য বস্তু হইতে বিভাগের পরেজাত পিতৃদৌহিত্রদের অংশ বিধান হইয়াছে। এইমতের ভ্রম দায়ভাগের উক্ত প্রকরণ পাঠেই প্রকাশ পাইবে, কেননা ঐ প্রকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে ঐ বচন পৈতামহ ধনে খাটে অন্য বিষয়ে খাটেনা, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদি নিবন্ধাদিগেরও মত এই।

আর, উক্ত পণ্ডিত কহেন—"যদি ভাগিনেয় ধনে ও ভগিনীর তথনও

পুত্রজননের আশা থাকে তবে মৃত ভাগিনেয়ের ভবিষ্যৎ ভ্রাতা বা ভ্রাতাদিগের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে। এই ব্যবস্থা উভয়তঃ অসঙ্গত; অর্থাৎ প্রথমতঃ—উক্ত ভাগিনেয় যদি মাতুলের ধনাধিকারী হইয়া এবং পিতা প্রভৃতি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ ভগিনী তৎকালে সন্তানবিত-পুত্রা হউক বা না হউক নিজ মৃত পুত্রের জননী ও উত্তরাধিকারিণী বলিয়া অধিকারিণী হইবেক, তৎপুত্রের মাতুলের ভগিনী বলিয়া আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পুত্রের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে অধিকার করিবে না, এবং তাহার স্বত্ব জন্মিলে ভবিষ্যৎপুত্রের জননে ঐ স্বত্ব ধ্বংস হইয়া ঐ পুত্রে বর্ত্তিতে পারে না,—কেননা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধান এই যে কাহারো স্বত্ব একবার জন্মিলে তাহার মরণ বা পাতিত্যাদি বিনা তাহা ধ্বংস হয় না। এতাবতা ঐ ভগিনীর ভবিষ্যৎ পুত্র নিজ মাতা হইতে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, যেহেতু ঐ মাতা তাহার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে জিম্মাদারের ন্যায় বিষয়াধি-কারিণী হয়েন না, কিন্তু নিজে যথাশাস্ত্র স্বত্ববতী বলিয়া অধিকারিণী হয়েন। তাঁহার মৃত্যুকালে যদি ঐ পুত্র জীবিত থাকে তবে সে তৎপরে অধিকারী হইবে। দ্বিতীয়তঃ—যদি ঐ ভাগিনেয় মাতুলের উত্তরাধিকারী ও বিষয়াধিকারী না হইয়া মরিয়া থাকে, তবে ভগিনী নিজ পুত্রের জননী বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না,—কেননা ঐ পুত্রকেই বিষয় অর্শে নাই, এবং সে ঐ পুত্রের মাতুলের ভগিনী বলিয়াও দাওয়া করিতে পারে না,—কেননা ভগিনী কোন ক্রমে অধিকারিণী নয় *। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলে † সে অনিশ্চিত কালে জনিষ্যমাণ ভাবি পুত্রের বন্ধু বলিয়াও দাওয়া করিতে পারে না।

ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর বটে, কিন্তু তাহা স্বত্ব জননের প্রতি কারণ নয়। উত্তরাধিকারির জননাকরত্ব যদি স্বত্ব জননের কারণ হইত তবে যে পিতৃস্বসা কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোক ধনির অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারির জননা-কর বলিয়া গণ্যা তিনি অবশ্যই ধনাধিকারিণী হইতেন। বস্তুতঃ কোন কারণে ভগিনী কিম্বা অন্য স্ত্রীলোক ধনাধিকারিণী নয়; স্ত্রীলোকের অধিকার স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা—“ যজ্ঞের নিমিত্তে ধন বিহিত, অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত

* রাজা দামোদর চন্দ্র দেব প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজকুমারী কৃপাময়ী দেবীর মকদ্দমায় সদর আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে মাতা পুত্রের ধনে অধিকারিণী হইলে ঐ ধন ঐ মাতার কন্যাকে অর্থাৎ ধনির ভগিনীকে অর্শিবে না, যেহেতু ভগিনী ভ্রাতার ধনে অধিকারিণী নয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ সাল। স দে আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১১২। এলবরলিং সাহেবের পুস্তকের ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠা, ও মেকনাটন সাহেবের হিন্দু-ল-র ২ বালামের ৮৫ ও ৯৭ পৃষ্ঠা, এবং সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেবের কনসিডরেসনস অন দি হিন্দু-ল নামক গ্রন্থের ৪, ৭, ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহই অনিশ্চিত কালে জনিষ্যমাণ বালকের স্বত্ব রক্ষার বিধান করেন নাই, এবং অনিশ্চিত কালের নিমিত্তে স্বত্বও নিরাশ্রয় থাকে না, ধনির মরণ-কালে যে উত্তরাধিকারি জীবিত থাকে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ স্বত্ব গিয়া বর্ত্তে। ধনির মরণ-কালে জাত কিম্বা গর্ভস্থ নয় যে তাহার স্বত্ব নাই।

পাত্রে অর্পিত হউক, স্ত্রী, মূর্খ ও বিধর্মী যেন প্রাপ্ত হয় না" *। বৌধায়ন ঋষি—"স্ত্রী অধিকারিণী" এই অনুবৃত্তি ভাবনায় বলিয়াছেন "স্ত্রীলোক ও কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায় বিষয়ে নয়, এই শ্রুতি আছে" অর্থাৎ দায়রূপ ধনে অধিকারী নয়। পত্নী প্রভৃতির যে অধিকার তাহা বিশেষ বচনহেতু অবিরুদ্ধ" † অতএব পত্নী, দুহিতা, জননী, পিতামহী ও প্রপিতামহীর যে অধিকার সে কেবল বিশেষ বচনানুরোধে ব্যবস্থাপিত ‡। কিন্তু ভগিনীর অধিকার বোধক কোন বচন নাই; প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভগিনীর অধিকার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তদ্ যথা "যদ্যপি দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার বৎ পিতৃদৌহিত্রের পূর্ব্বে ভগিনীর অধিকার হওয়া যুক্ত ছিল, তথাপি সে স্ত্রীলোক এবং পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকারিণী বলিয়া অধিকারিণী নয়, দৌহিত্রের পূর্ব্বে দুহিতার যে অধিকার তাহা "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি" ইত্যাদি বিশেষ বচন হেতু §। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-ও এইমত কহিয়াছেন, যথা—"এমত আপত্তি করা উচিত হয় না যে তেমত হইলে ভগিনী প্রভৃতিকে পুত্রাদি দ্বারা উপকার করণকারণে দায়াধিকারিণী হইতে অধিকার আছে। তাহাদের দাওয়া উপরি উক্ত বচনে লুপ্ত হইয়াছে এবং বৌধায়ন ঋষি স্ত্রী-মাত্রকে দায়াধিকারিণী হইতে অযোগ্যা কহিয়াছেন। পরন্তু উক্ত বচনে পত্নী প্রভৃতির অনধিকার হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের অধিকার বিশেষ বচনে সংস্থাপিত হইয়াছে" (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। আশ্চর্য্য এই যে যে পণ্ডিত শেষোক্ত পাঁচ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনিই স্থানান্তরে § আপনার এই উক্তি খণ্ডন করিয়া উপরি উল্লিখিত জীমূতবাহন প্রভৃতির মতে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন।

উপরি উক্ত সপ্তব্যবস্থার মধ্যে ৭ ও ৭ সংখ্যক ব্যবস্থাকে শ্রীযুক্ত ওয়ালপোল সাহেব চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মকদ্দমার বিচার কালে অগ্রাহ্য করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৩৬); এই মকদ্দমায় তিনি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা যথাশাস্ত্র এবং নির্ব্বিবাদ। পরন্তু অন্য কএক ব্যবস্থার দশা ঐরূপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার অধিকাংশ বক্ষ্যমাণ নিষ্পত্তি কতিপয়ে তদবস্থ রহিয়াছে।

মকদ্দমা নং ২০।

তারিণী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণলোচন বসু প্রভৃতির মকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের জজ মে. কম্বেল সাহেব উক্ত আদালতের পণ্ডিত শোভারাম শর্ম্মা ও বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা ও চতুর্ভুজ শর্ম্মার দত্ত ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক রামদুলাল নাগের খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। উক্ত ব্যবস্থা এই যে (উপযুক্ত কালে বিবাহিতা) সহোদরা ভগিনীর গর্ভজাত এবং অবি-

* মিতাক্ষরা, পৃ. ২০। দা. ভা. দ্বী. র ৮। † দা. ভা. অনু. পৃ. ২৩৩।
‡ এই সকল উক্ত ব্যবস্থাদর্পণে তৎ প্রত্যেকের অধিকার প্রমাণে ধৃত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।
§ দ্রষ্টব্য—জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর ভরণীর নালিশ মকদ্দমা, স. দে. আ. রি. বা. খ, পৃ. ৪৪। ব্য. দ. পৃ. ২৫১।

যাবদীয় পুত্রগণ তাহাদিগের জননীর বিবাহের পূর্ব্বে মৃত মাতুলকে আর্শিয়া-ছিল যে পিতৃধন তাহা লইবে। উক্ত ভগিনীর পুত্রেরা মৃতধনির পিতৃব্যপুত্রকে এবং বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্রকে নিরাসপূর্ব্বক অধিকারি হইবে। ২৪ আগষ্ট, ১৮৩০ সাল। স. দে. আ রি. বা. ৫, পৃ. ৫৫।

মকদ্দমা নং ১৫।

করুণাময়ী প্রভৃতি—বনাম - জয়চন্দ্র ঘোষ।

কীর্ত্তি নারায়ণ দত্ত নিজ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ দত্ত ও প্রতাপ নারায়ণ দত্তের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা ১২০০ সালে এক পত্নী ও গোরাচাঁদ দত্ত নামক এক নাবালগ পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। উক্ত পত্নী ১২০১ সালে মরে, এবং উক্ত নাবালগ পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় শিশুকালে কাল প্রাপ্ত হয়। বাদিনী এই স্থূল বয়ানে নালিশ করেযে আমার পিতৃব্যেরা কালপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের পুত্রেরা অর্থাৎ প্রতিবাদীরা সাধারণ বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয়। ঐ বিষয়ের এক তেহাইআমার পিতার অংশ ছিল। ১২০৬ সালে দশবৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়, এবং ঐ সাধারণ বিষয়ের মুনফা হইতে আমি শস্য ও টাকা পিতৃব্যপুত্র-গণের স্থানে বরাবর পাইতেছিলাম, কিন্তু আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মোহনলাল নামক পুত্র প্রসব করণের পর তাহারা ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়াছে। অতএব আমি নিজ পিতার একতেহাই অংশের নিমিত্ত নালিশ করিতেছি।

প্রতিবাদিরা অর্থাৎ বাদিনীর পিতৃব্যপুত্রেরা ওজর করে যে শাস্ত্রানুসারে আমরা স্বীয় পিতৃব্য-পুত্রের অর্থাৎ বাদিনীর ভ্রাতার ধনাধিকারি; এতাবতা ঐ পিতৃব্যপুত্রকে তৎপিতার মরণে যে ধন আর্শিয়াছিল তাহা আমরা লইয়াছি। ঐ অংশ ১১১১ সালের বন্দবস্তে চারি আনা পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাদিনী কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার পতি অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্ট নিজ নাবালগ পুত্রের পক্ষে মকদ্দমা চালাইলেক। ১৮২৫ সালের ২ মার্চ তারিখে জিলার জজ উক্ত নাবালগ পুত্রের ওসী বলিয়া রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে ডিক্রী করিলেন। এই ডিক্রী ১৮২৬ সালের ৩১ মে তারিখে কোর্ট আপীলের জজ মে. সি ইসমিথ্‌ সাহেবের তজবিজে বহাল থাকে। উক্ত বিচারের অসম্মতিতে সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল রুজু হয়। শ্রীযুত রাস সাহেব রায় লিখিলেন যে তাবৎ আপালান্টের পক্ষে খাস আপীল মঞ্জুর হওয়া উচিত।

অনন্তর উক্ত আদালতের চতুর্থ জজ্জ শ্রীযুত ডোবিন্‌ সাহেবের সমীপে মকদ্দমা শুনানি হইলে, তিনি ১৩ সেপ্তম্বর তারিখে আদেশ করিলেন যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা সদর আদালতের পণ্ডিতগণের সমীপে প্রেরণ করা হয়, যে তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করেন। ইতিমধ্যে মে ডোবিন্‌ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে ১৮২৮ সালের ১৭ জানুওরি তারিখে শ্রীযুত টরন্‌বুল সাহেব ঐ আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র ও রামতনু বিদ্যাবাগীশের বাচনিক রিপোর্ট লিখিয়া লইলেন, উক্ত পণ্ডিতেরা নিজ মতে কহিলেন

যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত মত্ত ভ্রমমূলক। এইমত এবং শ্রীযুক্ত রাস সাহেবের প্রদর্শিত কারণ বিবেচনায় খাস আপীল মঞ্জুর হইল। উভয় পক্ষেই আপনং ওজুর দাখিল করিল, অর্থাৎ এই মকদ্দমায় শাস্ত্রানুসারে বিচার্য্য কথা এবং তমাদির আইন খাটন বিষয়ে আপত্তি করিল। রামদুলাল খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা ১৮১২ সালে যে ব্যবস্থা দেন তাহা রেস্পণ্ডেণ্ট্ বর্ত্তমান মকদ্দমায় দাখিল করিলেক।

১৮৩০ সালে ১৫ জুলাই তারিখে মকদ্দমা শ্রীযুত টরনবুল সাহেবের হুজুরে পেশ হইল, সদর কোর্টের একটিং পণ্ডিত হীরানন্দ মিশ্রকে উক্ত সাহেব বাচনিক ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পণ্ডিত কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থাকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন. অনন্তর শ্রীযুত টরনবুল সাহেব খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিলেন।

উক্ত বিচার তজবিজ্ সানিতে বিলক্ষণ বিবেচনার পর নিম্ন লিখিত কারণে বহাল থাকিল। ১৮৩০ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে আপীলাণ্টেরা অর্থাৎ রাধাকিশোর দত্ত, ও মৃত কালাচাঁদের পত্নী ও ভৈরবচন্দ্রের নূতন ওসী তজবিজ্ সানির দরখাস্ত দাখিল করিলেক, তাহারা দৃঢ়তাপূর্ব্বক ওজর, করিলেক যে প্রতিনিধি পণ্ডিত হীরানন্দন মিশ্র যে মত দিয়াছেন তাহা অশুদ্ধ। ১৮৩১ সালের ১৫ জানওয়ারি তারিখে মে. টরনবুল সাহেব উক্ত আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রকে আদেশ করিলেন যে হীরানন্দ মিশ্র যে দুই ব্যবস্থা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে আপনি নিজমত লিখুন। ৯ মার্চ তারিখে বৈদ্যনাথ পণ্ডিত অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক নিজমত লিখিলেন এবং তাহাতে তিনি কহিলেন যে উপরি উক্ত ব্যবস্থা সকল অযথার্থ। বাদির ভ্রাতার মরণে তাহার বিষয় অধিকারিশৃঙ্খলামধ্যে গণিত তৎকালে জীবিত অত্যন্ত নিকট যে উত্তরাধিকারী তাহাকে তৎক্ষণাৎ অর্শিয়াছে। এই পণ্ডিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি উক্ত পণ্ডিতগণের মতে বিশেষ রূপে দোষারোপ করিলেন, এবং কহিলেন তাঁহাদের দর্শিত প্রথম প্রমাণে তাহা উপরি লিখিত ২০ নং মকদ্দমায় দ্রষ্টব্য সপ্রমাণ যে মাতুলের মরণকালীন পিতৃদৌহিত্র যদি বর্ত্তমান থাকে তবে সে তদ্ধনে অধিকারী হয়, কিন্তু তাহাতে এমত স্থির হয় না যে তদ্ধনাধিকার অনিশ্চিত কালপর্য্যন্ত অর্থাৎ ভবিষ্যতে জনিষ্যমাণ পিতৃদৌহিত্রের জননপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবেক। দ্বিতীয় প্রমাণ পিতৃকৃত বিভাগবিষয়ক, তাহাতে মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে ক্রমাগত ধন বিভাগ করিতে পিতা এই আশঙ্কায় নিষিদ্ধ যে পাছে পরে জাত পুত্রের পৈতামহ ধনে বৃত্তি লোপ হয়। কিন্তু মাতুলের ধনে ভাগিনেয়র অধিকার এরূপ বিবেচিত হয় নাই, প্রত্যুত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার আকস্মিক, তাহার অন্যথা হইলে বৃত্তিলোপ রূপ গর্হিত কর্ম্ম ঘটে না, বঙ্গদেশীয় নিবন্ধারা ধনির সহিত সম্বন্ধকে এবং তাহার মৃত্যুকে স্বত্বের কারণ বিবেচনা করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ

দর্শিত হয় যে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারির অভাব। কোন ২ গ্রন্থের মতে গোত্রাধিকার বিষয়ে জন্মই কেবল স্বত্বকারণ। এই জন্য দুই প্রকার—অর্থাৎ গর্ভস্থাবস্থা ও ভূমিষ্ঠ হওয়া বুঝায়। কিন্তু যাহির পুত্রের দুই অবস্থার এক অবস্থাও হইয়াছিল না। এতাবতা মাতুলের ধনে তাহার কোন অধিকার হয় নাই. শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিরা অপ্রাপ্ত ব্যবহারের ধন রক্ষার নিয়ম করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অথবা নিবন্ধারা অজাত ব্যক্তির অসীমকাল পর্য্যন্ত ধনরক্ষার বিধান করেন নাই। অতএব অজাত ব্যক্তির স্বত্ব নাই। এই ব্যবস্থানুসারে মে. টরনবুল সাহেব ১৮৩১ সালের ১১ মার্চ তারিখে তজবিজ সানি মঞ্জুর করিয়া রেস্পণ্ডেণ্টের স্থানে জওয়াব তলব করিলেন।

বৈদ্যনাথ মিশ্রের ব্যবস্থায় রেস্পণ্ডেণ্ট দোষারোপ করিয়া আপত্তি করিল যে মনুর বচনের প্রয়োগ উক্ত পণ্ডিতের কথনানুসারে সঙ্গতরূপে হয় নাই। এবং রাজেশ্বরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামদুলাল দাসের মকদ্দমায় পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা যথার্থ বলিয়া দৃঢ়তাপূর্ব্বক আপত্তি করিল,—বৈদ্যনাথ মিশ্র তর্ক করেন যে স্বত্ব এক বার জন্মিলে পরে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী জন্মিলেও যে অধিকার করিয়াছে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয় না। কিন্তু প্রব্রজিত রূপে মৃত ব্যক্তির যে পুত্র জন্মে তদ্বিষয়ক অধিকারে এই মতের ভ্রম প্রকাশ, ঐ পুত্র পৈতৃকধনে অধিকারী, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের স্থানে ন্যায্য রূপে বিভাগের দাওয়া করিতে পারে। এতদতিরেকে রেস্পণ্ডেণ্ট বিজয়া দেবী ও সুলক্ষণা দেবীর মকদ্দমা (দ্রষ্টব্য স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৬৭ ও ৩১৪) এবং উপরিউক্ত রাজেশ্বরীর পুত্র কৃষ্ণলোচন বসু প্রভৃতির মকদ্দমা (উপরি লিখিত ২০ নং দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়া কহিলেক যে এই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি বৈদ্যনাথ মিশ্রের মতের বিরুদ্ধ এবং আমার দাবীর পোষক। অনন্তর সে ১৮৩১ সালের ১ আগস্ট তারিখে গঙ্গাচরণ সেনের বিরুদ্ধে কমলাকান্ত রায় প্রভৃতির মকদ্দমায় বৈদ্যনাথ মিশ্রের দত্ত ব্যবস্থা দাখিল করিলেক।

এই ব্যবস্থার অবিকল মর্ম্ম উক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে দ্বিতীয় ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ পাইবে, ঐ ব্যবস্থা নিম্নে প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে উক্ত ব্যবস্থার পিতৃব্যগণকে নিরাসপূর্ব্বক ভগিনী যে পিতৃদৌহিত্র প্রসব করিতে সম্ভাবিতা তাহার অধিকার বলিয়া অধিকারিণী। এই ব্যবস্থা বিবেচনান্তে মে. টরনবুল সাহেব বৈদ্যনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৯ মার্চের ব্যবস্থায় আপনি গোরাচাঁদের ভগিনী চন্দ্রমালার এরূপ স্বত্ব উল্লেখ করেন নাই কেন? বৈদ্যনাথ বুঝাইয়া দিলেন যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা যথাশাস্ত্র কি না ইহাই আমাকে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। ঐ পণ্ডিত চন্দ্রমালার পুত্র লালমোহনের স্বত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু সে পুত্র চন্দ্রমালার ভ্রাতার মরণকালীন বর্ত্তমান ছিল না, অতএব তাহার স্বত্ব হয় নাই, এমতে আমি (বৈদ্যনাথ মিশ্র) উক্ত পণ্ডিতের মতকে অযথার্থ কহিয়াছিলাম;

প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্রমালা নিজ ভ্রাতার মরণান্তে পিতৃদৌহিত্রের জননাকর রূপে অধিকারিণী। এবং কমলাকান্ত রায়ের মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থাতেও এই মত প্রকাশ করিয়াছি। অতঃপর মে. টরনবুল সাহেব উক্ত পণ্ডিতের স্থানে এই বিষয়ক লিখিত ব্যবস্থা তলব করিলেন যে গোরাচাঁদের মরণকালে তাহার ভগিনী ও পিতৃব্যপুত্রেরা জীবিত থাকাতে, তাহাদের মধ্যে কে তদ্বিষয়াধিকারী?

তদনুসারে ১৮৩১ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখে উক্ত পণ্ডিত কমলাকান্ত রায়ের মকদ্দমাতে দত্ত ব্যবস্থানুরূপ ব্যবস্থা দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে ভাগিনেয় পিতৃদৌহিত্র বলিয়া পিতৃব্যপুত্রের অপেক্ষা প্রশস্ত উত্তরাধিকারী। এক ভাগিনেয় মাতুলের ধনে অধিকারী হইলে তাহার পরে জাত ভ্রাতাকে ঐ ধনের ভাগ দিবে। ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর এবং মাতুলের সহিত (ভাগিনেয়র) সম্বন্ধের দ্বার স্বরূপ। যদি গোরাচাঁদের মৃত্যুকালীন তদ্ভগিনী চন্দ্রমালার পুত্র বিদ্যমান না থাকে, তথাপি (যেহেতু পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব সংস্থাপনের উপায়ান্তর নাই (অতএব) সে ভগিনী অধিকারিণী হইয়া পুত্র জন্ম কাল পর্য্যন্ত দখলিকার থাকিবে, এই অধিকার পুত্র ও পত্নীহীন মৃতব্যক্তির দুহিতার অধিকার বৎ। ভগিনী অধিকারিণী নয়, কিন্তু ভগিনীর পুত্র, যেহেতু সে পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা (ভগিনী তাহাতে অনধিকারিণী) এই মত দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশচলিত আর২ গ্রন্থের মতানুযত। এবঞ্চ নিম্ন লিখিত পাঁচ প্রমাণ উক্ত মতের পোষক। ।০ দায়ভাগে লিখিত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার (দ্রষ্টব্য কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক ৬, পারা. ৮, পৃ. ২২৪)। ৵০ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা (দ্রষ্টব্য উপরি লিখিত পারাগ্রাফের নোট)। ৶০ দায়ভাগের বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন.— তাহাতে দৃশ্য বিষয় হইতে বিভক্তজদের অংশ বিধান হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—কোল. । দা. ভা. চ্যা. ৭, পারা. ২১।। ।০ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়াধিকারক্রম তাহাতে পিতার প্রপৌত্রের পর পিতৃদৌহিত্রের অধিকার লিখিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—কোল্‌ব্রুকের দায়ভাগানুবাদের ১১ চ্যাপ্টরে ৬ সেকসনের নিম্নে লিখিত নোট)। ।/০ কোলব্রুকের) দায়ভাগের ১১ চ্যাপ্টরের ১ সেকসনের ৪ পারাগ্রাফে ধৃত-যাজ্ঞবল্ক্য-বচন।

১৮৩১ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে মে. টরনবুল সাহেব উপরি উক্ত ব্যবস্থা বিবেচনায় নিজকৃত প্রথম বিচার স্থিরতর রাখিলেন। ১৫ জুলাই ১৮৩০ সাল। স. দে. আ. রি বা. ৫, পৃ. ৪২—৪৬।

মোসম্মাৎ সুলক্ষণা—বনাম—রামদুলাল পাঁড়ে।

রামদুলাল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণার মকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা এই মর্ম্মে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে রাজা যজ্ঞরায়ের ও তৎপুত্র গোপাল নারায়ণের ও তৎপুত্র জয়নারায়ণের ক্রমে অধিকৃত জমিদারী যাহা জয়নারায়ণের মরণে তাহার বিমাতা সুলক্ষণা অধিকার করিয়াছিলেন

তাহা সুগন্ধার মৃত্যুর পর যত্নরামের তৎকালে জীবিত দৌহিত্র শ্যামাপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল ও লক্ষ্মীনারায়ণকে এবং তৎপরে জাত দৌহিত্র গঙ্গা-নারায়ণ ও মধুসূদনকে এবং অন্য দুই জন দৌহিত্রকে সমানরূপে অর্শে, যেহেতু ঐ ছয় দৌহিত্রই এক্ষণে জীবিত আছে। উক্ত পণ্ডিতদিগকে আরো জিজ্ঞাসা করা হইল যে যত্নরামের কন্যা হরিপ্রিয়ার গর্ভে এখন যদি এক বা অনেক দৌহিত্র জন্মে তবে তাহারা ঐ সংক্রান্ত ধনভাগি হইবে কি না? এতদুত্তরে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে ইহারা যত্নরামের এক্ষণে জীবিত অন্য দৌহিত্রের সহিত বিষয়ভাগি হইবে।

জিলা ও প্রবিন্সিয়াল কোর্টের ডিক্রীর যে অংশে সুন্দর নারায়ণের দত্তকতা ও স্বত্ব অগ্রাহ্য হইয়াছিল সেই অংশ বহাল থাকিল। কিন্তু যেহেতু এক্ষণে যত্নরামের ছয় দৌহিত্র অর্থাৎ রামপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, মধুসূদন, ও গঙ্গানারায়ণ বর্ত্তমান দৃষ্ট হইল, (তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই দৌহিত্র সুগন্ধার মৃত্যুর পরে যত্নরামের কন্যা হরিপ্রিয়ার গর্ভে জন্মে) এবং যেহেতু পণ্ডিতদিগের মত ব্যবস্থানুসারে এই ছয় দৌহিত্র সমানরূপে জমিদারীর ভাগি এই শরতে যে পরে যদি হরিপ্রিয়ার আরো পুত্র জন্মে তবে তাহারাও তাহাদের সহিত বিষয়ভাগি হইবে। অতএব এইরূপে তাহাদের স্বত্ব রক্ষাপূর্ব্বক বিচার হইল যে যত্নরামের এই ছয় দৌহিত্র সুগন্ধার পূর্ব্বাধিকারি জয়নারায়ণের যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারি রূপে ওয়াসিলাত সমেত জমিদারী প্রাপ্ত হয় *। ২৭ মে ১৮১১ সাল। স দে অ বি বা ১, পৃ ৩২৯ ৩৩০।

অদ্বৈতচাঁদ গুপ্ত প্রভৃতি আবেদনকারি।

কোন অবিবাহিত মৃত হিন্দুর বিষয়ের দাবীদারের মধ্যে তিন পিতৃব্য, তিন ভগিনী, এক বিমাতা, ও এক ভার্য্যা থাকাতে জিলা-আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে যে ভগিনী পুত্র প্রসব করিয়াছিল ও সম্ভাবিত-পুত্রা ছিল তাহাকে এবং ঐ ভার্য্যাকে (যাহার স্বামী ধনির মরণের ১৭ মাস পূর্ব্বে মরিয়া-ছিল) ১৮৪১ সালের ২০ আকট্-অনুসারে সারটিফিকেট্ দিলেন। মৃত ধনির পিতৃব্যপুত্রেরা এই নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া আপীল করিলে সদর আদালত পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা এবং আদালতের মুদ্রিত ফয়সলার সমূহের মর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক মাতুলের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ভাগিনেয় জন্মিয়াছে তাহার এবং যে ভাগিনেয় তৎকালে ভূমিষ্ঠ অথবা গর্ভস্থ হয় নাই কিন্তু পরে জন্মিতে পারে তাহার জিম্মাদার স্বরূপ ভগিনীর অধিকার বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রে স্বীকৃত হওয়াতে) ঐ নিষ্পত্তি বদ্ করিয়া উক্ত পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা

---

* এই নিষ্পত্তি পিতামহদৌহিত্রের অধিকার জ্ঞাপক ইহা এস্থলে ধরার কারণ এই যে যে ব্যবস্থানুসারে এই নিষ্পত্তি হয় তাহাও [illegible] প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধ, এবং পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব-কারণ আর অন্য সম্পর্কীয়ের স্বত্ব-কারণ একই। দ্রষ্টব্য - পৃ ১৩২।

† প্রাক্তনের [illegible]—অর্থাৎ কোলব্রুক সাহেবের কৃত [illegible]নন্দের

ভগিনীকে সার্টিফিকেট দিলেন। ৩৭ আগষ্ট ১৮১৩ সাল, সেবেষ্টর সাহেবের রিপোর্ট, বা ২, মোকদ্দমা ৩৬১।

এতাবতা প্রকাশ যে উপরিধৃত ভ্রান্ত্র্যুয ব্যবস্থাকতিপয়ে আদালত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বিচারকর্ত্তাই যে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব সদৃশ হইবেন যদ্যপি এমত আশা করা যাইতে পারে না, তথাপি এমত আশা করা অসঙ্গত নয় যে কোন বিচারকর্ত্তার নিকট কোন ব্যবস্থা অর্পিত হইলে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ বা সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ কি না তাহা জানিতে ও নিশ্চয় করিতে পারক হয়েন, —যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে এবং দায়শাস্ত্রবিষয়ে যে সকল গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা সকল বিচারকর্ত্তাই তাহা উত্তম রূপে জানিতে পারেন। ঐ সকল পুস্তকের সহিত উক্ত ব্যবস্থাকতিপয় ঐক্য করাগেলে, ঐ প্রকাশ্য ভ্রমাত্মক মত কতিপয় যথার্থ বলিয়া নিষ্পত্তি পত্রে উঠিত না। পরন্তু এই রূপ হওয়াতে বিশ্বাসার্হ যথার্থ ব্যবস্থাসকলে দোষ পড়িতেছে। উক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থা সকল বিচারার্থি এবং অন্বেষকগণকে ভ্রমে পতিত করিয়াছে এবং প্রামাণিক রূপে না বুঝাগেলে অনবরত ভ্রম জন্মাইতে থাকিবে। অতএব ঐ ব্যবস্থাস্থ দোষসকল নির্ব্বিবাদ ও সন্তোষ জনক রূপে সাধারণে জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে সুখ্যাত ও যথার্থবাদি বিদ্যমান প্রামাণিক স্মার্ত্তদিগের মত প্রার্থনা করা হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মত যথা

আত্মীয়বরেষু—

আপনি যে বিষয়ে আমার মত চাহেন তাহাতে বক্ষ্যমাণ পূর্ব্বপক্ষ থাকা বিবেচিত হইতে পারে।

পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পত্নী পিতা মাতা অথবা পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত হীন হইয়া এক সহোদরা ভগিনী রাখিয়া কোন ধনি মরিলে তাহার ধন তদ্ভগিনীর কেবল ঐ পুত্রগণকে অর্শিবে যাহারা ধনির মরণকালে জীবিত ছিল, অথবা যাহারা তন্মরণের পর জন্মিয়াছে তাহাদিগকেও অর্শিবে।

দায়ভাগের প্রথম চ্যাপ্টরের ২৫ পারাগ্রাফ, এবং মিতাক্ষরার * প্রথম চ্যাপ্টরের প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ পারাগ্রাফ বিবেচনায় স্থির হয় যে দায়ভাগের মতে ধনির মরণ কালীন (উত্তরাধিকারির) জীবন এবং মিতাক্ষরার মতে ধনির জীবন কালীন জন্ম স্বত্বোৎপাদক। বঙ্গদেশীয় মতে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারির উৎপত্তি হইতে হয় যে স্বত্বসদ্ভাব তাহা তৎপরের ঘটনা-দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। এই মত এতদ্দেশীয় তাবৎ নিবন্ধারাই স্বীকার করেন অতএব এই মতকে দৃঢ় জানিয়া আমি বিবেচনা করি যে ধনির মরণের পর যাহারা জন্মে তাহারা তদ্ধনভাগি নয় যেহেতু ধনির মরণকালীন জীবিতদিগকে অগ্রেই স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে, তৎপরে কেহ জন্মিলে তৎস্বত্বের অন্যথা হইতে পারে না। (উত্তর কালে জাত)

* অর্থাৎ কোলব্রুক সাহেবের কৃত দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার অনুবাদের।

কোন উত্তরাধিকারির অধিকার পক্ষে দায়শাস্ত্রীয় কোন বিশেষ বিধান না থাকিলে, উক্ত সাধারণ বিধানের অন্যথা হইতে পারে না, এবং যখন ধনি-কর্ত্তৃক এমত নিয়ম কৃত হয় তখন পরে জাত ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হইবে।

এই রূপ ভবিষ্যজ্জাত ব্যক্তির স্বত্বপোষকেরা স্ব স্ব মতের পোষকতার্থে দায়ভাগের প্রথম চাপ্টরের ৪৫ পারাগ্রাফে লিখিত (মনু) বচনের উল্লেখ করেন, তদ্‌যথা—"যাহারা জাত, এবং যাহারা অদ্যাপি অজাত, ও যাহারা যথার্থতঃ গর্ভে আছে, সকলেই বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম"। টীকাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ তদ্ ব্যাখ্যায় কহেন এই বচন ক্রমাগত ধনবিষয়ক—অর্থাৎ পিতামহ অথবা অন্য পূর্ব্ব পুরুষ হইতে আগত ধনে প্রযুজ্য। এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিলে উপরি উক্ত বচন ভগিনীর অজাত পুত্রগণের অধিকারের পোষকতায় খাটান যাইতে পারে না, যেহেতু সে ভগিনী বিবাহিতা এবং স্বামির গোত্রান্তর্গতা হওয়াতে তাহার পুত্রেরা ধনির পরিবারের সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন শাখা হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন আমার সর্ব্বদাই এই বিবেচনা ছিল এবং এখনও এই মত আছে যে উক্ত বচন কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশক বটে, ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়ম বিধায়ক নহে, কারণ যদি উক্ত বচন দৃঢ়রূপে নিয়মবিধায়ক বিবেচিত হয় তবে বঙ্গদেশে পিতার ইচ্ছাক্রমে উইল, দান, অথবা অন্যরূপে স্বধন হস্তান্তর করিতে যে ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধ হয়। এতদ্‌ভিন্ন ইহা বিবেচ্য যে উক্ত বচনে অজাত পুত্রের যে বৃত্তি সংস্থাপন হইয়াছে তাহা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অধিকারের সহিত সম্বন্ধ রাখে বর্ত্তমানের সহিত রাখে না। উক্ত বচনে যে বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কথিত হইয়াছে তাহা নিষেধীয় নিয়ম বলিয়া গণ্য নয়, যেহেতু দ্বিতীয় চ্যাপ্টরের ২৮ পারাগ্রাফে গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন "ব্যাসের যে নিষেধবোধক বচন তাহা স্বামিত্ববলে দুর্ব্বৃত্তপুরুষে বিক্রয় দানাদি করিলে পরিবারের যে ক্লেশ তজ্জন্য অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থ, বিক্রয়াদির অসিদ্ধিবোধক নয়"। "যাহারা জাত" ইত্যাদি বচনের প্রকৃতার্থ এই যে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, যাহারা গর্ভে আছে, এবং যাহারা অদ্যাপি জাত হয় নাই, তাহারদিগের জীবিকা সংস্থাপন করিতে বিবাহিত ব্যক্তি বাধিত অর্থাৎ সে কেবল বর্ত্তমান পরিবারের জীবিকা সংস্থাপন করিতে বাধিত নহে কিন্তু জনিষ্যমাণ পরিবারের নিমিত্তেও বটে, অতএব বিষয় দানাদি করিলে যদি সন্তানদের প্রতিপালনের ব্যাঘাত জন্মে তবে তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গর্হিত কর্ম্ম, এই মত সংস্কৃত শাস্ত্রকর্ত্তারাই যে বিশেষে স্থির করিয়াছেন এমত নহে, কিন্তু সভ্যজাতি মাত্রেরই এই মত। পরন্তু উক্ত বচনকে জাত ও বর্ত্তমান ব্যক্তিদের হানিপূর্ব্বক অদ্যাপি জাত অথবা গর্ভস্থ হয় নাই এমত ব্যক্তিদের স্বত্ব সংস্থাপক বোধ করা ঐ বচনার্থের এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

যদি এমত পূর্ব্বপক্ষ হয় যে যে ধন প্রিতৃদৌহিত্রকে অর্শিতে পারে তাহার লোপ হইলে তাহা নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয় কি না?—আমি তাহার নঞ্ অর্থক উত্তর প্রদান করি। টীকাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ 'যাহারা জাত" ইত্যাদি উপরি উক্ত

বচন পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষের ধনে পৌত্রাদির অধিকার বোধক বলাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার মনস্থ এই ছিল যে ধনির জীবন কালে পৌত্রাদির জন্মাধীন স্বত্ব আছে অথবা থাকিতে পারে, এবং ধনির মরণে বা পাতিত্যাদিতে অথবা উপরতস্পৃহাতে তাহারদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণ হয়। যে বস্তু এইরূপ জাত অথবা অজাত ব্যক্তিদিগকে অর্শিতে পারে তাহার লোপে বৃত্তি লোপ হয়, অতএব তাহাদের বৃত্তি লোপ করা গর্হিত কর্ম্ম। এতাবতা ঐ মত ঐ সকল পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না যাহারা ধনির মরণ কালে জীবিত বা গর্ভস্থ হইয়া ছিল, অথবা তখনো জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব পিতৃদৌহিত্রের অধিকারকে "ধনির মরণকালীন জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ" এই সাধারণ বিধানের অধীন বোধ করিতে হইবে। যদি আমার অবকাশ থাকিত তবে আরো বিস্তৃত রূপে প্রমাণাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাকে নিজ মত লিখিতে পারিতাম, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহাই বোধ করি আপনকার কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট হইবে। ৩০ জুন ১৮৪৬ সাল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর।

পরন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ বসুর বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমাতে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৭) ও বক্ষ্যমাণ নবকৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে বীরজামণীর মকদ্দমাতে অনতিপূর্ব্বে সদর আদালতের কৃত নিষ্পত্তি এবং আনন্দময়ী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বামাসুন্দরী দাসীর মকদ্দমায় হাইকোর্টের কৃত নিষ্পত্তিদ্বারা (যাহা উপরি উক্ত মতের সহিত অবিকল রূপে মিলে) উক্ত বিচার্য্য কথার এক্ষণে চূড়ান্ত রূপে মীমাংসা হইয়াছে কহিতে হইবে, অধুনা ঐ বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না। প্রথম মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে "যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, ও যাহারা যথার্থতঃ গর্ভস্থিত (তাহারা সকলেই) বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম" এই বচন—দায়ভাগ ও তট্টীকানুসারে পৈতামহ ধন বিভাগে পৈতামহ ধনমাত্রে প্রযুজ্য এবং বিভাগের পরে জাত ব্যক্তির পাছে বৃত্তিলোপ হয় এই আশঙ্কায় মাতার রজো নিবৃত্তির পূর্ব্বে তাদৃশ ধন বিভাগ নিষেধক ইহা স্থিরীকৃত হওয়াতে, অথচ এমত উক্ত হওয়াতে—যে উক্ত বচন নীতিবিষয়ক বিধানাত্মক, অবশ্যকর্ত্তব্য বিধানাত্মক নহে—মাতুলের মরণ কালীন জীবিত অথবা গর্ভস্থ নয় এমত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (মকদ্দমার) নিষ্পত্তিতে মাতুলের মরণকালীন গর্ভস্থ ও তদনন্তর জীবিতরূপে ভূমিষ্ঠ পিতৃদৌহিত্রের (অর্থাৎ ভাগিনেয়ের) মাতুলধনে স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তৃতীয় (মকদ্দমার) নিষ্পত্তিতে মৃত মাতুলের দায়াধিকারিণী মাতামহীর মৃত্যু হইতে এক বৎসরের অধিক পরে পিতৃদৌহিত্র জন্মিবায় তাহাকে অনধিকারি করা হইয়াছে। উক্ত নিষ্পত্তিত্রয় এবঞ্চ পূর্ব্বপ্রকটিত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মকদ্দমার ও বিজয়চন্দ্র বড়ালের বিরুদ্ধে আনন্দচন্দ্র ধরের মকদ্দমার নিষ্পত্তি উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে, ঐ সকলের নিষ্কর্ষ এই যে—পিতৃদৌহিত্র মাতুলের মরণ কালীন জীবিত থাকিলে বা গর্ভস্থ থাকিয়া পশ্চাৎ

ভূমিষ্ঠ হইলে তদ্দায়াধিকারী, কিন্তু মাতুলের মরণকালীন জীবিত না থাকিলে অথবা তদনন্তর গর্ভস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে অধিকারী নয়।

বীরজাময়ী— বনাম—নবকৃষ্ণ রায় (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৯৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

।০ যে এক মাত্র কথার বিচার করা আমাদের আবশ্যক তাহা এই যে বনওয়ারী লালের মরণানন্তর তাহার বৈভব তাহার ভাগিনেয়কে (অর্থাৎ তাহার ভগিনী বীরজাময়ীর পুত্রকে) অর্শিয়াছে কি না। (এ মকদ্দমার) বৃত্তান্তের প্রতি আপত্তি হয় নাই, অর্থাৎ বনওয়ারী লাল যে নিস্‌সন্তান মরে, ও তাহার মরণকালীন তৎসহোদরা ভগিনী বীরজাময়ী গুর্ব্বিণী থাকিয়া বনওয়ারী লালের মৃত্যু হইতে ১৯ দিবসের মধ্যে সে এক পুত্র প্রসব করে ও সে পুত্র যে অল্প বয়সে মরে (ইহাতে বিবাদ নাই)। এবং বনওয়ারী লালের মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরজাময়ীর ঐ পুত্র জন্মিলে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সেই যে যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী হইত ইহাতেও বিরোধ নাই; পরন্তু কেবল এই কথার উপর আপত্তি হইতেছে যে সে যথার্থতঃ না জন্মিবাতে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ না হওয়াতে) দায়াধিকারী হইতে পারে না—যে দায়াধিকার ধনির মরণকালীন যে নিকটতম সম্পার্কীয় জীবিত থাকে তাহাকে শাস্ত্রানুসারে অর্শে। এতাবতা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে তাহা বনওয়ারী লালের পিতামহ রঙ্গলালের পৌত্র নবকৃষ্ণকে বর্ত্তে

প্রধান সদর আমীন বাদিকে বনওয়ারী লালের মৃত্যুকালীন জীবিত উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহার হক্কে মকদ্দমা ডিক্রী করিয়াছেন। তিনি কহেন দায়ভাগস্থিত যে একমাত্র বচনে উত্তরাধিকারির জন্ম প্রতীক্ষায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকা উক্ত হইয়াছে তাহা কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদের প্রথম চ্যাপ্টেরের ৪৫ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, তদ্ যথা,—"যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত, যাহারা যথার্থতঃ গর্ভস্থিত, তাহারা (সকলেই) বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম"। পরন্তু সকল টীকাকারেই কহেন এই বচন কেবল পৈতামহ ধনমাত্রে প্রযুজ্য, এবং যাহারা পৈতামহ ধন হইতে বর্ত্তনোচিত পাইতে অধিকারী ইহা তাহাদের সহিত-ও সম্বন্ধ রাখে, এতাবতা পিতৃদৌহিত্র ভিন্নগোত্র হওয়াতে এবং মাতামহ ধন হইতে বর্ত্তনোচিত পাইতে অধিকারি না হওয়াতে ঐ বচন তাহার প্রতি প্রযুজ্য নহে।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আপীলে রেস্পণ্ডেন্টের উকীল আমাদের নিকট উক্ত বচনের অর্থের উপর অনেক বল করেন, তিনি কহেন বনওয়ারীলালের মৃত্যুর পরে জাত নিজ পুত্রের দাওয়ার এই একমাত্র পোষক বলিয়া রেস্পণ্ডেন্ট উক্ত বচনের উপর নির্ভর করে; পক্ষান্তরে আপীলান্টের উকীল শ্যামাচরণের নিবন্ধন গ্রন্থে (অর্থাৎ ব্যবস্থাদর্পণে) লিখিত ব্যবস্থার উল্লেখ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে যদিও পিতার মরণ কালীন পুত্রের জীবনই তৎস্বত্বের কারণ, তথাপি পিতৃপদ ও পুত্রপদ প্রত্যেকে সম্পার্কীয় মাত্রের উপলক্ষক, অর্থাৎ

'পিতৃ' পদে পূর্ব্বস্বামী বোধ্য, ও 'পুত্র' পদে অধিকারি শৃঙ্খলাভুক্ত যে কোন সম্পর্কীয় বোধ্য। এবং 'পিতৃ-নিধন কালীন পুত্রের জীবনে'—উত্তরাধিকারির গর্ভস্থাবস্থাও বুঝায়। কেশবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আপীলান্টের মকদ্দমাতে বিগত সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ১৮৬০ সালের ১৩ সেপটেম্বরে নিষ্পন্ন নিষ্পত্তি বর্ত্তমান আপীলে বিচার্য্য কথার প্রতি প্রযুজ্য বলিয়া উভয় পক্ষই তৎপ্রতি আদালতের মনোযোগ করাইলেন। এবং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কথার যে রূপ মীমাংসা অত্যন্ত ন্যায়সম্মত বোধ হইতেছে তাহা উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তিকারি জজেরা আপন রায় যে মজমূনে লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা পাকতঃ দৃঢ়তর হইতেছে। যে২ কারণে উক্ত মকদ্দমায় নিষ্কর্ষ করা হইয়াছে তাহা এ মকদ্দমাতে প্রযুজ্য হওন হেতু আমরা তদনুগামী হইলাম। ১৮৬০সালে ১৩ ডিসেম্বরে বিগত সদর আদালতের জজদিগের সম্মুখে যে কথা বিচারার্থে উপস্থিত ছিল তাহা—মাতুলের মরণকালীন গর্ভাধান হয় নাই এমত পিতৃদৌহিত্রের দায়াধিকার বিষয়ক ; এবং উক্ত জজেরা এই হেতুবাদে যে—কোন দেশে এমত কোন বিধান তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, যদ্দ্বারা অজাত উত্তরাধিকারির নিমিত্তে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে,-তদ্বিপরীত হেতুমূলক আপীল ডিসমিস্ করেন। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে পিতৃদৌহিত্র মাতুলের মরণ কালীন গর্ভস্থ হয় নাই বলিয়া তাহার অধিকারের বিরুদ্ধে ঐ নিষ্পত্তি হয়, এবং শাস্ত্রের এমত কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা অজাত উত্তরাধিকারির নিমিত্তে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ নিষ্পত্তির সমুদায় মজমূন হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে ধনির মরণ কালীন যদি ঐ উত্তরাধিকারী গর্ভস্থ থাকিত তবে আদালত এই হেতুতে তাহার স্বত্বাধিকার স্বীকার করিতেন যে—'সকল দেশেতেই এই বিধান উত্তমরূপে জানা আছে ধনির মরণহেতু যদি তাহার বিষয় কোন ব্যক্তিতে বর্ত্তিয়াথাকে তাহা ঐ ধনির মরণ কালীন গর্ভস্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তদ্ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হয়'। প্রধান সদর আমীন দায়ভাগের যে বচন তুলিয়াছেন ও উল্লেখ করিয়াছেন আমরা সাহস পূর্ব্বক অনুভব করিতে পারি যে উক্ত বিধান এই বচনের কোন অর্থের উপর নির্ভর করে না। মাতার পুত্রজনন সম্ভাবনা সত্ত্বে পিতৃকর্ত্তৃক পুত্রগণের পৈতামহ ধন বিভাগ বিষয়ে স্পষ্টতঃ উক্ত বচন প্রযুজ্য, যেহেতু তাহাতে পরে জাত পুত্রদের বৃত্তিলোপ হয়, এবং বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম, কিন্তু তাহা ধনির মরণ কালীন গর্ভস্থ ও পরে জাত দায়াদের প্রতি প্রযুজ্য নহে। এতাবতা আমাদের উপলব্ধি হইতেছে ধনির নিধন কালীন গর্ভস্থ পরে জাত পুত্র কেবল উক্ত বচন হেতুতেই অধিকারী হয় এমত নহে, কিন্তু ১৮৬০ সালের ১৩ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি পত্রে সর্ব্বদেশ প্রচলিত যে বিধানের উল্লেখ হইয়াছে আমাদের মতে ঐ বিধানের উপর এই নিয়ম করিতে হইবে যে কোন মৃতধনি ত্যক্ত বিষয় মধ্য ব্যবহিত কালে কোন ব্যক্তিতে বর্ত্তিলে ঐ ধনির মরণকালীন গর্ভস্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হইবে। এবং আমরা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এমত কোন বিধান অবগত নহি যাহা—পূর্ব্বস্বামির মরণকালীন

(পুত্রভিন্ন) অন্য কোন উত্তরাধিকারী গর্ভস্থ হইলে তাহার প্রতি ঐ রীতি বলবৎ হওনের বাধক হইতে পারে।

অতএব আমাদের মত এই যে বনওয়ারীলালের মৃত্যু কালীন বীরজাময়ীর পুত্র গর্ভস্থ হওয়াতে সে ভূমিষ্ঠ হওনে ঐ বিষয় তাহাকে অর্শিয়াছে, এতাবতা বাদী এক্ষণে রঙ্গলালের পৌত্র বলিয়া ঐ বিষয় লইতে পারে না।

আমরা প্রধান সদর আমীনের বিচার রদ করিয়া আপিলান্টের পক্ষে উভয় আদালতের খরচা সমেত মকদ্দমা ডিক্রী করিলাম। হা. কো. আ. ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩ সাল।

মকদ্দমা নং ২৭৮, ১৮৬৪ সাল।
বামাসুন্দরী দাসী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—আনন্দময়ী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

মৃত ধনির মাতার মৃত্যু হইতে এক বৎসরের অধিক পরে ভাগিনেয় জন্মিলে তদপেক্ষা করিয়া ঐ ধনির নিকটতর দায়াদ উত্তরাধিকারী হইবে।

।/০ এ মকদ্দমায় বাদিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মের তারিখ মাত্র অবধারণীয়। নিম্ন আদালত আর্জির মজমুনের অনুসারী হইয়া এই মকদ্দমায় কৃত ইযুর মধ্যে ঐ কথাটী ধরেন নাই—ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ বিষয়ের প্রমাণ দাখিল করিতে বাদিনীকে নিরাস করা হয় নাই। তিনি এবিষয়ের কোন প্রমাণ দেন নাই, এবং প্রতিবাদী যে যে প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে নিম্ন আদালতে এবং এ আদালতে-ও সন্তোষ জনক রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে বাদিনীর প্রথম পুত্র বাদিনীর মাতার মৃত্যু হইতে এক বৎসরের পরে জন্মিয়াছে। প্রধান সদর আমীন 'দীর্ঘকাল পরে' এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত এমত বয়ান করা হইয়াছে যে বাদিনী তৎকালে গুর্ব্বিণী থাকারও উল্লেখ তাঁহার নিকট হয় নাই।

যেহেতু কোন ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত দায়াধিকার বাদিনীর পুত্রের জননাশয়ে নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না, অতএব প্রতিবাদি-ই কেবল দয়াময়ীর পুত্র কালীচরণের নিকটতম দায়াদ বলিয়া তৎসংক্রান্ত দায়াধিকারিণী দয়াময়ীর পরে অধিকারী হইতে পারে। আপীলান্ট স্বীকার করে যে ভগিনী বলিয়া কোন দাওয়া করিতে তাহার অধিকার নাই। আর্জিতে ঐ পুত্রের জন্মের তারিখ বর্ণিত না হওয়াতে তাহা তদ্বিরুদ্ধে দৃঢ় এক কারণ। আমরা হস্তক্ষেপের কোন কারণ না দেখিয়া মকদ্দমা মায় খরচা ডিস্‌মিস্‌ করিলাম। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সাল। সদর ল্যাণ্ডের সাপ্তাহিক রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ৩৫৩।

বঙ্গদেশে-প্রচলিত গ্রন্থ সমূহস্থ বৈলক্ষণ্য বিষয়ক বিবেচনা।

দায়ক্রমসংগ্রহকর্ত্তা কহেন—'পিতৃদৌহিত্রের পরে ও পিতামহের অধি-

দায়ক্রমসংগ্রহকৃতা—পিতৃদৌহিত্রাৎ পরতঃ পিতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং

কারের পূর্ব্বে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার, পিতামহ-দৌহিত্রের পরে প্রপিতামহাধিকারের পূর্ব্বে পিতৃব্য-দৌহিত্রের অধিকার, এবং প্রপিতামহ দৌহিত্রের পরে মাতামহাধিকারের পূর্ব্বে পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার; ও মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের দৌহিত্রেরা মাতামহাদির প্রপৌত্রের পরে ক্রমে অধিকারি'। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন—'পুত্রের ও পৌত্রের ও ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতির দৌহিত্র নৈকট্যক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারি, যেহেতু তাহারাও পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করে'। পরন্তু যদি কেবল উপকারকত্বই দায়াধিকারের কারণ হইত, তবে উপকারি আরো অনেক আছে তাহারাও অবশ্য দায়াধিকারি হইত। ফলতঃ অতিপূর্ব্বে পুত্রিকা-পুত্র ভিন্ন অন্য দৌহিত্রের অধিকার হেয় ছিল, যাজ্ঞবল্ক্য-টীকা মিতাক্ষরাতে বিজ্ঞানেশ্বর মূলে দৌহিত্রাধিকার স্পষ্ট না পাইয়া সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের উপলক্ষে ও বশিষ্ঠ বচন সাহায্যে কেবল ধনির নিজ দৌহিত্রটীর মাত্র অধিকার লিখিয়াছেন। মৈথিলেরা—"পত্নী দুহিতরশ্চৈব" ইত্যাদি নানা বচনে বোধ্য অধিকারিগণের সকলের পশ্চাৎ দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া ফাকতঃ তাহার স্বত্ব অস্বীকার করিয়াছেন—যেহেতু রাজাও অধিকারিমধ্যে পরিগণিত এবং রাজার অভাব কদাপি সম্ভব নহে; শুদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র বিবাদচিন্তামণিতে মনু বৃহস্পতির বচনবলে পিতামাতার পর ধনির স্বদৌহিত্রটীর মাত্র অধিকারকহিয়াছেন। জীমূতবাহন ধনি ভিন্ন অন্যের দৌহিত্রের অধিকার

ভ্রাতৃদৌহিত্রস্যাধিকারঃ, তথা পিতামহদৌহিত্রাৎ পরতঃ প্রপিতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং পিতৃব্যদৌহিত্রস্যাধিকারঃ, এবঞ্চ প্রপিতামহদৌহিত্রাৎ পরতঃ মাতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্রস্যাধিকারঃ; মাতামহপ্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং প্রপৌত্রাধিকারাৎ পরতস্তেষাং ক্রমেণ দৌহিত্রাধিকারশ্চ সংস্থাপিতঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা পুনঃ—পুত্রপৌত্রভ্রাতৃপুত্রাদীনাং দৌহিত্রাণাঞ্চাসত্তি ক্রমেণ মাতামহাৎপূর্ব্বমধিকারস্তেষামপি পিণ্ডদানেনোপকারকত্বাদিত্যুক্তং। পরন্তু যদ্যোষামুপকারবত্তয়া দায়াধিকারঃ স্যাত্তদা উপকারিণোঽন্যে বহবঃ সন্তি তেষামপি দায়াধিকারো ভবিতুমর্হতি। বস্তুতস্তু পুরা পুত্রিকাপুত্রম্বিনা দৌহিত্রস্যাধিকারো নাদৃত আসীৎ। যাজ্ঞবল্ক্যটীকায়াং মিতাক্ষরায়াং বিজ্ঞানেশ্বরেণ তদ্‌মূলবচনে স্পষ্টতয়া দৌহিত্রস্যাধিকারমপ্রাপ্য তদ্বচনীয় 'চ'-শব্দাৎ বশিষ্ঠবচনস্বরসাচ্চ দুহিত্রভাবে দৌহিত্রোধনভাগিত্যুক্তা ধনিনঃ স্বদৌহিত্রমাত্রস্যাধিকারো লিখিতঃ। মৈথিলাস্তু পত্নীদুহিতরশ্চৈবেত্যাদি নানা বচনবোধ্যাধিকারিণাংসর্ব্বেষাং পশ্চাৎদৌহিত্রাধিকারকথনাৎ ফাকতস্তদধিকারং নস্বীকৃতবন্তঃ,—যস্মাৎ রাজ্ঞোঽপ্যধিকারিতয়া পরিগণিতত্বাৎ তদভাবস্য কদাপ্যসম্ভবঃ কেবলং বিবাদচিন্তামণিকৃতা মনুবৃহস্পতিবচনস্বরসাৎ মাতাপিতৃতঃ পরতঃ ধনিনঃ স্বদৌহিত্রমাত্র-

বচনে স্পষ্ট না পাইয়া পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্রেরা উপকারক এবং মনুর বচনে তদধিকার উহ্য ইহা বলিয়া মূল পুরুষের অর্থাৎ পিত্রাদিত্রয় মাত্রের দৌহিত্রাধিকার লিখিয়াছেন, যথা—"যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। 'দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে' এই বচন অবিশেষে (দৌহিত্রমাত্রে) প্রযুজ্য, এবং নিজ দৌহিত্রবৎ পিতা প্রভৃতির দৌহিত্রও তদ্ভোগ্য পিণ্ডদানদ্বারা সন্তারক হওয়াতে ইহাদের অধিকার মনুকর্ত্তৃক পৃথগ্ রূপে দর্শিত হয় নাই। যেহেতু 'তিনপুরুষের তর্পণকরিতে হয়' ইত্যাদি বচনে এবং 'অনন্তর' ইত্যাদি বচনে এই সকল অধিকারি বলিয়া ধৃত হইয়াছে"। এতাবতা এমত অনুমান হইতেছে যে তাঁহার মতে মূল পুরুষের দৌহিত্র ভিন্ন অন্য দৌহিত্র অধিকারী নয়, যদি হইত তবে তাহা স্পষ্টতঃ অথবা ইঙ্গিতে লিখিতেন, প্রত্যুত দৃষ্ট হইতেছে যে উপকার হেতুতে যাহাদিগকে অধিকারি কহিলেন তাহাদের অধিকারেও পাছে পণ্ডিতদিগের অসম্মতি হয়, এই আশঙ্কায় কহিয়াছেন "ইহাতেও যদি পণ্ডিতদিগের অসন্তোষ জন্মে, তবে ইহা বাচনিকই জ্ঞাতব্য। তথাপি উক্ত মনুবচনদ্বয়ের যেমত অর্থ করা হইল তাহাই গ্রাহ্য"। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও উক্ত মূলপুরুষ কয়েকের মাত্র দৌহিত্রাধিকার কহিয়াছেন।

স্যাধিকারোঽভিহিতঃ। জীমূতবাহনেন ধনিভিন্নানামন্যেষাং পুরুষাণাং দৌহিত্রাণামধিকারং বচনেষু স্পষ্টমলব্ধা উপকারকত্বাৎমনুবচনদ্বয়ে পিত্রাদি মূল পুরুষত্রয়স্য দৌহিত্রাণামধিকারমূহ্যং জ্ঞাত্বা তেষামেবাধিকারো লিখিতঃ, যথা—"পিতুরপিপ্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনিদৌহিত্রস্যেব, এবং পিতামহ প্রপিতামহ সন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃ পিণ্ড প্রত্যাসত্তিক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ, ইতি হেতোরবিশেষাৎ, স্বদৌহিত্রবৎ পিত্রাদিদৌহিত্রস্যাপি তদ্ভোগ্যপিণ্ডদানেন সন্তারকত্বাৎ। অতএব মনুনা পৃথগমীষামধিকারো ন দর্শিতঃ 'ত্রয়াণামিতি' 'অনন্তর' ইতি বচনদ্বয়েনৈব সংগৃহীতত্বাৎ"। এতেনৈবমনুমীয়তে যত্তন্মতে পিত্রাদি মূল পুরুষত্রয়দৌহিত্রং বিহায়ান্যে দৌহিত্রা অধিকারি শৃঙ্খলায়াং নৈব গণ্যাঃ। তথাপি উপকারহেতুতয়া অধিকারিশৃঙ্খলায়াং পরিগণিত জনানামপ্যধিকারে বিদুষামসম্মতিমাশঙ্ক্য পুংধনাধিকারশেষে তেনেদমভিহিতং—"অত্রাপ্যপরিতোষো বিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ। তথাপি যথোক্ত বচনয়োরর্থো গ্রাহ্য ইতি"। রঘুনন্দনেনাপি উক্ত মূলপুরুষত্রয়স্য দৌহিত্রাণামেবাধিকার উক্তঃ।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় নব্য স্মার্ত্তেরা আদর করিয়াছেন কিন্তু বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তার * উক্ত মত আদৃত বা ব্যবহৃত হয় নাই।

আরো বিবেচনা— বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব ও দায়ক্রমসংগ্রহে, এবং বিবাদভঙ্গার্ণবে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্রাধিকারে সহোদর ও বৈমাত্রেয়ের ভেদ নাই। প্রত্যুত দায়ক্রমসংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার আচার্য্য চূড়ামণির মত তুলিয়া ভাবে তাহাতে নিজসম্মতি দেখাইয়াছেন। তদ্যথা "আচার্য্য চূড়ামণি কহেন সহোদর ভগিনীর পুত্রের ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্রের তুল্য (অর্থাৎ এক কালীন) অধিকার"। বিবাদভঙ্গার্ণব-কর্ত্তা-ও এমত প্রভেদ অস্বীকার করিয়া স্পষ্টতঃ কহিয়াছেন "ভ্রাতৃপুত্ত্রাধিকারে সহোদর ও বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ ঘটিত বিশেষ বোধ্য, কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই, ইহা বিবেচ্য। কোন কোন পণ্ডিত কহেন জীমূতবাহনের মতে পিতৃদৌহিত্রাধিকারে ভগিনীর সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্বানুসারে বিশেষ আছে, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-সম্মত নহে, কেননা মাতামহের পিণ্ডে মাতামহীর ভোগবোধক শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না। প্রপিতামহীর অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তান অধিকারী, এস্থলেও পিতামহের পুত্ত্র-পৌত্ত্রাধিকারে পিতার সহোদরত্ব ও

পরন্তু যদ্দায়ক্রমসংগ্রহকৃদভিহিতং তদ্দেশীয় বিদেশীয় নব্যস্মার্ত্তানাং তদাদৃতং বিবাদভঙ্গার্ণবকৃদুক্তমতন্তু * ন কেনাপ্যাদৃতং ব্যবহৃতঞ্চ।

বঙ্গদেশেঽত্যাদৃত দায়ভাগ দায়তত্ত্ব দায়ক্রমসংগ্রহেষু বিবাদভঙ্গার্ণবেচ পিতৃপিতামহ প্রপিতামহদৌহিত্রাণামধিকারে সোদরাসোদরভেদো ন কৃতঃ। প্রত্যুত দায়ক্রমসংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারৈঃ আচার্য্য চূড়ামণি-মতমুদ্ধৃত্য ভাবেন তত্র সম্মতির্দর্শিতা,— তদ্যথা—"তত্র সোদর ভগিনীপুত্ত্র বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্ত্রয়োস্তুল্যবদধিকার ইত্যাচার্য্যচূড়ামণিঃ"। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃদপি তাদৃশভেদমস্বীকৃত্য স্পষ্টমাচষ্টে, যথা- ভ্রাতুষ্পুত্রাধিকারে সোদরত্বাদি কৃতবিশেষো বেদিতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে ইতি ধ্যেয়ং। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেঽপি ভগিনী-সোদরত্বাদিকৃতো বিশেষোঽস্তীতি-জীমূতবাহনমতমিতি কেচিৎ, নৈতৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতং যতোমাতামহ-পিণ্ডে মাতামহীভোগস্য শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে। পিতামহপুত্ত্রপৌত্র প্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদি কৃতবিশেষো বেদিতব্যঃ, দৌহিত্রে তু ন বিশেষঃ। প্রপিতামহ্যভাবে পূর্ব্ববৎ দৌহিত্রান্ত তৎসন্তানোঽধিকারী, তত্রাপিপ্রপিতামহ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রা-

* ঐ বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদক কোলব্রুক সাহেব কহেন—"জগন্নাথ যখন স্বনামে কিছু কহেন অথবা সংগ্রহকর্ত্তার নিয়মিত সীমাতিক্রম করেন, তখন তাঁহাকে আমরা তাদৃক্ মান্য করি না। দ্রষ্টব্য এষ্টে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১৫১।

বৈমাত্রেয়ত্ব ঘটিত বিশেষ পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রে বিশেষ নাই। এবং প্রপিতামহের পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাধিকারে পিতামহের সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্ব-ঘটিত বিশেষ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রের অধিকারে সে বিশেষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকার পুংধনাধিকারক্রমের কোলব্রুক কৃত অনুবাদেও উক্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, তদংশের অনুবাদ যথা—"ভ্রাতার পৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্র—সে সহোদর বা বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্র হউক—অধিকারী হইবে। তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় অধিকারী। তদভাবে পিতৃসহোদরের পুত্র, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, পিতার সহোদরের পৌত্র বৈমাত্রেয়ভ্রাতার পৌত্রক্রমে অধিকারী, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র—সে পিতার সহোদরা বা বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্র হউক—অধিকারী। এই রূপ বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহদৌহিত্রেরাও (সোদরাসোদর ভেদ ব্যতিরেকে) অধিকারি। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারীয় মুদ্রিত দায়ভাগটীকায় আর হস্তে লিখিত ঐটীকার অনেক কাপিতে এবং মহেশ্বরাদির দায়ভাগটীকাতেও পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্রাধিকারে সোদরাসোদর ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে ঐ ভেদ স্পষ্ট পাওয়া যায় না।

যদ্যপি উপরিউক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদের মতই প্রামাণ্য ও প্রচলিত, তথাপি সংস্কৃত টীকাতে যে প্রভেদ লিখিত হইয়াছে তাহা অকারণ এবং অসঙ্গত নয়, যেহেতু তাদৃশ প্রভেদ অসোদর হইতে সোদরের নৈকট্যজন্য উৎকর্ষ

ণাম্যধিকারে পিতামহসোদরত্বাদি কৃতো বিশেষোঽবধাতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে"। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকায়াঃ পুংধনাধিকারক্রমস্য কোলব্রুকানুবাদে চ উক্ত প্রভেদো ন দৃশ্যতে, তদংশস্যানুবাদো যথা—"ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্রোধিকারী—সচ সোদর ভগিনীপুত্রঃ বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রো বা। তদভাবে পিতুঃ সহোদরঃ, তদভাবে পিতুর্বৈমাত্রেয়ঃ অধিকারী, তদভাবে পিতৃসোদরপুত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্র পিতৃসোদরপৌত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পিতামহদৌহিত্রোঽধিকারী, তত্রাপি পিতৃসোদর ভগিনীপুত্রঃ পিতৃবৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রো বা। বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহদৌহিত্রাধিকারেপ্যেবং"। কিন্তু মুদ্রিতেষু হস্তলিখিতেষু বা শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কারীয় দায়ভাগটীকা গ্রন্থেষু মহেশ্বরাদিদায়ভাগটীকাসু চ পিতামহ প্রপিতামহয়োর্দৌহিত্রাধিকারে সোদরাসোদরভেদো দৃষ্টো ভবতি। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেতু স ভেদঃ স্পষ্টতঃ নদৃশ্যতে।

যদ্যপ্যুক্ত গ্রন্থকর্ত্তৃণান্তাদৃশমতং প্রমাণং প্রচলিতঞ্চ, তথাপি সংস্কৃতটীকাসু যোভেদো লিখিতঃ স নাকারণো নৈবাসঙ্গতঃ; যতস্তাদৃশ প্রভেদোঽসোদরাৎ সোদরস্য নৈকট্যজন্যোৎ-

বলিয়া অথচ ধনির আপনার ও পিতার ও পিতামহের বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্র হইতে সহোদর ভগিনীর পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার করে বলিয়া হইয়াছে—যথা, সপত্নীক শ্রাদ্ধে ঐ দৌহিত্রেরা কেবল নিজমাতামহীর সহিত পিণ্ডদান করে, মাতামহীর সপত্নীর সহিত পিণ্ড দেয় না।

সাধারণ বিবেচনা— পুত্র হইতে পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যক দায়াদের অধিকারের ক্রম এতদ্দেশে মান্য দায়ভাগে, দায়তত্ত্বে ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহে, এবং নব্য সংগ্রহের মধ্যে অধিক চলিত বিবাদভঙ্গার্ণবে পরস্পর মিলে। ইহার পর এই কএক পুস্তকের মধ্যে অধিকারিক্রম বিষয়ে মধ্যে ২ পরস্পর ব্যতিক্রম, এবং অধিকারি সংখ্যার ন্যূনাতিরেক আছে। ঐ সমুদয় নিম্নে দর্শিত হইল, এবং প্রত্যেক গ্রন্থস্থ অধিকারি-ক্রম-বিষয়ে ও সংখ্যা-বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহাও তন্নিম্নে লিখিত হইল।

দায়ভাগানুসারে দায়াধিকার ক্রম। যেমত ধনির প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতার ও প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য। এইরূপ পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্বসম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। পিতামহদৌহিত্রের অভাবে মাতুলাদির অধিকার। এপর্য্যন্তের অভাবে সকুল্য। *

* বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্বপুরুষ, ও প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধস্তন তিন পুরুষ এক পিণ্ড ভোক্তা না হওয়াতে বিভক্ত দায়াদ সকুল্য কথিত হয়। দা. ভা. পৃ. ১৮১.

কর্ম্মজ্ঞাতঃ এবং ধনিনস্তৎপিতৃপিতামহয়োশ্চ বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রাৎ সহোদর ভগিনীপুত্রস্যাপেক্ষিকাধিকোপকারদর্শনাচ্চ সংজ্ঞাতঃ—যথা, সপত্নীক শ্রাদ্ধে পিতৃদৌহিত্রাদয়ঃ কেবলং নিজ মাতামহ্যাসহ মাতামহায় পিণ্ডং প্রয়চ্ছন্তি নতু মাতামহী-সপত্ন্যা সহ পিণ্ডং দদতি।

পুত্রমারভ্য পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্তং দ্বাদশসংখ্যকানাং দায়াদানামধিকারক্রম এতদ্দেশাদৃত দায়ভাগে দায়তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকায়াং দায়ক্রমসংগ্রহেচ, নব্য সংগ্রহাণামধিক চলিত বিবাদ ভঙ্গার্ণবেচ পরস্পরমবিকল এব মিলতি। ইতঃ পরমেতেষু পুস্তকেষ্বধিকারি-ক্রমে তৎ সংখ্যায়াঞ্চ মধ্যে ২ ব্যতিক্রমো ন্যূনাতিরেকশ্চ বর্ত্ততে। সচ সমুদয়ো নিম্নে প্রদর্শিত উক্ত গ্রন্থস্থাধিকারি-ক্রম-বিষয়ে সংখ্যা-বিষয়ে চ যদ্বক্তব্যং তদপি চ তন্নিম্নে লিখিতমভবৎ।

পিতুরপি প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনিদৌহিত্রস্যেব। এবং পিতামহপ্রপিতামহসন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃ পিণ্ডপ্রত্যাসত্তিক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। প্রপিতামহ দৌহিত্রস্যাভাবে মাতুলাদেরধিকারঃ। এতৎ পর্য্যন্তাভাবেতু সকুল্যঃ *। সকুল্যো—বিভক্ত

* বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎপ্রভৃতয়স্ত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ প্রতিপ্রপৌত্রশ্চ প্রভৃত্যধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষাঃ একপিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্তদায়াদাঃ সকুল্যা ইত্যাচক্ষতে। দা.ভ.পৃ.১৮১।

সকুল্য (অর্থাৎ) বিভক্ত পিণ্ড। প্রপৌত্রের পুত্র হইতে অধস্তন তিন পুরুষ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততি—তন্মধ্যে প্রপৌত্র প্রভৃতি অতি নিকট, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি সন্ততি (অধিকারি)। এ প্রকার সকুল্যের অভাবে সমানোদকেরা (অধিকারি)। তাহাদের অভাবে আচার্য্য; তদভাবে শিষ্য; তদভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে সগোত্র; তদভাবে সমানপ্রবর। উক্ত পর্য্যন্ত সকলের অভাবে ব্রাহ্মণেরা ধন গ্রহণ করিবেন, তদভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে রাজা গ্রহণ করিবেন। সমানগোত্র ও প্রবরের ও ব্রাহ্মণের অভাব পদে তথাবিধ স্বগ্রামস্থের অভাব বোধ্য, নতুবা রাজার অধিকার বলা অনর্থক হয়।

পিণ্ডঃ। প্রভপ্রণপ্তৃতঃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়মধস্তনং, বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিসন্ততিশ্চ। তত্রাপি প্রতিপ্রণপ্ত্রাদেরানন্তর্য্যং তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিসন্ততিঃ। এবম্বিধ সকুল্যাভাবে সমানোদকাঃ। তেষামভাবে আচার্য্যঃ; তস্যাপ্যভাবে শিষ্যঃ; তদভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে চৈকগোত্রাঃ, তদভাবে চৈকপ্রবরাঃ। উক্তপর্য্যন্তানান্তু সর্ব্বেষামভাবে ব্রাহ্মণাঃ তদ্ধনং গৃহ্লীয়ুঃ। তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজা গৃহ্লীয়াৎ, গোত্রর্ষি সম্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চাভাবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ।

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ক্রমে ধর্ম্মভ্রাতা সৎশিষ্য ও আচার্য্য অধিকারী, তদভাবে একতীর্থী ও একাশ্রমী অধিকারী। (এস্থলে) ব্রহ্মচারী পদে নৈষ্ঠিক বোধ্য, যেহেতু সে পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন আচার্য্যকুলে বাস এবং নিষ্ঠাতে তৎসেবা করে। উপকুর্ব্বাণের ধনে পিতা প্রভৃতি অধিকারি। দা. ভা. পৃ. ২৩৬—২৩৭।

বানপ্রস্থযতিব্রহ্মচারিণাং ধনং ধর্ম্মভ্রাতৃসচ্ছিষ্যাচার্য্যাঃ গৃহ্লীয়ুঃ, তদভাবে একতীর্থী একাশ্রমী গৃহ্লীয়াৎ। ব্রহ্মচারী চ নৈষ্ঠিকোঽভিমতঃ পিত্রাদিপরিত্যাগেন যাবজ্জীবমাচার্য্যকুলনিবাস পরিচর্য্যানিষ্ঠায়াঃ তেন কৃতত্বাৎ। উপকুর্ব্বাণস্য তু ধনং পিত্রাদিভিরেব গ্রাহ্যং।—দা. ভা. পৃ. ২৩৬—২৩৭।

বিবেচনা— এই গ্রন্থের লেখক জীমূতবাহন বঙ্গীয় মতের সংস্থাপক। তিনি যে সকল মত সংস্থাপিত করিয়াছেন তৎতাবতই প্রায় এতদ্দেশে প্রচলিত, ও দেশময় মান্য, এবং আর আর গ্রন্থকর্ত্তারা তাহা নিজ গ্রন্থে তুলিয়াছেন অথবা প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

এতদ্গ্রন্থকর্ত্তা জীমূতবাহনো গৌড়ীয় মতসংস্থাপকঃ—তেন যানি মতানি লিখিতানি প্রায়শঃ তত্তাবদেবাস্মিন্ দেশে প্রচলিতানি মান্যানি চাভবন্। এবমন্যৈর্গ্রন্থকর্ত্তৃভিরপি তানি স্বগ্রন্থে লিখিতানি প্রমাণত্বেন বা প্রদর্শিতানি চ।

দায়তত্ত্বানুসারে দায়াধিকার ক্রম। পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অভাবে পিতামহ অধিকারী, তদভাবে পিতামহী। তদভাবে (ক্রমে) পিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র। এবং প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, ও তাঁহাদিগের সন্তানগণও এইরূপ অধিকারি। মৃতধনির ভোগ হয় এমত পিণ্ডদানকর্ত্তার অভাবে বন্ধু অর্থাৎ মাতামহ মাতুলাদি।—তথাপি মাতামহ থাকিলে পিত্রাদির ন্যায় (প্রথমে) তিনি অধিকারী, তদভাবে মাতুলাদি। তদভাবে সকুল্য—(অর্থাৎ) বিভক্তপিণ্ড। প্রপৌত্রের পুত্র পর্য্যন্ত করিয়া তিন পুরুষ অধস্তন, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিও (ক্রমে অধিকারি)। বৃহস্পতিকর্ত্তৃক বান্ধব উক্ত হওয়াতে পিতার ও মাতার নিকট বান্ধবেরা যথাক্রমে ধনাধিকারি। বান্ধব যথা - 'আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্মবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পৃ. ৬১—৬৩।

বিবেচনা। এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রণীত স্মৃতি তত্ত্বের একাংশ. এই পুস্তককে দায়ভাগমূলক বলিতে হইবে যেহেতু এই গ্রন্থের আদ্যন্তই প্রায় জীমূতবাহনের দায়ভাগানুসারে সংগৃহীত হইয়াছে। কেবল অত্যল্প বিষয়ে মত বৈলক্ষণ্য আছে, অর্থাৎ কোন২ স্থানে দায়ভাগে যাহা ধৃত হয় নাই তাহা লিখিত, এবং কোন২ স্থলে দায়ভাগে লিখিত

দৌহিত্রান্ত পিতৃ-সন্তানাভাবে পিতামহঃ, তদভাবে পিতামহী। তদভাবে পিতামহদৌহিত্রান্ত সন্তানঃ। এবং প্রপিতামহঃ প্রপিতামহী তৎসন্তানাঅপি। মৃতভোগ্য পিণ্ডদাত্রভাবে বন্ধুরিতি মাতামহমাতুলাদিঃ,—তত্রাপি পিত্রাদিবৎ সতি মাতামহে সএব, তদভাবে যথাক্রমং মাতুলাদিঃ। তদভাবে সকুল্যো—বিভক্তপিণ্ডঃ। প্রতিপ্রণপ্তৃতঃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়মধস্তনং, বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিশ্চ। বৃহস্পত্যুক্ত বান্ধবা ইত্যনেন যাথাক্রমং আসন্ন পিতৃমাতৃবান্ধবা ধনাধিকারিণঃ,তেচ—'আত্মপিতুঃ স্বসুঃ পুত্রা, আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ, বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥ পিতুঃ পিতুঃস্বসুঃপুত্রাঃ, পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ, বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ,মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ, বিজ্ঞেয়াঃ মাতৃবান্ধবাঃ॥ পৃ. ৬১—৬৩।

অয়ং গ্রন্থঃ সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপ্রণীত স্মৃতিতত্ত্বস্যৈকোভাগঃ, প্রায়শঃ সাদিসান্তমিদং পুস্তকং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগানুসারেণসং গৃহীতমাসীৎ। অত ইদং দায়ভাগ মূলকমেব বক্তব্যং,—কেবলমত্যল্প বিষয়ে মতবৈলক্ষণ্যমস্তি, যতঃ কস্মিন্ কস্মিন্

এবং প্রচলিত বিষয়ও ছাড়া হইয়াছে; যথা—জীমূতবাহন ধৃত অধিকারিগণের অতিরেকে ইনি মাতামহের অধিকার কহিয়াছেন। এবং বান্ধবচ্ছলে মাতৃস্বসার পুত্রের ও পিতার মাতৃস্বসার পুত্রের, পিতার মাতুলপুত্রের ও মাতার মাতৃস্বসার পুত্রের, মাতার পিতৃস্বসার পুত্রের ও মাতার মাতুলপুত্রের অধিকার কহিয়াছেন। কিন্তু এইকএকের মধ্যে পিতার মাতুলের ও মাতৃস্বসার পুত্রের এবং মাতার মাতুলের ও মাতৃস্বসার পুত্রের অধিকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। এতদতিরেকে জীমূতবাহন প্রভৃতির স্বীকৃত আচার্য্যাদি উদাসীনের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকানুসারে দায়াধিকার ক্রম।

ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্র—সে সহোদর ভগিনীর পুত্র বা বৈমাত্রার পুত্র হউক—অধিকারী। তদভাবে পিতামহ অধিকারী, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়, তদভাবে পিতার সহোদরের পুত্র। পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রেরা ক্রমে অধিকারী, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র, তত্রাপি পিতার সহোদর ভগিনীর পুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়ভগিনীর পুত্র অধিকারী, বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহদৌহিত্রাধিকারেও এইরূপ। তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ও তাহাদের পুত্রপৌত্রেরা এবং প্রপিতামহের

স্থানে তেন যানি দায়ভাগে ন ধৃতানি তানিচ লিখিতানি, কুত্রাপিচ দায়ভাগলিখিত প্রচলিত বিষয়োপি পরিত্যক্তঃ,—যথা দায়াধিকার প্রকরণে অনেন জীমূতবাহনধৃতাধিকারিগণাতিরিক্তঃ মাতামহস্যাধিকারোধৃতঃ, বান্ধবচ্ছলেন মাতৃস্বস্পুত্রস্য পিতুর্মাতৃস্বস্পুত্রস্য পিতুর্মাতুলপুত্রস্য মাতুর্মাতৃস্বস্পুত্রস্য মাতুঃপিতৃস্বস্পুত্রস্য মাতুর্মাতুলপুত্রস্যচাধিকার উক্তঃ। কিন্ত্বেষাং মধ্যে পিতুর্মাতুলপুত্রস্য পিতুর্মাতৃস্বস্পুত্রস্য মাতুর্মাতুলপুত্রস্য মাতৃস্বস্পুত্রস্যচাধিকারঃ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননৈঃ ন স্বীকৃতঃ। অপিচ জীমূতবাহনাদি স্বীকৃতাচার্য্যাদ্যুদাসীনাধিকারো গ্রন্থকর্ত্রা ন ধৃতঃ।

ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্রঃ—সচ সোদর ভগিনীপুত্রঃ বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রো বা। তদভাবে পিতামহঃ; তদভাবে পিতামহী; তদভাবে পিতুঃ সহোদরঃ; তদভাবে পিতুর্বৈমাত্রেয়ঃ। তদভাবে পিতৃসোদরপুত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্র পিতৃসোদরপৌত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পিতামহ-দৌহিত্রঃ,—তত্রাপি পিতৃসোদর ভগিনীপুত্রঃ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রশ্চ। বক্ষ্যমাণপ্রপিতামহদৌহিত্রাধিকারেহপ্যেবং। তদভাবে প্রপিতামহঃ, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহসহোদর ভ্রাতৃতদ্বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ তৎপুত্র

দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। এতাবত্ পর্য্যন্ত ধনির ভোগ্য পিণ্ডদাতার অভাবে ধনির দাতব্য পিণ্ডদাতা মাতামহ মাতুলাদির অধিকার, তত্রাপি প্রথমে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তৎপুত্র ও পৌত্রেরা ক্রমে অধিকারী। তদভাবে ধনির ভোগ্য লেপদাতা প্রপৌত্রের পুত্রপ্রভৃতি তিন পুরুষ অধস্তন সকুল্যের ক্রমে অধিকার, তদভাবে ধনির দানীয় লেপভোক্তা বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সকুল্যের ও তৎসন্ততিগণের নৈকট্যক্রমে অধিকার। তাহাদের অভাবে সমানোদকেরা অধিকারী। তদভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সব্রহ্মচারী; তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমানগোত্র ও সমানপ্রবরেরা ক্রমে অধিকারি। উক্ত পর্য্যন্ত সকল সম্পর্কীয়ের অভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ধনে রাজা অধিকারী; ব্রাহ্মণের ধন তিন বেদবেত্তা গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা লইবেন।

বানপ্রস্থের ধন অন্য বানপ্রস্থ এক তীর্থবাসী ধর্ম্মভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিবেক, যতির ধন সৎ শিষ্য, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির ধন আচার্য্য এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারির ধন তৎপিত্রাদি লইবেন, এই সঙ্ক্ষেপ।

বিবেচনা। জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগের এই টীকা শ্রেষ্ঠা, এই টীকাকর্ত্তা সূক্ষ্মদর্শী নৈয়ায়িক ছিলেন। আদি ও অন্ত পদে যাহা যাহা ঊহ্য ছিল তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক এবং যে ২ স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা সোদরাসোদর মধ্যে ভেদ বিশেষ করিয়া লিখেন নাই তাহা লিখনপূর্ব্বক এবঞ্চ ঊহ্য ও পরিত্যক্ত আর ২ অনেক বিষয় প্রকাশপূর্ব্বক আদর্শের সদ্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্ব-

পৌত্র প্রপিতামহ-দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। এতাবৎ পর্য্যন্তানাং ধনিভোগ্য পিণ্ডদাতৃণামভাবে ধনিদেয় পিণ্ডদাতৃণাং মাতামহ মাতুলাদীনামধিকারঃ, তত্রাপি প্রথমং মাতামহঃ, তদভাবে মাতুলঃ—তৎপুত্রপৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে চাধস্তন সকুল্যানাং ধনিভোগ্য লেপদাতৃণাং প্রতিপ্রণপ্তৃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়স্যাংক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং ধনিদেয়লেপভুক্ বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিতৎসন্ততীনামাসত্তি ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে সমানোদকানামধিকারঃ। তেষামভাবে চাচার্য্যস্য, তদভাবে শিষ্যস্য, তদভাবে সব্রহ্মচারিণোঽধিকারঃ। তদভাবে চৈকগ্রামস্থ সগোত্রসমানপ্রবরয়োঃ ক্রমেণাধিকারঃ। উক্ত পর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং সম্বন্ধিনামভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজা গৃহ্লীয়াৎ, ব্রাহ্মণধনন্তু ত্রৈবিদ্যাদি গুণযুক্তা ব্রাহ্মণাঃ গৃহ্লীয়ুঃ।

এবং বানপ্রস্থধনং ধর্ম্মভ্রাতৃত্বেনানুমতোঽপরো বানপ্রস্থ একতীর্থসেবী গৃহ্লীয়াৎ। তথা যতিধনং সচ্ছিষ্যঃ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণোধনমাচার্য্যঃ, উপকুর্ব্বাণস্যতু ব্রহ্মচারিণো ধনং পিত্রাদির্গৃহ্লীয়াদিতি সংক্ষেপঃ।

জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগস্য শ্রেষ্ঠেয়ং টীকা, এতট্টীকাকর্ত্তা সূক্ষ্মদর্শি নৈয়াযিক আসীৎ। অতি সূক্ষ্মতয়া গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং ব্যাখ্যাতবান্, এবমাদিপদেনান্তপদেনচ যদ্যদূহ্যং তৎপ্রকাশ্য যস্মিন্ ২ স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা সোদরাসোদর ভেদো বিশিষ্য ন লিখিতস্তং লিখিত্বা ঊহ্যমথবা পরিত্যক্তান্যানেকবিষয়ঞ্চ প্রকাশ্যাদর্শস্য

নই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার মত স্থাপিত করিয়াগিয়াছেন কেবল কোন২ স্থলে মতান্তর বা সংশোধন করিয়াছেন, যথা—পিতামহের ও প্রপিতামহের সন্তানের মধ্যে সোদরসম্বন্ধীয়কে প্রকাশ্য রূপে অগ্রগণ্য করিয়াছেন। সকুল্যের অধিকারে জীমূতবাহন কহিয়াছেন "প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধিক নিকট, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততি অধিকারি"। এতাবতা বৃদ্ধ প্রপিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের এবং অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের স্বত্ব এস্থলে লিখেন নাই। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তাহা মতান্তর করিয়া অথবা শুধরাইয়া কহিয়াছেন "ইহাদের অভাবে অধস্তন সকুল্যের অধিকার,—অর্থাৎ প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার, তাহাদের অভাবে ধন ঊর্দ্ধতন সকুল্যে ঊর্দ্ধগামি হয় অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ও তৎসন্ততিকে সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অর্শে"। প্রপিতামহের দৌহিত্রের পর এবং মাতুলের পূর্ব্বে টীকাকর্ত্তা মাতামহের অধিকার কহিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা মাতামহকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গ্রন্থকর্ত্তা কহেন "সমানগোত্র ও সমান প্রবর ব্যক্তির অভাব তথা ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বোধ্য, নতুবা রাজার অধিকার বলা বৃথা হয়"। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তদ্গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসাবশ্যকতার উল্লেখ না করিয়া কহিতেছেন "তদভাবে এক গ্রামস্থ সগোত্র ও সমান প্রবরদিগের ক্রমে অধিকার, উক্ত পর্য্যন্ত সকল সম্পর্কীয়ের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে তাহা রাজা পাইবেন"। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন তিন বেদবেত্তা এবং

সম্ব্যাখ্যাগকার্যীচ্চ। প্রায়শঃ সর্ব্বত্রৈব গ্রন্থকর্ত্তুর্মতং সংস্থাপিতবান্, কেবলং কুত্রচিৎ মতান্তরমথবা সংশোধনঞ্চকার, যথা—পিতামহ প্রপিতামহয়োঃসন্ততীনাং মধ্যে সোদরত্ব সম্বন্ধীয়প্রকাশেনাদৌ পরিগণিতঃ, সকুল্যাধিকারে জীমূতবাহনেনোক্তং—"প্রতিপ্রণপ্ত্রাদেরানন্তর্য্যং, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিরিতি" অতএবাত্র ঊর্দ্ধতনসকুল্যানাং বৃদ্ধ প্রপিতামহাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহাত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহানামধিকারস্তেন ন লিখিতঃ। টীকাকর্ত্তা তু তৎসংশোধনং কৃত্বাকথয়ৎ "তদভাবে অধস্তন সকুল্যস্য প্রতিপ্রণপ্তৃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়স্য ক্রমেণাধিকারস্তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তৎসন্ততীনামাসত্তিক্রমেণাধিকার ইতি"। প্রপিতামহ দৌহিত্রাৎ পরতো মাতুলাৎ পূর্ব্বঞ্চ তেন মাতামহোঽধিকারীতি লিখিতং কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা তমধিকারিণং নাঙ্গীগণৎ। গোত্রর্ষিসম্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চাভাবস্তদ্গ্রামেবোদ্ধব্যঃ অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেরিতি গ্রন্থকারেণোক্তং। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তদ্গ্রামে ব্রাহ্মণস্যাবাসাবশ্যকত্বং ন লিখিত্বাভিহিতং—"তদভাবে ঐকগ্রামস্থ সগোত্রসমান প্রবরয়োঃ ক্রমেণাধিকারঃ। উক্তপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং সম্বন্ধিনামভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজা গৃহ্ণীয়াৎ। ব্রাহ্মণ-

তার ২ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হইবেন *।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের লিখিত দায়ভাগটীকায় ও দায়ক্রম সংগ্রহে বিশেষ এই যে—টীকায় পিতার ও পিতামহের ভ্রাতাদের ও তৎসন্তানের মধ্যে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভেদে অধিকারের ক্রম হইয়াছে। ধনির নিজের ও তৎপিতার ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র এবং প্রমাতামহ ও তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র, তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র অধিকারী বলিয়া ধৃত হয় নাই। এবং ব্রাহ্মণ যে স্বগ্রামস্থ হইলে তবে দায়াধিকারী হয়, ও গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন যে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণও পায় ইহা লিখিত হয় নাই।

বিবাদভঙ্গার্ণবানুসারে দায়াধিকার ক্রম।

পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অভাবে পিতামহ ধনাধিকারী, তদভাবে পিতামহী অধিকারিণী, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অধিকার।

ধনন্তু ত্রৈবিদ্যাদি গুণযুক্তা ব্রাহ্মণাঃ গৃহ্ণীয়ুঃ*।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকা দায়ক্রমসংগ্রহয়োরয়ং বিশেষঃ—যট্টীকায়াং পিতুঃপিতামহস্য চ ভ্রাতৃণান্তৎসন্ততীনাঞ্চাধিকারক্রমঃ সোদরাসোদরত্ব ভেদো ন নির্দ্দিষ্টঃ। ধনিনস্তৎপিতুঃ পিতামহস্য চ ভ্রাতৃদৌহিত্রাঃ প্রমাতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাশ্চাধিকারিতয়া ন ধৃতাঃ এবং ব্রাহ্মণঃ স্বগ্রামস্থশ্চেত্তদা দায়াধিকারী তথা গুণবদ্ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণোঽধিকারীতি ন লিখিতং।

দৌহিত্রান্ত পিতৃসন্তানাভাবে পিতামহোধনাধিকারী, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে দৌহিত্রান্ত তৎসন্তানস্যাধিকারঃ। তত্রচ পিতামহ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদিকৃতো বিশেষঃ পূর্ব্ববদবধাতব্যঃ দৌ-

---

* শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকার পুংধনাধিকারক্রমের কোলব্রুক সাহেব কৃতানুবাদ অত্র মুদ্রিত পুংধনাধিকার ক্রমের সহিত কোন ২ বিষয়ে মিলে না,—অর্থাৎ তাহাতে প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার লিখিত নাই. এবং পিতামহদৌহিত্রের পর পিতামহপিতামহীর অধিকার কথিত হইয়াছে। মাতুলের পর মাতুলপুত্রের পূর্ব্বে মাতামহের দৌহিত্রের অধিকার কথিত হইয়াছে। এবং অার কোন ২ বিষয়ে অনৈক্য আছে, কিন্তু তাদৃশ অনৈক্য ও ব্যতিক্রম যে হস্তলিখিত কাপি হইতে অনুবাদ হইয়াছে তাহার সহিত মুদ্রিত দায়ভাগটীকার তৎস্থলে পাঠের অনৈক্যজন্যই হওয়া সম্ভব। এ গ্রন্থে দায়ভাগটীকার যে পুংধনাধিকারক্রম তুলা হইয়াছে তাহা শেষে মুদ্রিত দায়ভাগ হইতে লওয়া গিয়াছে। এবং তাহা লওনের কারণ ৫৮ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার না ধরা এবং পিতামহ পিতামহীর অধিকারের উক্ত ক্রম ভ্রম নয়—যেহেতু মূলে পিতৃদৌহিত্রের পর পিতামহ পিতামহীর অধিকার, এবং টীকায় কথিত তাহাদের অধিকারস্থলে প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মাতুলপুত্রের অগ্রে মাতামহদৌহিত্রের অধিকারে অনুবাদ-কর্ত্তা নিজেই ভ্রম স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন যে পিতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রমানুসারে মাতুলের পুত্র ও পৌত্রকে মাতামহদৌহিত্রের পূর্ব্বে অধিকারি হওয়া উচিত।

পিতামহের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকারে পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় মধ্যে প্রভেদ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রে সে বিশেষ কর্ত্তব্য নয়। তদভাবে প্রপিতামহ অধিকারী, তদভাবে প্রপিতামহী অধিকারিণী; তদভাবে পূর্ব্ববৎ প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্তের অধিকার, এস্থলেও প্রপিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাধিকারে পিতামহের সোদরাসোদরত্ব ভেদ জ্ঞাতব্য, দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই। তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ মাতামহ, মাতুল, তৎপুত্র, তৎপৌত্র, প্রমাতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বাভাবে পর২ অধিকারী, এবং মাতামহের, প্রমাতামহের ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ডদাতা তত্তৎ দৌহিত্রেরাও অধিকারী। ইহাদের নিমিত্তেই যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদের প্রয়োগ করিয়াছেন, এই ব্যবস্থা জীমূতবাহন মতানুসারি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার সম্মত। এস্থলে বিবেচ্য এই, যে —পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র এবং ভ্রাতার ও তৎপুত্রের দৌহিত্রাদি নৈকট্য ক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারী —যেহেতু তাহারাও পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করে। তদভাবে সকুল্য অধিকারী,—বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি তিন পুরুষ এক পিণ্ডভোক্তা না হওয়াতে বিভক্তদায়াদ সকুল্য কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রেরপুত্র পরে প্রপৌত্রের পৌত্র অনন্তর প্রপৌত্রের প্রপৌত্র অধিকারি তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের অধিকার, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা দৌহিত্র পর্য্যন্তের ক্রমে অ-

হিত্রেতু ন বিশেষঃ। ততঃ প্রপিতামহোঽধিকারী, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পূর্ব্ববৎ দৌহিত্রান্ত তৎসন্তানোঽধিকারী, —তত্রাপি প্রপিতামহ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতামহসোদরত্বাদি কৃতো বিশেষোঽবধাতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে। তদভাবে বন্ধুঃ, অর্থাৎ —মাতামহ মাতুল তৎপুত্র তৎপৌত্র,প্রমাতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র প্রপৌত্রাণাং পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবেপরঃপরোঽধিকারী। এবন্তেষাং দৌহিত্রাণামপি মাতামহ তৎপিতৃ তৎপিতৃপিণ্ডদানাদধিকারঃ। এতদর্থমেব বন্ধুপদং প্রযুক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ —ইতি জীমূতবাহন মতানুসারিণী শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতা ব্যবস্থা। অত্রেদমবধাতব্যং পুত্রপৌত্রদৌহিত্রযোর্ভ্রাতৃ তৎপুত্র দৌহিত্রাদীনাঞ্চাসত্তিক্রমেণ মাতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারঃ, —তেষামপি পিণ্ডদানেনোপকারকত্বাৎ। তদভাবে সকুল্যাঃ অত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতিত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ, প্রতি-প্রপৌত্রপুত্র প্রভৃতি অধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষাঃ একপিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্ত দায়াদাঃ সকুল্যা ইত্যাচক্ষতে। তত্র প্রপৌত্রপুত্রস্যাদাবধিকারঃ, ততঃ প্রপৌত্রপৌত্রস্য, ততঃ প্রপৌত্রপ্রপৌত্রস্য। তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহস্য, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহ দৌহিত্রান্তানাং তৎ-পার্ব্বণ পিণ্ডদানাং ক্রমেণাধিকারঃ, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্রপ্রপৌত্রাণাং বৃদ্ধপ্রপিতামহলেপদাতৄণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে

ধিকার, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের লেপদাতা প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার। তদভাবে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র এবং এই প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র এবং এই প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে সমানোদকের অধিকার,—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক ভাব।

তদভাবে আচার্য্য অধিকারী, তদভাবে শিষ্য, শিষ্যাভাবে সব্রহ্মচারী, তদভাবে এক গোত্রজ, তদভাবে সমানপ্রবর অধিকারী। সমান প্রবর পর্য্যন্তের অভাবে ব্রাহ্মণেরা অধিকারি। সমানগোত্র ও সমানপ্রবর ও ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বোধ্য। স্বগ্রামস্থ সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়াদির ধনে রাজার অধিকার মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণকেও দাতব্য।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির ধন আচার্য্য গ্রহণ করিবেন, যতির ধন সত্ শিষ্যে লইবেক। অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ ধারণ ও তদনুষ্ঠানে দক্ষ বানপ্রস্থের ধন ধর্ম্মভ্রাতা একতীর্থী গ্রহণ করিবেক। ধর্ম্মভ্রাতা,—ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে প্রতিপন্ন। একতীর্থী—একাশ্রমী *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ, তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণ পূর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণ পূর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে সমানোদকানামধিকারঃ— চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তঞ্চ সমানোদকভাবঃ।

তদভাবে আচার্য্যঃ, তদভাবে শিষ্যঃ শিষ্যাভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে এক গোত্রজাঃ, তদভাবে একপ্রবরাঃ। সমানপ্রবর পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মণানামধিকারঃ। সগোত্রসপ্রবরব্রাহ্মণ সম্বন্ধানাঞ্চাভাবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ। স্বগ্রামস্থ সদ্ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়াদিধনে রাজাধিকারমাহমনুঃ ব্রহ্মস্বধনন্তু রাজ্ঞা কদাচিদপি ন গ্রহীতব্যং, তথাচ সদ্ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণধনং সামান্য ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদ্যাৎ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণোধনমাচার্য্যো গৃহ্ণীয়াৎ, যতের্ধনং সৎশিষ্যঃ— অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ ধারণ তদনুষ্ঠানদক্ষ বান প্রস্থধনং ধর্ম্মভ্রাত্রেকতীর্থী গৃহ্ণাতি,—ধর্ম্মভ্রাতা ভ্রাতৃত্বেন প্রতিপন্নঃ, একতীর্থী—একাশ্রমী *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

---

* দায়নির্ণয় কর্ত্তা (মাতুলাদি) দায়াধিকারির ক্রম ভিন্নরূপে কহেন, তদ্ যথা—আদৌ মাতুল, তদভাবে মাতুলপুত্র, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতামহের দৌহিত্র, তৎপরে মাতুলের পৌত্র, পরে প্রমাতামহ অধিকারি। এবং মৃত ধনিকে পিণ্ডদান জন্য উপকারের তারতম্য কারণে উক্ত রূপ ক্রম নির্ণয় হওয়া কহেন।

বিবেচনা— দায়াধিকারক্রমে এই পুস্তককে দায়ক্রমসংগ্রহ হইতে প্রভেদ এই যে ইহাতে ধনির ও তৎপিতার ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রেরা অধিকারি বলিয়া স্পষ্ট গণিত হয় নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণের উভয়গ্রন্থ অর্থাৎ দায়ক্রমসংগ্রহ ও দায়ভাগটীকা হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে ইহাতে পুত্রপৌত্রের ও ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্রাদি আসত্তিক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, তথা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্রেরপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র অত্যাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, এবং আর কএক বিষয়ে বৈলক্ষণ্য আছে।

নিষ্কর্ষ।— গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে পরস্পর এই রূপ মত বৈলক্ষণ্য হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণের দায়ভাগটীকায় ও বিবাদভঙ্গার্ণবেকৃত পিতামহের ও প্রপিতামহের সন্তানের মধ্যে কৃত সোদরাসোদরভেদ মানিয়া দায়ক্রমসংগ্রহের ক্রমানুসারি হওয়া উচিত বিবেচিত হইল। এই বিবেচনা যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশমূলক, তদ্ যথা- "দুই স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে, যাহা ন্যায়সম্মত তাহাই ব্যবহারে প্রবল"। দায়ক্রমসংগ্রহ জীমূতবাহনানুমত দায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ, কেবল এদেশীয় স্মার্ত্তরাই যে আর আর গ্রন্থাপেক্ষা করিয়া এই পুস্তকানুসারি হয়েন এমত নহে, কিন্তু ইউরোপীয় যে সকল পণ্ডিত আমাদের স্মৃতির অনুবাদ করিয়াছেন অথবা তদ্বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহারাও দায়ক্রমসংগ্রহকে তাদৃশ মান্য করিয়াছেন।—

দায়াধিকারক্রমে দায়ক্রমসংগ্রহাদস্য পুস্তকস্যায়ং প্রভেদো যদত্র ধনিনস্তৎপিতুঃপিতামহস্যচ ভ্রাতৃদৌহিত্রোঽধিকারিত্বেন স্পষ্টতয়া ন গণিতঃ। এবং দায়ক্রম সংগ্রহ দায়ভাগটীকোভয় গ্রন্থাদস্যোদং বৈলক্ষণ্যং যদত্র পুত্রপৌত্রযোর্ভ্রাতৃপুত্রস্যচ দৌহিত্রাদেরাসত্তিক্রমেণ মাতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিত্বং কথিতং। এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিণোনির্দ্দিষ্টাঃ। তথা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রা অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিতয়া কথিতাঃ। এবমন্যস্মিন্ কস্মিন্ ২ বিষয়েঽপি বৈলক্ষণ্যমস্তি।

গ্রন্থকর্ত্তৃণাং পরস্পরমীদৃঙ্ মত বৈলক্ষণ্যে দৃষ্টে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকায়াং বিবাদভঙ্গার্ণবেচ প্রণীতঃ পিতামহ প্রপিতামহ সন্ততিষু যঃ সোদরাসোদর ভেদস্তং মত্বা দায়ক্রমসংগ্রহক্রমানুসারিণা ভাব্যমিতি বিবেচিতং। বিবেচনঞ্চৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদেশমূলকং, তদ্যথা—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারত" ইতি। দায়ক্রমসংগ্রহঃ জীমূতবাহনানুমত দায়শাস্ত্রস্য সাররূপেণ সংগৃহীতঃ যত্কেবলমেতদ্দেশীয়স্মার্ত্তা এবান্যগ্রন্থাপেক্ষয়ৈতৎ পুস্তকানুসারিণো ভবন্তি নৈবং কিন্তু ইউরোপদেশীয়া যে পণ্ডিতা অস্মদ্ধর্ম্মশাস্ত্রানুবাদমকুর্ব্বন্নথবা তদ্বিষয়ক পুস্তকান্যলিখন্ তেঽপি দায়ক্রমসংগ্রহং তাদৃশং মেনিরে।—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৌড়ীয় দায়াবলী দায়ক্রমসংগ্রহের ক্রমানুযায়িনী, এবং পশ্চিম দেশীয় শাস্ত্রানুসারে ‘বন্ধুবর্গের দায়াধিকার ক্রমাখ্যাত’ যে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতেও তিনি দায়ক্রমসংগ্রহের মত আদর করিয়াছেন। কোলব্রূক সাহেব নিজকৃত-দায়ভাগানুবাদে এতদ্দেশীয় গ্রন্থসমূহ মধ্যে পরস্পর অনৈক্যসকল দেখাইয়া স্বকীয় বিবেচনাতে * কহিয়াছেন “ গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে এই রূপ অনৈক্যমত দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রম সংগ্রহের মতকে আর ২ গ্রন্থাপেক্ষা মান্য করা আমার মত, যেহেতু তদ্গ্রন্থে পিতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রম যে কারণমূলক, মাতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রমও সেই কারণানুযায়ী”। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব নিজ হিন্দু-ল-তে † কহেন “উপরি উক্ত চারি গ্রন্থ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য: পরন্তু যে স্থলে তন্মধ্যে মতের অনৈক্য হয়, তথায় শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রমসংগ্রহের মত নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে”। সর টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু-লতে ‡ উপরি উক্ত কোলব্রূক সাহেবের বিবেচনা লিখিয়া তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। এল্‌বরলিং সাহেব কেবল দায়ক্রমসংগ্রহানুসারে দায়াধিকারক্রম লিখিয়াছেন ¶।

ঠাকুরস্য গৌড়ীয় দায়াবলী দায়ক্রমসংগ্রহস্য ক্রমানুসারিণী, কাশ্যাদি প্রদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারেণ ‘বন্ধু দায়াধিকারক্রমাখ্যাত’ গ্রন্থেচ তেন দায়ক্রমসংগ্রহমতং যত্নেনাদৃতং। কোলব্রূক সাহেবো নিজকৃত দায়ভাগানুবাদে বঙ্গাদৃতগ্রন্থানাং মতবৈলক্ষণ্যং দর্শয়িত্বা স্ববিবেচনাতং * কথিতবান্ “গ্রন্থকর্ত্তৃণামীদৃঙ্মতানৈক্যে দৃষ্টে, অন্যাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণকৃত দায়ক্রমসংগ্রহমতস্য মান্যতাকরণং মম সম্মতং, যতস্তদ্গ্রন্থে পিতৃপক্ষীয়াধিকারিণাং ক্রমো সৎ কারণমূলকো মাতৃপক্ষীয়াধিকারিণাং ক্রমোঽপি তৎকারণানুযায়ী। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবেন স্বপ্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে † কথিতং-“উপর্য্যুক্তাশ্চত্বারঃ গ্রন্থা বঙ্গদেশে সাতিশয় মান্যাঃ; পরন্তু যত্রস্থলে তেষাং মতানৈক্যং তত্র শ্রীকৃষ্ণকৃত দায়ক্রমসংগ্রহমতং নিঃসন্দিগ্ধং ব্যবহর্ত্তুং যোগ্যং”। সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেবঃ স্বীয় সংগৃহীত স্মৃতিগ্রন্থে ‡ প্রাগুক্তকোলব্রূক সাহেবস্য বিবেচনাং লিখিত্বা তত্রৈব সম্মতোঽভবৎ। এল্‌বরলিং সাহেবঃ কেবলং দায়ক্রমসংগ্রহানুসারেণৈব দায়াধিকারক্রমং লিখিতবান্ ¶।

দ্রষ্টব্য—

* কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১ সেক. ৬, পৃ. ২২৩।

† মেক হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩১। বা. ২, নোট. পৃ. ৩৪।

‡ বা. ১. আপেণ্ডিক্স্, চ্যা. ৭, পৃ. ২৩১।

¶ এল্. ইন্. পৃ. ৭৯।

বিবেচনা— পরন্তু কেহ২ বিবেচনা করেন—ভ্রাতৃদৌহিত্রের ও পিতৃব্যদৌহিত্রের এবং পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রের দায়াধিকার বোধক পঙ্ক্তিগুলি প্রথমে দায়ক্রমসংগ্রহে ছিল না, কিন্তু পরে কোন২ পণ্ডিতে ঐ পঙ্ক্তি গুলি লিখিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং এমত হওনের প্রতি তাঁহারা যে কারণ দেন তাহা এই যে দায়ক্রম সংগ্রহের কোন ২ কাপিতে ঐ তিন ব্যক্তির দায়াধিকার দৃস্ট হয় না। তদুত্তরে বাচ্য এই যে—ঐ গ্রন্থ যে কএকবার ছাপা হইয়াছে তাহাতেও ঐ কএক ব্যক্তির অধিকার সূচক পংক্তিগুলি প্রকটিত হইয়াছে, এবঞ্চ উইঞ্চ সাহেবের দায়ক্রম সংগ্রহানুবাদেও তাহা অনুবাদিত হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ ও সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ্ সাহেবের প্রণীত হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রবিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থদ্বয়েতেও দায়ক্রম সংগ্রহানুসারে ঐ তিন ব্যক্তি অধিকারী কথিত হইয়াছে, এল্ বরলিং সাহেব নিজ গ্রন্থে কেবল দায়ক্রম সংগ্রহের ক্রমানুসারে দায়াধিকার ক্রম লিখিয়া উক্ত তিন দৌহিত্রকে দায়াধিকারি কহিয়াছেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরও অনতিপূর্ব্বে স্বপ্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তকদ্বয়ে দায়ক্রম সংগ্রহের মতানুসারে উক্ত তিন ব্যক্তিকে দায়াধিকার শৃঙ্খলায় পরিগণিত করিয়াছেন। যদি পরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়ার কোন সন্দেহ থাকিত তবে এই সকল মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকর্ত্তারা যথোচিত অনুসন্ধানান্তে প্রণীত নিজ ২ গ্রন্থে উক্ত ব্যক্তিদের দায়াধিকার সূচক পঙ্ক্তি গুলি পরিত্যাগ করিতেন। অন্ততঃ ঐ গুলি দায়ক্রম সংগ্রহের প্রকৃত পংক্তি বলিয়া তুলার পরিবর্ত্তে বরং তাহা প্রকৃত হওন বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বিচক্ষণ তার্কিক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (যিনি অন্যের দোষানুসন্ধানে ও কুতর্ককরণে অত্যন্তব্রত ছিলেন, তিনি উক্ত বিষয়ে কখনো নিরস্ত থাকিতেন না, কিন্তু তিনি তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা না কহিয়া, বরং ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার তদুল্লেখ পূর্ব্বক স্পষ্টতঃ স্বীকার করতঃ সে প্রভৃতি আসন্নতরত্বানুসারে অধিকারী ইহা বলাতে পিতৃব্য দৌহিত্রের ও পিতামহ ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার উহ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এবং তদতিরেকে পুত্রের দৌহিত্র, পৌত্রের দৌহিত্র ও ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্রকেও দায়াধিকারি কহিয়াছেন। ভ্রাতৃদৌহিত্রাদির অধিকারের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পিণ্ডদানদ্বারা উপকার রূপ যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগন্নাথ-ও পুত্রাদির দৌহিত্রের অধিকারের প্রতি সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতাবতা ঐ পংক্তিগুলি অপ্রকৃত হওনের ও পরে প্রবিষ্ট হওনের যে সন্দেহ তাহা অবিবেচনা সম্পন্ন। এমত হইতে পারে যে কোন কোন পণ্ডিতের হস্তলিখিত কাপিতে ঐ পংক্তি কএকটী না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাগুক্ত প্রামাণিক প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধে ঐ পঙ্ক্তি কএকটী পরে তুলিয়া দেওনরূপ সন্দেহের বলবৎ কারণ হইতে পারে না, কেননা অনেক পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুস্তক ভ্রমময় এবং অশুদ্ধ-ও দৃষ্ট হয়। পরন্তু যদি ইহা স্বীকার-ও করা যায় যে উক্ত পংক্তি কতিপয় প্রথমে ঐ গ্রন্থে ছিল না, তথাপি তাহা যখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদক সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃক (যিনি ঐ পংক্তি কতিপয় কিছুমাত্র

আপত্তি বা বাঙ্‌নিস্পত্তি বিনা অনুবাদ করিয়াছেন,) এবং অবশেষে সর্‌ উইলিয়া্‌ মেক্‌নাটন সাহেব প্রভৃতি প্রাগুক্ত মহামহোপাধ্যায়গণ কর্ত্তৃক প্রকৃতরূপে স্মৃত ও প্রামানিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাহা আর অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না, বরং তাহা প্রামাণিক বলিয়া আদৃতই হইবে। অতএব দায়ক্রম সংগ্রহ মতে—

৯৭ পিতৃ দৌহিত্রাভাবে ভ্রাতৃ-দৌহিত্র অধিকারী *।	৯৭ পিতৃ দৌহিত্রাভাবে ভ্রাতৃদৌ-হিত্রোঽধিকারী *।
যেহেতু ধনির পিতা ও পিতামহকে পিণ্ড দেয় ও ধনি তাহা ভোগ করে।	ধনি ভোগ্য পিতৃ পিতামহ পিণ্ড-দাতৃত্বাৎ।

বিবেচনা— ভ্রাতৃদৌহিত্রের ও পিতৃব্যদৌহিত্রের এবং পিতামহ ভ্রাতৃদৌহি-ত্রের অধিকার অধুনা ব্যবহার-সিদ্ধ হওয়া দৃষ্ট হয় না। বরং তদ্বিরুদ্ধে (এবং তদ্ধেতু নব্য গ্রন্থকারদিগের ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে) কএকটি নজীরও হইয়াছে, তদ্‌ যথা,—

নং ৪০২, ১৮৬১ সাল।

গুরুগোবিন্দ চৌধুরী—বনাম—হরিমাধব রায়।

নজীর
৯৭, ১০৬ ও ১৭৭ সংখ্যক ব্যবস্থার বিরুদ্ধ।

/০ রাজশাহীর জজ মে. এল্‌. এস. জ্যাক্‌সন্‌ সাহেবের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

এই মকদ্দমা ভূমির দখল প্রাপ্তি বিষয়ক। ইহার বাদী ও প্রতিবাদী হিন্দু জাতীয়। তৎপ্রত্যেকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া বিষয় দাওয়া করে, এবং প্রত্যেকই হরিজীবন চাকির বংশোদ্ভব কহে। প্রতিবাদী হরিজীবন চাকীর দৌহিত্র †। জিলার জজ বাদির স্বত্বাধিকার স্বীকারে ডিক্রী দেন। প্রতিবাদী এ আদালতে আপীল করে। তাহাতে বিচারার্থে এই কথা উত্থিত হয় যে সন্ততির ক্রম নিয়ামক শাস্ত্রানুসারে দৌহিত্র বা পৌত্র প্রশস্ত।

আদালতের রায়। আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক এই মকদ্দমা বিবেচনা করিয়াছি, কেননা পরস্পর বিপরীত মত বিশিষ্ট যে গ্রন্থকর্ত্তারা বৈলক্ষণ্য যুক্ত দায়াধি-কারের ক্রম লিখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রামাণিকত্ব অপ্রামাণিকত্ব বিবেচনা আবশ্যক শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু যে সূত্রানুসারে হিন্দুদের দায়াধিকারক্রম বিধান বিহিত হইয়াছে সম্ভব সত্ত্বে তাহারও নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করা

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৯। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩১; বা. ২, নোট পৃ. ৩৪। এল্‌. ষ্ট্রেন্‌. পৃ. ১৯।

† আসল ইংরাজী রায়ে এইরূপ আছে।

আবশ্যক। এবং এরূপ করার বিশেষ আবশ্যকতা এই কারণে হইতেছে যে উক্ত বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে২ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিহিত বিধানের বিপরীতে (জিলার) জজ এক বিধান স্থাপন করিয়াছেন। দায়ক্রম সংগ্রহে ও দায়ভাগে লিখিত ক্রম বিবেচনা করিয়া (যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ রাখে) তাহাতে এই বিধানের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে দায়ক্রমসংগ্রহে প্রত্যেক (মূল) পুরুষের ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু দায়ভাগে তাদৃশ উত্তরাধিকারির অধিকার এককালে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে। এতাবতা দায়ক্রম সংগ্রহ-কর্ত্তা দায়াধিকারিগণের মধ্যে যথাক্রমে (মূলধনির) ভ্রাতৃদৌহিত্র, পিতৃব্যদৌহিত্র ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রকে স্থাপিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে দায়ভাগ-কর্ত্তা ভগিনীর পুত্রের উল্লেখে মৌনাবলম্বী হইয়া তিনি উপরি উক্ত কুটুম্ব ত্রয়কে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এতাবতা ক্রমিক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান মকদ্দমার প্রতিবাদী বাদী হইতে এক পুরুষ দূর। ভ্রাতৃদৌহিত্র দায়াধিকারী হইলে তাহার ঘটনা বারম্বার হওয়া ও তাহার নজীর থাকা সম্ভব বোধ হওয়াতে আমাদের মনে এই উদয় হইল যদি নিকটতর উত্তরাধিকারির অর্থাৎ ভ্রাতৃদৌহিত্রের মকদ্দমা থাকে তবে ঐ ব্যবস্থা স্থির করণের সুগমতা হইবে। তদনুসারে আমরা আপিলান্টের উকীলকে ঐরূপ নজীর অনুসন্ধান করিতে সময় দিলাম। তিনি কেবল দুইটী দেখিতে পাইলেন। ঐ নজীর পারস্য ভাষায় কখনো তাহার উল্লেখ হইয়াছে অথবা তাহা তর্জমা হইয়াছে এমত দৃষ্ট হয় না, অতএব তাহা আমরা অধিক প্রামাণিক প্রমাণ বলিয়া মান্য করিতে পারি না, ও তাহা অবশ্য মান্য নজীর হইতে পারে না। এতাবতা এবিষয়ে এমত কোন সাতিশয় স্পষ্ট প্রমাণ নাই যদ্দৃষ্টে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি, অতএব পরিষ্কারের নিমিত্তে সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে হিন্দুদের শাস্ত্র দৃষ্টে দৃষ্ট হইতেছে যে নারীর দ্বারা যে উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার তাহা সম্পূর্ণরূপ অনিয়মিত। প্রাচীন রোমীয় আইনের ন্যায় হিন্দুর শাস্ত্রও পরম্পরাক্রমান্বয়ে জ্ঞাতির উত্তরাধিকারিত্ব সংস্থাপক, দুহিতার ও দৌহিত্রের যে দায়াধিকার সে ক্রম বহির্ভূত। বঙ্গীয় মতের ন্যায় কাশীপ্রদেশীয় সনাতন মতে পিতৃদৌহিত্রের বা ভগিনীর পুত্রের অধিকার এবং ঊর্দ্ধতন পুরুষে ঐ রূপ সম্পর্কীয়ের অধিকার স্বীকৃত নহে। বঙ্গদেশীয় গ্রন্থসমূহে পরস্পর প্রভেদ দেখিয়া, অথচ ইহাও দেখিয়া যে কোন২ গ্রন্থে দূরতর সম্পর্কীয় নারীর দ্বারা সম্পর্ক বিশিষ্ট কুটুম্বদের অধিকার স্বীকৃত, এবং আর২ গ্রন্থে নিকট নারী সম্বন্ধীয় কুটুম্বদের অধিকার অস্বীকৃত, আমরা বিবেচনা করি যে নারী দ্বারা দাওয়া কারির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা কল্পনীয়। নারীর দ্বারা দাওয়া কারির কর্ত্তব্য যে নিজপক্ষে প্রচুর প্রমাণ অথবা সংস্থাপিত ব্যবহার প্রদর্শন করে। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান মকদ্দমায় আপিলান্টেরা তাহা দেখাইতে ত্রুটি করিয়াছে। এতাবতা আমরা বিবেচনা করি তাহাদের দাওয়া সাব্যস্ত হয় নাই; আমরা নিম্ন আদালতের ডিক্রী স্থিরতর রাখিলাম। হুকুম হইল যে

আপীল ডিস্‌মিস্‌ হয়। ১৩ মার্চ ১৮৫৩ সাল। হা· কো· আ· মারশ্যালের রিপোর্ট, বা· ১, পৃ ৩৯৮।

মকদ্দমা নং ৪৫৭, ১৮৬৪ সাল।

চূড়ামণি বসু প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্—

বনাম—প্রসন্নকুমার মিত্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

৵০ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভ্রাতৃদৌহিত্র দায়াধিকারী নহে ; কিন্তু অনতি পূর্ব্বকালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা অসংস্থাপিত থাকাতে বাদির পিতা (যে ভ্রাতৃদৌহিত্র ছিল) ও বাদী দীর্ঘকালাবধি (বিরোধীয় বিষয়ে) বস্তুতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দখীলকার ছিল ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে যে ব্যক্তি কোন অধিকার বিনা দখল করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইতে যোগ্য হইল।

১৮৫৯ সালের দশ আইনের ৭৭ ধারাক্রমে বাদী আপত্তিকারী হইয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায়, কোন সম্পত্তির অংশে তাহার অধিকার আদালত হইতে স্বীকার করাইয়া লওনের নিমিত্তে নালিশ করে এই বয়ানে যে তাহার পিতা মূলধনি শম্ভুনাথের ভ্রাতৃদৌহিত্র ছিল এবং বিষয়ে অধিকারী হইয়াছিল। প্রতিবাদিরা শম্ভুনাথের স্থানে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া দখিলকার। নিম্ন আপীল আদালত ইহা দেখিতে পাইয়া যে প্রতিবাদিদের এজহারি ক্রয় সপ্রমাণ হয় নাই, এবং এমত বিবেচনা করিয়া যে বাদির পিতা তদন্তর বাদী শম্ভুনাথের উত্তরাধিকারি, দাবী ডিক্রী করিলেন। এই আদালতের নব্য নিষ্পত্তিতে ভ্রাতৃদৌহিত্র উত্তরাধিকারী না হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তদনুসারে অধস্থ আপীল আদালতের ফয়সলা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া যে শাস্ত্র বিষয়ক ঐ কথাটী অনতি পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত অব্যবস্থাপিত ছিল,—আর্জী লিখনের ধরণ বিষয়ে বাদির প্রতি সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে হইবে, এবং যদি এমত প্রমাণ হয় যে বাদির পিতা ও বাদী বস্তুতঃ অধিকারি হইয়া দীর্ঘকাল দখিলকার ছিল (তবে) আমরা বিবেচনা করি যে যে ব্যক্তি অসিদ্ধ স্বত্বানুসারে দখল করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইতে যোগ্য, এবং বস্তুতঃ কিয়ৎকাল দখিলকার থাকাতে ব্যবহারতঃ তাহাদের প্রচুর স্বত্ব হইবে। এতাবতা আমরা এই কথার বিচারের নিমিত্তে মকদ্দমা ফেরত পাঠাই যে ১৮৫৯ সালের ১০ আক্টের ৭৭ ধারানুসারে হওয়া সরাসরি হুকুম পর্য্যন্ত বাদী দখিলকার ছিল অথবা প্রতিবাদিরা ছিল? যদি বাদী আপন বয়ান মোতাবেক তৎপূর্ব্বে বার বৎসরের অধিক দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঐ সময় পর্য্যন্ত দখল করিয়া থাকে (তবে) সে ঐ বিষয়ের ডিক্রী পাইবে। পক্ষান্তরে যদি তৎকাল ব্যাপিয়া প্রতিবাদিদের দখল হইয়া থাকে, (তবে) তাহাদের পক্ষে ডিক্রী হইবে। ১৭ আগস্ট ১৮৬৪ সাল। হা· কো· আ·। সদরল্যাণ্ডের সাপ্তাহিক রিপোর্ট, বা· ১, পৃ· ৪৩।

বিবেচনা।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিবন্ধন গ্রন্থ লেখকত্বহেতু সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে উক্ত নিষ্পত্তি দ্বয়ের গুণাগুণ ব্যক্ত করা আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। যে মহামান্য জজেরা উক্ত দুই নিষ্পত্তি করিয়াছেন বোধ হয় তৎকালীন তাঁহারা কেবল দায়ভাগ ও দায়ক্রম সংগ্রহ মাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ দৃষ্টি করেন নাই, এবং ভ্রাতৃদৌহিত্র পিতৃব্যদৌহিত্র ও পিতামহদৌহিত্রের দায়াধিকার বিষয়ে ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা যে নিষ্কর্ষ করিয়াছেন বোধ করি তাহাও উক্ত মহামান্য জজদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, নতুবা হেনেরি কোল-ব্রুক ও সর্ উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেব প্রভৃতি কর্ত্তৃক যে ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তদ্বিরুদ্ধে তাঁহারা তাদৃশ নিষ্পত্তি করিতেন না, করিতেও পারিতেন না, কেননা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ বিদ্যা বিনা যাঁহারদিগকে বিচার নিষ্পন্ন করিতে হয় উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয় তাঁহাদের নিস্সংশয় উপদেশ কর্ত্তা। যদিও এমত আশা করা যাইতে পারে না যে প্রত্যেক জজেই কোলব্রুক্ বা মেক-নাটন সদৃশ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদ হইবেন, তথাপি এমত আশা করা অসম্ভব নহে যে ঐ দুই মহামহোপাধ্যায় অনেক বৎসর পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানান্তে যে২ নিষ্কর্ষ ও ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বিজ্ঞাত হয়েন। প্রথমোক্ত নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞবর জজেরা লিখেন—"আমরা মনোযোগ-পূর্ব্বক এই মকদ্দমা বিবেচনা করিয়াছি,—কেননা পরস্পর বিপরীতমতবিশিষ্ট যে গ্রন্থকর্ত্তারা বৈলক্ষণ্য যুক্ত ক্রম লিখিয়াছেন তাঁহাদের প্রামাণিকত্ব অপ্রামা-ণিকত্ব বিবেচনা আবশ্যক শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু যে শাস্ত্রানুসারে হিন্দুদের দায়াধিকার বিধান বিহিত হইয়াছে সম্ভব সত্ত্বে তাহারো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক"। এই আড়ম্বরপূর্ব্বক আরম্ভ করিয়া তাঁহারা কেবল দায়ক্রম-সংগ্রহে ধৃত দায়াধিকারক্রমটি দায়ভাগে লিখিত অধিকারি শৃঙ্খলার সহিত মিলাইয়া ভ্রাতৃদৌহিত্র পিতৃব্যদৌহিত্র ও পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে দায়ভাগ কেবল বঙ্গীয় মত সংস্থাপক মূল গ্রন্থ বই নয়। দায়ভাগের লিখন সঙ্ক্ষিপ্ত ও কঠিন হওয়াতে টীকা না থাকিলে—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রণীত প্রসিদ্ধ টীকা না থাকিলে,—ঐ গ্রন্থ অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকিত। শেষোক্ত টীকাতে 'আদি' ও 'অন্ত' পদে যাহা২ উহ্য ছিল তাহা প্রকাশ ও সোদরাসোদর মধ্যে বিশেষ করণ পূর্ব্বক সোদরকে প্রশস্ত অর্থাৎ অগ্রে অধিকারি করিয়া এবং মূলে যাহা২ ত্যক্ত বা লিখিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহা পূরণ করিয়া গ্রন্থসম্পূর্ণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রণীত "পশ্চিমদেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বন্ধুর দায়াধিকারক্রম" আখ্যাত ক্ষুদ্র পুস্তক খানির যে চুম্বক নিম্নে লিখিত হইল তাহাতে এককালেই হৃদ্বোধ হইবে যে শুদ্ধ মূল দায়ভাগের উপর অবলম্বন করা নব্য প্রাড়্‌বিবাকদিগের কর্ত্তব্য নয়। 'মূল গ্রন্থ দায়ভাগে ৩৪ জন উত্তরাধি-কারির সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত টীকা-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

(যিনি দায়ক্রম সংগ্রহাখ্যাত মূল গ্রন্থের প্রণেতাও বটেন, তাহাতে তিন জন্য উত্তরাধিকারির অর্থাৎ মাতামহ ও মাতুল-পুত্র এবং মাতুল-পৌত্রকে যোগ করিয়াছেন। দায়ক্রম সংগ্রহে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা অতিরিক্ত ১৭ জন উত্তরাধিকারির সংখ্যা লিখিয়াছেন, এবং বিবাদভঙ্গার্ণবে ২৫ জন উত্তরাধিকারি যোগ করা হইয়াছে। এমতে দায়ভাগের টীকাকর্ত্তা অথচ মূলগ্রন্থ দায়ক্রম-সংগ্রহের প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা (জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন) মূলগ্রন্থে যে দায়াধিকারি গুলিকে ছাড়িয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা যোগ করিয়াছেন। যদি দায়ভাগানুসারে দায়াধিকারিগণের সংখ্যা নির্ণীত হইত তবে এই গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয় যে ৩১ জন উত্তরাধিকারির দায়াধিকার নিজ২ গ্রন্থে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন তাহারা দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। উক্ত ব্যক্তিদের (ধনির সহিত) রক্ত সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করণের আবশ্যকতা নাই, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐ অপরিগণিত ব্যক্তিরা দায়ভাগটীকাতে ও দায়ক্রম সংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এবং বিবাদভঙ্গার্ণবে (জগন্নাথকর্ত্তৃক) মৃত ধনির ধনাধিকারি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অবশ্যই বলিতে হইবে—নব্য পণ্ডিতদের এত বিদ্যা নাই যে উক্ত গ্রন্থলেখকদিগের মতের বিপরীত করেন। এতাবতা সাব্যস্ত এই যে যে নব্য প্রাড়বিবাকদিগের সংস্কৃত জ্ঞান নাই, মূলগ্রন্থে বিদ্যাও নাই, এবং যাঁহাদের জ্ঞান কেবল অনুবাদিত গ্রন্থ দৃষ্টে মাত্র, তাঁহাদের নিজ২ উপদেশ নিমিত্তে মূল গ্রন্থ দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা মাত্র দৃষ্টি করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য হয় না"।

উক্ত মহামান্য জজদিগের পূর্ব্ববর্ত্তি প্রাড়বিবাকেরা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ও শ্রীকৃষ্ণের অকাট্য প্রমাণানুসারে দায়তত্ত্বে ও শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থে ধৃত দায়ভাগাতিরিক্ত দায়াধিকারিগণের অধিকার তত্তদ্বিষয়ক অভিযোগের বিচারনিষ্পত্তিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যদি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীকৃষ্ণের সংস্থাপিত ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ দায়ভাগমতে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতেন তবে মাতামহ ও মাতুলপুত্রাদি এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ আর অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নিরাস হইয়া তাঁহাদের সন্ততিরা (তাহাদের অধিকার তত্তদ্ মূল পুরুষদ্বারা কল্পিত হইলেও) অধিকারি হইত, অসোদর হইতে সোদরের প্রাশস্ত্য থাকিত না, এবং আর২ সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে ব্যক্তি সমূহ যথাশাস্ত্র দায়াদ বলিয়া দায়াধিকারি হইয়াছে তাহারাও অনধিকারি হইত। স্থূল এই যে জীমূতবাহন পার্ব্বণ পিণ্ডদান জন্য উপকার হেতুতে ধনির নিজ দৌহিত্রের ও পিতৃদৌহিত্রের ও পিতামহদৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করেন, যথা তিনি কহেন—'যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (পিতৃব্যের পূর্ব্বে) পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। "দৌহিত্রও ধনিকে

পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে” এই বচন অবিশেষে দৌহিত্রমাত্রে প্রযুজ্য। এবং যেহেতু নিজ দৌহিত্রবৎ পিতাপ্রভৃতির দৌহিত্রও তদ্ভোগ্য পিণ্ডদান দ্বারা সন্তারক, অতএব ইহাদের অধিকার মনুকর্ত্তৃক পৃথক রূপে দর্শিত হয় নাই।—"তিন পুরুষের পিণ্ডদিতে হয়” ইত্যাদিবচনে এবং "অনন্তর” ইত্যাদিবচনে ঐ সকলের অধিকার ধৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য, পৃ. ২২৪) জীমূতবাহন যে হেতুবাদ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই হেতুবাদে (অর্থাৎ পিণ্ডদানরূপ উপকার হেতুতে) আর তিনটী দৌহিত্র (অর্থাৎ ভ্রাতৃদৌহিত্র পিতৃব্যদৌহিত্র ও পিতামহদৌহিত্র) যোগ করিয়াছেন। পরন্ত শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত দৌহিত্রত্রয় উক্ত মনুবচনের অন্তর্গত হইয়া এবং জীমূতবাহন কর্ত্তৃক দায়াদরূপে স্বীকৃত চারিদৌহিত্রের মধ্যে দুই দৌহিত্রের সহিত (অর্থাৎ পিতামহ দৌহিত্র ও প্রপিতামহ দৌহিত্রের সহিত) সমান উপকার করাতেও তাহারা যে কেন দায়াধিকারি না হইবে ইহার কারণ নাই।—তদ্বিস্তার যথা, মৃত ধনির ভ্রাতৃদৌহিত্র পিতামহ দৌহিত্রের ন্যায় দুই পুরুষকে অর্থাৎ ধনির পিতাকে ও পিতামহকে পার্ব্বণ পিণ্ডদান করে ও ধনি তৎপিণ্ড ভাগ ভোগী হয় *। এবং পিতৃব্য দৌহিত্র পিতামহ দৌহিত্রের ন্যায় ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পার্ব্বণ পিণ্ডদান করে ও ধনি তৎপিণ্ডের ভাগ ভোগী হয় *। এবঞ্চ ধনির পিতামহ ভ্রাতৃ-দৌহিত্র প্রপিতামহ দৌহিত্রের সহিত সমান রূপে ঐ এক পুরুষকে (অর্থাৎ প্রপিতামহকে) পিণ্ডদান করে, ও ধনি তাহার ভাগ ভোগী হয়*, তবে কি কারণে জীমূতবাহনের লিখিত পিতা পিতামহও প্রপিতামহের দৌহিত্র দায়াধিকারী হয়, ও কি কারণেই বা শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত ভ্রাতৃদৌহিত্র, পিতৃব্য দৌহিত্র ও পিতামহ ভ্রাতৃদৌহিত্র তুল্যরূপ উপকার করিয়া এবং জীমূতবাহনোক্ত দৌহিত্রগণের সহিত তিন পুরুষীয় সপিণ্ডরূপে মনুবচনান্তর্গত হইয়াও অনধিকারি হয়? এতাবতা বক্তব্য এই যে দুই স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে অথবা কোন স্মৃতি কারণ বিরুদ্ধ হইলে কি কর্ত্তব্য যখন শাস্ত্র তাহা উপদেশ করিয়াছেন, যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহেন—"দুই স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে যাহা ন্যায়সম্মত তাহাই ব্যবহারে বলবৎ হইবে”॥ অথবা বৃহস্পতি কহেন—"কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নয়, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়”। এতাবতা যখন দুই দল দৌহিত্রের কৃত ধনির পারলৌকিক উপকার (যাহা দায়াধিকারের কারণ) সকল বিষয়ে সমান, এবং উভয়েই যখন ঐ মনুবচনান্তর্গত সপিণ্ড কুটুম্ব, যদনুসারে দায়ভাগ-কর্ত্তা নিজোল্লিখিত দৌহিত্রগণের অধিকার সংস্থাপন করিয়াছেন,—তখন দায়ভাগে লিখিত দৌহিত্রদের ন্যায় দায়ক্রমসংগ্রহে লিখিত দৌহিত্রদের অধিকারি হওয়া অবশ্যই কারণাধীন।, কেন তবে সমান সম্পর্কীয় দুই দল কুটুম্বের মধ্যে

---

* উক্ত প্রত্যেক দৌহিত্রের এবং সপিণ্ড ও সকুল্যের অধিকার দ্রষ্টব্য।

এমত ঈর্ষাযুক্ত প্রভেদ করা হয়? এবং পিতামহ দৌহিত্রাদির সহিত সমান উপকার করিয়া ভ্রাতৃদৌহিত্রাদি যদি অনধিকারি হয় তবে পিতামহ দৌহিত্রাদিরও কি অনধিকারি হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না? এস্থলে এমত আপত্তি হইতে পারে যে—ভ্রাতৃদৌহিত্রাদি অধিকারি হইলে জগন্নাথের উল্লিখিত পুত্রের দৌহিত্র, ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্র ও পৌত্রের দৌহিত্র কেন অধিকারি হয় না। তদুত্তরে বাচ্য এই যে—ইহারা যে কেন অধিকারি হয় না তাহার কারণ দৃষ্ট হয় না,—কেননা ইহারাও উক্ত মনুবচনের অন্তর্গত, এবং জীমূতবাহনের উল্লিখিত দৌহিত্রগণের মধ্যে দুই দৌহিত্রের ও শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত অতিরিক্ত তিন দৌহিত্রের তুল্য উপকারি। একটী কারণ কেবল এই বোধ হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জগন্নাথ মান্য নহেন। দ্রাবিড়ের পণ্ডিতেরা জগন্নাথকে অত্যন্ত মান্য করিতে লাগিলেন দেখিয়া কোলব্রুক সাহেব সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন—"অনুভব হইতেছে যে মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত নিবন্ধন গ্রন্থের প্রণেতা জগন্নাথের উক্তিকে তাঁহারা সাতিশয় প্রামাণিক প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করেন, পরন্তু যখন তিনি নিজ নামে কোন উক্তি করেন অথবা সংগ্রহকর্ত্তার ক্ষমতাতিরিক্ত কিছু করেন তখন তাঁহার প্রতি আমাদের তাদৃশ ভক্তি নাই" (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ২. পৃ. ১৫৭, ১৫৮)। পক্ষান্তরে দায়ভাগটীকাতে ও দায়ক্রমসংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ রূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় গ্রন্থলেখকেরা দায়ভাগ হইতেও অধিক মানিয়াছেন *। যথা কোলব্রুক্ সাহেব বঙ্গদেশে প্রচলিত ভিন্ন ২ গ্রন্থের দায়াধিকারক্রমে বৈলক্ষণ্য দেখিয়া কহিয়াছেন, "গ্রন্থকর্ত্তাদের এইরূপ মত বৈলক্ষণ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রমসংগ্রহের মত সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করা আমার মত, কারণ তাহাতে মাতৃপক্ষীয় দায়াধিকারক্রম পিতৃপক্ষীয় ক্রমানুযায়ি। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে যে স্থলে দায়ভাগ ও দায়ক্রমসংগ্রহে প্রভেদ আছে তত্তৎস্থলে তিনি দায়ক্রমসংগ্রহকে প্রশস্ত রূপে মান্য করিয়াছেন। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ মোটে দায়ভাগানুসারে দায়াধিকারক্রম না লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দায়ভাগটীকার ও তাঁহার দায়ক্রমসংগ্রহের আর বিবাদার্ণবসেতুর এবং বিবাদভঙ্গার্ণবের ক্রম লিখিয়া কহিয়াছেন "উপরি উক্ত চারি গ্রন্থ বাঙ্গালা প্রদেশে অত্যন্ত প্রামাণিক। কিন্তু যে স্থলে ঐ সকলের মধ্যে প্রভেদ আছে সে স্থলে নিঃসন্দেহে দায়ক্রমসংগ্রহের মত অবলম্বন করা যাইতে পারে"। সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব কোলব্রুক সাহেবের উক্তি তুলিয়া সেই মতে মত দিয়াছেন। এলবরলিং সাহেব কেবল মাত্র দায়ক্রমসংগ্রহের মত নিজগ্রন্থে ব্যবহার করতঃ কহিয়াছেন—"এতাবতা পরবর্ত্তি পৃষ্ঠা কতিপয়ে আমি শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রমসংগ্রহে লিখিত দায়াধিকার ক্রম মাত্র লিখিলাম যাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত"। (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৭৫)।

* কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরও নিজ ক্ষুদ্র পুস্তকদ্বয়ে দায়ক্রমসংগ্রহের মত প্রশস্ত বলিয়া ধরিয়াছেন (দ্রষ্টব্য পৃ·)। এক্ষণে এই সমস্তের—বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক কোলব্রূক সাহেবের মতের—বিরুদ্ধে এবং সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের (যাঁহাকে উচ্চতম আদালত প্রিবী কৌন্সিল অত্যন্ত গুরুতর প্রমাণ বিবেচনা করিয়াছেন * তাঁহার) মতের বিরুদ্ধে কোন জজের কর্ত্তব্য নহে যে দায়ভাগের যে মত দায়ক্রম সংগ্রহের সহিত মিলে না সেইমত অবলম্বন করিয়া দায়ক্রমসংগ্রহের সংস্থাপিত মতের বিরুদ্ধে বিচার নিষ্পত্তি করেন, (যে দায়ক্রমসংগ্রহকে নবাস্মার্ত্তেরা অত্যন্ত প্রমাণিক প্রমাণ বিবেচনা করেন শুদ্ধ এমত নহে কিন্তু কহেন যে তাহা উক্ত বিষয়ে একমাত্র সম্পূর্ণ গ্রন্থ; কেননা আর২ গ্রন্থে যাহা ছাড়িয়া যাওয়া হইয়াছে বা লিখিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থে পূরণ করা গিয়াছে)।

বিজ্ঞবর জজেরা আরো উক্তি করেন যথা,—"এক্ষণে হিন্দুদের শাস্ত্র দৃষ্টে দৃষ্ট হইতেছে যে নারীর দ্বারা যে উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার তাহা সম্পূর্ণরূপ অনিয়মিত। প্রাচীন রোমীয় আইনের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রও জ্ঞাতি পরম্পরায় উত্তরাধিকারিত্ব সংস্থাপক, দুহিতা ও দৌহিত্রের যে দায়াধিকার সে ক্রম বহির্ভূত"। পরন্তু এই উক্তিটি শুদ্ধ নহে, এবং উক্ত "সম্পূর্ণরূপ" পদটি সম্পূর্ণরূপে অপ্রযুজ্য,—কেননা দুহিতাদের মধ্যে মৃত ধনির নিজ দুহিতা মাত্র দায়াধিকারিণী হওয়াতে 'অনিয়মিত' পদ দুহিতাদের প্রতিই বিশেষে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ২ দুহিতার পুত্রের দায়াধিকার কোন মতে অনিয়মিত নহে। কারণ মৃত ধনির নিজ দৌহিত্র পৌত্রের সহিত অবিশেষ কথিত হইয়াছে, যথা মনুঃ—"পুত্রিকা কৃতা বা অকৃতা হউক, দুহিতা সবর্ণ পতি হইতে যে পুত্র লাভ করে, তদ্দ্বারা মাতামহ পৌত্রবান্ হয়েন, সেই পুত্র তাঁহার পিণ্ড দিবে ও ধন লইবে। পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে ধর্ম্মতঃ বিশেষ নাই, যেহেতু তাহাদের পিতামাতা ধনির দেহ হইতে সম্ভূত হইয়াছে" (অ· ৯, ব· ১৩৩ ও ১৩৬)। কারণান্তর এই যে ধনির পিতার ও পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্রেরা তত্তদ্ মূল ধনির পুংসন্ততি বলিয়া অবধৃত, এবং তাঁহাদের ক্রমান্বয়ি সন্ততির মধ্যে পরিগণিত। ইহা উপরি ধৃত বাক্য কতিপয়ে উক্ত ও স্বীকৃত হইয়াছে, এবং মহামান্য জজেরা

---

*পরন্তু মে· উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব সকল হইতে গুরুতর প্রমাণ, হিন্দু শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও নজীর চয় আখ্যাতে তাঁহার গ্রন্থ যে নানাদিগ হইতে যত অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারিত তাহা সংগৃহীত হওনের পর এবং মূলগ্রন্থসমস্ত ও পণ্ডিতদিগের যত ব্যবস্থা বহুবৎসর ব্যাপিয়া সুপ্রীমকোর্টে লিখিত হয় তাহা সাবধানে পরীক্ষা করণের পর সংগৃহীত হয় তাহা তদ্ভূমিকা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। আমারদিগের বিজ্ঞবর আসেসর সর্ এড্ওয়ার্ড বায়ল সাহেব আমারদিগেকে জ্ঞাত করিলেন যে হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রী যে কোন বিষয়ে যে মেকনাটন্ সাহেবের এই গ্রন্থ সিদ্ধান্ত রূপে সর্ব্বদা সুপ্রীম কোর্টে ব্যবহৃত। এবং জজেরা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাপেক্ষা ঐ গ্রন্থ অধিক মান্য করেন। মুরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল, ব·৪· পৃ ১০১।

যে দায়ভাগকে অন্যগ্রন্থাপেক্ষা করিয়া প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও লিখিত আছে। তদ্ যথা,—"যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (ভ্রাতার পূর্ব্বে) দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (পিতৃব্যের পূর্ব্বে) পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য। পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। প্রপিতামহের দৌহিত্রান্ত ক্রমান্বয়ি সন্তানের অভাবে মাতুল প্রভৃতি অধিকারি" (দা. ভা. ২৩২, ২৪৩) কোল্. দা. ভা. ২১৪, ২১৯।

অপিচ বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় দায়াধিকার ক্রম রোমীয় প্রাচীন আইনের মত জ্ঞাতিমাত্রের অধিকার স্থাপক নহে,—কেননা তদ্দ্বারা দায়াধিকার প্রথমতঃ ধনির পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকে বর্ত্তে, অনন্তর পত্নী দুহিতা ও দৌহিত্রকে যথা ক্রমে অর্শে, তদভাবে পিতামাতাকে তদভাবে তাঁহাদের প্রপৌত্র দৌহিত্রান্ত ক্রমান্বয়ি সন্ততিতে যথা ক্রমে বর্ত্তে, তদভাবে পিতামহ ও পিতামহীকে তদভাবে তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্রমান্বয়ি পুংসন্ততিকে ও দৌহিত্রকে অর্শে, তদভাবে প্রপিতামহ প্রপিতামহীকে ও তাঁহাদের প্রপৌত্র ও দৌহিত্রান্ত পুংসন্ততিকে অর্শে; পিতৃপক্ষে তিন পুরুষের অভাবে দায়াধিকার মাতামহ পক্ষে অর্শে, এবং ক্রমান্বয়ে মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে ও তৎপ্রত্যেকের পরে তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রকে অর্শে। এতাবতা দৌহিত্রদের অধিকার অনিয়মিত নহে, কিন্তু যেমত পরিপাটিক্রমে হইতে পারে সেই রূপই বটে, এবং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে যেমত জ্ঞাতিমাত্রের অধিকার স্থাপক বলা হইয়াছে তাহা সেরূপ নহে। দায়ক্রমসংগ্রহে মাতৃপক্ষীয় দায়াধিকারিদের ক্রম পিতৃপক্ষীয় দায়াধিকারিদের ক্রমানুযায়ি হওয়াতে ঐ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তবর হেনিরি কোলব্রুক সাহেব সকল গ্রন্থাপেক্ষা দায়ক্রমসংগ্রহকে প্রশস্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব প্রভৃতি যাবতীয় নব্য গ্রন্থকারেরা ঐ মীমাংসানুকারি হইয়াছেন।

মান্যবর জজেরা আরো কহেন যে—'এমত কোন সাতিশয় স্পষ্ট প্রমাণ নাই যদ্দৃষ্টে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি, অতএব পরিষ্কারের নিমিত্তে সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে'। পরন্তু আমার বাচ্য এই যে উপরি উল্লিখিত কোলব্রুক সাহেবের মীমাংসা যাহা প্রাগুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহস্পতির বচনানুসারিণী ও পরবর্ত্তি সকল গ্রন্থকর্ত্তাই নির্ব্বিবাদে যদনুসারি হইয়াছেন তাহা কি সাতিশয় স্পষ্ট প্রমাণ নহে, ও তদ্দৃষ্টে কি বিচার করা উচিত ছিল না? তাঁহারা কহেন "সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে"। পরন্তু তাঁহারা যে দায়ভাগ দেখিয়াছিলেন তাহাতে বিচার্য্য কথা সম্বন্ধে কোন সূত্র দৃষ্ট হয় না, তবে যদি ত্রুটি বা ছাড়িয়া যাওয়াকে নঞ্ অর্থক সূত্র বিবেচনা করেন তাহা বলিতে পারি না। উক্ত পণ্ডিতবর সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ মিলাইয়া বা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ

করিয়া অথবা তদন্যতম উপায়ে যাহা যাহা লিখিয়াছেন ও যে নিষ্কর্ষ বা মীমাংসা করিয়াছেন তাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক তৎপরবর্ত্তি তাবৎ গ্রন্থকার কর্ত্তৃকই শাস্ত্রীয় বিধান বলিয়া আদৃত এবং ভারতবর্ষীয় উচ্চতম আদালতের ও প্রিবী কৌন্সিলের প্রাড়বিবাকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, ঐ সকলের মধ্যে একটীও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনাদৃত বা ত্যক্ত হয় নাই,—কেবল উক্ত মহামান্য প্রাড়বিবাক দ্বয়বিরোধীয় বিষয়ে তাঁহার কৃত বিধানটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে উইল ছিল না, কিন্তু কোলব্রুক সাহেব এতদ্দেশীয় হিন্দুদের তাৎকালিক আচার ও ব্যবহার বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে উইল দায়ভাগে স্বীকৃত না হইলেও বঙ্গদেশে স্থাপিত হওয়া উচিত, তদনুসারে এদেশে উইল প্রচলিত হইল। এক্ষণে যদি জজেরা হিন্দুদের উইল অগ্রাহ্য ও রদ করিতে যোগ্য নহেন, তবে কোলব্রুক সাহেবের ব্যবস্থাপিত ও তৎপরবর্ত্তি তাবৎ গ্রন্থকর্ত্তার আদৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ তাবৎ নব্যগ্রন্থকর্ত্তার মত পরিত্যাগ করিয়া) কেবল প্রাচীনগ্রন্থ দায়ভাগ খানির মত অবলম্বনে (যাহা এদেশের মত সংস্থাপক আদিগ্রন্থ বই নয়, যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে) উক্তরূপ নিষ্পত্তি করিতেও যোগ্য ছিলেন না। দায়ভাগে যাহা২ ছাড়িয়া যাওয়া হইয়াছে তৎপরে প্রণীত গ্রন্থ কতিপয়ে তাহা লিখিত হইয়া দায়ভাগের ক্রটি পুরণ করা হইয়াছে। এতাবতা তত্রস্থ ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা পূর্ব্বক বা তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করাতে মহামান্য জজেরা ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন যেমত পরবর্ত্তি আইন ও আক্‌ট্‌ সমূহে যে সমস্ত অতিরিক্ত বিধান ও সংশোধন হইয়াছে—তাহা অমান্য ও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ১৭৯৩ সালের আইনের উপর অবলম্বন করতঃ তদনুসারে মাত্র নিষ্পত্তি করিলে হইত। উপসংহারে আমার বাঞ্ছা এই যে উক্ত মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকর্ত্তাগণ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে স্মৃতি শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জন করিয়া বহুবর্ষ ব্যাপি অধ্যয়ন অধ্যবসায় এবং অনুশীলন পূর্ব্বক যে নিষ্কর্ষ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে উক্ত বিচারসম্পাদক প্রাড়বিবাকেরা (যাঁহাদের প্রতি এত লক্ষ লোকের বিচারের ভারার্পিত) উক্তরূপ গুরুতর বিষয়ে কেবল এক বা দুই খানি গ্রন্থের অনুবাদ দৃষ্টে আপনাদের নিজের কোন নূতন মত চালাইবার ঝোঁক ঘাড়ে না করিয়া ঐ পণ্ডিতবর গ্রন্থকর্ত্তাদের মতানুসারে বিচার করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলে শ্রেয় হয়, কেননা যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সদৃশ সংস্কৃতে পারদর্শি নহেন তাঁহাদের উপদেশের নিমিত্তেই ঐ পণ্ডিতবরেরা বহু অনুশীলনান্তে ঐ সকল ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

শেষোক্ত নিষ্পত্তিটির প্রতি কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাতে বিচারপতিরা কোন অনুসন্ধান না করিয়া কেবল প্রথম নিষ্পত্তির অনুযায়ি হইয়াছেন মাত্র।

পিতামহাদির অধিকার—

ব্যবস্থা। ৯৮ তদভাবে পিতামহের অধিকার *।

৯৮ তদভাবে পিতামহাধিকারঃ *।

কারণ। যেহেতু দৌহিত্র পর্য্যন্ত স্বসন্তানের অভাবে পিতার অধিকার বৎ পিতার দৌহিত্রপর্য্যন্ত অভাবে পিতামহের অধিকার সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে সিদ্ধ, এবং যেহেতু পিতামহ ধনির প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন ও ধনি সেই পিণ্ড ভোগ করেন।

দৌহিত্রান্ত স্বসন্তানাভাবে পিতুরধিকারবৎ পিতৃদৌহিত্রান্তাভাবে পিতামহস্য সাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ, ধনিভোগ্যপ্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাচ্চ।

ব্যবস্থা। ৯৯ পিতামহের অভাবে পিতামহীর অধিকার *।

৯৯ পিতামহাভাবে পিতামহ্যা অধিকারঃ *।

প্রমাণ। "অপত্যহীন পুত্রের জননী দায়গ্রহণ করিবেন, তিনিও যদি মরিয়া থাকেন তবে পিতার জননী ধন হারিণী হইবেন" এই মনুবচন-হেতু পিতার অভাবে মাতার ন্যায় সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের পর পিতামহার অধিকার *।

"অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতাদায়মবাপ্নুয়াৎ। মাতর্য্যপিচ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনং" ইতি মনুবচনাৎ যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবেঽপি পিতামহীতি সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহাৎ পরং পিতামহ্যা অধিকারঃ *।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক নাবালগ্ ব্যক্তি এক ভগিনী ও পিতৃব্যগণকে এবং পিতামহীকে রাখিয়া মরে, এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে ঐ মৃতের ধনে দায়াদরূপে অধিকারী?

পিতামহী থাকিতে ভগিনী ও পিতৃব্য অধিকারী নয়।

উত্তর। মৃত ব্যক্তির পিতামহী-ই কেবল তাহার ধনাধিকারিণী। পিতামহী থাকিতে ভগিনী ও পিতৃব্য অধিকারী নয়।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। দা. ত. পৃ. ৩১। বি. দা. ভ. টী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। কোল. ডা. ব. ৩, পৃ. ২২৮। মেক্. হি. ল. পৃ. ২৯, ৩০ ও ৩১। এল্. ইন পৃ ১২।

দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত মনুবচনের ভাব এই যে (পত্নী না রাখিয়া) কোন পুত্র নিঃসন্তান মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে তম্মাতা অধিকারিণী, মাতাও যদি মরিয়া থাকেন তবে পিতামহী তদ্ধনাধিকারিণী হইবেন *।

মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৪, মকদ্দমা ৪ (পৃ. ৬৪)।

প্রশ্ন। পৈতৃক স্থাবর ধনাধিকারী কোন অবিবাহিত ব্যক্তি এক সধবা বয়স্থা ভগিনী রাখিয়া এবং পিতামহী ও কএক পিতৃব্য রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় এই কএক দাওয়াদারের মধ্যে কে দায়াধিকারী? উপরি উক্ত কএক ব্যক্তির অগ্রে যদি পিতামহীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে তৎপরে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে ধনাধিকারী হইবে?

পুত্রহীনা ভগিনী, ও পিতৃব্য এবং পিতামহী দাওয়াদার হইলে. পিতামহী অধিকারিণী।

উত্তর। কোন ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবর বিষয়াধিকারী হইয়া এক ভগিনী রাখিয়া মরিলে, ঐ ভগিনী বয়স্থা হউক বা অপ্রাপ্তব্যবহারা থাকুক বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে না, তাহার পুত্রেরা যথাশাস্ত্র অধিকারি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রশ্ন পাঠে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান নাই; অতএব পিতামহী ধনাধিকারিণী। যদি প্রশ্নে লিখিত আর ২ ব্যক্তির অগ্রে পিতামহীর কাল হইয়া থাকে, তবে পিতৃব্যগণকে বিষয় অর্শিবে, এই মত দায়ভাগ, দায়ভাগ-টীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ এবং আর ২ গ্রন্থানুমত। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৬, মকদ্দমা ১৩ (পৃ. ৯৭ ও ৯৮)।

নজীর

৯৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষের বিরুদ্ধে শ্রীমতী জয়মণি দাসী প্রভৃতির মকদ্দমায় এই মত স্থির হয় যে যদি গঙ্গাচরণের জীবনকালে মৃত তৎপত্নী জয়া দাসীর গর্ভজাত পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার পূর্ব্বে মরিত তবে গঙ্গাচরণের জীবিতা পত্নী জয়মণি ধনাধিকারিণী হইত। কিন্তু যেহেতু শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে মরে, অতএব বিচার হইল যে তৎপিতার বিষয় তাহাকেই অর্শে। জয়মণি শম্ভুচন্দ্রের পিতৃপত্নী হইয়াও গর্ভধারিণী না হওয়াতে ঐ সপত্নীপুত্রের ধনে তাহার অধিকার নাই। শম্ভুচন্দ্রের পিতামহী করুণাময়ী তদ্ধনাধিকারিণী। জয়মণি নিজপতির বিষয় হইতে কেবল ভরণ পোষণ পাইতে যোগ্যা। এবং সে করুণাময়ীর হস্ত হইতে তাহা পাইবার উপায় করিতে পারে। মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪—৬৮।

ব্যবস্থা। ৯৯ পিতামহীর অভাবে পিতৃসহোদরের অধিকার †।	৯৯ পিতামহ্যভাবে পিতুঃসহোদরস্যাধিকারঃ †।
ব্যবস্থা। ১০০। তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার †।	১০০। তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়স্যাধিকারঃ †।

* এই ব্যবস্থার শেষ ভাগ অর্থাৎ ভগিনীর পুত্র জন্মিলে সে ঐ ধনাধিকারী হইবে, এই অংশ শুদ্ধ নয়। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৩২—২৪৩।

† দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। বি দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. ডা. বা ৩. পৃ ৫২৮। কোল. দা. ভা. পৃ ২২৫।

কারণ। যেহেতু ইহারা ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে, ও ধনি তৎপিণ্ডভাগী হয়।

তয়োর্ধনিভোগ্য পিতামহ প্রপিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

আদালতে দত্তা এবং গ্রাহ্য হওয়া, ও সর উইলিয়ম মেক্‌নাটন্‌ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি পিতামহী ও দুই পিতৃব্য এবং এক সহোদরা ভগিনী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। ঐ ভগিনীর বয়ঃক্রম অনুমান পঁচিশ বৎসর ও তাহার স্বামির বয়ঃক্রম অনুমান পয়ত্রিশ বৎসর এবং তাহার দুই কন্যা,—এক পঞ্চম বৎসর বয়স্কা, দ্বিতীয়া তিন বৎসর বয়স্কা, এবং পুত্র সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে। এমত অবস্থায় উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃতের ধনে অধিকারী কে? ভগিনীর পুত্রজননসম্ভাবনা যদি অন্যের অধিকারের বাধক হয়, এবং যদি পিতামহী মরিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় মধ্যব্যবহিত কালে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ পিতৃব্যগণকে করা যাইতে পারে কি ঐ ভগিনীকে? যদি ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান না জন্মে, এবং যদি তাহার পুত্রজননসম্ভাবনা দূর হয়, তবে কে ধনাধিকারী হইবে?

উত্তর। ধনির মরণকালে যদি তৎপিতামহী ও দুই পিতৃব্য এবং সম্ভাবিত-পুত্রা এক ভগিনী জীবিত থাকে, তবে ঐ পিতামহীর মরণে ঐ পিতৃব্যেরা ধনাধিকারি; যেহেতু তাহারা ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করিয়া উপকার করে, যদি ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান না হয়, তবে ঐ পিতৃব্যেরা অধিকারি, তদবস্থায় তাহাদের স্বত্ব নির্ব্বাঢ়। এতাবতা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহারদিগকেই দেওয়া কর্ত্তব্য, ভগিনীকে নয়, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতার ধনে ভগিনী অধিকারিণী নয়। কিন্তু তাহার পুত্র জন্মিলে সে ঐ ধনে অধিকারী হইবে *। এই মত দায়ভাগ দায়ক্রমসংগ্রহ ও দায়ভাগ-টীকা এবং আর আর গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ—

দায়ভাগ।—পিতৃব্য ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদাতা।

দায়ক্রমসংগ্রহ।—পিতামহীর অভাবে পিতৃব্য অধিকারী, যেহেতু তিনি ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদান করেন।

দায়ভাগটীকা।—ভগিনী পিণ্ডদাত্রী না হওয়াতে এবং স্ত্রীত্বহেতু অধিকারিণী না হওয়াতে দায়াধিকারিণী নয়।

যাহারা জন্মিয়াছে যাহারা জাত হয় নাই এবং যাহারা গর্ভে আছে সকলেই

* এই ব্যবস্থার শেষ ভাগ অর্থাৎ 'ভগিনীর পুত্র জন্মিলে সে ঐ ধনাধিকারী হইবে এই অংশ শুদ্ধ নয়, দ্রষ্টব্য—পৃ ২৩৭—২৪৩।

বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, অতএব বৃত্তি-লোপ বিগর্হিত কর্ম্ম। কলিকাতা কোর্ট্ আপীল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৯৩ ও ৯৯।

ব্যবস্থা। ১০১ তদভাবে পিতৃসহোদরের পুত্রের অধিকার *।

১০১ তদভাবে পিতৃসোদরপুত্রস্যাধিকারঃ *।

ব্যবস্থা। ১০২ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের অধিকার*

১০২ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ। যেহেতু ইহারাও ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে, ও ধনি তন্ত্যাগী হয়*।

তয়োরপি ধনিভোগ্য পিতামহ প্রপিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ *।

বিমলা দেবী—বনাম—গোকুল নাথ, ও নব কিশোর।

নজীর। ১০১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। রাজা হরিনাথের জমিদারী তৎকুলাচারানুসারে ক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রপৌত্রের পুত্রসন্তান না হওয়াতে উক্ত জমিদারী দায়শাস্ত্রানুসারে তাহার পত্নীকে অর্শিল। এই পত্নীর মরণের পর তৎপতির পিতার ভ্রাতৃপুত্রেরা বিষয় দখল করিল। হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র নালিষ করাতে বিচার হইল যে হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৌত্রের পত্নীর মরণে বাদী তদ্বিষয়ে অধিকারী নয়, কিন্তু উপরি উক্ত ব্যক্তিরা অতি নিকট জ্ঞাতি বলিয়া অধিকারি। জানুওয়ারি, ১৮০০ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৯—৩১।

ব্যবস্থা। ১০৩ তদভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্রের অধিকার*।

১০৩ তদভাবে পিতৃসোদর পৌত্রস্যাধিকারঃ *।

ব্যবস্থা। ১০৪ তদভাবে পিতৃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপৌত্রের *।

১০৪ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় পৌত্রস্য *।

কারণ। যেহেতু ইহারাও ধনির পিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভোগী হয়।

তয়োরপি ধনি-ভোগ্য পিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

ব্যবস্থা। ১০৫ তদভাবে পিতামহের দৌহিত্রের অধিকার †।

১০৫ তদভাবে পিতামহ দৌহিত্রস্যাধিকারঃ।

---

* দা. টী. পৃ. ২৪৩। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২৫। কোল. ডা. ব. ৩, পৃ. ৫২৮।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৯। দা. ভা. অপু. পৃ. ২২৩। দা. ত. পৃ. ৬১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং পৃ. ২০৩২১। কোল্. দা ভা. পৃ. ২২৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮।

পিতামহের পুত্র-পৌত্রের অধিকারে পিতৃ সোদরতাদি বিশেষ পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্য—

পিতামহপুত্র পৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদিকৃত বিশেষো পূর্ব্ববদবধা

কারণ। যেহেতু সে ধনির পিতা-মহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভাগী হয়।

ধনিভোগ্য পিতামহ-প্রপিতামহ-পিণ্ডদাতৃত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

যদ্যপি পিতামহদৌহিত্র ধনির ভোগ্য দুই পিণ্ড দেওয়াতে ধনির ভোগ্য এক পিণ্ডদাতা পিতৃব্যপৌত্র হইতে অধিক উপকার করে তথাপি (অগ্রে) পিতৃব্যপৌত্রের অধিকার, যেহেতু সপিণ্ডত্ব-হেতু তাহার স্বত্ব প্রবল। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

যদ্যপি পিতামহদৌহিত্রস্য ধনিভোগ্য পিণ্ডদ্বয়দাতৃত্বেন ধনিভোগ্যৈক পিণ্ডদাতুঃপিতৃব্যপৌত্রাৎ উপকারাধিক্যং তথাপি পিতৃব্যপৌত্রস্যাধিকারঃ, সপিণ্ডত্বেন বলবত্ত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

ব্যবস্থা। ১০৬ পিতামহের দৌহিত্রের অভাবে পিতৃব্যদৌহিত্রের অধিকার*। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৭৮।

১০৬ পিতামহ-দৌহিত্রস্যাভাবে-পিতৃব্য-দৌহিত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ। যেহেতু সে ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে দুই পিণ্ডদান করে ও ধনি সেই পিণ্ডভাগী হয়।

ধনিভোগ্য তৎপিতামহ-প্রপিতামহপিণ্ডদ্বয়দাতৃত্বাদিতি দায়ক্রমসংগ্রহঃ। পৃ.

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন হিন্দু এক পত্নী ও পিতাকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঐ পিতা মৃত পুত্রের বিমাতাকে এবং অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রকে ও পিতৃ-দৌহিত্রকে রাখিয়া মরে। এই অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র নিঃসন্তান মরিল, তাহার মরণের পর তৎপিতার পত্নী পতির ত্যক্ত ধনে অধিকারিণী হইল, এবং স্বামির ভাগিনেয়কে তাবৎ বিষয় উইল করিয়া দিয়া ঐ বিষয়ে দখলিকার না করিয়া কাল প্রাপ্তা হইল। এমত অবস্থায় মিথিলা ও বঙ্গ দেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ঐ উইল সিদ্ধ এবং কার্য্যকারক কি না? পক্ষান্তরে যদি কোন উইল করা না হইয়া থাকে তবে প্রথমে মৃত পুত্রের পত্নী দায়াধিকারিণী রূপে ঐ বিষয়াধিকারিণী হইবে অথবা তৎপিতার পিতৃদৌহিত্র ?

যেহেতু পিতামহীর সন্তানের দত্ত পিণ্ডে পিতামহীরও ভোগ আছে, পিতামহীর সপত্নীর সন্তানের দত্ত পিণ্ডে পিতামহীর ভোগ নাই। কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই,—যেহেতু দৌহিত্রের দত্ত পিণ্ডে মাতামহীর ভোগ নাই। বি দা. ভা. দী. র. ৮।

এবঃ—পিতামহীসন্তানদত্ত পিণ্ডানাংপিতামহ্যাঅপিভোগ্যত্বাৎ, পিতামহী সপত্নীসন্তান দত্তপিণ্ডানাঞ্চাতদ্ভোগ্যত্ব.৫। দৌহিত্রে তু ন বিশেষঃ- দৌহিত্রদত্তপিণ্ডস্য মাতামহ্যা ভোগাভাবাৎ। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৯। উ. দা ক্র. সং. ২২। মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯। এল্. ইন্. পৃ. ৮৩।

বঙ্গদেশে প্রচলিত দায় শাস্ত্রানুসারে পিতামহ-দৌহিত্র অষ্টাদশ সংখ্যক দায়াদ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু মিথিলাও কাশী প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে গোত্রজ থাকিতে পিতামহদৌহিত্র অধিকারী নয়—গোত্রজ পদে চতুর্দ্দশ পুরুষীয় জ্ঞাতি পর্য্যন্ত বুঝায়।

উত্তর। প্রথমে মৃতপুত্র যদি এক পত্নী ও পিতাকে রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং তৎপরে ঐ পিতা যদি এক পত্নীকে অর্থাৎ উক্ত পুত্রের বিমাতাকে রাখিয়া এবং এক নাবালগ পুত্র ও পিতৃদৌহিত্র রাখিয়া মারিয়া থাকে এবং ঐ নাবালগ যদি নিঃসন্তান মরিয়া থাকে এবং তৎপরে যদি তৎপিতার পত্নী উক্ত বিষয় ভোগ-পূর্ব্বক পতির পিতৃদৌহিত্রকে এক উইল লিখিয়া দিয়া দান করিয়া থাকে, পরন্তু যদি ঐ উইলে লিখিত বিষয়ে তাহাকে দখল না দিয়া মরিয়া থাকে এমত অবস্থায় মিথিলা ও বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে উক্ত উইল সিদ্ধ এবঞ্চ কার্য্যকারক বিবেচিত হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি অধিকারি তৎসংখ্যা যথা—উক্ত বিষয় যদি বিভক্ত হইয়া থাকে তবে মিথিলা ও বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে পিতার অগ্রে মৃত পুত্রের পত্নী নিজ পতির অংশ-ভাগিনী, কিন্তু যদি বিষয় অবিভক্ত থাকে তবে ঐ বিধবা নিজ পতির যোগ্যাংশে বঙ্গদেশের শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণী, কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত শাস্ত্রমতে তৎপতি যে অংশ পাইত তাহাতে সে অধিকারিণী নয়, যেহেতু মিথিলা দেশীয় শাস্ত্র নিবন্ধারা কহেন সাধারণ বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকিলে বিধবা তাহাতে অধিকারিণী হয়; তাঁহাদের মতে বিভাগই প্রত্যেকের স্বত্বের প্রতি কারণ। অতএব প্রথমে মৃত পুত্রের বিষয়ের যে অংশ অবিভক্ত অথবা সাধারণ ছিল তৎসমুদায় তন্মরণে মিথিলার শাস্ত্রানুসারে পত্নী থাকিতেও পিতাকে অর্শিবে, এবং যে অংশ তাহার নিজস্ব হয় নাই অথবা সাধারণ বিষয়ে তাহার যে অংশ তৎসমুদয় বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে পিতা থাকিতেও পত্নীকে অর্শিবে।* পিতা যে বিষয়ে অধিকারী ছিলেন তাহা তন্মরণে তাঁহার নাবালগ পুত্রকে অর্শে। এই পুত্র নিঃসন্তান মরাতে তাহার ত্যক্ত বিষয় তদুত্তরাধিকারিকে অর্শে, অর্থাৎ মিথিলাপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পত্নী হইতে গোত্রজ পর্য্যন্তের অভাবে পিতার ভাগিনেয়কে অর্শে যেহেতু সে বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তদগ্রে ধৃত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে ব্যবহৃত শাস্ত্রানুসারে পত্নী হইতে পিতামহের প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পিতার ভগিনীপুত্র পিতামহদৌহিত্র বলিয়া অধিকারী।

এই মত বিবাদচিন্তামণি ও মিথিলায় চলিত আরং প্রামাণিক গ্রন্থের এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ।—

১ বিবাদ চিন্তামণি ও দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত মহাভারতীয় বচন (তাহা ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

২ অপহার পদে দান বিক্রয় অথবা ইচ্ছানুসারে হস্তান্তর করণকে বুঝায়। বিবাদচিন্তামণি।

৩ বিবাদচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বিষ্ণু-বচন—"অপুত্র ব্যক্তির ধন তৎ-পত্নীকে অর্শে, তদভাবে দুহিতাকে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে," ইত্যাদি।

৪। এই বিধান পতির বিভক্ত বিষয়ে খাটে। বিবাদচিন্তামণি।

৫। "অতএব বিভক্ত হউক বা সংসৃষ্ট হউক অপুত্র ভর্তার যাবতীয় ধনে পত্নীর অধিকার—এই যে জিতেন্দ্রিয়-মত তাহা মান্য"। দায়ভাগ।

৬। গোত্রজের অভাবে বান্ধবের অধিকার; বান্ধব তিন প্রকার,—আত্ম-বান্ধব, পিতৃবান্ধব ও মাতৃবান্ধব, যথা বক্ষ্যমাণ যাজ্ঞবল্ক্যবচনে প্রকাশ। আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্মবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়।

৭ দায়ভাগের উক্তি যথা—"পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তা-নেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য"।

৮। বিষয় অবিভক্ত থাকিলে বিবাদচিন্তামণিতে ধৃত শঙ্খের বচন খাটে। তদ্‌যথা—"ভ্রাতা ও পুত্রগণের অপুত্র স্ত্রীগণ দৃঢ়রূপে বিধবা-নিয়ম রক্ষা করিলে তাহাদিগের শুক্র কেবল আহার ও জীর্ণ বস্ত্রদিবেন"। সদর দেওয়ানী আদালত। ১৮ ডিসেম্বর ১৮২৬ সাল। হরিয়া বিবী—বনাম—ভবানী লাল। মেক. হি° ল. বা. ২. চ্যা. ১, সেক্‌. ৬, মকদ্দমা ১১, (পৃ. ৯১-৯৪)।

নজীর ২০৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।	মোসম্মাৎ সুলক্ষণা—বনাম—রামদুলাল পাঁড়ে। ২৭ মে, ১৮১১ সাল। স. দে. রি. বা. ১, পৃ. ৩২৪—২৩০। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৫৪।

প্রপিতামহ প্রপিতামহী ও তৎসন্ততির অধিকার।

ব্যবস্থা। ১০৭ অনন্তর প্রপিতামহের অধিকার *।

১০৭ ততঃ প্রপিতামহাধিকারঃ *।

* দা. ক্র. সং' পৃ. ২। দা. ত. পৃ. ৩১। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২২। কোল্‌ ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৯৩১। এল. ইন্‌. পৃ. ৮০।

"ধন যজ্ঞের নিমিত্তে বিহিত অতএব তাহা-উপযুক্ত স্থলেই বিনিযোগ কর্ত্তব্য, স্ত্রী ও মূর্খ ও বিধর্ম্মিতে বিনিযোগ কর্ত্তব্য নয়,"—এই বচন হেতু বিশেষ বচনাভাবে ধন স্ত্রীকে পাই-তে নিষেধ এমত বোধ কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু শাস্ত্রপারাবার অপার, অতএব প্রপিতামহীর অধিকার বোধক বচন নাই স্বতঃ এমত বলা-যাইতে পারে না. বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

নচ বিশেষবচনাভাবাৎ—'যজ্ঞার্থং বিহিতং বিত্তং তস্মাৎ তদ্‌বিনিযোজয়েৎ। স্থানেষু ধর্ম্ম যুক্তেষু ন স্ত্রী-মূর্খ বিধর্ম্মিষু,"—ইত্যনেন নি-ষেধোস্তীতি বোধ্যং শাস্ত্রপারাবারস্যাপার-ত্বেন প্রপিতামহ্যধিকারে বিশেষ বচনং নাস্তীতি স্বতোবক্তুমশক্যত্বাৎ।—বি. দা. ভা দী. র. ৮,।

কারণ। যেহেতু প্রপিতামহকে দত্ত পিণ্ডে ধনির ভোগ আছে ও তদধিকার পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিকন্যায়সিদ্ধ।

প্রপিতামহপিণ্ডস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ, পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধত্বাচ্চ। দা. ক্র. সং. পৃ.

ব্যবস্থা। ১০৮ তদভাবে প্রপিতামহীর অধিকার*।

১০৮ তদভাবে প্রপিতামহ্যা-অধিকারঃ*।

কারণ। যেহেতু তিনি প্রপৌত্রের দত্ত পিণ্ড ভোগ করেন—ইহা জীমূতবাহন ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে অতএব আদরণীয়।

প্রপৌত্রদত্ত পিণ্ডভোক্তৃত্বাৎ,—জীমূতবাহন স্মার্ত্তলিখিতমিত্যাদরণীয়ং।

ব্যবস্থা। ১০৯ তদভাবে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা ক্রমে অধিকারি*।

১০৯ তদভাবে পিতামহ-সহোদরভ্রাতৃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ-তৎপুত্র-পৌত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ*।

কারণ। যেহেতু তাঁহারা ধনির প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন ও ধনি তাহা ভোগ করে।

তেষাং ধনিভোগ্য তৎপ্রপিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

নজীর ১০৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিরুদ্ধক। মৃত পতির দায়াধিকারিণী পত্নীর মরণে, তৎপতির পিতামহের সহোদরের পৌত্র জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধে ঐ ধনাধিকারী। এই ব্যক্তি মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে মরাতে তাহার উত্তরাধিকারিণী কন্যাগণ ডিক্রী প্রাপ্তা হইল। মোসম্মাৎ মঁহোদা প্রভৃতি—বনাম—কল্যাণী প্রভৃতি। ১৪ মার্চ্চ ১৮০৩ সাল। স, দে, আ. বা, ১, পৃ, ৬২।

ব্যবস্থা। ১১০ তৎপরে প্রপিতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।

১১০ ততঃপ্রপিতামহদৌহিত্রোঽধিকারী*।

*দা. ক্র. সং. পৃ. ৯ ও ১০। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৩। দা. ত. পৃ ৩১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮. দা. ক্র. সং. পৃ. ২২ ও ২৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ২১৫। কোল, ডা বা. ৩, পৃ ৫২৮। মেক. হিন্দ, বা. ১, পৃ, ২৯—৩১। এল. ইন্. পৃ. ৮০।

প্রপিতামহের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকারে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্র সম্বন্ধ বশেষে অগ্র পশ্চাৎ অধিকার বোধ্য কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে তাহা নয়। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

প্রপিতামহ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতামহ-সোদরত্বাদিকৃতোবিশেষোঽবধাতব্যঃ নতু দৌহিত্রাধিকারে:—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

কারণ। যেহেতু সে প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় ও ধনি তাহা ভোগ করে। ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১০

ব্যবস্থা। ১১১ পরে পিতামহের ভ্রাতৃ-দৌহিত্র অধিকারী *। ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখ ১১১ ততঃ পিতামহভ্রাতৃ দৌহিত্রো হধিকারী *।

কারণ। যেহেতু সে প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় ও ধনি তাহা ভোগ করে। ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিণ্ড দাতৃত্বাৎ। দা. ক্র. সং পৃ. ১০.

মাতামহাদির অধিকার।

আভাস। প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত ধনির ভোগ্য পিণ্ডদাতা সন্তানের অভাবে মাতামহাদিকে মৃতধনির দাতব্য পিণ্ড মাতুলাদি দান করাতে পিণ্ডের অনন্তরতাহেতু মাতুলাদিকে অধিকারি শৃঙ্খলায় ধরিবার নিমিত্তে যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মনু পিণ্ডদানের নৈকট্যানুসারে অধিকার বোধক বচনে অধিকার দেখাইয়াছেন। মাতামহাদিকে মৃতের দাতব্য তিন পিণ্ড মাতুলাদি কর্ত্তৃক দত্ত হওয়াতে তদ্ধনে মাতুলাদির অধিকার যেহেতু ধনব্যয়ে তাঁহারাও পিণ্ডদান করিতে পারেন †। তত্রাপি পিত্রাদির ন্যায় মাতামহ থাকিতে তিনিই অধিকারী, তদভাবে যথা ক্রমে মাতুলাদি ‡। অতএব—

প্রপিতামহসন্তানস্য দৌহিত্রান্তস্য মৃত-ভোগ্য পিণ্ডদাতুরভাবে, মৃত-দেয় মাতামহাদি-পিণ্ডদানেন পিণ্ডানন্তর্য্যাৎ মাতুলাদি গ্রহণার্থং বন্ধুপদং প্রযুক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। মনুনা তু পিণ্ডদানানন্তর্য্য বচনেনৈব দর্শিতং মৃত-দেয় মাতামহাদি-পিণ্ডত্রয়স্য মাতুলাদিভির্দীয়মানত্বাৎ মাতুলাদ্যর্থত্বং ধনস্য, ধনদ্বারেণ তস্যাপি তৎপিণ্ডদাতৃত্বাৎ †। তত্রাপি পিত্রাদিবৎ সতি মাতামহে স এব, তদভাবে যথাক্রমং মাতুলাদিরিতি ‡। অতএব —

ব্যবস্থা। ১১২ পিতামহের ভ্রাতৃ-দৌহিত্রাভাবে মাতামহ অধিকারী §। ১১২ পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে মাতামহোহধিকারী §।

ব্যবস্থা। ১১৩ তদভাবে মাতুল‡। ১১৩ তদভাবে মাতুলঃ ‡।

ব্যবস্থা। ১১৪ তদভাবে তৎপুত্র ‡। ১১৪ তদভাবে মাতুল-পুত্রঃ ‡।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১০। উ. দা. সং. পৃ. ২৩। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯। এল্. ইন্. পৃ. ৮০।
† দা. ভা. পৃ. ৩৩৪। ‡ দা. ত. পৃ. ৩১।
§ দা. ক্র. সং. পৃ. ১০, ১১। বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩, ২৪। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ ৫২৯। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ ২৯। এল. ইন্. পৃ. ৮০।

ব্যবস্থা। ১১৫ তদভাবে মাতুলের পৌত্র অধিকারী *।

কারণ ও প্রমাণ। যেহেতু মনু—"তিনপুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিনপুরুষকে পিণ্ডদাতব্য। ধনির নিকট সপিণ্ড যে সেই তাহার ধনাধিকারী"—উপকারের নৈকট্যক্রমে ধনাধিকার বোধক এই বচনদ্বয়-দ্বারা তাহাদের অধিকার দেখাইয়াছেন। এবং যেহেতু দায়ভাগ প্রকরণে উক্ত বচনদ্বয়ের উল্লেখের এই মাত্র প্রয়োজন যে উপকার ক্রমে ধনাধিকার জন্মিবে, অন্যথা দায়ভাগ প্রকরণে উক্ত বচন-দ্বয়ের উপাদান ব্যর্থ হয়।

ব্যবস্থা। ১১৬ তদভাবে মাতামহের দৌহিত্র অধিকারী *।

" ১১৭ তদভাবে প্রমাতামহ অধিকারী *।

" ১১৮ তদভাবে প্রমাতামহের পুত্র *।

" ১১৯ তদভাবে প্রমাতামহের পৌত্র *।

" ১২০ তদভাবে প্রমাতামহের প্রপৌত্র *।

" ১২১ তদভাবে প্রমাতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।

" ১২২ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ *।

" ১২৩ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্র *

১১৫ তদভাবে মাতুল-পৌত্রোঽধিকারী *।

মনুনা "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে। অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ"—ইত্যাভ্যাং বচনাভ্যাং উপকারানন্তর্য্য ক্রমেণ ধনাধিকার প্রতিপাদকাভ্যাং তেষামধিকার প্রতিপাদনাৎ, এতয়োর্দায়ভাগ-প্রকরণে কথনস্যোপকার ক্রমেণ ধনাধিকার জ্ঞাপনৈক প্রয়োজনকত্বাৎ অন্যথা দায়ভাগ প্রকরণে তদুপাদান বৈয়র্থ্যাৎ।

১১৬ তদভাবে মাতামহ দৌহিত্রোঽধিকারী*।

১১৭ তদভাবে প্রমাতামহঃ*।

১১৮ তদভাবে প্রমাতামহ-পুত্রঃ*।

১১৯ তদভাবে প্রমাতামহ-পৌত্রঃ*।

১২০ তদভাবে প্রমাতামহ-প্রপৌত্রঃ *।

১২১ তদভাবে প্রমাতামহ-দৌহিত্রোঽধিকারী*।

১২২ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ*।

১২৩ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পুত্রঃ*।

---

*দা. ক্র. সং. পৃ. ১০, ১১। বি. ভা. দ্বী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৮০, ২৫। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫২৯। মেক্‌ হি. ল. বা. ১. পৃ ২৯। এল. ইন্‌. পৃ ৮০.

ব্যবস্থা। ১২৪ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্র *।	১২৪ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পৌত্রঃ*।
" ১২৫ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রপৌত্র*।	১২৫ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-প্রপৌত্রঃ*।
" ১২৬ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।	১২৬ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-দৌহিত্রোঽধিকারী*।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত এবং মনোনীত, ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন ক্ষত্রিয়ের পত্নী মৃত পতির ধনাধিকারিণী হইয়া নিস্সন্তান মরে দায়াদের মধ্যে তাহার মরণকালে পতির মাতুল-পুত্র মাত্র থাকে। এমত অবস্থায় অন্য উত্তরাধিকারী কিম্বা দত্তক পুত্র না থাকাতে পত্নীর ত্যক্ত ধনে উপরি উক্তব্যক্তি অধিকারী কি না?

মিতাক্ষরার মতে, মাতামহদৌহিত্রের পর মাতুল-পুত্র অধিকারী কিন্তু দায়ক্রম সংগ্রহমতে এবং বঙ্গ দেশে চলিত আর২ গ্রন্থমতে মাতুলের পরেই মাতুল পুত্র অধিকারী।

উত্তর। যদি নিস্সন্তান ব্যক্তির পত্নী পতির ধনাধিকারিণী হইয়া পতির মাতুল-পুত্রকে রাখিয়া মরিয়া থাকে এবং যদি পতির মাতৃস্বসার পুত্র অর্থাৎ মাতামহ-দৌহিত্র পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তবে মিতাক্ষরা এবং পশ্চিম দেশে প্রচলিত আর আর গ্রন্থমতে, আর যদি মাতুল পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী না থাকে তবে বঙ্গ দেশে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সংগৃহীত দায়ক্রম সংগ্রহ এবং বিবাদার্ণবসেতু ও বিবাদভঙ্গার্ণব মতে ঐ বিধবার ত্যক্ত সমুদয় বিষয়ে,* তাহার দত্তক পুত্র না থাকিলে, উক্ত মাতুল-পুত্র অধিকারী, যেহেতু মাতুল-পুত্র আত্ম-বন্ধু বলিয়া পরিগণিত। এই ব্যবস্থা মিতাক্ষরা এবং পশ্চিম দেশে চলিত আর আর গ্রন্থানুমতা, অথচ দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদভঙ্গার্ণব এবং বঙ্গদেশে চলিত আর আর গ্রন্থানুযায়িনী।

প্রমাণ—

১। উক্ত গ্রন্থসমূহে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন। তাহা ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। গোত্রজের অভাবে বন্ধু অধিকারী। বন্ধু তিন প্রকার,—আত্ম-বন্ধু, পিতৃ-বন্ধু, ও মাতৃ-বন্ধু। যথা বক্ষ্যমাণ বচনে প্রকাশ—'আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্ম বান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া

* ২৯৭ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। এতাবতা মৃতধনির নিজ বান্ধবেরা নৈকট্যনিমিত্ত প্রথমে অধিকারি, তাহাদের অভাবে ধনির পিতৃবান্ধবেরা, তদভাবে মাতৃবান্ধবেরা অধিকারি। এস্থলে অভিপ্রেত দায়াধিকারির ক্রম এই '। মিতাক্ষরা।

৩। ধনির ভোগ্য প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত পিণ্ডদাতা সন্তানের অভাবে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত যে এতদবস্থায় পিণ্ডদানের নৈকট্যক্রমে (অর্থাৎ মাতামহাদিকে ধনির দানীয় পিণ্ডদানজন্য) মাতুল অধিকারী, যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদ ব্যবহার করিতেছেন।

৪। মাতামহাভাবে মাতুল, তদভাবে মাতুল-পুত্র, তদভাবে মাতুল-পৌত্র মাতুল-পৌত্রের অভাবে মাতামহ-দৌহিত্র অধিকারী।

৫। মৃত ধনির দাতব্য পিণ্ডদাতা মাতুলাদির অধিকার, তদভাবে মাতামহ। দৌহিত্র অধিকারী, তদভাবে মাতুলের পুত্র ও পৌত্র ক্রমে অধিকারি। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা *।

মোসম্মাত্ মন্নু বিবী—বনাম—গোকুলচাঁদ। স. দে. আ. ৩০ মে. ১৮২৬ সাল। মেক. হি. ল. বা ২, চ্যা, ১, সেক্ ৬, মকদ্দমা ১২, (পৃ ৯৫—৯৭)।

মকদ্দমা নং ১০৮। ১৮৫৪ সাল।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার রায় রাধাবল্লভের মাতা ও ওসী রাণী মন্মোহিনী (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট বনাম—জয়নারায়ণ বসু (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

রাজা গৌরবল্লভ ও হরগোবিন্দ ঘোষ (তৃতীয় পক্ষ) দরখাস্তকারি।

মকদ্দমা নং ২৪১। ১৮৫৪।

জয়নারায়ণ বসু (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—রাণী মন্মোহিনী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর

১১৭ সংখ্যক ব্যবস্থা। নির্ণায়ক

ইষ্য। হরগোবিন্দ ঘোষ ও গৌরবল্লভ রায় যে দাওয়া উপস্থিতকরিয়াছেন তাহা বিবেচনায় এই মকদ্দমার বাদী ঈশানচন্দ্র রায়ের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রদের উত্তরাধিকারি বলিয়া রাধাবল্লভ রায়ের দত্তকতা অসিদ্ধির নিমিত্তে এবং যে বিষয় ঈশানচন্দ্র রায়ের পুত্রদের হইয়াছিল আর যাহা এক্ষণে রাণী মন্মোহিনী নিজ এজাহারী দত্তকপুত্রের ওসী বলিয়া দখল করিতেছেন তাহা দখল পাইবার নিমিত্তে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করিতে অধিকারী কি না।

* দায়ভাগ টীকার উক্ত ক্রমে ভ্রম আছে, তাহা ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিত নোটের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

বাদী যদি বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করিতে অধিকারী হয়, তবে ঐ এজাহারি দত্তক গ্রহণানুমতি সপ্রমাণ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে তদনুসারে গৃহীত দত্তক হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না?

যদি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দত্তকতা সিদ্ধ না হয়, তবে নিম্ন আদালতের ডিক্রীতে যে বাদিকে স্থাবর বিষয়ের ওয়াসিলাৎ সমেত দখল দেওয়ান হইয়াছে এবং অস্থাবর তাহার নিজ কৃত মূল্যানুসারে দেওয়ান হইয়াছে তাহা ঠিক হইয়াছে কি না?

বিচার।

প্রথম ইস্যুতে উত্থিত প্রথম বিচার্য্য কথা বিবেচনায় ঈশানচন্দ্র রায়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রদের সহিত এ মকদ্দমার বাদির কি সম্বন্ধ ও যাহারা এ মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বাদির অধিকার থাকন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কথিত হইয়াছে তাহাদের সহিতই বা ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারদের কি সম্বন্ধ তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।—বাদী তাহাদের মাতুল, হরগোবিন্দ ঘোষ তাহাদের প্রপিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র, ও রাজা গৌরবল্লভ তাহাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বাবু রমাপ্রসাদ রায় হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতি স্পষ্ট রূপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রবিধান না করিয়া অথচ বিরোধীয় বিষয়ে যে সকল প্রামাণিক প্রমাণ আছে তন্মাত্র দৃষ্টি করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে রাণী মনোমোহিনীর এজাহারী দত্তক অসিদ্ধ হইলে ঈশানচন্দ্র রায়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রদের ত্যক্ত বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অধিকারী হইতে বাদিরই অধিকার।

দায়ক্রমসংগ্রহের ২৩পৃষ্ঠার লিখিত দায়াধিকারক্রমানুসারে প্রপিতামহের দৌহিত্রের পর পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার, তদভাবে মৃতধনির মাতামহ অধিকারী, তদভাবে মাতুল তৎপুত্র ও পৌত্র অধিকারী। দায়ভাগের ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে প্রপিতামহের দৌহিত্রান্ত সন্তানের অভাবে মাতুলের অধিকার। এই সকল গ্রন্থের লিখনানুসারে আনন্দলাল খাঁর বিরুদ্ধে রূপচরণ মহাপাত্রের মকদ্দমাতে (যাহা সিলেক্ট্ রিপর্টের ২ বালামের ৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) এই আদালত বিধান করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় পুরুষোর্দ্ধ পূর্ব্ব পুরুষের অপেক্ষা করিয়া মৃতধনির মাতুলপুত্র তদ্ধনাধিকারী। এবং গোলক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ কাশীশ্বরী দেবী প্রভৃতির মকদ্দমাতেও (যাহা ১৮৪৮ সালের সদর ডিসীশন্ বহির ২৮পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) ঐরূপ বিধান হইয়াছে। মেকনাটন্সাহেব হিন্দু শাস্ত্রীয় দায় বিষয়ক নিজ গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠাতে প্রপিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রকে মাতুলের পূর্ব্বে স্থাপন করিয়াছেন। পরন্তু ঐপণ্ডিতবর গ্রন্থকর্ত্তা বিবেচনা করিয়াছেন যে ঐ দায়াধিকার ক্রম সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। এবং ঐ বিবেচনা বঙ্গ দেশ সম্বন্ধে

যথেষ্টরূপে দৃঢ় নহে। কেননা এই প্রদেশে প্রচলিত উচ্চতম গ্রন্থ হইতে প্রকাশ যে উপরিউক্ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাস করিয়া সর্ব্বদাই মাতুল অধিকারী হয়েন। এমত অবস্থায় ইহা প্রকাশ করিতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে ঈশান চন্দ্র রায়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রদের মাতুলরূপে রাধাবল্লভ রায়ের দত্তকতা অসিদ্ধির নিমিত্তে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করিতে বাদী অধিকারী। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আপত্তি সমূহ হইতে উত্থিত দ্বিতীয় ইষু বিবেচনায় আমরা বিবেচনা করি যে যেহেতু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে নিয়মিত দায়াধিকারি শৃঙ্খলা রহিত করণ নিমিত্তে বাদিনী নিম্ন আদালতে দত্তকতার এজহার করিয়াছেন অতএব প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর। মহেশচন্দ্র দত্তকগ্রহণে অনুমতি স্বাক্ষর করণ বিষয়ে যে বাচনিক প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অবিশ্বাস জনক। এবং যেহেতু আমরা অনুমতিপত্র অপ্রকৃত হওয়া নির্ণয় করিলাম অতএব তদনুসারে গৃহীত দত্তক হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না ইহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

মকদ্দমার যে বিবেচনা উপরি প্রকাশিত হইল। তাহাতে আমরা নিম্ন আদালতের ডিক্রী পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উক্তি করিতেছি রাণী মম্মোহিনী যে অনুমতি পত্র উপস্থিত করিয়াছে তাহা প্রকৃত দস্তাবেজ নহে। বাদী অধিকারী হওনের তারীখ হইতে অর্থাৎ রাই কমলিনীর মৃত্যুর তারীখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত স্থাবর বিষয়ের দখল পাওয়ার যে দাওয়া করিয়াছে তাহা তাহার হক্কে ডিক্রী করিলাম। এবং অস্থাবর বিষয়ের দখল অথবা তাহার মূল্য তৎকর্ত্তৃক যেমত দাওয়া করা হইয়াছে তাহাও তৎপ্রতি ডিক্রীকরিলাম।—৯ আগস্ট ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৬৯৭—৭০৫।

নজীর /০ রূপচরণ মহাপাত্র—বনাম—আনন্দলাল খাঁ। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, বালাম ২, পৃষ্ঠা ৩৬।
১১৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। ইহার মর্ম্ম প্রাগুক্ত নজীরে জ্ঞাতব্য।

৵০ মোহনলাল খাঁ—বনাম—রাণী শিরোমণি। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, বালাম ২, পৃষ্ঠা ৩২। ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৶০ মোসম্মাৎ কাশীশ্বরী দেবী ও রামকিশোরআচার্য্য - বনাম—গোলকচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রভৃতি। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, ২২ জানুআরি ১৮৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ২৮।

নজীর ১১৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। মথুরানাথ ঘোষ ও শ্রীনাথ রায়ের বিরুদ্ধে দয়ানাথ রায় ও রামনাথ রায়ের মকদ্দমায় মৃত ধনির তৃতীয়াধিক পুরুষীয় জ্ঞাতি থাকিতেও তদ্বিষয় তাহার মাতামহ-দৌহিত্রকে দেওয়ান বিচার হইল। ১৪ এপ্রেল ১৮৩৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬. পৃ. ২৭।

সকুল্যাদির অধিকার।

ব্যবস্থা। ১২৭ ধনির ভোগ্য পিণ্ড দাতার অভাবে সকুল্য অধিকারী*

প্রমাণ। তদভাবে সকুল্য, আচার্য্য অথবা শিষ্যই (অধিকারী)। মনু।

সপিণ্ডের ও সকুল্যের বর্ণনা। সকুল্য—বিভক্ত পিণ্ডকে বলা যায়। প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, স্বয়ং, সহোদর ভ্রাতা, সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা অবিভক্তদায়াদ সপিণ্ড কথিত, বিভক্তদায়াদরা সকুল্য কথিত হয়। 'অঙ্গজ থাকিতে অর্থ তদগামী হয়, সপিণ্ডের অভাবে সকুল্য, তদভাবে আচার্য্য, শিষ্য, অথবা ব্রাহ্মণ অধিকারী, তদভাবে রাজা'। এই বৌধায়নবচন। ইহার অর্থ এই যে—যেহেতু (চতুর্থ সপিণ্ডনহেতু) পিত্রাদি তিনকে দত্ত পিণ্ড ভোগকরে, ও পুত্রাদিত্রয় তৎপিণ্ড দান করে এবং যে ব্যক্তি বাঁচিয়া যাহার পিণ্ডদের সে মরিয়া সপিণ্ডনহেতু তাহার পিণ্ড ভাগী হয়, এতাবতা (সপ্তপুরুষের) মধ্যস্থিত পুরুষ নিজ জীবনকালে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদাতা ও মৃত হইয়া তাঁহাদের পিণ্ডভোক্তা, এবং পরে জীবিত সন্তানদিগের পিণ্ডদানাস্পদ হয়, এবং ইহারা মরিলে ইহাদের সহিত দৌহিত্রাদির দাতব্য পিণ্ডভোক্তাও বটে। অতএব এই (মধ্যম) যাহাদের পিণ্ডদাতা অথবা যাহারা ইহার পিণ্ডদাতা

১২৭ ধনিভোগ্য পিণ্ডদাত্রভাবে সকুল্যোঽধিকারী * ॥

তদভাবে সকুল্যঃস্যাদাচার্য্যঃ শিষ্য এব বেতি। মনুঃ।

সকুল্যো—বিভক্তপিণ্ডঃ। প্রপিতামহঃ, পিতামহঃ, পিতা, স্বয়ং, সোদর্য্যা ভ্রাতরঃ, সবর্ণায়াঃ পুত্রঃ, পৌত্রঃ, প্রপৌত্রঃ এতান্ অবিভক্তদায়াদান্ সপিণ্ডানাচক্ষতে। বিভক্তদায়াদান্ সকুল্যানাচক্ষতে। 'সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামীহ্যর্থোভবতি, সপিণ্ডাভাবে সকুল্যঃ,তদভাবেচাচার্য্যোঽন্তেবাসীঋত্বিগ্বা হরেৎ, তদভাবে রাজা'। ইতি বৌধায়নঃ। অস্যার্থঃ—পিত্রাদি পিণ্ডত্রয়ে সপিণ্ডনেন ভোক্তৃত্বাৎ পুত্রাদিভিশ্চ ত্রিভিঃ তৎপিণ্ডস্যৈব দানাৎ যশ্চ জীবন্ যৎপিণ্ডদাতা স মৃতঃ সন্ সপিণ্ডনাৎ তৎপিণ্ডভোক্তা, এবঞ্চ সতি মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বেষাং জীবন্ পিণ্ডদাতা, স মৃতঃ তৎপিণ্ডভোক্তাচ, পরেষাং জীবতাং পিণ্ডসম্প্রদানভূত আসীৎ, মৃতৈশ্চ তৈঃ সহ দৌহিত্রাদিদেয় পিণ্ডভোক্তা। অতো যেষাময়ং পিণ্ডদাতা যে বাস্য পিণ্ডদাতারঃ তে অবিভক্ত পিণ্ডরূপং

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। দা. ভা. অপু. ২৩৬। দা. ত, পৃ. ৬১॥ বি. দ. ভা. দ্বী র. ৮। কোল, দা. ভা. পৃ. ২১৯ কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩০, ৫৩১। এল্, ইন্, পৃ, ৮০।

তাহারা (ইহার সহিত) অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায়ভোজন করে, এতাবতা তাহারা (ইহার) অবিভক্তদায়াদ সপিণ্ড। মধ্যম আপন হইতে পঞ্চম স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদাতা ও পিণ্ডভোক্তা হয় না, এবং ঐ মধ্যম পঞ্চমের পিণ্ড অধস্তন পঞ্চম দেয় না, তৎপিণ্ড ভোগও করেনা। অতএব বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্ব পুরুষ ও প্রপৌত্রেরপুত্র অবধি করিয়া অধস্তন তিন পুরুষ একপিণ্ডভোক্তা না হওয়াতে বিভক্তদায়াদ সকুল্য কথিত হয়। এই সপিণ্ডত্ব ও সকুল্যত্ব সম্বন্ধ দায় গ্রহণার্থে উক্ত হইল *। এতাবতা সকুল্য দুই প্রকার—অধস্তন এবং ঊর্দ্ধতন। প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি করিয়া তিন অধস্তন, ও বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তিন পূর্ব্ব পুরুষ ঊর্দ্ধতন †।

দায়মদন্তীত্যবিভক্তদায়াদাঃ সপিণ্ডাঃ। পঞ্চমস্যতু পূর্ব্বস্য মধ্যমঃ পঞ্চমো ন পিণ্ডদাতা নচ তৎপিণ্ডভোক্তা এবমধস্তনোঽপি পঞ্চমো ন মধ্যমস্য পিণ্ডদাতা নাপি তৎপিণ্ডভোক্তা। এতেন বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতয়স্ত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ প্রতিপ্রণপ্তুশ্চ প্রভৃত্যধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষা এক পিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্তদায়াদাঃ সকুল্যাঃ ইত্যাচক্ষতে। ইদঞ্চ সপিণ্ডত্বং সকুল্যত্বঞ্চ দায়গ্রহণার্থমুক্তং *। এতাবতা সকুল্যো দ্বিবিধঃ—অধস্তন ঊর্দ্ধতনশ্চ। প্রপৌত্রপুত্রাদয়োঽধস্তনাস্ত্রয়ো, বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিতস্ত্রয়ঃ পূর্ব্বে ঊর্দ্ধতনাঃ †।

বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ লেপভোক্তা, পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ পিণ্ডভাগি, যে পিণ্ডদাতা সে সপ্তম, সাপিণ্ড সপ্ত পুরুষসম্বন্ধীয়। অশৌচ সপিণ্ডে এই ব্যবহার, কিন্তু দায়বিষয়ে পিত্রাদি তিন পুরুষ সপিণ্ড, ও তৎপরে তিন পুরুষ সকুল্য।

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ, পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং, সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং। ইতি অশৌচ সপিণ্ডে এব, ত্রয়ঃ পুরুষাঃ দায়সপিণ্ডাঃত্রয়ঃ পুরুষাঃ দায়সকুল্যা ইত্যবধাতব্যং। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

ব্যবস্থা। ১২৮ সকুল্যামধ্যে আদৌ প্রপৌত্রের পুত্র অধিকারী ‡।

১২৮ সকুল্যানামাদৌ প্রপৌত্রপুত্রস্যাধিকারঃ ‡।

কারণ। যেহেতু সে ধনির ও তৎপিতৃ পিতামহের লেপদাতা *।

ধনি তৎপিতৃ তৎপিতৃলেপদাতৃত্বাৎ *।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮১।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ১১।

‡ দা. ক্র. সং. সূ. ১১। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৭। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ৫৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৯। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩০ ও ৫৩১। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ ২৯ ও ২। ২ ল. ইন্. পৃ. ৮০।

ব্যবস্থা। ১২৯ অনন্তর—প্রপৌত্রের পৌত্র *।

কারণ। যেহেতু সে ধনির ও তৎপিতার লেপদাতা *।

ব্যবস্থা। ১৩০ তৎপরেপ্রপৌত্রের প্রপৌত্র *।

কারণ। যেহেতু সে ধনির লেপদাতা।*

ব্যবস্থা। ১৩১ তদভাবেবৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিনসকুল্যের ক্রমে অধিকার *।

কারণ। যেহেতু বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে দত্ত লেপে ধনির ভোগ আছে। *

ব্যবস্থা ১৩২ তাঁহাদের সন্ততিদেরও আসত্তিক্রমে অধিকার *।

কারণ যেহেতু তাহারা ধনির দাতব্য পিণ্ডলেপভোক্তা বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিকে পিণ্ডদের। *

(অ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তৎসন্ততিরাও পিণ্ডদানরূপ উপকারহেতু আসত্তি ক্রমে অধিকারি ইহা বলাতে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির ও তৎপিণ্ডমাত্রদাতা সন্ততির আসত্তিক্রমে অধিকার পাওয়া যাইতেছে, এবং আসত্তিক্রমে অধিকারক্রম এই রূপেই হইতে পারে যথা—আদৌ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র, ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র,

১২৯ ততঃ—প্রপৌত্র-পৌত্রস্য *।

ধনি তৎপিতৃলেপদাতৃত্বাৎ। *

১৩০ ততঃ—প্রপৌত্র-প্রপৌত্রস্য *।

ধনিলেপদাতৃত্বাৎ। *

১৩১ তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিত্রয়াণাং ক্রমেণাধিকারঃ *।

বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতনানাংত্রয়াণাং পিণ্ডলেপস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ। *

১৩২ তৎ-সন্ততীনাঞ্চাসত্তিক্রমেণাধিকারঃ (অ) *।

ধনি-দেয় পিণ্ডলেপভুগ্‌ভ্যো বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিভ্যঃ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ। *

(অ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেণ তৎসন্ততীনাঞ্চ ধনিদেয় পিণ্ডলেপভুগ্‌ভ্যো বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিভ্যঃ পিণ্ডদাতৃত্বাদিতিকথনাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহাদেস্তৎপিণ্ডমাত্রদাতৃসন্ততীনাঞ্চ পিণ্ডদানোপকারাদাসত্তিক্রমেণাধিকারো লভ্যতে, এবমাসত্তিক্রমেণ তেষামধিকারক্রমোঽপ্যেতাদৃগ্‌ভবিতুমর্হতি, যথা আদৌ বৃদ্ধ প্রপিতামহস্তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। তদভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহস্তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারণঃ। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধ

* ১০৩ পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

পৌত্র, প্রপৌত্র, ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারি *।

ব্যবস্থা। ১৩৩ বহু জ্ঞাতি সকুল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে অধিক নিকট (ই) যে সেই অপুত্র ব্যক্তির ধন লইবে। বৃহস্পতি †।

প্রপিতামহস্তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ *।

১৩৩ বহবো জ্ঞাতয়ো যত্র সকুল্যা বান্ধবাস্তথা। যোহ্যাসন্নতরস্তেষাং (ই), সোহনপত্যধনং হরেৎ।—বৃহস্পতিঃ †।

* বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা—এই ক্রমের ব্যতিক্রমে এক ঊর্দ্ধতন সকুল্যের সকুল্যপর্য্যন্তের অধিকারেরপর অন্য ঊর্দ্ধতন সকুল্যের অধিকারধরিয়াছেন, তদ্ যথা—"অধস্তন সকুল্যের অভাবে ধনির দত্ত পিণ্ডলেপভোক্তৃত্বহেতু বৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার, তদভাবে তৎপুত্রাদি তিন পুরুষের ক্রমে অধিকার, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের পার্ব্বণপিণ্ডদাতা দৌহিত্রাদির ক্রমে অধিকার। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের ক্রমে অধিকার, যেহেতু তাহারা বৃদ্ধপ্রপিতামহের লেপদাতা, তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার, তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রের ও প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের ক্রমে অধিকার। তদভাবে অত্যার্য্য বৃদ্ধপ্রপিতামহের ও তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রের এবং প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজের ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় অধিকার"। ইহা ন্যায্য নহে যেহেতু বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ডাধিকারের পর তৎ সপিণ্ড যে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তাঁহার অধিকার না ধরিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের পঞ্চম ও সকুল্য যে তৎ প্রপৌত্রের পুত্র তাহার ও তৎপুত্রপৌত্রের অধিকার অগ্রে ধরা হইয়াছে। ইহা "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" এবং "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্‌য" এই মনুবচনদ্বয়ের এবং উক্ত বৃহস্পতি-বচনের বিরুদ্ধ, ও পিত্রাদির অধিকার-ক্রমের বিপরীত, যেহেতু পিত্রাদির অধিকারের সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে এবং উক্ত বচনোক্ত আসত্তিক্রমে বৃদ্ধপ্রপিতামহের দৌহিত্রের পর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার ন্যায্য। এই রূপ অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকারও জ্ঞেয়।

* যত্তু বিবাদভঙ্গার্ণববক্তা এতৎক্রমাতিক্রমেণ একস্যোর্দ্ধতন সকুল্যস্য সকুল্যপর্য্যন্তাধিকারানন্তরমন্যোর্দ্ধতন সকুল্যাধিকারো ধৃতঃ, যথা—"অধস্তনানামভাবে ধনি দত্ত পিণ্ডলেপভোক্তৃত্বাৎ, বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎপুত্রাদি পুরুষত্রয়স্য ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহ দৌহিত্রাদীনাং তৎপার্ব্বণপিণ্ডদানাৎ ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণাং বৃদ্ধপ্রপিতামহলেপ দাতৃণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণ পূর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে অত্যার্য্য বৃদ্ধপ্রপিতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণাধিকারঃ"—তন্ন ন্যায্যং, বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ডাধিকারাৎ পরং তৎসপিণ্ডস্যাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্যাধিকারমনুক্ত্বা বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পঞ্চম সকুল্যস্য প্রপৌত্রপুত্রস্য তৎপৌত্র প্রপৌত্রয়োশ্চাধিকার কথনাৎ—"ত্রয়াণামুদকংকার্য্যং" "অনন্তরঃ সপিণ্ডাৎ যঃ"—ইত্যেতয়োর্বচনয়োঃ, উক্ত বৃহস্পতিবচনস্য পিত্রাদ্যধিকারক্রমস্যচ বিরোধাচ্চ। অতঃ পিত্রাদ্যধিকারাক্রমসাংদৃষ্টিকন্যায়েন উক্ত বচনোক্তাসত্তিক্রমেণচ বৃদ্ধপ্রপিতামহ দৌহিত্রাৎ পরতোঽতি বৃদ্ধপ্রপিতামহাধিকারো ন্যায্যঃ। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্যাধিকার এবমেব।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। উ. দা. ক্র. সং পৃ. ২৭।

(ই) উপকার তারতম্যানুসারে অধিক নৈকট্য জ্ঞেয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বয়ের সহিত মিলে।

(ই) আসন্নতরত্বঞ্চ উপকার-তারতম্যেন পূর্ব্বোক্ত বচনাভ্যামেকবাক্যত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১১।

ব্যবস্থা। **১৩৪ এরূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক অধিকারী (উ)। ***

১৩৪ এবম্বিধ সকুল্যাভাবে সমানোদকাঃ (উ) *।

কারণ। সকুল্যপদে সমানোদকও মন্তব্য *।

সকুল্য পদেনোপাত্তামন্তব্যাঃ *।

(উ) চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক ভাব। যেহেতু বচন এই যে সমানোদক ভাব চতুর্দ্দশ পুরুষে নিবৃত্তি পায় †।

(উ) চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তঞ্চ সমানোদকভাবঃ। সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্তেতাচতুর্দ্দশাদিতি বচনাৎ †।

ব্যবস্থা। **১৩৫ সমানোদকদেরও সকুল্যের ন্যায় আসত্তিক্রমে (এ) অধিকার হওয়া ন্যায্য।**

১৩৫ সমানোদকানামপি সকুল্যাধিকারবদাসত্তিক্রমেণাধিকারো (এ) ন্যায্যঃ।

(এ) অর্থাৎ আদৌ অধস্তন পশ্চাৎ ঊর্দ্ধতন সমানোদকদিগের ক্রমে অধিকার সাংদৃষ্টিক ন্যায় সদ্ধ।

(এ) আদাবধস্তনানাং পশ্চাৎ ঊর্দ্ধতনানাং ক্রমেণাধিকারঃ সাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধ ইতি যাবৎ।

আচার্য্যাদির অধিকার—

ব্যবস্থা। **১৩৬ সমানোদকাভাবে আচার্য্য অধিকারী (ও) ‡।**

১৩৬ সমানোদকাভাবে আচার্য্যো২ধিকারী (ও) ‡।

ব্যবস্থা। **১৩৭ তদভাবে শিষ্য ‡।**

১৩৭ তদভাবে শিষ্যঃ (ক) ‡।

প্রমাণ। কেননা "আচার্য্য অথবা শিষ্য" এই বচনে মনু উভয়ের অধিকার ক্রমে কহিয়াছেন।

আচার্য্যঃশিষ্য এববেতি মনুনা ক্রমেণ দ্বয়োরধিকার প্রতিপাদনাৎ।

(ও) উপনয়ন করিয়া যিনি বেদ শিখান তিনি আচার্য্য।

(ও) উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১২।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ, ১১। দা ভা. পৃ. ২৩৭। উ. দা, ক্র. সং. পৃ. ২৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২০। মেক্, হি ল, বা. ১. পৃ. ২৯ ও ৩০। এল্. ইন্. পৃ. ৮০।

† বি, দা. ভা. দ্বী. র, ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩২।

‡ দা, ক্র, সং, পৃ, ১১, ও ১২। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৭, ও ২৩৮। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং, পৃ, ২৬. ২৭. ২৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২০. ২২১। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৩৩, ৫৩৭। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯. ও ৩০। এল্. ইন. পৃ. ৮০।

(ক) শিষ্যঃ—বেদাধ্যয়ন কারক। আচার্য্য—বেদাধ্যাপক। দা. ভা. টী. পৃ. ২৩৮।

ব্যবস্থা। ১৩৮ তদভাবে সহবেদাধ্যায়ি (গ) সব্রহ্মচারিরা *।

প্রমাণ যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে শিষ্য সব্রহ্মচারী ইহারা অধিকারি কথিত *। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৪।

(গ) এক আচার্য্য হইতে বেদাধ্যায়ী যে সে সব্রহ্মচারী।

ব্যবস্থা। ১৩৯ তদভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্রেরা (অধিকারি) *।

১৪০ তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমান প্রবরেরা অধিকারি *।

প্রমাণ। যেহেতু গৌতম-বচন এই যে পিণ্ড গোত্র ও প্রবর সম্পর্কীয়েরা দায়াধিকারি *।

ব্যবস্থা। ১৪১ উক্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাভাবে তিন বেদজ্ঞানাদি গুণান্বিত স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা অধিকারি *।

প্রমাণ। যেহেতু মনু-বচন এই যে—সকলের অভাবে তিন বেদবেত্তা (জ) শুচি ও সংযত ব্রাহ্মণেরা অধিকারি, এমতে ধর্ম্মহানি (ট) হয় না *।

(জ) তিনবেদবেত্তা—অর্থাৎ তিন বেদ যাঁহাদের অভ্যস্ত।

(ট) ভোগদ্বারা ধর্ম্মক্ষয় হইলেও ধনে ব্রাহ্মণের অধিকার হওয়াতে যে ধর্ম্ম হয় তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ধর্ম্মহ্রাস হইতে পারে না, অতএব এ-স্থলে ধন ব্রাহ্মণগামি বলিয়া ধনির

(ক) শিষ্যঃ—বেদাধ্যেতা। আচার্য্যঃ—বেদাধ্যাপয়িতা। দা. ভা. টী. পৃ. ২৩৮।

১৩৮ তদভাবে সহবেদাধ্যায়ি সব্রহ্মচারিণঃ* (গ)।

শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণ ইতি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনাৎ। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৪)।

(গ) একাচার্য্যাৎ বেদাধ্যায়ী সব্রহ্মচারীতি। বি. দা. ভা. টী. র. ৮।

১৩৯ তদভাবে স্বগ্রামস্থাঃ সগোত্রাঃ*।

১৪০ তদভাবে তথাবিধ সমানপ্রবরাঃ *।

পিণ্ডগোত্রর্ষি-সম্বন্ধা ঋক্থং ভজেরন্নিতি গৌতমবচনাৎ*।

১৪১ উক্ত পর্য্যন্তানাস্ত সর্ব্বেষামভাবে ত্রৈবিদ্যত্বাদি গুণযুক্তাঃ স্বগ্রামস্থব্রাহ্মণা অধিকারিণঃ *।

সর্ব্বেষামপ্যভাবেতু ব্রাহ্মণা ধনহারিণঃ। ত্রৈবিদ্যাঃ (জ) শুচয়ো দান্তা এবং ধর্ম্মো ন হীয়তে (ট) ইতি মনু-বচনাৎ*।

(জ) ত্রৈবিদ্যাঃ —বেদত্রয়াভ্যাসবন্তঃ। বি. দা. ভা. টী. র. ৮।

(ট) ভোগেন ক্ষীয়মাণোঽপি ধর্ম্মস্তদীয়ধনস্য ব্রাহ্মণ গামিত্বেনাপরধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা আপূর্য্যমাণো ন হীয়ত ইতি

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

উপকারার্থেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৮।

ব্যবস্থা। ১৪২ তদভাবে ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যের ধন রাজার হয় *।

প্রমাণ। /০ ব্রাহ্মণের ধন রাজা কখনো গ্রহণ করিবেন না এই বিধি। অন্য বর্ণের ধন সর্ব্বাভাবে রাজা গ্রহণ করিবেন †। মনু।

প্রমাণ ৵০ বিষ এক জনকেই নষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্রকেও নষ্ট করে, অতএব রাজা কখনো ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেন না ‡। বৌধায়ন।

প্রমাণ ৶০ উত্তরাধিকারিহীন ব্যক্তির ধন ব্রহ্মস্ব না হইলে রাজা লইতে পারেন, ব্রহ্মস্ব হইলে তাহা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দেওয়াইবেন ‡। দেবল।

প্রমাণ ।০ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের ধন পরিষদ্‌-গামি (দ) তাহা রাজাকে অর্শে না, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সংস্থিত দ্রব্য তথা গচ্ছিত উপনিধি ও ক্রমাগতধন (ন) এবং বালক ও স্ত্রীলোকের ধনও রাজার হরণীয় নয়, যথা (বেদে) কথিত হইয়াছে—'রাজা স্ত্রীধন ও বালকের ধন লইবেন না, স্ত্রীলোকের ছয় প্রকারে উপার্জ্জিত ধন এবং বালকের পৈতৃক ধনও হরণ করিবেন না', ‡। শংখ লিখিত।

(দ) পরিষদ্—ব্রাহ্মণ,—এই বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি ব্যাখ্যা ‡।

(ন) গচ্ছিত ইত্যাদি উপলক্ষণ—ইহার অর্থ এই যে দণ্ডাদি ব্যতিরেকে

অত্রাপি ধনস্য তাদর্থ্যমেব পুরস্করোতি। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৮।

১৪২ তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামি*।

/০ অহার্য্যং ব্রাহ্মণ-দ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতিস্থিতিঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরেন্নৃপঃ †। মনুঃ।

৵০ ব্রহ্মস্বং পুত্র-পৌত্র-ঘ্নং হন্যাদেকাকিনং বিষং। তস্মাদ্রাজা ব্রাহ্মণস্বং নাদদীত কথঞ্চন ‡।-বৌধায়নঃ।

৶০ সর্ব্বত্রাদায়কং রাজা হরেৎ ব্রহ্মস্ববর্জ্জিতং। অদায়কন্তু ব্রহ্মস্বং, শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ‡। দেবলঃ।

।০ পরিষদ্ গামি (দ) বা শ্রোত্রিয়দ্রব্যং ন রাজগামি, ন হার্য্যং রাজ্ঞা দেব ব্রাহ্মণ সংস্থিতং, ‡ নিক্ষেপোপনিধি ক্রমাগতং (ন) ন বালস্ত্রীধনানিচ, এবন্ত্বাহ— নহার্য্যং স্ত্রীধনং রাজ্ঞা তথা বাল-ধনানিচ। নার্য্যাঃ ষড়াগমং বিত্তং, বালানাং পৈতৃকং ধনং'‡। শংখ-লিখিতৌ।

(দ) পরিষদঃ—ব্রাহ্মণা ইতি বিবাদ রত্নাকর বিবাদ চিন্তামণী ‡।

(ন) নিক্ষেপেত্যাদি উপলক্ষণং—তেন দণ্ডাদিকং বিনা কথঞ্চিদপি

* ৩০৩ পৃষ্ঠার শেষ দ্রষ্টব্য।

† সর্ব্বশব্দে ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত ধর্ত্তব্য। দা. ভা. পৃ. ২৪১। সর্ব্বাভাবে—অর্থাৎ সদ্‌ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তাভাবে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

† সর্ব্বশব্দেন ব্রাহ্মণপর্য্যন্তস্যোপাদানং। দা. ভা. পৃ, ২৪১। সর্ব্বাভাবে—সদ্‌ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তাভাবে। বি, দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

‡ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩৭—৫৩৯।

দেবতা ব্রাহ্মণের ধন রাজা কখনো লইবেন না *।

স্বগোত্র ও সমান প্রবরের ও ব্রাহ্মণের অভাব পদে তদ্গ্রামস্থ ঐ সকলের অভাব বোধ্য, নতুবা রাজার অধিকার বলা ব্যর্থ হয় *।

দেবব্রাহ্মণধনং রাজ্ঞা ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮০।

গোত্রর্ষি সম্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চাভাবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ, অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্ব্বিষয়তাপত্তেঃ *।

ব্যবস্থা ১৪৩ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার (প) †।

১৪৩ ব্রাহ্মণ ধনস্যতু গুণবদ্ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মণস্যগ্রামান্তরস্থস্যাপি অধিকারঃ। প। †।

(প) গ্রামান্তরস্থ ব্রাহ্মণেরও অধিকার ইহা লিখাতে বোধ্য এই যে—

(প) গ্রামান্তরস্থস্যাপীতি লিখনস্বরসাৎ—

ব্যবস্থা ১৪৪ স্বগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ভিন্নগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অধিকার।

১৪৪ স্বগ্রামস্থ গুণবদ্ব্রাহ্মণাভাবে গ্রামান্তরস্থ গুণবদ্ব্রাহ্মণস্যাধিকারঃ।

তৎসত্ত্বে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। যেহেতু "তিন বেদবেত্তা শুচি ও সংযত ব্রাহ্মণেরা (অধিকারি)। এমতে ধর্ম্মহানি হয় না" এই বচনে, এবং "যজ্ঞার্থে ধন বিহিত অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে বিনিযোগ কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকে মূর্খে ও বিধর্ম্মিতে নয়" এই বচনে মূর্খ হইতে ধার্ম্মিক প্রশস্ত।

নতু তৎসত্ত্বে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণোঽধিকারী। যতঃ "ত্রৈবিদ্যাঃ শুচয়োদান্তা এবং ধর্ম্মো ন হীয়তে" ইতি বচনাৎ, "যজ্ঞার্থং বিহিতং বিত্তং তস্মাৎ তদ্বিনিযোজয়েৎ। স্থানেষু ধর্ম্মযুক্তেষু ন স্ত্রী-মূর্খ-বিধর্ম্মিষু" ইতি, বচনাচ্চ গুণবতো নির্গুণাৎ প্রাশস্ত্যং।

ব্যবস্থা। ১৪৫ সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণকেও দিবে ‡।

১৪৫ সদ্ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণধনং সামান্য ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদ্যাৎ ‡।

কারণ। যেহেতু ব্রাহ্মণের ধন রাজা কখনো গ্রহণ করিবেন না।

ব্রাহ্মণধনস্য রাজ্ঞঃ কদাচিন্নগ্রহণীয়ত্বাৎ।

ব্যবস্থা। ১৪৬ তাহাতে প্রথমে

১৪৬ তত্রাদৌ স্বগ্রামস্থ সা-

* দা, ভা, অপু, পৃ, ২৩৮। † দা. ক্র. সং. পৃ. ১২। উ. দা. ক্র, সং, পৃ, ২৮। মেক্. হি. ল. ব. ১. পৃ, ২৯ ও ৩০।

‡ দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, ৫৩৭।

স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার। তদভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার *।

কারণ। যেহেতু গ্রামান্তরস্থ হইতে স্বগ্রামস্থের প্রশস্ততা কথিত।

মান্য ব্রাহ্মণস্যাধিকারঃ, তদভাবে তথাবিধ ভিন্ন গ্রামস্থস্য *।

গ্রামান্তরস্থেভ্যো স্বগ্রামবাসিনাং প্রাশস্ত্যানুস্মৃতত্বাৎ।

ভিন্ন ২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন অবীরা দৃশ্যমান উরাধিকারি না রাখিয়া মরাতে তাহার বিষয় রাজকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে যদি কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকে তবে মেয়াদের মধ্যে উপস্থিত হয়। মেয়াদ গত হইলে এক গোস্বামী উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের নিমিত্তে এই বয়ানে দরখাস্ত করিলেক যে মৃত বিধবা তাহার পিতার শিষ্যা ছিল, এবং চারি জন শিষ্যের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণও করিয়াছে যে উক্ত বিধবা তৎপিতার শিষ্যা বটে; পরন্তু এ দেশের ব্যবহারে কোন গোস্বামী কখনো শিষ্যের ধন পান নাই; এবং ঐ জিলার মধ্যে এমত দৃষ্টও হয় না যে কোন গোস্বামির শিষ্য উত্তরাধিকারি হীন হইয়া মরিলে ঐ গোস্বামী তাহার ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ঐ গোস্বামী উত্তরাধিকারী কি না, এবং উত্তরাধিকারী রূপে তিনি ঐ বিধবার ধন দাওয়া করিতে পারেন কি না?

শাস্ত্রানুসারে আচার্য্য ধনাধিকারী. কিন্তু গুরু নয়, ধনি ব্রাহ্মণ না হইলে উত্তরাধিকারি অভাবে তদ্ধন রাজগামি হয়।

উত্তর। সমানোদক পর্য্যন্ত উত্তারাধিকারির অভাবে আচার্য্যের অধিকার। উক্ত গোস্বামী উক্ত বিধবার গুরুপুত্র বটে। কিন্তু গুরু আচার্য্য নহেন, যদি উক্ত বিধবা ব্রাহ্মণী না হয় তবে তাহার ধনে রাজার অধিকার। যথা মনু কহিয়াছেন—ব্রাহ্মণের দ্রব্য রাজা লইবেন না, কিন্তু আর ২ জাতীয়ের ধন সকল উত্তরাধিকারির অভাবে রাজা পাইবেন। জিলা হুগলী, ৩ এপ্রেল ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৭, মকদ্দমা ১ (পৃ. ১০০ ও ১০১)

প্রশ্ন। বলরাম সীতা দাস বৈরাগী এক গৃহ দেবপূজার নিমিত্ত স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়া তাহাতে এক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিল। বলরামের মৃত্যুর পর তৎ-পুরোহিত প্রীতরামের পুত্রবধূ অর্থাৎ বাদিনী বলরামের পৌত্র থাকিতেও ঐ দেবালয়ের দাবী উপস্থিত করিল। উপরিউক্ত অবস্থায় ধনির স্বত্বত্যাগ করিয়া ঐ গৃহ পূজার্থে দেওয়াতে তৎকারণে ঐ বিষয়ে বাদিনীর দাবী বলবৎ, অথবা ঐ দেবালয়স্থাপকের উত্তরাধিকারী তদধিকারী?

উরত্ত। উক্ত বিগ্রহ ও দেবালয় পুরোহিতকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র, ৮। কোল্, ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩৭।

তাহাতে দান করা হয় নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দেবালয়-সংস্থাপক উক্ত গৃহের স্বত্বত্যাগ করিয়া ঐ বিগ্রহকেই তাহা দিয়াছিল, এবং তাহাতে ঐ দেবতারই স্বত্ব হইয়াছিল, কেননা তিনি তাহাতে থাকিতে তাহা অন্যকে দেওয়া সম্ভব হয় না। কেবল ছাড়িয়া দেওয়াতে অন্যের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে না, অতএব উক্ত পুরোহিতের নিজের কোন স্বত্ব না থাকাতে তাহার পুত্রবধূর কোন স্বত্ব জন্মিতে পারে না। ঐ গৃহ তৎসংস্থাপক পূজার্থে নির্দ্দেশ করাতে তাহার উত্তরাধিকারিও ঐ পুণ্য কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখে, এবং সে তাহা ভোগ করিবার স্বত্ববান্ বটে। সহর মুরসিদাবাদ। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী—বনাম—কেবল পন্থী প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৭, মোকদ্দমা ৪ (পৃ. ১০২, ১০৩)।

বানপ্রস্থাদির ধনে অধিকার।

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধন ধর্ম্ম-ভ্রাতা সৎশিষ্য ও আচার্য্য লইবে *।

বানপ্রস্থ-যতি-ব্রহ্মচারিণাং ধনং ধর্ম্ম-ভ্রাতৃসচ্ছিষ্যাচার্য্যা গৃহ্নীয়ুঃ *।

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ক্রমে (ব) আচার্য্য, সৎশিষ্য ও এক-তীর্থী ধর্ম্মভ্রাতা অধিকারি *। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

বানপ্রস্থ যতি-ব্রহ্মচারিণাং ধনহা-রিণঃ—ক্রমেণাচার্য্যসচ্ছিষ্য (ব) ধর্ম্ম-ভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ *। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ব) ক্রমে অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে, * এতাবতা---

(ব) ক্রমেণ—প্রতিলোমক্রমেণ, * তেন---

ব্যবস্থা। ১৪৭ ব্রহ্মচারির ধনে আচার্য্য অধিকারী *।

১৪৭ ব্রহ্মচারিণো ধনে আ-চার্য্যঃ *।

ব্যবস্থা। ১৪৮ যতির ধনে সৎ-শিষ্য *।

১৪৮ যতের্ধনে সচ্ছিষ্যঃ *।

ব্যবস্থা। ১৪৯ বানপ্রস্থের ধনে একতীর্থবাসী বা একাশ্রমবাসী রূপ ধর্ম্ম-ভ্রাতা অধিকারী *।

১৪৯ বানপ্রস্থধনে এক-তীর্থ-বাসী রূপ একাশ্রম-নিবাসী রূপো বা ধর্ম্মভ্রাতাধিকারী *।

ব্যবস্থা। ১৫০ তদভাবে একত্র বাসী অথবা একাশ্রমী লইবে *।

১৫০ তদভাবে চৈকত্রবাসী একাশ্রমী বা গৃহ্নীয়াৎ *।

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক আর উপকুর্ব্বাণ *।

ব্রহ্মচারীচ দ্বিবিধঃ—নৈষ্ঠিকঃ, উপ-কুর্ব্বাণশ্চ *।

ব্যবস্থা। ১৫০ নৈষ্ঠিকের ধনে আচার্য্যের অধিকার *।

১৫০ নৈষ্ঠিকধনে আচার্য্যস্যা-ধিকারঃ *।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। দা. ভা. পৃ. ২৪১। ট দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮, ২৯। কোল. দা. ভা. পৃ. ২২৩, ২২৪।

প্রমাণ। যেহেতু সে পিত্রাদিকে ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন নিষ্ঠাপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস ও পরিচর্য্যা করে *।

পিত্রাদিপরিত্যাগেন যাবজ্জীবমাচার্য্যকুলবাসপরিচর্য্যা নিষ্ঠয়া তেন কৃতত্বাৎ*।

ব্যবস্থা। ১৫১ উপকুর্ব্বাণের ধন পিত্রাদিই লইবেন *।

১৫১ উপকুর্ব্বাণস্যতু ধনং পিত্রাদিভিরেব গ্রাহ্যং*।

প্রমাণ। যেহেতু সে কেবল পাঠার্থে মাত্র গুরু সমীপে যাওয়াতে তাহার সে রূপ অবস্থা নয়, এই দায়ভাগমত *।

তস্য পাঠার্থমেবাচার্য্যনিকটগততয়া তাদৃশ বিরহাদিতি দায়ভাগঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—কুলাচারাদি।

যদ্যপি পূর্ব্বপূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত নিয়ম ক্রমে দায়াধিকার বর্ত্তে, তথাপি—

যদ্যপি পূর্ব্বপূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত নিয়মক্রমেণ দায়াধিকারস্তথাপি—

ব্যবস্থা। ১৫২ যদি কোন দেশে অঞ্চলে গ্রামে সমাজে জাতিতে বা কুলে কোন আচার বা ব্যবহার চলিয়া আসিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মাপেক্ষা মান্য †।

১৫২ দেশ প্রদেশ গ্রাম সমাজ জাতি কুলেষু যঃ কশ্চিদাচারো ব্যবহারো বা প্রচলিতঃ সএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মাপেক্ষয়া মান্যঃ †।

প্রমাণ। ৴০ দেশের, জাতির, সমাজের বা গ্রামের যে ধর্ম্ম বা আচার ভৃগু (কহিয়াছেন) তদনুসারেই দায়ের ভাগ কৃত হইবে। কাত্যায়ন। দা. ত. পৃ. ৭।

৴০ দেশস্য জাতেঃ সঙ্ঘস্য ধর্ম্মো গ্রামস্য যোভৃগুঃ। উদিতঃস্যাৎ স তেনৈব দায়ভাগঃ প্রকল্পয়েৎ। ভৃগুরাহেতি শেষঃ। কাত্যায়নঃ। দা. ত. পৃ. ৭।

৶০ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে আচার পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে অতএব আত্মহিতেচ্ছু দ্বিজাতি হইতে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। মনু, অ. ১. ব. ১০৮।

৶০ আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ। তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ। মনুঃ, অ. ১, ব. ১০৮।

৶০ মুনিরা এ প্রকার আচার দ্বারা ধর্ম্ম প্রাপ্তি জানিয়া আচারকে চান্দ্রা-

৶০ এবমাচারতোদৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্। সর্ব্বস্য তপসো মূলমা-

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৪১। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮, ২৯। কোল্ দা. ভা. পৃ. ২২৩, ২২৪।

† দেশাদির আচার ধর্ম্মশাস্ত্রের এক শাখা, অতএব যে কোন স্থানে কোন আচার চলিয়া আসিয়া থাকে তথায় তাহা শাস্ত্রের বিধির উপর প্রবল। এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল ব. ১, পৃ. ২৪৯।

য়ণাদি সমস্ত তপস্যার মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মনু. অ. ১. ব. ১১০।

ব্যবস্থা। ১৫৩ কিন্তু যে আচার বহুকাল বা বহুপুরুষ হইতে একাদিক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অপেক্ষা করিয়া মান্য *।

প্রমাণ। ধর্ম্মজ্ঞ (রাজা) জাতির ধর্ম্ম (অ) দেশের ধর্ম্ম ও শ্রেণির ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম দৃষ্টিকরিয়া তত্তদ্ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন। মনু। অ. ২. ব. ১৪১।

জাতির ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির যাজনাদি নিয়ত ধর্ম্ম, ও জানপদের অর্থাৎ দেশের নিয়ত ব্যবস্থিত ধর্ম্ম এবং বণিগাদি শ্রেণির কুলে ব্যবস্থিত প্রতিনিয়ত ধর্ম্ম বিলক্ষণ রূপে জানিয়া তত্তদ্ধর্ম্ম বেদের অবিরুদ্ধ হইলে ব্যবহারে স্থাপন করিবেন, যেহেতু গোতম কহেন "দেশের জাতির ও কুলের যে ধর্ম্ম তাহা বেদের অবিরুদ্ধ হইলে প্রামাণ্য"। কুল্লূক ভট্টের কৃত উক্ত মনুবচন-টীকা।

(অ) এস্থলে ধর্ম্ম পদে— আচার, ব্যবহার, নিয়ম, প্রথা, রীতি ও নীতি বুঝায়।

ব্যবস্থা। ১৫৪ যে আচার বহু-

চারং জগৃহুঃ পরং। মনুঃ, অ. ১. ব. ১১০।

১৫৩ কিন্তু য আচারো বহুকালং বহুপুরুষপরম্পরয়া বা অবিচ্ছেদেনায়াতঃসএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মাপেক্ষয়া মান্যঃ *।

জাতি জানপদান্ ধর্ম্মান্ (অ) শ্রেণিধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ, সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ তদ্ধর্ম্মংপ্রতিপাদয়েৎ। মনুঃ। অ ২, ব. ১৪১।

জাতি ধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণাদি জাতিনিয়তান্ যাজনাদীন্ জানপদাংশ্চ নিয়ত দেশ ব্যবস্থিতান্ আম্নায়াবিরুদ্ধান্— "দেশজাতিকুল ধর্ম্মাশ্চ আম্নায়ৈরপ্রতিষিদ্ধাঃ প্রমাণমিতি" গোতম স্মরণাৎ—শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ বণিগাদিধর্ম্মান্ প্রতিনিয়ত কুলব্যবস্থিতান্ জ্ঞাত্বা তদবিরুদ্ধান্ রাজা ব্যবহারেষু তত্তদ্ধর্ম্মান্ ব্যবস্থাপয়েৎ। ইতি কুল্লূক ভট্টকৃতোক্ত মনুবচনব্যাখ্যা।

(অ) অত্র ধর্ম্মপদেন—আচার ব্যবহার নিয়ম প্রথা রীতি নীতয়ো বোদ্ধব্যাঃ।

১৫৪ য আচারো বহুকালাৎ

* ইংলণ্ড দেশে প্রথম রিচার্ড বাদসাহের রাজত্বাবধি কোন প্রথা চলিয়া আসিলে তাহা আইনের ন্যায় মান্য হয়, যদ্যপি এদেশে তেমত করিতে পারা যায় না, তথাপি সময়ের কোন সীমা নির্ণয় করা চাই, তাহা না হইলে আচার গ্রাহ্য নয়। ১৭৭৩ সালে পারলিয়ামেন্টের কৃত আক্টের দ্বারা এই (সুপ্রীম) কোর্ট স্থাপিত হয় অতএব ঐ সময়াবধি যে আচার আছে তাহাই কলিকাতায় গ্রাহ্য,ঐ সময়ের পরের আচার গবর্নর জেনেরল কোন আইন না করিলে এবং তাহা এই আদালতে রেজিষ্টারি না হইলে প্রচলিত হইতে পারে না, এবং তাহাতে হিন্দুদিগের সাধারণ শাস্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। মফঃসলে ১৭৯৩ সাল হইতে যে আচার আছে তাহাই মান্য যেহেতু তাহার পূর্ব্বে আইন রেজিষ্টারি হয় নাই। তৎকালে যে কিছু আইন ছিল তাহা অত্যন্ত অসংলগ্ন এবং অনিশ্চিত। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ সর্ চারলস গ্রে সাহেবের বিচারের সংক্ষেপ। দ্রষ্টব,—ক্লার্ক সাহেবের রিপোর্ট, পৃ, ১১৩ ও ১১৪।

কাল হইতে ক্রমিক চলে নাই তাহা তাদৃগ্ মান্য নহে।

ব্যবস্থা। ১৫৫ কিন্তু বলে বা অধর্ম্মাচরণে আচারের অবরোধ হইলে তাহাকে আচার-ভঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

ব্যবস্থা। ১৫৬ দেশাদির নিয়মমূলক আচার শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হইলে তাহাও মান্য।

প্রমাণ। নিজ ধর্ম্মের অবিরোধে লোকের নিয়ম-মূলক (শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ) যে ধর্ম্ম তাহা এবং রাজার কৃত যে নিয়ম তাহাও যত্নে পালনীয়।

ব্যবস্থা। ১৫৭ যে স্থলে শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না সে স্থলে সদাচারে শাস্ত্র কল্পনীয়। দ্রষ্টব্য—বিবাদ ভঙ্গার্ণব ঋণাদানদ্বীপ, র. ৬।

প্রমাণ। সৎ ও ধার্ম্মিক দ্বিজেরা যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা দেশ কুল ও জাতির (আচারের) অবিরুদ্ধ হইলে (রাজকর্ত্তৃক) স্থাপিত হইবে। মনুঃ, অ. ৮. ব. ৪৬।

বিবেচনা। শাস্ত্রের ফল এই যে ইদানীন্তন জাত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় নানা প্রকার ব্যবহার না করে। নানা শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে অথবা এক শাস্ত্রের ভিন্ন২ বিরুদ্ধ অভিপ্রায় হইলে, ব্যবহার-ই নিয়ামক। যে স্থলে শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না, অথচ দৃশ্যমান শাস্ত্রের বিরোধ হয় না সে স্থলে সদাচারই নিয়ামক। তত্রাপি পণ্ডিত ধার্ম্মিক দ্বিজের আচারই গ্রাহ্য। বিবাদভঙ্গার্ণব ঋণাদানদ্বীপ, র. ৬।

ক্রমেণ নায়াতঃ স তাদৃগ্ মান্যো ন ভবতি।

১৫৫ কিন্তু বলেন অধর্ম্মাচরণেন বা আচারে অবরুদ্ধে তেনাচার-ভঙ্গত্বং ন গণনীয়ং।

১৫৬ দেশাদি-সময়মূলক-আচারঃ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মাবিরুদ্ধশ্চেৎ সোঽপি মান্যঃ।

নিজ ধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

১৫৭ যত্র শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে তত্র সদাচারেণ শাস্ত্রং কল্পনীয়ং। বিবাদভঙ্গার্ণবে ঋণাদানদ্বীপে রত্নং ষষ্ঠং দ্রষ্টব্যং।

সদ্ভিরাচরিতং যৎস্যাৎ ধার্ম্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। তদ্দেশ কুলজাতীনামবিরুদ্ধম্প্রকল্পয়েৎ। মনুঃ, অ. ৮. ব. ৪৬।

ইদানীন্তন জাতানাং স্বেচ্ছয়া নানাবিধ ব্যবহার নিরাকরণমেব শাস্ত্রফলং নানাশাস্ত্রাণাং পরস্পর বিরোধে একস্য শাস্ত্রস্য বা নানাভিপ্রায় বিরোধে ব্যবহার এব নিয়ামকঃ। যত্রতু শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে, দৃশ্যমান শাস্ত্রস্যাপি ন বিরোধঃ তত্র সদাচার এব নিয়ামকঃ। তত্রাপি পণ্ডিত ধার্ম্মিক দ্বিজাত্যাচার এব ধর্ত্তব্যঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবে ঋণাদান দ্বীপে রত্নং ষষ্ঠং।

মহামায়া দেবী—বনাম—গৌরীকান্ত চৌধুরী।

নজীর
১৫২ ও ১৭৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ স্বামির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া মহামায়া (এজমালি) বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করিলে এমত প্রমাণ হওয়াতে যে (কোম্পানির দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বে) তাহার স্বামির ভ্রাতা কুলাচারানুসারে ঐ সমগ্র বিষয়ে অধিকারী হইয়াছে এবং ঐ আচারক্রমে তৎকুলে কেবল এক ব্যক্তিকেই সমগ্র বিষয় অর্শিয়া আসিয়াছে, মহামায়ার দাবী ডিসমিস্ হইল। কিন্তু শাস্ত্রের সাধারণ বিধানানুসারে আদেশ হইল যে বাদিনী ঐ পরিবারভুক্ত হওয়াতে (পূর্ব্বে যেমত ভরণপোষণ পাইয়া আসিয়াছে সেইরূপ) বিষয় হইতে ভরণপোষণ পায়। ২৩ মে, ১৮০৮ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১. পৃ. ২৩৬।

রসিক লাল ভঞ্জ প্রভৃতি—বনাম—পরশমণি।

৵০ কোন কুলাচারানুসারে অবীরা স্ত্রীগণ বিষয়ে অনধিকারিণী হওয়াতে ও বিষয়াধিকারি চার ভ্রাতার লিখিত এবং প্রমাণার্থে প্রদর্শিত একরারনামায় উক্তরূপ কুলাচার থাকা প্রকাশ পাওয়াতে বিচার হইল যে উপরিউক্ত অবীরা নারীরা বিষয়াধিকারিণী নয়। ৯ জুন ১৮৪৭ সাল। সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি, পৃ. ২০৫।

রাজা বিশ্বনাথ সিংহ—বনাম—রামচরণ মজুমদার।

৶০ কোন বংশে যদ্যপি এমত কুলাচার থাকে যদ্দ্বারা সমগ্র বিষয় ধর্ম্ম জ্যেষ্ঠপুত্রকে অর্শে, তথাপি যদি ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র নিজভ্রাতাদিগকে ঐ বিষয়ের অধিকারি বলিয়া রীতিমত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে তাদৃশ কুলাচার থাকিলেও ঐ স্বীকারানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫০ সাল। সদরদেওয়ানী আদলতীয় নিষ্পত্তি, পৃ. ২০।

কিন্তু যদি কোন ভ্রাতাকর্ত্তৃক দত্তকপুত্র গৃহীত হওয়ার এজহার হয়, এবং যদি দত্তক অধিকারী না হওয়ার কুলাচার থাকার এবং ঐ দত্তক অশাস্ত্ররূপে গৃহীত হওয়ার আপত্তি উপস্থিত হয় তবে উক্তরূপ স্বীকার জ্যেষ্ঠপুত্রের অনিষ্টে ঐ দত্তকের ফলজনক হইয়া ঐ আপত্তি সত্য কি না তাহার অনুসারের বাধাজনক হইবে না। ঐ।

রামগঙ্গা দেব আপিলান্ট—বনাম—দুর্গামণি যুবরাজ রেস্পণ্ডেন্ট্।

।০ ত্রিপুরার মৃত রাজার পুত্রের বিরুদ্ধে তদ্রাজ্যাধিকারের নিমিত্তে যুবরাজের মকদ্দমাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত জে. এইচ্. হ্যারিংটন ও জে ফম্বেল সাহেব বিবেচনা করিলেন যে যে রাজকর্ত্তৃক যুবরাজ নিযুক্ত হয়েন তাহার মরণকালীন যদি ঐ যুবরাজ জীবিত রহেন, তবে অধর্ম্ম বা বলপূর্ব্বক নিবারিত না হইলে তিনি কুলাচারানুসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অতএব এমত কুলাচার বিষয়ে শাস্ত্রের মত কি তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের নিকট ত্রিপুরার রাজবংশাবলি সমর্পণ করণানন্তর নিম্ন লিখিত কএক প্রশ্ন করিলেন।

১ যুবরাজ পদে কি বুঝায়, এবং শাস্ত্রে ঐ পদ কাহার প্রতি প্রয়োগ করা যায়?

২ ভূম্যধিকারি কোন হিন্দু রাজবংশের যদি এমত আচার থাকে যে রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসম্পার্কীয় এক জনকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন এবং রাজার মরণে ঐ যুবরাজ রাজ্যাধিকারী হয়েন, তবে এমত কুলাচার বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কি না?

৩ যদি কোন কুলে উক্ত রূপ আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়া থাকে ও তাহাতে যদি রাজা রাজধর মাণিক রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্ম মাণিকের প্রপৌত্র (রেস্পণ্ডেণ্ট) দুর্গামণিকে যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া থাকেন অনন্তর নিজ পুত্র রামগঙ্গা দেবকে যদি বড় ঠাকুর নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্র অথচ কুলাচারানুসারে রাজা রাজধর মাণিকের মরণান্তে দুর্গামণি যুবরাজ বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকারী কি রাম গঙ্গা দেব মৃত রাজার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া অধিকারী?

পণ্ডিতেরা উত্তর দিলেন যথা—১ যুবরাজ পদে যুবা রাজা বুঝায়, শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন করিলে রাজার তনয় যুবরাজ হইতে পারেন, এবং যুবরাজ পদ যথার্থতঃ এই রূপ ব্যক্তির প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রাজার ভ্রাতা কিম্বা অন্য কুটুম্ব উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্ব্বক যুবরাজ নিযুক্ত হইতে পারেন এবং ব্যবহার থাকিলে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতিও যুবরাজ শব্দ প্রয়োগ করা যায়। ২ যদি কুলে ক্রমাগত রাজ্যে কোন রাজা অভিষিক্ত হইয়া নিকট সম্পার্কীয় কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন তবে রাজার মরণান্তে ঐ ব্যক্তি যুবরাজ বলিয়া রাজ্যাধিকারী হয়। যে কুলে এইরূপ আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে ঐ আচার বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বৈধ। ৩ রাজার মরণে তাঁহার পুত্র থাকিতেও নিকট সম্পার্কীয় ব্যক্তি যুবরাজ হইলে তিনি রাজ্যাধিকারী হয়েন। অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত রূপে আচার বহুপুরুষ পরম্পরা চলিয়া আসিবাতে রাজা রাজধর মাণিকের মরণে তদ্রাজ্য যুবরাজ দুর্গামণির প্রাপ্য, রাম গঙ্গাদেব পুত্র বলিয়া অধিকারী নহেন।

পণ্ডিতদিগের উক্ত উত্তর বিবেচনা পূর্ব্বক সদর আদালত বিচার করিলেন যে শাস্ত্রসিদ্ধ কুলাচারানুসারে রেস্পণ্ডেণ্ট যুবরাজত্বহেতু যথার্থতঃ মৃত রাজার উত্তরাধিকারী. কিন্তু যেহেতু স্থাপিত আচার ক্রমেও ১৮০০ সালের ১০ আইনের ২ ধারানুসারে উক্ত জমীদারী বিভাজ্য নয়, অতএব আদালত নিষ্পত্তির মধ্যে বিধান করিলেন যে রেস্পণ্ডেণ্ট জমীদারী অধিকার করিবেন, কিন্তু পরিবারীয় ব্যক্তিরা যে ভরণ পোষণ পাইয়া আসিয়াছে এবং তার যে সকল নিয়মিত খরচ আছে তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে*। ২৪ মার্চ ১৮০৯ সাল। স. দে. আ. রি.বা. ১, পৃ. ২৭০।

* এই নিষ্পত্তির মর্ম্ম ১৮০০ সালের ১০ আইনের দুই ধারার বিধানের সহিত মিলে, তাহ এই যে মেদিনীপুর ও আরং জিলার জঙ্গল মহল সকলে যে আচার সংস্থাপিত আছে, এবং

।/০ আনন্দলাল সিংহের বিরুদ্ধে পঞ্চকোটির মহারাজা গরুড়নারায়ণ দেবের মকদ্দমায় নিঃসন্দেহে এমত প্রকাশপাওয়াতে যে ঐ পরিবারের বহুকালিক কুলাচারানুসারে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হয়েন, অন্যান্য পুত্রেরা ও রাজপরিবারীয় অপরাপর ব্যক্তিরা কালযাপন নিমিত্তে কেবল বর্ত্তনোপযোগি বেতন পায়েন; পরন্তু যখন যিনি রাজা হয়েন তিনি নিজ নিজ বিবেচনানুসারে পূর্ব্ব রাজার কৃত নিয়ম ও বন্দবস্ত রদ বা তরমিম্ করিতে অথবা বহাল রাখিতে সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতাবান্, এতদনুসারে সদরদেওয়ানীর জজ্দিগের অনেকে বাদী (আপিলান্ট) যে তৎপূর্ব্ব রাজার দত্ত এক পরগণা ফিরিয়া পাইবার দাবী করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৮২।

।৵০ জুড়াওন সিংহের বিরুদ্ধে হরলাল সিংহের মকদ্দমায় বিচার হইল যে ঘাটওয়ালদিগের ব্যবহারানুসারে এবং ঘাটওয়াল শব্দের অর্থানুসারে এমত বোধ হয় না যে কোন ঘাটওয়াল মরিলে তাহার অধিকৃত ঘাটওয়ালী বিষয় উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে; প্রত্যুত ঐ বিষয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অর্থাৎ মৃত ঘাটওয়ালের অব্যবধান পরবর্ত্তি ঘাটওয়ালকে অর্শে *। ১৯ জুন ১৮৩৭সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ১৬৯।

।৶০ ঠাকুরাই তিলধারি সিংহের বিরুদ্ধে ঠাকুরাই ছত্রধারি সিংহের মকদ্দমায় ছোট নাগপুরস্থ পৈতৃক বিষয় দায়শাস্ত্রানুসারে বিভাগের দাবী হইয়াছিল; কিন্তু ঐ কুলে অগ্রজ অধিকারি হওয়ার প্রথা থাকাতে তাহাই বাহাল রহিল। ২২ মে. ১৮৩৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৬০।

॥০ মানভূমের কোন জমীদারী বিষয়ক মকদ্দমাতে বিচার হইল যে উভয় পক্ষের কুলে প্রচলিত আচারানুসারে মৃত রাজার পাট রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র (সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ না হইলে) রাজ্য পান না, কিন্তু যে কোন রাণীর গর্ভজাত কেন হউক না সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যে পুত্র তাহাকেই রাজ্য অর্শে। রাজা রঘুনাথ সিংহ—বনাম—রাজা হরিহর সিংহ। ৮ জুন ১৮৪৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১২৬।

যদনুসারে কোন ভূম্যধিকারী উইল না করিয়া মরিলে তাহার ভূম্যধিকার কেবল এক জনকে অর্শে আর আর উত্তরাধিকারিকে অর্শে না তাহার উপর ১৭৯৩ সালের ১১ আইন প্রবল হওয়া বিবেচিত হইবে না। যুবরাজ নিয়োগে ফলতঃ উত্তরাধিকার ইচ্ছানুসারে সমর্পণ বিষয়ে এই মকদ্দমায় হওয়া ডিক্রীও ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার মর্ম্মান্তর্গত বিবেচিত হইতে পারে—যাহাতে আদেশ আছে যে কোন ভূম্যধিকারী আপন সমগ্র ভূম্যধিকার অন্য সকলকে না দিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উইল বা অন্য দস্তাবেজদ্বারা অথবা বাচনিক দান করিতে পারেন যদি ঐ দান বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের আইন অথবা হিন্দু বা মহম্মদীয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধ না হয়। স. দে. আ. রি. বা. ১. পৃ. ২৭৩।

* কিন্তু বোধ হইতেছে যদিও আর২ পুত্রকে নাদিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই ঘাটওয়ালী ভূমিতে অধিকারী হয়, তথাপি অপর পুত্রেরা ঘাটওয়ালী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে তাহারা ভরণপোষণের ব্যয় পাইতে অধিকারী।—উপরিধৃত নিষ্পত্তি সংলগ্ন নোট্।

।।/০ কোন রাজার দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ কুঙর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অর্থাৎ ঠাকুরের মরণে তাঁহার পুত্রগণকে পরগণা সোনপুর সমর্পণ করিলেন তাহাতে ঐ কুঙরের কনিষ্ঠপুত্র ঐ বিষয়ের ভাগের নিমিত্ত নালিশ করিলে বিচার হইল যে কুলাচারানুসারে ঐ কুঙরের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ ঠাকুর গদি এবং সকল বিষয় পাইবার অধিকারী, অতএব কনিষ্ঠ পুত্রের দাবী ডিস্‌মিস্ হইল। ইন্দ্রনাথ সাহী দেব —বনাম—ঠাকুর কাশীনাথ সাহী প্রভৃতি। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৫ সাল। সদর-দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি, পৃ. ১৭।

।।৵০ কোন বিষয়ে পূর্ব্বে যাহাদের অধিকার ছিল যদ্যপি তাহাদের কুলে এমত আচার থাকে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সকল বিষয় পাইবে তথাপি যে বংশীয়েরা ঐ বিষয় পরে অধিকার করে তাহাদের মধ্যে তাহা বিভাগ হওনের বাধা নাই। গোপাল দাস সিন্ধু মান্ধাতা মহাপাত্র—বনাম—নরোত্তম সিন্ধু প্রভৃতি। ২৬ মার্চ ১৮৪৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১৯৫।

।।৶০ ত্রিহুত রাজ্যের অর্দ্ধেকের অধিকার পাইবার দাবী উপস্থিত হইলে ঐ দাবী ডিস্‌মিস্ হইল এই হেতুতে যে ঐ রাজ্যের পূর্ব্বাধিকারী প্রতিবাদিকে যে দস্তাবেজ লিখিয়া দেন তদনুসারে ঐ রাজ্যে প্রতিবাদিকে অর্শিয়াছে আর ঐ অধিকার বহুকাল হইতে স্থাপিত কুলাচারানুসারেই হইয়াছে এবং তৎকুলে রাজ্যাধিকার সমগ্ররূপে পুরুষানুক্রমে জ্যেষ্ঠকে অর্শিয়াছে। মহারাজকুমার বাসুদেব সিংহ—বনাম—মহারাজা রুদ্র সিংহ বাহাদুর। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ২২৮।

বীরচন্দ্র যুবরাজ (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—নীলকৃষ্ণ ঠাকুর (বাদী) প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট্।

৷৵০ এই মকদ্দমা ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তাধিকারিত্ব বিষয়ক। প্রতিবাদী নিজ ভ্রাতার (অর্থাৎ) মৃত রাজার মরণান্তে সিংহাসনাধিকারী হইয়া বাঙ্গালার গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বস্তুতঃ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হয়েন। বাদী (বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) রাজ্য দাওয়া করেন এই হেতুবাদে যে প্রতিবাদী এই রূপ মিথ্যা এজহার করিয়া যে মৃত রাজা তাঁহাকে যুবরাজ অথবা উত্তরাধিকারি নিযুক্ত করিয়াছেন রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ ঐ রাজা উত্তরাধিকারি নিযুক্ত না করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এতাবতা প্রতিবাদী পূর্ব্বরাজার অর্থাৎ মৃতরাজার পিতার তাৎকালিক জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া কুলাচারানুসারে রাজ্যাধিকারী। আপীলে বিচার হইল যথা, প্রথমতঃ—যাঁহাকে ইচ্ছা তাহাকে যুবরাজ নিযুক্ত করিতে কুলাচারানুসারে মৃত রাজার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, এবং এরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি নিশ্চয় রাজ্যাধিকারী হয়; দ্বিতীয়তঃ—প্রতিবাদী মৃতরাজার সহোদর ভ্রাতা হওয়াতে হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বাদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অপেক্ষা প্রশস্ত অধিকারী; তৃতীয়তঃ—প্রদর্শিত প্রমাণে প্রকাশ যে রাজার মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়াতে কেবল প্রতিবাদী যুবরাজ নিযুক্ত হইয়াছেন।—উক্ত মক-

দ্দমায় কৃত নিষ্পত্তির চুম্বক। দ্রষ্টব্য সদরল্যাণ্ডের সাপ্তাহিক রিপোর্ট, বা, ১, পৃ, ১৭৭।

নিম্ন লিখিত দুই মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

অর্জুন মাণিক ঠাকুর—বনাম—রামগঙ্গাদেব। ২৪ মার্চ ১৮২০ সাল। স. দে. আ. বি. বা. ২. পৃ. ১৩৯।

রাণী সুমিত্রা—বনাম—রামগঙ্গা মাণিক। ২৬ জুলাই ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ৪০।

বিবেচনা। এই আচার যদনুসারে বিনাবিভাগে বরাবর ভূম্যধিকার এক মাত্র উত্তরাধিকারিকে অর্শে, ১৮০০ সালের ১০ আইনে বৈধ কথিত হইয়াছে। অতএব হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ক আইন করার আবশ্যকতা ছিল না, কেননা ঐ শাস্ত্রই এমত বলাতে যে বিশেষ আচার শাস্ত্রীয় সাধারণ বিধানের উপর প্রবল আচারকে সাধারণ বিধানের নিপাতন বিধান করিয়াছেন। "কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নয়. যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে* ধর্ম্মহানি হয়"। বৃহস্পতি।

মকদ্দমা নং ১৯৯। ১৮৫৬ সাল।

রাজা কুঙরনারায়ণ রায় (বাদী,) আপিলাণ্ট্—বনাম—

স্বর্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রদের ওসী ধরণীধর রায় (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট্।

নজীর
৫৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাদী হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় সাধারণ বিধানানুসারে জলামুটা জমীদারীর অৰ্দ্ধেক দাওয়া করে। প্রতিবাদী কুলাচারের আপত্তি করে,—যে কুলাচারানুসারে ভূমি সম্পত্তি অবাধে জ্যেষ্ঠপুত্রকে অর্শে, অথবা সন্তানের অভাবে অন্য সকল উত্তরাধিকারিকে নিরাসপূর্ব্বক নিকটতম পুংদায়াদকে অর্শে। যেহেতু প্রতিবাদী উক্ত কুলাচার থাকা সপ্রমাণ করিতে অপারক, অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রদ হইল। এবং বাদি আপিলাণ্টকে ডিক্রী দেওয়া গেল। দায় শাস্ত্রীয় সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধে কুলাচারের আপত্তি উপস্থিত হইলে, ঐ আচার সনাতন হওয়া আর অবাধে চলিয়া আইসা আবশ্যক, এবং তাহা পরিষ্কার ও নিশ্চয় প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হওয়া চাই। ১৮৫৮ সালের ৭ জুন তারিখে নিষ্পন্ন উক্ত মকদ্দমার মার্জিনের নোট্। দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. ডি, পৃ, ১১৩২।

৵০ কোলাহল সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাবু গিরিবর ধারি সিংহের মকদ্দমায় প্রমাণের দ্বারা এমত দৃষ্ট হওয়াতে যে মৃতধনির ত্যক্ত বিষয় সমগ্ররূপে ক্রমিক প্রধান দায়াধিকারিকে অর্শে নাই কিন্তু কখন কখন সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে সেই পাইয়াছিল। কখনো বা ভিন্ন উত্তরাধিকারিরা একত্র দখল করিয়াছিল, সদর দেওয়ানী আদালত কুলাচারানুসারে কৃত বাদির দাবী অসাব্যস্ত বিবেচনা করিলেন, এবং দায়শাস্ত্রানুসারে বিষয় বিভক্ত হইবার হুকুম দিয়া একজনে

* অথবা "সনাতন আচারের উপেক্ষায় বিচারে" কেননা যুক্তি শব্দ উভয়ার্থক। দ্রষ্টব্য- কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ১২৮।

যে তাহা সমগ্র পাইবার দাওয়া করিয়াছিল তদন্যথায় ঐ দায়াদগণের মধ্যে বিভক্ত হওনের ডিক্রী সাদের করিলেন। ১৯ জানুয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪. পৃ. ৯।

আপিলে প্রিবিকৌন্সিল এই নিষ্পত্তিকে ১৮৪০ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে স্থিরতর রাখিয়াছেন। দ্রষ্টব্য মুর্ স্ ইণ্ডিয়ান আপিল, বা. ২. পৃ ৩৪৪।

৵০ খেদন সিংহ এবং হরলাল সিংহের বিরুদ্ধে সমরণ সিংহ প্রভৃতি অপিলান্টের মকদ্দামায় রেস্পণ্ডেন্টরা তৎকুলে বিশেষ আচার থাকার আপত্তি করিলেক এবং জাহের করিলেক যে তদাচারানুসারেই দায়াধিকার নির্ণয় কর্ত্তব্য। এবঞ্চ তাহারা দুই দৃষ্টান্ত দর্শাইলেক যাহাতে ধনির পত্নীগণের সংখ্যানুসারে বিভাগ হইয়াছিল তাহাদের গর্ভজাত পুত্রের সংখ্যানুসারে ভাগ হয় নাই। ব্যবস্থার নিমিত্তে এই মকদ্দমার কাগজপত্র পণ্ডিতদিগের নিকট সমর্পিত হইল। এবং তাঁহাদের লিখিত ব্যবস্থা পাঠে জানাগেল যে, যে আচারের অনুরোধে শাস্ত্রীয় বিধানের অন্যথাচরণকে বৈধরূপে স্থিরতর রাখা উচিত তাহা বহুকাল হইতে তৎকুলে পুরুষানুক্রমে ক্রমিক প্রচলিত থাকা চাই, এমত হইলে তবে তদাচার কুলাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

এই মতের পোষকতায় নিম্ন লিখিত বৃহস্পতির ও কাত্যায়নের বচন ধৃত হয়, "এক জাতীয়া দুই কিম্বা অধিক পত্নীর গর্ভজাত সমসংখ্যক পুত্র হইলে মাতৃসংখ্যানুসারে বিভাগ হইবে, কিন্তু (ভিন্নস্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্রের সংখ্যা অসমান হইলে পুত্রগণের সংখ্যানুসারে বিভাগ হইবে"। "যে স্থলে কুলাচার পুরুষানুক্রমে দৃঢ়রূপে চলিয়া আসিয়াছে সে স্থলে তাহা কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে অভিহিত, অতএব তাহা অবশ্য মানিতে হইবে"। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রথম ও দ্বিতীয় জজ (যাঁহারা এই আপীলের বিচার করিলেন) উক্ত ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈধভাবে এই রায় দিলেন যে যেমত আচার প্রযুক্ত দায়শাস্ত্রীয় (সাধারণ) বিধানের অন্যথা হইতে পারে রেস্পণ্ডেন্টরা তেমত আচার সাব্যস্ত করিতে পারে নাই, অতএব তাহারদিগকে সাধারণ জমীদারীর দুই আনা দেওনের আজ্ঞা দিলেন। ২৭ জুন ১৮১৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ১১৬ ও ১১৭।

প্রতাপদেব — বনাম — সর্ব্বদেব রায়কত।

নজীর
১৫৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই অভিযোগ এই এজহারে বিষয়াধিকারের নিমিত্তে করা হয় যে তদ্বংশের এমত কুলাচার আছে যে পুত্র থাকিতেও তাহাকে নিরাস করিয়া ভ্রাতা অধিকারী হয়, পরন্তু এমত প্রমাণ হওয়াতে যে কুলাচার এরূপ ছিল না, কিন্তু কেবল একবার এক ভ্রাতা অন্যায় ও বলপূর্ব্বক আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, বাদির দাবী অগ্রাহ্য হইল। ১৯ জানুআরি ১৮১৮ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ২৪৭।

ব্যবস্থা। ১৫৮ মহন্ত ও বৈরাগি প্রভৃতি ভ্রষ্টযতিদিগের দায়াধিকার পবিত্র যতির বিধানানুসারে হয় না, কিন্তু তাহারা যে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত বা মঠের অন্তর্গত তাহাতে প্রচলিত আচারানুসারে হয়।

১৫৮ মহন্ত বৈরাগি প্রভৃতি নামধারিণাম্ ভ্রষ্টযতিনাং দায়াধিকারঃ পবিত্র যতি বিধানানুসারেণ ন ভবতি, কিন্তু তচ্ছ্রেণিবিশেষস্য মঠবিশেষস্য বাচারানুসারেণৈব ভবতি।

,, ১৫৯ তথাচ তাদৃশ যতিদের মধ্যে যাহারা সম্পূর্ণরূপে সংসার ত্যাগি হয় নাই তাহাদের ধন পুত্রাদি পূর্ব্বদায়াদগণকে অর্শে।

১৫৯ যেতু তন্মধ্যে ন সম্পূর্ণতয়া সংসারত্যাগিনস্তদ্ধনে পুত্রাদয়ঃ পূর্ব্বদায়াদা এবাধিকারিণঃ।

,, ১৬০ মহন্তদের আচার এই যে মন্ত্রাদিতে উপদিষ্ট চেলাদের মধ্যে একজনকে শিষ্যরূপে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, এবং তন্মরণান্তে নিকটবর্ত্তি মহন্তরা সমাগমন পূর্ব্বক মৃত মহন্তের ভাণ্ডারা সম্পাদন করেন ও তাহাতে ঐ মৃত মহন্তের মনোনীত শিষ্যকে তদুত্তরাধিকারিত্ব পদে অভিষিক্ত করেন।

১৬০ মহন্তানামেষএবাচারো যন্মন্ত্রাদ্যুপদিষ্ট চেলকানাংমধ্যে কশ্চিদুত্তরাধিকারিত্বেনৈব নির্দ্দিশ্যতে, মহন্তস্য মরণোত্তরং নিকটবর্ত্তিমহন্তৈঃ সমাগম্য তদুদ্দেশেন মহোৎসবমনুষ্ঠীয়তে, অভিষিচ্যতে চ মৃত মহন্তনির্দ্দিষ্ট শিষ্য এবেতি।

গনেশ গীর বনাম ওমরাও গীর।

নজীর
১৫৮, ১৫৯ ও ১৬০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ কোন মৃত মহন্তের উত্তরাধিকারী হইবার নিমিত্তে তেজ গীর সন্ন্যাসী গনেশ গীরের নামে নালিশ করিলে সদরদেওয়ানীর জজ শ্রীযুক্ত হেনরি কোলব্রুক সাহেব ও ফম্বেল সাহেব ঐ সমাজীয় পঞ্চাএতে মকদ্দমা সমর্পণ করিলেন। ঐ সমাজ ইহা বয়ান করিয়া যে গনেশ গীর কখনো মনোনীত হয় নাই ও বিরোধীয় মঠে দখল পায় নাই, লিখিলেক যে তৎ সমাজের ব্যবহারানুসারে মহন্তের খাস অথবা প্রধান চেলাই তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, প্রেম গীরের ভাণ্ডারাতে তাহার প্রধান চেলা তেজ গীর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয় এবং তেজ গীরের মরণে তাহার প্রধান চেলা ওমরাও গীরের ঐ পদ প্রাপ্য হওয়াতে সে তদনুসারে মনোনীত হইয়াছে। জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিতেরা উক্ত রূপ নিষ্পত্তিকে শাস্ত্রীয় বলিয়া মানিলেন। উক্ত নিষ্পত্তি সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের নিকটেও সমর্পিত হইলে তাঁহারা রিপোর্ট করিলেন যে সন্ন্যাসি সমাজের মতানুসারে কোন সন্ন্যাসির চেলা অথবা মনোনীত শিষ্যই তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়। অনন্তর

উক্ত পঞ্চাএতের নিষ্পত্তি অনুসারে এবং কএক আদালতের পণ্ডিত-দিগের মতানুসারে সদরদেওয়ানী অদালত ওমরাও গীগের হক্কে ডিক্রী দিলেন *। ৯ নবেম্বর ১৮০৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২১৮।

গঙ্গাদাস প্রভৃতি—বনাম—তিলকদাস।

৵০ বাদী এই এজহারে অথবা বুনিয়াদে মহন্তীর দাবী উপস্থিত করে যে মৃত মহন্ত তাহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং সে তৎপদে রীতমত অভিষিক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দাবী সাব্যস্ত না হওয়াতে তাহা ডিসমিস্ হইল। পরন্তু যেহেতু মঠ সংক্রান্ত ভূমিতে অধিকারী প্রতিবাদী রীতিমত মনোনীত ও মহন্তের মরণে তৎপদে অভিষিক্ত হয় নাই, অতএব সদর আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হ্যারিংটন্ সাহেব আদেশ করিলেন যে প্রতিবাদী যদি মহন্তের পদ পাইতে যোগ্য হয় তবে তাহাকে মনোনীত ও পদাভিষিক্ত করণের নিমিত্তে নতুবা যে ব্যক্তির তৎপদ প্রাপ্য তাহাকে মনোনীত ও অভিষিক্ত করিবার জন্যে, মহন্তদিগের সভা করা যায়। ২৬ নবেম্বর ১৮১০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩০৯।

৵০ মায়া গীরের বিরুদ্ধে ধনসিংহ গীরের মকদ্দমায় এমত সাব্যস্ত হওয়াতে যে মৃত মহন্ত তুলা গীর মায়া গীর প্রতিবাদিকে আপন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া আর আর শিষ্যগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া গিয়াছেন এই কারণে যে তাহারা তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে; এবং ভাণ্ডারাতে ঐ তেজ গীর মৃত মহন্তের উত্তরাধিকারিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছে. ও বাদী তৎকালে উপস্থিত থাকিয়াও তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই, বাদির দাবী ডিস্মিস্ হইল। ১৫ আগস্ট ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৫৩।

এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—রামরতন দাস—বনাম—বনমালী দাস। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৭০।

মকদ্দমা নং ২০১, ১৮৫১ সাল।

মহন্ত মধুবন দাস (প্রতিবাদী) আপিলান্ট্—বনাম—
হরি কৃষ্ণ ভঞ্জ (বাদী) রেস্পাণ্ডেন্ট্।

বিচার—

নজীর। ১৫৯ সংখ্যক ব্যবস্থা। বিষয়ক।

শ্রীযুক্ত জ্যাক্‌সন ও মিটিন্ সাহেব (বিচার করিলেন যথা) —উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শ্রবণে আদালত ইতি পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছেন যে দত্তক গ্রহণ সপ্রমাণ হইয়াছে,

* যেস্থলে উত্তরাধিকারী মনোনীত হয় নাই সেই স্থলে বর্ত্তমান নিষ্পত্তি নজীর বলিয়া মান্য, এবং যদ্যপি উপরিউক্ত মকদ্দমার তদারকে বোধ হইতেছে যে, এই প্রকার সকল মকদ্দমাতেই মৃত মহন্তের ভাণ্ডারায় মহন্তদিগের সভা হইয়া সেই সভায় তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত ও তৎপদাভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক, তথাপি ইহাই নিশ্চিত নিয়ম বোধ করিতে হইবে যে মহন্তের খাস অথবা প্রধান চেলা তাহার উত্তরাধিকারী।

এবং ঐ দত্তকতা শাস্ত্রসিদ্ধ কি না তাহা এক্ষণে বিচারের বিষয় নহে। শেষে যে কথার উপর তর্ক হইয়াছে তাহাতে কেবল এই উক্তি করিতে বক্রী আছে যে মৃত ব্যক্তির বৈরাগী হওয়া প্রমাণ হইয়াছে কি না, এবং তিনি এরূপ সংসার-ত্যাগী ও সাংসারিক কর্ম্ম বর্জিত হইয়াছিলেন কি না যাহাতে বৈরাগী হওনের পরে উপার্জিত ধনে দত্তক পুত্রের উত্তাধিকারী হওনে বাধা জন্মিতে পারে, এবং দত্তক পুত্র অপেক্ষা করিয়া চেলাতে স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে।

প্রদর্শিত প্রমাণ সমূহে বোধ হইতেছে যে কোন ব্যক্তি বৈরাগী কহলাইয়া তদ্দ্বারা পরে উপার্জ্জিত বিষয় হইতে উত্তরাধিকারি গণকে নিরাস করিতে পারে না। তাহাকে যথার্থ রূপে সাংসারিক ব্যাপার ত্যাগ করিতে হইবে। এবং সংসার সম্বন্ধে মৃত কল্পিত হইতে হইবে, নিজ অধিকৃত বিষয় সকল যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিদের প্রতি ত্যাগ করিতে হইবে ও তাহারা এক কালে তাহাতে অধিকারী হইবে। মৃত ব্যক্তি বৈরাগির শ্রেণি ভুক্ত হইয়া তাহাদের এক মঠের মহন্ত রূপে যে মনোনীত হইয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ উত্থিত হয় না, কিন্তু তিনি তখনো রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং মকদ্দমা প্রভৃতিতে এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন ও সংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, পরিবারের সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবঞ্চ রাজা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ৮০০০ টাকা পেনসিয়ান লইয়াছিলেন আর রাজা বলিয়াই তাহা তাঁহাকে দত্ত হইয়াছিল। ঐ বিষয় যে ঐ পেনসিয়ানের একাংশ অথবা পেনসিয়ানের কিয়দংশ দ্বারা উপার্জিত হইয়াছে ও তাহা যে বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর কার্য্য দ্বারা হয় নাই এমত অনুভব বিলক্ষণ রূপেই হইতে পারে, অতএব মৃত ব্যক্তির বৈরাগ্য এতদূর পর্য্যন্ত হওয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না যদ্দ্বারা বিরোধীয় বিষয় হইতে তাহার উত্তরাধিকারীরা নিরাস হইতে পারে; এতাবতা যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিদের দায়াধিকার সাব্যস্ত হইল। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির রদের প্রতি যথেষ্ট কারণ প্রদর্শিত না হওয়াতে আপিলের খরচা আপিলাণ্টের উপর বার হইয়া ঐ নিষ্পত্তি বহাল থাকিল। ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৩ সাল। স· দে· আ· ডি· পৃ.। ১০৮৯—১০৯৩।

মহন্ত রমণ দাস প্রভৃতি (বাদী) আপিলাণ্ট—বনাম—মহন্ত আসবল দাস প্রভৃতি রেস্পণ্ডেণ্ট।

এ মকদ্দমার উভয় পক্ষই স্বীকার করে যে ধর্ম্মার্থে দত্ত ঐ বিষয় সন্ন্যাসিদের দখলে ও ভোগে আছে। বাদীরা আপত্তি করে যে মিথিলার ব্যবহারানুসারে সন্ন্যাসী অবরুদ্ধা রাখিতে ও পুত্রোৎপাদন করিতে পারে আর পুত্রেরা পুত্রত্ব হেতু বিষয়ে অধিকারি হইতে পারে এবং চেলকত্ব পুত্রত্বাধীন (অর্থাৎ যে পুত্র সেই চেলা) প্রতিবাদী কহে ধর্ম্মার্থে দত্ত ও সন্ন্যাসীদের অধিকৃত বিষয়ে কোন সন্ন্যাসী ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় কোন ব্যবহার দ্বারা দায়াধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা, এবং সে মৃত বাল্লু দাসের চেলা হওয়াতে বিরোধীয় বিষয় অধিকার করিতে অধিকারী।

বিচার। আমরা বিবেচনা করি বিবাহিতা বা অবিবাহিতার গর্ভজের পুত্রত্বা-পুত্রত্ব বিবেচনা নিতান্ত অনাবশ্যক, কেননা বিবাদ-চিন্তামণি অনুসারে এবং ধর্ম্মার্থদত্ত বিষয়ে প্রযুজ্য আর২ সকল প্রামাণিক প্রমাণানুসারে স্পষ্ট প্রকাশ যে কোন সন্ন্যাসী কেবল যাবজ্জীবন অধিকারী মাত্র, সে যে অবস্থাতে আদৌ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যদ্বারা ঐ জিম্মাদারি বিষয়ে দায়াধিকার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব আমরা বাদীর দাওয়া নিতান্ত অমূলক বিবেচনায় খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। ২১ সেপ্‌টেম্বর ১৮৬৪ সাল। হা. কো. আ. সদরল্যাণ্ডের সাপ্তাহিক রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১৬০।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক বৈরাগী অথবা সন্ন্যাসী এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিক বিষয় রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই বিষয় দাওয়া করে, এবং রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধী নয় এমত এক ব্যক্তিও তাহা দাওয়া করিয়া যথেষ্টরূপে প্রমাণ করিলেক যে মৃত বৈরাগী গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী অর্থাৎ যতি হইয়াছিল আর তাহাকে শিষ্য ও অনুগামি করিয়াছিল, সেই কারণে সে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে। এমত অবস্থায় উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে কে ঐ মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারী?

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি যথার্থতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া থাকে, তবে তদবস্থায় তাহার শিষ্য এবং অনুগামী তাহার ধনাধিকারী, ভ্রাতার কিছু মাত্র স্বত্ব নাই, তাহার ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ যে পর্য্যন্ত ধনি গৃহস্থাশ্রমে ছিল সেই পর্য্যন্তই ধরা যাইতে পারে।

প্রমাণ।—কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয় *। বৃহস্পতি।—৫ আগস্ট ১৮১৭। মেক্. হি. ল. বা. ২. চা. ১, সেক. ৭, মোকদ্দমা ৩, (পৃ. ১০১ ও ১০২)।

প্রশ্ন। কোন সন্ন্যাসী উত্তরাধিকারি না রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু এক ব্যক্তি একাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া মৃতের বিষয় দাওয়া করে। সন্ন্যাসিদিগের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে এই ব্যক্তি মৃতের ভ্রাতা বলিয়া পরিগণিত কি না?

উত্তর। দায়ভাগে কিম্বা আর২ স্মৃতি গ্রন্থে এমত লিখিত নাই যে কোন সন্ন্যাসির মরণে তাহার গুরুর শিষ্য তদ্ধনে অধিকারী হইবে। তাহাদের মধ্যে

* উপরি উক্ত ব্যবস্থা যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎপোষকতায় যে বচন ধরা হইয়াছে তাহা কোন রূপে প্রযুজ্য নয়। প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে নিম্ন লিখিত দায়ভাগোক্তি তাহার প্রমাণ, তদ্ যথা—'বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারিরধনে ধর্ম্ম ভ্রাতা, সৎ শিষ্য এবং আচার্য্য অধিকারি'। তদভাবে একত্রবাসী অথবা একতীর্থী গ্রহণ করিবে। দ. ভা. পৃ. ২৪১।

কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি এক গুরুর শিষ্য হয় তাহাকে সকলেই গুরু-ভাই কহে, এমত ব্যক্তি যদি ঐ মৃতের মরণকালে উপস্থিত রহিয়া থাকে আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে এবং গুরু যদি ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে ঐ গুরু-ভাই তদ্বিষয়াধিকারী। এই মত সার্ব্বত্রিক ব্যবহারসিদ্ধ। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৭, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০১)।

গোবিন্দ দাস—বনাম—রামসহায় জমাদার প্রভৃতি।
সুপ্রীম কোর্ট, ৩ আগষ্ট ১৮৪৩ সাল।

নজীর
১৫৮ ও ১৫৯ সংখ্যাক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাদী এই দাওয়া এই ইজহারে উপস্থিত করে যে সে মৃত মাখন দাস বৈরাগির চেলা বা শিষ্য, এবং হিন্দুদের শাস্ত্র ও ব্যবহার অনুসারে সে তাহার উত্তরাধিকারী।

প্রতিপক্ষ এই দাবীর খণ্ডনার্থক জওয়াব দাখিল করিয়া আপত্তি করে যে বাদী এই নালিশ চালাইতে অনুজ্ঞা পাইতে পারে না, কেননা দাবীর বস্তুতে তাহার কোন স্বত্ব নাই, হিন্দু বৈরাগী উইল না করিয়া মরিলে তাহার চেলা তদ্ধনাধিকারী হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত লিথ্ সাহেব ও ফুলটন্ সাহেব আপত্তির পোষকতায় কহিলেন—এই মকদ্দমায় বাদানুবাদের নিমিত্তে মানিয়া লইতে হইবেক যে মৃত ব্যক্তি বৈরাগী ছিল এবং বাদী তাহার চেলা অথবা শিষ্য ছিল। ঐ বৈরাগী উইল না করিয়া মরিলে, বাদী তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। হিন্দুরা (প্রধানতঃ) চারি জাতিতে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম তিন দ্বিজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য) কথিত হয়, চতুর্থ জাতি শূদ্র। দ্বিজদিগের মধ্যে তিন ধর্ম্মাশ্রম আছে, যাঁহারা মরণান্তে মুক্তি প্রার্থনা করেন তাঁহারা ঐ আশ্রমত্রয়কে আশ্রয় করেন, শূদ্রকে ধর্ম্মাশ্রমী হইতে নিষেধ আছে। দ্বিজাতিরা বানপ্রস্থ যতি বা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী এই তিনের ধর্ম্মাশ্রয় করিতে পারেন। এই সকলের বিধান যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে প্রাপ্য; তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্ম-ভ্রাতা এক তীর্থী অধিকারী, যতির ধনে সত্শিষ্য, এবং ব্রহ্মচারির ধনে আচার্য্য অধিকারী।

বৈরাগী পদে যে ব্যক্তি রাগকে নিষ্পীড়ন করিয়াছে তাহাকে বুঝায়, উক্ত তিন আশ্রমির কোন আশ্রমিকে বৈরাগী বুঝায় না যে তাহার ধনে তাহার জ্ঞাতি অধিকারি না হইয়া অন্যে অধিকারী হইবে। দ্বিজ-ই হউক বা শূদ্র-ই হউক যে কোন ব্যক্তি বৈরাগী হইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহী বৈরাগী প্রসিদ্ধ। তাহার ধনে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব অধিকারী। মনুর মতে যে ব্রহ্মচারী সেই বৈরাগী। প্রকৃত প্রস্তাবে রামানন্দের অনুগামি যাহারা তাহাদিগকেই বৈরাগি বলা যায়, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচনে ব্যবহৃত যতি পদে রামানুজের মতাবলম্বী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিকে বুঝায় *।

* আসিয়াটিক রিসর্চ্ নামক পুস্তকের ১৩ বালামের ১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈরগী-পদে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত যতি বুঝায় এমত মানিয়া লইলেও তাহার ধনে তাহার চেলা বা তদ্রূপে শিষ্য অধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু সৎশিষ্য অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাতঃ যতির চেলা বা অনুগামী অথবা শিষ্য হইতে পারে পরন্তু এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত যতির সেবা করিলে পর যদি ঐ যতি তাহাকে শিষ্যত্বপদের উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে ঐ ব্যক্তি শিষ্য গণিত হয়, তৎপরে যদি সৎশিষ্য হয় তবে সে ঐ যতির ধনাধিকারী হইবে। উইল্‌সন্ সাহেবের সংস্কৃত অভিধান দৃষ্টে উপলব্ধি হইতেছে যে চেড়া বা চেলা পদে সেবককে বুঝায়। সেবার নিমিত্তে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে—অর্থাৎ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবা করা আবশ্যক, তাহার পরে শিষ্যত্বপদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শিষ্যত্ব পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। শিষ্য হওনাকাঙ্ক্ষায় সেবাকারী ব্যক্তি তদবস্থায় চেলা কথিত হয়, এবং দ্বাদশ মাসের পর যদি যতির মনোনীত হয় তবে সে শিষ্য হইতে পারে, কিন্তু সে যে শিষ্য হইবেই এমত নহে। পরন্তু চেলক বা চেলা চেলকাবস্থায় কখনো অধিকারী নয়। এ মকদ্দমায় খাটে এমত কোন নজীর সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহিতে নাই, কেবল রামানন্দ মতাবলম্বি মহন্তদিগের মঠে উত্তরাধিকারী হওন বিষয়ে কএক মকদ্দমা আছে; ঐ মকদ্দমা কতিপয়ে স্পষ্ট প্রকাশ যে তাহাদিগের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়া থাকে, কেবল দায়শাস্ত্রানুসারে হয় না।

শ্রীযুক্ত জজ গ্রান্ট্ সাহেবের লিখিত আদালতীয় রায়—আমাদের মত এই যে খণ্ডনার্থক আপত্তি অবশ্যই গ্রাহ্য; দাবীদারের দাবীর পোষকতায় এবং তাহার নালিশ করিতে অধিকার থাকার বিষয়ে যে কারণাদি দর্শিত হইয়াছে তাহা হইতে তাহাকে আরো অধিক দর্শাইতে হইবেক, অতএব খণ্ডনার্থক আপত্তি গ্রাহ্য হইল, এবং প্রতিবাদিকে খরচা দেওয়ান গেল, প্রতিপক্ষকে নালিশী বিল শোধন করিতে ক্ষমতা আছে। জজ সিটন্ সাহেব এই মতে সম্মত হইলেন *।—ফুলটন্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ২১৭—২২৪।

---

* এই মকদ্দমায় রিপোর্ট-লেখক বিখ্যাত বিদ্বান্ ও যশস্বি শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর হইতে উপরিউক্ত বিষয়ে যে লিপি প্রাপ্ত হয়েন তাহার সঙ্ক্ষেপ যথা-"চেলাশব্দ সেবকে প্রয়োগ করা যায় এবং পরে লিখিত প্রমাণানুসারে উপলব্ধি হইতেছে যে যে ব্যক্তি মুখের বাক্যে কায়মনে ও ধনে গুরুর সেবা করে এবং যাহাতে এই সকল গুণ থাকে সেই কেবল শিষ্য হইতে পারে। এতাবতা, উপরিউক্ত আকাঙ্ক্ষার সময় ব্যাপিয়া গুরুর সেবা করা আবশ্যক এবং শিষ্য হইবার প্রধান উপযুক্ততা, তৎকালে সে ব্যক্তি চেলা অথবা সেবক ভিন্ন অন্য নামে ডাকা যাইতে পারে না"।

"অতএব আমি এই স্থির করিয়াছি যে চেলা অথবা সেবক গুণযুক্ত হইলে শিষ্য হইতে পারে কিন্তু কেবল চেলা পদে শিষ্য বুঝাইতে পারে না। হিন্দু দায়শাস্ত্রে শিষ্য ধনাধিকারী ইহাই কথিত আছে. অতএব কোন মৃত সন্ন্যাসির চেলা তাহার শিষ্য হওয়া প্রমাণ না করিলে ধনাধিকারী হইতে পারে না"।

উপরিউক্ত মহাশয় খ্রিষ্টীয় ১৫০০ শকের শেষ ভাগে অথবা ১৬০০ শকের প্রথম ভাগে কৃষ্ণানন্দের সংগৃহীত তন্ত্রসারের প্রথমাধ্যায়ের বক্ষ্যমাণ চুম্বক রিপোর্ট লেখককে দিয়াছেন—"উচ্যতে প্রথমং তত্র লক্ষণং গুরু শিষ্যয়োঃ। শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ

সীতা রাম দাসের (ত্যক্ত) সম্পত্তি বিষয়ক।

১৮৫৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সীতারাম দাস এই আদালতের অধীন স্থানে আপন বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে কামিনী দাসী নাম্নী এক নারী এক উইলের প্রোবেট্ লইবার প্রার্থনায় আবেদন করে—যাহা মজমুনের দ্বারা মৃত ব্যক্তির ইউল বোধ হয় এবং যাহাতে ঐ নারী এগ্‌জিকিউটর অর্থাৎ ওসী নিযুক্ত হওয়া বোধ হয়। ১৮৫৯ সালে ঋতুসিংহ রায় আপত্তি দাখিল করে ও তৎপোষকতায় এক আফিডেবিট্ করে, তাহাতে কহে যে ঐ উইল জাল এবং যেহেতু ঐ আরোপিত উইল-কর্ত্তা বৈরাগী ছিলেন, অতএব আমি আপত্তিকারী তাঁহার শিষ্য হওয়াতে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারী। উভয় পক্ষে তেতন্যা আফিডেবিট্ দাখিল হইয়া ৭ জুলাই তারিখে মকদ্দমার শুনানি হয়। তৎকালে আদালত বক্ষ্যমাণ ইস্যুর তজ্‌বীজ হইবার আদেশ করেন। প্রথম,—সীতারাম দাস বৈরাগী ছিল কি না, ও তাহার বিষয় শিষ্যকে অর্শিয়াছে কি না। দ্বিতীয়,—আপত্তিকারী তাহার চেলা ছিল কি না। তৃতীয়,—উইল যথার্থ ছিল কি না। যদি প্রথম দুই ইস্যু আপত্তিকারির পক্ষে বিচরিত হয় তবেই শেষ ইস্যুর বিচার হইবে।

১৮৫৯ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে ঐ কএক ইস্যুর বিচার হয়।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বৈরাগিদের ধনাধিকার বিষয়ক সাক্ষ্য দিতে আহূত হইয়া যে বয়ান করিলেন তদ্‌যথা,—"অদ্য যে সাক্ষ্য দত্ত হইল তাহা শুনিলাম। বৈরাগিগণের ধন তাহাদের সৎশিষ্যকে বর্ত্তে। এখানকার বৈরাগিরা খাটি ও নির্দোষ নহে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে খাটি বৈরাগী হইতে গেলে সংসার ত্যাগী হওয়া চাই। ঐ বিধান মতে কেহ খাটি বৈরাগী হইলে ধন সম্পত্তি রাখিতে অধিকারী নয়। পরন্তু ব্যবহার অন্য প্রকার, ব্যবহারে তাহারা সম্পত্তিশালি হয় ও বিশাল রূপে বাণিজ্য করে। বাণিজ্য করা বৈরাগির রীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম বটে, কিন্তু সে ইহাতে অযোগ্য হয় না। শরীর সম্বন্ধীয় নীতি বিরুদ্ধ যে কর্ম্ম তাহাতেই বৈরাগী অযোগ্য হয়। নির্দ্দোষ শ্রেণির মধ্যে যখন চেলাতে শিষ্য হয় তাহাকে বীজিবর্ণ ক্রিয়া করিতে হইবে, তাহাকে নিজে ধার্ম্মিক হইতে হইবে, নতুবা বীজিবর্ণ ক্রিয়া সম্পাদনেও সে শিষ্য হইতে পারিবে না। তাহার

শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ, তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে। ইতি গুরুলক্ষণং। শান্তো—বিনীতঃ। শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সুবিনতো যতিঃ। এবমাদি গুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা। গুরুতা শিষ্য তাতোঽপি, তয়োর্বৎসর বাসতঃ। তথাচোক্তং সারসংগ্রহে। সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। ইতি তন্ত্রসারঃ। নদেয়ং যস্যকস্যাপি রহস্যং শাস্ত্রমুত্তমং। তদ্দেয়ঞ্চ সুশিষ্যায়, মুনের্বৎসর বাসিনে। ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত বচনং"।

স্বভাব ও নাম পরিবর্ত্তন ঐ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য। বৈরাগির প্রধান গুণ স্বপ্নকে সংযত করা। যদি কোন ব্যক্তি এক যতির চেলা হইয়া চেলা থাকন অবস্থায় স্ত্রী সংসর্গ করে তাহাতে সে বিশ্বাসী চেলা না হওয়ায় শিষ্য হইতে অযোগ্য হইবে। শিষ্য হইবার অগ্রে অবশ্যই চেলা হইতে হইবে। যদি এমত প্রকাশ পায় যে কোন ব্যক্তি চেলা থাকন কালীন স্ত্রী সংসর্গ করিয়াছে—তবে বীজিবর্ণ ক্রিয়া কৃত হইলেও অসিদ্ধ হইবে। সৎশিষ্যকে বিষয় অর্শিবার বিধান সকল শ্রেণিতে প্রযুজ্য নহে। তিনমাত্র শ্রেণি আছে, অর্থাৎ–যতি, বানপ্রস্থ ওব্রহ্মচারী :—বৈরাগী শেষোক্ত শ্রেণিদ্বয়ান্তর্গত হইতে পারেনা। যতি শব্দের অর্থ অতি বিশাল, বৈরাগি প্রভৃতি শ্রেণি সমূহ তদন্তর্গত। বৈরাগিদের পঞ্চাশ ষাইট শ্রেণি আছে, যাহাতে শিষ্য অধিকারী হয়। যাহারা বৃহদ্বৃহৎ নগরে বাস করে তাহারা মহাজনি করে ও ভূম্যধিকারি হয়, তাহারা যে মঠের অন্তর্গত তাহাতে সৎশিষ্য অধিকারী হওনের রীতি থাকিলে ঐ ধনে সৎশিষ্য অধিকারী হয়। খাটি যতির ধনে সৎশিষ্য অধিকারী *। কিন্তু যে যতি খাটি নয়, সে যে মঠের অন্তর্গত তাহার আচার ও ব্যবহারানুসারে বিষয় (উত্তরাধিকারিকে) অর্শিবে। খাটি যতির বিষয়ে সৎশিষ্যকে ধন অর্শিবার বিধান সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু সদোষ যতির বিষয়ে—সে যে মঠান্তর্গত ঐ মঠের আচারের উপর নির্ভর করে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ শ্রেণি খাটি বা নির্দোষ হওয়া চাই, সদোষ যতির সম্বন্ধে ঐ শাস্ত্রে কোন বিধান বিহিত হয় নাই। বাণিজ্য করা অথবা ধনশালী হওয়া নির্দোষ যতির কার্য্য নহে। নির্দোষ যতির মঠে, বস্ত্রে ও গ্রন্থে শিষ্য অধিকারী হয়। নির্দোষ যতি আমার উল্লিখিত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় করিতে পারেনা। কোন যতি যদি বাণিজ্য দ্বারা ধন সঞ্চয় করে, তবে সে যে মঠ বিশেষের অধীন ঐ মঠের আচার ও ব্যবহারানুসারে ঐ ধনের অধিকারিতা বিহিত হইবে। পুরীতে রামায়ত্‌দিগের অতি বিশাল এক মঠ আছে। এবং আমার বোধ হয় কলিকাতায় টাকশালের নিকট তাহাদের এক মঠ আছে। এই সকল মঠের আচারানুসারে শিষ্য অধিকারী হয়। তাহারা খাটি হইলে- এবং ঐ শ্রেণির নিয়ম বহিভূর্ত হইতে ইচ্ছা না করিলে - বাণিজ্য করে না, যদি এরূপে নিয়ম বহিভূর্ত হয় তবে ঐ বৈরাগী যে বিশেষ মঠের অন্তর্গত সেই মঠ বিশেষের আচার বিশেষের উপর তৎশ্রেণির বিধান নির্ভর করে। ঐ সৎশিষ্য মন্ত্রদীক্ষিত ক্রিয়া সম্পাদনান্তে গুরুর ন্যায় হয়, গুরু যাহা করেন সেও তাহা করে, এবং গুরু যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করেন সেও সেইপ্রকার করে। রামায়ৎদিগের কপালে সাদা ফোঁটা থাকে, তাহারা সকলেই ঐফোঁটা করে,—যাহারা বাণিজ্য করে তাহারাও ঐফোঁটা করে। যে ব্যক্তি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সাক্ষ্য দিলেক তাহাকে আমি দেখিলাম সে তাদৃক্ রামায়তের শিষ্যের ন্যায় দেখায় না,—রামায়ত্ মতানুগামি সকলেরই ঐ সাদা ফোঁটা বিশেষ চিহ্ন। শিষ্য শারীরিক দুশ্চরিত্র হইলে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য, এবং বৃহদ্বৃহৎ মঠে ১৮১

* দ্রষ্টব্য পৃ. ৩১১।

সালের ১৯ আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন। শারীরিক দুশ্চরিত্রতায়—যাহা নীতি বিরুদ্ধ ও সদোষ তাহা বোধ্য। শারীরিক দুশ্চরিত্রতা প্রযুক্ত শিষ্য যদি গুরুর জীবন কালে বহিষ্কৃত না হইয়া থাকে ও যদি মনোনীত করণদ্বারা বিষয়াধিকার বর্ত্তে (যেমত কোন কোন মঠে হইয়া থাকে,) তবে মনোনীত করিয়া ঐ কথা লোক্যাল্ এজেন্টকে জানাইবে। কিন্তু যদি দায়াধিকারানুসারে বিষয়াধিকার হয়, তবে কালেক্টর তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন। যদি দায়াধিকার উত্তরাধিকার ক্রমে হয় তবে সৎশিষ্য অধিকারী হইবে। কিন্তু সে অধিকারচ্যুত হইতে পারে। ১৮১০ সালের ১৯ আইন অনুসারে কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট মিলিয়া লোক্যাল্ এজেন্ট হয়েন, ও তাঁহারা রেবিনিউ বোর্ডের অধীন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রাজা হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষমতাবান্, এবং কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট্ রাজ প্রতিনিধি স্বরূপ।

এড্বোকেট্ জেনেরাল সাহেবের জিজ্ঞাসামতে কহিলেন " হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে আমার নিষ্কর্ষ এই যে আমি যেরূপ শাস্ত্রীয় সম্পত্তির উল্লেখ করিয়াছি তদ্ব্যতীত সন্ন্যাসিদের শাস্ত্রসম্মত কোন সম্পত্তি থাকা বিবেচিত হয় না। বৈরাগিদের অনেক শ্রেণী আছে, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অনেক বৈরাগিদের ধন শিষ্যকে অর্শে না, কিন্তু বিশেষ মঠের আচার ও ব্যবহারানুসারে অর্শে। ভিন্ন ভিন্ন বৈরাগি-শ্রেণির মধ্যে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু বিশেষ আছে। বাঙ্গালি বৈরাগিদের মধ্যে সৎশিষ্যের তাদৃক প্রাদুর্ভাব নাই, তাহাদের ধন সৎশিষ্যকে অর্শে না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে নিকটতম উত্তরাধিকারিকে অর্শে। আমি এমত দৃষ্টান্ত জ্ঞাত আছি যাহাতে এক বৈরাগী বাণিজ্য করিয়াও আর আর বিষয়ে খাটি ছিল, তাহার উপার্জ্জিত ধন সৎশিষ্যকে অর্শিয়াছে। শিষ্যেরা শারীরিক কুব্যবহার দোষে দুষ্ট হইলে—তাহা গুরুর জীবনকালে বা তদনন্তর প্রকাশ পাউক সে দায়াধিকারে অনধিকারী হইবে। কেবল নীতি বহির্ভূত কার্য্যে যথা বাণিজ্যে অধিকারী হয় না। খাটি বৈরাগী শিষ্য হওন কালে নিয়ম করিয়া থাকে, তাহার প্রধানাংশ এই যে রিপুকে সংযমন করিবে। ঐ নিয়মের সারভাগই এই, বিগ্রহ পূজা ও অতিথিসেবা তাহার এক অঙ্গমাত্র। শিষ্য দুই প্রকার আছে, এক প্রকার শিষ্য চেলা, সে গুরুর মরণান্তে বিষয়াধিকারী হয়, অন্য প্রকার শিষ্য কেবল গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করে, মঠের সহিত তাহার কোন সংস্রব থাকে না, তাহার কর্ণে কেবল গূঢ় কথা কএকটী উচ্চরিত হয়, সে বিগ্রহ পূজা করে কিন্তু বিষয়াধিকারী হয় না, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা তাহাদের পরিচ্ছদ, ভাব ও বাসের নিয়ম দৃষ্টে জানিতে পারিবেন "।

" আমি যদি সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইতাম, তবে আমি জীবন্মৃত কল্পিত হইয়া আমার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিরা ধনাধিকারি হইত, তাহাতে দায়াধিকার সত্বরে বর্ত্তিত। শেষ সাক্ষী কোনক্রমে বৈরাগির মত দেখায় না, সরকারের মত দেখায়। রামায়তদিগের শ্রেণি খাটি ও বিশাল, এখানে টাকশালের নিকট তাহাদের এক মঠ আছে, ঐ মঠ পুরীস্থ মঠের অধীন,

তাহা বাগবাজারে নহে, বাগবাজারে কোন প্রসিদ্ধ মঠ থাকিলে আমি তাহা জানিতে পারিতাম। ব্রাহ্মণ বৈরাগী হইলে জাতিত্যাগ করে। রামায়তদিগের ব্যবহার বিশেষে অবগত নহি, কিন্তু অনেক শ্রেণিস্থরা পৈতা ত্যাগ করে রামায়ত্ শ্রেণিতে যদি কেহ ব্রাহ্মণীয় নাম পরিত্যাগ করে তবে সে সুতরাং পৈতা ত্যাগ করিবে। কোন ক্ষত্রিয় শিষ্য হইলে গুরুর অনুগামী হইয়া নাম ও জাতি ত্যাগ করিবে, ও সেই অব্যবহিত দায়াদ হইবে, কোন ব্যক্তি শিষ্য হওনের পর 'সিংহ রায়' এই উপাধি ধারণ করিতে পারে না, এবং আমার বিবেচনায় পৈতাও ধারণ করিতে পারে না। বৈরাগী সংসার ত্যাগী হইয়া সাংসারিক সকল উপাধি ভেদ ত্যাগ করে। সে পুনর্জন্ম পায়। নিয়ম ভঙ্গ করিলে বহু ব্যয় ব্যতীত পুনর্ব্বার জাতিতে উঠিতে পারে না। ব্রাহ্মণ কোন কর্ম্মকরণ হেতু জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার পুত্র পিতার সঙ্গে না থাকিলে জাতিভ্রষ্ট হইবে না। ব্রাহ্মণে বৈরাগী হইলে স্থগিত থাকে না কিন্তু এককালে জাতিভ্রষ্ট হয়। যদি কোন ক্ষত্রিয় বৈরাগী হয় তবে সে ইচ্ছাক্রমে পৈতা রাখিতে পারে তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তি পৈতা গ্রহণ করিলে তাহা অত্যন্ত আপত্তির বিষয় বটে। পৈতা ও মিথ্যা উপাধিধারণ বৈরাগির পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বৈরাগী হইলে সে গুরুর সহিত অন্নভোজন করিবে। যদি কোন বৈরাগী গুরু হইতে দূরে বসিয়া আহার করিতেছে দৃষ্ট হয় তবে সে ব্যক্তিকে শিষ্য বিবেচনা করিব না। অন্য মনিবের চাকরি করিতেছে অথচ গুরুর শিষ্য হইয়াছে এমত দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় নাই। আমার বিবেচনায় এমত দৃষ্টান্ত কখনই দৃষ্ট হইবে না। বৈরাগির জীবনোপায় না থাকিলে সে ভিক্ষা করিতে পারে, এবং ভিক্ষা লাভজনক বটে"।

কৌই সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন "আমি কখনো এমত দৃষ্টান্ত শ্রুত হই নাই যে শিষ্য অন্য মনিবের খাজনা তহসিলের সরকারী কর্ম্ম করে। ব্যভিচার দোষে দুষ্ট কোন শিষ্য যদি গুরুর জীবনকালে দূরীকৃত না হইয়া থাকে, তথাপি সদর তাহাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিবেন"।

চিফ্ জস্‌টিসের প্রশ্নের উত্তর- "শিষ্য যদি বিবাহ করে ও তাহার সন্তানাদি হয় তবে তাহাকে শিষ্যজ্ঞান করা যাইতে পারে না, ও সে ধনাধিকারী হয় না। বিবাহ না করিলেও যদি তাহার সন্তানাদি হয় তবে সে আরো মন্দ"।

জজ ওএলস্ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"যদি ক্ষুদ্র বিষয়কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তি শিষ্য হওয়ার দাবী করিতে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে ভণ্ড বিবেচনা করিতে হইবে"।

অনন্তর আপত্তিকারির দাওয়া পরিত্যাগ করা হইল, এবং চিফ্জস্‌টিস্ পিকক্ সাহেব তাহাকে অবজ্ঞার অপরাধে কারাগারে প্রেরণ করিলেন এই হেতুতে যে—সে পরস্পর অসঙ্গত কথা বলিয়াছে ও মিথ্যা বয়ান করিয়াছে এবং সাক্ষ্যতে নিজ উক্তির বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছে। বুলনোয়ার রিপোর্ট, বা. ২. পৃ. ৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—দেশান্তর বাসি বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ১৬১ কোন বংশ স্বদেশ হইতে দেশান্তরে বাস করিয়া যদি স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তবে ঐ শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকারী হইবে, নতুবা শেষ দেশের শাস্ত্রাধীন হইবে।

১৬১ কশ্চিদ্বংশঃ স্বদেশাদ্দেশান্তরমুষিত্বা যদি স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারেণ ধর্ম্ম কর্ম্মাণি করোতি তদা তচ্ছাস্ত্রানুসারেণৈব দায়াদ্যধিকারী, নচেৎ শেষদেশীয় শাস্ত্রাধীনো ভবেৎ।

ব্যবস্থা। ১৬২ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে কোন বংশ নিজ দেশ হইতে আসিয়া অন্য দেশে বাস করিলে—স্বদেশীয় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া গেলে—অনুভব করিতে হইবে যে সে নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারী রূপে দেশীয় সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আচার পালন ও তদ্ধেতু দায়শাস্ত্র-ও ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

১৬২ ইদঞ্চ ব্যবস্থাপিতং—যদা কশ্চিদ্বংশঃ স্বদেশাদ্দেশান্তরং নিবসতি তদা—স্বদেশীয় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানস্য বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবেন—তস্য তদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুগামিত্বেন তদ্বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মাচরণং দায়শাস্ত্র পালনঞ্চানুমন্তব্যং।

রাজচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—বনাম—গোকুল চন্দ্র গুহ।

নজীর
১৬১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমাতে পণ্ডিতদিগকে যে প্রশ্ন করা হয় তাহার উত্তর যথা—'ঐ পরিবার যদি মিথিলা হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় বাসকরতঃ বাঙ্গালি লোকের সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং এই প্রদেশে যদি তাহাদের জমীদারী থাকে তবে বঙ্গ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে (পিতৃদৌহিত্র) গোকুল চন্দ্র তাহার উত্তরাধিকারী। কিন্তু ঐ পরিবার যদি বাঙ্গালায় কেবল বাস মাত্র করিয়া থাকে আর মিথিলার লোকের সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, ও সেই দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আচার পালন করিয়া থাকে, তবে মিথিলায় প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে (পিতৃব্য-পুত্র) রাজচন্দ্র দায়াধিকারী হইবে'*। অনন্তর গৃহীত প্রমাণ হইতে ইহা প্রকাশ পাওয়াতে যে

* যে শাস্ত্রবিধান কথিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালার মতানুসারে শুদ্ধ রূপে এবং অবিকল জীমূতবাহনের মতানুসারে উক্ত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য. কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৬, পারা. ৮)। মিথিলা প্রদেশীয় দায় শাস্ত্র বিষয়ক অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ সকল পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে মৌনাবলম্বি। এবং সংস্থাপিত মত এই যে দূরতর পূর্ব্বপুরুষের ভ্রংসন্ততিরা দায়াধিকারি হইবে কিন্তু নিকটতর পূর্ব্বপুরুষের দৌহিত্র সন্তানেরা অধিকারি হইবে না। যদি

প্রত্যেক পক্ষেরই কুল পুরোহিত একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ; আর উভয় পক্ষের পূর্ব্ব পুরুষেরা (যাহাদের পরিবার কএক পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়াছে) বাঙ্গালির কন্যা বিবাহ করিয়াছে, আর অন্ত্যেষ্টি এবং উদ্বাহক্রিয়া কথনো মিথিলার শাস্ত্রানুসারে কথনো বা বাঙ্গালার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালতীয় জজ (জে লমস্‌ডেন্‌ ও জে. এইচ্. হ্যারিংটন্‌) সাহেবেরা নিজ পণ্ডিতদিগের দত্ত মতানুসারে অথচ এই বিবেচনায় যে বিরোধীয় ভূমি বাঙ্গালা দেশে স্থিত এবং ঐ বংশ বহুকালাবধি বাঙ্গালায় বাস করিয়াছে এবঞ্চ মিথিলার শাস্ত্র বিধান সকল অবিচ্ছিন্ন রূপে পালন করা হয় নাই, বিচার করিলেন যে প্রবিনস্যাল কোর্ট এই মকদ্দমা বাঙ্গালার ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যে বিচার করিয়াছেন তাহা উত্তম হইয়াছে। ২২ জুন ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৩।

৶০ কিন্তু যাহারা মিথিলা হইতে আসিয়া তাবৎ বিষয়েই বরাবর তদ্দেশের আচার ও ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছে দায়াধিকারে তাহাদের কৃত দাবীতে উপরিউক্ত বিচারানুসারে বিচার হইল যে তাহাদের মকদ্দমায় মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্র খাটিবে। গঙ্গাদত্ত ঝা—বনাম—শ্রীনারায়ণ রায় প্রভৃতি। ২৪ এপ্রেল ১৮১২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১১।

৶০ রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে রতিপতিঝার মকদ্দমায় প্রিবিকৌন্সিলের জুডিস্যাল কমিটীও উক্তরূপ বিচার করিয়াছেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ সাল। মূরস্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ আপিল, বা. ২, পৃ. ১৩৮।

।০ বঙ্গদেশীয় কোন সদ্‌গোপ বংশ বহুকাল যাবৎ মিথিলাতে গিয়া বাস করে এবং প্রমাণদ্বারা প্রতীত হওয়াতে যে তাহারা মিথিলার শাস্ত্রানুগামি হইয়াছে এবং তদ্দেশাচার পালন করিয়াছে, বিচার হইল যে তাহাদের বিষয়ে মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্র খাটিবে। রাণী পদ্মাবতী—বনাম—বাবু দুলার সিংহ প্রভৃতি। ৩০ জুন ১৮৪৭ সাল। হস্ত-লিখিত প্রিবী কৌন্সলীয় রিপোর্ট। দ্রষ্টব্য—মর্লির ডাইজেস্ট্‌ বা. ১, পৃ-৩৩২।

।/০ এক সদ্‌গোপ-ব্রাহ্মণ-বংশ মকদ্দমা উত্থাপনের বহুকাল পূর্ব্বে মেদিনীপুরে গিয়া বাস করিয়াছিল, পরন্তু এমত প্রমাণ হওয়াতে যে তাহারা স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, বিচার হইল যে বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে তাহাদের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে। রাণী শ্রীমতী দেবী—বনাম—রাণী কুন্দলতা প্রভৃতি। ডিসেম্বর ১৮৪৭। প্রিবি কৌন্সলীয় মকদ্দমার নোট। দ্রষ্টব্য—মর্লির ডাইজেস্ট্‌ বা. ১, পৃ. ৩৩২।

এমত দর্শিত হইত, যে ঐ বংশ নিজ স্বাভাবিক ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আচার অর্থাৎ মিথিলার ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং আচার বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছে, তবে তৎপ্রদেশে সংস্থাপিত দায়শাস্ত্র অবশ্যই ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল ব্যবহার না করায় প্রত্যুত বাঙ্গালার আচার ও ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহার করাতে এবঞ্চ ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনে এদেশীয় পুরোহিত নিযুক্ত করাতে বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐ বংশ সকল বিষয়ে বাঙ্গালাকে নিজ দেশ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছে।—কোলব্রুক সাহেবের লিখিত নোট।

মকদ্দমা নং ২০৭, ১৮৬১ সাল।

জনার্দ্দন মিশ্র—বনাম—নবীন চন্দ্র প্রধান।

নদিয়ার জজ লিটিল্ ডেল্ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর জাবেতা আপীল।

নজীর। ১৩১।৩১৩২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

মৃত নীল কমলের ঔরস বা দত্তক পুত্র না থাকাতে অভয়াচরণ বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিজ ভ্রাতা জনার্দ্দনের সহিত আপনাকে সম-দায়াদ করার দিয়া যে নালিশ উপস্থিত করে তাহার ডিক্রীর অসম্মতিতে এই আপীল হয়। উক্ত নীল কমলের অনুমত্যনুসারে নবীন চন্দ্র বলিয়া এক ব্যক্তি দত্তক গৃহীত হওয়া কথিত হয়, জিলার জজ তাহার দত্তকতা রদ করিয়া হুকুম করেন যে বাদী সম-দায়াদ রূপে ঐ বিষয়ের দখল পায়।

ঐ নাবালগ্ নিজ উকীলের দ্বারা ন্যূনমূল্যতা প্রভৃতি নানা আপত্তির ব্যতিরেকে এই আপত্তি করে যে বাদির পরিবার অর্থাৎ যে পরিবারে আমি দত্তক গৃহীত হইয়াছি আদৌ মিথিলা হইতে আগত হওয়াতে এবং অদ্যাপি সেই দেশে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুশাসনে শাসিত হওয়াতে অথচ বাদী ও তাহার ভ্রাতা নীলকমলের মাতৃপক্ষীয় ভ্রাতা হওয়াতে তাহারা—বহুসংখ্যক জ্ঞাতি সত্ত্বে—ঐধনির উত্তরাধিকারি হইতে পারে না। সে আরো তর্ক করে যে দত্তক গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল এবং তাহা রীতিমত গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাদি ও নাবালগের মধ্যে বৃত্তান্ত ঘটিত আসল ইস্যুর মধ্যে, প্রথম এই যে —এই পরিবারের মধ্যে দায়াধিকার মিথিলার শাস্ত্রানুসারে অথবা বাঙ্গালায় প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে হইবে? যদি বাঙ্গালার শাস্ত্রানুসারে হয়, তবে প্রতিবাদী রীতিমত দত্তক গৃহীত হইয়াছে কি না? প্রথম ইস্যুর উপর নিম্ন আদালতে অনেক প্রমাণ দেওয়া হয়, এবং জিলার জজ বিচার করেন যে বাঙ্গলার শাস্ত্র বলবৎ হইবে।

আদালতের বিচার।—জিলার জজ এই নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান মকদ্দমাতে বাঙ্গালার শাস্ত্র বলবৎ হওয়া উচিত, অতএব তাঁহার এই নিষ্কর্ষ যথার্থ হইয়াছে কি না ইহা আমাদের বিবেচ্য। এবিষয়ের প্রমাণ সকল দুই শ্রেণিতে বিভাজ্য; প্রথম,—সাক্ষিদের জ্ঞাতসারে যে সকল কর্ম্ম ক্রিয়া ও আচার ব্যবহার ঐ পরিবারে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তৎসূচক বাচনিক প্রমাণ;—দ্বিতীয়, ঐবংশের ইতিহাস হইতে কৃত হওয়া কার্য্য সকলের (যথা পরস্পর বিবাহ, দায়াধিকার, আদালতে স্বীকার ইত্যাদির) যে প্রমাণ নিষ্কর্ষ হইতে পারে। ইহা নিশ্চিত হওয়াতে ও কার্য্যদ্বারা আচারের ব্যবহার অথবা অধিকাংশে নির্ব্বিবাদ হওয়াতে অনেক গুণে অধিক কর্ম্মণ্য।

কোন ধনস্বামী মিথিলা হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিলে

(তাহার) বঙ্গদেশে স্থিত বিষয় সম্বন্ধীয় দায়াধিকার কিরূপ হইবে তদ্বিধান কোন নজীরে বিহিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে রতিপতি দত্ত ঝা প্রভৃতির মকদ্দমাতে প্রিবিকৌন্সিল রাজচন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির মকদ্দমার (সদরীয়) নিষ্পত্তিমনোনীত করতঃ সদর আদালতের ডিক্রী স্থিরতর রাখিয়া বিচার করিয়াছেন যে—যেস্থলে এক পরিবার এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাস করে, (সেস্থলে) যদি তাহারা নিজ সনাতন ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহ পালন করিয়া থাকে তবে তাহারা দায়াধিকারের শাস্ত্র-ও পালন করিয়াছে। এতাবতা একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে কোন হিন্দু এক দেশ হইতে আর দেশে বাস করিলে সে যে দেশে গিয়া বাস করে সে দেশে নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গে আনিতে (অর্থাৎ ব্যবহার করিতে) তাহার ক্ষমতা আছে, এমত যে তাহা বাসস্থানের অথবা যে স্থলে বিষয় আছে সে স্থলের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপর প্রবল হইতে পারে, ইহাতে হিন্দু-সমাজের প্রতি এবং নিজ সনাতন শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারে প্রসিদ্ধ রূপে তাহাদের রতি মতি থাকার প্রতি মনোযোগ করিলে, আমরা বিলক্ষণ বিবেচনান্তে বোধ করি যে কোন বংশ এরূপে দেশান্তরে বাস করিয়া থাকিলে—বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে—অনুভব করিতে হইবে যে সে নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছে ও তৎশাস্ত্রীয় সমুদায় কর্ম্ম এবং আচারাদি করিয়াছে, ও তদ্ধেতু দায়াধিকার শাস্ত্র-ও পালন করিয়াছে, বিশেষতঃ যখন দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বংশ নিজ কুলপুরোহিত-দিগকে সঙ্গে আনিয়াছে এবং ইহারা ও তদনন্তর ইহাদের সন্ততিরা বর্ত্তমান বিরোধের কালপর্য্যন্ত বরাবর যাজন ক্রিয়া করিয়া আসিয়াছে (তখন উক্ত রূপ বোধ করিতেই হইবে)। যে ব্যক্তি পৈতৃক ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত কর্ম্ম হওয়ার এজহার করে, তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ পরিবার কোন গুরুতর বিষয়ে নিজ সনাতন শাস্ত্রীয় আচার ত্যাগ করিয়াছে এমত দেখায়, তাহা যদি দেখাইতে পারে তবে সে এমত আপত্তি করিতে পারে যে উপরি উক্ত মকদ্দমাগুলিতে বিহিত বিধান (তাহার দাবীতে) প্রযুজ্য নহে, এবঞ্চ যদি সে এমত দেখাইতে পারে যে যেদেশে বাস হইয়াছে দায়াধিকার বিষয়ে তদ্দেশীয় দায়াধিকার শাস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তবে প্রাচীন আচার সকল পালন করণহেতু যে অনুভব উত্থিত হয় তাহা (ঐ আচার সকল পালন করা সপ্রমাণ হইলেও) এক-কালে ব্যর্থ হইবে।

বাদী কহে ঐ বংশ আদৌ মিথিলা হইতে আসিয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যবহার করিরাছে। অতএব আমাদের দেখা উচিত যে সে এই এজহার কতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছে। যে প্রমাণ দ্বারা জজ সাহেব ঐ আপত্তি সপ্রমাণ হওয়া বিবেচনা করেন তাহা প্রথমতঃ বাদির পক্ষীয় ১৩ জন সাক্ষির সাক্ষ্য,—ইহারা সামান্যতঃ কহে—"ঐ ধর্ম্মকর্ম্ম কতক মিথিলার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে কতক বা বাঙ্গালার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে"। সাক্ষিদের মধ্যে কএক জন বিশেষে কহে উদ্বাহক্রিয়া মিথিলা শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে, এবং অন্ত্যেষ্টি ও উপনয়ন ক্রিয়া বাঙ্গালার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে,। জজ কহেন সাক্ষিদের মধ্যে

বাদির পুরোহিত রামচরণ উপাধ্যায় এবং প্রতিবাদির ভ্রাতা উত্তমচন্দ্র কহে অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্ম বাঙ্গালার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে এবং অল্প মিথিলার শাস্ত্রানুসারে হইয়াছে। প্রতিবাদির পক্ষীয় সাক্ষিদের সাক্ষ্য উল্লেখ করিয়া এবং তাহা উক্ত বিষয়ে তাদৃক্ সম্পূর্ণ নহে ইহা বিবেচনা করিয়া অথচ উত্তমচন্দ্রকে এলাকাদার ব্যক্তি বিবেচনায় তাহার সাক্ষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জজ সাহেব এক-কালে রাজচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে গোকুল চন্দ্র গুহের মকদ্দমার উল্লেখ করিয়া কহেন—'বর্ত্তমান মকদ্দমার অবস্থা ঐ রূপ প্রকাশ পাইতেছে'। এতাবতা স্বেচ্ছামত ঐনিষ্পত্তির অর্থগ্রহ করতঃ এবং এই পরিবারে এক অবীরা বিধবার দায়াধিকারকে বিশেষ পোষক বিবেচনায় তিনি—মিথিলা বা বাঙ্গালার শাস্ত্রা-নুসারে দায়াধিকার হইবে—এই ইস্যুর বিচার বাদির হক্কে করিয়াছেন। আমরা এক কালেই কহিতে পারি যদি উপরিউক্ত মকদ্দমার সহিত এই মকদ্দমার অবস্থা অবিকল রূপে মিলিত তবে নিষ্পত্তি করা যথেষ্ট রূপেই সহজ হইত, পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবিষয় সম্বন্ধীয় উপরিউক্ত দুইটি প্রধান মকদ্দমাতেই অবস্থাগুলি এমত নিশ্চিত রূপে স্থির হইয়াছিল যে তাহাতে কেবল শাস্ত্র প্রয়োগ করার আবশ্যকতা মাত্র ছিল, কিন্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমার (অর্থাৎ বর্ত্তমান মকদ্দমার) অবস্থা সম্বন্ধে তকরার আছে। এবং প্রমাণ গুলির পরস্পর অনৈক্য। পূর্ব্বতর মকদ্দমাটীতে (রিপোর্ট দৃষ্টে) প্রমাণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে উভয় পক্ষের পুরোহিতই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ছিল, এবং উভয়পক্ষের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশীয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিল''—ইত্যাদি। এবং তন্নিম্নে কোলব্রুক সাহে-বের লিখিত নোটের এবারত এই যে—''স্বাভাবিক শাস্ত্র (ও আচার) ব্যবহার না করণ হেতু প্রত্যুত বাঙ্গালার আচার ও শাস্ত্র ব্যবহার হেতু এবঞ্চ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে এই দেশের পুরোহিত নিয়োগ হেতু বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐপরি-বার সকল বিষয়েতেই বাঙ্গালা দেশকে স্বদেশরূপে ব্যবহার করিয়াছে''—। ঐ মকদ্দমা বিলক্ষণ পরিষ্কার ছিল তাহাতে কেবল আদৌ মিথিলাস্থ বংশ হইতে উৎপত্তি ভিন্ন আপিলান্টের অন্য আপত্তি ছিল না, কিন্তু পরে যে বাঙ্গালা দেশে পরিবার বাস করিয়াছে ও যে দেশে বিরোধীয় ভূমি আছে সেই দেশের শাস্ত্রানু-যায়ি হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হওয়া কারণে ঐ উৎপত্তি কোন কর্ম্মণ্য হয়নাই। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় কন্যা বিবাহের বাষ্প মাত্র নাই, এবং কুলপুরোহিত ঐকুলের ন্যায় মিথিলা বংশ সম্ভূত হওয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই মকদ্দমার উভয় পক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় পুরোহিতের পূর্ব্ব পুরুষও মিথিলা হইতে আসিয়া-ছে। পক্ষান্তরে ১৮৩৯ সালে প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পন্ন শেষোক্ত মকদ্দমাতে বিপরীত পক্ষে ঐরূপ কার্য্য গুলি স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছিল। ঐ মকদ্দমাতে আপিলান্ট স্বীকার করে যে খেদ ও আনন্দ সূচক তাবৎক্রিয়া অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম এবং বিবাহ প্রভৃতি কএক ব্যাবহারিক কর্ম্ম আপিলান্ট ও রেস্‌পণ্ডেন্টের পরিবারের মধ্যে মিথিলার পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হয়।

এমতে উক্ত দুই মকদ্দমাতে ব্যবহৃত শাস্ত্রাবিধান সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট, এবং তাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমাতে অবাধে প্রযুজ্য হইলেও ইহার

বৃত্তান্তের ও প্রমাণের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরূপ। ঐ পরিবার বাঙ্গালার বা মিথিলার আচার পালন করিয়াছে এক্ষণে এই কথা সম্বন্ধীয় বাচনিক প্রমাণ পুনর্দ্দিষ্টি করাতে আমরা বিবেচনা করি যে তাহা কোন পক্ষে যথেষ্ট নহে, এতাবতা ঐ প্রমাণ যত দূর কর্ম্মণ্য হইতে পারে তাহাতেও যে ব্যক্তিকে নিজ আপত্তি সপ্রমাণ করিতে হয় সে অবশ্যই অকৃতকার্য্য হইবে। বাদির ও প্রতিবাদির সাক্ষিরা সমভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ক মিথিলা শাস্ত্রপালনে অল্পাংশে ত্রুটি হওয়া যে প্রমাণ করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বা সাংসারিক বিষয়ে প্রসিদ্ধ রূপে বিচক্ষণ নহেন, ও বঙ্গদেশবাসি লোকে বেষ্টিত আছেন এবং অধিকাংশ বাঙ্গালার পুস্তক গুলিতে মাত্র নেত্রপাত করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াতে ও নৈমিত্তিক কার্য্যে বাঙ্গালার নূতন নূতন আচার অনুপ্রবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিকই বটে, বাদির সাক্ষিরা যদি কিছু মাত্র প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহারা মিথিলা সম্মত ক্রিয়া ত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশানুমত ক্রিয়াকলাপ করা প্রমাণ না করিয়া বরং ঐ রূপ বৈলক্ষণ্য মাত্র প্রমাণ করিয়াছে। রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ যথেষ্ট রূপেই কহিয়াছেন যে প্রতিবাদির পরিবারের ন্যায় অবস্থাপন্ন পরিবারেরা দৈনিক দেহযাত্রা নির্ব্বাহে সচরাচর বাঙ্গালার আচার ব্যবহার করে, কিন্তু মামেলা মকদ্দমাতে মিথিলার শাস্ত্র আনিয়া প্রয়োগ করে। সচরাচর এই কথা যতদূর যথার্থ হয় হউক, আমারদিগকে বলিতে হইবে যে বাদির সাক্ষিরা যাহা বয়ান করিয়াছে তাহা এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নহে যে ঐ পরিবার আদৌ যে দেশে বাস করিয়াছিল ঐ দেশের আচার ও শাস্ত্রপালন করিতে মনস্থ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা ফলে পালন করিয়াছে।

সে যাহা হউক, এই কথা সর্ব্বপক্ষেই স্বীকার করা হইয়াছে যে বাদী যদি ঐ পরিবারের আধুনিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিতে পারে যে বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও দায়াধিকার ও তত্তৎ সদৃশ কর্ম্মাচরণে তাহারা বাঙ্গালার শাস্ত্রানুগামি হইয়াছে তবে তৎপ্রমাণদ্বারা আমরা এক্ষণে যে প্রমাণ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছি তাহা নিতান্ত লঘুগণ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণি প্রমাণে বাঙ্গালা দায়শাস্ত্রের অনুগামি হওয়ার যে এক দৃষ্টান্ত বাদির পক্ষে দর্শিত হইয়াছে তাহা এই যে অবীরা সুভদ্রা নিজ স্বামি তোতারামের অংশাধিকারিণী হইয়াছিল, ঐ তোতারাম ১২৩২ সালের পৌষ মাসে মরে ও সে বৈদ্যনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিল—যে বৈদ্যনাথ হইতে বাদী এবং (দত্তকতা সিদ্ধ হইলে) নবীনচন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে।—স্বীকারকরা হইয়াছে যে যৌত হিন্দু পরিবারের মধ্যে মিথিলা শাস্ত্রানুসারে এমত ঘটনা হইতে পারিত না। এমত আবশ্যক ঘটনার অবশ্যই অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮২৯ সালের ১৯ নবেম্বর তারিখে মুরশিদাবাদের প্রবিন্স্যাল কোর্টের এক ডিক্রী (যাহাতে আসল এক প্রতিবাদি মৃত তোতারামের পত্নী মোসম্মাৎ সুভদ্রা ঐ তোতারামের স্ত্রী ও স্থলাভিষিক্তা বলিয়া লিখিতা হইয়াছে) উক্ত বিষয়ের প্রমাণ। দৃষ্টি হইতেছে যে ঐ মকদ্দমাটী এক পত্তনী তালুক বিষয়ক ছিল যাহাতে পালচৌধুরী জমীদারেরা

বাদী ছিলেন এবং (তোতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) বৈদ্য নাথের উত্তরাধিকারী যে নীলকমল ছিল তাহার মাতা ও চণ্ডী চরণের পত্নী দীনময়ী অন্য প্রতিবাদিনী ছিলেন, ঐ নীলকমল চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মরে, এবং এই অবস্থানুসারে ১৮২৭ সালের ৩০ মার্চের ও ১৮৩৩ সালের ৮ মে তারিখের লিখিত ঐ তালুকের খাজানা আদায় বিষয়ক দরখাস্ত সুভদ্রা ও দীনময়ীর প্রেরিত রূপে দাখিল হয়, বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহাতে দায়াধিকার বিষয়ক বিরোধ হয় নাই বিচারও হয় নাই। এক্ষণে আমরা এমত বিবেচনা করিতে রত নহি যে যদি এমত দেখান না হইয়া থাকে যে তৎকালে আর আর উত্তরাধিকারি বর্ত্তমান ছিল ও তাদৃশ কার্য্যদ্বারা তাহাদের স্বত্বের হানি হইয়াছিল এবং তাহারা বাধা জন্মাইবার অবস্থাপন্নও ছিল, তবে ঐ পরিবার মিথিলায় থাকিলে সুভদ্রার স্বত্ব না জন্মিবাতেও সুভদ্রা স্বত্বাধিকারিণী হওয়ার যে এক এজহার মাত্র তাহা স্বতঃসাতিশয় কর্ম্মণ্য নহে। যদি যথার্থতঃ এমত অবস্থাই ঘটিয়া থাকে তবে তাদৃশ উত্তরাধিকারিদের মৌনাবলম্বন অত্যন্ত কর্ম্মণ্য বটে। কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে তোতারাম ১২৩২ সালের পৌষ মাসে মরে অর্থাৎ তাহার ভ্রাতৃপুত্র ও পুংদায়াদ চণ্ডীচরণ মরার কেবল এক মাস পরে সে মরে, তৎকালে তাহার ভ্রাতৃপৌত্র অর্থাৎ চণ্ডীচরণের পুত্র নীলকমলের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী (১২৩১ সালে জাত) দুগ্ধপোষ্য বালক ছিল ও তন্মাতা দীনময়ী তাহার ওসী ছিল। এই সকল অবস্থাতে ইহা অত্যন্তই সম্ভব যে সুভদ্রা দীনময়ীকে অল্পবয়স্কা বিধবা নারী পাইয়া পরিবার সম্বন্ধীয় বিষয়ে নিজ মৃত স্বামির অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবে, ও নীলকমল বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বরাবর দখলে রাখিয়া থাকিবে, (এবং যথা আপিলান্টের উকীল কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে) নীলকমল বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর সুভদ্রা দখিলকার থাকার প্রমাণ নাই। সুভদ্রার যে ঐ পরিবারের মধ্যে অধিক প্রাদুর্ভাব ও ক্ষমতা ছিল তাহা ঐ পরিবারের মধ্যে তৎপরের ঘটনা সকল হইতেই প্রকাশ পাইতেছে।—কেননা দৃষ্ট হইতেছে যে নালকমল উইল করিয়া নিজ পত্নী হিঙ্গলাময়ীকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া যায় ঐ উইলে নিজ দত্তক পুত্রের হিতার্থে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে নিজপত্নী হিঙ্গলা ও মাতা দীনময়ীর সহিত সুভদ্রাকে ভারার্পণ করিয়া যায়। ইহারা উভয়েই ১২৫৮ সালে মরে, ও সে (অর্থাৎ সুভদ্রা) তাহাদের পরে মরে; এতাবতা ঐ এজহারী সুভদ্রার পতিদায়াধিকারকে ঐ পরিবার কোন্ শাস্ত্রানুসারে শাসিত হইবে তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিতে পারি না, এবং আমরা বাচনিক প্রমাণকেও প্রচুর বোধ করি না, এমতে বিবেচিত হইল যে মকদ্দমার অবস্থানুসারে বাদির উপর যেরূপ প্রমাণের ভার পড়িয়াছিল সেরূপ সম্পন্ন করিতে সে অপারক হইয়াছে, এতাবতা বৃত্তান্ত বিষয়ক প্রথম ইষু বাদি রেস্পণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে বিচরিত হইল, এ মকদ্দমা আর চলিতে পারে না, এবঞ্চ তাহার পক্ষে যে নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা এই আদালতের ও নিম্ন আদালতের তাবৎ খরচা সমেত অবশ্য রদ হইবে।—নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রদ।

" ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৩ সাল। হা. কো. আ. মার্শ্যালের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ২৩২।

তৃতীয় অধ্যায়।—দায়াদের কর্ত্তব্যতা।

দায়গ্রাহির ভার তিন প্রকার। প্রথম,—মৃত ধনির ঋণাদি পরিশোধ। দ্বিতীয়,—তাহার শ্রাদ্ধাদি ও তৎপুত্র কন্যার সংস্কার করণ। তৃতীয়,—তাহার অবশ্য পোষ্য প্রতিপালন। যাহারা দায়রূপ ধন পায় তাহাদের এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য।

দায়াদানাং ভারাস্ত্রিবিধাঃ সন্তি। প্রথমঃ,—মৃতস্য ধনিনঃ ঋণাদি পরিশোধনং। দ্বিতীয়ঃ,—তচ্ছ্রাদ্ধাদি তৎপুত্র কন্যয়োঃ সংস্কার-করণঞ্চ। তৃতীয়ঃ।—তদবশ্য পোষ্যপ্রতিপালনম্। যে চ দায়ং গৃহ্নন্তি তৈরেবৈতানি অবশ্য কর্ত্তব্যানি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—ঋণাদিশোধন।

ব্যবস্থা। ১৬৩ পিতৃঋণ পরিশোধান্তে তদবশিষ্ট ধন বিভাজ্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

১৬৩ বিভাগস্তু পিতৃ-ঋণং (অ) পরিশোধ্য তদবশিষ্টধনস্য করণীয়ঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

প্রমাণ। পিতৃঋণ (অ) শোধ দিয়া পিতৃধনের যাহা অবশিষ্ট থাকে ভ্রাতারা তাহাই বিভাগ করিবে, যাহাতে পিতা ঋণী না থাকেন (ই)*। নারদ। দা. ভা. পৃ. ৩১।

(অ) এস্থলে পিতৃ শব্দ পূর্ব্বস্বামি মাত্রের উপলক্ষক। অতএব—

বচ্ছিষ্টং পিতৃদয়েভ্যো (অ) দত্তর্ণং পৈতৃকং ততঃ। ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যং ঋণী নস্যাৎ (ই) যথা পিতা*। নারদঃ। দা. ভা. পৃ. ৩১।

(অ) অত্র পিতৃ শব্দঃ পূর্ব্বস্বামিমাত্রোপলক্ষকঃ, তেন--

ব্যবস্থা। ১৬৪ পিতামহের পিতৃব্যের অথবা অপরের দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ঋণ পরিশোপ কর্ত্তব্য *।

১৬৪ পিতামহস্য পিতৃব্যস্যাপরস্য বা দায়গ্রহণে তস্য ঋণং পরিশোধনীয়ং*।

প্রমাণ। /০ পুত্রহীন ধনির যে দায়রূপ ধন লয় সে অবশ্য তাহার ঋণ দিবে, তথা (তদভাবে) যে তাহার স্ত্রী লয় সে তদৃণ দিবে। পিতৃ ধর্ম অন্যগত হইলে পুত্রে পিতৃঋণ দিবে না*। যাজ্ঞবল্ক্য। বি. রি.।

/০ ঋক্‌থগ্রাহ ঋণংদাপ্যো যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈবচ। পুত্রো নান্যাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্য ঋক্‌থিনঃ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বি. রি.।

* অত্যন্ত সাধারণ নিয়ম এই যে মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় যাহার হস্তে কেন যাউক না ঋণ তদ্বিষয়ানুগামি। এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, বা. ১. প, ২২৩।

৵০ অপুত্রের ঋক্‌থগ্রাহী তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে। বিষ্ণু। বি. রি.।

৵০ অপুত্রস্য চ ঋক্‌থগ্রাহী ঋনং দদ্যাৎ। বিষ্ণুঃ। বি. রি.।

৶০ অপুত্রা বিধবা ভগিনী কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইলে তাহার ঋণ দিবে। কিম্বা যে তাহার ঋক্‌থ লয় সে তাহার ঋণও দিবে। নারদ। ঐ।

৶০ দদ্যাদপুত্রা বিধবা নিযুক্তা যা স্বমুর্দ্ধ্বংং। যো বা তদৃক্‌থমাদদ্যাৎ দদ্যাৎ তস্যা ঋণঞ্চ সঃ। নারদঃ। ঐ।

ব্যবস্থা। ১৬৫ ঐ রূপ মাতৃ-ধনেরও ঋণশোধাবশিষ্ট বিভাজ্য। দা. ভা. পৃ. ৩২।

১৬৫ এবঞ্চ মাতৃধনস্যাপি ঋণাবশিষ্টস্য বিভাগঃ। দা. ভা. পৃ. ৩২।

প্রমাণ। মাতার ঋণ-শোধাবশিষ্ট ধন দুহিতারা লইবে, তাহাদের অভাবে পুত্রে লইবে। যাজ্ঞবল্ক্য। ঐ।

মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাৎ তাভ্যঋতেঽন্বয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ঐ।

(ই) 'পিতা ঋণী না থাকেন' ইহা বলাতে অপারক হইলে পরিশোধ করিব এই স্বীকার মহাজনের নিকট কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। দা. ত. পৃ ১৬।

(ই) 'ঋণী ন স্যাৎ'—ইত্যনেন অশক্তৌ পরিশোধনীয়মিত্যুত্তমর্ণস্থানে স্বীকর্ত্তব্যং। রঘুনন্দনঃ।—দা. ত. পৃ. ১৬।

(ই) 'যাহাতে পিতা ঋণী না থাকেন' ইহা বলাতে বিভাগের পরও ঋণ পরিশোধ কর্ত্তব্য ইহা দর্শিত হইযাছে (দা. ক্র. সং. ৫২) অতএব—

(ই) 'ঋণী নস্যাৎ যথা পিতা' ইত্যনেন বিভাগানন্তরমপি ঋণশোধনং দর্শিতং, অন্যথা তদ্ব্যর্থং স্যাৎ (দা. ক্র. সং পৃ. ৫২) অতএব—

ব্যবস্থা। ১৬৬ দায়-বিভাগ কর্ত্তারা উত্তমর্ণের অনুমতিক্রমেই পিত্রাদির ঋণ বিভাগ করিয়া লইবে অথবা পরিশোধ করিবে। দা. ভা. পৃ. ৩২।

১৬৬ বিভাগ-কর্ত্তৃভিরুত্তমর্ণানুমত্যৈব পিত্রাদি ঋণং বিভজনীয়ং পরিশোধ্যম্বা। দা. ভা. পৃ. ৩২।

প্রমাণ। পিতা মরিলে পুত্রেরা বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক স্ব স্ব অংশা-

পিতুর্য্যপরতে পুত্রাঃ ঋণং দদ্যুর্যথাংশতঃ*। বিভক্তা অবিভক্তা বা,

---

* যথা পিতার ঋণ যদি শত সুবর্ণ (মুদ্রা) হয, তবে [চারিপুত্র স্থলে] পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ আমার ঋণ এই রূপ অংশ গ্রহণক্রমে স্বীকার কর্ত্তব্য। বি. দা.ভা. দী.র.৮।

* যথা পিতুঃ যদৃণং শতসুবর্ণাদিকং, তত্র পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ মম ঋণং ইতি ভাগহরণ ক্রমেণ স্বীকর্ত্তব্যং। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

সুসারে তদৃণ দিবে, কিম্বা যে পুত্র সে ভার লইয়াছে সেই দিবে। নারদ।

যো বা তামুদ্বহেদ্দৃণং । নারদঃ । বি. রি. ।

কিন্তু পিতার দায়রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ কর্ত্তব্য, কেননা "উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত করিবে এই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে পিতৃলোক পুত্রকামনা করেন, অতএব পুত্র জন্মিয়া যাহাতে পিতা নরকে না যান (তন্নিমিত্তে) স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে॥ তপস্বী হউন বা অগ্নিহোত্রী হউন যদি ঋণী হইয়া মরেন তবে তাঁহার তপস্যা ও অগ্নিহোত্র উত্তমর্ণের হয়"।—নারদ॥ "যে ব্যক্তি ঋণাদি লইয়া উত্তমর্ণকে না দেয় সে তাহার দাস, ভৃত্য, স্ত্রী বা পশু হইয়া তদগৃহে জন্মে"।—বৃহস্পতি। বি. রি.।

কিঞ্চ পিতুর্দায়ে অগৃহীতেঽপি তস্য ঋণম্ ধর্ম্মতঃ ন্যায়তশ্চাবশ্যং পরিশোধনীয়ং, যতঃ—"ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যথেষ্টতঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি॥ অতঃ পুত্রেণ যাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ পিতা মোচনীয়ো যথা নৌ নরকং ব্রজেৎ॥ তপস্বী বাগ্নিহোত্রী বা ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি। তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং ধনিনাং ভবেৎ।'—নারদঃ॥ "উদ্ধারাদিকমাদায় স্বামিনে ন দদাতি যঃ। স তস্য দাসো ভৃত্যঃ স্ত্রী পশুর্ব্বা জায়তে গৃহে"॥ -বৃহস্পতিঃ। বি. রি.।

পরন্তু অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রেরা পিতৃঋণ দিতে ধর্ম্মতঃ বাধিত নয়, কিন্তু প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে অবশ্য দিবে, নতুবা নরকস্থ হইবে*, তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"পিতার মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রেরা পিতৃঋণ কোন মতে দিবে না, কিন্তু প্রাপ্তব্যবহার হইলে দিতে হইবে, নতুবা নরকবাসি হইবে"। বি. রি. র. ৪।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রাস্তু পিতৃ-ঋণ শোধনে ন ধর্ম্মতো বাধিতাঃ, পরন্তু কালে তেষামবশ্যমেব দেয়ং* তদাহ কাত্যায়নঃ—"অপ্রাপ্ত ব্যবহারৈশ্চ পিতর্য্যুপরতে কৃচিৎ। কালেত্বু বিধিনা দেয়ং বসেয়ুর্নরকেঽন্যথা"॥ বি. রি. র. ৪।

এই রূপ পিতা যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, অথবা তিনি যাহা আহিত রাখিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রয় করিয়া মূল্য না দিয়া থাকেন তৎ সমুদায় সমাধান পুত্রের কর্ত্তব্য,—কেননা, "যে বস্তু বাক্য দ্বারা প্রতিশ্রুত কিন্তু কার্য্যে দত্ত

এবং পিত্রা যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং যচ্চাহিতং বন্ধক বিধয়া ন্যস্তং বা ক্রীত্বা মূল্যং ন দত্তং বা তৎসর্ব্বং পুত্রস্য সমাধেয়মেব, যতঃ—"বাচা যচ্চপ্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানোপপাদিতং।—

* পরন্তু অপ্রাপ্ত ব্যবহার বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কারণ। কেননা প্রথমতঃ স্বপিত্র্যা-ধীনজন্ম হেতু পিতৃ-দ্বারাই তাহাদের অধিকার। দ্বিতীয়তঃ নিজ পিতৃঋণ পরিশোধ করা তাহাদের পিতার উচিত ছিল।

যতঃ আদৌ স্বপিত্র্যধীন জন্মমূলত্বাৎ পিতৃদ্বারেণৈব তেষামধিকারঃ তেষাম্ পিত্রা স্বপিত্র্যর্ণং পরিশোধনীয়মভূৎ।

ব্যবস্থা। ১৭৩ পরন্তু পিতামহের ঋণ পিতৃধনাধিকারি পৌত্রদের বৃদ্ধিবিনা শোধনীয়। কিন্তু দোষকৃত ঋণ তাহাদের পরিশোধনীয় নহে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩৪১।

১৭৩ পরন্তু পৈতামহঋণং পিতৃর্ধনাধিকারি পৌত্রৈঃ অবৃদ্ধিকং দেয়ং, দোষকৃতং ঋণন্তু তেষাং ন দেয়ং। (দ্রষ্টব্যাপৃ. ৩৪১)।

প্রমাণ। ৴০ তাহা বৃহস্পতি কাত্যায়ন ও নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—"প্রথমে পিতার, পরে আপন ঋণ পরিশোধ কর্ত্তব্য, এতদুভয়ের অগ্রে পিতামহের ঋণ পরিশোধনীয়"।—বৃহস্পতি॥ "ভৃগু কহেন পিতামহ হইতে ক্রমে আগত ও পিতৃকর্ত্তৃক স্বীকৃত ঋণ নির্দ্দোষ কার্য্যে কৃত হইয়া পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিশোধ না হইয়া থাকিলে পৌত্রেরা তাহা পরিশোধ করিবে। পিতামহের যে ঋণ দৃষ্ট, অথবা কতক শোধ গিয়া অবশেষ থাকে তাহা পরিশোধ কর্ত্তব্য, কিন্তু সদোষ কার্য্যে অথবা তৎপিতৃকর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকিলে তাহা পৌত্রের দাতব্য নয়, পিতার মৃত্যুর পর পৌত্রে পিতামহের ঋণ যত্ন পূর্ব্বক পরিশোধ করিবে, কিন্তু চতুর্থের অর্থাৎ প্রপৌত্রের তাহা পরি-

৴০ তদুক্তং বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদৈঃ—"পিত্র মেবাদ্যতো দেয়ং পশ্চাদাত্মীয়মেবচ। তয়োঃ পৈতামহং পূর্ব্বং দেয়মেব ঋণং সদা"।—বৃহস্পতিঃ॥ "পিত্রা দৃষ্টমৃণং যত্তু ক্রমায়াতং পিতামহাৎ। নির্দোষেণোদ্ধৃতং পুত্রৈর্দেয়ং পৌত্রৈস্তু তদ্ভৃগুঃ॥ যদ্দৃষ্টং দত্তশেষং বা দেয়ং পৈতামহস্য তৎ। সদোষং ব্যাহৃতং পিত্রা নৈব দেয়ং ঋণং ক্বচিৎ॥ পিত্রভাবে তু

পিতামহের হয়, তথাপি পিতামহের ধনও পিতৃধন হওয়াতে পিতৃঋণ শোধ করিয়া বিভাগ কর্ত্তব্য।—বি. দা. ভা. টী. র. ৩।

ধনমস্তি, তথাপি পৈতামহস্যাপি পিত্র্যধনত্বাৎ তদৃণং সংশোধ্য বিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ।—বি. দা. ভা. টী. র. ৩।

শোধনীয় নয়"।—কাত্যায়ন॥ "পিতামহের যে ঋণ বিনা আপত্তিতে ক্রমাগত হয় ও যাহা পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিশোধ না হইয়া থাকে তাহা পৌত্রে দিবে, চতুর্থে রহিত হইবে"। নারদ। বি. ঋ.।

৵০ বস্তুতঃ—পিতামহের ঋণ পিতারই,—পিতামহের ঋণ আদৌ পিতাকে পরে তৎপুত্রকে অর্শে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪।

৵০ পুত্রে যদি পিতৃঋণ শোধ না করে তবে তৎপৌত্রও তাহা শোধ করিবে, যেহেতু তাহা তৎ পিতৃঋণ, যে ঋণ এরূপ ক্রমাগত নয় তাহা পুত্রের, পৌত্রে অনিচ্ছুক হইলে পরিশোধ করিবে না। বি. ঋ.।

।০ ঋণকারি পিতার অভাবে অর্থাৎ তিনি মরিলে প্রব্রজিত হইলে অথবা বিদেশ গমন করিলে সবৃদ্ধি তদৃণ পুত্রের পরিশোধ কর্ত্তব্য, পৌত্রদেরও পরিশোধ কর্ত্তব্য, কিন্তু বৃদ্ধির সহিত নয়। তাহা বৃহস্পতি বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"পিতৃঋণ সপ্রমাণ হইলে পুত্রেরা আপন ঋণের ন্যায় তাহা পরিশোধ করিবে, পিতামহের ঋণ পৌত্রে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দিবে, কিন্তু তাহা প্রপৌত্রের পরিশোধনীয় নয়"—বৃহস্পতি॥ "ঋণগ্রাহী ব্যক্তি মরিলে, প্রব্রজিত বা বিংশতি বৎসর প্রবাসি হইলে তাহার পুত্রে বা পৌত্রে ঋণ পরিশোধ করিবে, প্রপৌত্র ইচ্ছুক না হইলে করিবে না"—বিষ্ণু॥ পিতা মরিলে, প্রবাসী বা বিপদ্গ্রস্ত হইলে তৎপুত্র পৌত্রে ঋণ পরিশোধ করিবে, কিন্তু সে ঋণের অপহ্নব হ-

দাতব্যং ঋণং পৌত্রেণ যত্নতঃ। চতুর্থেন যদা দত্তং তস্মাত্তদ্বিনিবর্ত্তয়েৎ"॥ —কাত্যায়নঃ। ক্রমাদব্যাহতংপ্রাপ্তং পুত্রৈর্যদৃণমুদ্ধৃতং। দেয়ং পৈতামহং পৌত্রৈস্তচ্চতুর্থান্নিবর্ত্ততে"।—নারদঃ।

৵০ বস্তুতস্তু পৈতামহং ঋণং পিত্র্যমেব—পৈতামহঋণং আদৌ পিতরং ভজতে, ততঃ পুত্রমিতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪।

৵০ পিতৃৃণস্য পুত্রেণাপরিশোধনে তৎপৌত্রেণাপি শোধনীয়ং তৎপিতৃৃণত্বাৎ। যত্র ত্বেবং ঋণসঙ্ক্রমণং নাস্তি তত্রতু পুত্রস্য পৌত্রেণ অকামতঃ ন শোধনীয়ং। বি. ঋ.।

।০ ঋণকর্ত্তুঃ পিতুরভাবে অর্থাৎ মরণে প্রব্রজ্যায়াং বিদেশগমনে বা সুতৈঃ ঋণং সবৃদ্ধিকমেব দেয়ম্, এবং পৌত্রেণাপি নির্বৃদ্ধিকং দেয়ং,—তদাহুর্বৃহস্পতি বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নাঃ। —"ঋণমাত্মীয়বৎ পিত্র্যং পুত্রৈর্দেয়ং বিভাবিতং। পৈতামহং সমং দেয়ং ন দেয়ং তৎসুতস্য তু"॥—বৃহস্পতিঃ। "ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশা সমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নাতঃপরমনীপ্সুভিঃ"॥ —বিষ্ণুঃ॥ "পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা। পুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং, নিহ্নবে সাক্ষি-

ইলে সাক্ষি দ্বারা সপ্রমাণ হওয়া চাই ”—যাজ্ঞবল্ক্য ॥ পিতামহের যে ঋণ পৌত্রে বা তাঁহার (নিজ) পুত্রে না দিয়া থাকে তাহাতেও ঐ রূপ নিয়ম, কিন্তু পিতামহের ঋণ পৌত্রে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দিবে ”—কাত্যায়ন। বি. ঋ.।

তথা—“ পিতা গৃহে থাকিয়া দীর্ঘ-রোগী হইলে, অথবা দেশান্তরে থাকিলে, পুত্রেরা পিতৃকৃত ঋণ বিংশতি বৎসরের পর* দিবে ”—কাত্যায়নঃ ॥ “ পিতা জন্মান্ধ (বা জন্মবধির) পতিত বা উন্মত্ত অথবা ক্ষয় ও শ্বিত্রাদি রোগগ্রস্ত হইলে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবে”।—বৃহস্পতি।

ব্যবস্থা। ১৭৩ প্রপিতামহের ঋণ প্রপৌত্রে শুধিবে না, কিন্তু যদি তাঁহার দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

প্রমাণ। ।০ দায়রূপ ধন প্রপৌত্রের প্রাপ্তি কি প্রকার—যেস্থলে পুত্র পৌত্রের মৃত্যুর পর বীজপুরুষ মরে সেস্থলে প্রপৌত্র তাহার দায়াদ হয়, কি যেস্থলে বীজ পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধন পায় তাহার মরণে

ভাবিতং”।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তথা“ পৈতামহন্তু যৎ পৌত্রৈর্ন দত্তং বাপি তৎসুতৈঃ। তৎ স্যাদেবংবিধং পৌত্রৈর্দেয়ং পৈতামহং সমং ”।—কাত্যায়নঃ ॥ বি. ঋ.।

তথা—“ বিদ্যমানেতু রোগার্ত্তে, স্বদেশাৎ প্রোষিতে তথা। বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়ং*, ঋণং পিতৃকৃতং সুতৈঃ”।—কাত্যায়নঃ ॥ “ সান্নিধ্যেঽপি পিতুঃ পুত্রৈরৃণং দেয়ং বিভাবিতং। জাতান্ধ পতিতোন্মত্ত ক্ষয়শ্বিত্রাদি-রোগিণঃ”।—বৃহস্পতিঃ ॥

১৭৩ প্রপিতামহ ঋণন্তু প্রপৌত্রেণন শোধনীয়ং, তস্য ঋকৃথং যদি প্রপৌত্রো গৃহ্নাতি তদানুশোধনীয়মেবা। বি-ঋ. র. ৪। প্রাগুক্ত প্রমাণানি দ্রষ্টব্যানি।

ঋকৃথগ্রাহিত্বং কীদৃশং—যত্র বীজপুরুষস্য পুত্র পৌত্রমরণানন্তরং নাশ-স্তত্র তদৃক্থগ্রাহী প্রপৌত্রঃ অথবা যত্র বীজপুরুষস্য মরণোত্তরং তৎপুত্র-মায়াতি ঋকৃথং ততস্তন্মরণে পৌত্রং তন্মরণে প্রপৌত্রং ইত্যত্রাপি, অত্রো-

* রোগার্ত্ত ব্যক্তির পীড়া সারিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ও বিদেশগত ব্যক্তির প্রত্যাগমনের আশা থাকিলে উক্তব্যবস্থা জ্ঞেয়। কিন্তু যদি এমত অবধারণ হয় যে ঐ রোগ সারিবে না ও প্রবাসী ব্যক্তি পুনরাগমন করিবে না তবে তাদৃশ পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহাকে মৃতবৎ জ্ঞানে পুত্রে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবে। বিংশতি বৎসর প্রতীক্ষা অকর্ত্তব্য।

* এতচ্চ রোগার্ত্তস্য শক্য প্রতিক্রিয়ত্ত্ব সম্ভাবনায়াং, প্রোষিতস্য পুনরাগমন সম্ভাবনায়াঞ্চ জ্ঞেয়ং। যদিতু অসাধ্যত্বেনৈব রোগাবধারণং প্রবাসিনশ্চ পুনরাগমনব্যতিরেকাবধারণং তদা জীবতোঽপি মৃতস্যেব পিতুঃ পুত্র এব ঋণং দাতুমর্হতি। বিংশতি বর্ষাণি যাবৎ প্রতীক্ষা ন কর্ত্তব্যা। বি. ঋ.।

† প্রাগুক্ত প্রমাণসমূহ এবং মিতাক্ষরার ঋণাদান প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

পৌত্র পায় পরে তন্মরণে প্রপৌত্র পায়? ইহার উত্তর এই যে—বীজপুরুষ ও তৎপুত্র পৌত্র ক্রমে মরাতে প্রপৌত্রকে ধন অর্শিলে প্রপৌত্র প্রপিতামহের ধনাধিকারী হয় না কিন্তু নিজ পিতার ধনাধিকারী হয়; পরন্তু যে যাহার সম্বন্ধাধীন ধনগ্রাহী হয় সেই তাহার দায়াদ।

চ্যতে—বীজপুরুষস্য তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ক্রমেণ যত্র প্রপৌত্রমাগতং তত্র প্রপৌত্রো ন প্রপিতামহ ঋকৃথগ্রাহী, পরন্তু স্বপিতুরেব; তথাচ যৎসম্বন্ধেন যো যস্য ঋকৃথং গৃহ্লাতি স তস্যৈব ঋক্‌থগ্রাহীতি ফলিতার্থঃ। বি. দা. ভা. স্বী. র. ৪।

ব্যবস্থা। ১৭৪ যদি পিতা পুত্রদের মধ্যে নিজধন ও ঋণ বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি নিজ অংশ লইয়া অন্য পুত্র উৎপন্ন করেন, তবে বিভাগের পর জাত পুত্র পিতার গৃহীত ও পরে উপার্জ্জিত ধন লইবে, ও ঋণ দিবে।

১৭৪ যদি পিত্রা পুত্রাণাং মধ্যে স্বধনং ঋণঞ্চ বিভজ্য স্বয়ঞ্চ স্বাংশং গৃহীত্বা পুত্রান্তরমুত্‌পাদিতস্তদা বিভগানন্তরোৎপন্ন পুত্রঃ পিতুর্গৃহীতমনন্তরার্জ্জিতঞ্চ ধনং গৃহ্লীয়াত্‌ ঋণঞ্চ দদ্যাত্‌।

কারণ। যেহেতু পূর্ব্বজেরা পিতৃকৃত বিভাগে স্বয়ং স্বীকৃত ঋণাপেক্ষা অধিক পরিশোধ করিতে বাধিত নয়।

পিতৃকৃতবিভাগে স্বীকৃত ঋণাদধিক পরিশোধনে পূর্ব্বজ ভ্রাতৄণামবশ্যম্ভাবাভাবাৎ।

প্রমাণ। বিভাগের পূর্ব্বে জাতপুত্র পিতার ধনে অধিকারী নয়, এবং বিভাগের পর জাত পুত্র ভ্রাতার প্রাপ্ত ভাগে অধিকারী নয়, যেমত ধনে তেমতি ঋণেও নয়, কেবল অশৌচ আর উদকক্রিয়াতে পরস্পর সংস্পৃষ্ট।

অনীশঃ পূর্ব্বজঃ পিত্রে ভ্রাতৃভাগে বিভক্তজঃ। যথা ধনে তথর্ণেঽপি মুক্ত্বাশৌচোদকক্রিয়াং॥ বৃহস্পতিঃ। বি. ঋ.। বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

ব্যবস্থা। ১৭৫ দর্শনে প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূ বিহিত, উপস্থিতি ও প্রত্যয়ে অন্যথা হইলে আদ্যদ্বয়কে স্বীকৃত ধন নিজেই দিতে হইবে, কিন্তু দান প্রতিভূর দায়াদকেও দিতে হইবে*। রি. ঋ.।

১৭৫ দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে। আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি*॥—যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বি. ঋ.।

* দ্রষ্টব্য—মনু—অ. ৮, ব. ১৫৮, ১৬০ ১৬১ ও ১৬২। এবং ৩৫১ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র।—ঋণগ্রস্ত এক ব্যক্তি কিছু বিষয় রাখিয়া মরে, কিন্তু তাহা তৎসমুদায় ঋণ পরিশোধে কুলায়না। ঐ মৃত ব্যক্তির তিন অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র ও স্ত্রী তত্ত্যক্ত বিষয় অধিকার করে। এমত অবস্থায় এই ব্যক্তিরা মৃত ধনির ঋণ পরিশোধ করিতে বাধিত কি না ?

মৃতব্যক্তির ত্যক্ত ধনপ্রাপ্তি উত্তরাধিকারিরা তাহার ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে।

উ।—মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিষয় যদি তাহার স্ত্রী ও পুত্রেরা লইয়া থাকে তবে তদৃণ তাহারা অবশ্যই পরিশোধ করিবে। পুত্রের কর্ত্তব্য যে পিতৃঋণ শোধদিয়া পিতাকে মুক্ত করে, এবং ইহা পিতৃধন পুত্রদের মধ্যে বিভাগের পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রেরা প্রাপ্ত-ব্যবহার নাহওয়া পর্য্যন্ত পিতৃত্যক্ত বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না বটে, পরন্তু তাহাদেরও পিতৃঋণ পরিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। পত্নী যদি ঐ ধন অধিকার করিয়া থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ ঋণ পরিশোধ করে ; কিন্তু বিষয়ের পরিমাণ হইতে ঋণ যদি অধিক হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সমুদায় বিষয় উত্তমর্ণকে দিতে হইবে, তাহা দিলে পর উত্তরাধিকারিরা সকল দাওয়া হইতে বিমুক্ত বিবেচিত হইবে।

রামরত্ন দাস—বনাম—রাজু প্রভৃতি। মেক্ হিন্দু ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১ (পৃ. ২৭৭)।

প্র.।—কোন ঋণী ব্যক্তি মরিলে তাহার উত্তমর্ণ তদুত্তরাধিকারিদিগের নামে অর্থাৎ তৎপত্নী ও ভ্রাতাদের নামে অভিযোগ করে ; কিন্তু ঋণপত্রে এমত নিয়ম লিখিত হয় নাই যে ঋণির উত্তরাধিকারি ও স্থলাভিষিক্তেরা ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা ঐ ঋণ দিতে বাধিত কি না।?

মৃতব্যক্তির ত্যক্ত ধনগ্রাহী উত্তরাধিকারিকে গৃহীত ধনের পরিমাণে ঋণ দিতে হইবে।

উ.।—ঋণপত্রে লিখিত ঋণ যদি মৃত ব্যক্তি যথার্থতঃ লইয়া থাকে, তবে তাহার পত্নী ঐ ঋণদানে সংস্পৃষ্ট থাকিলে কিম্বা তৎশোধনে স্বীকৃত হইয়া থাকিলে অথবা তাহার ত্যক্ত ধনাধিকারিণী হইলে—উত্তরাধিকারী ঋণের দায়ী এমত কথা ঋণপত্রে না থাকিলেও—ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। অপৃথক ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনে যৌত পরিবার পালন নিমিত্তে ঋণ করিলে অন্য অংশিরা ঐ ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে। এই মত শাস্ত্র সম্মত।

জিলা যশোহর। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০. মকদ্দমা ৬ (পৃ. ২৮৩)।

প্র.।—এক ব্যক্তি এক পত্নী রাখিয়া মরে, ঐ পত্নী—'মরণ পর্য্যন্ত ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না'—এই শাস্ত্রাধীন তদ্বিষয়াধিকারিণী হইয়া পতির ত্যক্ত বিষয় রক্ষার্থে অথবা অন্য কর্ম্মে ঋণ

করিয়া ঐ ঋণে ঋণগ্রস্তাবস্থায় পতির ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্ত্রকে দায়াদ রাখিয়া মরে। তাহার পতির ভ্রাতা ঐ বিষয় অধিকার করে, এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্ত্র তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় ঐ ঋণ পরিশোধ তৎ-পতির ভ্রাতার ও ভ্রাতুপুত্ত্রের কর্ত্তব্য কি না?।

যে অবস্থায় (দায়াদা) পত্নীর কৃত ঋণ ধনির উত্তরাধিকারিদেরশোধনীয় তাহা।

উ।—ঐ ধনির ধনাধিকারিণী পত্নী যদি রাজকর দিবার নিমিত্তে কিম্বা বিষয় রক্ষার্থে আর আর আবশ্যক ব্যয় নিমিত্তে অথবা পতির পারলৌকিক উপকারার্থে কিম্বা পরিবার পালনার্থে অথবা পতির কৃত নিয়ম যথাযোগ্য রূপে নিষ্পাদনার্থে ঋণ করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে কালপ্রাপ্তা হইয়া থাকে তবে ধনির উত্তরাধিকারিরা অর্থাৎ তদ্ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্ত্রেরা ঐ ঋণ পরি-শোধ করিতে বাধিত। কিন্তু যদি উপরি উক্ত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে ব্যয় নিমিত্ত ঐ টাকা ধার করা হইয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি ঐ পত্নীর অলঙ্কার এবং অন্য অস্থাবর ধন লইয়া থাকে সেই ঐ ঋণ দিবে। এই মত দায়ভাগ, মিতা-ক্ষরা, বিবাদ-চিন্তামণি, দ্বীপকলিকা ও আর আর গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—

দায়ভাগধৃত নারদ বচন—দ্রষ্টব্য বা. দ. পৃ. ৩৩৮।

ঋণশোধের আবশ্যকতা মিতাক্ষরাধৃত গৌতম বচনে উক্ত হইয়াছে, তদ্-যথা—"যে অপুত্ত্রকের ধন গ্রহণ করে সে অবশ্য তাহার ঋণ পরিশোধ ক-রিবে"? এবং বিবাদ-চিন্তামণি ধৃত বৃহস্পতি বচনেও কথিত আছে, যথা—"পিতা মরিলে, তৎপুত্ত্রেরা বিভাগের পরে বা পূর্ব্বে স্ব স্ব অংশানুসারে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবে, কিম্বা যে পুত্ত্রে সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে সেই কেবল তাহা দিবে" *।

দ্বীপকলিকাধৃত মনু বচন, তদ্যথা—"ঋণী যদি মরে ও তদৃণ যদি পরি-বারের নিমিত্তে ব্যয় হইয়া থাকে তবে ঐ পরিবার বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক নিজ বিষয় হইতে ঐ ঋণ দিবে"। এই সকল বচনে ব্যবহৃত পিতৃপদে পিতা এবং অন্য ব্যক্তি বোধ্য।

যেরূপ ঋণ পরিশোধনীয় নয় তাহা বিবাদ-চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, তদ্-যথা—"মাদকপানীয় দ্রব্যে কামকেলিতে ও খেলার হারিতে পিতার যে দেনা হয় অথবা দণ্ডের বা শুল্‌কের বক্রী ও বৃথা প্রতিশ্রুত যাহা তাহা ইহ লোকে পুত্ত্রের দাতব্য নয়"।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২৯ মে ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৭ (পৃ. ২৮৩—১৮৫)।

---

* ডাইজেষ্টের ১ বালামের ২৭৫ পৃষ্ঠাতে ইহা নারদের বচন বলিয়া ধৃত হইয়াছে, বৃহস্পতি নয়।

প্র.। এক ব্যক্তি শূদ্র টাকা ধার লওনে স্বজাতীয় এক জন তাহার প্রতিভূ হইয়া এই টাকা পরিশোধের পূর্ব্বে কালপ্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায়, এই উত্তমর্ণ মৃতপ্রতিভূর বিষয় হইতে ঐ ঋণের টাকা আদায় করিতে পারে কি না?।

কাহারো প্রতিভূ হইয়া মরিলে তাহার ঐ দেনা মৃত প্রতিভূর বিষয় হইতে পরিশোধনীয় নয়।

উ.। ঋণী ব্যক্তি টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকিলেও মৃত প্রতিভূর বিষয় হইতে উত্তমর্ণ ঐ ঋণ আদায় করিতে পারে না। এই প্রচলিত মত *। জিলা চট্টগ্রাম, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ২৮৫)।

প্র.। এক ব্যক্তি কিছু টাকা ধার করিয়া ঐ টাকার এক বিপণি করণান্তে কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর তৎপিতা ও ভ্রাতারা ঐ দোকানে যেং দ্রব্য ছিল তৎসমুদায় গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় ঐ মৃতব্যক্তির কৃত ঋণ তৎপিতার ও ভ্রাতৃগণের অবশ্য শোধনীয় কি না? এবং ঐ ঋণী ব্যক্তি যদি এক পত্নী রাখিয়া গিয়া থাকে ও সে যদি ঐ বিপণিতে স্থিত দ্রব্যের কোন অংশ না লইয়া থাকে তথাপি সে ঐ ঋণের দায়িনী কি না?

মৃত ব্যক্তির বিষয় প্রাপ্তিরা অবশ্য তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ ঋণির পিতা ও ভ্রাতৃগণ তদৃণ পরিশোধ করিতে বাধিত, তৎপত্নী তাহার দায়িনী নয়।

প্রমাণ।—মিতাক্ষরাতে ও আরং গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন, তদ্‌যথা—"দুই বা অধিক অংশিদের অথবা অবিভক্ত দায়াদের মধ্যে এক জন যদি পরিবার পালনার্থে ঋণ করিয়া মরে, অথবা অতিদীর্ঘকাল প্রবাসী হয়, তবে অন্য দায়াদেরা অথবা অবিভক্ত অংশিরা তাহা পরিশোধ করিবে"।

মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০. মকদ্দমা ১০ (পৃ. ২৮৬ ও ২৮৭)।

প্র.। এক ব্যক্তি ঋণ করিয়া প্রব্রজিত হয়, অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রয় করে, ও তাহার পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি ভ্রাতার উত্তরাধিকারিগণকে অর্শে। এমত অবস্থায় উত্তমর্ণ ঐ বিষয় হইতে নিজ পাওনা আদায় করিতে পারে কি না?

---

* যদিও প্রশ্নের মজমুনে বোধ হইতে পারে যে ব্যবহৃত প্রতিভূপদে ঋণের প্রতিভূ-ই অভিপ্রেত তথাপি উত্তরে কোন্ প্রতিভূ অভিপ্রেত ইহা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। যদি ঋণের প্রতিভূ হয়, তবে উত্তরাধিকারিরা তাহার দায়িত্ব ও প্রশ্নের উত্তর ভ্রমময়। হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনপ্রকার প্রতিভূ আছে,—'প্রত্যয় প্রতিভূ, দানপ্রতিভূ, ও দর্শন-প্রতিভূ,—তন্মধ্যে প্রথম বিশ্বাসবিষয়ক প্রতিভূ বুঝায়, এবং ইহার কার্য্য, (যথা কোলব্রুকসাহেব বর্ণনা করেন,) এই যে—"কাহারো উপকারার্থে অন্যকে বলা যে তাহাকে বিশ্বাস করে, টাকা ধার দেয়, ও ধারে দেয়, এবং তাহার কার্য্য চালায়, অথবা তাহার ক্রটীর দায়ী হয়। দ্বিতীয় তৎকর্ত্তৃক এই উক্ত হইয়াছে যে—'এক ব্যক্তির স্থিত ঋণ পরিশোধ করিতে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে

প্রব্রজিত ব্যক্তির ঋণ তদ্বিষয়গামি, যে তাহার বিষয়গ্রাহী সেই তাহার ঋণের দায়ী।

উ.। উক্ত ব্যক্তি যদি টাকা ধার করিয়া জ্ঞাতির হস্তে পৈতৃক স্থাবর বিষয় রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাদৃশাবস্থায় তাহার বিষয়াধিকারি জ্ঞাতিরা ঐ ঋণের দায়ি; যদি তাহারা ঐ টাকা পরিশোধ না করে, তবে উত্তমর্ণকে ক্ষমতা আছে যে অধমর্ণের বিষয় হইতে নিজ প্রাপ্য টাকা আদায় করে, যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি অধিকার যোগ্য পুত্র হীন ধনির ধন প্রাপ্ত হয়, সে তদ্বিষয়ের উপর যে দেনা তাহা দিবে, অথবা তদভাবে যে ব্যক্তি (ঐ মৃতের) স্ত্রী লয় সেই দিবে, কিন্তু সে পুত্রে ঋণ দিবে না যাহার পিতৃবিষয় অন্যে অধিকার করিয়াছে"। মিতাক্ষরা ও আর২ গ্রন্থের ঋণ শোধন প্রকরণে এতদ্বিষয়ক বিধান অধিক স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। সহর চুঁচুড়া। ১৩ জুন ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ২৮৮ ও ২৮৯)।

প্র.। এক ব্যক্তি ভ্রাতাদের সহিত একত্র এক পরিবার রূপে বাস করতঃ কিছু টাকা ধার লইয়া এক ঋণপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাতে কিস্তি২ করিয়া ঐ ঋণ শোধদিবার নিয়ম করে। পরে ঋণী তদৃণ পরিশোধ না করিয়া পরিবার অবিভক্ত থাকন কালে দূর দেশে গমন করে এবং নয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বার্ত্তা পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে ঐ ঋণির ভ্রাতৃগণ ও পত্নী পরিবারীয় স্থাবরাস্থাবর বিষয় যৌতরূপে ভোগ করিতেছে। এমত অবস্থায় ঋণির বিষয়াধিকারিদের স্থানে উত্তমর্ণ নিজ প্রাপ্য টাকা দাওয়া করিতে পারে কি না; অথবা যে দিবস ঐ ঋণী গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছে সেই দিবস হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত দাওয়া স্থগিত থাকিবে?

অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ঋণ তাহার বিষয়াধিকারিদিগকে দিতে হইবে, বারবৎসর পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর্ত্তব্য নহে।

উ.।—কোন ব্যক্তি ভ্রাতাদের সহিত একত্র এক পরিবার রূপে বাস করণকালীন ঋণ করণান্তে যদি অনুদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার বিষয়াধিকারি ভ্রাতারা ও পত্নী অবশ্য তাহার ঋণ শোধ করিবে, বারবৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না।

প্রমাণ।—যাজ্ঞবল্ক্য বচন, দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৫১ ॥

নারদ—"উত্তমর্ণের বিশেষ কালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করার আবশ্যকতা নাই; কারণ (তাদৃশ আশঙ্কার প্রমাণাভাব)।

তাহার দায়ী হওয়া, এবং তৃতীয় ব্যক্তির সহিত অঙ্গীকার সম্প্রম করা,। [কোলব্রুকের 'অব্লিগেসন্ ও কন্ট্রাক্ট' নামগ্রন্থ, চ্যা. ১০, পরিচ্ছেদ ২৮২]। ইহা দেনার প্রতিভূ বুঝায়। তৃতীয়, উপস্থিতির প্রতিভূ বুঝায়, ইহা পারস্য 'হাজির জামিন্' পদের সমান,—এইরূপে বাধিত ব্যক্তিরা আসামী গরহাজির হইলে তাহাকে হাজির করিয়া দেওনের ভার গ্রহণ করে বা দায়ী হয়। প্রথম ও শেষোক্ত বিষয়ে ভার গ্রহণকারি ব্যক্তির নাশে তাহার ভারেরও নাশ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় রূপ বিষয়ে ঐ ভার প্রতিভূ মরিলে তাহার উত্তরাধিকারিকে বর্ত্তে। এক্লে সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, ১০ সঙ্খ্যাক আপেণ্ডিক্স, পৃষ্ঠা ৪৩৩ ও ৪৩৪।

জিলা ত্রিপুরা, ১৬ জুলাই ১৮৬২ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ২৮২)

নজীর
১৩৪ ও ১৩৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ যমুনা বিধবা—বনাম—মদন দে প্রভৃতি। ২০ জানুয়ারি ১৭৮৫ সাল। হাইড্ সাহেবের নোট। সু. কো. রি. ১৪৩।

৶০ বারাণসী ঘোষ—বনাম—রামতনু দত্ত প্রভৃতি। ২০ নবেম্বর ১৭৮৮ সাল। চেম্বর সাহেবের নোট্। সু. কো. রি. ১৪৪।

মকদ্দমা নম্বর ৭৬১, ১৮৫৮ সাল।

গোপাল চন্দ্র রায় (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—মৃত কণকমণি দেবীর উত্তারাধিকারিণী তারাসুন্দরী দেবী (প্রতিবাদিনী) রেস্পাণ্ডেন্ট।

নজীর
১৩৪ ও ১৩৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাদিনী দরখাস্ত কারিণী (মৃত) কণক মণির স্থলে পাওনা আদায়ের নিমিত্তে তাহার দুহিতা প্রতিবাদিনী তারা সুন্দরীর নামে নালিশ করে,—কথিত হয় যে ঐ কণক মণির অস্থাবর ধনে তাহার দুহিতা তারা সুন্দরী অধিকারিণী হইয়াছে।

মুনসিফ্ মৃত কণকমণির ত্যক্ত বিষয়ের উপর বাদিনীর হক্কে ডিক্রি দেন। তারা সুন্দরীকে তাহার নিজ বিষয় সম্বন্ধে ঐ ঋণের দায়ী করিতে আপীল করা হয়। জজ সাহেব বাদিনী আপিলান্টের প্রার্থনানুসারে ডিক্রী দেন। তারা সুন্দরী খাস আপীল করে।

যে ঋণের নিমিত্তে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা যে কণক মণির স্বকীয় ঋণ ইহাতে আপত্তি নাই। এমতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যাহারা কণকমণি দেবীর বিষয়ে অধিকারি হইয়াছে তাহারাই কেবল মৃত ব্যক্তি হইতে যে পরিমাণে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে সেই পরিমাণে ঐ ঋণের দায়ি। এমত অবস্থায় তারাসুন্দরী উইলের দ্বারা অথবা অন্যরূপে বিষয় পাইয়াছে কি না? ইহা যে পর্য্যন্ত অবধারণ না হয় সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মকদ্দমাতে সন্তোষ জনক নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

যেহেতু তারাসুন্দরী কণকমণির সহিত এক বাটীতে ছিল, (অতএব) যদি কণকমণির মরণোত্তর তাহার ধন তারাসুন্দরীর দখলে আসিয়া থাকে তবে তাহা যেরূপে আসিয়াছে তাহা উক্ত কথার পরিষ্কার করণাভিপ্রায়ে অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। তাহা যদি শুদ্ধ জিম্মা রাখিবার নিমিত্তে (তাহার হস্তগত) হইয়া থাকে তবে তদবস্থায় সে দায়ী হইবেনা, এবঞ্চ তারাসুন্দরীর স্থানে তাহার ভ্রাতা কোন্ বস্তু বলপূর্ব্বক লইয়াছে (যাহাতে তাহার অধিকার ছিল) সে বস্তু কণকমণির স্ত্রীধন ছিল অথবা তাহা তাহার স্বামী ও তাহাদের পিতা কিশোরিগোবিন্দের ধন ছিল, এবং কণকমণির মৃত্যুর পর কোন্ হেতুতে ঐ বস্তু তারাসুন্দরীরস্থানে বল পূর্ব্বক লওয়া হইয়াছিল তাহারো নিরাকরণ কর্ত্তব্য।

এই সকল বিষয়ের যে প্রকারে হউক উত্তর প্রাপ্ত হইলে পর তবে আদালত তারাসুন্দরী ও কণকমণির মধ্যে যে সম্পর্ক তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতে বলিতে পারিবেন যে কণকমণির কোন সম্পত্তি তারাসুন্দরীর হস্তে এমত রূপে আসিয়াছে কি না যদ্দ্বারা সে দায়ী হইতে পারে। যদি এমতে কোন বিষয় আসিয়া থাকে, তবে যে পরিমাণে তারাসুন্দরী এরূপে বিষয় প্রাপ্তা হইয়া থাকে সেই পরিমাণে তাহার উপর ডিক্রী করিতে পারেন, কারণ যদিও শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বপুরুষের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করা উত্তরাধিকারির নীতি সম্মত কার্য্য বটে, তথাপি আমাদের আদালতে তাহা দিতে তাহাকে আইন অনুসারে বাধিত করা হয় না। যদি এমত কোন বিষয় না আসিয়া থাকে তবে সে দায় হইতে মুক্ত হইবে।

উপরি উল্লিখিত কএক বিষয়ের তদারক নিমিত্তে জিলার জজের নিকট মকদ্দমার ওয়াপস গেল। ২৬ মে, ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৬৫৭।

মকদ্দমা নং ২৪৮। ১৮৫৪ সাল।

দয়াময়ী দেবী (বাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্প্ণ্ডেন্ট্।

নজীর
১৩৪ ও ১৩৮ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এক খতের টাকা উস্থলের নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

মুনসিফ্ ঋণি ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগকে দায়ি করিয়া ঐ দাবী ডিক্রী করেন। আপীলে একটিং জজ সাহেব নিষ্পত্তির পূর্ব্বকার সুদ বাদ দিয়া ডিক্রী তরমিম্ করেন—এই হেতুবাদে যে বৈধ সুদের অতিরিক্ত খতে লিখিত হইয়াছে। তিনি আরো আদেশ করেন যে মৃত ঋণী যে বিষয় রাখিয়া গিয়াছে তাহা হইতে ঐ পাওনা টাকা পরিশোধ হইবে।

ঐ তরমিমের বনিয়াদে দরখাস্ত দাখিল হয়। প্রথম নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই না। পরন্তু প্রতিবাদিদের নামে উত্তরাধিকারি বলিয়া নালিশ হওয়াতে ও তাহারা দাবীর প্রতি আপত্তি করাতে এবং বিষয়াধিকারী হওয়া অস্বীকার না করাতেও জজ সাহেব যে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিষয়ের উপরমাত্র ডিক্রী করিয়াছেন তাহা উচিত হইয়াছে কি না—ইহা বিবেচনাস্থল। এমতে জজ সাহেব যে প্রতিবাদিদিগকে স্বয়ং দায়ি না করিয়া খালাস দিয়াছেন তাহাতে ভ্রম হইয়াছে কি না, এবং তন্নিমিত্তে ঐ নিষ্পত্তি তদ্বিষয়ে সংশোধিত হওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিবার নিমিত্তে আমরা খাস আপীল মঞ্জুর করিলাম।

বিচার।

মৃত ঋণির উত্তরাধিকারিরা যত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তৎপরিমাণে তাহারদিগকে দায়ি করা আমাদের অনুচিত কার্য্য দৃষ্ট হয় না; জজ সাহেব এমত হুকুম দেওয়াতে যে বাদী মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিষয় হইতে টাকা উসু-

সের উপায় করিতে পারে, যে প্রতিবাদিরা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের স্থানে টাকা উসুল করিতে পারে না। ভ্রম করিয়াছেন—এমতে আমরা খরচা সমেত ডিক্রী তরমীম্ করিলাম। ২০ ফেব্রুআরি, ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৯৭।

পরিবারের নিমিত্তে কৃতঋণ পরিশোধ বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ১৭৭ অবিভক্ত দায়াদগণের একেও পরিবারার্থে ঋণ করিলে তাহা সকলে শুধিবে বা সাধারণ ধন হইতে শোধ যাইবে।

১৭৭ অবিভক্তদায়াদানামেকেনাপি কুটুম্বার্থে কৃতঋণং সর্বৈরেব সাধারণধনাদ্বা শোধনীয়ং।

প্রমাণ। অবিভক্ত পিতৃব্য ভ্রাতা বা মাতা পরিবারার্থে (অ) যে ঋণ করেন তৎসমুদায় দায়াদেরা পরিশোধ করিবে॥ নারদ। বি. রি. র. ৮।

পিতৃব্যেণাবিভক্তেন ভ্রাত্রা বা যদৃণং কৃতং। মাত্রাবাপি কুটুম্বার্থে (অ) দদ্যুস্তৎ সর্ব্বমৃক্‌থিনঃ॥ নারদঃ। বি. ঋ. র. ৮।

(অ) পরিবারার্থে—অর্থাৎ পরিবারের পালন বা প্রেতক্রিয়া, কন্যার বিবাহ ও তদ্রূপ অন্যান্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যার্থে *। পরে ধৃত কাত্যায়ন বচনদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(অ) কুটুম্বার্থে—অর্থাৎ কুটুম্বস্য ভরণার্থে প্রেতকার্য্যার্থে কন্যায়া বিবাহার্থে এবমন্যাবশ্যকর্ত্তব্যার্থেচ *। বক্ষ্যমাণ কাত্যায়ন বচনদ্বয়ং দ্রষ্টব্যং।

ব্যবস্থা। ১৭৮ অবিভক্তদের একজনে পরিবারের নিমিত্ত ঋণ করিয়া মৃত বা প্রোষিত হইলে অন্য ঋক্‌থিরা ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে।

১৭৮ অবিভক্তানামেকশ্চেৎ কুটুম্বার্থে ঋণং কৃত্বা প্রেতঃ প্রোষিতো বা, তদাত্মীয়ৈঃ ঋক্‌থিভিস্তদৃণং পরিশোধনীয়ং।

বিবেচনা। 'কুটুম্বার্থে' পদ —'কুটুম্ব' (অর্থাৎ পরিবার,) এবং 'অর্থে' (অর্থাৎ নিমিত্তে)—এই দুই শব্দ যোগে নিষ্পন্ন। এই পদ উপরি উক্ত বিষয়ক অনেক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব ডাইজেষ্ট নামক নিজ অনুবাদ গ্রন্থে ঐ পদকে কখনো 'পরিবার পালনার্থ' শব্দে (১), কখনো 'পরিবারের

---

* এই রূপ কর্ম্মে যে ব্যয় হয় তাহা তৎপরিবারের প্রথা ও সঙ্গত্যনুসারে সঙ্গত হওয়া চাই। পরিবারের মধ্যে অনির্দিষ্ট যে কোনব্যক্তি তৎপরিবারের ব্যবহার নিমিত্ত যথার্থতঃ ঋণ করিলে তৎপরিশোধনে সকলে বাধিত। এসট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১ পৃ. ২২৭।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, ও বৃহস্পতি বচন। দ্রষ্টব্য—কোল্. ডা. বা. ১, পৃ. ২০০, ২৯২, ৩০১, ৩০৫ ও ৩২১।

ব্যবহারার্থ ’ শব্দে (২), কখনো ‘ পরিবারের উপকারার্থ ’ শব্দে (৩), কখনো বা ‘ পরিবারের লাভার্থ ’ শব্দে (৪) অনুবাদ করিয়াছেন ; বোধ হইতেছে তাঁহার ডাইজেষ্ট বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ হওয়াতে তৎকর্ত্তা জগন্নাথের অনুরূপেই প্রায় তাদৃশ অনুবাদ করিয়াছেন। সর উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব মনুসংহিতার অনুবাদে টীকাকর্ত্তা কুল্লূকভট্টের অনুগামী না হইয়া এক বচনে উক্ত পদকে ‘ পরিবারের ব্যবহারার্থ ’ শব্দে (৫), এবং বচনান্তরে পরিবারের ‘উপকারার্থ ’ শব্দে (৬) অনুবাদ করিয়াছেন,—কুল্লূক ভট্ট উক্ত পদের অর্থ প্রথম বচনের টীকায় ‘ কুটুম্ব সম্বর্দ্ধনার্থং ’ ও দ্বিতীয় বচন টীকায় ‘ কুটুম্ব ব্যয় নিমিত্তং ’ লিখিয়াছেন। এতাবতা উক্ত অনুবাদক মহাশয়-দ্বয়ের প্রতি বিহিত সম্মান পূর্ব্বক ঐ সকল বিভিন্ন অনুবাদকে ‘ পরিবারের নিমিত্তে ’ এই পদদ্বয়ে পরিবর্ত্তন করা অত্যুত্তম বিবেচিত হইল, কারণ ইহা ঐ সংযুক্ত পদদ্বয়ের যথাযথ অর্থ হওয়াতে অত্যন্ত অবিকল অনুবাদ।— অবশেষে কোলব্রুক সাহেবও মিতাক্ষরাতে এই অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন (৭)।

প্রমাণ। ৴০ পরিবারার্থে অবিভক্ত ব্যক্তি যে ঋণ করে, তাহা সে মৃত বা প্রোষিত হইলে তৎসমদায়াদরা দিবে। যাজ্ঞবল্ক্য*।

৴০ অবিভক্তৈ কুটুম্বার্থে যদৃণন্তু কৃতম্ভবেৎ। দদ্যুস্তদৃক্থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ *।

৵০ পরিবারার্থে ব্যয় করিয়া ঋণ গ্রহীতা যদি নষ্ট হয় (ই) তবে তাহার বান্ধবেরা বিভক্ত হইলেও স্ব স্ব বিষয় হইতে ঐ ঋণ দিবে*। মনু।

৵০ গ্রহীতা যদি নষ্টঃস্যাৎ (ই) কুটুম্বার্থে কৃতোব্যয়ঃ। দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎস্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ*। মনুঃ।

(ই) ‘নষ্ট’পদ —উপলক্ষণ।

(ই) নষ্ট—ইত্যুপলক্ষণং।

ব্যবস্থা। ১৭৯ অবিভক্তদের কৃত ঋণ তাহার মধ্যে একজন থাকিলেও দিবে এবং ভ্রাতারা অবিভক্ত থাকিলে পিতৃঋণ এইরূপে দিবে, কিন্তু বিভক্ত হইলে স্ব২ (প্রাপ্ত) দায়ানুরূপ অংশ দিবে*। বিষ্ণু।

১৭৯ অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং তদেকোঽপি যস্তেষাং মধ্যে তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ, পৈতৃকমপ্যবিভক্তানাং ভ্রাতৄণাং বিভক্তাশ্চ-দায়ানুরূপং অংশং *। বিষ্ণুঃ।

ব্যবস্থা। ১৮০ (কর্ত্তা) অশক্ত বা ব্যাধিত সত্ত্বে পরিবারার্থে

১৮০. কুটুম্বার্থমশক্তেন গৃহীতং ব্যাধিতেন বা। উপপ্লবনিমিত্তঞ্চ

(২) নারদ বচন। ঐ. পৃ. ৩০২।
(৩) কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন। ঐ পৃ. ৩০২, ও ৩২৭।
(৪) কাত্যায়ন বচন। ঐ পৃ. ৩০৩।
(৫) মনু. অ. ৮, ব. ১৬৬।
(৬) মনু, অ. ৮, ব. ১৬৭।
(৭) নারদ বচন, মিতাক্ষরা পৃ. ২৫৭।
* বি. রি. র. ৮। কোল. ডা. বা. ১. পৃ. ২৯০— ৩৩০।

এবং উপপ্লব হেতু যাহা গৃহীত তাহা ও আপৎকালে কৃত ঋণ পরিশোধনীয়; এবং কন্যার বিবাহে ও শ্রাদ্ধে যে ঋণ পরিবারের কাহারো কর্ত্তৃক কৃত হয় তৎসমুদায় (পরিবারের) কর্ত্তার শোধনীয়*। কাত্যায়ন।

অর্থাৎ কর্ত্তা অশক্ত হইলে পরিবার পালনার্থে রাজোপদ্রব নিবারণার্থে ব্যাধিমোচনার্থে উপপ্লব শান্ত্যর্থে কন্যার বিবাহ নিষ্পন্নার্থে ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধসম্পন্নার্থে পরিবারের মধ্যে যে কেহ ঋণ করিলে তাহা কর্ত্তাকে পরিশোধ করিতে হইবে *।

ইহা উপলক্ষণ মাত্র—ধনসাধ্য যে যে কর্ম্ম অকরণে দরিদ্রেরও প্রত্যবায় হয় তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থ যে ঋণ করাযায় এই তাৎপর্য্য *।

এস্থলে অনুসন্ধেয় এই যে—কন্যার বিবাহ দিতে যৎপরিমিত ব্যয়ে কর্ত্তার কুলাচার ভঙ্গ না হয় তৎপরিমিতই অন্যে ঋণ করিতে পারে, মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্নার্থে পারে না। অনভিমত ব্যয়ার্থে যে ঋণ করে তৎসমুদায় ঐ ঋণকর্ত্তাকে দিতে হইবে। কিন্তু কুলাচারোপযুক্ত ব্যয় হইলে সমর্থকর্ত্তাকে অবশ্য তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে *।

২ তথা কর্ত্তা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনুজ্ঞাতে, বা দেশান্তরে গেলে পাঁচ জনের বিবেচনায় তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে সম্পর্কীয়দের মধ্যে যে কেহ ঋণ করিতে পারে *।

দদ্যাদাপৎকৃতঞ্চতৎ। কন্যাবৈবাহিকঞ্চৈব, প্রেতকার্য্যেচ যৎকৃতং, এতৎসর্ব্বংপ্রদাতব্যং কুটুম্বেন কৃতং প্রভোঃ *। কাত্যায়নঃ।

তথাচ প্রভাবশক্তৌ কটুম্ব ভরণার্থং রাজোপদ্রবনিবারণার্থং ব্যাধিমোচনার্থং উপপ্লবশান্ত্যর্থং কন্যাবিবাহনিষ্পত্ত্যর্থং পিত্রাদিশ্রাদ্ধসম্পাদনার্থং যেনকেনাপি সম্বন্ধিনা কৃতং ঋণং তৎপ্রভুনা শোধনীয়মিতি ভাবঃ *।

এতদুপলক্ষণং—দরিদ্রস্যাপি ধনসাধ্য যৎযৎকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়ঃ অনর্থসম্পত্তির্বা তত্র তৎকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং যদৃণং কৃতমিতি ভাবঃ *।

অত্রেদং তত্ত্বং—কন্যাবিবাহাদ্যর্থং যাবৎ ব্যয়েন প্রভোঃ কুলাচার ভঙ্গো ন ভবতি তাবন্মাত্র ব্যয়ার্থমেব ঋণং কুর্য্যাদন্যঃ নতু উৎকৃষ্ট বিবাহ সিদ্ধ্যর্থং, অনভিমত ব্যয়ার্থংযাবদৃণং কৃতং তাবৎ সমুদায়ন্তেন শোধনীয়ঃ। কুলাচারোপযুক্ত ব্যয়ন্তু সমর্থেন প্রভুনাঽবশ্যস্বীকার্য্য এবেতি *।

তথা ব্যাধিগ্রস্তে প্রভৌ তদনুজ্ঞয়া বিদেশ গতেচ প্রভৌ পঞ্চ জন বিবেচনয়া তৎ কার্য্যনির্ব্বাহার্থং যেন কেনচিৎ সম্বন্ধিনা ঋণং কর্ত্তব্যমিতি *।

---

* বি ঋ. রু. ৮। কোল. ডা. বা. ১, পৃ. ৩০১—৩০৫।

ব্যবস্থা। ১৮১ পরিবার সম্বন্ধীয় যে কেহ অনুপস্থিত কর্ত্তার অমতেও পরিবারার্থে ঋণ করিলে কর্ত্তার তাহা অবশ্য শোধনীয়।

১৮১ পরিবার সম্বন্ধীয়েন যেন কেনাপি কুটুম্বার্থং অনুপস্থিত প্রভোরমতেনাপি যদৃণং কৃতং স্বামিনা তদবশ্যমেব শোধনীয়ং।

প্রমাণ। ।০ কাহারো পূর্ব্বে স্বীকৃত অথবা পরিবারের নিমিত্তে কৃত (উ) পরিশোধনীয়। বিষ্ণু। বি. রি.

(উ) ঋণ এই পদ উহ্য। ঐ।

।০ প্রাক্ প্রতিপন্নং দেয়ং কস্যচিৎ কুটুম্বার্থং কৃতম্বা (উ)। বিষ্ণুঃ। বি. র.।

(উ) ঋণমিতি শেষঃ। ঐ।

৵০ শিষ্য অন্তেবাসি দাস ও স্ত্রী ও কর্ম্মকরী পরিবারের নিমিত্তে যে ঋণ করে তাহা তৎপরিবার কর্ত্তার দাতব্য। নারদ॥ ঐ।

৵০ শিষ্যান্তেবাসি দাস স্ত্রী বৈয়াপৃত্যকরৈশ্চযৎ। কুটুম্বহেতোরুৎক্ষিপ্তং দাতব্যন্তু কুটুম্বিনা ॥ নারদঃ।

৶০ ভৃগু কহিয়াছেন—দাস স্ত্রী মাতা বা শিষ্য কিম্বা পুত্রে প্রোষিত কর্ত্তার অমতেও পরিবারের নিমিত্তে ঋণ করিলে কর্ত্তাকে তাহা দিতে হইবে।

৶০ প্রোষিতস্যামতেনাপি কুটুম্বার্থং ঋণং কৃতং। দাসস্ত্রীমাতৃশিষ্যৈর্ব্বা দদ্যাৎ পুত্রেণ বা ভৃগুঃ॥ কাত্যায়নঃ। ঐ।

।০ পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্র স্ত্রী দাস শিষ্য আর অনুজীবিরা পরিবারের নিমিত্তে যে ঋণ গ্রহণ করে তাহা তদ্ গৃহির পরিশোধনীয়। বৃহস্পতি। ঐ।

।০ পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্র স্ত্রী দাস শিষ্যানুজীবিভিঃ। যদ্গৃহীতং কুটুম্বার্থে তদ্গৃহী দাতুমর্হতি ॥ বৃহস্পতি। ঐ।

তথাচ—আদ্যর্থক বহুবচন ব্যবহৃত হওয়াতে মাতুলাদি এবং অন্যেও বোধ্য, এই ভাবার্থ ঐ।

তথাচ বচনস্থ বহুবচনেন আদ্যর্থকেন মাতুলাদীনাং অন্যেষাঞ্চ গ্রহণমিতিভাবঃ। ঐ।

এস্থলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বক্তব্য এই যে—যোগ্য পুত্র সত্ত্বে বিভক্ত ভ্রাতাদের কৃত ঋণ সিদ্ধ নয়। অবিভক্ত স্থলে পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যদি কেহ ঋণ করিতে নিষেধ করে এবং অন্য প্রকারে পরিবার পালন করিতে পারে, তবে অন্য ভ্রাতা ঋণ করিলে তাহা তাহাকেই দিতে হইবে নিষেধ কর্ত্তাকে দিতে হইবে না। কিন্তু যদি সমুদয় পরিবার অথবা নিজ পরিবার পালনার্থে ঐ

অত্রেদং তত্ত্বং—যোগ্য পুত্রসত্ত্বে তদ্বিমতং বিভক্ত ভ্রাত্রাদি কৃতঋণং ন সিধ্যতীতি। অবিভক্ত স্থলে তু পঞ্চভ্রাতৃণাং মধ্যে যঃ কশ্চিদ্ যদি ঋণগ্রহণং নিষেধতি অন্য প্রকারেণ কুটুম্ব ভরণং কর্ত্তুং শক্নোতি তদা অন্যেন ভ্রাত্রাকৃতং তদেব ঋণং তেনৈব শোধনীয়ং, নতু নিষেধকেন। যদি তু সর্ব্ব পরিবার ভরণোপযুক্তং স্বপরিবা-

নিষেধক টাকা যোগাইতে অশক্ত হইয়া সে কিম্বা তাহার পরিবার ঐ ধারকরা টাকা ভোগ করে তবে তাহাকে শোধ দিতে হইবে*। বি. খ্ব.

।/০ পিতার অনুজ্ঞাক্রমে কিম্বা পরিবার পালনার্থে, বা আপৎকালে কৃত পুত্রের ঋণ পিতা দিবেন*। নারদঃ। ঐ

ব্যবস্থা। ১৮২ কর্ত্তা বিদেশাদিতে থাকিতে তৎ পরিবার পালনার্থে দাসেও যদি ঋণাদি করে তৎ সমুদয় প্রভুকে সমাধা করিতে হইবে।—দা. ক্র. সং.।

প্রমাণ। কর্ত্তা স্বদেশে বা বিদেশে থাকিতে পরিবারার্থে অধীনও অর্থাৎ দাসও * যে ব্যবহার (ও) করে, প্রভু তাহা অপহ্নব করিবেন না। মনু।

(ও) ব্যবহার অর্থাৎ ঋণাদি। বি. খ্ব.

ব্যবস্থা। ১৮৩ পরিবারার্থে গৃহীত না হইলে পতি ও পুত্রের কৃত ঋণ স্ত্রী এবং পুত্রের কৃত ঋণ পিতা দিবে না, পতিও স্ত্রীর কৃত ঋণ দিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য। ঐ

ব্যবস্থা। ১৮৪ আপৎকালে গৃহীত না হইলে পত্নীকৃত ঋণের দায়ী পতি নয়, পুরুষে পরিবার পালনে নিতান্ত বাধিত। নারদ।

রার্থং বা ধনমুপস্থাপয়িতুমশক্তকেন নিষেধকেন তৎ পরিবারেণ বা তদৃণং কৃতং ধনং ভুক্তং, তদা তু শোধনীয়ং *। বি. খ্ব.।

।/০ পিতুরেব নিয়োগাদ্বা কুটুম্বভরণায় বা কৃতং বা যদি বা কৃচ্ছ্রে দদ্যাৎ পুত্রস্য তৎপিতা * ॥ নারদঃ।

১৮২ স্বামিনো বৈদেশ্যাদৌ তৎকুটুম্বভরণার্থং দাসেনাপি যদৃণাদিকং কৃতং তৎসর্ব্বং স্বামিনা সমাধেয়ং।—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

কুটুম্বার্থে হ্যধীনোঽপি (ও) ব্যবহারং যমাচরেৎ। স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ ॥ মনুঃ।

(ও) ব্যবহারং—ঋণাদিকং। বি. খ্ব.।

১৮৩ ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং, ন পুত্রেণ কৃতং পিতা। দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ঐ।

১৮৪ ন ভার্য্যয়া কৃতমৃণং কথঞ্চিৎ পত্যুরাভবেৎ। আপৎ কৃতাদৃতে,—পুংসঃ কুটুম্বার্থোহি-ভৃস্তরঃ। নারদঃ। ঐ।

---

* দাস পঞ্চদশপ্রকার, যথা নারদ—"[দাসীর গর্ভে] গৃহেজাত, ক্রীত, দানে লব্ধ, দায় রূপে প্রাপ্ত, দুর্ভিক্ষকালে প্রতিপালিত, (পূর্ব্ব) স্বামি কর্ত্তৃক আহিত, গুরুতর ঋণ হইতে মোচিত, যুদ্ধে প্রাপ্ত, পণে জিত, তোমার আমি ইহা বলিয়া উপাগত, প্রব্রজ্যা হইতে অবসিত, কৃত, ভক্ত, দাসী বিবাহ জন্য কৃত, ও স্বয়ং বিক্রীত, শাস্ত্রে এই পঞ্চদশ প্রকার দাস উল্লিখিত হইয়াছে"। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

* দাসাঃ পঞ্চদশভেদাঃ যথা নারদঃ— "গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ। অনাকাল ভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনাচ যঃ। মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ। ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ তথৈব বড়বা কৃতঃ। বিক্রেতাচাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ ॥ দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত প্রাপ্ত হওয়া, এবং, সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

মৃত কোন অংশির ধার করা টাকা যদি আর আর অংশির ব্যয় লাগিয়া থাকে তবে জীবিত অংশিরা তাহার দায়ি।

প্র.।—পাঁচ পুত্রের সহিত পিতা একান্ন ভুক্ত থাকিয়া যৌতরূপে বাণিজ্যকার্য্য করিতেন। তন্মধ্যে এক পুত্র সাধারণ কার্য্যসক্রান্ত নয় কিন্তু আপনার নিমিত্তে টাকা ধার করিল। টাকা পরিশোধের নিমিত্তে কৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে উত্তমর্ণ অধমর্ণের নামে অভিযোগ করিল। অনন্তর অধমর্ণ পিতা ও চারি ভ্রাতা বর্ত্তমানে এক পত্নী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। মৃত ব্যক্তির পিতা ও ভ্রাতারা সাধারণ বিষয় ভোগ করিতেছে। এমত অবস্থায়, সে ঋণ ঐ সাধারণ বিষয়ের তহবিল হইতে পরিশোধনীয় কি না?

উ.।—ঋণী যদি নিজ পিতা ও ভ্রাতাদের সহিত এক পরিবার রূপে বাস এবং একত্র কারবার করণাবস্থায় আপনার নিমিত্তে ঐ ঋণ করিয়া থাকে, * এবং ধারের টাকা দিয়া ক্রীত ভূমির ও অন্য বিষয়ের উপস্বত্ব যদি যৌত পরিবারের নিমিত্তে অথবা যৌত কারবারে ব্যয় হইয়া থাকে, তবে পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয়ে যৌতরূপে অধিকারি পিতা ও ভ্রাতাদিগকে ঐ ঋণ পরিশোধ করা উচিত হয়। জিলা জঙ্গল মহল, ৭ মে, ১৮২২ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ২৭৯ ও ২৮০)।

প্র.।—বিবাহিতা এক নারী অপর এক ব্যক্তির স্থানে কিছু টাকা ধার করিয়া স্বামির বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্তে যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহা ঐ ধার করা টাকা দিয়া নির্ব্বাহ করে, এবং ঐ বিষয়ের এক ডিক্রী আদালত হইতে প্রাপ্তা হয়। ধারকরা ঐ টাকা সম্বন্ধে সে উত্তমর্ণকে এই শর্ত্তে এক ঋণ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিল যে ধারকরা যে টাকার দ্বারা ঐ বিষয় উদ্ধৃত হয় ঐ টাকা পরিশোধ না হইলে সে আপন নামে যে বিষয়ের ডিক্রী হাসিল করিয়াছে তৎপতি ঐ বিষয়ের দখল উত্তমর্ণকে দিবে। যৎকালে এই ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তৎকালে তাহার পতি অনুপস্থিত ছিল, অনন্তর উত্তমর্ণ ঐ খতের বুনিয়াদে ঐ ঋণগ্রাহিণীর নামে এবং খতে বর্ণিত বিষয়ের দখলিকার তৎস্বামির নামে নালিশ করিল। ঋণ গ্রাহিণী আপন জওয়াবে খত লিখিয়া দেওয়া ও টাকা পাওয়া স্বীকার করিয়া ওজর করিল যে বিরোধীয় বিষয় তৎপতির দখলে আছে, অন্য প্রতিবাদী নিজ জওয়াবে ঐ দাওয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কহিলেক যে বাদির সহিত সেজনার পত্নীর প্রসক্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এই মকদ্দমা উপস্থিতির পূর্ব্বে বাদির নামে ফৌজদারি আদালতে এক দরখাস্ত করা হইয়াছে,

* প্রশ্নের এই উত্তর অসম্যক্ অথবা অর্দ্ধেক বোধ হইতেছে; কেননা মৃত ব্যক্তি ঐ টাকা কেবল আপন ব্যবহারের নিমিত্তে কর্জ্জ করিয়া থাকুক অথবা তাহা সাধারণ পরিবারের উপকারার্থে ব্যয় করিয়া থাকুক যে ভ্রাতরা তাহার ত্যক্ত বিষয় লইয়াছে তাহারা যে তাহার ঋণ দিবে ইহা নির্ব্বিবাদ।

য়াছে, ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেজনার অনুকূলে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া হুকুম দিয়াছেন যে সেজনার স্ত্রী সেজনাকে দেওয়া যায়, পরন্তু সেজনার হক্ বিষয় ফাকি দিয়া লইবার নিমিত্তে ঐ স্ত্রী বাদির সহিত সাজস করিতেছে। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ঐ ঋণকারিণী ও তৎপতি উভয়ের যৌত রূপে ঐ টাকা দেনা, অথবা কেবল ঐ ঋণকারিণীর দেনা ?

পতির বিষয়ব্যাপার নির্ব্বাহেপত্নী যে ঋণ করে পতি তাহার দায়ী।

উ.—মিতাক্ষরা এবং আর আর গ্রন্থে লিখিত আছে যে পতির অনুমতি ক্রমে পত্নী পরিবার সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন ঋণ করিলে তাদৃশ ঋণ পতির পরিশোধনীয়, অন্য প্রকার নয়। বকসীরাম—বনাম—মোসম্মাৎ ব্রবু প্রভৃতি। জিলা মুরাদাবাদ, ২৪ আগষ্ট ১৮১০ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০. মকদ্দমা ৪ (পৃ-২৮০ ও ২৮১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত ধনির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

আভাস। ধনোপার্জনের দুই প্রয়োজন—ঐহিক ভোগ ও দানাদি জন্য পারত্রিকোপকার। তাহাতে অর্জক মরাতে তাহার ঐহিক ভোগ না হওয়ায় উচিত যে তাহার (ত্যক্ত) ধন তৎ পারত্রিকোপকারার্থে ব্যবহৃতহয়, এতাবতা বৃহস্পতি কহেন—“ দায়রূপ ধনপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব স্বামির মাসিক ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ নিমিত্তে যত্নপূর্ব্বক অর্দ্ধেক ধনপৃথক্ রাখা কর্ত্তব্য” ॥ মাসিকাদি বলাতে তদ্ ভোগার্থে এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে বলাতে তদুপকারার্থে বলা হইয়াছে। তথা আপস্তম্ব ঋষি কহেন—“শিষ্য অথবা দুহিতা মৃত ধনির ধন তাহার উপকারার্থে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিবে” *। এতাবতা—

ব্যবস্থা। ১৮৫ মৃতের ধনহারী তদৌর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবেক †।

ধনার্জনস্যহি প্রয়োজনদ্বয়ং-ভোগার্থত্বং, দানাদ্যদৃষ্টার্থত্বঞ্চ। তত্রার্জকস্য তু মৃতত্বাৎ ধনে ভোগ্যত্বাভাবেনাদৃষ্টার্থত্বমেবাবশিষ্টং। অতএব বৃহস্পতিঃ—“সমুৎপন্নাদ্ধনাদর্দ্ধং তদর্থে স্থাপয়েৎ পৃথক্। মাস ষাণ্মাসিকে শ্রাদ্ধে বার্ষিকে চপ্রযত্নতঃ”। মাসিকাদিনা তদ্ভোগার্থং ধর্ম্মকৃত্যেষ্বিতি অদৃষ্টার্থত্বে হেতুঃ তথা আপস্তম্বঃ—“অন্তেবাসী বার্থান্ তদর্থেষু ধর্ম্ম কৃত্যেষু প্রয়োজয়েৎ দুহিতা বা” *। এতাবতা—

১৮৫ প্রেতধন-হারী প্রেতস্য ঔর্দ্ধদেহিকং কুর্য্যাৎ †।

---

* দা. ভা. অপু- পৃ, ২৩৪। কোল দ. ভা. পৃ. ২:৩।

† বি. দা. ভা. স্ত্রী- ব্র ৮। কোল. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫৩৫, ও ৫৪৩।

প্রমাণ। ৵০ ভ্রাতা হউক বা ভ্রাতৃপুত্র, সপিণ্ড হউক বা শিষ্যই হউক ধনির শ্রাদ্ধ করিয়া উন্নতি লাভ করিবে*।

ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা। সহপিণ্ডক্রিয়াং কৃত্বা, কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ *। বৃহস্পতিঃ।

৵০ ধনির ধন যে গ্রহণ করিবে সেই তাহার শ্রাদ্ধ (অ) করিবেক *। স্মৃতি।

যো ধনমাদদীত স তস্য শ্রাদ্ধং (অ) কুর্য্যাদিতি স্মৃতিঃ *।

(অ) এস্থলে শ্রাদ্ধ পদে প্রেতের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সকল কথিত হইয়াছে *।

(অ) অত্র শ্রাদ্ধ পদেন প্রেতৈকোদ্দিষ্টানি উচ্যন্তে *।

ব্যবস্থা। ১৮৬ যদ্যপি একে ধনাধিকারী অন্যে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী হয়, তথাপি সে ধন দিয়া ক্রিয়াকারির-দ্বারা ক্রিয়া করাইবেক *।

১৮৬ যদিচ একো ধনাধিকারী অন্য ঔর্দ্ধদেহিকাধিকারী ভবতি তদা স ধনং দত্ত্বা ক্রিয়াধিকারিণা ক্রিয়াং কারয়েদিতি *।

বিবেচনা। মৃত কোনক্ষত্রিয়ের আচার্য্য ধনাধিকারী হইলে তিনি তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কি প্রকারে করিবেন? যথা—'যে ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করে সে ইহলোকে ও পরলোকে ঐ জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়'—এই বচনে নিষেধ আছে। না, তাহা বলা হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত বচন অসবর্ণভ্রাতৃবিষয়ক, এবং এমত কহিলেও ক্ষতি নাই যে আচার্য্য সজাতীয় অধিকারি দ্বারা ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিবেন *।

ননু যস্য ক্ষত্রিয়স্যাচার্য্যো ধনহারী তস্য ঔর্দ্ধদেহিকীংক্রিয়াং কথং কুর্য্যাৎ, যথা—'ব্রাহ্মণস্ত্বন্যবর্ণানাং, যঃ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং। তদ্বর্ণত্বমসৌ যাতি ইহলোকেপরত্রচ'—ইত্যনেন নিষেধাদিতিচেন্ন, এতদ্বচনস্য অসবর্ণভ্রাতৃপরত্বাৎ আচার্য্যঃ সজাতীয়াধিকারিদ্বারা ঔর্দ্ধদেহিকং নিষ্পাদয়েদিত্যুক্তাবপি ক্ষতি-বিরহাচ্চ *।

* বি. দ. ভা. দ্বী. রু. ৮। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৪৫, ৫৪৬।

এবং মৃত ধনির উত্তরাধিকারী দেশান্তরে থাকাতে তদ্ধনের বিনাশ সম্ভাবনা সত্ত্বে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে ও পুণ্যার্থে ঐ ধন যে কেহ ব্যয় করিলেও তাহা অযুক্ত নয়,—'স্বেচ্ছাতে প্রীতি পূর্ব্বক যে কেহ শ্রাদ্ধাদি করুক'—এই নারদ বচনে তাহারও প্রতিনিষিদ্ধ আছে। ইহা শুদ্ধিতত্ত্বে বিস্তৃত হইয়াছে। দায়ভাগকর্ত্তাও সর্ব্বত্র উক্তরীতিক্রমে মৃত ব্যক্তির ধন মৃতের উপকারার্থে সন্ধান কর্ত্তব্য ইহা কহাতে ইহাই লিখিয়াছেন। দা. ত. পৃ. ৭৩।

এবঞ্চ যস্য মৃতস্য ধনং দেশান্তরস্থ তদ্ধনাধিকারিসত্ত্বে তদ্ধনবিনাশসম্ভাবনায়াং তদৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়ার্থং তৎপুণ্যার্থঞ্চ যেন কেনাপি দাতুং যুক্তং—যদৃচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাদার্ত্তিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকমিতি—নারদ-বচনে তস্যাপি প্রতিনিষিদ্ধত্বাৎ। এতৎ প্রপঞ্চিতং শুদ্ধিতত্ত্বে। দায়ভাগকৃতাপি সর্ব্বত্রোক্তরীত্যা মৃতধনস্য মৃতার্থত্বমনুসন্ধেয়মিতি বদতাপ্যেবং তৎ সহস্তিতমিতি। দা. ত. পৃ. ৭৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসংস্কৃত পুত্র কন্যার সংস্কার।

ব্যবস্থা। ১৮৭ যে ভ্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে তাহারা পিতৃধন-দ্বারা অসংস্কৃত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার অবশ্য করিবে *।

প্রমাণ। /০ যাহাদের সংস্কার হয় নাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পৈতৃক ধনে তাহাদের সংস্কার করিবে, এবং কন্যাদেরও সংস্কার যথাবিধি করিবে। ব্যাস।

প্রমাণ। ৵০ পিতা যাহাদের সংস্কার বিধি করেন নাই, ভ্রাতারা তৎপৈতৃক ধন দিয়া তাহাদের সংস্কার করিবে *। নারদ।

৶০ তন্মধ্যে যে কনিষ্ঠদের সংস্কার হয় নাই অগ্রজেরা (অ) পৈতৃক সাধারণ ধন দিয়া (তাহাদের) সংস্কার করিবে *। বৃহস্পতি।

(অ) অগ্রজেরা অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কৃত জ্যেষ্ঠেরা। পৈতৃক সাধারণ ধন বলাতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ের সাধারণ ধন দ্বারা তৎ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবে *।

ব্যবস্থা। ১৮৮ (ধনির) অবিবাহিতা কন্যাদের সংস্কার নিজ বৃত্তানুসারে করিবে। বিষ্ণু।

তথা যাজ্ঞবল্ক্য—পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃতের সংস্কার করিবে। নিজ অংশ হইতে চতুর্থ অংশ দিয়া ভগিনীদের সংস্কার করিবে। চতুর্থাংশ দান প্রতিপাদক বচনও বিবাহোচিত দ্রব্যদান বিষয়ক (দা. ত. পৃ. ১৯)।

১৮৭। অসংস্কৃত ভ্রাতৃভগিনীনাং সংস্কারঃ পিতৃধনেন সংস্কৃতানামবশ্যং কর্ত্তব্যঃ *।

/০ অসংস্কৃতাশ্চ যে তত্র পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ। সংস্কার্য্যাঃ ভ্রাতৃভির্জ্যেষ্ঠৈঃ কন্যকাশ্চ যথাবিধি। ব্যাস। বি. ঋ.।

৵০ যেষাস্তু ন কৃতাঃ পিত্রা সংস্কার বিধয়ঃ ক্রমাৎ। কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ * ॥—নারদঃ।

৶০ অসংস্কৃতাভ্রাতরস্তু যেস্যুস্তত্র যবীয়সঃ। সংস্কার্য্যাঃ পূর্ব্বজৈস্তেবৈ (অ) পৈতৃকান্মধ্যকাদ্ধনাৎ *।—বৃহস্পতিঃ।

(অ) পূর্ব্বজৈঃ—অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ জ্যেষ্ঠৈঃ। পৈতৃকান্মধ্যকাদ্ধনাদিত্যনেন—জ্যেষ্ঠানাং কনিষ্ঠানাঞ্চ সাধারণ ধনদ্বারেণ তৎ সংস্কারঃ নির্ব্বাহয়িতব্যঃ *।

১৮৮ অনূঢ়ানাস্তু কন্যানাং স্ববৃত্তানুসারেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুঃ। দা. ত. পৃ. ১৯।

তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যাঃ ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাৎ দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কং। তুরীয় দান প্রতিপাদকমপি বিবাহোচিত দ্রব্যদান পরং

* দ্রষ্টব্য—বি. ঋ. এবং বি. দা. ভা. দ্বী. বৃ. ৮। দা. ভা. পৃ. ৮৩ ও ৮৪।

তাহা দেবল ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তদযথা—'পিতৃধন হইতে (তৎ) কন্যাদিগকে বিবাহোপযুক্ত ধনদিবে'। (দা. ত. পৃ. ১৯)। তদ্ব্যক্তী কৃতং দেবলেন—'কন্যাভ্যশ্চ পিতৃদ্রব্যাৎ দেয়ং বৈবাহিকং বসু'।

ব্যবস্থা। ১৮৯ পরন্তু গ্রন্থকারদের অভিপ্রায় এই যে আবশ্যক সংস্কারার্থেই ধন দাতব্য *।

১৮৯ পরন্তু আবশ্যক সংস্কারার্থমেব ধনদানমিতি গ্রন্থকারাণামভিপ্রায়ঃ*।

ভ্রাতাদের অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার যথা—জাত কর্ম্ম (১), নাম করণ (২), নিষ্ক্রমণ, (৩) অন্ন প্রাশন (৪), চূড়া করণ (৫), উপনয়ন (৬), বিবাহ (৭),।

ভ্রাতৃণামবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কারা যথা,—জাত কর্ম্ম (১), নামকরণং (২), নিষ্ক্রমণং (৩), অন্নপ্রাশনং (৪), চূড়া করণং (৫), উপনয়নং (৬), বিবাহঃ (৭)।

বিবেচনা। এতৎ সমুদায় সংস্কার দ্বিজাতিদেরই আবশ্যক, শূদ্রের নয়।

দ্বিজাতীনামেব সর্ব্বে তে সংস্কারাঃ আবশ্যকাঃ, নতু শূদ্রস্য।

শূদ্রের কেবল বিবাহ, যথা ব্রহ্ম পুরাণে কহেন—"শূদ্রেও বিবাহ (এ) মাত্র সংস্কার সদা লাভ করে" *।

শূদ্রস্যাতু বিবাহ মাত্রমেব, যথা ব্রহ্মপুরাণে—" বিবাহ (এ) মাত্র সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদা" †।

(এ) বিবাহ পদে যুক্ত সদা পদ নিত্যত্ব বোধক। এস্থলে অবধেয় এই যে সৎ শূদ্রত্ব প্রতিপাদন নিমিত্তেও সৎ শূদ্রবংশের অন্য সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য †।

(এ) বিবাহ পদে নিত্যত্ব বোধকং সদা পদ শ্রবণং। অত্রেদমবধেয়ং সৎ শূদ্রত্ব প্রতিপাদনায়াপি সত্ শূদ্র বংশেন অন্যে সংস্কারাঃ অবশ্য কার্য্যাঃ†।

ব্যবস্থা। ১৯০ ভ্রাতা ভগিনীদেরই পৈতৃক সাধারণ ধনে সং-

১৯০ পরন্তু ভ্রাতৃভগিনীনামেব সাধারণ পৈতৃক ধনাৎ সং-

---

* বি. দ্য. ভা. চী. র. ৮। দা. ভা. পৃ. ৮৩, ৮৪।

(১) জাতকর্ম্ম—অর্থাৎ পুত্র সন্তান জন্মিলে নাড়ী কাটার পূর্ব্বে বিহিত ক্রিয়া—ইহাতে স্বুবর্ণ হাতায় ঘৃত চাকিতে দিতে হয়।

(২) নাম করণ—অর্থাৎ জন্ম দিনের পর একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ অথবা একশত এক দিবসের পরে বালকের নাম রাখা।

(৩) নিষ্ক্রমণ—অর্থাৎ জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিবসে চন্দ্র দর্শন. অথবা তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে সূর্য্য দর্শন।

(৪) অন্নপ্রাশন—ছয় মাসে বা আটমাসে অথবা দাঁত উঠিলে বালককে অন্ন খাওয়ান।

(৫) চূড়াকরণ—ইহা জন্মের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে হয়।

(৬) উপনয়ন—ব্রাহ্মণের গর্ভ কাল অবধি অষ্টম বৎসরে হয়. পরন্তু ইহা পঞ্চম বৎসরেও হইতে পারে, অথবা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ করা যাইতে পারে।

† দ্রষ্টব্য—বি. দ্য. ভা. চী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৯৫ ও ১০০।

স্কার প্রাপ্ত হওনে অধিকার আছে তৎ সন্তানাদির নাই *।

ব্যবস্থা। ১৯১ যে স্থলে এক জন মাত্র দায়াদ, সেস্থলেও পূর্ব্ব স্বামির শ্রাদ্ধাদি ও কন্যার সংস্কার তদ্ধন হইতে কর্ত্তব্য †।

ব্যবস্থা। ১৯২ পিতৃধন না থাকিলে স্বধনেও তাহাদের সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য ‡।

প্রমাণ। পিতৃধন না থাকিলে নিজ নিজ অংশ হইতে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব সংস্কৃত ভ্রাতারা (অসংস্কৃতদের) সংস্কার অবশ্য করিবে § ॥ নারদ।

স্কারাধিকারঃ নতু তৎ সন্তানাদীনাং *।

১৯১ যত্র তু এক মাত্র দায়াদস্তত্রাপি পূর্ব্ব স্বামিনঃ শ্রাদ্ধাদি কন্যাসংস্কারশ্চ তদ্ধনাদেব কর্ত্তব্যঃ †।

১৯২ পিতৃধনাভাবে স্বধনেনাপি তেষাং সংস্কাকারাস্তৈরবশ্যং কার্য্যাঃ ‡।

অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ। অবশ্য কার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্ব সংস্কৃতৈঃ § ॥ নারদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—জীবিকা-বিষয়ক।

যদ্যপি বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়শাস্ত্রের বিধান এই যে যে ব্যক্তি পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী সেই মৃত ধনির দায়াধিকারী হয়, তথাপি শাস্ত্রকর্ত্তারা ভাবি ভাবনা ভাবিয়া এমতি সকরুণ বিধান করিয়াছেন যে সঙ্গতি থাকিতে বা উপায় থাকিতে মৃতের অস্বতন্ত্র পরিবারে ক্লেশ পাইবে না অর্থাৎ শাস্ত্রে আদেশ করিতেছেন যে তদ্রূপ ব্যক্তিরা ধনির ত্যক্ত বিষয় হইতে জীবিকা পাইতে অধিকারি §।

যদ্যপি বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়শাস্ত্রস্য বিধানমেতদ্ যৎ যঃ পিণ্ডদানেন সর্ব্বাপেক্ষয়াধিকমুপকরোতি সএব মৃতস্য ধনিনো দায়াধিকারী, তথাপি শাস্ত্রকর্ত্তৃভির্ভাবি বিচিন্ত্য সকরুণমেবম্ বিহিতং যৎ সতি সম্ভবে মৃতস্যানাথ পরিবারাঃ ক্লেশান্ন প্রাপ্স্যন্তি, অর্থাৎ তৈরিদমাদিষ্টং যত্তাদৃশ পরিবারাঃ ধনিনস্ত্যক্ত বিষয়াজ্জীবিকাং লব্ধুমধিকারিণো ভবন্তি §।

দ্রষ্টব্য।

* এস্‌ট্রেঞ্জ হিন্দু ল বা. ১. পৃ. ২৩০; বা. ২ পৃ. ২৫৯। † ঐ, বা. ১. পৃ. ২২৩।

‡ দা. ক্র. স. পৃ. ৫৩ ও ৫৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১২। দা, ভা. পৃ. ৮৩।

§ হিন্দুরা পরিবারের প্রতিপালনকে মুখ্য কর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অগ্রে ন্যায্যকারী পরে দাতা হওয়া উচিত, অগ্রে পরিবারের মধ্যেই দাতৃত্ব প্রকাশ কর্ত্তব্য: অবশ্য পোষ্য পরিবারকে ক্লেশ দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে-ও তাহা বৃথা হয়।

জীবিকাধিকারি ব্যক্তিরা দুই প্রকার। প্রথম—যাহারা মৃত ধনির অবশ্য পোষ্য পরিবার (যন্মধ্যে অনেকে অধিকারি শৃঙ্খলা মধ্যে পরিগণিত)। দ্বিতীয়—যাহারা দায়াধিকারির সহিত তুল্যাধিকারি হইত কেবল দোষ বা কুলাচার প্রযুক্ত অনধিকারি হইয়াছে।

জীবিকাধিকারিণো দ্বিবিধাঃ সন্তি। প্রথমা—যে মৃতস্য ধনিনোঽবশ্য পোষ্য পরিবারাঃ (যেষামনেকে অধিকারিশৃঙ্খলায়াং পরিগণিতাশ্চ)। দ্বিতীয়াঃ—যে দায়াধিকারিণা সহ তুল্যাধকারিণো ভাব্যাঃ কেবলং দোষেণ কুলাচারেণ বা অনধিকারিণো জাতাঃ।

প্রথম শ্রেণিস্থ পোষ্যগণের অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার মনু প্রভৃতির সকরুণ বচন মাত্র মূলক। তদ্‌যথা—

প্রথম শ্রেণিস্থ পোষ্যাণাং অন্নাচ্ছাদন-প্রাপ্ত্যধিকারঃ মন্বাদীনাম্ সানুকম্পা বচনমাত্রমূলকঃ তদ্‌যথা—

"মনু কহিয়াছেন, বৃদ্ধ মাতাপিতা এবং সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সুতকে শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিবে"।

" বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃশিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ"।

"পোষ্যবর্গের* প্রতিপালন স্বর্গভোগের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহারদিগকে ক্লেশদিলে নরক হয়, অতএব ইহারদিগকে যত্নে প্রতিপালন কর্ত্তব্য" † ॥

" ভরণং পোষ্যবর্গস্য * প্রশস্তং স্বর্গ সাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তদ্ভরেৎ † " ॥

"যাহার শক্তি থাকিতেও স্বজন

"শক্তঃ পরজনে দাতা, স্বজনে

পরন্তু কেবল নিজ সন্তানই যে প্রতিপাল্য এমত নহে কিন্তু অন্য সম্পর্কীয় ও দাসীপুত্রাদি যে কেহ কেন পরিবার ভুক্ত থাকুক না ঐ সমগ্র পরিবারই প্রতিপাল্য। যাহারা দোষ বা দৌর্ভাগ্যক্রমে দায়াধিকারে নিরাস হইয়াছে তাহারা তো অন্নবস্ত্র পাইবেই (মনুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে) পতিত ও প্রতিপাল্য. কেবল ব্যভিচারিণী নয়। বড় ভাল বিধান! আমাদের আইনে কোন কালে এতদূর পর্য্যন্ত দয়া প্রকাশ হয় নাই। যদবধি অন্য সম্পর্কীয়ের দূরে থাকুক স্ত্রী ও সন্তানের স্বাভাবিক দাওয়ার প্রতি কোন বিবেচনা না করিয়া আমারদিগকে উইলের দ্বারা বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তদবধি আমাদের আইনে উক্ত রূপ কারুণ্য অতি অল্প। আইনের অর্থ-লেখক (সেলাক এস্‌টন সাহেব) এত ক্ষমতা দান দূষ্য বিবেচনা করিয়াছেন. নিজ সন্তানকে দায়াধিকার হইতে নিরাস করিতে পিতার ক্ষমতা থাকন বিষয়ে লিখনে তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে পিতাকে যদি নিদানে পরিবারের অত্যাবশ্যক অন্নাচ্ছাদনোপযোগি বিষয় রাখিতে বাধিত করা হইত তবে দূষ্য হইত না। উপুরি উক্ত অভিপ্রায় হিন্দুদিগের মধ্যে অত্যন্ত মান্যেরা লিখিয়াছেন, তদ্‌যথা—" যে ব্যক্তি নিজ পরিবারকে অন্নবস্ত্র হীনাবস্থায় ছাড়িয়া যায় সে প্রথমে মধুর আস্বাদন করিতে পারে কিন্তু পরে তাহা হলাহল হয় "।

* পোষ্যবর্গোযথা.—"পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোঽতিথিশ্চৈব পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥ দা. ভা. টী.।

† এই বচন মুদ্রাঙ্কিত মনুসংহিতায় অপ্রাপ্য, পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক মনুবচন রূপে উদ্ধৃত হওন প্রমাণে এস্থলে ইহা ধরাগেল।

দুঃখ পায় ও সে পরজনকে দান করে সে প্রথমে মধুর আস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়। সে ধর্ম্মপ্রতিরূপক মাত্র"।॥ মনু।

পোষ্যবর্গকে ক্লেশ দিয়া যে পারলৌকিক ক্রিয়া করে, তাহা ইহলোকে ও পরলোকে ক্লেশকর হয়। মনু।

পরিবারের অন্নবস্ত্র হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা দান করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত দেয়। সে প্রথমে মধু পরে বিষ আস্বাদন করে, তাহার ধর্ম্ম বৃথা হয়। বৃহস্পতি।

পরিবার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য॥ দা. ভা. পৃ. ৪১।

উপরিধৃত বচন সকলের ভাব এই যে যেমত পরিবারের কর্ত্তা পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধিত ছিলেন তেমতি তাঁহার মরণোত্তর যে ব্যক্তি তাঁহার দায়াধিকারী হয় সেও ঐ পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধিত, যেহেতু সে তদ্ধন নিজ লাভের নিমিত্তে প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মৃত ধনির পারলৌকিক উপকারের নিমিত্তে পায়*; এবং পরিবার প্রতিপালন করিলে ধনির যেমত উপকার করা হয় তেমত আর কিছুতে হয় না, কেননা পরিবার ক্লেশ পাইলে (তদুদ্দেশে কৃত) ধর্ম্ম বৃথা হয়, ও সে নরকগামী হয়।

অপিচ ধনির মরণোত্তর তদ্ধন তৎ পারলৌকিক উপকারার্থেই প্রযুজ্য †

দুঃখজীবিনি মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ"॥ মনুঃ।

ভৃত্যানামুপরোধেন যৎকরোত্যৌর্দ্ধদেহিকং। তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবিতস্য মৃতস্য চ।—মনুঃ।

কুটুম্ব ভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদোবিষং পশ্চাৎ দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ॥ বৃহস্পতিঃ।

কুটুম্বস্যাবশ্যম্ভরণীয়ত্বং। দা. ভা. পৃ. ৪১।

উপর্য্যুক্ত বচনানাময়মভিপ্রায়ঃ— যথা পরিবারকর্ত্তুঃ পরিবারাণাং প্রতিপালনাবশ্যকত্বং তথা তন্মরণোত্তরং যস্তদ্দায়াধিকারী তস্যাপি তৎ পরিবারাণাং প্রতিপালনাবশ্যকত্বং। যতস্তেন তদ্ধনং নিজলাভায় ন প্রাপ্তং কিন্তু মৃতস্য ধনিনঃ পারলৌকিকোপকারার্থমেব*। কিঞ্চ পরিবার প্রতিপালনেন, ধনিনো যাদৃগুপকারঃ কৃতো ভবতি তথা ন কেনাপি কার্য্যেণ, যতঃ পরিবারে প্রাপ্তক্লেশে (তমুদ্দিশ্য কৃতঃ) ধর্ম্মো বৃথা ভবতি, এবং স নরকং গচ্ছতি।

অপিচ মৃতধনং মৃতার্থমেবানুসন্ধেয়মিতি দায়ভাগকারোক্ত্যা† স্পষ্ট-

---

দ্রষ্টব্য।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮০, ১৮৩, ২৩৪ ও ২৩৮। এল্. ইন্. পৃ. ৭৪।

† দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৬১, ও দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৯।

দায়ভাগকারের এমত উক্তিতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যেব্যক্তি দায়াধিকারী হয়, সে ধনির পরিবার প্রতিপালন ও তৎ পারলৌকিক উপকার করণার্থেই তাহা প্রাপ্ত হয়, সে যদি তেমত করিতে ত্রুটি করে তবে শাস্ত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। এতাবতা দেশাধিকারির কর্ত্তব্য যে দায়গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাহাকে শাস্ত্রের অভিপ্রেত ঐ কার্য্য করান।

উপরি উল্লিখিত অবশ্য পোষ্য পরিবার যথা—অনধিকারিণী পত্নী, পিতা, মাতা, বিমাতা, পিতামহী পুত্রবধূ, উপায়হীনা দুহিতা ও ভগিনী প্রভৃতি *।

ব্যবস্থা। ১৯৩ এই পরিজনেরা মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্ন বস্ত্র পাইতে অধিকারি।

ব্যবস্থা। ১৯৪ অবিবাহিতা ভগিনী বা কন্যা মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় হইতে বিবাহব্যয়োচিত ধন পাইতে অধিকারিণী।

ব্যবস্থা। ১৯৫ পত্নী বা অধীন পরিবার কেহ অনুচিত কারণে দুরীকৃত বা পরিত্যক্ত হইলে পরিবার-কর্ত্তার স্থানে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্নবস্ত্র পাইবে।

ব্যবস্থা। ১৯৬ যে পোষ্য ব্যক্তি ন্যায্য কারণে পরিবারের মধ্যে

মবগম্যতে যৎ যো দায়াধিকারী স মৃতস্য ধনিনঃ পরিবার প্রতিপালনার্থং তৎ পারলৌকিকান্যোপকারকরণার্থঞ্চ তদ্ধনং লব্ধবান্। স যদ্যেবং ন করোতি তদা তেন শাস্ত্রাভিপ্রায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম কৃতং। এতাবতা দেশাধিকারিণা কর্ত্তব্যমিদং যদ্দায়গ্রহণকারিণা স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্মণ্যকৃতে তং শাস্ত্রাভিপ্রেত কার্য্যং কারয়েৎ।

উপর্য্যুক্তাবশ্য পোষ্য পরিবারাঃ যথা—অনধিকারি পত্নী, পিতা, মাতা, বিমাতা, পিতামহী, পুত্রবধূঃ, নিরুপায়া দুহিতা, তাদৃশী ভগিনী ইত্যাদয়ঃ*।

১৯৩ এতে পরিজনাঃ মৃতস্য ধনিনো ধনাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণঃ।

১৯৪ অবিবাহিতা ভগিনী কন্যা বা মৃতস্য ধনিনো ধনাদ্বিবাহ ব্যয়োপযুক্ত ধনাধিকারিণী। (বিভাগ প্রকরণং দ্রষ্টব্যং)।

১৯৫ যদি পত্নী বা অস্বতন্ত্রাঃ কেচন পরিবারাঃ অনুচিত কারণাৎ নির্ব্বাসিতা পরিত্যক্তা বা তে পরিবারস্বামিনঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং লভেরন্ মৃতে তু তস্মিন্ তত্ত্যক্ত ধনাৎ গৃহ্নীযুঃ।

১৯৬ পোষ্যবর্গীয়ো যো জনঃ পরিবারৈঃ সার্দ্ধং মিলিত্বা স্থাতুং

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. ৮। ব্য. দ. পৃ. ৫৫ ও ৫৬, নোট।

থাকিয়া একত্র আহারাদি করিতে পারে না সে পৃথক্ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে।

ভোক্তুং বা ন্যায্যকারণাৎ ন শক্নোতি স পৃথক্ স্থিত্বাগ্রাসাচ্ছাদনং লব্ধুং যোগ্যঃ।

ব্যবস্থা। ১৯৭ মৃত ধনির অর্থানুসারে জীবিকার পরিমাণ অবধারণীয়।

১৯৭ মৃত ধনিনোঽর্থানুসারেণ জীবিকায়াঃ পরিমাণং নির্দ্ধারণীয়ং।

ব্যবস্থা। ১৯৮ কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দাতব্য এমত নহে; কিন্তু বিষয় থাকিলে আর২ আবশ্যক ও ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগি ব্যয় দাতব্য।

১৯৮ ন কেবলং গ্রাসাচ্ছাদনং দেয়ং, কিন্তু সতি সম্ভবে আবশ্যকব্যয়োপযুক্তং ধর্ম্মকর্ম্মোপযুক্তঞ্চ ধনং দাতব্যং।

ব্যবস্থা। ১৯৯ যদি কোন স্ত্রী ব্যভিচারের মানস বিনা পিতা মাতার বা তৎ কুটুম্বের গৃহে থাকে তথাপি সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে।

১৯৯ যদি কাচিৎ স্ত্রী ব্যভিচারবুদ্ধিং বিনা পিতুর্মাতুরন্য বান্ধবানাং বা গৃহমাশ্রয়েৎ তথাপি সা গ্রাসাচ্ছাদন-প্রাপ্তিযোগ্যা।

ব্যবস্থা। ২০০ পরন্তু পতির যদি এমত আদেশ থাকে যে পতিকুলবাসিনী হইলে তৎ পত্নী বিষয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে সে স্থানান্তরে থাকিয়া তাহা পাইতে অধিকারিণী নয়।

২০০ পরন্তু পত্নী পতিকুলবাসিনী চেৎ গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণীতি পত্যাদেশে সা কারণং বিনা স্থানান্তরে স্থিত্বা গ্রাসাচ্ছাদনে নাধিকারিণী।

ব্যবস্থা। ২০১ ব্যভিচারিণী স্ত্রী অন্নবস্ত্রে অনধিকারিণী *।

২০১ ব্যভিচারিণী যা স্ত্রী সা গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণী ন ভবেৎ*।

---

* পিতার অংশ পাইতে পুত্র অধিকারী কিন্তু তাহার মাতা তদ্ধন হইতে অন্নবস্ত্র পাইবে। ভ্রাতার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে ভ্রাতারা বাধিত নয়, এবং এমত প্রমাণও দৃষ্ট হয় না যদনুসারে পুত্র ব্যভিচারিণী মাতাকে প্রতিপালন করিতে আদালতে বাধিত হইতে পারে। কোলব্রুক সাহেবের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৩৮১ ও ৩৮২।

স্ত্রী সাধ্বী হইলে অপুত্রক ব্যক্তির ধনাধিকারিণী হওয়াতে বোধ হইতেছে যে অসতী স্ত্রী অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী নয়। ঐ, পৃ. ১৩২।

দ্বিতীয় প্রকার পোষ্যবর্গ†—ক্লীব, জন্মান্ধ ও জন্ম বধির, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড়, মূক, নিরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়হীন), কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্য বা দীর্ঘতীব্র রোগগ্রস্ত, পিতার দ্বেষ্টা, লিঙ্গী বা প্রতারক প্রভৃতি*, এবং যাহারা কুলাচারাদি প্রযুক্ত অনধিকারি।

দ্বিতীয় প্রকার পোষ্য বর্গাঃ†—ক্লীবঃ জন্মান্ধঃ জন্মবধিরঃ পঙ্গুঃ উন্মত্তঃ জড়ঃ মূকঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ (অর্থাৎ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণহীনঃ) কুষ্ঠাদ্যচিকিৎস্যরোগগ্রস্তঃ দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তঃ পিতৃদ্বেষ্টা লিঙ্গী (অর্থাৎ প্রতারক) ইত্যাদয়ো*, যে বা কুলাচারাদিনা অনধিকারিণঃ।

ব্যবস্থা। ২০২ এই সকলে মৃত ধনির বিষয় হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারি।

২০২ সর্ব্বে তে মৃতস্য ধনিনো ধনাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং লব্ধুমধিকারিণঃ।

প্রমাণ। ক্লীবাদির উল্লেখ করিয়া মনু কহিয়াছেন—"ন্যায্য এই যে বুদ্ধিমানেরা শক্ত্যনুসারে এই সকলকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন দেন, না দিলে পতিত হইবেন"।

ক্লীবাদীনভিধায় মনুঃ—"সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণঃ। গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ"।

উক্ত বচনের অন্বয় এই যে ক্লীবাদি সকলকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া ন্যায্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

সর্ব্বেষাং ক্লীবাদীনাং গ্রাসাচ্ছাদনং যাবজ্জীবনং দাতুং ন্যায্যমিত্যন্বয়ঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

---

† অন্য প্রকার অস্বতন্ত্র জনগণের দাওয়ার উল্লেখ করিতে বাকী আছে, অর্থাৎ ঐ বহুজনগণ যন্মধ্যে কতক অদৃষ্ট বশতঃ কতক বা নানা দোষপ্রযুক্ত বিষয়ে অনধিকারি হয়, কিন্তু শাস্ত্রের সকরুণ বিধানানুসারে সকলেই ঐ বিষয় হইতে যথেষ্ট রূপ গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারি, কেবল পতিত ও তদবস্থায় তাহার যে সন্তান জন্মে সে অধিকারী নয় মনুর মতে দায়াধিকারী ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে ঐ সকলের যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে, তাহা না করিলে পূর্ব্বোক্ত রূপে দণ্ড্য এবং অপরাধী হইবে। পতিত ও তৎসন্তান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে বিবেচ্য এই যে মনুর মতে তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনে অনধিকারি নয়, যাজ্ঞবল্ক্য-ও তাহাদের এই অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, যদ্যপি তদধিকার গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে বই নয়, তথাপি তাহাদের ঐদধিকার স্বীকৃত হইলে, ব্যভিচারিণী বিধবাকে নরাস করা কঠিন। দোষ প্রযুক্ত অনধিকারি ব্যক্তিদের স্ত্রীরা সাধ্বী থাকিলে প্রতিপালনীয়া; তাহাদের কন্যাদিগকে প্রতিপালন করা ও তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল. বা- ১. পৃ. ২৩৪ ও ২৩৫।

* ইহার বিস্তার অনধিকারি প্রকরণে। দ্রষ্টব্য।

* বিস্তারোঽস্য অনধিকারি প্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

ব্যবস্থা। ২০৩ পতিত বলাতে এই বোধ্য যে ইচ্ছায় না দিলে (রাজা) দেওয়াইবেন। ঐ।

২০৩ পতিত স্বরসাৎ ইচ্ছয়া অদদতং দাপয়েদিতি বোধিতব্যং।—ঐ।

প্রমাণ। /০ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ক্লীব, পতিত ও তৎসুত, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড় (জন্মাবধি) অন্ধ এবং অচিকিৎস্য-রোগার্ত্ত—ইহারা অংশ পাইবে না কিন্তু অন্নাচ্ছাদন পাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ক্লীবোঽথপতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্য রোগার্ত্তৌ ভর্ত্তব্যাঃ স্যুর্নিরংশকাঃ।

পতিতকে এবং পতিতাবস্থায় তাহার যে সন্তান জন্মে তাহাকে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য গ্রাসাচ্ছাদনে অনধিকারি বলেন না কিন্তু আর২ ঋষিরা ও জীমূতবাহনাদি বলিয়াছেন, যথা—

পতিতায় পাতিত্য দশায়ামুৎপন্নায় তৎসন্তানায় চ গ্রাসাচ্ছাদনং ন দেয়মিতি মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাভ্যাং নোক্তং কিন্তু অন্যৈর্মুনিভির্জীমূতবাহনাদিভিশ্চতৌ গ্রাসাচ্ছাদনানধিকারিণৌ ইতুক্তং, যথা—

৵০ বৌধায়ন—"ব্যবহারবহির্ভূত এবং অন্ধ, জড়, ক্লীব, ব্যসনযুক্ত, ও ব্যাধিতাদি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগকে, পতিত ও তজ্জাত ব্যতীতকে, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিবে।"

বৌধায়নঃ—"অতীত ব্যবহারান্ গ্রাসাচ্ছাদনৈর্বিভৃয়ুঃ অন্ধ জড় ক্লীব ব্যসনি ব্যাধিতাদীংশ্চাকর্ম্মিণঃ পতিত তজ্জাতবর্জ্জমিতি"।

৶০ দেবল—পতিত বর্জ্জিয়া ঐ সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে। তাহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে পিতৃযোগ্যাংশ পাইবে।

দেবলঃ—"তেষাং পতিতবর্জ্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎসুতাঃ পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জ্জিতাঃ"।

।০ জীমূতবাহন—"বিষয়ে অনধিকারি হইলেও পতিত ও তৎসুত ভিন্ন অন্যে প্রতিপালনীয়"।

জীমূতবাহনঃ—"নিরংশকত্বেঽপি পতিত তৎসুতব্যতিরিক্তা ভর্ত্তব্যাঃ"॥ দা. ভা. পৃ. ১১৮।

।৶০ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—"তাহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে অংশ পাইবে, পরন্তু পতিত ভিন্ন অন্যে প্রতিপাল্য"। দা. ক্র. স. পৃ. ৩০।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ—"তৎ পুত্রাঃ নির্দ্দোষা অংশ ভাগিনঃ, ভরণন্ত পতিত বর্জ্জং"। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০।

পতিত পদে তাহার পুত্র-ও বোধ্য যেহেতু পতিতের ঔরসজাত হওয়াতে সেও পতিত। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০।

পতিত পদেন তৎ সুতস্যাপ্যুপাদানং পতিতোৎপন্নত্বেন পতিতত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০।

স্মার্ত্ত ও জগন্নাথ প্রভৃতিরও এইমত।

এবমেব স্মার্ত্ত জগন্নাথাঃ।

ব্যবস্থা। ২০৪ ইহাদের কন্যারা যে পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া না হয় প্রতিপালনীয়া। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্যবস্থা। ২০৫ ইহাদের অপুত্রা-স্ত্রীরা সদচারা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলা দূরীকৃত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য।

বিবেচনা। সুতারা অর্থাৎ—কন্যার যাবৎ বিবাহ দেওয়া না যায় ইহা বলাতে তাহাদের (বিবাহ) সংস্কারও কর্ত্তব্য ইহা বোধ হইতেছে। যে স্থলে পুত্র (পিতার) অংশ প্রাপ্ত না হয় সে স্থলেই ইহা বোধ্য, কিন্তু যে স্থলে পুত্র (পিতার) ভাগ হারী সেস্থলে সে ভগিনীর প্রতিপালন করিবে এবং তাহার বিবাহ দিবে, আর আপন পিতাকেও প্রতিপালন করিবে।

অপুত্রা ইত্যাদি পদে ক্লীবাদির বিবাহিতা পত্নী বোধ্যা এই রত্নাকরের মত। এমতে জ্ঞাতব্য এই যে পুনর্ভূ প্রভৃতি তাদৃশ হইলেও প্রতিপালনীয় নয়।

প্রতিকূলা পদে বিষ প্রয়োগাদি রূপ প্রতিকূলত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে কলহমাত্রকারিত্ব নয়। রত্নাকর। পবন্তু যে রূপ পরিণীতা স্ত্রীকে ভর্ত্তা দূর করিয়া দিতে পারে তাদৃশীকে দেবরাদিও দূর করিয়া দিতে পারে।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

২০৪ সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন ভর্তৃসাৎ কৃতাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

২০৫ অপুত্রাযোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈবচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সুতা—দুহিতরঃ যাবন্ন ভর্তৃসাৎকৃতা ইত্যনেন—তাসাং সংস্কারশ্চ কর্ত্তব্য ইতি প্রতীয়তে। এতচ্চ পুত্রেণ ভাগেঽক্রিয়মাণে জ্ঞেয়ং, পুত্রেণ ভাগ হরণেতু মৃতপিতৃক পুত্রবৎ তেনৈব ভগিনীপোষণং তৎসংস্কারশ্চ কর্ত্তব্যঃ এবং স্বপিতুর্ভরণমপি তেনৈব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

ক্লীবাদি পরিণীত পত্নীঃ প্রত্যাহ অপুত্রা ইত্যাদি—ইতিরত্নাকরঃ। তথাচ পুনর্ভূ প্রভৃতীনাং কথঞ্চিৎ সম্ভবেঽপি ন ভর্ত্তব্যমিতি জ্ঞেয়ং।

প্রতিকূলা ইত্যত্র প্রাতিকূল্যং বিষপ্রয়োগাদিকারিত্বং বিবক্ষিতং নতু কলহমাত্রকারিত্বমিতি রত্নাকরঃ। তথাচ যাদৃশী পরিণীতা স্ত্রী ভর্ত্রা নির্ব্বাস্যা তাদৃশী দেবরাদিভিরপীতি ভাবঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

প্রশ্ন দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের একি পুত্র ছিল, এই পুত্র পিতার জীবনকালে এক পত্নী ও দুই কন্যা রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে (ও তৎ কনিষ্ঠ অসত্ত্বে) ঐ জ্যেষ্ঠের পুত্র বধূ অধিকারিণী অথবা ভ্রাতৃপুত্রেরা দায়াধিকারি। যদি পুত্রবধূ অধিকারিণী হয় তবে তাহার মরণকালে তাহার এক কন্যার দুই পুত্র ও দুই কন্যা থাকাতে এবং অন্য কন্যার এক পুত্র

থাকাতে উক্ত পুত্র বধূকে অর্শিয়াছিল যে ধন তাহাতে ইহাদের মধ্যে কে দায়াদরূপে অধিকারী ?

পুত্র বধূ থাকিতেও ভ্রাতৃপুত্রেরা বিষয়াধিকারি, কিন্তু সে তাহাদের অবশ্য পোষ্যা।

উত্তর। ভ্রাতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরাতে ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ পুত্রেরাই তুল্যরূপে দায়াধিকারি, পুত্রবধূ নয়, যেহেতু তাহার পতি ধনির পূর্ব্বে মরিয়াছে।

প্রমাণ—বিষ্ণুবচন ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভ্রাতৃপুত্রেরা পিতৃব্যের বিষয়াধিকারি হইয়া তাহার পুত্রবধূকে উপযুক্তরূপ জীবিকা দিবে। ২২ মে ১৮২১ সাল, জিলাহুগলি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৮, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০৫)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি পিতার জীবনকালে মরাতে তাহার স্ত্রী শ্বশুরের বিষয়ের কিম্বা শ্বশুরের পরে মরিয়াছে যে নিজ পতির দুই ভ্রাতা তাহাদের বিষয়ের কোন অংশ পাইবে কি না ?

উত্তর। উক্ত মূল ধনির যদি তিন পুত্র থাকে ও তন্মধ্যে যদি একজন পিতার জীবনকালে এক পত্নীকে রাখিয়া নিস্সন্তান মরিয়া থাকে এবং উক্ত মূল ধনি যদি অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়কে উত্তরাধিকারি রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে উক্ত মৃত পুত্র পিতার জীবনকালে মরাতে পিতৃধনে স্বত্ববান্ হয় নাই। এতাবতা তাহার পত্নী মৃত শ্বশুরের ধনের কোন অংশে অধিকারিণী নয়, কিন্তু অন্নবস্ত্র পাইতে যোগ্যা পরন্তু তাহার পতি যদি কোন বিষয়ে অধিকার করিয়া মরিয়া থাকে তবে সে তদুত্তরাধিকারিণী রূপে সেই বিষয়ে অধিকারিণী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৮, মকদ্দমা ৪, (পৃ. ১০৬)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে গৃহ হইতে খেদাইয়া দিলে সে নিজ ভ্রাতার গৃহে থাকিয়া এক্ষণে পতির স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ঐ স্ত্রী জীবিকা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে কি না ?

স্বামী ন্যায্য কারণ বিনা স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিলে অবশ্য তাহার অন্নাচ্ছদন দিবে।

উত্তর। পত্নী যদি পতির গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়া ভ্রাতার বাটীতে গিয়া বাস করিয়া থাকে, এবং মকদ্দমার অবস্থাতে যদি এমত বোধ হয় যে পতি তাহাকে অন্যায় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তবে সে পতির স্থানে জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। এই প্রচলিত মত*। রামপ্রিয়া—বনাম—ভৃগুরাম। ঢাকা কোর্ট আপীল। ৯ সেতম্বর ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ১, (পৃ. ১০৯)।

প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে আপন স্ত্রীকে তাড়াইয়া দেয়, অথবা স্ত্রী

* ঐ স্ত্রী যদি ব্যভিচার দোষ অথবা তদ্রূপ অন্য দোষ প্রযুক্ত তাড়িতা হইয়া থাকে তবে সে জীবিকা পাইতে অধিকারিণী নয়। মেকনাটন্ সাহেবের লিখিত নোট্।

যদি ইচ্ছাক্রমে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতার পরিবারের মধ্যে বাস করে, তবে এতদুভয়ের একতর অবস্থাতে সে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাবীতে আক্কাশ করিতে পারে না কি ?

যে স্ত্রী পতির সম্মতি বিনা পতিকে ত্যাগ করিয়া যায় সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়।

উত্তর। পত্নীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলে সে যদি নিজ মাতার সহিত বাস করিয়া থাকে তবে সে পত্নী অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী। কিন্তু সে যদি পতির সম্মতি বিনা পতিকে ত্যাগ করিয়া মাতার সহিত বাস করিয়া থাকে, তবে সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়। জিলা চট্টগ্রাম। ১৪ জানয়ারি ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২' মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০৯)।

প্রশ্ন। চারি ভ্রাতার মধ্যে একজন এক পত্নী রাখিয়া মরিলে এই বিধবা আপন পতির স্থাবর অস্থাবর বিষয় পতির ভ্রাতাগণকে দান করিয়া গ্রহীতাদিগের স্থানে এমত একরার লইল যে তাহারা তাহাকে অন্নবস্ত্র দিবে। পরে সে বিধবা ব্যভিচারিণী হইয়া গর্ভবতী হওয়াতে গৃহ হইতে দূরীকৃতা হইল, এবং ঐ দান গ্রহীতারা তাহাকে প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিল। এমত অবস্থায় ঐ গ্রহীতাগণের স্থানে ঐ বিধবার অন্নবস্ত্র পাইবার অধিকার শাস্ত্র মতে আছে কি না ?

অন্নবস্ত্র পাইবার শর্ত্তে কোন বিধবা যদি দেবরাদিকে পতির বিষয় লিখিয়া দিয়া থাকে তথাপি সে ব্যভিচারিণী হইলে তাহাতে অনধিকারিণী হয়।

উত্তর। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত হীন মৃত ব্যক্তির সাধ্বী পত্নী পতিধনে অধিকারিণী, কিন্তু সে ব্যভিচারিণী হইলে পতিতা হয় এবং পতিতা হইলে পতির দায়ে তাহার স্বত্ব থাকে না, ও ব্যভিচারের পূর্ব্বে নিজ প্রতিপালন বিষয়ক একরার লিখাইয়া লইলেও সে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে না।

প্রমাণ।—ব্যাস বচন দ্রষ্টব্য – ব্য. দ. পৃ. ২৫। কাত্যায়ন বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৯। নারদ বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৫৭।

সহর ঢাকা ২১। জানুয়ারি ১৮২৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ৫, (পৃ. ১১২)।

প্রশ্ন। কর্ম্মকারের কর্ম্ম ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত পিতৃকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, পরে তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া পিতার বিষয় অধিকার করিয়া লয়, এক্ষণে ঐ পিতা বৃদ্ধ এবং জীর্ণ তথাপি তাহারা তাহাকে অন্নবস্ত্র দেয় না। এমত অবস্থায় ঐ পিতা নিজ পুত্রগণ হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারী কি না ?

মাতা পিতা অবশ্য প্রতিপালনীয়।

উত্তর। বৃদ্ধ মাতা পিতা অবশ্যই প্রতিপালনীয় *। এই মত বিবাদভঙ্গার্ণব ও আর আর গ্রন্থের মতানুমত।

* পিতা থাকিতে পুত্রদিগের স্বত্ব নাই স্বতন্ত্রতাও নাই, যথা মনু কহেন " স্ত্রী পুত্র ও দাস এই তিন ব্যক্তির শাস্ত্রমতে নিজের ধন কিছু নাই, তাহারা যে ধন উপার্জন করে তাহা

প্রমাণ।—বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত বচন যথা—"মনু কহিয়াছেন বৃদ্ধ মাতা ও পিতা ও সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু সুত ইহারদিগকে শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিবে। জিলা নদিয়া। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ৬, (পৃ. ১১৩ ও (১১৪।

প্রশ্ন। ছয় ভ্রাতার মধ্যে চারিজন এক মাতার গর্ভজাত ছিল, তাহারা নিজ পিতার সহিত এক পরিবার রূপে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ চারি ভ্রাতার মধ্যে একজন অর্থাৎ দ্বিতীয় নিজ পিতার জীবন কালেই নয় বৎসর বয়স্কা এক পত্নী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট তিন সহোদরের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বকীয় ধনে ও শ্রমে কিছু স্থাবর ও অস্থাবর ধন সঞ্চয় করিল। এক্ষণে ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী পতির জ্যেষ্ঠের উপার্জ্জিত ধনের চতুর্থাংশ এবং (পতির) পৈতৃক ধনের-ও অংশ দাওয়া করে। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা দাবীকৃত ধনের অংশ পাইতে পারে কি না ?

পিতার পূর্ব্বে পুত্র মরিলে ঐ পুত্রের পত্নী কেবল অন্নাচ্ছাদনে অধিকারিণী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় পতির পৈতৃক ধনের অথবা পতির জ্যেষ্ঠের উপার্জ্জিত ধনের অংশ পাইতে ঐ বিধবার কোন দাওয়া নাই। কিন্তু তৎশ্বশুরের উত্তরাধিকারি ও স্থলাভিষিক্তেরা তাহাকে অবশ্য প্রতিপালন করিবে। এই মত দায়ভাগের অনুমত। কলিকাতা কোর্ট আপীল। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ১১৬ ও ১১৭)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি (আপনার পূর্ব্বে মৃত) এক স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্রকে এবং এক পত্নীকে ও তাহার গর্ভজাত দুই দুহিতাকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়, তাহার মরণের পর এক পুত্র মরে। এক্ষণে প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র এবং এক পত্নী আর দুই কন্যা বর্ত্তমান। যদি ঐ বিধবা নিজ সপত্নীর পুত্র হইতে বিষয়ের কোন অংশ না পাইয়া থাকে তবে সে বিষয়ের কোন অংশ পাইতে অধিকারিণী হয় কি না ; যদি হয়, তবে তাহার পরিমাণ কি ?

পিতার দায়াধিকারী পুত্র নিজ বিমাতা ও বৈমাত্র ভগিনীকে অবশ্য প্রতিপালন করিবে।

উত্তর। ঐ বিধবা নিজ সপত্নী-পুত্র হইতে কেবল উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী ; তাহার দুই কন্যার যদি বিবাহ না হইয়া থাকে তবে তাহারা বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্তে পিতৃধনের কিয়দংশ পাইবে এবং বিবাহের পর যদি পতির প্রতিপালনের অক্ষমতা বশতঃ তাহাদের

তাহারা যাহার অধীন তাহার ধন "। এমত অবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক ধন উপার্জ্জিত হইলেও পিতা সেই ধন হইতে কেবল জীবিকা পাইতে অধিকারী এমত নহে কিন্তু ঐ ধন পিতার কায়িক শ্রমের ও ধনের সাহায্যে উপার্জ্জিত হউক বা না হউক পিতা তাহার একাংশ লইতে পারেন। মেক্. হি. ল. বা. ২. পৃ. ১১৩।

অন্নবস্ত্রের অভাব হয় তবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাহারদিগকে অন্নবস্ত্র দিবে। এই মত দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত। জিলা চব্বিশ পরগণা, ২৪ জানুয়ারি ১৮১৮ সাল। মেক্ হি. ল. বা. ২. চ্যা. ২. মকদ্দমা ১০ (পৃ. ১১৭ ও ১১৮)॥

প্রশ্ন। কোন বিধবা আপন শ্বশুরের ও দেবরের নামে এই বয়ানে নালিশ করে যে তাহার শ্বশুরের কিছু পৈতৃক বিষয় ছিল ও দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তাহার স্বামী ও কনিষ্ঠ তাহারই সহোদর। বাদিনীর স্বামী নিজ পিতার ও ভ্রাতার জীবন কালে বাদিনীকে ও তাহার দুই কন্যাকে রাখিয়া মরে, ঐ কন্যাদের মধ্যে একজন তিনটি শিশু পুত্র রাখিয়া মরে, বাদিনী আপন উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকার হিসাবে ষাটি টাকা দাওয়া করে। পরন্তু ঐ বিধবার স্বামী নিজ পিতার ও ভ্রাতার অগ্রে মরাতে সে শ্বশুরের ও দেবরের নামে অন্নাচ্ছাদনের দাবীতে নালিশ করিতে পারে কি না? বাদিনীর স্বামী যদি নিজ পিতার ও ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবা উক্ত ব্যক্তিদিগের স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে কি না।

বিভক্ত ভ্রাতার স্ত্রীর পতিকুল হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাওয়া নাই।

উত্তর। পিতার জীবনকালে যদি পুত্র মরিয়া থাকে এবং ঐ পুত্রের পত্নী যদি ধর্ম্মাচরণে পতিকুলের অধীনা হইয়া রহিয়া থাকে তবে সে নিজ শ্বশুর হইতে অথবা তাহার উত্তরাধিকারি হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী; কিন্তু তাহার পতি যদি নিজ পিতা হইতে আপন যোগ্যাংশ পাইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে, তবে ঐ বিধবা শ্বশুরের স্থানে অথবা তাহার উত্তরাধিকারির স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে না। এই মত বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত। কমলমণি দাসী—বনাম—বোধ নারায়ণ মজুমদার প্রভৃতি। জিলা বীরভূম। ১৪ আগষ্ট ১৮২৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ১১, (পৃ. ১১৮ ও ১১৯)।

প্রশ্ন। উন্মত্ত ব্যক্তি তদবস্থাপন্ন না হইলে তাহার নিজ পিতার বিষয়ে যে স্বত্ব হইতে পারিত ঐ স্বত্ব তাহার মাতার হইবে কি স্ত্রীর হইবে? এবং পিতার মৃত্যুর পর যদি ঐ উন্মত্ত ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়া মরিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় মূল ধনির ঐ পৌত্র নিজ পিতার উন্মত্ততা প্রযুক্ত তদ্ধনে অব্যবহিত অধিকারী হইবে কি না, যদি হয়, তবে তাহার মৃত্যুর পর তাহার মাতা অর্থাৎ উক্ত পাগলের স্ত্রী ঐ বিষয়ে অধিকারিণী হইতে পারে কি না?

উন্মত্ত ব্যক্তি বিষয়ে অনধিকারী। তাহার পত্নী নিজ পুত্রের মরণে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়া নিজ পতি ও শ্বাশুড়ীকে প্রতিপালন করিবে।

উত্তর। উন্মত্ত ব্যক্তির স্ত্রী শ্বশুরের বিষয়ে কোন ক্রমে অধিকারিণী নয়। ধনির স্ত্রী থাকিতে পুত্রবধূ অধিকারিণী নয়। কিন্তু ঐ স্ত্রী উক্ত পাগলকে ও তাহার স্ত্রীকে বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন অবশ্য দিবে। পরন্তু যদি পিতামহের অর্থাৎ ধনির মরণের পর ঐ পাগলের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ মূল ধনির পুত্রবধূ অর্থাৎ ঐ সন্তানের মাতা নিজ সন্তানের উত্তরাধিকারিণীরূপে বিষয়ে

অধিকারিণী হইয়া শ্বাশুড়ীকে ও স্বামিকে অন্নাচ্ছাদন দিবে। এই মত দায়ভাগ ও অন্যান্য গ্রন্থানুমত। জিলা চব্বিশ পরগণা। ১২ জুলাই। ১৮১২ সাল। উমা দেবী—বনাম—রামমণি দেবী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৪, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১৩০)।

প্রশ্ন।—কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মরে। ঐ পুত্র উন্মত্ত ও গোঙ্গা, এবং তাহার ভাল হইবার ভরসা নাই। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির বিষয়ে ঐ কন্যা-ই কেবল অধিকারিণী অথবা মৃতের মাতামহ উক্ত পুত্রকে প্রতিপালন করিবার শর্ত্তে অধিকারী হইবে?

উত্তর।—উক্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পত্নীর অভাবে দুহিতাই কেবল অধিকারিণী, ঐ পুত্র নয়, উক্ত শর্ত্তে শাস্ত্রমতে বিষয়ের কোন অংশে পুত্রের মাতামহের দাওয়া নাই; কিন্তু উক্ত পুত্র বৈমাত্রা ভগিনী হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইবে।

প্রমাণ—

মনু—"ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক, ও নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তিরা দায়াধিকারি নয়"।

দেবল—"পিত্রাদি ধনির মরণে, ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, পতিত, পতিতাপত্য, লিঙ্গী, ইহারা বিষয়ভাগি নয়, কিন্তু পতিত ভিন্ন আর আর ব্যক্তিরা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে"।

জিলা বর্দ্ধমান, ১৫ জুলাই ১৮২২ সাল। ঐ, চ্যা. ১, সেক্ ৩, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ৪২ ও ৪৩)।

হেমলতা চৌধুরাণী—বনাম—পদ্মমণি চৌধুরাণী।

নজীর ১৯৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ পদ্মমণি নিজপতির ও তদ্ভ্রাতার উত্তরাধিকারিণী রূপে বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করিলে বিচার হইল যে যেহেতু প্রকাশ পাইতেছে বাদিনীর পতি নিজপিতার ও ভ্রাতাদের পূর্ব্বে মরিয়াছে অতএব তাহার দাওয়া ডিস্‌মিস্, সে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১৯।

৵০ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নিজ বিমাতা জয়মণিকে এবং পিতামহী করুণাময়ীকে রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে, বিচার হইল যে শম্ভুচন্দ্রের দায়াধিকারিণী জয়মণি নয় কিন্তু করুণাময়ী, এতাবতা করুণাময়ী শম্ভুচন্দ্রের অংশ পাইতে ও জয়মণি তাহা হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। এবং করুণাময়ীর স্থানে জয়মণি আপনার ঐ প্রাপ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পয়রবী করিতে পারে। পরন্তু ন্যায্য কারণ থাকিলে সে এইক্ষণেই আপন প্রাপ্যের জামিন চাহিতে পারে।—কন্. হি. ল. পৃ. ৬৭-৬৮।

৶০ গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতির মকদ্দমায় অন্নাচ্ছাদন পাইতে বিধকার যে অধিকার তৎপ্রাপ্তির বাবৎ জামিন লওয়াতে আমার মতে আদালত তদ্বিষয়ে যথার্থ

বিবেচনা করিয়াছেন। এই মকদ্দমা বিভাগ বিষয়ক ছিল। মৃত শশিমুখী মৃত মদনমোহন বসুর পত্নী এবং ঐ মদনমোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে এক জনের জননী ছিল, অপর পত্নী অবশিষ্ট পাঁচ পুত্রের জননী আনন্দময়ী জীবিতমানা ছিল। তৃতীয়া পত্নী মাধবী দাসী নিস্সন্তান ও জীবিতা ছিল। ১৮১৬ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে আদালত হইতে এই ডিক্রী হইল যে মৃত শশিমুখীর গর্ভজ পুত্র মদনমোহনের বিষয়ের ছয় অংশের একাংশ পাইতে অধিকারী। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে তাহার এক ভাগ পাইতে আনন্দময়ী অধিকারিণী, অন্য পাঁচ ভাগ তাহার পাঁচ পুত্রের প্রাপ্য। পরন্তু আরো আদেশ হইল যে বিভাগ হইবার পূর্ব্বে মাস্টর সাহেব অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন যে কত টাকা হইলে ঐ অপুত্রা বিধবা মাধবী দাসীর উপযুক্তরূপ অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির খাতিরজমা হয়, অপিচ আদেশ হইল যে তন্নিমিত্তে প্রথমেই তৎ পরিমিত ধন পৃথক্ করিয়া রাখা হয়।

বিবেচনা। এই সকল নিষ্পত্তিতে প্রকাশ যে, যে বিধবা অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী তাহাকে যাহার স্থানে ঐ অন্নাচ্ছাদন অবশ্য প্রাপ্য তাহার দয়ার অধীনা করিয়া রাখা হইবে না, কিন্তু এমত করিতে হইবে যাহাতে ঐ বিধবা ঐ ব্যক্তিকে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য দিতে বাধিত করিতে পারে। যদ্যপি ঐ অন্নাচ্ছাদনদাতা ব্যক্তির যে ভার তাহা অনিশ্চিত, তথাপি আদালত অবস্থা বিবেচনায় তাহা নিশ্চিত করিয়া দিবেন, এবং তৎপতির দায়াধিকারী তাহাকে যাহা দিতে ধর্ম্মতঃ বাধিত তাহা ঐ বিধবা যাহাতে পায় এমত সাহায্য আদালত করিবেন। —কন্. হি. ল. পৃ. ৬২ ও ৬৩।

মাধবী দাসী যে মৃত পতির বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু ঐ বিষয় এত ব্যক্তির মধ্যে বিভাগ কালীন তাহার প্রতিপালনের নিমিত্তে ধন সংস্থাপন করা যে ন্যায্য ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা অংশিদের কেহ একাকী তাহার আবশ্যক জীবিকা দিতে বাধিত না হওয়াতে তাহারা সাধারণে পাছে না দেয় এই নিমিত্তে তাহার খাতিরজমা করিয়া লওয়া ন্যায্য। ঐ।

কমলমণি দাসী বনাম রামনাথ বসাক।

১০ কোন মৃত হিন্দুর ত্যক্ত বিষয় তৎপুত্রগণের মধ্যে বিভাগ কালীন বিচার হইল যে বিভাগের পরে তৎ প্রত্যেকে পিতৃপত্নীকে আংশিক অন্নাচ্ছাদন দিতে বাধিত। সু. কো. ৩০ মার্চ ১৮৩৩ সাল। ফুলটন সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১৮৯। মর্লির ডাইজেষ্ট, বা. ১, পৃ. ৪৪০ ও ৪৪১।

কোন ব্যক্তি উইলের দ্বারা তাবদ্বিষয় পুত্রদিগকে দিয়া যায়, এবং উইলের অনুসারে পুত্রদের মধ্যে বিষয়ের বিভাগ হয়। এই বিভাগের পর আদালত মৃত ধনির পত্নীকে অন্নাচ্ছাদন দেওয়াইলেন, এবং আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক ভাগী নিজ অংশ পরিমাণে তাহা দিবে। ঐ।

উপরি উক্ত অবস্থাতে বিধবার অধিকার অন্নাচ্ছাদন বই নয়, এবং তৎ পরিবর্ত্তে সে বিভাগকালে কোন অংশ দাওয়া করিতে পারে না। ঐ।

হিন্দু-বিধবা নিজ অন্নাচ্ছাদনের দাবী চালাইতে গৌণকরণ রূপ দোষে দোষী হইলে গত কালের দরুন অন্নাচ্ছাদন বিষয়ক ধন পাইবে না, পরন্তু তাহার জীবিকা বিষয়ক ধন ডিক্রীর তারিখ হইতে হিসাব হইবে। ঐ।

বাদি প্রতিবাদির মধ্যে এমত তকরার উপস্থিত ছিল যে বাদিনী (হিন্দু-বিধবা) মৃত পতির বিষয়ের অংশ পাইতে অধিকারিণী কি না, এবং তাহাতে দৃষ্ট হয় নাই যে তাহাতে অন্নাচ্ছাদন বিষয়ক তকরার উপস্থিত ছিল। পরন্তু আদালত বিচার করিলেন যে তাহাতে তাহার অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকারে ব্যাঘাত জন্মিবে না। ঐ।

কোন মৃত হিন্দুর উইলের অর্থ করিতে হইলে উহ্য বলিয়া তৎ পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনাধিকার কখনো বারণ করা হইবে না। ঐ।

।/০ ধনি নিজ উইলে তাবৎ বিষয় অন্যকে দিলেও যদি তাহাতে স্ত্রীগণকে অন্নাচ্ছাদন দিতে স্পষ্ট বারণ না করিয়া থাকেন তবে তাহাতে তাহারা বঞ্চিতা হইবে না। রাণী হরসুন্দরী—বনাম—কুমার কৃষ্ণনাথ। সু. কো. ১ মার্চ ১৮৪১ সাল। ফুল্‌টন্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ৩৯৬।

।৵০ সপত্নীপুত্র জীবিত থাকিতে কোন হিন্দু বিধবা সপত্নীর পৌত্রের কিম্বা সপত্নীর পুত্রবধূর স্থানে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাওয়া করিতে পারে না, তৎ সপত্নী-পুত্রের সহিত অন্য ব্যক্তিরা যৌতরূপে তৎপতির ধনে অধিকারি হইলেও ঐ সপত্নী-পুত্রই তাহাকে প্রতিপালন করিতে বাধিত। কৃষ্ণানন্দ চৌধুরি—বনাম—মোসম্মাৎ রুক্মিণী দেবী। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা.৩, পৃ. ৭০।

নজীর। ১৯৭ ও ১৯৮ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। গোলোকচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি নিজপিতা রামমোহনের জীবন কালে মরে, মৃত গোলোকচন্দ্রের পত্নী শিবসুন্দরী দাসী আপন ইচ্ছায় শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া রামমোহনের আর আর পুত্রের পুত্র ও দায়াধিকারিগণের নামে পৃথক্ অন্নাচ্ছাদন পাইবার নিমিত্তে নালীশ করিল। তিন জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে—অর্থাৎ কাশীনাথ মল্লিক, গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামমোহন নেউগীকে বাচনিক জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহাদের বিবেচনায় এই হইল যে বাটীতে থাকিতে স্থান ও আহার এবং মাসে ১২ টাকা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেবের রায়—আমাদের বিবেচনা হয় যে বাদিনী পৃথক্ জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। শাস্ত্রে যে গ্রাসাচ্ছাদন পদ আছে তাহার অর্থ অনিশ্চিত ও দুর্জ্ঞেয়, অতএব আমরা মাস্‌টরকে এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আদেশ করি যে বাদিনীকে যে টাকা দিতে চাওয়া হইয়াছে তাহা তাহার পদের ও অবস্থার উপযুক্ত কি না।—শিবসুন্দরী দাসী—বনাম—কৃষ্ণকিশোর নেউগী

প্রভৃতি। ২৫ মার্চ ১৮৫১ সাল, সু. কো. (একুইটী মকদ্দমা) টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, খণ্ড ৪, পৃ. ১৭০ ও ১৭১।

৶৹ গৌড় দেশীয় তিলকরাম পাকুড়াশী নামক মৃত এক হিন্দুর দুই পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী পতির পুত্রের নামে নালিশী আর্জি দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে তিলকরাম যে ধন রাখিয়া মরিয়াছেন তাহার যথার্থ ও সম্পূর্ণ হিসাব প্রতিবাদী দাখিল করে, এবং ঐ ধনানুরূপ জীবিকা দিবার জন্যে প্রতিবাদির উপর ডিক্রী সাদের হয়।

প্রথম বার শুনানি হইয়া মকদ্দমা মাসটরের নিকট সমর্পিত হয় এই বিষয়ের অনুসন্ধান ও নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে যে (বাদী প্রতিবাদির অবস্থার প্রতি বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক) মৃত তিলক রাম পাকুড়াশীর জ্যেষ্ঠা পত্নী মন্দোদরী দেবীর উপযুক্ত জীবিকা কি পরিমিত টাকায় হইতে পারে।

মাসটর আপন রিপোর্টে ইহা লিখনান্তে যে উভয় পক্ষের উকীল এবং আদালতের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে (উভয় পক্ষের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) তিনি দেখিলেন যে ২৮০ টাকা হইলে উক্ত মন্দোদরী দেবীর উপযুক্ত জীবিকা হইবে এবং তাহাতে তিনি নিজ কুটুম্বগণকে, গুরুকে, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে, পুরোহিতকে ও দরিদ্র লোককে দানাদি করিতে এবং স্বামির ও নিজের পারলৌকিক উপকারার্থে দৈনিক ধর্ম্মকর্ম্ম, এবং শাস্ত্রীয় দান, অতিথি সেবা, সেবকের বেতন, ও তীর্থদর্শনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা হইবেন। পরে আরো আদেশের নিমিত্তে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে এবং বাদিনীর পক্ষে মাসটরের রিপোর্ট শুনানি হইলে ও কৌন্সলির বক্তৃতা শুনাগেলে এবং প্রতিবাদির পক্ষে কোন ব্যক্তি হাজির নাহইলে আদালত* মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া উক্তি করিলেন যে—“বাদিনী শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী নিজ পতি তিলকরাম পাকুড়াশীর মৃত্যুর দিবস হইতে জীবিকারূপে ২৮০ টাকা পাইতে অধিকারিণী। অতএব আদেশ ও ডিক্রী হইল যে বাদিনীর পতির মৃত্যুর তারিখ হইতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত মুদ্দত চারি বৎসর ও ছয় মাসের কাত তাহার জীবিকা বাবৎ যে সিক্কা ১৫১২০ টাকা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা প্রতিবাদী জয়নারায়ণ পাকুড়াশী বাদিনীকে অবিলম্বে দেয়; আরো আজ্ঞা ও ডিক্রী হইল যে উক্ত প্রতিবাদী অবিলম্বে এ আদালতের আক্কৌন্টান্ট জেনরাল সাহেবের হস্তে এত টাকা সমর্পণ করে যাহার সুদে মাসে সিক্কা ২৮০ টাকা করিয়া এই ডিক্রীর তারিখ হইতে জীবিকা আদায় হইতে পারে। আক্কৌন্টান্ট জেনেরাল সাহেব ঐ টাকায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন ও তাহার সুদ বাদিনী শ্রীমতী মন্দোদরী

* এতাবতা স্পষ্ট প্রকাশ যে দায়াধিকারী যদি ইচ্ছায় অন্নাচ্ছাদন না দেয় তবে শাস্ত্রানুসারে জেওয়ান যাইতে পারে, আমি বোধ করি যে পতির উত্তরাধিকারিরা বিষয় নষ্ট করিতে বা উড়াইয়া দিতে বসিলে অন্নাচ্ছাদনে অধিকারিণী বিধবা তেমত করিতে তাহারদিগকে নিবারণ করিতে পারে, নিদানে এমত অবস্থায় বিষয়াধিকারিকে তাহাদের উপযুক্ত জীবিকা দানের জন্য জামিন দিতে বাধিত করিতে পারে।—কনু. হি. ল. পৃ. ৭২।

দেবীকে যাবজ্জীবন দেওয়া যায়, ইহার মৃত্যুর পরেই ঐ মূলধন বা তাহাতে ক্রীত কোম্পানির কাগজ প্রতিবাদী জয়নারায়ণ পাকুড়াশীকে অর্শিবে ও তাহাকে তাহা দত্ত ও সমর্পিত হইবে, উক্ত প্রতিবাদিকে এমত ক্ষমতা থাকিল যে বাদিনী মরিলে তিনি যেমত আবেদন করা আবশ্যক বোধ করেন তেমত করিতে পারেন। এতদ্ভিন্নেকে আরো আজ্ঞা ও ডিক্রী হইল যে আদালতের মোহর যুক্ত এমত হুকুম-নামা সাদের হয় যে যেপর্য্যন্ত উপরিউক্ত সিক্কা ১৫১২০ টাকা এবং উক্ত জীবিকা উভয়েই উসুল না হয় সে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী উক্ত তিলক রাম পাকুড়াশীর স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিক্রয় বা অন্য কোন রূপে হস্তান্তর করিতে না পারে”।

উক্ত ডিক্রীতে কোন কার্য্য না হওয়াতে মন্দোদরী দেবী পুনর্ব্বার আব্দাশ করিলেন এই প্রার্থনায় যে তাঁহার দাবীর টাকা আদায়ের নিমিত্তে তিলকরাম পাকড়াশীর স্থাবর বিষয় বিক্রয় করা যায়। এই আব্দাশপত্র সপ্রমাণ রূপেই গ্রাহ্য এবং ১৮০২ সাল ৮ জুলাই তারিখে শ্রুত হইয়া মাস্টর সাহেবের প্রতি আদেশ হইল যে তিনি তিলকরাম পাকুড়াশীর যে পরিমিত স্থাবর বিষয় হইতে ১৮০১ সালের ২৩ মার্চ তারিখের ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হয় তাহার হিসাব লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য আক্কৌন্টান্ট্ জেনেরাল্ সাহেবকে দেন।

১৮০১ সালের সেপটেম্বর মাসে মৃত তিলকরাম পাকড়াশীর কনিষ্ঠা স্ত্রী কৌশল্যা দেবী নিজ পুত্র জয়নারায়ণ পাকুড়াশীর নামে নালীশ করিলেন। এই নালীশী আর্জি সপ্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইল। ১৮০২ সালের ২ জুলাই তারিখের কৌশল্যা দেবীর মকদ্দমা এক তরফা শুনানি হইয়া ডিক্রী ও আদেশ হইল যে তিলকরাম পাকুড়াশীর যে বিষয় ছিল ও প্রতিবাদি জয়নারায়ণ পাকুড়াশীকে অর্শিয়াছে তাহা হইতে উক্ত বাদিনী কৌশল্যা দেবী জীবিকা পাইতে ন্যায্যরূপেই অধিকারিণী। এতদ্ভিন্নেকে আরো আদেশ ও ডিক্রী হইল যে এ আদালতের মাস্টরকে বলাযায় যে মৃত তিলকরাম পাকুড়াশীর এক স্ত্রীর উপযুক্ত জীবিকা কত হইলে হইতে পারে তাহা তদারক করিয়া স্থির করেন।”

তদনুসারে মাস্টর সাহেব রিপোর্ট করিলেন যে মাসে সিক্কা ৪০ টাকা হইলে কৌশল্যা দেবীর উপযুক্ত জীবিকা হইতে পারে। মাস্টর সাহেবের রিপোর্ট পাঠে ১৮০৩ সালের ১১ জুলাই তারিখে উভয় মকদ্দমাতে চূড়ান্ত ডিক্রীর মিনিট লিখিত হয়, তদ্যথা—দ্বিতীয় বিধবা বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী বিবেচনায় আদালত উক্তি করিলেন যে এই আদালতের আদেশানুসারে মন্দোদরী দেবীকে দিবার নিমিত্তে ২৮০ টাকা তুলিবার যে আদেশ হইয়াছে ঐ টাকার উপর ঐ দ্বিতীয়া বিধবার প্রাপ্য টাকা বার হয় অথবা তাহা ঐ টাকা হইতে দেওয়া যায়।

১৮ জুলাই তারিখে প্রথম মকদ্দমায় লিখিত মিনিটে বক্ষ্যমাণ কথা লিখিয়া তাহা শুধরাণ হইল, তাহা এই যে শ্রীযুক্ত ই. লয়েড মাস্টর সাহেব (তিলক রাম পাকুড়াশীর বিষয় বিক্রয়ের টাকা হইতে) কৌশল্যা দেবীর প্রাপ্য অন্নাচ্ছাদন

বিষয়ক মাসিক সিক্কা ৪০ টাকার খাতিরজমা করিয়া দিয়া, ১৮০১ সালের ২৩ মার্চ হইতে ১৮০৩ সালের ২১ জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসর দশ মাস ও ষোলো দিবসের কাত বাদিনী মন্দোদরীর বকেয়া বাকী সিক্কা ৬৩০৯।/৫ তাঁহাকে দেন। সু. কো. শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী—বনাম—জয়নারায়ণ পাকড়াশী। ১৮০০ ও ১৮০১ ও ১৮০৩ সাল। শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী—বনাম—জয়নারায়ণ পাকড়াশী। ১৮০৩ সাল। এই দুই মকদ্দমার আর আর বিবরণ মর্ণ্টি ও সাহেবের মুদ্রিত হিন্দু-ল সংক্রান্ত মকদ্দমার রিপোর্টের ৪০৩ হইতে ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যদুমণি দাসী—বনাম—ক্ষেত্রমোহন শীল। সুপ্রীম্ কোর্ট্। ২১ জুলাই ১৮৫৪ সাল।

নজীর
১১৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেবের দত্ত উক্ত আদালতের রায়—এ মকদ্দমায় বিচার্য্য কথা এই যে মৃত কোন হিন্দুর অবীরা স্ত্রী পতির মরণের কিছুকাল পরে দৌরাত্ম্য বা কুব্যবহার বিনা-ও স্বামির গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রথমে নিজ পিতার গৃহে পরে মাসির অর্থাৎ নিজ কুটুম্বের সহিত বাস করে, ঐ আবাস সর্ব্বতোভাবে তাহার উপযুক্ত এবং তাহার ব্যবহার নির্দ্দোষ ছিল, এমত অবস্থায় যে বিষয় তাহার স্বামির ছিল ও তদুত্তরাধিকারিগণকে অর্শিয়াছে তাহা হইতে ঐ বিধবার অন্নাচ্ছাদন পাইবার অধিকার নষ্ট হইয়াছে কি না? এই আদালতের অনেক নিষ্পত্তিতে এমত বিবেচিত হইয়াছে যে এমত অবস্থায় ঐ অধিকার ধ্বংস হয় না। অল্পকাল হইল সদর দেওয়ানি আদালতে নিষ্পন্ন এক মকদ্দমায় * অধিকাংশ জজে এই বিচার করিয়াছেন যে উক্ত রূপ অবস্থায় অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার ধ্বংস হয়। এই বিচারের পর ঐ আদালতে আর এক মকদ্দমায় এমত নিষ্পত্তি হইয়াছে যে যথেষ্টরূপ অন্নাচ্ছাদন না পাওয়াতে কোন বিধবা যদি শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতার আলয়ে বাস করে তাহাতে তাহার অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার ধ্বংস হয় না। নজীর সকল এই রূপ (অনৈক্য) হওয়াতে এই বিষয়ে শাস্ত্র কি মনোনিবেশপূর্ব্বক তদনুসন্ধান করিতে চেষ্টা হইল। সদর আদালতের নিষ্পত্তি যদি আমাদিগের আদালতের নিষ্পত্তি হইতে অধিক যথার্থ ও যথাশাস্ত্র দৃষ্ট হয় তবে এখানকার নিষ্পত্তি অপেক্ষা তদনুগামি হইতে আমরা সন্দেহ করি না। আমরা প্রিবিকৌন্সিলের নিষ্পত্তির অনুগামি হইতে মনস্থ করিয়াছি। কোন হিন্দু বিধবা পিতৃ গৃহে গিয়া থাকিলে তাহার এই অধিকার বিষয়ে ঐ কৌন্সিলে যে সাধারণ বিধান হইয়াছে তাহার অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। উক্ত কৌন্সিলের উক্তি এই যে—"ঐ মকদ্দমাতে বাদিনী ব্যভিচারিণী হওনের মানসে (পতিকুল ত্যাগ করিয়া) গিয়াছিল এমত আপত্তি হয় নাই। স্বামির মরণকালে তাহার বয়স কেবল চৌদ্দ বৎসর মাত্র

* উক্ত লক্ষমণি দাসী—বনাম—জয়গোপাল পাল চৌধুরী প্রভৃতি। ১ জুন ১৮৪৮।

ছিল, দেবরেরা বালক থাকাতে ঐ বিধবাবিবেচনা করিয়াছিল যে পতির মরণোত্তর তাহাদের নিটক হইতে গিয়া মাতারনিকট ও তৎ পরিবারের মধ্যে থাকিলে বিবেচনা সম্মত হয় এবং ভাল-ও দেখায়। অতএব পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ যে দেবরদিগের নিকট হইতে যাওয়াতে তাহার বিষয়াধিকারের স্বত্ব লোপ হয় নাই। এবং মাতার আশ্রয়ে থাকিবার নিমিত্ত যাইতে না দিবার কোন অধিকার বা ক্ষমতা ঐ দেবরগণের নাই। প্রিবি কৌন্সিলে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা অবশ্যই এখানকার সকল আদালতে আইনরূপে মান্য।

প্রিবি কৌন্সিল্ পণ্ডিতদিগের যে ব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন তাহা এই যে—'কোন বিধবা যদি ব্যভিচারাভিলাষ বিনা অন্য নিমিত্তে পতিকুলে বাস ত্যাগ করিয়া পিতৃকুলে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইবে না," কোন হিন্দু বিধবার উত্তরাধিকারিত্বের দাবীতে সদর আদালত উক্ত মকদ্দমার বিচারানুসারে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত আদালতে নিষ্পন্ন পরবর্ত্তি মকদ্দমাতে যে হাকিমের মত আর আর জজের রায়ের সহিত অনৈক্য হইয়াছিল তিনি উপরি উল্লিখিত বিচারকে ঐ মকদ্দবায় প্রামাণ্য নজীর রূপে মান্য করিতে সন্দেহ করিয়াছিলেন, পরন্তু আর আর জজদিগের মত এই হয় যে বিষযাধিকারিরা অনুপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন দিতে চাহিলে বিধবা যদি মৃত পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতার আশ্রয়ে গিয়াথাকে তাহাতে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয় না। যে মকদ্দমাতে স্বত্ব ধ্বংস হওয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে বিচারকারি জজেরা এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে বিধবার মৃত স্বামী কখনো বিষয় অধিকার করে নাই, এবং মকদ্দমা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত বই নয়। আমরা এরূপ প্রভেদ স্বীকার করি না। যাহা হউক সদর আদালতে উপস্থিত মকদ্দমার সহিত বর্ত্তমান মকদ্দমার প্রভেদ আছে।

এস্ট্রেঞ্জ্ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে লিখেন যে উত্তরাধিকারী দায়রূপে যে বিষয় প্রাপ্ত হয় ঐ বিষয় হইতে (মৃত ধনির অবশ্য পোষ্য পরিবারের) অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্য। এ আদালত-ও সর্ব্বদা এই বিবেচনা করিয়াছেন। প্রিবি কৌন্সিলে যে কথার বিচার হইয়াছে তাহা এই যে কোন হিন্দু উত্তরাধিকারিণী ভ্রষ্টাচার বিনা বাসের নিমিত্তে পিতৃগৃহ মনোনীত করিলে সে দায়াদা হইবে কি না। পরন্তু বিবেচ্য এই যে তাহাতে পণ্ডিতেরা সাধারণ অনধিকার বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং উক্ত কৌন্সিল্ বা আদালত সাধারণ রূপে উক্তি করিয়াছেন যে উপরি উক্ত অবস্থায় কোন বিধবা (বাসের নিমিত্তে) পিতৃগৃহ মনোনীত করিলেও তাহার স্বত্ব থাকে, স্বামীর গৃহে বাস করিতে কেহ তাহাকে বাধিত করিতে পারেনা, বিষয়ে অধিকারিণী ও অন্নাচ্ছাদনমাত্রে অধিকারিণী উভয় রূপ বিধবার প্রতিই বাসের এই স্বাধীনত্ব খাটে।

হিন্দু শাস্ত্রীয় প্রাচীন বচনে ও নব্যালিখনে এমত উক্তি আছে যে বিধবাকে পিতৃকুলে বাস করিতে না দিয়া পতিকুলে বাস করাইবার অধিকার পতিপক্ষের আছে, কিন্তু নব্যগ্রন্থকর্ত্তারা তাবৎ প্রাচীন বচনকে বিধি বলিয়া ব্যবহার করে

না। এই কথা সর্ব্বদাই বিচার্য্য যে বিধবাদের প্রকৃতির ঐ অবস্থাসকল আদালতে ধর্ত্তব্য কি না, এবং বর্ত্তমান সমাজে পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে ঐ সকল কতদূর পর্য্যন্ত মতান্তর হইতে পারে। অপিচ বিবেচ্য এই যে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা কোন ক্রমে এমত কহেন নাই যে বিধবা পতিকুল অপেক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করত বাসের নিয়মাতিক্রম করিলে সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অনধিকারিণী হয়। সদর আদালত মেক্‌নাটনের গ্রন্থের যে অংশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এমত লিখা নাই যে বাস বিষয়ক নিয়ম পালন না করিলে স্বত্ব ধ্বংস হইবে। প্রাচীন স্মৃতির বচন সকল দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পন্ন মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে মত দিয়াছেন তাহা তদনুমত। ঐ সকল বচনে উক্ত হইয়াছে যে ব্যভিচার দোষে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তিতে অনধিকার হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত যে ঐ অনধিকার জন্মে তাহা উক্ত হয় নাই। নীতিও ধর্ম্ম বিষয়ক বচনে স্ত্রীলোকদিগকে অনেক কর্ম্ম করিতে আদেশ আছে পরন্তু তাহা না করিলে কখনো স্বত্ব ধ্বংস হয় না। বচনে অর্থ উহ্য বলিয়া স্বত্বধ্বংস হইতে পারে না। মৃত স্বামির গৃহে বাস করিতে যে আদেশ তাহা ঐ বিধবাকে প্রতিপালন করিতে অল্প ব্যয় হইবে অধিক ভারে ঠেকিতে হইবে না এনিমিত্তে নহে (কেননা তাহা অন্নাচ্ছাদনের পরিমাণ ও বাসের দ্বারা বিবেচনা করিয়া দিলেই হইতে পারে, কিন্তু পতিকুলে বাসের আদেশের মূল এই যে ঐ বিধবা কুকর্ম্মে রতা না হয়, আপনার কুলে কলঙ্ক না করে। ঐ সকল বচনে অপরের নিকট গিয়া থাকা দূষ্য কথিত হইয়াছে, পরন্তু স্থানান্তর (অর্থাৎ পতিকুলে) বাসে বিধবা যেমত সংরক্ষিতা হয় ও পিতৃকুলে বাসে-ও তদ্রূপ, তথায় গেলে অপরের নিকট যাওয়া হয় না, তথায় কোন শঙ্কা নাই, অনীতির ও কলঙ্কের বিষয় নহে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের রীতি ও নীত্যনুসারে পিতৃগৃহে বাস ঘৃণ্য নহে, প্রত্যুত আমাদের বোধ হয় যে হিন্দুদের এই সাধারণ ব্যবহার, এই ব্যবহারকে তাঁহারা বিরুদ্ধাচার বোধ করেন না। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোককে শাসনে রাখিতে যে কারণ ছিল তাহা বিষয়ে অধিকারিণী এবং অন্নাচ্ছাদনে অধিকারিণী উভয়রূপ স্ত্রীলোকের প্রতি খাটিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিতে বিধবার বাস-বিষয়ে যে নিয়ম আছে দৃঢ়রূপে তদনুসারিণী না হইলে যে তাহার স্বত্বধ্বংস হইবে তাহাতে এমত কিছু দৃষ্ট হয় না। বিধবার অধিকারবিষয়ক দৃঢ় উক্তি সকল এই উক্তিতে সমাধা করিয়াছেন যে তাহা সদাচার ও নিষ্ঠা নিমিত্ত—ইহা বিধবার সকলরূপ দাওয়াতেই সমভাবে খাটান যাইতে পারে। সদর আদালতে নিষ্পন্ন মকদ্দমায় অধিক অংশ জজেরা এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবা সর্ব্বদাই পরাধীনতাবস্থাপন্না, কিন্তু শ্রীযুক্ত ওএলবি জ্যাক্‌সন্ সাহেব দৃঢ় কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দৃঢ় বাক্যে উক্ত মতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে পূর্ব্বকালে এই রূপ অবস্থাই ছিল এবং অদ্যাপি কতক আছে। পরন্তু হিন্দু স্ত্রীলোকের অবস্থা শুধরাইয়াছে এবং শুধরাইতেছে।

সুপ্রীমকোর্টে কেবল তিন বিষয়ে হিন্দুদিগের মকদ্দমা তৎ শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হয়—অর্থাৎ নিয়ম, উত্তরাধিকার, ও দায়াধিকার। আর আর বিষয়ে

তাহারাও এই আদালতের ইংরাজি আইনের অধীন; কেবল এই মাত্র মতান্তর হয় যে তাহাদিগের কুলাচার ও পরিবারীয় কর্ত্তাদিগের যে বিশেষ অধিকার থাকে তাহা মান্য হয়। ঐ সকল অধিকার প্রচলিত রাখিতে এ আদালত বাধিত এবং সর্ব্বদাই বাঞ্ছিত। হিন্দুদের শাস্ত্রের অনেক বচনে উক্তি আছে যে কেবল শাস্ত্রাপেক্ষা করিয়া কারণ ও ন্যায়ের প্রতি অধিক মনোযোগ কর্ত্তব্য, এবং যে-স্থলে সদাচার থাকে সেস্থানে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া মান্য। এক কালের আচার যে অন্য কালের আচারের সহিত অবশ্যই একরূপ হয় এমত নহে—কদাচার লোপ পাইয়া যায়, এবং মনুষ্য যেমত সভ্য ও বিদ্বান হইতে থাকে তেমতি সুশীল ও ধৈর্য্যশীল হইতে এবং অন্যের স্বাভাবিক অধিকারকে অধিক মান্য করিতে শিখে, দুর্ব্বল অত্যল্প দৌরাত্ম্য-ভাজন হয়, দাস স্বাধীন হইয়া উঠে, এবং স্ত্রীলোকের অধিকার সকল নিদানে কিয়দংশে স্বীকৃত হয়। সর্ হেনরি সিটন্ সাহেব কহেন—"আমি সর্ব্বদাই এই বুঝিয়াছি যে কোন দেশের আইন গ্রন্থে লিখিত বাক্যে মাত্রে প্রাপ্য নয় কেননা তাহা কেবল তাহার মূল বই হইতে পারে না, কিন্তু ঐ বাক্যকে আশ্রয় করিয়া যে আচার প্রচলিত হইয়াছে (তাহা অধিকাংশে ঐ আইনের সঙ্গে না মিলিলে এবং কখন কখন তাহার বিপরীত হইলেও) তাহাই আইন বলিয়া মান্য"। সদর আদালতে অন্যরূপ বিধান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এ আদালতের অনেক নিষ্পত্তিতে যে বিধান স্থাপিত হইয়াছে আমরা তদ্ভিন্ন অন্য বিধান করিতে পারি না, কিন্তু বোধ হই-তেছে যে ধার্ম্মিক ও সুবুদ্ধি হিন্দুদিগের মধ্যে আচার বিষয়ে যে ন্যায্যরূপ স্বাধীনত্ব ব্যবহার হইয়াছে (সদরের) উক্ত বিধান কিয়দংশে তাহার শাস্তা স্বরূপ। আমরা আরো বিবেচনা করি যে ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্রে যখন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দুদের নিকট উৎকট বলিয়া গণিত অপরাধেও স্বত্ব ধ্বংস হয় না তখন শাস্ত্রের বিধানের কিছু উল্লঙ্ঘন হইলে তাহাতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ডিক্রী করা ঐ শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম নয়, বিশেষতঃ এমত বিষয়ে যাহাতে কলঙ্ক হয় না, অধর্ম্ম নাই, শঙ্কাও নাই।

আমরা বিবেচনা করি যে উক্ত বিধবা যে পরিমাণ দাওয়া করে তাহার কিয়দংশ তাহার প্রাপ্য। তাহাকে যে ছয় টাকা দিতে স্বীকার করা হইয়াছে তাহা তৎসম্ভ্রম ও ধনির সম্পত্তি দৃষ্টে আমাদের নিকট অত্যল্প বোধ হয়, এবং সে যে (২০) কুড়ি টাকা দাওয়া করে তাহা বিষয় থাকিলে অত্যধিক হইত না, অতএব আমরা ডিক্রী করিলাম যে সে মাসে ১০ দশ টাকা করিয়া পায়, এবং এই গ্রাসাচ্ছাদন দাবীর তারিখ হইতে প্রাপ্য। উপরোক্ত মকদ্দমায় আমরা এমত আজ্ঞাও করিতে পারিতাম যে বিগতকালের অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্য নয়, এবং পতিকুলে বাস করিলে তবে আগামি গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্য; কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমায় গ্রাসাচ্ছাদনের ডিক্রীতে এমত নিয়ম করণের আবশ্যকতা নাই। তদনুসারে মকদ্দমা ডিক্রী হইল। ইংলিস্‌ম্যান্ সমা-চারপত্র, ২৬ জুলাই ১৮৫৪ সাল।

দরখাস্ত নং ২৮৩, ১৮৫২ সাল।

রামসুন্দরী দেবী, বাদিনী—বনাম—রামধন ভট্টাচার্য্য, প্রতিবাদী।

৵০ খাস আপীল মঞ্জুরির দরখাস্তের হেতুবাদ এই যে প্রতিবাদির জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃতরামকুমারেরপত্নী বাদিনীনিজ শ্বশুরের স্থানে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়; সে ১২৫১ হইতে ১২৫৭ সাল পর্য্যন্ত মুদ্দতের দাবী করে, তাহাতে (সাধারণরূপে) অন্নাচ্ছাদনের ডিক্রীদেওয়া হয়, পরন্তু পিত্রালয়ে বাস করিতে যাওয়াতে তাহার সকল দাওয়া নষ্ট হইয়াছে। প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং আদালতের সংস্থাপিত নজীর অনুসারে ঐ পরিবারের দায়াদ স্থানে সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী হওয়াতে (এবিষয়ে) ব্যবস্থা তলবের আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয় আপত্তি ভাল অর্থাৎ গ্রাহ্য বটে, তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে দৃষ্ট হইতেছে নিম্ন দুই আদালত উক্তি করিয়াছেন যে প্রতিবাদী বাদিনীকে আপন বাটি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এবং বাদিনীর স্বামিকে তাহার পিতা (অর্থাৎ) প্রতিবাদী ত্যাজ্য পুত্র করে নাই। অতএব এমত অবস্থায় বাদিনী অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার নষ্ট করে নাই। তাহার পিতৃগৃহে আশ্রয় লওয়া তাহার স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম হয় নাই। ১০ আগষ্ট ১৮৫২ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৭৯৬।

মকদ্দমা নং ৬৭৭, ১৮৫৮ সাল।

বামাসুন্দরী দেবী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—মৃত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী পদ্মমণি (প্রতিবাদিনী) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর
২০০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ বাদিনী তাহার পিতার উইলে যে ভরণপোষণ দত্ত হইয়াছে তত্তুল্য টাকা পাইবার প্রার্থনায় নালিশ করে। মুনসিফ্ দাবী করা টাকার ডিক্রী দেন, পরন্তু আপীলে জজ সাহেব ঐ নিষ্পত্তি রদ করেন এই বিবেচনা করিয়া যে উইলের পঞ্চম প্যারাগ্রাফের মজমূন অনুসারে বাদিনী যতদিবস পিতৃপরিবারের সহিত একত্র বাস করিতে থাকিবে তত দিবসই কেবল অন্নাচ্ছাদন পাইবে, কিন্তু ঐ পরিবার ত্যাগপূর্ব্বক পতির পরিবারের সহিত গিয়া বাস করাতে এবং সে দৌরাত্ম্য হেতু পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিতে বাধিতা হইয়াছিল ইহা প্রমাণ করিতে অশক্তা হওয়াতে সেই অন্নাচ্ছাদন অথবা তত্তুল্য ধন পাইতে অধিকারিণী নহে।

জজ সাহেব উইলের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না তদবধারণ নিমিত্তে আমরা খাস আপীল মঞ্জুর করিলাম।

বিচার—

জজ সাহেব রায় দিয়াছেন যে—খাস আপীলের দরখাস্ত কারিণী পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া গেলে ভরণপোষণের পরিবর্ত্তে টাকা পাইবে উইলকর্ত্তা এমত অভিপ্রায় করেনাই। জজের ঐ মতের সহিত আমাদের মত মিলে। যে পর্য্যন্ত

সে ঐ পরিবার ভুক্ত হইয়া রহিয়াছিল সে পর্য্যন্ত অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী ছিল। উইলের মজমূনেএই কথা উপ্খিত হইতে পারে যে সে এখনো তাহা দাওয়া করিতে পারে কি না, পরন্তু উইল-কর্ত্তার যদি এমত অভিপ্রায় থাকিত যে সে ঐ পরিবার ত্যাগ করিয়া গেলেও টাকা পাইবে তবে উইল কর্ত্তা তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া লিখিত। আমরা খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম। ১৪ এপ্রেল ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৪৫৭।

৺০ মৃত রাজা নবকৃষ্ণের দুই পত্নী—কুঞ্জমণি দাসী ও বিলাস দাসী উক্ত রাজার দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেবের এবং ঔরস পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের নামে এই প্রার্থনায় নালিশ করিলেন যে প্রতিবাদিরা বিষয়ের হিসাব ও তাঁহার দিগকে পৃথক্ জীবিকা দেন। রাজা রাজকৃষ্ণ আপন জওয়াব মৃত রাজা নবকৃষ্ণের উইল সম্বলিত দাখিল করিলেন; প্রকাশ পাইল যে ঐ মৃত রাজা আপনার প্রত্যেক স্ত্রীর মর্য্যাদানুরূপ ধন এবং অলঙ্কার দিয়া গিয়াছেন ও তিনি আরো আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে বাস করিলে ঐ বিধবারা তাঁহার পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ হইতে অন্নবস্ত্র পাইবেন। প্রতিবাদিরা বয়ান করিলেন যে উক্ত বিধবারা (অর্থাৎ বাদিনীরা) বিনা কারণে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিয়াছেন, অপিচ রাজা রাজকৃষ্ণ স্বীকার করিলেন যে বাদিনীরা পতির গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তিনি তাঁহাদের প্রতিপালন করিবেন। এতাবতা প্রতিবাদিরা আপন ওজর অকাট্য রূপে সাব্যস্ত করাতে মকদ্দমা ডিস্মিস্ হইল। তথাচ বিষয়ানুরূপ অন্নাচ্ছাদন পাইতে বিধবার যে অধিকার আছে তাহা অস্বীকৃত হইল না। প্রত্যুত তাহা স্বীকৃতই হইল, পরন্তু বাদিনীদের দাওয়া কেবল এই রূপ দেখানতে ডিস্মিস্ হইল যে তাঁহাদের স্বামী যেরূপ অন্নাচ্ছাদন দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা পাইয়াছেন কিম্বা পাইতে পারেন। কম্. হি. ল. পৃ. ৬১।

রাণী ইচ্ছাময়ী দাসী—বনাম—রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর।

নজীর
১২৫ ও ১২৮ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

মহামান্য জে. পি. নরম্যান্ সাহেব জজ (বিচার করিলেন যথা,) বাদিনী প্রতিবাদির জ্যেষ্ঠা পত্নী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জননী। ইনি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন পাইবার ডিক্রী প্রার্থনা করেন—এই এজহারে যে প্রতিবাদী বিপুল বিষয় সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি বাদিনীকে তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে দেন না, অথবা মাসিক ৪০ টাকার ঊর্দ্ধ মসহারা দিতে চাহেন না—কিন্তু প্রতিবাদির আয় বিবেচনা করিলে তাহা অনুপযুক্ত, আর বাদিনী তাঁহার পত্নী বলিয়া যেমত মর্য্যাদান্বিতা তাহাতে প্রতিবাদীর যথার্থ গ্লানির কারণ হইতে পারে এমত কোন কর্ম্ম না করায় ঐ পরিমিত জীবিকা তাঁহার (অর্থাৎ বাদিনীর) প্রতিপালনার্থে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

নিজ বর্ণনাপত্রে বাদিনী কহেন যে তাঁহাকে অপ্রচুর মসহারা দত্ত না হওয়াতে তিনি ৮০০০ হাজার টাকা পরিমাণে ঋণ করিতে বাধিতা হইয়াছেন। ১৮৬৫ সালের

আক্টোবর মাস অবধি প্রতিবাদী বাদিনীকে কোন টাকা দেন নাই, প্রত্যুত তিনি পূর্ব্বে বাদিনীকে যে মসহারা দিতেন তাহা তাঁহার মাতার স্থানে বাদিনী যে ঋণ লইয়াছেন ঐ ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে আটক করিয়াছেন, প্রতিবাদী শাসাইয়াছেন যে তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিবেন; এবং নিজ জীবিকা আহরণার্থে বাদিনীকে স্বীয়াভরণ বন্ধক দিতে হইয়াছে।

প্রতিবাদী নিজ বর্ণনাপত্রে মাসিক ৪০ টাকা অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে যথেষ্ট হওয়ার আপত্তির কারণ দর্শাইয়া কহেন যে কৃষ্ণসখা ঘোষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমাতে আদালতে স্থিত ধন হইতে তিনি গুজরাণের নিমিত্তে মাসে ৩৫০ টাকা পাইয়া থাকেন, যাহাই কেবল তাঁহার চিরস্থায়ি আয় যাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন। এবং আর আর উপায়ে তাঁহার যে ক্ষুদ্র অথচ অনিশ্চিত আয় আছে তাহা একত্র করিলেও তাঁহার নিজের ব্যয় এবং পরিবারীয় আর আর ব্যক্তিদের প্রতিপালনের ব্যয় ধরিলে তিনি বাদিনীকে মাসে ৪০ টাকার অধিক দিতে অপারক। তিনি কহেন —'আমি বাদিনীকে আমার সহিত বাস করিতে দিতে অস্বীকার করিনা, অথবা বাদিনী এক্ষণে যে মহলে বাস করিতেছেন, সে মহল হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিব বলিয়া শাসাই নাই'।

প্রতিবাদির আয় কত তাহা প্রমাণ করিতে বাদিনী তাঁহাকে সাক্ষি মানেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে গত এগার বৎসরে তাঁহার মোট আয় ১৪০৭৮০ টাকা হইয়াছে অথবা গড়ে ১২৭৯৮ টাকা বার্ষিক আয় হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনামতে আর এক প্রকারে হিসাব করিলে ঐ আয় অনুমান চৌদ্দ হাজার টাকা বোধ হইবে। কিন্তু প্রতিবাদির যে সকল সম্পত্তি লিখিত হইয়াছে অন্মধ্যে এক তালুকের বার্ষিক মুনফা ৯০০ টাকা যাহাতে ৫৮০০০ টাকা ব্যয় হওয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এবং বর্ণনাপত্রে প্রতিবাদী যে অত্যন্ত অকাপট্য পূর্ব্বক কহিয়াছেন ' আমার চিরস্থায়ি মাসিক অথচ নির্ভর করার উপযুক্ত আয় ৩৫০ টাকা' এবং আর আর উপায়ে তাঁহার যে অনিশ্চিত অথচ ক্ষুদ্র আয় আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি সাক্ষির কাঠরায় (দাঁড়াইয়া) এবিষয়ে যে সাক্ষ্য দিলেন তাহাতে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিনা, বিশেষ যখন দেখা যাইতেছে যে তিনি বাদিনীকে নিজ আয় বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কহিয়াছেন (তখন আর তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না)।

সপ্রমাণ হইয়াছে যে দ্বিতীয়া স্ত্রী রাণী অভয়ামণিকে বিবাহ করার পরে প্রতিবাদী অনেক বৎসরাবধি বাদিনীর সহিত সহবাস করা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে মাসে ২০ টাকা করিয়া তাঁহার অন্নাচ্ছাদনার্থে দিয়াছেন, এবং সে সময় অবধি বাদিনীর নিমিত্তে মাসে ৪০ টাকা ও তাঁহার পুত্রের নিমিত্তে মাসে আর ১০ টাকা দিয়াছেন ও তদতিরেকে ঐ পুত্রের ইস্কুলের ব্যয় দিয়াছেন।

ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে বাদিনীর প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করা হইয়াছে

এবং তাঁহার চরিত্রের প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে, পরন্তু এমত করা যে উচিত হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা দেখাইতে পারিলেন না।

এক্ষণে কথা এই যে এমত অবস্থায় কোন বা কি প্রকার জীবিকা দেওয়া-ইতে আদালতের অধিকার আছে? যেহেতু কোন হিন্দু পরিবারে কর্ত্তার (যথা ভর্ত্তার বা পিতার) ঐ পরিবারের উপর যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব তাহাতে আদালত হইতে অনাবশ্যক রূপে হস্তক্ষেপ হইলে তাহা আমি অতি দূষ্য বোধ করি. অতএব আমি সাবধানে এই বিষয় বিবেচনা করিতেছি।

দৃষ্ট হইতেছে যে হিন্দধর্ম্ম শাস্ত্রের বক্ষ্যমাণ বাক্যগুলি বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রযুজ্য। কোলব্রুকের ডাইজেষ্টের বুক ৪, চ্যাপটর ১, সেক্সন ২, শ্লোক ৫৯, নারদ বচন (তদযথা,—) "পত্নী আজ্ঞানুকারিণী, সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহে দক্ষা, উৎকৃষ্ট পুত্রজননী ও প্রিয়বাদিনী হইলেও যে ব্যক্তি ঐ পত্নীকে ত্যাগ করে, তাহাকে নিজ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দিতে অথবা নির্দ্ধন হইলে স্ত্রীর অন্নাচ্ছাদন দিতে বাধিত করিতে হইবে। মেক্‌নাটন (হিন্দু-ল-র ১ বালামের ৫৯ পৃষ্ঠাতে) কহেন—"যে কোন কারণে কোন পত্নী পরিত্যক্তা হউক, তবদবস্থাতেই সে প্রচুর অন্নাচছাদন পাইতে অধিকারিণী"। প্রথম বিবাহিতা পত্নী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন আপত্তি থাকিলে যখন দ্বিতীয় বিবাহ করা হয় তখন মিতাক্ষরাতে এই এক প্রভেদ করা হইয়াছে যে সে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যয়োপযুক্ত ধন পাইতে অধিকারিণী, কিন্তু যখন প্রথম স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন আপত্তি না থাকে তখন পতির বিষয়ের তৃতীয়াংশ তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালীয় ব্যবহারে অধিবিন্না স্ত্রীকে অন্নাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিলেই স্বামী তাহা যথেস্ট বিবেচনা করে। এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল-তে চিত্তূরের প্রবিন্সাল্‌ কোর্ট হইতে নিষ্পন্ন এক মকদ্দমাতে উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মশীলা পত্নীকে ত্যাগ করণের উৎকৃস্ট বিধান এই বোধ হইতেছে যে সে উপযুক্ত জীবিকা পাইতে যোগ্যা হয়, ও তাহার চরম সীমা স্বামীর সম্পত্তির তৃতীয়াংশ।—বর্ত্তমান মকদ্দমাতে এই সকল বিধান প্রয়োগ করাতে দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনীকে ত্যাগ করণে প্রতিবাদী শাস্ত্রানুসারে দোষী, এবং নিজে পরিবারের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার যেমত বিবেচনা হয় বাদিনীকে তেমত জীবিকা দাতব্য নয়, কিন্তু বাদিনীর অভাবের পরিমাণে অথচ অবস্থার (অর্থাৎ মর্য্যাদার) উপযুক্ত ন্যায্য জীবিকা দিতে তিনি বাধিত। সপ্রমাণ হইয়াছে যে তিনি যে মসহরা স্বীকার করিয়াছেন তাহা রীতিমত দেওয়া হয় নাই। বাদিনী যাহাতে উপযুক্ত জীবিকা পায়েন তাহার খাতির জমার নিমিত্তে আদালত হইতে হুকুম হওয়া আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে। বাদিনী কি পরিমাণে জীবিকা পাইতে অধিকারিণী তদ্বিষয়ে প্রতিবাদির পরিবারের ভিন্ন২ শাখার বিধবাগণে যৎপরিমিত পাইয়াছেন তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে ও তাহা মাসে ৪০ টাকা। পরন্তু হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানু-সারে বিধবারা ক্ষান্তা ও ভোগবর্জ্জিতা হইয়া জীবন ধারণ করে, অতএব যে পরিমিত জীবিকা এক বিধবার নিমিত্তে প্রচুর হয় তাহা মহামর্য্যাদান্বিত ও

বিশাল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির পত্নী যে বাদিনী তাঁহার নিমিত্তে যথেষ্ট হইতে পারে না। রাজা কমলকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজ পত্নীকে মাসে ১০০ টাকা করিয়া যে দত্ত হয় তাহা প্রতিবাদীর দায়ের পরিমাণ গণ্য করা যাইতে পারে না। রাজা কমলকৃষ্ণের পত্নী পতিকর্ত্তৃক তৎ সংসারের ও ভৃত্যাদিগের কর্ত্রী রূপে সম্মানিতা হওয়ায় বাদিনী হইতে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত ভিন্ন রূপ, বাদিনী পুনর্ব্বার তদবস্থাপন্না হইবেন ইহা সম্ভব নহে। আমার বোধ হইতেছে বাদিনী নিজ দাওয়ার অতিরিক্ত পরিমাণ করিয়াছেন। রাজা কমলকৃষ্ণের পরিবারাপেক্ষা প্রতিবাদির পরিবার যে অনেক অধিক তৎপ্রতি বিবেচনা করিলাম। কিন্তু আমি বিবেচনা করি বাদিনী ন্যায্য রূপে মাসে ৮০ টাকা করিয়া পাইতে অধিকারিণী. যদি তিনি ভদ্রাসন বাটী হইতে বহিষ্কৃতা হয়েন তবে ঐ মসহরা বৃদ্ধি হইয়া ১২০ টাকা হইবে, এবং ১৮৬৫ সালের মে মাস অবধি ঐ পরিমিত টাকার ডিক্রী হইবে। বাদিনী দ্বিতীয় শ্রেণির খরচা পাইবেন। হা. কো. প্র. ২২ এপ্রেল ১৮৬৫ সাল।

রজোমণি দাসী—বনাম—শিবচন্দ্র মল্লিক।

কোন (হিন্দু) ব্যক্তির মৃত পুত্রের পত্নী অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে শ্বশুরের নামে এই মকদ্দমা উপস্থিত করে।

বাদিনী রাজনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির দুহিতা এবং প্রতিবাদি শিবচন্দ্র মল্লিকের পুত্রের বনিতা।

বক্ষ্যমাণ কএকটী ইস্যু উত্থিত হয়। প্রথম,—বাদিনীর স্বামি নিজ পিতার অর্থাৎ প্রতিবাদির সহিত ভোজনে ও পূজনে একত্র থাকায় বাদিনী অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী কি না? দ্বিতীয়,—বাদিনী শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তাহার সেই অধিকার এখনও আছে কি না?

কথিত হইয়াছে যে শিবচন্দ্র ও তাহার পুত্র কানাই লাল ভোজনে ও পূজনে অবিভক্ত ছিল, কিন্তু উক্ত হইয়াছে যে তাহাদের বিষয় সাধারণ ছিল না, প্রত্যুত বলা হইয়াছে যে তাহারা পৃথক্‌রূপে কাপ্তানের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়াছে, পতির মৃত্যুর এক বৎসর পরে বাদিনীর দশবৎসর বয়ঃক্রম ছিল, তৎকালে সে প্রতিবাদির বাটীতে গিয়া বাস করে, ও তথায় তিন মাস থাকিয়া সে ঐ বাটী ত্যাগ করে, ত্যাগ করার কারণ এই কহে যে সে যন্ত্রণা পাইয়াছে ও তাহার মৃত পতির ভ্রাতৃপত্নী কুড়ামণি ও গোবিন্দমণি তাহাকে মারিয়াছে, সে আরো আন্দাশ করে যে তাহারা দিবসে তাহাকে একবার মাত্র আহার দিত ও পাণ খাইতে দিত না, অন্য কেহ তাহার উপর দৌরাত্ম্য করে নাই, কিন্তু তাহাতে সে শিবচন্দ্রের নিকট আন্দাশ না করিয়া মাতৃগৃহে প্রত্যাগমন করে। ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ এই ছিল যে সে একবার বই আহার পাইত না, ও পাণ পাইত না, তাহার জাতির বিধবারা পাণ খাইয়া থাকে।

নরম্যান্ সাহেব চিফ্ জষ্টিস্ (বিচার করিলেন যথা) প্রমাণদ্বারা আমার হৃদ্বোধ হয় না যে প্রকৃত প্রস্তাবে বাদিনীর উপর এমত দৌরাত্ম্য হইয়াছে যে তদ্দ্বারা

প্রতিবাদির গৃহে থাকা বাদিনীর অসাধ্য হইয়াছিল। তাহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বিধবাদের উপর হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও আচারে যেরূপ কঠোর নিয়ম বিহিত হইয়াছে দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনী তদাচরণে সঙ্কুচিতা হয়।

হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহার শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিতা হওয়া সম্ভব্য ও তাহাকে অন্নবস্ত্র দেওয়া তৎশ্বশুরের উচিত। কিন্তু যখন পিতা পুত্রের বিষয় সাধারণ ছিল না, তখন পুত্রবধূকে অন্নাচ্ছাদন দেওয়া কেবল নীতি সম্মত কর্ম্ম বোধ হয়, তাহা করিতে তাহাকে আইন মতে বাধিত করা যাইতে পারে না, পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে পিতার উপর আইন মতে তাহার যে অধিকার ছিল, শ্বশুরের উপর পুত্রবধূর অধিকার তাহা হইতে অধিক হইতে পারে না।—তাদৃশ অবস্থাপন্ন পতি নিজ পিতাকে তাঁহার বিষয়ের অংশ দিতে বাধিত করিতে পারিত না।

মৃত ধনস্বামী যে অনধিকারিদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধিত ছিল, তাহার বিষয় হইতে যে অবস্থায় ঐ অনধিকারিদিগকে প্রতিপালন করণে বাধিত রূপে উত্তরাধিকারী বিষয় গ্রহণ করে তাহা হইতে বর্ত্তমান মকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরূপ, ও তাদৃশ অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে যে উত্তরাধিকারি রূপে যে ব্যক্তি দায়রূপ ধন গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র তাহার উপর ঐ ভার চাপাইয়া দেন। এবং যে ব্যক্তি অন্নাচ্ছাদন দাওয়া করে দায়াধিকারের ন্যায় তাহার অধিকার শাস্ত্র-সম্মত। মনু. অ. ৯, ব. ২০১, ২০২, শ্যামাচরণের ব্যবস্থাদর্পণ (প্রথম বার মুদ্রিত) পৃ. ৩১৫, দায়ভাগ, চ্যা. ৫, সেক্. ১১, চ্যা. ১১, সেক্ ১, পাবা ৪৯, মেক্নাটনের হিন্দু ল. বা. ২. পৃ. ১০৫, ১০৬, ১১৬, ১১৭, ১১৯।—রায় শ্যাম বল্লভ আপিলান্ট—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ রেস্পণ্ডেন্ট। সিলেকৃট রিপোর্ট বা ৩, পৃ. ৩৩, এষ্ট্রে. হি. ল বা. ২, পৃ. ২৯৭, এবং কোলব্রুকের বিবেচনা, ঐ. পৃ. ৩০৪।

মেক্নাটনের দ্বিতীয় বালামের ১১৮ পৃষ্ঠায় এক মকদ্দমাতে এমত বিবেচিত হইয়াছে যে যে পুত্রে নিজজীবন কালে পিতা হইতে পৈতামহ ধনের স্বকীয় অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে তন্মরণে তাহার স্ত্রী শ্বশুরের স্থানে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাওয়া আদালতে করিতে পারে না। এবং মেক্নাটনের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালামের ১১ পৃষ্ঠায় ধৃত ৪ নং মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে শ্বশুরের পত্নীর স্থানে অন্নাচ্ছাদন অথবা অন্নাচ্ছাদনার্থে ধন পাইতে পুত্রবধূর যথাশাস্ত্রঅধিকার নাই। আমার বোধ হয় শেষোল্লিখিত দুই মকদ্দমাতে সংস্থাপিত মত একণে আমার সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমাতে প্রযুজ্য, এবং তদনুসারে বাদিনী শ্বশুরের উপর অন্নাচ্ছাদনার্থে মসহারার ডিক্রী পাইতে অধিকারিণী নহে, এতাবতা প্রতিবাদী তাহাকে যেরূপে অন্নাচ্ছাদন দিতে ইচ্ছা করে তাহাকে সেই প্রকার অন্নাচ্ছাদন লইতে স্বীকার করিতে হইবে। এবং এমত বলিতে প্রতিবাদির ক্ষমতা আছে—'যদি আমার বাটীতে না থাক তবে অন্নাচ্ছাদন দিব না'। ১৮৫২ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে যে বিচার হইয়াছে (দ্রষ্টব্য সদর রিপোর্ট, পৃ. ৭০৬, ব্য. দ. পৃ. ৩৮৬) ইহা (অর্থাৎ

এই বিচারে) তাহার বিপরীত বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা হইয়াছে এমত বোধ হয় না, পরন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে নিম্ন আদালতে তৎপ্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বিষ্ণুর বিরুদ্ধে কালীদাসীর মকদ্দমাতে সর্ মর্ড্যান্ট ওয়েল্‌স্ সাহেব অন্নাচ্ছাদন দিবার হুকুম দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে উক্ত কথার প্রকাশ্য রূপে তর্ক করা হয় নাই। ২৩ জুন ১৮৬৪ সাল। হা. কো. প্র.। হাইড্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, পৃ. ১০৩।

রাণী বসন্ত কুমারী—বনাম—রাণী কমলকুমারী প্রভৃতি।

নজীর
২০১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কোন হিন্দু বিধবা পতিকুল হইতে বর্ত্তন পাইবার দাবী উপস্থিত করিলে এমত প্রমাণ হওয়াতে যে তিনি এমত ভ্রষ্টাচারা যে তাহাতে শাস্ত্রমতে আদালতের বিবেচনায় পতিকুল হইতে বর্ত্তনের দাওয়া করিতে অনধিকারিণী হইয়াছেন, তাঁহার ঐ দাবী ডিস্‌মিস্ হইল। ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৪৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১৪৪।

চতুর্থ অধ্যায়।

অপ্রাপ্তব্যবহার কাল ও নিস্পৃষ্টার্থ বিষয়ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—অপ্রাপ্তব্যবহার বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ২০৬ বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্তই অপ্রাপ্তব্যবহারকালত্ব*।

প্রমাণ। ০/ বালক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু ও গর্ভস্থ সদৃশ জ্ঞেয়, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত সে বাল (অ) এবং পোগণ্ড কথিত, পরে ব্যবহারজ্ঞ হয়। নারদ ও কাত্যায়ন। ব্যবহার তত্ত্ব, পৃ. ৬৪। বি. ঋ. র. ৮।

২০৬ বঙ্গদেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারেণ পঞ্চদশ বৎসরান্ত পর্য্যন্তমেব অপ্রাপ্তব্যবহারকালত্বং *।

/০ গর্ভস্থৈঃ সদৃশো জ্ঞেয়ঃ, অষ্টমাৎ বৎসরাৎ শিশুঃ। বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ (অ) পোগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে। পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ। নারদকাত্যায়নৌ। ব্যবহারতত্ত্বং, পৃ. ৬৪। দ্রষ্টব্যং বি. রি. ঋ. ৮।

---

* দ্রষ্টব্য—শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টীকা, পৃ. ৭৬। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৩। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে গবর্নমেন্টের আইন মতে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তব্যবহার কালত্ব। দ্রষ্টব্য—১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা।

(অ) ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎ পর্য্যন্ত সীমা, এতাবতা পঞ্চদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বালক বা অপ্রাপ্তব্যবহারকাল। বিবাদভঙ্গার্ণব।

(অ) আষোড়শাৎ বর্ষাৎ [illegible]দায়াং আঙ্ মর্য্যাদা সীমা ইতি পর্য্যায়ঃ,—তেন পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালক ইতি ভাবঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

৵০ পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কুমারত্ব, দশম পর্য্যন্ত পোগণ্ডত্ব, পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত কিশোরত্ব, তাহার পর যৌবন। শ্রীধর স্বামি-ধৃত বচন। প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব। বি. শ্রী. র. ৮।

৵০ কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃপরং। শ্রীধরস্বামি-ধৃত বচনং। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।—বি. শ্রী. র. ৮।

পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালক যে অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল ও বাল—সংজ্ঞিত ইহাতে সকলেই একমত, পরন্তু এতৎ কালাভ্যন্তরে বিশেষ সময়ে তাহার বিশেষ নামকরণে গ্রন্থকর্ত্তারা একমত নহেন, যথা নারদ কাত্যায়ন বচনে বালক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সংজ্ঞিত, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল এবং পোগণ্ড কথিত হয়। শ্রীধর স্বামি-ধৃত বচনে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কুমার, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড, পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কিশোর, তৎপরে যুবা কথিত হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত কাত্যায়ন-বচনোপলক্ষে জগন্নাথ যাহা লিখিয়াছেন তদ্‌যথা—"অষ্টম বর্ষ অবধি অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু, বালকও বটে; অপর ভেদও আছে—পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বালক কুমার সংজ্ঞিত যেহেতু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ধৃত বচনে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কুমার। এই সকল বিশেষের প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তাদিতে জ্ঞেয়, এস্থলে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার-কাল গ্রাহ্য, পরন্তু ইহা ভূমিষ্ঠ হওনের দিবস হইতে সাবন বর্ষ গণনায় জ্ঞেয়, তাহার পর

পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালকোঽপ্রাপ্তব্যবহার বালসংজ্ঞিতোঽত্র সর্ব্বেষাং মতৈক্যং, পরন্তু এতৎ কালাভ্যন্তরে বিশেষ সময়ে বিশেষ নামকরণে ন তেষাং মতৈক্যং, যথা নারদ কাত্যায়ন বচনে অষ্টম বৎসর পর্য্যন্তং বালকঃ শিশু সংজ্ঞিতঃ, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্তং স বালঃ, পোগণ্ডশ্চাভিহিতঃ। শ্রীধর স্বামি-ধৃত বচনে পঞ্চমাব্দান্তং কৌমারং, দশমাবধি পৌগণ্ডং, পঞ্চদশ বর্ষান্ত পর্য্যন্তং কৈশোরং, ততঃপরং যৌবনমভিহিতং। অত্রবিষয়ে উক্ত কাত্যায়ন বচনোপলক্ষেণ জগন্নাথেন যল্লিখিতং তদ্‌যথা—"আষ্টমাদিতি আ-অষ্টমাদিতি সন্ধিঃ শিশুরিতি, অযমপি বালক ভেদঃ অপরোঽপি পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্তং কুমার নামা বালকঃ,—'কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং' ইতি স্মার্ত্তধৃত বচনাৎ। এতেষাং বিশেষ প্রয়োজনন্তু প্রায়শ্চিত্তাদৌ জ্ঞেয়ং। অত্রতু পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালো গ্রাহ্যঃ, এতত্তু প্রসবাবধি সাবন বর্ষ গণনয়া জ্ঞেয়ং, ততঃ পরন্তু ব্যবহারজ্ঞ

ব্যবহারজ্ঞ ইহা কাত্যায়ন কর্ত্তৃকই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে *।

ব্যবস্থা। ২০৭ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি ব্যবহার কার্য্য করিতে অ-যোগ্য, তৎকর্ত্তৃক তাদৃশ কার্য্য কৃত হইলে তাহা অসিদ্ধ ও নিবর্ত্তনীয় †।

প্রমাণ। /০ মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, অধীন, বালক, বৃদ্ধ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে ব্যবহার কার্য্য কৃত হয় তাহা অসিদ্ধ। মনু।

৵০ মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত ব্যসনি বালক ভয়াদিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য।

৶০ ক্রুদ্ধ, অত্যন্ত হৃষ্ট, প্রমত্ত, আর্ত্ত, বালক, উন্মত্ত, ভয়াতুর, মত্ত, অতিবৃদ্ধ, জ্ঞাতিকুটুম্ব বর্জ্জিত, অত্যন্ত মূঢ় শোকি বা রোগি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত অথবা ক্রীড়াতে যাহা দত্ত হয় তাহা অদত্ত কথিত হইয়াছে। বৃহস্পতি।

।০ ভয় ক্রোধ কাম শোক বা রোগযুক্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক, যাহা দত্ত হয় তাহা অদত্ত। এবং উৎকোচ রূপে বা পরিহাসে যাহা দত্ত ও যাহা পরস্পর দত্ত তাহাও অদত্ত। অপিচ বালক মূঢ় পরাধীন পীড়িত মত্ত বা উন্মত্ত

ইতি কাত্যায়নেন স্ফুটমেব লিখিতং *।

২০৭ অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালো ব্যবহারমাচরিতুমযোগ্যঃ, তেন তস্মিন্ কৃতে তদসিদ্ধং নিবর্ত্তনীয়ঞ্চ †।

/০ মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা। অসম্বদ্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি॥ মনুঃ।

৵০ মত্তোন্মত্তার্ত্ত ব্যসনি বালভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বদ্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৶০ ক্রুদ্ধাহৃষ্ট প্রমত্তার্ত্ত বালোন্মত্ত ভয়াতুরৈঃ। মত্তাতিবৃদ্ধ নির্দ্ধূতৈঃ সম্মূঢ়ৈঃ শোক রোগিভিঃ। নর্ম্মদত্তং তথৈতৈর্যত্তদদত্তং প্রকীর্ত্তিতং॥ বৃহস্পতিঃ।

।০ অদত্তঞ্চ ভয় ক্রোধ কাম শোক রুজান্বিতৈঃ। তথোৎকোচ পরীহাস ব্যত্যাস চ্ছল যোগতঃ॥ বাল মূঢ়াস্বতন্ত্রার্ত্ত মত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতং। কর্ত্তা-

* কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেব কহেন—" এই সকল প্রভেদ এই রূপে অনুস্মরণ করা যাইতে পারে, যথা—" বাল চতুর্থ বর্ষান্ত পর্য্যন্ত কুমার কথিত, স্মৃতি শাস্ত্রে সপ্তম বর্ষান্ত বয়স পর্য্যন্ত সে শিশু সংজ্ঞিত হয়, পঞ্চম হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড নামিত, এবং দশম বৎসর হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কিশোরাখ্যাত হয়"। ডা. বা. ১, পৃ. ৩০০।

† নারদ বচনে ও আরং অনেক প্রমাণানুসারে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি নিজে অভিযোগাদি করিতে পারে না, এবং অন্যের অভিযোগাদিতে ধৃত ও উত্তর দিতে আহূত হইতে পারে না। এবং যে মকদ্দমাতে অপ্রাপ্তব্যবহার কোন ব্যক্তি (স্বয়ং) বাদী কিম্বা প্রতিবাদী তাহার বিচার অবিধি কথিত হইয়াছে। কোল্‌ব্রুক সাহেবের মত।—দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, বা. ২, পৃ. ২১০।

কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা অদত্ত অর্থাৎ তদ্দান অসিদ্ধ।

।/০ কাম বা ক্রোধবশে যাহা দত্ত তথা অধীন আর্ত্ত ক্লীব উন্মত্ত বা প্রমত্ত কর্ত্তৃক যাহা দত্ত এবং যাহা পরস্পর দত্ত বা পরিহাসে দত্ত তাহা ফিরিয়া লইবে। কাত্যায়ন।

এতাদৃশ অযোগ্যতা প্রযুক্তই—

ব্যবস্থা। ২০৮ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি সংক্রান্তধন প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব স্বামির ঋণ দিতে বাধিত। নয়, কিন্তু প্রাপ্ত ব্যবহার কালে অবশ্য দিবে।

প্রমাণ। ।/০ পিতা মরিলে অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রেরা কোনক্রমে (তাঁহার ঋণ) দিবে না, কিন্তু প্রাপ্তব্যবহার হইলে অংশানুসারে দিবে, নতুবা নরকস্থ হইবে* ॥—কাত্যায়ন।

৶০ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি স্বতন্ত্র (ই) হইলেও ঋণের দায়ী নয়*। নারদ।

(ই) স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিভক্ত,—তথাপি ইহাতে তদৃণ পরিশোধ যোগ্য অবিভক্ত ভ্রাতাদিরূপ অন্য ব্যক্তি না থাকার অবস্থাও সূচিত হইয়াছে। মাতা পিতৃহীনকেও স্বতন্ত্র বলাযায়*।

তাদৃশ অযোগ্যতাজন্য ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে—

ব্যবস্থা। ২০৯ বালকের প্রাপ্তধন বিনাব্যয়ে তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদ্বন্ধু মিত্রের স্থানেন্যস্তথাকিবে।

মেদং কর্ম্মেতি, প্রতিলাভেচ্ছয়াচ যৎ। নারদঃ।

।/০ কামক্রোধাস্বতন্ত্রার্ত্ত ক্লীবোন্মত্ত প্রমোহিতৈঃ। ব্যত্যাস পরিহাসাভ্যাং যদ্দত্তং তৎ পুনর্হরেৎ ॥ কাত্যায়নঃ।

এতাদৃশাযোগ্যতানিমিত্তাদেব—

২০৮ প্রাপ্তধনোঽপি অপ্রাপ্তব্যবহারঃ পূর্ব্বস্বামিনঃ ঋণং দাতুং ন বাধিতঃ, প্রাপ্ত ব্যবহারকালেতু অবশ্যং দদ্যাৎ।

নাপ্রাপ্ত ব্যবহারৈশ্চ পিতর্য্যুপরতে ক্বচিৎ। কালেতু বিধিনা দেয়ং বসেয়ু-র্নরকেঽন্যথা*।—কাত্যায়নঃ।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারশ্চ স্বতন্ত্রোঽপিহি (ই) নর্ণভাক্*। নারদঃ।

(ই) স্বতন্ত্রো বিভক্তঃ, তথাচ অবিভক্ত ভ্রাত্রাদি রূপ তদৃণ শোধন যোগ্য জনান্তরাভাবোঽপি সূচিতঃ। স্বতন্ত্রো মাতা পিতৃহীনশ্চ*।

তাদৃগযোগ্যতাহেতোরিদমপি ব্যবস্থাপিতং যৎ—

২০৯ বালকস্য প্রাপ্তধনং ব্যয়বিবর্জ্জিতং তদ্বন্ধুমিত্রেষু তস্য বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্তং ন্যস্তং স্যাৎ।

* বি. ঋ. র. ৮।

অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিদের ধন ব্যয় বিবর্জ্জিত রূপে বন্ধু মিত্রে ন্যস্ত থাকিবে, প্রোষিতদের ধন ও ঐ রূপে থাকিবে*। কাত্যায়ন।

অপ্রাপ্তব্যবহারাণাং ধনং ব্যয় বিবর্জ্জিতং। ন্যসেয়ুর্বন্ধুমিত্রেষু প্রোষিতানান্তথৈবচ*। কাত্যায়নঃ।

তথা—বয়ঃ প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বালকের ধন রক্ষণীয়*।

তথা—রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ্তেঃ*।

ব্যবস্থা। ২১০ বালকের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও আবশ্যক ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিসৃষ্টার্থ নিযুক্ত হইবে।

২১০ বালকার্থ রক্ষণাবেক্ষণনিমিত্তং আবশ্যক ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থঞ্চ নিসৃষ্টার্থো নিযুক্তো ভবেৎ।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র।—এক ব্যক্তি ঋণ-গ্রস্তাবস্থায় দুইটী অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র রাখিয়া মরে,—জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল তের বৎসর বয়স্ক, ও মৃত ব্যক্তির বয়ঃপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী কেহ নাই। যদি ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারদিগের উপর কেহ নালিশ করে, সে নালিশ গবর্ণমেণ্টের আইনের ও দেশের ব্যবস্থাপিত রীতির অনুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে না; এবং বিধান হইয়াছে যে বয়স আটার বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে, তৎ পরে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে যে নালিশ হইয়াছে তাহা হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য কি না? এবং পিতার কৃত ঋণ পরিশোধ ঐ পুত্রের আবশ্যক কি না?

উ.—মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল তের বৎসর বয়স্ক হওয়াতে তাহার উপর যে নালিশ হইয়াছে তাহা শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য নয়। অপ্রাপ্ত ব্যবহার (পুত্র) প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পিতার কৃত ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে, তৎ পূর্ব্বে করিবে না*। জিলা মেদিনীপুর। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১১ (পৃ. ২৮৭, ২৮৮)।

---

* দা. ভা. পৃ. ৭৫।

* যেকাল পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে তাহা উত্তীর্ণ হইলে কোন মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্র পূর্ব্ব পুরুষের দেনা পরিশোধ করিতে বাধিত. এবং আরং উত্তরাধিকারিও তদ্রূপ, যদি তাহারা মৃতের ত্যক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে; পরন্তু কোন অবস্থাতে অপ্রাপ্ত ব্যবহার এমত দেনার দায়ী নয়; এবং মৃত ব্যক্তি যে কোন ঋণ কেন করিয়া থাকুক না উত্তরাধিকারী যে পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে সে পর্য্যন্ত মৃতের ত্যক্ত বিষয় তাহার ঋণ পরিশোধে বিক্রয় হইতে পারে না।

পরন্তু সদরদেওয়ানী আদালত এইমতের বিপরীত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা পরে দৃষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—নিস্পষ্টার্থ বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ২১১ ধন ও আত্মরক্ষণাসমর্থদের রাজা সর্ব্বাধ্যক্ষ *।

অতএব—

ব্যবস্থা। ২১২ অধ্যক্ষরূপে রাজা বালকের ধন তদ্বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন*।

প্রমাণ। /০ বালকের ও স্ত্রী, পুরুষের ধন রাজা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন*।

৵০ অপ্রাপ্তব্যবহার বালকদের, এবং শ্রোত্রিয়ের ও বীরের পত্নীদের ধন রাজা রক্ষা করিবেন, স্বামিহীন ধন রাজগামি †। শঙ্খলিখিত।

৶০ দায় রূপ যে ধন বালককে অর্শিয়াছে, তাহা রাজা তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন যাবৎ সে সমাবৃত্ত বা অতীত শৈশব না হয়॥ মনু।

অর্থাৎ—অপ্রাপ্তব্যবহার বালককে বঞ্চনা করিয়া যাহাতে অন্য দায়াদরা সর্ব্বস্ব গ্রহণ না করে (রাজা) তাহা করিবেন। অথবা দায়াদদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে ঐ বালকের অংশ সমর্পণ করিবেন। যাবৎ সমাবৃত্ত না হয়—ইহা বলা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণাভিপ্রায়ে—যেহেতু সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহারা ব্যবহার কার্য্যে অনধিকারি। এবং যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না

২১১ আত্মানং ধনঞ্চ রক্ষিতুমসমর্থানাং রাজা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ*।

তস্মাৎ—

২১২ অধ্যক্ষরূপেণ রাজা বালস্যাব্যবহার প্রাপ্তেস্তদ্ধনং পরিপালয়েৎ*।

/০ বালধনানি স্ত্রীপুং ধনানি রাজা পরিপালয়েত্। বিষ্ণুঃ।

৵০ রক্ষেদ্রাজা বালানাং ধনান্যপ্রাপ্তব্যবহারাণাং শ্রোত্রিয়পত্নী বীরপত্নীনাং, প্রহীনস্বামিকানি রাজগামীনি। শঙ্খলিখিতৌ।

৶০ বালদায়াগতং ঋকৃথং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ। যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবদ্বাতীতশৈশবঃ†। মনুঃ।

অপ্রাপ্তব্যবহারং বালং বঞ্চয়িত্বা যথা অন্যে দায়াদাঃ সর্ব্বং ন গৃহ্নীয়ুস্তথা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা দায়াদে এব কস্মিংশ্চিৎ অন্যস্মিন্ বা তদংশংবা নিক্ষেপেদিত্যর্থঃ। যাবৎ স স্যাদিতি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়েণ, তেষাং সমাবর্ত্তনাৎ প্রাক্ ব্যবহারানধিকারাৎ। যাবদ্বেতি

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, ৫০৪। এসট্রেঞ্জসাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ১০৩ ও ১০৪। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৪।

† "পুরুষ প্রেষিত হইলে" ইত্য উহ্য।

হয় ইহা বলা শূদ্রাভিপ্রায়ে। অতীত শৈশব ষোড়শ বর্ষের অন্যূন বয়স্ক। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। এতাবতা—

ব্যবস্থা। ২১৩ বালকের ও তদ্ধনের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা তদর্থে নিস্পৃষ্টার্থনিয়োগ রাজারই কার্য্য*।

ব্যবস্থা। ২১৪ পরন্তু বালকের জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে যে যোগ্য সেই নিস্পৃষ্টার্থ হইবে।—তথাচ জ্ঞাতি বন্ধু ও স্ত্রীদের মধ্যে জ্ঞাতি প্রশস্ত*।

তৎ ক্রম যথা—

ব্যবস্থা। ২১৫ আদৌ পিতাই স্বভাবতঃ ও শাস্ত্রতঃ বালক সন্তানের রক্ষক ও নিস্পৃষ্টার্থী।

মাতা স্বভাবতঃ বালকের রক্ষিকা অতএব তিনি স্ত্রীগণ মধ্যে পরিগণিতা নহেন, পরন্তু পিতার পরেই তাহার প্রাশস্ত্য থাকাতে—

ব্যবস্থা। ২১৬ পিত্রভাবে মাতা (উ) নিস্পৃষ্টার্থ হইতে পারেন†।

(উ) এস্থলে মাতৃপদে‡ বিমাতাও বোধ্য।

শূদ্রাভিপ্রায়েণ। অতীত শৈশবঃ ষোড়শ বর্ষান্যূন বয়াঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। এতাবতা—

২১৩ বালস্য তদ্ধনস্য চ রক্ষণাবেক্ষণং তদর্থং নিস্পৃষ্টার্থ নিয়োগম্বা রাজ্ঞএব কার্য্যং*।

২১৪ নিস্পৃষ্টার্থস্তু বালস্য কুটুম্বানাং যো যোগ্যঃ সএব ভবিতব্যঃ। তথাচ গোত্রজ বন্ধুস্ত্রীণাং মধ্যে গোত্রজ এব প্রশস্তঃ*।

তৎক্রমো যথা—

২১৫ আদৌ পিতা এব স্বভাবতঃ ধর্ম্মতশ্চ বাল সন্তানস্য রক্ষকো নিস্পৃষ্টার্থশ্চ†।

স্বভাবেন মাতা বালস্য রক্ষিকা, অতঃ সা ন স্ত্রীণাংমধ্যে পরিগণিতা, পরন্তু পিতুঃ পরত এব তস্যাঃ প্রাশস্ত্যাৎ।—

২১৬ পিত্রভাবে মাতা (উ) নিস্পৃষ্টার্থা ভবিতুমর্হতি।

(উ) অত্র মাতৃপদং‡ বিমাতৃপরমপি।

---

* দ্রষ্টব্য—বি দা. ভা. দ্বী. র ৮। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫২৪। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৩ ও ১০৪। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

† দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

‡ ইহাতে (অর্থাৎ মাতৃপদে) বিমাতাও বুঝাইবে ইহা বিচরিত হইয়াছে, যেহেতু নিস্‌ষ্টার্থ হওনে বিমাতার অধিকার পিতৃব্য হইতে প্রশস্ততর কথিত হইয়াছে। মেক্, হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৩।

সর্ উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব কহেন—"কিন্তু যে স্থলে নিস্‌ষ্টার্থের ও রক্ষকের কার্য্য একত্র হয়, সে স্থলে মাতা নিস্‌ষ্টার্থতা সম্পাদনে অবশ্যই পতিপক্ষের অধীনা।

ব্যবস্থা। ২১৭ তদভাবে বালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিস্সৃষ্টার্থ; তদভাবে জ্ঞাতিরা তদভাবে কুটুম্বরা নিকটতরতা ও যোগ্যতানুসারে নিস্সৃষ্টার্থ হইতে পারে*।

তথাচ নিস্সৃষ্টার্থ নিয়োগের ক্ষমতা রাজারই আছে*।

ব্যবস্থা। ২১৮ যাবৎ বিবাহিতা না হয় পিতাই কন্যার রক্ষক ও নিস্সৃষ্টার্থ, তদভাবে তন্নিকটতর জ্ঞাতিকুটুম্ব, বিবাহান্তে ভর্ত্তাদি*।

ফলতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের স্বাধীনত্ব কখনোই নাই—'কুমারীকালে পিতা রক্ষাকরেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করেন, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্ররক্ষা করে, স্ত্রীলোক স্বাধীনা হইতে পারে না" (মনু)" ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতিপক্ষই রক্ষক, এবং দানাদি ও অর্থ রক্ষাতে এবং ভরণ পোষণেও তাহারাই কর্ত্তা। যদি পতিকুল ক্ষয়পায় নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়, এবং ভর্ত্তার সপিণ্ডও না থাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ রক্ষক" (নারদ)।

২১৭ তদভাবে বালস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিস্সৃষ্টার্থঃ; তদভাবে জ্ঞাতয়স্তদভাবে বন্ধব আসন্নতরত্বেন যোগ্যতানুসারেণচ নিস্সৃষ্টার্থাঃ ভবিতুমর্হন্তি*।

তথাচ নিস্সৃষ্টার্থ নিয়োগযোগ্যতা রাজন্যেব বর্ত্ততে*।

২১৮ যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎ কৃতা পিতা এব কন্যায়াঃ রক্ষিতা নিস্সৃষ্টার্থশ্চ, তদভাবে আসন্নতর পিতৃকুটুম্বঃ। বিবাহান্তেতু ভর্ত্রাদিঃ*।

বস্তুতস্তু অস্মদ্ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ স্ত্রীণাং ন ক্বাপি স্বাতন্ত্র্যং —"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। (মনুঃ)। "মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ। বিনিয়োগে ঽর্থরক্ষাসু ভরণে চ স ঈশ্বরঃ। পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্ম্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। তৎসপিণ্ডেষু চা সৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ" (নারদ)।

এবং অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের দৈহিক কোনং ক্রিয়া অর্থাৎ সংস্কার করণেও মাতা অধিকারিণী নয কিন্তু জ্ঞাতি অধিকারী—ঐ বা. ১. পৃ. ১০৩।

যদ্যপি এইমত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমত বটে. তথাপি আধুনিক প্রাড্‌বিবাকেরা এমত বিনির্ণয় না করাতে যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের বিষয়ব্যাপার নির্ব্বাহে মাতাকে পতিপক্ষের অধীনা হইতেই হইবে, এক্ষণে ব্যবহারে দৃষ্ট হইতেছে যে বিষয় ব্যাপারনির্ব্বাহ কার্য্যে পতিপক্ষের অধীনা হওয়া না হওয়া মাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৩, ১০৪।

স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত রক্ষক জীবিত থাকুক বা না থাকুক অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুরুষ বা স্ত্রী মাত্রেরই বিষয়ের রাজা যথাশাস্ত্র ও সর্ব্বোপরি সর্ব্বথা রক্ষকাবেক্ষক। মেক্. হি. ল বা. ১. পৃ. ১০৪।

এমতে স্ত্রী লোকের ও বালকের ধন রাজার ক্ষমতাধীন হইলে তিনি তাহা স্বয়ং অধি-

ব্যবস্থা। ২১৯ কোন অপ্রাপ্ত ব্যবহারের নিস্পৃষ্টার্থ তাহার ক্ষতিকর কর্ম্ম করিতে পারেনা, পরন্তু যাহা তাহার লাভজনক তাহাই তৎ কর্ত্তব্য।

২১৯ অপ্রাপ্তব্যবহারস্য নিস্পৃষ্টার্থ স্তৎক্ষতিকরকর্ম্ম কর্ত্তুং নাৰ্হতি, পরন্তু তল্লাভজনককার্য্যমেব তেন কর্ত্তব্যং।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয়ান্বিত ও সকল বিষয়েই তৎস্বকীয় লাভার্থ অনুগ্রহপাত্র হওয়াতে, এবং অলাভার্থ প্রতিকূলতার ভাজন না-হওয়াতো—

অপ্রাপ্ত ব্যবহারস্য ধর্ম্মশাস্ত্রাশ্রিতত্বাৎ সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে তৎ স্বকীয় লাভায়ানুগ্রহপাত্রত্বাৎ অলাভায় প্রাতিকূল্যাভাজনত্বাচ্চ†—

ব্যবস্থা। ২২০ বালকের ও অবশ্য পোষ্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, অথবা অনিবার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিস্পৃষ্টার্থ বিষয়ের যথাবশ্যক পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারে।

২২০ অপ্রাপ্ত ব্যবহারস্য অবশ্যপোষ্য পরিবারস্যচ গ্রাসাচ্ছাদনার্থমাবশ্যকে সতি অথবানিবার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহার্থং নিস্পৃষ্টার্থস্তদ্বিষয়স্য যথাবশ্যক পরিমাণস্য বিক্রয়ং কর্ত্তু মর্হতি।

সর্ উইলিয়ম মেক্‌নাটন সাহেবের হিন্দু ল-তে বক্ষ্যমাণ মকদ্দমা ধৃত হইয়াছে "আনন্দ নামক বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু জমীদার নিজ জমিদারির কিয়দংশ সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠের নিকট কবালা লিখিয়া দেয়; বৈকুণ্ঠ এই শর্‌তে এক পৃথক এক্‌বার দেয় যে এক বৎসর মেয়াদের মধ্যে সুদ সমেত টাকা দিলে বিক্রীত বিষয় ফিরিয়া দিবে। ঐ মেয়াদ পূর্ণ নাহওয়ার পূর্ব্বে ঐ জমীদার এক পত্নী আর অপ্রাপ্ত ব্যবহার এক দত্তক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। উক্ত মেয়াদ পূর্ণ হওনের অর্থাৎ ঐ বিক্রয় নাতক্ হওনের অল্পদিন থাকিতে ঐ বিধবা তদ্বালকের নিস্পৃষ্টার্থরূপে স্থানান্তরে চন্দ্রনামক এক ব্যক্তির স্থানে ঐ ভূমি দ্বিতীয় বার এই শর্‌তে বিক্রয় করতঃ যে নিরূপিত মেয়াদের মধ্যে (টাকা দিলে খালাস হইতে পারে) টাকা ধার করিল এবং এই টাকার দ্বারা বৈকুণ্ঠের ঋণ পরিশোধ করিয়া ঐ বিষয় খালাস করিল; পরন্তু এ মেয়াদও গত হইল টাকা দিতে পারিল না। এস্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, প্রথমতঃ— প্রথম বিক্রয়ের মেয়াদ যদি টাকা পরিশোধ বিনা গত হইত তবে হিন্দু-

কারী বলিয়া লইবেন না, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে অপ্রাপ্তব্যবহারের ধন তাহার সম্মতিতে কিম্বা সে নিতান্ত বিবেচনাশক্তিহীন হইলে তাহার নিকট অথচ নির্দ্দোষ আত্মীয়ের (যথা মাতা প্রভৃতির) সম্মতিতে নিযুক্ত সমদায়াদ প্রভৃতির হস্তে ন্যস্ত রাখা কর্ত্তব্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

† দ্রষ্টব্য—কোলব্রুকের অবলিগেশন ও কণ্ট্রাক্টস্ নামক গ্রন্থ। চ্যা. ১০. পারা ৫৮৫।

ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বিধানমতে ঐ বিষয় বৈকুণ্ঠের হওয়ার বাধা ছিল কি না? দ্বিতীয়তঃ—যদি এমত কোন বিধান না থাকে আর ঐ বিধবা যদি দ্বিতীয় শর্ত্তী বিক্রয়ের দ্বারা ঐ ভূমি কিছুকালের নিমিত্তে রক্ষা করিয়া থাকে তবে তৎকরণের এমত আবশ্যকতা হইয়া ছিল কি না যদ্দ্বারা নিজ বালকের নিমিত্তে তাহার কৃত ঐ কার্য্য তদ্বালকের নিতান্ত উপকারি বোধে তাহা করা উচিত ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ—পিতা যদি আপন ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ খালাস্ করিবার শর্ত্তে বিক্রয় করেন আর তাঁহার (বালক) উত্তরাধিকারী অথবা ইহার নিস্‌ষ্টার্থ যদি তাহা খালাস্ না করে, তবে ঐ ভূমি এককালে যায় কি না? চতুর্থতঃ,—(মৃত) পিতার বিষয় তাঁহার (অপ্রাপ্ত ব্যবহার) উত্তরাধিকারির হস্তে থাকিলেও তাঁহার ঋণ নিস্‌ষ্টার্থের স্থানে দাওয়া করাগেলে তাহা তদ্বিষয় হইতে পরিশোধনীয় কি না? এবিষয়ে নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তাঁহারা যে উত্তর দিলেন তাহার চুম্বক এই যে—বিক্রয়ের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু বালক অপ্রাপ্তব্যবহার থাকা পর্য্যন্ত তৎ পূর্ব্ব পুরুষের ঋণের নিমিত্তে মৃত ধনির (ত্যক্ত) বিষয় শাস্ত্রমতে হস্তান্তর করা যাইতে পারিত না।—পরন্তু মকদ্দমা ক্রেতারই পক্ষে ডিক্রী হইল, এবং তাহা যে যে হেতুবাদে হইল তদ্‌যথা—নিয়মিত মেয়াদ গত ও রীতিমত ইশ্‌তেহার জারি হইলে পর যদি ঐ শর্ত্তী বিক্রয়ের মূল্যের টাকা পরিশোধ না হইয়া থাকিত তবে ঐ ভূমি অবশ্যই প্রথম উত্তমর্ণের হস্তে পড়িত; কিছুকাল রক্ষার নিমিত্তে এবং আরো সময় প্রাপ্তির নিমিত্তে মাতার কৃত ঐ কার্য্যকে স্পষ্টতঃ বালকের উপকারি বিবেচনায় গ্রাহ্য না হওয়ার আপত্তি করা পাগলামি মাত্র, কেননা তিনি নিস্‌ষ্টার্থরূপে আবার টাকা ধার করিয়া নূতন রূপে বন্ধক না দিলে ঐ শর্ত্তী বিক্রয় উত্তমর্ণের পক্ষে নাতক্ হইত অত্র সন্দেহ নাস্তি; অপিচ আদালত সকল বরাবর যেরূপ করিয়া আসিতেছেন তদনুসারে বালকতার আপত্তি শুনা যাইতে পারে না; এবং—'বঙ্গদেশীয় কোন হিন্দু মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার যথার্থ ঋণ পরিশোধনীয়'—এই মত ভিন্ন আর কোন মত স্বীকার করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তি যখন ঐ ঋণের প্রতিভূ রূপে নিজ ভূমি বন্ধক দিয়া যায় এবং শাফ্ অথবা শর্ত্তীরূপে নিজ ভূমির কিয়দংশ বা সমুদয় বিক্রয় করণে তাহার যে ক্ষমতা (ছিল) তাহা নির্ব্বিবাদ (তখন উক্ত আপত্তি প্রভৃতি গ্রাহ্য নয়)। অপিচ আদালত যে মত স্থির রাখিলেন টীকাকর্ত্তা জগন্নাথের মত তাহার পোষক দৃষ্ট হইতেছে, এবং শাস্ত্রে পরস্পর বিপরীত মত থাকিলেও সংস্থাপিত প্রথা ও ব্যবহার প্রবল হওয়া উচিত। সঙ্ক্ষেপতঃ তদ্বিষয়ে হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মত যাহা কেন হউক না, দারাধিকার, বিবাহ, জাতি ও শাস্ত্রীয় আচার বিষয়েই কেবল আদালত ঐ শাস্ত্রানুগামী হইতে বাধিত, ঋণাদানাদি বিষয়ে নয়, যৎ-প্রকরণীয় বর্ত্তমান অভিযোগ বোধ হইতেছে"।

বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা সাহেব উক্ত নিষ্পত্তিতে দোষারোপে অনেক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় হেতুবাদ যথা—"ইহা অনুভব করা যাইতে পারে যে ঐ বালকের বিষয় যদি ঋণের দায়ি না হইত তবে শরতী বিক্রয় করণে ঐ বিধবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ইহাও ধরা যাইতেপারে যে আমাদের আপন (অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের) আইনমতে বালকের বিরুদ্ধে বয়বাৎ সিদ্ধ হয় না, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে খালাস করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া যায়। অতএব বন্ধকের মেয়াদগত হওয়ার অল্প বক্রী থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে বন্ধকে ঋণকর্ত্তার স্বত্ব মেয়াদ গত হওয়ার পূর্ব্বেই যাইতে পারে সেস্থলে বন্ধক গ্রহীতা আপন ঝুঁকিতে বন্ধক লয়"। অনন্তর বিজ্ঞবর সংগ্রহ-কর্ত্তা উক্ত বিষয়ে শাস্ত্র কি তাহার অনুসন্ধান সঙ্ক্ষেপতঃ করিয়া কহিতেছেন "জগন্নাথের টীকা হইতে শাস্ত্রকে অনাবৃত করিলে তাহা পরিষ্কার বোধ হয়, জগন্নাথের উক্তি দেববাণী নহে এবং কোন বিষয়ে অখণ্ডনীয়ও নহে, বিশেষতঃ যেস্থলে তদ্বিরুদ্ধে নির্ব্বিবাদ ও নিসসন্দেহ রূপে প্রামাণিক বচন থাকে (সেস্থলে তাহা আদরণীয় নহে।"। অনুসন্ধানানন্তর উক্ত সাহেব যে উক্তিতে ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন তদ্‌যথা -"এতাবতা যেস্থলে পুত্রের বালকতা প্রযুক্ত পিতার ত্যক্ত বিষয় অন্য ব্যক্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে গ্রহণ করে, সেস্থলে সে ব্যক্তি ঐ বিষয়ের কোন অংশ (বালকের) পিতৃ ঋণ শোধে শাস্ত্রমতে প্রয়োগ করিতে পারে না। যে স্থলে কোন ব্যক্তি নিজ স্বত্বে ধনাধিকারী হয় সে স্থলেই কেবল তাহার ক্ষমতা আছে যে তদ্বিষয়ের দ্বারা পিতৃপুরুষের ঋণ পরিশোধ করে। বালকের জীবন ধারণার্থ আবশ্যক হইলে নিস্‌ষ্টার্থ বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে বটে, কিন্তু তৎপিতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্তে কোন আব-শ্যকতা ঘটিতে পারেনা, যেহেতু ঐ বালক প্রাপ্তব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী নয়। এবং এমত নিয়ম অধিক কঠিনও বোধ হয় না। ইংলণ্ডীয় আইনের বিধান ইহা হইতেও কঠিন; কেননা তাহাতে উইলে লিখিত নাহইলে সাদা লেনা দেনা স্বারর বিষয় হইতে পরিশোধনীয় নয়। বোধ হইতেছে ন্যায্য এই যে দেনা দেওয়া সেই পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয় যেপর্য্যন্ত ঐ বালক জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপনার কিছুমাত্র ক্ষতি বিনা উত্তমর্ণের প্রাপ্য পরিশোধের উপায় করিতে পারে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৬—১১১।

কিন্তু যখন আদালত ঋণাদান বিষয়ে শাস্ত্রানুগামী হইবেন না তখন তদ্বিষয়ে যে শাস্ত্র কি তাহার অনুসন্ধান বৃথা বোধ হইতেছে। পরন্তু উক্ত সাহেব যে লিখেন—"যেস্থলে পুত্রের বালকতা প্রযুক্ত তৎ পিতার ত্যক্ত বিষয় অন্য ব্যক্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে গ্রহণ করে, সেস্থলে সে ব্যক্তি ঐ বিষয়ের কোন অংশ তৎ পিতার ঋণ শোধে শাস্ত্রমতে প্রয়োগ করিতে পারে না। যে স্থলে কোন ব্যক্তি নিজ স্বত্বে ধনাধিকারী হয় সেস্থলেই কেবল তাহার ক্ষমতা আছে যে তদ্বিষয়ের দ্বারা পিতৃ পুরুষের ঋণ পরিশোধ করে। নিস্‌ষ্টার্থ বিষয়ের কিয়দংশ বালকের পালনার্থে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বালকের পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে বিক্রয়ের আবশ্যকতা ঘটিতে পারে না, যেহেতু ঐ বালক প্রাপ্ত-

ব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী হয় না ”—এই মত সর্ব্বাবস্থায় ন্যায্য বোধ হইতেছে না, কারণ যখন নিস্বষ্টার্থ বালকের কেবল ভরণ পোষণের যোগাড় নিমিত্তে নিযুক্ত নয়, পরন্তু তাহার বিষয় রক্ষা নিমিত্তে এবং তাহার লাভ জনক যত কর্ম্ম তাহা করিতেও নিযুক্ত বটে, তখন যদি বিষয়ের কিদয়ংশ বিক্রয় করিলে তৎপিতৃ ঋণ পরিশোধ হয় ও তাহা না করিয়া বালকের বয়ঃ-প্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ঐ ঋণের প্রবৃদ্ধ লাভ শোধ দিতেই বক্রী অংশ শুদ্ধ যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে তখন ঐ বালকের বক্রী বিষয়কে ও তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব হওন হইতে বাঁচাইবার জন্যে বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় আবশ্যকতা নিমিত্তই বটে ও তাহা নিস্বষ্টার্থের কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ঐ বালকের শুদ্ধ লাভের নিমিত্তে। বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা আরো কহেন “ যেহেতু নিস্বষ্টার্থ নিজ স্বত্বে বিষয় অধিকার করে না, অতএব তদধিকৃত বিষয়ের দ্বারা ঐ বালকের পূর্ব্ব পুরুষীয় ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, কেননা ঐ বালক প্রাপ্ত ব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী নয় ”। কিন্তু আদালত তাহাদের কাহাকেও দায়ি করিবেন নাই—শুদ্ধ ঋণির ত্যক্ত বিষয়কে তদ্‌ঋণের দায়ি করিয়া কহিয়াছেন—“আদালত সকল বরাবর যেরূপ (আচরণ) করিয়া আসিয়াছেন তদনুসারে বালকতার আপত্তি শুনা যাইতে পারে না, অপিচ বঙ্গ দেশীয় কোন হিন্দু মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে তদঋণ শোধনীয়—এইমত ভিন্ন আর কোন মত স্বীকার করা যাইতে পারে না ”।—এই উক্তির যদি এমত অভিপ্রায় হয় যে যেস্থলে কোন বালক নিস্বষ্টার্থহীন নিরুপায় থাকে সেস্থলেও বালকতার আপত্তি শুনা যাইবে না, এবং অধমর্ণের ত্যক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে উত্তমর্ণের নালিশী মকদ্দমাতে ঐ ঋণ যাথার্থ কি অযথার্থ তদ্বিষয়ে বালকের পক্ষে কোন উত্তরাদি দত্ত না হইলেও যদি মৃতের ত্যক্ত বিষয় দায়ী বিবেচিত হয় তবে এমত বিচার বা বিধান নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বটে, কেননা আদালত যে আইনের অনুসারে কর্ম্ম করিতে বাধিত তাহাতে কখনো এমত বিধান নাই, প্রত্যুত এতাদৃশ মকদ্দমা সকলে (আইনের) বিধি এই যে বালকতার ওজর শুনিতেই হইবে। কিন্তু যেস্থলে বালকের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ও অভিযোগাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ নিমিত্ত রীতিমত নিস্বষ্টার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে সেস্থলে ঐ বালক নিরুপায় রূপে গণিত নয়, যেহেতু অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি নিস্বষ্টার্থদ্বারা অথবা নিকট বন্ধু দ্বারা অভি-যোগ করিতে কিম্বা অভিযোগে উত্তর দিতে পারে,* অতএব সেস্থলে উক্ত বিচার বা বিধান প্রযুজ্য, তাহাতে নিষ্ঠুরতার ও অবৈধ বিচারের দোষস্পর্শে না। এতা-বতা সদর আদালতের উক্ত মত যুক্তি সিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বোধ্য নহে,—কেননা প্রাড়্‌বিবাকের প্রতি শাস্ত্রের আদেশ এই যে—“কেবলং শাস্ত্র-মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো নির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ”॥ (ব্যবহার-তত্ত্বধৃত বৃহস্পতি বচন)।

---

* কোলব্রুক সাহেবের মত, দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবের হিন্দু ল. ব. ২, পৃ. ২০৯।

ব্যবস্থা। ৫২১ বালকদের বান্ধবেরা তৎপক্ষে অভিযোগ করিতে এবং উত্তরদিতে পারে।

প্রমাণ। কুলস্ত্রী বালক উন্মত্ত জড় ও রোগার্ত্তদিগের বান্ধবেরা (তন্নিমিত্তে) অভিযোগ করিতে এবং উত্তরদিতে পারে*। ব্যবহার তত্ত্বধৃত ব্যাস বচন। পৃ. ৭।

৫২১ বান্ধবাঃ বালানাং পক্ষে অভিযোগং কর্ত্তুং উত্তরং দাতুঞ্চার্হাঃ।

কুলস্ত্রী বালকোন্মত্ত জড়ার্ত্তানাঞ্চ বান্ধবাঃ। পূর্ব্ব পক্ষোত্তরে ব্রূয়ুর্নিযুক্তো ভৃতকস্তথা*। ব্যবহার তত্ত্বধৃত ব্যাসবচনং॥ পৃ. ৭।

ব্যবস্থা। ৫২২ নিস্‌ষ্টার্থ স্ব সমর্পিত বিষয়ের আয় ব্যয় ও হ্রাস বৃদ্ধির নিকাশ দিবে, নিজ কৃত কর্ম্মের দায়ী হইবে, এবং অবিশ্বাসের কর্ম্মকরিলে পদচ্যুত হইবে।

৫২২ নিস্‌ষ্টার্থঃ স্বসমর্পিত বিষয়স্যায়ব্যয়ৌ হ্রাসবৃদ্ধীচ প্রদর্শয়েৎ, হানিশ্চেৎ স্বীয়দোষেণ তাং শোধয়েৎ, এবমবিশ্বাসার্হে কর্ম্মণি কৃতে স্বপদাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.—এক বিধবা নিজ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের আবশ্যক ব্যয় নিমিত্তে কিছু টাকা ধার করিয়া (আপন সহি করিয়া) তদপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের নামে উত্তমর্ণকে ঐ ঋণের এক খত লিখিয়া দেয়। এমত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে ঐ ঋণপত্র সিদ্ধ এবং তদপ্রাপ্ত ব্যবহারের অবশ্য মান্য কি না?

বালকের নিমিত্তে আবশ্যক কার্য্যে কৃত ঋণ তাহাকে অবশ্য শোধ দিতে হইবে।

উ.—অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের প্রতিপালন নিমিত্তে তাহার মাতা ঋণ করিয়া ঐ বালক পুত্রের নামে উত্তমর্ণকে যে খত লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, দায়তত্ত্ব ও আর আর গ্রন্থ ধৃত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনানুসারে সিদ্ধ ও মান্য।

প্রমাণ। "বিভাগের পূর্ব্বে পিতৃব্য কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পরিবার পালনের নিমিত্তে যে ঋণ করেন তাহা সকল দায়াদের বা যৌতরূপে অধিকারিদের পরিশোধনীয়"। "গৃহির (অনুপস্থিতি কালে তাহার) পিতৃব্য, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, শিষ্য, বা অধীনেরা পরিবার পালন নিমিত্তে যে ঋণ করে গৃহী তাহা অবশ্য দিবে"।

জিলা বর্দ্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১৩ (পৃ. ২৮৯।

* টীকাকর্ত্তারা বিবেচনা করেন—ভারপ্রাপ্ত নাহইলেও তাদৃশ অক্ষম ব্যক্তির হিতৈষিরা, তাহাদের পক্ষে অভিযোগাদি করিতে পারে। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের হিন্দু-ল. বা. ২, পৃ, ২০৯।

† দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবেরহিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ১০৪।

প্র.। এক ব্যক্তি এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। এই বিধবা নিজ পুত্রের জীবনকালে এক ব্যক্তির উপর পতির কোন স্থাবর বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করে। এমত অবস্থায়, তাহার কৃত নালিশ শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য কি না?

পুত্র বালক থাকিলে মাতা মৃত পতির বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারেন।

উ.। যেস্থলে মৃত ধনির পুত্র জীবিত থাকে সেস্থলে সে বালক না হইলে তাহার ধনের দাবীতে তদ্বিধবার কৃত নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারেনা, অর্থাৎ ঐ বালক ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক হইলে নিস্স্তার্থ রূপে তাহার পক্ষে কৃত ঐ বিধবার নালিশ গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

মুরসিদাবাদের কোর্ট আপীল, ১৫ ফেব্রুওরি ১৮১৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ২০৫)।

প্র.। এক ভূম্যধিকারী দুই বালক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। এই বালক দ্বয়ের মাতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় ঐ বালকদের ও তদ্বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহারদের মাতাকে অথবা পিতৃব্যকে অর্শে?

নিজ সন্তানদের নিস্স্তার্থ হইতে পিতৃব্যগণ অপেক্ষা মাতা প্রশস্ত অধিকারিণী।

উ.। ঐ বালকেদের ও তদীয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহাদের মাতাকে অর্শে। কিন্তু আবশ্যক কার্য্য নিমিত্ত (যথা ভরণ পোষণ যাহা না হইলে নয় তাহার নিমিত্ত) ব্যতিরেকে যদি মাতা বিষয় বিক্রয় অথবা অন্য রূপে হস্তান্তর করেন, তবে ঐ বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহের ভারচ্যুতা হইবেন, এবং তাহা ঐ পিতৃব্যকে অর্পিতহইবে—যদি তিনি যোগ্য ও সদ্ব্যক্তি বিবেচিত হয়েন।

জিলা ২৪ পরগণা, ১০ মে ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭ মকদ্দমা ৪ (পৃ. ২০৫)।

প্র.। এক ব্যক্তি কিছু পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় এবং এক বালিকা স্ত্রী রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায় তাহার শ্বশুর (অর্থাৎ ঐ বিধবার পিতা) অথবা পিতামহের ভ্রাতা (তিনি তাহার সহিত একত্র বা তাহা হইতে পৃথক্ থাকুন) ঐ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অধিকারী।

বালিকা বিধবার বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহের ভার তৎপতিপক্ষকে অর্শে. তদভাবে পিতৃপক্ষকে অর্শে।

উ.। ঐ বালিকা বিধবার বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ভার প্রথমতঃ তৎ পতির জ্ঞাতিকে অর্থাৎ পিতামহের ভ্রাতাকে অর্শে, তাদৃশজ্ঞাতি থাকিতে বিধবার নিজ পিতাকে অর্শে না। পতি পক্ষের অভাবে তাহার পিতা নিস্স্তার্থ হয়, যথা দায়ভাগধৃত নারদ বচনে ব্যবস্থাপিত (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫১)।

জিলা হুগলি। ৮ জুলাই ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭, মকদ্দমা ১ (পৃ. ২০৩)।

প্র.। কোন অবীরা বালিকা বিধবার পিতা ও পতির ভাগিনেয় বর্ত্তমান

থাকিলে তাহাদের মধ্যে কে ঐ বিধবার বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করণে অধিকারী।

পতির ভাগিনেয় বাঁচিয়া থাকিতে বালিকা বিধবার পিতা ওসী হইতে পারে না।

উ.। উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ বিধবার পিতা ও পতির ভাগিনেয় এই দুয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই ঐ বিধবাকে প্রতিপালন করিতে ও তদ্বিষয়ের দানাদিতে ও তাহার আত্ম রক্ষাতে যথাশাস্ত্র প্রভু বা অভিভাবক, যেহেতু ঐ বিধবার মরণে সেই তদ্ধনাধিকারী। এইমত দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব ও আরং গ্রন্থ সম্মত।

জিলা জঙ্গল মহল, ২ জুলাই ১৮২২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭, মকদ্দমা ৩ (পৃ. ২০৪)।

নজীর
২০৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের বিরুদ্ধে হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসীর মকদ্দমায় সুপ্রীম-কোর্টে বিচার হইয়াছে যে বিশ্বনাথ বসাক মরণ কালীন ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক অপ্রাপ্ত-ব্যবহার থাকাতে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহার ক্ষমতা ছিল না যে উইল করিয়া নিজ মৃত্যুর পর স্বীয় বিষয় বিভব প্রতিবাদিদিগকে দিয়া যায়। ক্লার্ক সাহেবের রিপোর্ট, পৃ. ৯২। কন্. হি. ল. পৃ. ৮৩।

৵০ কমলা-পত ঝা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কল্পনাথ সিংহের মকদ্দমায় বিচার হইয়াছে যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি পাট্টা দিতে পারে না অথবা বিষয় সম্বন্ধে আর কোন দলিল লিখিয়া দিতে পারে না। ২১ মে ১৮২৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ৩৩৩।

নজীর
২১৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের বিরুদ্ধে হরসুন্দরী দাসীর মকদ্দমায় এই বালিকা বিধবার (অর্থাৎ হরসুন্দরীর) মাতা তাহার ওসী নিযুক্ত হইলেন, এবং আজ্ঞা হইল যে সে যেপর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হয় সে পর্য্যন্ত তৎ পতির ত্যক্ত বিষয় হইতে উপযুক্ত মসহরা তাহার ভরণ পোষণার্থে দেওয়া যায়। ১৮১৫ সাল। কন্. হি. ল. পৃ. ৮৩।

মকদ্দমা নং ৫৪২, ১৮৫২ সাল।
মোসম্মাৎ মাহতাব্ (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—গণেশলাল প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
২১৪, ও ২১৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এক নাবালগের মাতামহী তাহার দুহিতা অর্থাৎ ঐ নাবালগের জননী জাতিভ্রষ্টা হওয়াতে উক্ত নাবালগের ওসী নিযুক্তা হইবার নিমিত্তে ও তাহার পিতার কৃত উইল রদ করিবার নিমিত্তে নালিশ করে—এই এজহারে যে ঐ উইলের বলে ঐ নাবালগের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতা উক্ত

নাবালগের যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী হওয়াতে ও তাহার মরণে স্বার্থ থাকিতেও সে তাহার ওসী হইয়াছে, এবং ঐ নাবালগের বিষয় উড়াইয়া দিতেছে।

বিচার।

সকল জজের ঐক্যমতে আদালতের এই মত হওয়াতে যে ঐ নাবালগের মাতার অভাবে মাতামহী অপেক্ষা জ্যেষ্ঠভ্রাতা গণেশ স্বভাবতঃ তাহার অভিভাবক বা ওসী, তাহার বিরুদ্ধে বাদিনীর নালিশ হইতে পারে না, সম্পূর্ণ খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৩২৯।

বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ রায় ও শিবচন্দ্র রায়।

নজীর
২২০ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত ইষ্ট্‌ সাহেবের বিচার—কলিকাতার অন্তর্গত আড়কুলিতে পাঁচ কাঠা পনের ছটাক ভূমি সমেত বসত বাটীর দখল বেদখল বিষয়ক এই নালিশ। উক্ত বাটী সমেত ভূমি নীলমণি দের অধিকৃত পৈতৃক বিষয়, অনুমান উনিশ কি বিশ বৎসর হইল উক্ত নীলমণির মৃত্যু হয়, এবং তৎপরিবারের এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে বিদিত হইল যে মৃত্যুর দুই কিম্বা তিন বৎসর পূর্ব্বাবধি নীলমণি ক্ষিপ্ত ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া থাকাতে তাহার পীড়িতাবস্থায় তাহার ও তৎপরিবারের প্রতিপালন নিমিত্তে তৎ পত্নীকে তাবৎ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। অভয়া নাম্নী উক্ত পত্নীকে ও দুইটী শিশু পুত্রকে আর একটী অবিবাহিতা কন্যাকে রাখিয়া নীলমনি দে মরে। ঐ পুত্রদ্বয় এই মকদ্দমার প্রতিবাদি। মরণ কালীন নীলমনি ইহাদের জীবন ধারণ নিমিত্তে দাবীকৃত বিষয়, ও সাড়ে পাঁচ কাঠা পরিমিত আর এক খণ্ড ক্ষুদ্র ভূমি ভিন্ন আঁর কিছু রাখিয়া যায় না। শেষোক্ত ভূমি নীলমণির ক্ষিপ্ত হওয়ার অল্পকাল পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক ক্রীত হয়।

বাদির পাট্টাদাতা অর্থাৎ আসল বাদী এক কবালার বুনিয়াদে দাবী উপস্থিত করে, ঐ কবালা, ১২০৩ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্থাৎ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ২১৮ টাকা পণ বহাতে উক্ত বিধবা কর্ত্তৃক বস্তুতঃ দত্ত, কিন্তু জাহেরা তাহার ও তৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে লিখিত হয়। ঐ বস্তু তৎকালীন উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হওন না হওন বিষয়ে আপত্তি হয় নাই, ঐ ক্রয় বিক্রয় অকৃত্রিম ও প্রকাশ্য রূপে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে তৎকালে উক্ত দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদ কেবল সাত কিম্বা আট বৎসর বয়স্ক ছিল।

অতএব উক্ত বিষয় বিক্রয়ে ঐ বিধবার যদি কোন অধিকার হইয়া থাকে, তাহা আপনার ও আপন সন্তানের পালন ও জীবন ধারণের আবশ্যকতায় হইয়াছিল। এই বিষয় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিচার্য্য বিবেচনা হইয়া পণ্ডিতদিগের স্থানে এতদ্বিষয়ে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

পণ্ডিতদিগের প্রতি প্রশ্ন ১,—যে কোন রূপ অভাবে কোন শিশু পুত্রের মাতা হিন্দু বিধবা ঐ পুত্রগণের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিতে পারে কি না? উত্তর,—সন্তানের জীবন রক্ষার্থে সে পরিবারীয় আর আর ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়াও উক্ত বিষয় বিক্রয় করিতে পারে। প্রশ্ন ২,—কি প্রমাণে? উত্তর২,—দায়তত্ত্ব দায়ভাগ ও বিবাদ চিন্তামণি। প্রশ্ন ৩,—যদি ধনস্বামির পত্নী ও ভ্রাতা ও শিশু সন্তান থাকে, তবে বিভক্ত বা অবিক্তাবস্থায় কে পরিবারাধ্যক্ষ হইবে? উত্তর৩,—যদি পরিবার বিভক্ত না হইয়া থাকে, তবে ঐ শিশুগণের পিতৃব্য অধ্যক্ষতা করিবে, যদি বিভক্ত হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবাই অধ্যক্ষা; কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ে পতির জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত পরামর্শ করিবে। প্রশ্ন ৪,—যদি সে জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ কি না? উত্তর ৪,—জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত পরামর্শ করা তাহার আবশ্যক; কিন্তু যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে উক্ত কার্য্য সাধননিমিত্তে যৎ পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক তাহা তাহাদের অনুমতি বিনাও বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্যে সে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে; সন্তান পালন, কন্যার বিবাহ, এবং (পতির) শ্রাদ্ধ এই সকল অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্য। প্রশ্ন ৫,—যদি পরিবারের সাহায্যে প্রতিপালনের উপায় থাকে তবে বিধবা সে বিষয় বিক্রয় করিতে পারে কি না? উত্তর ৫,—যদি তাহাদের সাহায্য পায় তবে পারে না।

অনন্তর আমি ইহা শ্রুত হইয়া যে এইরূপ আপত্তিঘটিত মকদ্দমা মফস্‌সল আপিল আদালতে দায়ের আছে এবং মফস্‌সলের জজ মেস্তর ওরাট্‌সন সাহেব উক্ত বিষয়ে মফস্‌সল পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণাদেশ করিয়াছেন, আমারদিগের পণ্ডিতগণের ঐ সকল ব্যবস্থার অতিরেকে আর আর পণ্ডিতের কি মত তাহা জানিবার নিমিত্তে মকদ্দমা মুলতবি রাখিতে ইচ্ছা করিলাম। অনন্তর অবগত হইয়াছি যে এই আদালতের শেষ টহরম্‌ বন্দে ঐ ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, এবং ঐ ব্যবস্থা সকল আমাদিগের পণ্ডিতগণের দত্ত ব্যবস্থানুমত এবং তদনুসারে কোর্ট আপীল আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয় করিতে বিধবার অধিকার থাকার রায় দিয়াছেন।

ফলতঃ বোধ হইতেছে বিধবাকে এমত ক্ষমতা দত্ত হওয়ার মূল আবশ্যকতা ও হিত চিন্তা, বিশেষতঃ এমত দেশে যেখানে দীন দরিদ্রের (প্রাণ ধারণ) নিমিত্তে সাধারণকর্ত্তৃক কোন জীবিকা সংস্থাপিত হয় নাই। বিধবার যদি এমত ক্ষমতা না থাকিত তবে ঐ শিশুর বিষয় রক্ষার নিমিত্তে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত না।

অতএব কেবল এই বিষয় স্থির করিতে বক্রী আছে যে ঐ ক্ষমতা যে আবশ্যকতা মূলক, সে আবশ্যকতা এমকদ্দমাতে যথার্থতঃ ঘটিয়াছিল কি না।

এবিষয়ে শিশুর মৃত পিতার কোন কুটুম্ব বাদির পক্ষে প্রমাণ দিলেক যে ঐ

মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর দুই কিম্বা তিন বৎসর পূর্ব্বে উন্মত্ত হইয়াছিল, তদবস্থায় তাহার ও তৎপরিবার প্রতিপালনার্থে তাহার সকল অস্থাবর বস্তু বেচিতে তৎ পত্নী বাধিতা হইয়াছিল। নীলমণির মরণ কালে উক্ত ভূমি ভিন্ন আর কোন বিষয় ছিল না। যদি উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইত তবে সালিয়ানা কাঠা প্রতি কেবল ছয় টাকা উপার্জ্জন হইত, কিন্তু ঐ পরিবারই তাহাতে বসতি করিতেছিল; তাহাদের ভরণ পোষণের উপজীবিকা আর কিছুই ছিল না; বিক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ বিধবা পরিবারের প্রধান জগন্নাথের পরামর্শ লয়, এবং ঐ জগন্নাথ কবালায় সাক্ষী হয়। উক্ত বিক্রয়ের আট মাস পূর্ব্বে ঐ বিধবা আপন কন্যার বিবাহ দেয়।

প্রতিবাদিরা ইহা প্রমাণ করিল যে স্বামির মৃত্যুর পর তৎপূর্ব্বে বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যার বাটীতে ঐ বিধবা যাইত, এবং (সেখানে) কখন কখন খাদ্য সামগ্রী পাইত, ঐ বিধবা সেখানে ঘন ঘন যাইত কিন্তু রাত্রিতে কখনো সেখানে থাকিত না; শিশু পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ তৎপিতা বায়ু রোগগ্রস্ত হওয়ার পর এবং তাহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বাবধি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাটীতে ছিল এবং পিতার মৃত্যুর পরও সেখানে থাকিত, এবং কনিষ্ঠ পুত্রও পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে ভগিনীর বাটীতে গিয়া রহিল কিন্তু উভয় পুত্রই সময়ে সময়ে মাতার নিকট আসিয়া থাকিত। এবং ঐ বিধবা অন্য এক কুটুম্বের স্থানে কখন এক টাকা কখন বা আধ টাকা পাইত, কিন্তু তাহারা সকলেই অতি দুঃখে কাল যাপন করিত।—প্রতিবাদিরা কেবল এই প্রমাণে উপরি উক্ত সাক্ষির সাক্ষ্যের উপর দোষারোপ করিল। কিন্তু তাহার যে প্রমাণ দিলেক তাহাতে বাদী আবশ্যকতা থাকার যে এজাহার করিয়াছিল তাহা বাতিল না হইয়া বরং দৃঢ় হইল।

সকল স্থলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বা আইনের সঙ্গত অর্থ করিতে হইবে এমত যে তদ্দ্বারা ঐ আইন যে অভিপ্রায়ে কৃত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব শিশুর বিষয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতাদানের নিমিত্তে তৎক্ষণেই পরিবারের জীবিকার অত্যন্ত অভাব হওয়ার আবশ্যক নাই; এবং কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের সদয় দানে তৎকালে প্রাণধারণ হওয়া ঐ ক্ষমতা রহিত করার প্রতি যথেষ্ট কারণ নহে, কেননা কুটুম্বাদি যে সে সময়ে ঐ সাহায্য করা রহিত করিতে পারে। ভূমি বিক্রয় সহসা করা হইতে পারে না বটে, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পরিবারের কোন নিশ্চিত উপায় না থাকে, এবং যথার্থতঃ যদি অবস্থার উপযুক্ত জীবিকা না থাকে, এবং পরিবার হইতে যদি উপযুক্ত জীবিকা নিয়মিত না হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল কখন কোন সাহায্য হইয়া থাকে, (এবং বিধবার ও তৎসন্তানের এই দশাই ছিল)—তবে তাহাই প্রকৃত আবশ্যকতা এবং তাহাতে বিক্রয় কর্ত্তব্য।

উক্ত হেতু সকলে আমরা বিবেচনা করি যে বাদির পাট্টাদাতা অর্থাৎ (যাহার হকিয়ৎ বিষয়ক এই মকদ্দমা সেই) আসল বাদী যে ক্রয় করিয়াছে

তাহা অবৈধ নয়, এবং তৎ পক্ষে ডিক্রী হওয়া উচিত *। এই বাদী ঐ ক্রয় উপলক্ষে প্রায় ঊনিশ বৎসর পর্য্যন্ত দখলিকার ছিল, পরে তদ্বিরুদ্ধে হওয়া ইজেক্‌টমেণ্টের হুকুম জারিতে বেদখল হইয়াছে। হুকুম হইল যে বাদির পক্ষে ডিক্রী হয়। ৪ জুলাই ১৮১৫ সাল, সু. কো. সর্. এড্‌ওয়ার্ড হাইড ইষ্ট্ সাহেবের নোট, ন. ৩৪।

ধর্ম্মদাস পাঁড়ে প্রভৃতি—বনাম—মোসম্মাৎ শ্যামাসুন্দরী দেবী।

নজীর

২২১ ও ২২২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বিভাগের নিমিত্তে কোন বিধবার কৃত নালিশ দায়ের থাকিতে সে (মৃত) পতির অনুমত্যনুসারে এক দত্তক গ্রহণ করিল, তাহাতে শাস্ত্রানুসারে বিষয়ে বিধবার স্বত্ব লোপ হইয়া তাহা ঐ দত্তক পুত্রে বর্ত্তিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে ঐ বিধবার অধিকার রহিল। পরন্তু দত্তক গ্রহণ করাতেও (উক্ত) মকদ্দমা ঐ বিধবার নামেই চলিল এবং তাহাকে দখল দিবার হুকুমে ডিক্রী হইল। প্রিবি কৌন্‌সিলের জুডিস্যাল কমিটি বিচার করিলেন যে এমত অবস্থায় ঐ বিধবা দত্তক পুত্রের নিস্স্বার্থ অর্থাৎ ওসী স্বরূপে মকদ্দমা চালাইয়াছে, ও সে ঐ পুত্রের ট্রস্টী অর্থাৎ জিম্মাদার রূপে বিষয়ে দখল পাইতে অধিকারিণী, এবং তাহার পক্ষে এই রূপে যে বিষয়ের ডিক্রী করাগেল সে তাহার মুনফার নিকাস্ ঐ পুত্রকে দিবে। ৮ ডিসেম্বর, ১৮৪৩ সাল। মূর্‌স্ ইণ্ডিয়ান আপীল, বা. ৩, পৃ. ২২৯।

মকদ্দমা, ১৮৫৩ সাল।

গুরুপ্রসাদ জানা ও বিপ্রা দাসী (প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই) আপিলাণ্ট্—বনাম—মদনমোহন সুর (বাদী) ও আনন্দলাল সুর প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্‌পণ্ডেণ্ট্।

নজীর

২১৯ ও ২২০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত প্রমাণে প্রকাশ যে বাদির পিতা বাঙ্গালা ১২৪১ সালে দুই শিশু পুত্রকে তাহাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণাধীনে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। ১২৪২ সালের ফালগুন মাসে তাহাদের মাতা বাদির পিতৃব্যদের সহিত (যাহারা ঐ তালুকের নিজ অংশে দখিলকার ছিল) একত্র বিষয় কর্ম্ম করতঃ গুরুপ্রসাদ জানা আপিলাণ্টের নিকট বন্ধক দিয়া টাকা ধার লয় এবং ঐ টাকা দিয়া তৎকালীন দেনা ছিল যে সদর খাজানা তাহা পরিশোধ করে। ঐ ধার করা টাকা মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ না হওয়াতে বন্ধক গৃহীতা বয়বাত্ জারি করিয়া দখলের নিমিত্তে নালিশ করে। এই

* এই মকদ্দমায় অভয়ানাম্নী বিধবা তৎশিশু পুত্রগণের অভিভাবিকা বা ওসী স্বরূপা তথাচ এমকদ্দমা এ স্থলে নজীর রূপে ধরার কারণ এই যে বিচারপত্রে কতিপয় অবস্থা দর্শিত হইয়াছে যাহাতে কোন বিধবা, শিশু পুত্রের অভিভাবিকা অথবা পতির সংক্রান্ত ধনাধিকারিণী হউক, পতির ত্যক্ত বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারে।

মকদ্দমাতে ঐ নাবালগের মাতা ও পিতৃব্যেরা হাজির হইয়া জওয়াব দেয়। তাহাতে ঐ মাতা বন্ধক পত্র দস্তখত করা অস্বীকার করে, পিতৃব্যেরা কহে যে তাহাদের টাকার অত্যন্ত আবশ্যকতা হওয়াতে তাহারা ঐ বিষয় আপিলান্টের নিকট বন্ধক দিয়াছে কিন্তু মূল্যের টাকা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ১৮৩৮ সালের ১৬ মার্চ তারিখে মেদিনীপুরের সদর আমীন ঐ দাবী বাদির হক্কে ডিক্রী করেন ও ১৮৩৯ সালের ১৭ সেতম্বর তারিখে মেদিনীপুরের জজ সাহেবও ঐ দাবী ডিক্রী করেন, এবং তদবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান (মকদ্দমার) আপিলান্ট দখিলকার আছে।

বাদির পিতৃব্যদের সহিত বাদির মাতা প্রতিবাদিকে ঐ বন্ধক পত্রে দস্তখত করিয়া দেওন বিষয়ে প্রধান সদরআমীন যে কোন সন্দেহ করেন নাই তাহাতে আমরা সম্পূর্ণমতে তাঁহার সহিত একমত। বাদির মাতা ও পিতৃব্যদের নামে বন্ধক গ্রহীতা যে দখলের নালিশ করে তাহাতে অধঃস্থ উপযুক্ত আদালতে বস্তুতঃ ঐ কথার বিচার হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে যে কথা আমাদের নিকট বিচারের নিমিত্তে উপস্থিত তাহা এই যে ঐ উক্ত ব্যাপারের বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে বাদির মাতা নিজ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রদের বিষয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতাবতী ছিল কি না? এতাদৃশ মকদ্দমাতে অর্থাৎ এমত মকদ্দমাতে যাহাতে এক হিন্দু বিধবা নিজ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র জীবিত থাকিতে আবশ্যকতা বশতঃ ঐ পুত্রের বিষয়ের কিয়দংশ (যাহা জিম্মাদারের ন্যায় তাহার হস্তে থাকে মাত্র) বন্ধক দেয়। তাহাতে ঐ আবশ্যকতা প্রমাণের ভার যে বন্ধক গ্রহীতার উপরে অথবা যে ব্যক্তি তাহার দ্বারা দাওয়া করে তাহার উপরে—ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বোধ করি যে বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রমাণের ভার প্রতিবাদি আপিলান্টের উপর।

হিন্দু (জাতীয়া) মাতা নিজ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের বিষয় বিক্রয় বা অন্য রূপে হস্তান্তর করিলে কিরূপ সম্ভব্য অবস্থাতে তাহা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে ইহা এমকদ্দমার নিমিত্তে বিস্তার পূর্ব্বক বিবেচনা করার আবশ্যকতাভাব। কোন নাবালগের মাতা ঐ নাবালগের হিতার্থে তাহার বিষয়ের কিয়দংশ বন্ধক দিলে তাহা যে আমরা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ রাখিয়া থাকি ইহা বলাই যথেষ্ট হইল।—যে আবশ্যকতার ঘটনা হয় তাহা হইতে ঐ হিতের উৎপত্তি। এই কথা আদালতে অতি কদাচিৎ উপস্থিত হইয়াছে। যে বিধবার শিশু পুত্র আছে, হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা বিষয়ক যে সকল নজীর রিপোর্ট বহিতে উঠিয়াছে তাহা সামান্যতঃ নাবালগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় বিষয়ে অথবা তাহার ও তন্মাতার ভরণ পোষণ বিষয়ে ঐ ক্ষমতার ব্যবহার বিষয়ক,

এবং সুপ্রিমকোর্ট ও সদরদেওয়ানী আদালতের অনেক নজিরে আপনার অপ্রাপ্তব্যবহার (যাহার উল্লেখ অতঃপর অনাবশ্যক) আদেশ করিয়াছেন যে অনেক আবশ্যকতাবস্থায় কৃত হস্তান্তর হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ; পরন্তু একণে আদালতে যে বিশেষ কথার তকরার উপস্থিত তাহা বাণীমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে রামলোচন রায়ের মকদ্দমাতে † উপস্থিত ছিল। ঐ মকদ্দমাতে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ওসী থাকা সময়ে পৈতৃক এক বিষয়ে তাহার যোগ্যাংশ যে ক্রেতা প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করে ঐ অংশ পাইবার নিমিত্তে ঐ ক্রেতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামে নালিশ করে, ক্রেতার পক্ষে প্রমাণ করা হয়যে ঐ নাবালগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার ওসী স্বরূপে তাহার নিজ অংশ এবং ঐ নাবালগের অংশ অন্যান্য অংশিদের অংশের সহিত ক্রেতার নিকট বন্ধক দেয়,—সদর খাজানার যে বাকীর জন্যে বিষয় নিলাম হওনোন্মুখ হইয়াছিল ঐবাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ বন্ধক দেওয়া হয়, এবং এই কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে সে একখান কবালা ও জজমেন্ট বণ্ড দাখিল করে তাহাতে এ আদালতে যে বিচার হয় তদ্যথা—"যেহেতু যথা-শাস্ত্র ওসীতে নাবালগের অংশ বন্ধক দেওয়ায় ঐ ব্যাপারটি অকৃত্রিম রূপে হইয়াছে, এবং তাহা ঐবিষয়ের হিতার্থেই হওয়াতে ও তাহাতে কোন সন্দেহ দৃষ্ট না হওয়াতে, ঐ ব্যাপার সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্র সম্মত ও সিদ্ধ, ও তদ্ধেতু তাহা স্থিরতর থাকিল"। মেক্‌নাটেনের হিন্দুল-র দ্বিতীয় বালামের ২৯৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিতের যে এক ব্যবস্থা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা উপরিউক্ত মকদ্দমাতে আদালতের দত্ত মতের পোষক; তাহা এই যে—'নিজ পতির মরণান্তে কোন স্ত্রী যদি আপনার অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র ও পৌত্রের প্রতিপালন ও গবর্ণমেন্টের বাকী খাজানা পরিশোধের নিমিত্তে ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করে তবে ঐ বিক্রয়কে বৈধ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে; কেননা ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের অন্নাচ্ছাদন ও রাজকর পরিশোধন আবশ্যক'। কথিত হইয়াছে যে ইহা দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থানুমত, যদিও ঐ ব্যবস্থাতে গবর্ণমেন্টের খাজানা দেওয়া এমত আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছে যাহাতে ঐ বিক্রয় বৈধ হইতে পারে, ও তাহাতে নাবালগের হিতের বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই, তথাপি প্রদর্শিত উভয় মকদ্দমাতেই তাহা অর্থাৎ ঐ নাবালগের ও তন্মাতার ভরণপোষণ ও রাজকর পরিশোধন স্পষ্ট রূপে উক্ত আছে। নাবালগের হিত হইতে আবশ্যকতার উৎপত্তি হয়, ঐ হিত-রক্ষা

---

* কৃষ্ণলোচন প্রভৃতি আপিলান্ট—বনাম—তারিণী দাসী রেস্‌পণ্ডেন্ট। স. দে. আ, রি. বা. ৫. পৃ. ৫৫।

গোপীমোহন ঠাকুর—বনাম—সেবনকুঙর। ইষ্ট্‌ সাহেবের নোট্‌, মকদ্দমা নং ৬৫, মর্লি'র ডাইজেষ্ট বা. ২. পৃ. ১০৫। দত্তকপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ দে. ও শিবচন্দ্র দে.। ইষ্ট্‌ সাহেবের নোট্‌, মকদ্দমা ৫৪, মর্লি'র ডাইজেষ্ট্‌. বা. ২. পৃ. ৪১। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৪০৭—৪০৯।

† ১৮৪৩ সালের সদর দেওয়ানী আদালতীয় নিষ্পত্তি. পৃ. ৩৭১।

ঐ ব্যাপার [illegible] বা অবৈধ [illegible] করিতে হইবে; পরন্তু ঐ প্রামাণিক প্রমাণে না [illegible] কেবল কারণের প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত অভিযোগ সদৃশ মকদ্দমা সকলে (সংস্থাপিত) নিয়ম এই বোধ হইতেছে যে এসী সদৃশ বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিরা যে কার্য্য নাবালগের অবৈধরূপে [illegible]-জনক তাহা করিতে ক্ষমতাবন্ত বটে। এতাবতা প্রমাণ এবং কারণ উভয় হেতুতেই পূর্ব্বোক্ত রূপ সামান্যতঃ আমাদের মত এই যে কোন নাবালগের মাতা ঐ নাবালগের হিতের নিমিত্তে যথার্থতঃ বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলে তাহা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সমুদায় ব্যাপারের যে সকল প্রমাণ (প্রতিবাদী) আপিলান্ট কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিয়া আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে ঐ ব্যাপার অকৃত্রিম। ঐ ব্যাপারটী এক পক্ষে কেবল ঐ নাবালগের মাতা ও পক্ষান্তরে বন্ধক গ্রহীতা এই উভয়ের মধ্যে গোপনে হয় নাই, কিন্তু তাহাতে তাবৎ শরিকেরা এজমালি বিষয় রক্ষার নিমিত্তে সকলে যোগ দিয়াছে।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উক্ত প্রকারের কোন প্রমাণ নাই। অতএব বাদী যে ব্যাপারকে রদ করিবার নিমিত্তে নালিশ করে তাহা অকৃত্রিম এবং তাহার নাবালগী অবস্থায় তন্মাতাকর্ত্তৃক তাহার হিতের নিমিত্তে কৃত হওয়া বিবেচনা করিয়া আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত রদ করিলাম। ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৯৮০।

পঞ্চম অধ্যায়—বিভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—পিতৃকৃত বিভাগ।

অথ তদ্বিভাগ-কাল।

পিতার স্বত্ব থাকিতে—	পিতুঃ স্বত্বে বিদ্যমানে—
ব্যবস্থা। ২২৩ স্বার্জ্জিত ধনে যখন তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই বিভাগ-কাল*।	২২৩ স্বার্জ্জিত ধনে পিতুরিচ্ছা-কাল এব বিভাগ-কালঃ*।

* বি, দা. ভা. টী. ব. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯১। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৩। স্বার্জ্জিত ধনবিভাগ ব্যর্থ্রক্ট।

প্রমাণ। পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন, তবে স্বোপার্জ্জিত ধন যখন ইচ্ছা তখনি বিভাগ করিতে পারেন। বিষ্ণু।

ইচ্ছয়া ... চেৎ পুত্রাকৃত্ব বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে*। বিষ্ণুঃ।

ব্যবস্থা। ২২৪ কিন্তু পৈতামহধনে মাতার রজোনিবৃত্তি (অ) হইলে পিতার যখন ইচ্ছা হয় তখনই বিভাগ-কাল*।

২২৪ পিতামহ-ধনেতু মাতুর্রজোনিবৃত্তি (অ) সহকৃত পিতুরিচ্ছাকাল এব বিভাগ-কালঃ*।

প্রমাণ। ।০ পিতার পরে পুত্রেরা দায়রূপ ধনভাগ করিয়া লইবে। কিন্তু (নির্দ্দোষ) জীবিতা থাকিতে মাতার (অ) রজোনিবৃত্তি হইলে যদি পিতা ইচ্ছা করেন (তবে বিভাগ হয়)। গোতম*।

।০ ঊর্দ্ধং পিতুঃ পুত্রাঃ ঋকৃথং বিভজেরন্। মাতুর্নিবৃত্তে (অ) রজসি জীবতি চেচ্ছতীতি গোতমঃ*।

৵০ পিতামাতার অভাবে ভ্রাতাদিগের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, পিতামাতা জীবিত থাকিতেও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে বিভাগ হইতে পারে। বৃহস্পতি।

৵০ পিত্রোরভাবে ভ্রাতৃণাং বিভাগঃ সম্প্রদর্শিতঃ। মাতুর্নিবৃত্তে রজসি (অ) জীবতোরপি শস্যতে। বৃহস্পতিঃ।

(অ) মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ইহা বলাতে—অন্যপুত্রের জনন-সম্ভাবনাভাব দেখান হইয়াছে।

(অ) মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যনেন—পুত্রান্তর সম্ভাবনারাহিত্যং সূচিতমিতি। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

ব্যবস্থা। ২২৫ মাতাপদে বিমাতাও বোধ্য—কেননা বিমাতার গর্ভেও পিতার অন্যপুত্র জন্মিতে পারে। দা. ত. পৃ. ১২। দা. ভা. টী. পৃ. ৩২।

২২৫ মাতৃপদং বিমাতৃপরমপি—পুত্রান্তরোৎপত্তিসম্ভাবনাতৌল্যাৎ। দা. ত. পৃ. ১২। দা. ভা. টী. পৃ. ৩২।

ব্যবস্থা। ২২৬ বস্তুতঃ মাতা ও বিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিম্বা

২২৬ বস্তুতঃ মাতুর্বিমাতুশ্চ রজোনিবৃত্তৌ অথবা তয়োঃ রজসি

* ৪১৩ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

* দা. ভা. পৃ. ৩৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ২৩। বি. দা. ভা. দী. র ২। কোল. ভা. র্বা ৩. পৃ. ৪১।

তাঁহারদের রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমানে পিতৃরতিশক্তি নিবৃত্তৌ

পিতার রতি-শক্তি নিবৃত্তি হইলে যদি পিতার ইচ্ছা হয় তবে তদিচ্ছা-কালই বিভাগ-কাল।

যদি মাতার রজোনিবৃত্তি না হইতে দৈবাৎ পৈতামহধন বিভক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণু কহেন——

ব্যবস্থা। ২১৭ পিতৃ-কর্ত্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিবে। দা. ত. ১৪।

মাতার রজোনিবৃত্তি না হইতে বিভাগ হইলে কি হইবে এই আশঙ্কা যদি হয়—তাহাতে বিভাগের পর পুত্র জন্মিয়াছে কি না নাই, এই দুই কল্প আছে. প্রথম কল্পে—ভোগাবশিষ্ট ধন মিশাইয়া পুনর্ব্বার বিভাগ কর্ত্তব্য, কেননা বিভাগের পর যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদিগের পৈতামহ ধনে আকাঙ্ক্ষা আছে। দ্বিতীয় কল্পে—পূর্ব্ববিভাগই সিদ্ধ। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তবে বিভাগ অধিকার হয় অতএব অনধিকারিরত যে বিভাগ তাহা উদাসীন কর্ত্তৃকতর ন্যায় অসিদ্ধ ইহা বাচ্য নয়, কেননা মাতার রজোনিবৃত্তি ইহা বলকেবল ভাবি পুত্রের বিভাগাশঙ্কা থাকে এবং উক্ত কল্পে এই উপপত্তি থাকাতে স্বতন্ত্রাধিকার কল্পনায় প্রমাণ নাই। পরন্তু দুর্বিভক্ত বিষয়ের পুনঃ বিভাগ করিবে। 'মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে' এই কথা পৈতামহ ধন বিষয়ক, এবং মাতৃ রজোনিবৃত্তি না হইলে জনিষ্যমাণ পুত্রদিগের পৈতামহ স্বত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকাতে বিদ্যমানগণের

তদিচ্ছা কাল এব বিভাগকালঃ।

যদিতু অনিবৃত্তরজস্কায়াং মাতরি দৈবাৎ পিতামহ-ধনং বিভক্তং, তত্র বিষ্ণুঃ—

২১৭ পিতৃ-বিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুরিতি। দা. তা. পৃ. ১৪।

ননু যদি মাতৃ রজোনিবৃত্তিং বিনৈব বিভাগঃ কৃতস্তত্র কিং স্যাদিতি চেৎ—কিন্তুত্র বিভাগোত্তরং পুত্রোজাতঃ উক্ত ন। তত্রাদ্যকল্পে ভুক্তং বর্জয়িত্বাহবশিষ্টং ধনং মিশ্রয়িত্বা পুনর্বিভাগং কুর্য্যাৎ বিভাগোত্তর জাতানামপি পৈতামহ ধনাকাঙ্ক্ষিত্বাৎ। দ্বিতীয় কল্পে তু—স এব বিভাগঃ সিদ্ধঃ নচ মাতৃরজোনিবৃত্তের্বিভাগাধিকারাৎ অনধিকারিকৃতঃ স বিভাগোহসিদ্ধঃ, উদাসীনকৃত বিভাগবদিতি বাচ্যং। মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যস্য ভাবিপুত্রবিভাগাশঙ্কয়া উক্তকল্পে নৈবোপপত্তৌ স্বতন্ত্রাধিকারবাক্যত্ব কল্পনে প্রমাণাভাবাৎ। পরন্তু দুর্বিভক্তং পুনর্বিভজেৎ ইতি। মাতুনির্বৃত্তে রজসীতি পিতামহ ধন বিষয়ং মাতৃ-রজোনিবৃত্তিম্বিনা জনিষ্যমাণানামপি পিতামহ ধনে স্বামি-

বিভাগ না হওয়াই ন্যায্য। ইহাও পিতার রতিশক্তি নিবৃত্তির উপলক্ষণ। অন্যথা বৈমাত্র ভ্রাতার ভাগভাগিত্ব ঘটে না। তাহা নারদের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ, তদ্‌যথা—'মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ভগিনীরা দত্তা হইলে, কিম্বা পিতার রতিশক্তি নিবৃত্তি হইলে' (অথবা) পিতা উপরতস্পৃহ হইলে (বিভাগ হয়)'। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

'ভগিনীরা দত্তা হইলে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিতা মরিলেও ভগিনীর বিবাহ অবশ্য দিতে হইবে, এমত তাৎপর্য্য নয় যে তদ্ভিন্ন বিভাগে অধিকার হয় না. এই জীমূতবাহনের মত। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ইহা কহিয়া যে "পৈতামহ ধন বিভাগে মাতার রজোনিবৃত্তি অপেক্ষা করে কিন্তু পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ হয়', লিখিতেছেন—'পিতা পুত্রের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে'। পরন্তু ইহা বঙ্গদেশাদৃত নয়, প্রথমতঃ—পিতার অনুমতিতে দায়ের ভাগ হইবে—এই বৌধায়ন বচন-বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ—বঙ্গদেশ প্রচলিত মতে পুত্রের জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়াতে পুত্রের ইচ্ছা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। তৃতীয়তঃ -মাতৃরজোনিবৃত্তি পূর্ব্বক পুত্রের ইচ্ছা হইলেও পিতা যদি অন্য বিবাহ করণেচ্ছা প্রকাশে বিভাগ না করেন তবে পুত্রের ইচ্ছাতে বিভাগ হইতে পারে না। চতুর্থতঃ ইহা তাঁহার বক্ষ্যমাণ নিজ উক্তির বিরুদ্ধ, তদ্‌যথা—'পৈতামহ ধনবিভাগে কাহার ইচ্ছা প্রবর্ত্তিকা—ইহার উত্তর এই যে পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ হয়, যেহেতু তাঁহারই ধন-স্বামিত্ব*'।

ত্বাকাঙ্ক্ষয়াবিদ্যমানানাং বিভাগানুপপত্তেঃ যৌক্তিকত্বাৎ। এতচ্চ পিতৃরতিশক্তি নিবৃত্তেরুপলক্ষণং বিমাতৃপুত্রস্য ভাগভাগানুপপত্তেঃ। তচ্চ—'মাতুর্নিবৃত্তে রজসি দত্তাসু ভগিনীষু চ, নিবৃত্তে বাপি রমণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে'—ইতি নারদ-বচনে স্ফুটমেব। বি দা. ভা. দ্বী. র. ২।

দাত্তাসু ভাগিনীষু চেতি চ তাসাং মৃতেঽপি পিতরি অবশ্যং দানার্থং নতু ভগিনী দানং বিনা নাধিকারোভবতীতি বিজ্ঞাপনার্থমিতি জীমূতবাহনঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

পৈতামহেতু মাতৃরজোনিবৃত্তিরপ্যপেক্ষিতা ইচ্ছাতু পিতুরেব ইতি লিখনানন্তরং বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা—'পিতাপুত্রয়োরন্যতরস্য বা যথা মতং বেদিতব্যং—যল্লিখিতং তন্ন বঙ্গদেশাদৃতং, প্রথমতঃ'—পিত্রানুমত্যা দায়ভাগ ইতি বৌধায়ন বিরোধাৎ। দ্বিতীয়তঃ—তদিচ্ছা নিতান্তমকিঞ্চিৎকরী বঙ্গদেশপ্রচলিত মতে পুত্রস্য জন্মাধীন স্বত্বস্যাস্বীকৃতত্বাৎ। তৃতীয়তঃ—মাতৃরজোনিবৃত্তিসহকৃতায়াং পুত্রেচ্ছায়াং সত্যামপিপিতা যদি অন্যদারপরিগ্রহেচ্ছা প্রকাশেন বিভাগং ন করোতি তদা পুত্রেচ্ছায়া বিভাগানর্হত্বাৎ। চতুর্থতঃ-পৈতামহ ধনে বিভাগে কস্যেচ্ছা প্রবর্ত্তিকা মদ্বাচ্যতে পিতুরিচ্ছৈব বিভাগ কারণং তস্যধন স্বামিত্বাদিতি স্বোক্ত বিরোধাচ্চ।

* উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা এমত মত-ও লিখিয়াছেন যে—পিতাকে ক্লেশ দিলে পুত্রেরা রাজার নিকট

"অতএব জীমূতবাহনের মতই যথা-শাস্ত্র, তদ্ যথা "পৈতামহ ধনের-ও পিতার ইচ্ছাতে বিভাগ কর্ত্তব্য, কিন্তু বিশেষ এই যে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তাহা হইবে। কিন্তু স্বোপার্জিত ধন মাতু রজোনিবৃত্তি না হইতে বিভক্ত হইতে পারে*। পৈতামহাদি ধনে পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ সিদ্ধ, পুত্রের ইচ্ছাতে নয়, পিতার ইচ্ছা বিনা বিভাগ হয় না, যেহেতু মনু, নারদ, গোতম, বৌধায়ন, শংখ লিখিতাদি ইহা বলাছেন যে—"পিতামাতা থাকিতে পুত্রেরা কর্ত্তা নয়;- -তথা পিতা নির্দ্দোষে জীবিত থাকিতে পুত্রদের স্বামিত্ব নাই, পিতার জীবন কালে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে বিভাগ হয়,—পিতার অনুমতিতে দায় ভাগ হয়,'—অবিশেষে দেখাইতেছেন যে পিতার জীবন কালে তাঁহার অনুমতি হইলে ঋকৃথ বিভাগ হইতে পারে।—পিতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের যে ধন স্বামিত্ব ও বিভাগ তাহা পিতার ইচ্ছাধীন, এবং যেহেতু উক্ত ঋষিরা পৈতামহ ধন বিভাগের কাল পৃথক্ করিয়া বলেন নাই অতএব পুত্রের অপ্রভুত্ব ও পিতার অনুমতি বোধক ঐ বচন সকল অবশ্যই পৈতামহ ধন বিষয়ক"†।

হৃত পৈতামহ দ্রব্য পিতা উদ্ধার করিলে, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিতবৎ, অনিচ্ছায় পুত্রের সহিত বিভাগ করিবেন না এই যে মনুর ও বিষ্ণুর বচন ইহার অর্থ এই যে বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতা স্বার্জ্জিত পৈতামহ ধন অনি-

অতঃ জীমূতবাহন মতমেব যথা-শাস্ত্রং, তদ্ যথা—"পিতামহ ধনস্যাপি পিতুরিচ্ছয়ৈব বিভাগঃ কার্য্যঃ, কিন্তু মাতুর্নিবৃত্তে রজসীতি বিশেষঃ, স্বোপাত্তেতু রজোনিবৃত্তিমন্তরেণাপি*।—পৈতামহাদি ধনে পিতুরিচ্ছাত এব বিভাগো ন পুত্রেচ্ছয়া ইতি সিদ্ধং। নতু পিতুরিচ্ছামন্তরেণ তস্য বিভাগঃ, অনীশাস্তেহি জীবতোঃ। তথা অস্বাম্যং হি ভবেদেষাং নির্দ্দোষে পিতরি স্থিতে। তথা জীবতি চেচ্ছতীতি। তথা-পিতুরনুমত্যা দায়বিভাগঃ। তথা জীবতি পিতরি ঋকৃথ বিভাগোঽনুমতঃ, তদেবমাদি মনু নারদ গোতম বৌধায়ন শংখ লিখিতাদিভিরবিশেষেণ জীবতি পিতরি পুত্রাণাং যাবদ্ধনগোচরাস্বামিত্বস্য পিতুরিচ্ছাধীন বিভাগস্য চ প্রতিপাদনাৎ পৈতামহ ধন বিভাগকালস্য চ পৃথগেভিরনভিধানাৎ পৈতামহ ধন গোচরত্বমপ্যনীশত্ব পিত্রনুমতি বচনানাং"†।

'যচ্চ মনুবিষ্ণূ—পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্য-মনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ। ন তৎপুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধং অকামঃ স্বয়মর্জ্জিতং॥ তত্রাপি বিভাগদানে প্রবৃত্তঃ পিত

আবেদন করিয়া পৈতামহধন বিভাগ করাইতে পারে, পরন্তু তাহাতেও পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ হইতে পারে না'। এই মতও উপরিউক্ত কারণ সকলে বঙ্গদেশাদৃত নয়।

* দা. ভা. পৃ. ৪৫। † দ্রষ্টব্য দ'. ভা. পৃ. ৩৬।

ইচ্ছায় বিভাগ করিবেন না। অন্য ধন অনিচ্ছাতেও বিভাগ করিবেন (ই), উক্ত বচন ইহার জ্ঞাপক নয় যে পুত্রের ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে* ।

(ই) অনিচ্ছাতে—অর্থাৎ স্বারসিক ইচ্ছা না হইলেও প্রত্যবায় ভয়মাত্র জনিত ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে। দা. ভা. টী. পৃ. ৪১।

পিতামহধনং স্বার্জ্জিতং নাকামোবিভজেৎ অন্যৎ পুনরকামোপি বিভজেদিত্যস্বেচ্ছাত এবেত্যর্থঃ (ই), ন পুনঃ পুত্রেচ্ছয়া বিভাগং জ্ঞাপয়তঃ" * ।

(ই) অস্বেচ্ছাতইতি—অস্বারসিকেচ্ছাতঃ—প্রত্যবায় ভয়মাত্র জানিতেচ্ছাত এবেতার্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৪১।

আদালতে দত্ত গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন ১। কোন ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ গৃহ হইতে পালাইয়া গেলে তৎপিতা তদন্বেষণে বৃন্দাবনের দিকে প্রস্থান করিলেন। অন্য দুই পুত্র বাটীতে রহিল। এমত অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমি ও আর আর বিষয়ের উপর ধনস্বামির ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে কি না? যদি ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতি মধ্যে সালিসীর দ্বারা সাধারণ বিষয়ে নিজ পিতার অংশ স্থির করিয়া লইয়া থাকে, তবে তদ্বিভাগ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ কি না?

পিতার সম্মতি বিনা বিভাগ অসিদ্ধ।

উত্তর ১। অনুদ্দিষ্ট পুত্রের অন্বেষণে পিতা বৃন্দাবন গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সকর ভূমি ও আর আর বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে ক্ষমতা রাখে এবং ঐ ক্ষমতা-বলে তদ্বিষয়ে স্বামির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিষয়ে সালিসের দ্বারা পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কৃত যে বিভাগ তাহা শাস্ত্রসম্মত বিবেচিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন ২। বৃন্দাবন যাওন কালীন পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মৌখিক এমত আদেশ করিয়া গিয়া থাকেন যে সাধারণ স্থাবর বিষয়ে তাঁহার যে অংশ তাহা লইয়া তদ্বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতার প্রবাস কালীন তদনুরূপ করিয়া থাকে, ও পিতা যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে ঐ নিষ্পত্তি শাস্ত্রসিদ্ধ এবং চূড়ান্ত কি না?

পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহার অনবস্থানকালে বিভাগ হইলেও তাহা সিদ্ধ।

উত্তর ২। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতার অনবস্থান কালে তাঁহার বৃন্দাবন যাওন কালীন দত্ত অনুমতি ক্রমে সালিস মনোনীত করিয়া সাধারণ বিষয়ে যথা-শাস্ত্র পিতার প্রাপ্য অংশ লইয়া থাকে, এবং ঐ অংশ যদি সালিসের দ্বারা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তবে পিতা প্রত্যাগমনের পর ঐ অংশ অস্বীকার করিলেও তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

---

* দা. ভা. পৃ. ৪০।

প্রশ্ন ৩। এক ব্যক্তির কেবল এক পুত্র ছিল, সে পিতার অনবস্থানকালে সালিস মনোনীত করিয়া যে পৈতৃক স্থাবর বিষয় শরিকদিগের সহিত সাধারণে অধিকৃত ছিল তাহা বিভাগ করাইল, পরন্তু পিতা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের ঐ কর্ম্ম অস্বীকার করিলেন, এবং কিছু দিন পরে লোকান্তর গত হইলেন। যে পুত্র বিভাগ করাইয়াছিল সে অদ্যাপি জীবিত আছে, এবং এক্ষণে ঐবিভাগ অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করে। এমত অবস্থায় সে তেমত করিতে পারে কি না?

পিতার অনুমতি বিনা পুত্র বিভাগ করিলে তাহা ঐ পুত্রের সম্বন্ধেও সিদ্ধ নয়।

উত্তর ৩। পিতার অনবস্থানকালে তাঁহার স্পষ্ট অনুমতি বিনা তাঁহার সাধারণ স্থাবর বিষয় এবং আর২ বিষয় সালিসী নিষ্পত্তি অনুসারে বিভক্ত হইলে এবং প্রত্যাগমনের পর পিতা ঐ বিভাগে অসম্মত হইলে তাহা অসিদ্ধ; এবং যে পুত্র ঐ বিভাগ করাইযাছিল সে পিতার মৃত্যুর পর যদি সেই ভাগ স্বীকার না করে তবে তাহা সিদ্ধ এবং অকাট্য বিবেচিত হইতে পারে না।

জিলা মেদিনিপুর, ২৫ মে ১৮১৮ সাল। মেক্ হি ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৪ (পৃ ১৪৮--১৬০)

অথ পিতার স্বোপার্জ্জিত ধন-বিভাগ।

ব্যবস্থা। ২২৮ স্বার্জ্জিত ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইবে*।

২২৮ স্বোপার্জ্জিতে ধনে পিতৃবিচ্ছেব নিয়ামিকা*।

প্রমাণ। পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত ধনে তাঁহার যেমত ইচ্ছা হয় সেই মত বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতার ও পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব। বিষ্ণু*। ইহার অর্থ এই যে—

পিতাচেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে পৈতামহেতু পিতাপুত্রযোস্তুল্যং স্বাম্যং*। বিষ্ণুঃ। অস্যার্থঃ—

ব্যবস্থা। ২২৯ স্বার্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা লইতে পারেন, -অর্দ্ধেক, দুই বা তিন ভাগ, তৎ সকলই শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু পৈতামহ ধনে এমত নয়*।

২২৯ স্বোপাত্তে যাবদেব গ্রহীতুমিচ্ছতি অর্দ্ধং, ভাগদ্বয়ং, ভাগত্রয়ং বা, তৎ সর্ব্বং তস্য শাস্ত্রানুমতং, নতু পৈতামহেঽপি*।

---

* দা. ক্র সং পৃ. ৪২ ৪৩ ও ৪৪। দা ভা. পৃ ৩৮। দা ত পৃ ৮। বি. দা ভা দ্বা র. ১। উ দা. ক্র সং, পৃ. ৯৩ ও ৯৪। কোল. দা. ভ. চা. ১, পৃ. ৪৪। কোল. ভা. বা ২, পৃ ৫৩৮ ও ৫৩৯। মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৪।

প্রমাণ। পিতা জীবন কালেই বা পুত্র-দিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া বনবাস করিবেন, অথবা ব্রহ্মাশ্রমী (উ) হইবেন, কিম্বা অল্পধন বিভাগ করিয়া দিয়া অধিক ধন লইয়া গৃহে থাকিবেন, যদি তাহা ভুক্ত হইয়া যায় (এ), তবে পুত্র-দের নিকট হইতে পুনর্ব্বার লইবেন। ইহা হারীত কহিয়াছেন*।

জীবন্নেব বা পুত্রান্ প্রবিভজ্য বন-মাশ্রয়েৎ, ব্রহ্মাশ্রমং (উ) বা গচ্ছেৎ, স্বল্পেন বা বিভজ্য ভূয়িষ্ঠমাদায় বসেৎ, যদ্যুপদশ্যেৎ (এ), পুনস্তেভ্যো গৃহ্ণীয়া-দিতি* হারীতঃ।

(উ) ব্রহ্মাশ্রম—প্রব্রজ্যা। দা. ভা. পৃ. ৫৮।

(উ) ব্রহ্মাশ্রমং—প্রব্রজ্যা। দা. ভা. পৃ. ৫৮।

(এ) ভুক্ত হইয়া যায়—অর্থাৎ সকল ধনই খাইয়া ফেলেন।

(এ) উপদশ্যেৎ—ভুক্তাশেষধনঃ-স্যাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

স্বোপার্জ্জিত ধনের যে পিতার ইচ্ছাতে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহাও (কোন পুত্রের), বহু পোষ্যত্ব অক্ষমত্ব ভক্তত্বাদি ভাবাভাব কারণে। দা. ত. পৃ. ৮। অতএব—

স্বোপার্জ্জিতেঽপি স্বেচ্ছয়ান্যূনাধিক বিভাগো ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্বাদি সত্ত্বাসত্ত্ব কারণাৎ। দা. ত. পৃ. ৮। অতঃ—

ব্যবস্থা। ২৩০ স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণি বলিয়া সম্মানার্থ অথবা অযোগ্য বলিয়া কৃপাতে কিম্বা ভক্ত বলিয়া ভক্তবৎসলতা-হেতু অধিক দা-নেচ্ছু হইয়া ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে ধর্ম্মকারী হইবেন †।

২৩০ স্বোপার্জ্জিত ধনাৎ পুন-র্গুণবত্ত্বেন সম্মানার্থং বহুকুটুম্ব-ত্বেন বা ভরণার্থং অযোগ্যত্বেন বা কৃপয়া ভক্তত্বেন বা প্রসন্নতয়া অধিক দানেচ্ছুর্ন্যূনাধিক বি-ভাগং কুর্ব্বন্ পিতা ধর্ম্মকারী †।

প্রমাণ। ।০ তাহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়া-ছেন—পিতৃকৃত যে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহা ধর্ম্ম্য †।

তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন্যূনাধিক বিভক্তানাং ধর্ম্ম্যঃ পিতৃকৃতঃ স্মৃতঃ †।

---

* ৪১৯ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

* দা. ভা. পৃ. ৩০ ও ৩৪। দ. ক্র. সং. পৃ. ৪৪। দা. ত. পৃ. ৮। বি. দা. ভা., বী. ব্র. ১। কোল. দা ভা. পৃ. ৪৯ ও ৫০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪। কোল. ডা. খং. ২, পৃ ৫৪৭ ও ৪৪৮।

প্রমাণ। ৶৹ তথা বৃহস্পতিঃ—পুত্ত্রের দিগকে পিতা যে সমান অথবা ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দেন তাহারা তাহাই মান্য করিবে, অন্যথা দণ্ডনীয় হইবে * ।

তথা বৃহস্পতিঃ—সমন্যূনাধিকা ভাগাঃ পিত্রা যেষাং প্রকল্পিতাঃ। তথৈব তে পালনীয়া বিনেয়াস্তে স্যুরন্যথা * ।

প্রমাণ। ৶৹ নারদ-ও কহেন—পুত্ত্রেরা পিতা হইতে যে ন্যূনাধিক বিভাগ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সেই ভাগই ধর্ম্ম্য, যেহেতু পিতা সকলের প্রভু (ও) * ।

নারদশ্চ—পিত্রৈবতু বিভক্তা যে সমন্যূনাধিকৈর্দ্ধনৈঃ। তেষাং স এব ধর্ম্ম্যঃ স্যাৎ, সর্ব্বস্যহি পিতা প্রভুঃ (ও) * ॥

(ও) 'প্রভুঃ'—অর্থাৎ স্বেচ্ছাতে যথেচ্ছ দানাদি করিতে সমর্থ।

(ও) 'প্রভুঃ'—স্বেচ্ছয়া যথেষ্ট বিনিয়োগার্হঃ। দা. ক্র. সং পৃ. ৪৪।

পিতৃকৃত ন্যূনাধিকভাগ পিতার স্বার্জ্জিত ধনেই ধর্ম্ম্য যেহেতু তাহাতে তাঁহার সম্যক্ প্রভুত্ব আছে, পৈতামহ ধনে তাহা নাই * । তথাচ—

সর্ব্বধন প্রভুত্বস্য হেতুত্বাৎ পৈতামহে তদসম্ভবাৎ ন্যূনাধিক বিভাগঃ পিতৃকৃতঃ পিতৃধন বিষয় এবায়ং ধর্ম্ম্যঃ * । তথাচ—

ব্যবস্থা। ২৩১ উক্ত ভক্তত্বাদি কোন কারণবিনা পিতা স্বার্জ্জিত ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য নয় এই তাৎপর্য্য। দা. ভা. টী. পৃ. ৬৫।

২৩১ উক্তান্যতম কারণং বিনা স্বার্জ্জিত ধনে পুত্ত্রাণাং বিষম বিভাগো ন ধর্ম্ম্য ইতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. ৬৫।

প্রমাণ। যথা কাত্যায়ন কহেন—পিতার জীবনকালে বিভাগ হইলে ভিন্ন কারণ বিনা কোন পুত্ত্রকে বিশেষ করিবেন না, অকস্মাৎ (ক) কোন পুত্ত্রকে নিরাস করিবেন না † ।

যথা কাত্যায়নঃ—জীবদ্বিভাগেতু পিতা নৈকং পুত্ত্রং বিশেষয়েৎ। নির্ভাজয়েন্নচৈবৈকং অকস্মাৎ (ক) কারণং বিনা † ।

অর্থাৎ—কারণ বিনা কোন পুত্ত্রকে অধিক দিয়া বিশেষ করিবেন না, এবং কোন পুত্ত্রকে ভাগশূন্য করিবেন না উদ্ধারাদি যে বিশেষ সে অনেকের একের নয়। কারণ বিনা এক পুত্ত্রকেও বিশেষ করিবেন না, কিন্তু

অর্থাৎ—নৈকমধিকদানেন বিশেষয়েৎ, নচ নির্ভাজয়েৎ বিভাগ শূন্যং ন কুর্য্যাৎ কারণং বিনা। উদ্ধারাদি বিশেষোহি বহূনামেব নৈকস্য। একস্যাপিচ পুত্ত্রস্য কারণং বিনা বি-

---

* ৪২০ পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

† দা. ভা. পৃ. ৭২। বি. দা. ভা. টী. রু. ১। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৫২ ও ৫৩। কোল. ডাঃ বা ২, পৃ. ৫৪০।

কারণ বশতঃ কর্ত্তব্য বটে। এক পুত্রের-ও এমত অবগতি হওয়াতে এ বিশেষ বিংশোদ্ধারাদি দান-দ্বারা নয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছাকৃত (গ) বিশেষ, এই ইহার অর্থ। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৬৯।

(ক) অকস্মাৎ কোন হেতু বিনা—অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্ব অক্ষমত্বাদিরূপ জীমূত বাহন প্রভৃতির সম্মত কারণ বিনা—এক পুত্রকে বিশেষ করিবে না, কারণ বিনা ভাগ শূন্য করিবে না, কারণ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পাতিত্যাদি এবং ইচ্ছাতে পরিত্যাগরূপও বটে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেরও এই মত। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী পৃ. ৭০।

(গ) ইচ্ছাকৃত অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত ধনমাত্রে পূর্ব্বোক্ত কারণ সহকারে ইচ্ছা কৃত। দা. ভা. টী. পৃ. ৭০।

ব্যবস্থা। ২৩২ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে (জ) ন্যূনাধিক বিভাগ শাস্ত্রীয়। দা. ভা, পৃ, ৬৯।

(জ) পূর্ব্বোক্ত কারণে-অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাদি হেতুতে। দা. ভা. টী. পৃ. ৬৯।

ব্যবস্থা। ২৩৩ অত্যন্ত ব্যাধি ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ততায় কিম্বা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তচিত্ততায় পিতা এক পুত্রকে অধিক কিম্বা অল্প ভাগ দিলে অথবা কিছু না দিলে তদ্বিভাগ অসিদ্ধ*।

শোষ্যো ন কার্য্যঃ; কারণ বশাত্তু কার্য্য এব। একস্যাপীত্যবগতেরৈ দ্ধারাংশেঙ্কোবিশেষঃ কিন্তু পিতুরিচ্ছাকৃত (গ) এবেতি যথোক্ত এবার্থঃ। দ্রষ্টব্যা—দা. ভা. পৃ. ৬৯।

(ক) অকস্মাৎ কমপি হেতুং—(ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্বাদিরূপং জীমূতবাহনাদি সম্মতং)—বিনা একং পুত্রং ন বিশেষয়েৎ। কারণং বিনা ভাগশূন্যং ন কুর্য্যাৎ। কারণং—অনংশতা-কারণং শাস্ত্রোক্তং পাতিত্যাদিকং, স্বেচ্ছয়া পরিত্যাগশ্চ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। এবমেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ। দ্রষ্টব্যা—দা ভা. টী. পৃ. ৭০।

(গ) ইচ্ছাকৃত এবেতি—স্বার্জ্জিতমাত্রে পূর্ব্বোক্ত কারণ সহকারেণ ইচ্ছাকৃতএবেত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৭০।

২৩২ পূর্ব্বোক্ত কারণাত্তু (জ) শাস্ত্রীয় এব বিষম বিভাগঃ। দা. ভা. পৃ. ৬৯।

(জ) পূর্ব্বোক্ত কারণাৎ—অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাদেঃ। দা ভা. টী. পৃ. ৬৯।

২৩৩ অত্যন্ত ব্যাধি ক্রোধাদ্যাকুলচিত্ততয়া কামাদি-বিষয়সেবাবশীকৃতচিত্ততযা বা যদিতু একস্মৈ পুত্রায় অধিকং ন্যূনম্বা দদাতি কিঞ্চিন্ন দদাতি বা তদা স বিভাগোঽসিদ্ধঃ *।

* বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল. ডা বা. ২, পৃ. ৫৪১. ৫৪২, ৫৪৩ ও ৫৪৮। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৯ দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪। কোল. দা ভা. পৃ. ৫২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯১।

কারণ। যেহেতু প্রভুত্ব না থাকাতে তাহা অনধিকারির কৃত।

অপ্রভুত্বহেতুনা অনধিকারিকৃতত্বাৎ।

প্রমাণ। /০ ব্যাধিত কুপিত বিষয়ে আসক্তচিত্ত (ট) এবং অযথাশাস্ত্রকারী পিতা বিভাগ করিতে প্রভু নহেন*।

/০ ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তচেতনঃ (ট)। অযথাশাস্ত্রকারীচ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ*॥ নারদঃ।

(ট) বিষয়াসক্ততা—প্রিয়তমা স্ত্রীর পুত্রে অনুরক্ততা। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

(ট) বিষয়াসক্তত্বং—সুভগা-পুত্রাদিনা। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

৵০ মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, ব্যসনী (ড) বালক, ভয়াদিযুক্ত ও নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তি যে ব্যবহার অর্থাৎ বিষয়কর্ম্ম করে তাহা অসিদ্ধ *। যাজ্ঞবল্ক্য।

মত্তোন্মত্তার্ত্ত ব্যসনী (ড) বালভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ড) ব্যসনী—অর্থাৎ ক্রীড়াদিতে আসক্ত। যেহেতু ব্যসনপদে অভিধানে বিপদ্ ভ্রংশ এবং কামজ ও কোপজ দোষ বুঝায়*।

(ড) ব্যসনী—ক্রীড়াদ্যাসক্তঃ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ কোপজে ইত্যভিধানাৎ*।

আদি শব্দে-অধীন দাস পুত্রাদি বোধ্য।—এই স্মার্ত্তোক্তি যথার্থ *।

আদি—শব্দাদস্বতন্ত্র দাসপুত্রাদেগ্রহণমিতি স্মার্ত্তোক্তং যুক্তমেব।

ব্যবহারপদে—ঋণাদানাদি অষ্টাদশ ব্যবহার বোধ্য। এতাবতা উন্মত্তাদি পিতার কৃত দায়ভাগ অসিদ্ধ*।

ব্যবহার পদে—ঋণাদ্যষ্টাদশানামেব গ্রহণাৎ—উন্মত্তাদিনা পিত্রাকৃত দায়ভাগো নসিদ্ধ্যতীতি*।

পিতা যদি ক্রোধাদিতে এক পুত্রকে সর্ব্বস্ব কিম্বা প্রায় সর্ব্বস্ব দেন অপরকে না দেন অথবা কিঞ্চিৎ দেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে বারণ কর্ত্তব্য। প্রাগুক্ত বচনে পিতার অপ্রভুত্ব কথিত হওয়াতে বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনে তদ্বারণে অক্ষমতা হইতে পারে না*।

অত্র যদি পিতা ক্রোধাদেকস্মৈ সর্ব্বস্বং কিঞ্চিদূন সর্ব্বস্বম্বা দদাতি অপরস্মৈ ন দদাতি কিঞ্চিদ্বা দদাতি তত্রতু বারণং কর্ত্তব্যমেব। বৃহস্পতি বচনানিতু তদ্বারণং নিষেদ্ধুং ন শক্নুবন্তি প্রাগুক্ত বচনে পিতুরপ্রভুত্ব কথনাৎ*।

ইহার ভাব এই যে—যেমত অশুচি ব্যক্তি দেবপূজাদি করিলে অদৃষ্টফল জনক হয় না, তেমতি উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধাদি ব্যক্তিদের দানেচ্ছাদি পূর্ব্বের স্বত্ব নাশক হয় না। যেহেতু শুচির ন্যায়

তথাচায়ং ভাবঃ—যথাশুচিকৃতং দেবপূজাদিকং নাদৃষ্ট ফলজনকং, তথোন্মত্ত ক্রুদ্ধাদি কৃতং দান রূপেচ্ছাদিকং ন পূর্ব্বস্বত্ব নাশ জনকং। তত্রশৌচস্যে-

* ৩২৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

এস্থলে অক্রূরাদির অধিকার। অতএব তৎকৃত বিভাগ অসিদ্ধ হওয়াতে পুনর্ব্বার বিভাগ কর্ত্তব্য। বি. দা. ভা দী. র. ১।

অতএব এই নিষ্কর্ষ—

ব্যবস্থা। ২৩৪ পিতা যদি ভক্তত্বাদি কারণে ন্যূনাধিক ভাগ দেন তবে সে বিভাগ ধর্ম্ম্য এবং সিদ্ধ, যদি ব্যাধ্যাদিতে আকুলচিত্ততায় ন্যূনাধিক বিভাগ দেন অথবা কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করেন তবে তাহা অসিদ্ধ। পরন্তু যদি ভক্তত্বাদি কারণবিনা ও ব্যাধ্যাদিজন্য অস্থির চিত্ততা বিনা কেবল ইচ্ছাতে ন্যূনাধিক বিভাগ দেন তবে তাহা ধর্ম্ম্য নয় কিন্তু সিদ্ধ।

ব্যবস্থা। ২৩৫ যদি পুত্রেরা এক কালীন বিভাগ প্রার্থনা করে তখন ভক্তত্বাদি কারণে পিতা বিষম ভাগ করিবেন না*।

প্রমাণ। অবিভক্ত ভ্রাতারা যুগপত্ বিভাগ প্রার্থনা করিলে পিতা কখনো বিষম বিভাগ করিবেন না। মনু।

বাত্রাক্রোরাদেরধিকারত্বাদিতি। তস্মাৎ তৎকৃত বিভাগস্যাসিদ্ধ্যা পুনর্ব্বিভাগঃ করণীয়ঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ১।

অতএবায়ং নিষ্কর্ষঃ—

২৩৪ পিতা যদি ভক্তত্বাদি কারণেন অধিক ভাগং দদাতি তদা তদ্বিভাগো ধর্ম্ম্যঃ সিদ্ধশ্চ; যদি ব্যধ্যাদ্যাকুলচিত্ততয়া ন্যূনাধিকং দদাতি কমপি পুত্রং ভাগ শূন্যং বা করোতি তন্ন সিদ্ধ্যতি। যদিতু ভক্তাত্বাদি কারণম্ বিনা চ কেবলেচ্ছয়ৈব ন্যূনাধিক ভাগং দদাতি তদা তন্ন ধর্ম্ম্যং কিন্তু সিদ্ধং।

২৩৫ যদি পুত্রাঃ যুগপদ্বিভাগমর্থয়ন্তে তদা ভক্তত্বাদি প্রযুক্ত বিষম বিভাগং পিতা ন কুর্য্যাৎ *।

ভ্রাতৄণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থানং ভবেৎ সহ। ন তত্র ভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন*। মনুঃ।

---

* দা. ভা. পৃ ৩৮ ও ৩৯। বি দা. ভা. দী. র. ১। কোল. দ. ভা. পৃ. ৫২ ও ৫৩। কোল. ভা. বা. ২, পৃ ৫৪৪।

এতাবতা যাহার পাঁচ পুত্র,—তন্মধ্যে ভক্ত অক্ষম বহুপোষ্য এবং অন্য এক এই চারি পুত্রে বিভাগ প্রার্থনা করে, অপর পুত্র তৎপ্রার্থনা করে না, এমত স্থলেও ভক্তত্বাদি প্রযুক্ত বিষম বিভাগ কর্ত্তব্য, যেহেতু তাবৎ ভ্রাতারা এককালে বিভাগ প্রার্থনা করে নাই। বি. দা. ভা. দী. র ১।

এবং যস্য পঞ্চপুত্রাঃ তত্র ভক্তঃ অক্ষমো বহুপোষ্যঃ, অপরশ্চ এতে চত্বারো বিভাগমর্থয়ন্তে, একশ্চ ন তথা, তত্রাপি ভক্তত্বাদি নিবন্ধনং বিষম বিভাগদানং কর্ত্তব্যমেব সর্ব্বেষাং ভ্রাতৄণাং উত্থানাভাবাৎ। বি. দা ভা. দী. র ১।

কিন্তু তখন বিংশোদ্ধারাদি পিতা অবশ্য দিবেন যেহেতু তাহা বিষম বিভাগস্বরূপ নয়, এবং ন্যূনাধিক বিভাগদানই কেবল নিষিদ্ধ*

উদ্ধারস্তু তদা পিত্রা দাতব্য এব তস্য বিষমভাগরূপত্বাভাবাৎ, ন্যূনাধিক বিভাগস্যৈব নিষেধাদিতি*।

প্রমাণ। পিতাইবা বৃদ্ধ হইয়া স্বয়ং পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন, জ্যেষ্ঠকেই বা শ্রেষ্ঠ ভাগ (ন) দিবেন, কিম্বা তাঁহার যেমত ইচ্ছা হয় তেমত করিবেন *। নারদ।

পিতৈব বা স্বয়ং পুত্রান্ বিভজেদ্বয়সি স্থিতঃ। জ্যেষ্ঠম্বা শ্রেষ্ঠভাগেন (ন) যথা বাস্য মতির্ভবেৎ*। নারদঃ।

(ন) শ্রেষ্ঠভাগ—মনুর উক্ত বিংশোদ্ধারাদি ভাগ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

(ন) শ্রেষ্ঠভাগঃ—মনূক্ত বিংশোদ্ধারাদিভাগঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ কহিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার যেমত ইচ্ছা হয় বলাতে পূর্ব্বোক্ত কারণে পিতার যে প্রকার ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে মতি হয় ইহা পৃথক্ কথন হেতু শ্রেষ্ঠভাগ ভিন্ন ন্যূনাধিক বিভাগ প্রতীত হইতেছে*।

জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠভাগমভিধায় পুনর্যথা বাস্য মতির্ভবেদিত্যনেন যাদৃশে ন্যূনাধিক বিভাগে পিতুঃ পূর্ব্বোক্ত কারণাৎ কর্ত্তব্যতা মতির্ভবেদিতি পৃথগভিধানাৎ শ্রেষ্ঠভাগাদন্য এবায়ং ন্যূনাধিক বিভাগঃ প্রতীয়তে*।

কিন্তু পিতা যদি জ্যেষ্ঠাদি গুণবান পুত্রকে বিংশোদ্ধারাদি না দেন তথাপি সে বিভাগ অসিদ্ধ নয়—যেহেতু বিংশোদ্ধারাদি দান ভক্তত্বাদি কারণ জন্য, আর সমান ভাগও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পিতা জ্যেষ্ঠাদি পুত্রকে বিংশোদ্ধারাদি যুক্ত ভাগ দিলে অযথাশাস্ত্রকারী হইবেন না, কেননা বিংশোদ্ধারাদি-ও শাস্ত্রানুমত—এই সংক্ষেপ। বি দা. ভা. দ্বী. র.। ১

যদিতু গুণবতে জ্যেষ্ঠাদি পুত্রায় বিংশোদ্ধারাদিকং ন দদাতি তদা তদ্বিভাগঃ অসিদ্ধো ন, বিংশোদ্ধারাদি দানস্য ভক্তত্বাদি বীজত্বাৎ সমভাগস্যাপি শাস্ত্রোক্তত্বাৎ যদিচ জ্যেষ্ঠাদিভ্যো বিংশোদ্ধারাদি যুক্তং ভাগং দদাতি, তদাপি তস্যাযথাশাস্ত্রকারিত্বং ন ভবতি বিংশোদ্ধারাদেরপি শাস্ত্রানুমতত্বাদিতি সংক্ষেপঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণের কএকটী প্রতিষ্ঠাকরা বিগ্রহ এবং কিছু নিষ্কর ও পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ভূমি ছিল, আর তিনটী পুত্র ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ ভূমি ও বিগ্রহ কএকটী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাচনিক দান করিল এবং অন্য দুই পুত্রকে নিষ্কর ভূমি দিল।০ এমত অবস্থায় ঐ বাচনিক দান সিদ্ধির নিমিত্তে কোন দলীল লিখনের আবশ্যকতা ছিল কি না? অর্থাৎ পিতা যদি দানপত্র না লিখিয়া দিয়া মরিয়া থাকেন তবে তাঁহার পুত্রেরা তদ্বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইতে অধিকারি কি না?

* ৪২৪ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

উত্তর। উক্ত অবস্থায় স্বোপার্জ্জিত ধনের দান সিদ্ধির নিমিত্তে লিখিত দলীলের আবশ্যকতা নাই. এবং লিখিত দলীল না থাকিলেও পিতার কৃত বিভাগ অন্যথা করিতে পুত্রদিগের অধিকার নাই। পরন্তু তাহারা পৈতামহ ভূমি সমান ভাগ করিয়া লইতে অধিকারি।

প্রমাণ। নারদ বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪২৫। যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"পিতা যদি বিভাগ করেন, স্বেচ্ছানুসারে পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠকেই বা শ্রেষ্ঠভাগ দিবেন অথবা সকলকে সমান দিবেন। মিতাক্ষরা। জিলা জঙ্গল মহল, ২৪ মে ১৮১১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ২, পৃ. ১৪৬, ১৪৭।

প্রশ্ন। পিতা আপন পুত্রগণকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া পরে তাহা ফিরিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। এমত অবস্থায় পিতা ঐ বিভাগ অন্যথা করিতে পারেন কি না?

উত্তর। পিতা যদি স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া দেওনের পর নির্দ্ধন হইয়া থাকেন, তবে তিনি ঐ বিষয় ফিরিয়া লইতে যোগ্য, যেহেতু তাহা বিবাদচিন্তামণিতে ধৃত হারীত বচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪২০। জিলা সাহাবাদ। ১৫ জুলাই ১৮১৬। মেক্. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ৩, পৃ. ১৪৮।

পুত্রহীনা পত্নীকে ভাগ দাতব্য।

ব্যবস্থা। ২৩৬ পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকেও সমান ভাগ দাতব্য*।

প্রমাণ। পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা (ম) সমভাগিনী কথিতা*। ব্যাস।

(ম) এস্থলে 'পিতার' এই পদ কর্ত্তৃকারকে ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। পিতৃকৃত বিভাগে পুত্রহীনা পত্নীদেরই কেবল অংশিত্ব পুত্রবতীদের নয়। পুত্রকৃত বিভাগে মাতাদেরই অংশিত্ব বিমাতাদের নয়' এই ব্যবস্থা। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

২৩৬ পিত্রাচ পুত্রেভ্যঃ সমবিভাগ দানে পুত্রহীন পত্ন্যঃ পুত্র সমাংশিন্যঃ কর্ত্তব্যাঃ *।

অসুতাশ্চ পিতুঃ পত্ন্যঃ (ম) সমাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ*। ব্যাসঃ।

(ম) পিতুরিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী।—পিতৃ-কৃত বিভাগে পুত্রহীন পত্নীনামেবাংশিত্বং ন পুত্রবতীনাং, পুত্রকৃতবিভাগেতু মাতৃণামেবাংশিত্বং ন বিমাতৃণামিতি ব্যবস্থেতি। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

* স্বোপার্জ্জিতধন বিভাগে পুত্রহীন পত্নীকে পুত্রতুল্যাংশ পিতার দাতব্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮১।

* পিত্রা স্বোপার্জ্জিতধন বিভাগে পুত্রহীনপত্নৈ্য পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮১।

ব্যবস্থা। ২৩৭ ভর্ত্রাদি স্ত্রীধন না দিয়াথাকিলে সমানাংশ দাতব্য*।

২৩৭ সমানাংশদানমপি ভর্ত্রাদিতঃ স্ত্রীধনাদানে*।

প্রমাণ। পিতা যদি সমান ভাগ করেন তবে যে সকল (পুত্রহীনা) পত্নী স্বামী কিম্বা শ্বশুর হইতে স্ত্রীধন পায় নাই তাহাদিগকে সমান ভাগ দিবেন*। যাজ্ঞবল্ক্য। শেষার্দ্ধের ভাব এই যে—

যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ। ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। শেষার্দ্ধস্যায়ম্ভাবঃ, যৎ—

ব্যবস্থা। ২৩৮ যাহারদিগকে স্ত্রীধন দত্ত, তাহাদের সমান ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে পিতা দিবেন*।

২৩৮ যাভ্যঃ স্ত্রীধনং দত্তং তৎসমানধনবত্যোঽপুত্রাঃ পত্ন্যঃ পিত্রা কার্য্যাঃ*।

" ২৩৯ তাদৃশ স্ত্রীধন না থাকিলে তাহাদিগকে পুত্রসমভাগিনী কর্ত্তব্য*।

২৩৯ তাদৃশ স্ত্রীধনাভাবে তু পুত্রসমাংশিকাঃ কার্য্যাঃ*।

পুত্রদিগকে সমান অংশ দানে এই ব্যবস্থা*।

পুত্রেভ্যঃ সমাংশদানে ইয়ং ব্যবস্থা*।

" ২৪০ পরন্তু পুত্রদিগকে ন্যূন দিলে স্বয়ং অধিক লইলে (পুত্রহীনা পত্নীদিগকে) নিজ অংশ হইতে সমভাগিনী কর্ত্তব্য*।

২৪০ পুত্রেভ্যঃ ন্যূনদানে স্বয়মধিক গ্রহণেতু স্বাংশাৎ সমাংশিকাঃ কার্য্যাঃ*।

২৪১ কিন্তু স্ত্রীধন দত্ত হইলে অর্দ্ধেক (য) দাতব্য*।

২৪১ স্ত্রীধন দানেত্বর্দ্ধদানং*। (য)।

যেহেতু অধিবিন্না স্ত্রী আধিবেদনিকের (র) অর্দ্ধেক ধন প্রাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হওয়াতে এস্থলেও সে সাংদৃষ্টিক ন্যায় আছে।

অধিবিন্ন স্ত্রিয়ৈ প্রাপ্তধনায়ৈ আধিবেদনিকস্যার্দ্ধদান (র) দর্শনাৎ সাংদৃষ্টিকন্যায়েন।

* দা. ক্র সং. পৃ. ৪৬, ৪৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯৮—১০০। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮০ ও ৮১। দা. ত. পৃ. ১০। বি. দা ভা. দী. র. ২। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৩৩ ও ৩৪। কোল্. ডাবা. ৩, পৃ. ১১—২০। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৭।

যথা যাজ্ঞবল্ক্য—অধিবিন্ন স্ত্রীকে স্ত্রীধন দত্ত না হইলে আধিবেদনিকের (র) অর্দ্ধেক ধন দাতব্য, কিন্তু স্ত্রীধন দত্ত হইয়া থাকিলে অর্দ্ধেক দান কর্ত্তব্য*।

(য) অর্দ্ধেক—অর্থাৎ পুত্রের ভাগের অর্দ্ধাংশ পতি দিবেন। দা. ত. পৃ. ১০।

(র) দ্বিতীয় বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীকে (সান্ত্বনার্থে) যে পারিতোষিক দেয় তাহা আধিবেদনিক যেহেতু তাহা অধিক বিবাহ নিমিত্ত। তাহা দ্বিতীয় স্ত্রীকে যত ধন দেওয়া যায় তৎ পরিমিত দাতব্য এই ভাবার্থ। দায়ভাগেও এই রূপ আছে *।

যদ্যপি ইহা অধিবিন্ন স্ত্রীসম্প্রদানক দান বিষয়ক, এবং 'ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং' ইত্যাদি পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ক, তথাপি এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধক না থাকিলে স্থানান্তরেও সেই রূপ খাটে, এই ন্যায়ে এস্থলেও ইহা খাটে। দা. ভা. টী. পৃ ৮১ ও ৮২।

জীমূতবাহন স্মার্ত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মত এই যে পিতৃকৃত-বিভাগে অপুত্রা পত্নীকে পুত্র তুল্যাংশ দাতব্য পুত্রবতীকে নয়, ইহাতে তৎ-পুত্রই বিভাগযোগ্য এই বিবেচনা-সিদ্ধ। কিন্তু পুত্রকৃত বিভাগে অপু-ত্রাবিমাতাকে অংশ দাতব্য নয়, পরন্তু বিমাতা ধনির অবশ্য পোষ্য হওয়াতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধি-কারিণী†।

"স্ত্রীধন দত্ত হইলে তৎশুদ্ধ সম-ভাগ পুরণ করিয়া দাতব্য"। বিবাদ-

যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ-দেয়মাধিবেদনিকং সমং (র)। অদত্তে স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তেত্বর্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ*।

(য) অর্দ্ধং পুত্রাংশস্য পত্যা দেয়ং,। দা. ত. পৃ. ১০।

(র) দ্বিতীয় বিবাহার্থিনা প্রথম স্ত্রিয়ৈ পারিতোষিকং যদ্ধনং দীয়তে তদাধিবেদনিকং অধিকবিবাহার্থত্বাৎ। তস্য তচ্চ দ্বিতীয় স্ত্রীয়ৈ যাবদ্দীয়তে তৎসমং দেয়মিত্যর্থঃ,—দায়ভাগেঽ-প্যেবং*।

যদ্যপীদমধিবিন্ন স্ত্রীসম্প্রদানক দান বিষয়ং, ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসামিতিতু পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ং, তথাপ্যে-কত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ অত্রাপি তথা কল্প্যত ইতি। দা. ভা. টী. পৃ. ৮১ ও ৮২।

জীমূতবাহনস্মার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারা-দীনাং মতে পিতৃকর্ত্তৃক বিভাগে অ-পুত্রপত্ন্যৈ পুত্রতুল্যাংশো দেয়ঃ ন তু পুত্রবত্যৈ তত্র পুত্রোবিভাগযোগ্য এব বক্তব্য ইত্যানুভাবিকং। পুত্রকৃত-বিভাগেতু অপুত্রায়ৈ বিমাত্রেঽংশো নদেয়ঃ কিন্তু ধনিনো ঽবশ্য ভর্ত্তব্য-ত্বাৎ গ্রাসাচ্ছাদনমেবেতি‡।

"স্ত্রীধনে দত্তে তেন সহ সমাংশ-পূরণং কর্ত্তব্যং"। বিবাদভঙ্গার্ণব-

---

* অর্দ্ধেক দান কর্ত্তব্য—কথিত হওয়াতে বোধ্য এই যে আর অর্দ্ধেক স্ত্রীধনে সম্পূর্ণ হয় নতুবা পুত্রের অংশের সমান ধন দাতব্য। মহেশ্বর।

† ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ বি. দা. ভা. বী. র. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ১৯, ২০ ও ২৩।

তজ্জাৎ্বকর্ত্তার এই মত এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদির অনুমত নয়; কিন্তু বক্ষ্যমাণ মত বটে, তদযথা—পিতা যদি ইচ্ছানুসারে সকল পুত্রকে সমভাগি করেন, তবে অপুত্রা পত্নী-দিগকে সমভাগ দিবেন, যদি তাঁহারা স্বামি কিম্বা শ্বশুর হইতে স্ত্রীধন না পাইয়া থাকে; কিন্তু যদি স্ত্রীধন পাইয়া থাকে তবে "দত্ত হইলে অর্দ্ধেক দাতব্য" এই বচনানুসারে তাহার-দিগকে অর্দ্ধাংশ দাতব্য* ।

ইহাও বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার মত—"স্বামি বা শ্বশুর পদে—পতির পিতামহ ও মাতাদিও বোধ্য। ইহার ভাব এই যে পতিকে অর্পিত এমত ধন যদি পত্নী কাহারো স্থানে প্রাপ্ত হয় তবে তৎশুল্কপূরণ কর্ত্তব্য কিন্তু যদি স্বপিত্রাদি হইতে অথবা পতির মাতুলাদি হইতে পত্নী ধন প্রাপ্তা হয় তবে তাহাতে পতির লাভ সম্ভাবনা না থাকাতে তৎশুল্ক পূরণ কর্ত্তব্য নয়" * ।

পিতা শ্রেষ্ঠভাগাদি জ্যেষ্ঠাদিকে দিলে পত্নীরা শ্রেষ্ঠভাগাদি পাইবেন না, কিন্তু উদ্ধারের পরে কৃত সমানাংশ পাইবেন। এবং আপস্তম্ব বচনোক্ত উদ্ধারও পাইবেন—তদযথা, "গৃহের দ্রব্য অলঙ্কার ভার্য্যার" * ।

ব্যবস্থা। ২৪২ ভার্য্যাদির লব্ধ অংশ যদি ভোগ দ্বারা ক্ষয় পায় তবে পত্যাদি হইতে পুনর্ব্বার জীবিকা পাইতে পারে, যেহেতু তাহারা অবশ্য পোষ্য* ।

" ২৪৩ যদি ভোগাবশিষ্ট থাকে

কৃষ্ণতমিদং ন বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগাদ্যনুমতং; পরন্তু বক্ষ্যমাণমেব, তদ্‌যথা—অত্র যদি স্বেচ্ছয়া পিতা সর্ব্বানেব সুতান্ সমাংশিনঃ করোতি তদা পত্ন্যঃ পুত্র সমানাংশাঃ কর্ত্তব্যাঃ ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বা স্ত্রী ধনং ন দত্তঞ্চেৎ। দত্তেতু স্ত্রীধনে, অর্দ্ধাংশো বক্ষ্যতে—দত্তেত্বর্দ্ধং প্রকল্পয়েদিতি* ।

ইদমপি বিবাদভঙ্গার্ণব কৃষ্ণতং যৎ "ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বেতি আর্য্যশ্বশুর শ্বশ্রাদেরুপলক্ষণং।—তস্যায়ম্ভাবঃ যদি পতিলভ্যধনং কস্মাচ্চিৎ প্রাপ্তং তদা এব তেন পূরণং কর্ত্তব্যং যদি স্বপিত্রাদেঃপতিমাতুলাদেশ্চ প্রাপ্তং তদা তু তস্যাধিকলাভাভাবাৎ তেন সহ পূরণং ন কর্ত্তব্যমিতি আনুভাবিকঃ পন্থাঃ" * ।

যদাতু শ্রেষ্ঠভাগাদিনা জ্যেষ্ঠাদীন্ বিভজতি তদা পত্ন্যঃ শ্রেষ্ঠাদিভাগান্ ন লভন্তে কিন্তূদ্ধৃতোদ্ধারান্ সমানেবাংশান লভন্তে, সোদ্ধারঞ্চ, যথাহ আপস্তম্বঃ "পরিভাণ্ডঞ্চ গৃহেঽলঙ্কারো ভার্য্যায়াঃ" * ।

২৪২ ভার্য্যাদিভিঃ লব্ধোঽংশঃ যদি ভোগেন ক্ষয়ং যাতি তদা পুনঃ পত্যাদিভ্যো জীবনং গ্রহীতুং শক্যতে অবশ্য ভর্ত্তব্যত্বাৎ* ।

২৪৩ যদিতু ভোগাবশিষ্টংবি-

* বি. দা, ভা. জী. রু. ২। কোল - ভা. বা. ৩, পৃ. ১৯,২০ ও ২৭।

এবং পতির ধন ভোগে ক্ষয় পায় তবে যেমত পুত্রাদি হইতে লইতে পারেন তেমতি ভার্য্যাদি হইতেও পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন, যেহেতু উভয়েতেই এককারণ খাটে*।

দ্যতে প্রতিধনঞ্চ ভোগেন ক্ষীয়মাণং ভবতি তদা ভার্য্যাদিতোঽপি পুত্রাদি-বৎ ধনং গৃহ্ণীয়াৎ, তুল্যন্যায়াৎ*।

" ২৪৪ পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন শাস্ত্রীয় কারণ বিনা দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারেন না।

২৪৪ বিভাগে প্রাপ্ত ধনস্য শাস্ত্রীয় কারণম্বিনা পত্নী দানাধান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুংনার্হতি।

পত্নী মাতা বা পিতামহী যে ধন বিভাগে প্রাপ্ত হয়েন তাহা স্ত্রীধন বৎ স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারেন কি ক্রমাগত ধনবৎ (শাস্ত্রোক্ত কারণবিনা) দানাদি করিতে অনধিকারিণী? ইহাতে বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা দুই মতই কহেন, অর্থাৎ এক বার কহেন—"ভার্য্যাদিকে যে অংশদত্ত হয় তাহা পুত্রাদিকে দত্তবৎ স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করাযাইতে পারে, অতএব স্ত্রীধনের ন্যায় তাহার দানাদি সিদ্ধ যেহেতু তাহাতে ও পত্ন্যাদির দত্তধনে বিশেষ নাই। অবার তদ্বিপরীতে কহেন "পত্নী বিভাগে যে ধন প্রাপ্তা হয় তাহা দত্ত ধন বোধে তাহাকে স্ত্রীধনতুল্য জ্ঞান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা বিভাগে প্রাপ্ত ধন সম্বন্ধাধীন লাভ হওয়াতে তাহা সম্বন্ধ-ধন তুল্য জ্ঞান করাই যুক্তিসিদ্ধ"†। কোন২ নব্য পণ্ডিত প্রথম মতে মত দিয়া কহিয়াছেন" ভার্য্যাদি বিভাগে যে ধন প্রাপ্ত হয়েন তাহা ভর্ত্তৃদত্ত স্ত্রীধন গণ্য"। পরন্তু বিবাদ-

পত্নী মাতা পিতামহী বা যদ্ধনং বিভাগাৎ প্রাপ্নোতি তত্র স্ত্রীধন বৎ স্বেচ্ছাতো দানাদিকং কর্ত্তুংশক্নোত্যথবা ক্রমাগত ধনবৎ শাস্ত্রোক্ত কারণংবিনা তৎকর্ত্তুংনাধিকারিণী?—অত্র বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা উভয়মেবস্বীকৃতং, যথা একদাভিহিতং—" ভার্য্যাদিভ্যো দত্তোংঽশঃ পুত্রেভ্যো দত্তইব তাসাং যথেষ্টং বিনিযোজ্যো ভবতি, অতএব স্ত্রীধনবৎ দান বিক্রয়াদিকমপি সিদ্ধং পত্ন্যাদিদত্তত্বাবিশেষাদিতি"†। পুনস্তদ্বিপরীতত্বেন কথিতং—"নচ পত্নীভাগস্য দত্তপ্রায়ত্বাৎ স্ত্রীধন তুল্যতৈব যুক্তেতি বাচ্যং, অত্র সম্বন্ধপ্রযুক্তলাভেন সম্বন্ধ-ধন তুল্যত্বস্যৈব যুক্তত্বাদিতি ধ্যেয়মিতি†। অত্র কেচন পণ্ডিতাঃ প্রথম মতমাশ্রিত্যোচুঃ " ভার্য্যাদিভির্বিভাগাৎ যদ্ধনংলভ্যতে তদ্ভর্ত্রাদিদত্ত স্ত্রীধনবৎগণনীয়ং"। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণ-

* বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ২। কোল্. ভা. বা.৩, পৃ. ১২,২০ ও ২৩।
† বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ২,। কোল্. ভা. বা.৩, পৃ, ২৫।

তত্ত্বার্ণব কর্ত্তার শেষ মত প্রায় সর্ব্ব-সম্মত, যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতানুমত * এবং অধিক ন্যায্য।

যোক্তশেষ মতং প্রায়শঃ সকল-সম্মতং শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারমতানুমতত্বাৎ * অধিক ন্যায্যত্বাচ্চ।

বিভাগে ধন প্রাপ্তা পত্নীর মরণে যদি তাহার গর্ভজ পুত্র নাও থাকে, সপত্নী-পুত্র থাকে তথাপি তদ্ধনে তৎ কন্যার অধিকার হইবে না, কেননা "তাহার পর দায়দরা পাইবে" এই বচনের বি-নিগমনাভাবে, এই বচন যেমত পত্নী সংক্রান্ত পতিধনে খাটে তেমতি সম্বন্ধ প্রযুক্ত পত্নীর লব্ধ ধনমাত্রে খাটে; তাহাতে পতির উত্তরাধিকারিরই সকল স্বত্ব কথিত হইয়াছে। এবঞ্চ তাহাতে নিজপুত্র ও সপত্নী-পুত্র উভয়ে তুল্য রূপে অধিকারি। অতএব ব্যবস্থা এই যে—

পত্ন্যা উপরমে তাদৃশ তদ্ধনে সত্যপি সপত্নী পুত্রে গর্ভজ পুত্রাভাবে দুহিতুরেবাধিকারঃ স্যাদিতিচেন্ন দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিতি বচনস্য বিনিগমনা-বিরহেণ পত্নীসংক্রান্ত পতিধনবৎ সম্বন্ধপ্রযুক্ত পত্নীলব্ধ ধন মাত্র পরত্বাৎ পত্যুরুত্তরাধিকারিণ এব স্বত্ববোধনাৎ। এবঞ্চ পুত্র সপত্নী পুত্রয়োস্তুল্যোঽধিকারঃ †। অতএব ইদমেব ব্যবস্থাতত্ত্বং যৎ—

ব্যবস্থা। ২৪৫ পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে, তাহার পর পূর্ব্ব-স্বামির উত্তরাধিকারিরা পাইবে।

১৪৫ পত্নী বিভাগে প্রাপ্তধনং ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা পূর্ব্বস্বামি-দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ।

পিতৃকৃত বিভাগকালে পিতার মাতা থাকিলেও অংশ পাইবেন না যেহেতু তখন তাঁহার অংশ শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, পুত্রদের পরস্পর বিভাগেই মাতাকে অংশদান বিধান হইয়াছে। পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগে পিতামহীকে অংশ দান বোধক শাস্ত্রানুসারে তদ্বোধ্য ইহাও বাচ্য নয় কেননা উক্ত বিভাগ পৌত্রকৃত বিভাগ নয় কিন্তু পুত্রকৃত স্বপুত্র বিভাগ, ইহা বিবেচ্য ‡।

পিতৃকৃত বিভাগকালে যদি পিতুর্মাতা বিদ্যতে তস্যা অংশঃ শাস্ত্রেণ নোক্তেঃ পুত্রাণাং পরস্পর বিভাগ এব মাতুরংশ দানবোধনাৎ নচ পৌত্রাণাং বিভাগে পিতামহ্যৈ অংশদান-বোধক শাস্ত্রেণৈব তদ্বোধ্যমিতি বাচ্যং, নায়ংহি পৌত্রকৃত বিভাগঃ কিন্তু তৎ পুত্রকৃত এব স্বপুত্রবিভাগ ইত্যবধেয়ং ‡।

* শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভার্য্যাদির কৃত দান বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

* শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ ভার্য্যাদিকৃতদান-বিক্রয়াদিসিদ্ধত্বং ন স্বীকরোতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ২৩।

‡ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ, ৩১।

সর্ উইলিয়ম মেক্নাটন্ সাহেব লিখেন—"হরিনাথের মত এই যে যদি পিতা নিজে দুই বা অধিক ভাগ রাখেন তবে পত্নীদিগকে অংশ দিবার আবশ্যকতা নাই, কেননা পিতা যৎপরিমিত বিষয় নিজের নিমিত্তে রাখেন তাহাতেই তাহাদের অন্নাচ্ছাদন হইতে পারে। বিবাদার্ণবসেতুর মত এই যে পিতৃকর্তৃক পুত্রদিগকে সমবিভাগ দানে পত্নীদিগকেও সমবিভাগ দান ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পিতা যদি বিষম বিভাগ করেন এবং আপনার নিমিত্তে অধিকাংশ রাখেন, তবে আপনার গৃহীত ভাগ হইতে পত্নীদিগকে পুত্রতুল্যাংশ দিতে হইবে। স্ত্রীধন দত্ত না হইলেই কেবল পত্নীদিগকে এই ভাগ দাতব্য। কোন২ গ্রন্থকারের মত এই যে পত্নী যদি অন্য স্থান হইতে ধন পাইয়া থাকে তবে পুত্রকে দত্তঅংশের অর্দ্ধাংশ তাহাকে দাতব্য। আবার কাহারো২ মতে স্ত্রীধনদত্ত হইলে শুদ্ধ পুত্রতুল্যাংশ পূরণ করিয়া দাতব্য। (বা. ১ পৃ. ৪৭ ও ৪৮)। কিন্তু এই সকল মত অত্যল্প প্রামাণ্য।

অথ স্বার্জিত ও পৈতামহ ধন-নির্ণয়।

ব্যবস্থা। ২৪৬ যে ধন আদৌ পিতৃকর্তৃক উপার্জ্জিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রকৃত স্বার্জ্জিত।

২৪৬ পিত্রা যদ্ধনমাদাবুপার্জ্জিতং তদেব তস্য প্রকৃত স্বার্জ্জিতং।

ব্যবস্থা। ২৪৭ পিতামহের যে ধন হৃত হইলে পর পিতা শ্রমাদি ত উদ্ধার করেন, তাহা স্বার্জ্জিতবৎ ব্যবহার করিতে পারেন।

২৪৭ পৈতামহং হৃতং পিত্রা শ্রমাদিনা যদুদ্ধৃতং ব্যবহারে তত্তস্য স্বার্জ্জিতমিব।

প্রমাণ। ।০ হৃত পৈতামহ ধন পিতা প্রাপ্ত হইলে তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিতই, অনিচ্ছায় পুত্রদিগকে তাহার ভাগ দিবেন না *। মনু।

।০ পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ। নতৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধং অকামঃ স্বয়মর্জ্জিতং *। মনুঃ।

প্রমাণ। ৵০ যে হৃত পৈতামহ ধন পিতা স্বশক্তিতে উপার্জ্জন করেন এবং বিদ্যা ও শৌর্য্যাদিদ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে তাঁহারই স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে। স্বেচ্ছানুসারে ঐ ধন দান ও ভোগ করিবেন। তদভাবে পুত্রেরা সমান ভাগি কথিত হইয়াছে *। যাজ্ঞবল্ক্য।

৵০ পৈতামহং হৃতং পিত্রা স্বশক্ত্যা যদুপার্জ্জিতং। বিদ্যাশৌর্য্যাদিনাপ্তঞ্চ, তত্র স্বাম্যং পিতুঃ স্মৃতং। প্রদানং স্বেচ্ছয়া কুর্য্যাদ্ ভোগঞ্চৈব ততোধনাৎ, তদভাবেতু তনয়াঃ সমাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ *। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

* দা. ভা পৃ. ১৪৩। কোল. দা. ভা. পৃ ১৩৪ ও ১৩৫।

কিন্তু ভূমিতে বিশেষ আছে তাহা শংখ কহিয়াছেন—

ব্যবস্থা। ২৪৮ পূর্ব্বহৃত ভূমি এক জন শ্রমে উদ্ধার করিলে, তাহাকে চারি অংশের একাংশ দিয়া অন্যে স্ব২ ভাগ লইবে *।

যদ্যপি স্বকীয় ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জন দর্শিত হয় তথাপি তাহা উদ্ধার কর্ত্তার অসাধারণ নয়, কিন্তু তাহাকে ঐ উদ্ধৃত ভূমির চতুর্থাংশ দাতব্য। কারণ বচনে ভূমিপদ থাকায় তাহার অবিবক্ষা হইতে পারে না *।

ব্যবস্থা। ২৪৯ পৈতামহ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে স্বার্জ্জিতের ন্যায় পিতাই প্রভু, ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পারেন।

প্রমাণ। মণিমুক্তা প্রবলাদি সকল (অস্থাবর) ধনেরই প্রভু পিতা। কিন্তু সমস্ত স্থাবরের কি পিতা কি পিতামহ কেহই প্রভু নহেন। যাজ্ঞবল্ক্যঃ (দা. ভা. পৃ. ৪০)। পরন্তু যথা ভূম্যাদি নাই শুদ্ধ মণ্যাদি আছে তথা পিতা সমস্ত ব্যয় করিতে প্রভু নহেন যেহেতু হেতুতে বিশেষ নাই, এবং তৎপ্রভুত্বজ্ঞাপক বচন উভয়রূপ ধন থাকিলে খাটে। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী. পৃ. ৪২।

ব্যবস্থা। ২৫০ নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধজন্য প্রাপ্ত ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্যে স্বার্জ্জিতের মত পিতার

ভূমৌ তু বিশেষোঽস্তি তদাহ শঙ্খঃ—

২৪৮ পূর্ব্বনষ্টান্তু যো ভূমিমেক এবোদ্ধরেচ্ছ্রমাৎ। যথা ভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্ত্বাভাগং তুরীয়কং*।

যদ্যপি অসাধারণ ধন শরীর ব্যাপারমেবকারেণ দর্শয়তি তথাপি উদ্ধর্ত্তুর্নাসাধারণ্যং কিন্তু প্রতিকৃত ভূমেশ্চতুর্থাংশোঽধিকস্তস্মৈ দাতব্যঃ ভূমি পদসামর্থ্যাৎ তদবিবক্ষাকারণাভাবাৎ *।

২৪৯ সতি পৈতামহে স্থাবরে, অস্থাবরে পৈতামহে স্বার্জ্জিত ইব পিতুরেব স্বাম্যং, ন্যূনাধিক বিভাগ দানার্হত্বং।

মণিমুক্তা প্রবালানাম্ সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ। স্থাবরস্য তু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ (দা. ভা. পৃ. ৪০)। যত্রতু ভূম্যাদিকং নাস্তি মণ্যাদিরেবাস্তি তত্র ন সর্ব্বব্যয়ে প্রভুত্বং। হেতোরবিশেষাৎ, তৎপ্রভুত্ব বচনস্তূভয় সদ্ভাববিষয়মিতি। দ্রষ্টব্যা দা. ভা. টী. পৃ. ৪২।

২৫০ পিতৃতঃ সম্বন্ধাধীনং প্রাপ্তং ভূমিনিবন্ধ দ্রব্যমেব ব্যবহারে প্রকৃত পৈতামহং ধনং।—

* দা. ভা. পৃ ১১৬। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৩৪, ১৩৫।

প্রভুত্বাভাবে তাহা ব্যবহারে পৈতামহ ধনই।

তত্র স্বার্জ্জিতইব পিতুঃ প্রভুত্বাভাবাৎ।

যে ভূমি নিবন্ধ ও দ্রব্য (ন) পিতামহ হইতে পিতা প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই সমান প্রভুত্ব *। যাজ্ঞবল ক্য।

ভূর্য্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো-দ্রব্যমেব (ন) বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ* ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ন) নিবন্ধ—অর্থাৎ প্রতি কার্ত্তিক মাসে দাতব্য এই রূপ নিবন্ধ বার্ষিকাদি *।

(ন) নিবন্ধঃ—কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিক্যামিদং দাস্যামীতি যন্নিবন্ধং নিয়ত লভ্যমিতি *।

দ্রব্য—ভূমিসহ যোগহেতু দ্বিপদ অর্থাৎ দাস বুঝায় *।

দ্রব্যং—ভূসাহচর্য্যাৎ দ্বিপদমভিহিতং।

পৈতামহ ধন পদে প্রপিতামহ হইতে আগত ধনও যে বোধ্য ইহা নির্ব্বিবাদ। পরন্তু মাতামহ প্রভৃতি হইতে সম্বন্ধাধীন আগত ধন পৈতামহ ধনবৎ ব্যবহৃত হইবে অথবা স্বার্জ্জিতবৎ—এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে কেহ২ কহেন, বিষ্ণু বচনে লিখিত—যে 'স্বোপার্জ্জিত ধন'†—তাহার অর্থ নিজ কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন। কিন্তু মাতামহাদির মরণে প্রাপ্ত ধন পিতার আয়াস বিনা লব্ধ হওয়াতে তাহা স্বোপার্জ্জিত নয়, অতএব সাধারণ বিধানানুসারে তিনি তাহার দুই অংশ বা অর্দ্ধেক গ্রহণ করিবেন। পরন্তু এমত বাচ্য নয় যে পৈতামহ ধনেই পিতা-পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব বাচক বচন থাকাতে এমতে প্রাপ্ত ধনে তাহাদের তুল্য স্বামিত্ব নাই, কেননা পৈতামহ পদ উপলক্ষণ করা আবশ্যক। নতুবা জন্মান্ধ পুত্রের পিতার প্রপিতামহ ধনের দ্ব্যংশাদি গ্রহণ করণ নিয়ম

পৈতামহ ধনপদেন প্রপিতামহাদাগত ধনমপি বোধ্যমিতি নির্ব্বিবাদঃ। পরন্তু মাতামহাদিমরণোত্তরং সম্বন্ধালব্ধধনে পৈতামহবদ্ব্যবহারঃ অথবা স্বার্জ্জিতইব—ইতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরে কেচিৎ 'স্বযমুপাত্তেঽর্থে, ইতি বিষ্ণুসূত্রে † স্বযমুপাত্তে ইত্যত্র স্বয়ং কর্তৃকোপাদান বিষয় ইত্যর্থঃ, মাতামহাদি মরণোত্তরং লব্ধেতু পিতুঃ কৃতিং বিনৈবার্জ্জনাৎ ন স্বয়ং কর্তৃকমুপাদানং অত্র সামান্য প্রাপ্ত দ্ব্যংশ গ্রহণাদিকং কার্য্যং। নচ পৈতামহে তু পিতাপুত্রযোস্তুল্যং স্বামিত্বমিতি বচনাদত্র তুল্য স্বামিত্বানুপপত্তিরিতি বাচ্যং পৈতামহ পদস্যোপলক্ষণতায়া আবশ্যকত্বাৎ অন্যথা জন্মান্ধ পুত্রস্য পিতুঃ প্রপিতামহাদাগত ধনে দ্ব্যংশাদি-গ্রহণ নিয়মো ন স্যাৎ। 'পৈতামহ' ইত্যনেন সম্বন্ধ লব্ধ ইত্যর্থ করণাৎ প্রপিতামহাদিতো মাতামহাদিতশ্চ লব্ধএব পিতাপুত্রয়োস্তুল্য

---

* দা. ভা. পৃ ৩৬ ও ৪৭। † দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ. ৪১৩, ৪১৭, এবং বি দা ভ. স্বী. রু. ২।

হইতে না। "পৈতামহ ধন" পদে সম্বন্ধাধীন প্রাপ্ত ধন বোধ্য, তাহা পিতামহ হইতে প্রাপ্তি হউক অথবা মাতামহাদি হইতে হউক তাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব আছে। ইহা বাচ্য নয় যে পৈতামহ ধনপদে ক্রমাগত ধনই কেবল অভিপ্রেত, আর২ ধন অর্থাৎ মাতামহাদি হইতে লব্ধ ধন এবং প্রতিগ্রহাদি হইতে প্রাপ্তধন অর্জ্জকের অধিক গ্রহণ বোধক ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য, কেননা মাতামহাদি হইতে আগত ধন যে ক্রমাগত ধন নয় ইহার প্রমাণাভাব। এবং ঋষিরা এতদতিরিক্ত সংক্রান্ত ধনের বিশেষ করেন নাই"। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন "এই মত মনোরম নয়, কেননা তাহা হইলে বন্ধুহীন ব্যক্তির ধন সহাধ্যায়ি অথবা আচার্য্যকে যখন অর্শিবে তখনো পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্বের আপত্তি থাকিবে। সংক্রান্ত ধনে দৌহিত্র-পুত্রের অধিকার না থাকাতে তাহার পিতা মরিলেও তাহার স্বত্ব নাই, তৎপিতা বাঁচিয়া থাকিতেও তদ্বার্ত্তা নাই। এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের দায়রূপ ধনও ক্রমাগত * ধন না হওয়াতে তাহাতেও উক্তরূপ ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু প্রপিতামহের দায়রূপ ধন পিতামহাদি হইতে পরম্পরা প্রপৌত্রকে অর্শানতে তাহাতে যে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব তাহা ইহা হইতেই উহ্য। যদি পিতৃ পিতামহ-হীন প্রপৌত্র প্রপিতামহের ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতেও পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার

স্বামিত্বং। নচ ক্রমাগত ধনানামেব পৈতামহ ধনোপাদানং তদিতরেষাং মাতামহাদ্যাগত ধনানাং প্রতিগ্রহাদিলব্ধানাঞ্চ ভূয়িষ্ঠ দ্রব্যগ্রহণাদিরূপ ব্যবস্থা ইতি বাচ্যং মাতামহাদাগতধনানামপি ক্রমাগতত্বাভাবে প্রমাণাভাবাৎ সংক্রান্ত ধনস্যাচাতিরিক্তস্য মুনিভিরপরিভাষণাৎ ইত্যাহুঃ। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রাভিহিতং—"তন্নমনোরমং সহাধ্যায়িত্বাৎ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদ্বালব্ধো যো নির্ব্বন্ধুদায়স্তত্রাপি পিতাপুত্রয়োস্তুল্যস্বামিত্বাপত্তেঃ। দৌহিত্রপুত্রস্য সংক্রান্ত ধনানধিকারিত্বকল্পেতু সুতরাং পুত্রস্য ন স্বামিত্বং পিতুর্মরণেঽপি জীবনেতু তদ্বার্ত্তাপি নাস্তি। এবঞ্চ বৃদ্ধ প্রপিতামহ দায়স্যাপি ক্রমাগতত্বাভাবাৎ *। কিন্তু প্রপিতামহদায়স্য পিতামহাদি পরম্পরয়া প্রপৌত্রেণ লব্ধস্যতু ক্রমাগতত্বমিতি তত্র পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিত্যনেনৈব ব্যবস্থা উহনীয়া। যদি প্রপিতামহধনং মৃতপিতৃ-পিতামহক প্রপৌত্রঃ প্রাপ্নোতি, তদপি ক্রমাগতত্বাৎ পিতাপুত্রয়োস্তুল্যস্বামিত্বমিতি মন্তব্যং, এবঞ্চ পৈতামহে ইত্য-

* ধন প্রপৌত্র পর্য্যন্ত আগত হইলেই কেবল ক্রমাগত হয়, তদভাবে ধন পত্নী প্রভৃতিকে অর্শে, এবং শিশুপ্রভৃতি রূপে দায়াদ কএক জনের অভাবে পুনর্ব্বার গোত্রগামি হয়।

বোধ্য যেহেতু তাহাও ক্রমাগত হইল। এবঞ্চ পৈতামহ, ধন পদে স্বর্গ-জনক জন্মরূপ সম্বন্ধাধীন লব্ধধন ব্যাখ্যা করিলে কোন দোষ নাই, যেহেতু 'পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র দ্বারা বংশের অবিচ্ছেদ ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয, এই বচন এবং 'পুত্র-দ্বারা লোকজয়ী হয়,' পৌত্র-দ্বারা অক্ষয স্বর্গ পায, ও প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয,'* এই বচনে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের জন্ম দ্বারা স্বর্গলাভ বোধ হইতেছে। বি. দা. ভা, দ্বী. র. ২। ইহাই ন্যায্য। অতএব—

স্য স্বর্গজনক জন্মরূপ সম্বন্ধাল্লব্ধে-ইত্যর্থইতি ন কোঽপি দোষঃ। লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকৈরিতি বচনেন, পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপং *, ইতি বচনেনচ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-জন্মনা স্বর্গপ্রাপ্তিবোধনাৎ। বি দা ভা. দ্বী. র ২। যুক্তঞ্চৈতৎ। তেন—

ব্যবস্থা। ২৫১ ক্রমাগত ধন মাত্র পৈতামহ ধনের ন্যায় ব্যবহার্য্য।

২৫১ ক্রমাগত ধন মাত্রে পৈতামহবদ্ব্যবহারঃ।

২৫২ মাতামহাদির মরণে অর্শে যে ধন তাহা স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২৫২ মাতামহাদি মরণোত্তরং লব্ধ ধনং স্বার্জ্জিতবদ্ব্যবহর্তুং শক্যতে।

"পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত বিষয় যেমত ইচ্ছা সেই রূপ ভাগ করিতে পারেন"। এই বিষ্ণু-বচনের পরে—'এস্থলে নিজ পিতৃ-দ্রব্যের অনুপঘাতে পিতার অর্জ্জিত যে ধন তাহাই বোধ্য' —এই চণ্ডেশ্বরের মত, এবং 'পিতৃ-দ্রব্যের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত তাহার ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পিতা সক্ষম' এই মিশ্র মত লিখিয়া বিবাদভঙ্গার্ণব-কর্ত্তা কহেন "ইহাই ন্যায্য, পিতৃ-দ্রব্যের উপঘাতে যাহা উপার্জ্জিত হয, তাহাতে দ্রব্যদ্বারা তৎপিতারও স্বত্ব থাকাতে সে দ্রব্য (পিতার) পৈতৃকই হওযা ন্যায্য"। কিন্তু এই মত বঙ্গদেশাদৃত নয়, যেহেতু এতদ্দেশে জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকৃত না হওযাতে পিতা-

"পিতা চেৎ পুত্রান বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বযমুপাত্তেঽর্থে"। ইতি বিষ্ণুবচনানন্তরং 'অত্র স্বপিতৃদ্রব্যানুপঘাতেন পিত্রর্জ্জিত ধন বিষয়মেতদিতি' চণ্ডেশ্বরমতং; 'পিতৃদ্রব্যানুপঘাতেন যদর্জ্জিতং তস্য সমবিভাগে বিষম বিভাগেচ পিতা প্রভুরিতি' মিশ্র-মতঞ্চ স্মৃত্বা বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রাভিহিতং "যুক্তঞ্চৈতৎ, পিতৃ দ্রব্যোপঘাতেন যদর্জ্জিতং তত্র দ্রব্যদ্বারা তৎপিতুরপি অর্জ্জকত্বাৎ তৎ দ্রব্যং তৎপৈতৃকমেব যুক্তং"। কিন্তু নৈতন্মতং বঙ্গদেশাদৃতং, যতোঽস্মিন্-

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ. ৪৩২ ও ৪৩৪।

মহ হইতে পিতাকে অর্শে যে ধন তাহা তৎকালে পিতার বলিয়াই স্বীকৃত অতএব তাদৃশ ধনের উপঘাতে পিতার অর্জ্জিত যে ধন তাহা সুতরাং পিতারই, পৈতামহ নয়। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১,।

দেশে জন্যাধীনস্বত্বাস্বীকারাৎ যদ্ধনং পিতামহাৎ পিতৃগতং তৎ তদানীং পিত্রমের স্বীকৃতং, অতস্তদুপঘাতেন পিত্রা যদর্জ্জিতং তৎ সুতরাং পিতৃধনং নতু পৈতামহং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১,।

অথ পিতৃকৃত পৈতামহ ধন-বিভাগ।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তবে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারেন। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার* (প)। বিষ্ণু।

(প) পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার ইহা বলাতে—পিতা থাকিতেই তৎপিতৃধনে (পুত্রের) স্বামিত্ব কথিত হয়, কিন্তু একথা পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে. অতএব পিতারই স্বত্ব, তবে যে তুল্য স্বামিত্ব উক্ত হইয়াছে সে কেবল বিভাগে ব্যতিক্রম না করেন এই নিমিত্তে *।

অস্বামি পুত্রে স্বামিত্বারোপিত হওয়াতে স্বামিগত ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ সর্ব্বধন-বিভাগ-প্রার্থনা করিতে এবং বিষম বিভাগ নিবারণ করিতে ক্ষমতা লভ্য এই জীমূতবাহনাদির মত সিদ্ধ। পিতার তুল্যাংশ গ্রহণে ক্ষমতা পাওয়া যায় না যেহেতু তাহা জীমূতবাহন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই *।

ব্যবস্থা। ২৫৩ পিতামহের ধন পিতা বিভাগ করিলে, নিজে দুই অংশ লইয়া পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন †।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বাম্যং* (প)। বিষ্ণুঃ।

(প) পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিত্যনেন সত্যেব পিতরি তত্পিতৃধনে স্বামিত্বমুক্তং তস্য পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ পিতুরেব স্বত্বং তত্রবিভাগে বৈলক্ষণ্যাভাবায় তুল্যং স্বামিত্বমিত্যুক্তং *।

অস্বামিনি পুত্রে স্বামিত্বারোপাৎ স্বামিগতধর্ম্মএব লব্ধব্যঃ সর্ব্বধনবিভাগে স্বতন্ত্রত্বং জীমূতবাহনাদিমতসিদ্ধং বিষমবিভাগ নিবর্ত্তকঞ্চ বিনিগমনাবিরহাৎ নতু পিতৃতুল্যাংশগ্রাহিত্বং জীমূতবাহনেন ন তথা অঙ্গীকৃতত্বাদিতি *।

২৫৩ পিতৃকৃতপিতামহধন বিভাগে পিতা স্বয়মংশদ্বয়ং গৃহীত্বা পুত্রেভ্য একৈকাংশং দদ্যাৎ †।

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভ, দ্বী. র. ২। কোল্ ডা বা ৩. পৃ. ৩৩ ও ৪৩।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪ ও ৪৫। উ, দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫ ৯৩।

কারণ ও প্রমাণ। যেহেতু "পিতার জীবদ্দশাকালে বিভাগ হইলে তিনি স্বয়ং দুই ভাগ লইবেন" এই বৃহস্পতি বচন পিতামহ-ধনবিষয়ক*।

জীবদ্বিভাগেতু পিতা গৃহ্ণীতাংশদ্বয়ং স্বয়মিতি পিতামহধন গোচরবৃহস্পতিবচনাৎ *।

পৈতামহ ধন পিতা বিভাগ করিলে আপনি দুই অংশ লইবেন, ইহা নারদও অবিশেষে কহিয়াছেন।

দ্ব্যবংশৌ প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্মনঃ পিতেতি নারদেনাবিশেষেণ প্রতিপাদনাচ্চ। দা. ভা. পৃ. ৪৫।

"স্থাবর বা অস্থাবর পৈতামহ ধন প্রাপ্তি হইলে তাহাতে পিতাপুত্র উভয়েই সমভাগি কথিত" এই বৃহস্পতি বচনে বিভাগে সমানাধিকার হয়, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায় ইচ্ছাক্রমে পিতা ন্যূনাধিক ভাগ দিতে পারেন না, পরন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় যে পিতা পুত্রের অংশ সমান হইবে। দা. ভা. পৃ. ৫৭। অতএব—

যচ্চ বৃহস্পতিবচনং—"দ্রব্যে পিতামহোপাত্তে স্থাবরে জঙ্গমে তথা। সমমংশিত্বমাখ্যাতং পিতুঃ পুত্রস্য চৈবহি"॥ অংশিত্বং সমং সমানং, নচ স্বেচ্ছয়া স্বোপার্জ্জিতধনবৎ ন্যূনাধিকবিভাগং দাতুমর্হতি ন পুনরংশঃ সম ইতি তস্যার্থঃ। দা. ভা. পৃ. ৫৬। তেন—

ব্যবস্থা। ২৫৪ ক্রমাগত ধন হইতে পিতা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। তদধিক ইচ্ছা করিলেও লইতে পারিবেন না। দা. ভা. পৃ. ৬৪।

২৫৪ ক্রমাগতধনাৎ ভাগদ্বয়ং পিতা স্বয়ং গৃহ্ণীয়াৎ। অতোঽধিকমিচ্ছন্নপি নার্হতীতি। দা. ভা. পৃ ৬৪।

" ২৫৫ পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি কারণেও ভূমি নিবন্ধ বা দ্বিপদ রূপ পৈতামহ ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতানাই।

২৫৫ পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি নিমিত্তেনাপি পিতামহধনস্য ভূনিবন্ধদ্বিপদান্যতমরূপস্য ন্যূনাধিকদানে পিতুন প্রভুত্বং†।

যেহেতু পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য, তাহাতে পিতাপুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পিতার যথেচ্ছা ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে।

ভূর্য্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োরিতি পিতুঃ স্বাচ্ছন্দ্যানিবৃত্তিপর যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ‡।

* ৪৩৭ পৃষ্ঠায় নোট দ্রষ্টব্য। † দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪, ৪৫। উ. দা. ক্র সং পৃ, ২৫,২৭।
‡ দ্রষ্টব্য,—দা ক্র সং. পৃ. ৪৫, এবং ব্য. দ. পৃ. ৪৩২—৪৩৪

অতএব পিতার প্রসাদাৎ অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্ব বা অক্ষমত্ব জন্য কৃপাতে পৈতামহ স্থাবর ধন কোন পুত্রকে বিষম বিভাগ রূপে দত্ত হইলে সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে না, যেহেতু ইহা পিতাপুত্রের সম স্বামিত্ব সূচক বচনানুমত। বি. দা. ভা. দ্বী র. ২।

অতএব পিতুঃ প্রসাদাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্ব নিবন্ধন প্রসাদাৎ পৈতামহং স্থাবরং (বিষম) বিভাগরূপেণ দত্তং ন ভুজ্যতে পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিত্যেকবাক্যত্বাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র ২।

ব্যবস্থা। ২৫৬ কিন্তু মণি মুক্তাদি পৈতামহ অস্থাবর ধন পিতার উদ্ধৃত না হইলেও স্বার্জ্জিতের ন্যায় তাহাতে পিতারই প্রভুত্ব, তিনি তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিতে পারেন*।

২৫৬ মণিমুক্তাদৌতু পুনঃ পৈতামহে পিত্রনর্জিতেঽপি স্বার্জ্জিতইব পিতুরেব স্বাম্যং ন্যূনাধিকদানার্হত্বং*।

কিন্তু যেস্থলে ভূম্যাদি নাই কেবল মণ্যাদি আছে সেস্থলে পিতা সমস্ত ব্যয় করিতে প্রভু নহেন যেহেতু হেতুতে বিশেষ নাই, এবং তৎপ্রভুত্ব জ্ঞাপক বচন উভয়রূপ ধন থাকিলে খাটে।*

যত্রতু ভূম্যাদিকং নাস্তি মণ্যাদিরেবাস্তি তত্র ন সর্ব্বব্যয়ে প্রভুত্বং হেতোরবিশেষাৎ তৎপ্রভুত্ববচনন্তূভয় সদ্ভাববিষয়মিতি*।

পরন্তু গুণবান্ জ্যেষ্ঠাদিকে বিংশোদ্ধারাদি দিলে বিষম বিভাগ হয় না যেহেতু তাহা বিষম ভাগস্বরূপ নয়, এবং ন্যূনাধিক বিভাগই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পরন্তু গুণবতে জ্যেষ্ঠাদি পুত্রায় বিংশোদ্ধারাদি দানে ন বিষমবিভাগাশঙ্কা তস্য বিষমবিভাগরূপত্বাভাবাৎ, ন্যূনাধিক বিভাগস্যৈব নিষেধাদিতি।

ব্যবস্থা। ২৫৬ পিতা পুত্রকে যেমত তদ্যোগ্যাংশ দিবেন তেমতি পিতৃহীন পৌত্রকে এবং পিতৃ পিতামহহীন প্রপৌত্রকে তত্তৎপিতৃ পিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।

২৫৬ পিত্রা যথা, পুত্রায় তদ্যোগ্যাংশো দাতব্যস্তথা মৃতপিতৃক পৌত্রায় মৃতপিতমহক প্রপৌত্রায় চ তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশো দাতব্যঃ।

ইহার বিস্তার ভ্রাতৃবিভাগে দ্রষ্টব্য।

এতৎ প্রপঞ্চিতং ভ্রাতৃবিভাগে।

"পৈতামহ ধনের-ও ন্যূনাধিক বিভাগ দত্ত হইলে, পুনর্ব্বার বিভাগ হ-

"পৈতামহেঽপি ন্যূনাধিক বিভাগদানে ন পুনর্বিভাগঃ, কিন্তু পিতুর-

* দা. ক্র. সং. পৃ-৪৫। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৩০।
* দা. ভ. পৃ. ৩৯।

হইবে না, কিন্তু পিতার অধর্ম্ম মাত্র হইবে। জীমূতবাহন যে কহিয়াছেন 'পিতা নিজধন ন্যূনাধিক ভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য',—তথাপি তাঁহার আশয় এই বোধ হইতেছে যে পিতার নিজ ধনে প্রভুত্ব থাকাতে তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিলে ধর্ম্ম্য পরন্তু পৈতামহ বিষয়ের তাদৃশ বিভাগ ধর্ম্ম্য নয়।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা জীমূতবাহনের আশয় টানিয়া এই অভিনব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ন্যায্য নয়,—কেননা জীমূতবাহনের যদি তেমত আশয় হইত তবে যেমত—'দান বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইলেও তৎকরণে বিধ্যতিক্রম মাত্র হয় দানাদি অসিদ্ধ হয় না'—লিখিয়াছেন, পৈতামহ স্থাবরধন বিভাগ বিষয়েও তদ্রূপ লিখিতেন। বস্তুতঃ কি জীমূতবাহন কি অন্য প্রামাণ্য গ্রন্থকর্ত্তারা কেহই এমত লিখেন নাই যে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ হইলেও সে বিভাগ অসিদ্ধ হইবে না। অধিকন্তু নিম্নে উল্লিখিত অভিযোগে ভূরিং প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থাপিত এবং বিচারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ অশাস্ত্র ও অসিদ্ধ।

ধর্ম্মএব। যদুক্তং জীমূতবাহনেন 'ন্যূনাধিক বিভাগঃ পিতৃকৃতঃ পিতৃধনএবায়ং ধর্ম্ম্য' ইতি তথাচ পিতৃধনে প্রভুত্বাৎ কৃত ন্যূনাধিক বিভাগো-ধর্ম্ম্যঃ পৈতামহেতু অধর্ম্ম্যইতি তদাশযোঽবগম্যতে"।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা জীমূতবাহনস্যাশয়মাকৃষ্য ইদমভিনব মতং ব্যক্তীকৃতং তন্ন ন্যায্যং যদি জীমূতবাহনস্য তাদৃশাশয়ঃস্থিতস্তদা যথা তেন 'দান বিক্রয় কর্ত্তব্যতা নিষেধাৎ তৎকরণাৎ বিধ্যতিক্রমো ভবতি নতু দানাদ্য-নিষ্পত্তিরিতি' বিশেষেণ লিখিতং তথা বিভাগেঽপি লিখিতমভূৎ। বস্তুতো ন জীমূতবাহনেন নাপ্যন্যৈঃ কৈঃ প্রামাণিক নিবন্ধৃভিরেবমুক্তং যৎ পৈতামহ স্থাবর ধনস্য বিষম বিভাগোঽসিদ্ধো ন ভবেৎ, কিঞ্চ নানা প্রমাণৈরেবং ব্যবস্থাপিতং প্রাড্‌বিবাকৈঃ বিচার্য্য স্থিরীকৃতঞ্চ যৎপৈতামহ স্থাবর ধনস্য বিষম বিভাগোঽশাস্ত্রীয়ঃ অসিদ্ধশ্চ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপিলান্ট্‌—বনাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিগণ, রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
২৩০—২৩৪, ২৫৫
ও ২৫৬

এই মকদ্দমায় আপিলান্ট্ জিলা চব্বিশপরগণার দেওয়ানী আদালতে নিজ পিতা রামকান্ত ও ভ্রাতা গয়ারাম ও অ নন্দচন্দ্রের এবং অন্য ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের পত্নী মোসম্মাৎ তারামণি ও পার্ব্বতীর নামে নালিশ উপস্থিত করে। এই নালিশের অল্পকাল পূর্ব্বে রামকান্ত এক বিভাগপত্র লিখেন, তাহাতে

নিজ পৈতামহ ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের অল্প অংশ আপনার বর্ত্তন নিমিত্তে ও ধর্ম্মকর্ম্মার্থে রাখিয়া পুত্রগণের মধ্যে বিষয় অসমান ভাগ করিয়া দেন। ঐ বিভাগপত্র রীতিমত রেজেষ্টরী হইয়াছিল, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করণের উদ্যোগ হওয়াতে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

ঐ বিভাগপত্রের অসিদ্ধি বিষয়ে বাদী যে যে আপত্তি করে তাহা এই যে, ঐ পত্র তাহার অজ্ঞাতসারে লিখিত হয়, এবং যৎকালে তৎপিতা ঐ বিভাগপত্র লিখিয়া দেন তখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল ও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। অপিচ তাহার (অর্থাৎ বাদির) ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের জীবনকালে ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের পত্নীদের নাম ঐ বিভাগপত্রে ধরা যাইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের অংশ পাইতে অধিকার নাই; অধিকন্তু বাদির অসাধারণ বিষয়ও উক্ত দলীলভুক্ত করা হইয়াছে। অপরঞ্চ ঐ দলীলে বাণিজ্যের বিষয় এবং পৈতৃক বিষয়াদি বিশেষ করিয়া লিখা হয় নাই।

প্রতিবাদী রামকান্ত আপন জওয়াবে ওজর করেন যে পুত্রগণের মধ্যে স্থাবরাস্থাবর বিষয় তিনি যেমত উপযুক্ত বোধ করেন তেমত বিভাগ করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে, অপরিমিতাচার ও কুব্যবহারের নিমিত্তে লক্ষ্মীনারায়ণকে নিরাশ করিয়া তদংশ তৎপত্নীদিগকে দেওয়া গিয়াছে এই আশয়ে যে সে এককালে নিঃস্ব না হয়, সমুদয় পৈতামহ ধন বিভাগপত্রে ধরা হইয়াছে; এবং অবশেষে তিনি (অর্থাৎ রামকান্ত) বাণিজ্য বিষয়ের যেমত উচিত বুঝেন তেমত বিভাগ করিবেন।

জিলার জজের এই রায় হইল যে-বাদী ভাগীরূপে বিভাগপত্রে উল্লিখিত না হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয়, এবং অবিভক্ত পৈতামহ ধনবিভাগ করণের পূর্ব্বে সকল পুত্রের সম্মতি লওয়া প্রতিবাদি-রামকান্তের উচিত ছিল। এতাবতা ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অকর্ম্মণ্য বিবেচিত হইয়া ডিক্রী হইল যে তাহা রদ হয়, বাদী তৎকালে যে বস্তু অধিকার করিয়াছিল ও স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহার দখল তাহাকে দেওয়ান যায়, এবং রামকান্তের মৃত্যুর পর সাধারণ বিষয় বিভাগ করা যায়।

প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে আপীল উপস্থিত হইলে উক্ত ডিক্রী সর্ব্বথা ভ্রমময় বিবেচিত হইল। বাদী যে অস্থাবর বিষয় স্বার্জ্জিত স্বত্ব বলিয়া দাবী করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণ বিবেচিত হইল না, এবং পৈতামহ ধনের তৃতীয়াংশে তাহার যে দাবী তাহা অগ্রাহ্য বিবেচিত হইল এই কারণে যে পিতার জীবনকালে পুত্র তাদৃশ ধনের বিভাগের নিমিত্তে নালীশ করিতে পারে না। আপীল রুজু থাকা কালীন (বাদির) পিতা রামকান্তের মৃত্যু হওয়াতে আদেশ হইল যে তাহার উত্তরাধিকারিরা যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে আদালতে নালিশ করিতে ক্ষমতা রাখে, ঐ নালিশ হইলে মৃতের ধনের বিভাগ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

এই ফয়সালার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয়। প্রবিন্সাল্ কোর্টে আপীল দায়ের থাকা কালীন ভবানীচরণ ঐ আদালতে এক দরখাস্ত এই প্রার্থনায় করে যে রামকান্তের বিষয় ক্রোকের হুকুম হয়, তাহা হইলে তবে রামকান্তের মৃত্যুর পর সে (অর্থাৎ বাদী) নিজ যোগ্যাংশ পাইবার খাতির-জমা পাইতে পারে। এই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়া বিষয় ক্রোকের হুকুম সাদের হয়। কিন্তু রামকান্ত এই হুকুমের কার্য্য নিবারণ নিমিত্তে উচ্চ আদালতে দরখাস্ত করেন এই হেতুবাদে যে তাঁহার লিখিত বিভাগ পত্রানুসারে কার্য্য হয় নাই, তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় তাঁহারই দখলে আছে; এবং তিনি যে পর্য্যন্ত বাঁচিবেন সে পর্য্যন্ত কাহারো যোগ্যতা নাই যে ঐ বিষয়ের (তাহা স্থাবর বা অস্থাবর স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক) কোন অংশ দাওয়া করে। উচ্চ আদালতে এই সকল আপত্তি শাস্ত্রমূলক বোধ হওয়াতে প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের প্রতি উক্ত হুকুম ফিরাইতে আদেশ হইল।

এই সকল অবস্থায় উক্ত বিভাগ পত্রের শরত্ সকল আমলে না আসাতে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় জজ্ শ্রীযুক্ত ফম্বেল্ সাহেব (যাঁহার নিকটে এই মকদ্দমা প্রথমে শুনানি হয়,) এই বিবেচনা করিলেন যে পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কেবল এই মকদ্দমার দোষ গুণ অবধারণ করা যাইতে পারে। তন্নিমিত্তে উক্ত বিভাগপত্র পণ্ডিতদিগের নিকট প্রেরিত হইল, এবং নিম্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা গেল।

১। উক্ত বিভাগপত্রে ধৃত ধন তল্লেখক রামকান্তের পৈতৃক অথবা স্বার্জ্জিত হউক তাদৃশ বিভাগপত্র শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না?

২। ঐ বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল যদি রামকান্ত ঐ দলীলে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে না দিয়া থাকেন এবং তাহা পরিবর্ত্তন কিম্বা খণ্ডন না করিয়া অথবা তল্লিখিত বিষয় আর কোন রূপে হস্তান্তর না করিয়া যদি রামকান্ত মরিয়া থাকেন তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাদৃশ বিভাগপত্র মানিতে তাহাতে লিখিত ব্যক্তিরা অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধিত কি না?

৩। হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে উক্ত বিষয়ের দানাদি করিতে এবং এক পুত্রকে অংশ হইতে নিরাশ করিয়া তৎপুত্রের পত্নীদ্বয়কে অংশ দিতে উক্ত রামকান্তের ক্ষমতা ছিল কি না?

এই সকল প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতেরা যে উত্তর করিলেন তদ্যথা—

১। পিতৃকৃত পৈতামহ ধন-বিভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রে দুই প্রকার বিধান করিতেছেন। প্রথম এই যে ধন বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক ভাগ জ্যেষ্ঠের নিমিত্তে উদ্ধার করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট ধন তাবৎ পুত্রগণকে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় এই যে জ্যেষ্ঠের নিমিত্তে কোন বিশেষ

অংশ উদ্ধার করিয়া না রাখিয়া সকল পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া*। যেহেতু শাস্ত্রমত এই যে পৈতামহ ধনে পিতা ইচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক বিভাগ পুত্রগণকে দিতে পারেন না. অতএব উক্ত বিভাগ পত্রের যে অংশ বিষম বিভাগ বোধক তাহা সিদ্ধ নয় এবং তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধ্য নয়। স্বার্জ্জিত বিষয়ে শাস্ত্রের মত এই যে পিতা পুত্রদিগকে ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পারেন। যদি কোন পুত্রকে সম্মান নিমিত্ত সম্মান-চিহ্ন স্বরূপ অধিক দিতে কিম্বা বহু পোষ্যহেতু প্রতিপালনার্থ অথবা অক্ষমত্ব প্রযুক্ত কৃপাতে কোন পুত্রকে অধিক দিতে পিতা ইচ্ছা করেন তবে এমত করিলে তিনি ধর্ম্মকারী হইবেন। অতএব বিভাগপত্রের যে অংশ স্বার্জ্জিত ধনের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধিত যদি ঐ বিষম বিভাগবিধায়ক বিভাগপত্র পীড়াদি জন্য আকুলচিত্ততা অথবা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধ নিমিত্ত না হইয়া থাকে, কেননা তদবস্থায় ঐ বিভাগপত্র লিখিত হইয়া থাকিলে তাহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ।

২ বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে যদি রামকান্ত না দিয়া থাকেন, এবং ঐ বিভাগপত্র পরিবর্ত্ত কিম্বা রদ না করিয়া অথবা তাহাতে লিখিত বিষয়ের অন্যরূপে হস্তান্তর না করিয়া যদি মরিয়া থাকেন, তবে রামকান্তের মৃত্যুর পর এমত বিভাগপত্র মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা ও তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধ্য নয়।

৩। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে রামকান্ত নিজ বিষয়ের অংশ জীবিত পুত্রকে নিরাশ করিয়া তৎপত্নীদিগকে দিতে বিশিষ্ট কারণ বিনা ক্ষমতাবান নহেন।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা দৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় জজ বিবেচনা করিলেন যে দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতদিগের দত্ত উত্তরই সিদ্ধান্ত, মকদ্দমার দোষগুণবিষয়ে সকল পক্ষই স্বীকার করে যে রামকান্তের লিখিত বিভাগপত্রের কার্য্য তাঁহার জীবন কালে হয় নাই, এবং তিনি তদ্বিষয় অন্যরূপে হস্তান্তর করেন নাই, পণ্ডিতেরাও স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন যে এমত অবস্থায় ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ অতএব দ্বিতীয় জজ নিজ মত লিখিলেন যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রীর ঐ অংশ বহাল থাকে যদ্দ্বারা জিলা আদালতের ডিক্রীর ঐ ভাগ রদ হইয়াছে যাহাতে বাদী তৎকালীন নিজ কথিত অধিকৃত বিষয় নিজ স্বত্বরূপে দখল পাইয়াছে (যদ্যপি প্রতিবাদিরা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল এবং জজসাহেবও তাহার বিচার করেন নাই), কিন্তু ঐ ডিক্রীর ঐ অংশ যদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগপত্র বহাল রহিয়াছে তাহার রদ হয়, এবং জিলা আদালতের ডিক্রীর যে অংশে ঐ বিভাগপত্র অগ্রাহ্য বিবেচনায় নামঞ্জুর হইয়াছে তাহা স্থিরতর থাকে। কিন্তু এই মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর একজন জজের বিচারের অপেক্ষা রাখে। অনন্তর এই মকদ্দমা প্রধান জজের এজ-

---

* ভ্রাতৃবিভাগ দ্রষ্টব্য।

আসে উপস্থিত হয়। এবং বর্ত্তমান মকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ যথাসাধ্য যথার্থ রূপে নির্ণয় নিমিত্তে অথচ তৎসদৃশ আর আর মকদ্দমায় হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান নির্ণয় নিমিত্তে পণ্ডিতদিগকে আর দুই প্রশ্ন করা হইল।

১। রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র যদি শাস্ত্রসম্মত এবং সিদ্ধ দলীলও হয় তথাপি উক্ত দলীলে লিখিত বিভাগ যদি বাদির বাধাসত্ত্বে রামকান্তের জীবনকালে না হইয়া থাকে তবে ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অকর্ম্মণ্য হইবে কি না?

২। যদি রামকান্ত নিজ জীবনকালে বিভাগপত্রে লিখিত অংশ সকল বাদি ভিন্ন আর আর ব্যক্তিগণকে দখল দিয়া নিজে তাবৎ সত্ত্বাধিকার-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন, তবে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ অশাস্ত্রীয় কথিত হইলেও স্থাবরাস্থাবর ও স্বার্জ্জিত না পৈতামহ ধনে রামকান্তের কৃত তাদৃশ বিভাগ সিদ্ধ হইবে কি না?

পণ্ডিতেরা নিম্ন লিখিত কএক বিষয়ে বিভিন্ন-মত হইলেন। চতুর্ভুজ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দিলেন তন্মর্ম্ম যথা

১। উক্ত বিভাগপত্র যদি শাস্ত্রসম্মত এবং সিদ্ধও হয় তথাপি যে দলীলের বুনিয়াদে বিষয় দখল পাওয়া হয় নাই তাহা শাস্ত্রমতে স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং কেবল প্রতিপক্ষের বিপরীতাচরণ নিমিত্ত দখল না পাওয়া গেলেও শাস্ত্রের এমত বিধান নাই যে তাদৃশ দলীল কর্ম্মণ্য হইবে। শাস্ত্রে আরও কহিতেছেন যে এই দখল প্রতিপক্ষের দৃষ্টিগোচরে ও তাহার প্রতিবন্ধকতা বিনা হওয়া চাহি। প্রতিপক্ষের দৃষ্টিগোচরে ও সম্মতিতে না হইলে ক্রমিক তিন পুরুষের দখলও কার্য্যকারক নহে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রতিপক্ষরূপোস্থিত বাদির প্রতিবন্ধকতায় প্রতিবাদিরা উপরি উক্ত বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল যদি রামকান্তের জীবনকালে না পাইয়া থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ কোন দলীল তদনুসারে বিষয় দখল না হইলে স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নয় এই কারণে) ঐ দলীল সিদ্ধ ও তত্তদ্ব্যক্তির উপর বলবৎ ও কার্য্যকারক বিবেচিত হইতে পারে না।

এই ব্যবস্থার পোষকতায় ধৃত প্রমাণ সকলের কতিপয় যথা, -

৪। পিতামহসংহিতা—"দলীল ব্যতীত কেবল দখল প্রচুর কারণ নয়, অধিকার বা দখল বিনা উপস্থিত দলীলও স্বত্বের প্রতি প্রচুর হেতু নয়। অতএব স্থিরীকৃত হইয়াছে যে দলীল ও দখল উভয় থাকা স্বত্ব জন্মের প্রতি নিতান্ত আবশ্যক"।

৫। বৃহস্পতি-সংহিতা—"কেবল দখল করিলে অথবা কেবল দলীল উপস্থিত করিলে ভূমিতে স্বত্ব জন্মে না, তদুভয় একত্র ঘটিলে স্বত্ব হয়, নতুবা হয় না"।

৮। নারদ—"প্রথমে দান, মধ্যে দলীল অনুসারে দখল, পরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমিক দখল (স্বত্বের) প্রমাণ"।

৯। যাজ্ঞবল্ক্য—"যে স্থলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও দখল হয় নাই সে স্থলে দলীল কার্য্যকারক নয়। কিন্তু যে স্থলে কোন অংশে দখল আছে সে স্থলে সর্ব্বাংশে দখল বলা যাইতে পারে"।

১১। বৃহস্পতি—"বিভাগ ক্রয় বা উত্তরাধিকারিত্ব দ্বারা অথবা রাজা-হইতে স্থাবর বিষয় উপার্জ্জিত হইলে তাহা দখলের দ্বারা স্থিরতর থাকে এবং অমনোযোগে নষ্ট হয়"।

চতর্ভুজ পণ্ডিত দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর দেন তাহার মর্ম্ম যথা—

যদি এমত বিবেচনাই করা যায় যে উক্ত বিভাগপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিরা অর্থাৎ বাদি ব্যতিরেকে সকল দায়াদরা রামকান্তের জীবনকালে তাহার লিখিয়া নেওয়া ঐ বিভাগপত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং বাদির দখলে থাকা স্থাবর বিষয়বিশেষ ভিন্ন যদি আর আর বিষয়ে তাহারা নিজ নিজ অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে দখল করিয়া লইয়া থাকে, এবং রামকান্ত যদি উক্ত বিষয়ে তাহার যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তথাপি উক্ত বিভাগপত্রে দুই প্রকার বিষয় লিখিত আছে অর্থাৎ পৈতামহ স্থাবর বিষয় ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয়। পরন্ত যেহেতু দায়ভাগে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আর আর গ্রন্থে বিংশোদ্ধোর ইত্যাদি * ব্যতীত পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের বিষম বিভাগ শাস্ত্রীয় কথিত হয় নাই, ও যেহেতু পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিতে পিতার ক্ষমতা নাই, এবং যেহেতু দায়ভাগের যে স্থলে নিষিদ্ধ দান ও বিক্রয়কে সিদ্ধ বলা হইয়াছে সে স্থলে সর্ব্বদাই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে যে দাতা তাদৃশ দানাদি করিতে ক্ষমতাবান, অতএব (শাস্ত্রসম্মত পূর্ব্বোক্ত উদ্ধারাতিরেকে) পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ সিদ্ধ রাখা যাইতে পারে না। পিতা যদি স্বার্জ্জিত বিষয় পুত্রগণকে ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দেন তবে তাদৃশ করণের প্রতি কারণ কি তাহা দেখিতে হইবে। যদি পিতা কোন পুত্রের গুণবত্ত্ব প্রযুক্ত সম্মান-চিহ্নরূপে অথবা কোন পুত্রের বহুপোষ্যত্বপ্রযুক্ত প্রতিপালনার্থে অথবা অক্ষমতাজন্য কৃপাতে অথবা ভক্তত্ব জন্য স্নেহেতে তাহাকে অধিক দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাদৃশ বিভাগ সিদ্ধ এবং অবশ্য স্থিরতর থাকিবে। কিন্তু পিতা যদি রোগাদিতে ব্যাকুল-চিত্ততা প্রযুক্ত অথবা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধপ্রযুক্ত অথবা প্রিয়তমার পুত্রের প্রতি পক্ষপাত করিয়া তাদৃশ বিভাগ করেন তবে তাহা স্থিরতর থাকিতে পারে না; তৎপ্রতি কারণ এই যে তাহা কেবল শাস্ত্রাসম্মত এমত নহে কিন্তু দায়ভাগের যে বিধানে নিষিদ্ধ দান সিদ্ধ কথিত হইয়াছে তদন্তর্গত-ও নয়, কেননা ঐ বিধানে

---

* ভ্রাতৃবিভাগ দ্রষ্টব্য।

দাতার ক্ষমতা থাকা উপলব্ধি হয়; কিন্তু উপরিউক্ত অবস্থা সকলে কথিত হইয়াছে যে বিষয়ের তাদৃশ বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা নাই।

প্রমাণ—

১। দায়ভাগ—"যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—'পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব"। ধারেশ্বর কৃত উপরি উক্ত বচনের অর্থ এই যে পিতা ইচ্ছাতে পৈতামহ বিষয় ভাগ করিতে গেলে তাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব। তাঁহার এমত ক্ষমতা নাই যে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত বিষম বিভাগ করিতে পারেন পৈতামহ ধনের তাদৃশ করেন"।

২। বিষ্ণু—"পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত ইচ্ছা তেমত করিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব"।

৩। দায়ক্রম-সংগ্রহ—"পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি কারণেও ভূমি নিবন্ধ বা দ্বিপদ রূপ পৈতামহ ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই,—'যেহেতু পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব' এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পিতার যথেচ্ছা ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে, কেননা পৈতামহ ধন-স্বামী পিতা জীবিত থাকিতে তৎ পুত্রেরা পৈতামহ ধন স্বামি হওয়া সঙ্গত হইলে উক্ত বচনের যথাশ্রুত অর্থের বাধা জন্মে।

৪ দায়ভাগ। "পিতা জ্যেষ্ঠকে পৈতামহ ধনের শ্রেষ্ঠভাগ অর্থাৎ বিংশোদ্ধার দিয়া অথবা না দিয়া পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কোন পুত্রের গুণজন্য সম্মানার্থে অথবা বহুপোষ্যত্ব জন্য প্রতিপালনার্থে অথবা অক্ষমতা জন্য কৃপাতে কিম্বা ভক্তত্ব প্রযুক্ত স্নেহেতে তাহাকে অধিক দানেচ্ছু হইয়া স্বার্জ্জিত ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ করেন তাহাতে তিনি ধর্ম্মকারী হইবেন।

৫ দায়ভাগ।—"রোগগ্রস্ত ক্রোধাপন্ন প্রিয়তমাসক্ত অথবা অযথাশাস্ত্রকারী পিতা বিভাগে প্রভু নহেন। এই নারদ-বচন সেই স্থানে খাটে যে স্থলে পিতা রোগাদিতে আকুলচিত্ততা প্রযুক্ত কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধ নিমিত্ত অথবা প্রিয়তমা স্ত্রীর পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত অশাস্ত্রীয় বিভাগ করেন"।

অন্য পণ্ডিত শোভা শাস্ত্রী প্রথম প্রশ্নের প্রতি যে উত্তর দেন তদ্যথা—

ইহা জানিয়া লওয়া গিয়াছে যে প্রতিবাদিগণের প্রতি রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ, অথচ বলা হইয়াছে যে যেসকল ব্যক্তির নামে ঐ বিভাগপত্র লিখিত হয় তাহারা রামকান্তের জীবনকালে

স্ব স্ব অংশে দখল পায় নাই। দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত রামকান্ত দখল দিতে সক্ষম না হওয়াতে এরূপ ঘটিয়াছে। বিভাগপত্রে প্রচুর রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে রামকান্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে; এতাবতা যেং ব্যক্তির নামে বিভাগপত্র লিখিত তাহাদিগকে ঐ স্বত্ব অর্শিয়াছে। এবং যেহেতু তাহাদের দখল না হওয়া অমনোযোগ মূলক নহে, অতএব তাহাদের স্বত্বে দোষ জন্মে নাই, এবং এমত অবস্থায় যে পরিমিত সময় কেন ব্যবহিত হউক না তাহাতে তাহাদের স্ব স্ব অংশ পাইবার অধিকার ধ্বংস হইতে পারে না। অতএব উক্ত বিভাগপত্র সিদ্ধ বলিয়া স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধিত হইবে।

এই ব্যবস্থার পোষকতায় যে যে প্রমাণ ধৃত হয় তন্মধ্যে এক যথা—

বৃহস্পতি—"যদি হস্তক্ষেপ না করণের বিশিষ্ট কারণ থাকে তবে প্রতিপক্ষ পূর্ব্বস্বামি বিদ্যমানে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত দখল করিলেও পূর্ব্ব-স্বামির হস্তক্ষেপ না করা তৎস্বত্বের ব্যাঘাত-জনক নয়, এবং সপিণ্ডে অথবা সকুল্যে তাবৎ কাল দখল করিলেও প্রকৃত স্বামির স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না"।

শোভা শাস্ত্রী কর্ত্তৃক দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর দত্ত হয় তদ্যথা—

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত বিভাগপত্র অসিদ্ধ, ও তাহার যে অংশ পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিভাগবোধক তাহা মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা বাধিত নয়, কিন্তু তাহার যে অংশ রামকান্তের স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা সিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে; কেননা নিজোপার্জ্জিত ধনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, ও তৎপ্রভুত্বের মর্ম্ম এই যে স্বেচ্ছা-ক্রমে তাহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। তথাপি বিবেচনা করিতে হইবে যে স্থলে পিতা শাস্ত্রীয় কোন কারণে অর্থাৎ কোন পুত্রের অধিকভক্তত্ব জন্য অথবা বহুপোষ্যত্ব বা অক্ষমতাদি নিমিত্ত স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের বিষম বিভাগ করেন সে স্থলে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লঙ্ঘনাপরাধে পিতা অপরাধী হইবেন না; পক্ষান্তরে পিতা যদি আপনার ইচ্ছামাত্রা-নুসারে উপরি উক্ত কোন কারণ বিনা বিষম বিভাগ করেন তবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ দানের ন্যায় বিধ্যতিক্রম নিমিত্ত তাহার প্রত্যবায় হইবে কিন্তু বিভাগ সিদ্ধ রূপে স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে। এই মাত্র প্রভেদ কিন্তু (উপরি উক্ত মতে) পৈতামহ স্থাবর ধনে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব না থাকাতে তিনি তদ্ধনের অশাস্ত্রীয় রূপে যে কোন বিভাগ কেন করুন না তাহা অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে এবং তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধিত হইবেন না।

প্রমাণ—

১। দায়ভাগ—"তথা বিষ্ণু কহেন 'পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে তিনি যেমত ইচ্ছা তেমত করিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা ও পুত্রের সমান প্রভুত্ব'—ইহা বিলক্ষণ স্পষ্ট। পিতা যখন আপন পুত্রগণকে পৃথক্ করিয়া দেন তখন স্বেচ্ছানুসারে স্বার্জ্জিত বিষয়ের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ ধনে তেমত করিতে পারেন না যেহেতু তাহাতে উভয়ের সমস্বামিত্ব আছে।"

২। দায়ভাগ—"কিন্তু পিতা যদি কোন পুত্রের গুণবত্ত্বনিমিত্ত সম্মানার্থে অথবা বহুপোষ্যত্ব নিমিত্ত প্রতিপালনার্থে কিম্বা অক্ষমত্ব নিমিত্ত কৃপাতে অথবা ভক্তত্ব নিমিত্ত স্নেহেতে তাহাকে অধিক দিতে ইচ্ছা করেন তবে পিতা ধর্ম্মকারী হইবেন। তাহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—পিতৃকৃত যে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহা ধর্ম্ম্য'। তথা বৃহস্পতি—'পুত্রদিগকে পিতা যে সমান বা ন্যূনাধিক ভাগ দিয়াছেন তাহারা তাহাই পালন করিবে অন্যথা তাহারা দণ্ডনীয় হইবে'। নারদও কহেন—'পুত্রেরা পিতা হইতে যে ন্যূনাধিক বিভাগ প্রাপ্ত হয় তাহাদের সেই বিভাগই ধর্ম্ম্য কারণ পিতা সকলের প্রভু'। পিতৃকৃত ন্যূনাধিক বিভাগ পিতার স্বার্জ্জিত ধনেই ধর্ম্ম্য, কেননা তাহাতে তাঁহার সম্যক্ প্রভুত্ব আছে পৈতামহ ধনে তাহা নাই।

৩ দায়ভাগ—"মণি মুক্তাদি অস্থাবর পৈতামহ ধন পিতার উদ্ধৃত না হইলেও স্বার্জ্জিতের ন্যায় তাহাতে পিতারই প্রভুত্ব, তিনি তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন; যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন 'মণিমুক্তা প্রবালাদি সকল (অস্থাবর) ধনেরই প্রভু পিতা, কিন্তু সমস্ত স্থাবর ধনের কি পিতা কি পিতামহ কেহই প্রভু নহেন'।

পণ্ডিতদিগের উপরি উক্ত বিভিন্ন মত সকল এবং তত্তৎ পোষকতায় ধৃত প্রমাণ সকল হইতে প্রকাশ যে তাঁহারা দুই প্রধান বিষয়ে একমত হয়েন নাই, অর্থাৎ প্রথম পণ্ডিত কহেন যে—দলীল বা স্বত্ব বলে দখল হয় নাই তাহা অকর্ম্মণ্য। দ্বিতীয় পণ্ডিত আপত্তি করেন যে দলীল বা স্বত্বের উপার্জ্জক ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত অমনোযোগে দখল না হওয়া প্রমাণ হইলে তবে তাহাতে উক্তরূপ হইতে পারে। প্রথম পণ্ডিত আরো কহেন যে পিতা যদি শাস্ত্রোক্ত কোন প্রচুর কারণ বিনা পুত্রগণের মধ্যে স্বার্জ্জিত ধন ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দেন তবে তাহা ঐ পুত্রদের সম্বন্ধে অকাট্য হইবে না। তদ্বিপরীতে দ্বিতীয় পণ্ডিত কহেন তাদৃশ ন্যূনাধিক বিভাগ অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ হইবে, এবং তৎ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে। প্রধান জজ এই সকল মত বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষকে সমাচার দিলেন যে মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তাহারদিগকে দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া যাইবেক এই নিমিত্তে যে তাহাদের পরস্পরের দাবীর পোষকতায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ দর্শাইতে তাহারা অবকাশ পায়।

তদনুসারে উভয়পক্ষই প্রমাণ ও আপত্তি উপস্থিত করিল।

প্রথম প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতেরা যে উত্তর দেন তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে এই নিশ্চিত হওয়াতে যে রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র অনেক অংশে অশাস্ত্রীয়, তৎপরে দত্ত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা যে পরস্পর বিপরীত মত প্রকাশ করেন তাহার যথার্থ্যাযাথার্থ্য নির্ণয় করা এই মকদ্দমায় আবশ্যক নাই। উপরি উক্ত কারণে উক্ত প্রশ্ন সকলে কাল্পনিক রূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ঐ বিভাগপত্র শাস্ত্রীয় এবং রামকান্তের জীবন-কালে তাহার কার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু উভয় পক্ষের স্বীকার হইতে এবং প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের ক্লোকী হুকুমের নারাজিতে সদর আদালতে রামকান্ত যে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা হইতে প্রকাশ যে উক্ত বিভাগপত্রের লিখিতা-নুরূপ কার্য্য হয় নাই, অতএব তাহা না হওয়াতে উক্ত বিভাগপত্র অসিদ্ধ এবং তাহা তল্লিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অকাট্য বিবেচনা না হইয়া প্রধান জজ্ দ্বিতীয় জজের মতে মত দিলেন, এবং তদনুসারে এক ডিক্রী সাদের হইল *। স. দে আ. রি. বা. ২, পৃ, ২০২—২১৫।

---

* যদ্যপি সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা এই মকদ্দমাতে দত্ত ব্যবস্থায় কোনং বিষয়ে বিভিন্ন মত দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে পৈতামহ স্থাবর ধন পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে গেলে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পিতা তদ্বিষয়ের বিষমবিভাগ করিতে পারেন না কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিংশোদ্ধার দিতে পারেন। এবিষয়ে চতুর্ভুজ পণ্ডিত কাহন ' যেহেতু বিংশতি অথবা চত্বারিংশৎ ইত্যাদি ভাগের ভাগ উদ্ধার বই পৈতামহ স্থাবর ধন বিষমবিভাগ করার কোন উল্লেখ দায়ভাগে অথবা দায়শাস্ত্রীয় অপর২ গ্রন্থে নাই, ও যেহেতু পৈতামহ স্থাবর ধন বিষয়ে পিতার অসীম শক্তি নাই, এবং যেহেতু যেস্থলে দায়ভাগকর্ত্তা শাস্ত্রনিষিদ্ধ দান বা বিক্রয়কে সিদ্ধ কহেন সেস্থলেও সর্ব্বদা এই নিয়ম উহ্য যে দাতা এই রূপ হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবান্, অতএব উপরিউক্ত শাস্ত্রসম্মত উদ্ধার বই পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ সিদ্ধ বলিয়া মান যাইতে পারে না।' ঐ রূপ শোভ শাস্ত্রী এই কথা বলিয়া যে ' বর্ত্তমান মকদ্দমায় দর্শিত বিভাগপত্র সিদ্ধ নয় ও তাহার যে অংশ পৈতামহ স্থাবর ধনের বিভাগ বোধক তাহা তাহাতে বর্ণিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অকাট্য নয়, এবং কোন ব্যক্তির স্বার্জ্জিত ধনে যে ক্ষমতা তাহা (অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকা) উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন, "উপরিউক্ত মতে যেহেতু পৈতামহ স্থাবর ধনের উপর পিতার সম্যক্ প্রভুত্ব নাই, এতএব শাস্ত্রের বিধানের অন্যথায় তাহার যেরূপ বিভাগ কেন পিতা করুন না তাহা অসিদ্ধ এবং তল্লিখিত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধিত নয়।"

সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের উপরিউক্ত বিষয়ে ঐকমত্য, তদ্বিষয়ে আর আর যে সকল পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাহার সহিত তাহা মিলে এবং দায়-ভাগ ইত্যাদি হইতে যে সকল প্রমাণ ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ।

এ মকদ্দমাতে পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা হইতে এবং তাঁহাদিগের উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরো পাওয়া যাইতেছে যে পিতা স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করণে ভক্তত্ব নিমিত্ত অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ অন্য কোন কারণে যদি কোন পুত্রকে অধিক দেন তবে তাঁহার ঐ কার্য্য ধর্ম্ম্য এবং সিদ্ধ, কিন্তু যদি শাস্ত্রসিদ্ধ কোন কারণ বিনা কেবল স্বেচ্ছাক্রমে বিষমবিভাগ করেন তবে ঐ বিভাগ ধর্ম্ম্য নয় কিন্তু সিদ্ধ। পরন্তু

অথ পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার অংশিত্ব।

এবিষয়ে দায়ভাগ কর্ত্তা কহেন—"পুত্রার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ। যেহেতু—'বিভাগকারী পিতা আপনার দুই অংশ লইবেন' ইহা এবং 'পিতার জীবদ্দশায় বিভাগে তিনি নিজে দুই অংশ লইবেন'। ইহাও অবিশেষে শ্রুত। সুব্যক্ত-রূপে কাত্যায়ন কহিতেছেন—'পুত্রের উপার্জ্জিত ধনের দুই ভাগ অথবা অর্দ্ধেক পিতা লইবেন * '। পিতৃ-দ্রব্যের উপঘাতে পুত্রের অর্জ্জিত ধনে পিতার অর্দ্ধেক, তদর্জক পুত্রের দুই অংশ, এবং আর২ পুত্রের এক এক অংশ, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জ্জকপুত্রেরও তৎসমান, আর আর পুত্রের অংশ নাই। অথবা বিদ্যাদি গুণযুক্ত পিতা অর্দ্ধেক লইবেন। বিদ্যাদি-বিহীন পিতা কেবল জনকতা মাত্র নিমিত্ত দুই অংশ পাইবেন। এতাবতা ক্রমাগত ধনহইতেই হউক অথবা পুত্রার্জ্জিত ধনহইতেই হউক পিতা দুই ভাগ লইবেন ইহার অধিক ইচ্ছা করিলেও পাইতে যোগ্য নহেন এই বচনার্থ। দা ভা. পৃ. ৬০, ৬৩ ও ৬৪।

তত্র দায়ভাগঃ "পুত্রার্জ্জিতেঽপি ধনে পিতুরংশদ্বয়ং. দ্বাবংশাবিতি. জীবদ্বিভাগেতু পিতা গৃহ্ণীতাংশদ্বয়মিতি চাবিশেষ শ্রুতেঃ। সুব্যক্তমাহ কাত্যায়নঃ—দ্ব্যংশহরোঽর্দ্ধহরো বা পুত্রবিত্তার্জনাৎ পিতা॥ তত্র পিতৃদ্রব্যোপঘাতেন পুত্রার্জিতবিত্তস্যার্দ্ধং পিতুঃ, অর্জকস্য পুত্রস্যাংশদ্বয়ং, ইতরেষামেকৈকাংশিতা। অনুপঘাতেতু পিতুরংশদ্বয়ং, অর্জকস্যাপি তাবদেব. ইতরেষামনংশিত্বং। যদ্বা বিদ্যাগুণসম্পন্নস্য পিতুরর্দ্ধহরত্বং বিদ্যাদি শূন্যস্য (পিতুং) জনকতা মাত্রেণ দ্ব্যংশিত্বং। তেন ক্রমাগতধনাদ্বা পুত্রার্জিতধনাদ্বা ভাগদ্বয়ং পিতা স্বয়ং গৃহ্নীয়াৎ অতোঽধিকমিচ্ছন্নপি নার্হতীতি বচনার্থ"। দা. ভা পৃ. ৬০, ৬৩ ও ৬৪।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত ইহার সারার্থ যথা—এই যে পিতার গুণবত্ত্ব ও নির্গুণতা হেতু অর্দ্ধহরত্ব ও দ্ব্যংশ-

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার কৃতোঽস্য নির্গলিতার্থো যথা—"ইদঞ্চ পিতুর্গুণবত্ত্ব-নির্গুণবত্ত্বাভ্যাং অর্দ্ধহরত্বদ্ব্যংশ হর-

---

* যদি ব্যাকুলচিত্ততাপ্রযুক্ত অথবা শাস্ত্রে যে কারণে কোন পুত্রকে ন্যূন ও কোন পুত্রকে অধিক দিতে পিতাকে অযোগ্য কহেন অথবা তাঁহার ক্ষমতা না থাকা কহেন সেই কারণবশতঃ পিতা যদি তাদৃশ বিভাগ করেন তবে তাহার ঐ কার্য্য অধর্ম্ম্য অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ ও তাঁহার কৃত তদ্বিভাগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎ।

হরত্ব কথন ইহা অনেক পুত্র অংশি থাকিলে জ্ঞাতব্য। কিন্তু এক অর্জ্জক পুত্র অংশী হইলে গুণবান্ পিতার দ্ব্যংশ, নির্গুণ পিতার অর্দ্ধেক, এই নৈয়ায়িক বৈপরীত্য, ইহা পণ্ডিতগণের বিবেচনীয়।—দা. ভা. টী. পৃ. ৬৫।

অনেক পুত্রের অংশিত্ব উপঘাতে অর্জ্জিত ধনেই সম্ভবে, অতএব ইহার বিস্তার এই যে—

অনেকপুত্রস্থলে—

২৫৯ উপঘাতে অর্জ্জিতধনে— গুণবান্ পিতার অর্দ্ধেক, অর্জ্জকের দ্ব্যংশ, আর২ ভ্রাতার এক২ অংশ। নির্গুণ পিতার দ্ব্যংশ, অর্জ্জকের দ্ব্যংশ, আর২ ভ্রাতার এক২ অংশ। অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে- গুণবান্ পিতার দ্ব্যংশ, অর্জ্জকের একাংশ। নির্গুণ পিতার অর্দ্ধেক অর্জকেরও অর্দ্ধেক।—উভয় অবস্থাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ নাই।

একপুত্রস্থলে—

২৬০ উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে— গুণবান্ পিতার দ্ব্যংশ, অর্জ্জকের একাংশ, নির্গুণ পিতার অর্দ্ধেক, অর্জ্জকেরও অর্দ্ধেক। অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে গুণবান্ পিতার দ্ব্যংশ, অর্জ্জকের একাংশ; নির্গুণ পিতার অর্দ্ধেক, অর্জ্জকের-ও অর্দ্ধেক।

পরন্তু কলিতে যথাযোগ্য গুণবত্ত্বাভাবে অধুনা নির্গুণ পিতৃবিষয়ক ব্যবস্থাই প্রচলিত, অতএব নিষ্কর্ষ এই যে—

ব্যবস্থা। ২৬১ অনেক পুত্রস্থলে- পিতৃ দ্রব্যোপঘাতার্জ্জিত ধনে পিতার দ্ব্যংশ, অর্জ্জকের দ্ব্যংশ,

ত্বাভিধানং অংশিন্যনেকস্মিন্ পুত্রে বেদিতব্যং, একস্মিংস্ত্বর্জ্জকপুত্রে অংশিনি গুণবতি পিতরি দ্ব্যংশিত্বং নির্গুণেঽর্দ্ধমিতি বৈপরীত্যং নৈয়ায়িকং সুধীভির্ভাব্যং”।—দা. ভা. টী. পৃ. ৬৫।

অনেক পুত্রাণামংশিত্বং উপঘাতার্জ্জিতে ধনেএব সম্ভাব্যং, তদস্যায়ং বিস্তারঃ—

সৎস্বনেকপুত্রেষু—

২৫৯ উপঘাতার্জ্জিত ধনে—গুণবৎপিতুরর্দ্ধহরত্বং, অর্জকস্য দ্ব্যংশিত্বং, ইতরেষামেকৈকাংশিত্বং, নির্গুণপিতুর্দ্ব্যংশিত্বং, অর্জ্জকস্য দ্ব্যংশিত্বং, ইতরেষামেকৈকাংশিত্বং। অনুপঘাতার্জিতধনে— গুণবৎ পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং, অর্জ্জকস্য একাংশিত্বং, নির্গুণপিতুরর্দ্ধহরত্বং, অর্জকস্য তাবদেব, উভয়ত্র ইতরেষামনংশিত্বং।

একপুত্রে—

২৬০ উপঘাতার্জিত ধনে—গুণবৎ পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং, অর্জ্জকস্য একাংশিত্বং, নির্গুণপিতুরর্দ্ধং, অর্জ্জকস্যাপ্যর্দ্ধং। অনুপঘাতার্জ্জিতে ধনে—গুণবৎ পিতুর্দ্ব্যংশহরত্বং, অর্জ্জকস্য একাংশিত্বং, নির্গুণপিতুরর্দ্ধং, অর্জ্জকস্য তাবদেব।

কলৌতু যথাযোগ্য গুণবত্ত্বাভাবেনাধুনা নির্গুণ পিতৃসম্বন্ধীয়াএব ব্যবস্থা প্রচলিতা। অতএবায়ং নিষ্কর্ষঃ—

২৬১ সৎস্বনেকপুত্রেষু—পিতৃদ্রব্যোপঘাতার্জিত ধনে পিতুর্দ্ব্যংশহরত্বং, অর্জ্জকস্য দ্ব্যংশিত্বং

আর২ ভ্রাতার এক এক অংশ; কিন্তু অনুপঘাতার্জ্জিত ধনে পিতার অর্দ্ধেক, অর্জ্জকের-ও অর্দ্ধেক আর আর ভ্রাতার অংশ নাই*।

বিবেচনা। যদ্যপি উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিতা তথাপি ইহা যথার্থবোধ হয় না—কারণ পিতার দ্ব্যংশহরত্ব বা অর্দ্ধহরত্ব ন্যায্য হইলেও পিতৃদ্রব্যোপঘাতার্জ্জিত ধনে পিতার সহিত ভ্রাতাদের অংশিত্ব উচিত নহে।

২৬২ পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার যে দ্ব্যংশ সে পিতৃধনের অনুপঘাত ও ভ্রাতৃধনের উপঘাত বিষয়ক, অর্জ্জকেরও দ্ব্যংশ, ভ্রাতৃসরধারণধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে তাহাদেরও একাংশিত্ব†। দা. ত. পৃ. ২৪।

এস্থলে অর্দ্ধেক পদে সমানই বোধ্য এই ন্যায়ে যে যেস্থলে অংশের পরিমাণ নির্দ্দেশ নাই সে স্থলে সমান অংশই অভিপ্রেত। ঐ অর্দ্ধেক দ্ব্যংশের একাংশ রূপ অথবা সমুদায় ধনের অর্দ্ধেক এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে জীমূতবা-

ইতরেষামেকৈকাংশিত্বং, অনুপঘাতার্জ্জিতেতু পিতুরর্দ্ধহরত্বং, অর্জকস্যাপি তাবদেব, ইতরেষামনংশিত্বং*।

যদ্যপ্যেষা ব্যবস্থা প্রচলিতা তথাপি ন সমীচীনা ইত্যবগম্যতে পিতুর্দ্ব্যংশহরত্বার্দ্ধহরত্বস্য বা নৈয়ায়িকত্বেঽপি কেবলপিতৃদ্রব্যোপঘাতার্জ্জিতে ধনে পিত্রা সহ ভ্রাতৃণামপ্যংশিত্বাভিধানস্যাযুক্তত্বাৎ।

পুত্রার্জ্জিত বিত্তাৎ পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং পিতৃধনানুপঘাত বিষয়ং ভ্রাতৃধনোপঘাত বিষয়ঞ্চ, অর্জ্জকস্যাপি দ্ব্যংশিত্বং, ভ্রাতৃসাধারণধনোপঘাতে তেষামপ্যেকাংশিত্বং†। দা. ত. পৃ. ২৪।

অর্দ্ধঞ্চাত্র সমমেব গ্রাহ্যং অনাদেশে সমমিতি ন্যায়াৎ। তচ্চ দ্ব্যংশস্য একাংশরূপং অথবা সমুদায় ধনস্য ইতি সন্দেহে, জীমূতবাহনঃ 'সমুদায় ধনস্য

---

* যেমত পুত্র পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনভাগী, তেমতি পুত্রের নিজোপার্জ্জিত ধনে ভাগ-ভাগী পিতা এই তাৎপর্য্য, এই মতই সম্পূর্ণ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৫।

† সকল ভ্রাতার সাধারণ ধনের উপঘাতে (পিতৃধনের অনুপঘাতে) পুত্রের অর্জ্জিত ধনেও পিতার দুই অংশ মাত্র, এই স্মার্ত্তমত। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৪।

* পিতুঃস্বোপার্জ্জিত ভাগভাগী যথা পুত্রস্তথা পুত্রস্যাপি স্বমাত্রোপার্জ্জিতেঽপি পিতুর্ভাগভাগিত্বং ভবিতুমর্হতীত্যবশেষং। ইদমেব মতং সম্যক্। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৫।

† সর্ব্বভ্রাতৃ সাধারণ ধনোপঘাতেন পুত্রেণ যদর্জ্জিতং তত্রাপি পিতুর্দ্ব্যংশমাত্র লাভ ইতি স্মার্ত্তাঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৪।

হন কহিতেছেন 'সমুদয় ধনের অর্দ্ধেক' কেননা যদি দ্ব্যংশের অর্দ্ধেক তাৎপর্য্য হইত তবে একাংশগ্রাহী এমত কেন উক্ত হইল না, যেহেতু দ্ব্যংশ পদের-ও তৎসঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কিসের দ্ব্যংশ এই আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বে পুত্রার্জ্জিত ধনেরই দ্ব্যংশ বক্তব্য *। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৬৩।

অর্দ্ধং' ইত্যাহ, যতোদ্ব্যংশার্দ্ধে তাৎপর্য্য সত্ত্বে একাংশহরোবেতি কথং নোক্ত-মিতি দ্ব্যংশপদার্থস্যাপি সম্বন্ধিত্বাৎ। কস্য দ্ব্যংশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পুত্রা-র্জ্জিত বিত্তস্যৈব দ্ব্যংশোবক্তব্যঃ *। দা. ভা. পৃ. ৬৩ দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা। ২৬৩ যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ভ্রাতার ধনের উপ-ঘাতে উপার্জ্জন করে তবে তাহাতে পিতার দুই অংশ প্রাপ্য, এবং ঐ পুত্রদ্বয়ের এক এক অংশ। যদি কেহ ভ্রাতার ধনে ও নিজ শ্রমে ও ধনে উপার্জ্জন করে, তবে তদর্জ্জকের দুই অংশ প্রাপ্য, পিতার দুই অংশ, এবং ধনদাতার একাংশ। উভয়াবস্থা-তেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই *।

২৬৩ যদা স্বায়াসেন চ কেনচিৎ পুত্রেণ ভ্রাতৃধনোপঘাতেন বিত্ত-মর্জিতং তত্র পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং পুত্র-য়োশ্চৈকৈকাংশিত্বং। যদিতু ভ্রা-তৃধনেন স্বধনেন চ স্বায়াসেনা-র্জ্জিতং তদার্জ্জকস্য দ্ব্যংশঃ পিতু-র্দ্ব্যংশঃ, ধনদাতুরেকাংশঃ, উভ-য়ত্রৈব ইতরেষাং ভ্রাতৃণাং অনং-শিত্বং *।

২৬৪ পিতার সাহায্যে ও দ্রব্যো-পঘাতে পুত্রার্জ্জিতধনে পিতার অর্দ্ধেক, অর্জ্জকের দুই অংশ, আর২ ভ্রাতার এক২ অংশ।

২৬৪ পিতুঃ সাহায্যেন দ্রব্যোপ-ঘাতেন চ পুত্রার্জ্জিতধনে পিতুর-র্দ্ধং অর্জ্জস্য দ্ব্যংশং' ইতরেষাং ভ্রাতৃণামেকৈকাংশিত্বং।

"বাহন অস্ত্র অথবা (অন্য) যে কোন সধারণ-দ্রব্য সাহায্যে কিম্বা শৌর্য্যাদিদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত, ভ্রাতারা তদ্ভাগি ॥" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই ব্যাসবচন ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন, "ভ্রাতারা' এই পদ উপলক্ষণ—এতা-

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিৎ বাহনায়ুধং। শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ"। ইতি ব্যাস-বচন ব্যাখ্যানে স্মার্ত্তেন ভ্রাতর ইত্যু-পলক্ষণং—তেন পিতৃব্যাদয়োঽপি বো-দ্ধব্যা ইত্যুক্তং—বীজপুরুষ ধনপ্রাপ্ত

* বি. দা. ভা- শ্রী. ম. ২। কোল. ডা. বা. ২. পৃ. ৫৩—৫৮।

বক্তা, তাহাতে পিতৃব্যাদিও বোধ্য, মূলপুরুষের ধন তৎপুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের প্রাপ্তি সম্ভাবনায় তুল্য যুক্তি আছে, কেননা যেমত দাসের দাস প্রভুরই দাস, তেমতি পৌত্রও বীজপুরুষাধীন, প্রপৌত্র-ও তদ্রূপ, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব পিতামহের ধনোপঘাতে পৌত্রের অর্জ্জিত ধনেও পিতামহের অর্দ্ধেক* পিতৃব্যাদির এক এক অংশ, অর্জ্জক পৌত্রের দুই অংশ। পৈতামহ ধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে পিতৃব্যাদির অংশ নাই, কিন্তু পিতামহের দুই অংশ।

দ্ব্যংশবাচক বচন পুত্রার্জ্জিত ধন বিষয়ক বাচ্য, এতাবতা পিতামহ যে দুই অংশ পাইবেন ইহার প্রমাণাভাব এমত বাচ্য নয়, কেননা তাহাতে পিতামহের স্বোপার্জ্জিত ধনে পৌত্র ভাগী কিন্তু পৌত্রের অর্জ্জিত ধনে পিতামহ ভাগী নহেন এই বিষমশিষ্টত্বাপত্তি হয়, যেহেতু পুত্রপদ উপলক্ষণ মাত্র, নতুবা--'ইচ্ছাতে সুতগণকে বিভাগ করিয়া দিবেন' এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনেও 'সুত' পদের উপলক্ষণ হয় না †।

ব্যবস্থা। ২৬৫ পিতা বিশিষ্ট পৌত্রের অর্জ্জিত ধন পিতামহ লইবেন না, কিন্তু পিতাই লইবেন।

কারণ। কেননা সেই অর্জ্জক পুরুষের পিতারই প্রধান স্বামিত্ব †।

ব্যবস্থা। ২৬৬ উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে ধনানুসারে পিতামহ একাংশ লইবেন।

সম্ভাবনা ভাগিত্বেন পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণাং যুক্তি তুল্যত্বমাত্রবীজং দাসদাস ইব পুত্রপৌত্রাণাং অন্বয়ং প্রপৌত্রেঽপি ইত্যপি যুক্তির্ভবতি। তস্মাৎ পৌত্রার্জ্জিতেঽপি পৈতামহ ধনোপঘাতে সত্ত্বে পিতামহস্যার্দ্ধং* পিতৃব্যাদীনামেকৈকাংশিত্বং, অর্জ্জকস্য পৌত্রস্য দ্ব্যংশিত্বং। পৈতামহধনানুপঘাতেতু পিতৃব্যাদীনামংশিত্বং পিতামহস্যাতু দ্ব্যংশিত্বং। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

ননু দ্ব্যংশ ইতি বচনং পুত্রার্জ্জিত বিত্তপরং বক্তব্যং, তথাচাত্র পিতামহস্য দ্ব্যংশহরত্বে প্রমাণাভাব ইতি চেন্ন—পিতামহস্য স্বোপার্জ্জিত ধনে পৌত্রোংংশী ভবতি পৌত্রস্য স্বোপার্জ্জিতে পিতামহো নাংশীতি বিষম শিষ্টত্বাপত্তেঃ পুত্রপদস্য উপলক্ষণত্বাদন্যথা ইচ্ছয়া বিভজেৎ সুতানিতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে সুতপদস্যোপলক্ষণত্বং ন স্যাৎ †।

২৬৫ জীবৎপিতৃক পৌত্রার্জ্জিতং ন পিতামহো গৃহ্নীয়াৎ অপিতু পিতৈব †।

তস্যৈব অর্জ্জক পুরুষস্য পিতুঃ প্রধান স্বামিত্বাৎ †।

২৬৬ ধনোপঘটস্তু নিমিত্তার্জ্জনাৎ ধনানুসারেণ একাংশং পিতামহো গৃহ্নীয়াৎ।

---

*অর্দ্ধহরত্বন্তু গুণবতি পিতামহে বেদিতব্যং তস্য নির্গুণত্বে দ্ব্যংশহরত্বাৎ।

† বি. দা. ভা. দী. র. ২। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৯।

২৬৭ মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জ্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। যদি মাতামহ ধনের উপঘাত বিনা দৌহিত্র উপার্জ্জন করে তবে মাতামহ তাহার অংশ পাইবেন না *।

২৬৭ দৌহিত্রার্জ্জিতেতু মাতামহধনোপষ্টম্ভ সত্বে মাতামহস্য উপষ্টম্ভানুসারেণাংশহরত্বং মাতুলাদীনাং নাংশিত্বং। অনুপষ্টম্ভেনার্জ্জিতেতু মাতামহস্য নাংশিত্বং *।

সদর আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তির চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নিজ পিতার জীবনকালে দুই পুত্র রাখিয়া মরে এবং উইলের দ্বারা ঐ দুই পুত্রকে স্বার্জ্জিত বিষয় দিয়া যায়। অনন্তর মৃতের পিতা ও তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে উইলের দ্বারা দত্ত ঐ বিষয়ের অংশ দাওয়া করে। মৃতব্যক্তি যদি ঐ বিষয় কেবল নিজ ধনের ও শ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে উক্ত দাবিদার সকলেরই কি তদুপার্জ্জিত ধনের অংশ প্রাপ্য হইবে; যদি হয়, তবে তাহার পরিমাণ কি? পক্ষান্তরে যদি পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে ঐ বিষয় উপার্জ্জিত হইয়া থাকে তবে উক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ বিষয় কি প্রণালিতে বিভক্ত হইবে? তাহারা একান্নভুক্ত ও পৃথগন্ন থাকিলেই বা বিষয়ের অংশে তাহাদের অধিকার বিষয়ক শাস্ত্র কি?

উত্তর। চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন (সে আর৷ ভ্রাতার সহিত একান্নভুক্ত হউক বা না হউক৷ যদি দুই পুত্রকে স্বার্জ্জিত বিষয় দিয়া পিতার পূর্ব্বেই মরিয়া থাকে, এবং ঐ বিষয় যদি পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে তবে ঐ উপার্জ্জিত বিষয়ের অর্দ্ধেক পিতার প্রাপ্য, অন্য অর্দ্ধেক পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার দুই ভাগ অর্জ্জকের প্রাপ্য হইবেক, আর তিন ভাগ তিন ভ্রাতা পাইবে। পরন্তু যদি ঐ বিষয় পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত ভ্রাতাদের কোন অংশ পাইতে অধিকার নাই, কিন্তু পিতা অর্দ্ধেক পাইবেন। এবং উভয় অবস্থাতেই অর্জ্জকের পুত্রেরা নিজ পিতার প্রাপ্য অংশ পাইতে অধিকারি। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত।

চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে ধন উপার্জ্জন করিলে তাহা দশভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে পাঁচ ভাগ পিতাকে দুই ভাগ অর্জ্জককে এবং এক ভাগ প্রত্যেক ভ্রাতাকে অর্শিবে; কিন্তু ঐ ধন যদি কোন সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে দুই ভাগ হইবে, পিতা এক ভাগ লইবেন ও অর্জ্জক এক ভাগ লইবে।

* বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. ৩. পৃ. ৫৯।

প্রমাণ—

উক্ত গ্রন্থ সকলে ধৃত কাত্যায়ন-বচন, তদ্‌যথা—"পুত্রার্জ্জিত বিষয়ের দুই অংশ অথবা অৰ্দ্ধেক পিতা লইবেন,"।

"এস্থলে পিতৃধনের উপঘাতে পুত্রকর্ত্তৃক ধন উপার্জ্জিত হইলে পিতা তাহার অৰ্দ্ধেক লইবেন, অর্জ্জক পুত্র দুই অংশ পাইবে; আর২ পুত্রেরা প্রত্যেকে এক এক ভাগ পাইবে। কিন্তু যদি পিতৃধনের উপঘাত না হইয়া থাকে তবে পিতা দুই অংশ লইবেন; অর্জ্জক দুই অংশ লইবে, অন্যে নিরংশি হইবে"। দায়ভাগ। সদরদেওয়ানী আদালত। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১৮, পৃ. ১৬৩ ও ১৬৪।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব লিখেন "বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পিতা স্বার্জ্জিত ধনের ও পৈতামহ অস্থাবর ধনের এবং যে কোন রূপ উদ্ধৃত ধনের যে পরিমিত উপযুক্ত বোধ করেন তাহা আপনার নিমিত্তে রাখিয়া বিষম বিভাগ করিতে পারেন, এবং তিনি যে বিভাগ করেন তাহা যদি অসমান হয়, অথবা ন্যায্য কারণ ব্যতীত যদি কোন পুত্রকে নিরাশ করেন তবে তাদৃশ বিভাগ অধৰ্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ। জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ এবং আর২ গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে পিতৃকৃত বিভাগকালে পুত্রের সমান অংশ অপুত্রা পত্নীকে দাতব্য 'পুত্রবতীকে দাতব্য নয়। যে স্থলে পিতা আপনার নিমিত্তে অধিকাংশ রাখেন সে স্থলে পত্নীবা কোন বিশেষ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয় কিন্তু পিতৃকর্ত্তৃক অবশ্যই প্রতিপালিতা হইবে; যে স্থলে পুত্রদিগকে ন্যূনাধিক দেওয়া যায় সেস্থলে পুত্রদিগের অংশ একত্র করিয়া সমান ভাগ করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণে পত্নী দিগের অংশ নির্ণীত হইবে"। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৪, ৪৭, ও ৪৯।

এই সকল বঙ্গদেশীয় মতানুসারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও যথার্থ নয়। যথা—২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৪০ ও ১৮৪ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তত্তৎ পোষকতায় ধৃত প্রমাণাদি দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে, কেননা ঐ ব্যবস্থাদি উক্ত সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদের মতানুমত ও তৎসকলই প্রায় তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—ভ্রাতৃকর্ত্তৃকবিভাগ।

অথ তদ্বিভাগ-কাল।

ব্যবস্থা। ২৬৮ মরণ পাতিত্য বা উপরতস্পৃহা দ্বারা কিম্বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে* অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইলে (পিতৃধন) বিভাগে পুত্রদের অধিকার জন্মে, অতএব তদবধি করিয়া ভ্রাতৃবিভাগ কাল†।

২৬৮ মরণপাতিত্যোপরতস্পৃহত্বাশ্রমান্তরগমনৈঃ পিতুঃস্বত্বধ্বংসে* সত্যপি স্বত্বে তদিচ্ছাত এব পুত্রাণাং বিভাগাধিকারঃ, তেন ততঃ প্রভৃত্যেব ভ্রাতৃবিভাগ কালঃ†।

২৬৯ তথাপি মাতা বিদ্যমানে বিভাগ ধর্ম্ম্য নয় (অ)‡।

২৬৯ তথাপি মাতরি জীবন্ত্যাং বিভাগো ন ধর্ম্ম্যঃ (অ)‡।

(অ) অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ নয়, কিন্তু ব্যবহারে সিদ্ধ। বি দা ভা দ্বী, ব. ৩।

(অ) ধর্ম্মার্থোঽসিদ্ধঃ অর্থার্থস্তু সিদ্ধত্যেবেতি যাবৎ। বি. দা. ভা. দ্বী ব. ৩।

প্রমাণ। পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের একত্র থাকাই উচিত। পিতামাতা অবিদ্যমানে পৃথক্ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়॥—ব্যাস। পিতামাতার ঊর্দ্ধ গমন হইলে, পুত্রেরা জুটিয়া পৈতৃক ধন ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা প্রভু নয়॥ মনু। তথাপি—

ভ্রাতৃণাং জীবতোঃ পিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে। তদভাবে বিভক্তানাং ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে॥ ব্যাসঃ। ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং। ভজেরন্ পৈতৃকং ঋক্থং অনীশাস্তেহি জীবতোঃ॥ মনুঃ। তথাচ—

* দ্রষ্টব্য—ব্য দ পৃ ১ ও ১২।

† পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে পুত্রেরা একত্র থাকুক, অথবা পিতার ধন ভাগ করিয়া লউক। এই দুই কল্পই মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা, "(পুত্রেরা) এই রূপ একত্র থাকুক অথবা ধর্ম্ম কামনায় পৃথক্ হউক। পৃথক্ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, অতএব পৃথক্ হওয়া ধর্ম্ম্য বটে"।

† পিতৃস্বত্বাপগমে পুত্রাঃ সহবসেয়ুঃ অথবা পিত্র্যংধনং বিভজেয়ুঃ—এতৎকল্পদ্বয়ং মনূক্তং, যথা "এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্ বা ধর্ম্মকাম্যয়া। পৃথগ্ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ক্রিয়া"।

‡ দা, ভা পৃ. ৭০—৭২। কোল্ দা. ভা পৃ. ৫৪—৫৩।

ব্যবস্থা। ২৭০ তত্রাপি মাতার অনুমতিতে বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য। দা ভা. পৃ. ৭৩।

'ভগিনীরা বিবাহিতা হইলে' ইহা বলাতে তদ্বিবাহের পর বিভাগ কাল সূচিত হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে। দা ভা. পৃ. ৩১।

'পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে পুত্রেরা বিভাগ করিতে স্বাধীন হয়' এই যে কথা সে তদ্বচনার্থ না বুঝাতে উক্ত হইয়াছে। কেননা হারীত কহেন—'পিতা জীবিত থাকিতে ধন গ্রহণ ও ব্যয় এবং বন্ধক বিষয়ে পুত্রেরা স্বাধীন নয়, (কিন্তু) পিতা জরাগ্রস্ত বা প্রবাসস্থ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় চিন্তা করিবেন'॥ শঙ্খলিখিত সুব্যক্ত রূপে কহিতেছেন—'পিতা অশক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ (পুত্র) বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা কার্য্যজ্ঞ অনন্তর ভ্রাতা তদনুমতিতে তৎকার্য্য করিবেন, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীত-চিত্ত, অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না। জ্যেষ্ঠই পিতার ন্যায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করুন, (কেননা) পরিবারের পালন ধনমূলক, পিতা থাকিতে তাহারা স্বাধীন নয়, মাতা থাকিতেও নয়। এই বচনদ্বয়ে পিতা কর্ম্মাক্ষম অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও বিভাগ নিষিদ্ধ হইয়া কথিত হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিষয় দেখিবেন, অথবা তৎকনিষ্ঠ কার্য্যজ্ঞ হইলে তিনিই তাহা করিবেন। অতএব—'পিতার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হইবে না' ইহা কথিত

২৭০ তথাচ মাতুরনুমত্যৈব বিভাগো ধর্ম্ম্যঃ। দা. ভা. পৃ. ৭৩।

'দত্তাসু ভগিনীষু চেতি' ন কালার্থং কিন্তু তাসামবশ্যং দানার্থং। দা. ভা. পৃ. ৩১

'যচ্চ কার্য্যাক্ষমে পিতরি পুত্রাণাং বিভাগে স্বাতন্ত্র্যমুক্তং' তদ্বচনানভিজ্ঞত্বেন, তথাচ হারীতঃ—'জীবতি পিতরি পুত্রাণাং অর্থাদানবিসর্গাক্ষেপেষু ন স্বাতন্ত্র্যং, কামং দীনে প্রোষিতে আর্ত্তিংগতে বা জ্যেষ্ঠোঽর্থাংশ্চিন্তয়েৎ।' সুব্যক্তমাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ, 'পিতর্য্যশক্তে ব্যবহারান্ জ্যেষ্ঠঃ প্রতিকুর্য্যাৎ অনন্তরো বা কার্য্যজ্ঞস্তদনুমতো নত্বকামে পিতরি ঋকথবিভাগো বৃদ্ধে বিপরীতচেতসি দীর্ঘরোগিণি বা। জ্যেষ্ঠএব পিতৃবদর্থান্ পালয়েদিতরেষাং ঋক্থমূলং হি কুটুম্বমস্বতন্ত্রাঃ পিতৃমন্তো মাতুরপ্যেবমবস্থিতায়াঃ।' এতদ্বচনদ্বয়ং কার্য্যাক্ষমে দীর্ঘরোগিণি চ পিতরি বিভাগং নিষিধ্য জ্যেষ্ঠ এব গৃহং চিন্তয়েৎ তদ-

হওয়াতে পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে যে ধন বিভাগ হইবে ইহা ভ্রান্তি বশতঃ লিখিত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ. ২৯ ও ৩০।

নুজ্ঞো বা কার্য্যজ্ঞ ইত্যাহ। অতো মন্বকামে পিতরি ইত্যেতদেব কার্য্যাক্ষমে পিতরি পৃথগ্বিভাগইতি ভ্রান্ত-লিখিতং॥ দা ভা. পৃ. ২৯ ও ৩০।

অথ ভ্রাতাদের অংশ-পরিমাণ।

সবর্ণ ভ্রাতাদের* বিভাগ উদ্ধার পূর্ব্বক বা সমান এই দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। পরন্তু উদ্ধার নানা ঋষিকর্ত্তৃক নানা প্রকার কথিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

মনু—"বিংশোদ্ধার এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠের, তাহার অর্দ্ধেক মধ্যমের, এবং তুরীয়াংশ অর্থাৎ অশীতি ভাগের এক ভাগ কনিষ্ঠের॥ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যথাকথিতরূপে লইবে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন যে ভ্রাতারা, তাহাদের মধ্যমরূপ উদ্ধার প্রাপ্য॥ সকল রূপ

সবর্ণভ্রাতৃণাং* বিভাগঃ উদ্ধারপূর্ব্বকঃ সমএব বেতি দ্বিবিধঃ কথিতঃ†, উদ্ধারাস্তু নানা ঋষিভির্নানাবিধাঃ কথিতাঃ। তদ্‌যথা—

মনুঃ—'জ্যেষ্ঠস্য বিংশউদ্ধারঃ সর্ব্ব দ্রব্যাচ্চ যদ্বরং। ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাত্তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ॥ জ্যেষ্ঠশ্চৈবকনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্ যেঽন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমংধনং‡॥ সর্ব্বেষাঙ্ধনজাতানামা-

---

* কলি ভিন্ন আর আর যুগে অসবর্ণা পত্নীর পুত্রেরাও বিষয়ভাগি হইত। কিন্তু ইদানীং তদ্বর্ণা অনাবর্ণ কৈ যেহেতু কলি যুগে ভিন্ন জাতীয়া বিবাহ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে তদগর্ভজ পুত্রেরও দায়াধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* কলাবন্যযুগে অসবর্ণভ্রাতৃণামপি ভাগ ভাগিত্বমাসীৎ কিন্তু কলিদানীং তদ্বর্ণনেন কলাবসবর্ণবিবাহপ্রতিষেধেন তজ্জাতস্য দায়াধিকারানিষিদ্ধত্বাৎ। দ্রষ্টব্য পৃ ৫।

† দা ভা. পৃ ৭৮। দা ক্র সং পৃ ৫০। বি দা. ভা দ্বী র ১।

‡ সবর্ণা মাতার ও বিমাতার তনয়দের মধ্যে যে অগ্রজ সেই জ্যেষ্ঠ, মাতার জ্যেষ্ঠতানুসারে পুত্রের জ্যেষ্ঠতা নয়। যথা মনু—'সবর্ণা স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অবিশেষে জন্মক্রমেই জ্যেষ্ঠত্ব হয়, মাতৃক্রমে নয়'॥ অতএব. সর্ব্বাগ্রজ যে সেই জ্যেষ্ঠ,—সর্ব্বশেষে জাত যে সেই কনিষ্ঠ। তদ্ভিন্ন সকলই মধ্যমোৎপন্ন—মধ্যম।

‡ জ্যেষ্ঠত্বঞ্চ মাতৃতঃ সজাতীয় বিমাতৃতো বা জাতানাং. অগ্রজাতত্বং ন তেষাং মাতৃতোজ্যৈষ্ঠ্যং। যথা মনুঃ—'সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ। ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতোজ্যেষ্ঠমুচ্যতে'॥ অতএব জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বপ্রথমোৎপন্নঃ। কনিষ্ঠঃ—সর্ব্বশেষোৎপন্নঃ।—তদিতরে সর্ব্বএব মধ্যমোৎপন্নাঃ মধ্যমাঃ॥

এস্থলে সমুদয় ধন চল্লিশ ভাগে বিভাজ্য, বিংশোদ্ধারের পর অবশিষ্ট ধনের চল্লিশ

অত্র চত্বারিংশদ্‌ভাগঃ সমুদয়ধনানামেব কর্ত্তব্যঃ ন তু বিংশোদ্ধারে কৃতেঽবশিষ্ট

ধনের শ্রেষ্ঠ যাহা এবং উৎকৃষ্ট যে এক দ্রব্য তাহা ও গবাদি পশুর দশের মধ্যে যে টি শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠ লইবেন॥ যে ভ্রাতারা স্বস্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারগ তাঁহাদের মধ্যে দশ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠোদ্ধার নাই, কেবল মানবর্দ্ধনার্থ জ্যেষ্ঠকে কিঞ্চিৎ দাতব্য॥ এইরূপে উদ্ধার উদ্ধৃত হইলে অবশিষ্টের সমান ভাগ কর্ত্তব্য। যদি উদ্ধার উদ্ধৃত না হয, তবে এইরূপে তাহাদের অংশ কল্পনা হইবে॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র দুই ভাগ, ও তৎপরজ দেড় ভাগ লইবে, কনিষ্ঠেরা প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা*॥ জ্যেষ্ঠাস্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিলে, এবং কনিষ্ঠার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিলে সে স্থলে কি প্রকার বিভাগ হইবে এমত সংশয যদি হয,—ঐ জ্যেষ্ঠ এক বৃষভ উদ্ধার করিয়া লইবে, স্ব স্ব মাতৃক্রমে তাহা হইতে ন্যূন ভ্রাতারা অপর অশ্রেষ্ঠ যে বৃষ তাহা লইবে। জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৃষভ ও পঞ্চদশ গাবী লইবে, অনন্তর অবশিষ্ট পুত্রেরা স্ব স্ব মাতৃক্রমে লইবে†।”

দশতাগ্র্যমগ্রজঃ। যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরং॥ উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্ম্মসু। যৎকিঞ্চিদেব দেয়ন্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনং। এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েৎ। উদ্ধারেঽনুদ্ধৃতে ত্বেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা॥ একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধন্ততোঽনুজঃ। অংশমংশং যবীয়াংস ইতিধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ*॥ পুত্রঃ কনিষ্ঠোজ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চপূর্ব্বজঃ। কথন্তত্রবিভাগঃস্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥ একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ। ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠবৃষাস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ॥ জ্যেষ্ঠস্তু জাতোজ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্বৃষভষোড়শাঃ॥ ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষাভজেরন্নিতি ধারণা†।”

ভাগের ভাগ উদ্ধার কর্ত্তব্য নয, যেহেতু ‘তাহার অর্দ্ধেক’ ইহা বলাতে উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অশীতি ভাগের ভাগ উদ্ধারেও এইরূপে কর্ত্তব্য।

ধনানামিতি। ততোঽর্দ্ধমিত্যনেন স্পষ্টমেবোক্তত্বাৎ। এবমশীতিভাগস্থলেঽপি। বি. দা. ভা. দী. ব. ১।

* পরন্তু জ্যেষ্ঠ ও তদনুজ বিদ্যাদি গুণযুক্ত ও কনিষ্ঠেরা নির্গুণ হইলে এই ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। কুল্লূকভট্ট।

* ইদন্তু জ্যেষ্ঠতদনুজযোর্ব্বিদ্যাদিগুণবত্ত্বাপেক্ষয়া কনিষ্ঠানাঞ্চ নির্গুণত্বে বোদ্ধব্যং। কুল্লূকভট্টঃ।

† এতাবতা মনু চারি প্রকার বিষম বিভাগ কহিয়াছেন, পরন্তু ইহা বলিতে হইবে যে এক স্থলে চারিপ্রকার বিভাগ করণ সম্ভব না হওয়াতে স্থল বিশেষে বিভাগ বিশেষ কর্ত্তব্য। কল্লূক ভট্ট ও চণ্ডেশ্বরাদির এই মত। বি. দা. ভা. দী. ব. ১।

† তথাচ মনুনা চতুর্ব্বিধোবিষমবিভাগ উক্তঃ—একস্থলে চতুর্ব্বিধবিভাগকরণাসম্ভবাৎ স্থলবিশেষে বিভাগবিশেষইতি বক্তব্যং। এতচ্চকল্লূকভট্টচণ্ডেশ্বরাদীনাং মতং। বি. দা. ভা. দী. ব. ১।

মনু ও বৃহস্পতি—'দ্বিজাতিদের যে সকল পুত্র সবর্ণার গর্ভজাত তন্মধ্যে আর আর ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার দিয়া সমান ভাগ লইবে।'

বৃহস্পতি—'দায়াদদিগের মধ্যে দুই প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। এক বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে অন্য সম অংশ কল্পনা। জন্ম বিদ্যা ও গুণে যে জ্যেষ্ঠ সে দায়রূপ ধনের দুই অংশ পাইবে। আর আর ভ্রাতারা সমাংশ ভাগি। জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতৃতুল্য'।

বশিষ্ঠ 'ভ্রাতৃগণের মধ্যে দায়ের বিভাগ যথা—দায়ের দুই অংশ* এবং গরু ও অশ্বের দশকের মধ্যে এক জ্যেষ্ঠ লইবেন। ছাগল ভেড়া ও একগৃহ কনিষ্ঠের এবং কৃষ্ণলৌহ ও গৃহের উপকরণ বা দ্রব্যাদি মধ্যমের'।

বিষ্ণু—'সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্রেরা সমান ভাগ লইবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিবে।'

হারীত—'গোসমূহ ভাগ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ দিবে অথবা শ্রেষ্ঠ ধন দিবে, এবং তাঁহাকে বিগ্রহ ও (পিতৃ) গৃহ দিয়া অন্য ভ্রাতারা বাহির হইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। এক গৃহ থাকিলে তাহার উত্তমাংশ জ্যেষ্ঠকে দিবে আর আর ভ্রাতারা পর পর (উত্তম অংশ) লইবে।

আপস্তম্ব—'দেশ বিশেষে সুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গরু, ও ভূমির কৃষ্ণশস্য এবং পিতার পাত্র সকলও জ্যেষ্ঠের'।

মনু-বৃহস্পতী—'সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্ব্বে পুত্রা দ্বিজন্মনাং। উদ্ধারং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমং'॥

বৃহস্পতিঃ—'দ্বিপ্রকারো বিভাগস্তু দায়াদানাং প্রকীর্ত্তিতঃ। বয়োজ্যেষ্ঠক্রমেণৈকঃ সমাপরাংশকল্পনা। জন্মবিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠো দ্ব্যংশং দায়মবাপ্নুয়াৎ। সমাংশ ভাগিনস্ত্বন্যে— তেষাং পিতৃসমস্তু সঃ'॥

বশিষ্ঠঃ—'অথ ভ্রাতৄণাং দায়বিভাগোদ্ব্যংশং হরেৎ জ্যেষ্ঠঃ* গবাশ্বস্য চানুদশমং অজাবযোগৃহমেকং কনিষ্ঠস্য, কার্ষ্ণায়সং গৃহোপকরণানি মধ্যমস্য'।

বিষ্ণুঃ—'সবর্ণাপুত্রাঃ সমানংশানাদদ্যুর্জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুদ্ধরেয়ুঃ'।

হারীতঃ—'বিভজিষ্যমাণে গবাং সমূহে বৃষভমেকং ধনং বরিষ্ঠম্বা জ্যেষ্ঠায় দদ্যুঃ দেবতাগৃহঞ্চ ইতরে নিষ্ক্রম্য কুর্য্যুঃ। একস্মিন্নেব দক্ষিণং জ্যেষ্ঠায় অনুপূর্ব্বমসোতরেষাং'॥

আপস্তম্বঃ—'দেশবিশেষে সুবর্ণং কৃষ্ণাগাবঃ কৃষ্ণং ভৌমং জ্যেষ্ঠস্য মিথঃ পিতুঃ পরিভাণ্ডঞ্চ'।

---

* কেবল (বয়সে) জ্যেষ্ঠত্ব হেতু যে দুই ভাগ প্রাপ্য এমত নহে, তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—'জন্ম ও বিদ্যা এবং গুণে যে জ্যেষ্ঠ সেই দুই অংশ পাইবে'। দা. ভা. পৃ. ৫২।

* দ্ব্যংশহরত্বমপি ন জ্যেষ্ঠতামাত্রেণ তদাহ বৃহস্পতিঃ জন্মবিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠোদ্ব্যংশং দায়মবাপ্নুয়াৎ' দা. ভা. পৃ ৫২।

শঙ্খলিখিত—'জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ, ও কনিষ্ঠকে পিতার অবস্থান ভিন্ন অন্য গৃহ দাতব্য'।

শঙ্খলিখিতৌ—'বৃষভোজ্যেষ্ঠায়, গৃহং যবীয়সে হন্যৎ পিতুরবস্থানাৎ'।

গোতম—'(দায়ের) বিংশতি ভাগ, একযোড়া (গরু), উভয় চলে দন্ত আছে এমত পশুযুক্ত রথ ও গুর্ব্বিণী করিবার নিমিত্ত বৃষ জ্যেষ্ঠের; এবং কাণা, বুড়া, শিঙ্গভাঙ্গা ও বেঁড়িয়া পশু মধ্যমের। যদি এরূপ পশু অনেক থাকে, ভেঁড়ী, ধান্য, লৌহ, গৃহ, গাড়ি জোঁয়ালি ও প্রত্যেক চতুষ্পদের এক এক কনিষ্ঠের; অবশিষ্ট সমস্ত ধন সমভাগ হইবে॥ (সবর্ণা কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ) জ্যেষ্ঠপুত্র একটি বৃষভ অধিক পাইবে, (সবর্ণা) জ্যেষ্ঠাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্র এক বৃষ ও পঞ্চদশ গবী পাইবে এবং কনিষ্ঠার গর্ভজ পুত্র যে উদ্ধার পাইবে জ্যেষ্ঠার গর্ভজ কনিষ্ঠ পুত্রও তাহাই পাইবে। জ্যেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে প্রথমে এক দ্রব্য লইবে এবং পশুর মধ্যে দশটি লইবে'।

গোতমঃ—'বিংশতিভাগোজ্যেষ্ঠস্য মিথুনমুভয়তোদদ্‌যুক্তোরথঃ গোবৃষঃ কাণখোরকূটবণ্ডা মধ্যমস্য। অনেকাশ্চেদবিধান্যায়সী গৃহমনোযুক্তং চতুষ্পাদঞ্চৈকৈকং যবীয়সঃ সমমেবেতরৎ সর্ব্বং। বৃষভোঽধিকো, জ্যেষ্ঠস্য, বৃষভষোড়শাজ্যৈষ্ঠিনেয়স্য সমভাগা জ্যৈষ্ঠিনেযেন যবীয়সা॥ একৈকং বা ধনরূপং যৎকাম্যং পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বোলভেত দশতঃ পশূনাং'॥

"সকলকে অবিশেষে সমান ভাগ দত্ত হউক, অথবা জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া লউক, জ্যেষ্ঠ দশ ভাগের ভাগ উদ্ধার করিয়া লউক অন্যে সমান ভাগ পাউক" এই শ্রুতি গর্ভ বৌধায়ন বচনে জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ও গবাদি এক জাতীয় পশুর মধ্যে দশ দশ হইতে এক দেওয়া কথিত হইয়াছে।

"সমঃ সর্ব্বেষামবিশেষাৎ বরম্বাদ্রব্যমুদ্ধরেজ্জ্যেষ্ঠ ইতি দশানামেকমুদ্ধরেজ্জেষ্ঠঃ সমমিতরে বিভজেরন্" ইতিচশ্রুতপঠিত বৌধায়ন বচনং জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠক দ্রব্যদানং গবাদীনাং সজাতীয়ানাং দশস্বু দশস্বু মধ্যে একৈকস্যদানঞ্চাহ।

বৌধায়ন—'পিতা অবর্ত্তমানে, চারি বর্ণের ক্রমানুসারে গো, অশ্ব, ছাগল ও ভেড়া জ্যেষ্ঠাংশ।'

বৌধায়নঃ—'অসতি পিতরি চতুর্ব্বর্ণক্রমেণ গোঽশ্বাবয়োজ্যেষ্ঠাংশো যথাসঙ্খ্যেন।'

নারদ—'জ্যেষ্ঠকে অধিক ভাগ দাতব্য, কনিষ্ঠের ন্যূনাংশ কথিত

নারদঃ—'জ্যেষ্ঠায়াংশোঽধিকোদেয়ঃ কনিষ্ঠায়াবরঃ স্মৃতঃ। সমাংশ

আরং ভ্রাতারা সমাংশভাগি, অবিবাহিতা ভগিনীও ঐরূপ।'

দেবল—'সমান গুণযুক্ত ভ্রাতাদের মধ্যম ভাগ প্রাপ্য আদিষ্ট হইয়াছে. এবং জেষ্ঠ ন্যায়কারি হইলে তাহাকে দশম ভাগ দেওয়াইবেন।'

এতাবতা ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা এমত বিভিন্নরূপ উদ্ধার বিধান করিয়াছেন যে তৎসমন্বয় দুষ্কর। যাহা হউক অবস্থাবিশেষে ঐ সকলের একরূপ উদ্ধার দানই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে। পরন্তু ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে যে ভ্রাতারা গুণান্বিত তাহারাই উদ্ধারার্হ, বৃহস্পতি তাহা সুব্যক্তরূপে কহিয়াছেন যথা—"কথিত বিধানমতে সকল পুত্রই পিতৃধনহারি। পরন্তু তাহারদের মধ্যে যে বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মকর্ম্মশালী সে অধিক পাইতে অধিকারী॥ বিদ্যা,* বিজ্ঞান, শৌর্য্য, জ্ঞান, দান, ও সৎক্রিয়া এই সকল বিষয়ে যাহার কীর্ত্তি ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত, সেই পুত্রেতেই পিতৃলোক পুত্রবন্ত হয়েন।" এবং নির্গুণ দুষ্কর্ম্মশালি ভ্রাতারা কেবল বিংশোদ্ধার পাইতে অযোগ্য এমত নহে, কিন্তু দায়াধিকারিও নয়, যথা নিম্নলিখিত বিবাদভঙ্গার্ণবের পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ 'যে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন পিতাও তিনি মাতাও তিনি। জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন না যে জ্যেষ্ঠ তিনি বন্ধুর ন্যায় মান্য। ইত্যাদি নির্গুণ জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠত্ব

ভাগিনঃ শেষাঃ অপ্রত্তা ভগিনী তথা॥'

দেবলঃ—'পুত্রাণাং মধ্যমোদারঃ সমানানামপীষ্যতে। জ্যেষ্ঠস্য দশমং ভাগং ন্যায়বিত্তস্য দাপয়েৎ।'

এতাবতা ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তৃভিরীদৃগ্বিভিন্নরূপা উদ্ধারা বিহিতা যৎ তেষাং সমন্বয়ো দুষ্করঃ। কিন্ত্ববস্থাবিশেষেণ তেষামন্যতরদানমেব তাৎপর্য্যমিত্যবগম্যতে। কিঞ্চ ইদং স্পষ্টং প্রকাশতে যৎ যে ভ্রাতরো গুণান্বিতাস্ত এবোদ্ধারার্হাঃ এতচ্চ বৃহস্পতিনা সুব্যক্তমুক্তং যথা—'পিতৃঋক্থহরাঃ পুত্রাঃসর্ব্বএব যথামতাঃ। বিদ্যাকর্ম্মযুতস্তেষামধিকং লব্ধু মর্হতি। বিদ্যা* বিজ্ঞান শৌর্য্যার্থে জ্ঞান দান ক্রিয়াসুচ। যস্যেহ প্রথিতা কীর্ত্তিঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ'। এবং নির্গুণাদুষ্কর্ম্মশালিনো ভ্রাতরো ন কেবলমুদ্ধারাযোগ্যাঃ কিন্তু দায়াদা অপি ন ভবন্তি ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবস্য কতিপয় পংক্তিষু প্রকাশতে 'যো-জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ'।

---

* বিদ্যা—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাস,—ইহা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই সম্ভবে। বি. দা. ভা. দী. ৱ. ৩।

* বিদ্যা।—বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাসঃ,—অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং ত্রয়াণাংবর্ণানাং। বি. দা. ভা. দী. ৱ. ৩।

নিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদিরূপ অধিক ভাগ প্রাপ্তি নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তদনন্তর—কুকর্ম্মকারি ভ্রাতামাত্রেই বিষয় পাইতে যোগ্য নয়—এই বচনে গর্হিত কর্ম্মকারি জ্যেষ্ঠাদি সকল ভ্রাতাই বিষয়ে অনধিকারি এবং উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্তে জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবত্ত্ব দুই আবশ্যক উক্ত হইয়াছে। পরন্তু উপরি ধৃত সকল বচন ও টীকাদি বিবেচনান্তে এই স্থির হইতেছে যে ভ্রাতারা সদ্গুণে উদ্ধারার্হ হয়েন, এবং তদুদ্ধারের পরিমাণ তাহাদের জন্মের ক্রমানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান (কলি) যুগে উদ্ধারার্হ ভ্রাতা অতিবিরল হওয়াতে—

ব্যবস্থা। ২৭১ অধুনা উদ্ধার দান (পাকতঃ) রহিতই হইয়াছে*।

ব্যবস্থা। ২৭২ পরন্তু উদ্ধারার্হ† ভ্রাতা থাকিলেও ভ্রাতারা উদ্ধার না দিলে তিনি অভিযোগাদি দ্বারা তাহা লইতে পারেন না।

কারণ। যেহেতু উদ্ধার গুণবান্ জ্যেষ্ঠাদিকে সম্মানার্থই স্নেহেতে অন্য ভ্রাতৃকর্ত্তৃক দত্ত হয় তাহা অবশ্য দাতব্য নয়‡।

জীমূতবাহন ইহা স্বীকার করেন যে গুণবত্ত্ব হেতু ভ্রাতা উদ্ধারার্হ হয়

অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবদিত্যাদি বচনেন নির্গুণ জ্যেষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদি রূপাধিক ভাগস্য নিষেধ উক্তঃ, তদনন্তরং—সর্ব্ব এব বিকর্ম্মস্থাঃ নার্হন্তি ভ্রাতরো ধনমিত্যনেন-নিন্দিতকর্ম্মণাং জ্যেষ্ঠাদীনাং সর্ব্বেষামেব ভাগে নার্হত্বং জ্যেষ্ঠত্বং গুণবত্ত্বমিতি দ্বয়মেবোক্তং।' পরন্তু পর্য্যুক্ত সর্ব্ববচনানাং টীকাদীনাঞ্চ বিবেচনয়া স্থিরীকৃতমিদং যৎ ভ্রাতরঃ সদ্গুণৈরুদ্ধারার্হা ভবন্তি, তদুদ্ধারপরিমাণন্তু তেষাং জন্মক্রমেণৈব নির্দ্ধারণীয়ং। কিন্তু কলাবুদ্ধারার্হভ্রাতৄণাং প্রায়েণাদর্শনাৎ—

২৭১ অধুনা সোদ্ধারবিভাগঃ (পাকতো) রহিতঃ*।

২৭২ পরন্তু উদ্ধারার্হ† ভ্রাতরি সত্যপি যদি ভ্রাতৃভিরুদ্ধারো ন দীয়তে তদা তেনাভিযোগাদিনা গ্রহীতুং ন শক্যতে।

গুণবজ্জ্যেষ্ঠাদি সম্মানার্থমেব স্নেহাদপর ভ্রাতৃভিরুদ্ধারস্য দেয়ত্বাৎ নত্ববশ্যংদাতব্যত্বাচ্চ‡।

জীমূতবাহনেনেদং স্বীকৃতং যৎ গুণবত্ত্বাদ্ভ্রাতা উদ্ধারার্হো ভবতি তদ্দা-

---

* দ্রষ্টব্য—দা ভা পৃ. ৭১। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৭।

† বেদ বিদ্যা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠকে অবঞ্চনা প্রভৃতি গুণেই কেবল উদ্ধারার্হ হয়। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার। দা. ভা. টী. পৃ. ৮০।

† উদ্ধারার্হত্বং—বেদবিদ্যাবৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠাবঞ্চনাদিগুণবতএব। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৮০।

‡ অতএব উদ্ধার প্রাপ্তি গ্রহীতার গুণ ও দাতার ইচ্ছা এতদুভয়মূলক।

‡ তস্মাদুদ্ধারপ্রাপ্তিঃ ন কেবলং গ্রহীতুর্গুণমূলিকা কিন্তু দাতুরিচ্ছামূলিকাচ।

ও তদ্দান অন্য ভ্রাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শেষে জ্যেষ্ঠের বিংশোদ্ধার প্রাপ্তিমাত্রের ও তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভক্তির উপর নির্ভর করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জগন্নাথ নানাস্থানে নানাপ্রকার কহিয়াছেন। কিন্তু উপরি ধৃত বচন সমূহ প্রকাশ যে কেবল গুণবান জ্যেষ্ঠ যে উদ্ধারার্হ তাহা নহে, পরন্তু সাব ভ্রাতারাও সদ্গুণশালি হইলে পূর্ব্বাপর জাতত্বানুসারে উদ্ধারার্হ হয়, ঐ উদ্ধার শুদ্ধ বিংশোদ্ধার নয় কিন্তু নানা প্রকার*।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা সর্ব্বশেষে কহেন 'ইদানী' অস্মদ্দেশে বিংশোদ্ধারাদি ব্যবহার প্রায় নাই, কেবল কিঞ্চিৎ দ্রব্য জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার্থ দেওয়া যায়।'

যদ্যপি জ্যেষ্ঠ পুত্‌ নরক নিস্তারাদি পিতার মহোপকার করণহেতু আর আর ভাতা হইতে কিছু অধিক পাইতে অধিকারী তথাপি তদ্দান কনিষ্ঠদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কেননা কোন ঋষি এমত কহেন নাই যে কনিষ্ঠেরা তাহা না দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযোগাদি দ্বারা তাহা লইতে পারিবেন।

'বহির্ব্বর্ণের চরিত্রানুসারে এবং যমকের অগ্রজন্মানুসারে জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় হয়।'—গৌতম। বহির্ব্বর্ণের অ-

যদপি অন্য ভ্রাতৄণামিচ্ছাধীনত্বে ভবতীতি চ, কিন্ত্বনন্তরং জ্যেষ্ঠায় বিংশোদ্ধার দান মাত্রস্য তদ্দানস্যাপি কনিষ্ঠানামিচ্ছাধীনত্বস্য চোল্লেখঃ কৃত'। জগন্নাথেন নানা স্থলে নানা বিধমুক্তং। কিন্তু পরিধৃত বচন সমূহাৎ স্পষ্টমবগম্যতে যন্ন কেবলং গুণিনো জ্যেষ্ঠস্যৈব পরন্তু গুণশালীতরেষাং ভ্রাতৄণামপি পূর্ব্বাপরজন্মানুসারেণ উদ্ধারার্হত্বং, স উদ্ধারো ন কেবলং বিংশোদ্ধারঃ কিন্তু নানা প্রকারঃ*।

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা সর্ব্বশেষে 'ইদানীমস্মদ্দেশে বিংশোদ্ধারাদি ব্যবহারঃ প্রায়শো নাস্তি কিঞ্চিদেব দ্রব্যং জ্যেষ্ঠস্য মানরক্ষার্থং দীয়তে' ইত্যভিহিতং।

যদ্যপি জ্যেষ্ঠঃ পিতুঃ পুন্নামনরকনিস্তারাদি মহোপকারকরণাৎ অন্যান্য ভ্রাতৄনপেক্ষ্য কিঞ্চিদধিকং লব্ধুমধিকারী তথাপি তদ্দানং কনিষ্ঠ ভ্রাতৄণাং ইচ্ছাধীনং। যতঃ কেনাপি মুনিনা নৈবমভিহিতং যৎ তদদানে জ্যেষ্ঠোঽভিযোগাদিনা গৃহ্ণীয়াৎ।

'বহির্ব্বর্ণেষু চারিত্র্যাৎ যময়োঃ পূর্ব্বজন্মতঃ'—গৌতমঃ। বহির্ব্বর্ণেষু অর্থাৎ শেষবর্ণেষু শূদ্রেষু। বহুবচনাৎ—

* ইহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশ—'বিংশতি ভাগের ভাগ প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া দেয়েতে অন্য ভ্রাতৃকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠাদির মান রক্ষার্থে দত্ত হয় কিন্তু তাহা গুণবান্ জ্যেষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।' বি দা ভ ঙ্গা র্ণ ব।

* ইদঞ্চ বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তুঃ স্বোক্ত্যাবাক্তং, তদ্যথা—"বিংশোদ্ধারাদিকং জ্যেষ্ঠাদীনাং গুরুত্বাৎ মানরক্ষার্থং স্নেহেন চান্যৈর্ভ্রাতৃভির্দীয়তে তত্তু গুণবজ্জ্যেষ্ঠ বিষয়কং।" বি দা ভ ঙ্গা র্ণ ব।

র্থাৎ শূদ্রের। বহুবচন হেতু শূদ্র-ধর্ম্মগ্রাহি সঙ্করেরও সচ্চরিত্রে অর্থাৎ সুশীলতায় জ্যেষ্ঠতা হয়। অতএব তাহারা জন্মদ্বারা জ্যেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধারার্হ হয় না। তথা বাচস্পতি কহিয়াছেন—'শূদ্রেরা জন্ম জন্য জ্যেষ্ঠাংশ ভাগি হয় না।' তথা মনুঃ 'শূদ্রের সজাতীয়া ভার্য্যাই বৈধা অন্য জাতীয়া নয়। তাহার গর্ভে এক শত পুত্র জন্মিলেও" তাহারা সমান ভাগ পাইবে।' এস্থলে সমান অংশ বলাতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত উদ্ধার প্রাপ্য নয় ইহা দেখান হইয়াছে। 'যদি বলাযায় তাহাদের মধ্যে বিদ্বান ও কর্ম্মশালী যে সে অধিক পাইতে পারে' এই বৃহস্পত্যুক্ত উদ্ধার সাধারণ বিষয়ক হওয়াতে শূদ্রও গুণশালী হইলে কেন উদ্ধারার্হ হউক না। না, তাহা হইতে পারে না, কেননা যে গুণে উদ্ধারার্হ হয়* তেমত গুণ শূদ্রের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব

ব্যবস্থা। ১১৬ "শূদ্রের কখনই উদ্ধার প্রাপ্য নয়।" এই স্মার্ত্তমত সম্যক্। দা. ত পৃ ৫৬।

কলি ভিন্ন অন্য যুগে মাতৃগত বর্ণজ্যেষ্ঠতানুসারে (বিভিন্ন বর্ণমাতৃজ) ভ্রাতাদের মধ্যে অসমান বিভাগ হইত। কিন্তু কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ নিষেধে তৎপ্রসূতের দায়াধিকার লোপ হওয়াতে অধুনা সে বিষম বিভাগ হয় না।

শূদ্রধর্ম্মগ্রাহি সঙ্করেষুচ চারিত্রেণ সুশীলত্বেনৈব জ্যেষ্ঠত্বং। অতস্তেষাং জন্মজ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন উদ্ধারার্হাভাবঃ। তথা বাচস্পতিঃ—'জন্মজ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধনাংশ ভাগিত্বমপি শূদ্রাণাং নাস্তি॥ তথাচ মনুঃ—'শূদ্রস্যতু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে। তস্যাঞ্জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ'। অত্র সমাংশা ইত্যনেন জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধনোদ্ধারাভাবঃ সূচিতঃ 'বিদ্যাকর্ম্ম-গুণস্তেষামধিকং লব্ধুমর্হতি'—ইতি বৃহস্পত্যুক্তোদ্ধার সামান্য বিষয়কত্বাৎ বহির্বাদানাং গুণনিবন্ধনোদ্ধারার্হত্বং কথং ন স্যাদিতি চেন্ন,—তেষাং তাদৃশ গুণস্যাসম্ভবাৎ। অতএব—

১১৬ "শূদ্রস্য সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠাংশাভাবঃ"। —ইতি স্মার্ত্তমতমেব সম্যক্। দা ত. পৃ ৫৬।

কলীতর যুগে মাতৃগতবর্ণজ্যেষ্ঠতানুসারাৎ ভ্রাতৃণাং(বিভিন্নবর্ণমাতৃজানাং) বিভাগস্য বৈষম্যমাসীৎ কিন্ত্বিদানীং স বিষম বিভাগোনাস্তি কলাবসবর্ণ বিবাহ নিষেধেন তৎসুতস্য দায়াধিকারলুপ্তত্বাৎ।

---

* তদ্গুণযথা—বেদ বিদ্যা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠকে আনয়নাদি (দ. ভ টী পৃ. ৮০) পরন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার নাই।

* তদ্গুণোযথা—বেদবিদ্যাবৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-কনিষ্ঠানয়নাদি (দা. ভা টী. পৃ ৮০)। পরন্তু শূদ্রাণাং বেদাধ্যয়নে নাধিকারঃ।

"যদি এক ব্যক্তির সজাতীয় (প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে) সমান সংখ্যক বহু পুত্র হয়, তবে ঐ বৈমাত্র ভ্রাতাদের বিভাগ ধর্ম্মতঃ মাতৃ সংখ্যানুসারে কর্ত্তব্য"—বৃহস্পতি॥ "এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভে জাত ও সংখ্যায় সমান যে সকল তনয় জন্মে তাহাদের মাতৃ সংখ্যানুসারেই ভাগ করা প্রশস্ত"—ব্যাস॥ এই বচনদ্বয়ানুসারে বিভাগ করিলেও বিষম বিভাগ ঘটে না, যেহেতু প্রত্যেকে সবর্ণা মাতার গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা সমান হইলে তবে তদ্‌বিভাগ কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে, পরে এক মাতৃজ পুত্রেরা পরস্পর বিভাগ করিলে চরমে সমবিভাগই হয়। পুত্রদের বিষম সংখ্যা হইলেও যদি তাদৃশ বিভাগ করণাদেশ থাকিত তবে বিষম বিভাগের আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু সে আশঙ্কা স্বয়ং বৃহস্পতিই দূর করিয়াছেন, যথা "সবর্ণাস্ত্রীগণের গর্ভজ পুত্রেরা (পরস্পর) সমান সংখ্যক থাকিলে পুরুষগত অর্থাৎ পুত্র সংখ্যানুসারে ভাগ হইবে।"

"যদ্যেকজাতা বহবঃ সমানজাতিসংখ্যয়া। সাপত্ন্যাস্তৈর্ব্বিভক্তব্যং মাতৃভাগেন ধর্ম্মতঃ"—বৃহস্পতিঃ॥ "সমান জাতি সংখ্যা যে জাতাস্ত্বেকেন সূনবঃ। বিভিন্নমাতৃজাস্তেষাং মাতৃভাগঃ প্রশস্যতে"—ব্যাসঃ। এতদ্বচনদ্বয়ানুসারেণ বিভাগে কৃতেঽপি বিষম বিভাগো ন ঘটতে। যতঃ প্রত্যেক সবর্ণমাতৃজ সংখ্যাসমানত্বে তদ্বিভাগস্য কর্ত্তব্যত্বমুক্তং, পশ্চাৎ মাতৃজ পুত্রৈঃ পরস্পর বিভাগে কৃতে চরমে সমবিভাগ এব ভবতি। পুত্রাণাং বিষম সংখ্যাত্বেঽপি তাদৃশ বিভাগে আদিষ্টে বিষমবিভাগাশঙ্কা স্থিতা, সা শঙ্কা বৃহস্পতিনা স্বয়মেব দূরীকৃতা, যথা—"সবর্ণা ভিন্ন সংখ্যা যে পুম্ভাগস্তেষু বিদ্যতে"।

"মাতাদিগের সমসংখ্যক পুত্র থাকা স্থলে অতি বহুতর ভাগ করণে প্রয়াস বাহুল্য হয়, অতএব প্রয়াস লাঘব নিমিত্ত মাতৃদ্বারা পুত্রদের ভাগ করণোপদেশ হইয়াছে। এমতে পুনর্ব্বিভাগ করণে সকলেরই সমান অংশ হয়। বিভাগ করণ প্রয়াস লাঘব নিমিত্তেই বৃহস্পতি ইহা কহিয়াছেন, ফলতঃ বিশেষ নাই"*। বিবাদভঙ্গার্ণব-কর্ত্তার এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। অতএব—

"মাতৃণাং সমসংখ্যপুত্রকত্ব স্থলে অতি বহুতর ভাগকরণে প্রয়াস বাহুল্যেন প্রয়াস লাঘবায়ৈব মাতৃদ্বারেণ পুত্রাণামেব ভাগকরণোপদেশঃ। এবঞ্চ পুনর্ব্বিভাগ করণে সর্ব্বেষামেব তুল্যাংশোভবতি। এবঞ্চ বিভাগকরণলাঘবায়ৈবোক্তং বৃহস্পতিনা ফলতো ন 'বিশেষঃ'*। ইতি বিবাদ-ভঙ্গার্ণবকৃদুক্তিঃ যুক্তিযুক্তাঽবগম্যতে। অতএব—

* বি, ভা, ভা, দী, বৃ, ২ ও ৩।

ব্যবস্থা। ১১৭ অধুনা ভ্রাতাদের ভাগ সমান।

প্রমাণ। পিতার উল্লেখপূর্ব্বক হারীত কহিতেছেন—"(পিতার) মরণে ঋকুথ বিভাগ সমানরূপে হইবে"। তথাউশনা কহেন—"সবর্ণাস্ত্রীদের পুত্রগণের মধ্যে সমান বিভাগ বিধান হইয়াছে"। তথা পৈঠীনসি—"পৈতৃক বিষয় বিভক্ত হইলে ঐ ভাগ সমান হইবে"। তথা যাজ্ঞবল্ক্য—"পিতামাতার ঊর্দ্ধগমন হইলে পুত্রেরা ধন ও ঋণ সমান ভাগ করিয়া লইবে"†।

১১৭ অধুনা ভ্রাতৃণাং সমাংশিত্বং।

পিতরীতাবনুবৃত্তৌ হারীতঃ—"সমানতোমৃতে রিকুথ বিভাগঃ"। তথোশনা—"সমস্তৈনৈকজাতানাং বিভাগস্তু বিধীয়তে"। তথা পৈঠীনসিঃ—"পৈতৃকে বিভজ্যমানে দায়াদ্যে সমোবিভাগঃ"। তথাযাজ্ঞবল্ক্যঃ—"বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধমৃকথমৃণং সমং"†।

ব্যবস্থা। ১১৮ ঔরস ও দত্তক পুত্রদের মধ্যে বিভাগে ঔরসের দুই অংশ, (সবর্ণ) দত্তকের একাংশ। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র সং. পৃ. ৫২।

ইহার বিস্তার দত্তক প্রকরণে লিখিত হইল।

১১৮ ঔরসেনতু দত্তকস্য বিভাগে ঔরসস্য দ্ব্যংশিত্বং (সবর্ণ) দত্তকস্যৈকাংশিত্বং। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

এতৎ প্রপঞ্চিতং দত্তক প্রকরণে।

ব্যবস্থা। ১১৯ পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহ হীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশ ভাগি। স্ব স্ব সংখ্যানুসারে নয়।

প্রমাণ। /০ বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ (পেরিমিত) অংশ ন্যায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ

১১৯ মৃতপিতৃক পৌত্রাণাং মৃত পিতৃপিতামহক প্রপৌত্রাণাঞ্চ ক্রমেণ স্ব স্ব পিতৃপিতামহযোগ্যাংশিত্বং। নতু স্বরূপাপেক্ষয়া।

অবিভক্তে মৃতে পুত্রে তৎসুতং ঋকুথ ভাগিনং। কুর্ব্বীত জীবনং যেন লব্ধং নৈব পিতামহাৎ॥ লভেতাংশং স্বপিত্র্যঞ্চ পিতৃব্যাৎ তস্য বা সুতাৎ। সএবাংশস্তু সর্ব্বেষাং ভ্রাতৄণাং ন্যা-

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৮। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩১ ৩২।

পাইবে। তৎপরে (অর্থাৎ ধনির প্রপৌত্রের পরে) অধিকার নিবৃত্ত হইবে*॥—কাত্যায়নঃ। যদি মৃত ব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে এক পিতৃযোগ্যাংশ তাহারদিগকে বিভাগ করিয়া দাতব্য। এইরূপ ধনির পৌত্রের স্বত্ব ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদের অধিকার। দা. ত. পৃ. ১১ ও ৫১।

ততোভবেৎ॥ লভেত তৎসুতোবাংপি নিবৃত্তিঃ পরতোভবেৎ*॥—কাত্যায়নঃ। যদা বিপন্নস্যানেক পুত্রাস্তদাএকঃ পিত্রংশস্তেষাং বিভজ্য দাতব্যঃ, এবং ধনিনঃ পৌত্রস্বত্বোপরমে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রানামংশিতা। দা. ত. পৃ. ১১ ও ৫১।

তথাচ—যদি পিতামহ হইতে প্রাপ্ত বিভাগ পৌত্রেরা থাকে, ও তৎপিতৃব্যেরা পিতার সহিত সংসৃষ্ট থাকে, তবে ইহারা পুনর্ব্বিভাগ করিলে পৌত্রেরা অংশ পাইবেনা। পরন্তু পিতামহ সম্পর্কীয় যে ধন তাহার বিভাগ পৌত্রেরা পাইতে পারে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

তথাচ—যদি পূর্ব্বং জীবতা পিতামহেন বিভক্তা পৌত্রাস্তিষ্ঠন্তি তৎপিতৃব্যাঃ পিত্রা সংসৃষ্টাঃ তদা তেষাং পুনর্ব্বিভাগ করণে পৌত্রা অংশং ন লভেরন্। পরন্তু পিতামহসম্বন্ধি যদ্ধনং তদ্বিভাগং পৌত্রাঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

৶০ বহু পুত্রের পুত্রদের ভাগ কল্পনা পিত্রনুসারে হইবে†। যাজ্ঞবল্ক্য।

অনেক পিতৃকাণান্তু পিতৃতোভাগ কল্পনা†। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে ব্যক্তি নিজ যোগ্যতার ভরসায় পিতৃ পিতামহাদির ধনের অংশে

যস্তু স্বযোগ্যতা পরামর্শাৎ. পিতৃপিতামহাদি ধনবিভাগে নিস্পৃহঃ স

* অর্থাৎ—পিতার মরণোত্তর ভ্রাতারা একত্র বাস পূর্ব্বক বিভাগ করিলে ভ্রাতা অংশ পাইবে, পিতা বিদ্যমানে ভ্রাতা মরিলে তদানীং ভ্রাতুষ্পুত্র, সে মরিলে তদানীং তৎপুত্র, তাহার মরণে তৎপুত্র অংশ পাইবে না যেহেতু সে চতুর্থ হওয়াতে অধিকারি শৃংখলা বহির্ভূত। বি. ভ দ্বী র. ৩।

* অর্থাৎ—পিতৃমরণোত্তরং ভ্রাতৄণাং সহবাসে তদুত্তর বিভাগকালে ভ্রাতাংশং লভেত জীবতোব পিতরি ভ্রাতুর্ম্মরণে ভ্রাতুষ্পুত্রঃ তদানীমেব, তস্যাপি মরণে তৎপুত্রস্তদানীমেব, তস্যাপি মরণে ন তৎপুত্রশ্চতুর্থঃ বহির্ভূতত্বাৎ। বি. দা. দ্বী. র. ৩।

† যে সকল পৌত্রের পিতা এক নয় তাহাদের ভাগ কল্পনা পিতৃ সংখ্যানুসারে হইবে।—সকল পৌত্রই স্ব স্ব পিতৃযোগ্যাংশে অধিকারি। এতাবতা মূল ধনির যত পুত্র তত ভাগ করিয়া তত্তৎ পুত্রকে দিবে, তাহারা সহোদর বা বৈমাত্রেয় হউক তত্তদ ভাগ লইয়া একত্র থাকুক অথবা স্বভ্রাতৃ সংখ্যানুসারে পুনর্ব্বার বিভাগ করুক।—এই ইহার ভাব। এই বাচনিক ব্যবস্থা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৭।

† অনেকাঃ পিতরো যেষাং পৌত্রাণাংতেষাং স্বপিতৃতো ভাগ কল্পনা।—পিতৃযোগ্যাংশৈর সর্ব্বেষাং পৌত্রাণামধিকারিত্বং,-তথাচ মূল ধনিনঃ পুত্রসংখ্যানুসারেণ ভাগং কৃত্বা তত্তৎ পুত্রেভ্যোদদ্যাৎ তেচ তানংশান্ লব্ধা সহোদর বৈমাত্রেযাঃ সহবসেয়ুঃ পুনঃ স্বভ্রাতৃসংখ্যয়া বিভজেরন্নিতিভাবঃ—ইয়ংবাচনিকী ব্যবস্থা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৭।

স্পৃহা রাখে না, তৎপুত্রাদির কালান্তরীয় দুরন্ততা নিবারণ নিমিত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ (নিদানে) তণ্ডুল মুষ্টিও দিয়া পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। তাহা মনু কহিয়াছেন—'ভ্রাতাদের মধ্যে নিজ কার্য্যদ্বারা সমর্থ হইয়া (পৈতৃক) বিষয়ের স্পৃহা করে না যে তাহাকে তাহার নিজ অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উপজীবন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।' তথা যাজ্ঞবল্ক্য—'সক্ষম নিস্পৃহ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দিয়া পৃথক্ করা হয়। দা. ভা. পৃ. ৭৯।

কিঞ্চিদেব দত্ত্বা তণ্ডুল প্রস্থমপি তৎ পুত্রাদেঃ কালান্তরীয় দুরন্ততা নিরাসার্থং বিভজনীয়ঃ। তদাহ মনুঃ—'ভ্রাতৄণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা। স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনং'। তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ ক্রিয়া।' দা. ভা. পৃ. ৭৯।

ব্যবস্থা। ১২০ অধিকারি ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্য যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে সেও বিভাগে তদ্যোগ্যাংশভাগী।

১২০ অধিকারি ভ্রাতৄণাং মধ্যে কস্যচিৎ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিহীনস্য মরণে যোঽন্যস্তস্য দায়াদঃ সোঽপি বিভাগে তদ্যোগ্যাংশভাগী।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। কোন ভূম্যধিকারির দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে এক জন চারি পুত্র রাখিয়া মরে—এই চারি পুত্রের মধ্যে দুই জন বর্ত্তমান আছে, আর দুই জন আপন আপন পুত্র রাখিয়া মরিয়াছে। এমত অবস্থায় তৎপ্রত্যেকে ঐ ভূমির কি পরিমিত অংশে অধিকারী?

পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃ পিতামহহীন প্রপৌত্র পিতৃ সংখ্যানুসারে অধিকারি, স্বস্ব সংখ্যানুসারে নয়।

উ.। উক্ত ব্যক্তি যদি কিছু ভূমি ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, আর ঐ দুই পুত্রের এক জন যদি চারি পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং ঐ চারি পুত্রের মধ্যে যদি দুই জন মরিয়া থাকে আর দুই জন বিদ্যমান থাকে, তবে মূল ধনির ত্যক্ত বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, তাহার এক ভাগ তৎপুত্রকে অর্শিবে, অবশিষ্ট ভাগ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগ জীবিত পৌত্রদ্বয়কে অর্শিবে, অন্য দুই ভাগ মৃত পৌত্রদ্বয়ের উত্তরাধিকারিদিগকে বর্ত্তিবে। মৃত পৌত্রদিগের মধ্যে যদি এক জনের বহুসংখ্যক অন্যের অল্প সংখ্যক পুত্র থাকে তদবস্থায় তাহারা নিজ

নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ লইয়া ভ্রাতার সংখ্যানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিবে। এই মত দায়ভাগ দায়ক্রমসংগ্রহ ও মিতাক্ষরানুমত।

প্রমাণ—"ভিন্ন ভিন্ন পিতার পুত্রদিগের মধ্যে তাহাদের পিতৃসংখ্যানুসারে বিভাগহইবে"। এই বচনের ভাব এই যে যদি এক ভ্রাতার অনেক সন্তান ও অন্য ভ্রাতার অল্প সন্তান থাকে, তবে তাহাদের পিতৃসংখ্যানুসারে ভাগ হইবে। যদি এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে ও অন্য (মৃত) পুত্রের পুত্রেরা থাকে, তবে ঐ জীবিত পুত্রকে এক ভাগ অর্শে, অন্য ভাগ ঐ পৌত্রেরা অনেক হইলেও তাহা-দিগকে অর্শে—যেহেতু তাহাদের ধনাধিকার স্বপিত্রধীন জন্মমূলক তাহাদের পিতা যৎপরিমিত অংশে অধিকারী ছিলেন তদংশে মাত্র তাহাদের অধিকার, এমতে যে প্রপৌত্রের পিতা (ও পিতামহ) মৃত, সে (মূল ধনির) পুত্র ও পৌত্রের সঙ্গে তুল্যাধিকারী, কেননা সেও (পার্ব্বণ) পিণ্ড দান করে। ইহা দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে এবং দায়ক্রমসংগ্রহানুগত বটে।

যদি অবিভক্ত ভ্রাতারা পুত্র রাখিয়া মরে ও তাহাদিগের পুত্রের সংখ্যা অসমান হয় অর্থাৎ একজন দুই পুত্র রাখিয়া অন্যে তিন পুত্র রাখিয়া আর এক জন চারিপুত্র রাখিয়া যদি মরে, তবে উক্ত দুই পুত্র নিজ পিতৃ স্বত্বে একাংশ পাইবে, তিন পুত্র আপন পিতৃ সম্বন্ধীয় অংশ পাইবে, এবং তদ্রূপ অবশিষ্ট চারি পুত্রও নিজ পিতৃ যোগ্য এক অংশ পাইবে। এতাবতা পুত্রদের মধ্যে যদি কতিপয় বাঁচিয়া থাকে, এবং কতিপয় পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে উক্ত প্রথানুসারে কার্য্য হইবে—অর্থাৎ জীবিত পুত্রেরা নিজ নিজ অংশ পাইবে, তাহাদের মৃত ভ্রাতাদের পুত্রেরা নিজ নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ পাইবে, বচনাদিষ্ট বিধান এই। মিতাক্ষরা। কলিকাতা কোর্ট আপিল। মেক্‌. হি. ল. বা ২, মকদ্দমা ৮, (পৃ· ১০ ও ১১)।

প্র.। চারি ভ্রাতা মাতামহ হইতে কিছু স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ (ভ্রাতা) এক পুত্রকে (অর্থাৎ বাদিকে) রাখিয়া মরে, তৎপরে তাহাদের মাতা মরে। মাতার মৃত্যুর পর ঐ জীবিত তিন ভ্রাতার দুই জন মরে, তন্মধ্যে এক জন এক পুত্রবতী কন্যাকে অন্যে এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যায়। উক্ত বিষয়ের মধ্যে কিয়দংশ সাধারণ আছে, অবশিষ্ট পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের দখলে আছে। বাদী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হওয়াতে ঐ বিষয়ের অংশের নিমিত্তে নালিশ করিল, প্রতিবাদী উক্ত কয়েক ভ্রাতার মধ্যে এক জন, সে বাদির স্বত্ব স্বীকার করিয়া কহিল যে আমি (প্রতিবাদী) বাঁচিয়া থাকিতে আমার ভ্রাতৃপুত্র আমার সহিত তুল্যাংশ পাইতে পারে না। এমত অবস্থায়, চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন বিদ্যমান থাকিতে ঐ বিষয় বিভাগ-যোগ্য কি না অথবা ঐ জীবিত ভ্রাতা প্রধান অংশ পাইতে অধিকারী কি না?

কোন ব্যক্তি চারি পৌত্রকে বিষয় দিলে, ও তন্মধ্যে এক জন মরিলে, ঐ মৃতের পুত্র পিতৃব্যগণের স্থানে অংশ দাওয়া করিতে পারে।

উ.। মাতামহ-দত্ত বিষয়ে সকল দৌহিত্রই সমান রূপে অধিকারি; তন্মধ্যে এক জন যদি নিজ মাতার জীবন কালে পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ঐ বিষয় বিভক্ত হউক বা অবিভক্ত থাকুক তৎপুত্র তদ্বিষয়ের নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থের মত যথা— ভ্রাতারা সাধারণরূপে যে বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে সকল ভ্রাতাই সমভাগি হইবে। বৃহস্পতিঃ।

জিলা হুগলি, ৩ এপ্রেল ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ১৫০ ও ১৫১)।

প্র. ১। এক ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে ছিল। অনন্তর পিতা লোকান্তর গত হইলেন। এমত অবস্থায়, যে পুত্রেরা পিতার সহিত একত্র ছিল তাহারাই কেবল তদ্ধনাধিকারি, অথবা তদ্ধনে সকল পুত্রেরই সমান স্বত্ব?

তিন পুত্রের মধ্যে এক জন পিতার জীবন কালে নিজ অংশ লইয়া পরিবার হইতে পৃথক্ হইলে বিষয়ের উপর তাহার আর দাওয়া নাই।

উ ১। পিতা যদি উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতি ক্রমে স্বোপার্জ্জিত বিষয় হইতে জ্যেষ্ঠকে কিছু ধন দিয়া পরিবার হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া থাকেন তবে ঐ জ্যেষ্ঠ পিতার মরণে তদুপার্জ্জিত বিষয়ের আর কোন অংশ ভ্রাতাদিগের স্থানে পাইতে অধিকারী নয়।

প্রমাণ—

দায়-ভাগে ও বিবাদ-চিন্তামণিতে ধৃত নারদ ও বৃহস্পতিবচন, তদ্যথা "পুত্রগণকে পিতা যে সমান, অধিক, বা ন্যূন ভাগ দেন, তাহাদিগকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবেক, নতুবা তাহারা দণ্ডনীয় হইবেক"। "পিতা পুত্রগণকে যে সমান, অথবা ন্যূনাধিক ভাগ দিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম্য; যেহেতু পিতা সকলের প্রভু"।

প্র. ২। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপন স্ত্রীর সহিত পরিবারীয় আর আর ব্যক্তির কলহ হওয়াতে যদি কেবল পরিবার ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় পিতৃধনের অংশ পাইতে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধিকার আছে কি না?

কিন্তু কেবল পৃথক্ বাসে বিভাগে নিরাশ হয় না।

উ ২। পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন অংশ না দিয়া থাকেন, অথবা বিষয়ের কোন বিভাগ না করিয়া থাকেন, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পৃথক্ রহিয়া থাকে তবে উক্ত ধনির মরণে সকল পুত্রই তত্ত্যক্ত বিষয়ের ভাগি হইবেক।

প্রমাণ—

দায়ভাগে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন—'পিতা মাতার মরণান্তে পুত্রেরা বিষয় ও ঋণ সমান ভাগ করিয়া লইবেক'।

মনু -'পিতা মাতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে ভ্রাতারা একত্র হইয়া পৈতৃক বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবেক, পিতা মাতা বিদ্যমানে পুত্রদের তাহাতে প্রভুত্ব নাই।'

প্র. ৩। জ্যেষ্ঠপুত্র যদি পিতার বিষয় পাইতে অধিকারী হয়, তবে স্বার্জ্জিত ধনের কি পরিমিত পৈতৃকেরই বা কত তাহাকে অর্শিবে?

পুত্রেরা সমভাগ ভাগি। উ ৩। পিতার মরণে তাহার সকল পুত্রই তাঁহার বিষয় (তাহা স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক) সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পিতৃধনের উপঘাত বিনা স্বকীয় শ্রমমাত্রে উপার্জ্জিত ধন কেবল অর্জ্জককে অর্শে।

প্র. ৪। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতাকে ছাড়িয়া পৃথক্ বাস করিয়া থাকে, তদনন্তর পিতা যদি আর আর পুত্রের সহিত একত্র রহিয়া থাকেন, এবং তদবস্থায় ঐ পুত্রেরা যদি কিছু কিছু ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে ঐ ধন পুত্রগণের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবেক?

উ. ৪। ঐ ধন যদি পিতৃধনের উপঘাতে উপার্জ্জিত না হইয়া থাকে তবে পুত্রেরা পিতার সহিত একান্নভুক্তাবস্থায় উপার্জ্জন করিলেও ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তাহাতে কোন স্বত্ব নাই।

প্রমাণ। দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত ব্যাস-বচন -'কোন ব্যক্তি পিতৃ দ্রব্যের উপঘাত বিনা স্বশক্তিতে যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অংশ সমদায়াদগণকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা লব্ধধনের ভাগও দিবে না।

কিন্তু পিতা যে ধন উপার্জ্জন করেন পুত্রগণ তদুপার্জ্জনে সাহায্য করুক বা না করুক তন্মরণে তাহাতে সমান রূপে অধিকারি হয়।

প্র ৫। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধারণ আবাস হইতে গেলে পর, পিতা যদি আর আর পুত্রের সহিত একত্র পরিশ্রম করিয়া কিছু ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার ভাগ পাইবে কি না?

উ. ৫। আর আর পুত্রের সহিত একত্র শ্রম দ্বারা পিতৃকর্ত্তৃক যে বস্তু উপার্জ্জিত হওয়া নিশ্চিত হইবে তাহার ভাগ ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইবে। কেননা সকল পুত্রই পিতৃধনাধিকারি হইতে অধিকারি।

প্রমাণ।—দায়তত্ত্ব ধৃত বৌধায়ন বচন—"অঙ্গজ থাকিলে অর্থ তদ্গামি হয়'।

জিলা নদিয়া, ৩ ডিসেম্বর ১৮০১ সাল। গৌরাঙ্গ পাড়ুই বনাম—রামপ্রসাদ পাড়ুই। মেক্. হি. ল. বা. ২. মকদ্দমা ৫ (পৃ. ৫—৭)

প্র.। তিন সহোদরে অবিভক্তাবস্থায় একত্র বাস করে। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ নিজ নামে কোন ভূমির সনদ হাসিল করে, কিন্তু তাহার ভ্রাতারা ঐ ভূমির উপস্বত্ব সমানরূপে ভোগ করে। এমত অবস্থায় ঐ সকল ভ্রাতাই সাধারণ রূপে ঐ ভূমির স্বামি বিবেচিত হইবে অথবা যে ব্যক্তি ঐ সনদ উপার্জ্জন করিয়াছে সেই কেবল তাহা দখল করিবে? যদি সকল ভ্রাতাই মরিয়া থাকে, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয়ের পুত্রসন্তান না থাকে কিন্তু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের এক দৌহিত্র থাকে, তবে ঐ দৌহিত্র উক্ত বিষয়ের কোন অংশ পাইতে অধিকারী হইবে, অথবা দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নী ও সনদ হাসিলকারির পুত্র উক্ত দৌহিত্রকে নিরাস করিয়া আপনারাই সকল বিষয় লইবে?

উ.। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি কেবল নিজ ধনে ও শ্রমে আপন নামে সনদ হাসিল করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় সেই (কনিষ্ঠ ভ্রাতাই) কেবল যথাশাস্ত্র ধনস্বামী হইবে।

ঐ বিষয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামে হাসিল হইয়া থাকিলেও যদি তাহা সকল ভ্রাতার সাধারণ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে তিন ভ্রাতাই সমান ভাগ-ভাগি হইতে অধিকারি। তাহারা সকলেই যদি মরিয়া থাকে, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের পুত্রাভাবে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের দৌহিত্র ও দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ঐ বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু তাহা সাধারণ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়াছে। এই মত বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্র সম্মত। জিলা ত্রিপুরা। ২৯ জুন ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল বা. ২. চ্যা. ১, মকদ্দমা ৪. (পৃ. ৪)।

নজীর
২৭৪ ও ২৭৫ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ ভৈরবচন্দ্র রায়—বনাম রসমণি। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৯৯ সাল। স. দে আ. রি বা. ১, পৃ. ২৭। দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ. ১৮।

৵০ ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি বনাম-গোবিন্দ চন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি। সু. কো। জানওরি ১৮০৩ সাল। কন্. হি. ল. পৃ ৭৪ ও ৭৫। দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ ১৮।

জয়নারায়ণ মল্লিক প্রভৃতি বনাম—বিশ্বম্ভর মল্লিক প্রভৃতি।

নজীর
২৭৫ ও ২৭৬ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ রাধাচরণ উইল না করিয়া, চারি পুত্র রাখিয়া—অর্থাৎ হলধর, বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন, ও জয়নারায়ণকে রাখিয়া—মরে। রাধাচরণের গোকুলচন্দ্র নামে আর এক পুত্র ছিল কিন্তু সে নিজ পিতার জীবন কালেই—গৌরীপ্রিয়া নাম্নী পত্নীকে এবং রামধন ও ব্রজমোহন নামে দুই পুত্রকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। হলধর নিজ পিতার মরণ কালে জীবিত ছিল, পরে রামনারায়ণ নামে পুত্রকে ও প্যারী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া লোকান্তর গত হইল।

প্রকাশ হইল যে উক্ত ব্যক্তি সকলে এক অবিভক্ত পরিবার রূপে এক গৃহে একত্র বাস করিত।—শাস্ত্র বিষয়ে আদালতের এরূপ ভ্রম বোধ হওয়াতে যে ব্যক্তিরা এরূপ একত্র থাকিলেও পৃথক্ ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং তদ্রূপে উপার্জ্জিত ধন পৃথকরূপে ভোগ করিতে তাহাদিগের অধিকার আছে, বৃত্তান্ত নির্ণয়ার্থ ইষু করিতে আদেশ করিলেন, অর্থাৎ—উক্তরূপ পৃথক্ ধনের দাবীকারি ব্যক্তিরা ঐ ধন যথার্থতঃ নিজ নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছিল কি না? (এই ইষু করিতে আদেশ করিলেন)।

যে ইষু হইয়াছিল তাহা ভিন্ন ভিন্ন দাবীদার ব্যক্তিদিগের অনুকূলেই বটে, ও তাহাতে এক চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়া এই আদেশ হয় যে এক বাটী ও ২৭০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ পৃথক রূপে নাবালগ রামনারায়ণের প্রাপ্য,—তিন খান বাটী ও ১১৭০০ টাকার কোম্পানির কাগজ বিশ্বম্ভরের প্রাপ্য।—অপর আদেশ হইল যে বক্রী ভূমি বিক্রীত হইয়া তাহার মূল্য ও ৯০০০ টাকার কোম্পানি কাগজ পাচ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে বিশ্বম্ভর রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও গোবর্দ্ধন* প্রত্যেকে এক ভাগ, ব্রজমোহন ও রামধন উভয়ে এক ভাগ পায়*। সু. কো। কন্ হি ল. পৃ. ৪৮—৫০।

৵০ গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আক্টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬। ব্য. দ. পৃ. ১৯৬—১৯৭।

সাধারণ ধনোপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়-বিভাগ।

ব্যবস্থা। ২৭৭ সাধারণের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই ভাগ, অন্যের এক ভাগ।	২৭৭ সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিত ধনে অর্জ্জকস্য ভাগদ্বয়ং, ইতরেষামেকাংশিত্বং ।।

* দৃষ্ট হইবে যে এই মকদ্দমার রিপোর্ট কেবল ইহা দেখাইবার নিমিত্তে লিখিলাম যে আর সকল বিষয়ে অবিভক্ত এমত হিন্দু পরিবারীয় নানা ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে আদালত কত দূর পর্য্যন্ত বিচার অর্থাৎ কিরূপ বিচার করিয়াছেন। রাধাচরণের ধন ও তদ্বৃদ্ধি তাহার পুত্রদের ও তৎস্থলাভিষিক্তদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে আজ্ঞা এবং অর্জ্জকদিগকে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জন দিতে আদালত আজ্ঞা করিয়াছেন—অর্থাৎ (আদেশ করিয়াছেন যে) বিশ্বম্ভরকে তাহার নিজ উপার্জ্জন ও রামনারায়ণকে তাহার পিতা হলধরের উপার্জ্জন দেওয়া যায়। এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে রাধাচরণের মরণকালে বিদ্যমান পুত্রেরা অর্থাৎ বিশ্বম্ভর গোবর্দ্ধন ও জয়নারায়ণ প্রত্যেকে এক অংশ লইল; হলধরের এক পুত্র রামনারায়ণ নিজ পিতৃস্বত্বে এক অংশ লইল, গোকুলচন্দ্রের দুই পুত্র অর্থাৎ রামধন ও ব্রজমোহন উভয়ে পিতৃযোগ্যাংশ লইল। সর ফ্রান্সিস মেক্নাটন সাহেবের কন্সিডরেসন্স অন্ দি হিন্দু ল. (পৃ. ৫০ ও ৫১)।

* দা. ক্র. সং. পৃ ৩১। দা. ভা. পৃ. ১২৩। কোল্. দা. ভা পৃ. ১১৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭১। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ ৫২।

ইহা ন্যায্য,— যেহেতু অর্জ্জকের সাধারণ ধনব্যবহারে ও শরীরের শ্রমে, অন্যের কেবল সাধারণ ধন ব্যবহারে (সে ধন) উপার্জ্জিত।

প্রমাণ। যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ বস্তু (অ) বাহন বা অস্ত্র ব্যবহারে শৌর্য্যাদি দ্বারা (কেহ) ধন প্রাপ্ত হইলে (ই) ভ্রাতারা (উ) তাহার অংশ ভাগি॥ তাহাকে (ও) দুই ভাগ দাতব্য অবশিষ্টেরা সমভাগ ভাগি। ব্যাস।

(অ) এই ধন ব্যবহারে ভোজনাচ্ছাদনাতিরিক্ত ধনব্যবহার বুঝায়, কেননা ভোজনার্থে ধনব্যবহার গৃহস্থিত ব্যক্তির অবশ্যই করিতে হয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৪।

(ই) শৌর্য্যেপ্রাপ্ত ধনে— সাধারণ ধনের উপঘাতে শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন বোধ্য,—যেহেতু সাধারণধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন বিভাজ্য নয় ইহা পরে কথিত হইবে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৩।

শৌর্য্যাদিদ্বারা অর্জ্জিতধনের বর্ণনা কাত্যায়ন করিয়াছেন—“ সংশয়কে তুচ্ছ করিয়া (কোন সেনা) দুঃসাহসীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে সেই কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া প্রভু যে পারিতোষিক দেন, সেই পারিতোষিক রূপে লব্ধ যে কিছু তাহাই শৌর্য্যার্জ্জিত ধন।

(উ) ভ্রাতারা এই পদ উপলক্ষণ— ইহাতে পিতৃব্য প্রভৃতিও বুঝায়। দা. ত. পৃ. ২৭।

(ও) তাহাকে অর্থাৎ অর্জ্জককে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১।

যেস্থলে এক জনের সাধারণ ধনোপঘাতমাত্র অন্যের ধন ও শরীর দ্বারা

যুক্তঞ্চৈতৎ, অর্জ্জকস্য সাধারণ ধন ব্যাপারেণ শরীরায়াসেনচ অনর্জ্জকানান্তু কেবলং সাধারণধনব্যাপারেণার্জ্জিতত্বাৎ।

সাধারণং সমাশ্রিত্য (অ,) যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং। শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি (ই) ধনং ভ্রাতরস্তত্র (উ) ভাগিনঃ। তস্য (ও) ভাগদ্বয়ং দেয়ং, শেষাস্তু সমভাগিনঃ। ব্যাসঃ।

(অ) এতচ্চ ভোজনাচ্ছাদনাতিরিক্ত ধনাশ্রয পরং, তদর্থ ধনোপঘাতস্য গৃহস্থিতেনাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাৎ। দা ভা. টী পৃ. ১২৪।

(ই) শৌর্য্যপ্রাপ্তং—সাধারণ ধনোপঘাতেন শৌর্য্যার্জ্জিত ধন বিষয়ং —সাধারণানুপঘাতার্জ্জিত ধনস্যাবিভাজ্যতয়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দা. ক্র. স. পৃ ৩৩।

শৌর্য্যাদিবনমাহ কাত্যায়নঃ— “ আরুহ্য সংশয়ং যত্র, প্রসভং কর্ম্ম কুর্ব্বতে। তস্মিন্ কর্ম্মণি তুষ্টেন প্রসাদঃ স্বামিনাকৃতঃ॥ তত্র লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ ধনং শৌর্য্যেণ তদ্ভবেৎ। দা. ভা. পৃ. ১৪৩।

(উ) ভ্রাতর ইত্যুপলক্ষণং—পিতৃব্যাদয়োঽপি বোদ্ধব্যাঃ। দা. ত. পৃ. ৩২৭।

(ও) তস্য—অর্জ্জকস্য। দা. ক্র সং. পৃ. ৩১।

যত্র সাধারণধনমাত্রেণৈকস্য ব্যাপারোঽপরস্য ধনশরীরাভ্যাং তত্রৈক-

ব্যাপার, যে স্থলে ঐ একজনের এক ভাগ, অন্যের দুই ভাগ ন্যায় পূর্ব্বকই নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে—

স্যৈকো ভাগোঽপরস্য ভাগদ্বয়ং ন্যায়াবগতমেব নিবদ্ধং। এতেন চৈতদপি সিধ্যতি, যৎ—

ব্যবস্থা। ২৭৮ সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যদংশ বা যৎপরিমিত ধনের (তাহা অল্প বা অধিক হউক) উপঘাত হয় তদনুসারে তাহার ভাগ কল্পনা কর্ত্তব্য। দা. ভা: পৃ. ১২৫।

২৭৮ সাধারণ ধনোপঘাতে সতি যস্য যাবতো ঽংশস্য স্বল্পস্য মহতোবোপঘাতঃ তস্য তদনুসারেণ ভাগকল্পনা কার্য্যা। দা. ভা, পৃ. ১২৫।

ব্যবস্থা। ২৭৯ অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহারো শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য নয়।

২৭৯ অবিভক্ত দায়াদানাং কস্যাপ্যায়াসেনাসাধারণ ধনে প্রবৃদ্ধে, ন তস্য দ্ব্যংশিত্বং।

ব্যবস্থা। ২৮০ দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপার্জ্জিত হইলে, যদি তত্তদ্দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায় তবে তাহারা তদনুসারে ভাগভাগি, নতুবা সমভাগি।

২৮০ দায়াদানাং মিশ্রিত ধনায়াসাভ্যাং অর্জ্জিতবিত্তে, ধনায়াস পরিমাণ নির্ণয়ে তেষাং তদনুসারেণাংশিত্বং, অনির্ণয়ে সমাংশিত্বং।

ব্যবস্থা। ২৮১ এক ভ্রাতারধনোপঘাতে অন্য ভ্রাতার পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জিত হইলে তদুভয়ে সমভাগি;—কিন্তু একের ধনে অপরের ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইলে ধনমাত্র দাতার এক অংশ, অপরের দুই অংশ;—উভয় অবস্থাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ নাই।

২ -১ যদা একস্য ভ্রাতুরসাধারণ ধনোপঘাতেন অপরস্য ভ্রাতুরায়াসেনচ বিত্তমর্জ্জিতং তত্র তয়োঃসমাশিত্বং; যদিতু একস্য ধনেন অপরস্য ধন শরীরাভ্যাঞ্চার্জ্জিতং তদা কেবল ধনদাতুরেকাংশঃ, অপরস্য দ্ব্যংশঃ—উভয়ত্রৈব ইতরেষাং ভ্রাতৃণাং অনংশিত্বং।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। তিন হিন্দু (সহোদর) ভ্রাতা অবিভক্তাবস্থায় বাস করতঃ পিতৃ-দ্রব্যের উপঘাত বিনা কিছু স্থাবরাস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর আর ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইয়া ভ্রাতাদিগকে কিছু ভাগ না দিয়া তাবৎ বিষয় আপনি লইল। দৃষ্ট হইতেছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপার্জ্জন আর আর ভ্রাতা হইতে অধিক। এমত অবস্থায় ঐ বিষয়ের কিরূপ বিভাগ হইবেক?

পৈতৃক ধনের উপঘাতে ধন উপার্জ্জিত হইলে বিভাগে অর্জ্জক দুই অংশ পায়।

উ। এমকদ্দমাতে তিন ভ্রাতায় একত্র বাস করিয়া পৈতৃক ধনের আশ্রয় বিনা স্বস্ব ধনে স্থাবরাস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে, অতএব প্রত্যেক ভ্রাতা ঐ বিষয় উপার্জ্জনের নিমিত্তে নিজ দত্ত পৃথক্ ধনের পরিমাণানুসারে ভাগ পাইতে অধিকারী। যদি তন্মধ্যে এক জন পৈতৃক সাধারণ দ্রব্যের সাহায্যে তাহা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে ঐ উপার্জ্জক অন্য হইতে দ্বিগুণ পাইবে, অর্থাৎ দুই ভাগ পাইবে. যদি এক জনে সাধারণ ধনের সাহায্য বিনা স্বকীয় ধনে কোন বিষয় উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে উপার্জ্জিত সকল বিষয় সেই উপার্জ্জক লইবেক। এই মতের প্রমাণ দায়ভাগে ধৃত ব্যাসের ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন—"যদি সাধারণ ধন ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যবহৃত ঐ ধন অল্প হউক বা অধিক, প্রেত্যেক ব্যক্তিকে তাহার দত্ত ধনের পরিমাণানুসারে অংশ দাতব্য। কোন ব্যক্তি পৈতৃক দ্রেব্যের আশ্রয় বিনা আপন ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করে তাহা শরীকদিগকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন-ও দিবে না॥ কোন সমদায়াদ পৈতৃক দ্রব্যের উপঘাত বিনা আপনি যে কিছু উপার্জ্জন করে—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান -তাহা সমদায়াদদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখে না॥ সাধারণ ধনের আশ্রয়ে অর্থাৎ শস্ত্র বা যান ব্যবহারে কোন ব্যক্তি শৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করে ভ্রাতারা তাহার অংশি; পরন্তু ঐ অর্জ্জককে দুই ভাগ দাতব্য, অবশিষ্ট ভ্রাতারা সমান ভাগভাগি। সহর ঢাকা, ১২ মে ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ১৫৮—১৫৯)।

প্র.। এক ব্যক্তি চারি পুত্র ও কিছু স্বার্জ্জিত ভূমি রাখিয়া মরে। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্রেরা অবিভক্তরূপে একত্র বাস কবতঃ প্রত্যেকে আপন আপন উপার্জ্জন দ্বারা কিছু কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া সাবেক বিষয়ে যোগ করে। এমত অবস্থায়, ঐ চারি ভ্রাতা সমুদয় বিষয়ের সমান ভাগ পাইতে অথবা অন্য রূপ অংশে অংশি হইতে অধিকারি?

প্রত্যেক ভ্রাতার কৃত শ্রম ও দত্ত ধনের পরি-

উ। পিতার মরণোত্তর ভ্রাতারা একত্র বাসকালীন আপন আপন শারীরিক শ্রমে ও ধনে যে বিষয়

প্রমাণানুসারে তাহাদের উপার্জ্জিত বিষয় বিভাজ্য।

উপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক বিষয়ে মিশাইয়াছে, তৎক্রয়ের নিমিত্তে প্রত্যেক ভ্রাতা কত টাকা দিয়াছে ও শ্রম করিয়াছে তাহা যদি নিশ্চয় করিবার উপায় থাকে তবে ঐ বিষয় ভ্রাতাদের দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণে ভাগ হইবে পরন্তু পৈতামহ বিষয় তাহাদের মধ্যে সমান ভাগ হইবে। রামচন্দ্র দাস—বনাম—গঙ্গাধর মহন্তী। মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ১৪ (পৃ. ১৬০)।

প্র.। রেস্‌পণ্ডেন্ট ও আপিলান্ট সহোদর ভ্রাতা হওয়াতে বাঙ্গালা ১২১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়াছিল। রেস্‌পণ্ডেন্ট অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতা তহসিলদারী ও ইজারদারী এবং তদ্রূপ আর আর কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল, আপিলান্টও গমস্তাগিরি, মোক্তারি, ইজারদারী এবং আর২ কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহারা একান্নভুক্ত থাকন কালীন আপন উপার্জ্জন দ্বারা অন্য ব্যক্তির নামে ভূমি ক্রয় করে। ঐ ভূমি ক্রয় করিতে কে কি পরিমিত টাকা দিয়াছিল তাহা নিশ্চয় রূপে দর্শাইবার কোন দলীল ছিল না; কিন্তু ইহা স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে রেস্‌পণ্ডেন্ট যে টাকা দেয় তাহা আপিলান্টের দেওয়া টাকা হইতে অনেক অধিক। এমত অবস্থায় পিতৃধনের উপঘাত বিনা নিজ উপার্জ্জনে ভ্রাতারা যে বিষয় ক্রয় করিয়াছে তাহা তাহাদের মধ্যে সমান রূপে বিভক্ত হইবে অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে অধিকাংশ বিষয় ক্রীত হওয়াতে তিনি জ্যেষ্ঠাংশ পাইতে অধিকারী হইবেন;—যদি হয়েন, তবে তাহার পরিমাণ কি?

বিষয় উপার্জ্জন নিমিত্ত অবিভক্ত ভ্রাত-দের প্রত্যেকে যৎপরিমিত ধন দিয়া থাকে তৎপরিমাণে তাহার ভাগ পাওয়া উচিত।

উ.। ভ্রাতার সহিত আপিলান্ট একত্র বাস করতঃ পিতৃধনের উপঘাত বিনা যে বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার অসাধারণ ধন; এবং উপরিউক্ত অবস্থায় রেস্‌পণ্ডেন্ট যে বিষয় ক্রয় করিয়াছে তাহা তাহার অসাধারণ ধন। একত্র বাস কালীন রেস্পণ্ডেন্ট যদি বিষয় ক্রয় করিতে আপিলান্ট অপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া থাকে তবে ঐ বিষয় ক্রয় করিতে যে পরিমিত টাকা দিয়াছে সে বিষয়ের সেই পরিমিত অংশ পাইতে অধিকারী; প্রত্যেক ব্যক্তি যে পরিমিত বিষয় ক্রয় করা সাব্যস্ত হইবে সে তাহা পাইতে অধিকারী, এবং সেই পরিমিত বিষয় তাহার অসাধারণ ধন বিবেচিত হইবে; কিন্তু যে স্থলে (বিষয় ক্রয় করিতে) কে কত টাকা দিয়াছে তাহা স্থির হয় না সে স্থলে শাস্ত্রে এমত কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা কাহার কি পরিমিত অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারা যাইতে পারে।

প্রমাণ—

দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"পিতৃ ধনের ক্ষয় বিনা কোন সমদায়াদ স্বয়ং যে কিছু উপার্জ্জন করে,—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, কিম্বা বিবাহে প্রাপ্ত দান,—তাহাতে তৎসমদায়াদদিগের অধিকার

নাই"। "যে ব্যক্তি যৎপরিমিত ধন দিয়াছে, তাহা অল্প হউক বা অধিক হউক, ব্যবহৃত সেই পরিমিত ধনের পরিমাণে তাহাকে অংশ দাতব্য।" ইহা দায়ভাগ ও দায়রহস্য এবং আর আর গ্রন্থে লিখিত আছে। সদর দেওয়ানী আদালত, ২৮ মে, ১৮১১ সাল। কুশলচক্রবর্ত্তী—বনাম—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫. মকদ্দমা. ৮, (পৃ. ১৫৩ ও ১৫৪।।

প্র. দুই ভ্রাতায় পৈতৃক শিক্‌মী তালুকের আট আনা অংশ দখল করিত এবং ঐ বিষয় এজমালিতে দখলিকার থাকিয়াও তাহারা পৃথক্ বাস করিত। এই শিকমী তালুকের জমিদার অন্য আট আনা রকমের খাজানা বাকীর নিমিত্তে তালুক দখল করিয়া লইল। উক্ত ভ্রাতাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ এক স্ত্রীকে ও জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর এক দৌহিত্রকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুই পুত্র রাখিয়া মরিল। উক্ত দুই ভ্রাতা মরণের পরও ঐ তালুক জমিদারের দখলে ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র এবং অন্য আট আনা রকমের শরীকদারেরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে ঐ তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিল; এবং জমিদারের সহিত আপোস করিয়া পুনর্ব্বার ঐ বিষয় দখল পাইল, কিন্তু যে আট আনা উক্ত দুই ভ্রাতার বিষয় ছিল তাহা এক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা অসাধারণরূপে দখল করিল, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে দিয়া তৎপতির অংশের দানপত্র আপনাদিগের নামে লিখাইয়া লইল। প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ দলীল লিখনের অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোক ক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে এবং উক্ত দানপত্র লিখিত পড়িত হওনের আট কিম্বা নয় দিবস পরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র করে। ঐ স্ত্রীলোকে দান করিবার পূর্ব্বে তাহার স্বামির দৌহিত্র তাহাতে আপত্তি করে এবং আপন আপত্তি সকল লিখিয়া হাকিমের নিকট এক দরখাস্ত গুজরায়। উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর মৃত্যুর পর তদ্দৌহিত্র ঐ শিকমী তালুকে তাহার যে অংশ ছিল তাহা দাওয়া করিল। এমত অবস্থায়, ঐ দৌহিত্র কোন অংশ পাইতে অধিকারী কি না? যদি হয়, তবে তাহার পরিমাণ কি? ঐ বিধবাকে নিজ পতির তাবত্ অংশ তদ্‌ভ্রাতৃপুত্রকে দিতে ক্ষমতা আছে কি না?

উদ্ধৃত ভূমির কিছি অংশ নিজাংশাতিরেকে উদ্ধারকর্ত্তাকে অর্শে।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায় ঐ শিকমী তালুকের আট আনার অর্দ্ধেক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং অন্য অর্দ্ধেক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ছিল; আর বোধ হইতেছে যে অন্য আট আনা রকমের দরুন খাজানা বাকীর জন্য জমিদার উক্ত দুই ভ্রাতার অংশ সমেত ঐ আট আনা দখল করিয়াছিল, পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ঐ বিষয় দখল করে। এমত সকল অবস্থায়, বিষয় বিভাগ কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চারি আনা অংশের এক আনা ঐ অর্জ্জককে তাহার নিজ অংশের অতিরেকে অর্শিবে, এবং বক্রী তিন আনা ঐ দৌহিত্রকে বর্ত্তিবে। উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে যে দান করিয়াছিল তাহা সিদ্ধ

নয়। ইহা দায়ভাগ ও আর আর গ্রন্থসম্মত। সহর ঢাকা, ২৫জুন, ১৮১১ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ১১ (পৃ. ১৫৭ ও ১৫৮)।

প্র.। অবিভক্ত রূপে একত্র বাসকারি দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র রাখিয়া মরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাহার পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে, তাহার চারি পুত্র এবং জীবিত ভ্রাতা ও তাহার পুত্র পৃথগন্ন হইল, কিন্তু বিষয় এজমালিতে রহিল। সাধারণ বিষয়ের উপস্বত্ব দ্বারা এবং ঐ সকলের শারীরিক চেষ্টায় সাধারণে কর্জ্জ করা টাকা দিয়া কোন ভূমি জীবিত ভ্রাতার পুত্রের নামে ক্রয় করিল। উক্ত রূপে যে টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল তাহা সাধারণ বিষয়ের উপস্বত্ব দ্বারা পরিশোধ হইল, এবং নূতন ক্রীত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার জীবিত ভ্রাতার পুত্রের উপর থাকিল। এমত অবস্থায় উপরিউক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বিষয়ের কি পরিমিত অংশে অধিকারী?

কোন ব্যক্তি ভ্রাতার চারি পুত্রের সহিত সাধারণ ধনের উপঘাতে বিষয় উপার্জ্জন করিলে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এক ভাগ পিতৃব্য আপনি লইবে, অন্য ভাগ চারি ভ্রাতৃপুত্রে সমান অংশ করিয়া লইবে।

উ.। অবিভক্ত দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন যদি চারি পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, ও অন্য ভ্রাতা যদি পুত্রের সহিত বর্ত্তমান থাকে, এবং অনন্তর যদি ঐ পরিবার কেবল ভোজন বিষয়ে পৃথক্ হইয়া থাকে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর যদি তাহাদের বিষয় অবিভক্ত রহিয়া থাকে এবং ঐ ভূমি যদি তাহাদের সাধারণ ধনে ও শ্রমে জীবিত ভ্রাতার পুত্রের নামে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, এবং ঐ পুত্র যদি তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে এক ভাগ মৃত ভ্রাতার চারি পুত্রকে তাহাদের পিতৃ স্বত্ব বলিয়া অর্শিবে, অবশিষ্ট ভাগ ঐ জীবিত ভ্রাতাকে বর্ত্তিবে; উক্ত মৃত ভ্রাতার চারি পুত্রকে যে অংশ অর্শিবে তাহা তাহারা সমান রূপে ভাগ করিয়া লইবে, এই মত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব ও আর আর গ্রন্থ মতানুমত*। কলিকাতা কোর্ট আপিল। ১৩ জুন১৮১৪ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২ চা. ৫ মকদ্দমা ১৭. (পৃ ১৬২ ও ১৬৩)।

নজীর

২৭৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আকটোবর ১৭৯৪ সাল। সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট, বা. ১. পৃ. ১। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৯৬—১৯৮।

* কিন্তু এই মকদ্দমায় ইহা বোধ করিতে হইবে যে মৃত ভ্রাতার পুত্রেরা প্রত্যেকে ঐ বিষয় উপার্জ্জনের নিমিত্তে কিছু দেয় নাই। ঐ বিষয়ে তাহাদের যে স্বত্ব তাহা তাহাদের পিতার ধন দেওয়াতে তদ্দ্বারা হইল।

মোসম্মাৎ দ্রৌপদী আপিলান্ট—বনাম—ছারাধন সরকার প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
২৭৮ ও ২৮০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ আপিলান্ট্ ও (নাবালগ্ রামচাঁদের নিযুক্ত ওসী) নন্দকিশোর নন্দী মুরসিদাবাদের প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করে। আপীল মঞ্জুর হওয়ার অল্পকাল পরে, নাবালগ্ (রামচাঁদ) মরাতে, মোসম্মাৎ দ্রৌপদী ঐ মৃতের অব্যবহিত দায়াদা ও স্থলাভিষিক্তা বলিয়া আপীল চালাইতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হয়। এই আপীল (উক্ত আদালতের) চতুর্থ জজ্ ও প্রতিনিধি জজ্ (শ্রীযুক্ত এস্ টি গোড্ ও ডব্লিউ ডোরিন্) সাহেবের হুজুরে শুনানি হয়, তাঁহারা যে প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তদুপলক্ষে যে রায় লিখিলেন তদ্যথা- বাচনিক ও লেখ্যপ্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে রেস্পণ্ডেন্টরা যে বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করে তাহা কেবল ভগত (অর্থাৎ ভক্ত) রামের নিজ শ্রমে ও ধনে মাত্র উপার্জ্জিত হয় নাই। যৎকালে চারি ভ্রাতাই (অর্থাৎ রামগোপালের চারি পুত্রই) অবিভক্ত পরিবার রূপে একত্র বাস ও সাধারণ ধর্ম্মে বাণিজ্য করিত তৎকালে মহাল হাণ্ডিয়াল, জয়াসন, ও ছত্রহাটি উপার্জ্জিত হয়।—এই উপার্জ্জন ১২০৭ কিম্বা ১২০৮ সালে হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা সকলেই অংশাধিকারি রূপে ঐ ভূমিতে দখিলকার ছিল। তদ্রূপ ১২১১ ও ১২১৯ সালের মধ্যে চন্দ্রহাটি, বামন গাঁও (বা গ্রাম) ও কৈবকল এই তিন মহাল শরীকদিগের সাধারণ ধন দ্বারা কেনা যায়। বিষয়ের যে অংশ নিলামে খরিদ করা হইয়াছিল তাহা পরে কাল্পনিক ক্রেতা বাস্তবিক ক্রেতাকে লিখিয়া দেয়। উভয় পক্ষীয় সাক্ষির সাক্ষ্যে এবং দলীলের দ্বারা স্পষ্ট জানাগেল যে উক্ত ভূমি সকল সাধারণ ধনে ক্রীত হয়, বিশেষতঃ ভক্তরামের উইলের দ্বারা—যাহাতে আনন্দিরামের অংশ পাইতে অধিকার স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং পুর্ব্বতন এক মকদ্দমাতে উক্ত ব্যক্তি যে জওয়াব দিয়াছে ও যাহাতে উক্ত কথা অদ্বৈধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা—উক্তরূপ ক্রয়স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে (রামগোপালের) তৃতীয় পুত্র রামকুমার মহাল হাণ্ডিয়াল জয়াসন ও ছত্রহাটি খরিদের পর বাঙ্গালা ১২০৮ সালে এক পত্নী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে, ঐ বৎসরে চতুর্থ পুত্রও এক পত্নী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে; অবশেষে আনন্দিরামও ঐ বৎসরে তিন পুত্র (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টদিগকে এবং আপিলান্টের স্বামি) নিজ ভ্রাতা ভক্তরামকে রাখিয়া মরে। ১২২২ সালে ভক্তরাম নিজ পত্নী ও দত্তক পুত্র রামচাঁদকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, ভক্তরাম মরণকালীন নিজ ভ্রাতৃপুত্রদিগের (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টদিগের সহিত অবিভক্তাবস্থায় ছিল। অনন্তর ঐ দত্তক পুত্র মরিয়াছে। রামগোপালের পরিবারের মধ্যে আনন্দিরামের তিন পুত্র (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টরা) ভক্তরামের পত্নী (অর্থাৎ আপি-

লান্ট্) এবং রামকুমারের ও রাধামোহনের পত্নীরা বিদ্যমান থাকাতে এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কি রূপে বিষয় বিভক্ত হইবে তদ্বিষয়ে জজেরা পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে পণ্ডিতদিগকে আদেশ করিলেন যে এবিষয়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রের বিধান কি তাহা তাঁহারা জানান। পণ্ডিতেরা উত্তরে লিখিলেন যে অবিভক্ত পরিবারের উপার্জ্জিত বিষয় বিভাগের প্রকৃত ধারা এই যে ঐ পরিবারের প্রত্যেকে (বিষয় ক্রয়ার্থে) কি পরিমিত ধন দিয়াছে ও শ্রম করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা, ও তদনুসারে অংশের পরিমাণ করা; কিন্তু যে স্থলে উক্ত কথার নিশ্চয় হইতে পারে না সে স্থলে বিধান এই যে শরীকদিগের মধ্যে বিষয় সমান রূপে বিভক্ত হয়; আনন্দিরামের তিন পুত্র, ভক্তরামের পত্নী, এবং রামকুমারের ও রাধাচরণের পত্নীরা যাহাদের দায়াদ এই বিধানানুসারে তত্তদযোগ্যাংশ পাইতে অধিকারি। উক্ত ব্যবস্থা পাঠান্তে ১৮২১ সালের ২০ ফেব্রুআরি তারিখে জজেরা যে রায় লিখিলেন তদ্যথা— যেহেতু প্রত্যেক ভ্রাতায় কত শ্রম করিয়াছে ও কি পরিমিত ধন দিয়াছে তাহা কিয়দংশেও নিশ্চিত করা অসাধ্য, এতাবতা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় লিখিত বিধানানুসারে বিদ্যমান দায়াদগণের মধ্যে বিষয় ভাগ করিয়া দেওয়া ন্যায্য। অতএব তদনুসারে নিম্ন আদালতের ডিক্রী শোধন পূর্ব্বক চূড়ান্ত ডিক্রী করিয়া বিষয়ের এক অংশ আপিলান্টকে ভক্তরামের পত্নী বলিয়া দেওয়াইলেন, রেস্পণ্ডেণ্টদিগকে আনন্দিরামের পুত্র বলিয়া এক ভাগ দেওয়াইলেন, এবং রামকুমারের পত্নীকে ও রাধামোহনের পত্নীকে এক এক অংশ দেওয়াইলেন. অপিচ আদেশ করিলেন যে উভয় পক্ষে রামকুমার ও রাধামোহনের পত্নীদিগের নিকট তাহাদের বেদখলী কালের তত্তদংশীয় ওয়াসিলাতের দায়ি হয়, ঐ রূপ আপিলান্টের প্রতিও আদেশ হইল যে সে রেস্পণ্ডেণ্টদের নিকট তাহাদের অংশের ওয়াসিলাতের দায়ি হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৭৪—৭৭।

কৃপাসিন্ধু পাট্জুসী প্রভৃতি—বনাম—কানাইয়া আচার্য্য প্রভৃতি।

৶০ এই মকদ্দমায় সদরদেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের মত গ্রহণব্যতিরেকে বিচার করিলেন যে যেস্থলে অবিভক্ত অনেক ভ্রাতায় বিষয় উপার্জ্জনে অসমানরূপে ধন দেয় ও শ্রম করে, সেস্থলে তন্মধ্যে যে ভ্রাতা বিষয় উপার্জ্জনে অধিক ধন দিয়া থাকে বা শ্রম করিয়া থাকে সে আচার ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অধিক অংশ পাইবে। ১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩৩৫।

কুশল চক্রবর্ত্তী আপিলান্ট (বাদী)—বনাম—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রেস্পণ্ডেন্ট (প্রতিবাদী)।

৶০ সাক্ষির সাক্ষ্যে ও দলীল দস্তাবেজের দ্বারা প্রকাশ যে উভয় পক্ষের পিতা মৃত্যুকালীন কোন বিষয় রাখিয়া যান নাই; বাদী ও প্রতিবাদী

তদবধি ১২১০ সাল পর্য্যন্ত একত্র বাসে ও শরীকরূপে বিরোধীয় ভূমি সাধারণে দখল করে। এই ভূমির কতক বাদির নামে কতক প্রতিবাদির নামে ও কতক অন্যের নামে ক্রীত হয়; এবং উভয়ে গমস্তাগিরি প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, নিজ পিতার মরণের আর বিরোধীয় ভূমি ক্রয় করণের মধ্য সময়ে অনেক নিষ্কর ভূমি সাধারণে জমা বিলি করে। উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ সময়ে যে চিঠি লিখালিখি হয় তদ্দ্বারা আরো প্রকাশ যে তাহারা শরীকরূপে একত্র কার্য্য করিয়াছে। এমত কোন দলীল নাই যদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ হইতে পারে যে বিরোধীয় ভূমি ক্রয়ের নিমিত্তে কে কত দিয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে প্রতিবাদী যে পরিমিত দিয়াছে তাহা (বাদির দত্ত অংশ হইতে) অনেক অধিক। কথিত হইয়াছে যে প্রতিবাদির বিষয় কর্ম্ম আত্যন্তিক লাভ জনক ছিল। পক্ষান্তরে বাদী প্রধানতঃ সাধারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল এবং নিজ ভ্রাতার সহায়তায় ও অধীনে প্রাপ্ত কর্ম্মান্তরেও নিযুক্ত থাকিত।

কুশল চক্রবর্ত্তী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস্ আপীল করিলে ঐ আদালতের পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে—"দুই ভ্রাতায় একত্র বাস করতঃ পৈতৃক ধন বিনা সাধারণে উপার্জ্জিত নিজ ধন দ্বারা ভূমি ক্রয় করিলে, জ্যেষ্ঠত্ব বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রত্যেকে তাহাতে নিজ দত্তধনের পরিমাণানুসারে অংশভাগী, পরন্তু যেস্থলে দত্ত ধনের পরিমাণ নিশ্চিত না হয়, সেস্থলে হিন্দু দায়শাস্ত্রে এমত বিধান নাই যদ্দ্বারা প্রত্যেকে কি পরিমিত অংশ ভাগী তাহা স্থির হইতে পারে।

অনুসন্ধানানুসারে পণ্ডিত আরো কহিলেন যে বিরোধীয় ভূমি যদি রেস্পণ্ডেন্টের ধনে ও আপিলান্টের শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে তদবস্থায় প্রত্যেকে অর্দ্ধেক পাইতে অধিকারী; অথবা ঐ ধন যদি রেস্পণ্ডেন্টের ধনে ও শ্রমে এবং আপিলান্টের কেবল শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ ভূমির দুই তেহাই পাইতে রেস্পণ্ডেন্ট অধিকারী এবং এক তেহাইতে আপিলান্ট অধিকারী।

পণ্ডিতের দত্ত উপরি উক্ত ব্যবস্থা এবং মকদ্দমার সকল অবস্থা ন্যায্যরূপে বিবেচনায়, বিশেষতঃ সাক্ষ্যে অনুভূত এই কথায়—যে, যে ধন দ্বারা ভূমি ক্রীত হয় তাহা প্রায় রেস্পণ্ডেন্ট কর্ত্তৃকই দত্ত হয়, কিন্তু আপিলান্ট ভ্রাতার ও নিজের সাধারণ লাভের নিমিত্তে নিজ সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছে,—আদালতের জজ্ শ্রীযুক্ত হারিংটন ও ফম্বেল সাহেব জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী শোধন করিয়া নাতক্ ডিক্রী করিলেন, ও তদ্দ্বারা আপিলান্টকে ঐ ভূমির তৃতীয়াংশ এবং তৎপরিমিত ওয়াসিলাৎ বেদখলির তারিখ হইতে ডিক্রীজারির তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়াইলেন। ১১ জুন ১৮১১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩৫—৩৩৭।

গুরুচরণ দাস প্রভৃতি—বনাম—গোকুলমণি দাসী।

নজীর
২৭৭ ও ২৭৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমায় বিচার হয় যে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সাধারণ বিষয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ, ঐ সাধারণ ধন তাহার অসাধারণ শ্রমে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকিলেও নিজ পরিশ্রম নিমিত্তে বাড়তি অংশের দুই ভাগ পাইতে অধিকারী নয়। অবিভক্ত (হিন্দু) পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তি সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অথবা সাধারণের শ্রম সাহায্য বিনা পৃথক্ বিষয় উপার্জ্জন করিলে তাহাতে তাহার স্বতন্ত্র স্বত্ব. ও তাহা তাহার অসাধারণ বিষয। সাধারণ ধনে ও শ্রমে পৃথক্ ধন উপার্জ্জিত হইলে অর্জ্জক তদ্ধনের দুই অংশ পায়। এমত সাধারণ ধনের সহিত যাহা পৃথক্ রূপে অধিকৃত হইতে পারিত ধন মিশ্রিত হইলে তাহা সাধারণ ধন গণ্য, পৃথক্ নয়। সু. কো.। ফুলটনের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১৬৫ ও ১৬৬।

মকদ্দমা নম্বর ২২১, ১৮৫৫ সাল।

কৃষ্ণ মোহন নেউগী প্রভৃতি, আপিলান্ট—বনাম—ভুবন মোহন নেউগী প্রভৃতি, রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর
২৭৯ ও ২৮০ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এক ভ্রাতায় যে বিষয় নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত দখিলকার, তাহার পাঁচ অংশের তিন অংশ দখল পাইবার নিমিত্তে পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে তিন ভ্রাতায় এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রদর্শিত প্রমাণ পুনর্দ্দিষ্ট হওয়াতে প্রকাশ যে বিবোদীয় বিষয় সকল পাঁচ ভ্রাতার সাধারণ ধনে এবং তৎকর্ত্তৃক ও তাহাদের নিমিত্তে সমানাংশে ক্রীত হয়; এতাবতা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রদ্ করিয়া বাদি আপিলান্টদের পক্ষে ডিক্রী করা গেল। স দে. আ. ডি. ১০ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল।

কাহার ইচ্ছায় বিভাগ ভবিতব্য।

ব্যবস্থা। ২৮৪* সমুদায় দায়াদের ইচ্ছা হইলেই যে বিভাগ হইবে এমত নহে, কিন্তু এক জনের ইচ্ছাতেও বিভাগ ভবিতব্য।

২৮৪* ন কেবলং সর্ব্বেসাং দায়াদানামিচ্ছয়া কিন্তু একস্যেচ্ছয়াপি বিভাগো ভবিতব্যঃ †।

* ২৮২ ও ২৮৩ সংখ্যক ব্যবস্থা ৩ ৩ সংখ্যক ব্যবস্থার অন্তর্গত হইল।

† ইহার বিস্তার সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেব-কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তদ্যথা।—
১ কোন সাধারণ বিষয়াধিকারিদের মধ্যে যে কেহ তাহা অংশ করাইতে পারে,— যথা পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে এক জন অন্য চারি ভ্রাতাকে তাহার নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া দিতে বাধিত করিতে পারে, কিম্বা এক ভ্রাতার পুত্রেরা পিতৃব্যদিগকে (তাহাদের)

কারণ ও প্রমাণ। যেহেতু এক জন দায়াদেরও স্বধনে স্বামিত্ব থাকাতে একের ইচ্ছাতেও বিভাগ দৃষ্ট হওয়াতে "পিতামাতার (স্বত্বনাশ) পরে ভ্রাতারা জুটিয়া ইত্যাদি" বচনে যে সহিতত্ব কথিত তাহাতে এক পক্ষ বলা হইয়াছে, নতুবা সহিতত্ব পদবৎ বহুত্বেরও বোধ হওয়াতে দুই জনের মধ্যে বিভাগ হইতে পারিত না, যেহেতু দুয়ের মধ্যে বিভাগ জ্ঞাপক শাস্ত্র নাই। দা.ভা. পৃ. ২৫ ও ২৬।

একস্যাপি স্বধনে স্বাম্যাদেকেচ্ছয়াপি বিভাগ প্রাপ্তেঃ 'সমেত্যেতি সহিতত্বং পক্ষপ্রাপ্তমনূদ্যতে। অন্যথা সাহিত্যবৎ বহুত্বস্যাপ্যাবগতে দ্বয়োর্বিভাগো ন স্যাদেব- দ্বয়োর্ব্বিভাগ প্রতিপাদকশাস্ত্রাভাবাৎ। দা. ভা. পৃ. ২৫ ও ২৬।

ব্যবস্থা। ২৮৫ তথাচ জননী কি পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

২৮৫ তথাচ ন জনন্যা নচ পিতামহ্যা ইচ্ছয়া বিভাগো ভবিতব্যঃ।

কিন্তু পুত্রদের বা পৌত্রদের ইচ্ছাতে অথবা তাহাদের কাহারো ইচ্ছাতে কিম্বা (মৃত) এক জনের উত্তরাধিকারির ইচ্ছাতে বিভাগ হওন সময়ে জননী বা পিতামহী যথা সম্ভব অংশাধিকারিণী*।

কিন্তু পুত্রাণাং পৌত্রাণামেচ্ছয়া, অথবা তেষাং কস্যাপীচ্ছয়া, একস্য (মৃতস্য) দায়াদস্যেচ্ছয়া বা বিভাগে ক্রিয়মাণে জননাঃ পিতামহ্যা বা যথা সম্ভবমংশিত্বং।

অংশ দিতে বাধিত করিতে পারে, অথবা (মৃত) এক ভ্রাতার পত্নী নিজ পতির অংশ পৃথক্ করিয়া দিতে পতির ভ্রাতাগণকে বাধিত করিতে পারে। কন্. হি. ল. পৃ. ৪৫।

২ অবিভক্ত পরিবারীয় দশ ভ্রাতার মধ্যে একজন পুত্র না রাখিয়া কিন্তু কন্যা-প্রসবিনী তিন বা ততোধিক পত্নী রাখিয়া মরিলে, ঐ বিধবারা নিজ পতির বিষয়ে অবশ্যই, অধিকারিণী; পরন্তু ঐ বিধবাদের যে কেহ সপত্নীদের অনিচ্ছাতে নিজ (মৃত) পতির নয় ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইতে পারে। ঐ পৃ. ৪৬।

৩ বিষয় পৈতৃক বা সাধারণে উপার্জ্জিত হউক তাহার স্থাবর ভাগ যেমত অংশ করান যাইতে পারে অস্থাবর ভাগও সেইরূপ অংশ করান যাইতে পারে। ঐ পৃ, ৪৬।

* আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পিতা যদি ইহাদের জননী দয়াময়ীকে রাখিয়া মরে—অনন্তর আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মরে; তবে আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে বিভাগে ঐ আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের মাতা দয়াময়ী পৌত্র তুল্যাংশ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু (মৃত) আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পত্নীরা তাহাদের নিজ নিজ পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ না হইলে অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না। যদি আনন্দের পুত্রেরা (আপনাদের মধ্যে) বিভাগ করে, তবে তাহাদের জননী অর্থাৎ আনন্দের পত্নী নিজ (এক) পুত্রের তুল্যাংশ পাইবে। তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের পুত্রেরা যদি (পরস্পর) বিভাগ করে তবে বৈকুণ্ঠের পত্নী ভাগাধিকারিণী হইবে,—কিন্তু চন্দ্রের পুত্রেরা যদি অবিভক্তাবস্থায় থাকে তবে তাহাদের মাতা অংশে অধিকারিণী হইবে না। কন্. হি. ল. পৃ. ৫৩ ও ৫৪।

শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও দাসী দাসী বনাম—আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ।

নজীর
২৮৩ ও ২২৫ ও ২২৩ সং-খ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমাতে মৃতপতির অংশাধিকারিণী পত্নীর প্রার্থনায় অবিভক্ত বিষয় বিভাগ করিতে আদালত আদেশ করিলেন। স্বু. কো। ১০ ডিসেম্বর ১৮২৩ সাল। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪ ৬৬।

জননী অংশাধিকারিণী।

ব্যবস্থা। ২৮৬। যদি মাতা বিদ্যমানে পুত্রেরা বিভাগ করে তবে মতা(অ)স্বপুত্র তুল্যাংশ লইবে*।

২৮৬। যদি জীবন্ত্যাং মাতরি বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা মাতা (অ) স্বপুত্রতুল্যাংশহারিণী*।

প্রমাণ। পতি মরিলে মাতা (অ) পুত্রসমাংশহারিণী। পিতা মরিলে মাতাও পুত্র তুল্যাংশহারিণী*।

সমাংশহারিণী মাতা অ পুত্রাণাং-স্যাম্মৃতেপতৌ। মাতাঽপি (অ) পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী*।

(অ) এস্থলে মাতৃপদ জননী বোধক হওয়াতে বিমাতার অংশ নাই. কিন্তু তিনি প্রতিপালনীয়া।

(অ) অত্র মাতৃপদস্য জননীপরত্বাৎ বিমাতুর্নাংশিতা, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনাদি না ভর্ত্তব্যেতি।

ব্যবস্থা। ২৮৭। স্বামি প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিলে সমাংশ প্রাপ্য. নতুবা অর্দ্ধেক বই প্রাপ্য নয়*।

২৮৭। সমাংশতাচ মাতুর্ভর্ত্রাদিভিঃ স্ত্রীধনাদানে. দত্তে তু পুনরর্দ্ধং*।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮। দা. ভা. পৃ. ৮০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০২ ও ১০৩। কোল দা. ভ. পৃ. ৩৩। দা. ত. গৃ. ১৬।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের (নিজ লিখিত হিন্দু ল-র ১বালামের ৫০ পৃষ্ঠায়) বিভাগে মাতার অংশাধিকার লিখিয়াছেন বটে. কিন্তু যাহা তৎকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয়, যথা এই পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

মাতার যে অধিকার সে আশঙ্কনীয়, "পতির ধন বিভাগে তিনি তাহা প্রবল করিতে পারেন। তাঁহার মূলাধিকার অন্নাচ্ছাদনে মাত্র.—তাঁহার পতি যে পরিমিত বিষয় অধিকার করিয়া লোকান্তরগত হয়েন তদনুসারে ঐ অন্নাচ্ছাদন যথা যোগ্য হওয়া চাই; পরন্তু তিনি অন্যের কার্য্যদ্বারা কোন বিশেষ অংশে অধিকারিণী হয়েন। ইহার প্রতি যে কারণ দর্শিত হইয়াছে তাহা যদিও নব্যদর্শিত, তথাপি সন্তোষজনক বটে। তাঁহার পরিবারে অবিভক্তাবস্থায় যে সকল সুখভোগ করিয়াছে তাহার ভাগী ও ভোগী হইতে তাঁহার অধিকার আছে, এবং তাঁহার সন্তানেরা একত্র থাকিলে তিনি যে প্রকার আ-

কারণ। যেহেতু প্রাগুক্ত বচনে এমত উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য — ৪২৭, ৪২৮।

জীমূতবাহন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদির মতে—পিতৃকৃত বিভাগে অপুত্রা পত্নীগণকে পুত্রতুল্যাংশদাতব্য, পুত্রবতীকে নয়, সেস্থলে পুত্রই বিভাগ পাইবার যোগ্য ইহা বক্তব্য। পুত্রকৃত বিভাগে অপুত্রা বিমাতাকে অংশ দাতব্য নয়; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন দাতব্য যেহেতু তিনি ধনির অবশ্য পোষ্যা*।

ব্যবস্থা। ২৮৮। পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে না চাহিলে জননী তাহা বলেও লইতে পারেনা।

নতুবা শাস্ত্র ব্যর্থ হয়।

ব্যবস্থা। ২৮৯ যে স্থলে একপুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে সে স্থলে অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্যা।

কারণ। যেহেতু তৎকালীন অংশ দানবোধক শাস্ত্র নাই। পুত্রদের মধ্যে

প্রাগুক্ত বচনাৎ। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪২৭, ৪২৮।

জীমূতবাহন স্মার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদীনাং মতে—পিতৃকৃত বিভাগে অপুত্রবত্যৈ পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ নতু পুত্রবত্যৈ তত্র পুত্রো বিভাগ যোগ্য এব বক্তব্যঃ। পুত্রকৃত বিভাগে অপুত্রায়ৈ বিমাত্রেঽংশো ন দেয়ঃ; কিন্তু ধনিনাবশ্যং ভর্ত্তব্যত্বাৎ গ্রাসাচ্ছাদনমেবেতি*।

২৮৮। যদি পুত্রাঃ জনন্যংশং দাতুং নেচ্ছন্তি তদা জননী বলাদপি হর্ত্তুং শক্নোতি।

অন্যথা শাস্ত্রবৈয়র্থ্যাৎ।

২৮৯ যত্র এক পুত্রকস্য ভার্য্যা-বর্ত্ততে তত্র গ্রাসাচ্ছাদনমেব অগত্যা দাতব্যং†।

তদানীং অংশদান বোধকশাস্ত্রাভাবাৎ। পুত্রাণাং বিভাগ করণ এব

প্রয়াশ্রিতা থাকিতেন তদ্রূপ আশ্রয় পাইতে ধর্ম্মতঃ ও স্বভাবতঃ তাঁহার অধিকার আছে। অতএব তিনি যদি এমত লাভে বঞ্চিতা হয়েন তবে ন্যায় সম্মতই বটে যে তিনি যাহাতে আত্মরক্ষায় সমর্থা হয়েন ও প্রাণ ধারণের নিমিত্তে তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে না হয় এমত কর্ত্তব্য। এই মত ন্যায়সম্মত, এবং ইহার বিরুদ্ধ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৫৭।

দৃষ্ট হইবে যে যাহারা বিভাগ করে বিভাগে তাহাদের উপরই মাতার অধিকার নির্ভর করে।—ঐবিভাগ, তাঁহার নিজ সন্তুতিগণ কর্ত্তৃক হওয়া চাই. এতাবতা স্বামির সন্তুতিরা তদ্বিষয় বিভাগ করিলে অবীরা কিম্বা কন্যামাত্র-প্রসবিনী বিধবা অংশাধিকারিণী হয়েন না। ঐ, পৃ. ৫৭।

* বি. দা. ভা. দ্বী. ব. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ১৩।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ডা. ব.. ৩, পৃ. ২২,৩০ ও ৩১। দ্রষ্টব্য—কন্. হি. ল. পৃ. ৫৪, পারা. ৩৩।

বিভাগ হইলেই মাতাকে অংশ দান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

যদি কাহারো দুই ভার্য্যা থাকে তন্মধ্যে একের দুই পুত্র অন্যের চারি পুত্র, ধনি মরিলে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে বিভাগ যুক্তিযুক্ত। পরন্তু তাহাদের মাতারা কি প্রকার বিভাগ পাইবে, এস্থলে চণ্ডেশ্বরাদি কহেন—'আট ভাগ কর্ত্তব্য, দুই ভাগ দুই মাতাকে দাতব্য, যেহেতু তাঁহারা উভয়েই পিতৃপত্নী, এবং ছয় ভাগ ছয় ভ্রাতার প্রাপ্য'। কিন্তু প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমূতবাহনের কৃত (দায়ভাগ) গ্রন্থ টীকাতে কহিয়াছেন "উভয়েরই অংশ নাই যেহেতু তাঁহারা সকলের জননী নহেন, জননী মাত্রের অংশ বাদি জীমূতবাহনাদির মতে তাঁহারা অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়"। অতএব—

ব্যবস্থা। ২৯০ সহোদর ও বৈমাত্রেয়দের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নয়।

প্রমাণ। সহোদর ও বৈমাত্রদের মধ্যে বিভাগে এমত নহে, যেহেতু সেস্থলে একজন সকলের মাতা নহেন, এবং বচন কেবল মাতার অর্থাৎ জননীর অংশাধিকার বোধক, বিমাতার নয়। —দা. ভা. টী. পৃ. ৮১।

ব্যবস্থা। ২৯১ কিন্তু তখন বা তদনন্তর যদি সহোদর ভ্রাতারা পরস্পর বিভাগ করে তবে তজ্জননীও অংশহারিণী, নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইতে অধিকারিণী*।

তুরংশ দানস্য শাস্ত্রেণোক্তত্বাদিতি।

অত্র যদি কস্যচিৎ দ্বে ভার্য্যে, তত্রৈকস্যা দ্বৌ পুত্রৌ অন্যস্যাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ, তস্মিন্ মৃতে তত্র ভ্রাতৃণাংসহোদরবৈমাত্রেয়াণাং যুক্তোবিভাগঃ। তন্মাত্রোস্তু কীদৃশো বিভাগঃ, অত্র চণ্ডেশ্বরাদয়ঃ—'অস্টভাগাঃ কর্ত্তব্যাঃ দ্বৌ ভাগৌ মাতৃভ্যাং দ্বয়োঃপিতৃপত্নীত্বাবিশেষাৎ ষট্চ ভ্রাতরঃ ষড়্‌ভাগানিত্যাহুঃ। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারস্তু জীমূতবাহন গ্রন্থ (দায়ভাগ) টীকায়ামুক্তবান্—"দ্বয়োরেব সর্ব্বজননীত্বাভাবাৎ জননীমাত্রস্যাংশ হারিত্ব বাদি জীমূতবাহনাদীনাং মতে নাংশাধিকার" ইতি। অতএব—

২৯০ সোদরাসোদরাণাং বিভাগে মাতরস্তেসাং নাংশভাগিন্যঃ।

সোদরাসোদর বিভাগেতু নৈবং, তত্রৈকস্যাঃ সর্ব্বপুত্রমাতৃত্বাভাবাৎ, মাতুরেবাংশিতায়া বচনেন বোধিতত্বাৎ। ন সপত্নী মাতুরিতি।—দা. ভা. টী. পৃ. ৮১।

২৯১ কিন্তু তদানীং তদনন্তরং বা যদি সোদরাঃ পরস্পরং বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা তেষাংজননী পুত্র সকাশাদংশহারিণী, অন্যথা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রাধিকারিণী*।

ব্যবস্থা। ২৯২ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তবে তজ্জননীও অংশাধিকারিণী*।

কারণ। যেহেতু ঐকালে তাঁহার নিজ পুত্রদের মধ্যেও বিভাগ হইল।

ব্যবস্থা। ২৯৩ যদি পুত্রদের মধ্যে একজন অথবা কোন (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারী আর আর সকল হইতে পৃথক্ হয় তখনো মাতা পুত্র তুল্যাংশ পাইতে অধিকারিণী।

২৯২ সোদরাসোদরাণাং বিভাগকালে যদি সোদরাঅপি পরস্পরং বিভক্তা ভবন্তি, অথবা তেষামেকোঽপি স্বাংশং গৃহ্লাতি, তদা তজ্জননী চাংশাধিকারিণী*।

তদানীং তত্তনয়ানাং মধ্যেঽপি বিভাগকৃতত্বাৎ।

২৯৩ পুত্রাণাং যদ্যেকঃ একস্য (মৃত) পুত্রস্য দায়াদো বা বিভক্তো ভবতি তদা জনন্যপি পুত্রতুল্যাংশাধিকারিণী†।

দৃষ্টান্ত---

* আনন্দ যদি তিন পত্নী রাখিয়া মরে—তন্মধ্যে এক জন—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতা;—এক জন ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দের মাতা;—অন্যে হর, ঈশ্বর ও কালীর মাতা। এই তিন দল সহোদর ভ্রাতাগণের মধ্যে পরস্পর বিভাগে তাহারা অবিভক্ত তিন পরিবার হইবে, তাহাদের নিজ নিজ মাতারা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না। কিন্তু যদি এক দল সহোদরেরা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করে, তখন তাহাদের মাতা পৃথক্রূপে তাহাদের বিষয়ের সিকি অংশ পাইবেন। যদি আর এক দল সহোদরেরা (যথা ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দ) বিভাগ না করিয়া মরে; ও যদি ইন্দু কএক পুত্রকে রাখিয়া, ফকির পৌত্রগণকে রাখিয়া, এবং গোবিন্দ প্রপৌত্রগণকে রাখিয়া মরে—তবে ইন্দুর পুত্রেরা ফকিরের পৌত্রেরা ও গোবিন্দের প্রপৌত্রেরা অবিভক্ত পরিবার হইবে, এবং ইন্দু ফকির ও গোবিন্দের মাতা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না।—কন্. ডি. ল. পৃ. ৪২।

যদি তিন বিধবা থাকে—তন্মধ্যে এক জন তিন পুত্রের জননী, এক জন চারি পুত্রের জননী,—অন্যা পাঁচ পুত্রের জননী—তবে তাহাদের সম সংখ্যক পুত্র থাকিলে যে নিয়মে বিভাগ হইত এস্থলে সেই নিয়মে বিভাগ হইবে;—অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতারা যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের হইতে পৃথক্ হয় এবং আপনারা পরস্পর একত্র থাকে তবে তাহাদের নিজ নিজ মাতা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়;—কিন্তু ঐ সহোদরেরা যদি আপনাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ করে তবে পৃথক্রূপে তিন পুত্রের জননী চারি ভাগের ভাগ পাইতে—চারি পুত্রের জননী পাঁচ ভাগের ভাগ পাইতে ও পাঁচ পুত্রের জননী ছয় ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী। ঐ. পৃ. ৪৩।

দ্রষ্টব্য—কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ২৯ ও ৩০।

† যদি কতিপয় সংখ্যক পুত্র থাকে, ও তন্মধ্যে এক জন যদি তাহাদের কাহারো অসম্মতিতে অথবা সকলের অনিচ্ছাতে কোন গতিকে অন্য হইতে পৃথক্ হয়, যদি হাকিমের

ব্যবস্থা। ২৯৪ পৈতৃক ধনেরউ-পঘাতে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশে জননী ভ্রাতৃবৎ অধিকারিণী*।

ব্যবস্থা। ২৯৫ মাতা যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হয়েন তবে তদ্‌যোগ্যাংশাধিকারিণী হইবেন, অথচ বিভাগে মাতা বলিয়া (এক পুত্রের অংশ পরিমিত) অপরাংশ পাইবেন।

ব্যবস্থা। ২৯৬ জননী যে এক পুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী সে কেবল স্বয়ং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগেই নয় কিন্তু পুত্রের ও মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগেও বটে †।

২৯৪ পিতৃদ্রব্যোপঘাতার্জ্জিত ধনাংশে জননী ভ্রাতৃবদধিকারিণী*।

২৯৫ জননী যদ্যেকস্য মৃতপুত্রস্য দায়াদা তদা বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশ হারিণী, মাতৃত্বেন চাপরাংশ ভাগিনী।

২৯৬ ন কেবলং পুত্রাণাং স্বয়ং বিভাগে জননী পুত্র তুল্যাংশভাগিনী, কিন্তু পুত্রস্য (মৃত) পুত্র দায়াদস্যচ মধ্যে কৃত বিভাগেঽপি †।

হুকুম ক্রমেও পৃথক্ হয়, তবে জননী নিজ পৃথক্ অংশে অধিকারিণী। কন. হি. ল. পৃ. ৫৭। দ্রষ্টব্য—ঐ পৃ, ৮৩।

* কোন পুত্র স্বকীয অসাধারণ শ্রমে অথবা সকল পুত্রে সাধারণ শ্রমে ধন উপার্জ্জন করিলে জননী তাহার অংশভাগিনী নহেন—কিন্তু সে ধন যদি পিতৃধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইয়া থাকে তবে বিভাগে জননী ঐ প্রবৃদ্ধ ধনভাগিনী। —কন্. হি. ল. পৃ. ৫১।

† শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে গুরুপ্রসাদ বসুর নকদ্দমাতে আদালত আরো অনুসন্ধান করিয়া অত্যুত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন।—অবশেষে আমাদের হৃদ্‌বোধ হইয়াছে যে পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইলে খণ্ডমণি যেমত ভাগ ভাগিনী হইতেন পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও সেইরূপ অংশভাগিনী। কন্. হি. ল. পৃ. ২২।

আনন্দের যদি এক স্ত্রীর গর্ভজ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দামোদর (নামক) তিন পুত্র থাকে, এবং আনন্দ যদি বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র নামক পুত্রকে এবং ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ নামক পৌত্রদিগকে অর্থাৎ দামোদরের পুত্রদিগকে, এবং নিজ পত্নী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতাকে রাখিয়া মরিয়া থাকে, তাহাতে বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে বিভাগে—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতা (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) তদ্বিষয়ের সিকি ভাগ লইবেন অথবা সেই পরিমিত লইবেন যাহা (দামোদরের পুত্র) ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ আপনাদের মধ্যে যৌতরূপে লইবে। যদি ঐ পত্নীর দুই পুত্র মরিত, এবং জীবিত পুত্রের ও মৃত দুই পুত্রের পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইত তথাপি ঐ রীতিতে কার্য্য হইত;—যথা চন্দ্র ও দামোদর যদি মরিয়া থাকে তবে এমত অবস্থাতেও ঐ পত্নী আনন্দের বিষয়ের চারি ভাগের ভাগ লইবেন—অর্থাৎ তিনি এক ভাগ লইবেন, তাঁহার জীবিত পুত্র বৈকুণ্ঠ এক ভাগ লইবে, চন্দ্রের পুত্রেরা একত্র এক ভাগ লইবে, এবং দামোদরের পুত্রেরা আপনাদের মধ্যে এক ভাগ লইবে।—কন্. হি. ল. পৃ. ••।

ব্যবস্থা। ২৯৭ যদি এক ভ্রাতা কিম্বা কোন ভ্রাতার উত্তরাধিকারী স্থাবর বা অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ লয় তবে তাহাতে মাতাও ঐরূপ ধনে অংশ পাইতে অধিকারিণী* ।

২৯৭ যদ্যেকো ভ্রাতা ভ্রাতৃদায়াদো বা স্থাবরাস্থাবরৈকতর ধনে স্বাংশমাদদীত তদা জনন্যপি তাদৃশ ধনাংশাধিকারিণী* ।

ইহা বিলক্ষণ রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে ঐ বিধবার পুত্রেরা, কিম্বা পৌত্রেরা অথবা পুত্রেরা ও পৌত্রেরা বিষয় ভাগ করিলে তিনি এক অংশ পাইতে অধিকারিণী।—এবং যেহেতু ঐ বিভাগে আরো দূর কোন সন্তান অংশী থাকিলেও উক্ত বিধবা কোন ক্রমে অনধিকারিণী হয় না, অতএব আমি বোধ করি যদি এমত ঘটে যে তাদৃশ ব্যক্তি ঐ বিভাগকারিদের মধ্যে এক জন হয় তথাপি ঐ বিধবার অংশ প্রাপ্তি কারণাধীন ও ন্যায্য। সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা পৃ ৩০।

যদি আনন্দ এক বিধবাকে ও তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দামোদরকে রাখিয়া মরে, এবং এই পুত্রেরা পিতার মরণকালে বিদ্যমান থাকে, পরে যদি ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দ নামক তিন পুত্র রাখিয়া বৈকুণ্ঠ মরে, এবং হরি, ঈশ্বর, কমল ও লক্ষ্মণ নামক চারি পুত্র রাখিয়া চন্দ্র মরে, ও মদন ও নন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া লক্ষ্মণ মরে, তৎপরে যদি ঐ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ আনন্দের জীবিত পুত্র দামোদর, বৈকুণ্ঠের পুত্র ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ; চন্দ্রের পুত্র হর ঈশ্বর ও কমল; ও লক্ষ্মণের পুত্র মদন ও নন্দ এই সকলের মধ্যে বিভাগ হয়, তবে আনন্দের বিষয় প্রথমতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইবে—তন্মধ্যে তাহার পত্নী এক ভাগ লইবে, বৈকুণ্ঠের পুত্র—ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ এক ভাগ লইবে, ও চন্দ্রের সন্ততিরা—অর্থাৎ পুত্রেরা ও পৌত্রেরা এক ভাগ লইবে; অথবা যদি এই সকল ব্যক্তি পরস্পর পৃথক্ হয়, তবে আনন্দের বিষয় আটচল্লিশ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার পত্নী বার ভাগ লইবে, দামোদর বার ভাগ লইবে; ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দ প্রত্যেকে চারি ভাগ পাইবে; হর, ঈশ্বর ও কমল প্রত্যেকে তিন ভাগ পাইবে, মদন ও নন্দ প্রত্যেকে দেড় ভাগ অথবা দুই জনে তিন ভাগ পাইবে। কন্. হি. ল. ৪০।

আমরা দেখিয়াছি শেষোক্ত অবস্থাতে প্রথম বিভাগে আনন্দের পত্নী ঐ বিষয়ের চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইবে; তাহার জীবিত পুত্র দামোদর চারিভাগের ভাগ পাইতে অধিকারী হইবে; বৈকুণ্ঠের পুত্রেরা চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারি হইবে; এবং চন্দ্রের সন্ততিরা চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারি হইবে। এক্ষণে অনুভব করা যাউক যে যৎকালে বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও লক্ষ্মণের পুত্রেরা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করে তৎকালে বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও লক্ষ্মণের পত্নীরা জীবিত ছিল, তাহাতে ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দের অংশ চারিভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে; হর, ঈশ্বর ও কমলের অংশ চারিভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে চন্দ্রের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং হর, ঈশ্বর ও কমল প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে। মদন ও নন্দের অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে লক্ষ্মণের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং মদন ও নন্দ প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে। কিন্তু প্রথম বিভাগে কেবল আনন্দের পত্নীই এক অংশে অধিকারিণী হইবে। যে পর্য্যন্ত আর আর বিধবাদের পুত্রেরা ভাগ না করে সে পর্য্যন্ত ঐ বিধবাদের দাওয়া জন্মিবে না।—কন্. হি. ল. পৃ. ৪০।

* যদি অবিভক্ত ভ্রাতাদের স্থাবর অস্থাবর উভয় রূপ বিষয় থাকে, এবং তন্মধ্যে এক ভ্রাতা যদি অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, এবং স্থাবর ধন ভ্রাতাদের

ব্যবস্থা। ২৯৮ বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন তাহা যাবজ্জীবন উপভোগের নিমিত্তে মাত্র,—ঐ ধনের উপর মাতার যে ক্ষমতা সে পতিসংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্নীর ন্যায়* ।

২৯৮ বিভাগে মাতা যমংশং প্রাপ্নোতি স আমরণাদুপভোগার্থমেব,—তাদৃশ ধনে তস্যা অধিকারঃ পতিসংক্রান্ত ধনে পত্ন্যধিকারবৎ * ।

ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি—বনাম—গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি।

নজীর

১৮৩ ও ২৯৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমায় কৃত ডিক্রীতে আদেশ হয় যে উইলকারি গোবিন্দচন্দ্র কারফরমার উইলের যে ভাগে তাহার বিমাতা গৌরমণি দাসীর সম্বন্ধে দান লিখা আছে তদ্ব্যতীত ঐ উইল সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য ; অনন্তর আদেশ হয় যে প্রতিবাদিরা অর্থাৎ গোকুলচন্দ্রের প্রথম পত্নী রাসমণির গর্ভজ গোবিন্দচাঁদ, নির্ম্মলচাঁদ ও কানাইচাঁদ এবং ঐ গোকুলচন্দ্রের দ্বিতীয়া

সহিত সাধারণে ভোগ করিতে থাকে ; তবে তাহাতে অস্থাবর ধনের অংশ পৃথক্ করিয়া লইতে মাতাকে অধিকার জন্মিবে। কন্. হি. ল. পৃ. ৪৬।

* ২৪ হইতে ৫০ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ক টীকা ও নজীর সকল দ্রষ্টব্য।

আমার বিবেচনায় ইহা এক্ষণে শাস্ত্র বলিয়া লিখা যাইতে পারে যে বিভাগে মাতা যে অংশ পায়েন তাহা যাবজ্জীবন ভোগের নিমিত্তই পায়েন, এবং এমত বিষয়ের উপর তাঁহার যে ক্ষমতা তাহা পতির বিষয়ে অধিকারিণী পত্নীর ন্যায়। ইহা কথিত হইয়াছে বটে যে বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্তা হয়েন তাহা পতির মরণে পত্নীর অধিকৃত (সংক্রান্ত) ধনের ন্যায় না হইয়া বরং তাহা দানের ন্যায় গণ্য। (কিন্তু) যদি সকল পুত্রে বিভাগ করিতে সম্মত হয় তবে তাহা (একপ্রকার) দানের ন্যায় বলা যাইতে পারে, কেননা তাহারা সকলেই ঐ কার্য্যে সম্মতি দেয় যদ্দ্বারা তাহাদের মাতা বিষয়ের এক অংশে অধিকারিণী হয়েন—পরন্তু যদি দশ পুত্র থাকে তন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তির চেষ্টায় বিষয় বিভাগ হইতে পারে, এবং যদিও অন্য নয় জনে অবিভক্ত রূপে বাস করিতে থাকে ও যদিও দশম তাহাদের অমতে তাহাদের হইতে পৃথক্ হয় তথাপি সে পৃথক হওয়াতেই বিষয়ের একাদশ ভাগের ভাগ পাইতে মাতার অধিকার জন্মিবে। এমত অবস্থায় মাতা যাহা প্রাপ্তা হয়েন তাহা প্রায় দান বলা যাইতে পারে না—যেহেতু (তখন) তাহা পুত্রদের হইতে দান প্রাপ্তি হইল না কেননা তাহাদের দশের মধ্যে নয় জন তাঁহাকে ঐ বিষয় না দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল যাহা তিনি এক পুত্রের সহকারিত্বে অন্য পুত্রগণ হইতে বলে লইতে সক্ষম হইলেন ; কিন্তু যেহেতু যাহা কেন হউক না এবিষয়ে যে শাস্ত্র তাহা নির্ব্বিবাদ। যদিও অধিকসংখ্যক পুত্র বিভাগ করিতে সম্মত হয় তথাপি বিভাগ হইলে মাতার অধিকার আছে। মাতা বিভাগে যে বিষয় পায়েন ও পতির মরণে পত্নী যে বিষয় প্রাপ্তা হয় এই দুয়ের মধ্যে সুপ্রীমকোর্ট এপর্য্যন্ত কোন প্রভেদ করেন নাই। কন. হি. ল. পৃ. ৪৩, ৪৪।

স্ত্রী রাধামণির গর্ভজ দুই পুত্র দয়ালচাঁদ ও (তদানীং মৃত) শরৎচাঁদ আর বাদিরা অর্থাৎ গোকুলচন্দ্রের তৃতীয়া পত্নী প্রতিবাদিনী নারায়ণীর গর্ভজ ঈশ্বরচন্দ্র ও (তদানীং মৃত) সুরত—গোকুলচন্দ্রের নিধন কালে জীবিত থাকাতে—গোকুলচন্দ্র মরণ কালীন যে স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে দখলিকার ছিলেন তাহাতে এই সাত পুত্র অধিকারি, এবং সাত পুত্রেরই (পরস্পর) সমান ভাগ প্রাপ্য। তদনন্তর ঐ ডিক্রীতে আদেশ হয় যে শরৎচাঁদের পত্নী অথচ উত্তরাধিকারিণী প্রতিবাদিনী রমণী নিজ পতির অংশের অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী * ও স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; আর বাদিনী নারায়ণী সুরতের জননী ও উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার অংশে উক্ত রূপে অধিকারিণী; ও গোবিন্দচাঁদ নির্ম্মলচাঁদ ও কানাইচাঁদের জননী রাসমণি তৎপুত্রেরা যে সাত ভাগের তিন ভাগ পাইয়াছে তাহরাই চারি আনা রকমের অস্থাবরে নির্ব্যূঢ স্বত্ববতী * ও স্থাবরে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী *; আর দয়ালচাঁদ ও শরৎচাঁদের জননী রাসমণি তৎপুত্রেরা বিষয়ের সাত ভাগের যে দুই ভাগ পাইয়াছে তাহার তিন অংশের এক অংশ পাইতে উক্তরূপে অধিকারিণী।

দৃষ্ট হইবে যে গোকুলচন্দ্রের তিন পুত্রের জননী রাসমণি ও দুই পুত্রের জননী রাধামণি বিভাগে ভাগাধিকারিণী হইল, অর্থাৎ—প্রথমা নিজ তিন পুত্রের সহিত বিভাগে ভাগাধিকারিণী, দ্বিতীয়া এক পুত্র ও (মৃত) অন্য পুত্রের পত্নীর সহিত বিভাগে ভাগাধিকারিণী হইল; এবং শরত্‌চাঁদের পত্নী রমণী ও সুরতের জননী নারায়ণী (ক্রমে) নিজ পতির ও পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে বিষয়াধিকারিণী হইল; জননী ও পত্নী এই রূপে বিষয়াধিকারিণী হইলে আদেশ হয় যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছে তাহাতে তাহাদের উভয়েরই একরূপ ক্ষমতা অর্থাৎ অস্থাবরে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবরে যাবজ্জীন উপভোগাধিকারিণী †। সু. কো.। কল্‌. হি. ল. প্‌. ৭৪ ও ৭৫।

* অস্থাবর বিষয়েতেও যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী—যেহেতু শাস্ত্রে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে প্রভেদ নাই। দ্রষ্টব্য—পৃ. ১০০।

† উক্ত ডিক্রীর যে অংশে জননীর অধিকার আদিষ্ট হইয়াছে তাহা অবশ্যই বোধ করিতে হইবে যে তৎপুত্রগণের মধ্যে বিভাগ কালে প্রাপ্য। রাধামণি দয়ালচাঁদের ও শরতচাঁদের জননী ছিলেন. শরতচাঁদ মরাতে তাহার পত্নী রমণী তদ্‌যোগ্যাংশে অধিকারিণী ইহা উক্ত হয়—অনন্তর দয়ালচাঁদ ও রমণীর মধ্যে বিভাগে শরতচাঁদের জননী রাধামণি এক অংশ পাইতে অধিকারিণী [illegible] এই ডিক্রীর এই পর্য্যন্ত (আর) সকল নিষ্পত্তি পত্রের সহিত ঐক্য হয়, কিন্তু ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আত্মারাম ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রীমতী জয়মণি দাসী প্রভৃতির মকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার সহিত এই ডিক্রী এক বিষয়ে মিলে না। ঐ মকদ্দমাতে করুণাময়ী দাসী পৌত্রের দায়াদা বলিয়া তাহার অংশ পাইতে এবং পৌত্রের দায়াদ রূপে এজমালিতে বিভক্ত বিষয়ের (আংশিক) মালিক হইয়াও বিভাগকালে জননী বলিয়া আর এক অংশ পাইতে অধিকারিণী ইহা কথিত হয়। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে নারায়ণীর দুই রূপ দাওয়ার প্রতি

জয়মণি দাসী ও দাসী দাসী—বনাম—আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ।

নজীর
২৮৩, ২৯৫ ও ২৯৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কৃষ্ণমোহন ঘোষ দুই পত্নী রাখিয়া অর্থাৎ করুণাময়ী দাসী ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসীকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণমোহনের ঔরসে করুণাময়ীর গর্ভজাত গঙ্গাচরণ ঘোষ বদনচাঁদ ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ নামক তিন পুত্র থাকে এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভজাত আত্মারাম ঘোষ নামক এক পুত্র থাকে। গঙ্গাচরণ দুই বিবাহ করে, প্রথমা—জয়া দাসী যে শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নামক এক পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্তা হয়, গঙ্গাচরণের দ্বিতীয়া স্ত্রী বাদিনী জয়মণি দাসী—জয়মণির এক কন্যা ছিল কিন্তু সে তদনন্তর কালপ্রাপ্তা হইয়াছে, দাসী দাসী নাম্নী এক পত্নীকে অর্থাৎ বাদিনীকে রাখিয়া বদনচাঁদ কাল প্রাপ্ত হয়, তাহার গর্ভে বদনচাঁদের এক কন্যা হইয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণমোহনের করুণাময়ীর গর্ভজাত অন্য পুত্র কালাচাঁদ, এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভজাত এক মাত্র পুত্র—আত্মারাম, এই দুই জন প্রতিবাদি।

প্রথমতঃ হুকুম হয় যে কৃষ্ণমোহনের ওয়ারিস্ সূত্রে অন্য দাওয়াদার ব্যক্তিদের ও আত্মারামের মধ্যে বিষয়ের হিসাব ও অংশ হয়—যেহেতু আত্মারাম কৃষ্ণমোহনের চারি পুত্রের মধ্যে এক পুত্র বলিয়া ঐ বিষয়ের

আদালতের উপেক্ষা হইয়া থাকিবেক। নারায়ণী ঈশ্বরচন্দ্রের ও সুরতের মাতা ছিলেন; সুরতের মৃত্যু হওয়াতে নারায়ণী তাহার উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার অংশাধিকারিণী ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এতাবতা যদি ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ডিক্রী যথার্থ হয় তবে নারায়ণী যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতে অধিক পাইতে অধিকারিণী। আত্মারাম প্রভৃতির বিরুদ্ধে জয়মণি প্রভৃতির মকদ্দমাতে যেরূপ ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে তদনুসারে নারায়ণীকে সুরতের দায়াদা বলিয়া তাহার অংশ লওয়া উচিত ছিল, অনন্তর ঈশ্বরচন্দ্র ও সুরতের জননী বলিয়া বিভাগ কালে অংশ লওয়া উচিত ছিল। আত্মারামের বিরুদ্ধে জয়মণির মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা স্পষ্ট মত দিয়াছিলেন যে পৌত্রের দায়াদারূপে করুণাময়ী বিষয়াংশ লইতে অধিকারিণী ছিলেন এবং তদবস্থায় তাঁহার ও তৎপুত্রের ও পুত্রবধূর মধ্যে বিভাগকালে জননী বলিয়া বিষয়ের সিকি অংশ পাইতে অধিকারিণী হইয়াছিলেন; তিনি তৎপুত্র ও তাঁহার মৃত পুত্রের পত্নী প্রত্যেকে তিন ভাগের ভাগ লইলেন, এবং বিভাগে তিনি সমুদায় বিষয়ের সিকি অংশ লইলেন। উক্ত মকদ্দমাতে পণ্ডিতেরা যে মত দেন বোধ হইতেছে তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরে অনুসন্ধানে আমার হৃদবোধ হইয়াছে যে ঐ মত যথাশাস্ত্র বটে, উক্ত ব্যবস্থানুসারে বারো ভাগের মধ্যে আট ভাগ নারায়ণীর পাওয়া উচিত ছিল। প্রথমতঃ বিভাগে তাঁহার ছয় ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধেক পাওয়া উচিতছিল: অনন্তর জননী বলিয়া তিন ভাগের ভাগ অর্থাৎ সমুদায় বারো ভাগের চারি ভাগ পাওয়া তাঁহার উচিত ছিল, এই চারি ভাগ পূরণ নিমিত্ত তাঁহার নিজ অংশ হইতে দুই ভাগ দাতব্য ছিল, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের অংশ হইতে দুই ভাগ প্রাপ্য ছিল। এই দুই ভাগ পাইলে তিনি পূর্ব্বে যে ছয় ভাগ পাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহাতে আর দুই ভাগ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার আট ভাগ পাওয়া হউক, এবং ঈশ্বর চন্দ্রের চারি ভাগ থাকিত। সর ফ্রানসিস্ মেকনাটন সাহেবর বিবেচনা। পৃ. ৭৬ ও ৭৭।

চারি অংশের এক অংশে অধিকারী। আত্মারাম কৃষ্ণমোহনের বিষয়ের চারি অংশের এক অংশে পৃথক্‌রূপে অধিকারী হওয়াতে ইহা বুঝাগিয়াছিল যে তাহার জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজ একক পুত্রের ও তদ্ বৈমাত্রেয় তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভাগে বিষয়ের পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়। পরন্তু তিনি আপন অন্নাচ্ছাদন তাঁহার (অর্থাৎ নিজ পুত্রের) স্থানে পাইতে আশা রাখিবেন।

গঙ্গাচরণের ও জয়া দাসীর পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে মরিলে বোধ হইতেছে ইহা স্বীকৃত হইত যে (জয়দাসী নিজ পতির পূর্ব্বে মরাতে) গঙ্গাচরণের মৃত্যুকালীন জীবিত তাহার (অন্যা) স্ত্রী জয়মণি তদ্বিষয়ের অধিকারিণী হইত, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে বাঁচিয়া থাকাতে স্থির হইল যে তৎপিতার অংশ তাহাকেই অর্শে এবং জয়মণি (তৎপিতার পত্নী হইয়াও শম্ভুর জননী না হওয়াতে) তাহার অর্থাৎ শম্ভুর বিষয় লইতে পারে না, কিন্তু তাহার পিতার মাতা (করুণাময়ী) তাহার দায়াদা; আরো আদেশ হইল যে (বদনচাঁদ পুত্র না রাখিয়া যাওয়াতে) তাহার পত্নী দাসী দাসী তাহার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া তদ্বিষয়ের অধিকারিণী, এবং তাহার স্বত্বে কৃষ্ণমোহনের বিষয়ের চারি অংশের এক অংশে অধিকারিণী; এতাবতা আদেশ হইল যে কৃষ্ণমোহনের বিষয় সমান চারিভাগে বিভক্ত হয়, ও কৃষ্ণমোহনের লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত আত্মারাম নামক একক পুত্র ঐ চারি ভাগের এক ভাগ পৃথক্ রূপে লয়, অন্য তিন ভাগ সম্বন্ধে আদেশ হইল যে করুণাময়ী নিজ পৌত্র শম্ভুচন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে এক ভাগ লয়, ও দাসী দাসী নিজ পতি বদনচাঁদের উত্তরাধিকারিণী রূপে এক ভাগ লয়, ও আর কালাচাঁদ কৃষ্ণমোহনের শেষ বিদ্যমান পুত্র বলিয়া এক ভাগ লয়। এইরূপ বিভাগ হইলে আরো আদেশ হইল যে উক্ত রূপে বিভক্ত তিন ভাগের সিকি অংশ পাইতে করুণাময়ী অধিকারিণী, তিনি বিভাগে যে তিন ভাগের ভাগ পাইয়াছেন তাহা হইতে ঐ সিকি অংশ পূরণ হইবে। অনন্তর এইরূপ দাঁড়াইল যে শম্ভুচন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী করুণাময়ী আর বদনচাঁদের উত্তরাধিকারিণী দাসী দাসী ও কৃষ্ণমোহনের বিদ্যমান পুত্র কালাচাঁদের মধ্যে বিভাগ উপস্থিত হইলে শম্ভুচন্দ্রের পিতার ও দাসী দাসীর স্বামির আর কালাচাঁদের জননী বলিয়া করুণাময়ী ঐ অংশিদের তুল্য অংশে অধিকারিণী। অতএব উপরিউক্ত তিন অংশ পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া চারি অংশে বিভাজ্য তন্মধ্যে জননী বলিয়া করুণাময়ীর এক অংশ প্রাপ্য—এবং পৌত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঐ করুণাময়ীর আর এক অংশ প্রাপ্য; নিজ পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে দাসী দাসীর এক অংশ প্রাপ্য; এবং নিজ স্বত্বে কালাচাঁদের এক অংশ প্রাপ্য।

নিজ পতির বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে জয়মণির অধিকার আছে এবং করুণাময়ীর স্থানে তাহা পাইবার নিমিত্তে তিনি চেষ্টা করিতে পারেন। সু. কো.। কল্‌. ছি. ল. পৃ. ৬৪—৬৮।

গুরুপ্রসাদ বসু—বনাম—শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

নজীর
২৮৩ ও ২১৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমাতে কোন স্ত্রীলোকের নিজ পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে অংশ পাইতে অধিকার আছে কি না এই বিষয়ের বিতর্ক হয়। উক্ত বিষয়ক মকদ্দমার অবস্থা সংক্ষেপতঃ এই যে কৃষ্ণরাম বসু দুই পুত্র রাখিয়া অর্থাৎ বাদি গুরুপ্রসাদকে ও মদনগোপালকে রাখিয়া মরেন। মদনগোপাল এই নালিশি আরজি দাখিল হওনের পূর্ব্বে ছয় পুত্র রাখিয়া মরেন। কৃষ্ণরাম খঞ্জনী দাসী নামা এক পত্নী রাখিয়া মরেন, এই খঞ্জনী গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের জননী। গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের পুত্রদের মধ্যে (অর্থাৎ খঞ্জনীর পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে) বিভাগ প্রার্থিত হইলে উক্ত তকরার উপস্থিত হয়। সকল পণ্ডিতেই স্বীকার করিলেন যে নিজ পুত্র গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের মধ্যে বিভাগ হইলে খঞ্জনী কৃষ্ণরামের (অর্থাৎ নিজপতির বিষয়ের) তিন অংশের এক অংশে অধিকারিণী। বর্ত্তমান মকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিতে উক্তি করিলেন যে মদনগোপালের মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত বিভাগ না হওয়াতে খঞ্জনী কোন অংশে অধিকারিণী নয়, আর আর পণ্ডিতে উক্তি করিলেন যে মদনগোপালের জীবদ্দশায় খঞ্জনীর দুই পুত্রের মধ্যে বিভাগ হইলে খঞ্জনীর যেরূপ অধিকার জন্মিত তৎপুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও তাঁহার সেইরূপ অধিকার। আরো অনুসন্ধানে এ বিষয় আদালতের অত্যুত্তম রূপে জানা হইল। অবশেষে আমাদিগের হৃদ্বোধ হইল যে পুত্রদের বা পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে খঞ্জনী যেমত অংশ পাইতে অধিকারিণী হইতেন পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও সেইরূপ*। সু. কো.। কল্. হি. ল. পৃ. ২৯।

---

* উক্ত সময়াবধি সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতদিগের সহিত আমার ব্যবস্থার কথোপকথন হয় এই বিষয়ে যে কোন স্ত্রী লোকের প্রপৌত্র বিভাগ-কারিদের মধ্যে এক জন হইলে ঐ বিভাগে ঐ স্ত্রীলোকের অংশ পাইতে অধিকার থাকিবে কি না। তাহাতে তাঁহারা বরাবর একরূপ কহিয়াছেন যে—এবিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই। কিন্তু হেতু ও যুক্তি বলে তাঁহার অংশ পাওয়া উচিত, এবং যদি এমত তকরার উপস্থিত হয় তবে আমরা বিবেচনা করি এই নিষ্পত্তি হইবে যে ঐ স্ত্রীলোকের এক অংশ প্রাপ্য। তথাচ বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোককে অংশ পাইতে হইলে যে কয়েক জনের মধ্যে বিভাগ হয় তাহাদের মধ্যে এক জন প্রপৌত্র হইতে নিকট সম্পর্কীয় হওয়া চাই কেননা বিভাগকারি ব্যক্তিরা যদি সকলেই প্রপৌত্রবৎ দূর সম্পর্কীয় হয় তবে বিবেচনা হয় না যে ঐ স্ত্রীলোকের দাওয়া কোন ক্রমেই বজায় থাকিতে পারে। পণ্ডিতদের মত এই যে, ঐ স্ত্রীলোকের কোন পুত্র যদি বিভাগকারিদের এক জন হয় তবে পুত্রতুল্যাংশ তাহার প্রাপ্য, যদি তাহার পুত্রেরা সকলেই মরিয়া থাকে ও কোন পৌত্র বিভাগকারিদের এক জন হয় তবে পৌত্র তুল্যাংশ তাহার প্রাপ্য। এই মত বিভাগ বিধানের অনুমত;—কেননা কোন স্ত্রীলোকের পুত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বিভাগে তিনি অবশ্যই পুত্রতুল্যাংশে অধিকারিণী হয়েন।

প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও শঙ্করী দাসী—বনাম—মতিসুন্দরী দাসী। সু. কো. ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪১ সাল। ফুলটনের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ৩৮৯।

শিবচন্দ্র বসু বনাম—গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি।

নজীর
২৮৩, ২৯৩ ও ২৯৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

কৃষ্ণরাম বসু (যিনি এক্ষণে লোকান্তর গত হইয়াছেন) মদনগোপাল বসুর ও গুরুপ্রসাদের পিতা ছিলেন।—মদনগোপাল বসু নিজ পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে ছয় পুত্রকে অর্থাৎ বাদি শিবচন্দ্রকে এবং ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীন চন্দ্র এই পাঁচ প্রতিবাদিকে রাখিয়া মরে। মদনগোপালের এক স্ত্রী শশিমুখী কেবল এক পুত্রকে অর্থাৎ বাদি শিবচন্দ্রকে রাখিয়া লোকান্তর গতা-হয়। মদনগোপালের দুই স্ত্রী -অর্থাৎ অবীরা মাধবী এবং ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীনচন্দ্র এই পাঁচ প্রতিবাদির জননী আনন্দময়ী বিদ্যমানা ছিলেন। এই দুই বিধবা এই মকদ্দমাতে প্রতিবাদিনী। এবং অন্য পক্ষ (প্রতিবাদিনী) খঞ্জনী; ইনি কৃষ্ণরামের পত্নী, এবং তাঁহার দুই পুত্র মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদের জননী।

১৮১৩ সালের ৭ আগস্ট তারিখে আদালত ডিক্রী করিয়া আদেশ করেন যে কৃষ্ণরামের পত্নী খঞ্জনী ঐ বিষয়ের তিন অংশের এক অংশে অধিকারিণী এবং ঐ অংশের অস্থাবর ভাগে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবরভাগে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী। প্রতিবাদী গুরুপ্রসাদ বিষয়ের এক তেহাইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভোগাধিকারী। অন্য তেহাইতে মদনগোপালের উত্তরাধিকারিরা অধিকারি ইহাতে মাষ্টরের উপর আদেশ হইল যে তিনি অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন যে অবীরা মাধবীর উপযুক্ত যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদনের খাতিরজমার নিমিত্তে কত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে উপযুক্ত হয়। অনন্তর আদেশ হয় যে শেষোক্ত এক তেহাইর ছয় ভাগের ভাগ পাইতে শিবচন্দ্র অধিকারী—আর বক্রী পাঁচ ভাগ ছয় ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীনচন্দ্র প্রত্যেকে এক ভাগ লয়, ও তাহাদের জননী আনন্দময়ী এক অংশ লয়েন ঐ অংশের স্থাবর ভাগে তিনি যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী ও অস্থাবর ভাগে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। তদনন্তর তজবিজ সানিরূপে এক আর্জি দাখিল

ইহা বিলক্ষণ রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে কোন স্ত্রীলোকের পুত্রেরা (কিম্বা) পৌত্রেরা অথবা পুত্রেরা ও পৌত্রেরা বিষয় বিভাগ করিলে তিনি অংশ পাইতে অধিকারিণী, এবং যেহেতু আরো দূর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি বিভাগকারিদিগের মধ্যে এক জন হইলে ঐ স্ত্রীলোক নিরাশ হইতে পারেন এমত কিছু দেখা যায় না, অতএব আমি বোধ করি যে তাদৃশ দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি ঘটিলেও ঐ স্ত্রীলোকের নিজ অংশ পাওয়া ন্যায্য ও কারণাধীন। সর ফ্রানসিস মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা—পৃ. ৩০।

হইলে হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমাতে যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ এ মকদ্দমাতেও আদালত ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্টের হওয়া ডিক্রী পরিবর্ত্তন করিলেন এবং তাহাতে লিখিত—'খঞ্জনী দাসী অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী'—এই আদেশের পরিবর্ত্তে আদেশ করিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের এক তেহাইতে তিনি অধিকারিণী*। সু. কো.। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৯—৭২।

নজীর
২৯৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমায় এবং শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে গুরুপ্রসাদ বসুর মকদ্দমায় এই (সুপ্রীম) কোর্টকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল যে অস্থাবর বিষয়ে পত্নী ও মাতার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না। এই দুই মকদ্দমাতে তাদৃশ স্বত্ব থাকা উক্তিতে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা সংশোধনে ঐ কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। জজেরা বিনা দ্বিধায় রায় দিলেন, এবং তাহাতে কৌন্সলী প্রভৃতি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন যে পতির স্বত্বাধিকারিণী পত্নী ও পুত্রকৃত বিভাগে অংশহারিণী জননী অস্থাবর বিষয়ে কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী বই নয়†। দ্রষ্টব্য—কন্. হি. ল. পৃ. ৪৪ ও ৪৫।

---

* এই উপলক্ষে আদালতের পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিলেন যে—মাতা বিভাগে যে ধন প্রাপ্তা হয়েন ও পত্নী স্বামির উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন প্রাপ্তা হয়েন তাহাতে তাঁহাদের একই রূপ অধিকার। ফলতঃ (তদুভয়ের) অধিকারের সীমা বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, এবং আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রভেদের কোন কারণ পাওয়া যাইতে পারে।

সুপ্রিমকোর্ট সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়াছেন যে মাতা বিভাগে ধন প্রাপ্তা হইলে এবং পত্নী উত্তরাধিকারিণী রূপে বিষয় পাইলে তাহাতে তাঁহাদের একইরূপ অধিকার; খেদের বিষয় এই যে দুই মকদ্দমার ডিক্রীতে এ বিষয়ে আদালতের যে চূড়ান্ত মত তাহা আদালত লিখেন নাই অর্থাৎ আদালত এমত প্রকাশ করেন নাই যে পত্নী ও মাতা যে বিষয় প্রাপ্তা হয়েন তাহা অস্থাবর হউক বা স্থাবর তাহাতে তাঁহারা যাবজ্জীবন উপভোগে মাত্রে অধিকারিণী। নিশ্চয় হইয়াছে যে যেসকল ডিক্রীতে অস্থাবর ধনে উক্তরূপ ব্যক্তিদিগকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী বলা হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। (উক্ত বিষয়ে) জজদিগের মত জানা হইয়াছে এবং প্রকাশও পাইয়াছে, এবং যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে এমত প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা মাতার কিম্বা পত্নীর অধিকৃত ধনের স্থাবর অস্থাবর ভাগের মধ্যে বিশেষ করা যাইতে পারে, অতএব আমি বোধ করি এই বিবেচনা করাই উপযুক্ত যে শাস্ত্রে যে বিধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তদনুসারে চলাই শ্রেয়ঃ, এবং ভবিষ্যতে এই বিচার হওয়া উচিত যে কি পতিসংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্নী কি বিভাগে অংশভাগিনী জননী কেহই অস্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগিনী হওয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পাইবেন না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্যয়ের ক্ষমতা বিশেষরূপে দেওয়া যাইতে পারে। সর ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৭৩ ও ৭৪।

† স্থাবর বিষয়েতেও ঐরূপ অধিকার যেহেতু শাস্ত্রে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে প্রভেদ করেন নাই। (দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৩৬)। আমি এমত প্রমাণ বাহির করিতে পারিলাম না (এবং

পিতামহী অংশভাগিনী

ব্যবস্থা। ২৯৬ পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহীও পৌত্রতুল্যাংশ ভাগিনী*।

প্রমাণ। পিতার অপুত্রা পত্নীরা সমাংশভাগিনী। এবং সকল পিতামহীরা মাতৃতুল্যা কথিতা* ॥ ব্যাস।

মাতৃতুল্যা কথিতা হওয়াতে—যেমত ভর্ত্তার ধন নিজ পুত্রকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে মাতা পুত্রতুল্যাংশভাগিনী তেমতি পিতামহের ধন পৌত্রগণকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে পিতামহীও পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী*।

বিবেচনা। ।০ এস্থলেও পিতামহীর সপত্নীদের অংশ নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে তাঁহারা প্রতিপালনীয়া, যেহেতু পিতামহী পদও পিতৃ জননী মাত্রের বোধক—এই সম্প্রদায় মত। কিন্তু বস্তুতঃ 'সকল পিতামহীরাও মাতৃতুল্যা কথিতা'—ইহাতে সকল শব্দ ব্যবহার হেতু ও বহুবচন হেতু পিতামহীর সপত্নীরাও তদংশভাগিনী, এই ন্যায্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯।

২৯৬ পিতামহ ধনে পৌত্রৈর্বিভজ্যমানে পিতামহ্যপি পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী*।

অসুতাস্তু পিতুঃপত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পিতামহ্যশ্চ সার্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ*। ব্যাসঃ।

মাতৃতুল্যা ইত্যনেন যথা স্বপুত্রকৃত স্বভর্তৃধনবিভাগে মাতুঃ পুত্রতুল্যাংশিত্বং তথা পিতামহধনে পৌত্রৈর্বিভজ্যমানে পিতামহ্যা অপি পৌত্রতুল্যাংশিত্বমিতি*।

।০ অত্রাপি পিতামহীসপত্নীনাং নাংশিত্বং কিন্তু ভর্ত্তব্যত্বমাত্রং পূর্ব্বোক্ত ন্যায়েন পিতামহী পদস্যাপি পিতৃজননীমাত্র বাচকত্বাদিতি সম্প্রদায়ঃ। বস্তুতস্তু—পিতামহ্যশ্চ সর্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ইত্যত্র সর্ব্বাপদোপাদানাৎ বহুবচনাচ্চ পিতামহীসপত্নীনামপি তত্রাংশিত্বমিতি যুক্তং†। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯।

আমার বিশ্বাস হইতেছে যে এমত প্রমাণ নাই) যদ্দ্বারা পতির মরণে পত্নী ধনাধিকারিণী হইলে অথবা নিজ সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগে কোন স্ত্রীলোক ধন প্রাপ্তা হইলে তদ্ধনের স্থাবরাস্থাবর ভাগের মধ্যে বিশেষ কোন রূপে বজায় থাকিতে পারে, এবং এমত প্রমাণ থাকা আমার বিশ্বাস হয় না যদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীলোকে ধন প্রাপ্তা হইলে সে কি স্থাবরে কি অস্থাবরে যাবজ্জীবন উপভোগ করণাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখে। কল্. হি. ল. পৃ. ৩২।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮ ও ৪৯। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮৭। বি. দা. ভা. দ্বী. বৃ. ২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩৪। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ, ২৭।

† প্রাগুক্ত যুক্তিতে কেহ কেহ কহেন এস্থলে পিতামহীপদে পিতার জননীমাত্র

† অত্র পিতামহীপদং পিতৃজননীমাত্র পরং প্রাগুক্তযুক্তেরিতি কেচিৎ। অপরেন্তু

৶০ পৈতামহ ধন বিভাগ করণে পিতামহীদের অংশ প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, সে স্থলে অপুত্রা পিতামহীদিগকে ভাগ দাতব্য, এই নব্য মত। বি. দা. ভা. দ্বী, র. ২।

৶০ পিতামহ ধন বিভাগ করণে পিতামহীনাং ভাগভাগিত্বোক্তেঃ, তত্রাপুত্রা পিতামহীভ্যোঽপি ভাগোদেয় ইতি নব্যানাং মতং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

ব্যবস্থা। ২৯৭ পিতামহী কোন মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারিণী হইলে তৎসরূপে তদ্যোগ্যাংশ পাইবেন অথচ বিভাগে পিতামহী বলিয়া নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন*।

২৯৭ পিতামহী যদ্যেকস্য পৌত্রস্য দায়াদা তদা বিভাগে তদ্যোগ্যাংশহারিণী, পিতামহীত্বেনাপরাংশ ভাগিনীচ*।

ব্যবস্থা। ২৯৮ পৌত্রদের স্বয়ং বিভাগেই যে পিতামহী ভাগহারিণী শুদ্ধ এমত নহে কিন্তু পৌত্র ও মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারির মধ্যে বিভাগেও তিনি পৌত্র তুল্যাংশে অধিকারিণী†।

২৯৮ ন কেবলং পৌত্রাণাং স্বয়ং বিভাগে পিতামহী অংশভাগিনী কিন্তু পৌত্রস্য মৃত পৌত্রদায়াদস্য চ মধ্যে বিভাগেঽপি পৌত্র তুল্যাংশাধিকারিণী†।

সন্ধায়। অন্যে কহেন—বহুবচন হেতু এবং সকল পদ ব্যবহার হেতু পিতামহীর সপত্নীরা অংশ ভাগিনী। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

বহুবচনাৎ সর্ব্বা ইত্যুপাদানাচ্চ সর্ব্বাসামেব পিতামহী সপত্নীনামংশিত্বমিতি প্রাহুঃ। দা. ভা. টী পৃ. ৮২।

* ২৯৫ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণে দৃত যে কিছু তাহা দ্রষ্টব্য।

† সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতেরা কহেন,—কোন স্ত্রীলোকের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের মধ্যে যদি বিভাগ হয় তবে ঐ স্ত্রীলোকের পুত্র তুল্যাংশ পাওয়া উচিত এবং যদি পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বিভাগ হয় তবে তাহার পৌত্রতুল্যাংশ পাওয়া উচিত। যদ্যপি ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই তথাপি তাঁহারা বিবেচনা করেন যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে এই মত ন্যায্য। কন্. হি. ল. পৃ. ৫২।

সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে যে ইন্দু ফকীর ও গোবিন্দের মাতা বিদ্যমানা থাকন কালে ইন্দুর পুত্রেরা ফকীরের পৌত্রেরা ও গোবিন্দের প্রপৌত্রেরা যদি বিভাগ করে ও তাহাতে যদি ইন্দু ফকীর ও গোবিন্দের মাতা ভাগাধিকারিণী হয়েন তবে তাঁহার ভাগ কি পরিমিত হইবে ঐ বিভাগ তাহার পৌত্র প্রপৌত্র ও বৃদ্ধ প্রপৌত্রের মধ্যে হইবে। পণ্ডিতেরা আমাকে কহিলেন যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র এমত স্থলে কোন বিধান করেন নাই। আমি তাঁহারদিগকে স্মরণ করিয়া দিলাম যে শাস্ত্রে পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে পিতামহীকে পৌত্রযোগ্যাংশ দান এবং পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে পুত্র তুল্যাংশ দান বিধান হইয়াছে। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলাম যে পৌত্রদের কিম্বা আরো

ব্যবস্থা। ২৯৯ যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ (নিজ) অংশ লয় তবে তখন পিতামহীও অংশ পাইতে অধিকারিণী।

২৯৯ যদ্যেকঃ পৌত্র একস্য মৃতপৌত্রস্য দায়াদো বা বিভক্তো ভবতি তদা পিতামহ্যপি পৌত্র-তুল্যাংশাধিকারিণী।

ব্যবস্থা। ৩০০ স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন।

৩০০ যদ্যেকঃ পৌত্রঃ পৌত্রদায়াদো বা স্থাবরাস্থাবরৈকতর ধনে স্বাংশমাদদীত তদা পিতামহ্যপি তাদৃশ ধনভাগিনী।

ব্যবস্থা। ৩০১ মাতার ন্যায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধন দানাদি করিতে পারেন না*।

৩০১ মাতৃবৎ পিতামহ্যপি শাস্ত্রোক্তং কারণং বিনা বিভাগপ্রাপ্ত ধনস্য দানাদিকং কর্ত্তুং নার্হতি*।

"পিতা সমান ভাগ করিলে পত্নীদিগকে সমান ভাগ দিবেন"—এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যথা স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগে পুত্র-হীনা পত্নীদিগকে পুত্র তুল্যাংশ পিতার দাতব্য, তথা তৎসাংদৃষ্টিকন্যায়ে—

"যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ—যথা পিত্রর্জ্জিত ধনবিভাগে পুত্রহীন পত্ন্যৈ পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ। তথা তৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়েন—

ব্যবস্থা। ৩০২ পিতামহের অর্জ্জিত ধনবিভাগে পিতামহীকে তথা পিতার অর্জ্জিত ধন বিভাগে জননীকে অংশ দাতব্য।

৩০২ পিতামহার্জ্জিত ধনবিভাগে পিতামহ্যৈ পিত্রর্জ্জিত ধন বিভাগে জনন্যৈ অংশোদাতব্যঃ†।

দূর সন্ততিদের মধ্যে বিভাগে পৌত্রতুল্যাংশ দেওযান শাস্ত্র কি না? এমত হওয়া যে ন্যায্য তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহারা কহিলেন যে যদি এমত মকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে আমরা বিবেচনা করি তাহা উক্তরূপে নিষ্পন্ন হইবে। এবং ঐ স্ত্রীলোক পৌত্র তুল্যাংশ পাইবে। সর ফ্রানসিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৪২ ও ৪৩।

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৪৯৩ ও ৪৯৯।

† যে বিভাগে মাতা অংশাধিকারিণী তাহা পৈতৃক ধনের অথবা তদুপঘাতে অর্জ্জিত ধনের হওয়া চাই—এতাবতা যদি বৈকুণ্ঠ. চন্দ্র ও দয়ালের পিতা আনন্দের উপার্জ্জিত ধন ঐ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়াল কর্ত্তৃক বিভক্ত হয় তবে তাহাদের মাতা (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) অংশ পাইবেন, তাহাদের পিতামহী পাইবেন না; এবং যদি ঐ ধন বৈকুণ্ঠ

কারণ। একস্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ (খাটে), এই ন্যায়ে এস্থলেও পিতামহের ও পিতার কেবল অর্জ্জিত ধন বিভাগে ক্রমে পিতামহীকে ও জননীকে ভাগ দান ন্যাষ্য হয়।

একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ—অত্রাপি কেবলং পিতামহার্জ্জিত পিত্রর্জ্জিত ধনবিভাগে ক্রমেণ পিতামহ্যৈ জনন্যৈ চ ভাগদানং যুক্তং।

বিবেচনা। "পিতামহের ধন পৌত্রকর্ত্তৃক বিভজ্যমান হইলে পিতামহীও পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী" (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮)। "পিতা বিভাগ করিলে অপুত্রা পত্নীদিগকে পুত্রতুল্যাংশ দিবেন; পুত্র বা পৌত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলে তাহারা জননী বা পিতামহীকে স্ব স্ব তুল্যাংশ দিবে" (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।) বঙ্গদেশে প্রচলিত স্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই পংক্তি কতিপয়েতে বিভাগে পিতামহীর অধিকার অধিক স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাতে ইহাও স্পষ্ট ও নির্ব্বিবাদ বোধ হইতেছে যে একক পুত্রের পুত্রগণকর্ত্তৃক বিভাগ হইলে পিতামহী পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী। কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের বিষম সংখ্যক পুত্রেরা পৈতামহ ধন বিভাগ করে তখন তদবস্থায় পিতামহীর কি পরিমিত অংশ হইবে ইহা ঐ সকল গ্রন্থে নির্দ্দিস্ট নাই—অর্থাৎ যে পৌত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম পায় তাহার তুল্যাংশ পিতামহী পাইবেন অথবা যে ন্যূনতম পায় তাহার অংশ তুল্য পাইবেন ইহা নির্ণীত হয় নাই।—যথা এক পুত্র যদি এক পুত্র রাখিয়া, দ্বিতীয় দুই পুত্র রাখিয়া ও তৃতীয় নয় পুত্র রাখিয়া যায়, তবে এই পৌত্রেরা প্রথমে পিতৃসংখ্যানুসারে বিভাগ করিবে, অনন্তর উক্ত দুই সহোদরে স্বপিতৃযোগ্যাংশ দুই ভাগ করিয়া লইবে, এবং নয় সহোদরে নিজ পিতৃযোগ্যাংশ নয় ভাগ করিবে, এমত অবস্থায় পিতামহী একক পৌত্রের অংশ তুল্য ভাগ পাইবেন কি দুই সহোদরের একের ভাগ পরিমিত ভাগ লইবেন অথবা নয় সহোদরের মধ্যে কাহারো অংশ তুল্য ভাগ পাইবেন? সর্ ফ্রান্সিস মেক্নাটন্ সাবেব কহেন—"যদি আনন্দের পুত্র—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দয়াল বিভাগ না করিয়া মরে, তাহারা সকলেই পুত্র রাখিয়া যায়; তবে বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দয়ালের পুত্রগণের মধ্যে বিভাগে তাহাদের পিতামহী (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) ঐ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, বা দয়াল বিভাগ কালে বাঁচিয়া থাকিলে যেমত চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইতেন সেইরূপ চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইবেন না—পৌত্রেরা পিতৃযোগ্যাংশে অধিকারি হইলেও তিনি পৌত্রসংখ্যানুসারে কৃত ভাগসমূহের এক ভাগ পাইবেন, যথা—বৈকুণ্ঠ যদি দুই পুত্র রাখিয়া, চন্দ্র তিন পুত্র রাখিয়া, ও দয়াল চারি পুত্র রাখিয়া মরে, তবে আনন্দের বিষয় দশ ভাগে বিভক্ত হইবে,—

ও চন্দ্র ও দয়ালের স্বোপার্জ্জিত হয় তবে বিভাগে কি পিতামহী কি জননী কেহই অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবেন না। মন্. হি. ল. পৃ. ৫৪।

তন্মধ্যে তাহার পত্নী (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়ালের মাতা) এক ভাগ লইবে,—বৈকুণ্ঠের দুই পুত্রে তিন ভাগ, চন্দ্রের তিন পুত্রে তিন ভাগ, ও দয়ালের চারি পুত্রে তিন ভাগ লইবে" (কন্‌. হি. ল. পৃ. ৫২ ও ৫৩)। পরন্তু উক্ত মতে কোন কোন পৌত্রের অংশ পিতামহীর অংশাপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াতে অথচ শাস্ত্রে কোন ক্রমে এমত বিধান না থাকাতে যে উপরি দর্শিত বা তৎসদৃশ অবস্থায় যে পৌত্র সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন অংশ পায় পিতামহী তাহার অংশ তুল্য অংশ পাইবেন—এতদ্বিষয়ে বিদ্যমান প্রামাণিক স্মার্ত্তদিগের পরামর্শ বা মত জিজ্ঞাসিত হয়,—তাঁহাদের বিলক্ষণ বিবেচনার পর যাহা স্থির হইল তাহা এই যে যেস্থলে পৌত্রেরা নিজ সংখ্যানুসারে অধিকারি এবং অংশ গ্রাহি হয় সে স্থলে (অর্থাৎ এক পুত্রের অনেক পুত্রস্থলে) পিতামহী এক পৌত্রের অংশ তুল্যাধিকারিণী, আর যে স্থলে পৌত্রেরা পিতৃ সংখ্যানুসারে (অর্থাৎ মূলধনির পুত্রসংখ্যানুসারে) অধিকারি এবং (আদৌ) তদনুসারে অংশ গ্রাহি হয় সে স্থলে পিতামহী এক পুত্রের অংশ তুল্যাংশে অধিকারিণী। বর্ত্তমান বিষয়ে সে কতিপয় মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করা হয় তৎপ্রমুখ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লিখিত মতের সার যথা,—

"কোন মৃত ধনির পুত্রেরা সকলেই যদি তাঁহার জীবনকালে মরে, অথবা পিতার মরণকালে বিদ্যমান থাকিয়া যদি পিতৃত্যক্ত বিষয়ে অবিভক্ত রূপে অধিকারি হইয়া মরে, তবে এই দুয়ের যে কোন অবস্থাতে ধনির পৌত্রগণকর্ত্তৃক বিভাগ হইলে (তাহাদের) পিতামহী কোন অংশাধিকারিণী হয়েন কি না—যদি হয়েন, তবে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে কি পরিমিত অংশে অধিকারিণী? দায়ভাগ-কর্ত্তা লিখেন—

"পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা (অর্থাৎ বিমাতারা পুত্রের তুল্যাংশভাগিনী, পুত্রবতারা নয়। যথা ব্যাস কহিতেছেন—'পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা সমানাংশভাগিনী উক্তা হইয়াছে। এবং পিতামহী সকলেও (এইরূপ;)—তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'। তথা বিষ্ণু—'মাতারা পুত্রভাগানুসারে ভাগহারিণী, অবিবাহিতা দুহিতারাও বটে,।'

উক্ত গ্রন্থের টীকাকর্ত্তারা বোধ হয় অনাবশ্যক বিবেচনায় অথবা অমনোযোগ প্রযুক্ত—'পিতামহী সকলেও (এইরূপ;)—তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'—এই বচনের ভাব ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় সম্যক্ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

বিবাদভঙ্গার্ণবের দায়ভাগদ্বীপে কেবল উক্ত কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্যথা—'যখন পুত্রদের অথবা পৌত্রদের মধ্যে বিভাগ হয়, তখন তাহারা নিজ জননীকে বা পিতামহীকে নিজ অংশের তুল্য অংশ দিবে।'

এস্থলে পিতামহীর পতি-ধন বিভাগ কালে এক অংশ পাইতে অধি-

কার স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু ঐ অংশের পরিমাণ পুত্রের কি পৌত্রের অংশ তুল্য হইবে তাহা তাদৃশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে না। পৌত্রদের অংশ-ভাগিত্ব স্বপিত্রধীন জন্মমূলক—অর্থাৎ তাহারা নিজ নিজ পিতৃযোগ্যাংশ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়।

উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় নিমিত্তে উপরি উক্ত বিধানানুসারে যদি সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের উল্লিখিত পণ্ডিতদিগের দত্ত মত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে বিবেচনা করা যায়, তবে তাঁহাদের মত যে ভ্রমময় তাহা প্রকাশ পাইবে। বোধ হইতেছে যে—'পিতামহ্যা সকলেও ঐরূপ (অংশভাগিনী)—তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'—দায়ভাগেধৃত এই বচন-গত শাস্ত্রের যে মর্ম্ম তাহা ছেদ করিয়া পণ্ডিতেরা স্বমত পালন করিয়াছেন। বিবাদ-ভঙ্গার্ণবে লিখিত, এই বচনে যে—'তাহাদের নিজ অংশের তুল্যাংশ পিতামহীদিগকে দাতব্য—'তাহাদের নিজ অংশের তুল্যাংশ এই বাক্য সমষ্টিরূপে অন্বিত নয়, কিন্তু পৃথগ্রূপে,—অর্থাৎ পৌত্রদের একের অংশ তুল্য। পরন্তু যদি তেমত অর্থ স্বীকার করা যায় তবে নিম্নলিখিত আপত্তিসকল ঘটে।

যদি পুত্রদের সমসংখ্যক পুত্র না থাকে অর্থাৎ তন্মধ্যে এক জনের যদি এক পুত্র থাকে, আর এক জনের যদি চারি পুত্র থাকে, তবে পৌত্রেরা স্বস্ব সংখ্যানুসারে অধিকারি না হইয়া পিত্রনুসারে অধিকারি হওয়াতে তাহাদের অংশ আত্যন্তিক অসমান হইতে পারিবে। যথা এক জনের একক পুত্র এক ভাগ পাইবে, ও তাহার পিতৃব্যপুত্রদের প্রত্যেকে ঐ অংশের সিকি অংশ পাইবে। এমত অবস্থায় পিতামহী ঐ বিষয়ের কি পরিমিত অংশ পাইবেন? তাঁহার অংশ কাহার অংশের তুল্য হইবে?

পণ্ডিতদিগের কৃত অর্থানুসারে পিতামহীর অংশ সংস্থান নিমিত্তে যদি মৃত ধনির বিষয় পৌত্রদের সংখ্যানুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, ও প্রত্যেক পৌত্রের অংশ হইতে পাঁচ ভাগের ভাগ লইয়া যদি পিতা-মহীর অংশ পূরণ করা যায়, তবে এমত অবস্থায় ঐ এক পুত্রের একক পুত্র যে নিজ অংশে বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইয়াছে আপন অংশের সিকি অংশ পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ ঐ (পিতামহীর) অংশ বিষয়ে নিজ দাতব্য পরিমাণ বলিয়া দিবে, অন্য চারি পৌত্রের প্রত্যেকে বিষ-য়ের আট ভাগের ভাগমাত্র পাইয়া ঐ অংশের পাঁচ ভাগের ভাগ দিতে বাধিত হইবে, ইহা হইলে ইহাদের উপর অন্যায় হইল, কেননা পিতামহীর প্রতি পৌত্রসকলের কর্ত্তব্যতার বিশেষ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে যাহা দিতে হইল তাহা তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত ধন পরিমাণে নিতান্ত বিষম।

পৌত্রেরা পিতৃসংখ্যানুসারে তদ্যোগ্যাংশে অধিকারি হয়, কিন্তু ঐ পণ্ডিতদিগের কৃত অর্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পুত্রেরা বিষম সংখ্যক সন্ততি

রাখিয়া গেলে তাঁহারা স্ব স্ব সংখ্যানুসারে পিতামহীর অংশ পূরণ করিয়া দিতে পারে। তাহারা এক নিয়মানুসারে অধিকারি অন্য নিয়মানুসারে পিতামহীকে অংশদাতা হওয়া শাস্ত্রের মর্ম্মের বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ যখন ইহা বিবেচিত হইয়াছে যে পিতামহীর যে স্বত্ব সে তাঁহার পতির বিষয়ে ও পৌত্রেরা ঐ স্বত্ব স্থিরতর রাখিয়া অধিকারি হয়।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ করণের সাধারণ ধারা বৃহস্পতি কহিয়াছেন, তদ্যথা—

'কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মীমাংসা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু যুক্তির অনুসারে (কিম্বা সনাতন আচারানুসারে) বিচার না হইলে ধর্ম্ম হানি হয়।'

মাতার ও পিতামহীর অংশ বিষয়ে শাস্ত্রে যে সকল কারণ লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে কেবল এই বই স্থির হইতে পারে না যে তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রের অংশ তুল্যাংশে অধিকারিণী।

প্রপিতামহীর প্রপিতামহের ধন বিভাগে অংশাধিকার। প্রপিতামহীর অংশাধিকার বিষয়ে বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ঐ গ্রন্থের এক স্থলে কহেন—'প্রপিতামহীকে প্রপৌত্র প্রভৃতি অংশ দিবে এমত যুক্তি নাই ইহা অবিধেয়। প্রপিতামহীকে অংশ দাতব্য নয়, এই জীমূতবাহনাদির মত'।আর এক স্থলে বলেন—'যদি আশঙ্কা করাযায় যে প্রপিতামহ ধন বিভাগে প্রপিতামহীকে এক) অংশ দাতব্য কি না?—তাহা দাতব্য, কেননা তদ্দানের যে যুক্তি তাহা (জননী প্রভৃতিকে অংশ দানের যুক্তি তুল্য।'

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার শেষ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, কারণ যদ্যপি স্পষ্টতঃ লিখিত হয় নাই যে প্রপিতামহের ধন প্রপৌত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিভাগে প্রপিতামহীর অংশাধিকার আছে, তথাপি যদি জননীর ও পিতামহীর স্ব স্ব স্বামির ধন বিভাগে অংশাধিকার হইতে পারে তবে প্রপিতামহীকে তৎপতির ধন বিভাগে অংশ হইতে নিরাশ করা যুক্তিসিদ্ধ

প্রপিতামহ ধনবিভাগে প্রপিতামহ্যা অংশাধিকার বিষয়ে বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা তদ্‌গ্রন্থে কস্মিংশ্চিৎস্থলে প্রাহস্ম যৎ 'প্রপিতামহ্যৈ প্রপৌত্রাদিভিরংশদানে যুক্তির্নাস্তীত্যবধেয়ং। প্রপিতামহ্যৈ অংশো নদেয় ইতি জীমূতবাহনাদীনাং মতং'।—স্থলান্তরেতূক্তবান্ 'প্রপিতামহ্যৈ অপি ভাগোদীয়তামিতি চেদিষ্টাপত্তিঃ, যুক্তি তৌল্যাৎ'।

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তুঃ শেষোক্ত মতং-যুক্তিসিদ্ধমবগম্যতে। যদ্যপি প্রপিতামহ ধনস্য প্রপৌত্র প্রভৃতিভির্বিভাগে ক্রিয়মাণে প্রপিতামহ্যা অংশাধিকারো ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্টতো নোক্তস্তথাপি যদি জনন্যাঃ পিতামহ্যাশ্চ স্ব স্ব ভর্ত্তৃধন বিভাগে অংশাধিকারঃ স্যাৎ তদা প্রপিতামহ্যাঃ স্বপতি ধন বিভাগে নিরংশিত্বং ন যুক্তিসিদ্ধমিতি। প্রত্যুত 'এক স্থানে নির্ণীত

হয় না। 'প্রভুত্ত একস্থানে নির্ণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ (প্রযুজ্য)'—এই ন্যায়ে উচিত যে প্রপিতামহী নিজপতির ধন বিভাগে এক অংশ পায়েন। তথাচ বিবেচ্য এই যে যখন তাঁহার পতির ধন প্রপৌত্রগণ বা প্রপৌত্রাদি কর্ত্তৃক বিভক্ত হয় তখনই কেবল তিনি ভাগাধিকারিণী, অন্য ধনির বিষয় উক্ত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে তিনি ভাগাধিকারিণী নহেন *।

শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনাঽন্যত্রাপি তথৈতি ন্যায়াদুচিতং যৎ প্রপিতামহী স্বভর্ত্তৃ ধন বিভাগে একাংশাধিকারিণীতি। তথাপ্যেতদ্বিবেচনীয়ং যৎ তৎপতিধনং প্রপৌত্রগণৈঃ প্রপৌত্রাদিভির্বা যদা বিভক্তং ভবেৎ তদৈব সা ভাগাধিকারিণী নত্বন্যস্য ধনে তৈর্বিভজ্যমানে*।

কুমারী ভগিনীকে বিবাহোচিত ধন দাতব্য।

'মাতারা তাহাদের সমাংশভাগিনী। এবং (ধনির) অবিবাহিতা দুহিতারা চতুর্থভাগ ভাগিনী'॥—বৃহস্পতি। 'অবিবাহিতা দুহিতাদের চতুর্থ ভাগ অনুমত, পুত্রদিগের তিন ভাগ, (কিন্তু) অল্প ধনে স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে'।—কাত্যায়ন। 'ভ্রাতারা স্ব স্ব অংশের চতুর্থভাগ (ধনির) অবিবাহিতা দুহিতাদিগকে প্রদান করুক, তাহা দিতে অস্বীকার করিলে তাহারা পতিত হইবে'॥†—মনু।

'সমাংশা মাতরস্তেষাং, তুরীয়াংশাশ্চ কন্যকাঃ'॥—বৃহস্পতিঃ। 'কন্যকানান্ত্বদত্তানাঞ্চতুর্থোভাগ ইষ্যতে। পুত্রাণাঞ্চ ত্রয়োভাগাঃ স্বাম্যং স্বল্পধনে স্মৃতং'॥—কাত্যায়নঃ। 'স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্। স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ'॥—মনুঃ

---

* বোধ হয় উক্ত ন্যায় ও সূক্ষ্মতা জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্তই সর ফ্রান্সিস মেক্‌নাটন সাহেব বিবেচনা করিয়াছেন যে—'যদি বিধবারা, পুত্রেরা, ও পৌত্রেরা সকলেই বিভাগ না করিয়া মরিয়া থাকে, অনন্তর প্রপৌত্রেরা যদি আপনাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ করে, তবে ঐ বিষয় যদ্যপি পিতামহীর পুত্রেরা অথবা তাঁহার পৌত্রেরা বিভাগ করিলে কিম্বা পুত্র বা পৌত্র-আর্ ত্রা দূর সম্পর্কীয়ের সহিত বিভাগ করিলে তিনি নিজ ভাগাধিকারিণী হইতেন তথাপি প্রপৌত্র কর্ত্তৃক এরূপে বিভক্ত বিষয়ের কোন অংশ পাইতে তিনি (অর্থাৎ ঐ প্রপিতামহী) অধিকারিণী নহেন। তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে তাঁহার প্রপৌত্রেরা ধর্ম্মতঃ বাধিত;—এবং সুপ্রিমকোর্টে এমত ঘটনা হইয়াছে তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে তথায় এই ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে আইন দ্বারা বাধিত করা যাইতে পারে।' কন. হি. ল. পৃ. ৫১ ও ৫২।

† জীমূতবাহনের মতে যে স্থলে ধন অল্প সেই স্থলে শেষোক্ত বচন খাটে, কেননা

† জীমূতবাহনমতে যত্রাল্পধনং তত্রৈব শেষোক্ত বচনং প্রযুজ্যং যতস্তেনৈব স্পষ্ট-

এই সকল বচনানুসারে (ভ্রাতৃ বি-ভাগে ধনির) পুত্ত্রদের তিন ভাগ-প্রাপ্য, এবং অবিবাহিতা কন্যাদিগের এক ভাগ, অথবা ভ্রাতাদের নিজ নিজ অংশ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহা-দিগকে চতুর্থ ভাগ দাতব্য। পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত নিবন্ধৃদের মতে তাদৃ-শাধিকার তাহারদিগের বিবাহোচিত ধন দান মাত্র প্রতিপাদক এই ব্যব-স্থাপিত হইয়াছে,—যথা জীমূতবাহন উপরি উক্ত মনুবচন উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন—'প্রদান করুক' এই বাক্যে প্রদান শ্রুত হওয়াতে এবং নাদিলে পতিত হইবে ইহা শ্রুত হওয়াতে কন্যারা স্বত্বাধিকারিণী বো-ধে তাহা গ্রহণ করিবে না,—কেননা অধিকারি ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা নিজ অংশ হইতে (উদ্ধার করিয়া) দেয় না। যথা যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলাতে যে—'পূর্ব্বে সংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃত ভ্রাতাদের সংস্কার করিবে, এবং ভগিনীদিগকে নিজনিজ অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে' ভগিনীদের যে সংস্কার কর্ত্তব্য ইহাই কহিয়াছেন তাহারা ধনাধিকারিণী ইহা বলেন নাই। এবং বহুতর ধন থাকিলে বিবাহোচিত ধন দাতব্য চতু-র্থাংশ দান নিয়ম নয়, এই সিদ্ধ হয়। ইহাও কন্যাপুত্ত্রের সংখ্যা সমান হইলে জ্ঞাতব্য, তৎসংখ্যা অসমান হইলে কন্যারই বা অধিক ধন হইবে অথবা পুত্ত্র নির্দ্ধন হইবে. কিন্তু ইহা ন্যায্য নয়, কেননা পুত্ত্রের প্রাধান্য আছে।—দা. ভা. পৃ. ৮৩।

এতদ্বচনানুসারেণ (ভ্রাতৃবিভাগে) পু-ত্ত্রাণাং ভাগত্রয়ং কন্যকানাং একোভাগঃ প্রাপ্যঃ, অথবা ভ্রাতৃণাং স্বাৎ 'স্বা-দংশাৎ চতুর্থভাগমাকৃষ্য তাসাম্ দা-তব্যঃ। পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত নিবন্ধৃণাং মতে তাদৃশাধিকারস্তাসাং বিবাহো-চিত ধনদানমাত্র প্রতিপাদক ইতি-ব্যবস্থাপিতং, যথা জীমূতবাহন উপ-র্য্যুক্ত মনুবচনমনুস্মৃত্যোদম্ প্রাহস্ম— "প্রদদ্যুরিতি প্রদানশ্রুতেরদানেচ প-তিতত্ব শ্রুতের্নকন্যাভিরধিকারি বুদ্ধ্যা গ্রহীতব্যং ন হ্যধিকারিণে ভ্রাত্রেঽপ-রোভ্রাতা স্বাদংশাদ্দদাতি। যথা যা-জ্ঞবল্ক্যঃ—'অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্ব সংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কং'—ভগি-নীনাং সংস্কার্য্যতামাহ নাধিকারিতাম্। এবঞ্চ বহুতর ধনে বিবাহোচিত ধনং দাতব্যং, ন চতুর্থাংশনিয়ম ইতি সিধ্যতি। এতচ্চ কন্যাপুত্ত্রয়োঃ সম-সংখ্যাত্বে জ্ঞাতব্যং বিষম সংখ্যাত্বেচ কন্যায়া এব বহুতর ধনং বা স্যাৎ পুত্ত্রস্য বা নির্দ্ধনতা স্যাৎ ন চৈত-দুচিতং পুত্ত্রস্য প্রধান্যাৎ"।—দা. ভা. পৃ. ৮৩।

তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন—"অল্প ধন স্থলে পুত্ত্রেরা স্ব স্ব অংশ হইতে আকর্ষণ করিয়া (ধনির) কন্যাদিগকে চতুর্থাংশ-দিবে।" দা. ভা. পৃ. ৮২।

স্ফুটিভিতং—"অল্পধনে পুত্ত্রৈঃ স্বাৎ স্বাদং শ্যাদাকৃষ্য কন্যাভ্যশ্চতুর্থোঽংশোদাতব্য"। দা. ভা. পৃ. ৮২।

তথা শ্রীকৃষ্ণ কহেন—"ইহাদের (অর্থাৎ ভ্রাতাদের) অবিবাহিতা ভগিনীরা স্বস্ব বিবাহার্থে স্বস্ব ভ্রাতার অংশের চতুর্থ ভাগ ভাগিনী, অর্থাৎ বিবাহোপযুক্ত ধন ভাগিনী হয়' (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯)।

তথা শ্রীকৃষ্ণঃ—এষাং (ভ্রাতৃণাং) ভগিন্যশ্চাবিবাহিতা বিবাহার্থং স্ব স্ব ভ্রাত্রংশতুরীয়াংশভাজঃ, বিবাহোচিত ধন ভাগিন্যোভবন্তীতি বদতি (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯)।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও কহিয়াছেন—"চতুর্থাংশ দান প্রতিপাদক বচনও বিবাহোচিত ধন দান বোধক"* (দা. ভা. পৃ. ১৯)।

রঘুনন্দনোঽপি—"তুরীয়াংশদান প্রতিপাদকমপি বিবাহোচিত দ্রব্যদানপরম্* ।" (দা. ত. পৃ. ১৯ দ্রষ্টব্যং—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

বিভাজ্যাবিভাজ্য নির্ণয়ঃ।

অথ বিভাজ্যনির্ণয়ঃ—

ব্যবস্থা। ৩০৩ পৈতামহ ও পিতার অর্জ্জিত ও সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত এই তিন প্রকার ধন সকল দায়াদেরই বিভাজ্য* ।

৩০৩ পৈতামহং পিত্রর্জ্জিতং সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিতঞ্চ ইতি ত্রিবিধং ধনং সর্ব্বৈরেব বিভাজ্যং* ।

* আমি এমত নজীর জ্ঞাত নহি যাহাতে বিভাগে ভগিনীরা অংশভাগিনী হইয়াছে অথবা কখনো এমত শ্রুতও হই নাই যে ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক বিষয় বিভাগকালে ভগিনীর দাওয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনা হয় যে বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ভগিনীর অধিকার নাই। বোধ হয় তাহাকে এককালে নিরাস করিলে ভাল হয়। কেননা যদি তাহার অধিকার স্বীকার করা যায় তবে তৎপরিমাণ নির্ণয় (সম্ভব হইলেও) দুষ্কর হইবে। সর ফ্রানসিস্ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা, পৃ. ২৮।

ভগিনীদিগের যথাযোগ্য রূপে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং বোধ হইতেছে কুলের গৌরব রক্ষার্থে এই কর্ম্ম সম্পন্নতার খাতিরজমা করিয়া রাখা হয়, ভগিনীর অধিকার বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য সে এই মাত্র। ঐ, পৃ. ৫৩। এবং ঐ পুস্তকের ১০২ হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্ক্ষেপতঃ কুলের গৌরব রক্ষার্থে ভগিনীদের সংস্থান যে লিখিত হইয়াছে সে অধিকার ব্যাপক নয় বরং আদরার্থক। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৫১।

* ৫১০ পৃষ্ঠার প্রথম নোট দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ। পৈতামহ ধন ও পৈতৃক ধন এবং অন্য যাহা স্বকীয়ার্জ্জিত (অ) দায়াদগণের মধ্যে বিভাগে এই সকল বিভজনীয়* ॥ কাত্যায়ন।

(অ) যচ্চান্যৎ (অন্য যাহা) এস্থলে চ-কার ব্যবহৃত হওয়াতে তদর্জ্জন সাধারণ ধন (কিম্বা আয়াস দ্বারা, এই তাৎপর্য্য। দা. ভা. পৃ. ১২১।

ব্যবস্থা। ৩০৪ অন্য ব্যাপারে অর্জ্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারির সহিতই কেবল বিভাজ্য*।

ব্যবস্থা। ৩০৫ পূর্ব্বহৃত ভূমি এক জনে শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে চতুর্থাংশ দিয়া অন্য দায়াদরা যোগ্যাংশ লইবে*।

৩০৬ অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে একজনের নামে অর্জ্জিত ও লিখিত বিষয় তাহাদের সাধারণ ও বিভাজ্য বিবেচনা করিতে হইবে—যাবৎ সন্তোষ জনকরূপে সাব্যস্ত না হয় যে তাহা তাহাদের কাহারো অসাধারণ ধনে বা শ্রমে অন্য দায়াদের সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়াছে।

ব্যবস্থা। ৩০৭ বিদ্যা উপাধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সাধারণ ধনের উপ-

পৈতামহঞ্চ পিত্র্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্বয়মর্জ্জিতম্ (অ)। দায়াদানাম্ বিভাগেতু সর্ব্বমেতদ্বিভজ্যতে। কাত্যায়নঃ*।

(অ) যচ্চান্যদিত্তি—চকারাদন্যস্যাপি তদর্জ্জনং সাধারণ ধনদ্বারেণ (আয়াসেনবা) ইত্যর্থঃ। দা. ভা. পৃ. ১২১।

৩০৪ অন্য ব্যাপারেণার্জ্জিতধনন্তু ব্যাপারিণৈব সহ বিভাজ্যম্*।

৩০৫ পূর্ব্বনষ্টান্তু যোভূমিমেক এবোদ্ধরেৎ শ্রমাৎ। যথা ভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্ত্বাভাগং তুরীয়কং* ॥

৩০৬ অবিভক্ত দায়াদানামেকস্য নাম্নার্জ্জিতং তন্নাম্নে লিখিতম্বা বৈভবং সর্ব্বদায়াদ সাধারণং বিভাজ্যঞ্চেতি বিবেচনীয়ং—যাবন্নেদং বিনা দ্বৈধেন বিভাবিতং যত্তত্তেষাং কস্যচিদসাধারণ ধনেনায়াসেন বা অন্যেষাং দায়াদানাং সাহায্যম্বিনৈবোপার্জ্জিতং।

৩০৭ বিদ্যোপাধিনা লব্ধ ধনং সাধারণ ধনানুপঘাতেনার্জ্জিত-

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১. ৩২ ও ৩৬। দা. ভা. পৃ. ১২১ ও ১৪৩। বি. দা. ভা. বী. ক্র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৯, ৭০, ৭১ ও ৭৯। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৬৮ ও ১৩৫। কোল. ডাঃ বা. ৩. পৃ. ৩৩২—৩৮৫। মেক. হিং ল, বা. ১. পৃ. ৫২।

ঘাতে অর্জ্জিতা না হইলেও সমান আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য—ন্যূনবিদ্য এবং অবিদ্য ব্যক্তিদের সহিত নয়*।

মপি সমাধিক বিদ্যৈঃ সহ বিভাজ্যং,—নতু ন্যূনবিদ্যাবিদ্যৈঃ*।

ব্যবস্থা। ৩০৮ উপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যা-ধনে সকলেই অংশি*।

৩০৮ উপঘাতার্জ্জিত বিদ্যাধনে সর্ব্বেষামংশিত্বং*।

প্রমাণ। /০ বিদ্বান বিদ্যার্জ্জিত কোন ধন অবিদ্বান্‌কে দিবে না; কিন্তু সমবিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানকে দিবে*। কাত্যায়ন।

/০ না বিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কৃচিৎ। সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং*। কাত্যায়নঃ।

৶০ যদি পিতৃ (ই) ধনকে আশ্রয় করিয়া উপার্জ্জিত না হইয়া থাকে তবে ইচ্ছা না হইলে বিদ্বান্ অবিদ্বান্‌কে স্বকীয় ধনের অংশ দিবে না*।

৶০ বৈদ্যোঽবিদ্যায় না কামো দদ্যাদংশং স্বতোধনাৎ। পিত্র্যং (ই) দ্রব্যং সমাশ্রিত্য নচেত্তেন তদর্জ্জিতং*।—নারদঃ।

(ই) পিতৃ ধন পদে সাধারণ ধন বোধ্য, তদুপঘাত বিনা অর্জ্জিতধন বিদ্বান্ ইচ্ছা না হইলে মূর্খকে দিবে না, কিন্তু তাহা সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত হইলেও বিদ্বানকে দিতে হইবে*।

(ই) পিত্র্য—পদং সাধারণ ধনপরং তদনাশ্রিত্যার্জ্জিতং বৈদ্যোঽবিদ্যায় অনিচ্ছন্ ন দদ্যাৎ, বৈদ্যায় বিদুষে পুনঃ সাধারণমন্তরেণাপ্যর্জ্জিতং দদ্যাদেব*।

৶০ স্বার্জ্জিত (আ) ধন বিদ্বান্ ইচ্ছা না হইলে অবিদ্বানদিগকে দিবে না*। গৌতম।

৶০ স্বয়মর্জ্জিতমবিদ্যেভ্যো (আ), বৈদ্যঃকামং ন দদ্যাৎ*। গৌতমঃ।

(আ) অসাধারণ ধন ও শ্রম দ্বারা যাহা অর্জ্জিত তাহাই স্বার্জ্জিত তাহা ইচ্ছা না হইলে অবিদ্বানদিগকে দিবে না, কিন্তু বিদ্বান্‌দিগকে দিতে হইবে*।

(আ) অসাধারণ ধনশরীর ব্যাপারার্জ্জিতং স্বয়মর্জ্জিতং অবিদ্যেভ্যো দাতুমনিচ্ছন্ ন দদ্যাৎ বিদ্বদ্ভ্যঃ পুনর্দ্দদ্যাদেব*।

ব্যবস্থা। ৩০৯ কুল হইতে (এ) বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের

৩০৯ কুলোপার্জ্জিত (এ) বিদ্যানাং ভ্রাতৄণাং পিতৃতোঽপি

*দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ, ৭২ ৭৩ ও ৭৬। দা. ভা. পৃ. ১২১ ১২৩, ১২৪ ও ১৪৬। বি. দা. ভা: দী. র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ৬৯, ৭০, ও ৭১ ও ৭৯২। কোল. দা. ভা. পৃ ১৫৮, ১১২, ১৩৫। কোল. ডা. বা, ৩, পৃ. ৩০২—৩৮৫।

† ৩১০ ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

উপার্জ্জিত ও শৌর্য্যদ্বারা (ঊ) প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন* ।

(ঊ) কুল অর্থাৎ নিজ কুল, পিতামহ পিতৃব্যাদি হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের বিদ্যা বা শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন বিভজনীয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আদৃত কল্পতরু ও রত্নাকর। দা.ত. পৃ. ২৪।

নিজ কুল হইতে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতে শিক্ষিত বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত ধনে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই অংশি*।

(ঊ) শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধনে (এস্থলে) সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধন বোধ্য। সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধন বিভাজ্য নয় তাহা পরে কথিত হইবে*। অতএব—

ব্যবস্থা। ৩১০ পিতা ও পিতৃব্যাদি ভিন্ন (অন্য হইতে) শিক্ষিত যে কোন বিদ্যাদ্বারা সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা যাহা অর্জ্জিত তাহা সমবিদ্বান ও অধিক বিদ্যাবানের সহিত বিভাজ্য। ন্যূনবিদ্বান ও অবিদ্বানের সহিত নয়* ।

ব্যবস্থা। ৩১১ যদি বিদ্যার্জ্জন কালে তাহার পরিবারকে অপর ভ্রাতা স্বয়ং নিজ ধনে প্রতিপালন করে তবে তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতা মূর্খ হইলেও অংশী* ।

বা। শৌর্য্যপ্রাপ্তন্তু (ঊ) যদ্বিত্তং তদ্বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ* ।

(এ) কুলে—স্বকুলে, পিতামহ পিতৃব্যাদিভ্যঃ পিতৃতএব বা শিক্ষিত বিদ্যানাং ভ্রাতৃণাং যৎবিদ্যাশৌর্য্যপ্রাপ্ত ধনং তদ্বিভজনীয়মিতি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাদৃত কল্পতরুরত্নাকরৌ* । দা. ত. পৃ. ২৪।

স্বকুলাৎ—পিত্রাদিতো লব্ধ বিদ্যার্জ্জিত ধনে সর্ব্বেষামেবামূর্খমূর্খাণামংশিত্বং* ।

(ঊ) শৌর্য্যপ্রাপ্তং—সাধারণ ধনোপঘাতার্জ্জিত ধন পরং। সাধারণ ধনানুপঘাতার্জ্জিত ধনস্যাবিভাজ্যতয় বক্ষ্যমাণত্বাৎ*। তেন—

৩১০ পিতৃ পিতৃব্যাতিরিক্ত প্রাপ্তয়া যয়া কয়াচিদ্বিদ্যয়া সাধারণ ধনোপঘাতমন্তরেণ যদর্জ্জিতং তৎসমবিদ্যবিদ্যাধিকৈরেব বিভাজ্যং, নতু ন্যূনবিদ্যাবিদ্যৈরিতি* ।

৩১১ যদি বিদ্যার্জ্জনকালে তদীয় কুটুম্বমপরো ভ্রাতা স্বয়মসাধারণ ধনেন বিভর্ত্তি তদা তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে মূর্খস্যাপ্যপরস্য ভ্রাতুরংশিত্বং* ।

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২ ৩৩ ও ৩৬। দা. ভা. পৃ. ১২৩-১২৭ বি. দা. ভা টী, র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭১. ৭২ ও ৭৭। কোল. দা. ভা. পৃ ২৭১-২৭৩। কোল. ডা ব. ৩. পৃ. ৩৩২—৩৮৫।

প্রমাণ। বিদ্যার্জ্জনার্থে গত ভ্রাতার পরিবারকে যে (ভ্রাতা) প্রতিপালন করে সে মূর্খ হইলেও বিদ্যার্জ্জিত ধনের ভাগ লইবে *।

ব্যবস্থা। ৩১২ দুই অথবা তিন মূর্খ ভ্রাতায় প্রতিপালন করিলে (তাহারা) সকলেই অংশি।

এতৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে—

ব্যবস্থা। ৩১৩ ধনার্জ্জনার্থেগত ভ্রাতার পরিবার পরিপালনে ভারার্পিত ভ্রাতা তদুপার্জ্জনভাগী।

যদ্যপি উক্ত নারদ বচন বিদ্যার্থে গত ভ্রাতার বিদ্যার্জ্জিত ধন ভাগ বিষয়ক, তথাপি 'এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ খাটে' এই ন্যায়ে উক্ত বচন এস্থলেও প্রযুজ্য।

ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না হইলে সমভাগই কর্ত্তব্য। যেহেতু বিশেষ শ্রুত না হইলে সমান হয় এই ন্যায় আছে।

কুটুম্বংবিভৃয়াদ্ভ্রাতুর্যোবিদ্যামধিগচ্ছতঃ। ভাগং বিদ্যাধনাৎ তস্মাৎস লভেতাশ্রুতোঽপি সন্। নারদঃ*।

৩১২ অশ্রুতাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা ভরণে সর্ব্বেষামেব তেষামংশিত্বং*।

এতৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়েন—

৩১৩ ধনার্জ্জনার্থংগচ্ছতো ভ্রাতুঃ কুটুম্বপরিপালনভারার্পিতো ভ্রাতা তদুপার্জ্জনভাগী †।

যদ্যপ্যুক্ত নারদ-বচনং বিদ্যামধিগচ্ছতো ভ্রাতুর্বিদ্যার্জ্জিত ধন ভাগ বিষয়কং তথাপ্যেকত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ অত্রাপি তথা কল্প্যত ইতি।

অংশস্য পরিমাণে অনির্দ্দিষ্টে সমভাগ এব কর্ত্তব্যঃ। সমং স্যাদশ্রুতত্বাদ্বিশেষস্যেতি ন্যায়াৎ।

* হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিভাগ প্রকরণে একটী অনিয়ম আছে যাহা আপাততঃ অযথার্থ ও অসঙ্গত বোধ হইবে—অর্থাৎ যে নিয়মে অলস ভ্রাতা পরিশ্রমি ভ্রাতাদের উপার্জ্জন ভাগী হয়, (যেমত অকর্ম্মা মধু মক্ষিকা অন্য মক্ষিকাদের পরিশ্রম সম্পন্ন চাকের মধু ভাগী তদ্রূপ)। পরন্তু হিন্দু সমাজের বিশেষ নিয়ম বিবেচনা করিলে ঐ বিধান নিতান্ত অযথার্থ ও অন্যায্য বোধ হইবে না। পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের সম্যক্ উপায় না করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিষয়কর্ম্মানুসন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে না; এবং এই নিমিত্তে ভ্রাতাদের মধ্যেই একজনকে মনোনীত করা হয়, সে ব্যক্তি বিষয় কর্ম্ম না করিয়া ভদ্রাসন বাটীতে থাকে, ওদিগে ভ্রাতারা কর্ম্মানুসন্ধানে গিয়া প্রায় বহুতর ধনোপার্জ্জন করে, এদিগে যে ভ্রাতা বাটীতে পড়িয়া থাকে তাহার আদৌ যে দরিদ্রাবস্থা ছল তাহা হইতে কিছু মাত্র উন্নতি হয় না। এভাবতা তদ্ভ্রাতাদের যে সৌভাগ্য হয় তাহাকে তাহার ভাগভাগী হইতে না দিলে নিষ্ঠুরাচরণ হইল। কারণ স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে সে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে তাহা অন্য কেহ না করিলে তাহারা ধনোপার্জ্জন করিতে পারিত না; তন্নিমিত্তে ন্যায্য রূপেই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে ঐ ধনোপার্জ্জনের প্রতি সে সাহায্য প্রদান করিয়াছে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে সে ব্যক্তি কোন বিষয় কর্ম্মে নিবিষ্ট হইলে, তাহার চেষ্টাও কোন না কোন পরিমাণে সফল হইত। মেক্. হি. ল. খং ১, প্রেলিমিন্যারি রিমার্ক অর্থাৎ অগ্রসূচনা, পৃ- ১৩, ১৪।

অথ অবিভাজ্য নির্ণয়ঃ।

ব্যবস্থা। ৩১৪ অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই অন্যের নয়*।

৩১৪ অনুপঘাতার্জ্জিতমর্জ্জকস্যৈব নেতরেষাং*।

সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতার ভাগ দৃষ্ট হওয়াতে অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে ভাগ না থাকাই ন্যায্য*।

সাধারণ ধনব্যাপারেণ ভ্রাত্রন্তরস্য ভাগ দর্শনাৎ তদভাবে ভাগাভাব এব যুক্তঃ*।

প্রমাণ। /০ পিতৃদ্রব্যের অনুপঘাতো শ্রমে যাহা উপার্জ্জিত তাহা অনিচ্ছাতে দিবে না, যেহেতু তাহা নিজ চেষ্টায় লব্ধ (ও)*।

/০ অনুপঘ্নন্ † পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ। স্বয়মীহিত লব্ধং (ও) তন্নাকামোদাতুমর্হতি*। মনু বিষ্ণু।

(ও) পৈতৃক ধনের উপঘাতাভাবে দ্রব্যদ্বারা অন্য ভ্রাতার ব্যাপার নাই, এবং অর্জ্জকের স্বকীয় চেষ্টায় লব্ধ হওয়াতে অন্যের শারীরিক ব্যাপারও হইল না—অতএব (তাদৃশ ধন) অর্জ্জকেরই অসাধারণ*।

(ও) পিতৃদ্রব্যোপঘাতাভাবেন দ্রব্যদ্বারেণ নেতরেষাং ব্যাপারঃ, স্বচেষ্টালব্ধত্বেন শারীরোঽপি ব্যাপারো নেতরেষামিতি অর্জ্জকস্যৈব তদসাধারণং*।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২. ৩৫ ও ৩৬। দা. ভা. পৃ. ১২১ ও ১২৭। বি. দা. ভা. দী. র. ৫ উ. দা. ক্র. সং. পৃ ৭৬—৮৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ১১ ১.৬ ও ১২৭। কে. ডা বা. ও. পৃ. ৩৩২—৩৮৫।

† পরন্তু ভক্ষণাদি উপভোগার্থে ধনোপঘাত গৃহস্থের অবশ্যই কর্ত্তব্য হওয়াতে, তদর্থে যে উপঘাত তাহা ধনার্জ্জনার্থে নয়। ধনার্জ্জন নিমিত্তে যে উপঘাত তাহাই প্রয়োজক তাহা হইলে অতিপ্রসক্তি হইল না। এই হেতু বিশ্বরূপ কহিয়াছেন 'যদি পিতৃ দ্রব্য দিয়া ধন উপার্জ্জিত না হয় তবে তাহা তদর্জ্জকের অসাধারণধন—বৈবাহিক

† কিন্তু ভক্ষণাদ্যুপভোগার্থ ধনোপঘাতস্য গৃহস্থেনাবশ্যং কর্ত্তব্যত্বাৎ ন ধনার্জ্জনার্থত্বমুপঘাতস্য তাদর্থ্যমেব চ তৎপ্রয়োজকমিতি নাতিপ্রসক্তিঃ। অতএবোক্তং বিশ্বরূপেণ পিতৃদ্রব্যং দত্ত্বা যদি স্বোপার্জ্জিতং ধনং তদা তস্যৈবাসাধারণং বৈবাহিক বৎকেবোক্তং নতু ভক্ষণাদ্যুপভোগমাত্রেণ তস্য

প্রমাণ। ৵০ পিতৃদ্রব্যের ক্ষয় বিনা অন্যে যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ আর ঔদ্বাহিক (ক) যাহা তাহা দায়াদদিগের নয়*। যাজ্ঞবল্ক্য।

(ক) ঔদ্বাহিক—অর্থাৎ জামাতৃত্ব হেতু শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫।

মৈত্রাদি গ্রহণমাত্র প্রদর্শনার্থে যে হেতু এইরূপ উপার্জ্জন প্রায় অনুপঘাতেই সম্ভব। দা. ভা. পৃ. ১২২।

প্রমাণ। ৶০ বিদ্যাদ্বারা প্রাপ্ত ও শৌর্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন এবং যাহা সৌদায়িক (গ) বিভাগ কালে তাহা তদর্জ্জকের তাহা সমদায়াদরা চাহিতে পারিবেন না*। ব্যাস।

৵০ পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতং। মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব (ক) দায়াদানাং ন তদ্ভবেৎ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ক) ঔদ্বাহিকং—জামাতৃতয়া শ্বশুরাদিতো লব্ধং। দা. ক্র. সং পৃ. ৩৫।

মৈত্রাদি গ্রহণং প্রদর্শনার্থং এবমাদিষু প্রায়েণানুপঘাত সম্ভবাৎ। দা. ভা. পৃ ১২২।

৶০ বিদ্যাপ্রাপ্তং শৌর্য্যধনং যচ্চ সৌদায়িকং (গ) ভবেৎ। বিভাগকালে তত্তস্য নান্বেষ্টব্যং স্বরিক্থিভিঃ*। ব্যাসঃ।

ধনের ন্যায় উক্ত. কেবল লক্ষণাদি উপভোগ মাত্রে সাধারণ হয় না, যেহেতু তাহা স্তন্য পানাদির তুল্য। অতএব পুত্রের উপনয়নে ও বিবাহে পিতা উৎসুক হইয়া বহুতর ধন ব্যয় করিলেও ব্রহ্মচর্য্য ও সমাবর্ত্তন ভিক্ষাতে ও বিবাহে প্রাপ্ত ধন সাধারণ নয়, যেহেতু তাহাতে ধন প্রাপ্তির আশায় ধন ব্যয় করা হয় নাই—এতাবতা ধন প্রাপ্তির উদ্দেশে সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনই সাধারণ, অন্য নয়, এই সিদ্ধ। দা. ভা. পৃ ১৩৩।

তথাচ দ্রব্য গ্রহণোদ্দেশে কৃত ধন ব্যয়ে পৈত্রিক দ্রব্যের উপঘাতে অথবা পৈতৃক বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত তাহাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ; অতএব জীমূতবাহন যে. কহিয়াছেন—যদুদ্দেশে উপঘাতে অর্জ্জিত তাহা সাধারণ’ ইহা ন্যায্য। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

অনুপঘাতে প্রতিগ্রহার্জ্জিত ধনের যে বিভাগ শিষ্টদের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বভ্রাতৃস্নেহেই হউক বা পৌরুষবোধেই হউক অযোগ্য নয়। দা. ভা. পৃ. ১৩৮।

স্তন্যপানাদি তুল্যত্বাদিত্যন্তেন। অতএব পুত্রোপনয়ন বিবাহয়োঃ সোৎসুক সবায় পিতৃকৃত বহুতর ধন ব্যয়েঽপি নব্রতভিক্ষাদিলব্ধস্য বৈবাহিকস্য বা সাধারণ্যং ধনপ্রেপ্সয়া ধনব্যয়স্যাকৃতত্বাৎ তস্মাদ্ধনোদ্দেশেনৈব সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিতং সাধারণং নান্যদিতি সিদ্ধং। দা. ভা. পৃ. ১৩৩।

তথাচ দ্রব্য গ্রহণমুদ্দিশ্য ধনব্যয়ঃ কৃতঃ পৈতৃক দ্রব্যোপষ্টম্ভনতয়া পৈতৃক্যা বা বিদ্যয়া যদর্জ্জিতং তত্রৈবেতরেষাং ভ্রাতৄণামংশিত্বং অতএব জীমূতবাহনেনাপি—তস্মাৎ যদুদ্দেশেনৈব উপঘাতেনার্জ্জিতং তৎসাধারণং ন্যায়সিদ্ধমিত্যুক্তং। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

যশ্চানুপঘাত প্রতিগ্রহার্জ্জিত ধনস্য বিভাগঃ শিষ্টানাং দৃশ্যতে স্বভ্রাতৃস্নেহেন পৌরুষবুদ্ধ্যা বা নানুপপন্নঃ। দা. ভা. পৃ. ১৩৮।

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১২১ ও ১২২। দা. ক্র. সং, পৃ. ৩১—৩৩। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

(গ) পিতা ও পিতৃব্যাদি সুদায় সম্পর্কীয় হইতে অনুগ্রহেতে লব্ধ যাহা তাহা সৌদায়িক*।

(গ) পিতৃপিতৃব্যাদিভ্যঃ সুদায়সম্বন্ধিভ্যঃ প্রসাদাদিনা লব্ধং সৌদায়িকং*।

প্রমাণ। ।০ পিতৃদ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া স্বশক্তিতে যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দায়াদগণকে দিবে না, বিদ্যার্জ্জিত ধনও দিবে না*। ব্যাস।

।০ অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনং। দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদ্যালব্ধন্তু যত্ত্ববেৎ*। ব্যাসঃ।

'স্বশক্তিমাত্রে যাহা প্রাপ্ত'—ইহা সামান্যতঃ কথিত হওয়াতে এইরূপে অর্জ্জিত সকল ধনই স্বকীয় অসাধারণ ধন। বিদ্যার্জ্জিত ধন স্বশক্তিতে প্রাপ্ত হইলেও সমবিদ্বান আর অধিক বিদ্বানের সহিত সাধারণ হওয়াতে, 'বিদ্যাতে লব্ধ' এই কথা ন্যূন বিদ্বান আর অবিদ্বানকে নিরাশ করণার্থে ব্যবহৃত।

স্বশক্তিমাত্রেণ যৎপ্রাপ্তমিতি—সামান্যেনাভিধানাৎ সর্ব্বমেবংবিধং স্বীয়মসাধারণং দ্রব্যং। স্বশক্তিপ্রাপ্তস্যাপি বিদ্যাধনস্য সমাধিকবিদ্যৈঃ সাধারণত্বাৎ ন্যূন বিদ্যাবিদ্য নিরাকরণার্থং বিদ্যালব্ধপদং‡।

ব্যবস্থা। ৩১৫ ক্রমাগত বিষয় অন্যে হরণ করিলে যদি দায়াদদিগের এক জন সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা এবং অন্যের সাহায্য বিনা উদ্ধার করে তবে তাহা অন্যের সহিত বিভাজ্য নয়*।

৩১৫ ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং অন্যেন হৃতং যদি দায়াদানামেকতমঃ সাধারণ ধনানুপঘাতেন ইতর ব্যাপারনৈরপেক্ষ্যেণচ সমুদ্ধরতি তন্ন বিভাজ্যমিতরৈঃ*।

প্রমাণ। ক্রমাগত দ্রব্য হৃত হইলে যে উদ্ধার করে (জ) সে তাহা দায়াদদিগকে দিবে না এবং বিদ্যাদ্বারা লব্ধ ধনও দিবে না*।

ক্রমাদভ্যাগতংদ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ (জ)। দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্বিদ্যয়া লব্ধমেবচ *॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(জ) উদ্ধার করে এই পদ একবচন হওয়াতে অন্যের কায়িক শ্রমেরও অভাব উক্ত হইয়াছে।

(জ) উদ্ধরেদিত্যেক বচনেন অন্যেষাং কায়িক ব্যাপারস্যাভাব উক্তঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৯।

---

* ৫১৫ পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য। † ৫১৪ ও ৫১৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

‡ দ্রষ্টব্য দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২—৩৩। দা. ভা. পৃ ১২০—১২৬। বি. ভা. দী. ৪. ৫। উ দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৮ ৭৯. ৭১ ও ৭২ কোল, দা. ভা. পৃ. ১১৭ ও ১২০। কোল. ডা. বা ৩. পৃ. ৩৩২—৩৮৫।

এতাবতা পূর্ব্বসম্বন্ধলেশ থাকিলেও উদ্ধৃত বলিয়া তাহাতে অবিভক্তদের সম্বন্ধ অপহ্নব করায়, আদৌ উপার্জ্জিত ধনে অন্যের সম্বন্ধ এককালে ছেদ করিতেছেন। দা. ভা. পৃ. ১৩১।

তেন পূর্ব্বসম্বন্ধলেশে সত্যপি অবিভক্তানামপ্যুদ্ধারকত্বেন তত্র সম্বন্ধং নিরাকুর্ব্বন্ অপূর্ব্বত্বেন স্বার্জ্জিতে সুদূরমেবান্যেষাং সম্বন্ধং নিরস্যতি। দা. ভা. পৃ. ১৩১।

অবিভক্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইলেই ধনকে সাধারণ বলা অপ্রামাণিক। দা. ভা. পৃ. ১৩০।

অবিভক্তার্জ্জিতত্বমাত্রেণ ধনস্য সাধারণত্বাভিধানমপ্রামাণিকং। দা. ভা পৃ. ১৩০।

এবঞ্চ অক্রমাগত স্বার্জ্জিতের ন্যায় ভূমি ব্যতিরিক্ত ক্রমাগত ধনেও এই রূপ বোধ্য। কিন্তু ভূমিতে বিশেষ আছে, তাহা বিভাজ্য নির্ণয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪৩৩ ও ৫১০।

এবঞ্চ স্বার্জ্জিতাক্রমাগত দ্রব্যবদেব ক্রমাগতেঽপ্যেবং রূপেণ ভূমিব্যতিরিক্তে ব্যবস্থা বোদ্ধব্যা (দা. ভা. পৃ. ১৪৬)। ভূমৌতু বিশেষোঽস্তি তদুক্তং বিভাজ্য নির্ণয় প্রকরণে। দ্রষ্টব্যা—ব্য. দ. পৃ. ৪৩৩ ও ৫১০।

অতএব এই বচনাদির নিষ্কর্ষ এই যে—বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্ত্তৃক সাধারণ ধনের অনুপঘাতে এবং অপরের অসাহায্যে (ভূমি ব্যতিরিক্ত) যাহা অর্জ্জিত হয় তাহা তদর্জ্জকেরই, তাহাতে অন্যের ভাগ নাই*।

তদেবমাদি বচনানাময়ং নিষ্কর্ষঃ—বিভক্তেন অবিভক্তেন বা সাধারণানুপঘাতেন অপরব্যাপার নৈরপেক্ষ্যেণচ (ভূমিব্যতিরিক্তং) যদর্জ্জিতং তদর্জ্জকস্যৈব তদবিভাজ্যমিতরৈঃ*।

কেবল বিদ্যার্জ্জিত ধনে বিশেষ আছে, তদ্‌যথা—

বিদ্যাধনমাত্রেতু বিশেষোঽস্তি, তদ্ যথা—

ব্যবস্থা। ৩১৬ পিতৃপিতৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত যে কোন বিদ্যা দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত হয় তাহার ভাগী ন্যূন বিদ্বান্ আর অবিদ্বান্ নয়। (কিন্তু সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বান্ বটে)*।

৩১৬ পিতৃ পিতৃব্যাদ্যতিরিক্তে প্রাপ্তয়া যয়া কয়াচিদ্বিদ্যয়া সাধারণ ধনানুপঘাতেনা যদর্জ্জিতং তন্ন বিভাজ্যং ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যৈঃ। (সমবিদ্যাধিকবিদ্যৈস্তু বিভাজ্যমেব)*।

* ৫১৬ সংখ্যকে পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।
† ৫১৪ ও ৫১৫ পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

৵০ বিদ্বান্ বিদ্যার্জ্জিত কোন ধন অবিদ্বান্‌কে দিবে না। কিন্তু সমান আর অধিক বিদ্বান্‌কে ঐ ধন দিবে।

৵০ নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ। সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং। কাত্যায়নঃ।

৶০ বিদ্যাদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত তাহা কেবল তদর্জ্জকের, (ট) এবং মিত্র হইতে প্রাপ্ত, ও মাধুপর্কিক (ড) ধনও তদর্জ্জকের। মনু।

৶০ বিদ্যাধনন্তু যদ্যস্য তত্তস্যৈব (ট) ধনং ভবেৎ। মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেবচ (ড)। মনুঃ।

(ট) সে ধন কেবল তদর্জ্জকের—ইহা বলাতে ন্যূন বিদ্বান আর অবিদ্বান্‌কে নিরাশ করা হইয়াছে। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(ট) তত্তস্যৈবেত্যেবকারাৎ—ন্যূনবিদ্যাবিদ্যব্যবচ্ছেদঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(ড) মাধুপর্কিক—অর্থাৎ যাজনকার্য্যে লব্ধ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(ড) মাধুপর্কিকং—আর্ত্বিজ্যলব্ধং। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

মাধুপর্কিক—মধুপর্ককালে পূজ্যতা প্রযুক্ত লব্ধ। কল্লূকভট্ট।

মাধুপর্কিকঃ—মধুপর্ককালে পূজ্যতয়া লব্ধং। কুল্লূকভট্টঃ।

অতএব বিদ্যাধন বিষয়ে ব্যবহৃত অবিভাজ্য পদ কেবল ন্যূন বিদ্বান আর অবিদ্বানের প্রতি খাটে, কেননা যে বিদ্যাধন অবিভাজ্য কথিত হইয়াছে তাহাও সমবিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য।

তেন বিদ্যাধন বিষয়ে ব্যবহৃতাবিভাজ্য পদং কেবলং ন্যূনবিদ্যাবিদ্যৌ প্রতি প্রযুজ্যং।—যদ্বিদ্যাধনমবিভাজ্যমুক্তং তস্যাপি সমবিদ্যাধিকবিদ্যৈঃ সহ বিভাজ্যত্বাৎ।

বিদ্যার্জ্জিত ধনের বর্ণনা কাত্যায়ন করিয়াছেন, তদ্যথা—পণনক্ত কোটি বিদ্যাতে উদ্ধার করিলে যাহা লব্ধ হয় তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধনে জ্ঞেয়, তাহা বিভাজ্য নয়। শিষ্য হইতে যাজনদ্বারা, প্রশ্নের (উত্তরকরণ) দ্বারা, সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয়দ্বারা, নিজজ্ঞান প্রকাশ দ্বারা, বাদ (বিষয়ে জয়) দ্বারা আর উত্তমরূপ পাঠদ্বারা লব্ধ যাহা তাহাকে বিদ্যার্জ্জিত ধন কহিয়াছেন, তাহা বিভাজ্য নয়। শিল্পেতেও এই নিয়ম, মূল্য হইতে অধিক যাহা প্রাপ্তি হয়, এবং ক্রীড়া বিষয়ে পরকে বিদ্যা দ্বারা পরাজয় করিয়া যাহা লব্ধ হয় তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধন জানিবে, তাহা

বিদ্যাধনমাহ কাত্যায়নঃ—উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়া পণপূর্ব্বকং। বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যাৎ বিভাগে ন নিযোজয়েৎ। শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধ প্রশ্ননির্ণয়াৎ। স্বজ্ঞান শংসনাৎ বাদাৎ লব্ধং প্রাধ্যয়নাচ্চ যৎ। বিদ্যাধনন্তু তৎপ্রাহুর্বিভাগে ন নিযুজ্যতে। শিল্পেম্বপি হি ধর্ম্মোঽয়ং মূল্যাদ্যচ্চাধিকং ভবেৎ। পরং নিরস্য যল্লব্ধং বিদ্যয়া দ্যূত পূর্ব্বকং। বিদ্যা-

বিভাজ্য নয়, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন। দা. ভা. পৃ. ১৩৯ ও ১৪০।

কাত্যায়ন আরো কহেন—"পর-কর্তৃক প্রতিপালিত হওনাবস্থায় অন্য হইতে শিক্ষিত যে বিদ্যা তদ্দ্বারা

ধনন্তু তদ্বিদ্যাপ্তবিভাজ্যং* বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৩৯ ও ১৪০।

পুনঃ কাত্যায়নঃ—পরভক্তোপযো-গেন বিদ্যা-প্রাপ্তান্যতস্তু যা। তয়া-

---

* 'কোটি উদ্ধার'—অর্থাৎ কেহ এমত পণ করিলে যে যদি উত্তম রূপে কোটিউদ্ধার করিতে পারেন, তবে আপনাকে এতদিব, সেই কোটি উদ্ধার করাতে যাহা লাভ হয় তাহা বিভাজ্য নয়। 'শিষ্য হইতে'—অর্থাৎ অধ্যাপিত হইতে যাহা প্রাপ্ত; অথবা তান্ত্রিক মন্ত্রাধ্যেতা শিষ্য স্বদেব পূজানিমিত্ত যাহাদেয় কিম্বা বেদপঠার্থ আগত শিষ্য গুরু পূজা নিমিত্তে যাহা দেয়। 'যাজনদ্বারা'—অর্থাৎ যজমান হইতে দক্ষিণাদিরূপে যাহা লব্ধ হয়:—দক্ষিণা প্রতিগ্রহ নয়, কেননা তাহা বেতনস্বরূপ; এবং যাজন সময়ে দেব পূজার্থে অথবা পুরোহিতকে পূজার্থে দত্ত দ্রব্য। 'প্রশ্নের (উত্তরকরণ) দ্বারা'—অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ক কৃত কোন প্রশ্নের সদুত্তর করিলে পণ বিনাও পরিতোষ হেতু যে যৎকিঞ্চিৎ দত্ত হয়। 'সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয়দ্বারা'—সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয়ার্থে প্রশ্নকৃত হইলে তন্নির্ণয়করণ দ্বারা, যথা যে এই শাস্ত্রার্থে আমার সংশয় দূর করিবে তাহাকে এই সুবর্ণাদি দিব এইরূপ উপস্থিত সংশয় দূরকরণ দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, অথবা বিবাদ নিষ্পত্ত্যর্থে আগত দুই বাদির সম্যক সিদ্ধান্ত দ্বারা যে ষষ্ঠাংশাদি লাভ হয়। 'নিজজ্ঞান প্রকাশ দ্বারা'—অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে নিজ প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা যাহা লব্ধ হয়। 'বাদ(বিষয়ে জয়) দ্বারা'—অর্থাৎ দুই জনের শাস্ত্র জ্ঞান বিবাদে অথবা জ্ঞান বিষয়ে অন্য যে কোন পরস্পর বিবাদে জয়ী হইলে যাহা লব্ধ হয়। যথা দাতব্য এক বস্তুর অনেকে প্রার্থক হইলে উত্তম পাঠ জন্য যাহা লব্ধ হয়। 'শিল্পবিদ্যাদ্বারা'—অর্থাৎ চিত্রকর স্বর্ণকারাদি কর্তৃক যাহা লব্ধ। 'মূল্য হইতে অধিক যাহা প্রাপ্তি হয়'—অর্থাৎ সাধারণ সুবর্ণাদি আনিয়া কুণ্ডলাদি নির্মাণে স্বর্ণাদির মূল্য

* 'উপন্যস্তে'—অর্থাৎ যদি ভবান্ ভদ্রকমুপন্যস্যতি তদা ভবতে ময়া এতাবদ্দেয়মিতি পণিতং তত্রোপন্যাসংনিস্তীর্য্য যল্লব্ধং তন্ন বিভাজ্যং। 'শিষ্যাৎ'—অধ্যাপিতাৎ যৎপ্রাপ্তং অথবা শিষ্যোয়ং তান্ত্রিক মন্ত্রাধ্যেতা স্বদেবপূজাদ্যর্থং যদ্দদাতি যদ্বা বেদ পাঠার্থমাগতঃ শিষ্যো গুরুপূজাদ্রব্যং যদ্দদাতি। 'আর্ত্বিজ্যতঃ'—যজমানাৎ দক্ষিণাদিনা যল্লব্ধং,—দক্ষিণাচ ন প্রতিগ্রহো, বেতনরূপত্বাৎ তস্যাঃ, এবং যাজন সময়ে দেবপূজার্থং দ্রব্যং ঋত্বিক্ পূজাদ্রব্যং বা। 'প্রশ্নাৎ'—যৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যায়াং প্রশ্নে নিস্তীর্ণে অপণিতমপি যদি কশ্চিৎ পরিতোষাদ্দদাতি। 'সন্দিগ্ধ প্রশ্ননির্ণয়াৎ'—সন্দিগ্ধার্থে নিশ্চয়ার্থং প্রশ্নে কৃতে তন্নির্ণয় জননাৎ—যোহস্মিন্ শাস্ত্রে মম সংশয়মপনয়তি তস্মৈ সুবর্ণাদিকমিদবং দদানীত্যুপস্থিতস্য সংশয়মপনীয় যল্লব্ধং, বাদিনোর্ব্বা সন্দেহ ন্যায়করণার্থমাগতয়োঃ সম্যগ্ নিরূপণেন যল্লব্ধং ষষ্ঠাংশাদিকং 'স্বজ্ঞান শংসনাৎ'—শাস্ত্রাদিষু প্রকৃষ্ট জ্ঞানং প্রকাশ্য প্রতিগ্রহাদিনা যল্লব্ধং। 'বাদাৎ'—দ্বয়োঃ শাস্ত্রজ্ঞান বিবাদে অন্যত্রাপি যত্র কুত্রচিদন্যোন্যজ্ঞানবিবাদে নির্জ্জিত্য যল্লব্ধং তথৈকস্মিন্ দেয়ে (বস্তুনি) বহূনামুপপ্লবে যেন প্রকৃষ্টমধীত্য যল্লব্ধং। 'শিল্পবিদ্যয়া'—চিত্রকর স্বর্ণকারাদিভির্যল্লব্ধং। 'মূল্যাৎ যচ্চাধিকং ভবেৎ'—অর্থাৎ স্বর্ণাদিকমাদায় কুণ্ড-

উপার্জ্জিত যে ধন তাহা বিদ্যাদ্বারা লব্ধ কথিত হয়*।	লব্ধং ধনং যত্তু বিদ্যালব্ধং তদুচ্যতে*।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। পাঁচ ভ্রাতা ছিল, তন্মধ্যে এক জন পিতৃ মরণোত্তর একখানি নিষ্কর গ্রাম আপন নামে ও অন্য এক ভ্রাতার নামে হাসিল করে, এবং উপরিউক্ত চারি ভ্রাতাকে আর এক পত্নীকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। এই গ্রামে সকল ভ্রাতার অধিকার, অথবা যে যে ভ্রাতার নামে দলীল লিখা গিয়াছে তাহাদেরই অধিকার?

শুদ্ধ নিজ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত ধন ভ্রাতাদের মধ্যে বিভাজ্য নয়।

উ.। পৈতৃক বিষয়ের উপঘাত বিনা কোন শরিকে স্থাবর অস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করিলে তাদৃশ উপার্জ্জিত বিষয়ে তাহারই কেবল অধিকার, তাহা দাওয়া করিতে তদ্‌-ভ্রাতাদের কোন অধিকার নাই। যদি তাহারা সাধারণে শ্রম করিয়া ও ধন দিয়া থাকে তবে উপার্জ্জিত ঐ বিষয় ভ্রাতাদের মধ্যে সমানরূপে বিভক্ত হইবে, যথা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—"পৈতৃক দ্রব্যের উপঘাত বিনা কোন ব্যক্তি আপন ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা সে সমদায়াদদিগকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহাও দিবে না"। "পৈতৃক ধন ক্ষয় বিনা কোন সমান দায়াদ যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে, যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান, তাহার সহিত সমদায়াদের সংস্রব নাই"। মেক্‌. হি. ল, বা. ২. চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১৬. (পৃ. ১৬১ ও ১৬২)।

প্র.। এক ব্যক্তি বৈমাত্র ভ্রাতার সহিত অবিভক্তরূপে একত্র বাস করতঃ অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে গেল, এবং সেখানে বিষয় কর্ম্ম করিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিল এমতে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিষয় উপার্জ্জন কালে অর্জ্জকের সহিত কেবল অবিভক্ত থাকা হেতু ঐ বিষয়ের কোন অংশে

হইতে শিল্পগুণে অধিক যাহা লাভ হয় অপিচ দ্যূত ক্রীড়ায় অন্যকে হারাইলে যাহা লাভ হয়, সেই সমস্ত বিদ্যার্জ্জিত ধন, তাহা অন্যের সহিত বিভাজ্য নয়। দা. ভা. পৃ. ১৪০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫। দা. ভা. টী. ১৪০। বি. দা. ভ. টী. ৫।	লাদিকং নির্ম্মায় স্বর্ণাদি মূল্যাৎ শিল্পগুণেন যদধিকং মূল্যং লব্ধং, দ্যূতেনাপি পরং নির্জ্জিত্য যল্লব্ধং, তৎসর্ব্বং বিদ্যাধনং অবিভাজ্যমিতরৈঃ সহেতি। দা ভা. টী. পৃ ১৪০। দা. ক্র. সং, পৃ ৪৩। দা. ভা. পৃ. ১৪০। বি. দা. টী. র. ৫।
* পরন্তু জীমূতবাহনাদির মতে পরকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়া বিদ্যার্জ্জিত ধনের অবিভাজ্যতার প্রতি আবশ্যক নিয়ম নয়, যেহেতু ভক্ষণাদির নিমিত্তে সাধারণ ধনের যে ভোগ তাহা ধনার্জ্জনার্থ উপঘাত নয়।	* পরন্তু জীমূতবাহনাদীনাং মতে বিদ্যাধনস্যাবিভাজ্যত্বে পরভক্তোপযোগস্যাবশ্যকতাভাবঃ ভক্ষণাদ্যর্থ সাধারণ ধনভোগস্য ধনার্জ্জনার্থমুপঘাতত্বাভাবাৎ।

অধিকারী হইবে কি না; যদি হয়, তবে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে বিষয় বিভাগ হইবে?

কোন ব্যক্তি অবিভক্ত ভ্রাতার স্বোপার্জ্জিত ধনের ভাগী নয়।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায় দায়ভাগাদি গ্রন্থে লিখিত মতানুসারে বিষয় উপার্জ্জন কালে উপার্জ্জকের সহিত অবিভক্ত থাকন কারণে ঐ বিষয়ের ভাগ লইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন অধিকার নাই। ১৭ এপ্রেল ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১৫. (পৃ. ১৬১)।

প্র.। দুই জন হিন্দু একান্নভুক্ত থাকিয়া এজমালিতে তালুকের উপস্বত্বভোগ করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জন ধার করা টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিল। এমত অবস্থায় উক্তরূপে ক্রীত ভূমির অংশ পাইতে অন্য ব্যক্তি অধিকারী কি না?

এক শরীকে যদি ধার করা টাকা দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়া থাকে তবে অন্য শরিকে তদ্ব্যাপারে অসংসৃষ্ট থাকিলে তাহা দাওয়া করিতে পারে না।

উ.। এই মকদ্দমাতে এমত দৃষ্ট হইতেছে যে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন নিজ সম-দায়াদের সহিত পৈতৃক স্থাবর বিষয় এজমালিতে দখল এবং একান্নভুক্ত রূপে বাস করণাবস্থায় ধার করা টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু স্পষ্ট রূপে এমত লিখিত হয় নাই উক্ত শরিকের সম্মতিতে ক্রয় পূর্ব্বক অথবা বিনা সম্মতিতে ঐ টাকা ধার করিয়া বিষয় করা হয়। উক্ত অন্য শরিকের সম্মতিতে যদি ঐ কর্ম্ম করা হইয়া থাকে তবে সে ভাগ পাইতে অধিকারী, কিন্তু সে অংশমত ঋণ পরিশোধ করিবে; পরন্তু উক্ত ব্যাপারে যদি সে সংসৃষ্ট না রহিয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি ঐ বিষয় ক্রয় করিয়াছে সেই কেবল তাহাতে অধিকারী, এবং তাহাকেই কেবল ঐ ঋণ শোধ দিতে হইবে। শহর ঢাকা, ২১ জুন ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৬ (পৃ. ১৫১)।

প্র. ১। রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ জমিদারি ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণ করণকালীন আপিলান্টদের পিতা তাহার সহিত কেবল একান্নভুক্ত ছিল, ঐ ব্যয়ের কোন অংশ দেয় নাই, এবং পৈতৃক সাধারণ ধনও ছিল না, এমতে একান্নভুক্ত থাকা কারণে শাস্ত্রমতে ঐ বিষয়ের ও বাটীর কোন অংশে আপিলান্টদের কোন দাওয়া ছিল কি না?

কোন ব্যক্তি অসাধারণ রূপে বিষয় উপার্জ্জন করিলে উক্ত ভ্রাতা একান্নভুক্ত থাকিলেও তাহার ভাগী নয়। এবং এক ব্যক্তি সাধারণ ভূমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করি-

উ. ১। রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ যদি পৈতামহ বা পৈতৃক ধনের কোন সাহায্য বিনা নিজ স্বতন্ত্র শ্রমার্জ্জিত ধনের উপস্বত্ব দিয়া একাকী ঐ জমীদারি ক্রয় করিয়া থাকে তবে তাদৃশ জমিদারী তাহারই স্বকীয় বিষয়, তাহার অংশ লইতে অন্যকে অধিকার নাই। আর যদি সে আপনার নিজ নামে ব্রহ্মোত্তর,

সে তাহাতে অন্যের ভাগ নাই, কেবল স্থানান্তরে তৎপরিমিত ভূমি দাওয়া করিতে পারে।

ভূমির সনদ্ হাসিল করিয়া থাকে (এবং দৃষ্টও হইতেছে যে সে তাহা করিয়াছে) তবে অন্য ব্যক্তি তাহার ভাগ লইতে পারেনা। অপিচ সে যদি আপন স্বতন্ত্র ধনের দ্বারা পৈতামহ ভূমির উপর পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে তবে তদবস্থাতেও ঐ বাটী এমত বিষয় হইবে না যাহার দাবী সম-দায়াদেরা করিতে পারিবে; ভূমির শরিকদের স্বস্ব অংশ পরিমাণে কেবল তদ্রূপ অন্য ভূমি পাইতে তাহার উপর দাওয়া থাকিবে। এই রীতি, অর্থাৎ অলিখিত শাস্ত্র এই, কেবল একান্নভুক্ত থাকিলেই বিষয় ভাগী হয় না।

প্র. ২। যদি উক্ত ব্যক্তিদের দাওয়াই থাকে, তবে, তৎপ্রত্যেকের অংশের পরিমাণ কি? এবং রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ ও পিতা ৩৮ বৎসর পর্য্যন্ত দখলিকার থাকার পর পৃথক্ অংশ পাইতে আপিলান্টদিগের দাওয়া গ্রাহ্য কি না, ?

উ. ২। আপিলান্টেরা যদি আদৌ অংশে অধিকারি হইয়া থাকে, তবে তাহারা ঐ অংশ আটত্রিশ বৎসর পরে অথবা অধস্তন চারি-পুরুষ পর্য্যন্ত যে কোন কালে লইতে পারে।

দায়ভাগ-ধৃত মনুর ও বিষ্ণুর বচন—"কোন ভ্রাতা পিতৃধনের উপঘাত বিনা যাহা আপনি শ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা স্বেচ্ছা বিনা দেওয়ার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহা তাহার নিজ চেষ্টায় উপার্জ্জিত"। শঙ্খ ও লিখিত।—"কোন পুত্র আপনার নিমিত্তে যে বাটী বা বাগান প্রস্তুত করে তাহা এবং জলপাত্র, অলঙ্কার, ভোজনাদির পাত্র, অবরুদ্ধা, বস্ত্র, জলাশয়ের বা কূপের জল, পশুচরণ স্থান ও পথ বিভাজ্য নহে; প্রজাপতি এইরূপ কহিয়াছেন"। দেবল "অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে বিভাগ এবং বিভাগান্তে সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পুনর্ব্বিভাগ অধস্তন চারি-পুরুষ পর্য্যন্ত হইতে পারে; এই ব্যবস্থা"।

সদরদেওয়ানী আদালৎ। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০১ সাল। খুদিরাম শর্ম্মা ও উৎসবানন্দ শর্ম্মা—বনাম—ত্রিলোচন। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৭, (পৃ. ১৫১—১৫৩)॥

প্র. ১। দুই ভ্রাতা নিজ পিতার জীবন-কালে এবং আপনারা এক পরিবার রূপে একত্র বাস করণ কালে আপন আপন স্বতন্ত্র ধনে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া তাহা পৃথক রূপে দখলে রাখে; পিতার মরণে তাঁহার বিষয় দুই পুত্রে সমান ভাগ করিয়া লয়। তন্মধ্যে এক ভ্রাতা (যে এক্ষণে মৃত হইয়াছে) আপন পত্নীর ধন দিয়া পিতার জীবন কালীন অথচ আপনারা একত্র বাস করণ কালীন যে বিষয় নিজ পুত্রের নামে ক্রয় করিয়াছিল তাহাই (এক্ষণে) বিবাদাস্পদ। এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এরূপে

ক্রীত বিষয়ের কোন অংশ দাওয়া করিতে জীবিত ভ্রাতার অধিকার আছে কি না।

কোন ভ্রাতা নিজ ধনে ও শ্রমে বিষয় করিলে অন্য ভ্রাতা অবিভক্ত থাকিলেও তাহাতে অধিকারী নয়।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায়, এমত বোধ হইতেছে না যে বিরোধীয় বিষয় পিতার অথবা জীবিত ভ্রাতার ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়াছে; অতএব ঐ ভ্রাতা অর্জ্জকের সহিত একত্র থাকিলেও তদুপার্জ্জিত বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

প্রমাণ—

দায়ভাগে ও মিতাক্ষরাতে ধৃত নিম্ন লিখিত বচন—"পৈতৃক ধন ব্যবহার বিনা কোন ভ্রাতা নিজ পরিশ্রমে যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহা সম-দায়াদদিগকে দিবার আবশ্যকতা নাই, এবং বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহাও দিবার আবশ্যকতা নাই। পৈতৃক দ্রব্যের ক্ষয় বিনা কোন দায়াদ যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান—তাহার সহিত দায়াদের সংস্রব নাই"।

ঢাকা কোর্ট আপিল, ১৮ জানুয়ারি ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ১০, (পৃ. ১৫৬)।

প্র.। এক বালক অন্নপ্রাশন-কালে কিছু অলঙ্কার ও আরং দ্রব্য যৌতক* পায়, তাহার মাতা ঐ সকল বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়া তাহার নামে এক স্থাবর বিষয় ক্রয় করে, এমত অবস্থায় তাহার সহোদর ভ্রাতা ঐ বিষয়ে তাহার সহিত ভাগী হইতে অধিকারী কি না?

কোন বালকের যৌতক ধনে ক্রীত ভূমি বিভাজ্য নয়।

উ.। যে কোন বস্তু—তাহা অলঙ্কার বা অন্য পদার্থ হউক—কোন বালককে যদি যৌতক রূপে দত্ত হয়, অর্থাৎ তাহার কোন সংস্কার কালে তাহাকে দেওয়া যায়, তাদৃশ দান নিতান্তই তাহার অসাধারণ সম্পত্তি, অতএব তাহার সে ধন দিয়া তাহার মাতা যে বিষয় ক্রয় করিয়াছেন তাহাতে তৎসহোদর ভ্রাতার কোন অধিকার নাই। জিলা মেদিনীপুর, ২৫ নবেম্বর ১৮১৭ সাল। মেক্. হি ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৩, (পৃ ১৫৯—১৬০)।

---

* বিবাহ কালে প্রাপ্ত যাহা তাহার নাম যৌতক। মিশ্রণ বোধক যু-ধাতুতে প্রত্যয় যোগে—বর ও কন্যাতে মিলন বোধক—যৌতক পদ নিষ্পন্ন। তৎকালে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহার নাম যৌতক; পরন্তু প্রত্যেকে সংস্কার কালে যাহা দত্ত হয় তাহা বুঝাইতে সচরাচর যৌতক পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাধাচরণ রায় (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—কৃষ্ণচরণ রায় ও গুরুচরণ রায় রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর

৩০৪ ও ৩১৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

প্রতিবাদী সদর দেওয়ানী আদালতে প্রধানতঃ যে সকল ওজরে আপিল করে তদ্‌যথা। প্রথমতঃ—'যে-হেতু বিরোধীয় বিষয় আমি নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করিয়াছি অতএব রেস্‌পণ্ডেন্টদের অপেক্ষা অধিক অংশ আমার পাওয়া উচিত; দ্বিতীয়তঃ—মৃত রামদুলালের পত্নী যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারা ক্রমে দাবীদার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্নাচ্ছাদনের অতিরিক্ত পাইতে অধিকার নাই; যদি কস্মিন কালে তাহার কোন অধিকার হইয়াও থাকে, আমি (আপিলান্ট) সাক্ষিদ্বারা প্রমাণ করিতে পারি যে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে'। এই মকদ্দমাতে রায় দেওনে আদালত বিবেচনা করিলেন যে আপিলান্ট (১৭৭৮ সালে যে মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হয় তাহাতে) পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া সন্তোষ রায়ের অপহৃত ঐ বিষয় উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া যে নিজ ভ্রাতাদের অপেক্ষা অধিকাংশ দাওয়া করে তাহা টিকিতে পারে না,—কেননা ঐ দাওয়া যদি ন্যায়মূলক হইত তবে যৎকালে ১৭৭৮ সালে নিষ্পন্ন মকদ্দমা দায়ের ছিল তৎকালেই সে তাহা উপস্থিত করিত, তাহাতে যে কারণের উপর এক্ষণে নির্ভর করে তদ্দারা আর আর দাওয়াদার অপেক্ষা সমুদয় জমিদারির অধিকাংশ পাইতে যোগ্য হইত,—প্রত্যুত যে ডিক্রীর উপর বর্ত্তমান মকদ্দমাতে উভয় পক্ষের অধিকার স্থির করে সেই ডিক্রী অনুসারেই জমিদারি সমান ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত বিধবার অধিকার বিষয়ে আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের প্রতি প্রশ্ন করিলেন। তাঁহাদের দত্ত উত্তর অথচ বিবাদ-ভঙ্গার্ণবের অনুবাদ দৃষ্টে প্রকাশ হইল যে সে নিজ পতির সমুদয় বিষয়ে অধিকারিণী; এবং আপিলান্টের এই এজহার যে ঐ বিধবা নিজ স্বত্ব বাচনিক রূপে পরিত্যাগ করিয়াছে আদালতের বিবেচনায় বিশ্বাস যোগ্য নহে কেননা উক্তরূপ মকদ্দমা সকলে বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইলে অনেক ক্লেশ ও অন্যায়ের সোপান হইবে। এতাবতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত স্পেকি সাহেব জিলার ডিক্রী স্থিরতর রাখিলেন, অধিকন্তু আদেশ করিলেন যে ঐ বিধবাকে তৎপতির অংশে অর্থাৎ কুশল রায়ের অংশের চারি ভাগের ভাগে দখল দেওয়ান উচিত*। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩ ও ৩৪।

---

* এই মকদ্দমাতে পৈতৃক বিষয় নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ অধিকাংশ পাইবার যে দাবী তাহা এই মকদ্দমার বিশেষ অবস্থা জন্যই নামঞ্জুর হয়। শাস্ত্রানুসারে অগ্রাহ্য বলিয়া হয় নাই, কেননা কোন দায়াদ সাধারণ বিষয় উদ্ধার করিলে শাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন যে সে নিজ অংশাতিরেকে চতুর্থাংশ পাইবে। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১৪৩।—উক্ত ফয়সালা সম্বন্ধে কোলব্রুকসাহেবের লিখিত মন্তব্য কথা।

মকদ্দমা নং ২৫৯, ১৮৫৯ সাল।

রাম রাজা দে (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—ঈশানচন্দ্র রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৩০৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১ বাদী খাস্ আপিলান্ট বক্ষ্যমাণ এজহারে নালিশ করে। সে কহে তালুক মনোহর-দে পাঁচ হিন্দু ভ্রাতার (অর্থাৎ) মনোহর ও কাশীনাথ প্রভৃতির বিষয় ছিল। ও তাহারা তাহা এজমালিতে দখল করিয়াছিল। কাশীনাথের মরণে (অর্থাৎ ১২৫৯ সালের আশ্বিন মাসে) তাহার পুত্র গদাধর ঐ বিষয়ের নিজ অংশ বাদির নিকট বন্ধক দেয়। গদাধর উত্তরাধিকারী বিহীনরূপে মরাতে তাহার ভ্রাতৃপুত্র রাধামোহন বসু ও গুরুচরণ বসু তদ্ধনাধিকারি হয়। ইহারা ১২৫১ সালের ১৬ ফাল্গুন তারিখে ঐ বিষয় বাদীর নিকট এককালীন বিক্রয় করে। প্রতিবাদিরা কহে মনোহরই ঐ বিষয়ের সম্যক্ মালিক, গদাধরের তাহাতে স্বত্ব ছিল না এবং কখনো দখল ছিল না।

মুন্সিফ্ ঐ বিক্রয় সপ্রমাণ দেখিয়া বাদির হক্কে ডিক্রী দেন। জজ সাহেব খাজনার দাখিলাতে এবং আর২ দস্তাবেজে কেবল মনোহরের নাম লিখিত হওয়া কারণে তাহাকেই মাত্র এক মালিক স্থির করিয়া বাদির দাওয়া অগ্রাহ্য করেন।

খাস আপিল এই হেতুবাদে দাখিল হয় যে যৌত হিন্দু পরিবারের সকল বিষয় ব্যাপার এক ভ্রাতার নামে চলার যে ব্যবহার আছে জজ সাহেব তাহাতে মনোযোগ করেন নাই; এমত অনুভব অবশ্যই করিতে হইবে যে ঐ পরিবার অবিভক্ত ছিল, এবং প্রতিবাদিদিগকে এমত প্রমাণ দর্শাইতে আদেশ করা উচিত ছিল যে তাহারা পৃথক হইয়াছিল, অথবা ঐ বিষয় স্বোপার্জ্জিত।

আমরা খাস আপিল মঞ্জুর করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের বিচার করিতেছি।—

বিচার।

এই মকদ্দমাতে প্রতিবাদির জওয়াব দৃষ্টে দৃষ্ট হইতেছে ঐ কাগজের স্পষ্টতঃ মর্ম্ম এই যে পরিবার যৌত এবং অবিভক্ত থাকিলেও প্রতিবাদী নিজ অসাধারণ স্বত্ববলে নালিশী বিষয় দখলকারি মনোহরের স্বত্বাধিকার উপার্জ্জন করিয়াছে।

যে স্থলে কোন হিন্দু পরিবার যৌত থাকে সেস্থলে সর্ব্বদাই বোধ করিতে হইবে যে ঐ পরিবারীয় ব্যক্তিদের হাসিলকরা বিষয় সাধারণ ধন হইতে উপার্জ্জিত হইয়াছে; এবং যেস্থলে এই হেতুবাদে অধিকারের এজহার করা হইয়াছে যে বিষয় উক্তরূপে উপার্জ্জিত নয়, কিন্তু স্বোপার্জ্জিত বটে,

সেস্থলে যে ব্যক্তি ঐ এজহার করে তাহাকেই তাহা প্রমাণ করিতে হয়, প্রমাণের ভার যথার্থ রূপে তাহার উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দাখিলাতে এবং ঐ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধীয় আর আর কাগজে মনোহরের নাম প্রকাশ পাওয়াতে জজ তাহারই প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন। পরন্তু তাহা প্রচুর প্রমাণ নহে, কেননা সচরাচর আচার এই যে অধ্যক্ষ বলিয়া এক ভাগির নাম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহাতে অবিভক্ত পরিবারের স্বত্বাধিকার থাকে, কোথা হইতে যে টাকা আইল ইহাই প্রকৃত পরীক্ষা। এতাবতা ইহা প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক ছিল যে মনোহর নিজ অসাধারণ ধনে ঐ বিষয় উপার্জন করিয়াছে।

আমরা আপিল ডিক্রী করিয়া মকদ্দমা ওয়াপস পাঠাইতেছি—এই নিমিত্তে যে উপরি লিখিতানুসারে জিলার জজ বিচার করিবেন। ১৭ নবেম্বর ১৮৫৮ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১৪৮১।

মকদ্দমা নং ১৩১, ১৮৫৯ সাল।

গদাধর মজুমদার (বাদী) আপিলান্ট্—বনাম—বেচারাম মণ্ডল প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

৵০ ১৮৫৯ সালের ২৬ ফেব্রুওরি তারিখে বি. জে. কালবিন ও ডি. আই. মনি সাহেবের লিখিত বক্ষ্যমাণ সার্টিফিকেট অনুসারে এই মকদ্দমার খাস আপিল মঞ্জুর হয়। দাসী সুন্দরীর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের নামে রেজিষ্টরি বহিতে লিখিত কোন বিষয়ের ॥৵০ আনা রকম এক ডিক্রী জারিতে তাহার (অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের) ভ্রাতা শ্রীধর প্রভৃতির দেনায় বিক্রীত হইলে দাসী সুন্দরী (যাহার কাএম মোকাম এক্ষণে দরখাস্তকারী হইয়াছে) ঐ নিলাম রদের নিমিত্তে এই নালিষ উপস্থিত করে—এই হেতুবাদে যে ঐ বিষয় মৃত্যুঞ্জয়ের স্বোপার্জিত ও তাহার মরণান্তে ঐ বিষয় তাহার জননীকে (অর্থাৎ উক্ত মূল বাদিনী দাসী সুন্দরীকে) অর্শিয়াছে। মুন্সিফ স্বোপার্জিতের ওজর অগ্রাহ্য করিয়া দুই আনা মেকদারে অর্থাৎ সমুদায়ের পঞ্চমাংশ মৃত্যুঞ্জয়ের যোগ্যাংশ (ও সে পাচ ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা হওয়াতে তৎপরিমিত মাত্র তাহার প্রাপ্য) বিবেচনা করিয়া ঐ পরিমাণে নিলাম রদ করিলেন। উভয় পক্ষে আপীল করিল তাহাতে (জিলার) জজ বাদির সমুদায় দাবী অগ্রাহ্য করিলেন—এই কারণে যে ঐ দাবী উত্তরাধিকার সূত্রে এক অংশের বুনিয়াদে হয় নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের স্বোপার্জিত হওন কারণে তৎসমুদ্রায়ে স্বত্ব আছে বলিয়া হইয়াছে, অপিচ তিনি স্থির করেন যে প্রমাণের ভার বাদির উপর।

খাস আপীলে দুইটী হেতু দর্শিত হইয়াছে, তাহা এই যে—স্বোপার্জ্জিতের বুনিয়াদে কৃত দাওয়া অগ্রাহ্য হইলেও বাদিনী উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের দুই আনা অংশে অধিকারিণী, এবং ঐ বিষয় মৃত্যুঞ্জয়ের নামে রিজিষ্টরি

বহিতে লিখিত হওয়াতে—বাদিনীর নয় কিন্তু—প্রতিবাদির দেখান উচিত যে তাহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের কেবল আংশিক স্বত্ব মাত্র ছিল।

বিচার।

যে২ কারণে খাস আপীল মঞ্জুর হইয়াছিল আমাদের বোধে তাহা গৌরব যোগ্য নহে। এক অবিভক্ত পরিবার-ভুক্ত পাঁচ ভ্রাতার এক জন মৃত্যুঞ্জয়, বাদিনী ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের জননী। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের ভ্রাতাদের নামে হওয়া ডিক্রী জারিতে কোন বিষয়ের ৷৷৶ আনা রকম নিলাম হইলে ঐ নিলাম রদের নিমিত্তে উক্ত বিষয় মৃত্যুঞ্জয়ের স্বোপার্জ্জিত থাকা হেতুবাদে নালিষ করেন।

জজ সাহেব বিচার করিলেন যে ঐ বিষয় অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের থাকাতে তাহা সাধারণ থাকা বোধ ছিল, এবং তাহা যে মৃত্যুঞ্জয় একাকী ক্রয় করিয়াছিল ইহা প্রমাণ করার ভার বাদিনীর উপর ছিল। তিনি তাহা করিতে অশক্তা হওয়াতে জজ সাহেব দাবী ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন। এক্ষণে খাস আপীলে বাদিনী কহেন যে সম্যক্ মালিক রূপে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম কালেক্টরি রেজিষ্টরি বহিতে লিখিত হওয়াতেই ঐ বিষয় সাধারণ হওয়ার আশঙ্কা দূর হইতেছে, এবং তাঁহার পক্ষে মুখ্যরূপে প্রমাণ হইতেছে, আর ঐ বিষয় সাধারণ থাকা প্রমাণ করার ভার প্রতিবাদির উপর পড়িতেছে। বাদিনী আরো কহেন যে তিনি নিজ মৃতপুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের উত্তরাধিকারিণীরূপে ৷৷৶ দশআনা পাইতে যোগ্যা না হইলেও, হিন্দু দায়শাস্ত্রানুসারে তিনি ঐ বিষয়ের দুই আনা যে দাবী করিযাছেন তাহা পাইতে অধিকারিণী।

আমাদের বিবেচনায় পরিবার অবিভক্ত থাকিতে এক ভ্রাতার নাম কালেক্-টরি বহিতে রেজিষ্টরি হওয়া ঐ বিষয় এজমালি থাকার আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তে যথেষ্ট নহে। অবিভক্ত যৌত পরিবারের মধ্যে এক না এক পুত্রের নামে সচরাচর বিষয় ক্রীত ও রেজিষ্টরি হইয়া থাকে। এই রূপ ব্যাপার সকল বেনামি বিবেচিত হয়। এবং সেই ব্যক্তি সমুদয় বিষয় দাওয়া করিলে সেই যে শাস্ত্রতঃ ও ব্যবহারতঃ একাকী ঐ বিষয়ের স্বত্বাধিকারী ইহা প্রদর্শনের ভার তাহারই উপর। এতাদৃশ মকদ্দমাসকলে রীতি এই যে যে-টাকা দিয়া ঐ বিষয় ক্রীত তাহা যে কোথা হইতে আইল ইহা বিবেচনা করা; বর্ত্তমান মকদ্দমায় ঐ বিষয় যে তাঁহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের টাকাতে ক্রীত হইয়াছে ইহা সপ্রমাণ করিতে বাদিনী অসমর্থা হওয়াতে তাঁহার দাবী সুতরাং অকর্ম্মণ্য হইতেছে। এই সকল কথা এত ভূয়২ বার এই আদালতে অথচ প্রিবি কৌন্সিলে বিচরিত হইয়াছে (বিশেষতঃ) গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামির বিরুদ্ধে গোপীকৃষ্ণ গোস্বামির মকদ্দমাতে শেষোক্ত আদালত কর্ত্তৃক অধুনা যে বিচরিত হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ উত্থিত হইতে পারে না।

আপিলাণ্টের দ্বিতীয় ওজরের প্রতি বক্তব্য এই যে অবিকল্পরূপে সংস্থাপিত নিয়ম এই যে কোন ব্যক্তি বিশেষ অধিকার-বলে দাবী করিলে ও তাহার

সে দাবী অকর্ম্মণ্য হইলে সেই মকদ্দমাতেই সে ফিরিয়া হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধানানুসারে দাওয়া করিতে পারে না। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে দুই বিষয়েই জজের নিষ্পত্তি সম্যক্ শুদ্ধ। এতাবতা আমরা খরচা সমেত খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। ২৭ আগষ্ট ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১১৩২।

মকদ্দমা নং ২৭৮, ১৮৫৫ সাল।

কেশবচন্দ্র রায় প্রভৃতি, আপিলান্ট্—বনাম—দামোদরচন্দ্র রায় প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেন্ট্।

৶০ প্রধান সদর আমীনের বিচার স্থিরতর থাকিয়া বিচার হইল যে প্রদর্শিত প্রমাণদ্বারা বাদী প্রমাণ করিয়াছেন যে এক ভ্রাতার নামে উপার্জ্জিত পত্তনি তালুক প্রকৃতপ্রস্তাবে বাদি ও প্রতিবাদি উভয়ের নিমিত্তেই হাসিল করা হইয়াছে। স. দে. আ. ডি. ১০ আগষ্ট, ১৮৫৮ সাল।

মকদ্দমা নং ১৫, ১৮৫৯ সাল।

জানকী দাসী প্রভৃতি—বনাম—কৃষ্ণকমল সিংহ।

অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে এক ভ্রাতার নাম ব্যবহৃত হইলে তন্মাত্রে এমত বোধ হয় না যে সেই কেবল তাহার মালিক, বিশেষতঃ যখন সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পরিবারের অধ্যক্ষ রূপে প্রদর্শিত হয় (তখন তাদৃশ বোধ কখনই হইতে পারে না)।

।০ এই মকদ্দমার আপিলান্ট্ প্রতিবাদী কৃষ্ণকমল সিংহ, ইনি ভ্রাতাদের মধ্যে দ্বিতীয়, তাহারা মিলিত রূপে এক অবিভক্ত হিন্দু পরিবার এবং ব্যবসায় ও জমীদারীতে বিশাল ধনশালি। বাদিনীরা বিধবা। জানকী জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রামকমলের পত্নী, ও বীরেশ্বরী কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী। ঐ বিধবারা সাধারণ বিষয়ে স্ব স্ব পতি-যোগ্যাংশ পাইবার নিমিত্তে এই নালিষ উপস্থিত করে—এই এজ্‌হারে যে প্রতিবাদি কৃষ্ণকমল তাহা হইতে তাহারদিগকে বেদখল করিয়াছে।

প্রতিবাদী অনেক আপত্তি করে, তন্মধ্যে প্রধান এই যে বিষয় তাহার নিজ ধনে পৃথক উপার্জিত হইয়াছে; এবং ঐ এষ্টেটের কিয়দংশ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের স্ত্রী ভুবনময়ী উপস্থিত হইয়া উত্তর দেয় যে তাহা তাহার অসাধারণ বিষয় ও স্ত্রীধনে ক্রীত।

প্রধান সদর আমীন নিজ বহু পরিশ্রম ও বিবেচনা সম্পন্ন বিচারে উক্তি করিয়াছেন যে ঐ সকল আপত্তি অমূলক, এবং সোনার ও রূপার কতিপয় অলঙ্কার ব্যতীত (যৎসম্বন্ধে বাদিনীরা প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করে নাই) ভূমি সম্পত্তির এবং এক ভিন্ন অন্য তাবৎ তেজারতের ও বিরোধীয় বাটীর এক তেহাই সম্বন্ধে তৎপ্রত্যেকের হক্কে ডিক্রী করিলেন।

প্রতিবাদী মকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে আপীল করে—এই হেতুবাদে যে ১২৪১ সাল হইতে ১২৬০ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বিষয় ব্যাপারে তাবৎ খরিদে, কারবারে ও খাজনার দাখিলাতে এবং আর২ কাগজে তদ্ভ্রাতাদের বা তাহাদের পত্নীদের নাম ব্যবহৃত না হইয়া কেবল তাহার নাম চলিয়া

আসিয়াছে। কোন্ অসাধারণ যোত্র হইতে আপিলান্ট্ ঐ বিশাল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে ইহা দেখাইতে আদালত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে আপিলান্টের উকীল কহিলেন অন্নপ্রাশনে ও বিবাহে যৌতক পাওয়া হইয়াছিল ও তাহা পৃথক হিসাবে রাখা হইয়াছিল, এবং তাহা তাহার (অর্থাৎ আপিলান্টের) সম্পত্তির মূল, এবং তিনি আপিলান্টের কতকগুলি ক্রমাগত খাতা দর্শাইলেন—যাহা নগদ দুইশত টাকাতে আরম্ভ হয়।

আদালতের ব্যয়—'আমারদিগকে কহিতে হইবে ভূয়ঃ নিষ্পত্তিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের মধ্যে যেখানে একান্নভুক্ততা স্বীকৃত হইয়াছে সেখানে কেবল এক ভ্রাতার নাম বিষয় সম্বন্ধীয় দলীল দস্তাবেজে ব্যবহৃত হইলে এমত বোধ হইতে পারে না যে ঐ ভ্রাতাই কেবল মালিক, বিশেষতঃ (যথা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে ঘটিয়াছে) যে স্থলে ঐ ভ্রাতা তাবৎ সময় ব্যাপিয়া জীবিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া অথচ (স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত প্রমাণানুসারে) পরিবারাধ্যক্ষ রূপে বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। হিসাব বহি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে যে সকল টাকা প্রতিবাদির নিজধন বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা পৃথক রূপে পাওয়ার কোন প্রামাণিক লিখা পড়া নাই শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু ঐ এজহার স্বতঃ অসঙ্গত। যখন প্রতিবাদী ঐ সকল দান পাওয়া অনুভূত হইয়াছে তখন সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রাতা ছিল। প্রকৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল (যথা প্রধান সদর আমিন উক্তি করিয়াছেন) ঐ দুই উৎসবে অর্থাৎ অন্নপ্রাশনে ও বিবাহে আরো অধিক টাকা পাইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই; তৃতীয় ভ্রাতাও দান পাইয়া থাকিবে, তত্রাপি কি আমাদের বোধ করিতে হইবে দ্বিতীয় ভ্রাতাকে যে টাকা দান করা হইয়াছিল তাহাই কেবল তাহার লাভের নিমিত্তে পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। এই বিষয়ে এবং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিতে লিখিত প্রমাণ সম্বন্ধীয় আর২ বিষয়ে তত্রকৃত নিষ্কর্ষ হইতে বিভিন্ন মত হওয়ার কোন কারণ দর্শিত হয় নাই, এতাবতা আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিলাম। স. দে. আ. ডি. ১৮ জুলাই ১৮৬২ সাল। মারশ্যালের রিপোর্ট নং. ১. পৃ. ১।

মৃত গদাধর সেনের পত্নী কিশোরীমণি দাসী (বাদিনী)
আপিলান্ট— বনাম—শ্রীকান্ত সেন ও পার্ব্বতী
দাসী (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৩১৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ জিলার জজ্ শ্রীযুক্ত রবর্ট টরেন্স্ সাহেব নিম্ন লিখিত মর্ম্মে বিচার করিলেন—প্রকাশ যে বাদিনীর স্বামী ও প্রতিবাদিরা এক অবিভক্ত পরিবার ছিল; এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে বিরোধীয় বিষয় নিলামে শ্রীকান্ত সেনের নামে খরিদ হয়। যে কথার নির্ণয় আবশ্যক তাহা এই যে ঐ খরিদ সাধারণ ধনে হয় কি বাদিনীর স্বামির ধনে, অথবা রেজেষ্টরি

বহিতে লিখিত খরিদদার শ্রীকান্ত সেনের ধনে হয়। প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত যে খরিদের নিমিত্তে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা শ্রীকান্ত সেনের, এমত অবস্থায় হরিবংশ লাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুবংশ লালের মকদ্দমায় ও তিলক-ধারি সিংহের বিরুদ্ধে প্রতাপ বাহাদুর সিংহের মকদ্দমায় হয় যে নজীর (যাহা সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের প্রথম বালামের ৯১ ও ১৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তদনুসারে সে (অর্থাৎ শ্রীকান্ত সেন) একাকী উক্ত বিষয়ে অধিকারী। অপিচ ঐ খরিদ ১২৩১ সালের ২৮ ফালগুন মোতাবেক ১৮২৫ সনের ১০ মার্চ্চ তারিখে হয়, এবং এই মকদ্দমা ১২৪৪ সালের ২২ বৈশাখ মোতাবেক্ ১৮৩৭ সালের ৩ মে তারিখে হয়। এতাবতা যেহেতু সাক্ষ্যদ্বারা সাব্যস্ত যে শ্রীকান্ত নিজ ক্রয়ানুসারে নালিশ উপস্থিতির পূর্ব্বে ১২ বৎসর দখলিকার ছিল, অতএব ইহা শুনা যাইতে পারে না। অতএব প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর যে অংশে উক্ত ক্রয় সাধারণ ধনে হওয়া কথিত হইয়াছে এবং যাহাতে বাদিকে সরেনও নালিশ করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্য রদ্ হইবে।

অনন্তর আসল বাদির আবেদন ক্রমে সদর আদালতে খাস্ আপীল মঞ্জুর হয়।

উক্ত আদালতের জজ্ জে. রবর্ট বারলো সাহেব জিলার জজের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ৪ জানুআরি ১৮৪২ সাল। স: দে আ. রি. বা. ৭, পৃ. ৬৭ ও ৬৮।

কালীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি আপিলান্ট—বনাম—দিগম্বর রায় রেস্পণ্ডেন্ট।

৵০ পরগণা বিনোদ নগরের অন্তর্গত মৌজে গহরির ১১ আনা অংশ যাহা কৃষ্ণদেব রায়ের জমীদারি বটে, তদ্বিষয়ে আদালতে ইহা সাব্যস্ত হওয়া বোধ হইতেছে যে তাহার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তৎপুত্র কাশীনাথের ও রাজ-চন্দ্রের এবং বাদির যৌত দখলে ছিল; কাশীনাথ ও রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহা বাদির ও প্রতিবাদিগণের ও রাজচন্দ্রের স্ত্রী মোসম্মাৎ গৌরমণির দখলে ছিল। এবং ঐ পরিবারীয় ব্যক্তিরা পৃথক্ হইয়া ছিল। লাট্ মো-স্তলের বিষয়ে আর পত্তনি তালুক নিজগহরি সম্বন্ধে যাহার অর্দ্ধেক রেস্পণ্ডেন্ট এই এজাহারে দাওয়া করে যে তাহা তৎকর্ত্তৃক পরিবারের এজমালি ধনে রামসুন্দর রায়ের নামে খরিদ হইয়াছে তদ্বিষয়ে আদালত বিবেচনা করেন সাবুদের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ঐ সকল জমী যৎকালে রামসুন্দর রায় পরিবারের সহিত একত্রিত ছিল তৎকালে সে তাহার নিজ নামে ও এক চাকরের নামে খরিদ করে; ঐ বিষয় পরিবারের যৌত ধনের দ্বারা যে সে ক্রয় করিয়াছে ইহার কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত, প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ সকল ভূমির উপস্বত্ব সে (অর্থাৎ রাম সুন্দর) একাকী ভোগ করিয়াছে; এবং সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রকাশ যে সে ঐ ভূমি নিজ ধনে ক্রয় করিয়াছে। অতএব মকদ্দমার অবস্থানুসারে শাস্ত্র কি তাহা নির্ণয় নিমিত্ত আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের প্রতি নিম্ন লিখিত প্রশ্ন করিলেন।

১। যদি কোন অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে রামসুন্দর রায় নামক এক জন স্বকীয় পরিশ্রমার্জ্জিত ধনের দ্বারা পরিবারের যৌত ধনের সাহায্য বিনা লাট মহোল ও পত্তনি তালুক নিজগহরি খরিদ করিয়া থাকে, তবে ঐ সকল ভূমির অংশ পাইতে পরিবারীয় অন্য ব্যক্তিরা অধিকারী কি না, ?
২ অবিভক্ত পৈতৃক বিষয়ের কোন অংশে মোসম্মাৎ গৌরমণি অধিকারিণী কি না? যদি হয়, তবে কি পরিমিত অংশে অধিকারিণী?
৩। উপরি উক্ত অবস্থায়, রামসুন্দরের ক্রীত বিষয়ের অংশে গৌরমণির যথা শাস্ত্র কোন অধিকার আছে কি না?

পণ্ডিতেরা যে উত্তর করিলেন তাহা এই যে—যদি রামসুন্দর নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত পৃথক্ ধনে পরিবারের সাধারণ ধনের সাহায্য বিনা লাট মহোল ও পত্তনি তালুক নিজ গহরি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ঐ সকল ভূমি কেবল তাহার. এবং তৎপরিবারের আর কাহারো তদংশ লইতে অধিকার নাই। মোসম্মাৎ গৌরমণির পতি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে পৈতৃক বিষয়ের যে এক তেহাই অর্শিত, তাহাতে গৌরমণি যাবজ্জীবন অধিকারিণী, কিন্তু রামসুন্দরের নিজ ধনে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ লইতে তাহার অধিকার নাই।

পণ্ডিতদিগের এই মত বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত আর্. কার সাহেব ও জি. অসওয়ালড সাহেব স্থির করিলেন যে কৃষ্ণদেব রায়ের পৈতৃক বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত, তন্মধ্যে গৌরমণি নিজ পতি রাজচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারিণী সূত্রে. এবং কাশীনাথ রায়ের উত্তরাধিকারী ও রেস্পণ্ডেন্ট দিগম্বর রায় প্রত্যেকের এক ভাগ পাওয়া উচিত, কিন্তু রামসুন্দরের নিজ ধনে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ রেস্পণ্ডেন্টদের প্রাপ্য নয়, তাহা সমদায়াদদিগের মধ্যে অবিভাজ্য কথিত হইয়াছে। তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে হওয়া প্রবিন্সাল কোর্টের ডিক্রী সংশোধন পূর্ব্বক চূড়ান্ত ফয়সলা করিয়া আদেশ করিলেন যে পৈতৃক বিষয় উপরি উক্ত বিভাগ ক্রমে অগৌণে বিভক্ত হয়। ১৮ মে ১৮৫৭ সাল। স. দে. আ রি. বা. ২, পৃ. ২৩৭–২৪০।

মকদ্দমা নং ৩৭৫, ১৮৫১ সাল।
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদি.) আপিলান্ট—
বনাম—মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) রেসপণ্ডেন্ট।

৶০ বাদী ও প্রধান প্রতিবাদী (দুই) ভ্রাতা। বাদী নিজ আর্জীতে লিখেন যে প্রথমাবস্থায় তিনি বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করেন ও বিষয়কর্ম্ম পায়েন. এবং সময়ে ভ্রাতার নিকট টাকা পাঠাইয়া দেন। এই রূপে ভ্রাতার হস্তে টাকা আইসাতে ইনি তদ্দ্বারা ভূমি সম্পত্তি ও সংসারীয় আসবাব ক্রয় এবং এমারত প্রস্তুত করেন, এবং কিছু টাকা নিজ হস্তে ন্যস্তও রাখেন। বাদী বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের

ভাইং বিরোধ হইয়া বাদী প্রতিবাদির হস্তে ন্যস্ত ধন সুদ সমেত পাইবার নিমিত্তে, এবং তাঁহার টাকাতে ক্রীত ভূমির ও সংসারীয় আস্বাবের এবং নির্ম্মিত এমারতের দুই তেহাইতে তাঁহার স্বত্বের উক্তি নিমিত্তে অথচ পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইবার নিমিত্তে এই নালিষ উপস্থিত করেন।

প্রতিবাদী দাবীকৃত কোন বিষয়ে অর্দ্ধেকের অধিকে বাদির স্বত্ব থাকা অস্বীকার করেন এই হেতুবাদে যে তাঁহাদের উভয়ের সাধারণ টাকাতে ভূমি ক্রীত এবং এমারত্ নির্ম্মিত হইয়াছে, আর যে টাকা প্রাপ্তি হইয়া খরচ হয় নাই তাহা অথচ প্রতিবাদিদের আরং টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কেবল বাদির নামে কিন্তু উভয়ের নিমিত্তে খরিদ হইয়াছে।

প্রধান সদর আমীন ন্যস্ত টাকা সুদ সমেত ডিক্রী করিলেন, এবং বিরোধীয় আরং বস্তুর অর্দ্ধেকে বাদির স্বত্ব থাকার আদেশ করিলেন।

বিচার—

আদালতের রায় এই যে ন্যস্ত ধন সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের কৃত নিষ্পত্তি বাদানুবাদ কালে উল্লিখিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলির সম্যক্ অনুমত। এই আদালতে নিষ্পন্ন নজীর সমূহ দৃষ্টে আমরা এই বিচার করি যে যদি অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের একজনে সাধারণ ধনের সাহায্য বিনা ঐ বিষয় উপার্জ্জন করিয়া থাকে, ঐ পরিবার ভুক্ত অন্য ব্যক্তিবা তৎকালে যৌত থাকিয়াও কায়িক পরিশ্রমে কোন অংশে তাহাতে সাহায্য না করাতে তদুপার্জ্জনের ভাগি হইতে অধিকারি নয়; কেহ পরিবারীয় স্ত্রীলোকের ও বালকদের রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে মাত্র বাটীতে থাকিলে আমাদের বিবেচনায় সে এমত কায়িক সাহায্য করে নাই যদ্দ্বারা সে স্থানান্তরে গত ভ্রাতা অন্যের বিনা সাহায্যে পরিশ্রমার্জ্জিত ধন দিয়া বিষয় ক্রয় করিলে তাহার ভাগ দাওয়া করিতে যোগ্য হয়*। এই মকদ্দমাতে বাদী পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইতে এবং স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা নির্ম্মিত ও ক্রীত বিশেষ এমারত্, ভূমি ও তৈজসাদির দুই তেহাই পাইতে স্বত্ববান্ হওয়ার আদেশ নিমিত্তে এবঞ্চ তাঁহার নিমিত্তে প্রতিবাদী যে টাকা ন্যস্ত রাখিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে এই নালিশ করেন। প্রধান সদর আমীন ভূমি, এমারত্ ও সাংসারিক আসবাব্ বাদির অসাধারণ ধনে উপার্জ্জিত হওয়া প্রমাণ করিতে বাদী অশক্ত হওয়া হেতুবাদে তাহার হক্কে ঐ সকলের অর্দ্ধেক মাত্র এবং পৈতৃক বিষয়ের-ও অর্দ্ধেক ডিক্রী করিলেন, পরন্তু ন্যস্ত ধন সমুদায়ের ডিক্রী দিলেন। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে। প্রধান সদর আমীন যে বিবেচনা করেন বাদী

---

* যদিও উপরিস্থিত নিষ্পত্তির এই অংশ ৩৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থার কিয়দংশে ও তন্নিম্নে লিখিত সর্ উইলিয়ম মেকনাটন সাহেবের বিবেচনার সম্যক বিপরীত, তথাপি ইহার আরং অংশ এতদ্বিষয়ক হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিধানের অনুমত দৃষ্ট হইতেছে।

বিদেশে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালীন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমে ঐ ন্যস্ত ধন উপার্জ্জিত হওয়া ও তাহা তাঁহার ভ্রাতার নিকট প্রেরিত হওয়া সন্তোষ জনক প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রতিবাদির আপন পত্রেই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি ঐ টাকা খরচ না করিয়া ন্যস্ত রাখিতে স্বীকার করেন—ইহা আমাদের মতানুমত।

এতাবতা খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইল। ৩ জানুয়ারি ১৮৫৩ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১।

শ্রীমতী যাদুমণি দাসী—বনাম—গঙ্গাধর শীল।

নজীর
২৭৯ হইতে ২৮১, ৩০৪, ও ৩১৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

সর্‌ জেমস কালবীল সাহেব বক্ষ্যমাণ নিষ্পত্তি পাঠ করিলেন—“এই মকদ্দমাতে মে. জষ্টিস্‌ বুলর সাহেবের এবং আমার সম্মুখে মাষ্টারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে কৃত আপত্তির উপর তর্কবিতর্ক হয়। সমুদায় আপত্তি গুলিতে যে কথার বিচার আবশ্যক তাহা এই যে প্রতিবাদী নিজ পিতার জীবনকালে ও তাঁহার জীবনান্তেও কারবার করায় যে মুনফা জমিয়াছে তাহা সাধারণ এষ্টেটের (যাহার হিসাব তাঁহাকে এই মকদ্দমাতে দিতে হইবে) একাংশ বিবেচনা কর্ত্তব্য কি না; অথবা তাহা প্রতিবাদির অসাধারণ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ও তৎকারণে তাঁহার অসাধারণ ধন। বাদিনী আদৌ নিজ অর্জ্জীদাবীতে আপনার যে রূপ দাওয়া লিখেন তাহা এই যে তৎপতি গোপালচন্দ্র শীলের ও প্রতিবাদির পিতা রাধাকান্ত শীল নিজ জীবনকালে কাসিম্‌বাজারে একটী গদি স্থাপিত করিয়া তাহাতে রেসম ও কোরার কারবার করেন, এবং ঐ কারবারের এক শাখা কলিকাতায় স্থাপিত করিলে সেখানেও তাঁহার এক কুঠী বা গদি হয়, প্রতিবাদী গঙ্গাধর বয়স প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক ভাগি করেন, তিনি সচরাচর কলিকাতায় থাকিয়া রাধাকান্ত শীল ও গঙ্গাধর শীলের নামে কারবার চালান; গোপালচন্দ্র-ও বয়স প্রাপ্ত হইলে তৎ-পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে ঐ কারবারের বখ্‌রাদার করেন, কারবারের যে ভাগ কাসিম্‌বাজারে চলিত, প্রধানতঃ তাহারই অধ্যক্ষতা তিনি করিতেন; ১৮৪০ সালে রাধাকান্ত মরেন, তাঁহার মৃত্যুপর্য্যন্ত পরিবার যৌত ছিল, এবং ঐ ঘটনার পরও তাহা যৌত থাকিল, আর ১৮৪৬ সালে গোপালচন্দ্রের মৃত্যুপর্য্যন্ত কারবার দুই ভ্রাতার বখ্‌রাদারিতে চলিল; এবং তাঁহার পত্নী উত্তরাধিকারিণী ও বিষয়ে স্থলাভিষিক্তা রূপে কারবারের মুনফা ও সঞ্চিত ধনে তাঁহার অংশ পাইতে অধিকারিণী। •

প্রতিবাদী বরাবর দৃঢ়রূপে কহিয়া আসিয়াছেন যে ঐ কারবার তিনি একাকী এবং আপন ঝুঁকিতে চালাইয়াছেন, আর তাহার মুনফা ও সঞ্চিত ধন তিনি নিজ অসাধারণ সম্পত্তি বলিয়া দাওয়া করেন।

মকদ্দমার শুনানিতে এই ইষুর বিচার হয় নাই কেননা তখন এমত প্রকাশ

পাইয়াছিল যে এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন আপত্তি অনুসারে কিছু যৌত বিষয় ছিল যাহার অবশ্যই কোন হিসাব থাকিবে, এবঞ্চ কথা এই যে কারবারের যে মুনফা যৌত এষ্টেট্‌ভুক্ত হইয়াছে তাহা আদালতের কোন আদেশান্তর্গত না হইয়া মাষ্টরের সমীপে গিয়াছে কি না? অবশিষ্ট বিষয় সামান্য হওয়াতে, এবং উভয় পক্ষের প্রার্থনানুসারে মাষ্টর তদ্বিষয়ে পৃথক্ রিপোর্ট করাতে ও তদ্দ্বারা তিনি এমত স্থির করায়—যে ঐ কারবার প্রতিবাদির ও তৎপিতা ও ভ্রাতার মধ্যে যৌত ব্যাপার ছিল এই মকদ্দমাতে প্রকৃত বিচার্য্য কথা এই যে—পিতা নিজ জীবনকালে ও মরণকালে আপন দুই পুত্রের সহিত সকল বিষয়ে অবিভক্ত ছিলেন কি না? এবং গোপালচন্দ্র স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর নিজ জীবনকাল ব্যাপিয়া প্রতিবাদির সহিত এষ্টেটে তাবৎ বিষয়ে অবিভক্ত ছিলেন কি না? মাষ্টরের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যে সাধারণ কথা উত্থিত হইয়াছে তাহা এই যে ঐ নিষ্কর্ষ যথার্থ কি না। অনন্তর আমরা ঐ হেতুবাদ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি এবং মাষ্টারের সমীপে দর্শিত প্রমাণ-ও মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছি। বাদিনী নিজ আর্জ্জীদাবীতে মকদ্দমার যে বয়ান করিয়াছেন তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত অবস্থার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। ভোলানাথ বড়াল গোলমাল করিয়া যে সাক্ষ্য দেয় তাহার উপর আমরা অধিক নির্ভর করি না, এবং মাষ্টরের সম্মুখে যে প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে তাহার সার এই যে ঐ কারবার রাধাকান্ত শীল স্থাপিত করেন নাই কিন্তু তাঁহার পুত্র গঙ্গাধর করিয়াছেন, রাধাকান্ত একবার রেশমের কারবারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হইয়াছিল এবং একবার তাহার দায়ে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। অনুমান ১৮১৪ সালে তাঁহার কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছিল এবং তাহার পরে যদিও পাইকড়ী বা দালালী এবং ছাপার কর্ম্ম করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সে কর্ম্ম আর কখনো পুনরারম্ভ হয় নাই। আন্দাজ ১৮২৭ সালে তাহার পুত্র গঙ্গাধর শীল কাসিমবাজার হইতে কলিকাতায় আসিয়া সেখানে কতক আপন টাকায় কতক বা পিতৃব্যপত্নী বা মাতুলানীর বা মাসীর স্থানে ধার করা টাকায় কতক বা নিজ সম্ভ্রমে ধারে লওয়া মালে আপন হিসাবে কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, ১৮২৭ সালে ঐ কর্ম্ম অলাভ জনক হওয়াতে তিনি কিছুকালের নিমিত্তে কাসিমবাজারে ফিরিয়া আইলেন, কিন্তু অবশেষে বিপদুত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কতক আপন হিসাবে কতক বা কমিসন এজেন্টরূপে কারবার চালাইয়া অধিক ধন উপার্জ্জন করিলেন। এই কারবার তাহার নিজ নামে এবং প্রকাশ্য রূপে তাঁহার আপন সাঁকাতে চলায় আমরা বিবেচনা করি যে পরিবারীয় সাধারণ টাকা পুঁজি স্বরূপ দেওন দ্বারা কোনক্রমে সাহায্য হইয়া থাকা বিবেচনা করণের কারণ নাই। এমত কিছু নাই যদ্দ্বারা আমরা নিষ্কর্ষ করিতে পারি যে রাধাকান্ত শীলের জীবনকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে এই কারবারের সাধারণ মুনফা যৌত এষ্টেটের একাংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিম্বা রাধাকান্ত বা গোপালচন্দ্র কখনো ঐ মুনফার অংশ লইতে তাঁহাদের অধিকার থাকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে,

যদিও প্রধান কর্ম্মস্থান কলিকাতা ছিল যথায় গঙ্গাধর পরিবারীয় অন্যং জনগণ হইতে পৃথক রূপে সচরাচর বাস করিতেন, তথাপি ঐ কারবারের কিয়দংশ কাসিমবাজারে ছিল তথায় রেশম ও কোরা খরিদ হইয়া তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হইত এবং রেশম ও কোরা ক্রয় করণে ও কাসিমবাজারে যে পরিমাণে কর্ম্ম চলিত তৎকর্ম্ম চালাইতে রাধাকান্ত নিজ জীবনকালে আপন বিবেচনার ও বহুদর্শিত্বের সাহায্য পুত্রকে দিতেন, প্রথম বৎসরে বা তৎপরে-ও কমিসন পাইতেন, অনন্তর তাঁহার হস্তে যে টাকা আসিত তাহা হইতে কাসিম বাজারের স্থিত পরিবারের ব্যয়ের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নহে কিন্তু ভিন্নং সংখ্যক টাকা হস্তে রাখিতে তাঁহার পুত্র অনুমতি করিতেন। কিন্তু আমরা বোধ করি হিসাব বহিতে প্রকাশ যে তাঁহার হস্তে যে টাকা আসিয়াছিল তাহা হইতে ঐসকল টাকা কর্ত্তন বাদে তিনি প্রতিবাদিকে বক্রী টাকার হিসাব দিয়াছিলেন এবং তাহা ভাগিদের মধ্যে যেমত দিতে হয় সেরূপ দেন নাই (এবং এরূপেও দেন নাই যেমত পরিবারের কর্ত্তার ও পিতা বাঁচিয়া থাকিতে পরিবারীয় সাধারণ ধনে পুত্রের যে স্বত্ব থাকে তাদৃশ স্বত্ববান্ ব্যক্তির মধ্যে হয়,) বরং যেমত এজেন্ট ও মালিকের মধ্যে হইয়া থাকে (সেইরূপ দিয়াছিলেন)। কাসিমবাজারে যে খাতা বহি লিখিত হইত এবং সে স্থানে যে মাল খরিদ হইত তাহা কলিকাতায় প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভদ্রাসন বাটীতে রাখা হইত।

প্রমাণদ্বারা আমাদের হৃদ্বোধ হইয়াছে যে গোপাল চন্দ্র অলস ও মন্দ রীতির লোক ছিল সে কখনো ঐ কারবারে কোন কার্য্য করে নাই অথবা তাহার পত্নী যে মুনফার অংশ দাওয়া করিতেছে তাহা উপার্জ্জনে সচেষ্ট হইয়া কোন সাহায্য করে নাই: পরন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে সে কিছু কিছু টাকা পাইয়াছে যাহা প্রতিবাদির সাক্ষিগণ কর্ত্তৃক মাসিক ত্রিশ টাকা কথিত হয়, কিন্তু শপথ পূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে তাহা দান স্বরূপ দত্ত হইয়াছে, যথার্থতঃ কার্য্য করার দরুন দত্ত হয় নাই।

ঐ পরিবারকে অবিভক্ত বলিতেই হইবে। পরন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে অবিভক্ত পরিবার ভুক্ত কোন ব্যক্তি নিজ অসাধারণ চেষ্টায় পৃথক্ রূপে স্বকীয় লাভের নিমিত্তে মাত্র বিষয় উপার্জন করিতে পারে। মল্লার রাও বাজির বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ রাও সদাসিউর মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইতেছে যে এতাদৃশ সকল অবস্থাতেই বিষয় যৌত হওয়ার আশঙ্কা করিতে হইবে, এবং যে ব্যক্তি তাহা পৃথক্ বলিয়া দাওয়া করে তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর। অপিচ গুরুচরণ দাস ও গোলকমণির মকদ্দমাতে ও তাহাতে সংগৃহীত প্রমাণ সমূহে দৃষ্ট হইতেছে—এইরূপ মকদ্দমা সকলে বিচার্য্য কথা এই যে বিরোধীয় বিষয় সাধারণ বিষয়ের বৃদ্ধি স্বরূপ কি না, বৃদ্ধি হইলে তাহা সমদায়াদগণের সহিত সম ভাগে বিভাজ্য, কিম্বা তাহা নূতন ও পৃথক্ উপার্জিত বিষয় সাধারণ ধনের বা শ্রমের সাহায্যে

উপার্জিত তাহা হইলে অর্জক কেবল দ্বিগুণ ভাগ পাইতে অধিকারী অথবা ঐ (নূতন বা পৃথক্) উপার্জিত বিষয় সাধারণ ধনের বা শ্রমের সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়াছে যদবস্থায় তাহা কেবল ঐ অর্জকের মাত্র। শাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা যেরূপ বুঝি তাহাতে পিতা বিদ্যমানে পুত্রকর্ত্তৃক ধন উপার্জ্জিত হইলে উক্ত বিচার্য্য কথার অন্যথা হয় না। সন্দেহ নাই যে ডাইজেষ্টে (অর্থাৎ বিবাদভঙ্গার্ণবে) এবং অন্য গ্রন্থেও এমত বাক্য দৃষ্ট হইতে পারে (এবং আমি ডাইজেষ্টের ৩ বালমের এক চ্যাপটর পৃ. ৫৩ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি) যাহাতে প্রকাশ যে পুত্রে এমত কোন বিষয় উপার্জন করিতে পারে না যাহার কিয়দংশ পাইতে পিতা অধিকারী নহেন। কিন্তু হরবংশ লাল ও রুদ্ররামের বিরুদ্ধে শুবংশ লালের মকদ্দমাতে তদন্যথায় শাস্ত্রের মীমাংসা করা হইয়াছে। এবং মে. কোলব্রুক সাহেব তন্নিষ্পত্তিতে সম্মত হওয়াতে তাহা অধিক প্রমাণ্য প্রমাণ*।

অপিচ ইহাতেও সন্দেহ নাই যে সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাট্‌ন কর্ত্তৃক তদীয় পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মকদ্দমাতে মল্লিকদিগের দৃষ্টান্তে এমতও ঘটিতে পারে যে অর্জক নিজ পৃথক উপার্জিত ধন সাধারণ ধনে মিশ্রিত করিয়া তাহা তদ্ধনের একাংশ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমায় তাহা ঘটিয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। যদিও হিসাবে এবং আরং প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে যে সাংসারিক ব্যয়ের নিমিত্তে এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে টাকা খরচ পড়িয়াছে (তথাপি) তাহাতে উপলব্ধি হইতেছে যে স্থূল ধন আদিম রীত্যনুসারে রাখা হইয়াছিল। এতাবতা প্রধানতঃ যে কথার তর্কবিতর্ক আমাদের সম্মুখে হইয়াছে বিচার্য্য কথাও বাস্তবিক রূপে তাহাই দাঁড়াইতেছে, তাহা এই যে—ঐ কারবারের মুনফা ও সঞ্চিত ধন উপরিউক্ত তিন প্রকারের দ্বিতীয় প্রকারান্তর্গত হইতেছে কি না,— ঐ উপার্জ্জন সাধারণ ধনের বা সাধারণ শ্রমের সাহায্যে হইয়াছে অথবা তদ্ব্যতিরেকে হইয়াছে।

সাধারণ ধনের বা সাধারণ শ্রমের সাহায্যে ধন উপার্জ্জিত হইলে অর্জ্জক দ্বিগুণ ভাগের অধিক লইতে পারে না,—এই যে বিধান ইহাতে আরো অর্থ যোগ করা যাইতে পারে—তাহা এই যে ঐ সাহায্য গুরুতর এবং তদুপার্জনের মুখ্যরূপ সাধন হওয়া চাই। আমাদের বোধ হইতেছে যে কাসিম্ বাজারস্থ ভদ্রাসন বাটী প্রতিবাদির কর্ম্মের নিমিত্তে আংশিক রূপে ব্যবহৃত হওয়া এই অর্থের অন্তর্গত হইতেছে এবং তাহাতে ঐ উপার্জ্জিত ধনকে অর্জ্জকের অসাধারণ ধন ভিন্ন অন্যরূপ গণ্য করার অধিকার জন্মে না। পিতা যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ক মীমাংসা কঠিন বোধ হইতেছে, ঐ সাহায্য অবশ্যই কর্ম্মণ্য বোধ হয়, এবং বাদানুবাদ কালে আমারদিগকে বলা হইয়াছে যে তাহা মাষ্টরের

* পরন্তু উল্লিখিত মকদ্দমা বঙ্গ ভিন্ন অন্য দেশীয়, এবং ঐ নিষ্পত্তি উত্তরপশ্চিম দেশে প্রযুজ্য।

কৃত নিকর্ষের প্রধান হেতু। পরন্তু মাষ্টর (ককুরেন) সাহেবের প্রতি বহু সম্মান পূর্ব্বক আমরা বোধ করি যে তিনি এই মকদ্দমার অবস্থা-বিশেষের প্রতি যথেষ্টরূপে মনোযোগ করেন নাই; অবর্ণিত তাদৃশ সাহায্যের অস্মদাদি-কর্ত্তৃক যে রূপ ফল প্রদত্ত হওয়া উচিত বাদিনীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে সেই ফল স্বীকার করিলেও আমরা বোধ করি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে এমত কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা পিতা নিজ পুত্রের পৃথক্ ব্যাপারে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলে -বিনা পুরস্কারেই হউক অথবা উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য রূপে কোন নিয়ম অবগত না হইয়া থাকিলে শাস্ত্রে যাহা উহ্য হয় তদ্ভিন্ন অন্য নিয়মেই হউক -পুত্রের পৃথক্ বাণিজ্য ব্যাপারে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহা করিতে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন। এমত কিছু নাই যদ্দ্বারা তিনি বক্ষ্যমাণ উক্তি করিতে নিবারিত হইতে পারেন—"তুমি আমার পুত্র, আপন ঝুঁকিতে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি ঐ বাণিজ্যের অংশ লইতে স্পৃহা করি না, কিন্তু পরিবারের মধ্যে অধিক সম্পন্ন ব্যক্তি তুমি পরিবারের যে সাহায্য করিবে তৎপুরস্কারে অথচ মদীয় পিতৃস্নেহে আমি নিজ বিবেচনার ও বস্তু-দর্শিতার ফল তোমাকে দিব, এবং এই স্থানে তোমার কর্ম্মকার্য্য দেখিব"। ব্রজপাল দাসের বিরুদ্ধে ব্রজরত্ন দাসের মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইতেছে যে এক জন হিন্দুর ও তৎপিতার মধ্যে কমিসন দেওনদ্বারা এজেন্ট ও মালিক রূপে সম্বন্ধ বর্ত্তিতে পারে। কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে মাত্র এই মকদ্দমাতে ঠিক ঐ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাও প্রকৃতার্থে তাহা হইতে বিভিন্ন হয় নাই। তাহাদের মধ্যে যে এইরূপ বুঝা সমুঝা ছিল তাহার প্রতীতি প্রতিবাদির সাক্ষ্য ও তৎসাক্ষিদের সাক্ষ্য বাক্য (আমাদের বিবেচনায়) হিসাবের বহিসমূহ হইতে পোষকতা প্রাপ্ত হইলেও কেবল তাহার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিদের সপ্রমাণ কার্য্যদ্বারা অর্থাৎ রাধাকান্ত জীবদ্দশায় ও তাঁহার মরণান্তে গোপাল চন্দ্র কোন দাবী না করণদ্বারা তাহা বাস্তবিকরূপে সাব্যস্ত হইতেছে। বিচার্য্য কথা সর্ব্বদাই কার্য্য বিষয়ক হয়, এবং আশঙ্কা দূরীকরণোপযুক্ত যথেষ্টরূপ বলবৎ প্রমাণ না থাকিলে বিষয় সাধারণ থাকার শাস্ত্রসম্মত আশঙ্কাদ্বারা কার্য্য বা বাস্তবিকতা নির্ণীত হইতে পারে। বোধ হয় যদি আমরা বাদিনীকে ঐ বিষয় লইতে দেই (যে বিষয় সে যাহাদের দ্বারা দাওয়া করিতেছে তাহারা কখনো দাওয়া করিবে এমত মনেও করে নাই) তবে আমরা এ মকদ্দমাতে প্রমাণিত যথার্থ অবস্থার বিরুদ্ধ অথচ ন্যায়ের অসঙ্গত কার্য্য করিব। অপিচ হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত রূপে বুঝিলে ও প্রয়োগ করিলে তাহাতে এমত কিছু নাই যদ্দ্বারা আমরা ইহা করিতে বাধিত হইতে পারি। প্রত্যুত আমরা বোধ করি এই কারবারের মুনফা যে তাঁহার অসাধারণ ধন ইহা সপ্রমাণ করণের ভার আইনমতে প্রতিবাদির উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি যথেষ্ট রূপে ঐ ভার হইতে খালাস্ হইয়াছেন, অতএব মাষ্টরের রিপোর্টের প্রতি কৃত আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। সু. কো. । বুলেটিনার রিপোর্ট বা, ১, পৃ. ৬০০।

ব্যবস্থা। ৩১৭ শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন ও ভার্য্যাধন* ও বিদ্যার্জ্জিতধন—এই তিন এবং পিতৃপ্রসাদাৎ লব্ধধন বিভাজ্য নয়। নারদ।

ইহার অর্থ এই যে শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন, বিবাহ করণ নিমিত্ত শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ ধন, বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত ধন ও পিত্রাদি হইতে প্রসাদরূপে লব্ধ ধন—যেহেতু এই চারি বিভাজ্য নয়—অতএব এই সকল ভিন্ন অন্য বিষয় ভাগ করিবেক †।

৩১৭ শৌর্য্যে ভার্য্যা ধনে* হত্বা যচ্চ বিদ্যাধনং ভবেৎ। ত্রীণ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রসাদো যশ্চ পৈতৃকঃ। নারদঃ।

অস্যার্থঃ শৌর্য্যধনং ভার্য্যাপ্রাপ্তিনিমিত্তং শ্বশুরাদিতো লব্ধধনং বিদ্যাধনং পিত্রাদিতঃ প্রসাদ-রূপেণ লব্ধধনং এতানি চত্বারি অবিভাজ্যানি, যতোঽতস্তানি হিত্বা অন্যদ্বিভজেদিতি †॥

ব্যবস্থা। ৩১৮ পিতামহ বা পিতা স্নেহ পূর্ব্বক যাহা দিয়াছেন অথবা মাতা যাহা দিয়াছেন তাহা তদ্গ্রহীতা হইতে লইবে না। ব্যাস।

৩১৮ পিতামহেন যদ্দত্তং পিত্রা বা প্রীতি-পূর্ব্বকং। তস্য তন্নাপহর্ত্তব্যং মাত্রা দত্তঞ্চ যদ্ভবেৎ†। ব্যাসঃ।

ব্যবস্থা। ৩১৯ বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, কৃতান্ন, উদক, স্ত্রীগণ, যোগক্ষেম প্রচার, যাজ্য, ও ক্ষেত্র বিভাজ্য নয়।

প্রমাণ। ৶০ বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রীলোক, আর যোগক্ষেম প্রচার (অ) অবিভক্ত কথিত হইয়াছে †।—মনু ও বিষ্ণু।

৩১৯ বস্ত্রং, পত্রং, অলঙ্কারং, কৃতান্নং, উদকং স্ত্রিয়ঃ, যোগক্ষেম প্রচারং, যাজ্যং, ক্ষেত্রাঞ্চাবিভাজ্যং।

৶০ বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ। যোগক্ষেম প্রচারঞ্চ (অ) ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥ মনু-বিষ্ণু।

---

* ভার্য্যা প্রাপ্তিকালে লব্ধ যে ধন তাহা, ভার্য্যাধন বলাযায়—অর্থাৎ বিবাহ সম্বন্ধীয় ধন। এই সকল ভিন্ন অন্য ধন বিভাজ্য ইহা বাক্যান্তরে অনুবৃত্ত। দা. ভা. পৃ. ১২২।

* ভার্য্যা প্রাপ্তিকালে লব্ধং ভার্য্যাধনং ঔদ্বাহিকমিত্যর্থঃ। এতানিবিজ্ঞয়িত্বা অন্য দ্বিভজেদিত্যনুবর্ত্ততে বাক্যান্তরীয়ং। দা. ভা. পৃ. ১২২।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১২২ ১৪৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫—৩৭। বি. দা. ভা. টী. রু. ৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ১২০ ও ১৩২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৭ ও ৮০। কোল্. ডা. খা. ৩, পৃ. ৩৪৪।

(অ) বস্ত্র—অর্থাৎ অঙ্গযোজিত, এবং সভায় পরিধানার্থও বটে*।

পত্র—অশ্বাদি বাহন*।

অলঙ্কার—অঙ্গুরীয়কাদি*।

কৃতান্ন—লড্ডুকাদি*।

উদক—পিত্রাদি সম্পর্কীয় কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্থিত জল অন্য ধনবৎ বিভাজ্য নয়, কিন্তু স্বস্ব ব্যয়ানুসারে গ্রহীতব্য,—'যেহেতু বৃহস্পতির বচন এই যে কূপ ও বাপীর জল কার্য্যানুসারে তুলিয়া লইবে।*

যোগক্ষেমপ্রচার—স্বস্ব ব্যবহার যোগ্য শয্যাসন ভোজন আচমনাদির উপযুক্ত পাত্রাদি।*

স্ত্রীগণ—দাসীব্যতিরিক্ত, যেহেতু এক স্ত্রীকে (অর্থাৎ দাসীকে) সমাংশে গৃহে২ কর্ম্ম করাইবে'—এই বৃহস্পতি বচনে দাসী-ভাগ করা কথিত হইয়াছে*।

৵০ যাজ্য (ই) ক্ষেত্র, বাহন, মিষ্টান্ন, জল ও স্ত্রীলোক সগোত্রের মধ্যে সহস্র পুরুষ হইতে আগত হইলেও বিভাজ্য নয়। ব্যাস।

(ই) যাজ্য—যাগস্থান, বা দেব-প্রতিমা। যাজনে প্রাপ্ত বস্তু নয়, যেহেতু তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধনান্তর্গত*।

ব্যবস্থা। ৩২০ গরুর পথ, গাড়ির পথ, পরিধেয় বস্ত্র, প্রয়োজ্য (উ), বাস্তু, জল পাত্র, অলঙ্কার, অনুপযুক্ত, (উ) স্ত্রালোক ও জলপ্রণালি বিভাজ্য নয়।

(অ) বস্ত্রং—অঙ্গযোজিতং, পংক্তি পরিচ্ছদার্থঞ্চ*।

পত্রং—বাহনং, অশ্বাদি*।

অলঙ্কারং—অঙ্গুরীয়কাদি*।

কৃতান্নং—লড্ডুকাদি*।

উদকং—পিত্রাদি সম্বন্ধি কূপ বাপ্যাদি গতং জলং, নান্য ধনবৎ বিভাজ্যং, কিন্তু স্বস্ব ব্যয়ানুসারেণ গ্রহীতব্যং,—'উদ্ধৃতা কূপবাপ্যাস্তস্তু নুসারেণ গৃহ্যত'—ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ*।

যোগক্ষেমপ্রচারং—স্বস্ব ব্যবহারোপযুক্ত শয্যাসনভোজনাচমনাদ্যুপযুক্ত ভাজনাদীনি*।

স্ত্রিয়ো—দাসীব্যতিরিক্তাঃ—একাং স্ত্রীং কারয়েৎ কর্ম্ম, সমাংশেন গৃহে গৃহে'—ইতি বৃহস্পতিনা দাসী বিভাগোক্তত্বাৎ*।

৵০ অবিভাজ্যং সগোত্রাণামাসহস্র কুলাদপি। যাজ্যং (ই) ক্ষেত্রঞ্চ পত্রঞ্চ কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ*। ব্যাসঃ।

(ই) যাজ্যং—যাগস্থানং দেবপ্রতিমা বা, নতু যাজন লব্ধং—তস্য বিদ্যাধনত্বেনৈব গতার্থত্বাৎ*।

৩২০ গোপ্রচারঃ রথ্যা বস্ত্রং অঙ্গযোজিতং প্রযোজ্যং (উ), বাস্তু, উদকপাত্রালঙ্কারানুপযুক্তং অপাংপ্রচারঃ ন বিভাজ্যাঃ।

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং, পৃ. ৩৭ ও ৩৮। দ. ভা. পৃ. ১৪৪ ও ১৪৫। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪০। বি দা. দী. ব. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৮০—৮২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩২ ও ১৩৩। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩৭৩—৩৮৫।

প্রমাণ। /৩ গরুরপথ, ও গাড়ির পথ, পরিধেয় বস্ত্র ও প্রযোজ্য (উ) এবং শিল্পার্থ দ্রব্য বিভাজ্য নয়, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন *।

(উ) প্রয়োজ্য - যাহার যাহা প্রয়োজনার্হ যথা বিদ্বান প্রভৃতির গ্রন্থাদি তাহা মূর্খের সহিত বিভজনীয় নয়, শিল্পোপযোগি দ্রব্য কেবল শিল্পজ্ঞের তদনভিজ্ঞের নয় †। অতএব—

ব্যবস্থা। ৩১ মূর্খে পুস্তক লইবে না—তাহা কেবল পণ্ডিতের গ্রহণীয়, কিন্তু তদন্তর্গত নিজ অংশের তুল্য মূল্য অন্য দ্রব্য অথবা মূল্য পণ্ডিতের স্থানে তাহার প্রাপ্য †।

নতুবা পুস্তকে মূর্খের অনধিকার বিবেচিত হওয়াতে যে স্থলে সাধারণ দ্রব্য পুস্তক মাত্র থাকে সে স্থলে বিভাগে মূর্খের ভাগ লোপাপত্তি হয়, কিন্তু ইহা - 'যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত, ও যাহারা যথার্থতঃ গর্ব্ভেস্থিত তাহারা (সকলেই-) বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম'—এই বচনের বিরুদ্ধে হয় *।

এইরূপ শিল্পোপযোগি দ্রব্য শিল্পি দায়াদের, অশিল্পিদের নয়।

ইহাতেও ঈদৃশ ব্যবস্থা *।

/৩ গোপ্রচারশ্চ রথ্যাচ বস্ত্রং যচ্চাঙ্গযোজিতং। প্রযোজ্যং (উ) ন বিভাজ্যন্তু শিল্পার্থঞ্চ বৃহস্পতিঃ *।

(উ) প্রযোজ্যং যদযস্য প্রয়োজনার্হং যথা শ্রুতাদেঃ পুস্তকাদি ন তস্য মূর্খৈর্ব্বিভজনীয়ং। শিল্পোপযুক্তঞ্চ শিল্পিনামেব নাতদ্বিদাং †। তেন—

৩১ পুস্তকং মূর্খৈর্ন গ্রাহ্যং, পণ্ডিতানামেব তৎ, তদন্তর্গত স্বাংশস্য তুল্য মূল্য দ্রব্যান্তরং মূল্যমেব বা পণ্ডিতাত্তেন গ্রাহ্যং †।

অন্যথা মূর্খস্য পুস্তকানধিকরাত্ত্যাপগমে যত্র পুস্তক মাত্রং সাধারণমস্তি তত্র বিভাগে মূর্খস্য ভাগলোপাপত্তিঃ—'যে জাতা যে প্যজাতাশ্চ যে চ গর্ব্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিংতেঽপিচ কাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তি লোপোবিগর্হিত - ইত্যনেন বিরোধাৎ *।

এবং শিল্পোপযুক্তং শিল্পিনামেব নাশিল্পিনাং।

তত্রাপীদৃশ ব্যবস্থেতি *।

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৭ ও ৩৮। দা. ভা. পৃ. ১৪৪ ও ১৪৫। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৫. বি. দা. দ্বী. র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৮০—৮২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪। কোল. ড. দা. ৩. পৃ. ৩৭৩—৩৮৫।

† পুস্তকের তুল্যমূল্য দ্রব্য থাকিলে পণ্ডিত পুস্তক লইবেন মূর্খে অন্য দ্রব্য লইবে এই তাৎপর্য্য। নতুবা কেবল পুস্তক মাত্র পৈতৃক ধন থাকিলে ও তাহাতে মূর্খে অনধিকারী হইলে ইহার বৃত্তি লোপাপত্তি ঘটে। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৫।

† এতচ্চ পুস্তক তুল্যমূল্য দ্রব্যান্তর সত্ত্বে পুস্তকং পণ্ডিতৈস্তৎ মূর্খৈস্তু দ্রব্যান্তরং গ্রাহ্যমেব ইত্যেতৎপরং। অন্যথা ক্রমাগতস্য পুস্তকমাত্র ধনস্য সত্ত্বে তত্র মূর্খাণামনধিকারে তেষাং বৃত্তিলোপাপত্তিরিতি বোধ্যং। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৫।

প্রমাণ। ৶০ বাস্তু, জলপাত্র, অলঙ্কার অনুপযুক্ত (ক), স্ত্রীলোক, বাস, জল-প্রণালী ও গাড়ির পথ বিভাজ্য নয় ইহা প্রজাপতি কহিয়াছেন*। শঙ্খ লিখিত।

(ক) অনুপযুক্ত—যথা মূর্খের পুস্তকাদি। অতএব যততে যাহার নির্ব্বাহ হয় সে তত লইবে এস্থলে সমাংশ নিয়ম নয় এই ভাবার্থ*।

৶০ ন বাস্তু বিভাগো ন্যোদকপাত্রালঙ্কারানুপযুক্ত (ক) স্ত্রী বাসসামপাং প্রচার রথ্যানাং বিভাগশ্চেতি প্রজাপতিঃ*। শঙ্খলিখিতৌ।

(ক) অনুযুক্তং—মূর্খাণাং পুস্তকাদি, তেন যাবদ্ভির্যস্য নির্ব্বাহঃ তেন তাবন্ত্যেব গ্রাহ্যাণি নতু তত্র সমাংশ নিয়ম ইতি ভাবঃ*।

ব্যবস্থা। ৩২২ পিতার জীবদ্দশায় যে বাস্তুতে যে (পুত্র) গৃহোদ্যানাদি করে তাহা তাহার বিভাজ্য নয়*।

যেহেতু পিতা নিষেধ না করাতে তাহা তাঁহার অনুমতই*।

৩২২ পিতরি জীবতি যস্মিন্ বাস্তৌ যেন গৃহোদ্যানাদিকং কৃতং তত্তস্যাবিভাজ্যং*।

পিতুরপ্রতিষেধেনানুমতত্বাৎ*।

বিভাগের পর গর্ভস্থপুত্রের বিভাগ।

ব্যবস্থা। ৩২৩ যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও যথাশাস্ত্র (গ) ভাগ লইয়া পুত্রদের সহিত অসংসৃষ্টাবস্থায় মরেন, তবে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতৃ ধনই লইবে,—তাহাই তাহার অংশ †।

প্রমাণ। বিভক্তজ (জ) পিতার ধনই লইবে। গোতম।

(গ) 'যথা-শাস্ত্র' বলাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র না জানিয়া পিতা যদি অল্প লইয়া বিভক্ত হয়েন তবে বিভক্তজ ভ্রাতাদের স্থানে ভাগ লইবে।

৩২৩ যদি পিতা পুত্রান্ বিভজ্য স্বয়ঞ্চ যথাশাস্ত্রং (গ) ভাগং গৃহীত্বা পুত্রৈরসংসৃষ্ট এব মৃতঃ, তদা বিভগানন্তরং জাতঃ পিতৃধনমেব গৃহ্নীয়াৎ—সএব তস্য ভাগঃ†।

বিভক্তজঃ (জ) পিত্র্যমেব। গোতমঃ।

(গ) যথাশাস্ত্রমিত্যনেন শাস্ত্রানভিজ্ঞতয়া যদি পিতা স্বয়ং স্বল্পং গৃহীত্বা বিভক্তঃ, তদা বিভক্তজ ভ্রাতৃভ্যোভাগগ্রহণং ধ্বনিতং†।

---

* দ্রষ্টব্য দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৮। দা. ভা. পৃ. ১৪৫। বি. দা. ভা. দী. র. ৫। কোল, দা. ভা. পৃ. ১৩৩ ও ১৩৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৮২ ও ৮৩। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৩৭৩—৩৮৫।

† দা.ভা. পৃ. ১৪৩ ও ১৪৭। বি. দা. ভা. দী. র. ৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩৬। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

(জ) বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয় সেই বিভক্তজ—অর্থাৎ বিভক্তের জনিত,—কেননা গর্ভাধান না হইলে জনকের জনন কার্য্য হয় না। | (জ) বিভাগানন্তরং যস্য গর্ভাধানং স বিভক্তজঃ—বিভক্তেন জনিতঃ, গর্ভাধানাদৃতে জনকস্য জনন-ব্যাপারাভাবাৎ*।

ব্যবস্থা। ৩২৪ বিভাগের পর জাত এক পুত্রই যে কেবল পিতৃধন পাইবে এমত নহে কিন্তু অনেক হইলেও পাইবে।

৩২৪ ন কেবলমেকএব কিন্তু বহবোঽপি বিভক্তজাতাঃ পিত্র্যমেব ধনং গৃহ্নীয়ুঃ।

প্রমাণ। পিতা হইতে বিভক্ত যে বৈমাত্রেয় বা সহোদরগণ তাহাদের জঘন্যজেরা (ট) পিতার ভাগ লইবে। বৃহস্পতি।

পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্না বা সহোদরাঃ। জঘন্যজাশ্চ (ট) যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্তু তে। বৃহস্পতিঃ।

(ট) বিভাগের পর পিতা যাহাদিগকে জন্ম দেন তাহারা জঘন্যজা।

(ট) জঘন্যজাঃ—বিভাগানন্তরং পিত্রোৎপাদিতাঃ †।

ব্যবস্থা। ৩২৫ কোন২ পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পিতা মরিলে (সেই) সংসৃষ্টদের স্থানে বিভক্তজ ভাগ লইবে।

৩২৫ অথ যদি কৈশ্চিৎ পুত্রৈঃসহ সংসৃষ্টঃ পিতা মৃতঃ, তদা সংসৃষ্টিভ্যো ভাগং গৃহ্নীয়াৎ।

প্রমাণ। বিভাগের পর জাত যে সে পিতৃ-ধনই লইবে। অথবা পিতার সহিত যাহারা সংসৃষ্ট তাহাদের স্থানে সে ভাগ লইবে।

ঊর্দ্ধং বিভাগাজ্জাতস্তু পিত্র্যমেব হরেদ্ধনং। সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেত স তৈঃ সহ*॥ মনুনারদৌ।

ব্যবস্থা। ৩২৬ পুত্রদের সহিত বিভক্ত পিতা যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করেন (ড) তৎসমুদায় (ন) বিভক্তজের, তাহাতে অগ্রজেরা অধিকারি নয়। যেমত ধনে তেমতি ঋণ, দান, বন্ধক ও ক্রয়েতেও (প) অধিকারি নয়। বৃহস্পতি।

৩২৬ পুত্রৈঃসহ বিভক্তেন পিত্রা যৎ স্বয়মর্জ্জিতং (ড)। বিভক্তজস্য তৎসর্ব্বমনীশাঃ (ন) পূর্ব্বজাঃ স্মৃতাঃ। যথা ধনে তথার্ণেঽপি, দানাধান ক্রয়েষু চ (প)॥ বৃহস্পতিঃ।

---

† ৫৩১ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

* দা. ভা. পৃ. ১৪৩—১৪৮ বি. দা. ভ. দ্বী. বৃ. ৭। কো. ভা. পৃ. ১৩৩—১৩৮ কোল. ডা. ব. ৩, পৃ. ৪৩৬—৪৪০।

(ভ) স্বয়ং উপার্জ্জন করেন—ইহা বলাতে বলা হইয়াছে যে বিভক্ত হইয়া অন্য পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থাতেও পিতা স্বকীয় ধনে ও শ্রমে যাহা উপার্জ্জন করেন তাহাও বিভক্তজের, সংসৃষ্ট পুত্রের নয়*।

(ভ) স্বয়মর্জ্জিতমিত্যনেন -পুত্রান্তরেণ বিভক্ত সংসৃষ্টিনাপি পিত্রা অসাধারণ ধন ব্যয় শরীরায়াসাভ্যাং যদুপার্জ্জিতং তদপি বিভক্তজস্যৈব ন সংসৃষ্টিনামিত্যুক্তং*।

(ম) 'সমুদয়' শব্দ বলাতে—পিতা বহুতর ধন উপার্জ্জন করিলেও তাহা কেবল বিভক্তজের।

(ম) 'সর্ব্ব' শব্দাৎ বহুতরমপি ধনং পিত্রার্জ্জিতং বিভক্তজস্যৈব।

প্র-না। অশৌচ আর উদকক্রিয়া ভিন্ন (অন্য বিষয়ে) তাহারা পরস্পর অনধিকারি।

পরস্পর মনীশাস্তে মুক্তাশৌচোদককিয়াঃ*।

অশৌচ আর উদকক্রিয়া দর্শানতে ধনাধিকারে একান্ত নিরাস করিতেছেন।

অশৌচোদক ক্রিয়ামাত্র প্রদর্শনেন সুদূরমেব ধনাধিকারং নিরস্যতি*।

(প) বিভক্তজ, যেমত বিভাগের পর অর্জ্জিত ধন লইবে তেমতি বিভাগের পর পিতার কৃত ঋণও পরিশোধ করিবে। এবং তাদৃশ (অর্থাৎ বিভক্ত পিতা যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, অথবা তিনি যাহা আহিত রাখিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা বিক্রয় করিয়া মূল্য না দিয়া থাকেন তৎসমুদয় বিভক্তজই সমাধান করিবে*।

(প) বিভাগানন্তরং লব্ধ ধন গ্রহণবৎ বিভক্ত পিতৃঋণপরিশোধনমপি বিভক্তজৈরেব কার্য্যং। এবমেতাদৃশেন পিত্রা যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং যচ্চাহিতং বন্ধকবিধয়া দত্তং বা ক্রীত্বা মূল্যং ন দত্তং বা তৎসর্ব্বং তেনৈব সমাধেয়মিত্যর্থঃ*।

ব.ব্য। ৩২৭ যদি ধনির স্ত্রীর অজ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তবে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানে ভাগ লইবেক (ব)*।

৩২৭ যদ্যজ্ঞাত গর্ভায়ামেব স্ত্রিয়াং বিভক্তাঃ পুত্রাঃ, তদনন্তরং জাতো ভ্রাতৃভ্য এব ভাগং গৃহ্নীয়াৎ (ব *।

(ব) যে স্থানে পিতা নিজ যোগ্যাংশ লইয়া পুত্রদিগকে অবশিষ্ট দিয়া বিভক্তরূপে থাকেন সেই স্থানেই ইহা বোধ্য*।

(ব) এতচ্চ যদা পিতা স্বযোগ্যাংশং গৃহীত্বা অবশিষ্টং পুত্রেভ্যো দত্ত্বা বিভক্তএব তিষ্ঠতি তদা বোধ্যং*।

* দা. ভা. পৃ. ১৪৩—১৪৮। বি. দ.. ভা. দ্বী. র. ৭। কো. দা. ভা. পৃ. ১৩৭৩১৩৮। কোল. ড.. বা. ৩. পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

কিন্তু পিতা মরিলে পিতার ও ভ্রাতার ভাগ একত্র করিয়া সকলে যথাশাস্ত্র ভাগ করিয়া লইবে*।

পিতৃমরণে তু পিতৃ ভ্রাতৃ ভাগানেকত্রীকৃত্য যথাশাস্ত্রং সর্ব্বৈর্বিভাজ্যমিতি*।

ব্যবস্থা। ৩২৮ ধনির স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পাইলে যদি তদ্‌গর্ভস্থের ভাগ পূর্ব্বেই রাখিয়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন না হইলে পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়া লইবে*।

৩২৮ জ্ঞাতগর্ভায়াঃ যদি গর্ভস্থস্য ভাগঃ প্রাগেব রক্ষিতঃ তদা পিত্র্যভাগং বিভক্তজাভাবে সর্ব্ব এব বিভজেয়ুঃ*।

ব্যবস্থা। ৩২৯ পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া কোন পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট্যবস্থায় আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া পিতা মরিলে তদ্ধনে বিভক্তজেরই অধিকার*।

৩২৯ পুত্রান্ বিভজ্য কেনচিৎ পুত্রেণ সহ সংসৃষ্টী ভূত্বা তিষ্ঠতঃ পুত্রান্তরমুৎপাদ্য পিতুর্ম্মরণে তদ্ধনে বিভক্তজস্যৈবাধিকারঃ*।

প্রমাণ। প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনহেতু।

প্রাগুক্তমনুনারদ বচনাৎ।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য কহেন—'বিভক্তজ ভ্রাতা হইতে ভাগ পাইবে'। মনু বৃহস্পতি ও গৌতম কহেন—'বিভক্তজ ভ্রাতা হইতে ভাগ প্রাপ্ত হইবে না' এই পরসপর বিরোধ। এস্থলে প্রকাশকার চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি মিশ্র ও শূলপাণি কহেন—'বিভাগকালে অস্পষ্ট গর্ভস্থিত বালক ভ্রাতৃগণ হইতে ভাগ পাইবে, বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয় সে পিতার ধন মাত্র পাইবে। প্রকাশকার ও চণ্ডেশ্বর কহেন—গর্ভস্পষ্ট প্রকাশ পাইলে বিভাগ কর্ত্তব্য নয়। যদি দায়াদরা তত দীর্ঘকাল সহিষ্ণুতা করিতে না পারে তবে গর্ভস্থের এক ভাগ দেওয়া (৪পৃষ্ঠায়

বিষ্ণুযাজ্ঞবল্ক্যাভ্যাং ভ্রাতৃতো বিভাগ লাভ উক্তঃ। মনু বৃহস্পতি গৌতমৈঃ ভ্রাতৃতো বিভক্তজস্য ভাগালাভ উক্ত ইতি বিরোধঃ। অত্র প্রকাশকার চণ্ডেশ্বর বাচস্পতিশূলপাণয়ঃ বিভাগকালেঽস্পষ্ট গর্ভস্থিতস্য ভ্রাতৃভোঽংশপ্রাপ্তিঃ বিভাগানন্তরং গর্ভাধানেন উৎপন্নস্য পিত্র্যধনমাত্র প্রাপ্তিরিতি প্রাহুঃ। স্পষ্ট গর্ভায়াস্তু বিভাগ এব নাস্তীতি প্রকাশকার চণ্ডেশ্বরৌ। অত্যন্ত কালাসহিষ্ণুত্বে এক ভাগন্তদর্থং স্থাপয়িতুং যুক্তঃ,—যাক্ষানপত্যাস্তাসামাপুত্রলাভাদিতি বশিষ্ঠো-

* দা. ভা. পৃ. ১৫৭ ও ১৫৮। বি. দা. ভা. ৯া. ব়ু. ৭ ও ৮। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩৭ ও ১৩৮। কোল. ডা. বা, ৩ পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

লিখিত) বশিষ্ঠের উক্ত্যনুসারে কর্ত্তব্য, যদি তদ্গর্ভে কন্যা জন্মে তবে সে অংশ তাহারাই ভাগ করিয়া লইবে এই বোধ্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

ব্যবস্থা। ৩৩০ পরন্তু পিতাই যদি স্ত্রীর গর্ভ নিশ্চয় করিয়াও প্রভুত্ব হেতু পুত্রদিগকে ভাগ দেন, তবে তাহাতে তাহাদের স্বামিত্ব হওয়াতে গর্ভস্থের অধিকার নাই, পিতৃধনেই কেবল তাহার অধিকার, পরন্তু বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সে তুল্যাংশী*।

কিন্তু ইহা পিতার স্বার্জ্জিত ধনমাত্র বিষয়ক*।

ব্যবস্থা। ৩৩১ যদি ভূম্যাদি (ম) পৈতামহ ধনও বিভক্ত হয়, তবে বিভক্তজ তদ্ধনের ভাগ ভ্রাতৃগণ হইতে লইবে*।

যেহেতু মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তাহার বিভাগ বিধান হইয়াছে।

প্রমাণ। পিতৃকর্ত্তৃক বিভক্তেরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভাগ দিবে*।

ব্যবস্থা। ৩৩২। এতাবতা সে বিভাগ অশাস্ত্রীয় হওয়াতে তাহা নিবর্ত্তনীয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

(ম) ভূম্যাদি পদে নিবন্ধ ও দ্বিপদও বোধ্য*।

(প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনে) পিতৃ

ক্তবৎ। যদিচ তদ্গর্ভাৎ কন্যা জায়তে তদা সোঽংশঃ পশ্চাত্তৈরেব বিভজনীয় ইতি বোধ্যং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

৩৩০ অথ পিত্রৈব চেদ্গর্ভস্থং নিশ্চিত্যাপি প্রভুতয়া পুত্রেভ্যো দত্তঃ, তদা তেষামেব তত্র স্বাম্যাৎ ন তত্র গর্ভস্থস্যাধিকারঃ, কিন্তু পিত্র্যএবেতি; বিভক্তজ সত্ত্বেতু তেন সহ তুল্যাংশিতেতি*।

ইদঞ্চ পিত্রুপাত্ত ধন মাত্র বিষয়ং*।

৩৩১ যদিতু পৈতামহ ধনমপি ভূম্যাদিকং (ম) বিভক্তং, তদা তদ্ধন বিভাগং ভ্রাতৃভ্য এব গৃহ্নীয়াৎ*।

মাতুর্নিবৃত্তে রজসি তদ্বিভাগ বিধানাৎ।

পিতৃ-বিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য বিভাগং দদ্যুরিতি*। বিষ্ণুঃ।

৩৩২। তথাচ তদ্বিভাগস্য অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ নিবর্ত্তনীয়ত্বমিতি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

(ম) ভূম্যাদিকমিত্যনেন নিবন্ধদ্বিপদযোগ্রহণং*।

(প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনে) পিত্রা-

* দা. ভা. পৃ. ১৪৭ ও ১৪৮। দা. ক্র. সং. পৃ ৪১ ও ৪২। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৭ ও ১৪৮। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩৮ ও ১৩৯। কোল. ডা. রা ৩. পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

ধনই লইবে এই বিরোধ হেতু উক্ত যুক্তিতে ইহা ক্রমাগত ধন বিষয়ক*।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে—যদি বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টবশতঃ প্রোষিত হইয়া পিতা স্ত্রীসংসর্গে পুত্রোৎপাদন করেন ও তৎপূর্ব্বে ধন পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকে সে স্থলে কি হইবে, এতদুত্তরে বাচ্য এই যে দানদ্বারা উপেক্ষাতে পিতার স্বত্ব নাশ ও পুত্রদের চেষ্টা বিনা স্বত্ব হওয়াতে ধন বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক অনন্তর জাতপুত্র কি প্রকারে অধিকারী হইতে পারে যেহেতু তাহা (আর) তৎপিতৃ ধন নয়। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

মাতার অজ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পিতার মরণান্তর যদি ভ্রাতারা বিভাগ করে তবে পরে ভূমিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রজদের স্থানে অংশ লইবে।

মাতার জ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পিতা মরিলে যদি তদ্‌গর্ভস্থের জননাপেক্ষা না করিয়া ও তাহার নিমিত্তে এক ভাগ না রাখিয়া ভ্রাতারা বিভাগ করে তবে সে বিভাগ অসিদ্ধ. তদ্‌গর্ভে পুত্র জন্মিলে সে তাদৃশ বিভাগ অন্যথা করিয়া নিজ অংশ লইবে।

মেব হরেদ্ধনমিতি বিরোধাৎ উক্তযুক্তেশ্চক্রমাগত ধনবিষয়মিদং। *

অত্রেদং বিচারণীয়ং—যদি বিষয়মুপেক্ষ্য বর্ত্তমান প্রাক্তনাদৃষ্টাৎ প্রোষিতঃ স্ত্রিয়ং সংসৃজ্য পুত্রং জনয়তি তৎপূর্ব্বঞ্চ পুত্রৈর্ধনং বিভক্তং তত্র কিং স্যাদিতি অত্রোচ্যতে দানেনৈবোপেক্ষয়া পিতুঃ স্বত্বে নাশিতে পুত্রাণাং চেষ্টাং বিনৈব স্বত্বে জাতে বিভক্তে অবিভক্তে বা ধনে অনন্তরং জাতঃপুত্রঃ কথমধিকর্ত্তুং শক্নোতি তৎপিতৃধনত্বাভাবাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী র. ৭।

অজ্ঞাতগর্ভায়াং মাতরি যদি পিতৃমরণান্তরং ভ্রাতরঃ বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা পশ্চাদ্ ভূমিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রজেভ্যোঽংশং গৃহ্লীয়াৎ।

জ্ঞাতগর্ভায়ান্তু মাতরি পিতুর্মরণে যদি ভ্রাতৃভিঃ তদ্‌গর্ভস্থস্য জননাপেক্ষাং ন কৃত্বা তদর্থং ভাগং ন রক্ষিত্বাচ বিভাগঃ কৃতঃ স বিভাগোঽসিদ্ধঃ, তদ্‌গর্ভে পুত্রে জাতে তাদৃশ বিভাগমন্যথা কৃত্বা স্বাংশং গৃহ্লীয়াৎ।

---

* উক্ত যুক্তিতে—অর্থাৎ মাতৃরজোনিবৃত্তি হইলে এই যুক্তি। তথাচ গর্ভ জানা যাউক বা না যাউক মাতার রজো নিবৃত্তি বিনা পৈতামহ ধন বিভাগ অশাস্ত্রীয় হেতু তাহা নিবর্ত্তনীয়, অতএব শেষোক্ত দুই বচন পৈতামহ ধন বিভাগ বিষয়ক। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্বাদির বচন পিতার স্বার্জ্জিত ধন বিষয়ক, এতাবতা বিরোধ বিবেচনা কর্ত্তব্য নয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

* উক্ত যুক্তেরিতি—মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যুক্ত যুক্তেরিত্যর্থঃ। তথাচ জ্ঞাতেঽজ্ঞাতে বা গর্ভে মাতৃরজোনিবৃত্তিং বিনা বা কৃতপিতামহধনবিভাগস্যাশাস্ত্রীয়তয়া নিবর্ত্তনীয়ত্বেন তদ্ধন বিভাগ বিষয়ত্বমেব অনন্তরোক্ত বচনযোরিতি পূর্ব্বেষাং মন্বাদিবচনানাং পিতুঃ স্বার্জ্জিত বিষয়ত্বমেবেতি ন বৈপরীত্যাশঙ্কা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

ব্যবস্থা। ৩৩৩। পরন্তু বিভক্তজ আয় ব্যয় পরিশোধান্তে থাকে যে ধন তাহারই ভাগ পাইবে*।

৩৩৩। পরন্তু বিভক্তজঃ আয় ব্যয় বিশোধিতাৎ দৃশ্যাদ্ধনাদেবাংশংপ্রাপ্নুয়াৎ*।

প্রমাণ। পুত্রেরা পৃথক্ হইলে পর (ধনির) সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে সে আয় ব্যয়ান্তে স্থিত বস্তুরই (ব) বিভাগ পাইবে †। যাজ্ঞবল্ক্য।

বিভক্তেষু সুতোজাতঃ সবর্ণায়াং বিভাগভাক্*। দৃশ্যাদ্বা (ব) তদ্‌বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয় বিশোধিতাৎ †॥

(ব) বা শব্দ অবধারণার্থে, এতাবতা ভুক্ত বর্জিত হইয়াছে।

(ব) বা শব্দোঽবধারণার্থঃ তেন ভুক্ত ব্যবচ্ছেদঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

সংসৃষ্ট ধন বিভাগ।

ব্যবস্থা। ৩৩৪। বিভক্ত ব্যক্তিরা সংসৃষ্ট হইয়া যদি পুনর্ব্বার বিভাগ করে, তবে সে স্থানে সমান ভাগ (অ) হইবে, তাহাতে জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই‡। মনু ও বিষ্ণু।

৩৩৪। বিভক্তাঃ সহজীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি। সমস্তত্র (অ) বিভাগঃ স্যাৎ জৈ্যষ্ঠং তত্র ন বিদ্যতে‡॥ মনু-বিষ্ণু।

(অ) 'সেস্থলে সমান ভাগ'—ইহা সজাতীয় সংসৃষ্ট্যাভিপ্রায়ে ভ্রাতাদের পূর্ব্বকল্প জ্যেষ্ঠাংশের নিষেধ মাত্র বুঝায়।

(অ) সমস্তত্রেতি—সবর্ণ ভ্রাতৃসংসর্গাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বকল্প জ্যেষ্ঠাংশনিষেধ মাত্র পরং হি সমবচনং।

তথা বৃহস্পতি কহিতেছেন—'যে ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া প্রীতিতে একত্র

তথা বৃহস্পতিঃ—'বিভক্তা ভ্রাতরো যেতু সম্প্রীত্যৈকত্র সংস্থিতাঃ। পুন-

* দা. ভা. পৃ. ১৪৮। বি. ভা. দী. র. ৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩৮। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

† অর্থাৎ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এবং ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক যাহা ভুক্ত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে। † অর্থাৎ বৃদ্ধিরহিতাৎ যৎভ্রাতৃভিভু‌র্ক্তং তদ্রহিতাচ্চ। বি. দা. ভা. দী. র. ৭।

‡ দা. ভা. পৃ. ২৬৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৯। বি. দা. ভা. দী. র. ৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ২২৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৮৫। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৪৯—৫৫৩।

বাস করে, পুনর্ব্বিভাগে তাহাদের জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই’*।

র্ব্বিভাগ করণে তেষাং জৈজ্যষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে”* ॥

কেবল ভ্রাতারা নয়, কিন্তু পিতা পুত্র পিতৃব্য ভ্রাতৃ-পুত্রাদিও সংসৃষ্ট হইতে পারে। তাহা ২২২ ও ২২৩ পৃষ্ঠায় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

ন কেবলং ভ্রাতরঃ, কিন্তু পিতা পুত্র পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি সংসৃষ্টিনো ভবিতুমর্হন্তি। তৎপ্রপঞ্চিতং ২২২,২২৩ পৃষ্ঠয়োঃ।

‘জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই’—এই উক্তিতে বোধ্য এই যে সংসৃষ্টিদের মধ্যে বিভাগে যেমত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠাংশাধিকারিত্ব নাই তেমতি পিতারো দ্ব্যংশ পাইতে, এবং অন্য কাহারো অধিক ভাগ পাইতে অধিকার নাই। অতএব—

‘জৈজ্যষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে’—ইত্যুক্তিস্বরসাৎ সংসৃষ্টিনাম্ বিভাগে যথা জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্জ্যৈষ্ঠাংশাধিকারিত্বং নাস্তি, তথা পিতুরপি দ্ব্যংশহরত্বং নাস্তি, নচ কস্যাপ্যন্যস্যাধিকভাগাধিকারিত্বমস্তীত্যবগম্যতে। তেন—

ব্যবস্থা। ৩৩৫ সংসৃষ্টিদের মধ্যে বিভাগের ব্যবস্থা এই যে পূর্ব্ব ক্‌৯প্ত* ভাগানুসারে ভাগ হয়।

৩৩৫ সংসৃষ্টি বিভাগে পূর্ব্ব ক্‌৯প্ত ভাগানুসারেণ* ভাগব্যবস্থা।

ব্যবস্থা। ৩৩৬ যদি সংসৃষ্টদের এক জন নিকটতর উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরে তবে তৎসংসৃষ্টের তুল্যরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অসংসৃষ্ট দায়াদ থাকিলেও সংসৃষ্টই তদ্ধনাধিকারী‡।

৩৩৬ যদি সংসৃষ্টিনামেকতম আসন্নতর দায়াদ-বিহীনঃ মৃতস্তদা তদ্ধনে তুল্যরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্টে অসংসৃষ্টে দায়াদে সত্যপি সংসৃষ্ট দায়াদস্যৈবাধিকারঃ‡।

---

* দা. ভা. পৃ. ২৪৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৯ ও ৪০। বি. দা. ভা. দ্বী. র ৭। কোল্ দা. ভা. পৃ. ২২৮। উ. দা. ক্র সং. পৃ. ৮৫ ও ৮৩। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৪৯—৫৫৩।

পূর্ব্বক৯প্ত ভাগানুসারে,—অর্থাৎ পূর্ব্বে যৎপরিমিত ভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তদ্রূপে (ভাগ হইবে) যেহেতু পূর্ব্ববিভাগে ও সংসৃষ্ট বিভাগে বিশেষ নাই (বি. দা. ভ. র. ৭)। এতাবতা যদি প্রথম বিভাগে জ্যেষ্ঠ উদ্ধারযুক্ত ভাগ অথবা পিতা দুই অংশ না পাইয়া থাকেন তবে সংসৃষ্ট বিভাগেও পাইবেন না।

পূর্ব্বক৯প্ত বিভাগানুসারেণেত্যস্য পূর্ব্বস্মিন্ ব্যবস্থাপিতো যো বিভাগঃ তদনুসারেণ তদ্রূপেণেত্যর্থঃ, অস্যাপি বিভাগত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭)। এতাবতা যদি জ্যেষ্ঠস্য সোদ্ধারাংশিত্বং নচ পিতুর্দ্ব্যংশহরত্বং যদি প্রথমবিভাগে তেন তাদৃশ ভাগো ন গৃহীতঃ।

† কিরূপে সংসৃষ্টি হয় তাহাও ২২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

† কথং সংসৃষ্টত্বমুৎপদ্যতে তদপি প্রপঞ্চিতং ২২২ পৃষ্ঠায়াং।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২০৮—২২৩। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৫৪—৫৫৩।

কারণ। যেহেতু এস্থলে তুল্যরূপ সম্বন্ধির সমবায়ে—'সংসৃষ্টির ধনে সংসৃষ্টি অধিকারী'—এই বচন বলে সংসৃষ্টী প্রশস্ত।

অত্র তুল্যরূপ সম্বন্ধি সমবায়ে সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি বচনেন সংসৃষ্টস্য প্রাশস্ত্যাৎ।

কোন ভ্রাতার সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তির যদি কিছু অবিভক্ত বিষয় থাকে, তবে তন্মরণে সংসৃষ্ট ভ্রাতাই ঐ বিষয়াধিকারী।

ভ্রাত্রন্তরেণ সংসৃষ্টস্য যদি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমবিভক্তমেবাসীৎ তদা তন্মরণে সংসৃষ্ট ভ্রাতাএব তদধিকারী।

যেহেতু সংসৃষ্টির ধনে সংসৃষ্টির অধিকার এই বচনে সংসৃষ্টি পুরুষের ধনে সংসৃষ্টিদের অধিকার সূচিত হইয়াছে। বি. দা. দ্বী. র. ৭।

সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি বচনেন সংসৃষ্টি পুরুষ ধন এব সংসৃষ্টিনামধিকারবোধনাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

ব্যবস্থা। ৩৩৭ আর২ বিশেষ বিধান (ই) ভ্রাতার অধিকার নিরূপণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

৩৩৭ অপরেচ বিশেষা (ই) ভ্রাত্রধিকার নিরূপণ প্রকরণোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ। দা. ভা. পৃ. ২৪৫।

(ই) আর আর বিধান—অর্থাৎ অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই, অন্যের নয়, অনুপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যাধনে সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বান্ অংশি, কিন্তু উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে সকলেরই অংশিত্ব, ইত্যাদি যে সকল বিশেষ বিধান ভ্রাতার অধিকার প্রকরণে উক্ত হইয়াছে তাহা সংসৃষ্টি বিভাগেও প্রযুজ্য*।

(ই) অপরে বিশেষাঃ—অর্থাৎ অনুপঘাতার্জ্জিতমর্জ্জকস্যৈব নেতরেষাং, অনুপঘাতার্জ্জিত বিদ্যাধনে সমাধিক বিদ্যানামংশিত্বং, উপঘাতার্জ্জিতে তু সর্ব্বেষামংশিত্বমিত্যাদয়ো যে বিশেষা ভ্রাত্রধিকার প্রকরণোক্তাঃ তেহত্রাপি সংসর্গবিভাগেঽপ্যনুসরণীয়া ইত্যর্থঃ*।

---

* ইহা স্বয়ং জীমূতবাহন স্থানান্তরে কিয়দংশে ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্যথা, "কিন্তু ভ্রাতারা পিতৃ বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া যদি একত্র বাস করতঃ (আবার) বিভাগ করে, তবে যাহা হইতে উপার্জ্জন হইয়াছে সে দুই ভাগ লইবে—এই কাত্যায়ন বচনের ব্যাখ্যা শ্রীকরাচার্য্য করিয়াছেন যে সংসৃষ্টদের কোন ব্যক্তি সাধারণ ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করিলে দুই ভাগ পাইবে, আর আর ব্যক্তিরা এক এক ভাগ পাইবে। অতএব মুনি ও ব্যাখ্যাতা উভয়েরই অভিপ্রায় এই বোধ

* এতচ্চ স্বয়ং জীমূতবাহনেনৈব স্থানান্তরে কিয়দংশেঽভিহিতং তদ যথা,—"কিন্তু কাত্যায়ন বচনং—'বিভক্তাঃ পতৃবিত্তাচ্চেদেকত্র-প্রতিবাসিনঃ। বিভজেরুঃপুনর্দ্ব্যংশং স লভেতোদয়ো যতঃ'। ইদং সংসৃষ্টস্য সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জকস্য ভাগদ্বয়ং ইতরেষামেকৈকোভাগ ইতি শ্রীকরেণ ব্যাখ্যাতং। তেনোপঘাতার্জ্জিতমর্জ্জকস্যৈব ধনং সংসৃষ্টিত্বেঽপি ন পুনস্তদ্ধনং সাধারণমিত্যভি-

‘সংসৃষ্টদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শৌর্য্যাদিদ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দুই অংশ দিয়া আর সকলে সমান (এক২) অংশ লইবে’—এই বৃহস্পতি বচনের অর্থ জীমূতবাহনাদির মতে করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু বিবাদ-ভঙ্গার্ণব কর্ত্তা কহেন—‘জীমূতবাহনাদির মতে যে কোনরূপে সাধারণ ধনের উপঘাতাদিতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই অংশ, অন্যের এক এক অংশ, সাধারণ ধনে প্রতিপালনোপযোগে বিদ্যার্জ্জনদ্বারা ধন উপার্জ্জন করিলে সাধারণ ধনের উপঘাত না থাকিলেও তাহাতে যথা বিহিতরূপে সকলের অংশিত্ব আছে; বিদ্যাধনার্জ্জনকালে সাধারণ ধনে প্রতিপালনোপযোগ না হইলেও সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানের অংশাধিকার, সাধারণ ধনে প্রতিপালিত হইয়া যদি কৃষি কর্ম্মাদি দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে ধন উপার্জ্জিত হয়, তবে তাহা কেবল সেই অর্জ্জকের, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে’। এই মত সম্যগ্ রূপে জীমূতবাহনাদির অনুমত নয় যেহেতু তাঁহাদের মতে সাধারণ ধনে প্রতিপালন উপঘাত রূপে গণ্য না হওয়াতে স্বকুলে প্রতিপালিত হইয়া উপার্জ্জিত বিদ্যাধনে ন্যূনবিদ্বান্ আর অবিদ্বানের অংশ নাই।

সংসৃষ্টাসংসৃষ্টাধিকার বিষয়ে যে বিশেষ তাহাও ভ্রাতাদির অধিকার-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ২০৮—২২৩।

‘বিভক্তানান্তু যঃ কশ্চিৎ বিদ্যা-শৌর্য্যাদিনা ধনং, প্রাপ্নোতি তস্য দাতব্যো দ্ব্যংশঃ শেষাঃ সমাংশিনঃ’। ইতি বৃহস্পতি বচনস্যার্থো জীমূতবাহনাদীনাং মতানুসারেণৈব জ্ঞাতব্যঃ, তৎপ্রকটিতং প্রাগেব। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতাতু—জীমূতবহনাদীনাং মতে, যথা কথঞ্চিৎ সাধারণ ধনোপঘাতাদ্যর্জ্জিত ধনেঽর্জ্জকস্য দ্ব্যংশিত্বং ইতরেষামেকৈকাংশিত্বং, সাধারণ ভক্তোপযোগেন বিদ্যার্জ্জনেতু ধনার্জ্জনে সাধারণদ্রব্যানুপশ্লেষেঽপি সর্ব্বেষাং যথাবিহিতমংশিত্বং, বিদ্যা ধনার্জ্জন কালে সাধারণ ভক্তানুপশ্লেষেঽপি সমবিদ্যাধিকবিদ্যয়োরংশিত্বং, সাধারণ ভক্তপুষ্ট বপুষা কৃষ্যাদিনা সাধারণ ধনানুপঘাতার্জ্জিতেঽর্জ্জকস্যাসাধারণ্যং ইতি প্রাগুক্তমিত্যভিহিতং। পরন্তু তৎসর্ব্বং ন জীমূতবাহনাদীনাং মতং, যতস্তেষাং মতে সাধারণ ধনেন ভক্তোপযোগস্য সাধারণ ধনোপঘাতত্বাভাবাৎ স্বকুল ভক্তোপযোগেনার্জ্জিত বিদ্যাধনে ন্যূন বিদ্যাবিদ্যানাং নাংশিত্বং।

সংসৃষ্টাসংসৃষ্টাধিকার বিষয়ে যে বিশেষাস্তেঽপ্যুক্তা ভ্রাত্রাদ্যধিকার প্রকরণে। দ্রষ্টব্যা পৃ. ২০৮—২২৩।

হইতেছে যে সংসৃষ্টাবস্থাতেও সাধারণের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই।

প্রাগ্যে মুনের্ব্যাখ্যাতুশ্চ লক্ষ্যতে”। দা. ভা. পৃ. ১২৩।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র. ১। তিন সহোদর ভ্রাতা ছিল, পিতার জীবন কালেই তাহারা পিতাকে দিয়া তৎ-সমুদয় সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভাগ করাইল; তদবধি এক ভ্রাতা পৃথক্ রহিল, অন্য দুই জন একত্র এক পরিবার রূপে থাকিল। পিতার মৃত্যুর পর একত্রিত দুই ভ্রাতার একজন অপুত্রক মরিল ও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সংসৃষ্টী ভ্রাতা করিল। এমত অবস্থায় জীবিত ভ্রাতারা উভয়েই সমান রূপে তাহার ধনাধিকারি, অথবা যে ভ্রাতা পৃথক্ ছিল তাহাকে নিরাস করিয়া সংসৃষ্টী ভ্রাতা একাকী মৃতের ধনে অধিকারী?

অসংসৃষ্ট ভ্রাতাকে সম্যক্ নিরাস করিয়া সংসৃষ্ট ভ্রাতা অধিকারী।

উ. ১। ভ্রাতারা পৃথক্ হইলে তন্মধ্যে একজন যদি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরে*, ও মৃতব্যক্তি যে ভ্রাতার সহিত মরণপর্য্যন্ত একত্র ছিল তাহার সহিত সংসৃষ্টী হওনের যদি বিশেষ প্রমাণ না থাকে, তবে তাহার ধন তদ্ভ্রাতাদের মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত হইবে। এই মত দায়ভাগাদি গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্র. ২। যদি প্রকাশ্য ও স্পষ্টরূপে সংসৃষ্ট হওনের প্রমাণ থাকে, এবং সংসৃষ্টি ভ্রাতাদের মধ্যে যদি একজন মরে, তবে সংসৃষ্টী ভ্রাতাই কি একাকী তদ্বিষয়াধিকারী অথবা অসংসৃষ্টী ভ্রাতা তাহার সহিত ভাগী হইবে?

উ. ২। উপরি উক্ত অবস্থাতে, অসংসৃষ্টি ভ্রাতাকে নিরাস করিয়া সংসৃষ্টী ভ্রাতাই কেবল দায়াদ।

প্রমাণ—

যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"সংসৃষ্টী (ভ্রাতা) সংসৃষ্টির দায়াদ"।

জিলা হুগলী। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ২৪ (পৃ. ১৭৩ ও ১৭৪)।

প্র.। এক ব্যক্তি স্বার্জ্জিত স্থাবর বিষয়ের অর্দ্ধেক এক স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রদিগকে দিয়া তাহাদের হইতে আপনি পৃথক হইল, এবং অন্য অর্দ্ধেক লইয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থায় একত্র থাকিল। পিতার মৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত ধনে পুত্রেরা সমান ভাগ-ভাগি কি না?

যে পুত্রেরা পিতা হইতে যথাশাস্ত্র পৃথক্ হইয়া থাকে, তাহারা সংসৃষ্ট পুত্রের সহিত পিতৃবিষয়ে অধিকারি নয়।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ বিভাগ যদি ব্যাধ্যাদি ব্যাকুল চিত্ততা কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি রাগবশতঃ অথবা সুভগার পুত্র প্রতি স্নেহ বশতঃ হইয়া থাকে, তবে এই কএকের যে কোন অবস্থায় প্রত্যেক পুত্রে বিষয়ের সমভাগী হইবে; অন্যথা যে পুত্রেরা পিতার জীবনকালে তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াছে তাহারা তন্মরণে তদ্বিষয়াধিকারি নয়।

* উত্তর বিকারি না রাখিয়া মরে—এই কথার অর্থ এস্থলে জননী না রাখিয়া মরা বুঝিতে হইবে।

জিলা জঙ্গল মহাল। ১৯ জানয়ারি ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ১৬)।

বিভাগকালে নিহ্নুত পশ্চাৎ প্রকাশিত ধনের বিভাগ।

গৃহ, ক্ষেত্র ও চতুষ্পাদ প্রকাশ পাইলে বিভাগ করিবে। দ্রব্য গোপনের সন্দেহ হইলে, দিব্য করণ বিধান হইয়াছে। মনু কহিয়াছেন—ঘরকর্ণার সামগ্রী, বাহক পশু, দোহনীয় পশু ও দাস প্রকাশ পাইলে বিভাগ করা যাইবে। আর দ্রব্য গোপনের সন্দেহ হইলে কোষদ্বারা* বাহির করিতে হইবে।

দৃশ্যমানং বিভজ্যেত গৃহক্ষেত্রং চতুষ্পদং। গূঢ় দ্রব্যাভিশঙ্কায়াং প্রত্যয়স্তত্র কীর্ত্তিতঃ॥ গৃহোপস্কর বাহ্যাস্তু দোহ্যা ভরণ কর্ম্মিণঃ। দৃশ্যমানা বিভজ্যন্তে কোষং* গূঢ়েঽব্রবীন্মনুঃ। কাত্যায়নঃ।

ব্যবস্থা। ৩৩৮। কেবল উপরিউক্ত দ্রব্যের নয়, কিন্তু পশ্চাদবগত যে কোন সাধারণ বিষয়ের সমান বিভাগ দায়াদের মধ্যে হইবে।

৩৩৮। ন কেবলং উপর্য্যুক্ত-দ্রব্যাণাং কিন্তু যেষাং কেষামপি পশ্চাদবগত সাধারণ দ্রব্যাণাং দায়াদ মধ্যে সম ভাগো ভবিতব্যঃ।

প্রমাণ। সকল ঋণ ও ধন যথা বিধি (ই) বিভক্ত হইলে পর, যে কিছু পশ্চাৎ প্রকাশ পায় তৎসমুদয় সমান রূপে বিভাজ্য (অ) †। মনু।

ঋণে ধনেচ সর্ব্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি (ই)। পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎকিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং সমতাং নয়েৎ (অ) †। মনুঃ।

(অ) সমানরূপে—অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার যেমত ভাগ হইয়াছিল তৎসমানই কর্ত্তব্য অপহর্ত্তাকে অপহরণ নিমিত্তে অল্প ভাগ দেওয়া কিম্বা নিরংশি কর্ত্তব্য নয় †।

(অ) সমতাং নয়েদিতি—পূর্ব্বং যথা যস্য বিভাগকল্পনা কৃতা তৎসমানৈব কার্য্যা ন পুনরপহর্ত্তুরপহর্তৃতয়া অল্প ভাগো দাতব্য এবা।

(ই) যথা বিধি বলার ভাব এই যে অবিহিত ভাগ হইয়া থাকিলে গোপন করার ব্যপদেশ না থাকিলেও পুনর্ব্বার বিভাগ হইবে, কিন্তু যথা বিধি

(ই) যথাবিধীতি—অবিহিত বিভাগেষু অপহ্নবানুপন্যাসেপি পুনর্ভাগকরণং, যথা বিধিভাগে তু অপহ্নু

* কোষ—প্রচণ্ড দেবতার স্নানোদকস্পর্শাদি। বি. ভা. ভা. ৱা. র. ৩।

* কোষঃ—উগ্রদেবতাস্নানোদকস্পর্শাদিঃ। বি. দা. ভা. র. ৩।

† বি. দা. ভা. র. ৫। দা. ভা. পৃ. ২৪৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৪। কোল্. ডা. [illegible], পৃ. ৩১৫—৩১৭ কোল। দা. ভা. পৃ. ২৩৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০—১১৫।

ভাগ হইলে, গোপন বিনা আর বিভাগ হইবে না*। অতএব—

ব্যবস্থা। ৩৩৯ দুর্বিভক্ত বিষয়েরো পুনর্বিভাগ কর্ত্তব্য*।

প্রমাণ। /০ ভৃগু কহিয়াছেন পরস্পর অপহৃত দ্রব্য ও যাহা অযথাশাস্ত্র বিভক্ত (উ) তাহা পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে (ও) সমভাগে বিভাগ করিবে*। কাত্যায়ন।

(উ) দুর্ব্বিভক্তের অর্থ এই যে—ভ্রমাদি বশতঃ যে ধনের অশাস্ত্রীয় বিভাগ হইয়া থাকে তাহার পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র বিভাগ কর্ত্তব্য। 'সকৃদংশো নিপততি' অর্থাৎ অংশ একবারই হয়—এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে কোন বস্তু যথাশাস্ত্র বিভক্ত হইলে পর তাহার আর বিভাগ হইবে না*।

(ও) পশ্চাৎ প্রাপ্তি হইলে—ইহা বলাতে অপহৃত দ্রব্যেরই বিভাগ হইবে যাহা বিভক্ত হইয়াছে তাহার আর বিভাগ হইবে না এমত দর্শিত হইয়াছে।

পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে বলাতে—তন্মাত্র বস্তুরই বিভাগ কর্ত্তব্য পূর্ব্ব বিভক্তেরও বিভাগ কর্ত্তব্য নয় ইহা জ্ঞেয়, সমভাগে বিভাজ্য বলা অপহরণ প্রযুক্ত অপহর্ত্তাকে ভাগ না দেয় বা অল্প ভাগ দেয় তাহা নিবারণার্থ—এই স্মার্ত্তমত। বি. দা. ভা. দী র. ৬।

৵০ বিভক্তেরা পরস্পরের অপহৃত দ্রব্য দেখিতে পাইলে তাহারা তাহা সমান ভাগে বিভাগ করিবে* এই ব্যবস্থা†। যাজ্ঞবল্ক্য।

তৎ বিনা ন বিভাগ ইতি ভাবঃ*। অতএব—

৩৩৯ দুর্বিভক্তমপি পুনর্ব্বিভক্তব্যং*।

/০ অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং দুর্ব্বিভক্তঞ্চ (উ) যদ্ভবেৎ। পশ্চাৎ প্রাপ্তং (ও) বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভৃগুঃ*। কাত্যায়নঃ।

(উ) দুর্বিভক্তমিত্যনেন—ভ্রমাদিনা কৃতাশাস্ত্রীয় বিভাগ ধনস্য পুনঃ-শাস্ত্রীয় বিভাগঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। সকৃদংশোনিপততীতি চ শাস্ত্রীয় বিভাগানন্তরং ন পুনস্তদ্বিভাগ ইত্যেতৎপরং*।

(ও) পশ্চাৎপ্রাপ্তমিত্যনেনাপহৃতদ্রব্যস্যৈব বিভাগো ন তু পুনর্ব্বিভক্তস্যাপি পুনর্ব্বিভাগ ইতি দর্শিতং,।

পশ্চাৎপ্রাপ্তমিত্যনেনৈতন্মাত্রস্যৈব বিভাগো ন পূর্ব্ববিভক্তমপি বিভজনীয়মিত্যবগম্যতে, সমভাগেনেতি অপহর্ত্তৃতয়া ভাগো ন দেয়োঽল্প ভাগো বা দেয় ইতি নিরাসার্থমিতি স্মার্ত্তাঃ। বি. দা. ভা দী. র. ৬।

৵০ অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং, বিভক্তৈর্যত্র দৃশ্যতে। তৎপুনস্তে সমৈরংশৈর্ব্বিভজেরন্নিতি* স্থিতিঃ†। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

---

* দা. ভা. পৃ. ২৪৩। দা. ক্র. সং. পৃ ৫৪.। ২২৯—৩ ২৩১। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭৩—১৭৫। বি. দা. ভা. দী. র. ৬। কোল. দা. ভা. পৃ. কোল. ভা. বা. ৩, পৃ. ৩৯৫—৪০২।

† এস্থলে সামান্যতঃ বিভাগ প্রাপ্তিহেতু বচনারম্ভ বলে সাধারণ দ্রব্যাপহরণে চৌর্য্য-দোষ [illegible] না ইহা জানান হইতেছে—হলায়ুধ বিশ্বরূপ, চণ্ডেশ্বর, জীমূতবাহন ও স্মার্ত্ত প্রভৃতির এই মত। বি. দা. ভা. দী. র. ৬।

† অত্র উৎসর্গ বিভাগে প্রাপ্তে বচনারম্ভ বলেন সাধারণ দ্রব্যাপহারে স্তেয়দোষো ন ভবতীতি বিজ্ঞাপ্যতে ইতি হলায়ুধ, বিশ্বরূপ চণ্ডেশ্বর জীমূতবাহন স্মার্ত্তপ্রভৃতয়ঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৬। দ্রষ্টব্যঃ—দা. ভা. পৃ. ১৪৭—২৫৪।

ব্যবস্থা। ৩৪০ কেবল ভ্রাতা নয়, কিন্তু তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পর্য্যন্ত নিহ্নুত ধনভাগি*।

৩৪০ ন কেবলং ভ্রাতা, কিন্তু তদভাবে তৎসুত তৎপৌত্র প্রপৌত্র পর্য্যন্তাঃ নিহ্নুতধনস্য ভাগিনঃ*।

প্রমাণ। যে যাহা গোপন করে তাহা পুনঃপ্রাপ্তি হইলে ভ্রাতাদের সহিত তদভাবে তৎপুত্রদের সহিত ভাগ করিবে*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রচ্ছাদিতন্তু যদ্‌যেন পুনরাগত্য তৎসমং। ভজেরন্ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমভাবেঽপি হি তৎসুতাঃ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ইহার অর্থ এই যে বিভাগিদের অভাবে তৎপুত্রেরা অর্থাৎ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত অন্যভাগি ভ্রাতাদের সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে।

বিভাগিনোঽভাবে তৎসুতাঃ তৎপ্রপৌত্র পর্য্যন্তাঃ তৎপ্রচ্ছাদিতং ধনং ভ্রাতৃভির্ভাগান্তরৈঃ সহ সমং ভজেরন্নিত্যর্থঃ।—দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৭।

ব্যবস্থা। ৩৪১ বন্ধুর অপহৃত দ্রব্য বল পূর্ব্বক দেওয়াইবে না। অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করিয়াছে তাহাও দেওয়াইবে না*। কাত্যায়ন।

৩৪১ বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলান্নৈব প্রদাপয়েৎ। বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ*। কত্যায়নঃ।

সামাদিদ্বারা দেওয়ান কর্ত্তব্য, বলে নয়া অবিভক্ত ব্যক্তি স্বাংশাতিরেকে যাহা ভোগ করিয়া থাকে তাহাও তাহাকে দিয়া দেওয়াইবে না*।

সামাদিনা দাপ্যো ন বলাৎ†, অবিভক্তেন তু যদধিকং ভুক্তং তদসৌ ন দাপ্যঃ*।

বৃত্তিবিভাগ সন্দেহ নির্ণয়।

ব্যবস্থা। ৩৪২ বিভাগ হইয়াছে কি না এমত সন্দেহ হইলে জ্ঞাতি বা বন্ধুগণের অথবা অপর লোকের সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা লিখিতদ্বারা তাহার নির্ণয় কর্ত্তব্য।

৩৪২ বিভাগ সন্দেহে জ্ঞাতীনাং বন্ধূনাম্বা তদভাবে উদাসীনানাম্বা সাক্ষ্যেণ, অথবা লিখিতেন তস্য নির্ণয়ঃ।

---

* ৫৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম নোট দ্রষ্টব্য।

† এস্থলে বিবেচ্য এই যে যদি সামাদিতে না দেয় তবে বল ব্যবহার কর্ত্তব্য কি না—'বল পূর্ব্বক দেওয়াইবে না' এই মুনি বাক্যে যে তখনো বল ব্যবহার করিবে না এমত আপত্তি কর্ত্তব্য নয়। বি. দা. ভা. টী. রু. *।

† অত্রেদমবধেয়ং যদি সামাদিনা ন দদাত্যেব তদা বলং কুর্য্যান্নবা নচ বলান্নৈব প্রদাপয়েদিতি মুনিবচনাৎ বলং ন কুর্য্যাদেবেতি বাচ্যং। বি. দা. ভা. টী. রু. *।

হয় নাই তাহা ইহ লোকে ও পর-লোকে ঋণই। যে প্রতিশ্রুত না দেয়, ও দিয়া পুনর্হরণ করে সে বিবিধ নরকগামী হয়, এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মে"।—হারীতঃ॥ "কোন ব্যক্তি সুস্থ বা আর্ত্তাবস্থায় ধর্ম্মার্থে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা অবশ্য দাতব্য, না দিয়া মরিলে তৎপুত্রে দিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই"।—কাত্যায়ন॥

পরন্তু—"মদ্যপান ও ক্রীড়া বিষয়ক দেনা, ও বৃথা দান ও কাম ক্রোধ ঘটিত প্রতিশ্রুত*, কিম্বা প্রতিভূ হওন বিষয়ক দেনা, দণ্ড-শুল্ক অথবা উভয়ের বক্রী, পুত্রেরা দিবে না"।—বৃহস্পতি॥ "প্রতিভূ হওন† বা বাণিজ্য বিষয়ক দেনা, শুল্ক, মদ্যের মূল্য, খেলার হারি ও দণ্ড পুত্রকে অর্শে না"।—গোতম॥ "দণ্ড বা দণ্ডের শেষ শুল্ক বা শুল্কের শেষ, এবং নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিত যে দেনা তাহা পুত্রের দাতব্য নয়"।—ব্যাস। মদ্যপানে কাম কেলিতে ও দ্যূতক্রীড়ায় পিতার কৃত যে ঋণ এবং যে দণ্ড ও শুল্ক পিতা দেন নাই কিম্বা যাহা বৃথা প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন তাহা ইহ লোকে পুত্রের দাতব্য নয়"।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ বি. ঋ. র. ৪।

কিন্তু এতদ্দেশে অধুনা ব্যবহারে এই ব্যবস্থাপিত যে—

তদ্ধনং ঋণসংযুক্তমিহলোকে পরত্রচ॥ প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন দত্তস্যোচ্ছেদনেন চ। বিবিধান্ নরকান্ যাতি, তির্য্যগ্‌ যোনৌচ জায়তে"।—হারীতঃ॥ "স্বস্থেনার্ত্তেন বা দেয়ং শ্রাবিতং ধর্ম্মকারণাৎ। অদত্ত্বাতু মৃতে দাপ্যস্তৎসুতো নাত্র সংশয়ঃ"।—কাত্যায়নঃ॥

পরন্তু—"সৌরাক্ষিকং বৃথাদানং কামক্রোধ প্রতিশ্রুতং*। প্রাতিভাব্যং দণ্ডশুল্কং শেষং পুত্রান্ন দাপয়েৎ।"—বৃহস্পতিঃ॥ "প্রাতিভাব্য† বণিক্‌শুল্ক মদ্যদ্যূতদণ্ডাঃ পুত্রান্ নাধ্যাবহেয়ুঃ"।—গোতমঃ॥ "দণ্ডং বা দণ্ডশেষো বা, শুল্কং তচ্ছেষএব বা। নদাতব্যন্তু পুত্রেণ যচ্চ ন ব্যাবহারিকং"।—ব্যাসং॥ সুরাকামদ্যূতকৃতং, দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকং। বৃথাদানং তথৈবেহ, পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকং"।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বি. ঋ. র. ৪।

কিন্ত্বধুনা এতদ্দেশে ইদমেব ব্যবহারেণ ব্যবস্থাপিতং, যৎ—

* "পূর্ব্বে যাহার অন্য পতি ছিল এমত স্ত্রীকে লিখিত দ্বারা অথবা বাচনিক যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকে তাহাকে [প্রাড্‌বিবাক] কামকৃত ঋণ জানিবেন॥ [কাহারো] হিংসা করিয়া অথবা ক্রোধভরে দ্রব্য নষ্ট করিয়া যাহা তুষ্টিকররূপে বলা যায় তাহা ক্রোধকৃত ঋণ জ্ঞেয়"।—কাত্যায়ন।

* "লিখিত্বা উক্তকং বাপি, দেয়ং যত্তু প্রতিশ্রুতং। পরপূর্ব্বাস্ত্রিয়ৈ যত্তু বিদ্যাৎকামকৃতং ঋণং॥ যত্র হিংসাং সমুৎপাদ্য ক্রোধাৎ দ্রব্যং বিনাশ্য বা। উক্তং তুষ্টিকরং যত্তু বিদ্যাৎ ক্রোধকৃতন্তুতং"।—কাত্যায়নঃ।

† পরন্তু ১৭৬ সংখ্যক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নোট দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা। ১৬৭ ঋণ দায়ানুগামি, তদ্ধেতু পিতার বা পিতামহের অথবা অন্য কোন পূর্ব্ব স্বামির দায়-রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার ঋণ শোধনে পুত্রাদি বাধিত নয়*।

১৬৭ ঋণং দায়ানুগামি, তেন পিতুঃ পিতামহস্য কস্যাপ্যন্যস্য পূর্ব্ব স্বামিনো বা দায়াগ্রহণে তদৃণ-শোধনে পুত্রাদয়ো ন বাধিতাঃ*।

ব্যবস্থা। ১৬৮ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত ধনের পরিমাণানুসারে পূর্ব্ব স্বামির ঋণের দায়ী।

১৬৮ প্রাপ্ত দায়স্য পরিমাণানুসারেণ পূর্ব্ব স্বামিনঃ ঋণং পরিশোধনীয়ং †।

ব্যবস্থা। ১৬৯ মৃত ধনির ত্যক্ত ধন অনেকে গ্রহণ করিলে তৎ প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্ব্ব স্বামির ঋণ পরিশোধনীয় †।

১৬৯ মৃতস্য ধনিনো দায়ে বহুভির্গৃহীতে তৎ প্রত্যেকস্য স্বাংশপরিমাণেন পূর্ব্ব স্বামিনঃ ঋণং শোধনীয়ং †।

ব্যবস্থা। ১৭০ ঋণগ্রাহী ব্যক্তি বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রবাসী হইলে তৎপুত্র পৌত্র অথবা ধন-হারী বিংশতি বৎসরের পর তাহার ঋণ দিবে।

১৭০ ঋণগ্রাহিণি দ্বিদশাঃ সমাঃ প্রবসিতে বা তৎকৃত ঋণং পুত্র পৌত্রৈঃ ঋক্থগ্রাহিণা বা বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়ং।

ব্যবস্থা। ১৭১ বার্দ্ধক্য কিম্বা দীর্ঘ বা অচিকিৎস্য রোগার্ত্ততা জন্য কর্ম্মাক্ষম বা পতিত ব্যক্তির ঋণ তদ্ধ-নরক্ষণাবেক্ষণকারী বা উত্তরাধি-কারী পুত্রাদি পরিশোধ করিবে।

১৭১ বার্দ্ধক্যেণ দীর্ঘাচিকিৎস্যরোগার্ত্তত্বেন বা কর্ম্মান-র্হস্য পতিতস্যচ ঋণং তদ্ধনরক্ষকাবেক্ষকাণাং পুত্রাদি দায়াদানামবশ্যং পরিশোধনীয়ং।

---

* পিতৃ-ঋণ দিতে পুত্র ধর্ম্মতঃ বাধিত ইহা সর্ব্বত্রই অনেক কথিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হইতেছে বঙ্গদেশে এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে দায়রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে পূর্ব্বস্বামির ঋণ ব্যবহারে শোধনীয় নয়। এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ২২৭।

যদি পিতার ধন না থাকে, সমস্তই পিতামহের হয়, তথাপি পিতামহের ধন-ও পিতৃ-ধন হওয়াতে পিতৃ-ঋণ শোধ করিয়া বিভাগ কর্ত্তব্য। (বি দা. ভা. দ্বী. ব. ৩)।

যদিতু পিত্র্যধনং নাস্তি সর্ব্বমেব পৈতামহ-ধনমস্তি, তথাপি পৈতামহস্যাপি পিত্র্যধন-ত্বাৎ তদৃণং সংশোধ্য বিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

† কোলব্রুক্ সাহেব নিজ প্রণীত—"ট্রিটিস্ অন্ অব্লিগেশন্ এণ্ড কন্ট্রাকট্‌স্" নামক গ্রন্থের ২ অধ্যায়ের ৫১ পারাগ্রাফে কহিয়াছেন—'পূর্ব্বস্বামির ঋণাদি তত্ত্যক্ত ধনের সম-

প্রমাণ। /০ ঋণগ্রাহী মরিলে প্রব্রজিত হইলে কিম্বা বিংশতি বৎসর প্রবাসে থাকিলে তাহার পুত্র পৌত্র ঋণ দিবে, প্রপৌত্রাদি (বিষয় না পাইলে অনিচ্ছাতে দিবে না। বিষ্ণু। বি. ঋ.।

/০ ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশাঃ সমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈঃ ঋণং দেয়ং নাতঃ পরমনীপ্সুভিঃ॥ বিষ্ণুঃ। বি. ঋ.।

৵০ পিতা রোগার্ত্ত হইলে অথবা স্বদেশ হইতে প্রবাসে থাকিলে (অ) তাহার ঋণ তৎপুত্রেরা বিংশতি বৎসরের পর দিবে।—কাত্যায়ন। ঐ।

৵০ বিদ্যমানেতু রোগার্ত্তে স্বদেশাৎ প্রোষিতে (অ) তথা। বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়মৃণং পিতৃকৃতং সুতৈঃ। কাত্যায়নঃ। ঐ।

৶০ দীর্ঘপ্রবাসি নির্ব্বন্ধু জড় উন্মত্তাদির* ও প্রব্রজিতের ঋণ সে বাঁচিয়া থাকিতেই তাহার স্ত্রী বা ধনগ্রাহী ব্যক্তি দিবে। কাত্যায়ন। বি. রি.।

৶০ দীর্ঘ প্রবাসি নির্বন্ধু জড়োন্মত্তাদি* লিঙ্গিনাং। জীবতামপি দাতব্যং তৎস্ত্রীদ্রব্যসমাশ্রিতৈঃ॥ কাত্যায়নঃ॥ ঐ।

।০ জন্মান্ধ, উন্মত্ত, বা ক্ষয় শ্বিত্রাদি* রোগগ্রস্ত পিতার সপ্রমাণ ঋণ তাঁহার জীবনকালেই পরিশোধ কর্ত্তব্য। বৃহস্পতিঃ। ঐ।

।০ সান্নিধ্যেঽপি পিতুঃ পুত্রৈঃ ঋণং দেয়ং বিভাবিতং। জাত্যন্ধ পতিতোন্মত্ত ক্ষয়শ্বিত্রাদি* রোগিণঃ। বৃহস্পতিঃ। বি. রি.।

(অ) প্রোষিতের প্রত্যাগমন সম্ভাবনা স্থলেই উক্ত ব্যবস্থা খাটে, কিন্তু যদি অবধারণ হয় যে প্রোষিত ব্যক্তি আর আসিবে না, তবে পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই মৃত কল্পনায় পুত্রে তাঁহার ঋণ দিবে, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে না। ঐ।

(অ) এতচ্চ প্রোষিতস্য পুনরাগমন সম্ভাবনায়াং জ্ঞেয়ং। যদিতু প্রবাসিনঃ পুনরাগমন ব্যতিরেকাবধারণং তদা জীবতোঽপি মৃতস্যেব পিতুঃ পুত্রএব ঋণং দাতুমর্হতি, বিংশতি বর্ষাণি যাবৎ প্রতীক্ষা ন কর্ত্তব্যা। ঐ।

বিবেচনা— যে স্থলে বিদেশগত ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তা না শুনা যায় সে স্থলে অনন্তর তাহার পুত্র তাহার মরণ অবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, তদানীং যদি বিংশতি বৎসর সমাপ্তির অপেক্ষায়

যত্র বিদেশগতস্য কস্যচিৎ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বার্ত্তা ন শ্রূয়তে ততস্তৎপুত্রস্তস্য মরণমবধার্য্য শ্রাদ্ধাদিকং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং, তদানীঞ্চেৎ বিংশতি বর্ষ সমাপ্তি পর্য্যন্তাপেক্ষয়া ঋণং ন পরিশোধয়তি তদানুভববিরোধঃ যু-

পরিমিত কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি ব্যতিরেকে উত্তরাধিকারিরা দায়রূপ ধন গ্রহণ করে, অতএব পূর্ব্ব স্বামির ঋণাদি শোধনে অস্বীকৃত হইলে দায়াধিকারিত্ব পরিত্যাগ কর্ত্তব্য'। যদ্যপি সুপণ্ডিত সাহেবের এই মত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ি বটে, তথাপি ব্যবহার ১৬৮ সংখ্যক ব্যবস্থানুযায়ী।

* আদিপদে আর আর অনধিকারিরা বোধ্য। অনধিকার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

* আদিপদেনান্যেঽনধিকারিণঃ বোধ্যাঃ, অনধিকারি প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

ঋণ শোধ না করে তবে অনুভব ও যুক্তির বিরুদ্ধ হয়। বি. ঋ.।

প্রমাণ। ।/০ ব্যাধিত উন্মত্ত বৃদ্ধ (ই) তথা দীর্ঘপ্রবাসি ব্যক্তিদের ঋণ তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেই তৎপুত্রেদের দিয়া দেওয়াইবে। কাত্যায়ন। ঐ।

(ই) বৃদ্ধ—অর্থাৎ জরা প্রযুক্ত কর্ম্মাক্ষম। ঐ।

।৶০ "পিতা জীবিত থাকিতে ধন গ্রহণ ও ব্যয় এবং বন্ধক বিষয়ে পুত্রেরা স্বাধীন নয়, (কিন্তু) পিতা জরা গ্রস্ত বা প্রবাসস্থ অথবা পাড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় দেখিবে" ॥—হারীত। "পিতা অশক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, অথবা কার্য্যজ্ঞ অন্য ভ্রাতা তদনুমতিতে কার্য্য করিবে, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীতচিত্ত, অথবা দীর্ঘরোগা হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না জ্যেষ্ঠই পিতার ন্যায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করিবেন। দা. ভা. পৃ. ২৯, ৩০।

ব্যবস্থা। ১৭২ পিতামহের জীবনকালে পিতার মরণ বা অনধিকার হেতু পৌত্রেরা পৈতামহ ধনাধিকারি হইলে আদৌ পিতামহের ন্যায় ঋণ পরিশোধ করিবে. অনন্তর দায়রূপ ধন যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে পিতার ঋণও পরিশোধ কর্ত্তব্য*।

ক্তিবিরোধশ্চ স্যাদিতি।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

।/০ ব্যাধিতোন্মত্ত বৃদ্ধানাং (ই) তথা দীর্ঘপ্রবাসিনাং। ঋণমেবংবিধং পুত্রান্ জীবতামপি দাপয়েৎ ॥—কাত্যায়নঃ।

(ই) বৃদ্ধেতি জরয়াকর্ম্মা নর্হঃ॥ বি. ঋ.।

।৶০ "জীবতি পিতরি পুত্রাণাং অর্থাদানবিসর্গাক্ষেপেষু ন স্বাতন্ত্র্যং, কামং দীনে প্রোষিতে আর্ত্তিং গতে বা জ্যেষ্ঠোঽর্থাংশ্চিন্তয়েৎ" ।—হারীতঃ। "পিতর্য্যশক্তে ব্যবহারান্ জ্যেষ্ঠঃ প্রতিকুর্য্যাৎ, অনন্তরো বা কার্য্যজ্ঞস্তদনুমতো, নত্বকামে পিতরি ঋকুথ বিভাগো, বৃদ্ধে বিপরীতচেতসি দীর্ঘরোগিণি বা জেষ্ঠএব পিতৃবদর্থান্ পালয়েদিতরেষাং। শঙ্খলিখিতৌ। দা. ভা. পৃ. ২৯, ৩০।

১৭২ পিতামহস্য জীবনকালে পিতুর্মরণাৎ যদা পৌত্রাঃ পৈতামহ ধনাধিকারিণস্তদা আদৌ তস্যৈব ন্যায্যং ঋণং পরিশোধনীয়ং, অনন্তরং গৃহীতদায়ে অবশিষ্টে সতি পিতৃণমপি শোধনীয়ং*।

---

* যদি পিতার ধন না থাকে, সমস্তই

* যদিতু পিত্র্যধনং নাস্তি সর্ব্বমেব পৈতামহ

প্রমাণ। /০ বিভাগ অস্বীকৃত হইলে জ্ঞাতি বন্ধু সাক্ষি দ্বারা (অ) অথবা গৃহক্ষেত্রের পার্থক্যদ্বারা বিভাগ জ্ঞাতব্য*। যাজ্ঞবল্ক্য।

/০ বিভাগ নিহ্নবে জ্ঞাতি বন্ধু সাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ (অ)। বিভাগভাবনাজ্ঞেয়া গৃহ ক্ষেত্রৈশ্চ যৌতকৈঃ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) প্রথমে জ্ঞাতি (অর্থাৎ) সপিণ্ড সাক্ষি, তদভাবে বন্ধুপদে আখ্যাত সম্বন্ধ বিশিষ্টেরা, তদভাবে অপর লোক সাক্ষি, কেননা যদি সাক্ষিপদে তাহারা সমানরূপে বুঝায় তবে জ্ঞাতি বন্ধু পদের ব্যবহার ব্যর্থ হয়। অতএব শংখ কহিয়াছেন —'সগোত্রের ধন বিভাগে সন্দেহ উপস্থিত হইলে যদি গোত্রজেরা তাহা জ্ঞাত না থাকে তবে তৎকুলের ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিতে পারে'॥ গোত্রজেরা —অর্থাৎ জ্ঞাতিরা, তাহারা জ্ঞাত না থাকিলে বন্ধুকুল সাক্ষ্য দিতে পারে। নিঃসম্পর্কীয়েরা পারে না। ইহারাও জ্ঞাত না থাকিলে তবে অন্যে সাক্ষ্য দিতে পারে, এই তাৎপর্য্যার্থ, অতএব জ্ঞাতি-ই মুখ্য সাক্ষি রূপে নারদ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে*।

(অ) প্রথমং জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ সাক্ষিণঃ, তদভাবে বন্ধুপদোপনীতাঃ সম্বন্ধিনঃ, তদভাবে উদাসীনা অপি সাক্ষিণঃ;—তুল্যবদ্ভাবে সাক্ষিপদেনৈবোপাত্তত্বাৎ, জ্ঞাতিবন্ধু পদানর্থকতাপত্তেঃ। অতএব শংখঃ —'গোত্রভাগ বিভাগেঽর্থে সন্দেহে সমুপস্থিতে, গোত্রজৈশ্চাপরিজ্ঞাতে কুলং সাক্ষিত্বমর্হতি'॥ গোত্রজৈর্জ্ঞাতিভিরিত্যর্থঃ, তৈরজ্ঞাতে কুলং বন্ধুঃ সাক্ষিত্বমর্হতি, ন পুনরসম্বন্ধী, তেনাপ্যপরিজ্ঞাতে অন্য সাক্ষীত্যর্থঃ, অতএব মুখ্যভূতা জ্ঞাতয়এব নারদেন নির্দ্দিষ্টাঃ*।

তথা লিখিত দ্বারা নির্ণয় কর্ত্তব্য,—সাক্ষি হইতে লিখিত বলবৎ -এই বচনে সাক্ষি হইতে লিখিত গুরুতর কথিত হইয়াছে*।

তথা লিখিতেন বা নির্ণয়ঃ—লিখিতঞ্চ সাক্ষিভ্যোবলবদেবেত্যুক্তং*। সাক্ষিভ্যো লিখিতং গুর্ব্বিতিবচনাৎ।

প্রমাণ ৵০ দায়াদদের মধ্যে বিভাগ সন্দেহে তন্নির্ণয়া জ্ঞাতির

৵০ বিভাগধর্ম্ম সন্দেহে দায়াদানাং বিনির্ণয়াঃ। জ্ঞাতিভির্ভাগলে-

---

* দা. ভা. পৃ. ২৫৫। কোল্. ভা. পৃ. ২৩৯ ও ২৩৭। দ্রষ্টব্য—দা. ত. পৃ. ৩:—৩৪। বি. দা. বি. দা. ভা. দী. র. ৬। কোল. ভা. বা. ৩, পৃ ৩২৬—৩২৮।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে রাজা কিম্বা রাজপুরুষেরা সকল হইতে প্রবল হওয়াতে তৎসন্নিধানে কৃত বা তৎসাক্ষিযুক্ত পত্র অধিক বলবৎ ইহা কথিত হইয়াছে। বি. দা. ভা. দী. র. ৩।

অত্রেদমবধেয়ং রাজ্ঞঃ তৎপুরুষানাঞ্চ সর্ব্বতোবলবত্ত্বাৎ তৎসন্নিধানে কৃতং তৎসাক্ষিযুক্তং পত্রমধিক বলবদ্ভবতীত্যাহুঃ বি. দা. ভা. দী. র. ৬।

† ভাগ লেখ্যের বর্ণনা বৃহস্পতি করিয়াছেন, তদতথা—ভ্রাতারা পরস্পর সম্মতিতে

† ভাগলেখ্য স্বরূপমাহ বৃহস্পতিঃ—ভ্রাতরঃ সম্বিভক্তা যে স্বরুচ্যাত্ত পরস্পরং

সাক্ষ্য বা ভাগের লেখা কিম্বা পৃথক্ কার্য্যপ্রবর্ত্তন দ্বারা হইবে*।

থ্যেন* পৃথক্ কার্য্যেপ্রবর্ত্তনাৎ*। নারদঃ।

ব্যবস্থা। ৩৪৩ পৃথক কার্য্যে প্রবর্ত্তন অথবা পৃথক ধন বা অধিকার দ্বারা বিভাগ নির্ণয় হয়*।

৩৪৩ পৃথক্ কার্য্য প্রবর্ত্তনেন পৃথগ্ ধনেনাধিকারেণ বা বিভাগ নির্ণয়ঃ*।

প্রমাণ। ./১ দান, প্রতিগ্রহ, পশু, অন্ন অর্থাৎ শস্য, গৃহ, ক্ষেত্র, দাসাদি, পাক, ধর্ম্মকর্ম্ম, আগম ও ব্যয় বিভক্তদের পৃথক্ জ্ঞেয়। অবিভক্ত ভ্রাতারা নয় কিন্তু বিভক্ত ভ্রাতারা পরস্পরের সাক্ষি ও প্রতিভু হইতে পারে, পরস্পর দান ও প্রতিগ্রহ করিতে পারে, সমদায়াদের সহিত যাহারা লোকে এই সকল কর্ম্ম করে, লেখ্য না থাকিলেও তাহারদিগকে বিভক্ত জানিবে। অবিভক্ত ভ্রাতাদের ধর্ম্মকর্ম্ম একত্র হয়, বিভক্ত হইলে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথক্২ হয়। নারদ।

./০ দান গ্রহণ পশ্বন্ন গৃহক্ষেত্র পরিগ্রহাঃ। বিভক্তানাং পৃথক্জ্ঞেয়াঃ পাক ধর্ম্মাগমব্যয়াঃ॥ সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেবচ। বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরং। যেষামেতাঃ ক্রিয়া লোকে প্রবর্ত্তন্তে স্বরিক্থতঃ। বিভক্তানবগচ্ছেয়ুর্লেখ্যমপ্যন্তরেণ তান্॥ ভ্রাতৃণামবিভক্তানামেকোধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। বিভাগে সতিধর্ম্মোঽপি ভবেদেষাং পৃথক্ পৃথক্। নারদঃ।

প্রমাণ। ৶০ সাহস অর্থাৎ উৎকট অপরাধ, স্থাবর বিষয়, গচ্ছিত; এবং সমদায়াদের মধ্যে পূর্ব্ববিভাগপত্র ও সাক্ষি না থাকিলে অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়। বল ব্যবহার, আঘাত ও লুট উৎকট অপরাধের প্রমাণ হইতে পারে, স্থাবর বিষয়ে স্বকীয় ভোগ ও পৃথক্ ধন থাকা বিভাগের প্রমাণ। যাহা-

৶০ সাহসং স্থাবরং ন্যাসঃ প্রাগ্বিভাগশ্চ রিক্থিনাং। অনুমানেন বিজ্ঞেয়ং ন স্যাতাং পত্রসাক্ষিণৌ॥ বলানুবন্ধ ব্যাঘাতহোঢ়ং সাহস ভাবকং। স্বস্য ভোগঃ স্থাবরস্য বিভাগস্য

বিভাগ করিয়া যে বিভাগ পত্র লিখে তাহা ভাগলেখ্য বলা যায়। বি. দা. ভা. দী. ব্র ৩।

বিভাগ পত্রং কুর্ব্বন্তি, ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে। বি. দা. ভা. দী. র. ৩।

* ৫৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম নোট দ্রষ্টব্য।

* পৃথক্‌রূপে কৃষ্যাদি কর্ম্ম করণকে ও পৃথক্ রূপে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে নারদ বিভাগ চিহ্ন কহিয়াছেন। পঞ্চমহাযজ্ঞ যথা—“বেদ অধ্যাপন ও অধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ, জীবকে আহারদান ভূত-যজ্ঞ, অতিথি সেবা নৃ-যজ্ঞ। এই পাঁচ মহাযজ্ঞ করিতে শক্তি থাকিতে যে ত্রুটি না করে”। মনু। অ. ৩, ব. ৭০ ও ৭১।

* পৃথক্ কৃষ্যাদি কার্য্য প্রবর্ত্তনং, পৃথক্ পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ নারদেন বিভাগলিঙ্গমুক্তং, পঞ্চমহাযজ্ঞো যথা—“অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমোদৈবোবলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান নহাপয়তি শক্তিতঃ। মনুঃ অ. ৩, ব্র. ৭০ ও ৭১।

েদের আয়, ব্যয় ও ধন পৃথক্, ও যাহারা পরস্পর ঋণ দানাদান ও বাণিজ্য কার্য্য করে তাহারা বিভক্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই*। বৃহস্পতি।

পৃথগ্ধনং॥ পৃথগায়ব্যয়ধনাঃ কুসীদঞ্চ পরস্পরং। বণিক্ পথঞ্চ যে কুর্য্যুর্বিভক্তাস্তে ন সংশয়ঃ*। বৃহস্পতিঃ।

এক ভ্রাতা দান করে অন্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাদের গৃহাদি ও আয় ব্যয় ও স্থিতি পৃথক২ হয়, একজন ঋণাদি করিলে অন্যে তাহার সাক্ষী, বা প্রতিভূ হয়, অথবা পরস্পর ঋণদানাদান ব্যবহার করে, কিম্বা একজন কিঞ্চিৎ দ্রব্য অন্য ব্যক্তি হইতে ক্রয় করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্তে ভ্রাতার নিকট বিক্রয় করে, এই রূপ এক এক ক্রিয়াও বিভক্তদেরই পরস্পর সম্ভব হয়, ধীমানেরা তদ্দ্বারা বিভাগের অনুমান করিবেন। 'যাহারা লোকে এই সকল কার্য্য করে' এই এই বাক্যে বহুবচন ব্যবহার হেতু এমত বাচ্য নয় যে বিভাগ নির্ণয়ার্থে ঐ সমুদায় ঘটনা ঘটা চাই, যেহেতু এই সকল বচন ন্যায়মূলক হওয়াতে অবিশেষে তৎপ্রত্যেকেতেই সমকারণ প্রযুজ্য। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

একো ভ্রাতা দদাতি অপরশ্চ গৃহ্লাতি, গৃহাদিকং আয় ব্যয় স্থিতিশ্চ পৃথক্২, একেন ঋণাদিষু ক্রিয়মাণেষু অপরশ্চ সাক্ষীপ্রতিভূর্ব্বা ক্রিয়তে পরস্পরম্বা ঋণাদিক ব্যবহারঃ, একো যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যং অন্যতঃ ক্রীত্বা বাণিজ্যার্থং ভ্রাতরি বিক্রীণীতে, এবমাদিকা একৈকাপি ক্রিয়া পরস্পরং বিভক্তানামেব সম্ভবতি, তয়া বিভাগানুমানং ধীমদ্ভিরনুসন্ধেয়মিতি। নচ যেষামেতাঃ ক্রিয়া ইতোতচ্ছন্দেন বহ্বীনামুপাদানাৎ মিলিতানামেব গমকত্বং বাচ্যং ন্যায়মূলত্বাৎ বচনানাং একৈকত্রাপি চ তারতম্যাবিশেষাৎ।—দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

ব্য. স্থ। ৩৪৪ পত্র ও সাক্ষী না থাকিলে ইহা বলাতে—তদভাবে আনুমানিক প্রমাণ প্রমাণ্য ইহা উক্ত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ.২৫৭।

৩৪৪ নস্যাতাং পত্রসাক্ষিণাবিত্যনেন—পত্রসাক্ষিণোরভাবেহনুমানমনুসরণীয়মিত্যুক্তং। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

---

* যাহাদের আয় ব্যয় ও ধন পৃথক্ ও যাহারা পৃথগ্রূপে ধন উপার্জ্জন করে, যাহারা পৃথগ্রূপে দান ও ধনস্থাপনাদি করে তাহারা বিভক্ত, ও যাহারা পরস্পর সুদেঋণ দানাদান করে, এবং পরস্পর ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য করে, তাহারা বিভক্ত। এই সকল পৈতৃকাদি ধনে বোধ্য। বি. দা. ভা. টী. বৃ. ৩।

* যে পৃথগায়ব্যয়ধনাঃ, পৃথগর্জ্জয়ন্তি, পৃথগ্দানং কুর্ব্বন্তি, পৃথগ্ধনন্যাস স্থাপনাদিকং কুর্ব্বন্তি তে বিভক্তাঃ এবং যে পরস্পর কুসীদ ঋণদান গ্রহণে কুর্ব্বন্তি এবং বণিক্পথং পরস্পরং ক্রয়বিক্রয়ৌ কুর্ব্বন্তি তে বিভক্তাঃ এতৎ সর্ব্বং পৈতৃকাদি ধনে। বি. দা. ভা. টী. বৃ. ৩।

বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তার মতে পার্থক্যের অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাকপার্থক্যই বিভাগের সম্যক লক্ষণ — তৎকথিত কতিপয় পংক্তি যথা — "যেস্থলে অবিভক্ত বহুপরিজনে একত্র পাকে ক্লেশ দৃষ্টে পৃথক্ রূপে অন্ন পাক করে, সেস্থলে ঐ পৃথক পাক নিজ সুগমতা মাত্র নিমিত্ত, তাহা দেবতা অতিথি ও ভৃত্য ভরণার্থে অপৃথক্ রূপেই হয়। কিন্তু বস্তুতঃ যাহারা পরিবার কুটুম্ব আর অতিথি প্রভৃতির নিমিত্তে অর্থাৎ অশেষ সাধারণ কারণে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া পৃথক্ পৃথক পাক করে তাহারাই বিভক্ত তাহাদেরই ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথক রূপে করা উচিত। এতাবতা অবশিষ্ট ধন অবিভক্ত থাকিলে তাহা অপার্থক্যের প্রতিপাদক নয়, যেহেতু বিভক্তদেরও অনেক ধন সাধারণে থাকা দৃষ্ট হয়"।

"ইহাতে বিভাগ পদার্থ কি এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিও হয়, — যেহেতু বিভাগ পদের অর্থ পিতৃ ধন বিভাগ নয়, কেননা তাহা হইলে যাহাদের পিতৃ ধন নাই তাহাদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে না, তবে কি যৎকিঞ্চিৎ ধন ভাগই বিভাগ বাচ্য — 'ক্ষমতাবান নিস্পৃহ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দিয়া পৃথক্ করা হয়' এই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বিভাগ বিনা পৃথক্ ধর্ম্মকর্ম্মের আবশ্যকতাভাব ইহাও বাচ্য নয়, কেননা তাহা হইলে যাহাদের কিছু নাই তাহাদের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে না। এতাবতা বিভাগ পদের অর্থ এই যে সম্পার্কীয় ব্যক্তি ও অতিথি প্রভৃতির নিমিত্তে আর সাধারণ কার্য্য নিমিত্তে যে পাকপার্থক্য তাহাই বিভাগ। যদি এমত বলাযায় — যাহাদের গৃহে সম্পার্কীয়েরা ও

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতে পার্থক্যাভিসন্ধিপূর্ব্বক পাকপার্থক্যং বিভাগস্য সম্যক্ লক্ষণং, তৎকথিত কতিপয় পংক্তয়ো যথা—"যত্র চ বহুপরিজনানাং একত্রান্নপাকে দুঃখদর্শিনাং পৃথক পৃথগন্ন পাকোঽপ্যবিভক্তানাং দৃশ্যতে তত্র স্বার্থমাত্র পাকোহি সঃ দেবতাতিথিভৃত্যভরণাদার্থং পাকস্তত্রাপ্যপৃথগেব ভবতি; বস্তুতস্তু যেষাং কুটুম্ব সম্বন্ধ্যতিথ্যাদ্যর্থং সাধারণাশেষ পাকাঃ পৃথক্ পৃথগন্যোন্য নৈরপেক্ষ্যেণ প্রবর্ত্তন্তে তে বিভক্তা এব, তেষাং ধর্ম্মক্রিয়া পৃথগেব কর্ত্তুমুচিতা। ততশ্চাবিভক্তানি অবশিষ্ট ধনানি সন্ত্যপি নাবিভাগ প্রতিপাদকানি, — বিভক্তানামপি সাধারণ ধনস্য বহুশোদর্শনাৎ"।

"এবঞ্চ বিভাগপদার্থ এব ক ইতি জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিশ্চ ভবতি, যতো ন পিত্র্যধনবিভাগো বিভাগ পদার্থঃ, — পিত্র্যধন শূন্যানামবিভাগ প্রসঙ্গাৎ, অথ যৎকিঞ্চিদ্ধন বিভাগঃ, — 'শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ক্রিয়া,' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং বিভাগং বিনা পৃথগ্ধর্ম্মাবশ্যকত্বাভাব ইতিচেন্ন — যেষাংকিঞ্চিদপি নাস্তি তেষামবিভাগ প্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ সাধারণ সম্বন্ধ্যতিথ্যাদ্যর্থ পাক বিভাগ এব বিভাগ পদার্থঃ। নন্বু যেষাং সম্বন্ধ্যাগমনং

অতিথি আইসে না তাহাদের বিভাগ কি প্রকারে হয়, তবে"—

অতিথ্যাগমনঞ্চ নাস্তি কথং তেষাং বিভাগ ইতি চেৎ"—

ব্যবস্থা। ৩৪৫ "অদ্যাবধি আমরা পৃথক্—এই নিয়ম পূর্ব্বক যে পাকপার্থক্য তাহাই বিভাগ। তৎপরে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও পিতৃসম্বন্ধে লব্ধ ধনাদি পৃথক্ হয়, তৎপূর্ব্বে এক থাকে*। এবং বর্ষকৃত্য ও লক্ষ্ম্যাদি দেবতাপূজাদি দ্বারা-ও বিভাগ নির্ণয় হয়"।

৩৪৫ "অদ্যাবধি বয়ং বিভক্তা ইতি নিয়মপূর্ব্বক পাকপার্থক্যমেব বিভাগঃ, তদুত্তরং ধর্ম্মক্রিয়া পিতৃ সম্বন্ধাল্লব্ধ ধনাদিকঞ্চ পৃথগেব ভবতি তৎপূর্ব্বৈঞ্চকমিতি। এবংবর্ষকৃত্য লক্ষ্ম্যাদি দেবতাপূজাদিতোঽপি নির্ণয়ো ভবতীতি দিশা" *।

অনন্তর তিনি উপরি উক্ত জীমূতবাহনাদির মত স্মরণ করিয়াছেন।

অনন্তরং তেন উপর্য্যুক্ত জীমূতবাহনাদিমতমনুস্মৃতং—

রাজ কিশোর রায় ও (কালী চরণ রায়ের পুত্র) অন্য চারি ব্যক্তি আপিলান্ট্—বনাম—(জয়কৃষ্ণ রায়ের পুত্র) মৃত শান্ত দাসের পত্নী, রেস্পণ্ডেন্ট্।

কালী চরণ, জয়কৃষ্ণ ও শোভারাম ইহারা পরস্পর ভ্রাতা ছিল। রাধানাথ নামক এক পুত্র রাখিয়া শোভারাম মরে। অনন্তর শান্তদাস নামক এক পুত্র রাখিয়া জয়কৃষ্ণ মরে। অনন্তর এই মকদ্দমার বাদি প্রতিবাদি রাজ কিশোর রায় প্রভৃতি পাঁচ পুত্রকে রাখিয়া কালী চরণ কালপ্রাপ্ত হয়। কালী চরণ নিজ জীবন কালে রোকোডের কুঠী চালাইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ কিশোর ভ্রাতৃগণের সহযোগে এই কুঠী চালায়, ইহাদের পিতৃব্য (জয়কৃষ্ণের) পুত্র শান্ত দাস কথনো কথনো রাজ কিশোরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইত, এবং তাহার পিতা ও সে কালী চরণের ও রাজ কিশোরের স্থানে নিজ খরচের নিমিত্তে টাকা পাইত, কিন্তু ঐ কারবারের যে কোন বিশেষ অংশ পাইত, অথবা হিসাব নিকাসির সময় উপস্থিত থাকিত, কিম্বা লাভ নোকসান জ্ঞাত ছিল এমত দৃষ্ট হয় না। খাতা পত্রে তাহাদের নাম নাই, কেবল খসড়া বা রোজনামচা বহিতে শান্ত দাস ও রাধানাথের মাসিক খরচ শুদ্ধ নিজ খরচের টাকা খরচ পড়িয়াছে; তৎকালে রাধানাথ পৃথক্ কর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, তৎকার্য্যের সহিত তৎপিতৃব্য পুত্রদের কোন সংস্রব ছিল না। কালী চরণ জয়কৃষ্ণ ও শোভারাম তিন ভ্রাতাই পৃথগন্ন ছিল; তাহাদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারিরা-ও তদবস্থ ছিল; কিন্তু শান্তদাস ও রাধানাথ নিজ নিজ পিতার মৃত্যুর পর বিংশতি বৎসরের অধিক কাল আপনাদের নিজ খরচের নিমিত্তে রাজ কিশোরের স্থানে টাকা পাইত; অনন্তর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তৎপ্রত্যেকে কালী চরণ ও রাজ কিশোর যে কারবার চালাইয়াছিল তাহার তিন ভাগের ভাগ ও রাজকিশোরের দখলে যে গৃহদ্রব্যাদি ও টাকা ও জেওরাত ছিল, তাহারও তিন ভাগের ভাগ দাওয়া করিল—এই

* বি দা. ভা. স্বী. বু. ৩। কোল. ডা. ব্য. পৃ. ৪২০,৪২১।

এআহারে যে ঐ সকল বিষয় পরিবারীয় সাধারণ ধনরূপে রাজকিশোরের ও তৎপিতার দখলে ছিল; ও তাহারা নিজ দাবীর নির্ভর এই কথার উপর করিল যে তাহাদের অথবা তাহাদের পিতাদের ও রাজ কিশোরের বা তৎপিতার মধ্যে বিষয় বিভাগ হয় নাই, রাজ কিশোর ও তদ্‌ভ্রাতৃগণ সাধারণ ধনে যে বিষয়-কর্ম্ম করে তাহা হইতে তাহারা (অর্থাৎ বাদিরা) নিজ নিজ খরচের নিমিত্তে টাকা পাইয়াছিল। রাজকিশোর ও তদ্‌ভ্রাতারা কহে জয়কৃষ্ণ ও শোভারামের কিম্বা তত্তৎ পুত্র শান্তদাস ও রাধা নাথের কালী চরণ ও তৎপুত্রদের সহিত কোন বিষয়ে সমদায়াদত্ব নাই, অথবা ইহাদের সহিত উহারা কখনো কোন বিষয় যৌতরূপে অধিকার করে নাই, এবং ঐ রাজকিশোর প্রভৃতি আপত্তি করে যে যেবিষয় তাহাদের দখলে আছে তাহা তৎপিতার ও তাহাদের স্বকীয় পরিশ্রমার্জ্জিত। মকদ্দমার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে, সদরদেওয়ানী আদালতের জজেরা নিযুক্ত পণ্ডিতদের স্থানে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে হিন্দুদের দায় ও বিভাগ বিষয়ক শাস্ত্রানুসারে রাজকিশোর রায় ও তদ্‌ভ্রাতৃগণের উপর এ মকদ্দমার আদি বাদি শান্তদাসের দাবী গ্রাহ্য কি না? তাহাতে পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন যে—উপরি উক্ত অবস্থায়, বাদী প্রতিবাদিদের হইতে পৃথগন্ন হওয়াতে, ও কারবারের মুনফার অংশ নাপাইয়া কেবল অন্নাচ্ছাদন পাওয়াতে, এবং এপর্য্যন্ত কখনো দাবী উপস্থিত নাকরাতে, বিভাগ পত্র লিখিত না হইয়া থাকিলেও পরিবার পার্থক্য বিষয়ে তাহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত বোধ করিতে হইবে; অপিচ বর্ত্তমান মকদ্দমায় কৃত দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই মতানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পি. স্পেকি সাহেব ও ডব্লিউ কৌপর সাহেব দাবীর বিরুদ্ধে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন। ২৬ আক্টোবর ১৭৯৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১. পৃ. ১৩ ও ১৪।

দ্রষ্টব্য—রাজকুমার বিশ্বেশ্বর কুমার সিংহ। আপিলান্ট বনাম—মোসম্মাৎ সুখনন্দন কুঙর, রেস্পণ্ডেন্ট। ৯ এপ্রেল ১৮৪২ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ৮৭ ও ৮৮। ও মোসম্মাৎ দ্বীপু—বনাম—গৌরীশঙ্কর। স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ৩১০।

বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ।

ব্যবস্থা। ৩৪৫ বিভাগ করা যাউক বা না যাউক যে স্থলে দায়াদ উপস্থিত হয়, সে স্থলে যাহা সাধারণ থাকে সে তাহার ভাগ লইবে। ঋণ ক্ষেত্র গৃহ ও লেখ্য

৩৪৫ কৃতেঽকৃতে বিভাগে বা ঋক্থী যত্র প্রদৃশ্যতে। সামান্য-শ্চেদ্ ভবেদ্ যত্তু তত্র ভাগ হরস্তু সঃ। ঋণং ক্ষেত্রং গ্রহং লেখ্যং

যাহা পৈতামহ হয় চিরকাল প্রবাসে থাকিয়াও যদি আগত হয় তবে তদ্ভাগী হইবে। দা. ভা. প্. ১৪৯।

যস্য পৈতামহং ভবেৎ। চিরকালপ্রোষিতোঽপি ভাগভাগাগতস্তু সঃ। বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. প্. ১৪৯।

ব্যবস্থা। ৩৪৬ কেবল সেই যে ভাগ-ভাগী এমত নহে, কিন্তু তৎসন্তানেরাও বটে।

৩৪৬ ন কেবলং স এব ভাগভাক্, অপিতু তৎসন্ততযোঽপি ভাগভাজঃ।

পরন্তু বিশেষ এই যে—

অত্রায়ং বিশেষঃ।

ব্যবস্থা। ৩৪৭ কোন ব্যক্তি অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে গিয়া বহুকাল পরে সমাগত হইলে সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তৎসন্ততিরাও পুরুষানুক্রমে তদ্দেশবাসিদের ও প্রতিবাসিদের পরিচিত হইলে পর যথাশাস্ত্র অংশ পাইবে—এই ব্যবস্থাপিত। দা. ক্র. সং. প্. ৫৭ ও ৫৬।

৩৪৭ অবিভক্ত দশায়াং দেশান্তর* গতস্য চিরকালানন্তরং সমাগতস্য তৎসপ্তমপর্য্যন্ত সন্ততেরপি মৌলসামন্তাদি দ্বারা স্বজ্ঞান পূর্ব্বকং ক্রমাগতস্য ধনাৎ যথাশাস্ত্রমংশিত্বমিতি স্থিতং। দা. সং. ক্রং. প্ ৫৭ ও ৫৬।

প্রমাণ। জ্ঞাতিবর্গকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য দেশে বাস করে, তাহার

গোত্র সাধারণং ত্যক্ত্বা যোঽন্য দেশং* সমাশ্রিতঃ। তদ্বংশস্যা

* দেশান্তর নির্ণয় বিষয়ে বৃহন্মনু কহিতেছেন—'যে স্থলে ভাষার ভেদ কিম্বা পর্ব্বত বা মহানদী ব্যবধান থাকে, তাহা দেশান্তর বলাযায়। স্বয়ং স্বয়ম্ভু কহিয়াছেন দেশের নাম ও নদী ভিন্ন হইলে নিকট দেশও দেশান্তর। অথবা যেখানকার বার্ত্তা দশ রাত্রিতে শুনিতে পাওয়া যায় না (সেস্থান) দেশান্তর। বৃহস্পতি কহেন—কেহ ষাটি যোজন আয়ত স্থানকে, কেহ চল্লিশ যোজন আয়ত স্থানকে, কেহ ত্রিশ যোজন আয়ত স্থানকে—দেশান্তর কহেন'। মুনিত্রয়ের বচনে উক্ত ভাষাদি ভেদের সামঞ্জস্য নিমিত্ত ব্যাখ্যা হইয়াছে যথা—তিনের ভেদ বিশিষ্ট স্থল ত্রিশ যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, দুয়ের ভেদ বিশিষ্ট স্থান তাহার পর চল্লিশ

* দেশান্তর পরিভাষায়াং বৃহন্মনুঃ—'বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ। মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥ দেশনামনদীভেদান্নিকটোঽপি ভবেদ্ যদি। তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা যত্র ন শ্রূয়তেঽথবা'। বৃহস্পতিঃ—'দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টি যোজনমায়তং। চত্বারিংশদ্বদন্ত্যেকে ত্রিংশদেকে তথৈব চ'। মুনিত্রয় বচনোক্ত বাগাদি ভেদানাং সামঞ্জস্যার্থমেবং ব্যখ্যায়তে—ত্রিতয় বৈশিষ্ট্যে ত্রিংশদ্যোজনাভ্যন্তরে, দ্বিতয় বৈশিষ্ট্যে তদুপরি চত্বারিংশদ্যোজনাভ্যন্তরে,

বংশ আগত হইলে তাহাকে অংশ দাতব্য ইহাতে সংশয় নাই। তদ্বংশীয় ব্যক্তি তৃতীয় পঞ্চম বা (অ) সপ্তম পুরুষীয়ই হউক, তাহার জন্ম নামের পরিজ্ঞান হইলে সে ক্রমাগত ধনের অংশ পাইবে। যাহাকে পুরুষানুক্রমে তদ্দেশ-বাসিরা ও প্রতিবাসিরা বিষয়-স্বামি কহিবে তাহার বংশ আগত হইলে জ্ঞাতিরা ভূমি দিবে। বৃহস্পতি। দা. ভা. পৃ. ১৪৯।

(অ) বা শব্দ সপ্তম পর্য্যন্ত সমুচ্চয়ার্থক, এতাবতা দেশান্তর হইতে আগত সপ্তম পর্য্যন্তেরই ভাগ প্রাপ্য, অষ্টমাদির নয়, অতএব 'সপ্তমের পর ধনাধিকার লোপ হয়' এই বচনও এই বিষয়ে প্রযুজ্য। দা. ভা. টী. পৃ. ১৫০।

গতস্যাংশঃ প্রদাতব্যো ন সংশয়ঃ। তৃতীয়ঃ পঞ্চমশ্চৈব সপ্তমো বাপি (অ) যোভবেৎ। জন্মনাম পরিজ্ঞানে লভেতাংশং ক্রমাগতং। যং পরম্পরয়া মৌলাঃ সামন্তা স্বামিনং বিদুঃ। তদন্বয়স্যাগতস্য দাতব্যা গোত্রজৈর্মহী। বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৪৯।

(অ) বা শব্দঃ সপ্তমান্তর্গতানুক্ত সমুচ্চায়কঃ, তেন—সপ্তম পর্য্যন্তানামেব দেশান্তরাদাগতানাং ভাগিতা নত্বষ্টমাদেঃ। অতএবাসপ্তমাদৃকৃথ বিচ্ছিত্তির্ভবতীতি বচনমপ্যেতদ্বিষয়মিতি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৫৯।

ব্যবস্থা। ৩৪৮ কিন্তু দেশস্থ হইলে ধনির চারি পুরুষ পর্য্যন্তই তদ্ধনভাগি।

৩৪৮ দেশস্থ বিষয়েতু ধনিনশ্চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্তস্যৈব তদ্ধনভাগার্হতা।

কারণ। পঞ্চমাদি পার্ব্বণপিণ্ড দানে অনধিকার হেতু উপকারি না হওয়াতে ধন-হারি নয় ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৬।

পঞ্চমাদেঃ পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাভাবেনানুপকারকত্বাদিতি প্রাগেবোক্তং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৬।

অতএব চুম্বক এই যে—

তদয়ং সংক্ষেপঃ—

ব্যবস্থা। ৩৪৯ পিতার পিতামহের ও প্রপিতামহের ধনে তাঁহাদের মরণের পর পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার, স্বদেশে

৩৪৯ পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্যচ ধনে তন্মরণোত্তরং পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রাণামধিকারঃ,

---

যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, একের ভেদ বিশিষ্ট স্থান চল্লিশ যোজনের উপর ষাটি যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, ষাটি যোজনের পর স্থানান্তর বাণী গিরি ও মহানদী ব্যবধান না থাকিলেও বিদেশ। শুদ্ধিচিন্তামণির এই মত। উদ্বাহ-তত্ত্ব।

এক বৈশিষ্ট্যে চত্বারিংশদ্যোজনোপরি ষষ্টি যোজনাভ্যন্তরে, ষষ্টি যোজনোপরি বাণীগিরি মহানদ্যন্তরিতত্ব ভেদাভাবেঽপি বৈদেশ্যমিতি শুদ্ধিচিন্তামণিঃ। উদ্বাহ-তত্ত্বং।

থাকিয়া তিন পুরুষ ভাগ না লইয়া থাকিলে তৎসন্তানদের স্বত্ব হানি হইবে। বিদেশে থাকিলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ভাগ না লইলে স্বত্বহানি হয়।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

স্বদেশস্থিতেন পুরুষত্রয়েণ ভাগাগ্রহণে তৎ সন্তানানাং স্বত্বহানিঃ। বিদেশস্থেন তু পুরুষ সপ্তকেনাগ্রহণে ইতি।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করিয়াছে তাহা দেওয়ান যাইবে না, বা আয় ব্যয় বিশোধান্তে দৃশ্য বস্তুরই বিভাগ হইবে,—এই নারদ বচনে 'বা' শব্দ নিশ্চয়ার্থ, অতএব—

বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ। দৃশ্যাদ্বা তদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয়বিশোধিতাত্। ইতি নারদবচনে 'বা' শব্দ এবার্থে, তেন—

ব্যবস্থা। ৩৫০ অবিভক্তাবস্থায় যত ধন বৃদ্ধি যত বা ব্যয় হইয়া থাকে তৎসমুদয় মিলাইয়া যাহা দৃশ্য বা বিদ্যমান তাহারই বিভাগ কর্ত্তব্য।—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৩।

৩৫০ অবিভক্ত দশায়াং যাবদ্ধনমুপচিতং যাবচ্চ ব্যয়িতং তৎ সর্ব্বং বুদ্ধ্বা যদ্দৃশ্যং বিদ্যমানং তস্মাদেব বিভাগঃ কার্য্যঃ।—দা. ক্র. সং. পৃ ৫৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধনির ক্ষমতার সীমা বিষয়ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—বিভক্ত বা একের অধিকৃত ধন বিষয়ে।

বিভাগ বিষয়ক শাস্ত্রীয় মতের কোন পরিবর্ত্তন না হওয়াতে বিভাগে পিতার বা ধনির ক্ষমতা পূর্ব্বে যেমত ছিল অদ্যাপি সেই রূপ আছে*।

---

* বিভাগে ধনির যে ক্ষমতা তাহা ৪১৩ হইতে ৪৫৬ পৃষ্ঠা পাঠে, এবং ৪৪০ পৃষ্ঠায় উক্ত রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমার ফয়সলা পাঠে জ্ঞাতব্য।

কিন্তু পৈতামহ বা স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ধনের দানাদিতে অধুনা তাঁহার ক্ষমতার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেননা পূর্ব্বে (ধর্ম্মশাস্ত্রের) ব্যবস্থা এই ছিল যে পুত্রের অনুমতি বিনা পিতা উক্তরূপ বিষয়ের দানাদি করিতে পারিতেন না, যথা নিম্ন ধৃত বচন কতিপয়ে প্রকাশ—

"ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ"॥ অর্থাৎ—পিতামহের অর্জ্জিত যে ভূমি নিবন্ধ বা দাসাদি তাহাতে পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব।—যাজ্ঞবলক্য।

"মণি মুক্তা প্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ। স্থাবরস্যতু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ"*॥ অর্থাৎ—মণি মুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বস্তুসমস্তেরই প্রভু পিতা, কিন্তু কি পিতা কি পিতামহ কেহই সমস্ত স্থাবরের প্রভু নহেন। যাজ্ঞবলক্য।

"স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং। অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ন দানং নচ বিক্রয়ঃ"। অর্থাৎ—স্থাবর ও দাসাদি স্বয়ং উপার্জ্জন করিলেও সকল পুত্রের ঐক্য (অর্থাৎ সম্মতি) বিনা তাহার দান বিক্রয় হইবে না। "যে জাতা যে প্যজাতাশ্চ যেচ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিঞ্চ তেহভিকাঙ্ক্ষন্তি ন দানং নচ বিক্রয়ঃ"॥ অর্থাৎ—যাহারা জন্মিয়াছে, যাহারা জন্মে নাই, আর যাহারা গর্ভে আছে তাহারা (সকলেই) জীবিকা চায়, অতএব বৃত্তির দান বিক্রয় হইবে না॥ মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ ধৃত ব্যাস বচন।

স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে নিষেধের কারণ এই যে পরিবার জীবিকাভাবে ক্লেশ না পায়-যেহেতু স্থাবরাদি পরিবার পালনের উপায়, ও পরিবারের পালন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং পরিবারের জীবিকা লোপ অতি গর্হিত কর্ম্ম। যথা মনু—"ভরণং পোষ্য বর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ"। অর্থাৎ—পোষ্য বর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত উপায়, তৎ পীড়নে নরক (হয়), অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে। "শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি। মধ্বা-

---

* পিতামহগ্রহণং তেন্তদ্ধনবিষয়কং বচনং। মণি মুক্তাদ্যুপাদায় পুনঃ সর্ব্বস্যোত্যুপাদানাং সর্ব্বেষাং ভূম্যাদি ব্যতিরিক্তানাং দানাদিষু পিতুঃ প্রভুত্বং ন স্থাবর নিবন্ধ দ্রব্যাণাং।—অর্থাৎ পিতামহের উল্লেখ হওয়াতে তাঁহার ধনবিষয়ক এই বচন। মণিমুক্তাদির উল্লেখ করিয়া পুনঃ সর্ব্ব শব্দের উল্লেখ করাতে ভূম্যাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব (আছে,) কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ দ্রব্য (অর্থাৎ দাসাদি) দানাদি করিতে ক্ষমতা নাই। দা. ভা. পৃ. ৪১।

† পরন্তু যেস্থলে পুত্রেরা (বা মৃতপিতৃক পৌত্রেরা) সকলেই তৎকালে বালক থাকে, ও দানাদিতে সম্মতি দিতে অক্ষম হয়। এবং পরিবারের ক্লেশ (নিবারণ) নিমিত্তে কিম্বা পরিবারের পালন নিমিত্তে অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিমিত্তে (যথা পিতৃ-প্রেতক্রিয়াদি নির্ব্বাহ নিমিত্তে) বিষয় হস্তান্তর করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, সে স্থলে তাহাদের সকলের সম্মতি অনাবশ্যক। কারণ বৃহস্পতি কহিয়াছেন—"আপত্ত কালে ও কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে একজনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারে"। দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা। এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু. ল. বা. ১, পৃ. ১৯।

পাত্তো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ”। অর্থাৎ—যাহার শক্তি থাকিতেও স্বজন দুঃখ পায় ও সে পরজনকে দান করে, সে প্রথমে মধুর আস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়, এমত কর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি-রূপক। যে জাতা যে প্যজাতাবা যেচ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিং তেহপিহহি কাঙ্ক্ষন্তি, বৃত্তি লোপো বিগর্হিতঃ”। অর্থাৎ—যাহারা জন্মিয়াছে, যাহারা জন্মে নাই, এবং যাহারা বস্তুতঃ গর্ভে আছে, তৎ সকলেই জীবিকার আশা করে, অতএব (তাহাদের পৈতৃক) বৃত্তি লোপ অতি গর্হিত কর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্যও কহিয়াছেন দানের প্রতি নিষেধ যে কথিত হইয়াছে সে কেবল পাছে পরিবারের জীবিকাভাবে ক্লেশ হয় এই নিমিত্তে।

এমতে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক বিধান হয় যে কোন ব্যক্তি দানাদি করিলে যদি তাহার পরিবার যথেষ্ট জীবিকাভাবে কষ্ট পায় তবে সে দানাদি করিতে পারে না। কিন্তু পরিবারের প্রচুর জীবিকা সংস্থান করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সে দিতে পারে, যথা—

বৃহস্পতিঃ—“কুটুম্ব ভক্ত বসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাৎ দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ”। অর্থাৎ—পরিবারের অন্ন বস্ত্র হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দিতে পারে, কিন্তু যে তদতিরিক্ত (দিয়া পরি-বারকে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ) দেয়, সে প্রথমে মধু পরে বিষ আস্বাদন করে॥

কাত্যায়নঃ—“সর্ব্বস্ব গৃহবর্জন্তু কুটুম্ব ভরণাধিকং। যৎদ্রব্যং তৎস্বকং দেয়মদেয়ং স্যাদতোঽন্যথা”॥ সমুদায় বিষয় ও বসতি-বাটী ব্যতিরেকে পরিবারের অন্নাচ্ছাদন হইয়া স্বকীয় যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দিতে পারে, উদ্বৃত্ত না থাকিলে দিতে পারে না।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—“স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে। নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং”। অর্থাৎ—নিজ পরিবারের কষ্ট না হইলে স্ত্রী পুত্র ব্যতিরেকে দান করিতে পারে, কিন্তু সন্তান থাকিলে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, এবং যাহা অন্যকে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহাও দিতে পারে না।

জীমূত-বাহনও উপরিউক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনস্থ ‘সর্ব্ব’ পদ লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—“অত্রাপি সর্ব্বস্যোত্যুপাদানাৎ সর্ব্বস্ব্য কুটুম্ব বর্ত্তন হেতো-র্দ্দানাদি নিষেধঃ, কুটুম্বস্যাবশ্যং ভরণীয়ত্বাৎ। অল্পস্যতু কুটুম্ব বর্ত্তনাবি-রোধিনো ন দানাদি নিষেধঃ, সর্ব্বস্যোত্যানর্থক্যাপত্তেঃ।

এই সকল হিতার্থক ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন বিধান অধুনা নিতান্ত অমান্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একদেশীয় মত এই ছিল যে—ধনি স্বোপার্জ্জিত ও উদ্ধৃত অস্থাবর বা স্থাবর বিষয়ের দানাদি করিতে সক্ষম, এবং সমুদয় স্থাবর বিক্রয়াদি বিনা পরিবার পালন নির্ব্বাহ না হইলে তাহাও করিতে পারিত, কিন্তু অন্য কারণে পুত্রদের সম্মতি বিনা সমু-দয় পৈতামহ স্থাবর অথবা পৈতামহ বিষয় কেবল অস্থাবর হইলে তৎ-সমুদায় দানাদি করিতে পিতার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর জীমূত বাহনের ঐ প্রসিদ্ধ বিবেচনাতে (যাহা উপরি লিখিত বচনাদিস্থ নিষেধ ও বিধি উলাটিয়া দিবার নিমিত্তে ধূর্ত্ত শিরোমণি স্মার্ত্ত-দের বিলক্ষণ এক কারণ বা উপায় বটে) যো পাইয়া জগন্নাথ প্রভৃতি তদবলম্বি হইলেন। তদ্বিবেচনা যথা—"ব্যাস বচনন্তু স্বামিত্বেন দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ গোচর বিক্রয় দানাদিনা কুটুম্ব বিরোধাৎ অধর্ম্ম ভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং। এবঞ্চ স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং। অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং নচ বিক্রয় ইত্যেবমাদিকং তদপ্যেবমেব বর্ণনীয়ং। তথাহি কর্ত্তব্য পদমবশ্যমত্রাধ্যাহার্য্যং তেন দান বিক্রয় কর্ত্তব্যতা নিষেধাৎ তৎকরণাৎ বিধ্যতিক্রমো ভবতি নতু দানা-দ্যনিষ্পত্তিঃ; বচন শতেনাপি বস্তুনোঽন্যথা করণাশক্তেঃ। ইহার অর্থ যথা— 'কিন্তু ব্যাসের বচন স্বামিত্বহেতু দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের স্থানে বিক্রয়াদি করিলে পরিবারের ক্লেশ জন্য অধর্ম্ম ভাগিতা জ্ঞাপনার্থক নিষেধরূপ, তাহা বিক্র-য়াদির অসিদ্ধি বোধক নয়। এবঞ্চ—"স্থাবর ও দ্বিপদ স্বয়ং উপার্জ্জন করিলেও সকল পুত্রের সম্মিলন অর্থাৎ সম্মতি বিনা তাহার দান বিক্রয় নাই" ইত্যাদি বচনেরও ঐ রূপ অর্থ করিতে হইবে, কারণ এস্থলেও কর্ত্তব্য পদ অবশ্য উহ্য করিতে হইবে। এতাবতা দান বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয়, কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না, যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা যাইতে পারা যায় না"*।

এই উক্তি বলে বা ছলে তৎকালীন বিরাজিত কতিপয় পণ্ডিত মহোদয় ব্যবস্থা দেন যে সমুদয় পৈতামহ বিষয়ের দানাদি অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ, ও তাৎকালিক বিচারপতিরা পণ্ডিতদিগের ঐ ব্যবস্থা গ্রাহ্য ও তদনুসারে কার্য্য করেন, (পরন্তু তৎকালে পণ্ডিতদিগের অধীন না হইয়া কার্য্য করণে তাঁহাদের উপায়ান্তরও ছিল না)। এইরূপে—'যাহা কর্ত্তব্য নয় তাহা কৃত হইলে স্থিরতর থাকিবে'—এই মত পুরুষকর্ত্তৃক পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর যে কোন রূপ বিষয়ের দানাদিতে চলিত হইল, এবং তদবধি প্রবল আছে। এতাবতা অধুনা ব্যবস্থাপিত ও প্রবল মত এই যে—

ব্যবস্থা। ৩৫১ বঙ্গদেশে পুত্রবান্ পুরুষ পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় পুত্রদের স-	৩৫১ বঙ্গদেশে পুত্রবান্ পু-রুষঃ স্বার্জ্জিতং পৈতামহম্বা স্থাব-রমস্থাবরম্বা ধনং পুত্রাণাং স-

*'শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করিতে পারা যায় না' যথা—যদি এক ব্রাহ্মণ হত্যা হয়, তবে 'ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তব্য নয়' এই বচনে সে হত্যা আর ফিরে না, এবং ব্রহ্মহত্যা করাও অসাধ্য হয় না; তবে এই যে তাহা পাপের জ্ঞাপক হয়। রঘুনন্দনের দায়-ভাগ টীকা।

স্মতি বিনা দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে, অপিচ পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে* ॥

স্মতিং বিনা বন্ধক দান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুং শক্নোতি, অপিচ স পুত্রাণাং সম্মতিমন্তরেণৈব উইলপত্রদ্বারা তদ্ধনে তেষামধিকারং নিবারয়িতুং পরিবর্ত্তয়িতুং ব্যাঘাতয়িতুঞ্চ শক্নোতি*।

প্রমাণ। /০ পিতারই স্বত্ব, তবে বিভাগে বৈলক্ষণ্য না থাকাহেতু তুল্য স্বামিত্ব উক্ত হইয়াছে। এতাবেতা স্বামিকৃত দান সিদ্ধ যেহেতু তাহা উন্মত্তাদি কৃত নয়। এবঞ্চ পিতার প্রভুত্ব নাই ইহা বলার দ্বারা তাঁহাকে বিষম বিভাগ করিতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। অপিচ দান বিক্রয় করণ নিষেধও অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থ, দানাদির অসিদ্ধি নিমিত্ত নয়। ইহা জীমূতবাহনাদি মতে ব্যক্ত হইবে। বিবাদভঙ্গার্ণব।

/০ পিতুরেব স্বত্বং, তত্রচ বিভাগ বৈলক্ষণ্যাভাবায় তুল্যং স্বামিত্বাক্তং, তথাচ স্বামিকৃতং দানং সিদ্ধ্যেত স্বামিন উন্মত্তাদি ভিন্নত্বাদিতি। এবঞ্চ ন প্রভুরিত্যনেনাপি বিষম বিভাগ নিবৃত্তিরেব কৃতা। এবং দান বিক্রয় করণ নিষেধশ্চ অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থং নতু দানাদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং, এতচ্চ জীমূতবাহনমতে ব্যক্তী ভবিষ্যতি:—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

৵০ যে পিতা শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন পুত্রকে অথবা অন্যকে নিজ পৈতৃক বা স্বার্জ্জিত সমস্ত বা অর্দ্ধেক স্থাবর দান করেন তাঁহার ঐ দান সিদ্ধ হইবে যদি

৵০ যঃ কশ্চিত্ পিতা শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য কস্মৈচিৎ পুত্রায় অন্যস্মৈ বা পৈতৃকং স্বার্জ্জিতং বা সমস্তমর্দ্ধম্বা স্থাবরং দদাতি তত্তু দানং সিদ্ধত্যেব, ইদং কাম

---

* এই আদালতের নিষ্পত্তি ও লোকের আচার ও ব্যবহারানুসারে সদরদেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে মত স্থিরীকৃত ও স্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে—‘পুত্রবান্ হিন্দু (পুরুষে) পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর, বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে; অপিচ পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।—সুপ্রীম কোর্টের জজদিগের প্রার্থনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের দত্ত মত। দ্রষ্টব্য—ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের রিপোর্ট, পৃ. ১০৪ ও ১০৫।

বঙ্গদেশীয় হিন্দু (পুরুষে) নিজ অধিকৃত বিষয় তাহা সংক্রান্ত বা স্বার্জ্জিত হউক উইল বা দান পত্রদ্বারা দিয়া যাইতে পারে, এবং ঐ দান বা লিগাসি তাহা পুত্রের বা অপরের প্রতি হউক শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত বা সদোষ হইলেও স্থিরতর থাকিবে।—কোলব্রুক সাহেবের মত। ঐ, পৃ. ১১১। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের হিন্দু-ল. বা. ২. পৃ. ৪২৩।

তাহা কাম ক্রোধ চ্ছলাদিতে না হইয়া থাকে, পরন্তু শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন জন্য দুরদৃষ্ট হইবে। জীমূত বাহনাদির মতানুসারে পরে আরো বলা যাইতেছে। ঐ।

ক্রোধচ্ছলাদি বিমুক্তত্বে সত্যেব, পরন্তু শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-জন্য দুরদৃষ্টং ভবতি। অধিকমগ্রে জীমূতবাহনাদিমতে বক্ষ্যতে। ঐ।

৶০ এস্থলে সমস্ত স্থাবর দানে পরিবার পালনাভাবরূপই অধর্ম্মের কারণ দানাদি অসিদ্ধ নয় যেহেতু তাহা উম্মত্তাদি দোষ বর্জ্জিত স্বামিকৃত কর্ম্ম। জীমূতবাহন ধৃত (ব্যাস) বচন-দ্বয়ও অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থ, বিক্রয়াদির অসিদ্ধি নিমিত্ত নয়। ঐ।

৶০ অত্রচ সমস্ত স্থাবর দানে কুটুম্ব ভরণাভাব এবাধর্ম্মবীজং নতু দানাদ্যনিষ্পত্তিঃ উন্মত্তাদি ভিন্ন স্বামিকৃতত্বাৎ। জীমূতবাহন ধৃত (ব্যাস) বচন দ্বয়মপি অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং। ঐ।

।০ পৈতামহ সঙ্ক্রান্ত ধন অসিদ্ধ দান প্রকরণান্তর্গত না হওয়াতে—'মণিমুক্তা প্রবালানাং ইত্যাদি'—যাজ্ঞবল্ক্য বচন তাদৃশ দানে অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থে নিষেধরূপ বিবেচিত। ঐ।

।০ 'মণিমুক্তা প্রবালানামিত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং দানস্যাধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপমিতি বিবেচিতং—পৈতামহ সঙ্ক্রান্ত ধনস্যাদত্তপ্রকরণান্তর্গতত্বাভাবাৎ। ঐ।

।/০ কেহই স্পষ্ট কহেন নাই যে পুত্রাদির সম্মতি বিনা পৈতামহ স্থাবর বিষয় দত্ত হইলে তদ্দান সিদ্ধ হইবে না। ঐ।

।/০ কেনাপি ন স্পষ্টমভিহিতং যৎ পুত্রাদীনাং সম্মতিং বিনা পৈতৃক স্থাবরে দত্তে তদ্দানং ন সিদ্ধ্যেদিতি। ঐ।

।৶০ সর্ব্বস্ব দত্ত হইলে তদ্দান সিদ্ধ যেহেতু তাহা স্বামি কৃত, পরন্তু নিষেধ না মানার নিমিত্তে দাতার অধর্ম্ম হয়। স্মৃতি-সার। ঐ।

।৶০ সর্ব্বস্বে দত্তে তদ্দানং সিদ্ধ্যেৎ স্বামিকৃতত্বাৎ তস্য, পরন্তু নিষেধাতিক্রমাৎ দাতুরধর্ম্ম ইতি স্মৃতি সারঃ। ঐ।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব হিন্দু-ল বিষয়ক নিজ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে পাঁচটি মকদ্দমা তুলিয়াছেন, তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকদ্দমাতে উক্তমত আদৃত ও স্থাপিত হইয়াছে। ঐ তিন মকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা দানাদি বিষয়ে প্রধান নজীর। অতএব ঐ তিন মকদ্দমা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এবং তৎ প্রতি উক্ত বিজ্ঞবর সাহেব ও সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব যে বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তত্তন্নিম্নে লিখাগেল।

নজীর
৩৫১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ প্রথম মকদ্দমা চৈতন্য চরণ দত্তের বিরুদ্ধে মদন মোহন দত্তের উইলের এক্‌জিকিউটর রসিক লাল দত্তের ও হরলাল দত্তের (নালিশী)। এই মকদ্দমা সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের কৃত ('এলিমেন্ট্‌স্ অব্ হিন্দু-ল') গ্রন্থ হইতে তুলিয়া লয়েন।

শেষোক্ত সাহেব লিখিয়াছেন—"অনুমান ১৭৮৯ সালে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়; উইল কর্ত্তা হিন্দু জাতীয় ও চারি পুত্রের পিতা ছিলেন, এবং পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত উভয় রূপ বিষয় তাঁহার ছিল; তিনি নিয়োগের দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া এবং নিজ জীবন কালেই কনিষ্ঠ পুত্রের নিয়মিত ব্যয়ের উপায় করিয়া দিয়া, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকে দায়াধিকারে নিরাশ পূর্ব্বক তৎকনিষ্ঠদিগকে স্বাধিকৃত সর্ব্বস্ব দিয়া যাওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। নিরাশকৃত পুত্র দ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ঐ উইলের প্রতি আপত্তি উপস্থিত করিল; পরন্তু আদালতের পণ্ডিতদিগের মত গৃহীত হইলে ঐ উইল স্থিরতর থাকিল। তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ঐ উইল সিদ্ধ বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন*, এবং সর্ রবর্ট চেম্বরস্ ও সর্ উইলিয়ম জোন্স সাহেব এই মতানুসারি হইয়া নিষ্পত্তি করিলেন†। এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের হিন্দু-ল. বা. ১, পৃ. ২৬১। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৬।

৵০ দ্বিতীয় মকদ্দমা রেস্‌পণ্ডেন্ট (রাজা) ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে আপিলান্ট্ ঈশানচন্দ্র রায়ের উপস্থিতী কৃত। তদ যথা—

১৭৮১ সালে নদিয়ার জমীদার কৃষ্ণচন্দ্র নিজ মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে এক দান পত্র এই বয়ানে লিখিয়া যান যে তিনি স্থবিরাবস্থ ও আসন্নমৃত্যু হইয়াছেন তাঁহার জমীদারী (যাহাকে তিনি রাজ্য কহিয়া থাকেন) কখনো বিভক্ত হয় নাই, এবং তাঁহার বাঞ্ছা এই যে তাঁহার মরণান্তে পুত্রদের মধ্যে তদ্বিষয়ে বিরোধ না হয় অতএব ঐ দান পত্রদ্বারা সমুদায় জমীদারী তদীয় সম্ভ্রমাদি সম্বলিত বর্ত্তমান চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্রকে দিয়া কনিষ্ঠ তিন পুত্রের এবং অন্য দুই (মৃত) পুত্রের পোষ্য সন্তানদিগের জীবিকার্থে জমীদারীর আয় হইতে টাকা দেওয়ার নিয়ম করিয়া দিলেন। তদনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তদ্বিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মরণে তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তদুত্তরাধিকারী হইলেন। ১৭৮৯ সালের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র আপনাকে কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে এক জন করার দিয়া ঐ জমীদারীর চারি ভাগের ভাগ পাইবার নিমিত্তে নিজ ভ্রাতৃ-পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নামে জিলা নদীয়ার আদালতে নালিশ

---

* কিন্তু উইল যে কিরূপ লেখ্য শাস্ত্র তাহা জানেন না। পণ্ডিতেরা যে কারণে ঐ ব্যবস্থা দেন বোধ হয় তাহা (ঐ বঙ্গীয় বিধান অর্থাৎ) এই যে কোন কর্ম্ম যদ্যপি দায়শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ি না হয় এবং ব্যক্তিদের শাস্ত্রানুসারে অধিকার থাকে তথাপি কৃত হইলে তাহা যে সিদ্ধ ইহা নির্ব্বিবাদ। সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য এলিমেন্ট্স অব্ হিন্দু. ল. বা. ১, পৃ. ২৩২।

† ইহার (অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থার) উত্তর কেবল ইহাই দেওয়া যাইতে পারে যে যে সকল কারণে পণ্ডিতেরা ঐ ব্যবস্থা দিতে ও জজেরা নিষ্পত্তি করিতে রত হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ অনুমানে মাত্র কথিত হইয়াছে—আর যদি তাদৃশ কারণ সকল প্রবল বা কর্ম্মণ্য হইতে পায় তবে শাস্ত্র সমস্তের দফা রফা হইবে, 'কৃত হইলে সিদ্ধ' এই মতানুসারে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইবে। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা, দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬ ও ৭।

উপস্থিত করিলেন—এই হেতুবাদে যে হিন্দুর দায়শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক পুত্র অংশ পাইতে অধিকারী। কৃষ্ণচন্দ্র যে রূপ হস্তান্তর করিয়াছেন তাহা দান নয়, এবং একান্ত পক্ষে দান করিতে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। এতদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিজ পিতাকে লিখিয়া দেওয়া দলীলের অনুসারে সমুদায় বিষয়ে তাঁহার অধিকার থাকা এজাহার করিলেন। (বিরোধীয় জমিদারী বিভাজ্য কি না এই কথার অতিরেক) এ মকদ্দমাতে এই কথা বিচারের বিষয় হইল যে প্রতিবাদির এজাহারী দান করিতে শাস্ত্রানুসারে উক্ত জমীদারের ক্ষমতা ছিল কি না। ইহাতে এতদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ বহু পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হয়; এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে—ঐ জমীদারী পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া থাকুক বা না থাকুক—উক্ত জমীদার কনিষ্ঠ পুত্রদিগের বর্ত্তনোপায় করিয়া দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রকে জমীদারী অর্পণ রূপে যে দান করিয়াছেন তাহা যথাশাস্ত্র উক্ত হইল। নদিয়ার জজ ঐ দান এবং তাহাতে জাত যে অধিকার তাহা সিদ্ধ বলিয়া সমুদায় জমীদারী প্রতিবাদির হক্কে ডিক্রী করিলেন· এই নিয়মে যে বাদী মুদ্রারূপ জীবিকা পাইবেন। অনন্তর আপীলে সদর দেওয়ানী আদালতের জজেরা—শ্রীযুক্ত সি. ইস্টুয়ার্ট সাহেব, এফ্. এসপিক সাহেব ও ডবলিউ কৌপর সাহেব—ঐ ডিক্রী স্থিরতর রাখিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বয় জগন্নাথ ও কৃপারাম যে সকল হেতুবাদে ব্যবস্থা দেন তদ্‌যথা- প্রথম (হেতু) এই যে পিতা স্নেহ বশতঃ (কোন) পুত্রকে যাহা দান করেন তাহার অংশ ভ্রাতারা পাইবে না। দ্বিতীয় এই যে—দায়াদিকার প্রভৃতি পরিগণিত ধর্ম্ম্য উপায় কয়েকের যে কোন উপায়দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহা দানোপযুক্ত বিষয় বটে। তৃতীয় এই যে—সমদায়াদ অবিভক্ত বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি করিতে পারে। চতুর্থ এই যে যদিও পিতা ভূমি দিতে প্রতিবিদ্ধ হইয়াছেন তথাপি যদি তিনি তাহা দেন তবে কেবল তাঁহার অধর্ম্ম হয় মাত্র কিন্তু দান সিদ্ধ হয়। পঞ্চম এই যে—রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে পুত্রদের মধ্যে একজনকে ভূমি দান নিষেধ করিয়া কেবল বস্ত্রালঙ্কার দেওনের যে বিধান করিয়াছেন তাঁহার এই মত তিনি যে জীমূতবাহনের মতানুসারী তন্মতের সহিত অনৈক্য-কেননা জীমূতবাহন কেবল ইহাই কহিয়াছেন যে তাহা করিলে পিতার গর্হিত কর্ম্ম করা হয়। ষষ্ঠ এই যে- রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়া যাইতে পারে*। ২৩ ফেব্রুআরি ১৭৯১। স· দে· আ· রি· বা· ১· পৃ· ২ ও ৩।

---

* পৈতামহ ধনাধিকারী পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষয় দিলে তাহা যদিও পিতার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বীকার করা যায় তথাপি পিতা প্রকৃত প্রস্তাবে দান করিলে তাহা জীমূতবাহন কর্ত্তৃক সিদ্ধ কথিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য কোল· দা· ভা· চ্যা· ২· পারা ২৯· ও ৩০)। কেননা যেহেতু অপরকে সমুদয় বিষয় দান করিলে (তাহা দাতার নিন্দিত কর্ম্ম হইলেও) সিদ্ধ, অতএব অন্য পুত্রদের জীবিকা সংস্থান করিয়া দিয়া এক পুত্রকে বিষয় দিলে তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সমভাবে সিদ্ধ বোধ্য। শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া দানাদি করাগেলেও তৎসিদ্ধি বিষয়ক জীমূতবাহনের মত যেমত উদাসীনের প্রতি

উক্ত রিপোর্টে তাবদ্‌বৃত্তান্ত না থাকাতে তৎসমুদায়ের অবগতি নিমিত্তে সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের প্রকটিত রিপোর্ট যোগ করা গেল, তদ্‌যথা—

তেমতি পুত্রদের প্রতি খাটানর পর ঐ মতের সঙ্গতি নিমিত্ত আবশ্যক হইতেছে যে তাহা পিতৃকৃত বিভাগে তৎ পৈতামহ ধনের বিষম বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বিভাগ করণেও সমভাবে স্থাপিত হইয়া তাদৃশ বিভাগ পিতার পক্ষে অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ বিচরিত হয়। এমকদ্দমাতে সদর কোর্টে নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ইহা নজীর স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, ও ইহাতে শাস্ত্র বিধানের বিপরীতে দান বা উইল দ্বারা অথবা বিভাগ রূপে বিষয় যথার্থতঃ দিতে পিতার ক্ষমতা বিষয়ক কথার নিষ্পত্তি হইয়াছে। ঐ।

এই নোটে পৈতামহ ধন বিষম বিভাগ করিতে পিতার যে ক্ষমতা উক্ত হইয়াছে তাহা (সদর) আদালতের নিষ্পত্ত্যাদি মতে অশুদ্ধ ও ভ্রমময় বোধ হইতেছে। সর্ টামস এসট্রেঞ্জ সাহেবের প্রতি কোলব্রুক সাহেবের লিখিত চিঠী (যাহা এলিমেন্টস অব্ হিন্দু-ল নামক গ্রন্থের ২ বালামের ৪২৩ ও ৪২৪ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) এবং রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদিগের বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমা (যাহা সদর আদালতের রিপোর্ট বহির ২ বালামের ২০১ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে পৈতামহ বিষয়ের বিসম বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা নাই। পিতা তাদৃশ বিভাগ করিলে তাহা অসিদ্ধ ও নিবর্ত্তনীয়।

উক্ত হইয়াছে যে পণ্ডিতেরা উক্ত মতের প্রতি ছয় কারণ দর্শান, তাহার শেষ কারণ ভিন্ন অন্য কোন কারণ কোন ক্রমে আদরণীয় নয়। ঐ শেষ কারণ এই যে—রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়া যাইতে পারে, ইহা যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং জমীদারীকে রাজ্য বলিয়া ধরিলে ঐ কারণ ইহাতেও প্রযুজ্য ও বিরোধীয় দান সিদ্ধির নিমিত্তে যথেষ্ট ছিল। অবিভক্ত বস্তু সমূহের মধ্যে রাজ্যও পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু আর যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার উত্তর সংক্ষেপে এই রূপে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম (কারণ) এই যে—'পিতা স্নেহবশতঃ (এক) পুত্রকে যাহা দান করেন তাহার অংশ ভ্রাতারা পাইবে না'। ইহার প্রতি আপত্তি এই যে ঐ মত পৈতামহ ভিন্ন অন্য বস্তু বিষয়ক যাহার উপর পিতার প্রভুত্ব থাকা স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে—'দায়াধিকার প্রভৃতি পরিগণিত ধর্ম্ম্য উপায় কয়েকের যে কোন উপায়দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহা দানের উপযুক্ত বস্তু—পরন্তু ইহা ঐ রূপ উপার্জ্জন যাহার ভাগী হইতে অন্য ব্যক্তি অধিকারী নয়, কিন্তু ইহা পৈতামহ বিষয়ে খাটে না যাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে। তৃতীয় এই যে—'সমদায়াদ অবিভক্ত বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি করিতে পারে'—(উত্তর) তাঁহার এই ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে তাঁহার এমত ক্ষমতা পাওয়া যায় না যে সে অন্যের অংশও দানাদি করিতে পারে। চতুর্থ এই যে—'যদিও পিতা ভূমি দিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন তথাপি যদি তিনি তাহা দেন তবে কেবল তাঁহার অধর্ম্ম হয় মাত্র কিন্তু দান সিদ্ধ হয়'—এই উক্তি সেই বস্তুর প্রতি খাটে যাহাতে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। পরন্তু তাহা—'পৈতামহ ধনে পুত্রাপেক্ষা পিতার ক্ষমতা অধিক নাই' শাস্ত্রোক্ত এই বিধানের বাধক হইতে পারে না। পঞ্চম এই যে—'রঘুনন্দন যে দায় তত্ত্বে পুত্রমধ্যে এক জনকে ভূমি দান নিষেধ করিয়া কেবল বস্ত্রালঙ্কার দেওনের বিধান করিয়াছেন তাঁহার ঐ মত তিনি যে জীমূত বাহনের মতানুসারী তন্মতের সঙ্গে ঐক্য হয় না—কেননা জীমূতবাহন কেবল ইহাই কহিয়াছেন যে তাহা করিলে পিতার গর্হিত কর্ম্ম করা হয়'। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (উভয় মতের মধ্যে) তাদৃশ অনৈক্য নাই।—মেক্‌. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৭ ও ৮।

রেস্‌পণ্ডেন্ট নবদ্বীপের বর্ত্তমান রাজা, আপিলান্ট্ তাঁহার পিতৃব্য হয়েন, এবং তাঁহার স্থানে জমীদারীর চারি ভাগের ভাগ দাওয়া করেন—এই হেতুবাদে যে তিনি (রেস্‌পণ্ডেন্টের পিতামহ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চারি পুত্রের মধ্যে এক জন, এবং তাহা হওয়াতে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তিনি ঐ রাজার (ত্যক্ত) ভূমি সম্পত্তির চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারী। প্রকাশ যে (এক বঙ্গ ভাষায় আর এক পারস্য ভাষায় লিখিত এই) দুই উইলের দ্বারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপনার সমুদয় জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দিয়া যান, এবং ইনি তদনুসারে ঐ জমীদারী অধিকার করিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে দেওয়ানী সনদ হাসিল করেন। রাজা শিবচন্দ্রও উইলের দ্বারা আপনার সমুদয় জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাজা) ঈশ্বর চন্দ্রকে অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টকে দিয়া যান। ঐ দুই উইলের সত্যতা সপ্রমাণ হইল, এবং পণ্ডিতদিগের অধিকাংশে উক্তি করিলেন যে তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। অপিচ কানুনগোদিগের দাখিল করা ঐ রাজবংশাবলি পত্র হইতে প্রকাশ যে নদীয়ার জমীদারী কখনো বিভক্ত হয় নাই; এবং আইনের ১৩৭ আর্টিকেলে আদিষ্ট হইয়াছে যে জমীদারীর উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক মকদ্দমাতে জজ সাহেবের উচিত যে যেপরগণাতে বিরোধীয় ভূমি থাকে তৎ পরগণার রীত্যনুসারে অথবা বাদির পরিবারের বিশেষ কুলাচারানুসারে তাহা স্থিরীকৃত হইয়া আসিয়াছে কি না তাহা তদারক করিয়া নিশ্চয় করেন, এবং এবিষয়ে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহা যে কেমত প্রামাণ্য তাহা নিজ বিচার পত্রে বিবেচনা করেন। এতাবতা আপিলান্টের দাওয়া শাস্ত্র ও জমীদারীর আচার উভয়ের বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে।

পরন্তু আপিলান্ট জীবিকা পাইতে অধিকারী; এবং তিনি পূর্ব্বে যে মাসিক ২৫০ টাকা করিয়া পাইতেন তদতিরেকে (জিলার) জজ তাঁহাকে (আর) ২৫০ টাকা জমীদারী হইতে দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন—এই হেতুতে যে পূর্ব্ব নিয়মিত সংখ্যা তাঁহার পদ ও অবস্থার উপযুক্ত নয়*।

---

* এই মকদ্দমা এতদ্দেশের বৃহৎ জমীদারী সকলের মধ্যে এক জমীদারী বিষয়ক। উইল কর্ত্তা রাজা নিজ পিতার উইল অনুসারে তিন ভ্রাতাকে নিরাশ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাহা ভোগ করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উইল করিয়া দিয়া যান। ইঁহার বিরুদ্ধে তৎপিতৃব্য ত্রয়ের এক জন চারি ভাগের ভাগ পাইবার নিমিত্তে নালিশ উপস্থিত করেন—এই আপত্তিতে যে পৈতামহ বিষয় এরূপে হস্তান্তর করিতে (প্রতিবাদির) পিতামহের ক্ষমতা ছিলনা। প্রতিবাদির পিতামহের কৃত উইল লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল, ঐ দলীল মৃত্যুর আশঙ্কায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (অর্থাৎ বাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে) দান রূপে অর্পণ করা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আর আর পুত্রের বর্ত্তনের উপায় কিয়দংশে করা হয়, কিন্তু ঐ পুত্রেরা নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পাইলে যৎ পরিমাণে অধিকারি হইতেন তাহার সহিত মিলাইলে তাহা অত্যল্প ছিল। উক্ত দুই উইলের শেষ খানাতে লিখিত আছে যে ঐ জমীদারী কখনো বিভক্ত হয় নাই; দেশাচারানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাহা বরাবর ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তদ্বিবেচনায় উইলকর্ত্তা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাহা দিয়া যান, এবং ঐ দানের সাক্ষি হইবার নিমিত্তে ঐ ব্রাহ্মণদিগের সমাগম করান। তদনুসারে উইলের অতিরেকে প্রতিবাদী হেতুবাদ করিলেন যে বিরোধীয় বিষয় যে

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ সাল। জি. এইচ্ বার্লো (সাহেব) সদর দেওয়ানী আদালতের পরীক্ষক ও রিপোর্ট লেখক। দ্রষ্টব্য— এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪৩৫ ও ৪৩৬।

৶০ তৃতীয় মকদ্দমা কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণের বিরুদ্ধে রামকুমার ন্যায়বাচস্পতির। তাহার নিষ্পত্তি ১৮১২ সালের ২৪ নবেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে হয়। ঐ মকদ্দমাতে বিচরিত হয় যে আর আর পুত্রকে নিরাশ করিয়া পিতা এক পুত্রকে সমুদয় পৈতামহ বিষয় দিলে অথবা অপরকে দান করিলে (ঐ দান অধর্ম্ম্য হইলেও) বঙ্গদেশে স্বীকৃত মতানুসারে সিদ্ধ*। দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ৪২।

প্রকার তাহাতে তাহা দায়াধিকার সূত্রে তাঁহারই, এবং মকদ্দমাতে ইহা বস্তুতঃ সপ্রমাণ হইয়াছে যে আর আর পুত্রকে নিরাশ করিয়া এক পুত্রই বরাবর তাহাতে ভোগবান হইয়াআসিয়াছেন, পরন্তু বরাবর জ্যেষ্ঠই যে ভোগবান্ এমত নহে কিন্তু (তদ্বিষয়ক) ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে কখনো তাদৃশ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য যে পুত্র তিনিই হইয়াছেন। এবিষয়ে শাস্ত্র কি তাহা জানিবার নিমিত্তে আপিল আদালতে যে সকল উপায় চেষ্টা হইয়াছিল তাহা যতদূর হইতে পারে সেই পর্য্যন্তই বটে; উভয়পক্ষে যে বহুপণ্ডিতের নাম করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু প্রদেশস্থ আদালতের পণ্ডিতদিগকে এবং সদরমোকামের পণ্ডিত দিগকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে (কোলব্রুকের অনুবাদিত) ডাইজেষ্টের সংগ্রহকর্ত্তা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন। এবং যদ্যপি জগন্নাথ লইয়া অধিকাংশ পণ্ডিতে বিষয় কিপ্রকারের—তাহা পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত, সাধারণ বা কাহারো স্বকীয়—তৎ প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন হিন্দু স্বেচ্ছাক্রমে তাহার বিষয় দান করিতে পারে—এই সাধারণ কারণের উপর উভয় উইলকর্ত্তার পক্ষে মত দিলেন, তথাপি (সদর) আদালত প্রতিবাদির পক্ষে হইয়াছিল যে ডিক্রী তাহা স্থিরতর রাখিয়া ঐ বিষয় যে প্রকারের এবং যে প্রকারে তাহা দেশাচারানুসারে বরাবর ভোগ হইয়া আসিয়াছে এই মোরাতিবকে বিচারের এক অঙ্গ করিয়া নিষ্পত্তি করিলেন, যথা উপরি প্রকটিত (আপেণ্ডিকসে লিখিত আবেস্ট্রাক্ট দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে)। আর এক বিষয় দেখা কর্ত্তব্য, তাহা এই যে উক্ত দুই উইলের প্রথম খানাতে বাদির জীবিকা স্বরূপ (মাসিক কেবল ২৫০ টাকা) যাহা লিখিত ছিল আদালত তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা বাড়াইয়া ৫০০ টাকা করিতে স্বয়ং ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন—এই হেতুবাদে যে পূর্ব্ব নিয়মিত সংখ্যা বাদির পদের ও অবস্থার উপযুক্ত নয় (যথা ডিক্রীতেই লিখিত আছে) ইহাতে এক প্রকার দেখান হইয়াছে যে বঙ্গদেশেও আধুনিক ব্যবহারানুসারে পিতা পরিবারকে এককালে নিরাশ তো করিতে পারেন না, পরন্তু নিজ সঙ্গতির পরিমাণে অনুপযুক্ত জীবিকা দিয়া যাইতেও পারেন না। এসট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ২৩২—২৩৫।

* ঐ মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তৎ খণ্ডনার্থে তাঁহাদের ধৃত প্রমাণ কয়েকটি মাত্র লিখা আবশ্যক, ঐ প্রমাণ সকল তদ্বিপরীত মতের পোষকতাতেই বরং প্রযুজ্য। উক্ত ব্যবস্থার পোষকতায় যে সকল প্রমাণ ধৃত হয়, তদ যথা—১ দায়ভাগধৃত বিষ্ণু বচন—"পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন, তবে স্বোপার্জ্জিত ধন যখন ইচ্ছা তখনি বিভাগ করিতে পারেন"। দায়ভাগে লিখিত আছে—"মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর ধন পিতামহ হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত হইলে এবং উদ্ধৃত না হইলেও তাহাতে স্বার্জ্জিত ধনের ন্যায় পিতার প্রভুত্ব আছে, আর তাহা বিষম বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা আছে; যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহেন,—মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বস্তু সমস্তেরই

'কন্সিডরেসন্স্ অন্ হিন্দু ল' নামক পুস্তকে অনেক মকদ্দমা উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাতে হিন্দুদের কৃত উইল সুপ্রীম কোর্ট কর্ত্তৃক স্থিরতর রহিয়াছে। উল্লিখিত মকদ্দমা সকলের মধ্যে নিম্ন ধৃত কএক মকদ্দমা বিশেষে মনোযোগার্হ।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে নবকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির মকদ্দমায় উইল-কর্ত্তা গোকুলচন্দ্র মিত্র নিজ উইল পত্রে ৺ মদন মোহন-জী প্রভৃতি বিগ্রহের সেবার নিমিত্তে বিশেষ বিষয় দেবোত্তর দানের পর স্পষ্টতঃ এমত উক্তি করাতেও যে তাঁহার বিষয় অবিভক্ত থাকিবে আর্জ্জি দাবীতে ঐ বিষয় বিভাগের প্রার্থনা কারা হয়া।

ডিক্রীতে উইল সাব্যস্ত হইল, এবং উইল-কর্ত্তা বিগ্রহের নিমিত্তে যেসকল নিয়ম করিয়াছিলেন তৎ প্রতি বিশেষ বিবেচনা করা গেল, কিন্তু বিষয় বিভাগ নাহওন বিষয়ে তাঁহার সুব্যক্ত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার উইলে লিখিত অংশ পরিমাণে বিভাগ করিতে আদেশ করা হইল।

সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেব বিবেচনা করেন---"যদি উইলের অনুরোধে না হইত তবে অবশ্যই ভাগ সকল সমান হইত। এতাবতা আমার

প্রভু পিতা, কিন্তু কি পিতা কি পিতামহ কেহই সমস্ত স্থাবর ধনের প্রভু নহেন' এস্থলে পিতামহের উল্লেখ হওযাতে তাঁহার ধন বিষয়ক এই বচন। মণিমুক্তার উল্লেখ করিয়া পুনঃ সমস্ত শব্দের উল্লেখ করাতে ভূম্যাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব (আছে) কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ ও দ্রব্য (অর্থাৎ দাস প্রভৃতি) দানাদি করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই।— এস্থলে 'সমস্ত' কথিত হইবাতে এই নিষেধে সমস্ত বিষয়ের দানাদি প্রতিষেধ করা হইয়াছে যেহেতু (স্থাবরাদি বিষয়) পরিবারের জীবনোপায়, যথা মনু নিশ্চয়রূপে কহিয়াছেন—'পোষ্যবর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত সাধন, পরিবারকে ক্লেশ দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে'। পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যাঘাত না হয় এমত অল্পবিষয় দানাদির বাধক ঐ নিষেধ নয়; কেননা তদ্দ্বারা অল্প বিষয়ের-ও দান নিষিদ্ধ) হইলে 'সমস্ত' শব্দের উক্তি ব্যর্থ হইবে। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম না করে, ও যাহা দুষ্কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা করে, এবং ষড়রিপুকে বশে না রাখে, সে পরলোকে শাস্তি পাইবে"। উক্ত মকদ্দমাতে পণ্ডিতেরা যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন বিবেচনা করিলে স্পষ্টতঃ বোধ হইবে তাহা যে মতের পোষকতায় প্রয়োগ করার মনস্থ করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কিছু মাত্র নয়।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৯ ও ১০।

† অর্থাৎ—উপরিস্থ লিখনানুসারে স্থাবরাদি বিষয় যাহা বিগ্রহদিগকে দিয়াছি তদ্ভিন্ন আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাদি সকর ও নিষ্কর জমীদারী ও তালুক ও বাগান ও বাজার ও বাটী ও ভূমি প্রভৃতি স্থাবরাদি বিষয় যাহা আছে তাহা অবিভক্ত থাকিবে। তাহা দান বা বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর করিতে আমার উত্তরাধিকারিদের অধিকার থাকিবে না। এবং তাহা বিভাগ করিতে বা অংশ করিয়া লইতে তাহাদের কখনো ক্ষমতা হইবে না, তাহা বন্ধক দিতেও কাহারো ক্ষমতা থাকিবে না,—তাহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অবিভক্ত ও সাধারণ রহিবে'। অনন্তর তিনি নিজপুত্র জগমোহনকে নিজ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিলেন, এবং উক্তি করিলেন যে তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তাহারই হইবে, এবং ভাগের অসমানতা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন দাওয়া হইবে না। কন্স. হি. ল. পৃ. ৩২৪ ও ৩২৫।

অনুমানে এই স্থির হয় যে যদিও সুপ্রীমকোর্ট পিতাকে তাঁহার বিষয় অসমান বিভাগ করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন, তথাপি তৎ সন্তানদিগকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিমাণানুসারে বিভাগ করণে নিবৃত্ত করিতে ক্ষমতা দিবেন না। যদিও ইহা সত্য বটে যে অসমান অংশ পরিমাণের ও বিভাগের প্রতি আপত্তি উপস্থিত হয় নাই, তথাপি ইহাও সত্য যে অসমান বভাগে যে যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহারা তাহাতে সম্মত হইলে আদালত ন্যায্যরূপে ঐ বিভাগ জারি করিতে পারেন, এবং উইল-কর্ত্তা যে দৃঢ়রূপে বিভাগ নিষেধ করিয়াছিলেন যদি তাহা করণে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অধিকার থাকিত তবে বিভাগ করণে কোনক্রমে আদালত ন্যায়তঃ আদেশ করিতে পারিতেন না, অধিকারি ব্যক্তিরা নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে ন্যূনতা স্বীকার করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু উইল-কর্ত্তা যথাশাস্ত্র কোন নিয়ম করিলে তাহা রহিত করিতে আদালত সক্ষম নহেন।

কোন হিন্দু নিজ মৃত্যুর পর স্বীয়পুত্র অথবা সন্ততিদিগকে আপনাদের মধ্যে বিভাগ করা উইল দ্বারা নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ কি না (তাহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক, পরন্তু উইলের শেষ ভাগের যাহা আমি তাহা হইতে তুলিয়া লইলাম) যে প্রকার অর্থ কেন করা যাউক না তদ্দ্বারা) আমার বোধ হইতেছে যে তেমত করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। কন্. হি. ল. পৃ. ৩০৩—৩০৮।

রামগোপাল মল্লিকের ও রামরত্ন মল্লিকের বিরুদ্ধে রামতনু মল্লিক প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপস্থিত তাহাদের পিতা মৃত নিমাই চরণ মল্লিকের কৃত উইল বিষয়ক মকদ্দমাতে সুপ্রীম কোর্টের জজেরা নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ না করিয়া উইল বিষয়ক মত পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বিবেচনায় ঐ উইল মঞ্জুরি বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত হইয়া যে ডিক্রী করিলেন তদ্যথা— "এই আদালত এই রূপ হুকুম দেওয়া ও ডিক্রী করা উচিত বোধ করেন (যথা তদনুসারে ডিক্রী ও উক্তি করা হইল) যে এই মকদ্দমার আর্জী জওয়াব ইত্যাদিতে উল্লিখিত মৃত নিমাই চরণ মল্লিক হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিজ স্থাবরাস্থাবর পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত বিষয় সমুদায় উইলের দ্বারা দানাদি করিতে পারিতেন ও সক্ষম ছিলেন।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে—উইল-কর্ত্তার উইলের ভাবার্থানুসারে এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাৎপর্য্য গ্রহণাশয়ে আদালতের নিষ্পত্তি হয় যে—উইল-কর্ত্তা যত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন ঐ সকলের সম্পন্নতার নিমিত্তে তাঁহার বিষয় হইতে তদুপযুক্ত টাকা দিতে হুকুম হইল: তিনি উইলের দ্বারা যাহাকে যাহা দিয়াছেন তৎসমুদয় দান স্থিরতর থাকিল; এবং নিমাই চরণ মল্লিক উইল না করিয়া মরিলে যেরূপে তাঁহার ধন বিলি হইত আর আর বিষয়ে তাহা তদ্রূপে বিলি হইল। অপিচ উইলের দ্বারা পৈতৃক স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে হিন্দুর যে অধিকার তাহা আদালত স্পষ্টতঃ স্বীকার করিলেন; আমার বোধ হয় ইহার ভাবার্থ এই

যে তাহা ইচ্ছানুসারে করিতে পারে। সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা। ঐ. পৃ. ৩৩০—৩৩৮।

উইল-কর্ত্তা দর্পনারায়ণ শর্ম্মার বহুতর স্থাবরাস্থাবর বিষয় ছিল। ঐ সমুদায় (যথা তৎকর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে) তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। তাঁহার উইলে যে সকল নিয়ম লিখিত হয় তদ্ যথা—"যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাধামোহন বাবু ও তৃতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন বাবু গুরু ত্যাগ করিয়াছেন এবং মদ্যপান করেন ও আমাকে শাসাইয়াছেন যে হত্যা করিবেন, অতএব আমি তাঁহারদিগকে ত্যাজ্য করিলাম, আর তাঁহারদিগকে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাধিকারে বর্জ্জিত করিলাম"। পরন্তু তাঁহারদের প্রতি-পালন ও জীবিকার্থে তৎপ্রত্যেককে তিনি ১০০০০ টাকা দিলেন, এবং জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহন বাবুকে (যিনি কালা ও গোঙ্গা ছিলেন) তাঁহার ভরণ পোষণার্থে ২০০০০ টাকা দিলেন।

ত্যাজ্য পুত্রদ্বয়ের এক জন (অর্থাৎ) কৃষ্ণমোহন লোকান্তর গত হইলে তৎপিতা (অর্থাৎ) দর্পনারায়ণের বিষয়ে তাঁহার যোগ্যাংশের নিমিত্তে ইজেক্টমেন্টের এক মকদ্দমা হয়। তাহাতে (দর্পনারায়ণ শর্ম্মার আর আর পুত্র অর্থাৎ) বাবু গোপীমোহন, হরিমোহন, লাডলিমোহন ও মোহিনী-মোহন জওয়াব দাখিল করিলেন, এবং দর্পনারায়ণ প্রকৃত রূপে উইল করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে প্রতিবাদিদের হক্কে ডিক্রী হইল। কন. হি. ল. পৃ. ৩৪৯।

।৵০ রামকৃষ্ণ মল্লিকের দুই পুত্র ছিলেন, নামতঃ—বৈষ্ণব দাস ও সনা-তন, এবং নীলমণি নামক এক ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন তিনি ঐ পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ। বাঙ্গলা ১২০০ সালের বৈশাখ মাসে অথবা ইংরাজি ১৭৯৩ সালের এপ্রেল মাসে (যৎকালে নীলমণি ষোল কি সতের বৎসর বয়স্ক ছিলেন) রামকৃষ্ণ উইলরূপে এক কাগজ লিখিত পঠিত করিয়া দেন ও তাহাতে তিনি উক্তি করেন যে তাঁহার (ভ্রাতৃপুত্র নীলমণি) ও পুত্রেরা সমুদয় বিষয়ের সমভাগে (অর্থাৎ প্রত্যেকে তিন ভাগের ভাগে) অধিকারি, এবং তাঁহার (অর্থাৎ রামকৃষ্ণের) মরণানন্তর তিন জনে এই রূপে বিষয়ে ভোগবান্ হইবে। এই কাগজে রামকৃষ্ণের দুই পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র নীলমণি স্ব স্ব সম্মতি লিখিয়া দিলেন।

সনাতন মল্লিক এক পত্নী ও দুই দুহিতা রাখিয়া মরেন, তিনি এক উইল করেন যদ্দ্বারা নিজ স্থাবরাস্থাবর তাবৎরূপ বিষয় ভ্রাতাকে দিয়া যান। সনাতনের মৃত্যুর ষোল সতের বৎসর পরে ঐ পত্নী এই এজহারে যে তাহার স্বামী উইল করেন নাই নালিশ করিয়া তদ্বিষয় দাওয়া করিল, কিন্তু ঐ উইল সাব্যস্ত হইল।

নীলমণি নিজ মৃত্যুর প্রায় আটারো মাস পূর্ব্বে রাজেন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, পরন্তু রামকৃষ্ণ যে বিভাগ করিয়া ছিলেন তাহাতে এবং সনা-তনের উইলেও তিনি সম্মত হইয়া বৈষ্ণব দাসের সহিত একত্র থাকিতে

লাগিলেন; উক্ত দুই দান দ্বারা ঘরাও বিষয়ের দুই তেহাইতে বৈষ্ণব দাস এবং এক তেহাইতে মালমণি অধিকারি হইলেন।

রাজেন্দ্র ও বৈষ্ণব দাসের মধ্যে যে মকদ্দমা ও পালটা মকদ্দমা হয় তাহা ইশু হওয়ার পর ১৮১৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে আরো আদেশের নিমিত্তে দরপেশ হইল; এবং তখন (আদালতের) উক্তি হইল যে আরবী কাগজে লিখিত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দুই তেহাইতে বৈষ্ণব দাস অধিকারী। কন. হি. ল. পৃ. ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৩৬৯।

এই মকদ্দমার কতক কাগজ (যাহা সনাতনের অংশ সম্বন্ধীয় তাহার) দ্বারা অনুভব হইতে পারে যে কোন হিন্দু উইলের দ্বারা নিজ স্থাবরা-স্থাবর পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে। এবং উইলের দ্বারা যে ব্যক্তিকে বিষয় দত্ত হইয়া থাকে তদপেক্ষা পত্নী ও দুহিতারা তৎসমুদয় বিষয়ে নির্ব্বিবাদ রূপে প্রশস্ততর অধিকারি হইলেও ইহারদিগকে নিরাশ করিয়া তাদৃশরূপে দানাদি করিতে পারে। সর্ ফ্রানসিস মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা।

অপিচ সাধারণ বিষয় পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর উভয়রূপ হইলেও কোন হিন্দু অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে এক তেহাই লইতে স্বীকার করিলে উইলের দ্বারা সে নিজদত্তক পুত্রেকে ঐ স্বীকারে বদ্ধ করিতে পারে। সর্ ফ্রানসিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা। ঐ, পৃ. ৩৬৯।

।৶০ রাজা নবকৃষ্ণের—রাজা রাজকৃষ্ণ নামক ঔরস ও গোপীমোহন দেব নামক দত্তক পুত্র থাকিতেও, তিনি উইলের দ্বারা একখান পৈতৃক তালুক ভ্রাতৃপুত্রদিগকে দিলেন। এবং উইলের এক ভাগে নির্ব্যূঢ় রূপে দান করিয়া পুনরায় তৎপর ভাগে ইহা কহিয়া যে—'এই উইলে বাদি প্রভৃতি যাহাকে যাহা দত্ত হইল যদি তাহারা কেহ কিম্বা তদুত্তরাধিকারিরা রাজকৃষ্ণের স্থানে তদতিরিক্ত দাওয়া করে তবে এই উইল অনুসারে তাহার যে স্বত্ব তাহা ধ্বংস হইবে'—ঐ দানকে শরতি ও প্রত্যাহার্য্য করিলেন।* এমত করিতে তাঁহার অধিকার থাকার বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করিলেক না; এবং (গোপী-মোহন দেব ও রাজা রাজাকৃষ্ণ আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি করণের পর) ১৮০০ সালের জুন মাসে কৃত ডিক্রীতে উক্তি হইল যে তাঁহারা যৌত অধিকারি রূপে রাজা নবকৃষ্ণের বিষয় লইবেন,—তথাচ রাজা নবকৃষ্ণ নিজ শেষ উইলে যে সকল নিয়ম করিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা গোপীমোহন দেবের ও রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ রাখে তদ্ব্যতিরেকে আর সকল নিয়ম তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। দ্রষ্টব্য—কন্ হি. ল পৃ. ৩১৬। মন্ট্রিওর সংগৃহীত হিন্দু-ল ঘটিত মকদ্দমাৎ পৃ. ৩৯৯।

পরে উপস্থিত দান বা উইল বিষয়ক সকল মকদ্দমাতেই প্রায় উক্ত রূপ বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় নিষ্পত্তির মর্ম্ম যথা—

॥০ সৎবংশী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামনারায়ণ দত্ত প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে দানপত্রে বিশেষ২ শর্ত্ত থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে

পারে। এবং দানপত্রে এমত নিয়ম করিয়াও যে গ্রহীতা দাতাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে, এবং ঐ দান জন্য গ্রহীতা দাতার অন্তেষ্টিক্রিয়া করিবে, কোন ব্যক্তি অন্যকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে। ২৩ জুন ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৭৭।

॥/০ মোসম্মাৎ দাসী দাসীর বিরুদ্ধে তারিণী চরণের মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশীয় কোন হিন্দু পত্নী জীবিত থাকিতেও আপনারা সমুদায় বিষয় দানপত্র দ্বারা যথা শাস্ত্ররূপে ভ্রাতাকে দিতে পারে। ৩১ জুলাই ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩ পৃ. ৩৯৭।

॥৵০ শ্রীমতী নিমু দাসীর বিরুদ্ধে জগমোহন রায়ের মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে কোন হিন্দু তৎপুত্রেরা জীবিত থাকিতে তাহাদের সম্মতি বিনা পৈতামহ স্থাবর বিষয় উইল দ্বারা দানাদি করিতে পারে। ২১ জুন ১৮৩১ সাল। নিস্পন্ন মকদ্দমাৎ বিষয়ক ক্লার্কের নোট, পৃ. ১০১ - ১১৯।

॥৶০ (মৃত) সূর্য্যকুমার ঠাকুরের পত্নী পতির উত্তরাধিকারিণী করারে এবং যে উইলের দ্বারা তিনি পত্নীকে কিছু টাকা দিয়া বক্রী সমুদায় স্থাবরাস্থাবর পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয় ভ্রাতাদিগকে দিয়া যান সেই উইল অস্বীকার পূর্ব্বক নালিসী আর্জি দাখিল করিলেন, পরন্তু উক্ত উইল উত্তম রূপে সাব্যস্ত হইল এবং আর কোন আপত্তি উপস্থিত হইল না। কন. হি. ল. পৃ. ৩৬০ ও ৩৬১।

৸০ রঘুনাথ পালের উইল বিষয়ক মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাসিক অল্প বরাদ্ধ করিয়া দিয়া স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে অসমান ভাগ করিয়া দিতে পারেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭৯, ৩৭০।

৸/০ রামহরি বিশ্বাস উইলের দ্বারা ভূমিরূপ স্থাবর বিষয়ের বারআনা প্রাণকৃষ্ণ (বিশ্বাসকে) ও চারিআনা জগমোহনকে দেন। এই উইল সাব্যস্ত ও সিদ্ধ হইল, রামহরি উইলের দ্বারা স্থাবর বিষয়ের অসমান বিভাগ করিতে পারেন কি না এ আপত্তি উপস্থিত হইল না। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭০ ও ৩৭১।

বিবেচন। অনেক উইলে দেব-সেবার বৃত্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যয় বিধান করা হইয়াছে এবং তৎসমুদায় আদালত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও নিষ্পাদিত হইয়াছে। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭২।

৸৵০ শ্রীমতী সোনা দেবী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামদুলাল সরকার ও চৈতন্য চরণ সেটের মকদ্দমাতে রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উইল সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে স্থাপিত হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করণের ও পরিবারীয় দেবসেবার উপায় বিধান করিতে কোন হিন্দুকে যে ক্ষমতা আছে ইহা আদালত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৩১—৩৩৫।

৸৶০ প্যাট্রিক্ মেট্ল্যাণ্ড ও হেনরি ডোজ সাহেবের বিরুদ্ধে দেবনাথ

সাম্ন্যাস প্রভৃতির মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইবে যে ৩৩৫৫০১ সংখ্যক টাকার বিষয়ের মধ্য হইতে ২২৬২৫০ টাকা অর্থাৎ দুই লক্ষের অধিক টাকা উইলকর্ত্তা নিজ উইলে যেমত ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিতে কহিয়াছিলেন তদনুসারে আদালত ঐ টাকা তত্তৎ কর্ম্মে ব্যয় করিতে আদেশ করিলেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭৬।

এই রূপে যে কোন রূপ উইল ও দানপত্র আদালতে গ্রাহ্য হইতে থাকিল। তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অন্যায় হওন বিষয়ে কেহ কথাটিও কহিল না। পরে সদরের বেঞ্চ সংস্কৃতশাস্ত্র বিশারদ বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেবে সুশোভিত হইলে ইনি সর্ টামস্ এসট্রেঞ্জ সাহেবের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গাদি দেশে প্রচলিত শাস্ত্রের যথার্থ মত লিখিয়া নিজ মত প্রকাশ করিলেন তদ্যথা—

কোলব্রুক সাহেবের বিবেচনা।

"কিয়ৎ বৎসর গত হইল এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইয়া তৎকালে তৎপ্রতি অনেক বিবেচনার পর এখানে ব্যবস্থাপিত হয় যে (যদ্যপি সর্ উইলিয়ম জোন্স সাহেবের উক্তিমতে হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে উইলের প্রসঙ্গ মাত্র নাও থাকে তথাপি) হিন্দুর মকদ্দমাতে উইল অবশ্য গ্রাহ্য ও সিদ্ধ হইবে. কেননা তাহা বস্তুতঃ মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দান মাত্র। যদিও হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে অনুমতি নাই তথাপি তদ্বিষয়ে কোন নিষেধও নাই; অতএব আমি বোধকরি তাহা এমত দান বিবেচ্য যাহা বিশেষ ঘটনায় (অর্থাৎ দাতার মরণে) ভবিষ্যতে কার্য্য-কারক হইবে, তাহা দান বিষয়ক সাধারণ বিধানের অধীন হইবে"। এসট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, বা. ২, পৃ. ৪১৯।

উক্ত উত্তর দেওনের অল্পদিবস পরে তিনি আরো প্রচুররূপে উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ মত লিখিলেন, তদ্যথা—

"অল্প দিবস হইল লিখনে ব্যক্ত করিয়াছি যে আমার বিবেচনায় হিন্দুদের উইল অবশ্যই দান বিষয়ক সাধারণ বিধানের অধীন হইবে। আমি বিবেচনা করি যে যে বিষয় কোন ব্যক্তি জীবন কালে দান করিলে দান সিদ্ধ হয় সেই সেই বিষয়ে ইহাও সিদ্ধ থাকিবে, অন্যতঃ থাকিবে না। আমার আরো বক্তব্য এই যে পিতা জীবনকালে বিভাগ করণের (অর্থাৎ পিতৃকৃত বিভাগের) যে সকল বিধান আছে উইলকর্ত্তা নিজ পরিবারকে যে সকল লিগাসি দেন তাহা অবশ্য ঐ সকল বিধানান্তর্গত হইবে। আমি যে ব্যবস্থা করি তাহা এই যে—কোন ব্যক্তি দানপত্র দ্বারা অথবা পৈতৃক বিষয় বিভাগে যাহা দিতে পারে না তাহা উইলের দ্বারা (যাহা আমার বিবেচনায় মৃত্যুর আশঙ্কায় দান বই নয়) অপরকে অথবা স্বসম্পর্কীয়কে দিতে পারে না। এবিষয়ে যতদূর বলা যাইতে পারে তাহা এই যে—কোন ব্যক্তি বিভাগে অথবা জীবিত অবস্থায় দান রূপে যাহা দিতে বা করিতে পারে উইলের দ্বারা তাহাই দিতে বা করিতে পারে। যাহা দিতে উইলকর্ত্তার

ক্ষমতা আছে উইলকে তদ্বিষয়ক দান বিবেচনা করিয়া, এবং সে যাহা বিভাগে ভাগ করিয়া দিতে পারে কিন্তু দান করিতে পারে না উইলকে তদ্বিষয়ে পৈতৃক ধন বিভাগ রূপ জ্ঞান করিয়া, উইলের যত শক্তি হইতে পারে তাহা স্বীকার পূর্ব্বক ইহা লিখিত হইল"।

"আমি যে ব্যবস্থা কহিলাম তদনুসারে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু স্বোপার্জ্জিত সমুদয় দিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পুত্র স্বত্বে পৈতামহ ধন স্বেচ্ছানুসারে দিতে প্রতিবিদ্ধ হইবে। যে যে প্রদেশে মিতাক্ষরার মত প্রবল তাহাতে কোন হিন্দু স্থাবর ধন দিতে এবং স্বাধিকৃত ধন শাস্ত্রের বিধান ভিন্ন অন্য রূপে পুংসন্ততির মধ্যে বিভাগ করিতে প্রতিষিদ্ধ। এতাবতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ রূপে স্থাবর ধন বিভাগ করণে সে নিবারিত হইবে। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ অস্থাবর ধন শাস্ত্রের অনুমত্যনুসারে দিতে পারে, তথাচ তৎসর্ব্বস্ব দিতে পারে না"।

"সংক্ষেপতঃ, যদি পুত্র অথবা পুংসন্ততি না থাকে, এবং বিষয় সমদায়াদগণের সহিত ভাগে না থাকে, তবে কোন ব্যক্তি সাধিকৃত সকল ধন (তাহা পৃথক্ ও ভিন্ন হওয়াতে) ইচ্ছানুসারে উইলের দ্বারা দিতে পারে। সমদায়াদ থাকিলে যৌত বিষয়ের নিজ অংশ সমুদয় দান করিতে পারে না; এবং পুত্র থাকিলে স্বাধিকৃত সমস্ত বিষয় দান করিতে পারে না"। এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল, বা. ২, পৃ. ৪২৩ ও ৪২৪।

এই ব্যবস্থা যথার্থতঃ শাস্ত্রসম্মত, এতদনুসারেই কার্য্য হওয়া উচিত ছিল; পরন্তু তাহা হওয়ার সময় বহিয়া গিয়াছিল। পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বিষয়ক অনেক দানপত্র ও উইল তৎপূর্ব্বে গ্রাহ্য ও সিদ্ধ হইয়া তদ্দ্বারা—"কৃত হইলে সিদ্ধ"—এই মত এমত প্রগাঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহা তখন লড়ান দুষ্কর, এমত যে কোলব্রুক সাহেব নিজেই ইহা দেখিয়া যে তাঁহার ব্যবস্থাপিত মত পুনঃস্থাপিত হওয়া অতি কঠিন, অনন্তর সর্ টামস এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবকে লিখিত লিখনে তৎকালীন প্রচলিত আচার ব্যবহারের ও নিষ্পত্তিপত্রের অনুসারে নিজ মত মতান্তর করিলেন, উক্ত লিখনের সংক্ষেপ যথা।—

"নিষ্পন্ন মকদ্দমা সকল বিবেচনায় ও তাহা হইতে যাহা নিষ্কর্ষ হইতে পারে তাহা বিবেচনায় এবং ঐসকল নিষ্পত্তিপত্রেতে যে মত স্থিরীকৃত হইয়াছে তদ্বিবেচনায় হিন্দুদের উইল বিষয়ে আমার লিখিত চিঠির ঐ অংশ শোধন করার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে যাহাতে আমি কহিয়াছি যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু স্বার্জ্জিত সমস্ত বিষয় উইলের দ্বারা দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পৈতামহ বিষয় সন্তানদিগের মধ্যে যথেচ্ছাচারে ভাগবিলি করিতে তাহাকে নিষেধ আছে। দায়রূপ ধন সন্তানদের মধ্যে রীতিমত বিভাগ করিতে গেলে তাহাকে ঐ নিষেধ মানিতে হইবে ইহা যথার্থ, এবং প্রকাশ্য কোন বিচার-নিষ্পত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবিধান নির্ব্বল হয় নাই। কিন্তু যে দান পত্র দ্বারা পৈতামহ বিষয় অসমান রূপে দেওয়া হয় (অথবা আর

আর পুত্রকে অত্যল্প জীবিকা দিয়া এক পুত্রকে দেওয়া হয়) তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্বতন জজেরা প্রগাঢ় ফয়সলার দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন; এবং অবগতি হইয়াছে যে ভূয় ভূয় মকদ্দমাতে হিন্দুদের কৃত উইল (যদ্দ্বারা পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত ধন উইলকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে দত্ত হইয়াছে) সুপ্রীম-কোর্ট স্থিরতর রাখিয়াছেন"।

"ইহা আমার নিকট অসঙ্গত বোধ হইতেছে যে কোন পুরুষ বিভাগে যাহা করিতে পারে না, তাহা দান বা উইলের দ্বারা করিতে পারে। এবং যদি (বিষম বিভাগকে) বিভাগ না বলিয়া দান ছলে সহজে বিভাগ বিষয়ক সমস্ত বিধান এড়ান যাইতে পারিত তবে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ক বিধানসকল করিতে কষ্ট স্বীকার করিতেন না। পরন্তু যেহেতু একথা এখানে স্থির হইয়া গিয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে আমি যাহা কহিয়াছি তাহা মতান্তর করা আবশ্যক;—"বঙ্গদেশীয় হিন্দু (পুরুষ) নিজ অধিকৃত বিষয় তাহা সংক্রান্ত বা স্বার্জ্জিত হউক উইল বা দানপত্র দ্বারা দিয়া যাইতে পারে; এবং ঐ দান বা লিগাসি, তাহা পুত্রের বা অপরের প্রতি হউক, শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত বা সদোষ হইলেও স্থিরতর থাকিবে"। ২২ জুলাই, ১৮১২ সাল। দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল, বা. ২, পৃ. ৪২৫ ও ৪২৬।

যদ্যপি কোলব্রুক সাহেব উক্ত মতের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট হেতুবাদ পূর্ব্বক উক্তি করিয়া পরে কেবল নিষ্পত্তিপত্র সকলের অনুরোধে মাত্র ঐ মতে সম্মতি দেন, তথাপি তৎসম্মতিতে ঐ মত নির্ব্বিবাদ রূপেই প্রায় স্থাপিত হইয়া গেল। অনন্তর সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব বিশিষ্ট হেতুবাদে শাস্ত্রের অর্থবাদ পূর্ব্বক উক্ত মত দূষিয়া তাহা অশাস্ত্রীয় জানাইয়াছেন বটে,* কিন্তু তাহা বৃথা হইয়াছে; তৎকালে ঐ মত এমত প্রবলরূপে

---

* মেকনাট্‌ন সাহেবের কতিপয় হেতুবাদ ও তৎকথিত শাস্ত্রার্থ যথা—, পৈতামহ স্থাবর ধনে পিতার যে স্বত্ব তাহা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত: (শাস্ত্রের) উক্তি এই যে বর্ত্তমান অধিকারির পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র যদি অধিকার-ধ্বংসক শারীরিক ও মানসিক দোষে দুষ্ট না হয় তবে তজ্জন্যে ঐ বর্ত্তমানাধিকারির সহিত তাহাদের তুল্য স্বামিত্ব; এমত যে বিশেষ ও আবশ্যক অবস্থায় ভিন্ন তাহাদের অনুমতি বিনা ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে অথবা এক সন্তানকে অন্যাপেক্ষা অধিকাংশ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই। তাবৎ প্রকার অস্থাবর বিষয় তাহা স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক, এবং ধনির স্বার্জ্জিত বা উদ্ধৃত স্থাবর বিষয়, ধনী যেমত উচিত বিবেচনা করে তদ্রূপে হস্তান্তর বা বিলি করিতে পারে, কেবল তাহাতে ধর্ম্মের দ্বারে দায়ী হইতে হয় মাত্র। পরন্তু যেহেতু পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে পিতার অধিকার এই রূপে সঙ্কুচিত আছে, এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে উইলের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, অতএব (শাস্ত্রের) সঙ্গতির নিমিত্তে এই হইতে পারে যে যেস্থলে তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সে স্থলে তাহা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য ও উল্লিখিত নিয়ম সকল অগ্রাহ্য হইবে; নতুবা কোন ব্যক্তি জীবন কালে যে দানাদি করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে না তাহা মৃত্যুর পর কার্য্যকারক করাইতে যোগ্য হইবে। উইল কেবল কোন ব্যক্তির বাসনা বোধক বৈধ উক্তি মাত্র, যাহা সে বাঞ্ছা করে যে তাহার মৃত্যুর পর কার্য্যে পূর্ণ হয়। কিন্তু যাহা

প্রচলিত হইয়াছিল যে তাহা বিচলিত করা দুঃসাধ্য; প্রত্যুত্ত তিনি ঐ মতকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলাতে তাহা সদরদেওয়ানীর ও সুপ্রীমকোর্টের জজ-

---

শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহা বাসনা করিলে তদুক্তিকে ঐ ব্যক্তির বাসনার বৈধ উক্তি বলা যাইতে পারে না। মৃত্যুর আশঙ্কায় দান হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আইনে উইলের যে অর্থ বুঝায় তাহা হিন্দুদের ব্যবহারে মোটে জ্ঞানিত নয়; এবং তাদৃশ দান সেই সেই অবস্থাতেই কেবল সিদ্ধ হইতে পারে যে যে অবস্থাতে সাধারণ দান সিদ্ধ বিবেচিত হয়। যাহা জীবিতদের মধ্যে হইতে পারে না, তাহা উইলের দ্বারাতেও হইতে পারে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২—৪।

রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমাতে (যাহা ১৮১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন হয়) পিতার ক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়াতে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ও মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট আর কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিত নরহরির নিকট এবং ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের পণ্ডিত রামজয়ের নিকট এই প্রশ্ন করা হয় যে—"এক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিতে সমস্ত স্থাবরাস্থাবর পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয় কনিষ্ঠ পুত্রকে দান করে। বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে এমত দান সিদ্ধ কি না; যদি অসিদ্ধ হয় তবে তাহা রদ হইবে কি না?"

এতদ্বিষয়ে উপরি উক্ত চারি পণ্ডিতের স্বাক্ষরে যে উত্তর প্রাপ্তি হইল, তদ যথা—"জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিতে পিতা যদি কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার সমস্ত স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় এবং পৈতামহ সমস্ত অস্থাবর বিষয় দেন, তবে ঐ দান সিদ্ধ, কিন্তু তিনি অধর্ম্ম করেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনকালে পিতা নিজ কনিষ্ঠ পুত্রকে পৈতামহ স্থাবর বিষয় সমুদায় দেন, তবে তাদৃশ দান সিদ্ধ নয়। অতএব যদি তাহা দেওয়া হইয়া থাকে তবে তদ্দান অবশ্য রদ হইবে। পণ্ডিতদিগের পরামর্শ এই যে তাহা অবশ্য রদ হইবে যেহেতু তাদৃশ দান আদৌ অসিদ্ধ কেননা তিনি (অর্থাৎ পিতা) পুত্রদের মধ্যে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগও করিতে পারেন না।—কারণ তিনি সমস্তের প্রভু নহেন; যেহেতু শাস্ত্রের বিধান এই যে পিতা অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহার উদ্ধৃত নয় এমত পৈতামহ ধন পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে. যেহেতু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে তাদৃশ ধন পুত্রদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, পাছে অনন্তর জাতপুত্র আপনার অংশে বঞ্চিত হয়; এবং যেহেতু সন্তান জীবিত থাকিলে পৈতামহ বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব নাই"।

উক্ত মতের পোষকতায় ধৃত প্রমাণ—১ দায়ভাগ ধৃত বিষ্ণু বচন—'স্বার্জ্জিত বিষয় বিভাগ তাঁহার ইচ্ছানুসারি'। ২ দায়ভাগ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"মণিমুক্তা প্রবালাদি সমস্ত অস্থাবর বিষয়ের প্রভু পিতা। ৩ দায়ভাগ—'মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বিষয় পিতামহ হইতে অধিকৃত হইলে এবং পিতৃ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত না হইলেও স্বার্জ্জিত ধনের ন্যায় তাহাতে পিতার প্রভুত্ব আছে'। ৪ দায়ভাগ—'কিন্তু তাহা যদি পিতামহ হইতে অধিকৃত স্থাবর ধন হয় তবে তাহাতে তাদৃশ প্রভুত্ব নাই, যেহেতু তাহাতে পিতা পুত্রের সমান স্বামিত্ব। এমত অবস্থায় পিতার যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্ব নাই। যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্বের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন ইচ্ছানুসারে দানাদির যোগ্যতা'। ৫ দায়ভাগ—'যেহেতু সমস্ত ধনে পিতার প্রভুত্ব এক কারণ কথিত হইয়াছে; এবং (যেহেতু) তাহা পৈতামহ ধনে হইতে পারে না, অতএব পিতৃকৃত বিষম বিভাগ তাঁহার স্বার্জ্জিত বিষয়েই কেবল ধর্ম্ম্য। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত উক্ত উক্তির টীকা যথা—যদিও পিতামহ-সক্রান্ত সকল ধনের যথার্থতঃ (স্বত্ববান্) প্রভুই পিতা, তথাপি ঐ শব্দের এস্থলে অভিপ্রেত অর্থ শুদ্ধ

দিগের লেখনী দ্বারা আরো দৃঢ় ও প্রবল হইল। সুপ্রীম কোর্টে এমত দৃষ্ট হওয়াতে যে মেকনাটন সাহেবের উক্ত উক্তি আদালতের বিজ্ঞাপ্তিপত্র

স্বামিত্ব নয়, কিন্তু ইচ্ছাক্রমে ধন দানাদি করিতে যোগ্যতা; পরন্তু পৈতামহ বিষয়ে পিতার তাদৃশ প্রভুত্ব নাই। পৈতৃক বিষয় অপর কর্তৃক হৃত হইলে এবং অন্য দায়াদ বা তাঁহার নিজ পিতৃকর্তৃক উদ্ধৃত না হইলে যদি পিতা তাহা উদ্ধার করেন তবে ইচ্ছা না হইলে তাহার ভাগ পুত্রাদিগকে দিবেন না যেহেতু বস্তুতঃ তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। এস্থলে মনু ও বিষ্ণু ইহা বলাতে যে—'ইচ্ছা না হইলে" তাহার ভাগ দিবেন না যেহেতু তাহা তাঁহার স্বার্জ্জিত'—বোধ হয় তদ্দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে স্বার্জ্জিত নয় (অর্থাৎ উদ্ধৃত নয়) যে পৈতামহ ধন তাহার বিভাগ পিতার অনিচ্ছাতে পুত্রদের মধ্যে হইবে। ৭ দায়ভাগ—'মাতার রজো নিবৃত্তি হইলে এই কথা পৈতামহ ধন বিষয়ক; যেহেতু রজো নিবৃত্তি হইলে তদগর্ভে আর সন্তান জন্মিতে পারে না, অতএব তৎকালে পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে; তথাচ তাহা পিতার ইচ্ছাতে হয়। কিন্তু মাতার পুত্র জনন সম্ভাবনা থাকিতে যদি পৈতামহ বিষয় বিভাগ হয়, তবে তৎপরে জাত পুত্র বৃত্তিতে বঞ্চিত হইবে, তাহা উচিত নয়, কেননা বচন আছে যে—"যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, এবং যাহারা গর্ভস্থিত, সকলেই জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদের বৃত্তিলোপ, বিগর্হিত কর্ম্ম"। শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃত্তিলোপের অর্থ পৈতামহধনের অংশে বঞ্চিত হওয়া। দ্বৈতনির্ণয়—'যদি (পুং) সন্ততি থাকে তবে পৈতামহ ধনে পিতামাতার প্রভুত্ব নাই; এবং 'তাঁহাদের প্রভুত্ব নাই' এই কথা বলাতে, তাঁহারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে'। মেধাতিথি ধৃত বিজ্ঞানেশ্বরের উক্তি—'স্বামিত্ববিহীনের কৃত বিক্রয় ও স্বামির বিনা অনুমতিতে কৃত দানাদি প্রভুবিরোধক কর্তৃক অসিদ্ধ হইবে। স্বামিত্ব বিহীন -এই কথার অর্থ—যথেষ্ট বিনিযোগে যোগ্যতাহীন"। নারদ বচন—'অপ্রাপ্ত ব্যবহার-কর্তৃক অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্তৃক যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা অবশ্যই অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে'; স্মৃতি বিশারদেরা এই রূপ উক্তি করিয়াছেন।

উক্ত ব্যবস্থা তৎ পোষকতাতে ধৃত প্রমাণসমূহ সম্বলিত সম্পূর্ণ রূপে এই কারণে লিখিলাম যে উক্ত বিষয়ে যত মত লিখিত হইয়াছে, ইহা তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হইতেছে। পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের দানাদি অসিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলাতে শাস্ত্রকে অকর্ম্মণ্য লেখ্য রূপ অপবাদ হইতে রক্ষাকরা হইয়াছে, এবং যে বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ও স্পষ্ট রূপে পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব থাকা কহিয়াছেন তাহাতে পিতার যথেচ্ছাচারের অধীনত্ব হইতে পুত্রকে রক্ষা করা হইয়াছে। সমুদয় দৃষ্টে বোধ করি যে দায়ভাগের উক্তি যাহা এতদ্ বিষয়ে উত্থিত সকল সন্দেহের ও দ্বিধার আকর তদ্দারা যেস্থলে দানাদি করণে ক্ষমতা অন্য বচনে স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হয় নাই সেস্থলেই কেবলং বিবেচনা হয় যে বিষয় দানাদিতে যথাশাস্ত্র ক্ষমতা হইতে পারে। এতাবতা বঙ্গদেশে কোন পুরুষ স্বোপার্জ্জিত অথবা পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ পুত্রদের মধ্যে করিতে পারে, কেননা যদ্যপি উক্ত হইয়াছে যে নিজ জীবন কালে কৃত বিভাগে পিতা যথেষ্ট কারণ বিনা এক পুত্রকে বিশেষ অথবা বিভাগে নিরাস করিবেন না তথাপি যেহেতু স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পিতা সমস্ত অস্থাবর ধনের ও স্বার্জ্জিত ধনের প্রভু, অতএব "কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা শত বচনেও পরিবর্ত্তিত হয় না" এই কথা বিধির ব্যতিক্রমে কৃত কর্ম্ম সিদ্ধি বিষয়ে এই স্থলে খাটে, যেহেতু যেমত প্রমাণ্য বচনে তাদৃশ কর্ম্ম গর্হিত উক্ত হইয়াছে তাদৃশ প্রমাণ্য বচনেই পিতার অসীম ক্ষমতা থাকা কথিত হইয়াছে। ভারত বর্ষের আর আর দেশে যাহাতে "কৃত হইলে সিদ্ধ' এই মত চলে না তথায় ঐ নিষেধ সম্পূর্ণ রূপে প্রবল, যেকোন রূপ নিষিদ্ধ হস্তান্তর শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে। মেক. হি. ল. পৃ. ১০—১৪।

সমূহে সংস্থাপিত মতের বিপরীত, এবং তজ্জন্য উক্ত মত যথাশাস্ত্র হওন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, সুপ্রীমকোর্টের জজেরা সদর আদালতের জজদিগকে এক চিঠী লিখিয়া তাহাতে নিম্ন লিখিত (দুই) প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করেন—

প্রথম। সদর দেওয়ানী আদালতের (স্থিরীকৃত) মতানুসারে পুত্রবান্ হিন্দু পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে কি না?

দ্বিতীয়। পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পিতা সক্ষম, কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রীমকোর্ট যে লিপি প্রাপ্ত হইলেন, তদ্‌যথা—

"হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সদর দেওয়ানী আদালতের স্থিরীকৃতমত জিজ্ঞাসাত্মক লিপি প্রাপ্তে আমরা সম্মানিত হইলাম।"

"জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনান্তে আমাদের সকলের রায় এই যে এ আদালতের নিষ্পত্তির ও লোকের আচার ব্যবহারের অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে মত স্থিরীকৃত ও স্থাপিত হইতে পারে তাহা এই যে—পুত্রবান্ হিন্দু (পুরুষ) পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে; অপিচ পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।"

"অপিচ আপনকারদের চিঠীতে উল্লিখিত ১৮১৬ সালে নিষ্পন্ন মকদ্দমাতে জজেরা যে রায় লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব নিষ্পত্তি যে মত-মূলক আমাদের বিবেচনায় তাহার বাধক বা বিপরীত নহে*। ২ সেপ্‌টেম্বর ১৮৩১ সাল।

স্বাক্ষর—এ. রাস, সি. টী. সিলী, আর. এইচ্. রাট্রে, এইচ্ শেক্‌সপিয়র, এস্. এইচ্. টরনবুল্ (সাহেবান)।

ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের রিপোর্ট, পৃ. ১১১।

এই চিঠী প্রাপ্তে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ গ্রে সাহেব যে মত লিখিলেন তদ্‌যথা—

---

* এই উপলক্ষে উক্ত আদালতের চতুর্থ জজ শ্রীযুক্ত হেন্‌রি সেক্‌স্পিয়র সাহেব শাস্ত্র বিষয়ে নিজ মতের বিস্তাররূপ এক মিনিট লিখিলেন। এই মিনিটের শেষভাগে উপরি প্রকটিত ১৮১২ সালের ২২ জুলাই তারিখের চিঠির শেষ পারাগ্রাফে কোলব্রুক সাহেবের লিখিত মত তুলিয়া উক্ত জজ সাহেব সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক কহিয়াছেন—"এক্ষণে আমি বিবেচনা করি যে মেস্তর হেন্‌রি কোল্‌ব্রুক সাহেবের মত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রামাণিক; পরন্তু যদি বোধ করা যায় যে অন্য ব্যক্তিরাও তত্তুল্য উত্তম রূপে অধীত, তথাপি শাস্ত্র জ্ঞানে অথচ এত বৎসর এই আদালতের প্রধান জজ থাকাতে জ্ঞাত অনুশীলন ও অনুভব কালব্রুক সাহেবের এই দুই গুণের প্রতিযোগী কেহই হইতে পারে না।—ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের নোট পৃ. ১১১।

"আমাদের সম্মুখে ভারি এক দলীল) অর্থাৎ হিন্দু ল অনুসারে এই বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা লিখনের প্রার্থনায় উক্ত আদালতের জজদিগকে এ আদালতের জজেরা যে চিঠী লিখেন তদুত্তরে তথাকার পাচ জন জজের স্বাক্ষরিত লিখন) উপস্থিত হইয়াছে। সদর দেওয়ানীর জজদিগের ঐ লিখন প্রাপ্তির পর আমরা এমত বলিতে পারি না যে, মেস্তর উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেবের পুস্তকে এ বিষয়ে যে মত লিখিত আছে তাহা বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্র বলিয়া উক্ত আদালতে ব্যবহৃত হইবে। ঐ মত যে হিন্দুদের সাধারণ শাস্ত্রসম্মত অত্র সন্দেহ নাস্তি; পরন্তু বঙ্গদেশে অন্য আচরণ প্রবল হইয়াছে, তথাচ মেক্‌-নাটন সাহেবের পুস্তককে আমি যেরূপ প্রামাণ্য জ্ঞান করি তাহার ন্যূনতা কোনক্রমে হয় নাই, ঐ পুস্তকে বিস্তর অনুসন্ধান আর অত্যন্ত পাকা মত পাওয়া যায়, এবং তাহা অত্যন্ত উপকারি বলিয়া সর্ব্বদা আদৃত হইবে"।

জজ ফ্রাঙ্কস্ সাহেব প্রধান জজের মতে মত দিলেন।

জজ রায়ন সাহেব রায় লিখিলেন যথা—'আমি এ আদালতের মতে সম্মত। এ বিষয়ে যে শাস্ত্রীয় বিধান তাহা এক্ষণে চূড়ান্ত রূপে সংস্থাপিত বিবেচনা করা উচিত। এই মতের সংস্থাপন কাল হইতে মেকনাটন্ সাহেবের পুস্তক প্রকাশ পর্য্যন্ত এ আদালতের নিষ্পত্তিসকল একরূপই হইয়া আসিয়াছে, এবং ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে কিয়ৎ কাল আমরা তাঁহার উক্তি ক্রমে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। অগ্রে আমি-ই ভ্রমে পতিত হইয়া ইজেক্টমেন্ট মকদ্দমায় এক ব্যক্তিকে কেবল তাঁহারই শাস্ত্রোক্তির উপর নন-স্যুট করিয়াছি। কিন্তু অনন্তর বিবেচনায় বোধ হইল যে আমি ভ্রম করিয়াছি। তাঁহার পুস্তক হইতে এই সকল সন্দেহ উত্থিত হওয়ার কিঞ্চিৎকাল পরে এই মকদ্দমা দরপেশ হয়। এবিষয়ে আদালত উভয় পক্ষের কৌন্সলিদের কর্ম্মণ্য ও পরিশ্রমসম্পন্ন বাদানুবাদের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং জজেরা অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক এবিষয়ে প্রণিধান করিয়াছেন, ও তাঁহারা এ আদালতের পূর্ব্ব নিষ্পত্তি সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন; এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান আদালতের পাচ জন জজের ঐক্যীকৃত মত প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সকল অবস্থাতে এই আদালতের জজেরা ঐক্যমতে স্থির করিতেছেন যে মেস্তের উইলিয়ম মেক্‌নাটনের পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে এ আদালতের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আর নাই, এবং এ আদালতের সংস্থাপনাবধি যে মত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে আদালত ফিরিয়া সেই মতাবলম্বী হইলেন। অতএব ভরসা করি যে এ বিষয় এক্ষণে চূড়ান্ত রূপে স্থিরীকৃত হইল। ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের নোট, পৃ. ১১৮।

গ্রে, ফ্রাঙ্কস্, ও রায়ন জজ (সাহেবান্)।

এতদ্ব্যতিরেকে বিবেচ্য এই যে আদালতের গ্রাহ্য হওয়া বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা

কতিপয় পরীক্ষা এবং মনোনীত করিয়া নজীর রূপে হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র বিষয়ক নিজ গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামে মুদ্রিত করাতে বোধ হইতেছে সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব হিন্দুর উইল শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া যে মত লিখিয়াছিলেন তাহা নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন। বিজ্ঞবর সাহেব কহেন—"উইল ও মমুর্ষুর নিয়মপত্র যে কি তাহা হিন্দুরা জানে না"—তাঁহার এই উক্তির প্রতি বাচ্য এই যে তাঁহার বর্ণনানুসারে উইলের অর্থ—'কোন ব্যক্তি নিজ মরণের পর যাহা কৃত হইবার ইচ্ছা করে তাহা বই নয়'। এবং কোলব্রুক সাহেব হিন্দু উইলের বর্ণনায় কহেন 'তাহা বস্তুতঃ নিজ নিধন ভাবনায় দান মাত্র'। পরন্তু ৩৫১ সংখ্যক ব্যবস্থার প্রমাণে যে প্রমাণগুলি ধৃত হইয়াছে তাহা এতদুভয়ার্থাত্মক, এবং ঐ সকল প্রমাণে ও বক্ষ্যমাণ নারদ বচনে হিন্দু ধন-স্বামিকে নিজ ধন স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত নারদ বচন যথা 'স্বভাগান্ যদি দদ্যুস্তে, বিক্রীণীয়ুরথাপি বা। কুর্য্যুর্যথেষ্টং তৎসর্ব্বং ঈশাস্তে স্বধনস্যবৈ"। অর্থাৎ তাহারা যদি নিজ২ অংশ দেয় অথবা বিক্রয় করে, ঐ সকল যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, কেননা তাহারা স্ব ধনের প্রভু। দ্রষ্টব্য পৃ. । অপিচ দৃষ্ট হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (যিনি বঙ্গদেশীয় মান্যতম গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে এক জন) বক্ষ্যমাণ পংক্তি দ্বারা মরণান্তে দানাদি কর্ম্মণ্য হওনের এক প্রকার বিধান করিয়াছেন, তদ্যথা,—"যত্তু পুত্রাণাং সম্ভাব্যমানানুভাবিক কলহ নিরাকরণার্থং পিতা তত্তদংশানবধার্য্য পুনস্তেষু স্বয়মধিকরোতি ন তত্র বিভাগঃ, পিতুরুপেক্ষা বিরহেণ তৎ স্বসত্ত্বস্যৈব বিদ্যমানত্বাৎ, তেন তত্র বিভাগ প্রয়োগো ভাক্তএব" (দ্রষ্টব্য দা. ভা. টী. পৃ. ২৯)। এবঞ্চ দায়-তত্ত্ব টীকায় ধৃত বক্ষ্যমাণ বচনেও হিন্দু উইলের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তদ্যথা,—"ঋণে কৃষৌ নিবন্ধেঽংশে প্রাগবিধানেঽন্যকর্ম্মসু। যদ্যন্নির্দ্ধারিতং পিত্রা মৃতে তস্মিন্ সুতান্ বিশেৎ"। অর্থাৎ ঋণ, কৃষি, নিবন্ধ, অংশ, প্রাগ্‌বিধান এবং অন্যান্য কর্ম্মেতে পিতা যাহা নিদ্ধারণ করেন তিনি মরিলে তাহা পুত্রদিগকে বর্ত্তে। এতাবতা উইল বা মুমূর্ষু দানাদির নিয়ম উপরি উল্লিখিত বচনাদির অন্তর্গত ও তাহাতে ইঙ্গিত হওয়াতে বিজ্ঞ-বর সংগ্রহকারের উক্ত্যনুসারে উইল হিন্দু-শাস্ত্রে এককালে নাই এমত নহে।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক শূদ্রের পুত্রসন্তান ছিল না, সে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া, অবিবাহিতা অন্য কন্যা ও পত্নী জীবিতা থাকিতে আপনার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় ঐ জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে দান করিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায়, ঐ দানপত্র দ্বারা দত্ত বস্তু গ্রহিত্রী সম্পূর্ণ অধিকারিণী রূপে ব্যবহার করিতে যোগ্যা কি না? যদি যোগ্যা, তবে ঐ বিষয়ের কিয়দংশ নিজ ভগিনীকে দান করিতে ক্ষমতা রাখে কি না, ও তাদৃশ দান শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?

পত্নী ও অবিবাহিতা কন্যা জীবিতা থাকিতেও বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে স্থাবরাস্থাবর সমুদয় বিষয় বিবাহিতা দুহিতাকে কৃত দান শাস্ত্রসিদ্ধ।

উত্তর। ঐ পুত্রসন্তানহীন শূদ্র এক অবিবাহিতা কন্যা ও পত্নী থাকিতে যদি বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে ভূম্যাদি সমুদায় বিষয় দিয়া থাকে, তবে ঐ দান সিদ্ধ ও শাস্ত্র-সম্মত বিবেচনা করিতে হইবে। এই মতের প্রমাণ দায়ভাগে লিখিত আছে।—"এক পুরুষ হইতে জাত অনেক ব্যক্তিরা যদি ক্রিয়া ও কর্ম্ম পৃথক হয় এবং তাহাদের কর্ম্ম কার্য্য ও ব্যবহার পৃথক্ হয়, এবং তাহারা যদি বিষয় কর্ম্মে এক-মত না হয়, তবে তাহারা নিজ নিজ অংশ দান বা বিক্রয় যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, কেননা তাহারা নিজ ধনের প্রভু॥—নারদ*।

ঐ গ্রহীত্রী যদি দানে প্রাপ্ত বিষয়ের কিয়দংশ তাহার অবিবাহিতা ভগিনীকে দিয়া থাকে তবে তদ্দানও সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রমাণ।—দায়ভাগ ধৃত কাত্যায়ন বচন—"বিবাহিতা বা অবিবাহিতা দুহিতা নিজ পতির বা পিতার গৃহে কিম্বা পতির অথবা পিতামাতার স্থানে যাহা প্রাপ্তা হয়, তাহা সৌদায়িক দান কথিত হইয়াছে। যে স্ত্রীরা তাদৃশ দান প্রাপ্তা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বাধীনত্ব আছে, যেহেতু তাহা তাহাদের ভুক্তি এবং অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে তৎকুটুম্ব কর্ত্তৃক দত্ত, সৌদায়িক রূপে দানপ্রাপ্ত বিষয় স্থাবর হইলেও তাহা ইচ্ছাক্রমে দান ও বিক্রয় করিতে স্ত্রীদের সর্ব্বদা অধিকার থাকা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উপরি লিখিত মত হইতে প্রকাশ যে ঐ গ্রহীত্রী পিতা হইতে প্রাপ্ত ধন অবিবাহিতা ভগিনীকে দিতে ক্ষমতাবতী ছিল। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের, এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মতানুমত।

জিলা মৈমনসিংহ। ১৮ জানওরি ১৮২৩ সাল। মেক্. হি ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৯ (পৃ. ২২৭ ও ২২৮)।

প্র.। কোন ব্যক্তি (পুত্রবতী অথবা সন্তানহীনা) ভগিনী থাকিতে, বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পৈতামহ স্থাবর বিষয় জ্ঞাতিকে দান করিতে পারে কি না? ঐ ধনি যদি নিজ বিষয় দানাদি না করিয়া এবং পুত্রসন্তান না রাখিয়া মরিয়া থাকে তবে এমত অবস্থায় তদ্বিষয় তাহার ভগিনী ও ভাগিনেয় এবং জ্ঞাতির মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে?

* যদ্যপি বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে পিতা নিজ বিষয় সমুদায় দানাদি করিতে যোগ্য, তথাপি যদি অসংস্কৃত অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যা থাকে, অথবা তৎপরিবার যদি অন্নাচ্ছাদন ও আবশ্যকদ্রব্যাভাবে ক্লেশ পায় তবে তাহাতে অধর্ম্ম হয়। সন্তানের সংস্কার ও পরিবারের পালন গৃহির অবশ্য কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করে সে অধর্ম্ম-ভাগী হয়, তাহা মনু স্পষ্টতঃ কহিয়াছেন—"যে ব্যক্তি যথাকালে কন্যার বিবাহ না দেয় সে নিন্দিত, যে ব্যক্তি যথাকালে স্ত্রী সংসর্গ না করে সে নিন্দিত এবং পিতার মরণান্তে যে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে সেও নিন্দিত"।

ভগিনী ও ভাগিনেয় থাকিতেও সমুদয় বিষয় দান করা যাইতে পারে ভগিনীর অধিকার নাই, কিন্তু ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না থাকিলে ভাগিনেয় অধিকারী হয়।

উ.। ভগিনী বা ভগিনীর পুত্র থাকিতে পৈতৃক স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে ধনিকে শাস্ত্রে নিষেধ নাই; এতাবতা ঐ দাতা নিজ জ্ঞাতিকে দান করিতে সক্ষম ছিল, এবং তদ্দান সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। সন্তানহীন ধনী যদি দানাদি না করিয়া ভগিনী ও ভগিনীর পুত্র ও জ্ঞাতি রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ঐ ভগিনী অবিবাহিতা হইলে বিবাহোপযুক্ত ধন পাইতে অধিকারিণী, ইহা বই মৃত ভ্রাতার বিষয়ে তাহার আর দাওয়া নাই। ঐ মৃত ব্যক্তির যদি ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না থাকে, তবে ভাগিনেয় তদ্ধনাধিকারী, যেহেতু সে পার্ব্বণ পিণ্ড দানদ্বারা ঐ মৃতের পূর্ব্ব পুরুষের উপকার করে।

প্রমাণ—

নারদঃ—"তাহারা নিজ নিজ অংশ দিউক বা বিক্রয় করুক যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, যেহেতু তাহারা স্বস্ব ধনের প্রভু"॥

"স্থাবর ও দ্বিপদ স্বোপার্জ্জিত হইলেও" ইত্যাদি।

এতাবতা, যেহেতু দান বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, (অতএব) তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয়, কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না; যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা যাইতে পারা যায় না।

ভগিনীর অধিকার নিম্ন লিখিত বচনে অস্বীকৃত হইয়াছে।

"ধন যজ্ঞার্থে বিহিত, অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে প্রযুজ্য, স্ত্রীতে ও মূর্খে ও বিধর্ম্মিতে প্রযুজ্য নয়"।

স্ত্রী—পদে অপুত্র মৃত ব্যক্তির পত্নী, দুহিতা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ব্যতিরিক্ত স্ত্রীমাত্র বোধ্য।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২১ জুন ১৮ ৩ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চা ৮, মকদ্দমা ২০ (পৃ. ২২৮—২৩০)।

প্র.। এক ব্যক্তি কোন ভূমি সম্পত্তির ক্রেতার নামে এবং ঐ বিষয়ের বিক্রেতা নিজ ভ্রাতার নামে তদ্বিষয়ের এক তেহাইর দাবীতে নালিশ করিয়া ঐ মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিরোধীয় বিষয়ে আপনার যে স্বত্ব তাহা এক দানপত্র দ্বারা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতৃপুত্রকে অর্থাৎ বিক্রেতা ভ্রাতার পুত্রকে দান করিল। এমত অবস্থায়, উক্ত দানপত্র সম্পূর্ণ ও কর্ম্মণ্য কি না; এবং ঐ দানপত্র বলে উক্ত অপ্রাপ্তব্যবহারের ওসী বাদির মত ঐ বিষয়ের নিমিত্তে মকদ্দমা চালাইতে ক্ষমতান্বিত কি না?

বাদী যে বিষয়ের নিমিত্তে অভিযোগে প্রবৃত্ত তাহা দান করিতে পারে, এবং গ্রহীতার ওসী ঐ

উ.। যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ বাদী সম্পূর্ণ জ্ঞানাপন্নাবস্থায় বিরোধীয় বিষয়ে আপনার যে স্বত্ব তাহা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতৃপুত্রকে দান করিয়া ও দানপত্র

অভিযোগ চালাইতে ক্ষমতাবান্‌।

লিখিয়া দিয়া পরে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তদ্দানপত্র শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ; ঐ দানপত্র বলে অপ্রাপ্তব্যবহার গ্রহীতার ওসী তাহার বিষয়াধ্যক্ষ রূপে বিরোধীয় বিষয়ের নিমিত্তে মকদ্দমা চালাইতে পারে।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। ৩১ মে, ১৮২১ সাল। প্রেমচাঁদ—বনাম—রামচন্দ্র ভূর্জ। মেক্. হি ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২২ (পৃ. ২৩১)।

প্র.। সহোদর ভগিনী থাকিতে কোন ব্যক্তি পৈতামহ ভূম্যাদি অপরকে দান করিতে যোগ্য কি না, যদি হয় তবে ঐ ভগিনী তদ্দত্ত বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী কি না।

কোন ব্যক্তি আপনার ভগিনী জীবিত থাকিতেও অপরকে সমুদয় বিষয় দান করিতে পারে।

উ.। সহোদর ভগিনী থাকিতেও কোন ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান করিতে যোগ্য। ঐ ভগিনী যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে তবে তদ্দত্ত বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়।

সহর চুঁচূড়া। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২৪ (পৃ. ২৩২)।

প্র।এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতারা ও পিতা একান্নভুক্ত একত্র থাকিতে অভিযোগদ্বারা পিতার স্বার্জ্জিত পূর্ব্বহৃত নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এবং পিতা তাদৃশ উদ্ধৃত বিষয় তদুদ্ধারকারক পুত্রকে বাচনিক দান করেন, ও দাতা তাহা দখল করিয়া লয়। এমত অবস্থায়, ঐ দান শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ কি না?

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্র মতে পিতা সমুদয় স্বার্জ্জিত বিষয় এক পুত্রকে দিতে পারেন।

উ.। পরিবার অবিভক্তাবস্থায় থাকিতে এক ভ্রাতা যদি পূর্ব্বহৃত অথবা অন্যের অপহৃত পৈতৃক স্থাবর বিষয় উদ্ধার করে, তবে অন্য ভ্রাতারা তদুদ্ধারকর্ত্তাকে তাহার প্রাপ্যাংশাতিরেকে উদ্ধৃত ভূমির চারি অংশের এক অংশ অবশ্য দিবে। এস্থলে ঐ উদ্ধৃত বিষয় পিতার স্বোপার্জ্জিত, এবং পিতা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক তদুদ্ধারকর্ত্তাকে দিয়াছেন, অতএব তদ্দান শাস্ত্রসম্মত। এইমত দায়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত।

জিলা জঙ্গল মহাল। ১৭ জুন ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮ মকদ্দমা ২৮, (পৃ. ২৩৬, ২৩৭)।

প্র.। এক ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা থাকিতে পত্নীকে এক দলীল লিখিয়া দেয় এবং তাহাতে সে ইচ্ছা করে যে তাহার মৃত্যুর পর ঐ পত্নী তাহার স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইবে, পরে সে নিঃসন্তান মরে। এমত অবস্থায় তদ্বিধবা দানপত্রে লিখিত বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে যোগ্যা কি না?

বঙ্গদেশে কোন বিধবা পতির ভ্রাতা জীবিত থাকিতেও স্বামির লিখিত

উ.। মৃত ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা থাকিতে যদি স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে নিজ পত্নীকে এক দলীলের দ্বারা ক্ষমতা দিয়া প্রপৌত্র

অনুমতিক্রমে তৎস্বোপার্জ্জিত স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে পারে।

পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন রূপে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তবে ঐ পত্নী (মৃত) পতির দত্তানুমতিক্রমে ঐ বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে যোগ্যা। এই প্রচলিত মত।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩১ (পৃ. ২৩৮)।

প্র.। এক ব্যক্তির এক পত্নী ও দুই দুহিতা ছিল, সে তন্মধ্যে এক জনকে আপনার সমুদায় পৈতামহ ভূমি সম্পত্তি এবং অন্য বিষয় বাচনিক দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না?

পত্নীকে ও অন্য কন্যাকে নিরাস পূর্ব্বক এক দুহিতাকে সমস্ত বিষয় দিতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় যৎকালীন পিতা এক কন্যাকে বাচনিক দান করেন তৎকালীন তাঁহার পত্নী ও আর এক কন্যা জীবিত থাকিলেও ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ। জিলা বৰ্দ্ধমান ১৪ এপ্রেল ৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৫ (পৃ. ২৪৩)।

প্র.। এক ব্রাহ্মণের কিছু নিষ্কর ভূমি ও অন্য বিষয় ছিল, সে আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র এই তিন পুত্রকে ও এক কন্যা (দয়াকে) রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। ঐ পুত্রেরা কিছু কাল যৌতরূপে পিতৃবিষয় ভোগ করিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠ আনন্দ এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। আনন্দের পুত্র নিজ পিতার অংশ অধিকার করিয়া অল্পকাল পরে কাল প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার মরণে তদ্বিষয় তাহার ভাগিনেয়কে অর্শিল। দ্বিতীয় পুত্র বৈকুণ্ঠ কেবল এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মরিল, ও কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্র বৈকুণ্ঠের পত্নীকে প্রতিপালন করতঃ দুই অংশ— অর্থাৎ নিজের এক অংশ এবং মৃত ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের এক অংশ অধিকার করিল। এমত অবস্থায় চন্দ্র এবং (মৃত) বৈকুণ্ঠের পত্নী গুরুকে ও কুলপুরোহিতকে এবং দয়ার পুত্রকে নিজ অংশের কিঞ্চিৎ দান করিয়া বক্রী বিষয় আনন্দের দৌহিত্রকে দিতে পারে কি না? এবং তাহারা যদি লিখিত দলীলের দ্বারা আপন আপন২ অংশ দিয়া থাকে, তবে ঐ দান পত্র শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? যদি না হয়, তবে ঐ বিষয় পাইতে কে অধিকারী?

দায় শাস্ত্রানুসারে ভাগিনেয় প্রশস্ততর অধিকারী হইলেও তাহাকে নিরাস পূর্ব্বক ভ্রাতৃ দৌহিত্রকে বিষয় দেওয়া যাইতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে, কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্র ও (মৃত) বৈকুণ্ঠের পত্নী আপন আপন অংশের কিঞ্চিত্ গুরুকে ও কুলপুরোহিতকে ও দয়ার পুত্রকে দিয়া অবশিষ্ট দানপত্রদ্বারা আনন্দের দৌহিত্রকে দিতে পারে. ঐ দান পত্রকে শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তিদ্বয় যদি তাদৃশ দান না করিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ বিষয় ভাগিনেয়কে (অর্থাৎ দয়ার পুত্রকে) অর্শে।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। নন্দরাম—বনাম—রামতনু মুখোপাধ্যায়। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৮ (পৃ. ২৪৫ ও ২৪৬)।

প্র.। এক ব্যক্তি পুত্র ও পত্নীর (মৃত্যুর পর পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তরাধিকারী রূপে প্রাপ্ত ভূমির কিয়দংশ ভগিনীদের ও ভগিনীর পুত্রদের অন্নাচ্ছাদনার্থে রাখিয়া বক্রী অংশ এক দানপত্র দ্বারা নিজ গুরুকে অথবা তাঁহার পুত্রকে দান করে, ঐ দান-পত্র তদ্ভগিনীদের সম্মতিতে ও সাক্ষাতে লিখিত পঠিত হয়, কিন্তু ভাগিনেয়দের সম্মতিতে ও সাক্ষাতে লিখিত পঠিত হয় না, এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র শাস্ত্রসম্মত কি না?

ভাগিনেয়দের সম্মতি বিনা পৈতৃক বিষয়ের দান সিদ্ধ।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে ঐ দানকে অবশ্যই নির্দ্দোষ ও শাস্ত্রসম্মত বিবেচনা করিতে হইবেক। পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র-হীন ব্যক্তির আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব থাকিতেও শাস্ত্রানুসারে সে পৈতামহ স্থাবর বিষয় দান করিতে যোগ্য। এমত অবস্থায় ভগিনীদের অথবা তৎপুত্রদের সম্মতি বাহুল্য মাত্র।

জিলা বর্দ্ধমান, ২৫ জুলাই ১৮২৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ৪৪ (পৃ. ২৫২ ও ২৫৩।

প্র.। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র থাকিতে তাহার সম্মতি বিনা এক ব্যক্তি নিজ মাতামহের অস্বতন্ত্র ভূমি সম্পত্তি (যাহা হইতে জমিদার তাহাকে বেদখল করিয়াছিল) অপর ব্যক্তিকে দান করিয়া দানপত্রে এই শর্ত্ত লিখিল যে যদি সে (অর্থাৎ গ্রহীতা) ঐ বিষয়ের পুনর্ব্বার দখল পাইতে পারে তবে সে ঐ বিষয় মালিক রূপে ব্যবহার করিবে, এবং তাহাতে তাহার (অর্থাৎ দাতার) কোন এলাকা থাকিবে না। পরে গ্রহীতা ঐ বিষয় হাসিল করিল, এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র কর্ম্মণ্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? যদি হয় তবে ঐ দানে তদ্দাতার স্বত্বধ্বংস হইয়াছে, অথবা দাতার মরণান্তে তাহার পুত্রের তাহাতে স্বামিত্ব জন্মিবে?

পুত্র থাকিতেও কোন ব্যক্তি মাতামহ হইতে প্রাপ্ত অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত ভূমি এই সর্ত্তে দান করিতে পারে যে গ্রহীতা তাহা উদ্ধার করিয়া লইবে।

উ.। উক্ত অবস্থায় মাতামহ হইতে যে স্থাবর বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ দাতাকে অর্শিয়াছিল তাহা সে অন্যকে দান করিতে যোগ্য, এবং ঐ (দানজন্য) স্বত্ব সম্পূর্ণ ও কর্ম্মণ্য; এমত শাস্ত্র নাই যে দৌহিত্রের পুত্র অধিকারী হইবে. অতএব ঐ দান অসিদ্ধ করিতে দাতার পুত্রের অধিকার নাই এই মত দায়ভাগ ও বিবাদচিন্তামণি, ও দায়রহস্য এবং আর আর স্মৃতিগ্রন্থ-সম্মত।

প্রমাণ।—বিবাদ চিন্তামণিধৃত বৃহস্পতি বচন—"সপ্ত প্রকার উপার্জ্জনোপায়ের যে কোন উপায়দ্বারা গৃহ বা ভূমি উপার্জ্জিত হইলে তন্মধ্যে যাহা দত্ত হয় তাহা সমর্পণ কর্ত্তব্য; (কেবল) পিতৃত্যক্ত ও অর্জ্জকের স্বয়ং উপার্জ্জিত ভূমিতে বিশেষ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে তাহা সে আপন ইচ্ছানুসারে দান করিতে পারে"।

দায়ভাগে লিখিত আছে—“দান ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয়, কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না, যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা যাইতে পারে না”।

দায়রহস্যধৃত শঙ্খ বচন—“ক্রমাগত কিন্তু পূর্ব্বহৃত ভূমি এক জন (দায়াদ) নিজ শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে (অগ্রে) চারি ভাগের ভাগ দিয়া আর আর দায়াদরা যথাংশে ভাগ ভোগি হইবে।

মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ৩৭ (পৃ. ২৫৫ ও ২৫৬)।

প্র.। কোন ভূমি সম্পত্তির দশ আনা অংশাধিকারির এক পুত্র ছিল, সে পিতার জীবন কালে এক পত্নী ও তিন কন্যা রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। উক্ত ভূম্যধিকারী কোন স্থান হইতে আপিলান্টকে আনিয়া তাহার সহিত পৌত্রীত্রয়ের একের বিবাহ দিয়া আপন অংশের বিষয় তাহাকে এক দানপত্র দ্বারা যৌতক দিল; আর ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে তদ্রূপে দত্ত বস্তু ঐ আপিলান্ট দখল করিয়া নিজ স্ত্রীর সম্মতি ক্রমে তাহার দুই আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছে; এবং জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের বিচারে ঐ দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, ঐ দাতার বিধবা পুত্রবধূ বক্রী আটআনার কোন অংশ বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে কি না?

পুত্রবধূ এবং আর আর পৌত্রীকে নিরাশ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি মৃত পুত্রের এক দুহিতার স্বামিকে আপনার সমুদায় বিষয় যৌতক দিতে পারে।

উ.। এ মকদ্দমাতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে ঐ ভূম্যধিকারী সমদায়াদদের হইতে নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রের নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইয়াছে। এবং আপন পত্নী, পুত্রবধূ ও দুই অবিবাহিতা পৌত্রী বাঁচিয়া থাকিতে আপিলান্টকে দূরস্থান হইতে আনয়ন করিয়া পৌত্রীত্রয়ের একের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আপনার সমুদায় বিষয় যৌতক দিয়াছে, আর নিজ পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে আপিলান্টকে আদেশ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমত অবস্থায় ঐ দানপত্রে লিখিত বস্তু শাস্ত্রানুসারে আপিলান্টের বিষয় হওয়াতে তাহাতে ঐ ব্যক্তির বিধবা পুত্রবধূর স্বত্ব নাই, ও সে তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। অপিচ ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে দানপত্রে তিন জন সাক্ষি ছিল, অতএব তদ্দানপত্রে লিখিত বিষয়ে দাতার স্বত্ব এরূপে সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাতে তৎ পুত্রবধূর স্বত্ব নাই, এতাবতা তাহার দাওয়া অগ্রাহ্য।

প্রমাণ—

মনু “পিতামাতার (মরণ) পরে ভ্রাতারা যুটিয়া পৈতৃক বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে; পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব নাই”।

বিষ্ণু—“পিতা যখন পুত্রগণকে পৃথক্ করিয়া দেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাই স্বার্জ্জিত বিষয় বিভাগের নিয়ামক”।

দেখল—"যেহেতু পিতা নির্দ্দোষরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের স্বত্ব নাই"।

যে ধন স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত তাহা বিবাহ প্রযুক্ত পাওয়া বিবেচিত হইয়াছে"।

ঢাকার কোর্ট আপিল, মে মাস, ১৮২০ সাল। জগন্নাথ দাস—বনাম—মদন মোহন ঘোষ প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫০, পৃ. ২৬২—২৬৪।

বিবেচনা—

/০ উপরিধৃত নজীর সমূহে এবং তাহাতে ও তৎপূর্ব্বে ধৃত প্রমাণচয়ে উইলের বিরুদ্ধে বিজ্ঞবর সংগ্রহীতার হেতুবাদ গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমাণ নিষ্পত্তিতে প্রিবিকৌনসিল হিন্দুদের উইল করার ক্ষমতা স্থিরতর রাখিয়াছেন শুদ্ধ এমত নহে কিন্তু এমত বিবেচনা করাতে যে হিন্দুদের উইল করণ ক্ষমতা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই নির্ণেতব্য, তাহা চূড়ান্ত রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

বিগত সুপ্রীম্ কোর্টে হিন্দুদের উইল গ্রাহ্য হইয়া আসিছে, কেবল অনন্ত কালের নিমিত্তে কৃত নিয়মাত্মক যে উইল তাহা গ্রাহ্য হয় নাই, যথা ১৮১৮ সালের ১০এপ্রেল তারিখে চূড়ান্ত রূপে নিষ্পন্ন হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে নবকৃষ্ণ মিত্রের মকদ্দমাতে, গোকুল মিত্রের উইল সাব্যস্ত হয়, এবং উইলকর্ত্তা বিগ্রহ সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছিলেন তৎপ্রতিও বিশেষ মনোযোগ করা হয়, কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে কহিয়াছিলেন "বিষয় অবিভক্ত থাকিবে"—তাহা তুচ্ছ করিয়া আদালত আদেশ করিলেন যে উইল-কর্ত্তার কৃত অংশ পরিমাণানুসারে বিভাগ হইবে। (দ্রষ্টব্য—কন্. হি. ল. পৃ. ৩২৩—৩২৮)। করুণাময়ী দাসীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ চন্দ্র শীলের মকদ্দমাতে আদালত বিচার করেন যে অনন্ত কালের নিমিত্তে কোন হিন্দুর উইল পত্রে কৃত নিয়মাদি অসিদ্ধ*। অবশেষে (১৮৫৭সালে) জগত্সুন্দরীর নালিশী মকদ্দমাতে অনন্ত কালীয় নিয়ম বিষয়ক কথা উত্থাপিত হয়, ও সে মকদ্দমাতে সর্ জেমস্ কালবিল্ সাহেব অনন্ত কালীয় নিয়মের বিরুদ্ধে যে বিধান আছে তাহা নিজ বিচারে প্রয়োগ করেন। কিন্তু আপীলে প্রিবি কৌন্সিল্ এই বিচার রদ্ করিয়াছেন, এতাবতা তাদৃশ তাবৎ বিচারই ঐ আদালত কাযে২ রদ্ করিয়াছেন বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহাদের যে নিষ্পত্তিতে ঐ সকল বিচার রদ্ হয় তদ্ যথা,—

---

* এই মকদ্দমা ১৮৫৫সালের ১ফেব্রুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন হয়।—দ্রষ্টব্য বুল্নোয়ার রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ২১০। বিবেচ্য এই যে সুপ্রীম্ কোর্ট এই মকদ্দমার বিচারে স্বীকার করেন যে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন বিধান বা প্রমাণ তাঁহাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই, অথবা আদালতেও তেমত কিছু দেখিতে পান নাই, তন্নিমিত্তে অনন্ত কালীয় নিয়মের বিরুদ্ধে যে ইংরাজি আইন আছে তাহা প্রয়োগ করিতে বাধিত হয়েন।— বিগত মে. জসটিস্ লেবিঞ্জ্ সাহেবের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য হাইট্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, পৃ. ১৪।

সনাতন বসাক আপীলান্ট্ ও শ্রীমতী জগৎসুন্দরী দাসী রেস্পণ্ডেন্ট্।

কলিকাতার সুপ্রীম্ কোর্টের নিষ্পত্তির উপর আপীলের বিচার। বাঙ্গ-দেশের ঢাকা নিবাসি রামদাস বসাক ১৮৪৮ সালে ঐ সুবাতে স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিপুল বিষয় রাখিয়া এবং ১৮৪৮ সালের ১৩ফেব্রুওরি তারিখে বাঙ্গলাভাষায় এক উইল করিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশ যথা—

সমুদায় জায়দাদই আমার নিজ রোজগারের দ্বারা প্রাপ্ত করিয়াছি। আমার টাকার দ্বারা আমার দুই পুত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও শ্রীমাণিক চাঁদ বসাকের মেহনতের দ্বারা যাহা উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও সমুদয় একত্র থাকিয়া মহাজনি ও সদাগরি কারবার আদি ও জমিজমা খরিদ হইয়া আসিয়াছে। সন্তানদিগের রোজগারও পৃথক নাই ইতি।

দ্বিতীয় দফা।—আমার স্থাবর অস্থাবর উপরিউক্ত সমুদায় বিত্ত আমি যে শ্রীশ্রীযুত ৺মদনমোহন ঠাকুর বাটীতে স্থাপিত করিয়াছি তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। তাহার মালিক তিনি। আমি কাহারো দেনদার নহি। আমার এক্ষণে চারি পুত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও শ্রীমাণিক চাঁদ ও শ্রীশ্যাম চাঁদ ও শ্রীজগন্নাথ বসাক বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে আমার ঐ সকল জায়দাদ কথনো বন্টক ও বিভাগ হইতে পারিবে না। এবং ঐ সকল পুত্রের কি তাহাদের সন্তান আদির অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসানেরা ঐ সকল জায়দাদের কোন এক জায়দাদ দান বিক্রয় ইত্যাদি হস্তান্তর করিতে পারিবেক না। যদি করে হাকিম নিকট তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এবং উত্তরাধিকারি ও ওয়ারিসানের দেনার জন্যে ঐ সকল অথবা তাহার কোন অংশ কোন ক্রমে নিলাম হইতে পারিবে না। আমার অভ্যন্তরে* আমার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসান কেবল উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিবেক ইতি।

তৃতীয় দফা।—এক্ষণ অবধি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল বসাক শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের সেবাএত স্বরতে সমুদায় জায়দাদের কর্ত্তৃত্ব ও সরবরাহ করিবেন এবং পরিজন প্রতিপালন করিবেন, আর যখন যে কোন ক্রিয়া ও কর্ম্ম ও ঠাকুরদিগের যাত্রা মহোৎসব ইত্যাদি উপস্থিত হয় তাহা আপনি বিবেচনা মতে করিবেন। সমুদায় খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা আমার ঐ এস্টেটে দাখিল হইবে, ও তদ্দ্বারা অন্যান্য জায়দাদ খরিদ অথবা কোম্পানির কাগজ খরিদ হইবে। কিম্বা কোন কারবার যাহাতে ফায়দা হয় করা হইবে।

৪ দফা—। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বসাক অভ্যন্তরে* তিন দফার লিখিত মতে শ্রীমাণিক চাঁদ বসাক সেবাএত সরবরাহকার থাকিয়া সমুদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেক ঐ প্রকার মাণিক চাঁদ অভ্যন্তরে আমার উত্তরাধিকারিদের মধ্যে যে

---

*এই সকল পংক্তি আসল উইল হইতে নীত হইবায় তাহাতে লিখিত অশুদ্ধ ও অপ্রযুজ্য কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল বর্ণাশুদ্ধি শোধন করা হইয়াছে মাত্র।

বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিবে সে ঐ প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবেক এবং সমুদায় কার্য্যকর্ম্ম আঞ্জাম করিবেক ইতি।

৫দফা।—যদি আমার ওয়ারিসানের মধ্যে সকলের ঐক্য বাক্য বনিবনাও একান্তপক্ষে না হয় তবে আমার এষ্টেটের কারবারের ও সদাগরি ও মহাজনি মিলকিয়াতের মুনফার ও হাবেলিয়াতের কেরায়ার ও হরেক রকম সুদ ইত্যাদি বাবৎ যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রথম সদর খাজানা ও মফস্বল আখ্রাজাত ও হাবেলিয়াতের মেরামতের খরচ বাদ যাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবেক তাহা হইতে ৺ঠাকুরদের ও সাংসারিক নিত্য নৈমিত্ত ক্রিয়ার খরচ ও উপস্থিত ক্রিয়াকর্ম্ম ও পরিজন ও কুটুম্ব ইত্যাদি ভরণ পোষণ বাবৎ খরচ বাদে যাহা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হইবেক তাহার নিকাস প্রতিমন হইয়া ঐ উদ্বৃত্ত টাকার।৶৹ আনা অংশ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বসাক ও তাহার সন্তানেরা ও।৶৹ ছয় আনা অংশ শ্রীমাণিক চাঁদ বসাক ও তাহার সন্তানেরা ও ৶৹ দুই আনা অংশ শ্রীপান চাঁদ বসাক ও তাহার সন্তানেরা ও ৶৹ আনা অংশ শ্রীজগন্নাথ বসাক ও তাহার সন্তানেরা বণ্টক করিয়া লইতে পারিবেক; ইহা ব্যতীত আমার সন্তানেরা কেহ কোন হেতুতে অধিক অংশের দাবী করিতে পারিবেক না, করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবেক। কৃষ্ণমঙ্গল ও মাণিকচাঁদের মেহনতে যে দৌলত বৃদ্ধি হইয়াছে সে নিমিত্তে তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ বেশী অংশ দেওয়াগেল। তাহার আপত্তি কেহ করিতে পারিবেক না, আর আমার পুত্রদিগের অভ্যন্তরে তাহারদিগের পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসান ক্রমে ঐ মুনফার টাকার আপন আপন পিতৃ অংশের হকদার হইবেক ও শাস্ত্রমতে যে ওয়ারিসকে পিতৃ অংশ হইতে যত অর্শে সে সেই অংশের মুনফা পাইবেক। যদি পুত্রের ধারায় ওয়ারিসানা থাকিয়া কন্যা কি দৌহিত্রে কোন অংশ পাওয়ার ক্ষমতাপন্ন হয় তখন সে কেবল খোরপোষের আন্দাজ মোসাহরা পাইবেক, মুনফার দাবা করিতে পারিবেক না ইতি।

৬দফা।—স্ত্রীধন যাহাকে যাহা দেওয়া গিয়াছে ও আএন্দা যাহাকে যাহা দেওয়া যায় তাহার হকদার সেই স্ত্রীলোক, তাহার উপর অন্যের হস্তক্ষেপণ করণের ক্ষমতা নাই। তৎসেওয়ায় যে সকল সোনা রূপা ইত্যাদি অন্যান্য অস্থাবর বস্তু আছে তাহা বিবেচনা ও আবশ্যক মতে সকল সন্তানেরা ব্যবহার করিতে পারিবেক, ও যখন একান্তপক্ষে পৃথক হয় তখন উপরিউক্ত হিস্যামতে পাইবেক ইতি।

৭দফা।—আমার এই সকল জায়দাদের মধ্যে যদি কোন জায়দাদ পুরাতন শিকস্ত হইয়া নষ্ট ও লোকসান হওয়ার গতিক হয় অথবা অনিবার্য্য কোন হেতুতে লোকসানের সম্ভব হয় তখন সেই জায়দাদ বিক্রয় করার কি পরিবর্ত্ত করার প্রতিবন্ধক উপরিউক্ত দফাহায়েতে হইবেক না ইতি।

লার্ড জষ্টিস্ টর্ণর (বিচারোক্তি করিলেন, তদ্যথা,)—লার্ড জজ সাহেবেরা বিবেচনা করেন চরমে এ মকদ্দমাতে যে বিচার্য্য কথা স্থির হইল তাহা এক হিন্দুর উইলের অর্থাবধারণ বিষয়ক; এবং হিন্দুদের উইলকরার

ক্ষমতা সম্বন্ধে এমত বিবেচনা অসঙ্গত নহে যে ঐ ক্ষমতার সীমা হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে স্থির করিতে হইবে।

এই উইলের অর্থাবধারণ বিষয়ে প্রথম যে কথা উত্থিত হয় তাহা এই যে যেবিগ্রহকে বিষয় দেওয়া হইয়াছে উইলের যথার্থ মর্ম্মানুসারে তিনি তাহা নির্ব্যূঢ় রূপে পাইতে পারেন কি না। এক্ষণে উইলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম দফার প্রতি দৃষ্টিপাতে আমরা এই নিষ্কর্ষ করিতে রত যে যদিও ঐ বিগ্রহকে নির্ব্যূঢ় রূপে বিষয় দানের মর্ম্মে উইল আরব্ধ হয় বটে তথাপি স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে উইল-কর্ত্তার অভিপ্রায় এই ছিল যে যেমত ঘটনা হইয়া উঠে তদনুসারে বিষয়ের কোন বিভাগ হইবে; এবং তৃতীয় দফাতে যে সকল আদেশ আছে তাহাতে লার্ড জজ সাহেবদিগের স্পষ্টতঃ অবগতি হইতেছে যে তিনি বিগ্রহকে নির্ব্যূঢ় রূপে বিষয় দিতে মনস্থ করেন নাই, কিন্তু বিগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া উদ্বৃত্ত ধন জমা হইবে; একথা পঞ্চম দফাতে আরো স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে কেননা তাহাতে বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে বিগ্রহের ব্যয় প্রথমে কর্ত্তন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা যে কি হইবে তাহার বিধান করা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ অবগতি হই-তেছে যে উইল-কর্ত্তা বিগ্রহের ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ বিগ্রহকে সম্যক্ ও নির্ব্যূঢ় দান করার অভিপ্রায় করেন নাই।

বিগ্রহের স্বত্বের নিরাকরণ এই রূপে হওনান্তে এই কথা উত্থিত হইতেছে যে যেবিষয় হইতে বিগ্রহের ব্যয় দেওয়া যাইবে সে বিষয় কি হইবে। এস্থলে আমরা উইলকে দুইভাগে বিভক্ত পাইতেছি।—উইল-কর্ত্তা স্পষ্টতঃ দুইটি ঘটনা চিন্তা করিয়াছিলেন; (তাহার) এক পরিবার বরাবর যৌত ও অবিভক্ত থাকন বিষয়ক, অন্য পরিবার বিভক্ত হওনের ঘটনা বিষয়ক। এক্ষণে উইলের দ্বিতীয়ভাগ দৃষ্টিতে পরিবারের বিভক্ততা ঘটনায় তাদৃশ অবস্থা উত্থিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। উইল-কর্ত্তার মৃত্যুর পর কএক বৎসর ব্যাপিয়া হরিমোহন বসাকের মরণের অল্পকাল পর পর্য্যন্ত যে উপস্বত্ব বন্টন হইয়াছিল তাহাতে যদি পরিবারের বিভক্ততা না ঘটিয়া থাকে তবে এই পরিবার মূলে বিভক্ত হয় নাই, পরন্তু লার্ড জজ সাহেবদিগের অদ্বৈধরূপ মত এই যে পরিবারীয় ভিন্ন২ ব্যক্তিদের সুগমতা নিমিত্তে কেবল মাত্র উপস্বত্বের যে বন্টন তাহা পরিবারের বিভক্ততা গণ্য নহে।

অতএব এই মকদ্দমা বিবেচনায় (পরে যে কথা উত্থিত হয় হউক) আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিতে পারি যে এই পরিবার অবিভক্ত পরিবার, এবং ঐ সকল ব্যক্তির ঐ বিষয়ে যে কি স্বত্ব আছে তাহাই নির্ণেতব্য। ঐ পরিবারকে অবিভক্ত পরিবার বিবেচনা করিলে তাহাতে এক্ষণে সন্দেহ নাই যে উইল-কর্ত্তার অভিপ্রায় এই ছিল যে বিষয় পুরুষ পরম্পরাতে বর্ত্তিবে। তিনি কহেন "আমার চারি পুত্র; আমার বিষয় কখনো তাহাদের মধ্যে বিভক্ত ও বণ্টিত হইবে না; এবং পুত্রেরা ও তাহাদের সন্ততিরা অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারি ক্রমে দানপত্র দ্বারা কোন বিষয় হস্তান্তর করিতে

পারিবে না, কিম্বা তাহাদের দেনায় ঐ বিষয় ক্রোক হইতে পারিবে না''। এতাবতা উইল-কর্ত্তা এমত মনস্থ করাতে যে ঐ চারি পুত্র হইতে বিষয় তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গিয়া বর্ত্তিবে, যে ঘটনা হইয়াছে তাহা এই যে ঐ পুত্রদের মধ্যে এক জন তিন পুত্র রাখিয়া মরে ইহারা তদনুসারে তাহার যোগ্যাংশ পায়, অনন্তর এই তিন পুত্রদের মধ্যে এক জন পুংসন্ততি না রাখিয়া মরে। এক্ষণে ইহার ফল কি হইবে? উইলে আদেশ আছে যে পুত্রদিগকে ও তাহাদের সন্ততিদিগকে পুরুষ-পরম্পরা বিষয় অর্শিবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন পুংসন্ততি না রাখিয়া মরিয়াছে, এবং (তাহাতে) ঈদৃশ বিষয় কোথা যাইবে তাহা উইলে বলা হয় নাই। উইলে কোন নিয়ম কৃত না হওয়াতে যৌত পরিবারের বিষয়ের অংশ যাহাকে অর্শিত তাহার উত্তরাধিকারিকে অর্শিতে পারে। অতএব লার্ড জজ সাহেবদিগের অবগতি হইতেছে তাহার ফল এই হইবে যে হরিমোহনের মরণে ঐ বিষয় অবশ্যই অধোগামি হইয়াছে এবং এক চতুর্থাংশের তৃতীয়াংশ হরিমোহনের উত্তরাধিকারিণী পত্নীকে তাহার পত্নীত্ব স্বত্ব রূপে অর্শিয়াছে।

লার্ড জজ সাহেবেরা এই রূপ উক্তি করিবার প্রস্তাব করেন যে বিগ্রহকে যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহা ফলতঃ উইলের যথার্থ মর্ম্মানুসারে উইল কর্ত্তার যৌত পরিবার রূপ চারি পুত্রের ও তাহাদের পুংসন্ততিদের লাভের নিমিত্তে দেওয়া হইয়াছে এই নিয়মে যে উইলে লিখিত কর্ম্ম ক্রিয়া পরব ও পার্ব্বণ এবং জীবিকাদান সম্পন্ন হইবে। আর ঈদৃক্ নিয়ম সকল পালনান্তে যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহাও তদ্রূপে অর্থাৎ যৌত রূপে ঐ চারি পুত্রের ও তাহাদের পুংসন্ততিদের লাভের নিমিত্তে দেওয়া হইয়াছে। এবং এমত দৃষ্ট হওয়াতে যে ঐ কএক পুত্রের মধ্যে এক জন অর্থাৎ কৃষ্ণমঙ্গল তিন পুত্র রাখিয়া মরে, আর হরিমোহন পুংসন্ততি না রাখিয়া মরে, এবং হরিমোহনের মৃত্যু পর্যন্ত পরিবার অবিভক্ত থাকে, লার্ড জজ সাহেবেরা ইহাও উক্তি করিবার প্রস্তাব করেন যে হরিমোহনের মরণে ঐ এস্টেটের তদীয় অংশ উক্ত নিয়মাধীন তস্য পত্নী ও উত্তরাধিকারিণী রেস্পণ্ডেণ্টকে অর্শে, এবং পত্নী অথচ উত্তরাধিকারিণী রূপে ঐ বিধবা চারি অংশের একাংশ তিন ভাগ হইয়া তাহার এক ভাগে অধিকারিণী। নিম্ন আদালতে যে হুকুম হইয়াছে তাহা অন্যথা করিয়া আমি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছি শুদ্ধ সেইরূপ উক্তি এই নিয়ম ও আদেশ পূর্ব্বক করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে যে সে (অর্থাৎ ঐ বিধবা) মাসিক ১০০ টাকা অন্নাচ্ছাদনার্থে লইতে থাকিবে, ও তাহাতে সে যত টাকা পায় তাহার হিসাব দিবে, লার্ড জজ সাহেবেরা বোধ করেন আপীলের খরচা এস্টেট্ হইতে দিলেই অতি সঙ্গত হয়।

জুডিসাল্ কমিটী বক্ষ্যমাণ রিপোর্ট করেন ও তাহা শ্রীল শ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সিলের আদেশে স্থিরতর থাকে। লার্ড জজ সাহেবদের মতে এই রূপ উক্তি করা উচিত যে উইল-কর্ত্তার উইলের যথার্থ মর্ম্মানুসারে তাঁহার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় উইলে লিখিত তাঁহার চারি পুত্রের ও ইহাদের

পুংসন্ততির লাভের নিমিত্তে তাহাদিগকে যৌত পরিবার বলিয়া তাহারা যৌত থাকা পর্য্যন্ত যথার্থতঃ দত্ত হইয়াছে, ও তাহাও এই নিয়মে দত্ত হইয়াছে যে উইলে লিখিত ক্রিয়া কর্ম্ম ও পরব পার্ব্বণ সম্পন্ন করিতে ও জীবিকা দিতে হইবে। এবং ঐ সকল সম্পন্ন হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাও ঐ চারি পুত্রের ও তাহাদের পুংসন্ততিদের লাভের নিমিত্তে তাহারদিগকে যৌত পরিবার জ্ঞানে তাহাদের যৌত থাকা পর্য্যন্ত দত্ত হইয়াছে। এবং দৃষ্ট হওয়াতে যে ঐ চারি পুত্রের মধ্যে এক জন অর্থাৎ কৃষ্ণমঙ্গল বসাক তিন পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন, লার্ড জজ সাহেবেরা আপনাদের রায় লিখিয়া রিপোর্ট করিতেছেন যে আপনকার হুজুর হইতে এইরূপ আদেশ হওয়া উচিত যে ঐ বিষয়ের ও তাহা হইতে জমিয়াছে যে উপস্বত্ব তাহার চারি অংশের একাংশ তিন ভাগ হইয়া তাহার এক ভাগ ঐ তিন পুত্রের প্রত্যেককে অর্শে, এবং ইহাও দৃষ্ট হওয়াতে যে কৃষ্ণমঙ্গল বসাকের তিন পুত্রের মধ্যে এক পুত্র হরিমোহন বসাক পুংসন্ততি না রাখিয়া মরাতে ও তাহার মরণ পর্য্যন্ত এবং এখন পর্য্যন্ত পরিবার অবিভক্ত থাকাতে লার্ড জজ সাহেবেরা তাঁহাদের মত বলিয়া রিপোর্ট করিতেছেন যে আপনকার হুজুর হইতে এমত আদেশ হওয়া উচিত যে হরিমোহন বসাকের মরণে ঐ এক চতুর্থাংশের তিন ভাগের এক ভাগে ও তাহা হইতে জমিয়াছে যে উপস্বত্ব (যাহাতে উপরি উক্ত মতে হরিমোহন বসাক অধিকারী) তাহা তাহার পত্নী ও উত্তরাধিকারিণী বলিয়া জগত্সুন্দরী দাসীকে অর্শে, তদনুসারে শ্রীমতী জগত্সুন্দরী দাসী তাহার পত্নী ও উত্তরাধিকারিণী রূপে ঐ এক চতুর্থাংশের তিন ভাগের এক ভাগে ও তাহা হইতে জমিয়াছে যে উপস্বত্ব তাহাতে অধিকারিণী হয় যথা হইয়াছে। অপিচ লার্ড জজ সাহেবদিগের মত এই যে শ্রীমতী জগতসুন্দরী কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে হিসাবের নিমিত্তে অথবা যেমত পরামর্শ পায় তদনুসারে আবেদন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হয়. এবং ১৮৫৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে যে হুকুম হয় তাহা অন্য হুকুম পর্য্যন্ত জারি থাকা উচিত। লার্ড জজ সাহেবেরা আরো রিপোর্ট করেন যে যদি আপনকার হুজুরে এই রিপোর্ট মঞ্জুর হয় ও তদনুসারে আদেশ করা হয় তবে ঐ হুকুম এমত হওয়া উচিত যে ঐ যৌত পরিবার পৃথক্ হইলে তাহাতে জগৎসুন্দরীর স্বত্বের কোন হানি না হয়। ৩০ নবেম্বর হইতে ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল। মুরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল, বা ৮, পৃ. ৬৬ -৯০।

রামধন ঘোষ—বনাম—আনন্দচাঁদ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত লেবিঞ্জ্ সাহেব জজ (রায় দিলেন যথা)—আমার বোধ হইতেছে অধুনা এই ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে যে যেকোন ব্যক্তি নিজ বিষয় নিয়মনিবদ্ধ করিতে ও তদ্বিভাগ বারণ করিতে পারে। [লক্ষ্মণচন্দ্র শীল ও করুণাময়ীর মকদ্দমাতে এই কথা সম্পূর্ণরূপ বাদানুবাদ হয় ও তাহাতে আদালত (অর্থাৎ বিগত সুপ্রীম্ কোর্ট) বিচার নিষ্পত্তি করেন যে কোন হিন্দু অনন্ত কালের নিমিত্তে বিষয় বিলি করিলে তাহা অসিদ্ধ (দ্রষ্টব্য বুলনোয়ার

রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ২১০)। পরন্তু প্রিবি কৌন্সিল্ ঐ নিষ্পত্তি রদ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য জগত্সুন্দরীর বিরুদ্ধে সনাতন বসাকের আপীল, মূরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল বা ৮, পৃ. ৬৬)।

যদিও আদালত স্পষ্ট উক্তিতে বলেন নাই যে অনন্তকালের নিমিত্তে কৃত নিয়মাদি সিদ্ধ, তথাপি তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে হিন্দু উইল-কর্ত্তার ক্ষমতা কেবল হিন্দুধ-র্ম্মশাস্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইবে। অনন্তকালের নিমিত্তে নিজ বিষ-যের দানাদি বিষয়ক নিয়ম করিতে উইল-কর্ত্তার প্রতি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন প্রতিবন্ধক নাই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, তবে আদালত সেই ক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে হস্তক্ষেপ কেন করিবেন? এবং অনন্তকালীয় নিয়মের বিরুদ্ধে ইংরাজি আইনের মত বিশেষকে হিন্দুদের প্রতি প্রযুজ্য বলিয়া তাহা কেন চালাইবেন? প্রকাশ যে এই বিশেষ বিধান হিন্দুদের মধ্যে এবং ইউরোপীয় কোন কোন দেশে অপ্রচলিত। ১৮৬১ সালের আক্টোবর মাসে গোবর্দ্ধন বসাকের মকদ্দ-মায় বর্ত্তমান চিফ্ জষ্টিস্ সর্ বারন্স্ পিকক্ সাহেব এই বিষয়, আরো পরিষ্কার ও সিদ্ধান্ত করিয়া এক কালীন সন্দেহ দূর করিয়াছেন। এই মকদ্দমা রামদাস বসাকের উইলের অর্থ করণ বিষয়ে উপরিউক্ত মকদ্দমা হইতে তাহার শাখা রূপে উত্থিত হয়। চিফ্ জষ্টিস্ সাহেব রায় দেওন সময়ে উপরি উল্লিখিত প্রমাণ এবং সর্ ফ্রান্সিস মেক্নাটন সাহেবের পুস্তকে (৩২৭ পৃষ্ঠায়) ধৃত পংক্তি গুলি বিবেচনান্তে কহেন—"হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে যদি অনন্তকালের নিমিত্তে কৃত নিয়মের বিরুদ্ধে কোন বিধান নাই তবে আমারদিগের এই বিচার করিতে হইবে যে দানাদি বিষয়ক কোন নিয়ম অনন্তকালের নিমিত্তে হওন হেতুতে ঐ শাস্ত্র মতে অসিদ্ধ নহে"। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত হস্তান্তর বা দান অনন্ত কালের নিমিত্তে হওয়ার কারণে অসিদ্ধ হওনের কোন বিধান হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাই। চিফ্ জষ্টিস্ আরো কহেন—"আমারদিগকে যদি ইংরাজি আইনের বিধান ও মর্ম্মানুসারে হিন্দুদের উইল কর্ম্মণ্য করিতে হয়, তবে প্রায় প্রত্যেক উইল-কর্ত্তার অভিপ্রায়ই নিষ্ফল হইবে। আমাদের বোধ হইতেছে জুডিস্যাল্ কমিটী (অর্থাৎ প্রিবি কৌন্সিল্) অনন্ত কাল সম্বন্ধীয় কথাটীর মীমাংসা করিয়াছেন। জগৎসুন্দরীর (নালিশী) মকদ্দমাতে ঐ কথা উত্থিত হয়। আমরা বিচার করি যে ঐ উইল-কর্ত্তা নিজ বিষয়ের বিভাগ নিষেধ করিতে এবং নিজ পুত্রগণকে ও আর আর উত্তরাধিকারিকে কেবল উদ্বৃত্ত উপস্বত্ব বিভাগ ও বিলি করিয়া লইতে দিবার ক্ষমতাবান্ ছিলেন"।—হাইডের রিপোর্ট্, বা ২, পৃ. ৯৪—৯৬।

আমার বোধ হইতেছে এক্ষণে সংস্থাপিত বিধান এই যে কোন হিন্দু নিজ বিষয়ের বিভাগ নিবারণ করিয়া তাহার সঙ্কোচ করিতে পারে।—জষ্টিস্ লেবিঞ্জ্ সাহেবের বিচারের একাংশ। ঐ।

বিবেচনা।—উক্ত নিষ্পত্তি হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ যে যেস্থলে উইল-কর্ত্তা এমত নিয়ম করেন—"আমার কোন পুংসন্ততি কেবল দুহিতা বা তৎসম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে তাদৃশ উত্তরাধিকারী কেবল অন্নাচ্ছাদন পাইবে, তাহার যোগ্যাংশ পাইবে না, সে স্থলে প্রিবিকৌন্সিল্ বিচার করিয়াছেন যে যদি তাদৃশ পুংসন্ততি কেবল পত্নীকে

রাখিয়া মরে তবে ঐ পত্নী তাহার অংশাধিকারিণী হইবে (কারণ উইল-কর্ত্তা তাহাকে নিরাশ করেন নাই)। এবং বক্ষ্যমাণ নজীরে প্রকাশ যে যেস্থলে উইল-কর্ত্তা নিজ বিষয় পুত্রগণকে দেওনের পর আদেশ করিলেন "আমার পুত্রদের মধ্যে কেহ পুত্র পৌত্র বিহীন হইয়া মরিলে তাহার অংশ আর আর পুত্র পৌত্রের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহার দিগকে অর্শিবে"—সেস্থলে উক্ত আদালত বিধান করিলেন যে যদিও উইল-কর্ত্তার বিষয়ে মৃত ব্যক্তির যে অংশ তাহা ঐ উইল-কর্ত্তার উল্লিখিত ব্যক্তিদিগকে অর্শিবে, তথাপি উইল-কর্ত্তার মৃত্যু হইতে ঐ মৃত ব্যক্তির মরণ পর্য্যন্ত এই অভ্যন্তরে এই মৃত ব্যক্তির অংশের যে উপস্বত্ব হইয়াছে তাহা ঐ শেষমৃত ব্যক্তির পত্নীকে অর্শিবে (কারণ তৎকালীন ঐ বিধবা ঐ ব্যক্তির যথা-শাস্ত্র উত্তরাধিকারিণী, এবং উইল-কর্ত্তা উল্লিখিত উপস্বত্ব সম্বন্ধে আপনার কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই)। এতাবতা উক্ত উচ্চতম আদালতের ব্যবস্থা এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে কোন ব্যক্তি নিজ উইলে যে কিছু বিধান করিয়া থাকে তাহা স্থিরতর থাকিবে, এবং যে বিষয়ে কোন বিধান করে নাই অথবা যাহা নিষেধ করিয়াছে তাহার বিধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে হইবে।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচার।

শ্রীমতী সূর্য্যমণি দাসী—বনাম—দীনবন্ধু মল্লিক প্রভৃতি।

এই মকদ্দমা বৈষ্ণব দাস মল্লিকের উইল সম্বন্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের কৃত ডিক্রীর উপর উপস্থিত হয়।

রাইট্ অনরিবিল্ লার্ড জষ্টিস্ নাইট্ ব্রুস্ ও রাইট্ অনরিবিল্ লার্ড্ জষ্টিস্ টর্নর, ও রাইট অনরিবিল্ সর্ এডওয়ার্ড্ রায়ন্, ও রাইট্ অনরিবিল্ সর্ ডব্লিউ মোল্ সাহেবানের হুজুরে এই আপিলের বাদানুবাদ হয়।

লার্ড্ জষ্টিস্ টর্নর্ রায় দিলেন যথা—

এই মকদ্দমার আপিলান্ট শ্রীমতী সূর্য্যমণি দাসী এই মকদ্দমায় উইল-কর্ত্তা বৈষ্ণবদাস মল্লিকের পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক পুত্র স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের পত্নী। ১৮৪১ সালের ৮ মার্চে লিখিত নিজ উইলে বৈষ্ণবদাস মল্লিক বিষয় দানাদির যে নিয়ম করেন তাহা সেই উইলেই বর্ণিত আছে। ১৮৪১ সালের ১০মার্চ তারিখে তাঁহার কালপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার মরণকালে স্বরূপচন্দ্র মল্লিক জীবিত থাকেন; কিন্তু পরে ১৮৪৭ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে লোকান্তর গত হয়েন। ১৮৫৫ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে সুবা বাঙ্গালার সুপ্রীম কোর্টে আপিলান্ট (সূর্য্যমণি) রেস্পণ্ডেন্টের অর্থাৎ বৈষ্ণবদাস মল্লিকের অন্য চারি পুত্রের বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদের নামে নালিশী আর্জ্জি দাখিল করিয়া বৈষ্ণব দাস মল্লিকের মৃত্যু হইতে স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অভ্যন্তরে ঐ এষ্টেটের যে উপস্বত্ব জমিয়াছে তাহার পাঁচ ভাগের ভাগ এবং ঐ উপস্বত্ব হইতে যে টাকা জমিয়াছে তাহারও পাঁচ ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইবার দাওয়া করেন। কোন২ ব্যক্তিকে আসামীর শ্রেণিতে না আনার হেতুতে অথচ আর আর কারণে ঐ নালিশ চলিতে না পারার আপত্তি হয়,

পরন্তু আমাদের সম্মুখে বাদানুবাদে সে আপত্তি উত্থিত হয় নাই। ঐ বাধার আপত্তির বুনিয়াদে সুপ্রীম্ কোর্ট তাহারদিগকে অনুমতি দেন, এবং যে আদেশানুসারে তাঁহারা অনুমতি প্রাপ্ত হন ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের নিকট আপীল উপস্থিত হয়। বাধার আপত্তির উপর ঐ নিষ্পত্তি হওয়াতে বিলে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহার উপর এই আপীল গ্রাহ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। (এস্থলে বিল পঠিত হইল। অতএব বিলেতে মকদ্দমার যে দাবী প্রতিপন্ন তাহা এই বিষয়ে বৈষ্ণবদাস মল্লিকের মৃত্যু হইতে স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের মৃত্যু পর্য্যন্ত এষ্টেটের যে উপস্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা পাঁচ ভ্রাতার সাধারণ। এবং স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের মরণে আপিলান্ট ঐ উপস্বত্বের তাঁহার পৃথক অংশে অধিকারিণী। উইলের এক অংশ পরিচ্ছেদে যে দান লিখিত আছে উক্ত উপস্বত্ব যদি তদন্তর্গত না হইয়া থাকে তবে আপিলান্ট অথবা আপিলান্ট ও তাঁহার দুহিতারা যে তাহা পাইতে অধিকারিণী ইহা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করা হয় নাই, পরন্তু রেস্পণ্ডেন্টেরা আপত্তি করিয়াছেন যে ঐ দানবলে উক্ত উপস্বত্ব মূলধনের সহিত জীবিত চারি ভ্রাতাকে বর্ত্তিয়াছে।

এতাবতা এই কথার বিচার করাই আমাদের আবশ্যক। স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের এষ্টেট এবং যাহারা উক্ত দানের বুনিয়াদে দাওয়া করে তাহাদের মধ্যে ঐ আপত্তি উত্থিত: এবং আমাদের বোধ হইতেছে যে তাহা উইলের অর্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করে। ঐ অর্থের অবধারণে উইলকর্ত্তার অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। যেমত ইংরাজি আইনে তেমতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও কহিতেছেন যে উইলকর্ত্তার অভিপ্রায়ই উইলদ্বারা কৃত দান অবধারণের উপায়; এবং যে যে উপায়দ্বারা ঐ অভিপ্রায় স্থির করা হয় তাহাতে এই দুই আইনে আমাদের জ্ঞানানুসারে বৈলক্ষণ্য নাই। আদৌ উইলে লিখিত কথার প্রতি বিবেচনা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা উইলকর্ত্তার বাসনা প্রকাশ পায়, পরন্তু ঐ সকল কথার যে অর্থ করিতে হয় পরিবৃত অবস্থা জন্য তাহার অন্যথাও হইতে পারে, এবং যে স্থলে তাহা ঘটে সে স্থলে ঐ সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিতে হইবে সন্দেহ নাই। যে সকল অবস্থার প্রতি এইরূপ প্রণিধান করিতে হইবে তন্মধ্যে এক অবস্থা দেশীয় আইন—যদনুসারে উইল কৃত ও তাহাতে লিখিত দানাদি সম্পন্ন হয়। যদি ঐ আইনে বিশেষ কথার বিশেষ অর্থ কিম্বা দানাদির বিশেষ ফলজনকতা বিহিত হইয়া থাকে, তবে কল্পনা করিতে হইবে যে উইলকর্ত্তা আইনের সেই অর্থ ও ফল বিবেচনা করিয়া দানাদি করিয়াছেন (যদি উইলে লিখিত কথায় বা পরিবৃত অবস্থায় তাদৃশ কল্পনার অন্যথা নাহয়)।

আমরা বিবেচনা করি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে এই সকল বিধানানুসারে আমাদের চলা উচিত। অতএব উইলে লিখিত কথাদ্বারা উইলকর্ত্তার যে অভিপ্রায় স্থির করা যাইতে পারে তাহাই আমারদিগকে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে। উইলের প্রথম পরিচ্ছেদে উইল-

কর্ত্তার সমুদায় বিষয়ের পঞ্চমাংশ প্রত্যেক পুত্রকে নির্ব্যূঢ় রূপে দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু উইলের একাদশ পরিচ্ছেদে (লিখিত হইয়াছে যে) যদি কোন পুত্র পুত্র সন্তান হীন হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন তবে (তাঁহার অংশ) অন্য পুত্র বা পৌত্র যিনি তৎকালে জীবিত থাকিবেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। উইলের শব্দগত অর্থ করিলে যাহা প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছিল তাহা একাদশ পরিচ্ছেদে লওয়া হইয়াছে, একাদশ পরিচ্ছেদকে সম্পূর্ণ ফলবৎ করিলে তাহা প্রত্যেক গ্রহীতার জীবনের উপর নির্ভর করে, এবং তিনি পুত্র বা পৌত্র রাখিয়া মরিবেন কি না তাহার নিশ্চয়ের উপর তাঁহার অংশ তস্য ভ্রাতাকে বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে ইহার নিশ্চয় নির্ভর করে। কিন্তু তাদৃশ অর্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য করা যাইতে পারে না। ঐ রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উইলকর্ত্তার উপর এইরূপ অসংলগ্নতার দোষারোপ করিতে হইবে যে তিনি এককালেই নির্ব্যূঢ় রূপে অথচ শর্ত্তি রূপে দিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। এমত অর্থ হইতে পারে না:—তিনি অবশ্যই এমত মনস্থ করিয়া থাকিবেন যে সকল ব্যক্তিকে নির্ব্যূঢ় রূপে দিয়াছেন। ঐ দত্ত বিষয়ে তাহাদের কিছু ভোগ হওয়া উচিত, এবং ঐ ভোগ নিজ২ অংশের উপস্বত্ব ভোগ হইতে ন্যূন হইতে পারে না। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হেতুবাদে এমত উক্তি করা হইয়াছে "আমার স্থাবরাস্থাবর এষ্টেটে তিনি যে অংশ পাইবেন" উইলকর্ত্তার এই বাক্য যেমত মূল ধনে প্রযুজ্য তেমতি উপস্বত্বেও প্রযুজ্য। যাহা কথিত হইল তাহা না ধরিলেও আমাদের বিবেচনায় ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। উইলকর্ত্তার উইলকে অন্ততঃ ঐ বিষয়ে প্রযুজ্য বোধ করিতে হইবে যাহা তাঁহার দানের বিষয় ছিল (অর্থাৎ) যাহা তাঁহার দেওনের নিমিত্তে ছিল। এই উইলকর্ত্তা নিজ উইলে যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন আমরা বোধ করি আমরা তাহা হইতে অবাধে নিষ্কর্ষ করিতে পারি যে তাহাতে তাঁহার এই মনস্থ ছিল যে যেকোন ঘটনা কেন হউক্ না, তাঁহার পুত্রেরা ঐ বিষয়ের নিজ২ অংশের উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিবে, এবং ইহাও সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবে যে যে আদালতের বিচার পুনর্দৃষ্টি করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই আদালতের সহিত এই বিষয়ে আমাদের মত মিলিতেছে।

উইলকর্ত্তার উইলের প্রথম ও একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে তাঁহার এই রূপ অভিপ্রায় নিষ্কর্ষ করা গেলে পর বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐ উইলে কৃত অন্যান্য দানাদি হইতে ভিন্ন কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে কি না? পরন্তু তাহা প্রকাশ পাওয়া আমাদের দৃষ্ট হইতেছে না। যে প্রকারে বিষয় ব্যবহার করা হইবে ও তাহা হইতে যেং ভার নির্ব্বাহ হইবে তাহা তদ্বিষয়কই বোধ হয়। যদি এমত আরোপ করা যায় যে উইলকর্ত্তার উইলে ব্যবহৃত কথা হইতে যে অভিপ্রায় উপলব্ধি হইতে পারে তদ্বিভিন্ন অন্য মনস্থ তাঁহার ছিল, তবে বহিরঙ্গ কোন কারণ থাকিলে ও তদ্দ্বারা স্পষ্ট অভিপ্রায় অন্যথাব্যক্ত হইয়া ঐ বিভিন্ন অভিপ্রায় সাব্যস্ত হওন হেতুকে তাহা হইতে পারে।

ভিন্ন অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত না হইলে আমাদের বোধে প্রকাশিত অভিপ্রায়ই প্রবল। উইলকর্ত্তার ব্যবহৃত শব্দ গুলিতে যাহা বোধ-গম্য হয় উইলকর্ত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই মনস্থ করিয়াছিলেন কি না ইহা আমরা সন্দেহ করিতে পারি. কিন্তু অর্থাবধারণকারক আদালত যথার্থ কারণের উপর নিষ্কর্ষ করিবেন, কেবল আশঙ্কনীয় সন্দেহের উপর করিবেন না। এমত কোন২ বাহ্য অবস্থা আছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া এমত নিষ্কর্ষ হইতে পারে। উইলকর্ত্তার মনস্থ ছিল যে তদীয় বিষয়ে তাঁহার পুত্রদের নিজ২ অংশের উপস্বত্ব তাঁহাদের নিজ ধন না হইয়া তাঁহাদের অংশের আসল ভুক্ত হইবে। ঐ অবস্থা দুই মাত্র, প্রথম এই যে ঐ পরিবার অবিভক্ত, ও পুত্রদের এষ্টেট্ যৌত; দ্বিতীয় এই যে যে স্থলে ব্যক্তিদের এষ্টেট্ যৌত থাকে, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে উপস্বত্ব আসলে গিয়া মিশে। প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আমরা যে নিস্পত্তির বিচারে তে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা তাহাতে প্রযুজ্য হইতে পারে না, কেননা পরিবারকে যৌত স্বীকার করিলে ও পুত্রদের এস্টেট যৌত হইলে তন্মধ্যে কোন শরীক মরিলে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাহার স্বত্ব অন্য শরীককে অর্শিবে না, কিন্তু তাহা ঐ মৃত শরীকেরই এস্টেটের একাংশ থাকিবে এবং তিনি যাহাকে উইলের দ্বারা দিয়া যান তাহাকে অর্শিবে অথবা তাঁহার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিদিগকে বর্ত্তিবে; অতএব উইলে যদি বিষয়কে যৌতই রাখা হইয়া থাকে, তথাপি তদ্দ্বারা আমাদের এমত বোধ হয় না যে এক পুত্রকে যাহা দেওয়া হয় তাহা তাহার মরণান্তে অন্য পুত্রগণকে গিয়া বর্ত্তিবে, এবং নিম্ন আদালত বোধ করেন এবং আমরাও বোধ করিয়াছি যে উইলকর্ত্তা উইলদ্বারা পুত্রদিগকে বিষয় সম্বন্ধে অবিভক্ত থাকিতে বাধিত করেন নাই।

বিষয় যৌত থাকিলে উপস্বত্ব আসলের অনুগামি (অর্থাৎ আসল ভুক্ত) হয়, -হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিধান যে কত দূর পর্য্যন্ত যায় তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে আমাদের আবশ্যকতা নাই, এবং ঐ সকল বিধানের উপর কোন মত ইঙ্গিত করিতেছি এমত যেন কেহ বুঝেনা। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমাতে বিচার্য্য কথা এই যে ঐ বিধান উপযুক্ত রূপে প্রযুজ্য কি না; উইলকর্ত্তা উচিত বিবেচনা করিয়া যদি পুত্রদিগকে বিষয় সম্বন্ধে অবিভক্ত থাকিতে বাধিতও করিতেন (যদ্বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিনা) তথাপি আমাদের বিবেচনায় উক্ত নিয়ম প্রযুজ্য নহে। আমাদের বিবেচনায় তিনি ঐরূপ বাধিত করেন নাই। এবং যেস্থলে ঐরূপ বাধিত করা হইলে উক্ত বিধানটী অকাট্যরূপে প্রযুজ্য হইতে পারিত সেস্থলে ঐরূপ বাধিত না করা হইয়া থাকিলে যে তাহা উপযুক্তরূপে প্রযুজ্য হইতে পারে আমাদের এমত বোধ হয় না। কৌন্সলি সাহেবেরা তর্ক করেন—উইলকর্ত্তার মনস্থ ছিল যে তাঁহার পুত্রেরা বিষয়ে অবিভক্ত থাকে, এবং বোধ হইতেছে সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞবর জজেরাও এইরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, ও তদ্দ্বারা এই অনুভব করিয়াছেন যে উইলকর্ত্তা মনস্থ করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক পুত্রের অংশের উপস্বত্ব আসলে

গিয়া পড়িবে (অর্থাৎ আসলভুক্ত হইবে,) পরন্তু আমরা বোধকরি যে বিজ্ঞ-বর জজেরা উইলের অর্থকরণে ঐ অনুভব প্রয়োগ করায় যথার্থকারি হয়েন নাই। উইলকর্ত্তা অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন যে তাঁহার পুত্রেরা বিষয় সম্বন্ধে যৌতছিল, এবং তাহারা এইরূপ বরাবর থাকিবে কি না তদ্বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যদি তাহারা বিষয় সম্বন্ধে পৃথক্ হইত তবে প্রত্যেক অংশের অধিকারিকে যে তদংশের উপস্বত্ব বর্জ্জিত অত্র সন্দেহনাস্তি। এমত কি বলা যাইতে পারে যে উইলকর্ত্তা তাদৃশ পার্থক্যের আশঙ্কা করেন নাই ;—যদি না করিয়া থাকেন তবে আদালত্ যে নিষ্কর্ষ করিয়াছেন তাহা কোন্ কারণের উপর সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। আমরা কি এমত বলিতে পারি উইলকর্ত্তার মনস্থ এই ছিল যে যদি তাঁহার পুত্রেরা বিষয় সম্বন্ধে অবিভক্ত থাকে তবে তাহাদের অংশের উপস্বত্ব আসলে গিয়া পড়িবে, কিন্তু যদি তাহারা বিষয় সম্বন্ধে বিভক্ত হয় তবে প্রত্যেকে উপস্বত্বের স্বকীয় অংশ লইবে, বোধ করি আমরা এমত বলিতে পারি না। উইলকর্ত্তার এমত মনস্থ প্রকাশ করা হইতে পারিত কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং যতদুর আমাদের দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও তাঁহার উইলে এমত কোন যথেষ্ট হেতু নাই যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে তিনি এমত মনস্থ করিয়াছিলেন। স্পষ্ট উক্তি না থাকাতে অথবা যাহাকে আবশ্যক উহ্যতা কহে তাহাও না থাকাতে আমাদের মত এই যে উইলে এমত অভিপ্রায় কল্পনা করা যাইতে পারে না। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি হইতে আমাদের উপলব্ধি হইতেছে বিজ্ঞবর জজেরা বিবেচনা করিয়াছেন যে উপস্বত্ব স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিদিগকে অর্পণ অপেক্ষা মূলধনে গিয়া পড়াই হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুমত ; কিন্তু উইলে ব্যবহৃত শব্দগুলির শক্তি বর্দ্ধন পূর্ব্বক বিজ্ঞবর জজেরা উইলের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুমত না হইয়া বরং তাহার বিপরীতই বোধ হইতেছে। আমরা যেমত বুঝি তাহাতে উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সমতাই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুমত। ঐ শাস্ত্রে মূলধন এবং তাহার বৃদ্ধিকে স্বভাবতঃ অভেদ্য কহেন না, কেননা তদুভয় যে পৃথক করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু যৌত পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ সকল দায়াদগণের মধ্যে সমানরূপে বিভাগাভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তদুভয়কে এক কল্পনা করিয়াছেন ; এবং উইলেকৃত দানাদি নিমিত্তে যদি ঐ সম্যক্ সমতা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ পরিত্যাগাপেক্ষা বরং আংশিক সিদ্ধি-ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ি বোধ হইতেছে। এই সমস্ত কারণে দেখিতেছি যে সুপ্রীম্কোর্টের মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না, এবং আমাদের মত এই যে এই সকল বাধার আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত ছিল। অতএব আমরা বিনীতরূপে শ্রীমতী মহারাণীকে অনুরোধ করি যে ঐ সকল রদ এবং বাধার আপত্তি গুলি অগ্রাহ্য হয়।—বুলনোয়ার রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ২৮৭—৩১৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অবিভক্ত বিষয়ে কোন সমদায়াদের ক্ষমতার সীমা।

মিথিলাদি প্রদেশাদৃত নিবন্ধ,দের মতে অবিভক্ত বিষয় এক জন দানাদি করিতে পারে না, যেহেতু—"সাধারণ বিষয়, পুত্র, পত্নী, বন্ধকের দ্রব্য, সর্ব্বস্ব, গচ্ছিত দ্রব্য, (ব্যবহারের নিমিত্তে) যাচিত দ্রব্য, এবং অন্যকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য (এই) আট বস্তু অদেয় কথিত"—এই বৃহস্পতি বচনানুসারে সাধারণ দ্রব্য অদেয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং যেহেতু —"এক জন পরস্পরের সম্মতি বিনা সমস্ত স্থাবর অথবা গোত্রের মধ্যে সাধারণ বিষয় ক্রয় বা দান করিবে না। বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক সপিণ্ডেরা স্থাবর বিষয়ে সমান (অধিকারি)। এক জন সর্ব্বস্ব দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে প্রভু নয়"॥ এই ব্যাসবচনদ্বয়ানুসারে একজন দানাদি করিতে প্রভু নয়।

মিথিলাদিপ্রদেশাদৃত নিবন্ধৃণাং মতে সাধারণমেকেনাদেয়মেব,—"সমান্যং পুত্রদারাধি সর্ব্বস্বং ন্যাস যাচিতং। অদেয়ান্যাহুরষ্টৈব যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্"॥ ইতি বৃহস্পতি বচনে সামান্যস্যাসাধারণস্যাদেয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ। "স্থাবরস্য সমস্তস্য গোত্রসাধারণস্য চ। নৈকঃ কুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা॥ বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ। একোহ্যনীশঃ সর্ব্বত্র দানাধমন বিক্রয়ে"॥ ইতি ব্যাস বচনাভ্যামেকস্য দানাদানীশত্বাচ্চ।

সামান্য স্বত্ববাদিত্বহেতুতে তাঁহাদের আশয় এই যে সকল ধনে সকলের স্বত্ব থাকাতে একের ইচ্ছাতে কৃত দান বিক্রয়াদি অসিদ্ধ। পরন্তু প্রাদেশিক স্বত্ববাদী জীমূতবাহন কহেন ঐ মত অযথার্থ, যেহেতু সাধারণ স্বত্বের প্রমাণ নাই। অপিচ তদ্ব্যাস বচনদ্বয় লিখিয়া তিনি সমাধা করিয়াছেন যে—"তদ্ব্যাসবচনদ্বয়ে ইহা বাচ্য নয় যে বিক্রয়াদি করিতে এক জনের অধিকার নাই, যেহেতু অন্য

এতেষাং সামান্য স্বত্ববাদিত্বাত্ সর্ব্বধন এব সর্ব্বেষাং স্বত্বসত্ত্বাৎ একেচ্ছয়া কৃতংদান বিক্রয়াদ্যসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ। পরন্তু প্রাদেশিক স্বত্ববাদি জীমূতবাহনেন তদসদিত্যভিহিতং সামান্য স্বত্বস্য প্রমাণাভাবাৎ। এবঞ্চ তদ্ব্যাস বচনদ্বয়ং বিলিখ্য তেনৈব সমাহিতং যথা—"নচৈতদ্বচনদ্বয়েন একস্য বিক্রয়াদ্যনধিকার ইতি বাচ্যং যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্ব লক্ষণস্য স্ব-

বস্তুর মত এস্থলেও অবিশেষে* য-থেষ্ট বিনিযোগাৰ্হস্বত্বরূপ স্বত্ব আছে, এতাবতা ব্যাসের বচন স্বামিত্বহেতু দুর্বৃত্ত পুরুষস্থানে বিক্রয়দানাদি ক-রিলে পরিবারের ক্লেশজন্য অধর্ম্ম-ভাগিতা জ্ঞাপনার্থক নিষেধ রূপ, তাহা বিক্রয়াদির অসিদ্ধি জ্ঞাপক নয়*। অতএব নারদ কহিয়াছেন "এক ব্যক্তি হইতে জাত অনেকের যদি পৃথক ধর্ম্ম ও পৃথক ক্রিয়া, এবং পৃ-থক্ কর্ম্ম ও চরিত্র হয়, ও তাহারা বিষয় ব্যাপারে (পরস্পর) সম্মত না হয়, তবে যদি তাহারা স্ব স্ব ভাগ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎ সমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু"†।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিরও এই মত। অতএব বঙ্গদেশপ্রচলিত মতে—

ব্যবস্থা ৩১২ দায়াদের মধ্যে একে বা অনেকে সাধারণ বিষয়ে

স্বস্য দ্রব্যান্তর বদত্রাপ্যবিশেষাৎ*। ব্যাস বচনন্তু স্বামিত্বেন দুর্বৃত্ত পুরুষ গোচর বিক্রয় দানাদিনা কুটুম্ববি-রোধাদধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থমিতি*।

অতএব নারদঃ -'যদ্যেক জাতা বহবঃ পৃথগ্‌ধর্ম্মাঃ পৃথক্-ক্রিয়াঃ। পৃথক্-কর্ম্ম গুণোপেতাঃ নচেৎ কার্য্যেষু সম্মতাঃ॥ স্বভাগান্ যদি দদ্যুস্তে বিক্রীণীয়ুরথাপি বা। কুর্য্যুর্যথেষ্টং তৎ সর্ব্বমীশাস্তে স্বধনস্যবৈ"†।

এবমেব শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদয়ঃ। ত-স্মাৎ বঙ্গদেশ প্রচলিত মতে—

৩১২ যদিকশ্চিৎ কেচন দায়াদা বা সাধারণ বিষয়েষু স্বকীয় প্রা-

---

* অন্য বস্তুর মত,—অর্থাৎ সাধারণ নয় এমত বস্তুর মত। এস্থলেও—অর্থাৎ সাধারণ স্থাবরেও। অবিশেষে—অর্থাৎ স্বামিত্বের অবিশেষে। সামান্য স্বত্ব না থাকাতে নানাস্বামিকরূপ যে সাধারণত্ব তাহা হইল না, অতএব সাধারণত্বকে অবিভক্তত্বই বুঝিতে হইবে। এই রূপ সাধারণ বিষয় বিভাগের পূর্ব্বেই স্বত্ব থাকাতে তৎকালেও আপন অংশ দানাদি করিলে তাহার বাধক নাই; প্রাদেশিক স্বত্ববাদি দায়ভাগকর্ত্তার এই মত। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৭, ও ৫৮।

* দ্রব্যান্তর বৎ—সাধারণ দ্রব্যান্তর বৎ। অত্রাপি—সাধারণ স্থাবরাদাবপি। অ-বিশেষাৎ—স্বামিত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। সামা-ন্যস্বত্বাভাবেন সাধারণত্বস্য নানাস্বামিকরূপ-স্যালীকত্বয়া সাধারণস্যাবিভক্তত্বমেব, তত্রচ সাধারণে স্বত্বস্য বিভাগাৎ প্রাগেব জাতত্বেন তদানীমপি স্বাংশদানাদৌ বাধকাভাবইতি প্রাদেশিক স্বত্ববাদিনো দায়ভাগ কর্ত্তুরাশয়ঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৭ ও ৫৮।

† এই নারদ বচনে উক্ত হইয়াছে যে এক ব্যক্তির ক্রিয়মাণ কার্য্যে অন্যের সম্মতি না থাকিলেও সে স্বকীয় ভাগ দানাদি করিতে প্রভু। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

† ইতি নারদ বচনে—একেন ক্রিয়মাণ কার্য্যেষু অন্যেষামসম্মতত্বেঽপি স্বভাগ-দানাদাবীশত্বমুক্তং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

ইহা বিভক্ত স্থলেই যে বাচ্য তাহা নয়, কেননা সেস্থলে অন্যের স্বামিত্ব না থাকা

নচ বিভক্ত বিষয়মেতদিতি বাচ্যং, তত্রা-ন্যেষাং স্বামিত্ব নিশ্চয়েন তৎ সম্মতেরপ্রসঙ্গ-

নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ*।

প্রমাণ। /০ সাধারণ বিষয়ে নিজ অংশ দান, তাহা বিভাগের পূর্ব্বে বা পরে হউক, সিদ্ধ, এই নিষ্কর্ষ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

৶০ কোন দায়াদ যদি আপন অংশ সামান্যতঃ এইরূপে দান করে—"তোমাকে আমার অংশ দিলাম"—তাহাতে নিষেধ নাই। কেননা তদানীং গ্রহীতা বিভাগে ঐ দায়াদস্বরূপে গৃহীত, পরন্তু তাহা হইলেও স্থাবর নিশ্চয় হওয়াতে বিভক্ত বিষয় দানাদিতে অন্যের সম্মতি কেবল ছাগীর গল দেশস্থ স্তন তুল্য (নিরাবশ্যক)। অতএব পূর্ব্ব লিখিত বৃহস্পতি বচনে সাধারণ দ্রব্য যে অদেয় মধ্যে গণনা তাহা শুদ্ধ নিষেধ বোধক মাত্র. তাহাতে দানাদি অসিদ্ধ হয় না। স্মৃতিসার প্রভৃতিরও এই মত। ঐ পৃ. ৫৮।

প্যাংশস্য দানাদিকং করোতি বৈধমেব তৎ সিদ্ধঞ্চ*।

/০ বিভক্তাবিভক্তসাধারণ স্বাংশদানং সিধ্যত্যেবেতি সিদ্ধং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

৶০ যদি কশ্চিৎ দায়াদঃ সামান্যতয়া স্বাংশমিত্থং প্রযচ্ছেত্—"যুষ্মায়া তুভ্যং স্বকীয়াংশোদত্তঃ" তত্র ন নিষেধঃ। যতস্তদানীং বিভাগে গ্রহীত্রা তদ্দায়াদ স্বরূপতয়া গৃহীতো ভবিতুমর্হেৎ, পরন্তু স্থাবর দানাদৌ স্তন ন্যায়মানত্বাৎ। ইত্থঞ্চ পূর্ব্ব লিখিত বৃহস্পতি বচনে যৎ সামান্যাদ্যাদেয় মধ্যে গণনং তন্নিষেধপরমেব নতু দানাদ্যনিষ্পত্তিপরমিতি। এবমেব স্মৃতিসার প্রভৃতয়ঃ। ঐ পৃ. ৫৮।

* বঙ্গদেশে প্রবল শাস্ত্রমতে অবিভক্ত দায়াদগণের যে কেহ যৌত বিষয়ের মধ্যে আপন অংশ পরিমাণে দানাদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে; এবং আমি বোধকরি উহাদের দ্বারা তদ্ভাব বিষয়ে তৎকৃত দান এস্থলে অর্থাৎ এই দেশের সীমার মধ্যে জীমূতবাহনের ঐ মতানুসারে যে—'কোন অবিভক্ত সমদায়াদের কৃত দানাদি অধর্ম্ম্য কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়'—সিদ্ধ থাকিবে।

বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তদের মত এই যে অবিভক্ত বিষয় দান অদেয় মধ্যে পরিগণিত, তাহা অধর্ম্ম্য. এবং দণ্ডনীয় বটে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়, নিবর্ত্তনীয়ও নয়; পরন্তু অন্য প্রকার দানাদি যাহা "অদত্ত" কথিত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়। কোলব্রুক সাহেবের মত। দ্রষ্টব্য এসট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪১৯ ও ৪২০।

কোন দায়াদ অবিভক্ত পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে নিজ অংশ দানাদি করিতে নিষিদ্ধ, এবং মিতাক্ষরাকর্ত্তা বিভাগের পূর্ব্ব প্রাদেশিক স্বত্ব না মানাতে, এবং "কৃত হইলে সিদ্ধ"—এই মতও অস্বীকার করাতে, যেস্থলে মিতাক্ষরা প্রবল সে স্থলে যে তাদৃশ কার্য্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ অত্র সন্দেহ নাস্তি। পরন্তু যেহেতু দায়ভাগকর্ত্তা উক্ত মত. এবং বিভাগের পূর্ব্বে প্রত্যেক দায়াদের প্রাদেশিক অনিশ্চিত স্বত্ব স্বীকার করেন এতাবতা তন্মতে বিভাগের পূর্ব্বে কৃত বিক্রয়াদি তদ্বিক্রয়াদিকারকের অংশ পরিমাণে সিদ্ধ ও কর্ম্মণ্য। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫।

দানাদিতে সমদায়াদদিগের সম্মতি আবশ্যক*। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার এই মত।

সমদায়াদানাং সম্মতেগ্র্ হণাবশ্যকত্ব-মিতি* বিবাদ ভঙ্গার্ণব মতং।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্র.। যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ বিষয়ে যথাশাস্ত্র নিজ প্রাপ্যাংশ পরিমাণের অধিক দান করে তবে এমত অবস্থায় ঐ দান পত্র অশাস্ত্রীয়, অথবা দাতা যে অংশে অধিকারী ছিল, গ্রহীতা সেই অংশ পাইবে কি না?

(বঙ্গদেশে) দাতার অংশ পরিমাণে সাধারণ বস্তুর দান সিদ্ধ।

উ.। সাধারণ বিষয়ে যে পরিমিত অংশ দাতার প্রাপ্য তাহা হইতে অধিক যদি ঐ দাতা দান পত্র দ্বারা দিয়া থাকে তবে তদ্দানপত্র অশাস্ত্রীয ও অসিদ্ধ হয়, না, পরন্তু অবিভক্ত বিষয়ে দাতার যে অংশ ছিল সেই অংশ পাইবে গ্রহীতা অধিকারী। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব ও বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থের অনুমত।

জিলা জঙ্গল মহাল, ২৬ মে, ১৮২৬ সাল। মেক্ হি ল. বা. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫, পৃ. ২১২।

প্র.। পিতা হইতে দায়রূপ অর্শিয়াছে যে স্থাবরাদি বস্তু তাহা কোন নারী নিজ পুত্রকে দান করিতে যোগ্যা কি না? তৎ পিতৃবিষয যদি সমদায়াদদের সহিত যৌত থাকে, তবে ঐ নারী নিজ পিতার অংশ পরিমিত বিষয় দিতে পারে কি না?

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সমদায়াদা নারী নিজ অংশ পরিমাণে দান করিলে তাহা সিদ্ধ।

উ.। যদি তাহার পিতার (আর) দুহিতা দৌহিত্র না থাকে, তবে ঐ নারী পিতা মাতা হইতে দায় রূপে প্রাপ্ত বিষয় নিজ পুত্রকে দিতে যোগ্যা; এবং যদি তাহা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ঐ বিষয় যৌত ও অবিভক্ত থাকিলেও তদ্দানকে নির্দোষ সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবেক। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুমত।

---

* কিন্তু বস্তুতঃ বিভক্ত স্থলে (সমদায়াদদের) যে অনুমতি গ্রহণ সে বিভক্তাবিভক্ত ও সীমাদি নির্ণয়ার্থে, তাহা গ্রামস্থের ও প্রতিবাসির অনুমতি গ্রহণের ন্যায়, যথা-মিতাক্ষরাতে বর্ণিত হইয়াছে” (দা. ত. পৃ. ২৭) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের এই মত এস্থলেও প্রযুজ্য—যেহেতু এক স্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে অন্য স্থলেও সেই রূপ খাটে এই ন্যায় আছে।

* “বস্তুতস্তু বিভক্তেম্বনুজ্ঞাগ্রহণং বিভক্তাবিভক্ত সীমাদিসংশয় ব্যুদাসায় গ্রামসামন্তাদ্যনুমতি গ্রহণবত্তদুক্তং মিতাক্ষরায়াং”—ইতি রঘুনন্দন মতং (দা. ত. পৃ. ২৭) অত্রাপি প্রযুজ্যং—একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা কল্প্যতে ইতি ন্যায়াং।

প্রমাণ—

দক্ষ—"মাতাপিতাকে ও গুরুকে আর বন্ধুকে ও ধার্ম্মিককে এবং উপকারিকে আর দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এবং বিদ্বান্‌কে যে দান করা যায় তাহাতে ফলোদয় হয়"।

নারদ—" যদি তাহারা পৃথক্‌ রূপে আপনাদের অবিভক্ত অংশ দান বা বিক্রয় করে তবে তৎ সকল প্রকার বিষয় তাহারা যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে. যেহেতু তাহারা সকলেই নিজ নিজ ধনের প্রভু"।

জিলা নদীয়া, ৭ জুন ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮ মকদ্দমা ১৩, পৃ. ২২০।

প্র.। তিন ভ্রাতার পৈতৃক স্থাবর বিষয় যৌত ও অবিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে দুই জনে তাহার কিয়দংশ অর্থাৎ আপন আপন অংশ অবিভক্ত ভ্রাতার অনুমতি বিনা বিক্রয় করিল, যৎকালে ক্রেতা বিক্রয়-পত্র রেজিষ্টরি করায় এবং কালেক্‌টরিতে তাহার নাম দাখিল খারিজ করিয়া লয় তৎ-কালে ঐ ভ্রাতা কোন আপত্তি করে না। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ কি না?

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত দায়াদরা পৈতৃক বিষয়ে নিজং অংশ বিক্রয় করিতে পারে।

উ। যখন ঐ দুই ভ্রাতা অবিভক্ত স্থাবর বিষয়ে আপনাদের ভাগের কিয়দংশ বিক্রয় করে এবং ঐ বিষয় হস্তান্তর করণ কালে যখন অন্য ভ্রাতা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করে নাই, তখন অনুভব করা যাইতে পারে যে সে তাহাতে সম্মত ছিল, পরন্তু সে সম্মতি না দিলেও অন্য ভ্রাতারা আপন আপন অংশ বিক্রয় করিতে যোগ্য যেহেতু তাহারা নিজ নিজ সম্পত্তির প্রভু। দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত আর আর গ্রন্থানুসারে এই বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

প্রমাণ—দায়ভাগে ধৃত নারদ বচন—"এক ব্যক্তি হইতে জাত অনেকের পৃথক্‌ ধর্ম্ম ও পৃথক্‌ ক্রিয়া হইলে এবং পৃথক্‌ কর্ম্ম ও চরিত্র হইলে আর বিষয় ব্যাপারে পরস্পরের সম্মতি না হইলে যদি তাহারা স্ব স্ব অংশ দান বা বিক্রয় করে তাহারা তৎ সমুদয় যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু।"

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ সাল। সদানন্দ শর্ম্মা—বনাম—রামচন্দ্র দত্ত। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১. মকদ্দমা, ১, পৃ. ২৯১ ও ২৯২।

বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে একজন দায়াদ-কর্ত্তৃক সাধারণবিষয়ের

প্র.। দুই ভ্রাতা এক বাটীতে বাস-কারি এবং যৌতরূপে অবিভক্ত বিষয় ভাগি। তন্মধ্যে এক জন আপনার অনিশ্চিত অংশ এক বিক্রয় পত্রদ্বারা অপর ব্যক্তিকে

নিজ অনিশ্চিত অংশ বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

বিক্রয় করে এমত বিক্রয় অন্য ভ্রাতার উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না? বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে এই প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক।

উ.। এমত বিক্রয় নির্দোষ ও সিদ্ধ।

প্রমাণ—

যদ্যপি দায়ভাগে ব্যাসের দুই বচন ধৃত হইয়াছে, যথা—'একজন অন্যের সম্মতি বিনা সমস্ত স্থাবর অথবা গোত্রের সাধারণ বিষয় ক্রয় বা দান করিবে না। বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক সপিণ্ডেরা স্থাবর বিষয়ে সমান অধিকারি; এক জন সমুদয় বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে প্রভু নয়'—তথাপি তদ্ গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন—'ইহা বাচ্য নয় যে তদ্বচনানুসারে বিক্রয়াদি করিতে এক জনের অধিকার নাই: যেহেতু অন্য বস্তুর ন্যায় এস্থলেও অবিশেষে যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্ব রূপ স্বত্ব আছে। পরন্তু ব্যাস বচন স্বামিত্ব হেতু দুর্বৃত্ত পুরুষের নিকট বিক্রয় দানাদি করিলে পরিবারের ক্লেশজন্য অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থক নিষেধরূপ, তাহা বিক্রয়াদির অসিদ্ধি জ্ঞাপক নয়''। দায়ভাগ।

''যদি তাহারা স্ব স্ব অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎসমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু''। দায়ভাগে ধৃত নারদ বচন।

স্থাবর বিষয় বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক তাহার দানাদি সিদ্ধ—যেহেতু পশ্চাৎ অক্ষপাতাদি দ্বারা অংশ নির্দ্দেশ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা।

সদরদেওয়ানি আদালত, ৮ এপ্রেল ১৮১৫ সাল। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপিলান্ট—বনাম্—শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেন্ট। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২৪, পৃ. ৩১৩ ও ৩১৪।

নজীর ৩৫২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ মোসম্মাৎ তারামণির বিরুদ্ধে ভবানীপ্রসাদ গুহের মকদ্দমাতে সদরদেওয়ানী আদালত বিচার করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে কোন দায়াদ পৈতৃক অবিভক্ত ভূমি সম্পত্তির মধ্যে নিজ অংশ দুহিতা ও দৌহিত্র থাকিতেও দানাদি করিতে পারে (স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১৩৮)। ওদিকে নন্দরাম প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে বেহার অর্থাৎ মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত যৌত দ্রব্য স্থাবর বা অস্থাবর হউক তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজ অংশ দান করিলেও তাহা অসিদ্ধ। (স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২৩২)।

৵০ বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামকানাই রায় প্রভৃতির মকদ্দমাতেও ঐরূপ বিচার হইয়াছে (ঐ. পৃ. ১৭)। কোলব্রূক সাহেব এক নোটে আরো

প্রচুর রূপে এবিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৭ ও ১১৭।

ব্যবস্থা। ৩৫৩ অবিভক্ত সমদায়াদেরা অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত বিক্রয়াদিতে অনুমতি দিতে অসমর্থ থাকনস্থলে সকল পরিবারের বিপদাপন্নাবস্থায় তৎপালনার্থে বা, পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্যে যোগ্য এক জনও স্থাবর দান বিক্রয় করিতে পারে।

৩৫৩ অপ্রাপ্ত ব্যবহারেষু অবিভক্ত সমদায়াদেষু বিক্রয়াদাবনুজ্ঞাদানাসমর্থেষু সর্ব্ব কুটুম্ব ব্যাপিন্যামাপদি তৎপোষণে অবশ্য কর্ত্তব্যেষু পিত্রাদ্যশ্রাদ্ধাদিষু বা যোগ্যেকোঽপি স্থাবরস্য বিক্রয়াদিকম্ কর্ত্তুমর্হতি।

প্রমাণ। আপৎ কালে কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে এক জনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে ও বন্ধক দিতে পারে।

একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাদ্দানাধমনবিক্রয়ং। আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থেচ বিশেষতঃ*।

ব্যবস্থা। ৩৫৪ যেস্থলে সমদায়াদরা প্রাপ্তব্যবহারতাদি প্রযুক্ত অনুমতি দানে সমর্থ বটে অথচ অনুপস্থিত নয় সেস্থলে উক্ত কারণাদিতে দানাদি কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্তে তাহাদের সম্মতি আবশ্যক।

৩৫৪ যত্রতু সমদায়াদাঃ প্রাপ্তব্যবহারাদিপ্রযুক্তত্বাৎ অনুমতিদানেসমর্থাঃ নানুপস্থিতাশ্চ তত্র উক্ত কারণবশাৎ দানাদৌ কৃতে সত্যপি তৎসিদ্ধ্যর্থং তেষাং সম্মতেরাবশ্যকত্বং।

কারণ। সকলের ইচ্ছাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করিবে, সমর্থ কনিষ্ঠই বা তাহা করিবে, যেহেতু পরিবারের পালন শক্তি অপেক্ষা করে। এই বচনে যখন জ্যেষ্ঠের বা কনিষ্ঠের অধ্যক্ষতা সকলের ইচ্ছাধীন শ্রুত,† তখন পরিবার পালনার্থেও সর্ব্বসাধারণ বস্তু বিক্র-

বিভৃয়াদেচ্ছতঃ সর্ব্বান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যথা পিতা। ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা শক্ত্যপেক্ষা কুলেস্থিতিরিতি বচনাৎ যদা সর্ব্বেচ্ছাধীন জ্যেষ্ঠস্য শক্ত-কনিষ্ঠস্য বা অধ্যক্ষতাধিকারঃ† শ্রুতস্তদা কুটুম্বার্থমপি সর্ব্ব সাধারণ দ্রব্যাদা-

* এই বচন বিবাদ ভঙ্গার্ণবে ব্যাসের বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু রত্নাকরাদি গ্রন্থে বৃহস্পতির বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কোলব্রুকের মিতাক্ষরানুবাদ, পৃ. ২৫৭।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ২৭।

য়াদিতে অনুমতি দানে সমর্থ সম-দায়াদের সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক। | নাদৌ অনুমতি দানসমর্থানাং সমদায়াদানাং সম্মতেগ্র্হণং আবশ্যকমেব।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। এক পরিবারীয় পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে দুই জন প্রাপ্তব্যবহার আর তিনজন অপ্রাপ্তব্যবহার। এমত অবস্থায়, তাহাদের জ্যেষ্ঠ বিক্রয়পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এবং অন্য চারি ভ্রাতার নামও স্বাক্ষর করিয়া পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিতে যোগ্য কি না? এবং সে যদি ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে তবে তদ্বিক্রয় যথাশাস্ত্র কি না?

যেং অবস্থায় ভ্রাতৃগণের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক বিষয় বিক্রয় করিলে সিদ্ধ তাহা।

উ.। ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কতক প্রাপ্তব্যবহার ও কতক অপ্রাপ্তব্যবহার থাকে, তবে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতাদের প্রতিপালন ও সংস্কার এবং পিতার শ্রাদ্ধাদি করণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ নিমিত্তে পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিতে যোগ্য; কিন্তু এই সকল কার্য্য ব্যতিরেকে সে আপন অংশের অধিক বিক্রয় করিতে পারে না। এই কার্য্য কএক ভিন্ন যদি অন্য কারণে বিক্রয় করিয়া থাকে তবে তাহা অবশ্য অসিদ্ধ।

জিলা বীরভূম, ২০ আগষ্ট ১৮১৮ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ৬. পৃ. ২৯৬. ২৯৭।

প্র.। তিন সহোদর ভ্রাতা যৌতরূপে পৈতৃক ভূমিতে অধিকারি। তন্মধ্যে এক জন পরিবারীয় বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ ও বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বাটীতে থাকে অন্য দুই ভ্রাতা কর্ম্মের চেস্টায় দেশান্তরে গমন করে। এমত অবস্থায়, যে ভ্রাতা বাটীতে থাকিয়া বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে অন্য ভ্রাতাদ্বয় দূরস্থানে থাকিতেও ঐ বিষয় বিক্রয় করিতে অথবা কোন মেয়াদে বন্ধক দিতে যোগ্য কি না?

আবশ্যক কার্য্যে অধ্যক্ষ দায়াদ কর্ত্তৃক সমগ্র বিষয়ের কৃত বিক্রয় সিদ্ধ।

উ.। যৌত তিন ভ্রাতার মধ্যে এক জনকে যৌত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাটীতে রাখিয়া অন্য দুই জন যদি দূরদেশে কর্ম্মের চেস্টায় গমন করিয়া থাকে, তবে ঐ অধ্যক্ষ ভ্রাতা ভ্রাতাদের অনুমতি বিনা যেমত নিজ পরিবার পালনার্থে নিজ অংশ বিক্রয় করিতে পারে তেমতি নিজ সমদায়াদদিগের সম্মতি না থাকিলেও পরিবার পালন এবং ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্তে পৈতৃক অবিভক্ত বিষয়ের সমুদয় অথবা কিয়দংশ বন্ধক দিতে এবং বিক্রয় করিতে পারে। এই মত দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ এবং আর আর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

"কিন্তু সমুদয় স্থাবর বিষয় বিক্রয় বিনা যদি পরিবার প্রতিপালন না

হয় তবে সমুদয়ও বিক্রয় অথবা অন্য রূপে হস্তান্তর করা যাইতে পারে"। বৃহস্মনু—"পোষ্য বর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত উপায়, পরিবার পীড়নে নরক (হয়), অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে"। দায়ভাগের এই মত।

"কর্ত্তা স্বদেশ বা বিদেশে থাকিতে পরিবারের নিমিত্তে দাসও যে ব্যবহার অথবা ঋণাদি করে প্রভু তাহা অপহ্নব করিবেন না"। দায়ক্রমসংগ্রহ।

"আপত্ কালে ও পরিবারের নিমিত্তে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্তেক একজনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে"।

"প্রভুর পরিবার পালন নিমিত্তে দাসে যদি ঋণ করে প্রভুকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে"। বিবাদচিন্তামণি কর্ত্তার এই মত।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। ১৩ জেনওরি ১৮১৭ সাল। গোপীকান্ত ঠাকুর—বনাম—কমলাকান্ত ঠাকুর প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১০, পৃ. ৩০০—৩০৩।

পঞ্চম অধ্যায়।

দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ।

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার পদের মধ্যে দত্তাপ্রদানিক পঞ্চম। চারি প্রকার দানমার্গই দত্তাপ্রদানিক পদান্তর্গত। ঐ দানমার্গ চতুষ্টয় বক্ষ্যমাণ নারদ বচনে ব্যক্ত—"ব্যবহারে দানমার্গ চারি প্রকার জ্ঞাতব্য—অদেয়, দেয়, দত্ত, অদত্ত,"।

অষ্টাদশ ব্যবহার পদানাং পঞ্চমোয়ং দত্তাপ্রদানিকঃ। দানমার্গ চতুষ্টয়মেব দত্তাপ্রদানিক পদান্তর্গতং। তদ্দানমার্গচতুষ্টয়ং বক্ষ্যমাণ নারদ বচনাদ্ব্যক্তং—"অদেয়মথ দেয়ঞ্চ দত্তঞ্চাদত্তমেবচ। ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্ব্বিধঃ"।

দান সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা২ আবশ্যক তাহা—

ব্যবস্থা। ৩৫৫ ব্যবহারে দান সিদ্ধি নিমিত্তে দাতার ক্ষমতার ও তদ্দান তাহার স্থিরচিত্তে কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র আবশ্যক*।

৩৫৫ ব্যবহারে দান সিদ্ধ্যর্থং দাতুঃ ক্ষমতায়াঃ স্থিরচিত্ততয়া কৃতস্য তদ্দানস্যচ প্রমাণস্যাবশ্যকত্বমেব*।

"প্রতিগ্রহ—বিশেষতঃ স্থাবরে প্রতিগ্রহ—প্রকাশ্য রূপে (অ) হইবে। যাহা প্রতিশ্রুত তাহা দাতব্য ও যাহা

"প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ (অ) স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ। দেয়ং প্রতিশ্রুত-

---

* ইহার প্রমাণাদি পরে দৃষ্ট হইবে।

দত্ত তাহা আর অপহরণ কর্ত্তব্য নয়”। যাজ্ঞবল্ক্য।

(অ) “প্রকাশ্য রূপে” অর্থাৎ সাক্ষির সম্মুখে। তথাচ মৎকর্ত্তৃক দত্ত হয় নাই কিন্তু ভোগার্থে সমর্পিত—ইহা উত্তরকালে যাহাতে না বলে তাহা করিবে এই তাৎপর্য্য। বি. দ.।

লেখ্য ভুক্তি ও সাক্ষি প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এতদভাবে দিব্যকে প্রমাণ বলা যায়। মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

“গ্রামস্থ ও স্বজ্ঞাতি ও প্রতিবাসির আর দায়াদগণের সম্মতি এবং সুবর্ণ ও জল দান এই ছয় উপকরণে ভূমি ত্যাগ করা যায়”। যদ্যপি ভূমি ত্যাগ কি প্রকারে কর্ত্তব্য তাহা এই বচনে উক্ত তথাপি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানে কৃত দান বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ৩৫৬ দান যেমত লেখ্যদ্বারা তেমতি বাক্যদ্বারা হয়।

কারণ। যেহেতু লেখ্য দানের এক প্রমাণ বই নয়। এবং দানপত্র সপ্রমাণ হইলে যেমত লিখিত দান সাব্যস্ত তেমতি দাতার দানবাক্য সপ্রমাণ হইলে বাচনিক দান সাব্যস্ত হয়।

ব্যবহারে দান লেখ্যদ্বারাই কর্ত্তব্য তদভাবে সাক্ষ্যযোগে (হওয়া চাই)।

ব্যবস্থা। ৩৫৭ গ্রহীতার গ্রহণ না হইলে শুদ্ধ দানমাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব-ধ্বংস হয় না।

প্রমাণ। ত্যাগজন্য দাতার স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত তাহার অদান

তথৈব দত্ত্বা নাপহরেৎ পুনঃ”। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) “প্রকাশং”—সাক্ষিসমীপে ইত্যর্থঃ। তথাচ ময়ৈতন্ন দত্তং কিন্তু ভোগায় সমর্পিতমিতি উত্তরকালং যথা ন ক্রূয়াৎ তথা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। বি. দ.।

প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতং। এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে”। মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনং।

যদ্যপি—গ্রাম স্বজ্ঞাতি সামন্ত দায়াদানুমতে নচ। হিরণ্যোদক দানেন ষড়্ভির্গচ্ছতি মেদিনীতি বচনে ভূমিত্যাগঃ কথং কর্ত্তব্যস্তদভিহিতং, তথাপি তৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান মার্গেণৈব কৃতত্যাগপরং।

৩৫৬ যথা লেখ্যেন তথা বাক্যেনাপি দানং ভবতি।

যতো লেখ্যং দানস্যৈকং প্রমাণমেব নান্যৎ। এবঞ্চ যথা দানপত্রস্য সপ্রমাণত্বে লিখিত দানং সপ্রমাণং, তথা দাতুর্দানবাক্যস্য সপ্রমাণত্বে বাচনিক দানং সপ্রমাণং ভবতি।

অত্রচ দানং লেখ্যেনৈব যুক্তং, অভাবে তু সাক্ষ্যেণ। দ্রষ্টব্য—বি. দ.।

৩৫৭ গ্রহীতুঃ গ্রহণাভাবে কেবলং দান মাত্রেণ দত্ত বস্তুনি দাতুর্ন স্বত্ব-ধ্বংসঃ।

ত্যাগান্নিবৃত্তমপি দাতুঃ স্বত্বং সম্প্রদানাগ্রহণাদসম্যক্ত্বেন তস্যাদান প্র-

প্রতিহেতু দাতার স্বত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয়। যথা নারদ বচন—'অসম্পূর্ণরূপ দান করিয়া পুনর্ব্বার যে গ্রহণেচ্ছা করে সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক ব্যবহার পদ নামিত''। শুদ্ধিতত্ত্ব।

তের্দাতুঃ পুনঃ স্বত্বমুৎপদ্যতে। তথাচ নারদঃ—"দত্বা দানমসম্যক্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি। দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহার পদং হি তৎ"। শুদ্ধিতত্ত্বং।

দত্ত হইলে ইনি গ্রহণ করিবেন এমত নিশ্চয়পূর্ব্বক তদুদ্দেশে দাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্বত্বোদয় হয়, (কিন্তু) প্রতিগ্রহে বিমুখ জানাগেলে ঐ স্বত্ব জন্মিবে না এই ভাবার্থ। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

দত্তে সত্যয়ং প্রতিগৃহ্নাতীত্যবধারণ এব তদুদ্দেশেন দাতুস্ত্যাগাৎ তৎ স্বত্বোদয়াৎ প্রতি গ্রহবৈমুখ্য জ্ঞানে তদ্ব্যতিরেকাচ্চেতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

ব্যবস্থা। ৩৫৮ কোন নিয়মপূর্ব্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত না হইলে দাতার স্বত্ব যায় না গ্রহীতারও স্বত্ব হয় না।

৩৫৮ কস্মিংশ্চিৎ নিয়মপূর্ব্বক দানে তস্মিন্ নিয়মে অপালিতে দাতুঃ স্বত্বং ন গচ্ছেৎ গ্রহীতুশ্চ নোৎপদ্যতে।

ব্যবস্থা। ৩৫৯ দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুই জনে এক বস্তুর প্রার্থি হইলে ও কাহার আগম (অ) পূর্ব্বকার তাহা ব্যক্ত না হইলে যাহার ভুক্তি প্রমাণ হয় তাহারই অধিকার; পরন্তু কাহারো আগম পূর্ব্বকার প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী।

৩৫৯ প্রতিগ্রহ লব্ধমিত্যুক্ত্বা একস্মিন্ বস্তুনি বিবদমানয়োর্দ্বয়োঃ আগমস্য (অ) পৌর্ব্বাপর্য্যাপরিজ্ঞানে যস্য ভুক্তিঃ প্রমীয়তে তস্যৈব তত্রাধিকারঃ; ভুক্ত্যভাবেঽপি যস্মৈ আদৌ দত্তং প্রমীতং তেনৈব লব্ধব্যং।

প্রমাণ। /০ অক্রমাগত ভোগ হইতে আগম (অ) অধিক বলবান্। যে স্থলে কিছু ভুক্তি নাই সে স্থলে আগম বলবান্ নয়*। যাজ্ঞবল্ক্য ২৭।

/০ আগমো (অ) ঽভ্যধিকো ভোগাদ্বিনা পূর্ব্বক্রমাগতাৎ। আগমেঽপি বলং নৈব ভুক্তি স্তোকাপি যত্র নো*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ২৭।

---

* কিন্তু ইহা সেই স্থলে খাটে যে স্থলে উভয়ের আগমের পূর্ব্বাপর কাল না জানা যায়। অগ্র পশ্চাৎ কাল জানা গেলে পূর্ব্ব কালীন আগম ভুক্তি যুক্ত না হইলেও বলবত্তর। অথবা উক্ত বচনের অর্থ এই যে—আদ্য পুরুষ সম্বন্ধে সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ

* এতচ্চ দ্বয়োঃ পূর্ব্বাপর কালাপরিজ্ঞানে। পূর্ব্বাপর কালজ্ঞানেতু বিগুণোপি পূর্ব্বকালাগমএব বলীয়ানিতি। অথবা অয়মর্থঃ—আদ্যে পুরুষে সাক্ষিভির্ভাবিত আগমো ভোগাদ-

(অ) "আগম"—প্রতিগ্রহ ক্রয়াদি (যাহা) স্বত্বের কারণ। মি. পৃ. ৫৮।

৵০ সর্ব্বপ্রকার অর্থবিবাদে পরে কৃত যে ক্রিয়া তাহাই বলবতী; কিন্তু বন্ধক প্রতিগ্রহ ও ক্রয়ে পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া বলবত্তরা॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ব. ২৩।

ব্য স্থা। ৩৬০ যে যে বিধান দান বিষয়ক তাহা বিক্রয়ে এবং বন্ধকেও সমভাবে প্রযুজ্য

যেহেতু সাধারণ বিষয়ের কিয়দংশ দান অথবা কাহারো সমগ্র বিষয় দান নিষেধক যে যে বচন তাহা বিক্রয় ও বন্ধকের নিষেধ জ্ঞাপক। কেননা তাহা পরিবারের ক্লেশাশঙ্কা মূলক, ও তৎ ক্লেশ সম্ভাবনা যেমত দানে তেমতি বিক্রয়াদিতেও আছে।

(অ) স্বত্বহেতুঃ প্রতিগ্রহ ক্রয়াদিরাগমঃ। মি. পৃ. ৫৮।

৵০ সর্ব্বেষ্বর্থ বিবাদেষু বলবত্যুত্তরা ক্রিয়া। আধৌ প্রতিগ্রহে ক্রীতে পূর্ব্বাতু বলবত্তরা॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ব. ২৩।

৩৬০ যদ্যদ্বিধানং দানবিষয়কং তৎ বিক্রয়ে আধমনে চ সমং প্রযুজ্যং।

যতঃ সাধারণস্য কিয়দংশ দান নিষেধকং বিভক্ত সমগ্র ধনদান নিষেধকঞ্চ যদ্যদ্বচনং তদাধমন বিক্রয় পরমপি, তেষাং বচনানাং পরিজন ক্লেশাশঙ্কা মূলকত্বাৎ, এবং যথা দানে তথা বিক্রয়াদাবপি তৎ ক্লেশসম্ভাবিতত্বাচ্চ।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র. ১। কোন বিভক্ত হিন্দু, জনসমূহের বৈঠকে বাচনিক রূপে বাদিকে তদন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করণে ও তৎ সমগ্র বিষয় গ্রহণে যোগ্য পাত্র মনোনীত করে। এমত অবস্থায়, তাহার মৃত্যুর পর বাদী তদুত্তরাধিকারী হইতে অধিকারী কি না?

অবিভক্ত কোন হিন্দু উ ১। মৃত ব্যক্তি যদি নিজ কুটুম্বের পুত্রকে (অর্থাৎ এই নিয়মে বাচনিক বাদিকে) তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিতে নিযুক্ত

আগম ভোগ হইতে অধিক বলবান্। চতুর্থ পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ক্রমাগত ভোগ লিখিত দ্বারা সপ্রমাণ আগমাপেক্ষা বলবান্; কিন্তু মধ্যম পুরুষ সম্বন্ধে ভোগ বিহীন আগম হইতে অল্প পরিমাণে ভোগযুক্ত আগমও বলবত্তর। ইহা নারদ স্পষ্ট কহিয়াছেন—"আদ্য পুরুষে দান স্বত্বের কারণ, মধ্যম পুরুষে ভোগ যুক্ত আগম। কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া যে ভোগ শুদ্ধ তাহাই (স্বত্বের প্রবল) কারণ হয়"॥ মিতাক্ষরা ব্যবহার মাতৃকা। ব্যবহার তত্ত্বেও এইরূপ লিখিত।

ভাধিকো বলবান্। পূর্ব্ব ক্রমাগতাদ্ভোগাদ্বিনা স পুনঃ পূর্ব্বক্রমাগতো ভোগশ্চতুর্থে পুরুষে লিখিতেন ভাবিতাদাগমাদ্বলবান্, মধ্যমেতু ভোগরহিতাদাগমাত্ স্তোক ভোগ সহিতোপ্যাগমো বলবানিতি। এতদেব নারদেন স্পষ্টীকৃতং—"আদৌতু কারণং দানং মধ্যে ভুক্তিস্তু সাগমা। কারণং ভুক্তিরেবৈকা সন্ততা যা চিরন্তনী॥ মিতাক্ষরা ব্যবহার মাতৃকা। এবমেব ব্যবহারতত্ত্বং।

দান করিলে যে গ্রহীতা তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবে ঐ দান দাতার মরণান্তে সিদ্ধ।

করিয়া তাহাকে বাচনিক দান করিয়া থাকে; এমত অবস্থায়, বাদী যদি ঐ মৃত ব্যক্তির আবশ্যক শ্রাদ্ধাদি করে, তবে সে ঐ বিষয় পাইতে অধিকারী।

প্র. ২। ঐ মৃত ব্যক্তির যদি সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতি জীবিত থাকে, তবে তাহারা তদ্দায়রূপ ধনভাগি হইতে অধিকারি কি না?

উ. ২। ভ্রাতাদের এবং অন্যান্য সম্পর্কীয়দের ঐ বিষয়াধিকারি হইতে অধিকার নাই যেহেতু ঐ মৃত ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার নিজ ধনের প্রভু ছিল।

জিলা শ্রীহট্ট, ৬ জুন ১৮১২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২১, পৃ. ১৩০ ও ১৩১।

প্র. ১। কোন্ কোন্ অবস্থায় দান অদত্ত এবং অসিদ্ধ?

যেং অবস্থায় দান অসিদ্ধ তাহা।

উ. ১। কোন কামাতুর বা রাগাতুর অথবা অধিকার বা স্বামিত্ব বিহীন কিম্বা অত্যন্ত ব্যাকুল বা অস্থির-চিত্ত, কিম্বা মত্ত বা উন্মত্ত অথবা পীড়ার্ত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃতদান, অথবা ভ্রমে বা পরিহাসে বা ভয়ে কৃতদান, অথবা শোকাদিতে আর্ত্ত ব্যক্তির কৃত দান অদত্ত এবং অসিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে।

প্রমাণ।—কাত্যায়ন বচন,—"কামার্ত্ত বা রাগার্ত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত, তথা অধীন, রুগ্ন, নপুংসক, মত্ত বা বিকলচিত্ত কর্ত্তৃক যাহা দত্ত, কিম্বা যাহা ভ্রম বা পরিহাস ক্রমে দত্ত তাহা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে"।

প্র. ২। কোন ব্যক্তি যে রোগে কালপ্রাপ্ত হয় সেই রোগাবস্থায় যদি নিজ বিষয় দান করিয়া থাকে, তথাচ যদি তৎকালে তাহার মানস ইন্দ্রিয় অবিকল থাকে, তবে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না?

মরণ কালীন কৃত দান সিদ্ধ।

উ. ২। সাঙ্ঘাতিক পীড়িতাবস্থায় দান কৃত হইলেও যদি দাতা দান করণকালে স্থিরচিত্ত রহিয়া থাকে তবে সে দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ*।

প্র. ৩। স্ত্রীলোকের অপ্রাপ্তব্যবহারতা কতকাল পর্য্যন্ত?

উ. ৩। পোনের বৎসর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক নাবালগ থাকে।

জিলা দিনাজপুর, ২ মার্চ ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১২, পৃ. ২১৮—২২০।

প্র.। কোনহিন্দু সহোদর ভগিনীর পুত্র জীবিত থাকিতে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত সমুদয় স্থাবরাস্থাবর বিষয় দানপত্র দ্বারা অবরুদ্ধা রূপে রাখা এক স্ত্রীকে দান করিল। দানপত্র লিখিত পঠিত হওনকালে দাতা পীড়িত ছিল ও সেই পীড়াতে দুই দিবস পরে কালপ্রাপ্ত হইল। এমত অবস্থায়, ঐ দান যথাশাস্ত্র কি না; যদি তাহা অদত্ত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, তবে তাহার সমগ্র বিষয় কি তদ্ভগিনীর পুত্রকে অর্শিবে?

---

* ৩৯ সংখ্যক মকদ্দমার নোট অর্থাৎ নিম্ন পৃষ্ঠার নোট দেখ।

স্বার্জ্জিত বিষয় মৃত্যু-কালীন দান করিলেও তাহা সিদ্ধ যদি তৎ-কালে দাতা স্থিরচিত্ত থাকে।

উ.। * প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যদি সহোদর ভগিনীর পুত্র জীবিত থাকিতে স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় অবরুদ্ধাকে দান করিয়া থাকে, এবং ঐ দানপত্র লিখিত পঠিত হওন কালে দাতা যদি স্থিরচিত্ত থাকা বিবেচিত হয়, তবে তদবস্থায় ঐ দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ; নতুবা অসিদ্ধ, এবং ঐ ভগিনীর পুত্র অধিকারী হইবে*।

মনু কহেন—"সে এইরূপ ধন ইচ্ছানুসারে দিতে পারে, অথবা তদ্দ্বারা নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে"।

নারদ—"(সচরাচর) নিজ প্রভু হইলেও কোন ব্যক্তি মনের বিকলাবস্থায় যাহা করে বুধেরা তাহা অকৃত কহিয়াছেন, যেহেতু তৎকালে সে নিজ প্রভু নয়"।

পাটনা কোর্ট আপীল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা. ৩৯, পৃ. ২৪৬ ও ২৪৭।

প্র.। এক ব্যক্তির এক পত্নী ও দুই দুহিতা ছিল. সে তন্মধ্যে এক জনকে আপনার সমুদয় পৈতামহ ভূমি সম্পত্তি এবং অন্য বিষয় বাচনিক দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না?

কোন ব্যক্তি পত্নী ও এক দুহিতাকে নিরাশ পূর্ব্বক অন্য দুহিতাকে নিজ সমস্ত বিষয় দিতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় যৎকালীন পিতা এক কন্যাকে বাচনিক দান করেন তৎকালীন তাঁহার পত্নী ও আর এক কন্যা জীবিত থাকিলেও ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

জিলা বর্দ্ধমান, ১৪ এপ্রেল ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৫, পৃ. ২৪৩।

প্র.। এক ব্যক্তি নিজ দৌহিত্রদিগকে কিছু স্থাবর বিষয় দান করে, ঐ দৌহিত্রেরা (তদানীং) অপ্রাপ্তব্যবহার ও তাহার অধীন থাকে, এবং দাতা আপনার দত্ত বিষয় আপন দখলেই রাখে। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

---

* এই ব্যবস্থা এবং এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তি এইরূপ ব্যবস্থাকে কিছু বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীকার করিতে হইবে। অবলিগেশনস্ ও কন্ট্রাক্ট বিষয়ক নিজ প্রণীত গ্রন্থে (বুক্. ৪, পরিচ্ছেদ ৩৪৫) কোল্‌ব্রুক সাহেব সাধারণ বিধান রূপে লিখিয়াছেন যে—"হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত ব্যক্তি কোন দান বা ইচ্ছানুযায়ি নিয়ম বা ব্যবহার কার্য্য করিলে তাহা অসিদ্ধ। যেহেতু তাহার চিত্তের স্থৈর্য্য না থাকাতে, নিজ বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধ রূপে দানাদি করিতে যে পর্য্যন্ত আত্মধৈর্য্য আবশ্যক তাহা তাহার থাকে না"। এতাবতা মৃত্যু শয্যায় অর্থাৎ মরণের প্রাক্‌কালীন কৃত দান স্থিরতর রাখিতে হইলে দাতার স্থির চিত্ততার অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ থাকা আবশ্যক যে তদ্বিপরীতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা দূরকরা যাইতে পারে।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারকে কিছু দত্ত হইলে সে যদি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়া ঐ বিষয়ে স্বামিত্ব করে তবে তদ্দান সিদ্ধ।

উ.। ঐ দাতা যদি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার দৌহিত্রগণকে বিষয় দিয়া থাকে, এবং তাহারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়াধীন থাকে, আর ঐ দাতা যদি গ্রহীতাদের অপ্রাপ্তব্যবহার থাকা পর্য্যন্ত ঐ বিষয় আপন দখলে রাখিয়া থাকে, এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ। কিন্তু যদি গ্রহীতারা প্রাপ্তব্যবহার হইলে পর দাতা ঐ বিষয় আপন দখলে রাখিয়া থাকে, আর গ্রহীতারা যদি কোন রূপে ঐ বিষয়ের উপর স্বামিত্বাচরণ না করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ ও বলবত্ নয়।

প্র. ২। উক্ত দাতা যদি পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের অল্প অংশ নিজ পুত্রদের সম্মতি বিনা দৌহিত্রদিগকে দান করিয়া থাকে, তবে তাদৃশ বিষয়ের দান সিদ্ধ কি না?

পুত্রদের সম্মতি বিনা কোন পুরুষ নিজ বিষয়ের অল্পাংশ দৌহিত্রদিগকে দিতে পারে।

উ. ১। দাতার পুত্রেরা যদি ঐ দানে সম্মতি নাও দিয়া থাকে, তথাপি দাতা দায়রূপে প্রাপ্ত ভূমির অল্পাংশ দৌহিত্রদিগকে দিতে ক্ষমতাবান্; অতএব ঐ দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

জিলা ২৪ পরগণা, ৩১ জানওয়ারি, ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ৩৬, পৃ. ২৪৩ ও ২৪৪।

প্র. ১। তিন ভ্রাতা পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভাগ করিয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া আপন আপন অংশ ভোগ করে। এমত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা এক পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র ও অবীরা পুত্রবধূ থাকিতে তাহাদের সম্মতি বিনা নিজ স্থাবর বিষয় দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিতে যোগ্য কি না, যদি এমত অবস্থায় সম্মতি আবশ্যক হয়, তবে কাহার সম্মতি আবশ্যক?

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রমতে কোন ব্যক্তি পত্নী ও দুহিতাকে নিরাশ পূর্ব্বক পৈতামহ বিষয়ের নিজ অংশ সমুদায় হস্তান্তর করিতে পারে।

উ. ১। অবিভক্ত ভ্রাতারা যদি পরস্পর বিভক্ত হইয়া পৈতৃক বিষয়ের নিজ নিজ অংশ ভোগ করতঃ পৃথক্ বাস করে, ও তন্মধ্যে এক জন যদি পত্নী, দুহিতা দৌহিত্র এবং অবীরা পুত্রবধূর জীবন কালে তাহাদের সম্মতি বিনা নিজ অংশ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়কে দিয়া থাকে, তবে তাহা দিতে সে যোগ্য বটে; যেহেতু সে স্বকীয় অংশের প্রভু, এবং কোন মতে তদ্বিষয়ে অস্বাধীন নয়। এই মত বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ-প্রভৃতি গ্রন্থ-সম্মত।

প্রমাণ।—দায়ভাগধৃত নারদ বচন। দ্রষ্টব্য—বা. দ. পৃ. ৬১০।

প্র. ২। যদি দানপত্রে এমত নিয়ম করা হইয়া থাকে যে দাতার মরণকালে গ্রহীতারা তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার ব্যয় দিবে, এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যয় আর তাহার অবীরা পুত্রবধূর অন্নাচ্ছাদন দিবে, ও সকল ঋণ পরিশোধ করিবে, আর ঐ গ্রহীতারা যদি কতিপয় নিয়ম পালিয়া

অবশিষ্ট নিয়ম পালন না করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় ঐ দান পত্র সিদ্ধ কি অসিদ্ধ ?

দাতা যে যে নিয়ম পূর্ব্বক দান করে গ্রহীতা সেই সকল নিয়ম পালন না করিলে ঐ নিয়ম পূর্ব্বক দান অসিদ্ধ।

উ. ২। দাতা যদি দানপত্রে এমত নিয়ম করিয়া থাকে, যে তাহার মরণ কালে গঙ্গাতীরে নীত হইবার ব্যয় গ্রহীতারা দিবে, এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যয় ও অবীরা পুত্রবধূর অন্নাচ্ছাদন দিবে, আর তাহার ঋণ পরিশোধও করিবে, ও গ্রহীতারা যদি দানপত্রে লিখিত তাবৎ নিয়ম পালন করিয়া থাকে, তবে ঐ দলীল বলবৎ; কিন্তু যদি সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া থাকে, তবে ঐ দানপত্র সিদ্ধ নয়। দান বিষয়ে দাতার ইচ্ছাই বলবতী, এবং যে স্থলে দানপত্রে তৎকৃত সকল নিয়ম গ্রহীতারা প্রতিপালন না করে, তবে দানহেতু যাহাতে তাহাদের স্বত্ব জন্মে তাহা করা হইল না, যেহেতু নিয়ম পূর্ব্বক দান ঐ নিয়মের প্রতিপালন অপেক্ষা করে, যখন ঐ নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয় তখন ঐ দান সম্পূর্ণ হইল।

প্রমাণ—"যেহেতু দাতার ইচ্ছাই স্বত্বের কারণ"।—দায়ভাগ। "প্রজা যদি কর না দেয়, তবে নিয়মমূলক যে পট্টক তাহা নিয়মের অপালনে অসিদ্ধ হয়"। বিবাদভঙ্গার্ণবাদি প্রামাণিক গ্রন্থ।

মৃত্যু শয্যায় লিখিয়া দেওয়া দানপত্র সিদ্ধ।

প্র. ৩। ঐ দাতা যদি পীড়িতাবস্থায় কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান সত্বে দানপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে; তবে এমত অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না ?

উ. ৩। উক্ত অবস্থায় ঐ দানপত্র অবশ্যই নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইবে।

প্রমাণ। বিবাদ ভঙ্গার্ণবাদি গ্রন্থে লিখিত আছে—'ভয়ার্ত্ত, কামার্ত্ত, শোকার্ত্ত বা অচিকিৎস্য রোগার্ত্তাদি ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা অদত্ত বিবেচনা করিতে হইবে'।

জিলা। বীরভূম। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৫, পৃ. ২২১—২২৩।

প্র.। এক বৈরাগী অথবা প্রব্রজিত তৎপথাবলম্বি অন্য ব্যক্তির প্রতি এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে নিজ সমস্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয় সমর্পণ করে, এবং ঐ দানপত্রে এই নিয়ম করে যে তাহার (অর্থাৎ দাতার) মরণান্তে সে তদ্দত্ত বস্তুর উপর স্বামিত্ব করিবে। পরন্তু দাতার পূর্ব্বেই গ্রহীতার মৃত্যু হইল এবং দাতা ঐ বস্তু যাবজ্জীবন ভোগ করতঃ কিছুকাল পরে কালপ্রাপ্ত হইল। এক্ষণে ঐ গ্রহীতার শিষ্য শাস্ত্রানুসারে তাহার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হওয়াতে সে ঐ দত্ত বিষয় দাওয়া করে। এমত অবস্থায়, গুরুর প্রতি লিখিত দানপত্রানুসারে উৎ শিষ্য ঐ বিষয়ে অধিকারী কি অনধিকারী ?

গ্রহীতা দাতার মরণান্তে অধিকারী হইবে।

উ.। ঐ দাতা যদি গ্রহীতা বৈরাগিকে নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় এই রূপে দান করিয়া থাকে যে "আ-

এমত নিয়ম পূর্ব্বক দান কৃত হইলে ও গ্রহীতা দাতার পূর্ব্বে মরিলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী তদধিকারের নিয়ম লিখিত না থাকিলে ঐ দত্ত বস্তুতে অধিকারী হয়না।

মার মরণে আমার বিষয়ে তোমার স্বত্বাধিকার জন্মিবে এবং দাতার পূর্ব্বে যদি গ্রহীতা মরিয়া থাকে, তবে দত্ত বস্তুতে গ্রহীতার স্বত্ব হয় নাই; এবং দানপত্রে যদি এমন বিশেষ নিয়ম না থাকে যে গ্রহীতা দাতার পূর্ব্বে মরিলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী ঐ বিষয় পাইবে, তবে তাদৃশ বিষয়ে গ্রহীতার শিষ্যের যথাশাস্ত্র কোন অধিকার নাই।

জিলা জঙ্গলমহাল, ২৭ মার্চ ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১১, পৃ. ২১৮।

প্র. ১। এক ব্যক্তি আপন সমুদয় বা কতক বিষয় লেখ্যদ্বারা অন্যকে দান করে, এবং ঐ দানপত্রে লিখে যে তাহার ও তৎস্ত্রীর জীবন পর্য্যন্ত ঐ দত্ত বস্তু তাহারা আপন দখলে রাখিবে, এবং তাহাদের মৃত্যুর পর সে (অর্থাৎ গ্রহীতা) তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিয়া ঐ বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কিছুকাল পরে সে (অর্থাৎ দাতা) তদ্দত্ত বিষয়ের কিয়দংশ অন্য ব্যক্তিকে দিয়া তাহাতে তাহাকে দখল দেয়। এমত অবস্থায়, শেষের দান সিদ্ধ, অথবা তাহা প্রথম দানের বলবত্ত্ব জন্য অসিদ্ধ হইবে?

কোন বস্তু ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণকে দত্ত হইলে তাহা ঐ গ্রহীতার সম্মতি বিনা (অন্যকে) শাস্ত্রমতে দেওয়া যাইতে পারে না।

উ. ১। ঐ ব্যক্তি যদি বিগ্রহ সেবা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে এক ব্রাহ্মণকে বিষয় দিয়া থাকে, এবং গ্রহীতা যদি আবশ্যক নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকে, তবে শেষের দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে না; কিন্তু দাতা যদি ঐ বিষয় পূর্ব্ব গ্রহীতার সম্মুখে দান করিয়া থাকে, ও শেষ গ্রহীতা যদি তাহা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া থাকে, তবে শেষের দান অনিবর্ত্তনীয়।

প্র. ২। আপন হস্তে রাখন কালীন ঐ দাতা যদি বিষয়ের কিয়দংশ আর এক জনকে দানপত্র দ্বারা দিয়া ইহাকে (অর্থাৎ শেষ গ্রহীতাকে) দত্ত বস্তুতে দখল দিয়া থাকে, এবং পুনশ্চ যদি তাহাকে তাহা হইতে বেদখল করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র বলে শেষ গ্রহীতা দাতার নামে অভিযোগ করিতে পারে কি না?

দাতার নামে গ্রহীতারা অভিযোগ করিতে পারে।

উ. ২। উপরি উক্ত অবস্থায় শেষ গ্রহীতা দান প্রাপ্ত বস্তুর দখলের নিমিত্তে দাতার নামে নালিশ করিতে অধিকারী, এবং ঐ দাতা অবশ্য তাহার দাবী বুঝিয়া দিবে।

প্র. ৩। প্রথম গ্রহীতা দাতার মৃত্যুর পর অর্পণপত্রে লিখিত ক্রিয়া সকল নিষ্পাদনান্তে শেষ গ্রহীতার ভোগ করা বস্তু দাওয়া করে, এমত অবস্থায় তাদৃশ বিষয় পাইতে সে অধিকারী কি না?

দত্ত বস্তুতে ভোগবান্ গ্রহীতা পূর্ব্ব গ্রহীতার নিকট দায়ী নয়।

উ. ৩। ঐ দাতা যদি নিজ অধিকৃত স্থাবরাদি বিষয় অন্যকে দান করিয়া থাকে, এবং গ্রহীতাকে যদি ঐ বিষয়ে দখল দিয়া থাকে, তবে, দাতার মরণে (পূর্ব্ব) গ্রহীতা শাস্ত্রমতে শেষ গ্রহীতার নামে নালিশ করিতে পারে না। গ্রহীতা যদি দলিলে লিখিত আদেশ সকল প্রতিপালন করিয়া থাকে, তবে শেষ গ্রহীতাকে যে বস্তু দত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন দাতার সমুদয় বস্তুতে সে অধিকারী।

প্র. ৪। এক ব্যক্তি নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় অন্যকে দান করিয়া, তদ্বিষয়ক এক দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল, এমত অবস্থায়, সে (অর্থাৎ ঐ দাতা) তদ্দত্ত বিষয় পনেরো কিম্বা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ দখলে রাখিতে যোগ্য কি না?

দাতা দত্ত বস্তু স্বহস্তে রাখিতে পারে না।

উ. ৪। দাতা ঐ দত্ত বস্তু নিজ দখলে রাখিতে যোগ্য নয়। এই প্রচলিত মত।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। ৩মার্চ ১৮০৩ সাল। গোবিন্দরাম মিশ্র—বনাম—কিশোরি লাল শুকল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা ৮, মকদ্দমা ১, পৃ. ২০৭ ও ২০৮।

প্র। এক শূদ্রজাতীয়া অপুত্রা বিধবা স্বামির ত্যক্ত স্থাবর বিষয়ের মধ্যে নিজ অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট এক দানপত্র দ্বারা স্বামির ভ্রাতৃপুত্রদিগকে দান করিল, তৎকালে তাহার নিজ দৌহিত্র উপস্থিত ছিল সে তাহাতে আপত্তি করে নাই। এই দানের পনেরো বৎসর পরে সে (অর্থাৎ ঐ বিধবা) তৎ (পূর্ব্বদত্ত) বস্তু অপর এক জনের নিকট বিক্রয় করে, এবং এই বিক্রয়পত্র তদ্দৌহিত্রকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এমত অবস্থায় এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টি স্থির থাকিতে পারে?

পূর্ব্ব দান দ্বারা পনেরো বৎসর পরে কৃত বিক্রয় অসিদ্ধ।

উ.। অনুভব করা যাইতে পারে যে দাত্রীর দৌহিত্র তৎকালে ও তৎপরে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত আপত্তি না করাতে ঐ দানে সম্মত ছিল, অতএব ঐ দান সিদ্ধ ও বলবৎ বিবেচনা কর্ত্তব্য। দৌহিত্রে যে বিক্রয়ের সাক্ষী হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচিত হইতে পারে না. যেহেতু ঐ বিক্রীত বিষয়ে ঐ বিধবার স্বত্ব ছিল না। দান ও বিক্রয় উভয়ই স্বত্ব ধ্বংসের হেতু। এস্থলে প্রথম কার্য্য, অর্থাৎ দান, প্রবল হইবে।

প্রমাণ—

নারদ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির বচন—"যদি কোন ব্যক্তি এক জনের নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত বা বন্ধক রাখিয়া তাহা আর এক জনের কাছে বন্ধক রাখে বা বিক্রয় করে, তবে প্রথম কার্য্য বলবৎ হইবে" ॥ আর আর সমস্ত বিবাদীভূত বিষয়ে শেষ কার্য্য বলবৎ; কিন্তু বন্ধক কিম্বা দান বা বিক্রয়ে পূর্ব্ব কার্য্যই প্রবল"।

মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২৫, পৃ. ৩১৫।

প্র, । কোন ভূম্যধিকারী আপন বিষয় বাদির পিতার নিকট বিক্রয় করিয়া ঐ ক্রেতাকে তদ্বিষয়ক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেয়, কিন্তু যখন ঐ বিক্রয় করা হয়, তখন তাহা বন্ধক ছিল, তন্নিমিত্তে বিক্রেতা তদ্বিক্রীত বিষয়ে ক্রেতাকে দখল দিতে পারে নাই। এই ব্যাপারের পাঁচ বৎসর পরে বিক্রেতা ঐ বিষয় প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিল এবং মূল্যের টাকার দ্বারা বিষয় খালাস করিয়া তাহা প্রতিবাদিকে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রেতাকে) সমর্পণ করিল, সে অদ্যাপি ঐ বিষয়ভোগী। এমত অবস্থায়, উক্ত বিষয় প্রথম ক্রেতাকে অর্শিবে অথবা দ্বিতীয় ক্রেতার থাকিবে?

বন্ধক দেওয়া বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ এবং তাহা ঐ বন্ধকের দেনা শোধ গেলে সম্পূর্ণ হয়।

উ। যদি কোন ব্যক্তি এক জনকে নিজ ভূমি বিক্রয় করিয়া, তাহা আবার অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, তবে প্রথম ক্রেতা ঐ বিষয় পাইতে অধিকারী। এই মত শাস্ত্রীয় সাধারণ মতানুমত*।

জিলা চট্টগ্রাম, ৩০ জুলাই ১৮১৩ সাল। মাগণ দাস—বনাম—মদনমোহন প্রভৃতি। মেক্. হি. ল, বা. ২, চ্যা. ১১, পৃ. ৩০৩।

নজীর
৩৫৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

বিচরিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন হিন্দু কর্তৃক নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বে কৃত বাচনিক দান সিদ্ধ। গোসাঁই চাঁদ কবিরাজ—বনাম—কৃষ্ণমণি প্রভৃতি। ৮ জুলাই ১৮৩৬ সাল। স. দে. আ. রি বা. ৬. পৃ. ৭৭।

নজীর
৩৫৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজ হেনরি কোলব্রুক সাহেব ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেব কর্তৃক বিচরিত হইয়াছে যে মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে দশ বৎসরের নিমিত্তে স্থাবর বিষয়ের বাচনিক বন্ধক সিদ্ধ হইবে যদি ঐ বিষয় বন্ধক গ্রহীতার হস্তে থাকে। শ্যাম সিংহ—বনাম—মোসম্মাৎ ওমারাওতী। ২৮ জুলাই ১৮১৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ৭৪।

• মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে* স্থাবর বিষয়ে বাচনিক দান অসিদ্ধ হইবে যদি ঐ দত্ত বস্তু গ্রহীতা কখনো অধিকার না করিয়া থাকে। ঐ †।

---

* আর আর সমস্ত বিবাদীভূত বিষয়ে শেষের ব্যাপার বলবৎ, কিন্তু বন্ধক. দান বিক্রয়ে পূর্ব্ব ব্যাপার প্রবল। এমত আপত্তি করা যাইতে পারে যে এই মতানুসারে বন্ধকের দ্বারা প্রথম বিক্রয়ের অন্যথা হইতে পারে যেহেতু ঐ বন্ধক বিক্রয়ের পূর্ব্বে হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনের অর্থ এই যে যেস্থলে এক ব্যক্তি সুমূল্যে এক জনের কাছে নিজ বিষয় বন্ধক দিয়া ঐ বস্তু আবার অন্যের নিকট বন্ধক দেয় সেই স্থলে প্রথম বন্ধক সিদ্ধ; কিন্তু যেস্থলে কোন ব্যক্তি নিজ বিষয় বন্ধক দিয়া পরে তাহা বিক্রয় করে সেস্থলে ঐ বন্ধক দিয়া যে ঋণ করা হয় তৎ পরিশোধান্তে সর্ব্বশেষ ব্যাপার বলবত্তর হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব বন্ধক দ্বারা পরের বন্ধক অন্যথা হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব বন্ধকে পরে কৃত দান বা বিক্রয় অন্যথা হইবে না।

† বাচনিক দানাদি বিষয়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রে প্রভেদ নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—অদেয় প্রকরণ।

(অর্থাৎ অদেয় বিষয়ের দানাদি বিষয়ক প্রকরণ)।

যাহা যাহা অদেয় তাহা বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদ ও দক্ষ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা—

বৃহস্পতি—"সাধারণ বিষয়, পুত্র, দারা, বন্ধক গৃহীত, সর্ব্বস্ব, গচ্ছিত, ব্যবহারার্থে যাচিত, এবং অন্যকে প্রতিশ্রুত এই অষ্ট প্রকার বস্তু অদেয় কথিত।"

কাত্যায়ন—"দারা, পুত্র ও সর্ব্বস্ব অনিচ্ছাতে (অ) বিক্রয় বা দান করিবে না, আপনার কাছে রাখিবে, কিন্তু আপৎকালে দান বা বিক্রয় কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেনা, এই শাস্ত্র নির্ণয়"* ॥

(অ) "অনিচ্ছাতে"—অর্থাৎ পুত্র দারা ও সন্ততি প্রভৃতির (অনিচ্ছাতে)।

নারদ—"অন্বাহিত, যাচিত, বন্ধক গৃহীত, সাধারণ বা গচ্ছিত যাহা এবং পুত্র, দারা, ও যাহা অন্যকে প্রতিশ্রুত তাহা ও সন্ততি থাকিলে সর্ব্বস্ব, আচার্য্যেরা কহিয়াছেন কষ্টজনক আপদেও দেহির অদেয়" ॥

"কষ্টজনক আপদাপন্নাবস্থাতেও দেহির অদেয় ইহা আচার্য্যেরা কহিয়াছেন" এই নারদ বচনে অত্যন্ত আপদেও দান বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়ন বচনের বিরোধরূপ আপত্তি

অদেয়মাহুর্বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদ দক্ষাঃ, তদ্‌যথা—

বৃহস্পতিঃ—"সামান্যং পুত্রদারাধি সর্ব্বস্বং ন্যাস যাচিতং। প্রতিশ্রুতং তথান্যস্য নদেয়ন্তষ্টধাস্মৃতং" ॥

কাত্যায়নঃ—"বিক্রয়ঞ্চৈব দানঞ্চ ন নেয়াঃ স্যুরনিচ্ছয়া (অ)। দারাঃপুত্রশ্চ সর্ব্বস্বমাত্মন্যেব প্রয়োজয়েৎ। আপৎকালেতু কর্ত্তব্যং দানং বিক্রয়এব বা। অন্যথা ন প্রবর্ত্তেত ইতিশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ"*।

(অ) "অনিচ্ছয়া"—পুত্রদারান্বয়াদীনামিতি শেষঃ। বি. দ.।

নারদঃ—"অন্বাহিতং যাচিতকমাধিসাধারণঞ্চ যৎ। নিক্ষেপঃ পুত্রদারাশ্চ স্বর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি ॥ আপৎস্বপিহি কষ্টাসু বর্ত্তমানেন দেহিনা। অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যাঃ যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং" ॥

"আপৎ স্বপিহি কষ্টাসু বর্ত্তমানেন দেহিনা অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যা" ইতি নারদেন মহত্যামপ্যাপদি দানবিক্রয়নিষেধাৎ কাত্যানবিরোধাপত্তেঃ,—

---

* কাত্যায়নের এই বচনে—অনিচ্ছাতে ও আপৎকালে পুত্র বা দারার দান বিক্রয় প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দান বিক্রয় অসিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই। বি. দ.।

* ইতি কাত্যায়ন বচনে অনিচ্ছাপৎকালয়োঃ পুত্রাদি দান বিক্রয় প্রবৃত্তিরেব নিষিদ্ধা নতু দান বিক্রয়াসিদ্ধিঃ প্রতিপাদিতা। বি. দ.।

হয়,—অতএব আপৎ কালে পুত্রাদির অনুমতিতে দান কর্ত্তব্য, বিনা অনুমতিতে আপৎ কালেও দান কর্ত্তব্য নয় এই ব্যবস্থা সিদ্ধ। বি. দ.।

তস্মাৎ আপদি পুত্রাদীনামনুমত্যা দানং অননুমতৌ তদাপি ন দানমিতি সিদ্ধা ব্যবস্থা। বি দ।

দত্তক পুত্র করণার্থে যে পুত্রদান তাহা গ্রহীতার পুত্রাভাবরূপ আপৎ নিবারণ নিমিত্তে ধর্ম্মবোধে কৃত, অতএব তাহাতে দণ্ড নাই।

দত্তক পুত্রার্থং পুত্রদানমপি গ্রহীতুঃ পুত্রাভাবরূপাপন্নিবৃত্ত্যর্থমেব স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা ক্রিয়তে অতো নাত্র দণ্ডঃ।

প্রতিষেধ না হইলেই অনুমতি হইল, যেহেতু অপ্রতিষেধে অনুমতি হয় এই ন্যায় আছে *। ঐ।

অনুমতিঃ—প্রতিষেধাভাবঃ, অপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্ভবতীতি ন্যায়াৎ*। ঐ।

দক্ষ—"সাধারণ, যাচিত, ন্যাসরূপে গচ্ছিত ও বন্ধকের দ্রব্য এবং স্ত্রী ও স্ত্রীধন, আর আহিত ও নিঃক্ষেপ এবং সন্ততি থাকিলে সর্ব্বস্ব—এই নয় বস্তু আপৎ কালেও দাতব্য নয় ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন; যে দেয় সে মূঢ়াত্মা নর প্রায়শ্চিত্ত করিবে"॥

দক্ষঃ—"সামান্যং যাচিতং ন্যাস আধির্দারাশ্চ তদ্ধনং। আহিতঞ্চৈব নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি †॥ আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি পণ্ডিতৈঃ। যো দদাতি সমূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

---

* এতাবতা পঞ্চম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুত্র দান করিলে তাহা সিদ্ধ। ইহাতে অধিক রি ব্যক্তিদের বিমতেও দান সিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তথাপি পুত্র দান বশিষ্ঠ বচনানুসারে কর্ত্তব্য, তদ্যথা—"শুক্র শোণিত সম্ভূত পুত্র মাতাপিতার নিমিত্তে। তাহা দান বিক্রয় বা ত্যাগে মাতাপিতা প্রভু। (পরন্তু) একক পুত্র দিবে না বা গ্রহণ করিবে না (যেহেতু) সে পূর্ব্বপুরুষের বংশ রক্ষার নিমিত্তে, এবং নারী ভর্ত্তার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে পুত্র দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না"।

† "সন্ততি থাকিতে"—অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র রূপ তুল্য স্বামিত্ববিশিষ্ট সন্তান থাকিতে। নারদাদি বহু ঋষি কহিয়াছেন সর্ব্বস্ব অদেয়, যদি কেহ সন্ততি থাকিতে দেয় সে দণ্ডনীয় ইহা ব্যক্ত। বি. দ.।

* তেন—পঞ্চম বর্ষোনবয়স্ক পুত্রস্যাপি দান সিদ্ধিরিতি। এতেনাপি বিমতয়োর্দানং সিদ্ধ্যতীতি প্রতিপাদিতং।

তথাচ পুত্রদানং বশিষ্ঠ বচনানুসারেণৈব কর্ত্তব্যং, তদ্যথা—"শুক্রশোণিত সম্ভবঃ পুত্রোমাতাপিতৃ নিমিত্তকঃ, তস্য প্রদান বিক্রয় ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ; নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বা, সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং নতু স্ত্রী দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ"॥

† 'অন্বয়ে'—সন্তানে, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্ররূপে তুল্য স্বামিত্বভাগিনি সতি। সর্ব্বস্বং অদেয়মিতি নারদাদিভির্বহুভির্মুনিভিরভিহিতং যদিচ কোঽপি তথাভাবেঽপি দদাতি তদা স দণ্ডনীয় ইতি ব্যক্তং। বি. দ.।

এস্থলে নয় বস্তু অদেয় উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পুত্র লইয়া দশ বস্তু অদেয় হয়। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আট বস্তু অদেয় উক্ত, তাহাতে ন্যাসপদে নিক্ষেপ সংগৃহীত ইহা বলিলেও স্ত্রীধন ধরা হইল না। নারদ প্রতিশ্রুত ধরেন নাই। কিন্তু বৃহস্পতি তাহা ধরিয়াছেন, এই পরস্পর বিরোধে চণ্ডেশ্বর কহিতেছেন—'অদেয় গণনায় প্রবৃত্ত মুনিরা স্ব স্ব উক্তি দ্বারা অন্যের উক্তির ব্যবচ্ছেদক নহেন তথাচ ভাবার্থ এই যে নয় বস্তু অদেয় হইলে তাহাতে অষ্ট বস্তুও অদেয় হইল, এই রূপ দশ বা একাদশ বস্তু অদেয় হইলে নয় বা আট বস্তুও অদেয়। বি. দ.।

অত্র নবানামদেয়ত্বমুক্তং, কিন্তু পুত্রস্য তেন সহ দশানামদেয়ত্বং স্যাৎ। বৃহস্পতিনাচ অষ্টানামদেয়ত্বমুক্তং তেনচ ন্যাস পদেনৈব নিক্ষেপস্য সংগ্রহঃ কৃত ইত্যুক্তাবপি স্ত্রীধনস্য সংগ্রহো ন ভবতি। নারদেনচ প্রতিশ্রুতস্য সংগ্রহো ন কৃতঃ বৃহস্পতিনাচ তৎ সংগৃহীতমিতি পরস্পর বিরোধে আহ—'অত্রচ অদেয়ঃ পরিগণন প্রবৃত্তানাং মুনীনাং স্বস্বোক্ত্যাবচ্ছেদেন তাৎপর্য্যমিতি চণ্ডেশ্বরঃ। তথাচ নবানাং অদেযত্বে অষ্টানাং সিদ্ধত্বোব, এবং দশানাং একাদশানাম্বা তথাত্বে নবানাং অষ্টানাং তথোক্তিঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। বি দ.।

যদ্যপি দক্ষ বচনে আপৎকালেও স্ত্রীধন অদেয় কথিত হইয়াছে তথাপি আর আর ঋষির বচনানুসারে ভর্ত্তা আপৎকালে স্ত্রীধন গ্রহণ ও বিক্রয়াদি করিতে পারে ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রীধন প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

যদ্যপি দক্ষবচনে আপৎকালেঽপি স্ত্রীধনস্যাদেয়ত্বমভিহিতং তথাপি অন্যেষাং মুনীনাং বচনানুসারেণ ভর্ত্তা আপৎকালে স্ত্রীধন গ্রহণ বিক্রয়াদিকং কর্ত্তুমর্হতীতি ব্যবস্থাপিতং। স্ত্রীধন প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধ্দের মতে অদেয় বস্তুসমূহের মধ্যে কতিপয়ের দানাদি অসিদ্ধ, তদবশিষ্টের দানাদি সিদ্ধ। অর্থাৎ স্বামিত্বাভাবে অথবা ক্ষমতাভাবে যাহা যাহা অদেয় কথিত তাহার দানাদি অবশ্য অসিদ্ধ, কিন্তু যে সকল বস্তু উক্ত কারণ বিনা সামান্যতঃ অদেয় উক্ত হইয়াছে তাহার দানাদি সিদ্ধ, পরন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য হয়*। তদ্বিশেষ যথা—

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধৄণাং মতানুসারেণ অদেয়ানাং বস্তূনাং কতিপয়স্য দানাদাসিদ্ধং তদবশিষ্টানাং সিদ্ধং, স্বামিত্বাভাবাৎ ক্ষমতাভাবাদ্বা যদদেয়মভিহিতং, তদ্দানাদিকমবশ্যমসিদ্ধমিতিযাবৎ, কিন্তু যেষামুক্তকারণম্বিনা সামান্যতঃ অদেয়ত্বমাত্রমুক্তং তেষাং দানাদিকং সিদ্ধং পরন্তু অবস্থা বিশেষেণ তদধর্ম্ম্যং ধর্ম্ম্যং বা ভবতি*। তদ্বিশেষো যথা—

* কোল্‌ব্রুক্ সাহেব কহেন—"বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তদের মত এই যে অদেয় বিষয়ের দান (যন্মধ্যে অবিভক্ত ধন দানও পরিগণিত) অধর্ম্ম্য, এবং দণ্ডনীয়ও বটে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়। পরন্তু অন্য প্রকার দানাদি যাহা 'অদত্ত' কথিত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু. ল. বা. ২, পৃ. ৪১৯ ও ৪২০)। কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ বোধ হইতেছে না। দর্শিত হইয়াছে যে যেসকল বস্তুতে স্বামিত্বাধিকার নাই যথা অদেয় প্রকর-

ব্যবস্থা। ৩৬১ নিক্ষেপ ন্যাস গচ্ছিত বন্ধক যাচিত ও ন্যায্য কারণ বিনা স্বাংশাতিরিক্ত সাধারণ আর অনাপৎকালে স্ত্রীধন দানাদি অসিদ্ধ।

যেহেতু তাহাতে স্বামিত্বাভাব।

প্রমাণ। মনু—"মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, অধীন, বালক, স্থবির বা সম্বন্ধহীন ব্যক্তির কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ।

যাজ্ঞবল্ক্য—"মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত ব্যসনী বালক ও ভয়াদিযুক্ত এবং সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যে ব্যবহার করে তাহা অসিদ্ধ"। বি. দ.।

ব্যবস্থা। ৩৬২ বিনা নিষেধে ধর্ম্ম কামনা বিনা স্ত্রী পুত্র দান ও পুত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্বদান এবং শাস্ত্রীয় কারণ বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ কিন্তু অধর্ম্ম্য।

ব্যবস্থা। ৩৬৩ দত্তকপুত্র করণার্থে পুত্রদান পরিজন ব্যাপ্ত বিপদে পরিজন পালনার্থে আবশ্যক ধর্ম্মার্থে সাধারণ বিষয়ে স্বীয়াংশাতিরিক্তের ও বিভক্ত স্বকীয় সমুদায়ের ও স্ত্রীধনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম্য।

৩৬১ নিক্ষেপস্য ন্যাসস্যাধেঃ যাচিতস্য ন্যায্যকারণম্বিনা স্বাংশাতিরিক্ত সাধারণস্য অনাপদি স্ত্রীধনস্যচ দানাদিকং অসিদ্ধং।

স্বামিত্বাভাবাৎ।

মনু—"মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনী বাল ভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বন্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি"।—বি. দ.।

৩৬২ বিনাপ্রতিষেধং ধর্ম্মকামনাম্বিনাচ স্ত্রীপুত্রয়োঃ পুত্রাদি সদ্ভাবে সর্ব্বস্বস্য শাস্ত্রীয়কারণং বিনা স্বাংশস্যচ দানাদিকং সিদ্ধং কিন্তু অধর্ম্ম্যং।

৩৬৩ দত্তক পুত্রকরণায় পুত্রস পরিজন ব্যাপিন্যামাপদি কুটুম্ব ভরণার্থম্ আবশ্যক ধর্ম্মার্থম্বা সাধারণ ধনস্য স্বীয়াংশাতিরিক্তস্যাপি বিভক্ত স্বকীয় সমুদায়স্য স্ত্রীধনস্যচ দানাদিকংসিদ্ধং ধর্ম্ম্যঞ্চ।

ণান্তর্গত গচ্ছিত দ্রব্য প্রভৃতি তাহার দানাদি সুতরাং অসিদ্ধ।—এইমত উক্ত সাহেব নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হি. ল. বা. ২, পৃ. ৪২১)। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমগ্র বিষয় বা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ শাস্ত্রীয় কারণে দানাদি এবং আপৎকালে স্ত্রীধন বিক্রয়াদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম্য।

প্রমাণ। /০ আপৎকালে কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে এক জন-ও স্থাবর দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬২৬।

/০ একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাৎ দানাধমন বিক্রয়ং। আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থেচ বিশেষতঃ। দ্রষ্টব্য। পৃ.—৬২৬।

৵০ যদি সকল স্থাবরাদি বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন নাহয়, তবে সর্ব্বস্ব বিক্রয়াদিও ব্যবহারতঃ সিদ্ধ। দা. ভা পৃ. ৪১।

৵০ যদি পুনঃ সর্ব্বস্থাবরাদি বিক্রয়মন্তরেণ কুটুম্ববর্ত্তনমেব ন ভবতি, তদা সর্ব্বস্যাপি বিক্রয়ণাদিকমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। দা ভা. পৃ. ৪১।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। এক ব্যক্তি কিছু ভূমি সম্পত্তি যৌতরূপে অধিকার করিয়া এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিল। তাহার মরণানন্তর তাহার পুত্র নিস্সন্তান মরিল ও যৌত বিষয়ে তাহার যে অংশ তাহা তাহার পিতৃব্য পুত্র অন্যায় রূপে অধিকার করিয়া লইল। ঐ বিধবা উক্ত বিষয় নিজ দৌহিত্রকে দান করিল এবং তাহার সহিত (অর্থাৎ ঐ গ্রহীতার সহিত) যোগ দিয়া ঐ বিষয় তৃতীয় এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না ?

অব্যবহিত উত্তরাধিকারির সম্মতিতে বিধবার কৃত দান সিদ্ধ।

উ। উপরিউক্ত অবস্থায় ঐ বিধবা যে নিজ উত্তরাধিকারি দৌহিত্রের সম্মতিতে সাধারণ বিষয় বিক্রয় করিয়াছে তাহা সিদ্ধ। এই মত স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত।

প্র.। ঐ বিধবা যদি অপ্রাপ্ত ব্যবহার দৌহিত্রের সম্মতিতে ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় তদ্বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত কি না ?

উ.। ঐ বিধবা যদি জীবন ধারণার্থে আবশ্যক দ্রব্যাহরণ নিমিত্ত, অথবা ঐ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার দৌহিত্রের সম্মতিতে বা বিনা সম্মতিতে বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ, কিন্তু তদ্ভিন্ন কারণে যদি সে বিনা আবশ্যকে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের সম্মতি বা অসম্মতিতে ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ দৌহিত্র যদি ঐ হস্তান্তর অন্যথা করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তাহা করিতে পারে, এবং ঐ বিধবার কৃত বিক্রয় অন্যথা হইবে। সদর মুরসিদাবাদ, ২৩ আগস্ট ১৮২২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১৯, পৃ. ৩০৯, ও ৩১০।

উন্মত্ত পতির বিষয় পত্নী কি অবস্থায় বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হয় তাহা—

প্র.। কোন স্ত্রী নিজ পতির জীবনকালে শাশুড়ির আদ্যশ্রাদ্ধাদির নিমিত্তে পতির ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করে। এমত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে এই বিক্রয় সম্পূর্ণও সিদ্ধ কি না ?

উ.। অপুত্রক যথার্থ উন্মত্ত ব্যক্তির পত্নী যদি উপরিউক্ত কর্ম্মের নিমিত্তে স্বামির বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তাদৃশ বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত।

জিলা শ্রীহট্ট। ২৬ নবেম্বর ১৮১৭ সাল। শিবপ্রসাদ—বনাম—সুবর্ণ দাসী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২১, পৃ. ৩১১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—দেয় প্রকরণ।

(অর্থাৎ দাতব্য বস্তুর দানাদি বিষয়ক প্রকরণ)।

বৃহস্পতি কর্তৃক দেয় উক্ত হইয়াছে, যথা—"পরিবারের অন্নাচ্ছাদন হইয়া অতিরিক্ত হয় যাহা তাহা দেয়, তদ্ভিন্ন-দিলে দাতা (প্রথমে) মধুর আস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়; তাহার ধর্ম্ম বৃথা হয়॥ সপ্তপ্রকার আগম দ্বারা যে গৃহ ক্ষেত্র উপার্জ্জিত* হয় তন্মধ্যে পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত (স্থাবরে বিশেষ করিয়া) যাহা দেওয়া হয় তাহা দাতব্য কথিত হইয়াছে। যাহা স্বোপার্জ্জিত তাহা স্বেচ্ছাক্রমে দেয়, যাহা বন্ধক তাহা বন্ধকের রীত্যনুসারে দেয়। যাহা বিবাহে প্রাপ্ত বা ক্রমাগত তাহা সমুদায় দান কর্ত্তব্য নয়। (কিন্তু) যাহা বিবাহে প্রাপ্ত, ক্রমাগত, এবং শৌর্য্য দ্বারা প্রাপ্ত, তাহা স্ত্রীর ও জ্ঞাতির ও রাজার অনুমতিতে দত্ত হইলে সিদ্ধ"॥

দেয়মাহ বৃহস্পতিঃ—"কুটুম্ব ভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাৎ, দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথাভবেৎ॥ সপ্তাগমাৎ গৃহক্ষেত্রাৎ যদ্যৎ ক্ষেত্রং প্রদীয়তে*। পিত্র্যং বা স্বেন যৎ প্রাপ্তং তদ্দাতব্যং বিবক্ষিতং। স্বেচ্ছায়েয়ং স্বয়ং প্রাপ্তং বন্ধাচারেণ বন্ধকং। বৈবাহিকে ক্রমায়াতে সর্ব্বদানং ন বিদ্যতে॥ সৌদায়িকং ক্রমায়াতং। শৌর্য্যপ্রাপ্তঞ্চ যদ্ভবেৎ, স্ত্রী জ্ঞাতি স্বাম্যনুমতং দত্তং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ"।

কাত্যায়ন দেয়াদেয় কহিয়াছেন যথা—"সর্ব্বস্ব ও বসতবাটী ভিন্ন পরিবারের ভরণ পোষণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাহা দিতে পারে, অন্যথা দেয় নয়"॥

কাত্যায়নঃ দেয়াদেয়ে আহ—'সর্ব্বস্ব গৃহ বর্জ্জন্তু কুটুম্ব ভরণাধিকং। যৎদ্রব্যং তৎস্বকং দেয়মদেয়ং স্যাদতোনাথা' বি. দ.।

অতএব—

অতএব—

ব্যবস্থা। ৩৬৪ পরিবারের পালনাতিরিক্ত অস্থাবর দানাদি

৩৬৪ কুটুম্ব ভরণাতিরিক্তাস্থাবির ধনস্য দানাদিকং নাসিদ্ধং,

* সাত প্রকার ধনাগম ধর্ম্ম্য অর্থাৎ দায়রূপে প্রাপ্তি. লাভ. ক্রয়. কুসীদ, কৃষি ও সৎপ্রতিগ্রহ।

* সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ। প্রয়োগকর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এবচ। মনুঃ।

অসিদ্ধ নয়, অধর্ম্ম্যও নয়*।

ব্যবস্থা। ৩৬৫ পরিজন পালনের ব্যাঘাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা কাম্য ধর্ম্ম কামনায় যে বিষয় দানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম্য নয়।

কারণ। যেহেতু তাহা অদেয়, এবং পরিজন অবশ্য পোষ্য।

ব্যবস্থা। ৩৬৬ কিন্তু যদি সর্ব্বস্ব বিক্রয়াদি বিনা বিপদ্ হইতে ত্রাণ পরিবার পালন, অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদন না হয়, তবে যাহার অধিকারে বিষয় থাকে তাহার কিম্বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিবারসম্বন্ধীয় যে কোন ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য।

কারণ। /০ ব্যাসবচন। পৃ. ৬২৬।

৵০ যদি সকল স্থাবরাদি বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন না হয় তবে সর্ব্বস্ব বিক্রয়াদিও ব্যবহারতঃ সিদ্ধ। দা. ভা. পৃ. ৪১।

ব্যবস্থা। ৩৬৭ রক্ষণাবেক্ষণে অশক্তাদি ন্যায্য কারণে যদি কোন স্ত্রী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বার্জ্জিত সংক্রান্তধন দেয়, তবে তাহা সিদ্ধ।

ব্যবস্থা। ৩৬৮ যথায় আবহমান সনতান আচার বলবান্ থাকে,

নাধর্ম্ম্যঞ্চ*।

৩৬৫ কুটুম্ব ভরণ বিরোধি বিষয়স্য স্বেচ্ছয়া কাম্য ধর্ম্মকামনয়া বা দানাদিকং সিদ্ধমপি ন ধর্ম্ম্যং।

তস্যাদেয়ত্বাৎ, কুটুম্বস্যাবশ্য ভরণীয়ত্বাচ্চ।

৩৬৬ যদিতু সর্ব্বস্ববিক্রয়াদ্যন্তরেণ বিপত্ত্রাণং পরিজন পালনং অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদনং বা ন ভবতি তদা তদপি বিষয়ধারিণা তদনুপস্থিতৌ পরিবার সম্বন্ধীয়েন যেন কেনাপি করণীয়ং।

/০ ব্যাস বচনং, দ্রষ্টব্যা—পৃ. ৬২৬।

৵০ যদি পুনঃ সর্ব্বস্থাবরাদি বিক্রয়মন্তরেণ কুটুম্ববর্ত্তনং ন ভবতি তদা সর্ব্বস্যাপি বিক্রয়ণাদিকমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। দা. ভা. পৃ. ৪১।

৩৬৭ রক্ষণাবেক্ষণাশক্তত্বাদি ন্যায্য কারণাৎ যদি কাপি স্ত্রী তৎকালিক মুখ্য দায়াদায় স্বার্জ্জিত সংক্রান্ত নধনং দদ্যাৎ তত্ সিদ্ধং।

৩৬৮ যত্রাবহমানঃ সনাতনাচারো বলবান্ তত্র তদনুসারেণ

---

* ইহার অর্থ এই যে পরিজন পালনাতিরিক্ত সর্ব্বস্ব গৃহ ভিন্ন দেওয়া যাইতে পারে। এস্থলে স্থাবরাস্থাবরে বিশেষ নাই, ইহা জ্ঞাপনার্থে সর্ব্বস্ব পদ ব্যবহৃত। স্বকীয় পদে নিক্ষেপাদির ব্যাবৃত্তি,—স্বকীয় অর্থাৎ যাহাতে নিজ স্বত্ব থাকে তাহা, এই ভাবার্থ। বি. দ.।

* তথাচ কুটুম্বভরণাধিকং গৃহবর্জ্জং সর্ব্বস্বং দেয়মিত্যর্থঃ। তত্র স্থাবরজঙ্গমে বিশেষোনাস্তীতি জ্ঞাপনায় সর্ব্বেতি ধ্যেয়ং; স্বকমিত্যনেন নিক্ষেপাদি ব্যাবৃত্তিঃ, স্বকং স্বমাত্র স্বত্বাস্পদীভূতমিত্যর্থঃ। বি. দ.।

তদনুসারে দায়াদগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিকে বিষয় দাতব্য।

কারণ। যেহেতু তদবস্থায় তাহা দেয়রূপে গণ্য, এবং আচার পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সামান্য বিধানের উপর প্রবল। দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০২—৩১৪।

ব্যবস্থা। ৩৭৪ রাজ্যের অবিভাজ্যতা সনাতন আচার দ্বারা প্রতিপাদিত, যদনুসারে জ্যেষ্ঠই, সে অযোগ্য হইলে অন্য ভ্রাতা সমুদায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়*।

/০ তাহা বাল্মীকি কৈকেয়ী প্রতি মন্থরার উক্তিতে কহিয়াছেন—"হে ভাবিনি; রাজাদিগের সকল পুত্রে রাজা পায় না। কিন্তু অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। সকলে রাজা হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে, অতএব, হে সুন্দরি, জ্যেষ্ঠ পুত্রে

দায়াদানাং মধ্যে বিশেষ জনায় বিষয়ো দেয়ঃ।

তদবস্থায়াং তস্য দেয়ত্বেন পরিগণনীয়ত্বাৎ। আচারস্য পরমধর্ম্মত্বেন ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সামান্য বিধানাৎ বলবত্তরত্বাচ্চ। দ্রষ্টব্যা পৃ. ৩০২—৩১৪।

৩৭৪ রাজ্যস্যাবিভাজ্যত্বং সনাতনাচারেণৈব প্রতিপাদিতং যদনুসারেণ যোগ্যশ্চেৎ জ্যেষ্ঠ এব; অন্যথা তথাবিধ ভ্রাত্রন্তরো ঽখিল রাজ্যং লভতে*॥

/০ তদাহ বাল্মীকিঃ কৈকেয়ীং মন্থরামুখেন—"নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভাবিনি। বহূনামপি পুত্রাণাং একো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে॥ স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্য-

---

*নদিয়ার রাজার সমগ্র রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান সিদ্ধি বিষয়ে জগন্নাথ ও কৃপারাম পণ্ডিত ছয় কারণ দর্শাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ কারণ এই যে—রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওযা যাইতে পারে। মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন "প্রদর্শিত শেষ কারণ যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং জমিদারিকে রাজ্য বলিয়া ধরিলে ঐ কারণ ইহাতেও প্রযুজ্য, ও নিরোধীন দান সিদ্ধির নিমিত্তে যথেষ্ট ছিল। অবিভাজ্য বস্তুর মধ্যে রাজ্যও পরিগণিত হইয়াছে"। দ্রষ্টব্য—মেক হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭।

রাজ্যের ও বিশাল জমিদারির অধিকারে সনাতন কুলাচার শাস্ত্ররূপে মান্য, এবং তদনুসারে অন্য দায়াদগণকে নিরাশ পূর্ব্বক এক পুত্রকে বিষয় অর্শিবে। কোলব্রুক সাহেব ডাইজেস্টের দ্বিতীয় বালামের ১১৯ পৃষ্ঠায় এক নোটে লিখিয়াছেন যে—বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহার ভাষায় জমিদারি বলাযায় তাহা নব্য স্মার্ত্তগণকর্ত্তৃক সকর রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৮।

যে আচারানুসারে ভূম্যধিকার বিভক্ত না হইয়া অনবরত এক দায়াদকে অর্শে তাহা ১৮০০ সালের ১০ আইনে শাস্ত্রীয় কথিত হইয়াছে; অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে তদ্বিষয়ে রীতিমত আইন করার আবশ্যকতা নাই, কেননা ঐ শাস্ত্রেই তদীয় সামান্য ব্যবস্থার অতিক্রমে বিধান হইয়া উক্ত হইয়াছে যে বিশেষ আচার শাস্ত্রীয় সামান্য বিধানের উপর প্রবল হইবে।—রাজা রুদ্রসিংহ বাহাদুরের বিরুদ্ধে রাজকুমার বাসুদেব সিংহের মকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্রে লিখিত নোট। স. দে. আ. র. বা. ৬, পৃ. ৪১।

অথবা অন্য গুণবান্ পুত্রে রাজারা রাজ্য সমর্পণ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমগ্র রাজ্য সমর্পণ করেন, ভ্রাতাকে কথনো দেন না, এতাবতা তোমার পুত্র অত্যন্ত পূজ্য হইবে না। কিন্তু অনাথবৎ অ-সুখী ও শাশ্বত রাজবংশচ্যুত হইবে"। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

"অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সকলে রাজা হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে॥ অতএব হে সুন্দরি পার্থিবেরা জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে অথবা গুণবন্ত অপর পুত্রদিগকে রাজ্য সমর্পণ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন কথনই সমগ্র ভ্রাতাদিগকে দেন না"। বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা এই কএক বচন ব্যাখ্যায়, "এস্থলে কি মধ্যমাদির রাজ্যাভিষেক হইবে না"? এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া স্বয়ং সিদ্ধান্তরূপে উত্তর দিয়াছেন, যথা, "প্রথমোপস্থিত জ্যেষ্ঠের অভিষেক না করা অকর্ত্তব্য, যদি জ্যেষ্ঠ গুণহীন হয় তবে গুণবান্ অপর পুত্র রাজ্য পায়।"

৵০ ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের জ্যেষ্ঠ (ভ্রাতা) রাজা হয়েন, রাম তুমি সেই জ্যেষ্ঠ, অতএব রাজ্যে অভিষিক্ত হও। রঘু-বংশের সনাতন সংকুল ধর্ম্ম এক্ষণে ত্যাগ করিতে যোগ্য নও। ঐ।

এস্থলে কেহ কেহ অযোধ্যারাজ্যের অবিভাগ দৃষ্টে বিশেষ মুনি-বচনা-ভাবেও কেবল আচার বলে রাজ্যকে বিভাজ্য বলেন*। বি. দ.।

তত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা। তেচ জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ। আসজ্জন্ত্যখিলংরাজ্যং, ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন। অতোঽত্যন্তং ন পূজার্হস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। অনাথবৎ সুখাজ্জীনো রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাৎ। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডঃ।

"বহূনামেব পুত্রাণামেকোরাজ্যেঽভিষিচ্যতে। স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজাতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা॥ রাজ্যেভিষেকং কুর্ব্বন্তি তেচ জ্যেষ্ঠা নসংশয়ঃ। আসজ্জন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন"। এতেষাং বচনানাং ব্যাখ্যানে বিবাদ-ভঙ্গার্ণবকৃতা "ননু অত্র কিং মধ্যমাদেঃ ন রাজ্যাভিষেক ইতিচেৎ" ইতি পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা স্বয়মেব সিদ্ধান্তরূপেণ উত্তরং দত্তং তদ্যথা "জ্যেষ্ঠস্য প্রথমোপস্থিতস্য ত্যাগানর্হত্বাৎ তস্যৈবাভিষেকইতি, যদি জ্যেষ্ঠো নির্গুণস্তদা গুণবদিতরো রাজ্যভাগী।"

৵০ ইক্ষ্বাকূনাঞ্চ সর্ব্বেষাং রাজা-ভবতি পূর্ব্বজঃ। স ত্বং রাজ্যেঽভিষিচ্যস্ব পূর্ব্বজো হ্যদ্য রাঘব। স রাঘবঃ সৎকুল ধর্ম্মমাত্মনঃ সনাতনং নাদ্য বিহাতু-মর্হসি। ঐ।

অত্রকেচিৎ। অযোধ্যারাজ্যস্যাবিভাগদর্শনাৎ বিশেষঃমুনিবচনাভাবেপি আচারবলাদ্রাজ্যং বিভাজ্যমিতি*।—বি. দ.।

---

* এইরূপ অধিকারব্যতিক্রম এক কালে অসঙ্গত নয় যেহেতু বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহার ভাষায় জমিদারি বলা যায় তাহা স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক সকর রাজ্য বিবেচিত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেবের নোট। দ্রষ্টব্য—দা. ব্য. ২, পৃ. ১৯১।

৶৹ পাণ্ডু বনে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষিত পাণ্ডু রাজ্য দুর্য্যোধন শাসন করিয়াছিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলেও যুধিষ্ঠিরই রাজা হইয়াছিলেন। ভ্রাতারা বিভাগ করিয়া লয়েন নাই। ঐ।

৶৹ পাণ্ডুরাজ্যং পাণ্ডৌ বনংগতে ধৃতরাষ্ট্রেণ পাল্যমানং দুর্য্যোধনেন স্ববশীকৃতং, ভীমাদিভির্ভ্রাতৃভিরুদ্ধৃতমপি যুধিষ্ঠিরেণৈব লব্ধং নতৈর্ব্বিভক্তং। ঐ।

অতএব রাজ্য বিভাজ্য নয়। বি. দ.।

অতো রাজ্যস্যাবিভাজ্যত্বৈব। বি. দ.।

।৹ এক্ষণেও অনেকানেক রাজ পুত্রেরা ভ্রাতৃসত্ত্বে প্রত্যেকে অখণ্ড রাজ্য ভোগ করিতেছেন এই রূপ আচার দেখা যাইতেছে*। বি. দ.।

।৹ ইদানীমপি বহুভিঃ রাজপুত্রৈর্ভ্রাতৃসত্ত্বেপি একৈরপি রাজ্যং অখণ্ডং ভুজ্যতে, ইত্যাচারো দৃশ্যতে*। বি. দ।

।/৹ রাজা যদি দোষ বর্জ্জিত অপর রাজ পুত্রগণ বিদ্যমানে যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমুদায় রাজ্য দেন তাহা অনুমত্যাদি অবস্থায় করিলে সিদ্ধ হইবে। —যেহেতু সে দান পিতা ও পুত্রগণের নির্দ্দোষতায় পুরাণ বিদিত লোকবিদিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজ ব্যবহার দৃষ্টে কৃত। যথা ভরতাদি দোষ শূন্য পুত্রাদি থাকিতেও বশিষ্ঠাদি মুনিজন ও পৌরজন সমীপে দশরথের রামকে রাজ্য দিবার অভিলাষ হয়, পরে কৈকেয়ীর বাক্যে রামাদিকে না দিয়া ভরতকে রাজ্য সমর্পণ করেন। ঐ।

।/৹ রাজা যদি রাজপুত্রেষু অপরেষু নির্দোষেষু সৎস্বপি যোগ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় সমুদায় রাজ্যং দদাতি তদনুমত্যাদি কৃতে সিদ্ধিরেবান্যেষাং পুত্রানাং পিতুশ্চ দোষং বিনাপি,—পুরাণবিদিত লোকবিদিত পূর্ব্বপূর্ব্ব রাজ ব্যবহার দর্শনেন কৃতত্বাৎ। তথাহি সৎস্বপি ভরতাদিষু পুত্রেষু নির্দ্দোষেষু দশরথস্য বশিষ্ঠাদি নানা মুনিজন পৌরজন সন্নিধানে রামে রাজ্য সমর্পণাভিলাষঃ, অনন্তরঞ্চ রামাদিকং বিহায় কেকয়ী বচনাৎ ভরতে রাজ্য সমর্পণং।

প্র.। এক পুত্র ও এক দুহিতা ও এক পত্নী থাকিতে কোন ব্যক্তি আপনার সমুদায় পৈতৃক ভূমি অপরের নিকটে বিক্রয় করিতে পারে কি না?

যে যে অবস্থায় কোন পুরুষের সমুদায় বিষয় বিক্রের তারা।

উ.। পিতা যদি পুত্র প্রভৃতি দায়াদ থাকিতে সমুদায় পৈতৃক স্থাবর বিষয় তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং এমত আত্যন্তিক কষ্ট ব্যতিরেকে, যাহাতে পরিবার পোষণার্থে বিক্রয় আবশ্যক হয়, বিক্রয় করিয়া থাকেন তবে তদ্বিক্রয় অসিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয়, কিন্তু তাদৃশ আবশ্যকতায় হইয়া থাকিলে ঐ কার্য্য সিদ্ধ বটে। এই মত বিবাদচিন্তামণি বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

কাত্যায়ন।—"দারা পুত্র ও সর্ব্বস্ব অধিকারি ব্যক্তিদের অনিচ্ছাতে

বিক্রয় বা দান করিবে না, আপনার কাছে রাখিবে, কিন্তু আপৎকালে (তাহাদের সম্মতিতে) দান বা বিক্রয় করিতে পারে, অন্যথা তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না, এই শাস্ত্রনির্ণয়। সর্ব্বস্ব ও বসত বাটী ভিন্ন পরিবারের ভরণ পোষণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাহা (স্থাবর বা অস্থাবর হউক) কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দত্ত হইতে পারে”।

যদি সমুদায় বিষয় বিক্রয় ব্যতিরেকে পুত্রগণ ও পরিবার প্রতিপালিত না হইতে পারে, কিম্বা পিতা যদি পরিবার পালনার্থে যথেষ্ট বিষয় রাখিয়া বক্রী সমুদায় পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করেন, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ ও শাস্ত্র-সম্মত।

দায়ভাগ—“কিন্তু যদি স্থাবরাদি সমুদায় বিষয় বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন না হইতে পারে তবে তৎসমুদায়ও বিক্রয় বা অন্যথা হস্তান্তর করা যাইতে পারে”।

জিলা নদিয়া, ১২ মে, ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৯, মকদ্দমা ২২, পৃ. ৩১২।

অপরঞ্চ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪, ৯, ও ৪৪, ও চ্যা. ৯, মকদ্দমা ২, ৯, ও ২১। এবঞ্চ ব্য. দ. পৃ. ৬৭।

নজীর
৩৭১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ রায়। সু. কো.—৪ জুলাই ১৮১৫ সাল। ইষ্ট্ সাহেবের নোট নং ৩৫। দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য॥

৵০ রামচন্দ্র শর্ম্মা—বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১১৭। ব্য. দ. পৃ. ৮০।

নজীর
৩৭২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ সত্যভামা দেব্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বীর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে কোন বিধবা পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন ভদব্যবহিত উত্তরাধিকারিণী দুহিতাকে এবং ঐ দুহিতার পতিকে দান করিলে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে তদ্দান সিদ্ধ। ৬ আগষ্ট ১৮৩৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৩৬।

৵০ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাহ্ণুমণি দেবীর মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টে বিচরিত হইয়াছে যে কোন হিন্দু নারী পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে যৌত বিষয়ের প্রাপ্ত অংশ তৎকালে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারির সম্মতিতে তাহাকে সুমূল্যে লিখিয়া দিলে তাদৃশ হস্তান্তর হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত। ২১ নবেম্বর ১৮৫৬ সাল। বুলনোওয়ার রিপোর্ট বা. ১, নং ২, পৃ. ১২০—১৩৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দত্ত অর্থাৎ অপ্রত্যাহার্য্য দান প্রকরণ।

ব্যবস্থা। ৩৭৬ ভৃতি (অ) দ্রব্যের মূল্য বা শুল্করূপে, বিধাহে তুষ্টিতে (ই) প্রত্যুপকার রূপে (এ), স্নেহে অনুগ্রহে বা সম্প্রীতিতে অথবা শ্রদ্ধাভাবে (ক) যাহা দত্ত তাহা অনিবর্ত্তনীয়।

প্রমাণ। /০ ভৃতিতে ও তুষ্টিতে (ই) দত্ত. পণ্যমূল্য ও স্ত্রীর শুল্ক রূপে উপকারিকে দত্ত, শ্রদ্ধা অনুগ্রহ ও প্রীতি নিমিত্তে দত্ত এই অষ্ট প্রকার দান অপ্রত্যাহার্য্য কথিত। বৃহস্পতি।

৵০ পণ্যমূল্য বা বেতন রূপে তুষ্টিতে বা স্নেহে যাহা দত্ত, ও যাহা প্রত্যুপকারার্থে বা স্ত্রীর শুল্ক রূপে বা অনুগ্রহে দত্ত তাহা দানবেত্তারা দত্ত জ্ঞান করেন। নারদ।

(অ) ভৃতি—কর্ম্মকারিকে দত্ত বেতন। রাজাকে দত্ত কর ও ভৃতি বলিয়া জ্ঞেয়, অথবা ভূমিতে রাজার সম্বন্ধ থাকাতে তাহা ভূমিজাত দ্রব্যের মূল্য বলা যাইতে পারে। কাত্যায়ন ভৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—"অনুদ্দিষ্ট বস্তুর লাভার্থে নিরূপিত যে দান তাহা উপলব্ধি ক্রিয়ালব্ধ তাহাকেই ভৃতি বলে।"

(ই) তুষ্টিতে—নটাদিকে দত্ত। এবং 'স্ত্রীকে আধিবেদনিকের তুল্য ধন দাতব্য' এই বচন ক্রমে যাহা, দত্ত তাহা তাহার তুষ্টির নিমিত্তে দেওয়া তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতু প্রথম ভার্য্যা ভর্ত্তাকে দার পরিগ্রহে অনুমতি

৩৭৬ ভৃতি (অ) পণ্যমূল্য শুল্ক রূপেণ বা তুষ্ট্যা (ই) প্রত্যুপকারতঃ (এ) স্নেহানুগ্রহসম্প্রীত্যা (ও) শ্রদ্ধাভাবেন (ক) বা যদ্দত্তং তদনিবর্ত্তনীয়ং।

/০ ভৃতিস্তুষ্ট্যাপণ্যমূল্যং স্ত্রী শুল্কমুপকারিণি, শ্রদ্ধানুগ্রহ সংপ্রীত্যা দত্তমষ্টবিধং বিদুঃ। বৃহস্পতিঃ॥

৵০ পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ। স্ত্রী শুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদোবিদুঃ। নারদঃ।

(অ) ভৃতিঃ—বেতনং কৃতকর্ম্মণে দত্তং। রাজ্ঞে দত্তঃ করশ্চ ভৃতিরেব, অথবা ভূমৌ তস্য সম্বন্ধাৎ তদুৎপন্নদ্রব্যস্য মূল্যমেব। ভৃতিরাহ কাত্যায়নঃ—"অবিজ্ঞাতেঽপি লব্ধার্থ দানং যত্র নিরূপিতং উপলব্ধিক্রিয়ালব্ধং সা ভৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।"

(ই) তুষ্ট্যা—নটাদিষ্বিতি। স্ত্রিয়ৈচ যদাধিবেদনিকং—"অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দেয়ং আধিবেদনিকং সমমিতিবচনাৎ দত্তং তত্তুষ্ট্যানত্ত্বমবসীয়তে পূর্ব্বভার্য্যাযাদারপরিগ্রহানুমতৌ ভর্ত্তুস্তুষ্টি

করিয়া ভর্ত্তার তুষ্টি জন্মায়। ইত্যাদি যথাযথ উহ্য করিয়া লইতে হইবে; অন্ততঃ তুষ্টি ঘটা চাই ইহা বিবেচ্য।

জননাৎ। ইত্যাদিকং যথাযথমূহ্যং। অন্ততঃ তুষ্টিরেব সর্ব্বত্র ঘটনীয়েতি ধ্যেয়ং।

(এ) প্রত্যুপকার রূপ—অর্থাৎ উপকারিকে প্রত্যুপকার স্বরূপ দত্ত, তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"ভয় হইতে ত্রাণ জন্য রক্ষার্থে ও কার্য্য সাধন হেতু যে লাভ তাহা প্রত্যুপকারক জ্ঞেয়।"

(এ) প্রত্যুপকারতঃ—উপকারিণে প্রত্যুপকারকত্বেন দত্তং। তদাহ কাত্যায়নঃ—"ভয়ত্রাণায় রক্ষার্থং তথা কার্য্যপ্রসাধনাৎ। অনেন বিধিনা লব্ধং বিদ্যাৎ প্রত্যুপকারকং॥"

(ও) স্নেহে—পুত্রাদিকে, অনুগ্রহে—দাসাদিকে, প্রীতিতে মিত্রকে (দত্ত)।

(ও) স্নেহেন—পুত্রাদিষু, অনুগ্রহেণ দাসাদিষু, সংপ্রীত্যা মিত্রে।

(ক) শ্রদ্ধা,—ভাব বিশেষ, সেই ভাবে উপকার না করিলেও শিষ্টকে ও উদাসীনকে যাহা দানকরা হয়। অথবা শ্রদ্ধাতে দত্তকে ধর্ম্মার্থ দান বলা যাইতে পারে, কিন্তু নারদ তাহা বলেন নাই তিনি—'ব্যবহারে চারি প্রকার দান মার্গ জানিবে' ইত্যাদি দ্বারা—ব্যবহারিক দানের উপক্রম করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মার্থে দান ব্যবহারিক নয় ইহা অবাচ্য, নতুবা রাজা তাহা কি প্রকারে দেওয়াইবেন; সেস্থলে দানমাত্র ধর্ম্ম্য তৎসমর্পণাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম। বি. দ.।

(ক) শ্রদ্ধা—ভাববিশেষঃ তেন ভাবেন শিষ্টায় উদাসীনায় উপকারমকুর্ব্বতেঽপি দীয়তে। অথবা শ্রদ্ধাদত্তং ধর্ম্ম্যং তচ্চনারদেনোক্তং 'অনেন ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়োদানমার্গশ্চতুর্বিধ, ইতানেন ব্যবহারিকদানস্যৈবোপক্রমাৎ; নচ ধর্ম্মার্থং দত্তমব্যবহারিকমিতি বাচ্যং অন্যথা রাজা কথং তদ্দাপয়েদিতি; তত্র দানমাত্রস্য ধর্ম্ম্যত্বাৎ সমর্পণাদেস্তু ব্যবহারিকত্বাৎ। বি. দ.।

ব্যবস্থা। ৩৭৭ ভৃতিতেও অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রযুক্ত অত্যধিক ধন দিতে স্বীকৃত হইলেও তাহা দাতব্য নয়। ঐ।

৩৭৭ ভৃতাবপি অত্যন্তব্যাকুলতয়া অত্যধিকধনস্বীকারেঽপি ন তস্য দেয়তা। ঐ।

প্রমাণ। প্রাণ সংশয়াপন্ন (গ) যে আমি আমাকে যে রক্ষা করিবে তাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিব এমত বলিলেও তেমত (কর্ত্তব্য) নয়। কাত্যায়ন। ঐ।

প্রাণ সংশয়মাপন্নং (গ) যো মাং সংমোচয়েদিতঃ। সর্ব্বস্বং তস্য দাস্যামীত্যুক্তেঽপি ন তথা ভবেৎ। কাত্যায়নঃ। ঐ।

(গ) 'প্রাণ সংশয়'—অত্যন্ত ব্যাকুলতা জানাইতে প্রাণ সংশয় কথিত হইয়াছে। ঐ।

(গ) 'প্রাণ সংশয়ঃ'—অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধায় প্রাণসংশয়েত্যুক্তং। ঐ।

ব্যবস্থা। ৩৭৮ বস্তুতঃ গৃহদাহাদি ও পুত্রের রোগাদিতে কেহ যদি সর্ব্বস্ব ত্রাতাকে দিতে স্বীকার করে তাহা অসিদ্ধ, পরন্তু উপকারানুসারে দেওয়া উচিত। ঐ।

৩৭৮ বস্তুতো গৃহদাহাদৌ পুত্ররোগাদৌচ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্বং ত্রাত্রে দাতুং স্বীকরোতি তদপি ন সিদ্ধং, পরন্তু উপকারানুসারেণ দানং ন্যায্যং। ঐ।

ব্যবস্থা। ৩৭৯ অত্যন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা দত্ত না হইলে না দেওয়া দৃষ্ট হওয়াতে এস্থলে অত্যধিক দত্ত হইলেও তুল্য যুক্তিতে পুনর্গ্রহণীয়। ঐ।

৩৭৯ বহুল প্রতিশ্রুতাপ্রদানস্থলে দানাচ্ছেদ দর্শনাৎ অত্রাপি তুল্যত্বাৎ দত্তমপি সর্ব্বস্বং পুনরাদাতুমর্হতি। ঐ।

যদি কোন স্থলে কোন বিবাদী ব্যাকুলতা প্রযুক্ত মধ্যস্থকে অধিক ধন স্বীকার করে বা দেয় তবে বিবাদ বিষয়ীভূত ষষ্ঠাংশের অধিক তাহার স্থানে গ্রহণ করিতে পারে, প্রতিশ্রুত বা দত্ত ধন হইতে ষষ্ঠাংশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া তদতিরিক্ত ধন অভিযোগদ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে। ঐ।

যত্র কুচিৎ কোপি ব্যাকুলো বিবাদী অধিকমেব ধনং মধ্যস্থায় প্রতিশ্রুতবান্ অথবা দত্তবান্ তদা বিবাদবিষয়ীভূত ষষ্ঠাংশাধিকং তস্মাৎ তাচ্ছেদনীয়ং, ষষ্ঠাংশ পর্য্যন্তং প্রতিশ্রুত ধনাদ্বদ্ধ,ত্বা তদতিরিক্তং গ্রহীতুং রাজদ্বারাপি শক্নোতি। ঐ।

ফলতঃ জীমূতবাহন দায়ভাগে বিদ্যা ধন বিষয়ে 'শিষ্য বা যজমান হইতে ও প্রশ্ন পূরণ ও সন্দেহ নির্ণয়দ্বারা প্রাপ্ত' এই কাত্যায়ন বচন ব্যাখ্যানে কহিয়াছেন উভয় বাদি সন্দেহ মীমাংসা করণের নিমিত্তে উপস্থিত হইলে সম্যক্ নিরূপণ দ্বারা যে লাভ সে ষষ্ঠাংশাদি। স্মার্ত্তও এইরূপ বলিয়াছেন। বি. দ.।

জীমূতবাহনেন ফলতোঽভিহিতং দায়ভাগে বিদ্যাধনে 'শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ' ইতি কাত্যায়ন বচন ব্যাখ্যানে বাদিনোঃ সন্দেহন্যায়করণার্থমাগতয়োঃ সম্যঙ্ নিরূপণেন যল্লব্ধং ষষ্ঠাংশাদিকমিতি স্মার্ত্তো অপ্যেবমাহুঃ। বি. দ.।

এই সকল দত্ত বিষয়ে ধনের দেয়াদেয়ত্ব বিবেচনা করিতে হইবে; পরন্তু

এতেষু দত্তেষু দেয়াদেয়ত্বেন ধনবিবেচনা কর্ত্তব্যা; কিন্তু ভুক্তিদান প্র-

তুষ্টিই দানের প্রয়োজিকা, বক্ষ্যমাণ কামাদি অন্য নয়। বি. দ.।

য়োজিকা বক্ষ্যমাণ কামাদ্যনিবন্ধনং বোধ্যা। বি. দ.।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—অদত্ত প্রকরণ।

ব্যবস্থা। ৩৮০ ভয়ান্বিত ক্রোধান্বিত কামান্ধ শোকান্বিত বা অচিকিৎস্য রোগান্বিতাবস্থায়, মোহতে কিম্বা মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত বা অপ্রকৃতিস্থাবস্থায় অথবা উৎকোচরূপে পরিহাসে ক্রীড়ায় ভ্রমে বা প্রতারণায় কিম্বা বালক অস্বতন্ত্র বা অপবর্জিত কর্ত্তৃক, অথবা প্রতিলাভেচ্ছায় কিম্বা অপাত্রকে পাত্রবোধে অথবা অতিবৃদ্ধ অতিব্যাকুল নিঃসম্বন্ধ বা অতিহৃষ্ট কর্ত্তৃক কিম্বা পাপকর্ম্মে যাহা দত্ত তাহা অদত্তই।

/০ ভয়ান্বিত ক্রোধান্বিত কামান্ধ শোকান্বিত বা রোগান্বিত * (অ) কর্ত্তৃক কিম্বা উৎকোচরূপে (ই) পরিহাসে (উ) ব্যত্যাসে (এ) বা ছলে (ও) অথবা

৩৮০ ভয় ক্রোধ কাম শোকাচিকিৎস্য রোগ মোহ মত্ততোন্মাদার্ত্তাপ্রকৃতিস্থত্বাবস্থায়াং উৎকোচ নর্ম্ম ভ্রম প্রতারণা বাল্যাস্বাতন্ত্র্যাপবর্জিতত্বাবস্থায়াং বা প্রতিলাভেচ্ছয়া অপাত্রে পাত্রশঙ্কয়া বা অতিবৃদ্ধেন ব্যসনিনা অসম্বন্ধেন অতিহৃষ্টেন বা অধর্ম্মকার্য্যে বা যদ্দত্তং তদদত্তমেব।

/০ অদত্তন্তু ভয়ক্রোধ কামশোক রুগন্বিতৈঃ* (অ)। তথোৎকোচ (ই) পরিহাস (উ) ব্যত্যাস (এ) ছল (ও)

---

* ভয়ান্বিত, ক্রোধান্বিত, কামান্ধ, শোকান্বিত ও রোগান্বিত এই পাঁচ প্রকৃতিস্থ নয়। মিশ্র চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও ভবদেবের এই উক্তি। বি. দ.।

ভয়স্থলে ও বলদ্বারা প্রবর্ত্তন স্থলে স্বেচ্ছামাত্রে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু পরের ইচ্ছাতে। যেস্থলে অন্যের ভয়ে ভয়ান্বিত হইয়া কাহাকে সর্ব্বস্ব দেয় সেস্থলে তাহা প্রকৃতিস্থাবস্থাতে নয়। ক্রোধাদিতে অভিভূত হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না। যদি ধৈর্য্যাবলম্বনে ভূতিরূপে কিঞ্চিৎ দেয়, তবে তাহা সিদ্ধ। বি. দ.।

* ভয়াদিরুগন্তাঃ পঞ্চ প্রকৃতিস্থিতি বিরোধিনইতি মিশ্র চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যভবদেবাঃ। বি. দ.।

ভয়স্থলে বলাৎ প্রবর্ত্তনস্থলেচ স্বেচ্ছামাত্রেণ ন প্রবৃত্তিঃ কিন্তু পরেচ্ছামাত্রেণ; যত্রান্যস্মাদভীতঃ স্বভয়ত্রাণায় কস্মৈচিৎ সর্ব্বস্বং দদাতি তত্র প্রকৃতিস্থিতির্নাস্তি। ক্রোধাদ্যভিভবস্থলে কার্য্যাকার্য্য বিবেকোনাস্তি। যদি ধৈর্য্যমবলম্ব্য ভৃতিত্বেন কিঞ্চিদ্দদাতি তদা সিদ্ধ্যত্যেব। বি. দ.।

বালক (ক) মূঢ় (খ) অস্বতন্ত্র (গ) আর্ত্ত (ঘ) মত্ত, উন্মত্ত (ঙ) বা অপবর্জ্জিত (চ) কর্ত্তৃক কিম্বা প্রতিলাভেচ্ছায় (জ) যাহা দত্ত, তাহা অদত্ত। বি দ.।

যোগতঃ॥ বাল (ক) মূঢ়াস্বতন্ত্রার্ত্ত (খ, গ, ঘ,) মত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতৈঃ (ঙ, চ) কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ (ছ, জ) যৎ॥ বি. দ.।

৶০ স্বাধীন হইয়াও কেহ অপ্রকৃতিস্থাবস্থায় যে কর্ম্ম করে তাহাও অকৃত কথিত হইয়াছে যেহেতু সে তদবস্থায় স্বাধীন নয়। ঐ।

৶০ স্বতন্ত্রোঽপিহি যৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ। তদপ্যকৃতমেবাহুরস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুভিঃ। ঐ।

৶০ অপাত্রকে পাত্র বোধে (ঝ) ও ধর্ম্মবর্জ্জিত কর্ম্মে অজ্ঞানতায় যাহা দত্ত তাহাও অদত্ত কথিত হইয়াছে॥ নারদ। ঐ।

৶০ অপাত্রং (ঝ) পাত্রমিত্যুক্তে কার্য্যে চাধর্ম্মসংহিতে। যদ্দত্তং স্যাদবিজ্ঞানাৎ অদত্তং তদপি স্মৃতং॥ নারদঃ। ঐ।

(অ) 'রুগন্বিত'—অর্থাৎ কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগগ্রস্ত এই বিজ্ঞানেশ্বরের মত। অন্য কহেন রুগন্বিত অর্থাৎ জ্ঞাননাশক সন্নিপাতাদি রোগগ্রস্ত। বি. দ.।

(অ) 'রুগন্বিতঃ'—কুষ্ঠাদ্যসাধ্যরোগান্বিত ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। অপরেতু রুগন্বিত ইতি জ্ঞানভ্রংশকর সন্নিপাতাদি রোগান্বিতঃ। বি. দ.।

(ই) উৎকোচ কাত্যায়ন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—'চৌর, সাহসিক উদ্বৃত্ত বা পারদারিক ব্যক্তির অনুসন্ধান জ্ঞাপন নিমিত্ত ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে ও মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ককে আনিয়া দেওন নিমিত্তে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহা উৎকোচ উক্ত হইয়াছে; উৎকোচদাতা দণ্ডনীয় নয় কিন্তু মধ্যস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ উৎকোচগ্রহীতা দণ্ডনীয়। বি. দ.।

(ই) উৎকোচমাহ কাত্যায়নঃ—'স্তেয়সাহসিকোদ্বৃত্ত পারদারিকশংসনাৎ দর্শনাৎ বৃত্তনষ্টস্য তথাসত্যপ্রবর্ত্তনাৎ প্রাপ্তমেতৈস্তু যৎ কিঞ্চিৎ তদুৎকোচাখ্যমুচ্যতে। ন দাতাত্রৈদণ্ড্যঃস্যাৎ মধ্যস্থস্তত্রদণ্ড্যতে। বি. দ.॥

(উ) 'পরিহাস'—উপহাস অর্থাৎ দানেচ্ছা ব্যতিরেকে দান বোধক বাক্য কথন। ঐ।

(উ) 'পরিহাসঃ'—উপহাসঃ, দানাভিসন্ধিমন্তরেণ দানবোধক বচনমিতি যাবৎ। ঐ।

উৎকোচে ও পরিহাসে কেবল সমর্পণ বা বাক্য মাত্র, তাহাতে পরের স্বত্ব গোচরেচ্ছা নাই। ঐ।

উৎকোচ পরিহাসয়োঃ সমর্পণমাত্রং বাক্য মাত্রম্বা নতুপরস্বত্বগোচরেচ্ছা।—ঐ।

এবং "যাহা বলহেতু দত্ত বলহেতু ভুক্ত অথবা বলদ্বারা লেখান বলহেতুকৃত সমস্তই অকৃত ইহা মনু কহিয়াছেন' এই বচনানুসারে বলহেতু যাহা দত্ত তাহাও অদত্ত। বি দ.।

এবং বলাদ্দত্তমপি অদত্তং "বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদযচ্চাপিলেখিতং সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ"। ইতি বচনাৎ। বি. দ.।

(এ) 'ব্যত্যাস' এক ব্যক্তির উদ্দেশে দাতব্য বস্তু অন্যকে দান অথবা যে বস্তু দাতব্য তাহা না দিয়া অন্যরূপ বস্তু দান, যথা—রজত দাতব্য হইলে তাহা না দিয়া যদি রজত স্থলে স্বর্ণ দত্ত হয় অথবা ব্রাহ্মণকে দাতব্য বস্তু যদি শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ভ্রমে দত্ত হয় তবে সেস্থলে বস্তুতঃ স্বর্ণে ও শূদ্রে রজতের ও ব্রাহ্মণের প্রতীতি নাই। ঐ।

(এ) 'ব্যত্যাসঃ'—অন্যস্মৈদাতব্যস্য অন্যস্মৈ প্রতিপাদনং। অন্যস্মিন্ দাতব্যে অন্যস্য বা যদ্দানমিতি,—যথা রজতস্য দাতব্যত্বেন রজতত্বেন স্বর্ণ-দানং, ব্রাহ্মণায় দাতব্যে ব্রাহ্মণত্বেন শূদ্রায় দানং তত্রসুবর্ণস্য শূদ্রস্যচ স্বরূপতয়া রজতত্বেন শূদ্রত্বেন চাবগমো নাস্তি। ঐ।

(ও) 'ছল'—প্রমাদাদি, বাচস্পতি ভবদেব ও প্রকাশকারের এই উক্তি।

(ও) 'ছলং'—প্রমাদাদি, ইতি বাচস্পতিভবদেবৌ প্রকাশকারশ্চ। ঐ।

(ক, 'বালক'—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করণাক্ষম বয়স্ক। ঐ।

(ক) 'বালঃ' —কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়াক্ষম বযোযোগী। ঐ।

(খ) 'মূঢ়'—স্বভাবতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক শূন্য—অর্থাৎ জড়। মূঢ়পদে অপর অর্থও বুঝায়, মুহ—বৈচিত্ত্যে এই ধাত্বর্থানুসারে মূঢ়পদে বিকলচিত্ত অর্থাৎ অজ্ঞান বোধ্য, অতএব অজ্ঞানে দত্ত হইলে দান অসিদ্ধই হইবে। ঐ।

(খ) 'মূঢ়ঃ—স্বভাবাদেব কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্যঃ, জড়ইতি। মূঢ় ইত্যনেন চাপরো বিবক্ষণীয়ঃ। মুহ—বৈচিত্ত্যে ইতি ধাত্বনুসারাৎ—মূঢ়পদেন বিচিত্তো বোধ্যতে, তেন চাজ্ঞানঃ, তথাচ যত্র অজ্ঞানাৎ দত্তং তত্র দানাসিদ্ধিরেব। —ঐ।

(গ) 'অস্বতন্ত্র—পুত্র দাসাদি; মিশ্র, চণ্ডেশ্বর, ভবদেব ও বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের এই মত। এতাবতা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে যে পারিভাষিক অস্বতন্ত্রের * কৃত দান অসিদ্ধ। ঐ।

(গ) 'অস্বতন্ত্রঃ'—পুত্রদাসাদিরিতি মিশ্র চণ্ডেশ্বর ভবদেবাঃ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যশ্চ। তেনচ তেষাময়মাশয়ো লক্ষ্যতে যৎ পারিভাষিকাস্বতন্ত্রঃ কৃত-দানস্যাসিদ্ধিঃ। ঐ।

---

* পারিভাষিক অস্বতন্ত্র যথা—"কনিষ্ঠ ভ্রাতারা গুণে ও বয়সে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ থাকিলে অস্বতন্ত্র বা অধীন। প্রজা অস্বতন্ত্র কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র। শিষ্য অস্বতন্ত্র আচার্য্য স্বতন্ত্র, স্ত্রী পুত্র দাসাদি পরিবার অস্বতন্ত্র, ও গৃহী ক্রমাগত বস্তুতে অস্বতন্ত্র। ইহা নারদ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। বি. দ.।

* পারিভাষিকাস্বতন্ত্রাশ্চ—"অস্বাতন্ত্র্যং স্থিতে জ্যেষ্ঠে জৈষ্ঠং গুণবয়ঃ কৃতং। অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বতন্ত্রঃ পৃথিবীপতিঃ। অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ শিষ্য আচার্য্যেতু স্বতন্ত্রতা অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পুত্রদাসাঃ পরিগ্রহাঃ। অস্বতন্ত্রস্তত্র গৃহী তস্য যৎস্যাৎ ক্রমাগতং" ইতি নারদেন নির্ণীতং। বি. দ.।

বয়স ও গুণে উভয়ে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের কৃত সাধারণ ধন দান বা বিক্রয় উভ-

বয়োগুণোভয় জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠেন কৃত সাধারণ ধনদানবিক্রয়ে উভয়াংশ এব-

(ঘ) 'আর্ত্ত—রোগাভিভূত, এই বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যা। অপর নিবন্ধারা সন্নিপাতাদি রোগ ও মদিরাপানাদি ব্যতিরেকে বিষ ভোজন বা

(ঘ) 'আর্ত্তঃ,—রোগাভিভূত ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। অপরেতু বিনা সন্নিপাতাদিরোগং বিনাচ মদিরাপানাদিকং বিষভোজন ভোজ-বিদ্যাদিনা

য়াংশেরই অস্বতন্ত্রতা প্রযুক্ত অসিদ্ধ, কিন্তু "একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বচনক্রমে তাদৃশ জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক দান বা বিক্রয় উভয় অংশেরই সিদ্ধ হইবে। স্বোপার্জ্জিতে কনিষ্ঠেরও স্বাধীনতা আছে। বি. দ.।

"প্রজা সকল অস্বতন্ত্র" অর্থাৎ—রাজার অনুমতি ক্রমে প্রজাকর্ত্তৃক ভূম্যাদির দান সিদ্ধ হইবে, এবং ধনি দত্ত নিবন্ধন দানও তদনুমতিতে সিদ্ধ হইবে। ঐ।

"শিষ্য অস্বতন্ত্র" যথা.—"আচার্য্য উহাকে আহার দিয়া শিক্ষা করাইবেন. শিষ্য সেস্থলে যে কর্ম্ম করে আচার্য্যই তাহার ফলভোগী, উহাতে আচার্য্য ফলভাগী হওয়াতে আচার্য্যের পালিত শিষ্যকর্ত্তৃক আচার্য্যের অনুমতি ব্যতিরেকে দান সিদ্ধ নয়, যেহেতু কর্ম্ম মাত্রেই তাহার স্বাধীনতা নাই। ঐ।

অপিচ ভার্য্যা পুত্র দাস এই তিন ধনি নয়, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহা তাহাদের প্রভুরই। এতদ্বচন ক্রমে সর্ব্ব কর্ম্মে অস্বতন্ত্রদিগের প্রভুর অনুমতি বিনা স্ত্রীধনাদি দানও সিদ্ধ হইবে না। পুত্র দাসাদি অস্বতন্ত্র বলা কেবল তত্তৎ ধন বিষয়ে, পিতা প্রভৃতির ধনে অস্বামিত্ব প্রযুক্ত দান সিদ্ধ নয়, যেহেতু নারদের বচন এই যে অস্বামিকৃত দান বা বিক্রয় ব্যবহারে অকৃত হইবে। তথাচ—"সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের সর্ব্বদা স্বাধীনতা কথিত হইয়াছে, এই বিশেষ বচন ক্রমে সৌদায়িক ধন দানে স্ত্রীরা স্বাধীনা, এই ন্যায় হেতু যে—সাধারণ ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষ বিধি-ই প্রবল। এবঞ্চ পুত্রার্জ্জিত ধনের দানাদিও পিতার অনুমতি বিনা অধর্ম্ম্য, তদনুমতিতে ধর্ম্ম্য এই তাৎপর্য্য, যথা মাতা জীবিতা থাকিতে পুত্রদের প্রভুত্ব না থাকাতেও মাতার অনুমতিতে যেমত বিভাগ ধর্ম্ম্য তাঁহার অনুমতি বিনা অধর্ম্ম্য তদ্রূপ এইস্থলেও সমাধেয়।

অস্যাস্বাতন্ত্র্যাত্তোঽসিদ্ধঃ অত্র তাদৃশ জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক দানং বিক্রয়ঞ্চ উভয়াংশ এব সিদ্ধ্যতি। একোঽপীত্যাদি বচনাৎ। স্বোপার্জ্জিতে কনিষ্ঠস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং। বি. দ.।

"অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা"—ইতি রাজানুমত্যৈব প্রজাভির্ভূম্যাদিকং দত্তং সিদ্ধ্যতি এবমাঢ্যদত্ত নিবন্ধোঽপি তদনুমত্যৈব সিদ্ধ্যতি। ঐ।

"অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ শিষ্যঃ"—আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্ত ভোজনং তত্র কর্ম্ম চ যৎ কুর্য্যাৎ আচার্য্যস্যৈব তৎ ফলমিত্যনেন—আচার্য্য ফলভাগিত্বাৎ আচার্য্য দত্ত ভোজন স্যান্যত্র দানঞ্চ আচার্য্যানুমতিং বিনা ন সিদ্ধ্যতি কর্ম্মসামান্যএব অস্বাতন্ত্র্যাৎ। ঐ।

অপিচ 'ভার্য্যাপুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃস্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনমিতিবচনাৎ সর্ব্বকর্ম্মণি অস্বতন্ত্রাণাং স্ত্রীধনাদিকমপি পত্যুরনুমতিং বিনা দত্তং ন সিদ্ধ্যতি। অস্বতন্ত্র পুত্রদাসাদিরিতি তু পুত্রদাসাদিধনাভিপ্রায়েণ—পিত্রাদি ধনেতু অস্বামিত্বাদেবদানং ন সিদ্ধ্যতি, অস্বামিনা কৃতংযত্তু দানং বিক্রয়এব বা, অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ব্যবহারে যথাস্থিতিরিতি নারদবচনাৎ। তথাচ 'সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং' ইতি বিশেষ বচনাৎ সৌদায়িক ধনে স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং—সামান্য বিশেষয়োর্মধ্যে বিশেষ বিধিবলবানিতি ন্যায়াৎ। এবঞ্চ পুত্রার্জ্জিত ধনস্য দানাদিকং পিতুরনুমত্যৈব ধর্ম্ম্যং অন্যথা অধর্ম্ম্যমিত্যবসীয়তে,—মাতরি জীবন্ত্যাং পুত্রাণাং বিভাগে অনীশত্বেঽপি তদনুমত্যৈব বিভাগোধর্ম্ম্যঃ অন্যথা অধর্ম্ম্যবদত্রাপি সমাধেয়ং।

ভোজবিদ্যা দ্বারা ভ্রষ্ট-জ্ঞানকে আর্ত্ত কহেন। জগন্নাথ ক্ষুধাদিতে বা রোগাদিতে অভিভূতকে আর্ত্ত বলেন।

(ঙ) 'উন্মত্ত—অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ নয়। ঐ।

(চ) 'অপবর্জ্জিত,—অর্থাৎ উৎকট অপরাধ নিমিত্ত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত। পাতিত্যাদিহেতু অপবর্জ্জিতের স্বত্ব ধ্বংস হওয়াতে তৎকৃত দান অসিদ্ধ। যে ব্যক্তি রাজহিংসাদি দোষে যে গৃহ হইতে বহির্ভূত হইয়াছে সে তদগৃহস্থিত দ্রব্য দানে যোগ্য নয়,—যেহেতু তাহাতে তাহার স্বামিত্ব নাই—হলায়ুধ প্রভৃতির মতে ইহা বাচ্য। বহিষ্কৃত যদি (অনন্তর) স্বোপার্জ্জিত দান করে তাহা সিদ্ধ।

(জ) 'প্রতিলাভ ইচ্ছায়'—অর্থাৎ তুমি আমাকে ধনদেও আমি তোমার সে কর্ম্ম করিব ইত্যাদি বাক্য মোহিত ব্যক্তি যে ধন দেয় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি সে কর্ম্ম সম্পন্ন না করিলে তদ্দান সিদ্ধ হইবে না। বি. দ.।

প্রমাণ। ।০ ক্রুদ্ধ (অতি) হৃষ্ট* প্রমত্ত আর্ত্ত বালক উন্মত্ত ভয়াতুর মত্ত অতিবৃদ্ধ (ঞ) অপবর্জ্জিত অত্যন্ত মূঢ় রোগি বা শোকি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত কিম্বা যাহা নর্ম্মদত্ত (ট) তাহা অদত্ত কথিত হইয়াছে। প্রতিলাভেচ্ছায় (জ) বা অপাত্রকে পাত্রভ্রমে (ঝ) কিম্বা পাপ কর্ম্মে যাহাদত্ত ধনস্বামী তাহা ফিরিয়া পাইবে†। বৃহস্পতি।

ভ্রষ্টজ্ঞান ইত্যাহুঃ। আর্ত্তঃ রোগাদিনা ক্ষুধাদিনা বাভিভূত—ইতি জগন্নাথঃ। বি. দ.।

(ঙ) 'উন্মত্তঃ,—নপ্রকৃতিস্থঃ। ঐ।

(চ) 'অপবর্জ্জিতঃ,—উৎকটাপরাধেন গৃহাৎ বহির্ভূতঃ। অপবর্জ্জিতস্য পাতিত্যাদেব স্বত্বনাশাৎ দানাসিদ্ধিঃ। তথাহি যো রাজহিংসাদিদোষেণ যস্মাৎ গৃহাৎ বহির্ভূতঃ স তদ্গৃহদ্রব্যং দাতুং নার্হতি অস্বতন্ত্রত্বাদিতি—হলায়ুধাদীনাং মতে বক্তব্যং। বহিষ্কৃতশ্চ যদি স্বোপার্জ্জিতং দদাতি তদা তদ্দানসিদ্ধিরেব। ঐ।

(জ) "প্রতিলাভেচ্ছয়া"—তবৈব তৎকর্ম্ম করিষ্যামি মহ্যং ধনং দীয়তামিত্যাদি সম্প্রদানবাক্যেন মোহিতো যৎ দদাতি তত্তৎকর্ম্মাকরণে ন সিদ্ধ্যতি। বি. দ.।

।০ ক্রুদ্ধহৃষ্ট প্রমত্তার্ত্ত বালোন্মত্তভয়াতুরৈঃ। মত্তাতিবৃদ্ধনির্সৃষ্টৈঃ (ঞ) সংমূঢ়ৈঃ শোকরোগিভিঃ। নর্ম্মদত্তং (ট) তথৈতৈর্যদদত্তং তৎ প্রকীর্ত্তিতং। প্রতিলাভেচ্ছয়া (জ) দত্তমপাত্রে পাত্রশঙ্কয়া (ঝ) কার্য্যে চাধর্ম্মসংযুক্তে স্বামী তৎপুনরাপ্নুয়াৎ। বৃহস্পতিঃ। ঐ।

* প্রমোদাদি হেতু হৃষ্ট হইয়া দান করিলে তাহা অসিদ্ধ নয়, কিন্তু অত্যন্ত হর্ষে চিত্ত বিকার প্রাপ্তাবস্থায় অবিবেচনাতে যাহা দত্ত হয় তাহা অসিদ্ধ। বি. দ.।

* হৃষ্টস্য প্রমোদাদিনা দানং নাসিদ্ধং, অপিতু অতি হর্ষেণ চিত্তবিকারপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদবিবেচনয়া দত্তং তদেবাসিদ্ধং। বি. দ.।

† "ফিরিয়া পাইবে বা লইবে" কথনে তদ্দান অসিদ্ধ কথিত হইয়াছে। শোকাদিবশতঃ এবং বালকের কৃত দানও এই বচনের এবং নারদ বচনের মর্ম্মে (অসিদ্ধ) বুঝিতে হইবে। বি. দ.।

।/০ ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট, ভীত, আর্ত্ত বালক, অতিবৃদ্ধ, লুব্ধ, মূঢ় ও উন্মত্ত, ইহাদের বাক্য সত্য নয়। গোতম।

।/০ ক্রুদ্ধ হৃষ্ট ভীতার্ত্ত বাল স্থবির লুব্ধ মূঢ় মত্তোন্মত্ত বাক্যান্যনৃতানি। গোতমঃ। ঐ।

।৶০ মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, অধীন বালক বা অতিবৃদ্ধ বা ক্ষমতা-হীন কর্ত্তৃক যে কার্য্য কৃত তাহা ব্যবহারে অসিদ্ধ। মনু।

।৶০ মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্ব্বালেন স্থবিরেণ বা, অসম্বন্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। মনুঃ।

।৶০ মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, অতিব্যাকুল বালক, ভয়াদিযুক্ত বা ক্ষমতা হীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য।

।৶০ মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনি বালভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বন্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

॥০ কাম বা ক্রোধ বশে যাহা দত্ত তথা অধীন আর্ত্ত, ক্লীব*, উন্মত্ত, মত্ত বা প্রমোহিত (ঠ) কর্ত্তৃক, এবং পরিহাসে বা ব্যত্যাসে যাহা দত্ত তাহা ফিরিয়া লইবে। কাত্যায়ন।

॥০ কামক্রোধাস্বতন্ত্রার্ত্তক্লীবোন্মত্ত* প্রমোহিতৈঃ (ঠ)। ব্যত্যাস পরিহাসাভ্যাং যদ্দত্তং তৎ পুনর্হরেৎ। কাত্যায়নঃ।

॥/০ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিশ্রুত যে উৎকোচ তাহা কার্য্য সিদ্ধ হইলে কখনই দিবে না। আর পূর্ব্বে যাহা দত্ত হয় তাহাও বল পূর্ব্বক ফিরিয়া দেওয়াইতে হইবে—এই গার্গীয় ও মানবদিগের মত। কাত্যায়ন। ঐ।

॥/০ যদি কার্য্যস্য সিদ্ধ্যর্থমুৎকোচো যঃ প্রতিশ্রুতঃ। তস্মিন্নপি প্রতিসিদ্ধার্থে ন দেয়ঃ স্যাৎ কথঞ্চন। অথ প্রাগেব দত্তঃ স্যাৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ। দণ্ডঞ্চৈকাদশগুণমাহুর্গার্গীয়মানবাঃ। কাত্যায়নঃ। ঐ।

(ঞ) অতিবৃদ্ধ—গলিতেন্দ্রিয়। —বি. দ.।

(ঞ) অতিবৃদ্ধঃ—গলিতেন্দ্রিয়ঃ। —বি. দ.।

(ঝ) 'অপাত্রকে পাত্র ভ্রমে'—যথা শূদ্রকে ঋণদান, এবং নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে দান করার সঙ্কল্পে সদোষকে

(ঝ) 'অপাত্রে পাত্র শঙ্কয়া'—যথা শূদ্রায় কনক দানং, এবং নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণায় দানসঙ্কল্পে সদোষায়

---

* ক্লীবের কৃত দানাদি সিদ্ধ নয় যেহেতু আশ্রম ধনে তাহার অধিকার নাই, কিন্তু তৎকৃত স্বোপার্জ্জিত দান সিদ্ধ হইবে (বি দ.)। এস্থলে অধিকার জন্মিবার পূর্ব্বে হইয়াছে যে ক্লীব তাহাকেই বুঝায় যেহেতু-স্বত্ব জন্মিবার পর ক্লীব হইলেও তাহার স্বত্ব ধ্বংস সম্ভাবনা নাই।

* ক্লীবঃ—ক্লীবেন কৃতদানাদ্যসিদ্ধিঃ, আশ্রমধনে তস্যানধিকারাৎ; স্বোপার্জ্জিত দত্তন্তু সিদ্ধ্যত্যেব (বি. দ.)। অত্রাধিকার জননাৎ প্রাক্‌জাত ক্লীব ইতি বোধ্যঃ—অধিকার জননোত্তরং ক্লীবত্বেঽপি স্বত্বনাশাসম্ভবাৎ।

দান; পাত্র ভ্রমে কথন হেতু যেস্থলে পাত্রাপাত্রে দানাভিসন্ধি বিনা অপাত্রে দত্ত হয় তথায় তদ্দান সিদ্ধ। বি. দ.।

দানং। পাত্রশব্দেনেতি কথনাৎ যত্র পাত্রাপাত্রবিবেকমন্তরেণৈবাপাত্রায় দত্তং তত্র সিদ্ধ্যতি। বি. দ.।

(ট) 'নর্ম্মদত্ত'—অর্থাৎ ক্রীড়াতে দত্ত, এই রত্নাকরের উক্তি। ঐ।

(ট) 'নর্ম্মদত্তং'—ক্রীড়াদত্তমিতি রত্নাকরঃ। ঐ।

(ঠ) 'প্রমোহিত'—অর্থাৎ স্বভাবতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক বিহীন বা জড়, অথবা রোগাদিপ্রযুক্ত ভ্রষ্ট জ্ঞান, কিম্বা ভোজবিদ্যাদিদ্বারা ভ্রষ্ট জ্ঞান। ঐ।

(ঠ) 'প্রমোহিতঃ'—স্বভাবাদেব কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্যঃ, জড়ো বা, রোগভোজবিদ্যাদিবশাৎ ভ্রষ্টজ্ঞানো বা। ঐ।

ব্যবস্থা। ৩৮১ বস্তুতঃ দোষযুক্ত দান অসিদ্ধ, কারণ মূলক দান সিদ্ধ। ঐ।

৩৮১ বস্তুতো দোষপ্রযুক্ত দানমসিদ্ধং, কারণপ্রযুক্ত দানং সিদ্ধমিত্যনুগমঃ। ঐ।

ব্যবস্থা। ৩৮২ আর্ত্তেরও কৃত ধর্ম্মার্থ দান সিদ্ধ। ঐ।

৩৮২ আর্ত্তেনাপি ধর্ম্মার্থং দত্তং সিদ্ধ্যতি। ঐ।

তাহা উচিত, এবং জীমূতবাহন ও স্মার্ত্তপ্রভৃতির অভিপ্রেত,—"ব্যবহারে চারি প্রকার দানমার্গ জানিবে" এই নারদ বচনে ব্যবহার উল্লিখিত হওয়াতে ধর্ম্ম কর্ম্মে দানের অসিদ্ধির আশঙ্কা নাই। ঐ।

তদুপাদেয়ং, জীমূতবাহনস্মার্ত্তাদেরপ্যভিপ্রেতং।—ব্যবহারেতু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধ ইতি নারদ বচনে ব্যবহার ইতি কথনাৎ ধর্ম্মার্থ দানেঽসিদ্ধিশঙ্কা নাস্তি। ঐ।

অতএব পীড়ার সময়ে ধর্ম্মোদ্দেশে দান অসিদ্ধ নয়। ঐ।

অতঃ আর্ত্তকালেঽপি ধর্ম্মমুদ্দিশ্য দত্তং নাসিদ্ধং। ঐ।

ব্যবস্থা। ৩৮৩ বালক কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থদত্ত দক্ষিণাদি সিদ্ধ। ঐ।

৩৮৩ বালকেনাপি ধর্ম্মার্থদত্তং দক্ষিণাদিকম্ সিদ্ধ্যতি। ঐ।

বালকেও পিতার মরণান্তে একাদশাহে দান করে তাহা বালকের কৃত দান হইলেও দান বটে যেহেতু তৎকালে বুদ্ধির পরিপাক নাহওয়াতেও অন্যের দান দৃষ্টি হেতু কন্দুকাদি ক্রীড়ার ন্যায় দানে প্রবৃত্তি সম্ভব। বি. দ.।

বালকেনাপি পিতৃমরণৈকাদশাহে দানং ক্রিয়তে বাল্যপ্রযুক্তমপি দানং ভবতি তদানীং বুদ্ধেরপরিপাকাৎ অন্যেষাং দর্শনেন কন্দুকাদিক্রীড়াবৎ দানপ্রবৃত্তি সম্ভবাৎ। বি. দ.।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। কোন তালুকদারের দুই পত্নীর গর্ভজাত পরিবার ছিল। অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র—আনন্দ ও বৈকুণ্ঠ, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র—চন্দ্র ও দয়াল, আর এক কন্যা ইন্দুমতী। পুত্র আনন্দ পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া পরিবারের ভদ্রাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র বাস করিল। এবং ঐ পিতা আর এক বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কালপ্রাপ্তা হইল ও তাহার তিন পুত্র—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দয়াল এবং দ্বিতীয়া পত্নী তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সহিত একত্র এক পরিবার রূপে বাস করিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার তিন পুত্র (যাহারা তাহার সহিত একত্র বাস করিত) ঐ তালুক অধিকার করিয়া পরস্পর এক পরিবার রূপে থাকে। কিয়ৎকাল পরে তাহারা ঐ জমার খাজানা দিতে অপারক হইয়া তাহা ইস্তফা করিল, এবং পৃথক্ হইয়া ভদ্রাসন বাটী ত্যাগ করিল। এই পার্থক্যের পর তাহারা আর একত্র হইল না। চন্দ্র ও দয়াল পুনর্ব্বার পিতৃগৃহে বাস করিল, এবং চন্দ্রই কেবল পিতার জমার কিয়দংশ পাইল। কিয়ৎকাল পরে বৈকুণ্ঠ ফিরিয়া ঐ বাটীর এক কুঠরিতে বাস করিল। চন্দ্র ও দয়াল স্ত্রী পুত্র না রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের মাতা ঐ জমা দখল করিয়া খাজানা দিতে লাগিল। অনন্তর সে নিজ কন্যা ইন্দুমতীকে এবং দৌহিত্রকে তাহাদের প্রতিপালন ও আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন নিমিত্তে ঐ সমুদায় জমার এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া কালপ্রাপ্তা হইল। এক্ষণে বৈকুণ্ঠ ঐ বিষয় দাওয়া করে যাহা তাহার বিমাতা দান করিয়াছে। এমত অবস্থায় ঐ দাবীদার সে বিষয় পাইতে অধিকারী কি না, অথবা ঐ দান সিদ্ধ কি না ?

উ.। ঐ দাত্রী যদি নিজ পুত্র চন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী স্বত্বে ঐ জমা ভোগ করিয়া থাকে, তবে সপত্নী পুত্র বৈকুণ্ঠের অনুমতি ব্যতিরিক্ত তদ্বিষয়ের সমুদায় নিজ দুহিতা ও দৌহিত্রকে দিতে যোগ্যা নয়, অতএব তাহার মরণান্তে দাবীদার বৈকুণ্ঠকে ঐ জমা অর্শিবে। কিন্তু ঐ দাত্রী যদি ঐ জমা নিজ নামে খারিজ করিয়া লইয়া থাকে, এবং মালিকের বহিতে যদি তাহারা নিজ বলিয়া রেজিস্টরি করাইয়া নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় তাহা দান করিতে তাহার ক্ষমতা ছিল, এবং তদ্দান সিদ্ধ। অতএব ঐ দাত্রীর দুহিতার ও দৌহিত্রের তদ্দানোপলক্ষে যথার্থ স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং তাহার সহিত বৈকুণ্ঠের কোন সম্বন্ধ নাই।

জিলা মেদিনীপুর। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২, পৃ. ২০৮, ২০৯।

প্র.। এক ব্যক্তি পত্নীপর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরে, এবং তাহার বিষয় তদ্দুহিতাকে অর্শে, ঐ দুহিতা পুত্রবতী ছিল। পরে তদ্দুহিতার পুত্র মরাতে সে অবীরা হইল, অনন্তর সে পিতৃ বিষয় নিজ অবীরা ভগিনীকে দান করিয়া কাল প্রাপ্তা হইল। শেষোক্তা অবীরা ঐ বিষয় অধিকার করিল।

এমত অবস্থায় ঐ অবীরা দুহিতা নিজ পিতার ভ্রাতৃপুত্র জীবিত থাকিতে ঐ বিষয় সমস্ত দান বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে যোগ্যা কি না, এবং তাদৃশ দানাদি হইয়া থাকিলে তাহা শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না ?

উ। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ অবীরা দুহিতাকে অনতিব্যয়িনী হইয়া পিতৃধন কেবল উপভোগ করিতে ক্ষমতা ছিল। অতএব তাহার কৃত দান অসিদ্ধ। এইমত দায়ভাগাদি গ্রন্থ-সম্মত।

সহর ঢাকা, ৪ জুলাই ১৮১৬ সাল। মেক্. হি. ল, বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ১৬, পৃ. ২২৪।

প্র.। এক ব্যক্তি পুত্র সন্তান না রাখিয়া মরাতে তাহার অবিবাহিতা দুহিতা ধনাধিকারিণী হইল ও পিতার মরণান্তে সে বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র প্রসব করিল, এই পুত্র কয়েক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। কিছুকালপরে মূল ধনির ঐ দুহিতা নিজ পতি ও পুত্রের আর২ পুত্র জীবিত থাকিতেও পিতার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় এক পৌত্রকে দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না ?

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় আর২ পৌত্রের সম্মতি বিনা দুহিতার কৃত সমুদায় বিষয়ের দান অবশ্যই শাস্ত্রানুসারে অকৃত এবং অসিদ্ধ।

কলিকাতা কোর্ট আপিল, ১৮ জুলাই ১৮১২ সাল। মেক্. হি ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২৩, পৃ, ২৩২।

প্র.। বাদিনী নিজ দরখাস্তে লিখে যে তৎপতির মাতামহ পুত্র সন্তান-বিহীন হওয়াতে নিজ পৈতৃক সমুদায় স্থাবর বিষয় এক দানপত্র দ্বারা নিজ দুহিতাকে (অর্থাৎ বাদিনীর শ্বাশুড়ীকে) দান করিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, ঐ গ্রহীত্রী বহুকাল পর্য্যন্ত তদ্বিষয় অধিকার ও তদুপস্বত্ব ভোগ করিয়া এক দান পত্র দ্বারা তাহা নিজ পুত্রকে অর্থাৎ বাদিনীর পতিকে (যে দুই বালক পুত্র রাখিয়া মরে) সমর্পণ করিল। তাহার মরণান্তর তাহার মাতা মরিল। ইহার মরণে প্রতিবাদিরা তাহাকে (অর্থাৎ বাদিনীকে) ও তাহার দুই পুত্রকে ঐ বিষয় হইতে বেদখল করিল। প্রতিবাদিরা উত্তর দেয় যে মূলধনি এক পত্নী ও দুই দুহিতা রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয় ; তাহার মরণান্তর তৎপত্নী স্থাবরবিষয়ে অধিকারিণী হয়, ইহার মরণের পর তাহার দুই দুহিতা অধিকারিণী হন, পরন্তু মূল ধনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে উল্লিখিত দান কখনো করে নাই ; তাহার দ্বিতীয়া কন্যার এক পুত্র ছিল, তাহার মৃত্যু সে বাঁচিয়া থাকিতেই হয় ; ধনির জ্যেষ্ঠা কন্যার দুই পুত্র ছিল (তন্মধ্যে এক জন বাদিনীর স্বামী) এই দুই পুত্র ঐ কন্যার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইল ; এবং শাস্ত্রানুসারে মূল ধনির ভোগ করা বিষয় তাহার জ্ঞাতিকে অর্শে। এমত অবস্থায়, বাদিনীর এজহার সপ্রমাণ হইলে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না ? ওদিকে যদি সাক্ষিগণের সাক্ষ্য উত্তরে লিখিত বয়ান সপ্রমাণ হয় তবে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যার ত্যক্ত বিষয় তাহার পৌত্রগণকে ও পুত্রবধূকে (অর্থাৎ বাদিনীকে) অর্শিবে, অথবা তৎপিতার জ্ঞাতিগণকে অর্থাৎ প্রতিবাদিদিগকে অর্শিবে ?

উ। যদি এমত প্রমাণ হয় যে মূল ধনি নিজ সমুদায় স্থাবরাদি বিষয় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিয়াছে ও সে তাহা নিজ পুত্রকে (অর্থাৎ বাদিনীর পতিকে) দান করিয়াছে, তবে তাদৃশ দান অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত বিবেচনা করিতে হইবে। স্ত্রীলোককর্ত্তৃক সৌদায়িক স্থাবরের দান শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। ওদিকে যদি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দান না করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায়, দায়শাস্ত্রানুসারে তাহাকে অর্শিয়াছে যে পিতৃধন সে তাহা হস্তান্তর করিতে যোগ্যা নয়, এতাবতা পুত্রকে দত্ত দান অশাস্ত্রীয়। যদি নিজ পুত্রের (অর্থাৎ বাদিনীর পতির) মৃত্যুর পর ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা মরিয়া থাকে তবে তাহার পিতার জ্ঞাতিরা (অর্থাৎ প্রতিবাদিরা) ঐ ধনে অধিকারি, তাহার পৌত্র এবং পুত্রবধূ অর্থাৎ (বাদিনী) নয়।

প্রমাণ—

"সৌদায়িক ধন ও তাদৃশ স্থাবর ধন দান বিক্রয়েতেও স্ত্রীদের সর্ব্বদা স্বাধীনতা কথিত হইয়াছে।"

"অনন্তর অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকে দায়রূপ ধন অর্শে।"

জিলা বর্দ্ধমান, ২৪ মার্চ ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮. মকদ্দমা ২৭, পৃ. ২৩৫ ও ২৩৬।

প্র.। এক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্নীদ্বয়ের প্রত্যেককে এক দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়, তাহার মৃত্যুর পর তৎজ্যেষ্ঠা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিল না, এবং দুই বিধবাতে সমানরূপে বিষয় ভাগ করিয়া লইল। জ্যেষ্ঠা বিধবা নিজ অংশের সমুদায় অপর এক ব্যক্তিকে দান করিয়া লোকান্তর গতা হইল। অনন্তর কনিষ্ঠা বিধবা এক দত্তক গ্রহণ করিল, এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠা বিধবার অংশ ঐ গ্রহীতাকে বর্ত্তিবে, অথবা কনিষ্ঠা বিধবার দত্তক পুত্রকে অর্শিবে?

উ। ঐ জ্যেষ্ঠা বিধবা দত্তক গ্রহণ না করিয়া পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহার অংশে তৎপতির অনুমত্যনুসারে কনিষ্ঠা বিধবার গৃহীত দত্তক অধিকারী। জ্যেষ্ঠা পত্নী সপত্নীর সহিত বিভাগে যে অংশ পায় তাহার দানশাস্ত্রসম্মত নয়, এবং তদ্দত্ত বস্তু গ্রহীতা লইতে পারে না, যেহেতু এমত অবস্থায় জল পিণ্ডদানের উপায় কেবল দত্তক গ্রহণ মাত্র ছিল, পরন্তু যখন সে মৃত পতির তাদৃশ উপকার না করিয়া বিষয় দান করিয়াছে, তখন সে অনধিকারিণী বিধবাগণের শ্রেণিভুক্ত হওন যোগ্যা। অতএব তৎকৃত দান অদত্ত ও অসিদ্ধ।

জিলা দিনাজপুর, ৩১ আগস্ট ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫০, পৃ ২৪৭।

ঐ। কোন ভূমি সম্পত্তি যৌতরূপে অনেকের দখলে ছিল, তন্মধ্যে এক বা দুই শরীকে একত্র হইয়া বিষয় বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়পত্রে অপ্রাপ্ত-ব্যবহার শরীকের নাম দস্তখত করিয়াদিল। এমত অবস্থায়, ঐ অপ্রাপ্ত-ব্যবহারের

প্রাপ্য অংশ ব্যতিরেকে তদ্বিষয়ের বিক্রয় বৈধ ও সিদ্ধ কি না, অথবা ঐ বিক্রয় সমুদায় অকৃত ও অসিদ্ধ। সমদায়াদরা যে বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে যদি ঐ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার দায়াদের মাতা সম্মতি দিয়া থাকে, তবে তদ্দ্বারা ঐ অপ্রাপ্ত-ব্যবহারের অংশ বিক্রয় সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না?

অপ্রাপ্তব্যবহারের ভ্রাতাবা সাধারণ ধনে তাহার অংশ বিক্রয়করিতে তাহার মাতা তাহাতে সম্মতি দিলেও যোগ্য নয়।

উ.। যদি এক কিম্বা দুই জন সমদায়াদ যৌত বিষয় বিক্রয় করিয়া বিক্রয়পত্রে নিজ নাম এবং অপ্রাপ্ত-ব্যবহার সমদায়াদের নামও স্বাক্ষর করে, তবে ঐ সমুদায় বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ নয়, যেহেতু তাহাতে সকল সমদায়াদের স্বত্ব আছে, এবং একের হস্তান্তর করণদ্বারা তাহাদের স্বত্ব যাইতে পারে না, পরন্তু যে সমদায়াদরা বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের অংশ পরিমাণে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ, কেননা তাহারা নিজ বিষয়ের প্রভু, এবং বিক্রীত বিষয়ে তাহাদের প্রাদেশিক স্বত্ব ছিল। অপ্রাপ্ত ব্যবহারের অংশ হস্তান্তর করণে তাহার মাতা সম্মতি দিলেও তদ্বিক্রয় অকৃত ও অসিদ্ধ, যেহেতু যাবৎ সে প্রাপ্ত-ব্যবহার না হয় তাবৎ তাহার বিষয় রক্ষা করিতে হইবে। এইমত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, বিবাদচিন্তামণি বিবাদ ভঙ্গার্ণব, দ্বৈতনির্ণয় এবং আর আর শাস্ত্রীয় গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

নারদ কহেন—"প্রকৃত স্বামি ভিন্ন অন্যকর্ত্তৃক কৃত দান বা বিক্রয় ব্যবহারে অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে।"

কাত্যায়ন—"অস্বামির কৃত বিক্রয় এবং স্বামির বিনা অনুমতিতে দত্ত দান বা বন্ধক প্রাড়বিবাককর্ত্তৃক অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে।"

জিলা নদিয়া, ৯ জুন ১৮১৭ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা ১১, মকদ্দমা ৪, পৃ ২৯৪ ও ২৯৫।

প্র.। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ব্যক্তি পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে কি না। সে যদি বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া থাকে এবং তাহাতে লিখিত টাকা যদি না পাইয়া থাকে তবে এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

অপ্রাপ্ত-ব্যবহারে স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

উ.। স্থাবর বিক্রয় করিতে অপ্রাপ্ত-ব্যবহারের ক্ষমতা নাই; এবং বিক্রয়পত্রে লিখিত টাকা যদি সে না পাইয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ।

জিলা জঙ্গলমহাল। ১৪ মে ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ৩০৫।

প্র.। প্রভু জীবিত থাকিতে দাসে তিন বৎসর বয়স্ক নিজ কন্যাকে বিক্রয় করিতে পারে কি না?

দাসে নিজ সন্তান বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

উ.। প্রভুর অনুমতি বিনা দাসে নিজ সন্তান বিক্রয় করিতে পারে না; এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ এবং অকৃত।

জিলা শ্রীহট্ট, ২ ডিসেম্বর ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১৫, পৃ ৩০৫।

কোন হিন্দু তাহার পিতা অনুপস্থিত আছে কি তদ্বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে এমত সময়ে যদি পিতৃ-স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে তবে তাদৃশ বিক্রয় আমূলতঃ অসিদ্ধ, এবং ঐ পুত্র আপনার লিখিয়া দেওয়া বিক্রয়পত্রের বিরুদ্ধে পিতার প্রকৃত মৃত্যুর পর অথবা তাহার বার বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তা নাপাওন জন্য কল্পিত মৃত্যুর পর ঐ বিষয় ফিরিয়া পাইতে পারে; পরন্তু ঐ পুত্র হইতে অভিযোগ দ্বারা মূল্যের টাকা আদায় করিতে ক্রেতাকে ক্ষমতা থাকিল; এবং রাজা যে প্রকারে উপযুক্ত বোধ করেন ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে আদেশ করিবেন। গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বনাম—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইষ্ট সাহেবের নোট, মকদ্দমা ৮৫।

যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিদের দাবীর বিরুদ্ধে কোন এজহারি দানপত্র দ্বারা আপত্তি করা হইলে দ.তা ঐ দলীল মোটে দস্তখত করিয়াছিল কি না, এবং তাহা দস্তখত হওন কালীন সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অবিকলচিত্ত ছিল কি না এমত সন্দেহ হওয়াতে উত্তরাধিকারিদের দাবী ডিক্রী হইল। রাম নারায়ণ দত্ত প্রভৃতি—বনাম—মোসম্মাৎ সৎবনসী প্রভৃতি। ২৩ জুন ১৮৪৪, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৭৭

কোন হিন্দুর অপ্রাপ্তব্যবহার কালে কৃত উইল অকৃত বা অকর্ম্মণ্য বিচরিত হইয়াছে। হরসুন্দরী দাসী—বনাম—কাশীনাথ বসাক। কন্. হি. ল. পৃ. ১১।

বঙ্গদেশস্থ কোন মৃত হিন্দু জমীদার জমীদারী অধিকার করিয়া নিস্সন্তান মরণোত্তর তদ্বিষয় তৎপত্নীকে অর্শিলে ঐ পত্নীর লিখিয়া দেওয়া দানপত্র বলে ঐ জমীদারির দাবী উপস্থিত হইলে বিচরিত হইল যে ঐ বিধবা সে বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে না, সে মরিলে তাহা তৎপতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। যশোদা প্রভৃতি—বনাম—কল্যাণী প্রভৃতি। ১৬ মার্চ ১৮০৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬১।

কোন বিধবার দত্তক পুত্র নিস্সন্তান মরিলে পর ঐ বিধবা নিজ কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রকে বিষয় দান করিল, পরন্তু এই দান আদালতে রদ হইল এই কারণে যে দানের তারিখে অপুত্রিকা ছিল কিন্তু পরে পুত্রবতী হইয়াছে যে অন্যা কন্যা ঐ দান তাহার স্বত্বের হানিজনক। মোসম্মাৎ বিজয়া দেবী—বনাম—মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৬২।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত বিবিধ ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক ব্যবস্থা।

দেবোত্তর ভূমির বিক্রয় অসিদ্ধ।

প্র.। ধর্ম্ম কর্ম্মার্থ নিয়োজিত দেবোত্তর ভূমি ও গৃহ বিক্রয়ের বিষয় কি না ?

উ.। ঐ ভূমি যদি কোন দেবতার পূজার্থে দেওয়া হইয়া থাকে, এবং সে বাটীতে যদি ঐ বিগ্রহ থাকেন, তবে ঐ দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব নাই, অতএব সে ঐ বস্তু বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে লিখিত মত এই যে "যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি (তাহা তৎকর্ত্তৃক অথবা অন্য কর্ত্তৃক দত্ত হইয়া থাকুক) হরণ করে, সে শত লক্ষ বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মে"।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২৭নবেম্বর ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১৩, পৃ. ৩০৫।

প্র. কোন হিন্দু স্ত্রীলোক নিজ মৃত্যুর তিন বা চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে, এবং অত্যন্ত ক্ষীণতাবস্থায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় অপরকে দান করে, এমত অবস্থায় ঐ দান সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না ?

উত্তরাধিকারি বিহীনা স্ত্রী নিজ বিষয় অপরকে দান করিলে তাহা সিদ্ধ।

উ.। যদি ঐ স্ত্রীর সন্তান বা অন্য উত্তরাধিকারী না থাকে, এবং ঐ দত্ত বস্তু যদি তাহার পতির বিষয় না হয়, ও দান করণ কালীন যদি তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান রহিয়া থাকে, তবে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

সহর ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১০, পৃ. ২১৭।

প্র.। এক ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবর বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া অথবা ক্রমাগত বৃত্তির টাকা দিয়া কিছু স্থাবর বিষয় ক্রয় করে এমত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি পুত্র পৌত্র থাকিতে তাদৃশ বিষয়ের সমুদায় অথবা কিয়দংশ তাহাদের অনুমতি বিনা দুহিতা ও ভাগিনেয়দের অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে অথবা তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে যোগ্য কি না ?

পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া ক্রীত বিষয়ের কিয়দংশ বা সমুদায় বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

উ.। উপরিউক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ব্বপুরুষ হইতে ক্রমাগত-ভূমির উপস্বত্ব ও বার্ষিক বৃত্তির টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া থাকে, ও পুত্র পৌত্রদের সম্মতি বিনা যদি ঐ বিষয়ের সমুদায় বা কিয়দংশ দুহিতাকে বা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া থাকে, তাদৃশ হস্তান্তর করিতে সে ক্ষমতাবান্, যেহেতু ঐ দত্ত বিষয় পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া ক্রীত হইয়াছে, তাদৃশ ধন পৈতৃক ধন নয়, এবং এমত বিষয়ের সমুদায় অথবা কিয়দংশ বিক্রয় করণে পিতার প্রতি নিষেধ নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা তৎপরিবারের জীবন ধারণে ক্লেশ হয় না, তিনি তাদৃশ বিষয়ে স্বাধীন। এই মত বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগানুমত।

প্রমাণ—"যেহেতু এস্থলেও সর্ব্ব শব্দের উল্লেখ আছে, (অতএব) এই নিষেধে সমুদায় বিষয়ের দান বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ হই য়াছে, কেননা স্থাবরাদি বিষয় পরিবার পালনের উপায়, পরিবার পালনে ব্যাঘাত না হয় এমত অল্প অংশ দানাদি করণে নিষেধ নাই"।

জিলা বীরভূম। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ২২১।

প্র.। এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করণের পূর্ব্বে প্রথম স্ত্রীকে এই মর্ম্মে একরার লিখিয়া দেয় যে—"তুমি রদনেতা (নামক স্থানের) গদির (অর্থাৎ দেবোত্তর বিষয়ের) উপর স্বামিত্বাচরণ করিবে, তাহার সহিত আমার কোন এলাকা নাই, এবং আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী বামন গড়ের গদিতে অধিকারিণী হইবে। যদি (আমার) সন্তান না হয়, তবে তুমি তদতিরেকে বামনগড়ের গদির (যাহা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দত্ত হইয়াছে) দশ আনা অংশ পাইবে, ও আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী বক্রী ছয় আনা পাইবে।" এমত অবস্থায় ঐ দলীল শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

কোন পুরুষের দুই স্ত্রীর যদি অন্নাচ্ছাদনের যথেষ্ট সংস্থান থাকে ও তাহার উত্তরাধিকারী নাথাকে তবে সে দুই স্ত্রীকে অসমান পরিমাণে নিজ বিষয় সমুদায় দিতে পারে।

উ.। ঐ স্বামী নিজধনের স্বামী ছিল, পরিবারের অন্নাচ্ছাদনে ক্লেশ না হইলে নিজ বিষয় দিতে তাহাকে ক্ষমতা আছে, এতাবতা যদি বামনগড়ের গদির ছয়আনা অংশের উপস্বত্ব দ্বিতীয়া স্ত্রীর অন্নাচ্ছাদনের ব্যয়ার্থে যথেষ্ট হয় ও সন্তান না হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় বিবাহ করণের পূর্ব্বে একরারের দ্বারা বামন গড়ের গদির যে দশআনা অংশ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে শর্ত্তী দান করিয়াছে তাহা তাহাকে (অর্থাৎ ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে) বর্ত্তিবে, এবং ঐ একরার নির্দ্দোষ ও বলবৎ।

প্রমাণ—

দায়ভাগ ধৃত নারদ বচন—"তাহারা নিজ অংশ দান করুক বা বিক্রয় করুক, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেহেতু তাহারা স্ব স্ব ধনের প্রভু।"
বৃহৎ মনু:—"পোষ্যবর্গ নর পালন স্বর্গসাধনের প্রশস্ত উপায়; পরিজনকে পীড়া দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে।"

সহর মুরসিদাবাদ, ১১ জুন, ১৮১৮ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৮, পৃ. ২২৬ ও ২২৭।

প্র.। কোন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ ব্রাহ্মণের সহিত অবিভক্ত পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং অদ্যাপি জীবিত আছে, এমত স্থলে উক্ত ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবিভক্ত বিষয় নিজ দুহিতাদিগকে বাচনিক দান করিতে পারে কি না?

হিন্দুদের স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ মৃত্যুসদৃশ।

উ.। ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করাতে, পৈতৃক বিষয়ে তাহার স্বত্ব লোপ হইয়াছে, অতএব নিজ দুহিতাদিগের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কৃত অবিভক্ত বিষয় দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

প্রমাণ,—রত্নাকরাদি ধৃত বশিষ্ঠ বচন "যাহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছে তাহারা অংশে অনধিকারি।" জিলা বর্দ্ধমান, ১৫ জানওয়ারি ১৮১৭ সাল। মেক্‌· হি ল. বা· ২. চ্যা. ৮, পৃ. ২৩২ ও ২৩৩।

প্র.। কোন স্ত্রীলোক এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া তদ্দ্বারা এক ব্যক্তিকে নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইলেক ও প্রতিপালন করিলেক, এবং যে মজলিসে ঐ দলীল লিখিত পঠিত হয় তাহাতেই ও সেই দিবসে গ্রহীতার স্থানে এই মজমুনে একবার লিখাইয়া লইল যে সে ঐ দাত্রীকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে, ও তাহার অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিবে না, এই সকল নিয়ম পালনে ত্রুটি হইলে ঐ দান অকর্ম্মণ্য ও অসিদ্ধ হইবে। ঐ দলীলে লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ গ্রহীতা অধিকার করিল, অনন্তর দাত্রীর ও গ্রহীতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, দাত্রী গ্রহীতার অধিকৃত বিষয় দখল করিতে চাহে। এমত অবস্থায় ঐ দাত্রী দত্তহারিণী হইতে পারে কি না?

যে শরতে দান করা হয়, গ্রহীতা সেই শরতের ব্যতিক্রম করিলে দত্ত বস্তু ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উ.। এই মকদ্দমাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ স্ত্রী এক ব্যক্তির স্থানে এই মজমুনে একরার লইয়া যে সে তাহাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে ও তাহার মত ছাড়া হইবে না, নিজ ভূম্যাদি বিষয় দেয়, কিন্তু গ্রহীতা কৃত নিয়ম সকল পালন করে নাই, এমত অবস্থায় দাত্রী গ্রহীতা হইতে দলীল ফিরিয়া লইতে পারে এবং দানের প্রত্যাহার করিতে পারে।

জিলা চট্টগ্রাম, ৫ এপ্রেল ১৮১৬। মেক্‌. হি. ল. বা· ২. চ্যা· ৮, মকদ্দমা ৩০, পৃ, ২৩৭, ২৩৮।

প্র.। কোন স্ত্রীলোক নিজ দুহিতা ও জামাতাকে নিজ বিষয় এক দানপত্র দ্বারা দান করিল। এমত অবস্থায় সে (দাত্রী) ঐ দানের প্রত্যাহার করিতে যোগ্য কি না?

যথাশাস্ত্র দত্ত বস্তু ফিরিয়া লওয়া অশাস্ত্রীয়।

উ.। যথা-শাস্ত্র কৃত দান কেহ রদ করিতে পারে না, এবং দান দ্বারা দত্ত বস্তুর দখলও কেহ ফিরিয়া পাইতে পারে না।

জিলা চট্টগ্রাম, ৩০ জানুয়ারি ১৮১৬। মেক্‌. হি. ল· বা. ২, চ্যা· ৮, মকদ্দমা ৩০, পৃ. ২৩৮।

প্র.। কোন ব্যক্তি কিছু ভূমি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে, তদ্বীর্য্যে অবরুদ্ধার গর্ভজাত পুত্র ঐ বিষয় অধিকার করিয়া সন্তান রহিতাবস্থায় মরিলে তাহার স্ত্রী তদুত্তরাধিকারিণী হইল। মূল ধনির দৌহিত্র অথবা আর এক অবরুদ্ধা থাকিতে, ঐ মৃত পুত্রের স্ত্রী ঐ বিষয় দান বিক্রয়াদি করিতে পারে কি না? যদি দান বিক্রয়াদির কোন প্রকারে বিষয় হস্তান্তর করিয়া থাকে তবে তাহা নির্দ্দোষ ও বলবৎ কি না?

অবরুদ্ধার বা দাসীর গর্ভজাত শূদ্রের তনয় ধনাধিকারী. কিন্তু তাহার স্ত্রী অন্য উত্তরাধিকারির হানি করিয়া তদ্বিষয় হস্তান্তর করিতে যোগ্যা নয়।

উ.। মূল ধনি কোন্ জাতীয় তাহা বিশেষ রূপে বর্ণিত হয় নাই। যদি সে শূদ্র হয়, এবং যে দুহিতার পুত্র বাঁচিয়া আছে সে যদি অবরুদ্ধার গর্ভে তাহার জনিত হয়, তবে অন্য অবরুদ্ধার পুত্রবধূ তৎসমুদয় বিষয় (তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক) যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারে, এবং পতির শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক উপকার নিমিত্তে এবঞ্চ নিজ জীবন ধারণ নিমিত্তে ঐ বিষয়ের অল্পাংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু এ সকল ব্যতীত সে প্রাপ্ত পতি-সম্বন্ধীয় ধন হস্তান্তর করিতে যোগ্যা নয়, এবং তৎকৃত তাদৃশ ধনের দান অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে।

মহাভারতীয় দান ধর্ম্ম বচনাদি। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫২। এইমত দায়ভাগানুমত।

কাত্যায়ন।—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৯। নারদ—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৫৭।

যাজ্ঞবল্ক্য—"দাসীর গর্ভজাত শূদ্রের তনয়ও পিতার ইচ্ছাক্রমে অংশহারী হয়; পিতার যদি মৃত্যু হইয়া থাকে তবে ভ্রাতারা তাহাকে অর্দ্ধাংশ দিবে"।

'দাসীর গর্ভে জাত শূদ্রের তনয়' পদে—দুহিতা ও দৌহিত্রাদি দায়াদ বুঝিতে হইবে, এইমত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, বিবাদ চিন্তামণি, মিতাক্ষরা ও মনু প্রভৃতি গ্রন্থ সম্মত*।

ঢাকাসহর, ১ মে ১৮১৬ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪৮, পৃ. ২৫৬—২৫৮।

প্র.। দুইজনে যৌতরূপে কোন স্থাবর বিষয়ে অধিকারি ছিল, তন্মধ্যে একজন ঐ বিষয়ের নিজ অংশ বিক্রয়ে উদ্যত হইলে, অন্য ব্যক্তি তাহার মূল্য দিতে চাহিল, তথাপি সে নিজ স্বত্ব অপরের স্থানে বিক্রয় করিল, এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

সাধারণ বিষয়ে হক-সফার দাওয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

উ.। ঐ স্থাবর বিষয় যদি দুই জনে যৌতরূপে অধিকার করিয়া থাকে, এবং তন্মধ্যে একজন নিজ অংশ পরিমাণে বিক্রয়ের যোগাযোগ করণ সময়ে তাহার সহভাগী যদি ক্রেতার চুক্তিকরা মূল্য দিতে চাহিয়া

---

* বিষ্ণুচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে বৃন্দাবন চন্দ্র রায়ের মকদ্দমাতে রেস্পণ্ডেণ্ট কোন ভূমি দখলে রাখিবার দাবী করে—এই হেতুতে যে ঐ ভূমি কোন হিন্দু বিধবা নিজ পতির মরণে দায়াদগণের মধ্যে কৃত বিভাগে প্রাপ্তা হইয়া তাহাকে দান করিয়াছে। সদরদেওয়ানী আদালত বিচার করিলেন যে ঐ হেতুবাদের প্রমাণ নাই, এবং উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা ঐ দান সর্ব্বথা অসিদ্ধ (স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১৪৩)। ঐ বালামের ১১৭ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) আর এক মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে সন্তানহীন মৃত হিন্দুর স্ত্রী পতির পারলৌকিক উপকারার্থে তদ্বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাবতী বটে, কিন্তু তাদৃশ মানসে দান করা ঐ মকদ্দমাতে প্রকাশ না পাওয়াতে গ্রহীতার দাওয়া অগ্রাহ্য।

থাকে তবে এমত অবস্থায় ঐ বিষয় তদংশির নিকট বিক্রয় করিতে হইবে, এবং তাহা যদি অপরের নিকট বিক্রয় করা হইয়া থাকে তবে ঐ বিক্রয় অবশ্য রদ হইবে*।

মুরসিদাবাদের কোর্ট আপীল, ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৫ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ৭, পৃ ২৯৭।

প্র.। কোন হিন্দুর মরণকালীন তাহার দত্তক পুত্র জীবিত থাকে, ও সে তদগ্রহীতা পিতার ভূমি অপরের নিকট বিক্রয় করে। ক্রেতা এক্ষণে ঐ ভূমিতে পুষ্করিণী খনন করিতেছে, পরন্ত ঐ দত্তক-গ্রহীতৃপিতার ভ্রাতারা হক্‌-সকার দাবী করে, এবং ঐ বিক্রীত বিষয় ক্রয় করিতে চাহে, এমত অবস্থায় ঐ দত্তক পুত্রের কৃত বিক্রয় অকৃত ও অসিদ্ধ হইবে কি না, এবং ঐ হক্‌-সফার দাবীদারেরা ঐ বিষয় পাইতে যোগ্য হইবে কি না?

উ.। কোন ব্যক্তি নিজ অংশ, তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক, বিক্রয় করিলে তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বলবৎ, বিক্রেতার পিতৃব্য-পুত্রেরা হক্‌-শফার দাবী করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইতে পারে না।

প্রমাণ।—"তাহারা যদি নিজ নিজ (অবিভক্ত) অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা স্বকীয় তাবৎ প্রকার বিষয় যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ২ ধনের প্রভু ইহাতে সন্দেহ নাই"। (নারদ)।

জিলা বর্দ্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ১৮১৯ সাল। অদ্বৈত দত্ত —বনাম— কৃষ্ণমোহন দত্ত প্রভৃতি। মেক. হি ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ৮, পৃ. ২৯৮।

প্র। অনেকে যৌতরূপে যে বিষয় অধিকার করে তাহা তদধিকারিদের একজনের উপর হওয়া ডিক্রীজারিতে বিক্রীত হইবার যোগ্য কি না?

উ.। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে শাস্ত্রমতে তাহার যৎপরিমিত অংশ হয়, তাহাই কেবল বিক্রীত হইতে পারে, এবং তৎপরিমিত বিক্রয়ই কেবল যথাশাস্ত্র†। জিলা জঙ্গলমহাল, ২৮ জুন, ১৮১৯ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা. ৩. পৃ. ২৯৩, ২৯৪।

---

* হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, বাঙ্গলা কাশী বা মিথিলা প্রদেশে হক্‌-শফার অধিকার নাই; কিন্তু কাশী ও মিথিলাতে সাধারণ বিষয়ের বিক্রয় প্রতিষিদ্ধ বটে। এমত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই, যাহাতে হক্‌শফার বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিতমত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এবং এই মত যথার্থ কি না তাহাতে আমার কিছু সন্দেহ আছে। বোধ হয় এই মত নৈকট্য-মূলক হওনাপেক্ষা বরং সাধারণ বিষয় এক শরীকের বিক্রয় করিতে অক্ষমতামূলক; পরন্ত যেহেতু বঙ্গদেশে সে অক্ষমতা নাই, অতএব আমার বোধে শাস্ত্রমতে হক্‌শফার দাবী নাই। ঐ। ৮ সংখ্যক মকদ্দমা দ্রষ্টব্য।

† এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা অবশ্যই অনুভূত হইয়া থাকিবে যে যে-ঋণের নিমিত্তে ডিক্রী হইয়াছে তাহা ঐ ঋণকর্ত্তা স্বক বিজ লাভার্থে করিয়া থাকিবে, সাধারণ পরিবারের নিমিত্তে করে নাই। ঐ।

বিবিধ ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক কথা।

যেমত অপবর্জ্জিতের বা পতিতের কৃত ব্যবহার-কার্য্য বৃথা তেমতি গৃহস্থাশ্রম বর্জ্জিতের এবং অন্য প্রকারে হৃত-স্বত্বের কৃত ব্যবহার-কার্য্য-ও অকৃত *।

সধবা সৌদায়িক ধনে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবতী; ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ধন দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, শিল্প কর্ম্মে উপার্জ্জিত ধনে এবং সুদায় ভিন্ন অন্য হইতে স্নেহজন্য প্রাপ্ত ধনে স্বামির সর্ব্বদা প্রভুত্ব আছে, এতদ্ভিন্ন ধন স্ত্রীর ধন কথিত, পরন্তু তাদৃশ স্ত্রী-ধন এবং অন্য যে কোনরূপ স্ত্রীধন স্বামী আপৎ কালে ব্যবহার ও ব্যয় করিতে পারে †।

'ধন দম্পতির সাধারণ' যদ্যপি এমত বচন আছে, তথাপি সাধারণ বিধান এই যে পতি-ই কেবল তাদৃশ ধন সম্বন্ধে ব্যবহার-কার্য্য করিতে অধিকারি, সধবা নিজ অসাধারণ ধন ভিন্ন অন্য ধন সম্বন্ধে ব্যবহার কার্য্য করিতে অযোগ্যা। পরন্তু যে স্থলে পতি পত্নীর পরিশ্রমোপজীবী সে স্থলে তৎপত্নীর কৃত ব্যবহার কার্য্য বলবৎ, এবং পতির অনুপস্থিতিতে অথবা তাহার মানসিক বা শারীরিক অযোগ্যতাবস্থায় পরিবারার্থে পত্নীর কৃত ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ ‡।

ব্যবহার কার্য্য করিতে যোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত দানাদি বিষয়েও—"ক্রেতা যেন সাবধান হয়"—এই বিধান খাটে। যথা নারদ কহিয়াছেন—"ক্রেতার উচিত যে আদৌ স্বয়ং বস্তু দৃষ্টি করিয়া তাহা ভাল কি মন্দ ইহা নিশ্চয় করে, এবং সেই দৃষ্টির পর যাহা সে লইতে স্বীকার করে, তাহাতে যদি দোষ না থাকে তবে তাহা বিক্রেতাকে ফিরিয়া দিবে না §।

"ভ্রমকৃত দানের প্রত্যাহার হইতে পারে"—এই বিধানের সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে ভ্রমকৃত যে কোন ব্যবহার কার্য্য অসিদ্ধ ¶।

কোন ব্যবহার কার্য্যে বলের প্রয়োগ থাকিলে তাহা অসিদ্ধ; জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন নারদ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যে মনের বিকলতাবস্থায় কোন

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯ ও ৩৪১। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২১। বশিষ্ঠ বচন, দ্রষ্টব্য—বি. অনধিকার প্রকরণ।

† দা. ভা. পৃ. ৮৯—৯১। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৭৫, ৭৬।

দুর্ভিক্ষাদিতে স্ত্রীধন ব্যবহার বিনা স্বামির যদি জীবনোপায় না থাকে, তবে তদবস্থায় স্বামী তাহা লইতে পারে, অন্যাবস্থায় পারে না। ঐ, পৃ. ৯১।

কোলব্রুক সাহেবের "ট্রিটিস্ অন্ অব্লিগেশন এণ্ড্ কণ্ট্রাক্টস," নামক গ্রন্থ প্রমাণে (তাহার বুক—৩, চ্যা. ৬, প্যারা ৩১১ দ্রষ্টব্য) সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব লিখিয়াছেন—স্ত্রী নিজ অসাধারণ স্ত্রীধন বিষয়েতেও স্বামির অধীনা (মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২২)। এমত নিয়ম ব্যবহারে পালিত হইয়া আসা দৃষ্ট হয় না।

‡ মেক্. হি. ল. বা ১, পৃ. ১২২। § বি. দ.। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৩।

¶ মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৩।

ব্যক্তি যাহা করে তাহা অকৃত, আপনি কহিতেছেন—"ভয় প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ স্থলে ঐ (ভীত) ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে না, তাহাকে পরের ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে হয়। যদি অন্য কর্ত্তৃক ভয়ার্ত্ত হইয়া কোন ব্যক্তি ভয় হইতে ত্রাণার্থে কাহাকেও সর্ব্বস্ব দেয়' তবে তাহার মন প্রকৃতিস্থ নয়, কিন্তু স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পরে সে পারিতোষিক সরূপ কিছু দেয় তবে সেই দান সিদ্ধ (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৬৩৮)।

কোল্‌ব্রুক সাহেবের প্রণীত 'অব্‌লিগেশন্ এণ্ড্ কন্ট্রাক্ট্স্ নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত মতের ঐক্য হয়, তদ্‌যথা, 'যদিও হিন্দুদের শাস্ত্রে বলপূর্ব্বক কৃত সকলই অকৃত কথিত হইয়াছে, তথাপি সর্ব্বজাতীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাহা অকৃত হওনাপেক্ষা বরং অকৃত হওনশীল বিবেচিত, যেহেতু পরে প্রকাশ্য বা মৌনরূপ স্বীকার দ্বারা তাহা স্থিরতর থাকিতে পারে। (ঐ গ্রন্থের চ্যা. ৭, পারা. ১০৯ দ্রষ্টব্য)।

যে কোনরূপ ছল বা প্রতারণামূলক ব্যবহার-কার্য্য অসিদ্ধ (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৬৩৮)। বিক্রয়ের সওদাতে বিক্রেতা যদি নির্দ্দোষ বস্তুর আদর্শ দেখাইয়া সদোষ বস্তু দেয়, তবে ক্রেতা তাহা যে কোন সময়ে ফিরিয়া দিতে পারে, ও বিক্রেতা স্বীয় শঠতা নিমিত্তে দণ্ড দিবার ও ক্ষতিপূরণ করিবার যোগ্য হয়*।

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে একজন কর্ত্তৃক সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ পরিমিত বিক্রয়াদি সিদ্ধ, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক অন্যের অংশ বিক্রয়াদি আপৎকালে কুটুম্বার্থে ও ধর্ম্মার্থে ভিন্ন অন্য হেতুতে সিদ্ধ নয় (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ, ৬১১)। এবং অংশিদের মধ্যে যদি কেহ টাকা ধার করিয়া মরে, আর ঐ টাকা যদি তাহাদের সকলের কার্য্যে লাগিয়া থাকে তবে জীবিত অংশিরা ঐ ঋণের দায়ি, এবং শুদ্ধ ইহাই কেবল নহে, কিন্তু মনুবচনানুসারে পরিবারের নিমিত্তে (অনুপস্থিত প্রভুর নামে) দাসও ব্যবহার কার্য্য করিলে, তৎপ্রভু স্বদেশে বা বিদেশে থাকুক তাহা অন্যথা করিবে না †।

এবং কোলব্রুক সাহেব সাধারণ বিধান রূপে লিখিয়াছেন যে কোন পরিবারের ব্যবহার নিমিত্তে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে ঐ পরিবারের অধ্যক্ষ তাহার দায়ী, এবং অবশ্য পোষ্য পরিবারের (তাহা তাহার স্ত্রী, পিতা, বা মাতা, সন্তান, দাস, সেবক, শিষ্য, বা শিখিবার নিমিত্তে আগত ব্যক্তি হউক) বর্ত্তনোপযোগি আবশ্যকীয় দ্রব্য দত্ত হইলে ঐ অধ্যক্ষ তাহার দায়ী †।

যে বিধবাদিগকে পতির ধন অর্শিয়াছে তাহারা বিশেষ কার্য্যে ভিন্ন ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে অযোগ্য কথিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৭—১৬১)।

এক মকদ্দমাতে কোন মৃত ব্যক্তির (অনন্তর মৃতা) পত্নীর লিখিয়া দেওয়া খতের টাকা দিতে উত্তরাধিকারিরা অস্বীকার করিলে, এবং তাহাতে এমত প্রমাণ হইলে যে ঐ টাকার কিয়দংশ তৎপতির ঋণ শোধে ব্যয় হইয়াছে, বিচার হইল যে যত টাকা ঐ পতির ঋণ শোধে ব্যয় হইয়াছে, উত্তরাধিকারির

---

* মেক্‌ হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৪। † ঐ পৃ. ১২৫।

তৎপরিমিত্তেরই কেবল দায়ি। কিন্তু ঐ বিধবা অনাবশ্যক দায়ে ঐ বিষয়কে অথবা উত্তরাধিকারিগণকে দায়ি করিতে পারে না। মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৫।

"মত্ত, উন্মত্ত আর্ত্ত, অতিব্যাকুল, বালক, ভয়াদিযুক্ত, বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ"। যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন ব্যাখ্যানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কহেন—"জ্ঞানসত্ত্বে কোন ব্যক্তি কাহারো বেতন দিলে তাহা সিদ্ধ; সুস্থাবস্থায় বেতন দিবার মনস্থ করিয়া থাকিলে উন্মত্ততাদি যুক্তাবস্থায় তদ্দানও সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি পূর্ব্বাভিসন্ধি বিনা উন্মত্ততাদিযুক্তাবস্থায় দান করিলে তাহা অকৃত"। এই ব্যাখ্যা হইতে যে ব্যবস্থা নিষ্কৃষ্ট হইতে পারে তাহা এই যে যদি কোন ব্যবহার কার্য্য আবশ্যক হইয়া থাকে, ও তৎস্বীকার সুস্থাবস্থায় করা হইয়া থাকে তবে তৎকার্য্য উন্মত্ততাবস্থায় সম্পন্ন হইলে তাহা অনুন্মত্ততাবস্থায় কৃত হওন জ্ঞানে স্থিরতর থাকিতে পারে, পরন্তু যে স্থলে তাহা ঐ ব্যক্তির ক্ষতিকর বা অলাভজনক হয় সে স্থলে তাহা স্বতঃ অসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ, পৃ. ১২৫, ১২৬।

এবঞ্চ সাঙ্ঘাতিক রোগাভিভূত ব্যক্তি কোন দলীল স্বাক্ষর করিয়া দিলে যদি স্বাক্ষর কালীন তাহার স্থিরচিত্ত থাকা প্রমাণ হয়, তবেই তাহা সিদ্ধ বিবেচ্য, কিন্তু যদি এমত প্রকাশ পায় যে তৎকালে সে অস্থিরচিত্ত ছিল, তবে তাহা অসিদ্ধ। ঐ. পৃ. ১২৬।

দ্রষ্টব্য—রাধামণি দেবী—বনাম—শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৮৫। ব্য দ. পৃ. ৪১।

ঋণ পরিশোধ করণ দৃঢ়রূপে আদিস্ট হইয়াছে, যথা 'পিতৃঋণ সপ্রমাণ হইলে পুত্রে ঐ ঋণ নিজ ঋণের ন্যায় পরিশোধ করিবে, অর্থাৎ লাভ শুদ্ধ দিবে,—পৌত্রে-ও পৈতামহ ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে, কিন্তু লাভ দিবে না; কিন্তু প্রপৌত্রে দায়াধিকারী না হইলে ঋণ দিতে বাধিত হইবে না। বৃহস্পতি।

পরন্তু সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের মত এই যে দায়াধিকারী না হইলে পুত্র ও পৌত্র পিতৃ পিতামহের ঋণ শোধ দিতে ব্যবহারে বাধিত নয়, কিন্তু পারিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধিত বটে, পরন্তু মৃত ব্যক্তির যে ধনাধিকারী সেই তাহার ঋণের দায়ী। (দ্রষ্টব্য কোলব্রুকের নোট্, ডা. বা. ১. পৃ. ২৭৪)। এই মতই এক্ষণে আদালতে প্রচলিত। পরন্তু যথার্থ ও কারণাধীন ঋণ শোধনেই পুত্রাদি বাধিত।

হিন্দুদের স্বীকৃত দান ব্যবহারে তদুত্তরাধিকারিদের অবশ্য দেয় নহে।—কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট এমত স্বীকার করাতে যে আমার পুত্রের সহিত তুমি নিজ কন্যার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে এত টাকা দিব,—এই মকদ্দমায় বিচার হইল যে স্বীকারকারির মরণান্তে তৎ স্বীকার কার্য্যকারক নহে, এবং কন্যার নিমিত্তে টাকা দেওয়া শাস্ত্রানুমত না হওয়াতে তাহা অবৈধ, আর এমত

সকল অবস্থার দাতা অন্তঃকরণের সহিত দিতে মনস্থ করা বিবেচনা না হইলে, গ্রহীতারই দোষ বিবেচনা করিতে হইবে।—মেক্‌. হি. ল. বা ১. পৃ. ১২৮।

ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান আর অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ব্যবহারে প্রচলিত নাই, তদ্বিষয়ক বিচার এক্ষণকার রাজকীয় বিধানানুসারেই প্রায় হইয়া থাকে। সাক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধানমতে আদালতে কার্য্য না হওয়াতে এই পুস্তকে তাহা লিখাও আবশ্যক বোধ হইল না।—তদ্বিষয়ক বিধানসকল অধিক নয় কঠিনও নয়, তাহাতে অনেক প্রকার অযোগ্য সাক্ষি কথিত হইয়াছে, এবং তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা না করার ভার বিচারকর্ত্তার বিবেচনার উপরই অনেক অর্পিত হইয়াছে। সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ না হইলে অবশেষে প্রতিবাদিকে শপথ বা দিব্য করাণ দ্বারা সত্যতা নির্ণয়ের বিধান আছে। যাঁহারা এই সকল ব্যবহার বিষয়ক অস্মদাদির শাস্ত্রীয় বিধান জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মিতাক্ষরা ও বিবাদ ভঙ্গার্ণব দৃষ্ট করিলে জানিতে পারিবেন।

অষ্টম—অধ্যায়।

বিবাহ ও স্ত্রী-ধন বিষয়ক॥

---

১ পরিচ্ছেদ। বিবাহ বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ৩৮৪ অস্মদাদির বিবাহ আচার ও ব্যবহার উভয়াত্মক সংস্কার,—ইহা দ্বিজদিগের দশবিধ সংস্কারের শেষ সংস্কার, এবং শূদ্রের সংস্কারই এই*।

৩৮৪ অস্মদাদীনাং বিবাহ আচারব্যবহারোভয়াত্মকঃ সংস্কারঃ,—অযং দ্বিজানাং দশবিধি সংস্কারাণামন্ত্যঃ, শূদ্রস্য কেবলএব*।

ব্যবস্থা। ৩৮৫ বাগ্‌দান বিবাহই—পরন্তু সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ ও তৎক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে তাহা অনিবর্ত্তনীয় নয়, এবং কুশণ্ডিকা না হইলে সম্পূর্ণ নয়†।

৩৮৫ বাগ্‌দানং বিবাহএব, পরন্তু সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠাভাবে তৎক্রিয়ায়াঅনিষ্পত্তৌ চ সচানিবর্ত্তনীয়োন ভবতি. কুশণ্ডিকাভাবে চ সম্পূর্ণতাং নাধিগচ্ছতি†।

প্রমাণ। ৴০ বাগ্‌দান হইলে পর যে কন্যার পতি মরে, তাহাকে দেবর

৴০ যস্যা ম্রিয়তে কন্যায়া বচাসত্যে কৃতে পতিঃ। তামনেন বিধানেন নিজো

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৭৩—৩৭৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ১০৪, ১০৫। মেক্‌. হি. ল. ব. ১, পৃ. ৫৭।

† দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫৮।

নিজে এই নিয়মে গ্রহণ করিবে। মনু. অ. ৯. ব. ৬৯.।

৵০ উক্ত বচনের উল্লেখান্তে বিজ্ঞানেশ্বর কহেন—"যাহাকে কন্যা বাগ্দত্তা হয় সে প্রতিগ্রহ বিনা-ও তাহার পতি ইহা এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে।"

৶০ সপ্ত প্রকার দ্বিবিবাহিতা কন্যা কুলাধমা ও পরিত্যজ্যা।—যে বাক্যে দত্তা, মনে দত্তা, যাহার বিবাহ মঙ্গলাচরণকৃত, যে উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতা, অগ্নি পরিগতা, কিম্বা যে দ্বিতীয়বার বিবাহিতার দুহিতা—কশ্যপ ঋষি কহেন, ইহারা অগ্নিবৎ কুলকে দগ্ধ করে*। উদ্বাহতত্ত্ব॥

।০ বাগ্দান হইলে (কন্যার) পিতা ও বর উভয়ের কুলেই তিন রাত্রি অশৌচ হয়. সম্প্রদানের পর কেবল পতিকুলে হয়। শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত আদি পুরাণ।

সিদ্ধান্ত। এতাবতা. যে ব্যক্তিকে কন্যা বাগ্দত্তা হয়, সে পতি আখ্যাত হওয়াতে এবং বাগ্দত্তা কন্যার অপরের সহিত বিবাহ হইলে সে নারী পুনর্ভূ কথিতা হওয়াতে আর বাগ্দত্তামরণে তৎপিতৃকুলে ও বরের কুলে তিন রাত্রি অশৌচ হওয়াতে নিষ্কর্ষ এই যে বাগ্দান বিবাহ-ই।

ব্যবস্থা। ৩৮৬ পরন্তু লৌকিক আচারে বাগ্দান অনিবর্ত্তনীয় বিবাহ বিবেচিত না হওয়াতে, যাহাকে বাগ্দত্তা হয় তাহার মরণে অথবা ন্যায্য অন্য কারণে ঐ কন্যার বিবাহ অপর ব্যক্তির সহিত হইয়া থাকে, কেবল যে ব্যক্তি তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করে

বিন্দেত দেবরঃ॥ মনুঃ, অ. ৯, ব. ৬৯।

৵০ উক্ত বচনানুস্মরণান্তে বিজ্ঞানেশ্বরঃ—"যস্মৈ বাগ্দত্তা কন্যা স প্রতিগ্রহমন্তরেণৈব তস্যাঃ পতিরিত্যস্মাদেবাবগম্যতে।"

৶০ সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকস্পর্শিতা যাচ, যাচ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা। ইত্যেতাঃ কশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ*॥ উদ্বাহতত্ত্বং।

।০ বাক্‌প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং। পিতুর্ব্বরস্য চ ততো দত্তানাম্ ভর্ত্তুরেবহি। শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃতাদিপুরাণং।

এতাবতা, যস্মৈ কন্যা বাগ্দত্তা স তস্যাঃ পতিরিত্যভিধানাৎ বাগ্দত্তাপরেণোঢ়া পুনর্ভূরিত্যুক্তত্বাচ্চ তথা বাগ্দত্তায়াঃ কন্যায়াঃ মরণে তৎ পিতৃকুলে বরকুলে চত্রিরাত্রাশৌচ বিধানাৎ বাগ্দানেন বিবাহোবৃত্ত এব।

৩৮৬ পরন্তু লোকাচারেষু বাগ্দানস্যানিবর্ত্তনীয় বিবাহত্বেনানবধারণাৎ যস্মৈ বাগ্দত্তা তন্মরণে অথবা ন্যায্য কারণান্তরাপাতে সা অন্যস্মৈ বরায় দীয়তে,—তেন কেবলং তদ্বোঢ়া জাতো

* দ্রষ্টব্য—কোল্. ডা. বা. ২. পৃ. ৪৮৭।

সে জাতিতে ও সমাজে প্রায় খর্ব্ব হইয়া থাকে।

প্রমাণ। উক্ত আচার বক্ষ্যমাণবচন-মূলকই বোধ হইতেছে—/০ কোন কন্যা জল ও বাক্য দ্বারা দত্তা হওয়ার পর ও মন্ত্রদ্বারা বিবাহিতা হওয়ার পূর্ব্বে যদি বর মরে, তবে সে কুমারী নিজ পিতার-ই ॥ ৵০ কন্যা একবারই দত্তা হয়, কেহ দত্তা কন্যা সম্প্রদান না করিলে চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বর আসিলে ঐ কন্যা (বাক্যে) দান করিয়া থাকিলেও ইহাকে দিবে॥ (বরে) কন্যার শুল্ক তথা স্ত্রী-ধন দিয়াগেলে ঐ কন্যাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, অনন্তর অপরকে বিধিপূর্ব্বক দান করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি বার্ত্তা পাওয়া যায় তবে তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে, তৎপরে ইচ্ছানুসারে অন্যের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যবস্থা। ৩৮৭ এক কন্যা অনেককে (বাক্যে) দত্তা হইলে ও বরেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রথম যাহাকে বাগ্‌দত্তা হয় সেই বরই বিবাহ করিবে, অপর বরে কন্যাকে যাহা দিয়া থাকে তাহা ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু অপর বরের বিবাহ সম্পূর্ণ হইলে পর যদি পূর্ব্ব বর আইসে, তবে সে নিজ দত্ত ধন ফিরিয়া পাইবে। কাত্যায়নঃ।

৩৮৮ কিন্তু পাণিগৃহীতার বর বা পতি মরিলে তাহার দ্বিতীয়

সমাজে চ প্রায়শো ন্যূনতাং প্রাপ্নোতি।

উক্তাচারো বক্ষ্যমাণ বচনমূলক ইত্য-বগম্যতে—/০ "অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরোযদি। নচ মন্ত্রোপ-নীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা* ॥ —৵০ সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্। দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ† ॥ -৶০ প্রদায় শুল্কং যোগচ্ছেৎ কন্যায়াঃ স্ত্রী-ধনং তথা। ধার্য্যা সা বর্ষমেকন্তু দেয়া-ন্যস্মৈ বিধানতঃ ॥ অথ প্রবৃত্তিরাগচ্ছেৎ প্রতীক্ষেত সমাত্রয়ং। অত ঊর্দ্ধং প্রদা-তব্যা কন্যান্যস্মৈ যথেচ্ছতঃ‡।

৩৮৭ অনেকেভ্যোঽপি দত্তায়াং অনূঢ়ায়ান্তু তত্রবৈ। বরাগমশ্চ সর্ব্বেষাং লভেতাদ্যবরস্তু তাং। পশ্চাদ্বরেণ যদ্দত্তং তস্যাঃ প্রতিলভেত সঃ ॥ অথা-গচ্ছেৎ সমূঢ়ায়াং দত্তং পূর্ব্ব বরো-হরেৎ। কাত্যায়নঃ।

৩৮৮ কিন্তু পাণিগৃহীতিকায়াঃ ভর্ত্তরি মৃতে পুনস্তদ্বিবাহঃ কলৌ

* উদ্বাহতত্ত্ব এবং বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত বশিষ্ঠ বচন।

† বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

‡ বিবাদভঙ্গার্ণবধৃত কাত্যায়ন বচন। দ্রষ্টব্য—কোল্‌. ডা. বা. ২, পৃ. ৪৮৭—৪৯১।

বার বিবাহ কলিতে শিষ্ট সমাজে অদ্যাপি অপ্রচলিত, পরন্তু অশিষ্ট লোকের মধ্যে তাহা ব্যবহৃত আছে*।

কারণ। যদ্যপি বিধবার বিবাহ পরাশরানুমত, তথাপি অন্যান্য ঋষিকর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অনাদর করিয়া তাদৃশ করা গর্হিত কর্ম্ম কথিত হওয়াতে এবং আদিত্য পুরাণে পরাশর-সুত বেদব্যাস কর্ত্তৃক এমত উক্ত হওয়াতে যে—মহাত্মা বুধেরা কলিযুগের প্রথমেই ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিয়াছেন, ও সাধুদিগের নিয়ম বেদবৎ প্রমাণ—শিষ্টেরা অদ্যাপি সেই বারণ শুনিয়া ও মানিয়া আসিতেছেন। দ্রষ্টব্য উদ্বাহতত্ত্ব।

শিষ্টানাং মধ্যে অদ্যাপি অপ্রচলিতঃ নীচানান্তু তদ্ব্যবহারো বিদ্যতে*।

যদ্যপি বিধবাবিবাহঃ পরাশরানুমতস্তথাপি অন্যৈর্মুনিভিঃ ব্রহ্মচর্য্যমনাদৃত্য তাদৃশ বিবাহস্য গর্হিতত্ত্বেন উক্তত্বাৎ এবমাদিত্যপুরাণে মহাত্মভির্বুধগণৈর্ব্যবস্থাপূর্ব্বকং কলেরাদৌ তন্নিবর্ত্তিতয়াভিধানাৎ সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেদিতি পরাশরসুত বেদব্যাসেনৈবাভিহিতত্বাচ্চ অদ্যাপি শিষ্টৈস্তন্নিষেধএব পাল্যতে। দ্রষ্টব্যং উদ্বাহতত্ত্বং।

৩৮৯ সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিবাহ অনিবর্ত্তনীয়*, এবং কুশণ্ডিকান্তে তাহা (সংসর্গ বিনা-ও) সম্পূর্ণ†॥

৩৮৯ সম্প্রদান-কার্য্যে সম্পন্নে বিবাহোঽনিবর্ত্তনীয়ঃ *, কুশণ্ডিকান্তে (সংসর্গমন্তরেণাপি) সম্পূর্ণ এব†।

/০ বৃত্তিবিভাগ একবারই হয়, কন্যা দান-ও এক বার হয়, সতে একবারই কহেন 'আমি দিলাম,' এই তিন কার্য্য সতে একবার বই করেন না। মনু, অ. ৯, ব. ৪৭।

৵০ বিচক্ষণ লোকে কন্যা একবার দান করিয়া আবার দান করিবেন না। কোন পুরুষ একবার দান করিয়া আবার (সেই কন্যা) দান করিলে

/০ সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃত্॥ মনুঃ, অ. ৯. ব. ৪৭।

৵০ নদত্ত্বা কস্যচিৎকন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। দত্ত্বাপুনঃ প্রয়চ্ছন্ হি প্রা-

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫৮। এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৩।

† চরম সংস্কারের অনুকূল ও বরকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিবাহ, গ্রহণ তদনুকূল হওয়াতে দানেও বিবাহপদ প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। বি. দা. ভা. টী. র. ৯

† বিবাহস্তু চরম সংস্কারানুকূলং বরেণ ক্রিয়মাণং, গ্রহণ কর্ম্ম তদনুকূলত্বাৎ দানেপি বিবাহ পদ প্রয়োগঃ। বি. দা. ভা. টী. র. ৯।

মিথ্যাবাদিত্ব দোষে দোষী হয়। মনু. অ. ৯, ব. ৭১ ॥

৶০ পাণিগ্রহণমন্ত্রসকল বিবাহের নিয়তলক্ষণ; এবং বরকন্যার সপ্তপদী গমন হইলে তৎসম্পূর্ণতা হয়, ইহা বুধদিগের জ্ঞাতব্য ॥ মনু* । অ. ৮, ব. ২২৭।

।০ 'সপ্তপদী গমনে জায়াপতিত্ব সম্পূর্ণ হয়*'—এই স্মার্ত্তোক্তি। উদ্বাহতত্ত্ব।

৩৯০ ১ব্রাহ্ম, ২দৈব, ৩আর্ষ, ৪গান্ধর্ব্ব, ৫প্রাজাপত্য, ৬আসুর, ৭রাক্ষস, ও ৮পৈশাচ ভেদে বিবাহ অষ্ট প্রকার†।

যথা মনু—'ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, ও রাক্ষস বিবাহ, এবং অষ্টম পৈশাচ বিবাহ তাহা অধম ॥ —কন্যাকে বসনাচ্ছাদিতা করিয়া বেদবেত্তাকে আহ্বান ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক পিতৃকর্ত্তৃক যে কন্যাদান তাহা ব্রাহ্মবিবাহ কথিত ॥ সুতাকে অলঙ্কৃতা করিয়া যজ্ঞেরত ঋত্বিগকে যজ্ঞ সম্পাদন সময়ে যে কন্যাদান তাহা দৈববিবাহ ॥ বর হইতে এক বা দুই যোড়া গরু ধর্ম্মার্থে গ্রহণপূর্ব্বক যে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান তাহা আর্ষ বিবাহ ॥ 'উভয়ে ধর্ম্মকর্ম্ম কর' ইহা কহিয়া (বরকে) অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহা প্রাজাপত্য বিবাহ ॥ কন্যাকে ও তৎপিত্রাদিকে শক্ত্যনুসারে ধন দত্ত হইলে স্বচ্ছন্দে যে কন্যা প্রদান তাহা আসুর বিবাহ কথিত ॥ স্ব২ ইচ্ছাতে বর-

প্রোতি পুরুষানৃতং। মনুঃ। অ. ৯. ব. ৭১।

৶০ পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং। তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে* ॥ মনুঃ। অ. ৮, ব. ২২৭।

।০ 'কৃৎস্নংহি জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে*' ইতি রঘুনন্দনঃ। উদ্বাহতত্ত্বং।

৩৯০ বিবাহশ্চাষ্টবিধঃ—ব্রাহ্ম দৈবার্ষগান্ধর্ব্ব প্রাজাপত্যাসুর রাক্ষস পৈশাচ ভেদাৎ†।

যথা মনুঃ—"ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ।—আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয়দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানন্দৈবন্ধর্ম্মম্প্রচক্ষতে ॥ একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্যচ। কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। কন্যা-প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগ,

* কুশণ্ডিকা বিবাহের শেষ ক্রিয়া; তাহা সম্প্রদানের দিবস হইতে চারি দিনসের মধ্যে, সম্পাদনীয়। ইহাতে হোম করিতে হয়। এবং কন্যার পশ্চাৎ বর দাঁড়াইয়া তাহার অঞ্জলির নীচে অঞ্জলিপাত পূর্ব্বক লাজা অর্থাৎ খই লইয়া উভয়কে তাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে এবং পরস্পর পাণিগ্রহণাবস্থায় আলিপনাদ্বারা কৃত সপ্ত মণ্ডলোপরি উভয়কে সপ্ত পদ গমন করিতেহয় ও তৎকালে বিশেষ মন্ত্র পড়া যায়।

† দা. ভা. পৃ. ১০৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৮৯। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল্ ডা. বা. ৩, পৃ. ৩০৪।

কন্যার যে পরস্পর সংযোগ তাহা গান্ধর্ব্ব বিবাহ জ্ঞাতব্য, এই বিবাহের ঘটনা কামাসক্ত ভাবে মৈথুনেচ্ছায় হয়॥ (কন্যার পিত্রাদিকে) হত ও আহত ও (তদ্গৃহ) ভগ্ন করিয়া রোরুদ্যমানা এবং রক্ষার্থে) উচ্চৈঃস্বরে শব্দায়মানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক যে হরণ তাহা রাক্ষস বিবাহ কথিত॥ কন্যা সুপ্তা মত্তা বা প্রমত্তা থাকন সময়ে গোপনে ঐ কন্যা গমন করাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায়, ইহা অষ্টম ও অধম॥ অ. ৩, ব. ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ও ৩৪।

কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ॥ হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ॥ অ. ৩, ব. ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ও ৩৪।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"শক্ত্যনুসারে কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া বরকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যাদান ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞে প্রবৃত্ত বিপ্রকে কন্যাদান দৈব বিবাহ, এক বৃষ ও গবী (ধর্ম্মার্থে) গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান আর্ষ। 'উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কর' ইহা কহিয়া কন্যার্থিকে কন্যাদান কায় (বা প্রাজাপত্য) বিবাহ তাহাতে আপনার সহিত ছয় পুরুষ পবিত্র হয়। ধন দানদ্বারা কৃত বিবাহ আসুর, মৈথুনেচ্ছায় যে মিলন তাহা গান্ধর্ব্ব বিবাহ, ও ছলে কন্যাগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ"।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ব্রাহ্মো বরায় আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা। যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোযুগম্। চরতাং ধর্ম্মমিত্যুক্ত্বা সহ যা দীয়তেঽর্থিনে, সকায়ঃ পাবয়েত্তজ্জ ষড্ বংশ্যাংশ্চ সহাত্মনা। আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ। রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ"।

ব্যবস্থা। ৩৯১ তন্মধ্যে—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারি ব্রাহ্মণের বিধেয়, গান্ধর্ব্ব ও যুদ্ধে হরণরূপ বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বৈশ্য ও শূদ্রের, পৈশাচ এতদ্বয়ের প্রতি প্রতিষিদ্ধ, এবং কাহারো কর্ত্তব্য নয়* শূলপাণি।

৩৯১ তেষু চ মধ্যে—ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মদৈবার্ষ প্রাজাপত্যাশ্চত্বারঃ, ক্ষত্রিয়স্য তু গান্ধর্ব্বো যুদ্ধহরণঞ্চ, বৈশ্যশূদ্রয়োরাসুরোঽনুমতঃ, এতয়োর্নিষিদ্ধঃ পৈশাচঃ ন কেনাপ্যাদরণীয়ঃ*। শূলপাণিঃ।

---

* দ্রষ্টব্য—কোল্ ডা. ব., ৩, পৃ. ৩০৫।

দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. ব., ১, পৃ. ৫৯ ও ৬০।

প্রমাণ। প্রথম চারি (বিবাহ) ব্রাহ্মণের, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বিবাহ বৈশ্যের ও শূদ্রের বিধেয়, পৈশাচ বিবাহ সর্ব্বগর্হিত *। যাজ্ঞবল্ক্য।

চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যা রাজ্ঞোগান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ। আসুরো বৈশ্য শূদ্রাণাং, পৈশাচঃ সর্ব্বগর্হিতঃ * ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্যবস্থা। ৩৯২ ইদানীং শিষ্ট সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ-ই প্রচলিত, ইতরের মধ্যে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষসাদি বিবাহ-ও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় †।

৩৯২ ইদানীন্তু শিষ্টৈর্ব্রাহ্ম এবাদ্রিয়তে অন্যৈস্তু আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষসাদিরপি কর্হিচিৎ †।

৩৯৩ অষ্ট প্রকার বিবাহের প্রত্যেকেই বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক ‡।

৩৯৩ অষ্টানাং প্রত্যেক এব বিবাহে বৈবাহিক ক্রিয়ায়াঃ সম্পাদনমাবশ্যকং ‡।

প্রমাণ। গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে বৈবাহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে, তিন বর্ণেরই বিবাহে অগ্নিকে সাক্ষি কর্ত্তব্য ॥ দেবল।

গান্ধর্ব্বাদি বিবাহেষু বিধির্বৈবাহিকঃ স্মৃতঃ। কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সময়েনাগ্নিসাক্ষিকঃ ॥ দেবলঃ।

---

* তথাপি তদ্বৈবাহিক ক্রিয়া একবার সম্পন্ন হইলে সে বিবাহ আর ফিরে না।

সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—“অবগতি হইয়াছে যে পৈশাচ বিবাহ-ও অচলিত নয়, নবীনা রমণীরা সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য জন্য বাঞ্ছনীয়া হইয়া কৌশলে প্রতারণ পূর্ব্বক বিবাহিতা হয়, ঐ বিবাহ প্রতারণা বা বল পূর্ব্বক হইয়া থাকিলেও তদন্যথা হয় না।”

† বি. দা. ভা. দী. বৃ. ৯। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩০৩। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬০। এসট্রেঞ্জ. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪১, ৪২।

‡ গান্ধর্ব্বাদি বিবাহেও বিধিবৎক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক। বিবাদভঙ্গার্ণব।

‡ গান্ধর্ব্বাদিষ্বপি বৈবাহিক বিধিরাবশ্যক ইতি বিবাদ-ভঙ্গার্ণবঃ।

সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেব কহেন—“অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে কেবল গান্ধর্ব্ব বিবাহে (তাহা বৈধকরণার্থে) বৈবাহিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই; পরস্পর সংসর্গই (যথা শাস্ত্রে পরস্পর কামাসক্ত ভাবে মেলন কথিত হইয়াছে) তদ্বিবাহের প্রচুর প্রমাণ হয়,—যদি পুরুষের বাক্য বা লেখ্য তৎ পোষকতায় থাকে; এবং এতৎ প্রমাণে তিনি এক মকদ্দমার উল্লেখ করিয়া কহেন—“অনতিকাল পূর্ব্বে কটকে ঘটিত এক বিবাহকে সদর দেওয়ানীর পণ্ডিতেরা বৈধ করিয়াছেন,—তাহাতে স্ত্রী পুরুষে কিয়ৎকাল সংসর্গ করিয়া ঐ পুরুষ স্ত্রীর গলায় ফুলের মালা দিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল”। এতৎ প্রতি বিবেচ্য ও বাচ্য এই যে গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্প্রদান ক্রিয়া না করিলেও হয়, যেহেতু বর কন্যার মধ্যে যে মাল্য দানাদান তাহা সম্প্রদান ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কুশণ্ডিকা নিষ্পাদনের আবশ্যকতা যায় না, এবং কুশণ্ডিকা না হইলে শুল্ক দানে বিবাহ অনিবর্ত্তনীয় হইলেও সম্পূর্ণ হয় না। দ্রষ্টব্য—এসট্রেঞ্জ. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫১।

বৈবাহিক ক্রিয়া,—বাগ্দান, অনন্তর বিবাহ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে নান্দীশ্রাদ্ধ, রাত্রিতে কন্যাদান, ও তদবধি চতুর্থ দিবসের মধ্যে সম্পাদনীয় কুশণ্ডিকা।

বৈবাহিক ক্রিয়াশ্চ,—বাগ্দানং, অনন্তরং বিবাহদিনে পূর্ব্বাহ্ণে নান্দীশ্রাদ্ধং, রাত্রৌ কন্যাদানং, তচ্চতুর্থদিবসাভ্যন্তরেচ কুশণ্ডিকা * ॥

কন্যাদান করণে অধিকারি ও তৎক্রম নির্ণয়।

ব্যবস্থা। ৩৯৪ পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য †, মাতামহ, মাতুল, মাতা ও মাতামহ-সকুল্য ইঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে যথাক্রমে কন্যাদানে অধিকারি।

৩৯৪ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো † মাতামহো মাতুলো মাতা মাতামহ-সকুল্যাঃ † এতে প্রকৃতিস্থাঃ যথাক্রমেণ কন্যাসম্প্রদানাধিকারিণঃ।

প্রমাণ। ৴০ পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য †, মাতামহ ও মাতা ইঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে পূর্ব্বাভাবে পরং কন্যাদানে অধিকারি ‡। বিষ্ণু।

৴০ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো † মাতামহো মাতা চেতি কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ‡ ॥ বিষ্ণুঃ ॥

৵০ পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য † ও জননী ইঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে পূর্ব্বাভাবে পর পর কন্যাপ্রদ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

৵০ পিতা, পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো † জননী তথা। কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃপরঃ † ॥—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৶০ পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, অথবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা তথা মাতামহ, মাতুল, সকুল্য ও বান্ধব, সকলের অভাবে প্রকৃতিস্থা মাতা, তিনি অপ্রকৃতিস্থা হইলে স্বজাতীয়েরা দানকরিবেন। নারদ।

৶০ পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ। মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা। মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে, তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ। নারদঃ।

সিদ্ধান্ত। মাতার পূর্ব্বে মাতুল বোধ্য এবঞ্চ নারদোক্ত সকুল্য ও পিতামহের

মাতুঃ পূর্ব্বং মাতুলো বোধ্যঃ, এবঞ্চ সকুল্য পিতামহয়োর্নারদোক্তে ক্রমো

---

* আসিয়াটিক রিসর্চের ৭ বালামের ৩০৯ পৃষ্ঠাতে কোল্ব্রুক সাহেব কর্তৃক যাহাং বৈবাহিক কার্য্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতক লৌকিক আচার মাত্র, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া নহে, এবং তৎসমুদায় আচারের ব্যবহার সকল দেশে নাই।

† এস্থলে সকুল্যপদে—দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি জ্ঞেয়,—যেহেতু শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বচন এই যে সকুল্য দশম পুরুষাবধি। বান্ধব—মাতৃবংশীয়। নির্ণয়সিন্ধু। পৃ. ২১৯।

† অত্র সকুল্যপদেন জ্ঞাতীনাং দশমপুরুষ পর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং—সাকুল্যং দশমাবধীতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতবচনাৎ। বান্ধবঃ—মাতৃবংশ্যঃ। নির্ণয়সিন্ধুঃ। পৃ. ২১৯।

‡ উদ্বাহতত্ত্ব।—এস্ট্রেঞ্জ হি. ল. বা. ১ পৃ. ৩৫।

ক্রম গ্রাহ্য নয়, কিন্তু বিষ্ণূক্ত ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ক্রম গ্রাহ্য *।—স্মার্ত্তমত।

ব্যবস্থা। ৩৯৫ কালে (অ) কন্যাদান পিতার (ই) অতি কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে তিনি ইহ ও পরকালে দণ্ডনীয় হয়েন*।

প্রমাণ। /০ কালে (অ) কন্যাদান না করে যে পিতা (ই), কালে যে পতি পত্নী সংসর্গ না করে, ও যে পুত্র মাতাকে পালন না করে, তাহারা পাপি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয়। বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত বৃহস্পতি বচন।

৵০ সকামা ও তুল্য বরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতা হয়, তৎপিতা ও মাতা তৎসংখ্যক জীব হত্যার পাতকি হয়েন, এই ধর্ম্মবাদী। বশিষ্ঠ।

৶০ কালে (অ) কন্যাদান না করিলে পিতা (ই) গর্হণীয়, কালে পতি পত্নী সংসর্গ না করিলে গর্হণীয়, পিতা মরিলে মাতাকে পালন না করিলে পুত্র গর্হণীয়। মনু, অ. ৯, ব. ৪।

(অ) 'কালে'—প্রদান কালে পিতা কন্যাদান না করিলে গর্হণীয় হয়েন, ঋতু হওনের পূর্ব্বে প্রদানীয়া ইহা গোতম বচনে উক্ত হওয়াতে ঋতুর পূর্ব্বেই প্রদান কাল ‡। কুল্লূকভট্ট।

(ই) পিতৃ পদ উপলক্ষণমাত্র—ইহাতে কন্যার মাতা ও পিতার উত্তরাধিকারিও বোধ্য যেহেতু তাহারাও

ন গ্রাহ্যঃ, কিন্তু বিষ্ণূক্ত যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ক্রমো গ্রাহ্য—ইতি স্মার্ত্তমতং *।

৩৯৫ কালে (ই) কন্যাদানং পিত্রাঽবশ্যং কর্ত্তব্যং (ই), নচেদিহ লোকে পরত্র চ স দণ্ড্যো ভবেৎ*॥

/০ কালেঽদাতা (অ) পিতা (ই) বধ্য কালে চানুপয়ন্ পতিঃ। মাতুশ্চারক্ষিতা পুত্রঃ দণ্ড্যো ধর্ম্মেণ পাপভাক্*॥ বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত বৃহস্পতিবচনং।

৵০ যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি, তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ। বশিষ্ঠঃ।

৶০ কালেঽদাতা (অ) পিতা (ই) বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপয়ন্ পতিঃ। মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥ মনুঃ, অ. ৯. ব. ৪।

(অ) 'কালে'—প্রদান কালে পিতা তামদদৎ গর্হ্যো ভবতি, প্রদানং প্রাগৃতোরিতি গোতমবচনাৎ ঋতোঃ-প্রাক্ প্রদানকালঃ ‡। কুল্লূকভট্টঃ।

(ই) পিতৃপদং উপলক্ষণং—তেন কন্যায়াঃ মাতা পিতুরুত্তরাধিকারিপুত্রাদয়শ্চ বোধ্যাঃ—তেষামপি তৎ সং-

---

* উদ্বাহতত্ত্ব। দ্রষ্টব্য—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৫।

† দ্রষ্টব্য—কোল্, ডা. বা. ২, পৃ. ৩৮৭।—দা. ভা. পৃ. ১৮৫, ১৮৬। এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৫।

‡ অষ্টবর্ষাভবেৎগৌরী, নববর্ষাতু রোহিণী দশমে কন্যকাপ্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ অঙ্গিরাঃ। এতদ্দেশে কন্যাদের সচরাচর ১২ বৎসরে রজোপ্রকাশ পায়।—দ্রষ্টব্য মেডিক্যাল ট্রান্স্যাকশনস্, বা. ৯, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৯।

কন্যার সংস্কার করিতে বাধিত। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৩৬৩—৩৬৫।

প্রমাণ। ।০ কন্যার স্তন উঠিবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত, (বিবাহের পূর্ব্বে) কন্যা ঋতুমতী হইলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামি হয়, এবং পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠাতে (কীট হইয়া) জন্মেন, অতএব বাল্য কালেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। পৈঠীনসি। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১৯৬।

ব্যবস্থা। ৩৯৬ কিন্তু বিদ্যা গুণসম্পন্ন পাত্র নাপাওয়া গেলে কন্যাকে যাবজ্জীবন গৃহে রাখিবে*, তথাপি বিদ্যা গুণহীনকে সম্প্রদান করিবে না।

প্রমাণ। ঋতুমতী হইলেও বরং মরণপর্য্যন্ত কন্যা গৃহে থাকিবে, তথাপি গুণহীনকে (ই) কখনো কন্যাদান করিবে না॥ মনুঃ, অ. ৯, ব. ৮৯।

(ই) ঋতুমতী হইলেও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে তথাপি পিত্রাদি তাহাকে বিদ্যা গুণহীনে সম্প্রদান করিবেন না। কুল্লূকভট্ট।

ব্যবস্থা। ৩৯৭ কন্যাদানাধিকারিদের উপেক্ষাতে প্রদান কালে অদীয়মানা কন্যা প্রথম ঋতু হইতে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, তৎপরে স্বয়ংবরবর্ণিনী হইবে*, তাহাতে তাহার ও তৎপতির কিছু পাপ হইবে না।

স্কার করণস্যাবশ্যকত্বাৎ। দ্রষ্টব্যা ব্য. দ. পৃ. ৩৬৩—৩৬৫।

।০ যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ, তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি। পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে, তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যা। পৈঠীনসিঃ। দ্রষ্টব্যা—দা. ভা. পৃ. ১৯৬।

৩৯৬ কিন্তু বিদ্যাগুণসম্পন্ন পাত্রালাভে কন্যা আমরণাৎ গৃহে রক্ষণীয়া*, তথাপি গুণহীনায় ন সম্প্রদানীয়া।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু, গুণহীনায় (ই) কর্হিচিৎ॥ মনুঃ, অ. ৯, ব. ৮৯।

(ই) সংজাতার্ত্তবাপি কন্যা বরং মরণপর্য্যন্তং পিতৃগৃহে তিষ্ঠেৎ ন পুনরেনাং বিদ্যাগুণরহিতায় কদাচিৎ পিত্রাদির্দদ্যাৎ। কুল্লূকভট্টঃ।

৩৯৭ প্রদানকালে কন্যাদানাধিকারিণামুপেক্ষয়া অদীয়মানা কন্যা প্রথমর্ত্তুকালাৎ বর্ষত্রয়ং প্রতীক্ষেত তদূর্দ্ধ্বং স্বয়ং বরং বৃণীত*, তদা সা নাপি তৎপতিঃ কিঞ্চিৎ পাপমবাপ্নোতি।

---

* দ্রষ্টব্য—এস ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৫।

ব্যবস্থা। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, তৎকালান্তে সদৃশ পতি বরণ করিবে (উ)। বিবাহিতা না হওয়াতে যদি কন্যা স্বয়ং বর বরণ করে, তবে (তাহাতে) তাহার বা তৎপতির কিছু পাপ হইবে না। মনুঃ, অ. ৯, ব. ৯০, ৯১।

(উ) তিন বৎসরের পর অধিক গুণবান বর না পাইলে সজাতীয় সমান গুণযুক্ত বরকে স্বয়ং বরণ করিবে। কুল্লূকভট্ট।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী। ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং (উ)॥ অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং। নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥ মনুঃ, অ. ৯, ব. ৯০, ৯১।

(উ) বর্ষত্রয়াৎ পুনঃ ঊর্দ্ধমধিকগুণবরালাভে সমানজাতিগুণং বরং স্বয়ং বৃণীত। কুল্লূকভট্টঃ।

ব্যবস্থা। ৩৯৮ দানাধিকারিদের অভাবে কালে কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিতে পারে *।

৩৯৮ দানাধিকারিণামভাবে কালে কন্যা স্বয়ম্বরং বরীতুমর্হতি*।

প্রমাণ। সম্প্রদানে অধিকারিদের অভাবে কন্যা বরকে স্বয়ং বরণ করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য।

গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ঋতুমতী কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ করণে স্বাধীনতা দেওনের কারণ এই বোধ হইতেছে যে নারীর পরিণয়নাবশ্যকতা বেদে কথিত হইয়াছে, বিবাহ-ই তাহার বৈদিক সংস্কার ও সর্ব্ব সংস্কারের প্রধান, যেহেতু তাহা (তাহার) উপনয়নস্থানীয় এবং গার্ভিক পাপের সম্যক্ বিমোচক, এতদ্ব্যতিরেকে তাহার দেহ অপবিত্র থাকে †। পুরু-

ঋতুমত্যাঃকন্যায়াঃ স্বয়ং বরবরণে ক্ষমতাদানস্প্রতি কারণং ইদমেবাবগম্যতে যৎ স্ত্রিয়াঃ বিবাহাবশ্যকতা শ্রুতাবভিহিতা, বিবাহএব তস্যা বৈদিক সংস্কারঃ, সংস্কারাণাং প্রধানঞ্চ, উপনয়ন স্থানীয়ত্বেন গার্ভিক পাপস্য সম্যগ্বিমোচকত্বাৎ † যদ্ব্যতিরেকেণ তদ্দেহাপবিত্রঃ। পুরুষস্যাপি পরিণ-

* দ্রষ্টব্য—এস্ ট্রে. হি. ল. ব. ১, পৃ. ৩৫।

† জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়ন দ্বারা নিষিদ্ধ মৈথুনে আর অশুচি গর্ভে বাস প্রযুক্ত যে পাপ জন্মে তাহার মোচন হয়॥ এই রূপ জাত কর্ম্মাদি সংস্কার স্ত্রীলোকের দেহ শুদ্ধির নিমিত্তে সমগ্র রূপে উক্ত কালে ও ক্রমে অমন্ত্রক কর্ত্তব্য। বিবাহ-ই স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার। পতিসেবা গুরুকুলে বাস, গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যা।

† গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া। মনুঃ, অ. ২. ব. ২৭, ৬৬, ৬৭।

বিবাহ ক্রিয়া-ই নারীর উপনয়নাখ্য

বৈবাহিক বিধিরেব স্ত্রীণাং বৈদিকঃ সং-

বের পক্ষেও বিবাহ অতি কর্ত্তব্য. যেহেতু তাহা গার্হস্থ্যাশ্রমের মূল *, এবং সকল আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ †।

য়নং কর্ত্তব্যমেব তস্য গার্হস্থ্যাশ্রমমূলত্বাৎ *, সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং গার্হস্থ্যস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ †।

বৈদিক সংস্কার মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। পতি সেবাই গুরুকুলে বাস ও বেদাধ্যয়নরূপ, ও গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতঃকালীয় হোমরূপ অগ্নিপরিচর্য্যা. অতএব বিবাহাদি উপনয়ন স্থানে বিধান হওযাতে স্ত্রীদের উপনয়ন নাই। কুল্লুকভট্টঃ।

স্কারঃ উপনয়নাখ্যোমন্বাদিভিঃ স্মৃতঃ, পতিসেবৈব গুরুকুলে বাসো বেদাধ্যয়নরূপঃ গৃহকৃত্যমেব সায়ং প্রাতঃ সমিদ্ধোমরূপোঽগ্নিপরিচর্য্যা, তস্মাদ্বিবাহাদেরুপনয়ন স্থানে বিধানাদুপনয়নাদের্নিবৃত্তিরিতি। কুল্লুকভট্টঃ।

* বিবাহাভাবে স্নাতক ব্রত করিবে। উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত পৈঠীনসি বচন।

* অলাভেচৈব কন্যায়াঃ স্নাতকো ব্রতমাচরেৎ। উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত পৈঠীনসি বচনং।

(কেবল) গৃহ-ই গৃহ উক্ত হয় নাই, (কিন্তু) গৃহিণী গৃহ কথিতা হইয়াছেন। যেহেতু গৃহিণীর সহযোগে সকল পুরুষার্থ লাভ হয়। উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বচন।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ উদ্বাতত্ত্ব ধৃত বচনং।

অপত্যলাভ ধর্ম্মকর্ম্ম শুশ্রূষা এবং উত্তমা রতি, ও আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গলাভ পত্নী হইতে হয়। (মনুঃ)॥ পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র হইতে অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়, অতএব সাধ্বীস্ত্রীদের সেবা প্রতিপালন ও সুরক্ষণ কর্ত্তব্য ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ। (মনুঃ)॥ লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ। তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃসেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ তথা যতি. ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতে উৎপন্ন, চারি আশ্রমই পৃথক্ ॥ বেদ ও স্মৃতি বিধানে এই সকলের মধ্যে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ. সে এই তিনের প্রতিপালক। মনুঃ. অ. ৩. ব. ৮৭ ও ৮৯।

† ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। এতে গৃহস্থপ্রভবা শ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ। সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ। গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি। মনুঃ, অ. ৩, ব. ৮৭ ও ৮৯।

ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম—গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক। ক্ষত্রিয়ের-ও (প্রথম) তিন আশ্রম কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম বৈশ্যের। গৃহস্থাশ্রমই কেবল শূদ্রের উৎসব রূপে কর্ত্তব্য ॥ উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বামন পুরাণ বচন।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ, গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ, বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকং ॥ ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি। ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ। গার্হস্থ্যমুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ। উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বামনপুরাণ বচনং।

এতাবতা শূদ্র পুরুষের-ও বিবাহ অতি কর্ত্তব্য, যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রম ভিন্ন তাহার অন্য আশ্রম নাই। ও গৃহিণী বিনা গার্হস্থ্যাশ্রম হয় না, এবং যেহেতু শূদ্র পুরুষের-ও বিবাহই গার্ভিক পাপাদি বিমোচক ও সৎশূদ্রত্ব সম্পাদক সংস্কার কথিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩৩৩—৩৩৫।

এতেন শূদ্র পুরুষস্যাপি বিবাহোঽত্যাবশ্যকঃ, তস্য গার্হস্থেতরাশ্রমস্যানবলম্বনীয়ত্বাৎ গৃহিণীং বিনা চ গৃহস্থাশ্রমস্য অসিদ্ধত্বাৎ, তস্য বিবাহএব গার্ভিকপাপাদীনাং সম্যগ্ বিমোচকঃ সৎ শূদ্রত্ব সম্পাদকশ্চ সংস্কার ইত্যভিহিতত্বাচ্চ। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩৩৩—৩৩৫।

এক-তরফা।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহারা মণি বিবীরা সম্বন্ধে জানকী প্রসাদ আগরাওয়ালা।

নজীর

৩২৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

আদালতের জজেরা বিভিন্নমত হইয়া পৃথক্২ রায় দিলেন। চিফ্ জস্টিস্ সর্ জেম্স্ কালবিল সাহেব অল্পদিবস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ত্যাগপূর্ব্বক ইংল্যাণ্ডে গমন করিলে দ্বিতীয় জজ তাঁহার মতে একমত হইয়া যে রায় দেন, তদ্‌যথা,—শ্রীযুক্ত জ্যাক্সন সাহেব জজ (উক্তি করেন)—একণে আদালতের বিচার্য্য যাহা তাহা জাতি বিষয়ক, ও তদ্বিষয়ে বিবেচ্য কথা এই যে পিতার মরণে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারার অভিভাবকতা ভ্রাতাতে বা মাতাতে বর্ত্তে। জানকী প্রসাদের আফিডাবিটে (অর্থাৎ শপথ-পত্রে) প্রকাশ যে তৎপিতা রামচাঁদের সহিত এই বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তিরা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে কলিকাতায় আসিয়াছিল; বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে পিতার কাল হয়; তদনন্তর (ঐ বালিকার) মাতা বিবাহ সম্পন্ন করিতে অস্বীকার করেন, এবং ঐ বালিকাকে নিজ ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে দিতে চাহেন না।—আমার মতে সে ঐ বালিকার যথা-শাস্ত্র অভিভাবক। (ঐ বালিকার) মাতা যে আপত্তি করে তৎপোষকতায় বার জনে মিলিয়া আফিডাবিট্ করে, এবং যদি ব্যক্তির সংখ্যার আধিক্য কার্য্যকারক হয়, তবে (ঐ বালিকার মাতা যে বিবাহ দিতে চাহে তাহা অনিবর্ত্তনীয়। পরন্তু জাতি বিষয়ক আপত্তি সম্বন্ধে ঐ আফিডাবিট গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক। (অনন্তর মহামান্য জজ সাহেব আফিডাবিট্ গুলি মোলাহেজা করিলেন, এবং ঐ বালিকার মাতার ও তদাত্মীয়দের আফিডাবিট্ অসন্তোষজনক এবং অসম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন)। অনন্তর বিচার্য্য কথা এই যে পিতার মরণান্তে ঐ বালিকার বিবাহ দিবার অধিকার মাতাতে অথবা ভ্রাতাতে কিম্বা উভয় পক্ষকে বর্ত্তিয়াছে। ইউরোপ দেশীয় কল্পনায় আমি এমকদ্দমার বিচার করিতে পারি না। মনু হইতে এস্‌ট্রেঞ্জ্ পর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহের মত এই যে হিন্দু নারী অস্বতন্ত্রা, এবং ঐ শাস্ত্র যেমত সেই রূপে তাহা ব্যবহার করিতে আমি বাধিত (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রে. বা. ১, ২৪৪)। এবিষয়ে সংস্থাপিত যে সকল বিধান তাহা বলবত্ না রাখা অত্যন্ত আপদাস্পদ। এবং অত্যল্প ভিন্ন অন্য হিন্দু নারীদের বর্ত্তমান কালীয় অবস্থা উত্তমরূপে জানিত আছে; তাহাদের সর্ব্বস্বীকৃত সেই অবস্থার বিপরীত কোন কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মঞ্জুর করিতে পারি না। শাস্ত্রে স্পষ্ট প্রকাশ যে পিতার মরণে তাঁহার বিধবা পত্নীকে পুত্রদের সহিত একত্র থাকা উচিত, এবং এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের হিন্দু-ল-র ১বালামের ৩৬ পৃষ্ঠায় এই বিধান বিহিত হইয়াছে যে পিতা অবর্ত্তমানে (তাঁহার) কন্যার উপযুক্ত বর মনোনীত করার অধিকার প্রথমে পিতৃকুটুম্বদিগকে অর্শে তাহারা না থাকিলে মাতাকে অর্শে। এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের প্রণীত পুস্তকের ২৪ ও ৩০ পৃষ্ঠাতে এবং মেক্‌নাটন্ সাহেবের

হিন্দু ল-র ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠাতেও এই মত সদৃঢ়রূপে পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ যদিও শেষোক্ত গ্রন্থের এক পঙ্‌ক্তিতে তাহাতে সন্দেহ নিঃক্ষিপ্ত হওয়া বোধ হইতেছে তথাপি তৎপর পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তি এক পঙ্‌ক্তিতে সে সন্দেহ দূর করা হইয়াছে। চিফজষ্টিস্ আদালত্ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে বিখ্যাত ও বর্ত্তমান এক গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাকে অননুবাদিত এক গ্রন্থ প্রদর্শন করান, ঐ গ্রন্থ মতপ্রকাশিত মতের সম্পূর্ণ পোষক। অপরঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ মাতা নিজ আফিডাবিটের কোন স্থানে ভ্রাতার ঐ বৈধ অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন. এবং ঐ বালিকার সহিত ভ্রাতাকে দেখা করিতে দিতেও অস্বীকার করিয়াছেন এই বাক্যে তাহার অধিকার অস্বীকার করা দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত বিবেচনায়—মাতা বরাবর যেমত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন তাহা আমার সন্তোষজনক নহে, এবং শাস্ত্রের যে বিধান আমি বর্ণনা করিয়াছি তাহাই সংস্থাপিত বিধান স্থির করিয়া ঐ (সাবেক) হুকুম খরচা সমতে ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ সাল। পূ. কো. বুলনোয়ার রিপোর্ট (খণ্ড ২) পৃ. ১১১০।

ওএলস্ সাহেব জজ অবশিষ্ট দুই জজ হইতে পূর্ব্বেই ভিন্নমত হইয়াছিলেন, তিনি নিজ মত বহাল রাখিলেন।

কাহার সহিত কাহার বিবাহ নিষিদ্ধ।

ব্যবস্থা। ৩৯৯ অসজাতীয়া বিবাহ কলিতে নিষিদ্ধ *।

প্রমাণ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে—'সমুদ্র যাত্রা স্বীকার (অর্থাৎ সমুদ্রের চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ,) গৃহস্থের কমণ্ডলুধারণ, এবং অসজাতীয়া কন্যার সহিত দ্বিজের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) বিবাহ'—ইত্যাদি উল্লেখ পূর্ব্বক 'মনীষীরা কলিযুগে এই সকল কর্ম্মকে বর্জ্জিত করিয়াছেন'। আদিত্য পুরাণেও 'দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র গ্রাহ্য নয়, তথা অসজাতীয়া কন্যার সহিত দ্বিজের বিবাহ,' ইত্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক 'এই সকল কর্ম্ম লোকের রক্ষার্থে কলির আদিতে মহাত্মা বুধেরা রহিত করিয়াছেন। সাধুদের নিয়ম বেদবৎ মান্য' *।

৩৯৯ অসবর্ণাবিবাহো কলৌ নিষিদ্ধঃ *।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—'সমুদ্র যাত্রাস্বীকারঃ, কমণ্ডলুবিধারণং। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা'—ইত্যাদীন্যভিধায়, 'ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ'। আদিত্য পুরাণেচ—'দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ'—ইত্যাদীন্যভিধায় —'এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ' *।

* দ্রষ্টব্য—এসুট্রে. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৩৮ ও ৩৯। বি দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ১৪৯, ১৪২, ২১২।

জাতি বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শূদ্রের অসজাতীয়াবিবাহ মনুকর্ত্তৃকই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; যথা—"শূদ্রের সমান জাতীয়া ভার্য্যাই বিহিতা অসজাতীয়া বিধেয়া নয়, সজাতীয়ার গর্ভে যদি শত পুত্র-ও জন্মে তাহারা সমান অংশভাগি হইবে। মনু, অ. ৮, ব. ১৫৭।

শূদ্রস্য অসজাতীয়া বিবাহো মনুনৈব নিষিদ্ধঃ ; যথা—"শূদ্রস্যতু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে। তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্র-শতং ভবেৎ' ॥ অ. ৮, ব. ১৫৭।

ব্যবস্থা। ৪০০ পিতার সপিণ্ড§ (ও) সগোত্র ও সমানপ্রবরদের† মধ্যে এবঞ্চ মাতামহের সপিণ্ড ও সমানোদকদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

৪০০ পিতুঃ সপিণ্ড § (ও) সগোত্র সমানপ্রবরাণাঞ্চ মাতামহস্য চ সপিণ্ড সমানোদকানাং মধ্যে বিবাহো নিষিদ্ধঃ।

প্রমাণ। ।০ পিতার সগোত্রাকে অজানতঃ বিবাহ করিলে তাহাকে মাতৃবৎ পালন করিবে ‡। বৌধায়ন।

।০ সগোত্রাঞ্চেদমত্যা উপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াৎ ‡। বৌধায়নঃ।

৵০ সগোত্রা বা সমানপ্রবরা বিবাহেও তৎ সংসর্গে ব্রাহ্মণত্ব যায়, ও তদুৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হয় ‡।

৵০ সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। তস্যামুৎপাদ্য চণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ‡ ॥

৶০ যে কন্যা (বরের) মাতার অসপিণ্ডা § ও পিতার অসগোত্রা সে দ্বিজদিগের বিবাহে ও সংসর্গে প্রশস্তা ॥ মনুঃ, অ. ৯, ব.।

৶০ অসপিণ্ডা § চ (ও) যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ মনুঃ, অ. ৯, ব.

---

† প্রবর—গোত্রস্থাপক মুনির নির্দ্দেশক মুনিগণ। প্রবরের সংখ্যার ও সংজ্ঞার ন্যূনাতিরেক না হইলে অর্থাৎ সমান হইলে সমান প্রবর হয়।

† প্রবরস্তু—গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ। সমানপ্রবরত্বং—সংখ্যা সংজ্ঞয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বং। উদ্বাহতত্ত্বং।

‡ দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব।

‡ দ্রষ্টব্যং—উদ্বাহতত্ত্বং।

§ বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তিন পুরুষ লেপভোক্তা, পিত্রাদি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডভাগি। যে পিণ্ডদাতা সে সপ্তম, সপিণ্ডতা সাপ্তপৌরুষিক।

§ লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং।

(অ) সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা, যথা বক্ষ্যমাণ বচনে—"সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হয়"। এতাবতা ভাবার্থ এই যে মাতামহাদির বংশজা যে কন্যা (সেও অবিবাহ্যা)। চ—শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে মাতামহ সগোত্রাকে মাতৃ বংশ পরম্পরা তাহার জন্ম ও নাম না জানা গেলে * বিবাহ করা যাইতে পারে। কুল্লূক ভট্টঃ।

(অ) সপ্তম পুরুষপর্য্যন্তং সপিণ্ডতাং বক্ষ্যতি—'সপিণ্ডতাতু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে'।—তেন মাতামহাদি বংশজা যা ভবতীত্যর্থঃ। চ—শব্দান্মাতামহসগোত্রাপি মাতৃবংশ পরম্পরা জন্মনাম্নোঃ প্রত্যভিজ্ঞানে* সতি ন বিবাহ্যা, তদিতরাতু মাতৃসগোত্রাপি বিবাহ্যেতি সংগৃহীতং। কুল্লূকভট্টঃ।

প্রমাণ। ।০ কেচিন্মতে মাতার সগোত্রাকে বিবাহ কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু তাহার জন্ম ও (বংশের) নাম না জানাগেলে বিনা শঙ্কায় বিবাহ করিতে পারে॥ কল্লূক ভট্ট ধৃত ব্যাস-বচন।

।০ সগোত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহ কর্ম্মণি। জন্মনাম্নোরবিজ্ঞানে উদ্বহেদবিশঙ্কিতঃ॥ কল্লূকভট্টধৃত ব্যাসবচনং।

" ।/০ 'কোন দ্বিজাতি সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে তথা মাতুল সুতা ও মাতৃ সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে'—বশিষ্ঠের বলিয়া মেধাতিথি কর্ত্তৃক এই যে বচন লিখিত হইয়াছে, ইহাও মাতৃ বংশের জন্ম নাম পরিজ্ঞানবিষয়ক। কুল্লূকভট্ট।

।/০ যত্তু মেধাতিথিনা বশিষ্ঠ নাম্না মাতৃ সগোত্রানিষেধ বচনং লিখিতং—'পরিণীয় সগোত্রান্তু সমানপ্রবরান্তথা। তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃগোত্রাস্তথৈবচ'॥—তদপি মাতৃবংশ জন্ম নাম পরিজ্ঞান বিষয়ং। কুল্লূকভট্টঃ।

" ।৵০ মাতামহের সমানোদকাও বিবাহ্যা নয়। উদ্বাহতত্ত্ব।

।৵০ মাতামহ সমানোদকাপ্যবিবাহ্যা। উদ্বাহতত্ত্বং।

" ।৶০ পিসীর কন্যা বা মাসীর কন্যাকে ও মাতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, ও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপালন করিবে †। সুমন্তু।

।৶০ পিতৃস্বস্সুতাং মাতৃস্বস্সুতাং মাতৃসগোত্রাং সমানার্ষেয়ীং বিবাহ্য চান্দ্রায়ণং চরেৎ পরিত্যজ্যচৈনাং বিভৃয়াৎ †। সুমন্তুঃ।

* জন্ম নাম না জানা গেলে—এই উক্তিতে সমানোদক বোধ্য, যথা বক্ষ্যমাণ বচনে ব্যক্ত—'সমানোদক সম্বন্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষে নিবৃত্ত হয়। কেচিন্মতে তাহা জন্ম নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত, তৎপরে গোত্রমাত্র বলাযায়।

* জন্মনাম্নোরবিজ্ঞানেন—'সমানোদকো বোধ্যঃ, সমানোদক ভাবস্তু নিবর্ত্ততা চতুর্দ্দশাৎ। জন্মনাম্নোঃ স্মৃতেরেকে তৎপরং গোত্রমুচ্যতে' ইতি বচনাৎ।

† দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব।

" ॥০ সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে ভার্য্যা করিবে না, এবং মাতা হইতে পঞ্চমী ও পিতা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না *। বিষ্ণু-সূত্র।

॥০ ন সগোত্রাং সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। মাতৃতস্ত্বাপঞ্চমাৎ পিতৃতস্ত্বাসপ্তমাৎ*। বিষ্ণু-সূত্রং।

" ॥/০ হে নৃপ পিতৃপক্ষের সপ্তমী ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত (ত্যাগ করিয়া*) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিবে। বিষ্ণু-পুরাণ।

॥/০ সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং। উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ *॥ বিষ্ণু-পুরাণং। সপ্তমীং পঞ্চমীং পরিত্যজ্যেতি শেষঃ †।

" ॥৶০ পিতা মাতার বন্ধু হইতে সপ্তম ও পঞ্চম পর্য্যন্তকে, তথা সগোত্রা ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে না *॥ নারদ।

॥৶০ আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃ মাতৃতঃ অবিবাহ্যা সগোত্রাচ সমানপ্রবরা তথা *॥ নারদঃ।

এতাবতা—

তেন—

ব্যবস্থা। ৪০১ পিতৃপিতামহাদি সপ্ত পুরুষের সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্যা নয়, এবং মাতামহ প্রমাতামহাদি পঞ্চ পুরুষের পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্যা নয়, এবং পিতৃবন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধ ঘটকদের সপ্ত পর্য্যন্তের সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্যা নয়, এবঞ্চ মাতৃবন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধঘটকদিগের পঞ্চ পর্য্যন্তের পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্যা নয়‡। উদ্বাহতত্ত্ব॥

৪০১ পিতৃপিতামহাদীনাং সপ্তানাং সন্ততিঃ সপ্তমী পর্য্যন্তা নোদ্বাহ্যা, এবং মাতামহপ্রমাতামহাদীনাং পঞ্চানাং সন্ততিঃ পঞ্চমীপর্য্যন্তা নোদ্বাহ্যা, এবং পিতৃবন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধঘটকানাং সপ্তানাং সন্ততিঃ সপ্তমী পর্য্যন্তা নোদ্বাহ্যা, এবঞ্চ মাতৃবন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধঘটকানাং পঞ্চানাং সন্ততিঃ পঞ্চমী পর্য্যন্তা নোদ্বাহ্যা ‡। উদ্বাহতত্ত্বং।

প্রমাণ। যে পূর্ব্বজ হইতে সন্তান ভেদ হয় তাঁহাকে লইয়া ধীমান্ ব্যক্তি বর ও কন্যা পর্য্যন্ত গণনা করিবেন। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন।

সন্তানো ভিদ্যতে যস্মাৎ পূর্ব্বজাত্তুভয়ত্রচ। তমাদায় গণেদ্ধীমান্ বরং যাবচ্চ কন্যকাং। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচনং।

---

*দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব। †স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা।

‡ এই সকলের বিস্তার ৬৭৫ পৃষ্ঠার নোটে লিখিত হইল, তাহা দ্রষ্টব্য।

" বন্ধু হইতে গণনাতেও তত্তৎ সন্তানভেদক বীজপুরুষকে লইয়া গণনা করিতে হইবে, উক্ত মাতৃবন্ধুর পিতৃবন্ধুর মাতা ব্যতিরিক্ত মাতামহী ও পিতামহী প্রভৃতি স্ত্রী পরম্পরা গণনীয়া নয়। 'পিতৃ মাতৃ বন্ধু হইতে সপ্তম পঞ্চম পর্য্যন্ত'—এই নারদবচনে পুংলিঙ্গ বিশেষণ বিহিত হওয়াতে পুরুষই বিবক্ষিত*। বিবাহতত্ত্বার্ণবের-ও এই মত।

বন্ধ্বপেক্ষয়া গণনেঽপি পূর্ব্ববৎ তত্তৎ সন্তানভেদকানাং বীজিনাং পুংসামেব গ্রহণং নতূপদিষ্ট মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু মাতৃব্যতিরিক্তানাং মাতামহাদি পিতামহ্যাদি স্ত্রী পরম্পরাণাং গ্রহণং—'আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃ মাতৃতঃ—ইতি নারদ বচনে পুংস্তুস্য বিধেয় বিশেষণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ*। এবমেব বিবাহতত্ত্বার্ণবঃ।

ব্যবস্থা। ৪০২ দত্তক পুত্র নিজ গ্রহীতার এবং জনকের সগোত্রা বা সপিণ্ডাকে বিবাহ করিবে না।

৪০২ দত্তকস্য গ্রহীতুঃ জনকস্য চ সগোত্রা সপিণ্ডাচ নোদ্বাহ্যা।

প্রমাণ। /০ মাতার অসপিণ্ডা বা পিতার অসগোত্রা কন্যা দ্বিজাতিদের বিবাহে ও সংসর্গে প্রশস্তা। চ-কার ব্যবহার হেতু পিতার অসপিণ্ডা-ও (প্রশস্তা) এই মনুবচনে—দত্তকের গ্রহীতার মাত্র গোত্র হইলেও, তজ্জনকের-ও সপিণ্ডা ও সগোত্রা ত্যাগ নিমিত্ত 'পিতার' এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। দত্তকচন্দ্রিকা, পৃ. ২৬।

/০ অসপিণ্ডাচ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ চ-কারাৎ পিতুরসপিণ্ডাচ—ইতি মনুবচনে গ্রহীতৃমাত্র গোত্রস্যাপি দত্তকস্য জনকস্যাপি সপিণ্ডা সগোত্রাবর্জ্জনায় পিতুরিতিপদোপাদানাৎ। দত্তকচন্দ্রিকা, পৃ. ২৬।

৵০ শূলপাণি-ও কহেন—'ক্ষেত্রজাদি দ্বিপিতৃক পুত্রের কেবল ক্ষেত্রিমা-

৵০ শূলপাণিভিশ্চ—'ক্ষেত্রিমাত্র গোত্রস্য দ্বিপিতৃকস্য ক্ষেত্রজাদের্বী-

---

* এই সকলের বিস্তার যথা—

পিতার পিসীর ও মাসীর ও মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবন্ধু,—ইঁহাদের প্রত্যেককে লইয়া তদূর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধঘটক সপ্তের গণনা, তদ্যথা,—১পিতার পিসীর পুত্র,—২ এই পুত্রের মাতা,—৩ মাতামহ, ৪ প্রমাতামহ,—৫ বৃদ্ধ প্রমাতামহ,—৬ অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ,—৭ অত্যতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ। এই রূপ,—১ পিতার মাসীর পুত্র,—২ এই পুত্রের মাতা,—৩ মাতামহ,—৪ প্রমাতামহ,—৫ বৃদ্ধ প্রমাতামহ,—৬ অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ,—৭ অত্যতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ।—তথা, ১—পিতার মাতুল-পুত্র, ২—ইহার পিতা—৩ পিতামহ,—৪ প্রপিতামহ, ৫ বৃদ্ধ প্রপিতামহ,—৬ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—৭ অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। ইঁহাদের প্রত্যেকের সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহ্যা।

মাতার পিসীর ও মাসীর ও মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবন্ধু,—ইঁহাদের প্রত্যেককে লইয়া তদূর্দ্ধতনসম্বন্ধঘটক পঞ্চের গণনা, তদ্যথা—১মাতার পিসীর পুত্র,—২ তস্য মাতা,—৩ মাতামহ,—৪প্রমাতামহ ৫ বৃদ্ধ প্রমাতামহ। এই রূপ,—১ মাতার মাসীর পুত্র,—২ তস্য মাতা,—৩ মাতামহ,—৪ প্রমাতামহ,—। ৫ বৃদ্ধ প্রমাতামহ,। তথা—মাতার মাতুল-পুত্র,—২ এই পুত্রের পিতা,—৩ পিতামহ,—৪ প্রপিতামহ, ৫ বৃদ্ধ প্রপিতামহ,। ইঁহাদের প্রত্যেকের পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ্যা নয়।

ত্রের গোত্র হইলেও তাহাদের জনকের সগোত্রা বর্জ্জনের নিমিত্ত পিতৃপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব।

পিতৃবর্গ যত থাকেন, দত্তকাদি পুত্র স্বকীয় পিত্রাদির সহিত তাঁহাদের সপিণ্ডীকরণ করিবে। তৎ পুত্রেরা দত্তকাদিকে লইয়া দুই পুরুষের ও তৎ পৌত্রেরা এক পুরুষের সঙ্গে সপিণ্ডীকরণ করিবে, চতুর্থ পুরুষে পিণ্ডচ্ছেদ (হইবে,) অতএব এই সাপিণ্ড্য ত্রৈপুরুষিক'—এই কার্ষ্ণাজিনি বচনদ্বারা দত্তকের জনক কুলে অবয়বান্বয় সাপিণ্ড্য ও প্রতিগ্রহীতার কুলে পিণ্ডান্বয় সাপিণ্ড্য ত্রৈপুরুষমাত্র হউক, তাহা নয়, যেহেতু বিবাহে এরূপ সাপিণ্ড্য গণ্য নহে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণোক্ত পিতৃপক্ষে সাত পুরুষ ও মাতামহ পক্ষে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা জ্ঞাতব্য, ইহাতে কোন আপত্তি নাই। দত্তকচন্দ্রিকা, পৃ. ২৩।

তৎসাংদৃষ্টিকন্যায়ে —

ব্যবস্থা। ৪০৩ দত্তকের গ্রহীত্রীর এবং জননীর-ও সমানোদকা ও সপিণ্ডা বর্জন কর্ত্তব্য *।

কারণ। যেহেতু গ্রহীত্রীর পিতৃকুলের সহিত পিণ্ডান্বয়দ্বারা সপিণ্ডতা হইয়াছে, ও জননীর পিতৃকুলের সহিত অবয়বান্বয়দ্বারা সপিণ্ডতা আছে *।

ব্যবস্থা। ৪০৪ প্রাগুক্ত মনু শাতাতপ বচনে—দ্বিজাতির (মাত্র) যে উল্লেখ সে শূদ্রের প্রতি সগো-

ভিন্নসগোত্রাবর্জ্জনায় পিতুস্ত্রিত্যুক্তং'। দ্রষ্টব্যং—উদ্বাহতত্ত্বং।

যাবন্তঃ পিতৃবর্গাঃ স্যু স্তাবন্তি দত্তকাদয়ঃ। প্রেতানাং যোজনং কুর্য্যুঃ স্বকীয়ৈঃ পিতৃভিঃসহ॥ দ্বাভ্যাং সহাথ তৎপুত্রা পৌত্রাশ্চৈকেন তৎসমং॥ চতুর্থে পুরুষেচ্ছেদস্তস্মাদেষা ত্রিপৌরুষীতি কার্ষ্ণাজিনিবচনে' দত্তকস্য জনককুলে সাপিণ্ড্যং অবয়বান্বয়েন, প্রতিগ্রহীতৃকুলেচ পিণ্ডান্বয়েন সাপিণ্ড্যং ত্রিপৌরুষং স্যাদিতিচেন্ন,—যতো বিবাহে নৈতৎ সাপিণ্ড্যমুপযুজ্যতে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণং পরিভাবিতং পিতৃপক্ষে সাপ্তপৌরুষং মাতামহ পক্ষে পাঞ্চপৌরুষঞ্চেতি ন কাপ্যনুপপত্তিঃ। দত্তকচন্দ্রিকা পৃ. ২৩।

তৎসাংদৃষ্টিকন্যায়েন —

৪০৩ দত্তকস্য গ্রহীত্র্যাঃ জনন্যাশ্চ সমানোদকা সপিণ্ডাচ বর্জনীয়া* ।

গ্রহীত্র্যাঃ পিতৃকুলেন সহ পিণ্ডান্বয়েন সপিণ্ডত্বাৎ। জনন্যাঃ পিতৃকুলেন সহ অবয়বান্বয় সম্বন্ধস্য বিদ্যমানত্বাৎ*।

৪০৪ প্রাগুক্ত মনু শাতাতপ বচনে দ্বিজাতি গ্রহণং সগোত্রা-

*দ্রষ্টব্য—দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তক-মীমাংসা।

ত্রা বিবাহ অনিষেধ নিমিত্ত, পরন্তু সপিণ্ড ও সমানোদক মধ্যে বিবাহ শূদ্রের প্রতিও অবিশেষে নিষিদ্ধ। উদ্বাহতত্ত্ব।

,, ৪০৫ শূদ্রের প্রতি সপিণ্ড-বর্জ্জন বিধান হওয়াতে প্রাগুক্ত সপ্তমী পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যাও শূদ্রের বিবাহ্যা নয়।

কারণ। যেহেতু উক্ত সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা সাপিণ্ডান্তর্গতা।

ব্যবস্থা। ৪০৬ পরন্তু সপ্তমী ও পঞ্চম্যন্তর্গতা হইলেও যে কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা সে অবিবাহ্যা নয় *।

প্রমাণ। ।০ নিকট সম্পর্কীয়া হইলেও তিন গোত্রের মধ্যে না পড়িলে বিবাহ করা যাইতে পারে †।

" ৵০ যে কন্যার সহিত জল বা পিণ্ড দ্বারা সম্পর্ক না থাকে, অথবা যে ত্রিগোত্রান্তরিতা তাহাকে দ্বিজেরা বিবাহ করিতে পারে † ॥ বৃহন্মনু।

বন্ধুর সন্ততির তিন গোত্র গণনা সর্ব্বত্র ঐ বন্ধু হইতে, পিতার ও মাতার মাতুলপুত্র রূপ বন্ধুর-ও ঊর্দ্ধতন পুরুষের সন্ততির ত্রিগোত্র গণনা তাহার নিজ হইতে। আর আর পিতৃবন্ধু ও

বর্জ্জনে শূদ্রস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং, সপিণ্ড সমানোদকতাতু শূদ্রেঽপ্যবিশিষ্টা। উদ্বাহতত্ত্বং।

৪০৫ শূদ্রাণাং পক্ষে সপিণ্ডবর্জ্জন বিধানাৎ প্রাগুক্ত সপ্তমী পঞ্চমীপর্য্যন্তা কন্যাপি তৈরবিবাহ্যা।

তাসাং সপিণ্ডান্তর্গতত্বাৎ।

৪০৬ পরন্তু সপ্তমী পঞ্চম্যন্তর্গতাপি যা কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা সা নাবিবাহ্যা*।

।০ সন্নিকর্ষেঽপি কর্ত্তব্যং ত্রিগোত্রাৎ পরতো যদি †। মৎস্যপুরাণং।

৵০ অসম্বন্ধা ভবেদ্‌যাতু পিণ্ডেনৈবোদকেন বা। সা বিবাহ্যা দ্বিজাতীনাং ত্রিগোত্রান্তরিতা চ যা † ॥ বৃহন্মনুঃ।

বন্ধ্বপেক্ষয়া ত্রিগোত্রগণনং পরতঃ সর্ব্বত্র। পূর্ব্বতস্তু পিতুর্মাতুশ্চ মাতুলপুত্ররূপ বন্ধোরপি স্বাপেক্ষয়া

* যথা,—প্রপিতামহ কাশ্যপগোত্রা (১), তৎকন্যা সাণ্ডিল্য-গোত্রা (২), তৎকন্যা সাবর্ণ-গোত্রা (৩), ও তৎকন্যা বাৎস্যগোত্রা (৪), হইলে এই শেষোক্তকন্যার অবিবাহিতা কন্যা বাৎস্যগোত্রা হওয়াতে ত্রিগোত্রান্তরিতা অতএব বিবাহ্যা। পিতৃ ও মাতৃ বন্ধুদের সম্বন্ধে ত্রিগোত্র গণনারম্ভ উপরিধৃত উদ্বাহতত্ত্বোক্তমতে করিতে হইবে।

† দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব।

মাতৃবন্ধুদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের সন্ততির ত্রিগোত্র গণনা ঐ বন্ধুর মাতামহ গোত্র হইতে *।

অন্যোষাং বন্ধূনাং মাতামহ গোত্রাপেক্ষয়া ত্রিগোত্র গণনং *।

বিবেচনা। "অসমান গোত্রা বা প্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিবে, মাতা হইতে পঞ্চ ও পিতা হইতে সপ্ত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে, অথবা মাতা হইতে তিন ও পিতা হইতে পঞ্চ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে"। পৈঠীনসির এই বচন ব্যাখ্যানে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা—"বস্তুতঃ, তৃতীয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে, ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে অধিক পাপ, নতুবা 'মাসীর ও পিসীর দুহিতারা ও মাতুলের, কন্যারা ধর্ম্মতঃ ভগিনী, তাহারদিগকে বিবাহ করিবে না,'। পৈঠীনসির এই বচনান্তরের কি গতি হইবে"। কিন্তু শূলপাণি কহেন—'তিন ও পাঁচ বর্জিবে—এই উক্তি আসুরাদি বিবাহে অথবা ক্ষত্রিয়াদি (তিন) জাতির বিবাহে প্রযুজ্য'*।—এতাবতা উভয়ের মতেই পিতা হইতে পঞ্চমী ও মাতা হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত বর্জিয়া উক্ত সপ্তমী পঞ্চমান্তর্গতা কোন কন্যার সহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মাদি বিবাহ অসিদ্ধ, অধিকন্তু স্মার্ত্তের মতে তাহা অধিক পাপ-জনক। শূলপাণির মতে তাদৃশ কন্যার সহিত ক্ষত্রিয়াদির সর্ব্বপ্রকার বিবাহ এবং সর্ব্বজাতির আসুরাদি বিবাহ অসিদ্ধ নয়। পরন্তু স্মার্ত্তের মতে তাদৃশ কন্যার সহিত কোন জাতীয়েরই বিবাহ সিদ্ধ নয়, অথচ অধিক পাপজনক। উভয়ের মতই কিন্তু গৌড়ে গৌরবান্বিত।

"অসমানার্ষেয়ীং কন্যাং বরয়েৎ পঞ্চ মাতৃতঃ পরিহরেৎ সপ্ত পিতৃতঃ, ত্রীন্ মাতৃতঃ পরিহরেৎ পঞ্চ পিতৃতো বা"॥ ইতি পৈঠীনসি বচন ব্যাখ্যানে রঘুনন্দনেন এবমেব সংগৃহীতং—'বস্তুতঃ ত্রীন্ ইত্যাদি অধিক দোষার্থং অন্যথা 'মাতৃস্বস্থ পিতৃস্বস্থ দুহিতরো মাতুলসুতাশ্চ ধর্ম্মতস্তা ভগিন্যোভবন্তি—তাবর্জয়েৎ, ইতি পৈঠীনসি বচনান্তরস্য কা গতিঃ"।—শূলপাণিভিস্তু 'ত্রীন্ পঞ্চেত্যাসুরাদি বিবাহ বিষয়ং, ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ বিষয়ঞ্চেতি, ইত্যবধৃতং'।—এতাবতা উভয়োরেব মতে পিতৃতঃ পঞ্চমী মাতৃতশ্চ তৃতীয়া পর্য্যন্তং বর্জয়িত্বা তত্তৎ সপ্তমীনাং পঞ্চমীনাঞ্চ মধ্যে যয়া কয়া কন্যয়া সহ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মাদি বিবাহোঽসিদ্ধঃ, অধিকন্তু রঘুনন্দনমতে তৎপাণিগ্রহণেঽধিক পাপং। শূলপাণি মতে ক্ষত্রিয়াদীনাং তাদৃশ কন্যাভিঃ সহ সর্ব্ববিবাহঃ সর্ব্বজাতীয়ানাঞ্চাসুরাদি বিবাহো নাসিদ্ধঃ, রঘুনন্দনমতে পুনস্তাভিঃ সহ সর্ব্ব জাতীয়ানাং বিবাহোঽসিদ্ধঃ অধিক পাপজনকশ্চ। পরন্তূভয়োরেব মতং গৌড়ে গৌরবান্বিতং।

* দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্ব।

কর। ফলতঃ, যথা শূলপাণি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাদৃশ কন্যাদের সহিত সর্ব্বজাতীয়ের আসুরাদি বিবাহ ও ক্ষত্রিয়াদির সর্ব্ব বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বোধ হইতেছে। যেহেতু শূলপাণির মত উক্ত সুমন্তুবচনের সহিত অধিকাংশে মিলে, এবং বক্ষ্যমাণ বচন কতিপয় তাহার বিলক্ষণ পোষক।

"সপ্তমী ছাড়াইয়া বিবাহ করিবে, তদভাবে সপ্তমী কন্যাকে তদভাবে পঞ্চমী কন্যাকে বিবাহ করিবে, পিতৃপক্ষে এই বিধি ॥ শাকটায়ন (কহেন) উভয় পক্ষেই সপ্তমী তথা ষষ্ঠী ও পঞ্চমী কন্যার অথবা তৃতীয়া বা চতুর্থী কন্যার বিবাহ দেওয়াইবে"*।

"সপ্তমীর ঊর্দ্ধ মুখ্যকল্প—যেহেতু বচন এই যে তদভাবে সপ্তমী বিবাহ করিবে; পঞ্চমীর ঊর্দ্ধ মুখ্য কল্প—যেহেতু তদভাবে পঞ্চমী বিবাহ করিবে ইহা বচনে আছে, দুই পক্ষেই ইহা সর্ব্বমতে অনুকল্প"। কেশব বৈজয়ন্তীর এই মত*।

"কিন্তু প্রতীতি হইতেছে যে যে কন্যার দেশানুরূপে ও কুলাচারানুসারে বিবাহ হয় তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য"*। চতুর্ব্বিংশতি (ঋষির এই) মত।

ব্যবস্থা। ৪০৭ জননার সপত্নীর ভ্রাতৃকন্যা এবং ঐ কন্যার কন্যা বিবাহ্যা নয়া।

প্রমাণ। পিতার সকল পত্নী-ই মাতা, উঁহাদের ভ্রাতারা মাতুল, ইঁহাদের কন্যারা ভগিনী, এই ভগিনীদের

ফলতঃ, যথা শূলপাণ্যুক্ত তাদৃশীভিঃ কন্যাভিঃ সহ সর্ব্বজাতীয়ানাং আসুরাদি বিবাহঃ- ক্ষত্রিয়াদীনাং সর্ব্ববিবাহশ্চ অসিদ্ধো ভবিতুং নার্হতীত্যবগম্যতে। তন্মতস্য উক্ত সুমন্তুবচনেন সহাধিকাংশেনৈক্যাৎ বক্ষ্যমাণবচনানাং তৎপোষকত্বাচ্চ।

"উদ্বহেৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং তদভাবেতু সপ্তমীং। পঞ্চমীং তদভাবেতু পিতৃপক্ষেত্বয়ং বিধিঃ ॥ সপ্তমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং পঞ্চমীঞ্চ তথৈবচ। এবমুদ্বাহয়েৎ কন্যাং ন দোষঃ শাকটায়নঃ। তৃতীয়াম্বা চতুর্থীম্বা পক্ষয়োরুভয়োরপি"* ॥

"সপ্তমাদূর্দ্ধমিতি মুখ্যকল্পঃ—তদভাবে সপ্তমীতি বচনাৎ; পঞ্চমাদূর্দ্ধমিতি মুখ্যকল্পঃ—তদভাবে পঞ্চমীতি পক্ষদ্বয়েঽপ্যয়ং সর্ব্বমতেনানুকল্প" ইতি কেশব বৈজয়ন্তী*।

"যাতু দেশানুরূপেণ কুলমার্গেণ চোদ্বহেৎ নিত্যং স ব্যবহার্য্যঃ স্যাদেতদেব প্রতীয়েত"* ইতি চতুর্ব্বিংশতিমতং।

৪০৭ মাতৃ সপত্ন্যাঃ ভ্রাতৃকন্যা তস্যাঃ কন্যাচ অবিবাহ্যা।

সর্ব্বাঃ পিতৃপত্ন্যঃ মাতরঃ তদ্ভ্রাতরোঽপি মাতুলাঃ তদ্দুহিতরো ভগিন্যস্তদপত্যানি ভাগিনেয়্যঃ তাশ্চা-

* দত্তকমীমাংসার টীকা পৃ. ২৪।

* দ্রষ্টব্য—উদ্বাহতত্ত্বে।

কন্যারা ভাগিনেয়ী, এতৎদ্বয়ের সহিত বিবাহ হইতে পারে না, নতুবা তাহারা সঙ্করোৎপাদিনী হইবে। তথা অধ্যাপকের কন্যাও বিবাহ্যা নয় *। সুমন্তু।

যদ্যপি মাতৃসপত্নী ভ্রাতারা মাতুল হওয়াতে তাহাদের দুহিতারা ও তৎসন্ততিরা ভগিনী ও ভাগিনেয়ী, তথাপি বিশেষ তাহাদের উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে এই দুইকেই বিবাহ করিবে না*। ঐ

ব্যবস্থা। ৪০৮ মাতৃনাম্নী কন্যা অবিবাহ্যা* ॥ ঐ।

প্রমাণ। তাহা মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'মাতার যে নাম গুপ্ত বা সুপ্রসিদ্ধ সে নাম যে কন্যার তাহাকে মাতৃনাম্নী বলা যায় ॥ ভ্রম ক্রমে কেহ যদি তাহাকে বিবাহ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ দ্রষ্টব্য উদ্বাহতত্ত্ব।

'যে কুলজা কন্যা মাতৃনাম্নী বিবাহে পিতামাতার অনুজ্ঞাতে বিপ্রদের দ্বারা তাহার অন্য নাম দেওয়াইবে'—এই যে রাজমার্ত্তণ্ডীয় বচন ইহা বাগদানোত্তর নাম জ্ঞান বিষয়ে প্রযুজ্য, নতুবা পূর্ব্ব নিষেধ ব্যর্থতার আপত্তি ঘটে। উদ্বাহতত্ত্ব। এতাবতা—

ব্যবস্থা। ৪০৯ বাগ্দানের পর যদি জানা যায় যে ঐ কন্যা মাতৃনাম্নী, তবে তৎপিতা মাতার অনুজ্ঞাতে বিপ্রদ্বারা তাহার অন্য নাম রাখিয়া বিবাহ করিলে সে বিবাহ অসিদ্ধ নয়।

বিবাহ্যাঃ, অন্যথা সঙ্করকারিণ্যস্তথাধ্যাপরিত্বুরেবেতি* ॥ সুমন্তুঃ। উদ্বাহতত্ত্বং।

যদ্যপি তেষাং মাতুলত্বেন অর্থাৎ তদ্দুহিতৃতদপত্যয়োর্ভগিনীত্বে ভাগিনেয়ীত্বে তথাপি তদুপাদানং তয়োরেব বর্জ্জনার্থং*। ঐ।

৪০৮ মাতৃনাম্নী কন্যা অবিবাহ্যা*। ঐ।

তদাহ মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে 'মাতুর্যন্নাম গুহ্যং স্যাৎ সুপ্রসিদ্ধমথাপি বা। তন্নাম্নী যা ভবেৎ কন্যা মাতৃনাম্নীং প্রচক্ষতে ॥ প্রমাদাদ্ যদি গৃহ্নীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ততশ্চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তাং কন্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ উদ্বাহতত্ত্বং দ্রষ্টব্যং।

যত্তু 'মাতৃনাম্নী যদা কন্যা বিবাহে কুলজাহি সা। বিপ্রৈর্নামান্তরং কার্য্যং তস্যাঃ পিত্রোরনুজ্ঞয়া,—ইতি রাজমার্ত্তণ্ডীয় বচনং তদ্বাগ্দানোত্তর নামজ্ঞানে বোধ্যং অন্যথা পূর্ব্বনিষেধ বৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যুদ্বাহতত্ত্বং। তেন—

৪০৯ বাগ্দানোত্তরং কন্যায়াঃ মাতৃনাম্নীত্বে পরিজ্ঞাতে তস্যাঃ পিত্রোরনুজ্ঞয়া বিপ্রৈর্নামান্তরদানানন্তরং বিবাহে সতি অসৌ নাসিদ্ধঃ।

---

* দত্তকমীমাংসার টীকা পৃ. ৭০।

থাকিলে, ঐ মৃত ব্যক্তির পতিত্ব বা পত্নীত্ব সম্বন্ধে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে, এবং পুত্র থাকিলেও ঐ জীবিত ব্যক্তি পরিণয়ন সম্বন্ধহেতু মৃত পতির বা পত্নীর তর্পণাদি করিতে শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। পাতিত্যাদি অবস্থায় মরণেও জায়াপতিত্ব সম্বন্ধ লুপ্ত হয় না, কেননা উভয়ে তদবস্থাপন্ন হইলেও দম্পতি থাকে, উভয়ের একে তদবস্থ হইলে তদবস্থাতেই অথবা প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হইয়া অন্যের সঙ্গে জায়াপতিরূপে বাস করিতে পারে।—পক্ষান্তরে ঐ দুয়ের মধ্যে যে পতিতাদিরূপ মৃতাবস্থাপন্ন হয় নাই সে তদবস্থাপন্নের সহিত মিলিয়া উভয়ে তদবস্থায় অবস্থান করিতে পারে, এবং এই তিন প্রকার মেলনেই তদুভয়ের জায়াপতিত্বরূপ সম্বন্ধ—যাহা তাহাদের বিচ্ছেদকাল ব্যাপিয়া সুপ্তরূপে স্থগিত ছিল—তাহা পুনর্ব্বার জাগ্রত হয়। এতাবতা দম্পতির মধ্যে একের প্রায়শ্চিত্ত বিনা পতিতাবস্থায় মরণকালে অন্যে অপতিতাবস্থায় বাঁচিয়া থাকিলেই কেবল বিবাহ বা জায়াপতিত্ব সম্বন্ধের ধ্বংস হইতে পারে, যেহেতু তখন তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকাতেই জীবিত ব্যক্তিকে ঐ মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং সাময়িক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে হইবে না। তাহা শঙ্খলিখিত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—'পতিতের সম্বন্ধি ধনাধিকার ও জলপিণ্ড লোপ হয় *'॥ ব্রহ্মপুরাণেও উক্তরূপ বিধান হইয়াছে, যথা,—'পতিতের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই, অস্থিসঞ্চয়ও নাই*'॥

স্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকং করিষ্যতি। এবং পুত্রসত্ত্বেঽপি স জীবিত জনঃ পরিণয়ন সম্বন্ধেন মৃতজনস্য তর্পণাদিকং কর্ত্তুং শাস্ত্রেণাদিষ্টঃ। পাতিত্যাদ্যবস্থায়াং মরণেঽপি জায়াপতিত্ব সম্বন্ধস্য লোপো ন ভবতি, যতঃ উভয়োঃপাতিত্যেঽপি দম্পতিত্বং নষ্টী য়তে, উভয়োরেকস্য জনস্য তদবস্থাপ্রাপ্তৌ তস্যামবস্থায়াং কৃতপ্রায়শ্চিত্তাবস্থায়াম্বা সোঽপরেণসহ জায়াপতিত্ব সম্বন্ধেন বস্তুং শক্নোতি।—পক্ষান্তরে, তদুভয়োর্মধ্যে যোজনঃ পতিতাদিরূপমৃতাবস্থোনাভূৎ, স তদবস্থাপন্নেন সহ মিলিত্বা উভৌ তদবস্থায়ামবস্থাতুং শক্নুতঃ। এতাবতা উক্ত ত্রিবিধ সঙ্গমেন তয়োর্বিয়োগদশায়াং সুপ্তইব স্থগিত জায়াপতিত্ব সম্বন্ধঃ পুনর্জাগৃতো ভবতি। অতঃ প্রায়শ্চিত্তেন বিনা পতিতাবস্থায়ামেকজনস্য নিধন কালীনমপরস্য শুদ্ধাবস্থায়াং জীবনমেব জায়াপতিত্ব সম্বন্ধস্য ধ্বংসকারণং, যতস্তদা তয়োঃ পরস্পর সম্বন্ধ বিনাশাৎ জীবিত জনেন মৃতস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাময়িক বার্ষিক শ্রাদ্ধতর্পণাদিকঞ্চ ন কার্য্যং, তদুক্তং শঙ্খলিখিতাভ্যাং—'অপপাত্রিতস্য ঋকৃথ পিণ্ডোদকানি নিবর্ত্তন্তে*। ব্রহ্মপুরাণেপ্যেবমেব—'পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ' *।

---

*বিবাদ ভঙ্গার্ণব স্ত্রীপুংধর্ম্মপ্রকরণ।

ব্যভিচার—

৪২৪ ব্যভিচার সাহসান্তর্গত অপরাধ অর্থবিবাদ নয়*। এতাবতা—

৪২৫ ব্যভিচারির প্রতি ব্যভিচারিণীর পতি ক্ষতি পূরণের অভিযোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য নয়,* কিন্তু তাহার শাস্তি নিমিত্তে করিলে গ্রাহ্য বটে†।

ব্যবস্থা। ৪২৬ পরন্তু রাজা অবস্থা বিশেষে দৈহিক দণ্ডসহ অথবা

৪২৪ ব্যভিচারঃ সাহসান্তর্গতাপরাধঃ নত্বর্থবিবাদঃ*॥ এতাবতা—

৪২৫ ব্যভিচারিণংপ্রতি ব্যভিচারিণ্যাঃ পত্যা ক্ষতিপূরণার্থমভিযোগে কৃতে স নগ্রাহ্যঃ,* কিন্তু তদ্দণ্ডার্থং কৃতাভিযোগো গ্রাহ্য-এব†।

৪২৬ পরন্তু রাজা অবস্থা বিশেষে শারীরদণ্ডেন সহ তদ্বিনা

* দ্রষ্টব্য মেক. হি. ব্য. ১. পৃ. ৩১। † দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. ব্য. ১, পৃ. ৩১।

কোল্ব্রুক সাহেব (যথা এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু-ল-র আপেণ্ডিক্‌সের ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) এবং আইন-কর্ত্তারা এই বিষয়ে মুসলমান্‌দের শরার অনুগামি হইয়া স্ত্রীর ব্যভিচারকে তৎ পতির বিরুদ্ধে কৃতাপরাধ বিবেচনা না করিয়া বরং তাহা সমাজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ জ্ঞান করেন, কিন্তু ইহা চাহেন যে তৎপতি অগ্রসর হইয়া তাহার অভিযোগ করে। সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেব নিজ হিন্দু-ল-র আপেণ্ডিক সের ৩৪ পৃষ্ঠায় এক মকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে নারায়ণ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দেন তদ্‌যথা,—"এই মকদ্দমায় ঐ পতি গত শ্রাদ্ধে আর ঐ বিবাহে তাহার যে ব্যয় হইয়াছে তাহা ঐ ব্যভিচারির স্থানে দাওয়া করিতে পারে, এবং যদি সে আর এক বিবাহ করিতে চাহে, তবে দেশাচার সময় জাতি এবং অবস্থা বিশেষানুসারে বিবেচিত তদুপযুক্ত ব্যয়-ও তাহার স্থানে পাইতে পারে। এতৎ প্রমাণে উক্ত পণ্ডিত মনুর এবং আরং অনেক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

উক্ত ব্যবস্থার প্রতি কোলব্রুক সাহেব ও এলিস্ সাহেব যে বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তদ্‌যথা—

"যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ হইয়াছে তাহাতে যদি উক্ত মত লিখিত থাকে তাহা আমি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পাই নাই। উত্তরের প্রথম ভাগে প্রচলিত আচারের উপর লক্ষ করা হইয়াছে, এবং এই ব্যবস্থা ধর্ম্ম শাস্ত্রের স্পষ্ট নিয়মাপেক্ষা বরং আচারমূলক হওয়া সম্ভব"। কোলব্রুক।

নারায়ণ কহেন—"ইহা মনু প্রভৃতির মতানুমত"। এবং যে ব্যক্তি ঐ ভার্য্যা হরণ করিয়াছে তাহার স্থানে হৃতভার্য্য ব্যক্তি ন্যায্যমতে বিবাহের ব্যয় পাইবে না ইহা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন স্থলে এমত অনুমত হওয়া আমি জ্ঞাত নহি, প্রত্যেক রূপ ব্যভিচারের শাস্তি বিধান সুক্ষ্ম রূপে বিহিত হইয়াছে, এবং ঐ কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সাহসরূপ অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। এলিস্।

† দ্রষ্টব্য—মনু, অ. ৮, ব. ৩৫২—৩৮৫।

তদ্ব্যতিরেকে ধনদণ্ড করিতে পারেন*।

ব্যভিচারের ফল অনধিকারি প্রকরণে দৃষ্ট হইবে।

বা ধনদণ্ডং কর্ত্তুং শক্নোতি*।

ব্যভিচারস্য ফলমনধিকারি প্রকরণে দ্রষ্টব্যং।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—স্ত্রী-ধন।

অথ স্ত্রীধন-নিরূপণ।

অধ্যগ্নি অধ্যাবাহনিক (অ) ও স্ত্রীকে প্রীতিতে দত্ত, ও ভ্রাতা, মাতা ও পিতা হইতে প্রাপ্ত এই ষড়্‌বিধ স্ত্রী-ধন কথিত হইয়াছে। মনু ও কাত্যায়ন।

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং (অ) দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ। ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং। মনু-কাত্যায়নৌ।

অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক (অ), তথা ভর্ত্তৃদায় (ই), ভ্রাতৃদত্ত ও পিতামাতার দত্ত (এই) ছয় প্রকার স্ত্রী-ধন কথিত†। নারদঃ।

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং (অ) ভর্ত্তৃদায়স্তথৈব চ (ই)। ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং†। নারদঃ।

এস্থলে ছয় প্রকারমাত্র বিবক্ষিত নয়, যেহেতু বহুবিধ স্ত্রীধন কথিত হইবে। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪।

অত্র ষট্ সংখ্যা ন বিবক্ষিতা স্ত্রীধনস্য বহুবিধস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪।

(অ) অধ্যগ্ন্যাদি কাত্যায়ন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—'বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে স্ত্রীদিগকে যাহা দত্ত হয়, সজ্জনকর্ত্তৃক তাহা অধ্যগ্নিকৃত স্ত্রী-ধন কথিত॥ পিতৃগৃহ হইতে‡ নীয়মানা হওন কালীন নারী যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা অধ্যাবাহনিক নামক স্ত্রীধন কথিত।

(অ) এতদ্ব্যাকুরুতে কাত্যায়নঃ—'বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তেহ্যগ্নিসন্নিধৌ। তদধ্যগ্নিকৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং॥ যৎপুনর্লভতে নারী নীয়মানাহি পৈতৃকাৎ‡। অধ্যাবাহনিকং নাম তৎস্ত্রী-ধনমুদাহৃতং॥

---

* দ্রষ্টব্য,—মনু অ. ৮, ব. ৩৭২—৩৮৫।

† দা. ভা. পৃ. ৮৫—৮৭। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪—১৬। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

‡ পৈতৃক পদের একশেষ হেতু ভর্ত্তৃগৃহে নীয়মানা হইয়া পিতৃ মাতৃ কুল হইতে যে ধন লাভ হয় তাহা অধ্যাবাহনিক। দা. ভা. পৃ. ৮৬। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৬।

‡ পৈতৃকাদিত্যেকশেষেণ—পিতৃমাতৃকুলাৎ যল্লভতে ধনং ভর্ত্তৃগৃহং নীয়মানা তদধ্যাবাহনিকং। দা. ভা. পৃ. ৮৬। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৬।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি হইতে পতিকে অভিবাদনান্ত কাল বিবাহ কাল, তৎকালে লব্ধ ধনই যৌতক ধন। যৌতক পদ মিশ্রণার্থক 'যু'—ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মিশ্রতা স্ত্রী পুরুষের এক শরীররূপতা, তাহা বিবাহে হয়, যথা শ্রুতি—'অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, ও চর্ম্মে চর্ম্মে (মিলিত)। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪।

বিবাহকালশ্চ—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিঃ পত্যভিবাদনান্তঃ কালঃ—তৎকালে লব্ধমেব ধনং যৌতকং, 'যু'—মিশ্রণে ইতি ধাত্বনুসারাৎ। মিশ্রতাচ স্ত্রী পুংসয়োরেক শরীররূপতা, যতো বিবাহাৎ ভবতি, তথাচশ্রুতিঃ—'অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচা ত্বচমিতি'। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪।

(ই) 'ভর্ত্তৃদায়,'—ভর্ত্তৃদত্তধন, যেহেতু মনু প্রভৃতি (ঐ ধনকে) ভর্ত্তার দায় রূপ ধন না বলিয়া ভর্ত্তার দত্ত ধন বলিয়াছেন। নারদ-ও (ঐ ধনকে) ভর্ত্তৃদত্ত না বলিয়া ভর্ত্তৃদায কহিয়াছেন, অন্য স্থলেও ভর্ত্তৃদত্ত ধনে ভর্ত্তৃদায় পদ প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, যথা কাত্যায়ন কহেন পতি মরিলে স্ত্রী ভর্ত্তৃদায় যথা ইচ্ছা রাখিতে পারে। কিন্তু পতি বিদ্যমানে তাহার সংরক্ষণ করিবে, অন্যথা তৎকুলে দিবে*। স্বামির দাতব্যের সীমা জ্ঞাপনার্থক ব্যাস বচনও ঐরূপ, যথা—'(নিজ) ধনের দ্বিসহস্র (পণ) পর্য্যন্ত স্ত্রীকে দাতব্য। আর ভর্ত্তার দত্ত যে ধন তাহা সে যেমত ইচ্ছা সেইরূপে ভোগ করিতে পারে*।

(ই)'ভর্ত্তৃদায়ঃ'।—ভর্ত্তৃদত্তং ধনং, ভর্ত্তৃদায়মন ভিধায় মন্বাদিভির্ভর্ত্তৃদত্তস্য অভিধানাৎ। নারদেনাপি ভর্ত্তৃদত্তমনভিধায় ভর্ত্তৃদায়স্যাভিধানাৎ। তথাচাত্রাপি ভর্ত্তৃদত্তে ভর্ত্তৃদায়স্য প্রয়োগোদৃষ্টঃ, যথা কাত্যায়নঃ—'ভর্ত্তৃদায়ং মৃতে পত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রী যথেষ্টতঃ॥ বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েৎ তৎ কুলেঽন্যথা*। তথা ব্যাস বচনমপি ভর্ত্তৃদেয়পর্য্যন্ততা জ্ঞাপনার্থং, যথা,—'দ্বিসহস্র পরোদায়ঃ স্ত্রিয়ৈ দেয়ো ধনস্যতু। যচ্চ ভর্ত্রা ধনং দত্তং সা যথাকামমশ্নুয়াৎ*।

পিতৃ মাতৃ পতি বা ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক দত্ত অধ্যগ্নিকালে প্রাপ্ত এবং আধিবেদনিক (উ) ধন স্ত্রী-ধন*। যাজ্ঞবল্ক্য।

পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতং। আধিবেদনিকঞ্চৈব (উ) স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং*॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পিতা মাতা সুত বা ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত, অধ্যগ্নিকালে প্রাপ্ত, আধিবেদনিক (উ), বন্ধুর দত্ত (এ)

পিতৃ মাতৃ সুত ভ্রাতৃ দত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতং আধিবেদনিকং (উ) বন্ধু দত্তং (এ) শুল্কান্বাধেয়-

---

*দা. ভা. পৃ. ৮৪—৮৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪—১৭।

শুল্ক (ক), এবং অন্বাধেয়ক (ও) যাহা তাহা স্ত্রীধন* ॥ বিষ্ণু।

(উ) দ্বিতীয় স্ত্রীবিবাহার্থি ব্যক্তি-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব স্ত্রীকে পারিতোষিক রূপ যে ধন দত্ত হয় তাহা আধিবেদনিক,—যেহেতু তাহা অধিক স্ত্রীলাভার্থে দত্ত*।

(এ) উক্ত বিষ্ণুবচনে পিতা প্রভৃতি স্বস্ব পদে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে বন্ধুপদ মাতুলাদির বোধক। পরন্তু স্ত্রীধন প্রকরণের অন্যান্য স্থলে ব্যবহৃত বন্ধু পদে মাতা পিতা বুঝায়,—এতাবতা অর্থ এই যে মাতা পিতা দ্বারা সম্পর্কীয়দের হইতে এবং মাতা পিতার নিকট হইতে বিবাহের পরে লব্ধ, তথা পতির নিকট হইতে ও শ্বশুরাদি পতিকুল হইতে লব্ধ যে ধন তাহা অন্বাধেয়*।

(ক) কাত্যায়নকর্ত্তৃক অন্বাধেয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্‌যথা—"বিবাহের পর স্ত্রী যাহা পতিকুল হইতে প্রাপ্তা হয় তথা বন্ধুকুল হইতে যাহা প্রাপ্তা তাহা অন্বাধেয় উক্ত হইয়াছে† ॥ ভৃগু কহেন—(বিবাহ) সংস্কারের পর ভর্ত্তা অথবা পিতামাতা প্রীতিতে যাহা দেন তাহা অন্বাধেয়"* ॥

কমিতি (ও, ক) স্ত্রী-ধনং* ॥ বিষ্ণুঃ।

(উ) যচ্চ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহার্থিনা পূর্ব্বস্ত্রিয়ৈ পারিতোষিকং ধনন্দত্তং তদাধিবেদনিকং,—অধিক স্ত্রী লাভার্থত্বাত্তস্য *।

(এ) উক্ত বিষ্ণুবচনে বন্ধুপদং মাতুলাদ্যভিপ্রায়ং পিত্রাদীনাং স্বপদেনৈব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। স্ত্রীধনপ্রকরণস্যান্যত্র তু বন্ধু পদেন মাতাপিত্রোরুপাদানং, তেনায়মর্থঃ—মাতাপিতৃদ্বারেণ সম্বন্ধিনাং পিত্রোশ্চ সকাশাৎ যৎ বিবাহাৎ পরতো লব্ধং তথা ভর্ত্তুঃসকাশাৎ ভর্ত্তৃকুলাচ্চ শ্বশুরাদিতো যল্লব্ধং ধনং তদন্বাধেয়ং*।

(ক) অন্বাধেয়মাহ কাত্যায়নঃ—বিবাহাৎ পরতোযত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া। অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধুকুলাত্তথা†। ঊর্দ্ধং লব্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া। ভর্ত্তুঃ পিত্রোঃ সকাশাদ্বা অন্বাধেয়স্তু তদ্‌ভৃগুঃ"*।

* দা. ভা. পৃ. ৮৪—৮৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৪—১৭।

† এস্থলে বন্ধুকুল বলাতে বন্ধুপদে মাতা পিতার উপলক্ষণ,—তাহাতে পতিদ্বারা সম্বন্ধীয়দের স্থানে ও মাতামহ পিতামহাদির স্থানে বিবাহের পর যে ধন লব্ধ হয় তাহা অন্বাধেয়,—প্রথম বচনের এই অর্থ; বিবাহের পরে ভর্ত্তা বা পিতামাতা হইতে যে ধন লব্ধ তাহা অন্বাধেয়, দ্বিতীয় বচনের এই অর্থ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

† বন্ধুকুলাদিত্যত্র—বন্ধুপদেন মাতাপিত্রোরুপলক্ষণং,—তেন ভর্ত্তৃদ্বারেণ সম্বন্ধিনাং মাতামহ পিতামহাদীনাঞ্চ সকাশাৎ বিবাহাৎ পরতো যল্লব্ধং ধনং তদন্বাধেয়মিতি প্রথম বচনস্যার্থঃ। বিবাহাৎ পরতো ভর্ত্তুঃ পিত্রোর্ব্বা সকাশাৎ যদ্ধনং লব্ধং তদন্বাধেয়মিতি দ্বিতীয় বচনস্যার্থঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

(ও) শুল্কও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—"গৃহের, এবং উপস্কর (১) বাহক (২) ও দোহনীয় (৩) দ্বারা কর্ম্মকারিদের (প্রেরণ জন্য) যে কিছু মূল্য লাভ হয় তাহা শুল্ক (৪) কথিত হইয়াছে*।

ব্যাসোক্ত শুল্ক যথা—'ভর্ত্তার গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যাহা দত্ত তাহা শুল্ক কথিত' *।

শ্বাশুড়ি বা শ্বশুর কর্ত্তৃক যে কিছু স্নেহ পূর্ব্বক দত্ত ও যাহা পাদবন্দনিক তাহা লাবণ্যার্জ্জিত স্ত্রীধন কথিত †॥ কাত্যায়ন।

বৃত্তি (গ) আভরণ, শুল্ক, ও লাভ (জ), স্ত্রীধন হয়, স্ত্রী স্বয়ং তদ্ভোক্ত্রী, পতি তাহা আপৎকাল ভিন্ন লইতে পারেন না *॥ দেবল।

(গ) বৃত্তি—গ্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্ট (দা. ভা. টী. পৃ. ৮৯)। বৃত্তি—অন্নাচ্ছাদন। দা. ক্র. সং. ১৬।

(জ) লাভ—দত্তঋণাদির বৃদ্ধি। এই চূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদির ব্যাখ্যা।

লাভ—প্রাপ্ত নিধি প্রভৃতি। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

(ও) শুল্কঞ্চাহ কাত্যায়নঃ—'গৃহোপস্কর (১) বাহ্যানাং (২) দোহ্যাভরণ (৩) কর্ম্মিণাং। মূল্যং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ শুল্কং (৪) তৎপরিকীর্ত্তিতং* ॥

ব্যাসোক্তঞ্চ যথা—'যদানেতুং ভর্ত্তৃগৃহে শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং' *।

দা. ক্র. সং. ১৬।

প্রীত্যা দত্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্র্বা বা শ্বশুরেণ বা। পাদবন্দনিকং যৎ তল্লাবণ্যার্জ্জিতমুচ্যতে †। কাত্যায়নঃ।

বৃত্তিরাভরণং (গ) শুল্কং লাভশ্চ (জ) স্ত্রীধনং ভবেৎ। ভোক্ত্রী তৎ স্বয়মেবেদং পতির্নার্হত্যনাপদি *॥ দেবলঃ।

(গ) বৃত্তিঃ—গ্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্টং (দা. ভা. টী. পৃ. ৮৯)। বৃত্তিরন্নাচ্ছাদনং। দা. ক্র. সং. ১৬।

(জ) 'লাভঃ'—ঋণাদিবৃদ্ধিঃ। চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদয়ঃ।

লাভঃ—নিধ্যাদেঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

---

* দা. ভা. পৃ. ৮৮ ও ১০৯। দা. ক্র. সং. ১৪—১৬।

(১) 'উপস্কর'—মার্জ্জনী।
(২) 'বাহ্য'—বলীবর্দ্দাদি।
(৩) 'দোহ্য'—ধেনু সমূহ।
(৪) গৃহাদি কর্ম্মে শিল্পি ভর্ত্তার দ্বারা অন্যের গৃহাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করণহেতু উৎকোচ রূপে অন্য হইতে যে ধন লব্ধ (অর্থাৎ) গৃহীত হয় তাহা শুল্ক, যেহেতু সেই মূল্য ভর্ত্তাকে প্রেরণ জন্য প্রাপ্তি হয়। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

(১) 'উপস্করঃ—মার্জ্জনী।
(২) 'বাহ্যাঃ'—বলীবর্দ্দাদয়ঃ।
(৩) 'দোহ্যাঃ'—ধেনবঃ।
(৪) স্ত্রিয়া গৃহাদি কর্ম্মরূপ শিল্পিনা স্বভর্ত্তৃদ্বারেণান্যেষাং গৃহাদি কর্ম্ম নিষ্পাদনাৎ উৎকোচ বিধয়া অন্যেভ্যো যদ্ধনং গৃহীতং তচ্ছুল্কং, তদেব মূল্যং ভর্ত্তৃপ্রেরণার্থত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭।

† বি. দা. ভা. দী. র. ৯।

অলঙ্কার ভার্য্যার, কেচিন্মতে জ্ঞাতি দত্ত ধনও (ট) ভার্য্যার †।

অলঙ্কারো ভার্য্যায়াঃ জ্ঞাতি ধনঞ্চেত্যেকে (ট)। আপস্তম্বঃ।

পতি বাঁচিয়া থাকিতে স্ত্রী যে অলঙ্কার ধারণ করে দায়াদরা তাহা ভোগ করিবে না, ভোগ করিলে পতিত হইবে॥ মনু ও বিষ্ণু।

পত্যৌ জীবতি যঃ কশ্চিদলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ। ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে॥ মনুবিষ্ণু।

পতি না দিলেও তাঁহার অনুজ্ঞাতে পরিহিত অলঙ্কার তাবতই ঐ ভার্য্যার হয়। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাদৃত মেধাতিথি। দা. ত. পৃ. ৪১।

পত্যুরদত্তেঽপি তদনুজ্ঞয়া পরিহিতোঽলঙ্কারস্তাবতৈব ভার্য্যায়াঃ স্বীয়োভবতি। রঘুনন্দনাদৃত মেধাতিথিঃ। দা. ত. পৃ. ৪১।

এস্থলে পতির অনুমতি আবশ্যক এবং ঐ ধন পতির পৃথক্ ধন হওয়া চাই, তাহা মনু কহিয়াছেন 'বহু কুটুম্বের সাধারণ ধন স্ত্রী নির্হার করিবে না। নিজ ভর্ত্তার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তাহার ধনও লইবে না'।

অত্র পত্যুরনুমতিরাবশ্যকীতি,—পত্যুঃ সাধারণধনত্বাপেক্ষাচ বর্ত্ততে ইত্যাহ মনুঃ—ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ কুটুম্বাদ্বহুমধ্যগাৎ। স্বকাদপিচ বিত্তাদ্ধি স্বস্য ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া॥ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৯।

বিবাহকালে উদ্দেশপূর্ব্বক (ট) বরকে যে কিছু দত্ত হয়, তৎসমুদায় ধন কন্যার, তাহা বন্ধুবর্গের বিভাজ্য নয় *। ব্যাস।

বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য (ট) দীয়তে। কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্ব্বং অবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ*। ব্যাসঃ।

---

* দা. ভা. পৃ. ৮৮, ৮৯। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৫, ১৭, ১৮।

সংক্ষেপতঃ—সেই ধনই স্ত্রীধন যে ধন স্ত্রী পতির অনধীনরূপে যেমত ইচ্ছা সেইরূপে দানাদিকরিতে পারার যোগ্যতা শাস্ত্রে বোধিত,—ঐ শাস্ত্র কাত্যায়ন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, (দা. ক্র. সং. পৃ. ১৮)॥ ৭০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপতস্তু—তদেব ধনং স্ত্রীধনং যদ্ধনে ভর্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণস্ত্রিয়া যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বং শাস্ত্রবোধিতং,—তচ্চ শাস্ত্রং কাত্যায়নেনোক্তং (দা. ক্র. সং. পৃ. ১৮)। ৭০৫ পৃষ্ঠায়াং দ্রষ্টব্যং।

(ট) 'উদ্দেশপূর্ব্বক'—অর্থাৎ এই ধন কন্যার হইবে এই উদ্দেশপূর্ব্বক বরকে দত্ত হয় যে দান, কিন্তু এমত অভিসন্ধি না থাকিলে হইবে না, অতএব বিবাহ-কাল বলা দৃষ্টান্তার্থে মাত্র, ইহাই কেবল প্রয়োজক নয়, যে-হেতু দাতার অভিসন্ধি-ই স্বত্বের কারণ। তথা—"দুহিতার পতিকে যাহা দত্ত হয়, তাহা পতি বাঁচিয়া থাকিতে বা মরিলে ঐ স্ত্রীকেই বর্ত্তে, সে স্ত্রী মরিলে তাহা তাহার সন্তানকে অর্শে"—এই প্রামাণিক বচনে বিবাহ-কাল বিশেষ করেন নাই। দুহিতৃ পদের উল্লেখে অভিসন্ধি উহ্য থাকাতে তাহা উক্ত হয় নাই*।

(ট) উদ্দিশ্যেতি—কন্যায়া ইদং ভব-ত্বিত্যুদ্দিশ্য বরায় যদ্দানং, ন পুনরে-তদভিসন্ধিং বিনাপীত্যর্থঃ। অতএব বিবাহ-কাল ইতি প্রদর্শনার্থং, ন পুন-রেতদেব প্রয়োজকং দাত্রভিসন্ধি নিমিত্তত্বাৎ স্বত্বস্য। তথা প্রামাণিকং বচনং—'যদ্দত্তং দুহিতুঃ পত্যৈ স্ত্রিয়-মেব তদন্বিয়াৎ। মৃতে জীবতি বা পত্যৌ, তদপত্যমৃতে স্ত্রিয়াঃ'—বিবা-হকাল ইতি ন বিশিনষ্টি। অভি-সন্ধিস্তু দুহিত্রন্বয়াভিধানাদেব লব্ধত্বা-ন্নোক্তঃ*।

পূর্ব্ব (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়ন) বচনে অগ্নিসন্নিধানে বলা এবং এই বচনে বিবাহকাল বলা উভয়ই উপলক্ষণ মাত্র,—যেহেতু যে কোন সময়ে দুহি-তাকে উদ্দেশ করিয়া বরের হস্তে সম-র্পিত যে ধন তাহা ঐ দুহিতার, কেন না অভিসন্ধি-ই স্বামিত্বের মূল। অত-এব 'বরকে' এই পদ-ও উপলক্ষণ, কেননা তাদৃশ অভিসন্ধিপূর্ব্বক অ-ন্যের হস্তে দিলেও সে ধন দুহিতারই। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৬।

পূর্ব্ব বচনে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়ন বচনে) অগ্নিসন্নিধাবিতি অত্রচ বচনে বিবাহকাল ইতি দ্বয়মপ্যুপলক্ষণং যদা-কদাচিদেব কন্যামুদ্দিশ্য বরহস্ত সম-র্পিতস্যৈব কন্যাধনত্বাৎ,—অভিসন্ধি-মূলত্বাদেব স্বামিত্বস্য। অতএব 'বরায়' ইত্যুপলক্ষণং অন্য হস্তে সমর্পণেঽপি তাদৃশাভিসন্ধি সত্ত্বে কন্যায়া এব তদ্ধনমিতি। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৬।

ব্যবস্থা। ৪২৭ এতাবতা অনি-শ্চিতসংখ্য স্ত্রী-ধন কথিত হও-য়াতে তাহা ষট্‌সংখ্যক বিবক্ষিত নয়, কিন্তু ঐ বচনসকল স্ত্রী-ধন জ্ঞাপক মাত্র *।

৪২৭ তদেবমব্যবস্থিত সংখ্য স্ত্রী-ধন কীর্ত্তনাৎ ন ষট্ সংখ্যা বিবক্ষিতা, কিন্তু স্ত্রী-ধন কীর্ত্তন মাত্র পরাণি বচনানি *।

* দা. ভা. পৃ. ৮৮, ৮৯, । দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭, ১৮।

৪২৮ তাহাই স্ত্রী-ধন যাহা স্ত্রী-লোকে স্বামির অনধীনরূপে দান বিক্রয় ভোগে অধিকারিণী *।

তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন—, শিল্প কর্ম্মদ্বারা অথবা প্রীতিতে অন্য হইতে (ড) যে ধন প্রাপ্তি হয় তাহাতে পতির স্বামিত্ব আছে, তদ্‌ভিন্ন অন্য ধন স্ত্রী-ধন কথিত * ॥'

(ড) 'অন্য হইতে'—অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ ও ভর্তৃকুল ভিন্ন অন্য হইতে যাহা লব্ধ অথবা শিল্পদ্বারা যাহা অর্জ্জিত, তাহাতে পতির প্রভুত্ব (অর্থাৎ স্বাধীনত্ব) আছে, আপৎ ব্যতিরেকেও ভর্ত্তা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন' অতএব সে ধন স্ত্রীর হইলেও স্ত্রীধন নয়, যেহেতু তাহাতে তাহার স্বাধীনতা নাই (দা. ভা. পৃ ৮৯। এবং যেহেতু উক্ত কাত্যায়ন বচনে পতির তাহাতে প্রভুত্ব আছে।

ভর্তৃদত্তধন ভর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিতে স্ত্রী যথেচ্ছরূপে দানাদি করিতে পারে না, এবং ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভর্ত্তা মরিলেও দানাদি করিতে অধিকারিণী নহে। তাহা ব্যাস ও নারদ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা, 'ভর্ত্তৃদত্ত ধন ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে দানাদি করিবে, কিন্তু পতি বিদ্যমানে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে অন্যথা পতি-কুলকে দিবে। (ব্যাস) ॥ পতিকর্ত্তৃক

৪২৮ তদেবচ স্ত্রী-ধনং যত্র ভর্ত্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ দান বিক্রয় ভোগান্ কর্ত্তুমধিকরোতি *

তদাহ কাত্যায়নঃ—'প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ (ড)। ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রী-ধনং স্মৃতং *।'

(ড) 'অন্যত' ইতি পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃ-কুল ব্যতিরিক্তাৎ যল্লব্ধং শিল্পেন বা যদর্জ্জিতং তত্র ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং (স্বাতন্ত্র্যং) অনাপদ্যপি ভর্ত্তা গ্রহীতুমর্হতি—তেন স্ত্রিয়া অপি তদ্ধনং ন স্ত্রী-ধনং অস্বাতন্ত্র্যাৎ (দা. ভা. পৃ. ৮৯,) উক্ত কাত্যায়ন বচনেন ভর্ত্তুস্তত্র স্বাম্যাচ্চ।

ভর্ত্তৃদত্তধনেচ জীবতি ভর্ত্তরি ন যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্বং, ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরে পুনর্মৃতেঽপি তস্মিন্ ন তস্যা দানাদ্যধিকারিত্বং। তদাহতুর্ব্যাস-নারদৌ—'ভর্ত্তৃদত্তং মৃতে পত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রী যথেষ্টতঃ। বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ, ক্ষপয়েৎ তৎকুলেঽন্যথা।

* দা. ভা. পৃ. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০। দা, ত. পৃ. ৪০। দা, ক্র. সং. পৃ. ১৫. ১৭. ১৮।

সংক্ষেপতঃ—সেই ধনই স্ত্রীধন যে ধন স্ত্রী. পতির অনধীনরূপে যেমত ইচ্ছা সেই-রূপে দানাদি করিতে পারার যোগ্যতা শাস্ত্রে বোধিত.—ঐ শাস্ত্র কাত্যায়নকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, (দা, ক্র. সং. পৃ, ১৮)।

সংক্ষেপতস্তু—তদেব ধনং স্ত্রীধনং যদ্ধনে ভর্ত্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ স্ত্রিয়া যথেষ্টবিনিযোগা-র্হত্বং শাস্ত্রবোধিতং,—তচ্চ শাস্ত্রং কাত্যা-য়নেনোক্তং (দা. ক্র, সং, পৃ. ১৮)।

† ইহার অর্থ এই যে ভর্ত্তার দত্তধন ভর্ত্তা

† অস্যার্থঃ—ভর্ত্তৃদত্তং ধনং ভর্ত্তরি মৃতে

প্রীতিতে যাহা দত্ত হয়, ভর্ত্তামরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে, অথবা স্থাবর ব্যতিরেকে দিবে'* ॥ নারদ। এতাবতা—

(ব্যাসঃ)॥ ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ। সা যথাকামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে*। (নারদঃ)। এতাবতা—

ব্যবস্থা। ৪২৯ ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর ভর্ত্তার জীবন পর্য্যন্ত, ও তদ্দত্ত স্থাবর তন্মরণান্তেও অনির্বূ্যঢ় স্ত্রী-ধন।

৪২৯ ভর্ত্তৃদত্তাস্থাবরং ভর্ত্তৃজীবনপর্য্যন্তং, তদ্দত্তস্থাবর-মৃতেঽপি তস্মিন্, ন নির্ব্যূঢ স্ত্রী-ধনং।

৪৩০ উক্ত বচন সমূহে বর্ণিত অন্য নানাবিধ স্ত্রীধন—অর্থাৎ অধ্যগ্নি (১), অধ্যাবাহনিকা (২), পিতৃদত্ত (৩), পিতৃজ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৪), মাতৃদত্ত (৫), মাতৃজ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৬), ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর (৭), ভর্ত্তৃজ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে যাহা লব্ধ (৮), আধিবেদনিক (৯),‡ অন্বাধেয় (১০), ‡ বৃদ্ধি (১১), ‡ আভরণ (১২), শুল্ক (১৩), ‡ লাভ (১৪, ‡ এবং কন্যার উদ্দেশে পতিকে বা যে কোন ব্যক্তিকে দত্ত (১৫) ধন নির্বূ্যঢ় স্ত্রীধন ॥

৪৩০ উক্ত বচনসমূহেষু বর্ণিতমন্যৎ বহুবিধ স্ত্রী-ধনং—অর্থাৎ অধ্যগ্নি (১), অধ্যাবাহনিকং (২), পিতৃদত্তং (৩), পিতৃকুলাৎ প্রাপ্তং (৪), মাতৃদত্তং (৫), মাতৃকুলাৎ প্রাপ্তং (৬), স্থাবরাতিরিক্ত ভর্ত্তৃদত্তং (৭), ভর্ত্তৃকুলাৎ যল্লব্ধং (৮), আধিবেদনিকং (৯), ‡ অন্বাধেয়ং (১০), ‡ বৃদ্ধিঃ (১১), ‡ আভরণং (১২), শুল্কং (১৩), ‡ লাভঃ (১৪), ‡ কন্যোদ্দেশেন পত্যে যস্মৈ কস্মৈচিদ্বা দত্তঞ্চ (১৫) ধনং নির্ব্যূঢ় স্ত্রীধনং।

যেহেতু স্ত্রী তাহা স্বাধীনতায় দান বিক্রয় ভোগাদি করিতে পারে, ভর্ত্তাও আপৎ বিনা তাহা লইতে পারেন না।

যতোত্র স্বাতন্ত্র্যেণ সা দান বিক্রয় ভোগাদিকং কর্ত্তুমধিকরোতি, ভর্ত্তাচ অনাপদি তদ্গ্রহীতুং নার্হতি।

মরিলে যাহা ইচ্ছা তাহ করিবে, কিন্তু ভর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিতে তাহা রক্ষা করিবে, ইহা বলা স্ত্রীর অনুক্রমহস্ততাজ্ঞাপনার্থ। দা. ভা. পৃ. ৮৭।

যথেষ্টং বিনিযুঞ্জীত, জীবতি তু তদ্রক্ষেৎ, ইদমমুক্তহস্ততাজ্ঞাপনার্থং। দা. ভা. পৃ. ৮৭

* দা. ভা. পৃ. ৮৭, ৮৯, ৯০। দা. ত. পৃ. ৪০। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭. ১৮।

† ৬৯৯ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ ৭০১ ও ৭০২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত।

স্ত্রীধনে স্ত্রীর ক্ষমতা নিরূপণ ও স্বামির স্বাম্যাস্বাম্য সীমা।

ব্যবস্থা। ৪৩১ পতি মাতা বা পিতার জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্য হইতে যাহা লব্ধ ও চিত্রকর্ম্ম সূত্রকর্ত্তনাদি দ্বারা অর্জ্জিত তাহাতে পতির প্রভুত্ব আছে, তিনি তাহা আপৎ বিনাও গ্রহণ করিতে পারেন*। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৮।

অতএব স্ত্রী তদুভয় রূপ ধনের প্রভু হইলেও তাহাতে তাহার স্বাধীনত্বের বিষয় নাই, কিন্তু বচন বলে তাহাতে ভর্ত্তারই স্বাধীনত্ব॥ এতবতা ঐ স্ত্রী সেই ধন দানাদি করিতে হইলে পতির অনুমতি অপেক্ষা করে*। ঐ।

৪৩১ ভর্ত্তৃ-মাতৃ-পিতৃ-কুল ব্যতিরিক্তাৎ যল্লব্ধং শিল্পেন চিত্রকর্ম্ম সূত্রকর্ত্তনাদিনা চ যদর্জ্জিতং তত্র ভর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং, অনাপদ্যপি ভর্ত্তা গ্রহীতুমর্হতি*। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৮।

তেন তদুভয় ধনস্য স্ত্রীস্বামিক ধনত্বেঽপি ন তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্য বিষয়ঃ, কিন্তু বচন বলাৎ ভর্ত্তুরেব স্বাতন্ত্র্যবিষয়ঃ। তথাচ স্ত্রিয়াস্তদ্ধননিয়োগে ভর্ত্তুরনুমত্যাপেক্ষেতি*। ঐ।

ব্যবস্থা। ৪৩২ উক্ত ধনদ্বয় ভিন্ন এবং ভর্ত্তৃদত্ত ভিন্ন অন্য ধন ভর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিতেও স্ত্রী নিজ ক্ষমতায় বন্ধক দিতে ও দানবিক্রয়াদি করিতে পারে, ভর্ত্তাও আপৎ বিনা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না।

৪৩২ উক্ত ধনদ্বয়াতিরিক্তং ভর্ত্তৃদত্তাতিরিক্তঞ্চ ধনং জীবত্যপি ভর্ত্তরি স্বাতন্ত্র্যেণ স্ত্রী দানাধানবিক্রয়াদিকং কর্ত্তুমর্হতি, ভর্ত্তা চ অনাপদি তদ্‌গ্রহীতুং ন শক্নোতি†।

প্রমাণ। বিবাহিতা (ন) বা অবিবাহিতা দুহিতা পতির বা পিতার গৃহে পতি কিম্বা পিতা মাতার স্থানে যাহা প্রাপ্তা হয় তাহা সৌদায়িক (প) কথিত॥ প্রাপ্ত সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা আছে, যেহেতু জ্ঞাতি কুটুম্বকর্ত্তৃক তাহা অনুকম্পা হেতুতে বর্ত্তন স্বরূপ দত্ত। সৌদায়িক ধনের স্থাবর ভাগও (ব) ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয়

ঊঢ়য়া (ন) কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা। ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্বা লব্ধং সৌদায়িকং (প) স্মৃতং॥ সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে। যস্মাত্তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দত্তং তৎ প্রজীবনং॥ সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং, স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং। বি-

* দ্রষ্টব্য দা. ভা. পৃ. ৮৯। কোল. দ.. ভা. পৃ. ৭৫।

† দা. ভা. পৃ. ৮৭ ও ৯০। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৬, ১৮ ও ১৯।

করিতে স্ত্রীদের স্বাধীনতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে*। কাত্যায়ন।

(ন) 'বিবাহিতা'—অর্থাৎ বিবাহিতার পতিকুল বা পিতৃমাতৃকুল হইতে যাহা লব্ধ তাহা সৌদায়িক*।

(প) সুদায় হইতে—অর্থাৎ পিতা মাতা ও ভর্ত্তার জ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে যাহা লব্ধ তাহা সৌদায়িক। দা. ত. পৃ. ৪১।

(ব) 'স্থাবরভাগ-ও'—ইহাবলাতে বোধ্য এই যে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্যস্থাবর স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে,—যেহেতু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর দান বিক্রয় করিতে নিষেধ আছে*। অতএব—

ব্যবস্থা। ৪৩৩ ভর্ত্তৃদত্তস্থাবর দানবিক্রয়াদি করিতে ভর্ত্তা মরিলেও স্ত্রীর অধিকার নাই।

প্রমাণ। /০ 'পতিকর্ত্তৃক প্রীতিতে যাহা স্ত্রীকে দত্ত হয়, পতি মরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে, অথবা স্থাবর ব্যতিরেকে দিবে।*॥ নারদ।

" ৵০ ভর্ত্তৃদত্ত এই বিশেষণ ব্যবহৃত হওয়াতে, ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্য স্থাবর দেওয়ার যোগ্য, নতুবা 'স্থাবর ভাগও ইচ্ছানুসারে দানবিক্রয় করিতে পারে। * এই বচনের বিরুদ্ধ হয়।

ব্যবস্থা। ৪৩৪ কিন্তু ভর্ত্তার দত্ত অস্থাবর ধন দানাদিতে ভর্ত্তার

ক্রয়ে চৈব দানেচ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি (ব) *। কাত্যায়নঃ।

(ন) 'ঊঢ়য়েতি—ঊঢ়য়া পত্যুঃ কুলাৎ পিত্রোর্ব্বা কুলাৎ যল্লব্ধং তৎ সৌদায়িকমিত্যর্থঃ*।

(প) সুদায়েভ্যঃ পিতৃমাতৃ ভর্ত্তৃসম্বন্ধিভ্যো লব্ধং সৌদায়িকং। দা. ত. পৃ. ৪১।

(ব) 'স্থাবরেষ্বপীতি'—ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরাতিরিক্ত স্থাবর পরং,—ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর দান বিক্রয় নিষেধাৎ*। তেন—

৪৩৩ ভর্ত্তৃদত্তস্থাবর দানবিক্রয়াদৌ স্ত্রিয়াঃ মৃতেঽপি ভর্ত্তরি নাধিকারঃ।

/০ 'ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ। সা যথাকামমশ্নীয়াৎ, দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে'*। নারদঃ।

৵০ ভর্ত্তৃদত্ত বিশেষণাৎ ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরাদৃতে অন্যৎ স্থাবরং দেয়মেব ভবতি অন্যথা যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপীতি বিরুধ্যেত*।

৪৩৪ ভর্ত্তৃদত্তাস্থাবরদানাদৌ তু তন্মরণান্তে স্ত্রিয়া অধিকারো

‡ দা. ভা. পৃ, ৮৭. ও ৯০। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩, ১৮, ১৯।

* দা. ভা. পৃ. ৮৭, ৮৯, ৯০। দা. ক্র. সং, পৃ. ১৭, ১৮।

মরণান্তে অধিকার হয়,—কেবল তাহার জীবনকালে অনধিকার।

জায়তে,—কেবলমেব তজ্জীবনে নাধিকারঃ।

প্রমাণ। "পতি বিদ্যমানে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে অন্যথা* তৎকুলকে দিবে"—এই বচনে পতির জীবন পর্য্যন্ত তদ্দত্তধনে স্ত্রীর অমুক্তহস্ততা জ্ঞাপিত হওয়াতে এবং প্রাগুক্ত নারদ বচনে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর-ভাগ মাত্র দানাদি করিতে সর্ব্বদা নিষেধ উক্ত হওয়াতে "ভর্ত্তৃদত্তধন ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে" এই বচন বলে সুতরাং অবশিষ্ট যে ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর তাহা ভর্ত্তার মরণান্তে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে স্ত্রীর অধিকার জন্মে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৯৯, ৭০০।

"বিদ্যমানে তু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েৎ তৎকুলেঽন্যথা"* ইতি বচনে ভর্ত্তৃজীবন পর্য্যন্তং তদ্দত্তধনে স্ত্রিয়া অমুক্তহস্ততা জ্ঞাপনাৎ, প্রাগুক্ত নারদবচনে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরমাত্রদানাদেঃ সর্ব্বদা নিষিদ্ধত্বাচ্চ 'ভর্ত্তৃদত্তং মৃতেপত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রী যথেষ্টতঃ। ইতি বচন বলেন অবশিষ্ট ভর্ত্তৃদত্তাস্থাবরে ভর্ত্তৃমরণান্তে সুতরাং স্ত্রিয়াঃ মুক্তহস্ততা জায়তে। দ্রষ্টব্যা পৃ. ৬৯৯ ৭০০।

ব্যবস্থা। ৪৩৫ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্যে ভর্ত্তা নিব্যূঢ় স্ত্রীধনও গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য সময়ে পারেন না, তাহা পুনর্ব্বার ঐ স্ত্রীকে দিতেও হইবে না।

৪৩৫ ভর্ত্তা দুর্ভিক্ষাদাবাপদি অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কার্য্যেচ নিব্যূঢ়মপি স্ত্রীধনম্ গ্রহীতুম্ শক্নোতি, নান্যদা, ন পুনঃস্ত্রিয়ৈ দাতুমপি বাধিতঃ।

প্রমাণ। /০ কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষাদিতে স্ত্রীধন না লইলে ভর্ত্তার আর চলে না তখন তিনি স্ত্রীধন লইতে পারেন, অন্য সময়ে পারেন না।

/০ ভর্ত্তা তু যদা দুর্ভিক্ষাদৌ স্ত্রীধনং বিনা বর্ত্তনাক্ষমস্তদা গ্রহীতুমর্হতি, নান্যদা।

" ৵০ দুর্ভিক্ষে বা ধর্ম্মকার্য্যে, অথবা রোগগ্রস্ত বা প্রতিরুদ্ধাবস্থায় (ম)

৵০ দুর্ভিক্ষে ধর্ম্ম কার্য্যেচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে (ম)। গৃহীতং স্ত্রীধনং

* 'অন্যথা'—অর্থাৎ স্থাবর মাত্রে দান নিষিদ্ধ হইলে। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

* অন্যথেতি—স্থাবরমাত্রে দান নিষেধ ইত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

† দা. ভা. পৃ. ২১। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৫। দা. ত. পৃ. ৪২। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

ভর্ত্তা স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে তাহা ঐ স্ত্রীকে দিতে হইবে না।*

(য) 'সম্প্রতিরুদ্ধাবস্থায়'—অর্থাৎ উত্তমর্ণ প্রভৃতি নিজ প্রাপ্যধন প্রাপ্তির নিমিত্তে স্নানভোজনাদি বারণ করিলে। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৯।

ব্যবস্থা— ও প্রমাণ। ৪৩৬ দুর্ভিক্ষাদি আপদ্ বিনা উক্তরূপ স্ত্রীধন গ্রহণে ভর্ত্তাদির অনধিকার কাত্যায়ন কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তদ্যথা —"ভর্ত্তা, সুত, পিতা ও ভ্রাতারা স্ত্রীধন গ্রহণে বা দানে প্রভু নহে। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন ভক্ষণ করে, তবে রাজা তাহা সবৃদ্ধি (য) দেওয়াইবেন, এবং সমুচিত দণ্ডও দিবেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীকে জানাইয়া যদি প্রীতি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে যখন সে ধনবান্ হয় তখন কেবল মূল (র) দেওয়াইবেন। কিন্তু যদি পতি দ্বিতীয়দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বা স্ত্রীর সহিত সহবাস না করে তবে প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত হইলেও রাজা তাহা বলপূর্ব্বক ঐ স্ত্রীকে দেওয়াইবেন॥ স্ত্রীকে গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান দত্ত না হইলে, ঐ স্ত্রী স্বীয় (ল) প্রাপ্য

ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি*॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥।

(য) 'সম্প্রতিরোধকে'—উত্তমর্ণাদিনা স্বধনপ্রাপ্ত্যর্থং কৃতস্নানভোজনাদি প্রতিরোধে। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৯।

৪৩৬ উক্তে স্ত্রীধনে দুর্ভিক্ষাদ্যাপদং বিনা ভর্ত্রাদীনামনধিকারমাহ কাত্যায়নঃ—'নভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরোনচ। আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥ যদিহ্যেকতরস্তেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ। সবৃদ্ধিং (য) প্রতিদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ। তদেব যদ্যনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতিপূর্ব্বকং। মূলমেব (র) তদা দাপ্যো, যদা স ধনবান্ ভবেৎ॥ অথ চেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যাৎ নচ তাং ভজতে পুনঃ, প্রীত্যা বিসৃষ্টমপি-চেৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ॥ গ্রাসাচ্ছাদনবাসানামুচ্ছেদো যত্র যোষিতঃ। তত্র স্বমা-

* দায়ক্রম সংগ্রহে ও দায়তত্ত্বে উক্ত বচনের শেষ ভাগে 'ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'নাকামো দাতুমর্হতি'—অর্থাৎ ইচ্ছা না হইলে দিবে না' এই পাঠ আছে,—এবং এই পাঠই অধিক ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

এবং দায়াদদিগের সহিত ভাগ লইবে (স)*।

(য) 'সবৃদ্ধি'—অর্থাৎ বলে গৃহীত স্ত্রীধনরূপ ঋণ ব্যাজ শুদ্ধ দিবে—ইহা উহ্য, 'সবৃদ্ধিং' পদ স্ত্রীধনের বিশেষণ নয়, তাহা স্ত্রীধনের বিশেষণ হইলে 'সবৃদ্ধি' শুদ্ধ হইতো।

(র) 'কেবল মূল'—বলাতে ব্যাজ বর্জ্জিত হইয়াছে।

(ল) 'কিন্তু যদি (ইত্যাদি)'—অর্থাৎ পতি যদি এক স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া অপর স্ত্রীর সহিত বাস করে, এবং তাহাকে অবজ্ঞা করে, তবে তাহার স্ত্রীধন প্রীতিতে লইয়া থাকিলেও রাজা তাহা বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেনা†।

(স) 'গ্রাসাচ্ছাদন'—অর্থাৎ জীবনোপায়িক অন্নবস্ত্রাদি যদি ভর্ত্তা না দেন, আর ঐ স্ত্রী যদি নির্দ্দোষা হয় তবে সে স্বয়ং তাহা লইবে†।

(হ) 'স্বীয় প্রাপ্য'—অর্থাৎ স্বকীয় প্রাপ্য গ্রাসাচ্ছাদনাদি।

(অ) 'বাস'—অর্থাৎ বাস গৃহ†।

(ই) 'বিভাগ'—অর্থাৎ ভর্ত্তা মরিলে, তৎপ্রাপ্তি যোগ্যাংশ ঋক্‌থিদের অর্থাৎ দেবরাদির স্থানে পাইবে†।

ব্যবস্থা ও প্রমাণ। ৪৩৭ ভর্ত্তা প্রতিশ্রুত হইলে পুত্রেরা ঋণের ন্যায় স্ত্রীধন দিবে যদি সে নারী পতিকুলে

দদীত (ল) স্ত্রী বিভাগং রিক্‌থিনাং (স) তথা* ॥

(য) 'সবৃদ্ধিমিতি'—বলাদ্‌গৃহীত স্ত্রীধনরূপর্ণমিতি শেষঃ,—নতু স্ত্রীধন বিশেষণং, সবৃদ্ধিমিত্যস্য তদ্বিশেষণত্বে সবৃদ্ধীত্যেব সাধু স্যাদিতি†।

(র) 'মূলমেব'—ইত্যেবকারেণ বৃদ্ধিব্যবচ্ছেদঃ†।

(ল)'অথচেদিতি।—স্ত্রিয়া ধনং গৃহীত্বা যদ্যপর ভার্য্যয়া সহ বসতি তাঞ্চাবজানীতে প্রীত্যা গৃহীতমপি স্ত্রীধনং বলাদ্দাপ্য ইত্যর্থঃ†।

(স) 'গ্রাসাচ্ছাদনেতি'—জীবনোপায়িকমন্নবস্ত্রাদি যদি ভর্ত্তা ন দদাতি স্বয়ঞ্চ নির্দ্দোষা তদা স্বয়মাকৃষ্য স্ত্রিয়া তদ্‌গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ†।

(হ) 'স্বমিতি'—স্বকীয়ং গ্রাসাচ্ছাদনাদীত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. ১০২।

(অ) 'বাসো'—নিবাসগৃহং†।

(ই) 'বিভাগমিতি'—ভর্ত্তরি মৃতে তৎপ্রাপ্তি যোগ্যাংশং ঋক্‌থিনো দেবরাদেঃ সকাশাদাদদীতেত্যর্থঃ†।

৪৩৭ ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতং দেয়মৃণবৎ স্ত্রীধনং সুতৈঃ তিষ্ঠেৎ

---

* দা. ভা. পৃ. ২১। দা. ক্র. সং. পৃ. ১৯। দা. ত. পৃ. ৪২। বি. দা. দ্বী. র. ২।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪, ৪৫।

বাস করে, যে পিতৃকুলে থাকে তাহাকে দিবে না *।

ব্যবস্থা। ৪৩৮ তথাচ স্বাধীনা হইয়া যে পিতৃকুলে বাস করে তাহাকে প্রতিশ্রুত স্ত্রীধন না দিলেও হানি নাই *।

প্রমাণ। তাহা ঐ কাত্যায়নই কহিয়াছেন, যথা,—"অপকার ক্রিয়াযুক্তা (অ), নির্লজ্জা (ই), অর্থনাশিনী (উ) ও ব্যভিচারে রতা স্ত্রী স্ত্রী-ধন পাইতেও যোগ্যা নহে" *॥

এতাদৃশী নারীর স্ত্রীধনও বান্ধবেরা কাড়িয়া লইবে। বিবাদচিন্তামণি *।

(উ) 'অপকারক্রিয়া।—বিষপ্রয়োগাদি *।

(এ) 'নির্লজ্জা।—গ্রামান্তরে বৃথা গমনাদিশীলা *।

(ও) 'অর্থনাশিনী।—বৃথা ব্যয়কারিণী *।

ভর্ত্তৃকুলে যাতু ন যা পিতৃকুলে বসেৎ। * কাত্যায়নঃ।

৪৩৮ তথাচ স্বাতন্ত্র্যাৎ পিতৃকুলবাসিন্যৈ প্রতিশ্রুত স্ত্রীধনাদানেঽপি ন ক্ষতিরিতি *।

তদাহ সএব—"অপকার ক্রিয়াযুক্তা (অ) নির্লজ্জা (ই) চার্থনাশিনী (উ)। ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রীধনং ন চ সার্হতি *" ॥

এতাদৃশ্যাঃ স্ত্রীধনমপ্যাচ্ছিন্দ্যা বান্ধবৈর্গ্রাহ্যমিতি। বিবাদচিন্তামণিঃ *।

(উ) 'অপকারক্রিয়া।—বিষ প্রয়োগাদিঃ *।

(এ) 'নির্লজ্জা।—বৃথাগ্রামান্তরগমনাদিশীলা *।

(ও) 'অর্থনাশিনী।—বৃথা ব্যয়শীলা *।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র•। মৃত কোন জালিয়ার স্ত্রী নিজ সপত্নীর তিন পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে) সমুদায় স্বোপার্জ্জিত ধন অর্থাৎ এক বাটী ও অন্য বিষয় নিজ পারলৌকিক উপকারার্থে দুই ব্রাহ্মণকে দান করিল; এবং গ্রহীতাদিগকে ঐ বাটীতে দখল দিয়া আপনি তাহাদের সঙ্গে বাস করিল, আর ঐ বাটীতে তৎসপত্নীর এক পুত্র ও তাহার স্ত্রী বাস করণ কালীন ঐ জালিয়ানী কালপ্রাপ্তা হইল, তাহার (অর্থাৎ ঐ দাত্রীর) মরণান্তে তৎসপত্নী-পুত্র তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়া পরে মরিল। এক্ষণে তাহার (অর্থাৎ ঐ সপত্নী পুত্রের) স্ত্রী সেই বাটী দাওয়া করে। এমত অবস্থায় উক্ত দান বৈধ সিদ্ধ কি না?

---

* বি. দা. ভা. স্ত্রী. ব্র. ৯। কোল্ ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৮৫।

কোন বিধবা নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ধন দান দ্বারা অথবা যেমত ইচ্ছা সেই রূপে হস্তান্তর করিতে পারে।

উ.। ঐ জালিয়ানী যদি নিজ পরিশ্রমে কিছু ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে, এবং ঐ উপার্জ্জিত ধন দিয়া যদি ঐ বাটী ক্রয় করিয়া থাকে, আর নিজ পারলৌকিক উপকারার্থে যদি তাহা দুই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকে, ও নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি ঐ দত্ত বস্তু তাহারদিগকে সমর্পণ করিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া ঐ গ্রহীতাদের স্বত্ব জন্মিয়াছে। অতএব দাত্রীর সপত্নীপুত্র ও তাহার স্ত্রী ঐ বাটীতে থাকিলেও গ্রহীতাদের স্বত্ব ধ্বংস হইতে পারে না। গ্রহীতারা ঐ দান গ্রহণ না করিলে অথবা বিক্রয়াদি দ্বারা তাহা হস্তান্তর করিলেই কেবল তাহাদের স্বত্ব যাইতে পারে। দায়ভাগাদি গ্রন্থের মতানুসারে সপত্নী পুত্রের স্ত্রীর ঐ বিষয়ে কোন দাওয়া হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই, অপিচ সৌদায়িক ধন ও অন্যরূপ স্ত্রীধন দান বিক্রয় করিলে তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ।

প্রমাণ—

দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত নারদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের বচন—“শিল্পকর্ম্মদ্বারা অথবা প্রীতিতে পিতামাতার ও পতির জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভিন্ন অন্য হইতে যে ধন প্রাপ্তি হয় তাহাতে পতির স্বামিত্ব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য ধন স্ত্রীধন কথিত। প্রাপ্ত সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা আছে, যেহেতু তাহা জ্ঞাতি-কুটুম্ব-কর্ত্তৃক অনুকম্পা হেতুতে জীবিকা স্বরূপ দত্ত। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

চিত্রকর্ম্ম সূত্রকর্ত্তনাদি দ্বারা যাহা অর্জ্জিত তাহাতে পতির প্রভুত্ব আছে, তিনি তাহা আপদ বিনাও গ্রহণ করিতে পারেন।

ঢাকার কোর্ট আপীল। মেক্ হি. ল. বা. ২, চা. ৮, মকদ্দমা ৩৩, পৃ. ২৩৯—২৪১।

প্র. ২। কোন হিন্দু যদি অবিভক্ত ভ্রাতাদের সমক্ষে সাধারণ পৈতৃক ধনের নিজ যোগ্যাংশ এবং পূর্ব্ব প্রশ্নে বর্ণিতরূপে* তাহার স্বোপার্জ্জিত ভূমি পত্নীকে স্ত্রীধন স্বরূপে দিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তৎস্ত্রীকে স্ত্রীধন রূপে অর্শিবে, অথবা তদবিভক্ত ভ্রাতাদের প্রাপ্য হইবে; এবং ঐ বিষয় যদি ধনির পত্নীর প্রাপ্য হয়, তবে দান বিক্রয়াদি দ্বারা তাহা হস্তান্তর করিতে ঐ স্ত্রীর ক্ষমতা আছে কি না, যদি দান বিক্রয় করিতে তাহার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহার মরণান্তে ঐ বিষয় কাহাকে অর্শিবে?—তৎপতির উত্তরাধিকারিগণকে বর্ত্তিবে অথবা কাহাকে অর্শিবে?

---

* পূর্ব্ব প্রশ্ন এই যে—‘ভ্রাতাদের সহিত অবিভক্তরূপে বাসকরণ কালীন কোন হিন্দু নিজ ধনে অথবা সাধারণ ধন ভিন্ন অন্য ধনদ্বারা ভূমি সম্পত্তি উপার্জ্জন করে।’ দ্রষ্টব্য মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৩২।

ত্রিহুতে (অর্থাৎ মিথিলায়) প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে * এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান আবশ্যক।

পতিকর্ত্তৃক পত্নীকে যাহা দত্ত হয় তাহা স্ত্রীধন কথিত। কিন্তু ভর্তৃদত্ত ঐ বিষয় যদি স্থাবর হয় তবে ঐ স্ত্রী তাহা দানাদি করিতে অধিকারিণী নহে।

উ. ২। দ্বিতীয় প্রশ্নে বর্ণিতরূপে কোন হিন্দু যদি অবিভক্ত ভ্রাতাদের সমক্ষে অবিভক্ত পৈতৃক ধনের নিজ প্রাপ্য অংশ এবং পূর্ব্ব প্রশ্নে বর্ণিতরূপে স্বোপার্জ্জিত ভূমি ভ্রাতাদের অবিরুদ্ধাচরণে ও বিনা আপত্তিতে (অতএব অনুভূত সম্মতিতে) নিজ স্ত্রীকে স্ত্রীধনরূপে দিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় তন্মরণান্তে ঐ বিষয়ের স্বত্ব তৎপত্নীকে বর্ত্তিবে, তদবিভক্ত ভ্রাতাগণকে বর্ত্তিবে না। এমতে ঐ মৃত ব্যক্তির পত্নী অন্য স্থাবর রূপ স্ত্রীধনের ন্যায় ভর্ত্তৃদত্ত উক্ত ভূমি দান বিক্রয় করিতে অধিকারিণী নহে।

প্রমাণ—

১। যাহা সুদায় হইতে প্রাপ্ত, অথবা নিজ ক্ষমতায় উপার্জ্জিত, অথবা স্বামির সম্মতিক্রমে ঐ স্ত্রীর কুটুম্বকর্ত্তৃক দত্ত, তাহা নির্ব্যূঢ়রূপে উপার্জ্জিত। বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতি বচন।

২। কোন ব্যক্তি নিজ উপার্জ্জিত ধন স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে। বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতিবচন।

৩। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী পতির বা পিতার গৃহে পতি কিম্বা পিতামাতা হইতে যাহা প্রাপ্তা হয় তাহা সৌদায়িক কথিত। সৌদায়িক ধনের স্থাবর ভাগও ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদের স্বাধীনতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন বচন।

৪। সৌদায়িক ধন দানাদি করিতে স্ত্রীদের ক্ষমতা সাধারণরূপে কথিত হওয়াতে, এস্থলে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর বিষয়ে বিশেষ করা হইয়াছে। বিবাদরত্নাকরের বাক্যানুবাদ।

৫। পতিকর্ত্তৃক প্রীতিতে যাহা স্ত্রীকে দত্ত হয়, সে তাহা পতির মরণান্তে ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে অথবা স্থাবর ব্যতিরেকে দিবে। বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর ধৃত নারদ বচন।

মেক. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৩৪—৩৬।

---

* ভর্ত্তৃদত্ত স্ত্রীধন দানাদি বিষয়ে মিথিলায় ও বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রের একই মত।

প্র.। চারি জাতির মধ্যে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে) কোন জাতীয়া এক স্ত্রী যদি বিবাহ কালে অলঙ্কার যৌতকস্বরূপ পায়, তবে তদ্রূপে প্রাপ্ত তাবৎ অলঙ্কার তাহার নিজস্ব, কি তাহাতে তৎপতির মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৎসঙ্গে অংশি হইতে যথাশাস্ত্র অধিকারি ?

কোন নারীকে তাঁহার বিবাহ কালে অস্থাবর ধন দত্ত হইলে তাহা তাঁহার স্ত্রীধন হয়।

উ.। উক্ত চারি জাতির কোন জাতীয়া নারীর বিবাহ কালে তৎপতির ও পিতৃ মাতৃ কুলের কেহ অথবা অপর কোন ব্যক্তি অলঙ্কার বা অন্য ধন তাহাকে দিলে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে অধ্যগ্নি স্ত্রীধন অর্থাৎ বিবাহকালীন অগ্নিসন্নিধানে দত্ত স্ত্রীধন উক্ত। তাহা সে নারীর নিজস্ব, তাহার শাশুড়ী কিম্বা অন্য ব্যক্তি তৎসঙ্গে তাহাতে অংশি হইতে কোন ক্রমে অধিকারি নয়। এই মতের প্রমাণ দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, বিবাদচিন্তামণি ও মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

প্রমাণ —

কাত্যায়ন —"বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে স্ত্রীদিগকে যাহা দত্ত হয়, বুধগণকর্ত্তৃক তাহা অধ্যগ্নি স্ত্রীধন কথিত হইয়াছে*।"

নারদ—"পতিকর্ত্তৃক প্রীতিতে যাহা দত্ত হয়, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে, অথবা স্থাবর ব্যতিরেকে দিবে *"।

মনু ও বিষ্ণু —"পতি বাঁচিয়া থাকিতে স্ত্রী যে অলঙ্কার ধারণ করে, দায়াদরা তাহা ভাগ করিয়া লইবে না, ভাগ করিয়া লইলে পতিত হইবে*"।

পুনঃ কাত্যায়ন—"ভর্ত্তা, সুত, পিতা বা ভ্রাতারা স্ত্রীধন গ্রহণে বা দানে প্রভু নহে *" ॥

শহর ঢাকা। ২১ এপ্রেল ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চা ৩, মকদ্দমা ২, পৃ. ১২১ ও ১২২।

প্র.। কোন পুরুষ দুই অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র থাকিতে নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় এক দানপত্রদ্বারা পত্নীকে দান করে ; অনন্তর ঐ দুই পুত্র প্রাপ্তব্যবহার ও হিতাহিত জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া উক্ত দানে সম্মতি দেয়। উক্ত দানের পরে উহাদের পিতা আর এক বিবাহ করে, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাহার এক পুত্র হয়, এই পুত্র নিজ পিতার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় দাওয়া করিতেছে। এমত অবস্থায় তাহার পিতা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে যে দান করিয়াছে তাহা নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইবে কি না ?

---

* দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৭০৯।

দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কালে পতি (প্রথমা) স্ত্রীকে যে অস্থাবর ধন দেয় তাহা তাহার নির্ব্যূঢ় স্ত্রীধন: (কিন্তু) স্থাবর ধন এরূপ নহে, তাহা দান করা হইলেও তাহাতে তাহার পতির স্বত্ব থাকে।

উ.। অপ্রাপ্তব্যবহার দুই পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ কালীন (পূর্ব্বা) স্ত্রীকে ধন পারিতোষিক দিলে তাহা স্ত্রীধন কথিত, এবং পতির কৃত ঐ দান সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ; পরন্তু যে ধন পতির অনধীনতায় পত্নী দান বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে ক্ষমতাবতী তাহাই তাহার স্ত্রীধন। পতির স্থানে স্থাবর বিষয় পাইলে তাহা দানদ্বারা বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে পত্নীর ক্ষমতা নাই; এতাবতা এরূপ ধন ঐ স্ত্রীর হইলেও তাহা স্ত্রীধন হয় না, যেহেতু তাহার উপর তাহার স্বয়ং প্রভুত্ব নাই। এমত অবস্থায় পত্নী ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরের যাবজ্জীবন উপভোগ মাত্র করিতে পারে। ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর মরণে তদ্ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর ধনে তাহার সন্তানেরাই কেবল অধিকারী, কেননা তাহা তাহার স্ত্রীধন। (কিন্তু) পতি কর্ত্তৃক পত্নীকে দত্ত স্থাবর ধনে তৎপতির স্বত্ব থাকে; এবং ঐ পতির মরণে তৎপত্নীদ্বয়ের গর্ভজাত তাহার সকল সুতই তাহাতে অধিকারি।

প্রমাণ—

"অধিবিন্না স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যয়তুল্য ধন পারিতোষিক দাতব্য॥"[২]

"অথবা পতি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকালীন পূর্ব্বা স্ত্রীকে যাহা পারিতোষিক দেয় তাহা (এবং অন্যরূপে উপার্জ্জিত ধনও) স্ত্রী-ধন কথিত।"

পতিকর্ত্তৃক প্রীতিতে পত্নীকে যাহা দত্ত হয়, পতি মরিলে সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে, অথবা স্থাবর ব্যতিরেকে দিবে।"

"শিল্পকর্ম্মদ্বারা অথবা (জ্ঞাতিকুটুম্ব ভিন্ন) অন্য হইতে প্রীতিতে যে ধন প্রাপ্তি হয় তাহাতে পতির (সর্ব্বদা) স্বামিত্ব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য ধন স্ত্রীধন কথিত।"

"মাতা মরিলে সহোদর ভ্রাতা ও সহোদরা ভগিনী সকলে মাতৃধন ভাগ করিয়া লইবে॥" উপধি ধৃত বচন কএকটী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কাত্যায়ন, ও বৃহস্পতি ঋষির।

জিলা পুরণিয়া। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৮, পৃ. ২১৫, ২১৬।

প্র.। কোন ব্যক্তি নিজ দৌহিত্রের স্ত্রীকে কিছু ভূমি ও কএকখান বাটী দিলেক, এই স্ত্রী সেই দান প্রাপ্ত, বিষয়ে কিছুকাল দখলিকার থাকিয়া যে রোগে তাহার মৃত্যু হয় সেই রোগে পীড়িতাবস্থায় ঐ বিষয় নিজ দৌহিত্রকে দান করিল। এই স্ত্রীর পুত্র নিজ সহোদরা ভগিনী (অর্থাৎ বাদিনী,) আর এক ভগিনীর পুত্র (অর্থাৎ প্রতিবাদী) এবং এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা থাকিতে উক্ত বিষয় দান করিল। এমত অবস্থায় এই দুই দানের মধ্যে কোন্ দান যথা-শাস্ত্র ও সিদ্ধ।

কোন ব্যক্তি দৌহিত্রের স্ত্রীকে স্থাবর ধন দিলে তাহা ঐ স্ত্রীর (নির্ব্যূঢ়) স্ত্রীধন, তাহাতে ঐ স্ত্রীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

উ.। উক্ত স্ত্রীকর্তৃক নিজ পতির মাতামহ হইতে প্রাপ্ত বিষয়ের দান শাস্ত্র-সিদ্ধ, যেহেতু ঐ ধন তাহার স্ত্রীধন,—যাহা শাস্ত্রে সৌদায়িক কথিত; এই স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে তৎপুত্রের কৃত দান যথাশাস্ত্র ও সিদ্ধ নহে, যেহেতু তাহাতে তাহার প্রভুত্ব নাই। এই মত দায়ভাগ দায়তত্ত্ব ও বিবাদ-ভঙ্গার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ সম্মত।

প্রমাণ—

কাত্যায়ন—"কোন স্ত্রী বিবাহের পরে বা পূর্ব্বে পতি গৃহে বা পিতৃ মাতৃ গৃহে পতি বা পিতামাতা হইতে যাহা দানে প্রাপ্তা হয় তাহা সৌদায়িক কথিত, তাদৃশ দান তাহাদের কর্তৃক অনুকম্পা হেতুতে বর্ত্তনোপায়রূপে দত্ত হওয়াতে তাহা শাস্ত্রে স্ত্রীর নির্ব্যূঢ় স্ত্রীধন কথিত। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা সর্ব্বদা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহা ভূমি বা বাটী হইলেও তাহারা স্বেচ্ছানুসারে দান বা বিক্রয় করিতে পারে"।

পুনঃ কাত্যায়ন—"পতি বা পুত্র, কিম্বা পিতা অথবা ভ্রাতারা কেহই স্ত্রীধন ব্যবহার করিতে বা হস্তান্তর করিতে প্রভু নহে"।

জিলা নদিয়া। ২৬ জুলাই ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চা. ৮, মকদ্দমা ৬, পৃ. ২১২, ২১৩।

প্র.। দুই সহোদর ভ্রাতা ছিল ও তাহাদের কিছু পৈতৃক নিষ্কর ভূমি ছিল। জ্যেষ্ঠের পুত্র ছিল না, এক কন্যা মাত্র ছিল, কনিষ্ঠের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া উক্ত ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ কন্যার অন্নাচ্ছাদনার্থে দিলেক, অথবা তৎকন্যা পিতার মরণান্তে তাহা উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রাপ্তা হইল,—(অর্থাৎ) উক্ত বিষয়ে সে কিরূপে অধিকারিণী হইল তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে না। এমত অবস্থায় ঐ স্ত্রী তাহার পিতৃব্যপুত্রের সম্মতি বিনা সেই বিষয় অপরকে দান করিতে যোগ্যা কি না?

কন্যা যে স্থাবর বিষয় দানে প্রাপ্তা হয় তাহা তাহার নির্ব্যূঢ় ধন; (কিন্তু) যাহা দায় রূপে প্রাপ্তা হয় তাহা তদ্রূপ নহে।

উ.। উক্ত ভ্রাতাদের মধ্যে এক জন যদি নিজ একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার প্রতিপালন নিমিত্ত পৈতৃক ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিয়া থাকে, এবং তাদৃশ দানোপলক্ষে ঐ কন্যা যদি তাহা দখল করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় সে (কন্যা) নিজ পিতৃব্যের দুই পুত্রের সম্মতি বিনা ঐ বিষয় অপরকে দান করিতে পারে, কেননা তাহা সৌদায়িক স্ত্রীধন কথিত ও তাহাতে তাহার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে উক্ত বিষয় যদি উত্তরাধিকারি সূত্রে তাহার হইয়া থাকে, তবে পিতৃব্য-পুত্রের সম্মতি ব্যতীত তাহা দিতে তাহার ক্ষমতা নাই। এইমত বঙ্গদেশে প্রচলিত গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—

দায়ভাগ ও দায়ক্রম সংগ্রহাদি গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন বচন—"বিবাহিতা বা অবিবাহিতা দুহিতা পতির কিম্বা পিতার গৃহে পতি কিম্বা পিতামাতা হইতে যাহা প্রাপ্তা হয় তাহা সৌদায়িক কথিত। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে,-যেহেতু জ্ঞাতি কুটুম্ব কর্তৃক তাহা অনুকম্পা হেতুতে বর্ত্তন স্বরূপ দত্ত। সৌদায়িক ধনের স্থাবর ভাগও ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদের স্বাধীনতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।" নিম্নলিখিত বাক্য দায়ভাগ হইতে ধৃত—"সে ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন বিষয়ের উপভোগ করিবে তাহার পরে দায়দরা গ্রহণ করিবে।"

"পত্নী" পদ উপলক্ষণ রূপে সামান্যতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে এই নিয়ম স্ত্রীমাত্রের সক্রান্তধনাধিকারে প্রযুজ্য।"

জিলা বীরভূম। মেক্. হি. ল. বা ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৭, পৃ. ২১৪।

রামদুলাল সরকার প্রভৃতি- বনাম—শ্রীমতী জয়মণি দেবী।

নজীর
৪৩১ ও ৪৩২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমাতে বিচারের বিষয় এই ছিল যে বাদিদের প্রতি লিখিত বিশেষ কাগজ রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উইল কি না। বিচার কালীন বাদিদের পক্ষে ঈশানচন্দ্র নামক এক জন সাক্ষিকে উক্ত উইলের পোষকতা নিমিত্তে ডাকা হয়, কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইল যে উক্ত উইলে তাহার স্বার্থ আছে যেহেতু তাহাতে তৎপত্নীকে অন্নাচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে এবং শাস্ত্রানুসারে পতি তাহা পাইতে অধিকারী।

এতাবতা আদালতের পণ্ডিতদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করা হইল—

প্রশ্ন। কোন বিবাহিতা নারীকে উইলপত্রদ্বারা কিছু দেওয়া হইলে, তাহাতে তৎপতির কোন স্বার্থ আছে কি না?

উ.। কোন নারীকে যদি তৎপতির বা তাহার নিজ কুটুম্ব-কর্ত্তৃক উইলপত্রদ্বারা কিছু দত্ত হয়, তবে তাহা স্ত্রীধন, তাহাতে তৎপতির কোন অধিকার নাই। কিন্তু তাহা অপর ব্যক্তি-কর্ত্তৃক দত্ত হইয়া থাকিলে ঐ নারী পতির সম্মতি বিনা তদ্বিষয়ীভূত নিজ স্বত্ব দানাদি করিতে পারে না।

অনন্তর এই আপত্তি করা হইল যে উক্ত উইলে ঐ সাক্ষির স্বার্থ আছে কেননা সে নিজ পুত্র প্রাপ্ত-ব্যবহার হওন পর্য্যন্ত কোন স্থাবর বিষয় নিজ জিম্মায় ও রক্ষণাবেক্ষণাধীনে রাখিয়াছে।

কিন্তু আদালত ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন এই কারণে যে সে কেবল এক ট্রস্টী স্বরূপ মাত্র, তাহাতে তাহার স্বার্থ কিছু নাই। জজেরা উক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিরূপে গ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু আর এক আপত্তিতে বা বাধা হেতুতে অর্থাৎ যে একুইটী মকদ্দমা হইতে এই ইষু উত্থিত হইয়াছে তাহাতে সম্ভাব্য কোন

ঘটনায় ঐ ব্যক্তির কোন স্বার্থ হইতে পারে কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে ঐ সাক্ষী অগ্রাহ্য হইল।

ইস্টু সাহেবের নোট, নং ৪৫। প্রথম টরমের পর সিটিং, ১৮১৭ সাল। —দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেষ্ট, বা. ২, পৃ. ৬৫।

গ.—বনাম—ক.

নজীর
৪৩০, ৪৩২ ও ৪৩৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

ককারাদি নাম বিশিষ্ট কোন হিন্দু অর্থাৎ এই মকদ্দমার প্রতিবাদী গকারাদি নামক স্বজাতীয়া কোন হিন্দু স্ত্রীকে অর্থাৎ বাদিনীকে ঐ জাতির আচারানুসারে বিবাহ করিলেক, এবং তদগর্ভে তাহার অনেক পুত্র ও কন্যা জন্মিল। বাঙ্গালা ১১৯৩ সালের অনেক পূর্ব্বে ঐ সকল পুত্রই মরিল, কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন দুহিতা জীবিতা আছে। ১১৯৩ সালে ককারাদি নামা ব্যক্তি পুত্রার্থে জকারাদি নাম্নী নারীকে বিবাহ করিল, কিন্তু তদ্বিবাহে কোন দানাদি প্রাপ্ত হইল না কেবল বস্ত্র, অলঙ্কার ও তৈজসাদি যৎকিঞ্চিৎ দান সামগ্রী ঐ নারীর পিতা হইতে পাইল। এই শেষ বিবাহের পূর্ব্বে গকারাদি নামিকা নারী তদ্বিষয়ে পতির সহিত কলহ করিল এবং ইহা কহিয়া শাসাইল যে যদি তুমি অন্য দার পরিগ্রহ কর তবে আমি আত্মঘাতিনী হইব অথবা গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিব। তাহার স্বান্ত্বনা নিমিত্তে ককরাদি ব্যক্তি এক কাগজ দস্তখত করিয়া দিল, এবং তদ্দ্বারা আর আর বস্তু মধ্যে সাড়ে তিন খান বসত বাটি এবং এক খান বাগান তাহাকে দিল. কিন্তু দানকালে এমত কহিল না যে তাহা তাহার জীবন পর্য্যন্ত অথবা চিরকালের নিমিত্তে দত্ত হইল। ঐ কএক বাটীর মধ্যে একখান ককরাদি ব্যক্তি নিজ পিতা হইতে প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট তাহার নিজের ক্রীত। এরূপে দত্ত বিষয় ভিন্ন ককারাদি নামক ব্যক্তি শিবোত্তররূপে দত্ত আর দুই খান বাটীতে দখলিকার ছিল, তাহার ভাড়া পাইত এবং সেই ভাড়ার টাকা হইতে ঐ দেব সেবার আবশ্যক দ্রব্য যোগাইত।

জকারাদি নারী নিঃসন্তান ছিল, কিন্তু উক্ত কাগজ লিখিত পঠিত হওনের পরে গকারাদি নামিকার গর্ভে ককারাদি প্রতিবাদির কএক সন্তান হইয়াছে এবং সে পতির নামে নালিশ উপস্থিত করার পরে এক সন্তানও জন্মিয়াছে। উক্ত লিখিত পঠিত অনুসারে ককারাদি নামক ব্যক্তি ঐ বাটীর অথবা তদ্দ্বারা দত্ত অন্যান্য বস্তুর দখল দিলেক না, কিন্তু গকারাদি যেমত পূর্ব্বে অধিক বৎসর ব্যাপিয়া ঐ বাটী কতিপয়ের মধ্যে এক বাটীতে বাস করিত তেমতি তাহাতে ক্রমিক বাস করিতে লাগিল, এবং এক্ষণে সে উক্ত সাড়ে তিন খান বাটীর দখল পাইবার নিমিত্তে পতির নামে নালিশ করে।

পণ্ডিতদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করা হয়।

১ প্রশ্ন। উপরি উক্তরূপে ও কারণে পতি পত্নীকে (কোন বিষয়) দান

করিলে ঐ দত্ত বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্তে ঐ পতির নামে নালিশ করিতে তৎ পত্নীর অধিকার আছে কি না?

২ প্রশ্ন। উক্তরূপে দানকে ঐ পত্নীর জীবন পর্য্যন্ত মাত্র বলবৎ বুঝিতে হইবে, অথবা সে নিজ জীবনকালে ঐ সকল বাটী বিক্রয় করিতে অথবা মৃত্যুকালে উইল পত্রদ্বারা দিতে ক্ষমতাবতী?

পণ্ডিত গোবর্দ্ধন কমল শর্ম্মা যে উত্তর দেন, তদ্যথা—

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।—দুই পত্নীবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যযুক্ত কোন কাগজের দ্বারা প্রথমা স্ত্রীকে তাহার সর্ব্বতোভাবে সন্তোষার্থে যে বিষয় দিয়া থাকে সে বিষয় সেই স্ত্রীর ধন. শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে তাদৃশ ধন প্রাপ্তির নিমিত্তে ঋণের ন্যায় ঐ পত্নী পতির নামে নালিশ করিতে পারে।

এবং তিনি (অর্থাৎ উক্ত পণ্ডিত) এই মতের প্রমাণার্থে দায়ভাগে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন উদ্ধৃত করেন—"পিতা মাতা অথবা ভর্ত্তা কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা 'অধ্যগ্নি' কথিত, এবং তাহা, 'স্ত্রীধনও' উক্ত হয়।" এই বিষয়ে কাত্যায়নেরও উক্তি আছে তদ্যথা— "ভর্ত্তা, সুত, পিতা বা ভ্রাতারা স্ত্রীধন লইতে অধিকারি নহে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন ভক্ষণ করে তবে রাজা তাহা ব্যাজশুদ্ধ দেওয়াইবেন, এবং সমুচিত শাস্তি দিবেন,"। দায়তত্ত্বের স্ত্রীধন প্রকরণে উক্তরূপ বিষয় সৌদায়িক স্ত্রীধন কথিত। যাহা পতি কিম্বা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয় তাহাকে সৌদায়িক স্ত্রীধন বলি,—অর্থাৎ তাহা সু-কারণে দত্ত; কোন স্ত্রী সৌদায়িক ধন পাইলে বোধ্য এই যে সে তাহা দানাদি করিতে ক্ষমতাবতী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।—দ্বিতীয় প্রশ্নে বর্ণিতরূপ স্ত্রীধন ঐ স্ত্রীর জীবন পর্য্যন্ত স্ত্রীধন থাকে, উক্তরূপ বিষয় বিক্রয় করিতে সে স্ত্রীর ক্ষমতা আছে,* এবং তাহা যদি স্থাবর না হয় তবে মৃত্যুকালে তাহা দানাদি করিতেও তাহার ক্ষমতা আছে। সে স্থাবর বিষয় উক্তরূপে অবশিষ্ট থাকে তাহা তাহার মরণান্তে তাহার যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবে অর্থাৎ তাহার সন্তান পতি, পিতা, ও মাতা প্রভৃতিকে বর্ত্তিবে। উক্ত মতের প্রমাণরূপে উক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক যে২ বচন ধৃত হয়, তদ্যথা, কাত্যায়ন কহেন- "পতি পত্নীকে যে কিছু বিষয় দেয়, সে তাহা পতির অনুপস্থিতিতে† যেমত ইচ্ছা সেইরূপে রাখিবে। পতি যদি উপস্থিত‡ থাকে তবে তাহা রক্ষা করিবে, অন্যথা ভর্ত্তার

---

* উক্তরূপ বিষয় বিক্রয় করিতে স্ত্রীর যে ক্ষমতা সে স্থাবর ব্যতিরিক্ত হইলে, ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর বিক্রয়ের ক্ষমতা তাহার নাই।

† পতির অনুপস্থিতে,—অর্থাৎ পতির মরণে।

‡ 'পতি যদি উপস্থিত থাকে'—অর্থাৎ জীবিত থাকুক। দ্রষ্টব্য—নিম্ন ধৃত বচন কতিপয় এবং ব্য. দ. পৃ. ৭০০—৭০২।

সম্পর্কীয় কাহাকে সমর্পণ করিবে। ভর্ত্তৃদত্তধন ভর্ত্তা মরিলে পত্নী যেমত ইচ্ছা সেইরূপে দানাদি করুক, কিন্তু পতির জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে।" নারদ-ও এই বিষয়ে কহিয়াছেন, যাহা দায়ভাগে ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা, "পতিকর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক পত্নীকে যাহা দত্ত হইয়াছে পতি মরিলে পত্নী তাহা স্থাবর ব্যতিরেকে যেমত ইচ্ছা সেইরূপে ব্যয় বা দান করুক॥ এবিষয়ে দেবলের বচন-ও আছে, যথা—"স্ত্রীর ধন তাহার মরণান্তে তৎপুত্রকন্যা মধ্যে সমানরূপে বিভক্ত হইবে, কিন্তু ঐ স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হয় তবে তৎপতি তাহা লইবে, নতুবা তৎস্ত্রীর মাতা, ভ্রাতা বা পিতা লইবেন।"

পণ্ডিত রামচরণ উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তদ্‌যথা,—

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—"অধিকার আছে। এবিষয়ের বিস্তার নিম্নে লিখিতেছি—দুই ভার্য্যাবিশিষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমা স্ত্রীকে যে ধনদিয়াছে তাহা (তাহার) স্ত্রীধন তাদৃশ ধন গ্রহণে বা দানে পতির বা পিতার অথবা পুত্রের কিম্বা ভ্রাতার কোন অধিকার নাই, তন্মধ্যে কেহ যদি বলপূর্ব্বক ঐ ধন গ্রহণ করে, তবে বিচারপতি তাহাকে দিয়া ব্যাজশুদ্ধ তাহা দেওয়াইবেন, এবং (তাহার নামে অভিযোগ হইলে) তাহাকে শাস্তি দিবেন। মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহন প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মতরূপে এই ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে—ভর্ত্তৃদত্তধন যদি স্থাবর না হয় তবে স্ত্রী নিজ জীবনকালে তাহা বিক্রয় করিতে ক্ষমতাবতী, এবং ঐ ধন স্থাবর না হইলে সে তাহা মৃত্যুকালেও দানাদি করিতে পারে। স্থাবর ধন সে কেবল ব্যবহার ও উপভোগ করিতে পারে, তাহার পরে তাহা স্ত্রীধনের অধিকারিগণকে অর্শিবে।

ইস্‌ট্ সাহেবের নোট্, নং ১২৯। ১৭৯৪ সাল। মর্লির ডাইজেষ্ট্, বা. ২, পৃ ২৩৪—২৩৭।

বৈদ্যনাথ কবিরাজের পুত্র গোসাঁইচন্দ্র কবিরাজ, আপিলাণ্ট্—বনাম—
মোসম্মাৎ কৃষ্ণমণি ও মোসম্মাৎ জয়মণি, রেস্পণ্ডেন্ট্।

আর্জ্জিদাবীর মর্ম্ম এই যে—মনোহর কবিরাজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিজ বিষয়ে অধিকারী থাকে, তদনন্তর তৎপুত্র উদয়নারায়ণ কবিরাজ অর্থাৎ বাদিদের পিতামহ তাহাতে অধিকারী হয়। উদয়নারায়ণের দুই পুত্র ছিল,—গঙ্গানারায়ণ কবিরাজ যে বাদিনী কৃষ্ণমণির পিতা, ও দেবনারায়ণ কবিরাজ যে অন্যবাদিনী জয়মণির পিতা। বাঙ্গালা ১১৯৬ সালে গঙ্গানারায়ণ নিজ কন্যা কৃষ্ণমণিকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। অনন্তর অন্যভ্রাতা দেবনারায়ণ নিজমৃত্যু পর্য্যন্ত কৃষ্ণমণির সঙ্গে যৌতরূপে বিষয়ে অধিকারী থাকিয়া বাঙ্গালা ১২১৪ সালে কাল প্রাপ্ত হয়। দেবনারায়ণের বিষয়ে তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র অধিকারী হইয়া কৃষ্ণমণির সহিত যৌতরূপে দখিলকার থাকিল। ১২১৫ সালে ভৈরব কালপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু মরণের পূর্ব্ব দিবস আপনার সমস্ত বিষয় বাদিনীদিগকে বাচনিক দান করে (কেবল ২০ বিঘা ভূমি বাদ রাখে ও তাহা গুরুকে দেয়) যে

তাঁহারা সমভাগে ভাগ করিয়া লইবে। বাদিনীরা এক্ষণে ঐ বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্তে নালিষ করে।

প্রতিবাদী বৈদ্যনাথ কবিরাজ ঐ দাবীর প্রতিরোধ করে,—সে কহে যে মনোহর কবিরাজের প্রপৌত্রের মৃত্যুর পর বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভৈরবের দখলে আইসে, ও মনোহর কবিরাজের নাম অপরিবর্ত্তিত রূপে কালেক্টরি বহিতে চলিত থাকে। ভৈরব নিস্‌সন্তান মরে, এবং প্রতিবাদী মনোহরের দৌহিত্র হওয়াতে সে হিন্দুদের দায় শাস্ত্রানুসারে উক্ত বিষয়ে অধিকারী। কৃষ্ণমণি বন্ধ্যা ও জয়মণি অবীরা হওয়াতে সক্রান্ত ধনে অধিকারিণী হইতে পারে না।

এই মকদ্দমা প্রথমে মেস্তর হেনরি শেক্‌সপিয়র সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তিনি আদালতের পণ্ডিতের প্রতি বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করেন।

প্রথম।—সার্দ্ধ অস্টাদশ বর্ষ বয়স্ক ভৈরব কবিরাজ নিজ মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে স্বজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া বাচনিক দান করে, ঐ দান সিদ্ধ কি না?

দ্বিতীয়।—যদি এমত দান অশাস্ত্রীয় হয়, তবে ভৈরবের বিষয়ের কেং অধিকারী, এবং কিং পরিমিত অংশে অধিকারি?

৩।—ইহা স্বীকৃত যে কৃষ্ণমণি নিজ পিতার মৃত্যুকালে সম্ভাবিতপুত্রা থাকাতে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইয়াছিল; (কিন্তু) বর্ত্তমান অভিযোগ আরম্ভ হইলে কৃষ্ণমণি ও তৎপতি উভয়েই কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণমণি পিতার যে সক্রান্তধনে অধিকারিণী হইয়াছিল তাহা দানদ্বারা নিজ পিতৃব্যকন্যা মোসম্মাৎ জয়মণিকে হস্তান্তর করিয়া দিতে তাহার ক্ষমতা ছিল কি না। যদি এমত করিতে তাহার ক্ষমতা না রহিয়া থাকে, তবে কেং মোসম্মাৎ কৃষ্ণমণির উত্তরাধিকারি?

উপরিউক্ত প্রশ্নের পণ্ডিতকর্ত্তৃক যে উত্তর দত্ত হয় তদ্‌যথা,—উপরিউক্ত অবস্থায় ভৈরবের কৃত দান সিদ্ধ।

প্রমাণ—

বিবাদার্ণব-সেতু ও বিবাদ-ভঙ্গার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ—"কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভয় ক্রোধ কাম শোক বা রোগ গ্রস্তাবস্থায় যাহা দত্ত হইয়াছে তাহা অদত্ত বিবেচনা করিতে হইবে।"

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে—কৃষ্ণমণি সম্ভাবিতপুত্রা হওয়াতে পিতৃধনে অধিকারিণী হয়, পিতৃঋণ পরিশোধের অভিপ্রায়ে অথবা অন্য কোন আবশ্যকতা নিমিত্তে সে তাদৃশ বিষয় অন্যকে হস্তান্তর করিতে পারে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য কারণে পারে না। পরন্তু ঐ বিষয় যদি কৃষ্ণমণি ভৈরব কবিরাজের স্থানে দানরূপে প্রাপ্তা হইয়া থাকে (যথা এই মকদ্দমার জিলার নথির কোনং কাগজে দৃষ্ট হইতেছে,) তবে তাহা তাহার সৌদায়িক ধন, এমতে তাহা তাহার স্ত্রীধন হওয়াতে সে তাহা হস্তান্তর করিতে যোগ্যা। যদি এমত বোধ করাযায় যে কৃষ্ণমণি সক্রান্ত ধনে উত্তরাধিকারিণীরূপে ঐ বিষয় প্রাপ্তা হইয়া-

ছিল, এবং তাহার মৃত্যুকালে যদি প্রতিবাদী বৈদ্যনাথ কবিরাজ জীবিত ছিল, তবে সে কৃষ্ণমণির প্রপিতামহ মনোহর কবিরাজের দৌহিত্র বলিয়া তদ্বিষয়ে অধিকারী হইতে যোগ্য। এবং তাহা হইলে বৈদ্যনাথের পুত্র গোসাঁইচন্দ্র কবিরাজ তাহাতে অধিকারী; (পরন্তু) কৃষ্ণমণির পূর্ব্বে যদি বৈদ্যনাথ মরিয়া থাকে তবে তাহার (অর্থাৎ বৈদ্যনাথের) পুত্র বর্ত্তমান প্রতিবাদী কৃষ্ণমণির অধিকৃত সংক্রান্ত ধনে কোনক্রমে অধিকারী নয়, কেননা পিতৃ-মাতামহ ধনে দৌহিত্রের পুত্রের কোন স্বত্ব নাই। কৃষ্ণমণির অধিকৃত সংক্রান্ত ধনে তন্মরণান্তে অধিকারিণী হইতে জয়মণির কোন অধিকার নাই, কেননা জয়মণির অধিকৃত তৎপিতৃ সংক্রান্ত ধন তাহার পিতৃব্য কন্যাকে অর্শিতে পারে না, কৃষ্ণমণির অধিকৃত ধন যদি কিছু স্থিত থাকে তবে তাহা শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্খলানুসারে তৎপিতা গঙ্গানারায়ণের উত্তরাধিকারিদিগকে অর্শিবে। প্রমাণ।—মনু, এবং দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, নারদ-স্মৃতি, দায়রহস্য, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদভঙ্গার্ণব, ও শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি।

১ম.। দায়ভাগধৃত কাত্যায়ন বচন—'পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র বিহীন কোন ব্যক্তি মরিলে, পত্নী তাহার বিষয়ে অধিকারিণী হইবে। ঐ পত্নী যাবজ্জীবন ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া পতি গৃহে বাস করিবে, এবং বিষয়ের অপহার বা অপব্যয় করিবে না। তাহার পরে ঐ বিষয় তৎপতির উত্তরাধিকারিগণকে বর্ত্তিবে'।

২য়.। দায়ভাগ—'উক্ত বচনে পত্নীপদ উপলক্ষণ মাত্র, ইহা এতৎ প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে ঐ বিধান সংক্রান্ত ধনে অধিকারিণী স্ত্রীমাত্রের প্রতি প্রযুজ্য'।

৩য়.। নারদ স্মৃতি—'স্ত্রীলোকে সংক্রান্ত ধনরূপে যে গৃহ ভূমি ইত্যাদি প্রাপ্তা হয় বিশেষ আবশ্যকতার ঘটনা ব্যতীত তাহার বিক্রয়, দান বা বন্ধক অবৈধ'।

৪র্থ.। বিবাদভঙ্গার্ণব প্রভৃতিতে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—'যে কেহ অন্যের ধনে অধিকারী হয়, সে ঐ পূর্ব্ব স্বামির ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে'।

৫ম.। দায়ভাগ ধৃত কাত্যায়ন বচন—'কোন নারী বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে, পতির বা পিতার গৃহে পতি বা পিতা মাতা হইতে যাহা প্রাপ্তা হয় তাহা সৌদায়িক কথিত'।

৬ষ্ঠ.। দায়ভাগ ধৃত কাত্যায়ন বচন—'সৌদায়িক ধন স্থাবর হইলেও স্ত্রী তাহা দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারে'।

৭ম.। দায়ভাগ—'পিতামহের দৌহিত্রান্ত সন্তান পর্য্যন্তের এবং প্রপিতামহের দৌহিত্রান্ত সন্তান পর্য্যন্তের যে অধিকার সে পিণ্ডদানাধিকারে নৈকট্যের তারতম্য ক্রমে জ্ঞেয়'।

৮ম.। দায়ভাগ—'দৌহিত্র পিণ্ডদাতা, দৌহিত্রের পুত্র পিণ্ডদাতা নয়'।

৯ম.। দায়ভাগে ধৃত বৌধায়ন বচন—'অন্ধাদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিরা এবং স্ত্রীলোকে অধিকারি নয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, যদি স্ত্রীলোকে অধিকারিণী নয় তবে পত্নী, দুহিতা, মাতা, পিতামহী ও কাচিৎ অন্যা স্ত্রী কিরূপে অধিকারিণী হইতে বিহিতা হইল? তাহার উত্তর এই—কারণ শাস্ত্রে তাহাদের অধিকার-বোধক বিশেষ বচন আছে'।

উপরিউক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া আর্জি দাবী-হইতে মেস্তর শেক্সপিয়র সাহেবের মনে এই সন্দেহ উত্থিত হওয়াতে যে—কৃষ্ণমণি নিজ পিতা গঙ্গানারায়ণের সক্রান্ত ধনাধিকারিণী বলিয়া কি নিজ পিতৃব্যপুত্র ভৈরব কবিরাজের দানানুসারে বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করে,—তিনি তদনুসারে পণ্ডিতের প্রতি আরো প্রশ্ন করিলেন।

" কোন স্ত্রীলোকে যদি সক্রান্ত ধনের অধিকারিণীরূপে অথচ এক দানপত্র হেতুতে বিষয় দাওয়া করে, এবং কোন বিশেষ হেতুতে তাহার দাবী স্বীকৃত হইল তাহার উল্লেখ বিনা যদি এক সাধারণ ডিক্রী পায়, অনন্তর যদি সে নিজ বিষয় অন্যকে দান করে, তবে তাদৃশ দান সিদ্ধ কি না?

পণ্ডিত উত্তর দিলেন যে তাদৃশ দান সিদ্ধ, কেননা তাদৃশ স্বীকার দ্বারা তাহাকে পূর্ব্বে কৃত হয় যে দান তাহা অসিদ্ধ করা হয় নাই, এবং যেহেতু ঐ দান তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জননের প্রতি কারণ, সে ঐ বিষয় দিতে ক্ষমতাবতী ছিল।

মকদ্দমা এতদূর পর্য্যন্ত হইলে জয়মণিও কাল প্রাপ্তা হইল, এবং নৃসিংহ দেব তাহার উত্তরাধিকারিরূপে উপস্থিত হইল। ইহাতে এই বিষয়ের নিশ্চয়ার্থে যে উভয় পক্ষের মূল পুরুষ মনোহরের দৌহিত্রের পুত্র যে গোসাঁই-চন্দ্র কবিরাজ আপিলান্ট সে অথবা নৃসিংহ দেব (যে আপনাকে জয়মণির সপত্নীপুত্র বলিয়া জানায়) জয়মণির উত্তরাধিকারী হইবে। পণ্ডিতকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করা হইল।

পণ্ডিত উত্তর দিলেন যে জয়মণির স্ত্রীধনে তাহার সপত্নীপুত্র অধিকারী।
প্রমাণ।—মনু, দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশে চলিত আরং গ্রন্থ।

দায়ক্রম সংগ্রহ—'দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে বিমাতার স্ত্রীধনে সপত্নীপুত্র অধিকারী *।

* পণ্ডিতের ধৃত উপরিউক্ত বচন বিবাহিতা নারীর পিতৃদত্তধনাতিরিক্ত অযৌতক ধন-বিষয়ক। পরন্তু, পণ্ডিতজী দৌহিত্র হইতে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত অধিকারির ক্রম বিস্তার করিতে পারিতেন। (উক্তধনে) অধিকারিগণের ক্রম এই যে পুত্র ও কুমারী যুগপৎ অধিকারি। তদভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা; তদনন্তর (ক্রমে) পৌত্র দৌহিত্র, প্রপৌত্র, ও সপত্নী পুত্র। কোল্‌ব্রুকের দায়ভাগানুবাদ। পৃষ্ঠা ১০০।

মেস্তর শেক্‌সপিয়র সাহেব আদালত ত্যাগ করাতে এই মকদ্দমা মেস্তর হলহেড সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, তৎকর্ত্তৃক যে বিচার নিষ্পন্ন হয় তদ্‌যথা—পণ্ডিতের ব্যবস্থায় প্রকাশ পাইতেছে যে কৃষ্ণমণিকে ও জয়মণিকে ভৈরব যে দান করিয়াছে তাহা সিদ্ধ, এবং ঐরূপে তাহাদিগকে দত্ত বস্তু তাহাদের স্ত্রীধন, তাহা হস্তান্তর করিতে তাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। জয়মণিকে কৃষ্ণমণির নিজ বিষয় দান করা সপ্রমাণ হইয়াছে, ঐ জয়মণির উত্তরাধিকারী রেস্পণ্ডেণ্ট নৃসিংহ দেব। অতএব নিম্ন আদালতদ্বয়ের ডিক্রী স্থিরতর থাকিবে *। ৮ জুলাই ১৮৩৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৭৭—৮১।

উপরিউক্ত নিষ্পত্তিপত্রের মার্জ্জিনে লিখিত নোটের অনুবাদ।

সার্দ্ধ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক কোন হিন্দু নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস সম্পূর্ণরূপ সজ্ঞানাবস্থায় বাচনিক দান করিলে তাহা সিদ্ধ।

জ্ঞাতি কুটুম্ব কোন স্ত্রীকে কিছু দান করিলে তাহা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহার সৌদায়িক ধন। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বিচরিত হইল যে কোন হিন্দু কর্ত্তৃক নিজ ভগিনীকে ও পিতৃব্য দুহিতাকে দত্ত বিষয় তাহাদের সৌদায়িক রূপ স্ত্রীধন, তাহা দানাদি করিতে তাহারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাবতী।

ঐ স্ত্রীর প্রপিতামহের দৌহিত্রের পুত্র ও নিজ সপত্নীপুত্র উক্তরূপ স্ত্রীধনের দাবীদার হইলে সপত্নী পুত্রই শাস্ত্রানুসারে অধিকারী।

কোন স্ত্রী পৈতামহ ধন অধিকার করিয়া মরিলে এবং অন্য উত্তরাধিকারী না থাকিলে যে প্রপিতামহ হইতে ঐ ধন ক্রমাগত হইয়াছে তাঁহারই দৌহিত্র তাহাতে অধিকারী হইবে। কিন্তু তদ্দৌহিত্র সে স্ত্রীর পূর্ব্বে মরিয়া থাকিলে ঐ দৌহিত্রের পুত্র তাহাতে অধিকারী হইবে না।

পিতৃসক্রান্ত ধনাধিকারিণী কোন স্ত্রীর তাদৃশ ধনে তাহার পিতৃব্য দুহিতা অধিকারিণী হইবে না। পরন্তু তৎপিতার উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে দায়শাস্ত্রানুসারে তাদৃশ ধন তাহাকে অর্শিবে।

---

* প্রকাশ পাইতেছে যে জিলার আদালতে প্রতিবাদির কৃত হেতুবাদানুসারে সদর আদালত বিচার করিয়াছেন—ঐ হেতুবাদ এই যে মনোহর কবিরাজের বিষয় সমগ্ররূপে তৎপ্রপৌত্র ভৈরব কবিরাজকে অর্শে। উক্ত হেতুতে ঐ বিষয় ভৈরব কর্ত্তৃক কৃষ্ণমণি ও জয়মণিকে দত্ত হইলে তাহা তাহাদের স্ত্রীধন হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি এমত নির্দ্ধারিত হইত যে কৃষ্ণমণি ঐ বিষয়ের কোন অংশ সক্রান্তধন রূপে অধিকার করিয়াছিল তবে সে তাহা জয়মণিকে দান করিতে পারিত না, ঐ ধন শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই তৎপিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শিত।

ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর ধনে অধিকারিগণের ও তৎক্রমের নির্ণয়।

অথ অবিবাহিতার ধনে অধিকারির ও তৎক্রমের নির্ণয়।

অবিবাহিতার ধনে—

কুমারী-ধনে—

ব্যবস্থা। ৪৩৯ প্রথমে সহোদর ভ্রাতা অধিকারী, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা *।

৪৩৯ প্রথমং সোদর ভ্রাতাধিকারী, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা *।

প্রমাণ। মৃতা কুমারীর ঋকথ স্বয়ং সহোদরেরা লইবে, তদভাবে মাতার তদভাবে পিতার হইবে †।

ঋকৃথং মৃতায়াঃ কন্যায়াগৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ং। তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ†।

ব্যবস্থা। ৪৪০ তদভাবে যথাসম্ভব পিতৃমাতৃ সম্বন্ধীয়েরা (বক্ষ্যমাণ) ক্রমে অধিকারি ‡।

৪৪০ তদভাবে যথাসম্ভব পিতৃমাতৃকুটুম্বাঃ (বক্ষ্যমাণ) ক্রমেণাধিকারিণঃ ‡।

পরন্তু ইহা কন্যার বরদত্ত ভিন্ন অন্য বিষয় §।

এতচ্চ কন্যায়াবরদত্তাতিরিক্ত বিষয়ং §।

ব্যবস্থা। ৪৪১ বরের দত্তধনে বর অধিকারী §।

৪৪১ বরদত্ত ধনে বরোঽধিকারী §।

প্রমাণ। /০ বর নিজ (দত্ত) শুল্ক গ্রহণ করিবে §। পৈঠীনসি।

/০ স্বঞ্চ শুল্কং বরোগৃহ্নীয়াৎ §। পৈঠীনসিঃ।

৵০ বিবাহান্তে পূর্ব্ববর আইলে নিজদত্ত ধন লইবে, সে কন্যা মরিয়া থাকিলে উভয়ের কৃত ব্যয় পরিশোধান্তে দত্ত ধন ফিরিয়া লইবে §। নারদ।

৵০ অথাগচ্ছেৎ সমূঢ়ায়াং দত্তং পূর্ব্ববরো হরেৎ। মৃতায়াং পুনরাদদ্যাৎ, পরিশুদ্ধোভয়ব্যয়ং § ॥ নারদঃ।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। দা. ভা. পৃ. ১০৩। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৩৮। বি. দা. ভা দ্বী. র. ৯। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৯০ ও ১০০। কোল্. ভা. বা. ৩. পৃ.।

† এই বচন দায়ভাগে বৌধায়নের ও দায়ক্রম সংগ্রহে নারদের বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

‡ এই ক্রম স্ত্রীধনের শেষে দেওয়া গেল। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৩৮।

§ দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৩। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১০০। এস্‌ট্রেঞ্জ, হি. ল. বা. ১. পৃ. ৩৭ ও ২৪৯।

বিবাহিতা স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধনে অধিকারির ক্রম।

অথ যৌতক * ধনাধিকার ব্যবস্থা।

যৌতক ধনে *—

ব্যবস্থা। ৪৪২ প্রথমে কুমারীর অধিকার †।

প্রমাণ। মাতার যৌতক যাহা তাহাতে অবিবাহিতা দুহিতার অধিকার* †। মনু।

ব্যবস্থা। ৪৪৩ কুমারীর অভাবে বাগ্‌দত্তা অধিকারিণী †।

প্রমাণ। /০ স্ত্রীধন অপ্রত্তা ও অপ্রতিষ্ঠিতা দুহিতাদের (অ) †। গৌতমঃ।

(অ) (উক্ত গৌতম বচনে ব্যবহৃত) 'দুহিতাদের' এই পদে সামান্যতঃ সকল দুহিতারই অধিকার পাওয়াতে, এবং অপ্রত্তাদের (অধিকার) ক্রমে তত্তৎ পদার্থে প্রাপ্তি হওয়াতে, প্রথমে অপ্রত্তা কুমারীর, অনন্তর অপ্রতিষ্ঠিতার অর্থাৎ বাগ্‌দত্তার, তদভাবে

যৌতক ধনে —*

৪৪২ প্রথমং কুমার্য্যা অধিকারঃ †।

মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগএব সঃ †। মনুঃ।

৪৪৩ কুমার্য্যভাবে বাগ্‌দত্তা অধিকারিণী †।

/০ স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ (অ) †। গৌতমঃ।

(অ) দুহিতৃণামিতি সামান্যতঃ সর্ব্বদুহিতৃণামধিকার প্রাপ্তৌ অপ্রত্তানামিত্যাদেঃ ক্রমার্থত্বেনৈব সার্থকতয়া প্রথমমপ্রত্তা কুমারী, ততোঽপ্রতিষ্ঠিতা বাগ্‌দত্তা, তদভাবে পুনরূঢ়া পূর্ব্বোক্তা,

---

* বিবাহে লব্ধ যাহা তাহা 'যৌতক'—মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতু হইতে মিশ্রতা বোধক 'যুত' পদ নিষ্পন্ন, (এই) মিশ্রতা স্ত্রীপুরুষের একশরীরতা তাহা এই শ্রুতিবচন ক্রমে বিবাহে হয় 'অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, চর্ম্মে চর্ম্মে' মিশ্রিত, অতএব বিবাহকালে লব্ধ যাহা তাহা যৌতক। দা. ভা. পৃ. ৯৬। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৭৪৭।

* 'যৌতকং'—পরিণয়নলব্ধং। 'যু' মিশ্রণ ইতি ধাতোর্যুত ইতি পদং মিশ্রতাবচনং,—মিশ্রতা চ স্ত্রী পুরুষয়োরেকশরীরতা বিবাহাচ্চ তদ্ভবতি, 'অস্থিভিরস্থীনি, মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচাত্বচমিতি' শ্রুতেঃ। অতে বিবাহকালে লব্ধং যৌতকং। দা. ভা. পৃ. ৯৬। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৪৪৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২১। দা. ভা. পৃ. ১০০। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। বি. দা. ভা. ঘী. বু. ৯। মেক হি. ল. বা. ১ পৃ. ৩৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ৯০. ১০০। কোল. ডা. ব. ৩, পৃ.।

পূর্ব্বোক্তা (অর্থাৎ পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা) দুহিতার, তদভাবে বন্ধ্যা বিধবাদের তুল্যরূপ অধিকার। এই বচনার্থ। দা. ক্র. সং. পৃ, ২১।

তদভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োরপি তুল্যবদধিকার ইতি বচনস্যার্থঃ।—দা. ক্র. সং, পৃ. ২১।

৵০ বিবাহে লব্ধ স্ত্রীধন দুহিতারই, পুত্রদের নয়, তৎ ক্রমার্থ গৌতম বচন, যথা, 'স্ত্রীধন অপ্রত্তা ও অপ্রতিষ্ঠিতা দুহিতাদের। প্রথমে অপ্রত্তাদের (অর্থাৎ অবাগ্দত্তাদের), তদভাবে প্রত্তাদের (অর্থাৎ বাগ্দত্তাদের,) তদভাবে বিবাহিতাদের। যেহেতু স্ত্রীধন দুহিতাদের ইহা সামান্যতঃ উক্ত হওয়াতে, অপ্রত্তাদের ইত্যাদি ক্রম উপসংহার হইয়াছে।

৵০ পরিণয়ন লব্ধ স্ত্রীধনং দুহিতুরেব, ন পুত্রাণাং, তত্রৈব চ ক্রমার্থং গৌতম বচনং—'স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ'।—প্রথমং অপ্রত্তানাং, তদভাবে প্রত্তানাং, তদভাবে সমূঢ়ানাং। স্ত্রীধনং দুহিতৃণামিতি সামান্যতঃ প্রাপ্তত্বাৎ অপ্রত্তানামিত্যাদেস্তু ক্রমার্থত্বেনোপসংহারার্থত্বাৎ। দা. ভা. পৃ. ১০১।

ব্যবস্থা। ৪৯৪ তদভাবে বিবাহিতার, পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রার এককালীন অধিকার *।

৪৯৪ তদভাবে উঢ়ায়াঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিত-পুত্রায়াশ্চ যুগপদধিকারঃ *।

প্রমাণ। /০ মাতার যৌতক ধন স্ত্রীরা অর্থাৎ দুহিতারা ভাগ করিয়া লইবে॥—বশিষ্ঠ।, দা. ভা. পৃ, ৯৬।

/০ মাতুশ্চ পারিণায্যং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্।—বশিষ্ঠঃ। দা. ভা. পৃ. ৯৬।

" ৵০ ব্রাহ্মাদি চারি বিবাহে লব্ধ অধ্যাগ্নি স্ত্রীধনে ঐ স্ত্রী মরিলে প্রথমে তাহার দুহিতাদের অধিকার, তত্রাপি প্রথমে কুমারীর, তদভাবে বাগ্দত্তার, তদভাবে বিবাহিতার, সকল রূপ দুহিতার অভাবে পুত্রের অধিকার†। দা. ভা. পৃ. ১০০।

৵০ ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু যল্লব্ধং অধ্যাগ্নিধনং স্ত্রিয়া তত্তস্যাং মৃতায়াং প্রথমং দুহিতৃণামেব, তত্রাপি প্রথমং কন্যায়াস্তদভাবে প্রত্তায়াস্তদভাবে পরিণীতায়াঃ, সর্ব্বদুহিত্রভাবে চ পুত্রস্যাধিকারঃ †।

---

* ৭২১ পৃষ্ঠার শেষ নোট ইহাতেও প্রযুজ্য।

† তথাচ—প্রথমে কুমারীর, তদভাবে বাগ্দত্তার—যেহেতু স্বগোত্রত্বজন্য বিবাহিতার অপেক্ষা তাহার অধিকার বলবত্তর। বাগ্দত্তার অভাবে বিবাহিতার অধিকার, তাহাতেও পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রার এককালীন অধিকার, ইহাদের অভাবে অন্য দুহিতার অধিকার. এই ক্রম। শ্রীকৃষ্ণ ও অচ্যুত। দা. ভা. টী. পৃ. ১০১।

† তথাচ প্রথমং কুমার্য্যাস্তদভাবে বাগ্দত্তায়াঃ সগোত্রত্বেন তস্যাঃ উঢ়াপেক্ষয়া বলবত্ত্বাৎ, তদভাবে সমূঢ়ায়াঃ তত্রাপি পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রয়োঃ তদভাবে অন্যস্যা ইতি ক্রমঃ। শ্রীকৃষ্ণাচ্যুতৌ। দা. ভা. টী. পৃ. ১০১।

ব্যবস্থা। ৪৪৪ পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার *।

প্রমাণ। /০ উক্ত গৌতমবচন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃত তদ্ব্যাখ্যা।

৵০ উক্ত দায়ভাগলিখন।

৪৪৪ পুত্রবতীসম্ভাবিতপুত্রয়োরেকতরাভাবে অন্যতরায়া অধিকারঃ *।

/১ উক্ত গৌতমবচনং, শ্রীকৃষ্ণকৃত তদ্ব্যাখ্যাচ।

৵০ উক্ত দায়ভাগলিখনং।

ব্যবস্থা। ৪৪৫ তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা দুহিতার এক কালীন অধিকার †।

প্রমাণ। বন্ধ্যা ও (পুত্রহীনা) বিধবা সাক্ষাৎ পুত্রদ্বারা উপকার না করাতে এবং বিবাহিতার ও অবিবাহিতার সামান্যতঃ অধিকার বোধক গৌতম বচনানুসারেই তাহারা অধিকারিণী। দা, ক্র, সং, পৃ, ২১।

৪৪৫ তদভাবে বন্ধ্যা বিধবয়োর্যুগপদধিকারঃ †।

বন্ধ্যাবিধবয়োঃ সাক্ষাৎ পুত্রদ্বারেণোপকারাভাবেপ্যূঢ়ানূঢ়া সামান্যাধিকার প্রতিপাদক গৌতম বচনাদেবাধিকারঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ২১।

ব্যবস্থা। ৪৪৬ তাহাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার ‡।

৪৪৬ তয়োরেকতরাভাবে অন্যতরস্যা অধিকারঃ ‡।

সিদ্ধান্ত। "দুহিতাদের" এইপদে সামান্যতঃ সকল দুহিতারই অধিকার প্রাপ্তি হওয়াতে, এবং সকল দুহিতার অভাবে পুত্রের অধিকার কথিত হওয়াতে কুমারী হইতে বিধবা পর্য্যন্ত দুহিতাদের মধ্যে একও জীবিত থাকিতে তাহারই অধিকার, পুত্রাদির নয়।

দুহিতৄণামিতি সামান্যতঃ সর্ব্বদুহিতৄণামধিকার প্রাপ্তত্বাৎ সর্ব্বদুহিত্রভাবে পুত্রস্যাধিকার কথিতত্বাচ্চ কুমার্য্যাদি বিধবান্ত দুহিতৄণাং কস্যাঅপি সত্ত্বে তস্যাএব অধিকারঃ, নতু পুত্রাদীনাং।

ব্যবস্থা। ৪৪৭ এস্থলে কুমারী বা বাগ্‌দত্তা অধিকারিণী হওনান্তে বিবাহিতা হইয়া পশ্চাৎ যদি বন্ধ্যা হয় অথবা পুত্র প্রসব না

৪৪৭ অত্র কুমারী বাগ্‌দত্তা বা জাতাধিকারা অনন্তরং পরিণীতা সতী পশ্চাৎ বন্ধ্যাত্বেনাবধৃতা

---

* দা. ভা. টী, পৃ. ১১৩।

† দা, ক্র, সং, পৃ, ২১। দা, ভা, টী, পৃ, ১০০। বি, দা, ভা, টী, র, ১। মেক্‌, হি, ল. খা, ১, পৃ, ৩২। এল্‌, ইন্‌, পৃ. ৮৫। কোল্‌, ডা. না, ৩, পৃ, ৭

‡ দা. ভা, টী, পৃ, ১০০। কোল্‌, দা। ভা, পৃ, ১০০।

করিয়াই যদি বিধবা হয়, তবে তাহার মরণে তৎসক্রান্ত মৃতের ধনে তাহার পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা ভগিনীরা অধিকারিণী. ইহাদের অভাবে বন্ধ্যা বিধবারও অধিকার, তাহার পতির নয়। দা, ক্র, সং পৃ, ২২।

পুত্রমনুৎপাদ্যৈব বা বিধবা, তদা তস্যাং মৃতায়াং তৎসক্রান্ত মৃতধনে তদ্ভগিন্যোঃ পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রয়োঃ, তয়োরভাবে বন্ধ্যা বিধবয়োরপ্যধিকারঃ, নতু তদ্ভর্ত্তুঃ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২২।

কারণ। যেহেতু স্ত্রীধনেই ভর্ত্তার অধিকার, এ ধন সংক্রান্ত ধন হওয়াতে ইহা স্ত্রীধন নয় ইহা বোধ্য। বন্ধ্যা-বিধবারা সাক্ষাৎ পুত্রদ্বারা উপকার না করাতে-ও সামান্যতঃ বিবাহিতার ও অবিবাহিতার অধিকার জ্ঞাপক গৌতম বচনানুসারেই ইহাদের অধিকার। ঐ।

ভর্ত্রধিকারস্য স্ত্রীধন বিষয়ত্বাৎ অস্যাচ সংক্রান্ত ধনত্বেন স্ত্রীধনত্বাভাবাদিতি বোধ্যং। বন্ধ্যা বিধবয়োঃ সাক্ষাৎ পুত্রদ্বারেণোপকারাভাবেঽপ্যূঢ়ানূঢ়া সামান্যাধিকার প্রতিপাদক গৌতমবচনাদেবাধিকারঃ। ঐ।

ব্যবস্থা। ৪৪৮ সকল দুহিতার অভাবে পুত্রের অধিকার *।

৪৪৮ সর্ব্বদুহিত্রভাবে পুত্রস্যাধিকারঃ *।

/০ অঙ্গজ (অর্থাৎ পুত্র) থাকিলে অর্থ তদ্গামী হয় †।—বৌধায়ন।

/০ সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামী হ্যর্থো ভবতি।—বৌধায়নঃ।

৵০ মাতার ধনে দুহিতারা (অধিকারিণী,) তদভাবে তৎসন্ততি।—নারদঃ।

৵০ মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৄণাং তদন্বয়ঃ †।—নারদঃ।

৶০ দুহিতাদের অভাবে রিক্থ পুত্রদিগকে অর্শিবে †।—কাত্যায়ন।

৶০ দুহিতৄণামভাবে তু রিক্থং পুত্রেষু তদ্ভবেৎ †।—কাত্যায়নঃ।

।০ মাতার ঋণ শোধান্তে দুহিতারা অধিকারিণী, তাহাদের অভাবে অন্বয় (অর্থাৎ পুত্র) †। যাজ্ঞবল্ক্য।

।০ মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাৎ তাভ্যঋতেঽন্বয়ঃ (ই)।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

---

* ৭২৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় নোট এস্থলেও প্রযুজ্য।

† দা, ভা. পৃ, ৯৬ ও ১০০। দা, ক্র, সং. পৃ, ২২।

যৌতককরূপ স্ত্রীধনাধিকারে পুত্রাপেক্ষা দুহিতার ও পৌত্রাপেক্ষা দৌহিত্রের প্রাশস্ত্যের বা অগ্রগণ্যত্বের প্রতি কারণ এই বোধ হইতেছে যে পুরুষের শুক্রের প্রাবল্যে পুত্রসন্তান জন্মে স্ত্রীর প্রাবল্যে কন্যাসন্তান হয়, যথা মনু—"পুমান্ পুংসোঽধিকেশুক্রে, স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ। সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ" (অ. ৩, ব. ৪৯)। অস্যার্থঃ—পুরুষের শুক্র অধিক হইলে পুরুষ (জন্মে,) স্ত্রীর অধিক হইলে স্ত্রী (হয়), সমান হইলে নপুংসক বা যমক কন্যা পুত্র জন্মে, (উভয়েরই শুক্র) নিস্তেজঃ বা অল্প হইলে সন্তানোৎপত্তি হয় না।

(ই) যাজ্ঞবল্ক্য বচনে 'দুহিতরঃ' এই পদ প্রথমান্ত, 'তাভাঃ'—এই পদ পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত। 'অন্বয়' পদ ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত অন্বয় যোগ্য হওয়াতে পঞ্চম্যন্ত সঙ্গে অন্বিত হইতে পারে না, কিন্তু 'মাতার' এই পদ ব্যবহিত হইলেও তাহা এতৎসঙ্গে অন্বিত। এস্থলে 'মাতার অন্বয়' ইহা নিশ্চিত হওয়াতে নারদের ও কাত্যায়নের বচনেও 'মাতার অন্বয়' এই বোধ করা ন্যায্য, যেহেতু তাহাতে বিরোধ নাই। দা, ভা, পৃ, ৯৮।

(ই) যাজ্ঞবল্ক্য বচনে 'দুহিতর' ইতিপদং প্রথমান্তং 'তাভ্য' ইতি পদঞ্চ পঞ্চম্যন্তং, অন্বয়পদেন ষষ্ঠ্যন্তান্বয় যোগ্যেন নান্বীয়তে কিন্তু ব্যবহিতমপি মাতুরিত্যেব পদমন্বয়ি তদত্র মাতুরন্বয়ে নিশ্চিতে নারদ কাত্যায়ন বাক্যেঽপি মাতুরেবান্বয়ো ন্যায্যঃ অবিরোধাৎ। দা, ভা, পৃ. ৯৮।

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে দুহিতার অভাবে 'অন্বয়' পদ ব্যবহৃত হওয়াতে পুত্রের অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য দা, ক্র, সং, পৃ, ২২।

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অন্বয় পদেন দুহিত্রভাবে পুত্রাধিকারঃ প্রতিপাদিতঃ। দ্রষ্টব্যা দা, ক্র, সং, পৃ, ২২।

ব্যবস্থা। ৪৪৯ পুত্রাভাবে দৌহিত্র অধিকারী *।

৪৪৯ পুত্রাভাবে দৌহিত্রোঽধিকারী *।

প্রমাণ। পুত্রের অধিকারের পূর্ব্বে দুহিতার অধিকার শ্রুত হওয়াতে ন্যায় এই যে পুত্রের বাধিকা দুহিতার পুত্র তৎপুত্রের বাধক হয়*।

পুত্রাধিকারাৎ প্রাক্ দুহিত্রধিকারশ্রুতেঃ তদ্বাধিকায়াঃ দুহিতুঃ পুত্রেণ বাধ্যপুত্র বাধস্যৈব ন্যায্যত্বাৎ *।

ব্যবস্থা। ৪৫০ দৌহিত্রাভাবে পৌত্র তদভাবে প্রপৌত্র অধিকারী*।

৪৫০ দৌহিত্রাভাবে পৌত্রঃ, তদভাবে প্রপৌত্রঃ অধিকারী *।

কারণ। যেহেতু উপকারের তারতম্য আছে।

উপকার তারতম্যাৎ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২২।

ব্যবস্থা। ৪৫১ তদভাবে সপত্নীপুত্র অধিকারী *।

৪৫১ তদভাবে সপত্নীপুত্রঃ অধিকারী *।

"মাতার ভগিনী, মাতুলানী, পিতৃব্য স্ত্রী, পিতার ভগিনী, শাশুড়ী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী মাতৃতুল্যা কথিতা। যদি

মাতৃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা। শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নীচ মাতৃ-

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২২। দা. ভা. টী. পৃ, ১১৩।

ইঁহাদের ঔরস সন্তান না থাকে, সুত বা দৌহিত্র না থাকে, কিম্বা তাঁহাদের সুত না থাকে, তবে তাঁহাদের ভাগিনেয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবে' এই বৃহস্পতি বচনে 'সুত' পদে সপত্নীপুত্রের অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। নতুবা 'সুত' পদের ঔরস বিশেষণ হইলে ব্যর্থতা হয়, এবং সপত্নীপুত্র থাকিতে দেবরের অধিকার রূপ আপত্তি হয়। দা. ক্র. সং. পৃ. ২২, ২৩।

উক্ত বৃহস্পতি বচন ব্যাখ্যানে জীমূতবাহন কহেন—"ঔরসপদে পুত্র ও কন্যা বোধ্য, যেহেতু তাহারা সকলের বাধক, 'সুত' পদে সপত্নী-পুত্র বোধ্য যেহেতু—'এক পতির সকল পত্নীর মধ্যে এক জন যদি পুত্রবতী হয়, মনু কহেন সেই পুত্রদ্বারা সকলে পুত্রবতী,' —এই স্মৃতি আছে। সুত পদ ঔরসের বিশেষণ নয় কেননা তাহা হইলে ব্যর্থ হয়, এবং সপত্নী-পুত্র থাকিতে ভাগিনেয় প্রভৃতির অধিকার রূপ আপত্তি হয়। ঔরস পুত্র ও কন্যার* এবং সপত্নী-পুত্রের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার।" ইহা কহিয়া তিনি দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নী-পুত্রের অধিকার স্থাপনা করেন (দা. ভা. পৃ. ১১২)†। পরন্তু

তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা। তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুরিতি বৃহস্পতি বচনে সুতপদেন সপত্নীপুত্রস্যাধিকার-প্রতিপাদনাৎ। অন্যথা সুতপদস্যৌরস বিশেষণত্বে বৈয়র্থ্যাৎ। সপত্নীপুত্র সত্ত্বে দেবরস্যাধিকারাপত্তেশ্চ। দা. ক্র. সং. পৃ. ২২, ২৩।

জীমূতবাহনেন তু উক্ত বৃহস্পতি বচন ব্যাখ্যানে—"ঔরসপদেন পুত্রকন্যয়োরুপাদানং, তয়োঃ সর্ব্বাপবাদকত্বাৎ, সুতপদেন চ সপত্নীপুত্রস্য —সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকাচেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুরিতি স্মৃতেঃ। নতু সুতপদমৌরসবিশেষণং বৈয়র্থ্যাৎ, সপত্নীপুত্রসদ্ভাবেঽপি স্বস্রীয়াদ্যধিকারাপত্তেশ্চ। ঔরস পুত্রকন্যয়োঃ* সপত্নী পুত্রস্য চাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতা" ইত্যভিধায় দৌহিত্রাৎ প্রাক্সপত্নীপুত্রস্যাধিকারঃ স্থাপিতঃ (দা. ভা. পৃ. ১১২)†। পরন্তু দায়ভাগ

---

* কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদিত দায়ভাগে ঔরস পুত্র কন্যার পরে ও সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বে 'পৌত্র' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত কোন দায়ভাগের ঐস্থলে ঐ পদ নাই, এবং মহেশ্বর তথায় ঐ পদকে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্বে উক্ত হেতুবাদের উল্লেখ করিয়াও উক্তস্থলে ঐপদ ধরেন নাই। এবং যে কোলব্রুক সাহেব উক্ত পৌত্র পদযুক্ত পাঠ ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই তত্ত্যাগের প্রতি মহেশ্বরের ও স্মার্ত্তের প্রমাণ দিয়া তাহাতে মৌনাবলম্বন রূপ সম্মতি দিয়াছেন। অতএব উক্ত পদ ধৃত হইল না, এবং তাহা ধরণের তাদৃক আবশ্যকতাও নাই. যেহেতু তাহাতেও পুত্র কন্যা পৌত্র ও সপত্নীপুত্রের পরে দৌহিত্রের অধিকার হয় এইমাত্র বিশেষ, কিন্তু এই ক্রম উপরি দর্শিত কারণাদিতে অগ্রাহ্য।

† এইমত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তিনি অতি সন্তোষজনক কারণে দেখাইয়াছেন যে সপত্নী পুত্রের অগ্রে দৌহিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত। অচ্যুত

দায়ভাগ-টীকাতে এবং দায়ক্রম সংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার দৌহিত্রাভাবে সপত্নীপুত্রের অধিকার ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন *। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও জগন্নাথতর্কপঞ্চানন প্রভৃতিও ঐরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এবং এই মতই প্রচলিত, যেহেতু ইহা অধিক সমীচীন। এবং 'লোকে পৌত্র ও দৌহিত্র মধ্যে ধর্ম্মতঃ বিশেষ নাই, (কেননা) তাহাদের পিতা ও মাতা তাহার দেহ হইতে জাত' এই মনু বচনে দেহসম্বন্ধ হেতুতে সপত্নী পুত্রাপেক্ষা দৌহিত্রের প্রাশস্ত্য আছে।

টীকায়াং দায়ক্রম-সংগ্রহে চ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারেণ দৌহিত্রাভাবে সপত্নীপুত্রস্যাধিকারো ব্যবস্থাপিতঃ, * রঘুনন্দনেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননপ্রভৃতিনাচ এবমেবাবধৃতং।—এতচ্চ মতমধুনাপ্রচলিতং অধিকসমীচীনত্বাৎ, 'পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নাস্তি ধর্ম্মতঃ। তয়োর্হি মাতা পিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহত'—ইতি বচনাৎ দেহান্বয় হেতুনা সপত্নীপুত্রাপেক্ষয়া দৌহিত্রস্য প্রাশস্ত্যাচ্চ।

সপত্নীপুত্র পদে তদভগিনীও বোধ্য যেহেতু এস্থলে পুংলিঙ্গই বিবক্ষিত হয় নাই, এবং যেহেতু সপত্নী পুত্রীও নিজপুত্র দ্বারা তদ্ভর্ত্রাদি তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে †। দা, ভা, টী, ১১৩।

সপত্নীপুত্রস্যেতি তদ্ভগিন্যা অপীতি বোধ্যং পুংস্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ তস্যাঅপি স্বপুত্রদ্বারেণ তদ্ভর্ত্রাদি পুরুষত্রয় পিণ্ডদাতৃত্বাৎ †। দা, ভা, টী, পৃ, ১১৩।

পুত্রপদে দত্তকপুত্রও বোধ্য †। অচ্যুতাদি।

পুত্রপদং দত্তক পুত্রপরমপি †। অচ্যুতাদয়ঃ।

ব্যবস্থা। ৪৫২ সপত্নীর পুত্রাভাবে সপত্নীর পৌত্র তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র অধিকারী ‡।

৪৫২ সপত্নীপুত্রাভাবে সপত্নীপৌত্রঃ, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্রঃ অধিকারী ‡।

কারণ। যেহেতু তাহারা ঐ স্ত্রীর ভর্ত্তার পিণ্ড দেয়, ও তাহা তৎস্ত্রীর ভোগ্য হয়। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৩।

তযোঃ স্বভোগ্য স্বভর্ত্তৃপিণ্ড দাতৃত্বাৎ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৩।

কহেন উক্তরূপ পাঠ দুষ্য। মহেশ্বর ঐ পাঠকে অপ্রকৃত বিবেচনা করেন আর 'পৌত্র' পদকে অনাবশ্যক এবং ঐস্থলে অপ্রযুক্ত রূপে স্থাপিত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। রঘুনন্দন নিজ দায়তত্ত্বে জীমূতবাহনের হেতুবাদ ধরিয়াছেন কিন্তু ঐ কথাটী একেকালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীরমিত্রোদয় কর্ত্তা ঐ কথার পরিবর্ত্তে ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—কোল. দা. ভা. পৃ. ৯৬।

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী. পৃ. ১১৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ২২।

† দ্রষ্টব্য—কোল. দা. ভা. পৃ. ৯৪।

‡ দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৩। উ, দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০০। এল্‌ ইম্‌. পৃ. ৮৭। দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪০।

যেহেতু এস্থলে 'তৎসুত' ইতি তৎশব্দে নিজ পুত্র ও সপত্নীপুত্র বোধ্য, এতাবতা তাহাদের পুত্রদেরই অধিকার, দৌহিত্রের পুত্রের নয়। দা, ভা, পৃ, ১১২।

'তৎসুত' ইতি তচ্ছব্দেন স্বপুত্র সপত্নীপুত্রয়োরুপাদানং,—তেন তৎপুত্রযোরধিকারো, নতু দৌহিত্রপুত্রস্যাপি তস্য পিণ্ডদানে বহির্ভাবাৎ।

সপত্নীর প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে অধিকারির ক্রম অপ্রজাস্ত্রীধনাধিকারে দ্রষ্টব্য —

অথ অযৌতক * ধনে সন্ততিগণের অধিকার ক্রম নির্ণয়।

বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে লব্ধ (পিতৃদত্তাতিরিক্ত) অযৌতক ধনে, † —

বিবাহাৎ পূর্ব্বপরকাল লব্ধে (পিতৃদত্তাতিরিক্তে) অযৌতক ধনে, † —

ব্যবস্থা। ৪৫৩ প্রথমে কন্যাপুত্রে এককালে অধিকারি †।

১২৩ প্রথমং কন্যাপুত্রয়োর্যুগপদধিকারঃ †।

প্রমাণ। ।০ সহোদরেরা এবং কুমারী ভগিনীরাও সমান রূপে ধন পাইতে যোগ্য। শংখলিখিত। দা. ভা. পৃ. ৯২।

।০ সমং সর্ব্বে সোদর্য্যা দ্রব্যমর্হন্তি কুমার্য্যশ্চ। শঙ্খলিখিতৌ। দা. ভা. পৃ. ৯২।

৵০ (মৃতা স্ত্রীর) 'পুত্রকন্যা সাধারণরূপে স্ত্রীধন অধিকার করিবে। সন্ততিহীনার ভর্ত্তা, মাতা, ভ্রাতা বা পিতা ধন লইবে'। এই দেবল বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে কন্যাপুত্রের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ একযোগ নির্দ্দেশ হওয়াতে এবং সাধারণরূপে কথিত হওয়াতে কন্যা ও পুত্রের এককালে অধিকার সিদ্ধ।

৵০ সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াঃ। অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপিবেতি দেবল বচন পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পুত্রকন্যানামিতি দ্বন্দ্ব নির্দ্দেশাৎ সামান্যং সাধারণমিত্যুক্তেশ্চ কন্যাপুত্রয়োর্যুগপদধিকারঃ সিদ্ধঃ। দা, ক্র, সং. পৃ, ২৫।

এস্থলে মাতৃধন পুত্র ও কন্যার সাধারণ ইহা সুব্যক্ত কেবল কুমারী মাতৃধনাধিকারিণী হইলে যৌতক ধনবিষয়ক মনুপ্রভৃতির বচন ব্যর্থ হয়, যেহেতু তাহা হইলে সে অবিশেষে সর্ব্বত্র অধিকারিণী হইবে। দা, ভা, পৃ, ৯৩।

ইহ পুত্রকন্যয়োঃ সাধারণং মাতৃধনমিতি সুব্যক্তং, কেবল কুমার্য্যাঃ সকল মাতৃধনাধিকারিত্বে যৌতকধনে বিশেষ বচনং মন্বাদীনামনর্থকং স্যাৎ সর্ব্বত্রাধিকারাবিশেষাৎ। দা, ভা, পৃ, ৯৩।

---

* 'যৌতক'—বিবাহে দত্ত বা প্রাপ্ত। 'অ-যৌতক'—বিবাহ ভিন্ন অন্য সময়ে দত্ত বা প্রাপ্ত ধন। দ্রষ্টব্য পৃ. ৭২৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২৪। দা. ভা. পৃ. ৯২। দা. ভা. টী. পৃ ১১৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৭৯-১০০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৩. ৫৪। এল্. ইন. পৃ. ৮৭। দ্রষ্টব্য—মেক, হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪০।

ব্যবস্থা। ৪৫৪ তাহাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার *।

"৪৫৫ তাহাদের উভয়ের অভাবে বিবাহিতা দুহিতার (অর্থাৎ) পুত্রবতীর ও সম্ভাবিতপুত্রার তুল্যাধিকার *।

কারণ। যেহেতু নারদ বচনে পুত্রাভাবে দুহিতা পুত্রতুল্য দর্শিতা। এবং যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণে তদ্ভোগ্য তৎপতির পিণ্ডদাত্রী। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৫।

ব্যবস্থা। ৪৫৬ তাহাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার *।

"৪৫৭ ইহাদের উভয়ের অভাবে পৌত্রেরই অধিকার *।

কারণ। যেহেতু সে পার্ব্বণে ঐ স্ত্রীর পতিকে পিণ্ডদান করে ও সে স্ত্রী তাহা ভোগ করে।

ব্যবস্থা ৪৫৮ পৌত্রের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার *।

কারণ যেহেতু পুত্র পরিণীতা দুহিতার বাধক হওয়াতে, বাধকের পুত্র বাধিতা দুহিতার বাধক হওয়া ন্যায্য (দা. ভা, পৃ, ৯৬), ও যেহেতু—'দৌহিত্র ও পরলোকে পৌত্রের ন্যায় ত্রাণ করে'—দৌহিত্রের অধিকার প্রতিপাদক এই মনু বচনে দৌহিত্র) 'পৌত্রবৎ, উক্ত হওয়াতে বাধক না থাকিলে পৌত্রের পরে দৌহিত্রের অধিকার সিদ্ধ (দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫)। এবং

৪৫৪ তয়োরেকতরাভাবে অন্যতরস্যা অধিকারঃ *।

৪৫৫ দ্বয়োরেব তয়োরভাবে-ঢ়ায়াঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিত পুত্রায়াশ্চ তুল্যোঽধিকারঃ *।

পুত্রাভাবেতু দুহিতা তুল্য সন্তান দর্শনাদিতি নারদ বচনাৎ, স্বপুত্রদ্বারেণ পার্ব্বণে তদ্ভোগ্য পতিপিণ্ডদাতৃত্বাচ্চ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৫।

৪৫৬ তয়োরেকতরাভাবে অন্যতরস্যা অধিকারঃ *।

৪৫৭ এতয়োর্দ্বয়োরভাবে পৌত্রস্যৈবাধিকারঃ *।

পার্ব্বণে তদ্ভোগ্য পতিপিণ্ডদাতৃত্বাৎ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৫।

৪৫৮ পৌত্রাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারঃ *।

পুত্রেণ পরিণীতদুহিতুর্ব্বাধাৎ বাধকপুত্রেণ বাধ্য দুহিতৃপুত্রবাধস্য ন্যায্যত্বাৎ (দা. ভা, পৃ, ৯৫)। দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবদিতি দৌহিত্রাধিকার প্রতিপাদক মনুবচনে পৌত্রবদিত্যনেন সতি বাধকে পৌত্রানন্তরং দৌহিত্রাধিকার সিদ্ধেঃ (দা, ক্র, সং, পৃ, ২৫); উক্ত বচনে দৌ-

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৫, ৫৬। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০০। এল. ইন্. পৃ. ৮৭। দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪০।

যেহেতু উক্ত বচনে দৌহিত্র পৌত্রকল্প রূপে বা পৌত্রাপেক্ষা ঈষদূনরূপে কথিত হওয়াতে পৌত্রের পরেই দৌহিত্রের অধিকার ন্যায্য।

হিত্রস্য পৌত্রকল্পরূপেণ পৌত্রাদীষদূনরূপেণ বা স্মৃতত্বেন পৌত্রাৎপরতএব দৌহিত্রাধিকারস্য যুক্তত্বাচ্চ।

ব্যবস্থা। ৪৫৯ দৌহিত্রাভাবে প্রপৌত্র অধিকারী *।

৪৫৯ দৌহিত্রাভাবে প্রপৌত্রোঽধিকারী *।

৪৬০ তদভাবে সপত্নীরপুত্র, তদভাবে সপত্নীর পৌত্র, তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি *।

৪৬০ তদভাবে সপত্নীপুত্রঃ তদভাবে সপত্নী-পৌত্রঃ, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্রঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ *।

কারণ। যেহেতু ইহারা ঐ স্ত্রীর ভোগ্য তৎপতির পিণ্ডদান করে। দা, ক্র, সং, ২৫।

এতেষাং তদ্ভোগ্য পতিপিণ্ডদাতৃত্বাৎ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৫।

ব্যবস্থা। ৪৬১ অনন্তর বন্ধ্যা বিধবা দুহিতারা একত্র অধিকারিণী†।

৪৬১ ততো বন্ধ্যাবিধবাদুহিতরৌ যুগপদধিকারিণ্যৌ।

কারণ। যেহেতু তাহারাও সন্তান, এবং যেহেতু সন্তান মাত্রের অভাবেই পতি প্রভৃতির অধিকার।

তয়োরপি তৎপ্রজাত্বাৎ, প্রজাসামান্যাভাবএব ভর্ত্রাদেরধিকারাৎ†।

ব্যবস্থা। ৪৬২ তাহাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার†।

৪৬২ তয়োরেকতরাভাবে অন্যতরস্যা অধিকারঃ†।

বিবেচনা। জীমূতবাহনের মতে দৌহিত্র পর্যন্তের অভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা দুহিতার অধিকার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতে দৌহিত্রের পরে প্রপৌত্রের, অনন্তর সপত্নীর পুত্রের পৌত্রের ও প্রপৌত্রের ক্রমে অধি-

জীমূতবাহনমতে দৌহিত্রপর্যন্তানামভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োরধিকারঃ (দ্রষ্টব্য দা ভা. পৃ. ৯৫)। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারস্য মতে তু দৌহিত্রাৎ পরতঃ প্রপৌত্রস্য ততঃ সপত্নীপুত্র-পৌত্র প্রপৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫. ২৬। দা. ভা, টী, পৃ. ১১৬। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০০। এল্. ইন্. পৃ. ৮৭। দ্রষ্টব্য— মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪০।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২৬। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। দা. ভা. পৃ. ৯৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৬৭ ৫৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০০। এল্. ইন. পৃ. ৮৭। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪০।

কার; তাহার পরে বন্ধ্যা ও বিধবার অধিকার। (দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫)। শ্রীকৃষ্ণের মতই আদৃত, এবং প্রচলিত।

ততো বন্ধ্যাবিধবয়োঃ (দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫)। শ্রীকৃষ্ণ মতমেবাদৃতং, প্রচলিতঞ্চ।

অথ পিতৃদত্ত ধনে অধিকারির ক্রম।

বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কোন নারীকে পিতা যে ধন দেন, সে ধনে *—

বিবাহাৎ পূর্ব্বং তৎ পরকালে বা স্ত্রিয়ৈ যদ্ধনং পিত্রা দত্তং তত্র ধনে *—

ব্যবস্থা। ৪৬৪ প্রথমে অবিবাহিতা দুহিতার অধিকার *।

৪৬৪ প্রথমং কুমার্য্যাঅধিকারঃ *।

প্রমাণ। 'নারীর যে কোন রূপে পিতৃদত্ত যে ধন তাহা ব্রাহ্মণীকন্যা গ্রহণ করিবে বা তাহার সন্তানের হইবে'। মনু।

'স্ত্রিয়াস্তু যন্তবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন। ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ'। মনুঃ।

এস্থলে 'পিতৃদত্ত' এই বিশেষণ থাকাতে বিবাহ কাল ভিন্ন অন্য কালেও পিতৃকর্ত্তৃক দত্ত যে ধন তাহাতে প্রথমে কুমারীর অধিকার, অনন্তর তাহার অপত্যের অর্থাৎ পুত্রের। ব্রাহ্মণী পদ অনুবাদ মাত্র। এই দায়ভাগ লিখন (পৃ ৯৭)। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৬।

অত্রপিত্রাদত্তমিতি বিশেষণাৎ বিবাহ সময়াদন্যত্রাপি যৎ পিতৃদত্তং তৎপ্রথমং কন্যায়াস্তদনন্তরং তদপত্যস্য পুত্রস্যেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণীপদঞ্চানুবাদ ইতি দায়ভাগঃ (পৃ. ৯৭)। দা. ক্র. স. পৃ, ২৬।

ব্যবস্থা। ৪৬৫ তৎপরে পুত্র অধিকারী †।

৪৬৫ ততঃ পুত্রোঽধিকারী †।

৪৬৬ অনন্তর পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা অধিকারিণী †।

৪৬৬ ততঃ পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রে অধিকারিণ্যো †।

৪৬৭ তদনন্তর দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি †।

৪৬৭ ততঃ দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ †।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২৬। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৭। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৪০।

† দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬; কোল. দা. ভা. পৃ. ১০০। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪০।

৪৬৮ অনন্তর সপত্নীর পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি *।

৪৬৮ ততঃ সপত্নীপুত্র, সপত্নীপৌত্র, সপত্নীপ্রপৌত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ *।

৪৬৯ তদনন্তর বন্ধ্যা ও বিধবা এককালে অধিকারিণী *।

৪৬৯ ততো বন্ধ্যা বিধবাচ যুগপদধিকারিণ্যৌ *।

অনন্তর ব্রাহ্মাদি বিবাহে লব্ধ (অর্থাৎ যৌতক) ধনাধিকারির ক্রমবৎ অধিকারির ক্রম*।

ততঃ ব্রাহ্মাদি ক্রমেণৈব পূর্ব্ববৎ ক্রমঃ †।

বিবেচনা।—উপরি প্রদর্শিত ক্রম কোলব্রুকের অনুবাদিত ও মেক্‌নাটন্ প্রভৃতির গৃহীত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার কৃত দায়ভাগ টীকানুযায়ী। পরন্তু যেহেতু উক্ত ক্রম বিবাহ ভিন্ন অন্যকালে পিতৃদত্ত ধনবিষয়ক, অতএব অনুভব করিতে হইবে যে বিবাহকালে পিতৃদত্তধন যৌতকের অন্তর্গত (কেননা বিবাহকালে দত্ত ধন মাত্রেই যৌতক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার দায়ক্রম সংগ্রহে উক্তরূপ প্রভেদ না করিয়া বিধান করিয়াছেন যে পিতৃদত্ত ধনাধিকার ক্রম (তাহা বিবাহকালে তৎপূর্ব্ব বা পরকালে দত্ত হউক) যৌতক ধনাধিকার ক্রমবৎ। এতদ্বিষয়ে তৎকৃত বিধান যথা—“বিবাহকালে তৎপূর্ব্বাপরকালে বা স্ত্রিয়ৈ যদ্ধনং পিত্রা দত্তং তত্র তু ধনে প্রথমং কুমার্য্যাঃ তদনন্তরং ঊঢায়াঃ পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রয়োঃ তদনন্তরঞ্চ বন্ধ্যা বিধবয়োশ্চাধিকারঃ সর্ব্বদুহিত্রভাবে পুত্রাদের্যৌতকধনবৎ ক্রমেণাধিকারঃ। অস্যার্থঃ বিবাহকালে তৎপূর্ব্বে বা পরে পিতৃদত্তধনে প্রথমে কুমারীর অধিকার, তদভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রার এককালে অধিকার, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবার, সর্ব্বদুহিতার অভাবে যৌতক ধনবৎ ক্রমে পুত্রাদির অধিকার (দা. ক্র. সং. পৃ. ২৬) উপরিধৃত মত একাকী শ্রীকৃষ্ণের নহে, কিন্তু দায়ভাগের অন্য তাবৎ টীকাকর্ত্তার এবং তদ্গ্রন্থকর্ত্তার-ও বটে, যথা নোটো প্রকটিত তাঁহার লিখনে প্রকাশ। এতাবতা প্রমাণ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মতই গুরুতর, এবং তিনি নিজেই এতদ্দেশে অত্যন্ত প্রামাণিক প্রমাণ ও গ্রন্থসমূহ মধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য স্থলে তাঁহার দায়ক্রমসংগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের দায়ভাগটীকাতে অধিকারির যে ক্রম লিখিত হইয়াছে তাহা অধিক ন্যায্য বোধ হইতেছে, কারণ যেমত যৌতকরূপ স্ত্রীধনে বন্ধ্যা বিধবা প্রভৃতি তাবৎ প্রকার দুহিতার পরে পুত্রে অধিকারী তেমত পিতৃদত্তরূপ স্ত্রীধনে-ও হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু যৌতকরূপ ধনাধিকারে দুহিতাদের যে প্রাশস্ত্য সে ঋষিদের কতিপয় বচনানুসারে, কিন্তু পিতৃদত্ত ধনাধিকারে পুত্রাপেক্ষা দুহিতাদের প্রাশস্ত্য সূচক কোন বচন নাই।

---

* দা. ভা. টী. ১১৩। কোল- দা. ভা. পৃ. ১০০। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ, ৪০।

† যত্তু মনুবচনং—“স্ত্রিয়াস্তু তদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন। ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ”। অত্র পিত্রাদত্তমিতি বিশেষণাৎ বিবাহসময়াদন্যত্রাপি যৎপিতৃদত্তং

অথ অপ্রজা স্ত্রীধনে অধিকারিক্রম নির্ণয়।

সন্ততিহীনা স্ত্রীর ধনে যৌতকাযৌতক ভেদে অধিকারির ভেদ নাই, কেবল বন্ধুদত্ত তথা শুল্ক এবং অন্বাধেয় রূপ স্ত্রীধন বিশেষে আর ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে ও আসুরাদি বিবাহত্রয়ে ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও পিতা মাতার মধ্যে অধিকারের পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। অনন্তর সন্ততিহীনা স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীধনে অধিকারির ভেদ নাই, অর্থাৎ উক্ত পর্য্যন্ত অধিকারিদের অভাবে যে কোন রূপ স্ত্রীধনে যে কোনরূপ বিবাহে অধিকারিদের একই ক্রম, তাহা বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থাচয়ে বিস্তৃত রূপে প্রদর্শিত হইল—

অপ্রজাস্ত্রীধনে যৌতকাযৌতক ভেদেন অধিকারিভেদো নাস্তি, কেবলং বন্ধুদত্ত শুল্কান্বাধেয়রূপ স্ত্রীধনবিশেষে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে আসুরাদি বিবাহত্রয়ে চ ভ্রাতৃভর্ত্তৃপিতৃমাতৃ মধ্যে অধিকারস্য পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তি। অনন্তরমপ্রজায়াঃ সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীধনে নাধিকারভেদঃ। অর্থাদুক্ত পর্য্যন্তাধিকারিণামভাবে সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীধনে যস্মিন্‌কস্মিন্ বিবাহেচ অধিকারিণামেক এব ক্রমঃ, যৎপ্রপঞ্চিতং বক্ষ্যমাণব্যবস্থাচয়ে—

বন্ধুদত্ত শুল্ক বা অন্বাধেয়রূপ স্ত্রীধনে—

বন্ধুদত্তে শুল্কে বা অন্বাধেয়রূপ স্ত্রীধনে—

ব্যবস্থা। ৪৭০ আদৌ ভ্রাতা অধিকারী*।

৪৭০ প্রথমং ভ্রাতুরধিকারঃ*।

প্রমাণ। /০ সন্ততিহীনা মৃতা স্ত্রীর বন্ধুদত্ত (অ) তথা শুল্ক এবং অন্বাধেয়রূপ স্ত্রীধন (ই) বান্ধবেরা (অ) পাইবে॥—যাজ্ঞবলক্যঃ।

/০ বন্ধুদত্তং (অ) তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেবচ (ই)। অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) 'বন্ধুদত্ত' —অর্থাৎ পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা দত্ত, অতএব তাঁহাদের পুত্রেরা (অর্থাৎ) ভ্রাতারা বান্ধব'।

(অ) বন্ধুদত্তমিতি —মাতাপিতৃভ্যাং যদ্দত্তং অতএব তৎপুত্রাশ্চ ভ্রাতরো বান্ধবাঃ*।

'বন্ধুদত্ত' পদে দুহিতার অবিবাহিতাবস্থায় পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা উক্ত, যেহেতু বিবাহের

বন্ধুদত্তপদেন কন্যাদশায়াং যৎপিতৃভ্যাং দত্তং তদুচ্যতে, বিবাহাৎপর-

তৎকন্যায়া এবেত্যেতদর্থং, ব্রাহ্মণী পদঞ্চানুবাদঃ। ন পুনরপ্রজাস্ত্রীধনং ভর্ত্তুরিতি বচনাবকাশঃ ইতি বচনার্থং। অন্যথা সকলবচনানামসামঞ্জস্যং স্যাৎ। দা. ভা. পৃ. ৯৭।

* দা. ভা. পৃ, ১০৮। দা, ভা, টী, পৃ, ১১৩। দা. ক্র, সং পৃ, ২৬। কোল, দা, ভা, পৃ, ৯৯, ১০০। উ, দা, ক্র, সং, পৃ, ৫৮।

পরে লব্ধধন অন্বাধেয় পদে ব্যক্ত, এবং বিবাহকালে দত্তধনে ভর্ত্তার বা পিতা মাতার অধিকার*।

তো লব্ধ ধনস্যান্বাধেয় পদেনোপাত্তত্বাৎ, বিবাহকালীনে চ ভর্ত্তুঃ পিত্রোর্ব্বাধিকারাৎ *।

(ই) গৃহাদি কর্ম্মে তৎকর্ম্মকরণার্থে পতি প্রভৃতিকে প্রেরণনিমিত্ত স্ত্রীগণকে যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা শুল্ক, যেহেতু তাহা প্রবৃত্তির নিমিত্তে মূল্য (স্বরূপ দত্ত)। অথবা ব্যাসোক্ত (শুল্ক,), তদ্‌যথা—(স্ত্রীকে) 'ভর্ত্তার গৃহে আনয়নের নিমিত্তে যাহা দেওয়া যায় তাহা শুল্ক কথিত'†॥ ভর্ত্তার গৃহে যাওনের নিমিত্তে উৎকোচাদি যাহা দত্ত হয়, তাহা ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিশেষ নাই। অতএব সন্ততিহীনার স্ত্রীধন ভ্রাতারা লইবে। আসুরাদি বিবাহে কন্যাদিগকে যে শুল্ক দেওয়া যায় তাহা এস্থলে অভিপ্রেত নয়, যেহেতু সে শুল্ক আসুরাদি বিবাহ বিষয়ক। দা. ভা. পৃ. ১০৯।

(ই) গৃহাদিকর্ম্মভিঃ শিল্পিভিস্তৎ কর্ম্মকরণায় ভর্ত্রাদি প্রেরণার্থং স্ত্রিয়ৈ যদুৎকোচ দানং তৎশুল্কং তদেব মূল্যং প্রবৃত্ত্যর্থত্বাৎ। ব্যাসোক্তম্বা যথা, 'যদানেতুং ভর্ত্তৃগ্রহে শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং' †॥ ভর্ত্তৃগৃহগমনার্থমুৎকোচাদি যদ্দত্তং তচ্চব্রাহ্মাদিষ্ববিশিষ্টং। তদ্ব্রাহ্মাদিকমপ্রজাস্ত্রীধনং ভ্রাতরোগৃহ্নীযুঃ। ন পুনরাসুরাদিষু বিবাহে যৎ কন্যাভ্যঃ শুল্কদানং তদভিপ্রায়ং আসুরাদি গোচরত্বাৎ তচ্ছুল্কস্য। দা. ভা. পৃ. ১০৯।

প্রমাণ। ৵০ দুহিতাকে পিতামাতাকর্ত্তৃক যে স্থাবর ধন দত্ত হয়, তাহা সে নিঃসন্তান মরিলে সর্ব্বদা (এ) ভ্রাতৃগামিনী। বৃদ্ধ কাত্যায়ন।

৵০ পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনং। অপ্রজায়ামতীতায়াং ভ্রাতৃগামিতু সর্ব্বদা (এ)†॥ বৃদ্ধ কাত্যায়নঃ।

(এ) ভ্রাতার অধিকারের প্রতি সন্ততিহীনত্ব মাত্র নিমিত্ত অবগতি হওয়াতে 'সর্ব্বদা' পদে ব্রাহ্ম হইতে পৈশাচ পর্য্যন্ত যে কোনরূপ বিবাহে বিবাহিতা সন্ততিহীনার ধন ভ্রাতৃগামি হইবে বিশ্বরূপের এই উক্তি আদরণীয়। স্থাবর বলাতে দণ্ডাপূপন্যায়ে ‡ অস্থাবর ধনেরও ঐরূপ অধিকার সিদ্ধ §।

(এ) অপ্রজস্ত্বমাত্র নিমিত্তত্বেন ভ্রাতুরধিকারাবগতেঃ সর্ব্বদাপদেন ব্রাহ্মাদিপৈশাচান্ত বিবাহিতায়া অপ্রজসো ধনং ভ্রাতৃগাম্যেব ভবতীতি বিশ্বরূপোক্তমাদরণীয়ং। স্থাবর পদাদ্দণ্ডাপূপন্যায়াদেবাস্থাবরস্য ধনস্য সিদ্ধিঃ§।

---

* দা. ভা. পৃ. ১০৮। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৯১, ১০০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭০২।

‡ ৭৪১ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

§ দা. ভা. পৃ. ১৩৮—১১১। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩, ২৪। কোল. দা. ভা. পৃ. ৯১—৯৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫০—৫৩।

৶০ বিবাহের পর পিতৃমাতৃ বা ভর্ত্তৃকুল হইতে স্ত্রী যাহা লাভ করে তাহা ভ্রাতাদেরই *।

ব্যবস্থা। ৪৭১ ভ্রাতার অভাবে মাতা তদভাবে পিতা অধিকারী *।

প্রমাণ। ভগিনীর শুল্ক সহোদরদিগের, তদনন্তর মাতার, (পরে) পিতার, কেহ২ কহেন (মাতার) পূর্ব্বে পিতার) *। গৌতম।

অস্যার্থঃ—ভগিনীর শুল্ক প্রথমে সহোদরদিগের, তাহাদের অভাবে মাতার, তদভাবে পিতার; মাতার পূর্ব্বে পিতার ইহা অপরের মত*।

অতএব প্রথমে সহোদরের, তদভাবে মাতার, মাতার অভাবে পিতার *।

ব্যবস্থা। ৪৭২ ইহাদের অভাবে ঐ ধন ভর্ত্তার *।

বন্ধুদত্তধন বন্ধুদের অভাবে (ও) ভর্ত্তৃগামি *। কাত্যায়ন।

(ও) 'বন্ধুদের অভাবে'—ইহা বলাতে ভ্রাতার অভাবই সূচিত হইয়াছে, যেহেতু ভ্রাতার অভাবেই পিতামাতার অধিকার, ও যেহেতু তদধিকার দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ†।

৶০ পরিণয়নানন্তরং পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুলাৎস্ত্রিয়া লব্ধং ধনং তদ্ভ্রাতৃণামেব*।

৪৭১ ভ্রাত্রভাবে মাতুস্তদভাবে পিতুরধিকারঃ*।

'ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণাং, ঊর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ব্বমেকে'*। গৌতমঃ।

অস্যার্থঃ—ভগিনীশুল্কং প্রথমং সোদর্য্যাণাং তেষাং পুনরভাবে মাতুস্তদভাবে পিতুঃ; পূর্ব্বমেকে ইতি পরমতং*।

অতঃ প্রথমং সোদরাণাং, তদভাবে মাতুরভাবে পিতুঃ*।

৪৭২ এষাং পুনরভাবে তদ্ধনং ভর্ত্তুঃ*।

বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনামভাবে (ও) ভর্ত্তৃগামি তৎ। কাত্যায়নঃ।

(ও) 'বন্ধূনামভাব' ইত্যনেন ভ্রাতুরভাব ইত্যপি সূচিতং,—ভ্রাতুরভাবএব পিত্রোরধিকারাৎ, দণ্ডাপূপন্যায়াৎ তৎসিদ্ধেঃ†।

* দা. ভা. পৃ. ১০৮—১১১। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩. ২৪। কোল. দা. ভা. পৃ, ৯১—৯৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৫০—৫৩।

† অর্থাৎ দণ্ডে বিদ্ধ পিষ্টক হৃত, ও দণ্ড মূষিককর্ত্তৃক চর্ব্বিত, দৃষ্ট হইলে সুতরাং স্থির করিতে হইবে যে পিষ্টকও মূষিককর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। এই সাংদৃষ্টিক ন্যায় হেতুবাদাত্মক লিখনে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পরন্তু ইহা কখনো সংসর্গরূপ কারণের কার্য্য নিশ্চয়ার্থ ব্যবহৃত হয়, কখনো বা গুরুতর বস্তুর কোন ঘটনা নিশ্চয় করিয়া লঘু বস্তুর তদ্ঘটনা অবশ্যম্ভূত ইহা প্রমাণার্থ প্রদর্শিত হয়।

অপ্রজা * স্ত্রীর পিতৃমাতৃদত্তাতিরিক্ত এবং শুল্ক ও অন্বাধেয়ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার যৌতকাযৌতক স্ত্রীধন অধিকারির ক্রম।

ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য বিবাহের যে কোন বিবাহে বিবাহিতার পিতৃদত্তাতিরিক্ত এবং বন্ধুদত্ত তথা শুল্কান্বাধেয় ব্যতিরিক্ত † যৌতকাযৌতক ধনে—

ব্যবস্থা। ৪৭৩ প্রথমে ভর্ত্তার অধিকার ‡

প্রমাণ। ।০ ব্রাহ্ম দৈবার্যগান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য বিবাহে লব্ধ যে ধন, তাহা স্ত্রী সন্ততিহীনাবস্থায় মরিলে ভর্ত্তারই হয় ‡ ॥ মনু।

৵০ ব্রাহ্মাদি (অনিন্দিত) চারি বিবাহে (অ) বিবাহিতা সন্ততিরহিতা স্ত্রীর ধন তদ্ভর্ত্তার ‡। যাজ্ঞবল্ক্য।

(অ) ব্রাহ্মবিবাহ আদিতে যে চারি বিবাহের অর্থাৎ দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই চারি ব্রাহ্ম লইয়া পাঁচ। যেহেতু ব্রাহ্মদৈব আর্ষ গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য মনুকর্ত্তৃক পঞ্চ বিবাহ উক্ত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ. ১০৪।

ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যাখ্যবিবাহানাং যেন কেন বিবাহেনোদ্বাহিতায়াঃ পিতৃদত্তাতিরিক্তে ধনে বন্ধুদত্ত শুল্কান্বাধেয়াতিরিক্তেচ † যৌতকাযৌতক ধনে—

৪৭৩ প্রথমং ভর্ত্তুরধিকারঃ ‡।

।০ ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধনং। অতীতায়ামপ্রজায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে ‡। মনুঃ।

৵০ অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু (অ) চতুর্ষ্বপি ‡। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) ব্রাহ্মাদির্যেষাং চতুর্ণাং তে দৈবার্ষপ্রাজাপত্যগান্ধর্ব্বাশ্চত্বারো ব্রাহ্মেণ সহ পঞ্চ ভবন্তি। ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষ্বিতি মনুনা পঞ্চানামুক্তত্বাৎ। দা. ভা. পৃ. ১০৪।

---

* 'অপ্রজা'—পুত্র, দুহিতা, সপত্নীপুত্র, পৌত্র দৌহিত্র সপত্নীর পৌত্র ও প্রপৌত্র হীনা। দা. ভা. টী. পৃ. ৯৪।

* 'অপ্রজা'—পুত্র দুহিতৃসপত্নীপুত্র পৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্র সপত্নীপৌত্র প্রপৌত্ররহিতা। দা. ভা. টী. পৃ, ৯৪।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ, ৭০১. ৭০২।

‡ দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩—২৬। দা. ভা. পৃ১০২—১০৩। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। উ. দা. ক্র সং, ৪৯—৫। কোল্. দা. ভা. পৃ, ৮৮—৯০। দ্রষ্টব্য. মেক্. হি. ল. পৃ. ৩৯. ৪০। এল. ইং. পৃ. ৮৫—৮৭।

৪৭৪ ভর্ত্তার অভাবে ভ্রাতার অধিকার*।

৪৭৪ ভর্ত্তুরভাবে ভ্রাতুরধিকারঃ*।

" ৪৭৫ ভ্রাতার অভাবে মাতার, তদভাবে পিতার অধিকার*।

৪৭৫ ভ্রাতুরভাবে মাতুস্তদভাবে পিতুরধিকারঃ*।

আসুর রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের কোন বিবাহে বিবাহিতার উক্তরূপ ধনে—

আসুররাক্ষসপৈশাচাখ্য বিবাহানাং কেনাপি বিবাহেনোঢায়া উক্তরূপ ধনে—

ব্যবস্থা। ৪৭৬ প্রথমে মাতা, তদভাবে পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভর্ত্তা অধিকারী*।

৪৭৬ প্রথমং মাতা, তদভাবে পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভর্ত্তা অধিকারী*।

প্রমাণ। বন্ধ্যা বিধবা দুহিতা পর্য্যন্তের অভাবে যৌতক ধনের ন্যায় ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে বিবাহিতার ধনে ভর্ত্তা ভ্রাতা ও মাতা পিতার, এবং আসুরাদি তিন বিবাহে বিবাহিতারধনে ভ্রাতা মাতা পিতা ও ভর্ত্তার ক্রমে অধিকার। দা. ক্র সং. পৃ. ২৬।

বন্ধ্যা বিধবা পর্য্যন্তাভাবে যৌতক ধনবৎ ব্রাহ্মাদিপঞ্চক বিবাহিতায়াঃ ধনে—ভর্ত্তৃভ্রাতৃমাতৃপিতৃণাং, আসুরাদিত্রিক বিবাহিতায়াঃ ধনে ভ্রাতৃমাতৃপিতৃভর্ত্তৃণাং ক্রমেণাধিকারঃ,—সাংদৃষ্টিক ন্যায়াৎ। দা. ক্র. সং পৃ. ২৬।

যে কোনরূপ বিবাহিতা অপ্রজা স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীধনে—পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ পর্য্যন্তাভাবে অধিকারির ক্রম।

অনন্তর যে কোন বিবাহে বিবাহিতার যে কোন রূপ স্ত্রী ধনে—

ততো যেন কেন বিবাহেন বিবাহিতায়াঃ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী ধনে—

ব্যবস্থা। ৪৭৭ প্রথমে দেবরের অধিকার†।

৪৭৭ প্রথমং দেবরস্যাধিকারঃ†।

---

* দা. ক্র, সং; পৃ, ২৩—২৬। দা. ভা, পৃ, ১০৪—১০৬। দা. ভা, টী.পৃ, ১১৬। উ, দা, ক্র, সং. ৪৯—৫৭। কোল, দা, ভা, পৃ, ৮৮—৯০। দ্রষ্টব্য মেক্, হি, ল, পৃ. ৩৯, ৪০। এল্, ইন, পৃ ৮৫—৮৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২৭। দা. ভা. পৃ. ১১৪। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৬। উ. দা. ক্র. সং. পৃ, ৫৭। কো। দা. ভা. পৃ. ৯৭। মেক্ হি. ল. বা. ১ পৃ. ৩৯. ৪০। এল. ইন. পৃ. ৮৩.৮৭॥

প্রমাণ। অনন্তর ব্রাহ্মাদিপঞ্চ বিবাহে লব্ধ যৌতক ধনে পিতৃপর্য্যন্তাভাবে, এবং আসুরাদি বিবাহত্রয়ে লব্ধ যৌতক ধনে পতিপর্য্যন্তাভাবে, এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীধনে, দেবরাদির অধিকার, যেহেতু তদানীং দেবরাদির অধিকারই বৃহস্পতিকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ততোব্রাহ্মাদি বিবাহপঞ্চকলব্ধ-যৌতকধনেষু পিতৃপর্য্যন্তাভাবে, আসুরাদিবিবাহত্রিকলব্ধ যৌতক ধনেষু ভর্ত্তৃপর্য্যাভাবে, অন্যেষু চ সর্ব্বেষু স্ত্রীধনেষু, দেবরাদেরধিকারঃ, দেবরাদীনামেব তদানীমধিকারস্য বৃহস্পতিনাপ্রতিপাদনাৎ।

তদ্‌যথা,—"মাতার ভগিনী, মাতুলানী, পিতৃব্যস্ত্রী পিতার ভগিনী, শাশুড়ী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ইঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা, যদি তাহাদের ঔরস* সন্তান না থাকে, সুত বা দৌহিত্র না থাকে, বা তাহাদের সুত না থাকে তবে ভাগিনেয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবে"।

তদ্‌যথা—"মাতৃ স্বসা মাতুলানী, পিতৃব্যস্ত্রী, পিতৃস্বসা। শ্বশ্রূঃ, পূর্ব্বজপত্নীচ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। যদাসামৌরসো* নস্যাৎ সুতো দৌহিত্রএব বা, তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুযুঃ"।

এই বচনের পাঠের ক্রম গ্রাহ্য নয়, (যেহেতু) তাহা হইলে সর্ব্বশেষে দেবরের অধিকার রূপ আপত্তি হয় তাহা উপযুক্ত নয়; যেহেতু তদ্বচনে প্রাপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা দেবরই অধিক উপকার করে এবং "তিন জনেরই তর্পণ কর্ত্তব্য, তিন জনকেই পিণ্ডদাতব্য, সপিণ্ড মধ্যে সন্নিকর্ষ যাহারা তাহাদেরই ধনাধিকার হয়" দায়ভাগ প্রকরণে উক্ত এই মনুবচনদ্বারা উপকারকত্ব হেতু-

এতদ্বচনপাঠক্রমস্তু নাদরণীয়ঃ তদা সর্ব্বশেষে দেবরাধিকারাপত্তিঃ। ন চ তদ্‌যুক্তং। তদ্বচনোপাত্ত-সর্ব্বাপেক্ষয়া তস্যৈবাধিকোপকারকত্বাৎ। ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে। অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্‌যঃ, তস্য তস্য ধনং ভবেদিত্যেতাভ্যাং দায়ভাগপ্রকররণোক্ত মনুবচনাভ্যামুপকারকত্বেনৈব

• 'ঔরস' পদ কন্যাপুত্রের বোধক। 'সুত' পদ সপত্নী পুত্র সূচক,—তাহা ঔরসের বিশেষণ নয়, যেহেতু তাহা নিরর্থক, ও তাহা হইলে সপত্নীর পুত্র থাকিতে দেবরাদির অধিকাররূপ আপত্তি হয়। এস্থলে 'তৎসুতের' তৎপদে পুত্র ও সপত্নীর পুত্র বুঝায়, কন্যার সুত দৌহিত্রেরও বুঝায় না, যেহেতু কন্যার পুত্র দৌহিত্রপদেই প্রতিপাদিত এবং দৌহিত্রের পুত্র পিণ্ডদায়ক না হওয়াতে উপকারক নয়। 'বা' শব্দবলে পুত্রের ও সপত্নীপুত্রেরপুত্রই সমুচিত হয়। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৭।

* 'ঔরস' পদং—কন্যাপুত্র পরং। সুতপদং—সপত্নী পুত্র পরং, নত্বৌরস বিশেষণং বৈয়র্থ্যাৎ, সপত্নীপুত্র সত্ত্বে দেবরাদ্যধিকারাপত্তেশ্চ। তৎসুত ইত্যত্র তৎপদেন পুত্র সপত্নীপুত্রয়োরুপাদানং নতু কন্যা দৌহিত্রয়োরপি, কন্যাপুত্রস্য দৌহিত্রপদেনোপাত্তত্বাৎ দৌহিত্র পুত্রস্য তু পিণ্ডবহির্ভাবেনোপকারাভাবাৎ, বা শব্দেন চ পুত্রসপত্নী পুত্রযোঃ পুত্রাঃ সমুচিতাঃ। দা, ক্র, সং, পৃ, ২৭।

তেই ধনাধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতুবা দায়ভাগ প্রকরণে তদ্বিধান ব্যর্থ হয়, এতাবতা উপকারের তারতম্যে অধিকারের ক্রম। অতএব পাঠের ক্রম হইতে অর্থের ক্রম বলবৎ তাহাই আদরণীয়, তাহাতে প্রথমে দেবরের অধিকার, যেহেতু সে ঐ স্ত্রীকে ও তদ্ভর্ত্তার দাতব্য তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করে, ও সে নিজে সপিণ্ড। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮।

ধনাধিকারপ্রতিপাদনাৎ, অন্যথা দায়ভাগ প্রকরণে তদভিধান বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। ইত্থঞ্চোপকারতারতম্যেনাধিকার ক্রমঃ,—তথাচ পাঠক্রমাদ্বলবদর্থ ক্রমএবাদরণীয়ঃ—তেন প্রথমং দেবরস্যাধিকারঃ তৎপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃপিণ্ড ভর্ত্তৃদেয় পুরুষত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাৎ, সপিণ্ডত্বাচ্চ। দা ক্র. সং. পৃ. ২৮।

এস্থলে ভাগিনেয় প্রভৃতি—ইহা কথিত হওয়াতে, নিজ ভগিনীর পুত্র, ভর্ত্তার ভগিনীর পুত্র, দেবরের পুত্র, ভ্রাতৃশ্বশুরের পুত্র, ভ্রাতার পুত্র, জামাতা, ও দেবরের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরপরের অধিকার হইলে সর্ব্বশেষে দেবরের অধিকার রূপ আপত্তি মহাজনের মত বিরুদ্ধ হয়। বস্তুর বল অবলম্বন করিয়া বচনের ব্যাখ্যা করিতে হয়। এস্থলে "তিন জনেরই তর্পণ কর্ত্তব্য, তিন জনকেই পিণ্ড দাতব্য"। মনুকর্ত্তৃক দায়ভাগ প্রকরণে ইহা উক্ত হওয়াতে, এবং যাজ্ঞবল্ক্য বচনেও "ইহাদের মধ্যে যে পিণ্ডদাতা সেই অংশ-হর," এই উক্তিতে পিণ্ডদান-দ্বারা ধনাধিকার দর্শিত হওয়াতে, এবং পুত্র অধিক পিণ্ডদানদ্বারা নরক হইতে ত্রাণের হেতু হওয়াতে মুখ্যরূপে তাহারই অধিকার অবগতি হওয়ায়, এবঞ্চ "ভাগিনেয় মাতুল শ্বশুর গুরু সখা ও মাতামহ ইহাদের ভার্য্যাকে ও মাসী পিসীকে শ্রাদ্ধ দান কর্ত্তব্য, বেদবেত্তাদিগের এই নিয়ম"—এই বৃদ্ধ শাতাতপবচনে ইহাদের পিণ্ড-

অত্র স্বস্রীয়াদ্যা ইতিবচনাৎ—ভগিনীসুত স্বভর্ত্তৃভাগিনেয় দেবরপুত্র ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র ভ্রাতৃসুত জামাতৃদেবরাণাং পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাভাবে পরপরস্যাধিকারে দেবরস্যৈব সর্ব্বশেষে অধিকারাপত্তেঃ মহাজন বিরোধ ইতি বস্তুবলমালম্ব্য বচনং বর্ণ্যতে। তত্র মনুনা 'ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে' ইতি দায়ভাগ প্রকরণে কীর্ত্তনাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষামিতি পিণ্ডদানেনাধিকার দর্শনাৎ পুত্রস্যাপি সাতিশয় পিণ্ডদানেন নরকত্রাণকারণতয়া মুখ্যভাবেনাধিকারাবগতেঃ, 'মাতুলো ভাগিনেয়স্য স্বস্রীয়োমাতুলস্যচ। শ্বশুরস্য গুরোশ্চৈব সখ্যুর্মাতামহস্য চ। এতেষাং চৈব ভার্য্যাভঃ শ্বশুর্মাতুঃ পিতুস্তথা। শ্রাদ্ধদানন্তু কর্ত্তব্যমিতি বেদবিদাং স্থিতিরিতি' বৃদ্ধ শাতাতপবচনাৎ অমীষাং পিণ্ডদত্ব প্রতি-

দানে অধিকার প্রতিপাদিত হওয়াতে ঐ পিণ্ডদান বিশেষে অধিকারের ক্রম।—এস্থলে প্রথমে দেবর ঐ স্ত্রীকে ও তাহার পতিকে এবং তৎ পতির দাতব্য পূর্ব্বপুরুষত্রয়কে পিণ্ডদান করাতে ও সপিণ্ড হওয়াহেতুতে তদ্ধনে অধিকারী হয়। দা. ভা. পৃ. ১১৪।

ব্যবস্থা। ৪৭৮ তদভাবে দেবরের ও ভ্রাতৃশ্বশুরের পুত্রেরা এককালে অধিকারী*।

কারণ। যেহেতু তাহারা ঐ স্ত্রীকে ও তাহার ভর্ত্তাকে ও ভর্ত্তার দাতব্য দুই পুরুষের পিণ্ডদান করে, ও স্বয়ং সপিণ্ড।

ব্যবস্থা। ৪৭৯ তদভাবে অসপিণ্ড হইয়াও ভগিনীর পুত্র অধিকারী*।

কারণ। যেহেতু সে ঐ স্ত্রীকে, ও তৎপিত্রাদি তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করে।

ব্যবস্থা। ৪৮০ তদভাবে ভর্ত্তার ভাগিনেয় অধিকারী†।

কারণ। যেহেতু সে ঐ স্ত্রীকে ও তদ্ভর্ত্তাকে ও তদ্ভর্ত্তার দাতব্য পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদান করে।

ব্যবস্থা। ৪৮১ তদভাবে ভাতৃপুত্র অধিকারী†।

পাদনাৎ. অয়ং পিণ্ডদান বিশেষাদধিকার ক্রমঃ—তত্র প্রথমং দেবরঃ তৎপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয় পিণ্ডদাতৃত্বাৎ সপিণ্ডত্বাচ্চ তদ্ধনেহধিক্রিয়তে। দা. ভা. পৃ. ১১৪।

৪৭৮ তদভাবে দেবরভ্রাতৃশ্বশুরয়োঃ সুতানাং যুগপদধিকারঃ *।

তৎপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্ব পুরুষদ্বয়পিণ্ডদাতৃত্বাৎ. সপিণ্ডত্বাচ্চ।

৪৭৯ তদভাবেঽসপিণ্ডোঽপি ভগিনীপুত্রঃ অধিকারী*।

তৎপিণ্ড তৎপিত্রাদিত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

৪৮০ তদভাবে ভর্ত্তৃভাগিনেয়ঃ অধিকারী†।

তৎপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃপিণ্ড তদ্ভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয় পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

৪৮১ তদভাবে ভ্রাতৃসুতঃ অধিকারী†।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮। দা. ভা. পৃ. ১১৪, ১১৫। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৩। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২। কোল. দা. ভা. পৃ. ৯৮, ১০০। দ্রষ্টব্য—মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৯, ৪০। এল. ইম. পৃ. ৮৬, ৮৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮, ২৯। দা. ভা. পৃ. ১১২, ১১৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৯৮—১০০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২, ৩৩। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ, ৩৯. ৪০। এল. ইম. পৃ ৮৬. ৮৭।

কারণ। যেহেতু সে ঐ স্ত্রীর পিতৃপিতামহের ও তাহারও পিণ্ড দেয়।

তৎপিতৃপিতামহয়োস্তস্যাশ্চ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা। ৪৮২ তদভাবে জামাতা অধিকারী *।

৪৮২ তদভাবে জামাতাধিকারী *।

কারণ। যেহেতু সে শ্বশুর ও শাশুড়ীকে পিণ্ডদান করে।

শ্বশুরয়োঃ পিণ্ডদানাৎ।

এই ক্রম গ্রাহ্য, (উক্ত বৃহস্পতি বচনে) 'ভাগিনেয় আদি' বলা ক্রমার্থে নয় কিন্তু অধিকারি মাত্রের জ্ঞাপনার্থে। দা. ভা. পৃ. ১১৫।

অয়ং ক্রমোগ্রাহ্যঃ (উক্ত বৃহস্পতিবচনে) স্বস্রীয়াদ্যা ইতি ন ক্রমার্থং কিন্ত্বধিকারিমাত্র জ্ঞাপনার্থপরং।—দা. ভা. পৃ. ১১৫।

কিন্তু (উক্ত) বচন ইহাদের অধিকারমাত্র প্রতিপাদক, ক্রম বিধায়ক নয়। দা. ক্র. সং. পৃ. ২৯।

(উক্ত) বচনন্ত এতেষামধিকারমাত্র প্রতিপাদকং নতু ক্রমাবধারকমিতি। দা. ক্র. সং. ২৯।

ব্যবস্থা। ৪৮৩ জামাতা পর্য্যন্তের অভাবে শ্বশুর অনন্তর ভ্রাতৃশ্বশুর অধিকারী *।

৪৮৩ জামাতৃপর্য্যন্তাভাবে শ্বশুরঃ ততো ভ্রাতৃশ্বশুরঃ অধিকারী *।

ব্যবস্থা। ৪৮৪ অনন্তর সপিণ্ডেরা নৈকট্যানুসারে অধিকারি *।

৪৮৪ ততো আনন্তর্য্যক্রমেণ সপিণ্ডাঃ অধিকারিণঃ *।

প্রমাণ। এই ছয়ের অভাবে† শ্বশুর ও ভ্রাতৃশ্বশুরাদির সপিণ্ড তার নৈকট্য ক্রমে ধনাধিকার বোধ্য। দা. ভা. পৃ. ১১৫।

ষণ্ণাং পুনরেতেষামভাবে‡ শ্বশুর ভ্রাতৃশ্বশুরাদেঃ সপিণ্ডানন্তর্য্যক্রতো ধনাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। দা. ভা. পৃ. ১১৫।

ব্যবস্থা। ৪৮৫ সপিণ্ডাভাবে সকুল্যেরা তৎপরে সমানোদকেরা যথাক্রমে অধিকারি *।

৪৮৫ সপিণ্ডাভাবে সকুল্যাঃ, ততঃ সমানোদকাঃ যথা-ক্রমেণাধিকারিণঃ *।

বিবেচনা। দায়ভাগের মূলে সপিণ্ড পর্য্যন্তের অধিকার লিখিত‡, ও তট্টীকায় তদতিরেকে সকুল্য ও সমানোদকের অধিকার ধৃত হইয়াছে§ দায়ক্রম সংগ্রহে এতদতিরেকে লিখিত হইয়াছে যে "সমানপ্রবরাশ্চ পুংধনবৎ ক্রমেণাধিকারিণঃ"¶—অর্থাৎ সমানপ্রবরেরাও পুংধনের ন্যায় ক্রমে অধিকারি। অপ্রজা-

---

* ৭৪৩ পৃষ্ঠার শেষ নোট এতৎ প্রমাণে প্রযুক্ত্য।

† ছয়ের অভাবে—অর্থাৎ দেবর হইতে জামাতা পর্য্যন্তের অভাবে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৪৩, ৭৪৪।

‡ দা. ভা. পৃ, ১১৫। § দা. ভা. টী পৃ. ১১৬। ¶ দা. ক্র. সং. পৃ. ২৯।

স্ত্রীধনে সপিণ্ডপর্য্যন্তের পর অধিকারির ক্রম পুংধনাধিকার ক্রমের ন্যায় আসন্নতরত্বানুসারে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে পুংধনাধিকার ক্রম এস্থলে অপ্রযুজ্য নয়। পরন্তু পুংধনাধিকার ক্রমে এস্থলে অধিকারির ক্রম স্থাপিত হইলে সমানপ্রবরের অগ্রে সগোত্রের অধিকার উচিত যেহেতু তাহারা একবংশত্ব ও সমানপ্রবরত্ব এতদুভয় ধর্ম্মিত্ব হেতু আসন্নতর, অতএব প্রশস্ত; কিন্তু সমান-প্রবরের মধ্যে সমান গোত্র থাকাতে উক্ত উক্তিতে উভয়ের অধিকার হইতে পারে। পরন্তু ঐ সগোত্র ও সমানপ্রবর ব্রাহ্মণ-ও সগ্রামস্থ হওয়া চাই। অনন্তর দায়ক্রমসংগ্রহে লিখিত হইয়াছে যে—"এতৎসর্ব্বাভাবে ব্রাহ্মণী ধনে সগ্রামস্থ শ্রোত্রিয়াদেরধিকারঃ, ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীধনে তু রাজ্ঞএবাধিকারঃ"*—অর্থাৎ এই সকলের অভাবে ব্রাহ্মণীর ধনে সগ্রামস্থ বেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণের অধিকার। ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রার ধনে রাজাই অধিকারী। ইহাও পুংধনাধিকারক্রমের সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে লিখিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তদুক্ত পুংধনাধিকার ক্রম ধরিলে ক্ষত্রিয়াদির ধনেও অগ্রে উক্তরূপ ব্রাহ্মণ অধিকারী, পরে রাজা, ইহার বিস্তার ৩০৮ হইতে ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন ভিন্ন অদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। কোন স্ত্রী নিজধনে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া কএক পুত্র ও এক পৌত্র রাখিয়া মরে, এই পৌত্রের পিতা ঐ স্ত্রীর পূর্ব্বে গত হয়। এগত অবস্থায়, ঐ স্ত্রীর ত্যক্ত বিষয় সমুদায় তৎপুত্রদিগকে অর্শিবে, অথবা পিতৃব্যদিগের সহিত ঐ ধনে অংশি হইতে তৎপৌত্রের কোন অধিকার আছে?

স্ত্রীর ধন মৃতপিতৃক পৌত্রকে নিরাস পূর্ব্বক পুত্রকে অর্শে।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থাতে, ঐ মৃতা স্ত্রীর স্বোপার্জ্জিত সমুদায় বিষয়ে তৎপুত্রেরা অধিকারি। তৎপৌত্রের পিতা ঐ স্ত্রীর পূর্ব্বে মরাতে ধনাধিকারি হইতে তাহার কোন অধিকার নাই। যদি কোন কুমারী কন্যা থাকে তবে তাহার বিবাহের ব্যয় নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দিতে হইবে†।

প্রমাণ।—মনু—"মাতা মরিলে সকল সহোদর ভ্রাতারা ও ভগিনীরা মাতৃবিষয় ভাগ করিয়া লউক"।

ঢাকা কোর্ট আপীল। ২১ মে ১৮১১ সাল। রঘুনন্দন শর্ম্মা—বনাম—গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। মেক. হি, ল, বা, ২, মকদ্দমা ১, পৃ, ১২১।

---

* দা, ক্র, সং, পৃ. ২৯। উ, দা, ক্র, সং, পৃ. ২৯।

† দৃষ্ট হইতেছে যে এই মকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়, ঐ স্ত্রীকর্তৃক উপার্জ্জিত হইয়া থাকিলেও তাহা বস্তুতঃ স্ত্রীধন নয়, এতাবতা তদধিকার স্ত্রীধনাধিকার ক্রমানুসারে হয় নাই। তাহা যদি স্ত্রীধন হইত তবে ঐ কন্যা পুত্রদিগের সহিত তুল্যাধিকারিণী হইত। মেক্‌নাটন সাহেবের নোট।

প্র.। কোন হিন্দু নিজ কন্যার বিবাহ কালে তাহাকে এক বিঘা ভূমি যৌতক দেয়, যে ভূমি তৎ কন্যা যাবজ্জীবন ভোগ করে। ঐ কন্যা এক কন্যা ও পুত্র রাখিয়া মরিলে, তৎপুত্র ঐ বিষয় লইয়া দখলে রাখে, (এবং) নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাগিনেয় বিদ্যমানে ঐ ভূমি অপর এক ব্যক্তিকে দেয়। স্পষ্ট জানা যাইতেছে না যে সে (অর্থাৎ ঐ দাতা) মরিলে কে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিল। এমত অবস্থায় ঐ পুত্রের কৃত দান সিদ্ধ কি না?

মাতার স্ত্রীধনে পুত্রকে নিরাস করিয়া দুহিতা কিম্বা তদুত্তরাধিকারী অধিকারী।

উ.। উক্ত বিষয়ে মূল দাতার দুহিতার স্বত্বাধিকার, তাহাতে ঐ পুত্রের কোন স্বত্বাধিকার না থাকাতে, তৎ কর্ত্তৃক কৃত ঐ বিষয়ের যে কোন রূপ হস্তান্তর তাহা অসিদ্ধ।

মুরসিদাবাদের কোর্ট আপীল। গৌরনাথ—বনাম—কুঞ্জমাধব। মেক. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৩, মকদ্দমা ১, পৃ. ১২৬।

প্র.। কোন শূদ্রা স্ত্রী পিত্রর্জ্জিত দুই বাটীতে দায়শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণী হইল। তাহার বিবাহের পর ঐ বাটী তাহার পতির দখলে আসিল,—যেহেতু তাহারা তাহাতে বাস করিতেছিল। অনন্তর তৎপতি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে ঐ বাটীর কবালা লিখিয়া দেয়। তথাপি ঐ স্ত্রী ঐ বাটীতে দখলিকার থাকে। এমত অবস্থায় তৎপতি উক্ত রূপ হস্তান্তর করিতে যোগ্য কি না?

কোন স্ত্রীর ধনে বিবাহদ্বারা পতির অধিকার জন্মে না।

উ.। দায়শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীর অধিকৃত বাটী হস্তান্তর করিতে পতির ক্ষমতা ছিল না, এতাবতা তাহার কৃত বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ, যেহেতু বিবাহের পূর্ব্বে পত্নী যে পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হয় বিবাহ সম্বন্ধ জন্য তাহা বিক্রয় করিতে পতির অধিকার জন্মে না। সহর মুরসিদাবাদ। মাণিকচাঁদ—বনাম—ছোটে লাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৩, মকদ্দমা ৯, পৃ. ১২৭।

প্র.। কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার স্ত্রী আবার বিবাহ করিল। এই স্ত্রী পূর্ব্বে নিজ পিতামাতার স্থানে কিছু অলঙ্কার পাইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় স্বামী ব্যভিচার দোষে তাহাকে প্রহার করিয়া পরিত্যাগ করিল। এমত অবস্থায় এই পতি তাহাকে প্রহার করিতে ও পরিত্যাগ করিতে শাস্ত্রানুসারে যোগ্য কি না? যদি হয়, তবে ঐ স্ত্রী পিতামাতা হইতেও পূর্ব্ব পতি হইতে যে ধন পাইয়াছে সে তাহাতে সম্পূর্ণরূপ অধিকারিণী হয় কি না?

উক্ত ব্যবস্থা কি স্ত্রীধন কি পুংধন কোন রূপ ধনাধিকার বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গে মিলেনা, যদ্যপি উক্ত ব্যবস্থার প্রমাণে ধৃত বচন স্ত্রীধন বিষয়ক বটে তথাপি তদ্ব্যবস্থা স্ত্রীধন বিষয়ক নয়, কেননা তাহা হইলে, ঐ কন্যা পুত্রদের সহিত তুল্যাধিকারিণী, পক্ষান্তরে পুংধনবিষয়ক শাস্ত্রানুসারে উক্ত মৃতপিতৃক পৌত্র পুত্রগণের (অর্থাৎ তৎ পিতৃব্য গণের) সহিত তুল্যাধিকারী হইত।

কোন স্ত্রী ব্যভিচার দোষে পরিত্যক্তা হইলে স্ত্রীধনে বঞ্চিতা হয় না।

উ:। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পতি সক্ষম বটে; পরন্তু ঐ ব্যভিচারিণী নিজ পিতা মাতার ও পূর্ব্ব পতির দত্ত অলঙ্কার পাইতে অধিকারিণী *।

জিলা মেদিনীপুর, ১৫ মে, ১৮০৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৩, মকদ্দমা ৭, পৃ, ১২৬।

যদ্যপি ধর্ম্মশাস্ত্রের আচারকাণ্ডানুসারে সহমৃতার মরণ পতির মৃত্যুকালীন অবধৃত হইয়া উভয়ের শ্রাদ্ধ এককালীনই হয়, তথাপি বস্তুতঃ পতির মরণের পর ঐ স্ত্রী মরাতে ব্যবহারে তাহার মরণ পতির মরণের পরই গণ্য—যেহেতু পতির মরণোত্তর ঐ স্ত্রী যে দানাদি করে তাহা তাহার জীবদ্দশায় ও সজ্ঞানাবস্থায় কৃত বিবেচনায় সিদ্ধ। অতএব,—

যদ্যপি ধর্ম্মশাস্ত্রীয়াচার কাণ্ডানুসারেণ সহমৃতায়াঃ মরণস্য পতিমরণকালীনত্বেনাবধারণাৎ উভয়োঃ শ্রাদ্ধমেকদৈব কৃতং, তথাপি বস্তুতঃ পতিমরণকালোত্তরং মৃতত্বেন ব্যবহারে তস্যা মরণং পতিমরণোত্তরমেব গণ্যং.—যতঃ পত্যুঃ মরণোত্তরং তয়া যদ্দানাদিকং কৃতং তৎ সিদ্ধমেব, তস্য তজ্জীবদ্দশায়াং সজ্ঞানাবস্থায়াঞ্চ কৃতত্বেনাবধারণাৎ। তস্মাৎ,—

ব্যবস্থা। ৪৮৬ নিজমরণানন্তর পত্নীর হইবে এই নিয়মে পতি কোন বিষয় পত্নীকে দিয়াগেলে তাহা তৎ পত্নীর স্ত্রীধন, তাহার মরণান্তে স্ত্রীধনাধিকারিরাই তদ্ধনাধিকারি।

৪৮৬ পত্যা নিজমরণানন্তরং পত্ন্যা ভবিষ্যতীতি নিয়মেন যৎ তস্যৈ দত্তং তদ্ধনস্য স্ত্রীধনত্বং তন্মরণান্তে স্ত্রীধনাধিকারিণ এব তদ্ধনমর্হন্তি।

ব্যবস্থা। ৪৮৭ কোন নারী উত্তরাধিকারিণীরূপে কাহারো স্ত্রীধন প্রাপ্তা হইলে সে ধন তাহার স্ত্রীধন নয়, কিন্তু সংক্রান্ত ধন, এতাবতা তাহার মরণে পূর্ব্বস্বামির উত্তরাধিকারিরাই তদ্ধনাধিকারি।

৪৮৭ অধিকারিত্বেন প্রাপ্তস্ত্রীধনায়াঃ স্ত্রিয়াস্তদ্ধনং ন স্ত্রীধনং, কিন্তু সংক্রান্তধনং, তস্মাৎ তন্মরণে পূর্ব্বস্বাম্যুত্তরাধিকারিণ এব তদধিকারিণঃ†।

এস্থলে কুমারী বা বাগদত্তা অধিকারিণী হওনান্তে বিবাহিতা হইয়া

অত্র কুমারী বাগ্‌দত্তা বা জাতাধিকারা অনন্তরং পরিণীতা সতী পশ্চাৎ

* হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কলি যুগে দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষিদ্ধ, পরন্তু এই ব্যবহার নীচ জাতির মধ্যে চলিত আছে। মেক্‌নাটন সাহেবের নোট।

† এস্থলে বক্তব্য এই যে, যে স্ত্রীধন একবার স্ত্রীধনাধিকার ক্রমে অর্শিয়াছে তাহা আর স্ত্রীধন নয়, তদনন্তর তাহা বরাবর সংক্রান্তধনাধিকার ক্রমানুসারে অর্শিতে থাকিবে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৮।

পশ্চাৎ যদি বন্ধ্যা হয় অথবা পুত্র প্রসব না করিয়া বিধবা হয়, তবে তাহার মরণে তৎসঙ্ক্রান্ত মাতৃ-ধনে তাহার পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা ভগিনীরা অধিকারিণী। ইহাদের অভাবে বন্ধ্যা বিধবার-ও অধিকার, তাহার পতির নয়,—যেহেতু স্ত্রীধনেই ভর্ত্তার অধিকার, এ ধন সঙ্ক্রান্ত ধন হওয়াতে ইহা স্ত্রীধন নয়, ইহা বোধ্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ২২।

বন্ধ্যাত্বেনাবধৃতা পুত্রমনুৎপাদ্যৈব বা বিধবা, তদা তস্যাং মৃতায়াং তৎসঙ্ক্রান্ত মাতৃ-ধনে তদ্ভগিন্যোঃ পুত্রবতী সম্ভাবিত-পুত্রয়োঃ, তয়োরভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োরপ্যধিকারঃ, ন তদ্ভর্ত্তুঃ,—ভর্ত্রধিকারস্য স্ত্রীধন বিষয়ত্বাৎ, অস্যাচ সঙ্ক্রান্তধনত্বেন স্ত্রীধনত্বাভাবাদিতি বোধ্যং। দা. ক্র. সং. পৃ. ২২।

দেবনাথ সাণ্ডাল প্রভৃতি—বনাম—(রাসবিহারী শর্ম্মার এগ্‌জিকিউটর) প্যাট্রিক্ মেটলাণ্ড্ ও হেন্‌রি উইলিয়ম্ ড্রোজ্ (সাহেবান্)।

নজীর
৪৮৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

নালিশী আর্‌জিতে লিখিত আর আর বিষয়ের মধ্যে এক বয়ান এই যে উইলকর্ত্তা নিজ পত্নীকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন তাহা অদত্ত, যেহেতু ঐ পত্নী পতির সহিত চিতারোহণ করিয়াছেন, ও তদ্দেহ দাহন পতির মরণ কালে পরিগণিত, এবং হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র আচার ও ব্যবহার অনুসারে অনুমিত এই যে তিনি স্বামির সঙ্গে এক কালে মরিযাছেন; এবঞ্চ পত্নীর উদ্দেশে যে ৫০০০ মুদ্রা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা উইল কর্ত্তার অবশিষ্ট বিষয় ভুক্ত হইবে। আর ঐ আর্জিতে এই প্রার্থনা করা হইল যে উইল সাব্যস্ত হয়, ও তাহাতে কৃত দানাদি ডিক্রী হইয়া ফলে সম্পন্ন হয়, বিষয়ের হিসাব লওয়া যায়, এবং আজ্ঞা হয় যে ঐ স্ত্রীকে দত্ত যে ৫০০০ টাকা তাহা অদত্ত, আর অবশিষ্ট ধন দৌহিত্রদিগকে সমর্পিত হয়, ইত্যাদি।

বাদিরা আর্জি দাবিতে শাস্ত্রের যে মত ব্যক্ত করে আদালত তাহাতে সম্মত হইলেন না, এবং এমত স্বীকৃত হইল না যে যে স্ত্রী চিতারোহণ করিয়াছে সে কল্পিত রূপে স্বামির সহিত এক কালে মরিয়াছে। এবঞ্চ উইলের দ্বারা তাহার প্রাপ্ত ধন অবশিষ্ট এস্টেটের সামিল হয় নাই; পরন্তু তাহার দুহিতারা তাহার উত্তরাধিকারিণী বিবেচনায় ঐ টাকা তাহাদের হক্কে ডিক্রী হইল। ১৮২০ সাল, মার্চ মাস। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭১—৩৭৪।

—প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, আপিলান্ট বনাম— মোসম্মাৎ ভগবতী (মৃত জগন্মোহন ঘোষের স্ত্রী) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর
৪৮৭ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাঙ্গালা ১১৯১ সালে গৌরাঙ্গ সিংহ নিজ কন্যা আনন্দময়ীর জগমোহনের সহিত বিবাহে এক তালুক আর এক পুষ্করিণী দান-পত্রদ্বারা ঐ কন্যাকে দান করিল, ও তাহাতে লিখিল যে এই বিষয় নিজ অধিকার হইতে

পৃথক্ করিয়া নিজ কন্যাকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, সে তাহা নিজ পতির নামে রেজেষ্টরি করাইয়া লইয়া নিজ ধনের ন্যায় ভোগ দখল করিবে। ঐ বিষয় খালিসা দপ্তরে জগমোহনের নামে রেজিষ্টরি হইয়া তাৎকালিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দানপত্রের মজমুন মোতাবেক এক সনন্দ প্রদত্ত হয়। ১১৬৩ সালে আনন্দময়ী এক কন্যা এবং ঐ কন্যার পতিকে রাখিয়া অপুত্রা মরে। এই ১১৬৭ সালে এই কন্যা এক কন্যা রাখিয়া মরে যে কন্যা এক্ষণে অবীরাবস্থায় জীবিতা। ১১৬৪ সালে গৌরাঙ্গ সিংহ রাধাকান্ত নামে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর এই দত্তক লোকান্তরগত হয়। জগমোহন ১১৯৬ সালে এক দত্তক পুত্র এবং তৃতীয়া স্ত্রী ভগবতীকে রাখিয়া মরে। প্রকাশ পাইবে যে জগমোহন নিজ পত্নী আনন্দময়ীর মৃত্যুর পর (অবধি) নিজ মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে দখলিকার ছিল, অনন্তর তাহার পত্নী ভগবতী তাহার উত্তরাধিকারিণীরূপে ঐ বিষয় দখল করে। প্রাণকৃষ্ণ ঐ বিষয়ের স্বত্বাধিকার নিমিত্তে ভগবতীর নামে মুরসিদাবাদের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে প্রতিবাদিনার হক্কে বিচার নিষ্পত্তি হইল; ঐ নিষ্পত্তির নারাজিতে সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে, তথায় বিচারের বিষয় এই হইল যে আনন্দময়ীর মরণে কে তাহার বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই বিষয়ে ব্যবস্থা দিবার নিমিত্তে পণ্ডিতকে ডাকা হইল, তাহাতে রাধাকান্ত পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন তদ্যথা—আনন্দময়ীর মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তাহার কন্যাকে অর্শে, তাহা স্ত্রীধনান্তর্গত, এবং স্ত্রীধন হওয়াতে তাহা কন্যাকে বর্ত্তে, পরন্তু তাহা তৎ কন্যার স্ত্রীধন নয়. এতাবতা তাহার মরণে ঐ বিষয় তৎকন্যার কন্যাকে অর্শিবে না, কিন্তু তাহার মাতার ভ্রাতাকে বর্ত্তিবে, যদি সে জীবিত না থাকে তবে তাহার পুত্রকে অর্শিবে। সদরদেওয়ানী আদালতের জজ (আরল্ কর্ণওয়ালিস্, এফ্, এসপেকি, ডব্লিউ কৌপর ও টী গ্রেহাম) সাহেবান্ বিচার করিলেন যে ঐ বিষয় বাদির প্রাপ্য; এবং তদনুসারে জিলার জজের ফয়সলা রদ করিয়া ডিক্রী সাদের করিলেন*। ২৫ এপ্রেল ১৭৯৩ সাল।

---

* আনন্দময়ীর বিবাহে তৎ পিতা তাহাকে ঐ বিষয় দেওয়াতে অবশ্যই তাহা তাহার স্ত্রীধন হইয়া ছিল (দ্রষ্টব্য কোল. দা. ভা. চ্যা. ৪, সেক্. ১,) এবং তাহার দুহিতা অবিবাহিতা বা বিবাহিতা হউক অথবা বিধবা হউক তাহাকেই ঐ বিষয় অর্শিতে উচিত ছিল (ঐ সেক্. ২, পারা. ১২ ও ২২)। কিন্তু এই দুহিতার মরণে ঐভূমি তৎসম্বন্ধে স্ত্রীধন না হইয়া সংক্রান্ত ধন হওয়াতে, তাহা তাহার দুহিতাকে অর্শিবে না যেহেতু সে অবীরা (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ২, পারা ৩); কিন্তু আনন্দময়ীর অত্যন্ত নিকট উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। এই মকদ্দমাতে রাধাকান্ত পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দেন তাহার হেতু এই বোধ হইতেছে (যথা উক্ত হইল;) এবং তাহাতে আরো বোধ হইতেছে যে ঐ অবীরা কন্যা নিজ মাতার মরণ কালেই তদবস্থাপন্না হইয়াছিল, কেননা সে যদি তৎকালে অবিবাহিতা থাকিত অথবা যদি তাহার পতি জীবিত থাকিত তবে তাহার মাতার যে কোন রূপ ধনে ঐ মাতার ভ্রাতাকে বা ভ্রাতৃপুত্রকে নিরাস করিয়া সেই অধিকারিণী হইত (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ২) এবং এ বরিলেই কেবল তাহারা অধিকারি হইতে পারিত— (ঐ, পারা. ৩০))।

বিবিধ স্ত্রীধনে অধিকারিগণের ক্রমাবলী।

অবিবাহিতার ধনে—

১ সহোদর ভ্রাতা ২ মাতা ৩ পিতা

তদভাবে যথাসম্ভব পিতৃমাতৃ কুটুম্বেরা অপ্রজার ধনাধিকারিক্রমে অধিকারি।
বাগ্দত্তার বরদত্ত ধনে প্রথমে বর অধিকারী, তদভাবে উক্তক্রমে অধিকারির ক্রম।

বিবাহিতা সপ্রজা স্ত্রীর—

যৌতক ধনে—	অযৌতক ধনে—	অযৌতক পিতৃদত্ত ধনে *—
১ কুমারী দুহিতা	১ { পুত্র, অবিবাহিতা দুহিতা	১ অবিবাহিতা দুহিতা
২ বাগ্দত্তা ”	২ { পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিতপুত্রা ঐ	২ পুত্র
৩ { পুত্রবতী ”, সম্ভাবিত পুত্রা ”	৩ পৌত্র	৩ { পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিতপুত্রা ঐ
৪ { বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীনা বিধবা	৪ দৌহিত্র	৪ দৌহিত্র
৫ পুত্র	৫ প্রপৌত্র	৫ পৌত্র
৬ দৌহিত্র	৬ সপত্নীর পুত্র	৬ প্রপৌত্র
৭ পৌত্র	৭ সপত্নীর পৌত্র	৭ সপত্নীর পুত্র
৮ প্রপৌত্র	৮ সপত্নীর প্রপৌত্র	৮ সপত্নীর পৌত্র
৯ সপত্নীর পুত্র	৯ { বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীনা বিধবা ঐ	৯ সপত্নীর প্রপৌত্র
১০ সপত্নীর পৌত্র		১০ { বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীনা বিধবা ঐ
১১ সপত্নীর প্রপৌত্র		

বিবাহিতা অপ্রজা স্ত্রীর ধনে অধিকারিগণের ক্রম—

শুল্ক এবং অন্বাধেয় রূপ ধনে, তথা অবিবাহিতাবস্থায় মাতা ও পিতার দত্ত ধনে †—	বন্ধুদত্ত তথা শুল্কন্বাধেয়াদি ভিন্ন অন্যরূপ স্ত্রীধনে— ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য বা গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিতার ধনে—	আসুর, রাক্ষস, অথবা পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতার ধনে—
১ সহোদর ভ্রাতা	১ ভর্ত্তা	১ মাতা
২ মাতা	২ ভ্রাতা	২ পিতা
৩ পিতা	৩ মাতা	৩ ভ্রাতা
৪ ভর্ত্তা	৪ পিতা	৪ ভর্ত্তা

উক্ত পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহের যে কোন বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর যে কোনরূপ স্ত্রীধনে—

৫ দেবর	৮ ভর্ত্তার ভাগিনেয়	১২ সকুল্য
৬ { দেবরের পুত্র, ভ্রাতৃ শ্বশুরের পুত্র	৯ নিজ ভ্রাতৃপুত্র	১৩ সমানোদক
৭ নিজভগিনীর পুত্র	১০ নিজ জামাতা	১৪ সমানগোত্র
	১১ যথাক্রমে সপিণ্ড ‡	১৫ সমান প্রবর ‡

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৩৭। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৪০, ৭৪১।

‡ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৪৭।

নবম অধ্যায়।—দত্তক প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—পুত্র আবশ্যক।

ব্যবস্থা। ৪৮৮ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ঋণশোধন এবং বংশরক্ষার্থে ও স্বর্গসাধন নিমিত্তে পুত্রোৎপাদন অতীব আবশ্যক *।

৪৮৮ শ্রাদ্ধতর্পণাদি ঋণশোধন বংশরক্ষণ স্বর্গসাধনার্থঞ্চ পুত্রোৎপাদনং অতীবাবশ্যকং*।

প্রমাণ। ।০ ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রে তিন ঋণে ঋণী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়,—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যার্থে ঋষিদের, যজ্ঞার্থে দেবতাদের ও সন্তানার্থে পিতৃলোকের নিকট, অথবা যে পুত্রবান্ হয়, যজ্ঞ করে, ও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সে অঋণী।

।০ ব্রাহ্মণো হ বৈ জায়মান্ স্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবান্ জায়তে,—ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী চেতি।—দ. মী. পৃ. ৩।

৵০ তিন ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে, যে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করে তাহার অধোগতি হয়॥—বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং শক্ত্যনুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে॥ কোন দ্বিজ বেদাধ্যয়ন পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ নিষ্পাদন না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার অধোগতি হইবে॥ মনুঃ, অ ৬, ব. ৩৫—৩৭।

৵০ ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ।—অধীত্য বিধিবদ্বেদান্, পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাদ্য, তথা সুতান্ অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ মনুঃ, অ. ৬. ব. ৩৫—৩৭।

৶০ উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত করিবে—এই স্বার্থ নিমিত্তে পিতারা পুত্র কামনা করেন, অতএব পুত্র জন্মিয়া যাহাতে পিতা

৶০ ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যতস্ততঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি॥ অতঃ পুত্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ

* হিন্দুদের বিশ্বাসানুসারে মনুষ্যের পারলৌকিক সুখ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ঋণ পরিশোধনের উপর নির্ভর করে, তাহা ক্লেশ মোচনের উপায় স্বরূপ হয়। সন্তানহীন ব্যক্তির মহাপ্রাণি 'পুত্' নামক নরকে প্রেরিত হয়, এবং তথায় সময়ে সময়ে পুত্রের অবশ্য দানীয় জলপিণ্ডের অভাবে ক্ষুৎপিপাসায় যন্ত্রণা ভোগ করে।—এসটে. হি ল. বা. ১. পৃ. ৩১, ৩২।

নরকে না যান (তন্নিমিত্তে) স্বার্থ পরিত্যাগ করত যত্নপূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে॥ তপস্বী হউক বা অগ্নিহোত্রী হউক যদি কেহ ঋণী হইয়া মরে তবে তাহার তপস্যা ও অগ্নিহোত্র উত্তমর্ণের হয় ॥—নারদ। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৪০।

পিতা মোচনীয়ো যথা নো নরকং ব্রজেৎ॥ তপস্বী বাগ্নিহোত্রী বা ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি। তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ তত্ সর্ব্বং ধনিনাং ভবেৎ॥ নারদঃ। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৪০।

।০ যে ব্যক্তি ঋণাদি লইয়া উত্তমর্ণকে না দেয় সে তাহার দাস ভৃত্য স্ত্রী বা পশু হইয়া তদ্‌গৃহে জন্মে।—বৃহস্পতি। ঐ।

।০ উদ্ধারাদিকমাদায় স্বামিনে ন দদাতি যঃ। স তস্য দাসো ভৃত্যঃ স্ত্রী পশুর্বা জায়তে গৃহে॥—বৃহস্পতিঃ। ঐ।

।/০ "কিম্বা সেই অঋণী যে পুত্রবান্"—ইত্যাদি (বেদ) বাক্যে পুত্র দ্বারা অঋণিত্ব সাধন করিবে—এই বিধির পর্য্যবসান হওয়াতে সিদ্ধান্ত এই যে অঋণিকরণ হেতু পুত্রই অঋণিত্বের কারণ। দ. মী. পৃ. ১২।

।/০ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রীত্যাদি বাক্যেষু পুত্রেণানৃণ্যং ভাবয়েদিতি বিধিপর্য্যবসানে পুত্রস্যানৃণ্যকরণতয়া অঙ্গতাসিদ্ধেঃ।—দ. মী. পৃ. ১২।

।৵০ পুত্রোৎপাদন বিধি নিত্য হওয়াতে তদুল্লঙ্ঘন প্রত্যবায়ের কারণ। দ. মী. পৃ. ৩।

।৵০ পুত্রোৎপাদনবিধের্নিত্যতয়া তল্লোপঃ প্রত্যবায়নিমিত্তং। দ. মী. পৃ. ৩।

।৶০ পুত্রহীনের স্বর্গ নাই। ঐ. পৃ. ৩।

।৶০ নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি। ঐ, পৃ ৩।

॥০ সুত পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে উদ্ধার করে এই হেতু স্বয়ং স্বয়ম্ভু সুতকে 'পুত্র' বলিয়াছেন॥—মনু ও বিষ্ণু।

॥০ পুন্নাম্নোনরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।—মনু বিষ্ণু।

॥/০ পুৎ নামে নরক ও বংশহীন ব্যক্তি নারকী উক্ত হইয়াছে, পিতাকে তাহাহইতে ত্রাণ করাতে সুতকে পুত্র বলাযায়॥—হারীত।

॥/০ পুন্নামা নিরয়ঃ প্রোক্তশ্ছিন্নতন্তুশ্চ নৈরয়ঃ। ততৈব ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎপুত্র ইতি স্মৃতঃ॥—হারীতঃ।

॥৵০ পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতা জীবনকালেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। এবং পুত্র জন্মিলে তাহাতে পিতৃঋণ অর্পণ করিয়া আপনি স্বর্গী

॥৵০ পিতৃণামনৃণোজীবন্ দৃষ্ট্বা-পুত্রমুখং পিতা। স্বর্গী স তেন জায়েন

হয়েন। অগ্নিহোত্র ব্রত তিন বেদ অধ্যয়ন এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিলে জনকের ফলের ষোড়শাংশের একাংশও নহে॥—শঙ্খ ও লিখিত।

তস্মিন্ সংন্যাস্য তদৃণং॥ অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা যজ্ঞাশ্চ শতদক্ষিণাঃ। জ্যেষ্ঠপুত্র-প্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥—শঙ্খলিখিতৌ।

॥৶০ পুত্রদ্বারা লোকজয়ী হয়, পৌত্রদ্বারা অনন্ত স্বর্গ পায়, এবং প্রপৌত্রদ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়॥ মনু—শঙ্খ—লিখিত—বিষ্ণু—বশিষ্ঠ ও হারীত।

॥৶০ পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপং॥ মনু—শঙ্খ—লিখিত—বিষ্ণু—বশিষ্ঠ—হারীতাঃ।

৸০ 'পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা অনন্তলোক ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।—যাজ্ঞবল্ক্য।

৸০ লোকানন্ত্যংদিবঃপ্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৸/০ স্বর্গভোগেচ্ছু, মন্দপাল ঋষি পুত্রহীনতা হেতু পিতৃলোক-রক্ষককর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন।—মহাভারত।

৸/০ মন্দপাল ঋষিঃ স্বর্গং যিযাসন্ অপুত্রতয়া পিতৃলোকানুচরেণ বারিতঃ।—মহাভারতং।

ব্যবস্থা। ৪৮৯ উক্ত হেতুতে অথবা উক্তকার্য্য নিমিত্তে পুত্রোৎপাদন কেবল গৃহির আবশ্যক নয় কিন্তু অন্যাশ্রমিরও বটে*।

৪৮৯ উক্ত হেতুতয়া কার্য্যার্থম্বা পুত্রোৎপাদনং ন কেবলং গৃহিণাং কিন্ত্বন্যাশ্রমিণাঞ্চাবশ্যকমেব*।

প্রমাণ। /০ উক্ত মনুবচনত্রয়। ব্য. দ. পৃ. ৭৫৫,৭৫৬।

/০ উক্ত মনুবচনত্রয়ং। ব্য. দ. পৃ. ৭৫৫,৭৫৬।

৶০ ঋষিরা কহেন—'অপুত্রের গতি নাই—ইহা লোকে ও বেদে শ্রুত।—বেতাল ও ভৈরব পূর্ব্বকালে তপস্যার্থে পর্ব্বতে গমন করেন, তৎপূর্ব্বে তাঁহারা অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের পুত্র থাকাও শুনিতে পাওয়া যায় না'॥ (হে মনীষি) তাঁহাদের সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি। মার্ক-

৶০ ঋষয় উচুঃ। 'অপুত্রস্য গতির্নাস্তি শ্রূয়তে লোকবেদয়োঃ'।—বেতাল ভৈরবৌ যাতৌ পুরা বৈ তপসে গিরিং। পূর্ব্বন্ত্বকৃতদারৌ তৌ তয়োঃ পুত্রা নচ শ্রুতাঃ'। তেষাস্তু সম্যাগিচ্ছামঃ শ্রোতুং সংস্থানমুত্তমং। মার্ক-

---

*দ্রষ্টব্য সদরল্যাণ্ডের সিলপ্ সিস্ পৃ. ১৪৮।

ণ্ডেয় কহিলেন—'ইহকালে ও পরকালেও অপুত্রের সদ্গতি নাই। নিজ পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা যাহারা পুত্রবন্ত তাহারা স্বর্গগামি। ইহলোকে সম্যগ্রূপে সিদ্ধ হইয়া যখন বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদনে গিয়া কৈলাসে হর্ষিত হইলেন, তখন হে দ্বিজেরা! হরের বাক্যে নন্দী তাঁহারদিগকে সান্ত্বনার্থে গোপনে এই তথ্য ও প্রবোধ জনক কথা কহিলেন—'হে শঙ্করাত্মজেরা! পুত্রোৎপাদনে যত্ন কর, যেহেতু পুত্রবানের গতি সর্ব্বত্র সুলভ। (মার্কণ্ডেয় কহিলেন) 'নন্দির এই বচন শুনিয়া তাঁহারা প্রীতমনা হইয়া কহিলেন—আমরা কেবল একটী পুত্র করিব। অনন্তর কোন সময়ে ভৈরব উর্ব্বশীতে গমন করিয়া তদ্গর্ভে সুবেশ নামে পুত্রোৎপাদন করিলেন। বেতালও তাহাকে স্বকীয় পুত্র করিলেন। পরে তৎপুত্রদ্বারা তাঁহাদের উভয়েরই দিব্যগতি হইল'।—দ. মী. পৃ. ৩১, ৩২।

ণ্ডেয় উবাচ—'অপুত্রস্য গতির্নাস্তি প্রেত্য চেহচ সত্তমাঃ। স্বপুত্রৈর্ভ্রাতৃপুত্রৈশ্চ পুত্রবন্তোহি স্বর্গভাঃ। সম্যক্ সিদ্ধিমবাপ্যেহ যদা বেতাল ভৈরবৌ। হরস্য মন্দিরং যাতৌ কৈলাসং প্রতি হর্ষিতৌ। তদা রহস্য বচনাৎ নন্দী তৌ রহসি দ্বিজাঃ। প্রাহেদং বচনং তথ্যং সান্ত্বয়ন্নিব বোধকৃৎ। নন্দ্যুবাচ। 'অপুত্রৌ পুত্রজননে ভবন্তৌ শঙ্করাত্মজৌ। যতেতাং জাতপুত্রস্য সর্ব্বত্র সুলভা গতিঃ'। (মার্কণ্ডেয় উবাচ)। 'তস্যেদং বচনং শ্রুত্বা নন্দিনঃ প্রীতমানসৌ। একমেব করিষ্যাবো নন্দিনপ্রোক্তাভাষতাং। ততঃ কদাচিদুর্ব্বশ্যাং ভৈরবো মৈথুনং গতঃ। তস্যাং স জনয়ামাস সুবেশং নাম পুত্রকং॥ তমেব চক্রে তনয়ং বেতালোঽপি স্বকং সুতং। ততস্তৌ তেন পুত্রেণ স্বর্গ্যাং গতিমবাপতুরিতি॥—দ. মী. পৃ. ৩১, ৩২।

"এক হইতে উৎপন্ন ভ্রাতাদের মধ্যে এক যদি পুত্রবান্ হয়, (তবে) ঐ সকলে তৎ পুত্রের দ্বারা পুত্রবন্ত ইহা মনু কহিয়াছেন"॥—যদ্যপি এই বচনানুসারে ভ্রাতৃপুত্র থাকিলে তদ্দ্বারাই পিতৃব্য পুত্রবান্, তথাপি তাদৃশ পুত্র দ্বারা—স্বকীয় পুত্রের আবশ্যকতার সম্যগ্ অভাব যায় না,—যেহেতু পুত্রের আবশ্যকতা কেবল শ্রাদ্ধতর্পণ ক্রিয়া নিমিত্তে নয় কিন্তু নাম সঙ্কীর্ত্তন নিমিত্তেও বটে, পরন্তু ভ্রাতৃপুত্র (যথাশাস্ত্র গৃহীত না হইলে) পিতৃব্যের বংশকর না হওয়ায় তদ্দ্বারা নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়

"ভ্রাতৄণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণোমনুরব্রবীত্"॥—যদ্যপি এতদ্বচনানুসারেণ সতি ভ্রাতৃপুত্রে তেনৈব পিতৃব্যস্য পুত্রবত্ত্বং তথাপি তাদৃশ পুত্রেণ স্বকীয় পুত্রস্যাবশ্যকতা ন সম্যগপাস্তা, যতঃ পুত্রস্যাবশ্যকতা ন কেবলং পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোঃ কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনায়চ। পরন্তু ভ্রাতৃপুত্রস্য (অকৃতাবস্থায়াং) পিতৃব্যবংশকরত্বাভাবাৎ তেন নামসঙ্কী-

না। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৭, ৮। দ. মী পৃ. ৩৩—৩৯।

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করত বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গগমন করিয়াছেন"।—(মনু)॥ "অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনিরা কুলে সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গগমন করিয়াছেন"।—(যম) ॥ এই বচনদ্বয়ে অপুত্র ব্যক্তির কঠোর ব্রত দ্বারা স্বর্গভোগ উদাহৃত হইলেও কলিতে পুত্রোৎপাদনই পুৎনামে নরক হইতে নিস্তারের উপায় ও স্বর্গের সাধন, যেহেতু ইদানীং তাদৃশ ব্রত অসাধ্য।

ব্যবস্থা। ৪৯০ যেমত নরের তেমতি নারীর-ও পুত্র আবশ্যক*।

কারণ। যেহেতু অপুত্রা নারী-ও স্বর্গে বঞ্চিতা হয়। দ্রষ্টব্য দ. চ. পৃ. ৮।

প্রমাণ। তাহা বক্ষ্যমাণ বচনদ্বয়ে 'অপি' অর্থাৎ ওশব্দ প্রয়োগদ্বারা ইঙ্গিত হইয়াছে—"ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠায়িনী যে সাধ্বী স্ত্রী সে অপুত্রা হইলে-ও ঐ ব্রহ্মচারিদের ন্যায় স্বর্গগামিনী হয়"। মনু॥ "ব্রত উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠায়িনী এবং নিত্য সংযমে ও দানে রতা (বিধবা) অপুত্রা হইলেও স্বর্গগামিনী হয়"†। —বৃহস্পতি॥

পরন্তু অপুত্রার যে ব্রহ্মচর্য্য রূপ উপায়ান্তর সে বিধবাবস্থাতে মাত্র, যেহেতু তাহা পতি মরিলেই কেবল কর্ত্তব্য। অতএব সধবা মরিলে পুত্র বিনা তাহার উপায়ান্তর নাই।

র্ত্তুমং ন সম্ভবতি। দ্রষ্টব্য দ. চ. পৃ ৭, ৮। দ. মী. পৃ. ৩৩—৩৯।

"অনেকানি সহস্রাণি কৌমারব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং" (মনুঃ)॥— "অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং" (যমঃ)॥—এতদ্বচনদ্বয়ে অপুত্রস্য কঠোরব্রতেন দিবঃ প্রাপ্ত্যুদাহরণেঽপি কলৌ পুত্রোৎপাদনমেব পুন্নামনরক-নিস্তারোপায়ঃ স্বর্গস্য সাধনঞ্চ,—ইদানীং তাদৃশ ব্রতস্যাসাধ্যত্বাৎ।

৪৯০ যথা নরস্য তথা নার্য্যা-অপি পুত্র আবশ্যকঃ*।

অপুত্রায়া অপি স্বর্গবারণাৎ†।

দ্রষ্টব্যো দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তদিঙ্গিতং বক্ষ্যমাণবচনয়োরপি-শব্দপ্রয়োগেন—"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। দিবং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ"। মনুঃ॥ "ব্রতোপবাসনিরতা ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। দমদানরতা নিত্যম্ অপুত্রাপি দিবং ব্রজেত্"†।—বৃহস্পতিঃ।

পরন্তু যদপুত্রায়াঃ ব্রহ্মচর্য্য রূপোপায়ান্তরমুক্তং তদ্বিধবাবস্থায়ামেব, তস্য ভর্ত্তৃমরণানন্তরং কর্ত্তব্যত্বাৎ, অতএব পুত্রেণ বিনা মৃতসধবায়া উপায়ান্তরাভাবঃ†।

* দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৮। † ব্য. দ. পৃ. ২৬, ২৭।

ব্যবস্থা। ৪৯১ কিন্তু সপত্নীর পুত্র থাকিলে আর পুত্রের আবশ্যকতা থাকে না।

৪৯১ সতিতু সপত্নীপুত্রে ন পুত্রান্তরস্যাবশ্যকতা।

একের পত্নীসমূহের মধ্যে যদি একজন পুত্রবতী হয়, মনু কহেন—তাহারা সকলে সেই পুত্রদ্বারা পুত্রবতী॥ মনু, অ. ৯, ব. ১৮৩।

সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ ॥—মনুঃ অ. ৯, ব. ১৮৩।

সপত্নীর পুত্র সাক্ষাৎ স্বামির শরীর হইতে সম্ভূত হওয়াতে, সে (যথাশাস্ত্র) গৃহীত না হইলেও তাহার পুত্রত্ব আছে।—দ. মী পৃ. ৩৮।

সপত্নীপুত্রস্য সাক্ষাত্তত্র্যবয়বারব্ধতয়া অকৃতস্যাপি পুত্রত্বসম্ভবঃ।—দ. মী. পৃ. ৩৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঔরস পুত্রাভাবে পুত্র-প্রতিনিধি আবশ্যক।

ব্যবস্থা। ৪৯২ ঔরস পুত্রাভাবে তৎ-প্রতিনিধি যত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য*।

৪৯২ ঔরস পুত্রাভাবে তৎ-প্রতিনিধির্যত্নেন করণীয়ঃ *।

/০ শ্রাদ্ধ তর্পণ ক্রিয়া ও নামসঙ্কীর্ত্তন (অর্থাৎ বংশ রক্ষণ) নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তিরই (অ) যত্নপূর্ব্বক যাদৃক্ তাদৃক্ পুত্র কর্ত্তব্য †॥ মনু।

/০ অপুত্রেণ (অ) সুতঃ কার্য্যো-যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ। পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতো র্নামসঙ্কীর্ত্তনায় চ †॥—মনুঃ।

৶ শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ক্রিয়া নিমিত্ত (উ) অপুত্র (অ) ব্যক্তিরই যে কোন উপায়ে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা (ই) পুত্রপ্রতিনিধি কর্ত্তব্য ‡॥—অত্রি।

৶০ অপুত্রেণৈব (অ) কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা (ই)। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতো র্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ (উ)‡।—অত্রিঃ।

(অ) 'অপুত্র'—যাহার পুত্র জন্মে নাই বা জন্মিয়া মরিয়াছে সে।—যেহেতু শৌনকের বচন এই যে পুত্রহীন অথবা মৃতপুত্র ব্যক্তি উপবাস করিয়া (পুত্র গ্রহণ করিবে)।—দ. চ. পৃ. ২।

(অ) 'অপুত্রেণ'—অজাতপুত্রেণ মৃতপুত্রেণ বা।—অপুত্রো মৃতপুত্রোবা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চেতি শৌনকসংবাদাৎ।—দ. চ. পৃ. ২।

---

* দ. চ. পৃ. ১। দ. মী. পৃ. ১। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ৬৩। এস্‌টে. হি. ল. বা. ১. পৃ ৬১। † দ. চ. পৃ. ১। ‡ দ. চ. পৃ. ১। দ. মী. পৃ. ১।

"জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রে মানব পুত্রবান্ হয়, ও তদ্দারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়"—যদ্যপি এই মনু-বচনে পুত্রোৎপত্তি হইলে পিতৃঋণের পরিহার অবগতি হইতেছে তথাপি তৎপুত্র মরিলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নিমিত্তে পুনর্ব্বার পুত্র করা আবশ্যক। ঐ

এস্থলে 'পুত্র' পদ পৌত্রের ও প্রপৌত্রের উপলক্ষণ,—যেহেতু তাহারাও অবিশেষে পিণ্ডদাতা ও বংশকর। নতুবা পৌত্র থাকিতেও মৃত-পুত্র ব্যক্তির অকারণে পুত্রপরিগ্রহ রূপ আপত্তি হয়। অতএব যাহার পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র নাই তাহারই কেবল পুত্র করণ আবশ্যক বোধ হইতেছে*। দ. চ. পৃ. ২, ৩।

'অপুত্র'—অপুত্রতা (পুত্রকরণের প্রতি) নিমিত্ত শ্রুত হওয়াতে পুত্র না করণে প্রত্যবায় বোধ হইতেছে। পুত্রোৎপাদন বিধি নিত্য হওয়াতে তদুল্লঙ্ঘন প্রত্যবায়ের কারণ পর্য্যবসান হয়, যেহেতু 'অপুত্রের স্বর্গ নাই' ইহাতে পুত্রমাত্রেরই অভাবে স্বর্গের অলাভ শ্রুত। দ. মী. পৃ. ২, ৩।

তেন পুত্রোৎপত্ত্যা, জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাল্লব্ধু মর্হতীতি মনুবচনাবগত ঋণপরিহারেঽপি তৎপুত্র মরণে পিণ্ডোদকাদ্যর্থং পুনঃ পুত্রকরণমাবশ্যকং।—ঐ।

অত্র 'পুত্র' পদং—পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরুপলক্ষণং—তয়োরপি পিণ্ডদাতৃত্ব বংশকরত্বাবিশেষাৎ। অন্যথা সত্যপি পৌত্রে মৃত-পুত্রস্য নির্নিমিত্ত পুত্র-পরিগ্রহাপত্তিঃ।—অতঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিতস্যৈব পুত্রীকরণমবগম্যতে*। দ. চ. পৃ. ২, ৩।

'অপুত্রেণেতি'—অপুত্রতয়া নিমিত্ততা-শ্রবণাৎ পুত্রাকরণে প্রত্যবায়োঽবগম্যতে।—পুত্রোৎপাদনবিধের্নিত্যতয়া তল্লোপস্য প্রত্যবায় নিমিত্ততা পর্য্যবসানাৎ, নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি পুত্রসামান্যাভাব এবালোকতাশ্রবণাৎ। দ. মী. পৃ. ২, ৩।

---

* "দত্তকমীমাংসাকারেরও প্রায় এই উক্তি তদ্যথা 'পুত্রপদ—পৌত্র প্রপৌত্রেরও উপলক্ষণ, যেহেতু "পুত্রদ্বারা লোকজয়ী হয়, পৌত্রদ্বারা অনন্ত লোক পায়, ও প্রপৌত্রের দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়' —এই বচনে পৌত্রাদিদ্বারা বিশিষ্ট লোক প্রাপ্তি প্রতিপাদিত হওয়াতে. 'অপুত্রের স্বর্গ নাই' ইত্যাদি বচনে বোধ্য স্বর্গরাহিত্যের পরিহার হয়"। পৃ. ৩।

* দত্তকমীমাংসাকৃদেবমেবাহ প্রায়ঃ. তদ্ যথা, "অপুত্রেণেতি—পুত্রপদং পৌত্র প্রপৌত্রয়োরপ্যুপলক্ষণং,—'পুত্রেণ লোকান্ জয়তি. পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ-পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপমিতি' —পৌত্রাদিনা বিশিষ্ট লোক প্রতিপাদনেন নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীত্যাদ্যলোকতা পরিহারাৎ"। পৃ. ৩।

(ই) 'সদা'—পদ ব্যবহৃত হওয়াতে যেমত স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ কর্ত্তব্য, এস্থলে সে প্রতীক্ষার অভাব বোধ হয়।

(উ) 'পিণ্ড'—অর্থাৎ শ্রাদ্ধ। 'উদক'—তর্পণাদি। 'ক্রিয়া'—ঔর্দ্ধদেহিক দাহাদি।—দ. মী. পৃ, ১৮।

এই সমুদায় হেতুই পুত্রকরণের কারণ, তৎপ্রত্যেক (ব্যষ্টিরূপে) নয়, অতএব পৃথক্‌রূপে তৎপ্রত্যেক হেতুতে (এক২) পুত্রকরণ নয়, কিন্তু তৎসমুদায়ার্থে এক পুত্র কর্ত্তব্য এই ইহার অর্থ; যেহেতু পুত্রাভাবে পিণ্ড লোপ হয়।'—দত্তকমীমাংসাকারের এই হেতুবাদ সম্পূর্ণ নয়, কেননা তিনি মনুর উক্ত নামসঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ বংশরক্ষণরূপ হেতু ত্যাগ করিয়া অত্রি-বচন-ধৃত পিণ্ডোদকক্রিয়ামাত্রকে পুত্রপ্রতিনিধি করণের হেতু অবধারণ করিয়াছেন, কিন্তু তন্মাত্র হেতু হইলে ভ্রাতৃপুত্র থাকিলে পুত্র প্রতিনিধি করণের আবশ্যকতাভাব, যেহেতু তৎকর্ত্তৃক পুত্রের ন্যায় শ্রাদ্ধ তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব দত্তকচন্দ্রিকাকার যে মনূক্ত নাম সঙ্কীর্ত্তনকে প্রধান হেতু অবধারণ করিয়া ভ্রাতৃপুত্র কর্ত্তৃক পিণ্ডোদক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিলেও বংশ রক্ষা নিমিত্তে পুত্রপ্রতিনিধি করা আবশ্যক কহিয়াছেন তাহা সমীচীন, যেহেতু বংশরক্ষা বিনা পিণ্ডোদক ক্রিয়ার-ও কালে বিলোপ হওয়াতে তাহাই পুত্র করণের প্রতি প্রধান কারণ। অতএব শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও বংশরক্ষণ এতৎ সমুদায় সমষ্টিরূপে পুত্র কর-

(ই) সদেতি-বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যোত্যাদিবদত্রাবধি প্রতীক্ষাভাবং বোধয়তি।—দ. মী. পৃ. ১৮।

(উ) 'পিণ্ডঃ,—শ্রাদ্ধং। 'উদকং,'—অঞ্জলিদানাদি। 'ক্রিয়া,'—ঔর্দ্ধদেহিক দাহাদি। ঐ।

তাএব হেতুঃ পুত্রীকরণে নিমিত্তং ন প্রত্যেকমিতি গময়তি, তেন চৈকৈকার্থং ন পৃথক্ পুত্রীকরণং কিন্তু সর্ব্বার্থমেকমেব পুত্রীকরণমিত্যর্থঃ পুত্রাভাবে পিণ্ডলোপপ্রসঙ্গাদিতি দত্তকমীমাংসাকারস্য পুত্রকরণ হেতুবাদং ন সম্পূর্ণং, যতস্তেন মনূক্ত নামসঙ্কীর্ত্তনরূপং (অর্থাদ্বংশরক্ষণরূপং) হেতুং হিত্বা অত্রিবচনধৃত পিণ্ডোদকক্রিয়ানিমিত্তমাত্রং পুত্রকরণস্য হেতুত্বেনাবধৃতং,—তন্মাত্রস্য তু হেতুত্বে সতি ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রপ্রতিনিধিকরণস্যাবশ্যকতাভাবঃ, তেন পিণ্ডোদকক্রিয়ায়াঃ পুত্রবন্নিষ্পন্নত্বাৎ। অতএব যদ্দত্তকচন্দ্রিকাকৃতা মনূক্ত নামসঙ্কীর্ত্তনং প্রধান হেতুত্বেনাবধৃত্য ভ্রাতৃপুত্রদ্বারেণ পিণ্ডোদকক্রিয়াসম্পাদনেঽপি বংশরক্ষানিমিত্তং পুত্রপ্রতিনিধিরাবশ্যক ইত্যভিহিতং" তৎ সমীচীনমেব,—বংশরক্ষণম্বিনা পিণ্ডোদকক্রিয়ায়া অপি কালে বিলুপ্তত্বেন তস্যৈব পুত্রকরণস্য প্রধান হেতুত্বাৎ। অতএব পিণ্ডোদকক্রিয়া বংশরক্ষণঞ্চ

ণের কারণ; তৎ প্রত্যেক পৃথক্‌-রূপে নয়।

সমষ্টিরূপেণ পুত্রকরণপ্রতি কারণং, নত্বেকৈকং।

ব্যবস্থা। ৪৯৩ অপুত্রের শ্রাদ্ধ-তর্পণে পত্নী অধিকারিণী হইলেও পুত্র-প্রতিনিধি আবশ্যক।

৪৯৩ অসুতস্য শ্রাদ্ধতর্পণে স্ত্রিয়া অধিকারেঽপি পুত্রপ্রতিনিধিরাবশ্যকঃ।

যেহেতু পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পুন্নাম নরক নিস্তার ও বংশরক্ষা কার্য্য পত্নীর ক্ষমতাতীত হওয়াতে সে ভর্ত্তার শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলেও পুত্রের আবশ্যকতা যায় না।

যতঃ পার্ব্বণপিণ্ডদান পুন্নামনরক-নিস্তারণ বংশরক্ষণ কার্য্যস্য চ স্ত্রিয়া অসাধ্যত্বেন কৃতেঽপি তয়া স্বভর্ত্তৃ-শ্রাদ্ধতর্পণে পুত্রস্যাবশ্যকতা নাপাস্তা।

যদ্যপি 'পুত্রাভাবে পত্নী (শ্রাদ্ধ-কারিণী,) ইত্যাদি বচনে পুত্রাভাবে পত্ন্যাদির (পারলৌকিক) ক্রিয়া করিতে অধিকার আছে, তথাপি 'অপুত্রের স্বর্গ নাই' ইত্যাদি শ্রবণ হেতু ইহা অবশ্য কহিতে হইবে যে পুত্রকৃত ক্রিয়ার ফল যে নরকনিস্তার তাহা পত্ন্যাদি কৃত ক্রিয়াতে হয় না। অন্যথা পুত্রের তুল্য ফলজনক ক্রিয়া করিতে পত্ন্যাদির অধিকার থাকিলে তুল্যত্বজন্য তাহাদের একে করিলেই হয় এমত আপত্তি হইয়া পুত্রের অভাব বিষয়ক বিধানের অনুপপত্তি হইয়া উঠে। অতএব পুত্রের কৃত ক্রিয়াজন্য বিশেষ স্বর্গ সিদ্ধি নিমিত্তে পুত্র প্রতিনিধি আবশ্যক। দ. মী. পৃ. ১৮, ১৯।

যদ্যপি 'পুত্রাভাবেতু পত্নী স্যাৎ'—ইত্যাদিনা পুত্রাভাবে পত্ন্যাদীনামপি ক্রিয়াধিকারঃ শ্রূয়তে, তথাপি নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীত্যাদি শ্রবণাৎ পুত্র-কৃতক্রিয়াজন্যা লোকাঃ ন স্ত্র্যাদিকৃত-ক্রিয়য়া জন্যন্ত ইত্যবশ্যং বাচ্যম্, অন্যথা পুত্রপত্ন্যাদীনাং তুল্যফল-ক্রিয়াধিকারে তুল্যতয়া বিকল্পাপত্তৌ অভাববিধানানুপপত্তেঃ।—তস্মাৎ পুত্রকৃত ক্রিয়াজন্য লোক-বিশেষ সিদ্ধৌ পুত্রপ্রতিনিধিরাবশ্যক ইতি। দ. মী. পৃ. ১৮, ১৯।

"একাত্মজ ভ্রাতাদের মধ্যে যদি একজন পুত্রবান্ হয়, (তবে) মনু কহেন তৎপুত্রদ্বারা তাহারা সকলে পুত্রবন্ত *" ॥—"অপুত্র পিতৃব্যের ভ্রাতৃপুত্র তাহার পুত্র হয়। সেই তাহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া ক-

"ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎপুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণোমনুরব্রবীত্ *" ॥ "অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রো ভ্রাতৃজোভবেৎ। স এব তস্য কুর্ব্বীত, শ্রাদ্ধ

* মনু. অ. ৯, ব্য. ১৮২।

করিবে*"।—"যাঁহারা নিজ পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্রদ্বারা পুত্রবন্ত তাঁহারাই স্বর্গ ভোগি হয়েন।†"।—এই সকল বচনে ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের পুত্র হইলেও পুত্রপ্রতিনিধির আবশ্যকতা সমগ্ররূপে যায় না,—যেহেতু ভ্রাতৃপুত্র যথাশাস্ত্র গৃহীত না হইলে পিতৃব্যের বংশকর হয় না‡। অতএব,—

ব্যবস্থা। ৪৯৪ ভ্রাতৃপুত্র থাকিতেও পুত্র-প্রতিনিধি আবশ্যক§।

ভ্রাতৃপুত্রদ্বারা পুত্রবান্ ব্যক্তির আবার ঔরসপুত্র প্রতিনিধিকরণের কারণান্তর যথা,—

/০ উক্ত পরাশর বচনহেতু অগৃহীত ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের পুত্র এই উদ্যম-ও নিরস্ত হইয়াছে, যেহেতু প্রতিগৃহীতার ব্যাপার বিনা তাহার পুত্রত্ব হয় না। অতএব উক্ত মনুবচন ও পরাশর বচন যথা-শ্রুত রূপ অর্থ-বোধক নয়, যেহেতু তাহা হইলে ত্রয়োদশ প্রকার পুত্র হওয়ার আপত্তি হয়। দ. মী. পৃ. ৩৩, ৩৪।

৵০ অপিচ অপুত্রদায়াধিকারে 'পত্নী ও দুহিতারা পিতা মাতা তথা ভ্রাতারা, তৎসুত' এই বচনে ভ্রাতৃপুত্রের পঞ্চম স্থানে স্থিতিরূপ বিরোধ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রাতৃপুত্র অগৃহীত হইয়াও পুত্র হইলে তাহা

পিণ্ডোদকক্রিয়াং*" ॥ "স্বপুত্রৈর্ভ্রাতৃপুত্রৈশ্চ পুত্রবন্তোহি স্বর্গতাঃ†"।—এতেষু বচনেষু ভ্রাতৃপুত্রস্য পিতৃব্য-পুত্রত্বাভিধানেঽপি পুত্র প্রতিনিধেরাবশ্যকতা ন সম্যগ্ নিরস্তা,—অকৃতস্যৈব ভ্রাতৃপুত্রস্য পিতৃব্যবংশকরত্বাভাবাৎ‡। তস্মাৎ,—

৪৯৪ সত্যপি ভ্রাতৃপুত্রে পুত্র-প্রতিনিধিরাবশ্যকঃ§।

ভ্রাতৃপুত্রদ্বারেণ পুত্রিণঃ পুনরৌরস-পুত্রপ্রতিনিধিকরণস্য কারণান্তরাণি যথা,—

/০ অকৃতস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য পিতৃব্য-পুত্রত্বম্ উক্ত পরাশর স্মরণাৎ ইতি চোদ্যং নিরস্তম্—প্রতিগ্রহীতৃব্যাপার-বিনা তৎ পুত্রত্বানুপপত্তেঃ,—তস্মাৎ ভ্রাতৃণামেকজাতানামিতি, অপুত্রস্য পিতৃব্যস্যেতি চ বচনং ন যথাশ্রুত-মেবার্থবৎ ত্রয়োদশ পুত্রাপত্তেঃ। দ.মী. পৃ. ৩৩ ও ৩৪।

৵০ কিঞ্চাত্রদায়াধিকারে 'পত্নী-দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা তৎসুত' ইতি পঞ্চম স্থানস্থিতি বিরোধশ্চ। অয়মভিসন্ধিঃ ভ্রাতৃব্যস্যাকৃতস্যাপি পুত্রত্বেঽপুত্রত্বাদপুত্রধনাধি-

* বৃহৎ পরাশর।—দ. মী. পৃ. ৩৩।

† মার্কণ্ডেয় পুরাণ,—দ. মী. পৃ. ৩১।

‡ ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের বংশকর হইতে না পারাতে সে থাকিতে দত্তকাদি ফলদায়ক, ইহাতে অনেক প্রভেদ আছে। দ. চ পৃ. ৮।

‡ ভ্রাতৃপুত্রস্য তু বংশকরত্বাভাবেন সত্য পিতস্মিন্ পাদীয়ন্তে দত্তকাদয় ইত্যেতাবান্ পরম্ বিশেষঃ। দ. চ. পৃ. ৮।

§ ইহা সত্য বটে যে ভ্রাতৃপুত্র নিজ সম্বন্ধে অপুত্র পিতৃব্যের বিষয়াধিকারী হয় ও শ্রাদ্ধাদি করে, কিন্তু তাহা সে ভ্রাতৃপুত্ররূপে করে, পুত্ররূপে করে না; এবং ভ্রাতৃপুত্রের ও পুত্রের কৃত শ্রাদ্ধের মধ্যে পারলৌকিক ফল বিষয়ে বিশেষ থাকা বিবেচিত হইয়াছে। ভ্রাতৃপুত্রকে পুত্র-প্রতিনিধি করিতে হইলে তাহাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে।—এসট্রে. হি.ল. বা. ১, পৃ. ৭৪।

অপুত্রত্বহেতু অপুত্রধনাধিকারে পঞ্চম স্থানে ভ্রাতৃপুত্রের পরিগণনার বিরুদ্ধ হয়, এবং—"হে নৃপ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, তদ্বৎ বা ভ্রাতৃসন্ততি, ও সপিণ্ডের সন্ততি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারি হইয়া জন্মে,"—ইত্যাদি বচনে পিত্রাধিকারের ক্রম জ্ঞেয়।—দ. মী. পৃ. ৩৪, ৩৫।

৶৹ এবঞ্চ যে স্থলে দশ সহোদরের মধ্যে পাঁচ জনের প্রত্যেকের দশ পুত্র অন্য পাঁচ এককালে অপুত্রক, সে স্থলে অপুত্রক পাঁচ জনের প্রত্যেকের পঞ্চাশৎ পুত্র থাকা এবং ঐ পঞ্চাশৎ পুত্রের প্রত্যেকের দশ পিতা হওয়া রূপ আপত্তি জন্মে ইত্যাদি অনেক উপপ্লব হইবে। ইহাতে ইষ্টাপত্তিও নাই—যেহেতু 'পুত্র প্রতিনিধি কর্ত্তব্য' —এই বাক্যে একত্বই কথিত হইয়াছে। এবং 'একাত্মজ ভ্রাতাদের মধ্যে এক জন যদি পুত্রবান্ হয়, (তবে) তাহারা সকলে সেই পুত্রদ্বারা পুত্রবন্ত' এই বচনে পুত্র ও পুত্রবান্ উভয়েরই একত্ব শ্রবণের বিরোধ হইবে। দ. মী. পৃ. ৩৭ ৩৮।

।৹ 'যাঁহারা নিজপুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রগণদ্বারা পুত্রবন্ত তাঁহারাই স্বর্গগামী'—এই বচনে ভ্রাতৃপুত্রদের বহুবচন থাকাতে বহু ভ্রাতৃপুত্র গৃহীত না হইয়াও এক পিতৃব্যের পুত্র হয় ইহা বাচ্য নয়, যেহেতু (সম্ভ্রমার্থে) বহুবচনের প্রয়োগ লৌকিক সিদ্ধ হওয়াতে নির্দ্দিষ্টরূপে বহুবচন বিবক্ষিত হয় নাই। আমাদের মতে একের দ্বারাই প্রকৃত নিত্য বিধি সিদ্ধ হওয়াতে অনেকের উপাদান ব্যর্থ, অশাস্ত্রীয়-ও বটে। দ. মী. পৃ. ৩৮।

কারে পঞ্চম স্থানে ভ্রাতৃব্যপরিগণনং বিরুদ্ধং, এবং 'পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রশ্চ তদ্বদ্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে' ইত্যাদি পিণ্ডাধিকারে জ্ঞেয়ং।—দ. মী. পৃ. ৩৪, ৩৫।

৶৹ কিঞ্চ যত্র দশানাং সোদরাণাং মধ্যে পঞ্চ প্রত্যেকং দশপুত্রাঃ পঞ্চ অত্যন্তাপুত্রাঃ, তত্র পঞ্চানামপুত্রাণাং প্রত্যেকং পঞ্চাশৎপুত্রত্বাপত্তিঃ পঞ্চাশতশ্চ পুত্রাণাং প্রত্যেকং দশপিতৃকতাপত্তিরিত্যাদ্যনেকোপপ্লবঃ। নচেষ্টাপত্তিঃ, পুত্রপ্রতিনিধিঃ কার্য্য ইত্যুপাদেয়গতৈকত্ব বিবক্ষণাৎ। একশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণেত্যত্র পুত্রপুত্রবতোরুভয়োরপি প্রত্যেকং শ্রুতেরেকত্ব বিরোধাচ্চ। দ. মী. পৃ ৩৭ ও ৩৮।

।৹ নচ "স্বপুত্রৈর্ভ্রাতৃপুত্রৈশ্চ পুত্রবন্তোহি স্বর্গতা" ইত্যত্র ভ্রাতৃপুত্রাণাং বহুত্ব শ্রবণাৎ বহবোঽপি ভ্রাতৃপুত্রা অকৃতা একৈকস্য পুত্রা ভবেয়ুরিতি বাচ্যম্,—তস্য লৌকিকসিদ্ধবহুত্বানুবাদকার্থবাদগতত্বেনাবিবক্ষিতত্বাৎ, অস্মৎ পক্ষেতু একেনৈব প্রকৃত নিত্যবিধিসিদ্ধাবনেকোপাদানস্য বৈয়র্থ্যাদশাস্ত্রীয়ত্বাচ্চ। দ. মী. পৃ. ৩৮।

ব্যবস্থা। ৪৯৫ শ্রাদ্ধতর্পণ ক্রিয়ার্থে ও পুত্নামে নরক-নিস্তারাদি নিমিত্তে অপুত্রা নারীর-ও পুত্র-প্রতিনিধি করা আবশ্যক*।

৪৯৫ পিণ্ডোদকক্রিয়ার্থং পুন্নাম নরকনিস্তারাদি-নিমিত্তঞ্চ অপুত্রায়া অপি পুত্রপ্রতিনিধি-রাবশ্যকঃ*।

ব্যবস্থা। ৪৯৬ তথাপি সে স্বভর্ত্তার অনুজ্ঞা বিনা পুত্রগ্রহণ করিতে পারেনা†।

৪৯৬ তথাচ সা স্বভর্তুরনুজ্ঞয়া পুত্রং গ্রহীতুং নার্হতি।

কারণ। কেননা এই কার্য্যে সে নিতান্ত রূপে পতির অধীনা, তৎ-পুত্র গ্রহণও স্বমাত্র নিমিত্তে নয়, কিন্তু পতির উপকারার্থেও বটে‡।

তস্যা অস্মিন্ কার্য্যে নিতান্তপতিপরতন্ত্রত্বাৎ, তৎ পুত্রগ্রহণমপি ন স্বমাত্র নিমিত্তং কিন্তু পত্যুরুপকারার্থঞ্চ‡।

কিন্তু ভর্ত্তা অপুত্র হইয়াও যদি পুত্র-প্রতিনিধি না করেন, অথবা পত্নীকে তদর্থে অনুজ্ঞা না দেন, তবে ভর্ত্তার মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্যই কেবল তাহার নরকনিস্তারের উপায়ান্তর।

কিন্তু পুত্রাহপি ভর্ত্তা যদি পুত্রপ্রতিনিধিং ন করোতি পত্নীম্বা তদর্থং নাজ্ঞাপয়তি, তদা ভর্ত্তৃমরণান্তরং ব্রহ্মচর্য্যমেব তস্যা নরকনিস্তারস্যোপায়ান্তরং।

---

* বিধবাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত-নিষ্ঠা হইতে পারিলে পুত্রের আবশ্যকতা তাদৃক্ থাকে না বটে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৫৯)। কিন্তু সধবাবস্থায় মরিলে পুত্র বই আর গতি নাই। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৬০।

† মিথিলা প্রদেশে স্ত্রীলোকে নিজ ক্ষমতায় ও নিজ মাত্র নিমিত্তে কৃত্রিম পুত্র করিতে পারে। কিন্তু গৌড়দেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃত্রিমোপদেশ নাই।

‡ পুত্রগ্রহণাধিকার যথায় বর্ত্তে তথায় দম্পতিতেই বর্ত্তে, গৃহীত হইলে সে উভয়েরই পুত্র হয়, এবং তদ্রূপে উভয়েরই শ্রাদ্ধাদি করে, তথাচ পুত্রগ্রহণাধিকারে পতি স্বতন্ত্র ও পত্নী পতিপরতন্ত্রা। এস্ট্রে. হি. ল. ব. ১, পৃ. ৬৬. ৬৭।

সদরল্যাণ্ড্ সাহেব সিনপ্সিস্ নামক নিজ চুম্বকে কহেন—"যে কারণে পুরুষের পুত্র করণ আবশ্যক হয়, সে কারণ নারীর প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য নয়; (অন্ততঃ অধিক যথার্থ ও প্রচলিত মত এই বোধ হইতেছে যে) যদ্যপি পত্নী পতির সম্মতিতে তাহার নিমিত্তে পুত্র গ্রহণ করিতে পারে ও সে পুত্র সুতরাং তাহারও পুত্র হয় তথাপি সে নিজ অধিকারে পুত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এই উক্তির প্রথম ভাগ (অর্থাৎ যে কারণে পুরুষের পুত্র-করণ আবশ্যক হয়, সে কারণ নারীর প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য নয়) সম্পূর্ণ শুদ্ধ বোধ হইতেছে না, যেহেতু উক্ত সাহেব যে অসমভাবের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আবশ্যকতা বিষয়ে নয়, (কেননা সে আবশ্যকতা উভয়েরই সমান যথা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে।) কিন্তু অধিকার (অর্থাৎ ক্ষমতা) বিষয়ে প্রযুজ্য বটে, কেননা তদ্বিষয়ে ভর্ত্তা স্ত্রীর অনধীন ও স্ত্রী ভর্ত্তার নিতান্ত অধীনা। যদি বল বিধবার ব্রহ্মচর্য্যরূপ উপায়ান্তর আছে, তাহা পুরুষেরও (সে অবিবাহিত, বিবাহিত বা কৃতভার্য্য হউক) আছে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৫৩—৭৬০।

ব্যবস্থা। ৪৯৭ পরন্তু ভর্ত্তার অনুজ্ঞা প্রাপ্তা হইলেও সপত্নীর পুত্র থাকিলে কোন স্ত্রী পুত্র প্রতিনিধি করিবে না, করিলেও তাহা অসিদ্ধ।

কারণ। যেহেতু তাহার সপত্নীপুত্রদ্বারা পুত্রবতীত্ব সিদ্ধ হওয়াতে পুত্রপ্রতিনিধি অনাবশ্যক, অশাস্ত্রীও বটে।

ভর্ত্তার অনুজ্ঞাশাস্ত্রক্রমে তৎপুত্রকরণে প্রবৃত্তা স্ত্রী ভর্ত্তার পুত্রের অভাবেই তাহা করিতে পারে, তাহার পুত্র থাকিতেও আপনার পুত্র নাই বলিয়া পুত্র করিতে পারে না, কেননা তৎপ্রবৃত্তি প্রয়োজক নয়। সপত্নীর পুত্র থাকিতেও পাছে নরক নিস্তার না হওয়ার আশঙ্কা হয় এই প্রযুক্ত মনু ও বৃহস্পতির বচনদ্বয়ে সপত্নীপুত্রদ্বারা পুত্রবতীত্ব নির্ণীত হইয়া নরকনিস্তারপূর্ব্বক স্বর্গভোগ ও শ্রাদ্ধাদি হওয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ভর্ত্তার বংশ হইতে তাহার ভিন্ন বংশ হওয়া সম্ভব না হওয়াতে সপত্নীপুত্রই বিমাতার বংশকর;—এতাবতা তদ্দ্বারা তাহারও পুত্রের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে সপত্নীর পুত্র থাকিতে দত্তকাদি পুত্র হয় না।—দ. চ. পৃ. ৮।

সঙ্ক্ষেপতঃ—

ব্যবস্থা। ৪৯৮ প্রত্যেক জনেরই ঔরসপুত্র না জন্মিলে, বা তজ্জনন সম্ভাবনা না থাকিলে, কিম্বা জন্মিয়া অপুত্র মরিলে পুত্রপ্রতিনিধি আবশ্যক*।

৪৯৭ সতি তু সপত্নীপুত্রে ভর্ত্রা অনুজ্ঞাতয়াপি তয়া পুত্রপ্রতিনিধিন-কর্ত্তব্যঃ, কৃতোপ্যসিদ্ধশ্চ।

সপত্নীপুত্রেণ পুত্রবত্ত্বসিদ্ধেঃ পুত্রপ্রতিনিধেরাবশ্যকতাভাবাৎ, অশাস্ত্রীয়ত্বাচ্চ।

ভর্ত্তুরনুজ্ঞাশাস্ত্রেণ তৎপুত্রোপাদানায় প্রবৃত্তায়াস্তৎপুত্রাভাবএব তদুপাদানং নতু তৎপুত্রানপচারেঽপি স্বপুত্রাপচারে তদুপাদানং তৎপ্রবৃত্তেরপ্রয়োজকত্বাৎ, তত্রালোকতাপরিহারোঽস্যা ন স্যাদিত্যপেক্ষায়াং মনুবৃহস্পতিবচনদ্বয়ং সপত্নী পুত্রে পুত্রাতিদেশেনালোকতা পরিহার শ্রাদ্ধোপপাদকং, ভর্ত্তৃবংশমন্তরেণ চাস্যা বংশান্তরাসম্ভবেন তস্যৈব স্ববংশকরত্বঞ্চেত্যতঃ সমস্তস্যাপি পুত্রপ্রয়োজনস্য সম্ভবেন সতি সপত্নীপুত্রে ন দত্তকাদ্যুপাদানং।—দ. চ. পৃ. ৮।

সঙ্ক্ষেপতঃ—

৪৯৮ প্রত্যেক জনস্যৈব ঔরসপুত্রাজননে, তজ্জননাসম্ভাবনায়াম্বা, জাতস্যৌরসস্যাপুত্রমরণে বা পুত্রপ্রতিনিধিরাবশ্যকঃ*।

---

* দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৭৫৫—৭৬০ এবং ইহার পরপরিচ্ছেদ।

পুত্রার্থে দার-পরিগ্রহ কর্ত্তব্য, পুত্রের প্রয়োজন পারলৌকিক উপকারার্থে। বিবাহে ঐ

ব্যবস্থা। ৪৯৯ পুত্রপ্রতিনিধি এ-কাদশ প্রকার ছিল।

যেহেতু ঔরসাদি দ্বাদশ বিধ পুত্র কথিত আছে।

দ্বাদশ পুত্র বর্ণনা যথা—ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে (স্ববীজে) জাত যে সে (১) ঔরস, (২) পুত্রিকাপুত্র তাহার সমান। স্ত্রীর গর্ভে সগোত্রের বা অন্যের বীজে জাত পুত্র (৩) ক্ষেত্রজ; (স্ত্রী ভর্ত্তার) গৃহে গুপ্তরূপে উৎপন্ন করে যে পুত্র সে (৪) গূঢ়জ কথিত; অবিবাহিতার গর্ভজ পুত্র (৫) কানীন,- সে মাতা-মহের সুত। (দুই বার বিবাহিতা) অক্ষত বা ক্ষত-যোনির গর্ভ-জাত সুত (৬) পৌনর্ভব। পিতৃ বা মাতৃ-কর্ত্তৃক দত্ত যে সে (৭) দত্তক পুত্র। পিতৃ মাতৃ কর্ত্তৃক যে বিক্রীত সে (৮) ক্রীত পুত্র। কেহ স্বয়ং যাহাকে পুত্র করে সে (৯) কৃত পুত্র। আপ-নাকে পুত্ররূপে সমর্পণ করে যে সে (১০) স্বয়ংদত্ত পুত্র। গুর্ব্বিণীকে বিবাহ করিলে তদ্‌গর্ভজ সুত (১১) সহোঢ়জ। (মাতৃ পিতৃ কর্ত্তৃক) পরিত্যক্ত হইয়া গৃহীত হয় যে সে (১২) অপবিদ্ধ পুত্র। ইহার মধ্যে প্রথম, তদভাবে তৎপরবর্ত্তী, এই ক্রমে ইহারা পিণ্ডদাতা ও অংশ-হর্ত্তা। আমার উক্ত এই বিধি সবর্ণ পুত্রে প্রযুজ্য (বিভিন্ন জাতি মধ্যে নয়)॥—যাজ্ঞবল্‌ক্য। মিতাক্ষরা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪।

৪৯৯ প্রতিনিধিশ্চৈকাদশবি-ধোঽভূৎ॥

ঔরসাদিদ্বাদশবিধস্য পুত্রত্বেনাভি-হিতাত্বাৎ।

দ্বাদশপুত্রবর্ণনা যথা—“(১) ঔর-সোধর্ম্মপত্নীজঃ তৎসমঃ (২) পুত্রিকা সুতঃ। (৩) ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা॥ গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো (৪) গূঢ়জস্তু সুতঃ স্মৃতঃ। (৫) কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহ-সুতোমতঃ॥ অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ (৬) পৌনর্ভবস্তথা। দদ্যান্মাতা পিতা বা যং সপুত্রো (৭) দত্তকো-ভবেৎ॥ (৮) ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বি-ক্রীতঃ, (৯) কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ং কৃতঃ। দত্তাত্মা তু (১০) স্বয়ং দত্তো, গর্ভে-বিন্নঃ (১১) সহোঢ়জঃ। উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু (১২) সোঽপবিদ্ধো-ভবেৎ সুতঃ॥—পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃপরঃ। সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ॥—যাজ্ঞ-বল্‌ক্যঃ॥ মিতাক্ষরা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪।

আবশ্যক অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে অর্থাৎ ঔরস পুত্র না জন্মিলে অথবা বিবাহই না হইলে কিম্বা স্ত্রী পুত্র প্রসব না করিয়া মরিলে জলপিণ্ডলোপ এবং অধোগতি না হয়—এই নিমিত্তে কাল্পনিক পুত্রগ্রহণে ঔরসপ্রতিনিধিকরণরূপ উপায় করিতে হয়। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩২, ও ৩৫।

মনুও পুত্রের সঙ্খ্যা দ্বাদশ কহিয়াছেন, পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার সহিত মনুর দ্বাদশ পুত্র বর্ণনার সম্যক্ ঐক্য নাই। মনূক্ত দ্বাদশ পুত্র যথা — ১ ঔরস, ২ ক্ষেত্রজ, ৩ দত্তক, ৪ কৃত্রিম, ৫ গূঢ়োৎপন্ন, ও ৬ অপবিদ্ধ,—এই ছয় দায়াদ ও বান্ধব॥ ৭ কানীন, ৮ সহোঢ়, ৯ ক্রীত, তথা ১০ পৌনর্ভব, ১১ স্বয়ংদত্ত, ও ১২ শৌদ্র এই ছয় বান্ধব (কিন্তু) অদায়াদ। ক্রিয়ালোপ (না হওন) নিমিত্তে মনীষিরা ক্ষেত্রজাদি এই একাদশ রূপ সুতকে (ঔরস) পুত্রপ্রতিনিধি কহিয়াছেন।

দ্বাদশবিধপুত্রাঃ মনুনাপি পরিগণিতাঃ, পরন্তু তদ্বর্ণনং যাজ্ঞবল্কীয়েন সহ ন সম্যগেকীভূতং। মনূক্তদ্বাদশ পুত্রাঃ যথা—১ "ঔরসঃ, ২ ক্ষেত্রজশ্চৈব, ৩ দত্তঃ, ৪ কৃত্রিম এবচ। ৫, ৬ গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥ ৭ কানীনশ্চ, ৮ সহোঢ়শ্চ, ৯ ক্রীতঃ, ১০ পৌনর্ভবস্তথা। ১১ স্বয়ন্দত্তশ্চ ১২ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥—ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্। পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥ অ. ৯. ব. ১৫৯. ১৬০ ও ১৮০। দ্রষ্টব্য দ. মী. পৃ. ১০ ও ৩৪। দ. চ. পৃ. ৩।

মনুর উক্ত যে দ্বাদশ পুত্র তাহা বস্তুতঃ ত্রয়োদশই, তাহা বৃহস্পতিকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা,—'মনু যে আনুপূর্ব্বিক ত্রয়োদশ পুত্র কহিয়াছেন তন্মধ্যে ঔরস ও পুত্রিকা বংশকর। যেমত ঘৃতাভাবে পণ্ডিতেরা তৈলকে তৎপ্রতিনিধি করেন, তেমতি ঔরস ও পুত্রিকা না থাকিলে একাদশ রূপ পুত্র তৎপ্রতিনিধি হয়'।—দ. চ. পৃ. ৩।

মনূক্তদ্বাদশ পুত্রাঃ বস্তুতস্ত্রয়োদশ-এব, যথোক্তং বৃহস্পতিনা—'পুত্রাস্ত্রয়োদশ প্রোক্তা মনুনা যেঽনুপূর্ব্বশঃ। সন্তান কারণন্তেষামৌরসঃ পুত্রিকা তথা। আজ্যং বিনা যথা তৈলং সদ্ভিঃ প্রতিনিধীকৃতং। তথৈকাদশ পুত্রাস্তু পুত্রিকৌরসয়োর্বিনা"॥—দ. চ. পৃ. ৩।

মনূক্ত দ্বাদশ পুত্রকে ত্রয়োদশ গণনা পুত্রিকা-পুত্রকে পৃথক্ করণ দ্বারাই বোধ হইতেছে। কিন্তু মনু ঔরস ও পুত্রিকাপুত্রকে অভেদ বিবেচনায় তদুভয়কে ঔরস পদে ব্যক্ত এবং এক গণনা করিয়াছেন।

মনূক্ত দ্বাদশপুত্রাণাং ত্রয়োদশ গণনং পুত্রিকাপুত্রস্য ঔরসাৎ পৃথক্ করণাদেব বোধ্যতে। মনুনা তু ঔরস পুত্রিকা-পুত্রয়োরভেদং বিবিচ্য তাবৌরসপদেনৈব ব্যাহৃতৌ একসংখ্যয়া পরিগণিতৌ চ।

স্মৃত্যন্তরে ঔরসাদি পঞ্চদশ পুত্র থাকাও কথিত হইয়াছে, যথা দত্তকমীমাংসাধৃত বক্ষ্যমাণ বচনে ব্যক্ত—১ ঔরস, ২ পুত্রিকা, ৩ বীজ-জ, ৪ ক্ষেত্রজ ৫ পুত্রিকাসুত, ৬ পৌনর্ভব, ৭ কানীন, ৮ সহোঢ় ৯ গূঢ়োৎপন্ন,

স্মৃত্যন্তরে ঔরসাদি পুত্রাণাং সংখ্যা পঞ্চদশাপি স্মৃতাঃ, যথা দত্তকমীমাংসাধৃত বক্ষ্যমাণ বচনাদেব ব্যক্তং—১ 'ঔরসঃ, ২ পুত্রিকা, ৩, ৪ বীজক্ষেত্রজৌ, ৫ পুত্রিকাসুতঃ। ৬ পৌনর্ভবশ্চ, ৭ কানীনঃ, ৮ সহোঢ়ো ৯ গূঢ়সম্ভবঃ।

১০ দত্ত, ১১ ক্রীত, ১২ স্বয়ং-দত্ত, ১৩ কৃত্রিম, ১৪ অপবিদ্ধ, ১৫ অজ্ঞাত জাতীয়ার গর্ভজ, এই পঞ্চদশ প্রকার পুত্র হয়।—দ. মী. পৃ. ৩৪।

১০ দত্তঃ, ১১ ক্রীতঃ, ১২ স্বয়ন্দত্তঃ ১৩, ১৪ কৃত্রিমশ্চাপবিদ্ধকঃ। ১৫ যত্রকচোৎপাদিতশ্চ স্বপুত্রাদশপঞ্চচেতি। দ. মী. পৃ. ৩৪।

এই পঞ্চদশে শৌদ্রপুত্র যোগ করিলে ষোড়শ পুত্র হয়,—পরন্তু পুত্রিকা ও পুত্রিকাসুতকে এক গণনাকরিয়া এবং বীজ-জ ও ক্ষেত্রজকে এক ধরিয়া শৌদ্র আর অজ্ঞাত জাতীয়ার গর্ভজকে ত্যাগ করিয়া প্রধানতঃ দ্বাদশ প্রকার পুত্রই গণ্য ও মান্য হইয়াছে,* যথা যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উক্ত।

এতেপঞ্চদশ পুত্রাঃ শৌদ্রেণ সহ ষোড়শ ভবন্তি,—পরন্তু পুত্রিকা পুত্রিকাসুতাবেকত্বেন বীজক্ষেত্রজাবেকত্বেন চাবধৃত্য, হিত্বা চ শৌদ্রং যত্রকুচোৎপাদিতশ্চ পুত্রাঃ প্রধানতঃ দ্বাদশবিধা এব মন্যন্তে * যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন।

---

* বিবাদ ভঙ্গার্ণবে লিখিত পুত্রগণের দশরূপ বর্ণনার মধ্যে—মনু ছাড়া আর তিন ঋষি অর্থাৎ বিষ্ণু, শংখ ও লিখিত এবং কালিকা পুরাণও শৌদ্রকে (অর্থাৎ বিবাহিতা বা অবিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে দ্বিজের ঔরসে জাত পুত্রকে) দ্বাদশ পুত্র মধ্যেগণনা করিয়াছেন। মনু, বিষ্ণু ও কালিকাপুরাণ পুত্রিকাপুত্র আর ঔরস পুত্রকে একই বিবেচনা করিয়া পুত্রিকাপুত্রের বর্ণনা পৃথক্‌রূপে করেন নাই. শংখ লিখিতও তদুভয়কে এক স্বীকার করিয়াছেন,—অপিচ শেষোক্ত ঋষিদ্বয় কৃত্রিম পুত্রকে দত্তকান্তর্গত কল্পনা করিয়া তদুল্লেখ করেন নাই।

বিষ্ণু ও মনু শৌদ্রকে যে কোন অনিয়মিত রূপে উৎপন্ন বলিয়া দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে শেষ পুত্র রূপে ধরিয়াছেন বিবাহিতা বা অবিবাহিতা শূদ্রানারীর গর্ভে ব্রাহ্মণকর্তৃক কামবশতঃ উৎপন্ন পুত্র মনুকর্তৃক শৌদ্র কথিত। (কল্পিত পিতার) কিঞ্চিৎ পারলৌকিক উপকার করিতে যোগ্য হইলেও সে জীবিত হইয়াও মৃত কল্পিত, ও তদ্ধেতু সে ধর্ম্ম শাস্ত্রে জীবিত শব কথিত। এই সকল কারণে শৌদ্র অন্য ঋষিগণকর্তৃক পুত্ররূপে পরিগণিত হয় নাই। দ্রষ্টব্য—মনু, অ. ৩. ব. ১৫, ১৩; অ. ৯. ব. ১৭৮।—দ্রষ্টব্য বিবাদ ভঙ্গার্ণব। কোল ডা. বা. ৩. পৃ. ১১৭, ১১৯, ২৪৪. ২৮৩, ২৮৪।—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ২ পৃ. ১৮৪. ১৮৫।

"দত্তপদ কৃত্রিমেরও উপলক্ষণ—যেহেতু 'ঔরস ও ক্ষেত্রজ তথা দত্তক কৃত্রিম সুত" এই বচন পরাশরের কলি ধর্ম্মপ্রস্তাবে লিখিত আছে। যদ্যপি এই উক্তিতে দত্তক-মীমাংসাকার দত্তক পদে কৃত্রিম পুত্রও গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কৃত্রিম মিথিলাতেই চলিত, বঙ্গদেশে নয়, এতদ্দেশাদৃত দত্তক-চন্দ্রিকাদি গ্রন্থে কৃত্রিম পুত্র শাস্ত্রীয় বলিয়া বিহিত হয় নাই, এবং তাহা দেশাচার সিদ্ধও নয়।

"দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণং—ঔরসঃ-ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলি. ধর্ম্ম প্রস্তাবে পরাশর স্মরণাৎ" যদ্যপীত্যুক্ত্যা দত্তকমীমাংসাকারেণ দত্তক পদে কৃত্রিমোঽপি পরিগৃহীতস্তথাপি কৃত্রিমঃ মিথিলায়ামেব চলিতঃ, নত্বেতদ্দেশে, অত্রাদৃত দত্তকচন্দ্রিকাদিষু গ্রন্থেষু কৃত্রিমপুত্রপ্রতিনিধেঃ শাস্ত্রীয়ত্বেনাবিহিতত্বাৎ, আচার বিরুদ্ধত্বাচ্চ।

মেস্তর সদরল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সিনপ্সিসের ১ সংখ্যক নোটে কহেন—' বর্ত্তমান যুগে পুত্রপ্রতিনিধিকরণ বিষয়ে (দত্তক চন্দ্রিকার ১ পরিচ্ছেদের ৯ পারাগ্রাফে ধৃত) দুই বচন সচরাচর ধৃত হয়। তাহার দ্বিতীয় বচনস্থ 'দত্ত' শব্দের অর্থ ব্যবহার-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থে কৃত্রিম পুত্রও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুত্রিকা-সুত পুত্রপ্রতিনিধিগণের মধ্যে এক হওয়া

দত্তক মীমাংসাকার পুত্রগণের দ্বাদশ সঙ্খ্যা বক্ষ্যমাণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—"কাহারো বর্ণনায় কোন২ পুত্র উহ্য থাকিয়া ও কাহারো গণনায় কোন পুত্র প্রকাশিত হইয়া তত্তৎ সংখ্যার উপপত্তি হওয়াতে দ্বাদশ সংখ্যার বিরোধ নাই, এই নিষ্কর্ষ —দ. মী. পৃ ৩৪।

দত্তকমীমাংসাকৃতা পুত্ত্রাণাং সংখ্যা যদ্দ্বাদশ এব নির্দ্দিষ্টা তদ্‌যথা—"কেষাঞ্চিৎ কুচিদন্তর্ভাবাৎ কুচিদ্বা বহির্ভাবাচ্চ তত্তৎসংখ্যোপপত্তেঃ ন দ্বাদশসংখ্যা বিরোধ ইতি স্থিতম্‌"।—দ. মী. পৃ. ৩৪।

ঔরস পুত্রাভাবে উক্ত একাদশ বিধ পুত্র প্রতিনিধি বিধেয়। (দ মী. পৃ. ১৭) ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরবর্ত্তিকে অভিষিক্ত করিবে।—কালিকা পুরাণ।

পুত্রাপচারে উক্ত ক্ষেত্রজাদ্যেকাদশবিধঃ পুত্রপ্রতিনিধির্বিধীয়তে। (দ. মী. পৃ. ১৭) অভাবে পূর্ব্বপূর্ব্বেষাং পরান্‌ সমভিষেচয়েৎ।—কালিকা পুরাণং।

বোধ হয় না, এতাবতা তাদৃশ পুত্র বর্ত্তমান যুগে সিদ্ধ বিবেচনা করা অকারণ নহে। উক্ত বচনস্থ ঔরস পুত্র পদের অর্থ পুত্রিকাপুত্র করাও সঙ্গত হইতে পারে:—পুত্রিকা পুত্র পদের অর্থ এই যে দুহিতা পুত্ররূপে অথবা পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তে নিয়োজিত হয়, ও তৎপুত্র উভয়েরই পুত্র হয়। যাজ্ঞবল্ক্য পুত্রিকা পুত্রকে ঔরস পৌত্রের সমান কহেন। মনু বলেন "পুত্রিকা ও পুত্রের মধ্যে এবং পৌত্রের ও তাদৃশ দুহিতার পুত্রের মধ্যে বিশেষ নাই"।—ইহাতে বাচ্য ও বিবেচ্য এই যে 'দত্তক' ও 'কৃত্রিম' এই দুই পদ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্ত-কর্ত্তৃক পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত হওয়াতে 'দত্ত' পদ দত্তব্যতিরেকে কৃত্রিমের-ও বোধক হইতে পারে না. যেহেতু তাহা হইলে 'কৃত্রিম' পদের পৃথক ব্যবহার ব্যর্থ ও নিরর্থ হয়। অপিচ এতদ্দেশে অত্যন্ত আদৃত দত্তকচন্দ্রিকাতে তদ্ গ্রন্থকর্ত্তা যেং বচনে দত্তক ও কৃত্রিম পৃথক্‌ দুই পুত্ররূপে পরিগণিত ও বর্ণিত হইয়াছে তাহার উল্লেখাভ্যে দত্তক ভিন্ন অন্য পুত্র করা নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু পুত্রিকা পুত্র পুত্রপ্রতিনিধি মধ্যে গণ্য না হইলেও তাহা কলিযুগের আচার সিদ্ধ নয়—আচার পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামান্য বিধানের উপর প্রবল। এতাবতা নিষ্কর্ষ এই যে কলিতে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন, কি কৃত্রিম. কি পুত্রিকা, কি বা অন্যরূপ পুত্র. বিধেয় ও কর্ত্তব্য নয়. অন্ততঃ এতদ্দেশে নয়।

উক্ত বিষয়ে সর টামস এসট্রেঞ্জ সাহেব ও সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ, ও পরিষ্কার—তদ্‌যথা "অধুনা এই দুই অর্থাৎ জাত পুত্র (যাহা বিশেষে ঔরস কথিত হয়) এবং গ্রহীত দত্তক পুত্র (যাহা সর্ব্বদা দত্তক পুত্রকে বুঝায়) অবশিষ্ট রহিয়াছে,— ইহারাই পুত্রের কর্ম্ম করিতে যোগ্য বলিয়া অনুমত হইয়াছে, বক্রী পুত্রগণ এবং তৎসঙ্ক্রান্ত ভাবাদ্বয় প্রাচীন স্মৃতির অভিধেয়, এবং তাহা কলিযুগের আদিতে নিবর্ত্তিত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে।—এস্‌ট্রে. হি- ল. পৃ. ৬৩।

বর্ত্তমান যুগে দুই কিম্বা অন্ততঃ তিন রূপ পুত্রপ্রতিনিধি করা এই সকল দেশে অনুমত।—দত্তক অর্থাৎ দত্ত পুত্র ও কৃত্রিম অর্থাৎ কৃত পুত্রই প্রচলিত। শেষরূপ পুত্র অর্থাৎ কৃত্রিম মিথিলা দেশেই কেবল চলিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বোধ হয় এরূপ পুত্র প্রতিনিধি করণও রহিত হওয়া উচিত—যেহেতু কলিযুগে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য রূপ পুত্র করা নিবর্ত্তিত হওয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু সনাতন আচার থাকিলে বৃহস্পতির এক বচনানুসারে যেকোন কর্ম্ম বৈধ হয়। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৫।

ব্যবস্থা। ৫০০ কিন্তু কলিযুগে ক্ষেত্রজাদি নানাপ্রকার পুত্রের মধ্যে দত্তককেই ঔরসের প্রতিনিধি করা বৈধ ও কর্ত্তব্য।

৫০০ কলৌ তু ক্ষেত্রজাদ্যনেকবিধপুত্রাণাং মধ্যে দত্তকরূপএব পুত্রপ্রতিনিধির্বৈধঃ কর্ত্তব্যশ্চ।

/০ অনেক প্রকার পুত্র বর্ণিত হইলেও কলিতে তৎসকলের অনুজ্ঞা নাই। যেহেতু (বৃহস্পতির) বচন এই যে—'পুরাতন ঋষিরা যে অনেক প্রকার পুত্র করিয়াছিলেন, তাহা ইদানীন্তন ব্যক্তিরা শক্তিহীন হওয়াতে করিতে পারে না'। এবং যেহেতু 'দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্যের পুত্রত্ব গ্রাহ্য নয়'—ইত্যাদির উল্লেখপূর্ব্বক মনীষিরা কহেন এই সকল কলিযুগে বর্জ্জনীয়,—ইহাতে দত্তক ভিন্ন অন্যরূপ পুত্রকে ঔরসের প্রতিনিধি করা প্রতিষিদ্ধ।—দ. চ. পৃ ৪।

/০ তত্রাপি কলৌ ন সর্ব্বেষামভ্যনুজ্ঞানং।—অনেকধাকৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ। ন শক্যন্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈরিতি। বৃহস্পতি বচনাৎ, দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহ ইত্যাদ্যভিধায় 'ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণ।'—ইতি দত্তকেতরপ্রতিষেধাচ্চ।—দ. চ. পৃ. ৪।

৶০ অনেক প্রকার পুত্র বর্ণিত হইলেও—'পুরাতন ঋষিরা যে অনেক প্রকার পুত্র করিয়াছিলেন, তাহা ইদানীন্তন ব্যক্তিরা শক্তি হীনতা হেতু করিতে পারে না'—এই বৃহস্পতি বচনে, এবং—'দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্যের পুত্রত্ব গ্রাহ্য নয়'—এই শৌনক বচনে অন্য প্রকার পুত্র করা প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে দত্তক আর ঔরস পুত্রই অনুজ্ঞাত।—দ. মী. পৃ. ১০।

৶০ তত্রাপি কলৌ—অনেকধাকৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ। ন শক্যন্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনতয়া নরৈরিতি বৃহস্পতি বচনাৎ, 'দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহ'—ইতি চ শৌনকেন পুত্রান্তর নিষেধাৎ দত্তৌরসাবেবাভ্যনুজ্ঞায়েতে।—দ. মী. পৃ. ২০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঔরস পুত্রীর প্রতিনিধি প্রকরণ।

ব্যবস্থা। ৫০১ ঔরস কন্যার অভাবে তৎপ্রতিনিধি রূপে অন্য প্রকার কন্যাগ্রহণও শাস্ত্রানুমত বোধ হইতেছে।

৫০১ ঔরস পুত্র্যা অপচারে কন্যেতরস্যাঃ তস্যাঃ প্রতিনিধিকরণমপি শাস্ত্রানুমতমনুধ্যাতে।

প্রমাণ। /০ তাহা দত্তকমীমাংসাকারকর্ত্তৃক নিঃসৃত বা ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, যথা,—'ঔরস পুত্রপতিনিধির ন্যায় ঔরস কন্যাভাবে ক্ষেত্রজাদি কন্যা তৎপ্রতিনিধি হয় ।—দ. মী পৃ. ৯৮।

৵০ অতএব—"দ্বিজ বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি (অ) উৎপন্ন এবং বিবিধ যজ্ঞ না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার অধোগতি হয়"—এই (মনু) বচনে তাদৃশ সন্ততি উৎপন্ন না করিলে অধোগতি উক্ত হইয়াছে। ঐ. পৃ. ৯৮।

৶০ (অ) যে বংশ বৃদ্ধি করে সে সন্ততি,—ইহা প্রজার পর্য্যায় ।—যেহেতু "অপত্যার্থে স্ত্রীরা সৃষ্টা হইয়াছে, স্ত্রী ক্ষেত্র, পুরুষ বীজী" ।—এথা বচনোক্ত অপত্য শব্দের ব্যাখ্যা যাস্ক বচনানুসারে এই যে—'যাহা হইতে অপতন হয় অথবা যদ্দ্বারা (নর) পতিত না হয় সে অপত্য॥ এবং যেহেতু অমরকোষের ব্যাখ্যা এই, যে—"আত্মজ, তনয়, সূনু ও সুত,' (এই কএক,) পুত্র বোধক, এই সকল স্ত্রীলিঙ্গাকারে দুহিতার বোধক হওয়া কথিত হইয়াছে,—'অপত্য' ও 'তোক' শব্দ তদুভয়েই প্রযুজ্য" ।—দ. মী. পৃ. ৯৮, ৯৯।

।০ 'পুমান্ (শব্দ) পুরুমনা, অথবা পুংস (ত্রাপক) হয়"—যদ্যপি যাস্কের এই উক্তিতে পুং পদ বহুজ্ঞ বোধক, তথাপি 'অথবা পুংস' তাঁহার এই উক্তিতে তৎপদকে প্রসবকর্ত্তৃ স্ত্রী পুরুষ বোধক ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐ. পৃ. ৯৯।

।/০ এই নিমিত্তই যাস্ক কহেন—"স্ত্রী ও পুং সন্ততি পিতৃদায়াদ"।

তন্নিঃসৃতং ব্যক্তীকৃতঞ্চ দত্তকমীমাংসাকারেণ, যথা—'ঔরস পুত্রস্যেব ঔরসপুত্র্যা অপাপচারে ক্ষেত্রজাদ্যাঃ পুত্র্যঃ প্রতিনিধয়ো ভবন্তি'।—দ. মী. পৃ. ৯৮।

অতএব—"অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাদ্য চ সন্ততিম্ (অ)। অনিষ্ট্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ" —ইতি তাদৃশ্যা এব সন্ততেরনুৎপাদে অধঃপাতঃ স্মর্য্যতে। ঐ, পৃ. ৯৮।

(অ) সন্তনোত্যন্বয়মিতি সন্ততিঃ,—প্রজাপর্য্যায় এব॥—"অপত্যার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ, স্ত্রী ক্ষেত্রং, বীজিনো নরাঃ" ইত্যত্র অপত্য শব্দো ব্যাখ্যাতঃ,—অপত্যং কস্মাদপতনং ভবতি নানেন পততীতি বেতি যাস্ক স্মরণাৎ। আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রস্ত্রিয়ান্ত্বমী। আহুর্দুহিতরং সর্ব্বেঽপত্যং তোকং তয়োঃ সমেতি কোষাচ্চ ।—দ. মী. পৃ. ৯৮, ৯৯॥

।০ যদ্যত্র—পুমান্ 'পুরুমনা' ভবতি 'পুংসতের্ব্বেতি—যাস্কোক্ত্যা পুং পদং বহুজ্ঞপরং, তদা—'পুংসতে র্ব্বেতি,' —তদুক্ত্যৈব প্রসবকর্ত্তৃ মিথুনপরমেব ব্যাখ্যায়তাম্ ।ঐ, পৃ. ৯৯।

।/০ অতএব যাস্কঃ 'মিথুনাঃ পিত্র্যদায়াদাইতি'। তদেতন্মূলক শ্লোকা-

বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়েও তাহা উক্ত হইয়াছে—"আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, হৃদয় হইতে অধিক জাত, তুমি আমার আত্মা, পুত্র নামিত, শত বর্ষ জীবী হও"॥ "স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির আদিতে কহিয়াছেন দায়রূপ ধন মিথুন পুত্রদের (অর্থাৎ পুত্র ও কন্যাদের) অবিশেষে হয়"।—এস্থলে পুত্র পদ মিথুন (অর্থাৎ স্ত্রী পুং সন্ততি) বোধক দর্শিত হইয়াছে। এস্থলে মিথুন পদ পুত্রবধূ বোধক ইহা বাচ্য নয়, কেমনা তাহা হইলে—"প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ—" এই কথা সঙ্গত হয় না। ঐ. পৃ. ১০০।

ভ্যামপ্যুক্তম্। "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্"॥ "অবিশেষেণ পুত্রাণাংদায়োভবতি ধর্ম্মতঃ। মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ"। ইত্যত্র পুত্র পদং মিথুনপরং দর্শিতবান্। নচাত্র মিথুন পদং পুত্রস্নুষাপরমিতি বাচ্যং—'অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি' ইত্যস্যাসঙ্গতেঃ।—ঐ, পৃ. ১০০।

।৵০ 'অপুত্রের স্বর্গ নাই'—ইত্যাদি বচনে ব্যবহৃত যে পুত্রপদ তাহা পুত্র ও পুত্রী উভয় বোধক, পাণিনিতে লিখিত এই যে ভগিনী ও দুহিতা পদ একশেষ সমাসে ভ্রাতা ও পুত্র পদের অন্তর্গত।—দ. মী. ১০০।

।৵০ যচ্চ নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীত্যাদৌ পুত্রপদং তদপ্যুভয়পরমেব। ভ্রাতৃপুত্রৌ স্বসৃদুহিতৃভ্যামিতি পাণিনিনা পুত্রদুহিতৃ পদয়োরেকশেষ স্মরণাৎ।—দ. মী. পৃ. ১০০।

।৶০ এই নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে যে—"পুত্রিকা সুত ঔরস পুত্রের সমান"। "পুত্রের ন্যায় দুহিতাও নরের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত"। যদি অদৃষ্ট দোষে কন্যা না জন্মে তবে যেমত কৃষ্ণ চতুর্থীতে পুত্রার্থে অদৃষ্ট দোষ দূরীকরণ কারণ শ্রাদ্ধাদি করা যায়, তেমতি কৃষ্ণ প্রতিপদে শ্রাদ্ধাদিকরণ-দ্বারা যে অদৃষ্ট দোষে কন্যা না জন্মে তাহার অপনোদন কর্ত্তব্য।—দ. মী. পৃ. ১০০।

।৶০ অতএবোক্তং "তৎসমঃ পুত্রিকাসুত" ইতি,—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাং" ইতিচ। যদি চ অদৃষ্টবৈকল্যেন কন্যানুৎপাদঃ তদা কৃষ্ণপ্রতিপচ্ছ্রাদ্ধাদিনা তৎসম্পাদনং কার্য্যং, কৃষ্ণ চতুর্থী শ্রাদ্ধাদিনা পুত্রাদৃষ্টস্যেব।—দ. মী. পৃ. ১০০।

॥০ অতএব যেমত পুত্রের শ্রাদ্ধ কর্ত্তৃত্ব জন্য পরলোক সাধন প্রযুক্ত সে প্রধান, তেমতি কন্যা দ্বারাও দান শ্রাদ্ধাদিবিধি সিদ্ধ হওয়াতে সেও সেই রূপ, অতএব কন্যাভাবে তৎপ্রতিনিধি করা যুক্ত বটে। ঐ ১০১।

॥০ তস্মাৎ পুত্রস্যেব শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বেন পরলোকসাধনতয়া, পুত্র্যা অপি দান শ্রাদ্ধাদি বিধিসাধনত্বেন সিদ্ধে মুখ্যত্বে তদপচারে প্রতিনিধির্যুক্তএব।—দ. মী. পৃ. ১০১।

॥/॰ 'দুহিতা'—দুরহিতা দূরেহিতা অর্থাৎ গৌণে হিতকারিণী, অথবা দোগ্ধ্রী অর্থাৎ উপকারিণী। এই নিরুক্তিদ্বারা যাস্ক দেখাইতেছেন যে দুহিতা দৌহিত্রদ্বারাও পিতার উপকার করে। মনুও কহিয়াছেন—"লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে বিশেষ উপপন্ন হয় না, দৌহিত্রও তাহাকে পৌত্রের ন্যায় নিস্তার করে"॥ মহাভারতে গান্ধারীর উক্তি এই যে "শত পুত্রের পরে জাতা (এই) এক কন্যা আমার গরীয়সী হইবে। তদ্দ্বারা দৌহিত্রার্জ্জিত (স্বর্গ) লোক প্রাপ্তা হইব, এই আমার মতি।—দ. মী. পৃ. ১০২।

উপসংহার। এতাবতা ঔরস দুহিতার অভাবে দৌহিত্রার্জ্জিত (স্বর্গ) লোক প্রাপ্তি নিমিত্ত ক্ষেত্রজাদি দুহিতাকে ঔরস কন্যার প্রতিনিধি করা সিদ্ধই।—দ. মী. পৃ. ১০২।

দুহিতাপ্রতিনিধির নিদর্শন পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—

রামায়ণের বালকাণ্ডে দশরথের প্রতি সুমন্ত্রের উক্ত সনৎকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী দত্তিকা পুত্রীর নিদর্শন, (তদ্যথা)—"ইক্ষ্বাকুকুলে জাত দশরথ নামে বীর সুধার্ম্মিক, শ্রীমান্ ও সত্যপরাক্রম হইবেন। তাঁহার সহিত মহাত্মা অঙ্গরাজের বন্ধুত্ব হইবে, এবং তাঁহার শান্তা নাম্নী এক ভাগ্যবতী কন্যা, হইবে। লোমপাদাখ্যাত অপুত্র অঙ্গরাজ রাজা দশরথের নিকট (এই) প্রার্থনা করিবেন—'হে ধর্ম্মজ্ঞ, আমি অপত্যহীন, আমাকে শান্তমনে বরবর্ণিনী শান্তাকে পুত্রার্থে দিউন'।—অনন্তর রাজা দশরথ মনে বিবেচনা করিয়া অঙ্গাধিপতিকে ঐ

॥/॰ 'দুহিতা'—দুরহিতা দূরেহিতা দোগ্ধ্রা বেতি নিরুক্ত্যা, দুহিতুর্দৌহিত্রদ্বারাপি পিত্রুপকারকত্বং দর্শয়তি যাস্কঃ। মনুরপি—'পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে, দৌহিত্রোপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ'—ইতি॥ মহাভারতে গান্ধার্য্যুক্তিশ্চ—"একা শতাধিকা বালা ভবিষ্যতি গরীয়সী, তেন দৌহিত্রজাল্লোকান্ প্রাপ্স্যামিতি মে মতিঃ"।—দ. মী. পৃ. ১০২।

এবঞ্চৌরস দুহিত্রভাবে দৌহিত্রকৃত লোক প্রাপ্ত্যর্থং ক্ষেত্রজাদি দুহিতৃণামপি প্রতিনিধিত্বেনোপপাদনং সিদ্ধমেব।—দ. মী. পৃ. ১০২।

দুহিতৃপ্রতিনিধৌ পুরাণেষু লিঙ্গদর্শনানি উপলভ্যন্তে—

তত্র দত্তকায়া রামায়ণে বালকাণ্ডে দশরথং প্রতি সুমন্ত্রস্য সনৎকুমারোক্ত ভবিষ্যানুবাদো লিঙ্গম্।—"ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্ম্মিকঃ। নাম্না দশরথো বীরঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ॥ সখ্যং তস্যাঙ্গরাজেন ভবিষ্যতি মহাত্মনা, কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি॥ অপুত্রস্ত্বঙ্গরাজো বৈ লোমপাদ ইতি শ্রুতঃ। স *রাজানং দশরথং প্রার্থয়িষ্যতি ভূমিপঃ॥ 'অনপত্যোঽস্মি ধর্ম্মজ্ঞ কন্যেয়ং মম দীয়তাং, শান্তা শান্তেন মনসা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী'॥ ততো রাজা দশরথো মনসাভি বিচিন্ত্যচ। দাস্যতে তাং তদা কন্যাং শান্তামঙ্গাধি-

শান্তা কন্যা দিবেন, তৎ কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া সেই রাজা নিশ্চিন্ত ভাবে হৃষ্ট মনে সত্বরে নগরে গমন করিবেন। (এবং) সেই বীর্য্যবান্ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে তৎ কন্যা সম্প্রদান করিবেন'' ইত্যাদি।—তথা লোমপাদের প্রতি দশরথের উক্তি—'হে বীর নৃপ, তোমার দুহিতা শান্তা ভর্ত্তা সহ আমার নগরে গমন করুন, মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে''।—তথা ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি লোমপাদের উক্তি,—"এই রাজা দশরথ আমার সুহৃৎ প্রিয় সখা, হে দ্বিজ, অপত্যার্থে মৎপ্রার্থনায় ইনি সুকুমারী প্রিয় শান্তাকে দিয়াছেন, হে ধীর, যেমত আমি তেমতি এই রাজাও তোমার শ্বশুর, ইত্যাদি।

এস্থলে 'দিউন, দিবেন, প্রতিগ্রহ করিয়া, ও দত্তা,' শব্দ দ্বারা, দান বিধি স্পষ্টই। তথা 'অপুত্র' এই উপক্রমও 'পুত্রার্থ' এই উপসংহার হওয়াতে ঔরস কন্যার ন্যায় দত্তক কন্যা-ও পুত্রপ্রতিনিধি হয় বোধ হইতেছে।—দ. মী. পৃ. ১৫০, ১০৬।

হেমাদ্রিধৃত স্কন্দপুরাণে এবং লৈঙ্গপুরাণেও ক্রীতা কন্যার নিদর্শন প্রাপ্তি হইতেছে। ঐ, পৃ. ১০৬।

হরিবংশে শূরাপত্য গণনায়, ও পদ্মপুরাণোক্ত ভৌমব্রতেও কৃত্রিমা কন্যার (নিদর্শন আছে)।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে শকুন্তলায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাসংবাদানুবাদ বাক্য অপবিদ্ধার নিদর্শন। দ্রষ্টব্য দ. মী. পৃ. ১০৮, ১০৯।

দত্তাত্মিকা কন্যাদির নিদর্শন পুরাণে অনুসন্ধেয়।

পায় সঃ। প্রতিগৃহ্য তু তাং কন্যাং সরাজা বিগতজ্বরঃ। নগরং যাস্যতি ক্ষিপ্রং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। কন্যাং তামৃষ্যশৃঙ্গায় প্রদাস্যতি স বীর্য্যবান্" ইত্যাদি।—তত্রৈব লোমপাদং প্রতি দশরথ বাক্যং।—"শান্তা তব সুতা বীর সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে, মদীয়ং নগরং যাতু কার্য্যংহি মহদুদ্যতম্'। ইতি।—তত্রৈব ঋষ্যশৃঙ্গং প্রতি লোমপাদবাক্যং।—"অয়ং রাজা দশরথঃ সখা মে দয়িতঃ সুহৃৎ, অপত্যার্থং ময়ানেন দত্তেয়ং বরবর্ণিনী। যাচমানস্য মে ব্রহ্মন্ শান্তাপ্রিয়তরা মম। সোঽয়ং তে শ্বশুরো ধীর যথৈবাহং তথা নৃপঃ"। ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য দ. মী.।

অত্র 'দীয়তাং, দাস্যতে, প্রতিগৃহ্য, দত্তা, শব্দৈর্দানবিধিঃ স্পষ্ট এব। তথাপুত্র ইত্যুপক্রম্য পুত্রার্থ ইত্যুপসংহারাৎ ঔরস পুত্রবৎ দত্তপুত্র্যাপি পুত্রপ্রতিনিধির্ভবতীতি গম্যতে।—দ. মী. পৃ. ১০৫, ১০৬।

ক্রীতায়া হেমাদ্রৌ স্কন্দপুরাণে লৈঙ্গেঽপি লিঙ্গদর্শনানি উপলভ্যন্তে। ঐ, পৃ. ১০৬।

কৃত্রিমায়া হরিবংশে শূরাপত্য গণনায়াং, পাদ্মে ভৌমব্রতে চ।

অপবিদ্ধায়াঃ মহাভারতে আদিপর্ব্বণি শাকুন্তলে দুষ্মন্ত শকুন্তলাসংবাদানুবাদমেব বাক্যং। দ্রষ্টব্য—দ. মী, পৃ. ১০৮, ১০৯।

দত্তাত্মিকাদীনাম্ লিঙ্গানি পুরাণেষু মৃগ্যাণি।

একাদশবিধ কন্যাকে ঔরস কন্যার প্রতিনিধি করণপ্রকরণের বিস্তার করা বৃথা,—যেহেতু কলিতে দত্তক ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র ঔরসপ্রতিনিধি হওয়া নিষিদ্ধ হওয়াতে দত্তিকা ভিন্ন অন্য প্রকার কন্যার-ও ঔরস কন্যার প্রতিনিধি হওয়া দণ্ডাপূপন্যায়ে এবং পুত্রপদে পুত্র ও দুহিতৃ পদের একশেষ কথিত হওয়াতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে*।

পরন্তু দত্তিকাগ্রহণ নিষিদ্ধ না হওয়াতে তাহা গ্রহণ করার শিষ্টাচারাভাবই কেবল প্রতিবন্ধক। কিন্তু সে আচার থাকিলে তাহা করণে কোন দোষ নাই ইহা বোধ হইতেছে,—যেহেতু 'সাধুদের নিয়মও বেদবৎ প্রমাণ'—এতদ্দ্বারা সাধুদের নিয়ম বেদতুল্য প্রতিপাদিত হইযাছে,† এবং 'বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টাচার এবং যাহা আপনার ভাল বোধ হয়—এই চারি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ কথিত'—এই বচনে মনুকর্ত্তৃক শিষ্টাচার সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে*।

ব্যবস্থা। ৫০২ পরন্তু ইদানীং গৃহিদের পক্ষে দত্তক পুত্রই শিষ্টাচারসিদ্ধ ও শাস্ত্রানুমত।

অলম্বিস্তরেণ একাদশবিধ কন্যানামৌরস দুহিতৃ প্রতিনিধিকরণ প্রকরণস্য,—যতঃ কলৌ দত্তেতরেষাং পুত্র প্রতিনিধীনাম্ প্রতিষেধেন দত্তিকেতরাসাং কন্যানামপি ঔরস দুহিতৃ প্রতিনিধিত্বং প্রতিষিদ্ধম্,—দণ্ডাপূপন্যায়াৎ, পুত্রপদেন পুত্রদুহিতৃপদয়োরেকশেষ করণাচ্চ*।

পরন্তু প্রতিষিদ্ধায়ামপি দত্তিকায়াং তদ্গ্রহণস্য শিষ্টাচারাভাবএব প্রতিবন্ধকঃ,—সতি তু তদাচারে ন কোঽপি দোষ ইত্যবগম্যতে,—'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ'—ইতি সাধুসময়স্য বেদতুল্যত্বেন প্রতিপাদিতত্বাৎ,† 'বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধম্প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্'—ইতি মনুনা শিষ্টাচারস্য সাক্ষাদ্ধর্ম্মলক্ষণত্বেনাভিহিতত্বাচ্চ*।

৫০২ ইদানীন্তু গৃহিণাং পক্ষে দত্তক পুত্রএব শিষ্টাচারসিদ্ধঃ, শাস্ত্রানুমতশ্চ।

---

* সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব কহেন—"পূর্ব্বকালে লোকে পুত্রাভাবে দুহিতাকে পুত্র করিত, কিন্তু এক্ষণে সে ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে"। এবং এতৎ প্রমাণে কোল্‌ব্রুকের ডাইজেষ্টের তৃতীয় বালামের ২৭৩ পৃষ্ঠাস্থ নোটের উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাতে পুত্রী করণের নিষেধ লিখিত নাই, কেবল দত্তক ভিন্ন অন্যরূপে পুত্র প্রতিনিধি করণের আচার এতদ্দেশে না থাকা কথিত হইয়াছে, তদ্যথা,—"গৌড়ে এবং আরং অনেক দেশে অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত (অর্থাৎ দত্তক) পুত্রই কেবল গৃহীত হয়"। অতএব দত্তিকা পুত্রী করণের নিষেধানিষেধ আচার মূলকই জ্ঞেয়। দ্রষ্টব্য মেক, হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০২।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৫।

ব্যবস্থা। ৫০৩ গৃহস্থ ভিন্ন অন্যাশ্রমিদের মধ্যে বালক ক্রয় করিয়া ক্রীতপুত্র বা শিষ্যরূপে পালন করার আচার থাকাতে ঐ বালকরা তদ্ধনাধিকারি হয়*।

৫০৩ গৃহস্থেতরাশ্রমিণাম্ বালকান্ ক্রয়িত্বা ক্রীত পুত্ররূপেণ শিষ্যরূপেণ বা পালনাচারস্য বিদ্যমানতয়া তে তদুত্তরাধিকারিণো ভবন্তি*।

---

* সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটম্ সাহেব কহেন—"আমি ইহা বিধান বলিয়াই লিখিয়াছি যে বর্ত্তমান যুগে কেবল দত্তক, দ্ব্যামুষ্যায়ণ, ও কৃত্রিম রূপ পুত্রপ্রতিনিধিকরণ বিধেয়; কিন্তু 'এলিমেণ্ট্‌স্ অব্ দি হিন্দু ল' নামক গ্রন্থ দৃষ্টে দৃষ্ট হইতেছে যে ক্রীত পুত্র বৈধ হওন বিষয়ক প্রস্তাব আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং তৎকালীয় দুই মহাপণ্ডিতের মধ্যে এবিষয়ের অনেক অনুশীলন ও বাদানুবাদ হইয়াছিল। ও সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের প্রথম বালামের ২৮ পৃষ্ঠায় এক মকদ্দমা আছে তাহাতে দাবীদার ব্যক্তি পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়, পরন্তু তাহাতে তাদৃশ পুত্রের অধিকারি হওয়ার সনাতন আচার থাকিলে তাহার দাবী ডিক্রী হইত। এতাবতা যদ্যপি তিন প্রকার পুত্র বই বিধেয় নয় তথাপি বিশেষ আচার থাকিলেও তাহা সনাতন রূপে আবহমান হইলে ঐ বিধির নিপতিনও হয়। তথা দৃষ্ট হইতেছে যে গোস্বামি প্রভৃতি সন্ন্যাসিরা বিবাহ না করিয়া বালক ক্রয় করতঃ ক্রীত পুত্র করে; এবঞ্চ মৃত, ক্লীব ও প্রোষিত পতিরও পুত্রোৎপাদনে দেবর নিয়োগের ব্যবহার উড়িষ্যাতে অদ্যাপি চলিত আছে (দ্রষ্টব্য কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ২৭৩)—এরূপে উৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রজ কথিত। এতাবতা যেং দেশে এই সকল পুত্রপ্রতিনিধিকরণ তত্তদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে বিহিত, তথায় তাহারা প্রতীতৃপিতার ধনাধিকারি তাহাতে সন্দেহ নাই (সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের দ্বিতীয় বালামের ১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত নোট দ্রষ্টব্য)। মনুক্ত আর২ পুত্রপ্রতিনিধি বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত অচলিত। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০১, ১০২।

এই উক্তির প্রতি এই মাত্র বাচ্য যে উপরি উল্লিখিত রিপোর্টে দাবীদার ব্যক্তি পৌনর্ভব কথিত হয় নাই, কিন্তু জারজ উক্ত হইয়াছিল,—পৌনর্ভব ও জারজের মধ্যে অনেক বিশেষ। সে যাহা হউক, সনাতন আচার থাকিলে এতদুভয় রূপ অথবা অন্য যে কোন রূপ সুতই যে সিদ্ধ তাহাতে বিরোধ নাই। এবঞ্চ গোস্বামি প্রভৃতি সন্ন্যাসিদের পুত্র ক্রয় করিয়া ক্রীত পুত্র করার কথা যে লিখিত হইয়াছে তৎপ্রতি বাচ্য এই যে তাহারা বালক ক্রয় করিয়া পুত্র বা চেলক রূপে পালন করিয়া থাকে, কিন্তু বিধি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রীত পুত্র করে না। ঐ পালিত বালকরা আচারানুসারে মাত্র তাহাদের উত্তরাধিকারি হয়। এবিষয়ে কোলব্রুক সাহেবের লিখিত (এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালামের ১০৮ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) মতই সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ বোধ হইতেছে তদ্যথা—"ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে ক্রীত পুত্র অচলিত, তাহা এই পাপময় কলিযুগে নিষিদ্ধ হওয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। তৎ সদৃশ যে ব্যবহার চলিত আছে তাহা এই যে, গোস্বামি ও সন্ন্যাসি প্রভৃতি যতিরা বালক ক্রয় করিয়া তাহারদিগকে স্ব স্ব মত ভজনে দীক্ষা করে, ঐ চেলক গুরুর উত্তরাধিকারী হয়। যাহা হউক, তাহা বিধিবিহিত পুত্রগ্রহণ নয়, কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য বিধানানুযায়ি এবং সন্ন্যাসাশ্রমিদের বিশেষ আচারানুসারি বটে"।—দ্রষ্টব্য বা. দ. পৃ. ৬৩২—৬৩৩।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কে দত্তক পুত্র-গ্রহণ করিতে পারে, ও কে পারে না।

ব্যবস্থা। ৫০৪ কেবল বিবাহিত পুরুষই যে পত্নী বিদ্যমানে বা অবিদ্যমানে—ক্রিয়াধিকারি পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রবিহীনাবস্থায়—দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারে এমত নহে, কিন্তু অবিবাহিত পুরুষও দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্য*।

প্রমাণ। দত্তকমীমাংসা,—পৃ. ২, ৩, ৩১, ৩২।

দত্তকচন্দ্রিকা,—পৃ. ২। ব্য. দ.—পৃ. ৭৫৫—৭৬৬

অবিবাহিত ব্যক্তি পুত্রগ্রহণ করিবে না এমত শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

৫০৪ ন কেবলং বিবাহিতো বিদ্যমানভার্য্যোঽবিদ্যমানভার্য্যো বা—ক্রিয়ার্হপুত্র পৌত্রপ্রপৌত্র-বিহীনাবস্থায়াং—দত্তকং গ্রহীতুমর্হতি, কিন্ত্ববিবাহিতোঽপি দত্তক গ্রহণক্ষমঃ*।

দত্তকমীমাংসা,—পৃ, ২, ৩, ৩১, ৩২।

দত্তকচন্দ্রিকা,—পৃ. ২। ব্য. দ.—পৃ. ৭৫৫—৭৬৬।

অকৃতবিবাহেন পুত্রো ন গ্রহীতব্য ইত্যত্র শাস্ত্রো ন দৃশ্যতে।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

ব্যবস্থা। ৫০৫ গৃহস্থ ভিন্ন অন্যাশ্রমী দত্তকগ্রহণে অধিকারী†।

প্রমাণ। ./০ দত্তকমীমাংসা, পৃ. ৩১, ৩২।—ব্য. দ. পৃ. ৭৫৫—৭৫৭।

৫০৫ গৃহস্থেতরাশ্রমিজনোঽপি দত্তকগ্রহণাধিকারী*।

/০ দত্তকমীমাংসা, পৃ. ৩১, ৩২।—ব্য. দ. পৃ. ৭৫৫—৭৫৭।

---

* সস্ত্রীক বা মৃতস্ত্রীক অথবা অবিবাহিত হউক (পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র হীন) পুরুষ মাত্রেরই দত্তক গ্রহণ আবশ্যক,—যেহেতু প্রত্যেকেরই অনুভবানুসারে তৎপারলৌকিক হিত আকাঙ্ক্ষণীয়, সচরাচর পুং সন্ততির অভাবেই এই অধিকারের কার্য্য হয়.—এস্থলে সন্ততি পদে পৌত্র ও প্রপৌত্রও বোধ্য। এসটে. হি. ল. ব. , পৃ. ৩৫, ৩৬।

পুত্রের করণীয় শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদনের নিতান্ত আবশ্যকতা পুত্র করণের প্রতি মুখ্যকারণ, তদুপরেই হিন্দুদের পারলৌকিক সুখ নির্ভর করা অনুভূত হইয়াছে, (অতএব) পুত্রপ্রতিনিধিকরণোন্মুখ ব্যক্তির ক্রিয়াকরণার্হ সন্ততিহীন হওয়া চাই। সন্ততি পদে প্রপৌত্রও বোধ্য।—সদরল্যাণ্ড সাহেবের সিনপ্সিস্ পৃ. ৪৮। পর পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

† ৭০৭ পৃষ্ঠাস্থ নোট দ্রষ্টব্য।

পত্নীহীন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম শূন্য, হওয়াতে—গৃহস্থাশ্রম প্রকরণোক্ত (যে পুত্রগ্রহণ তাহা) তাহার প্রতি সঙ্গত হয় না,—ইহা বাচ্য নয়, যেহেতু ইহার প্রমাণ নাই। অতএব ব্যাসাদি অকৃতবিবাহ হইয়াও শুকদেবাদিরূপ পুত্র করিয়াছেন ইহা শুনা যাইতেছে। যে বিবাহ করে নাই অথবা যাহার পত্নী মৃতা বা পরিত্যক্তা হইয়াছে কিম্বা দৈবাৎ যাহার বিবাহ না হয় সে অগত্যা অসম্পূর্ণসংস্কার বা অনাশ্রমী, পরন্তু (তৎকর্ত্তৃক) দত্তক গ্রহণ কার্য্য সমাধা হইলেও যে সে অপুত্র ইহা অনুভব বিরুদ্ধ বোধ করিতে হইবে। বি.।

ন চ পত্নীবিরহিণো গার্হস্থ্যাশ্রমবিরহিত্বাৎ গার্হস্থ্যপ্রকরণোক্তং ন সঙ্গচ্ছতে ইতি বাচ্যং, প্রমাণাভাবাৎ। অতএব ব্যাসাদীনাং অকৃতবিবাহানাং শুকদেবাদিরূপ পুত্রোৎপত্তিশ্চ শ্রূয়তে। অকৃতোদ্বাহকস্য মৃতপত্নীকস্য ত্যক্তপত্নীকস্য বা যস্য দৈবাৎবিবাহো ন ভবতি অগত্যা সোঽসম্পূর্ণসংস্কারকোঽনাশ্রমী বা; পরন্তু দত্তক পুত্র প্রকরণ সমবধান সত্ত্বেঽপি তস্য পুত্রত্বং অনুভব বিরুদ্ধং জ্ঞেয়ং। বি.।

ব্যবস্থা। ৫০৬ ক্লীবাদি * উত্তরাধিকারি হইতে অযোগ্য হইলেও দত্তকগ্রহণে অধিকারি †।

৫০৬ ক্লীবাদয়ঃ* ঋক্থানধিকারিণোঽপি দত্তকগ্রহণাধিকারিণঃ †।

* আদিপদে—ক্লীব, পতিত, তৎসুত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড়, মূক, নিরিন্দ্রিয় এবং কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত প্রভৃতি বোধ্য (অনধিকারিবিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে যাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তাহারা অবশ্যই দত্তকগ্রহণে অক্ষম।

† দত্তক বিষয়ে এতদ্দেশে অত্যন্তমান্য দত্তকচন্দ্রিকাকার ক্লীবাদি অনধিকারিগণের দত্তক গ্রহণাধিকার অস্বীকার করেন না, কিন্তু ফলতঃ স্বীকার করিয়া কহেন তাদৃশ ব্যক্তিদের দত্তক পুত্রেরা অন্নাচ্ছাদন বই পৈতামহ ধনে অধিকারি নয়। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৩৬।

দোষহেতু বিষয়ে অনধিকারি ব্যক্তির গৃহীত দত্তকের অধিকার, সঙ্কুচিত বোধ হইতেছে—অর্থাৎ সে দত্তককে দত্তকের সমুদায় স্বত্ব বর্ত্তে না। —এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৫।

গৃহস্থ ভিন্ন অন্য আশ্রমী অথবা অন্ধ, ক্লীব বা অন্যরূপ অনধিকারী ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিলে তাহা সিদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, অধিক শুদ্ধ মত এই যে বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ দত্তক লইলে তাহা সিদ্ধ। পরন্তু ইহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে যে দত্তকগ্রহীতা যে বিষয়ে শাস্ত্রতঃ অনধিকারী তাহাতে তাহার গৃহীত দত্তকের স্বত্ব হইতে পারে না।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্‌সিস্, পৃ. ১৪৮।

ক্লীবাদির দত্তক গ্রহণ বিষয়ে সদরল্যাণ্ডসাহেব নিজ সিনপ্‌সিসের ৪ সংখ্যক নোটে যে মত লিখিয়াছেন তদ্যথা,—'দত্তক গ্রহণ প্রমাণে ধৃত মনুবচনস্থ—"অপুত্র"—পদের ব্যাখ্যা এই করা হইয়াছে যে যাহার পুত্র মরিয়াছে অথবা যাহার পুত্র জন্মে নাই সে অপুত্র, এতদুভয়ের প্রথম ব্যাখ্যা প্রকাশ্য রূপে ও দ্বিতীয় উহ্যরূপে কেবল গৃহির প্রতি খাটে ইহা বোধ করা যাইতে পারে। অপিচ মেধাতিথির উক্তি এই যে 'পুত্রোৎপাদন বিষয়ক যে শাস্ত্রাদেশ তাহা উক্ত রূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃকই যথাকথঞ্চিৎরূপে সম্পন্ন হইতে পারে'। পরন্তু এই সকল দ্বারা মৃতভার্য্য ব্যক্তির গৃহীত দত্তক তো অসিদ্ধ হইতে পারেই না, কিন্তু

প্রমাণ। ক্লীবাদির দারপরিগ্রহ সঙ্গত না হইলেও দত্তকাদিরূপ পুত্রকরণ সম্ভব হয়। বি.।

ক্লীবাদের্দারপরিগ্রহ সংগ্রহাভাবেঽপি দত্তকাদিরূপ পুত্রকরণং সম্ভবতি। বি।

"তাহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে ভাগহারি হয়"*। এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে স্মার্ত্তেরা কহেন কুষ্ঠি প্রভৃতির ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রই দায়াধিকারি, অন্য পুত্র নয়,—কিন্তু ইহা সমীচীন নয়, যেহেতু

'ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্ত্বেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ'"*।—ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে ঔরস ক্ষেত্রজয়োরেব কুষ্ঠ্যাদীনাং পুত্রয়োর্দায়াধিকারো নান্যেষামিত্যাহুস্তন্ন মনোরমং পুত্রিকাপুত্রা-

অবিবাহিত ব্যক্তির গৃহীত দত্তকও অসিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ মেধাতিথির উক্ত উক্তিতে অপুত্র গৃহির পক্ষেই কেবল দত্তক গ্রহণের অধিক আবশ্যকতা বোধক এমত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেবল গৃহীর দত্তক আবশ্যক এই যে মত ইহা বিবাদ ভঙ্গার্ণবে (অর্থাৎ কোলব্রুকের অনুবাদিত ডাইজেষ্টে) জগন্নাথ ভ্রমময় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ক্লীব. পতিত, তৎসুত, পঙ্গু, উন্মত্ত, ও তদ্রূপ দোষগ্রস্ত আর আর ব্যক্তিরা বিষয়ে অনধিকারি। তাদৃশ ব্যক্তিদের গৃহীত দত্তকের সিদ্ধতা বিষয়ে মিতাক্ষরার লিখন জন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা এই যে—"যাজ্ঞবল্ক্য বচনে, অনধিকারি ব্যক্তিদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ মাত্র পুত্রের বিষয়াধিকার বিশেষে উক্ত হওয়াতে, তাহাদের কর্ত্তৃক অন্যরূপ পুত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ অভিপ্রেত হইয়াছে"—। দত্তকচন্দ্রিকাকার উক্ত বা তাদৃশ বচনানুসারে অনধিকারি ব্যক্তিদের দত্তকগ্রহণ বিহিত না হওয়া হেতুবাদে তাদৃশ ব্যক্তিদের গৃহীত তাদৃশ পুত্রের পৈতামহ ধনে অনধিকার কহিয়াছেন। যাহা হউক, আর আর প্রমাণাভাবে অনধিকারি ব্যক্তির গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ করিতে উপরি উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট রূপ সাধারণ বিধান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ফলতঃ দত্তকচন্দ্রিকাকার তাদৃশ মত কথন ব্যতিরেকে কেবল তাদৃশ দত্তকের পৈতামহ ধনে অধিকার থাকা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং বোধ হয় মিতাক্ষরাকারেরও এই মত অভিপ্রেত ছিল না।

উক্ত সাহেবের উক্ত উক্তির প্রতি বক্তব্য এই যে তিনি—দত্তকচন্দ্রিকাকারের উক্তিতে অনধিকারি ব্যক্তিদের দত্তকগ্রহণ বিহিত না হওয়া যে লিখিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তিটী অযথাগথ বোধ হইতেছে, কেননা উল্লিখিত দত্তকচন্দ্রিকাকারের অবিকল উক্তি এই যে "অথান্ধ পঙ্গু প্রভৃতি পুত্রাণাং ধনানধিকারিত্বাৎ তদৌরস ক্ষেত্রজয়োরেব পিতামহ ধন ভাগিত্বশ্রুতের্ন তদ্গৃহীত দত্তক পুত্রাদেঃ পিতামহ ধনাধিকারঃ, কিন্তু ভরণমাত্রং"। অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি পুত্রেরা ধনাধিকারি না হওয়াতে এবং তাহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরই কেবল পৈতামহ ধন ভাগিত্ব শ্রুত হওয়াতে তাহাদের গৃহীত দত্তক পুত্রাদির পৈতামহ ধনে অধিকার নাই, কিন্তু অন্নাচ্ছাদন মাত্রে অধিকার।—ইহাতে স্পষ্ট যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা অন্ধ প্রভৃতির দত্তকাদি পুত্র হওয়া উল্লেখচ্ছলে স্বীকার ও তাহারদিগকে ভরণ মাত্র দান বিধান করিয়া কেবল তাহাদের পৈতামহ ধনে অধিকার না থাকা কহিয়াছেন। দ্রষ্টব্য দ. চ. পৃ. ৩৬।

* মিতাক্ষরাকার উক্ত (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্ যথা,—"ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রের বিশেষে উল্লেখ হওয়াতে অন্যরূপ পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ ইহা জ্ঞেয়"। মিতাক্ষরার এই মত বিবাদভঙ্গার্ণবের উপরি ধৃত হেতুবাদ দ্বারা উত্তম রূপে খণ্ডিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ক্লীবাদি কর্ত্তৃক ক্ষেত্রজ ভিন্ন অন্যরূপ পুত্র গ্রহণ দত্তকচন্দ্রিকাতে নিষিদ্ধ না হইয়া বরং স্বীকৃত হওয়াতে তাহা অন্ততঃ এতদ্দেশে অনিষিদ্ধ বোধ করিতে হইবে।

পুত্রিকাদি ও দত্তকাদি পুত্রের নিরপরাধিত্ব এবং মন্বাদির বচনে ঔরস ও ক্ষেত্রজ বিশেষে উক্ত হয় নাই। এবঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে মনুবচনের সঙ্কোচ হইতে পারে না, পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বচন যে মনুবচনের উপলক্ষণ মাত্র ইহা নির্ব্বিবাদ, কেননা—'বেদার্থের সঙ্কলনহেতু মনুরই প্রাধান্য, মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নয়'—এই বচনে বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মনুরই প্রাধান্য কথিত হইয়াছে।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

দের্দত্তকাদেশ্চানপরাধিত্বাৎ মন্বাদিবচনে ক্ষেত্রজৌরসয়োর্বিশেষানভিধানাচ্চ। নচ যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যাৎ মনোঃ সঙ্কোচঃ মনুবচনান্বা যাজ্ঞবল্ক্য বচনস্যোপলক্ষণতা ইত্যত্র বিনিগমকাভাব ইতি বাচ্যং,—'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে'। ইতি বৃহস্পতিনা মনোঃ প্রাধান্য কথনাৎ। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

ব্যবস্থা। ৫০৭ তথাপি দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বে কুষ্ঠাদি পাপরোগ গ্রস্তদের কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।

৫০৭ তথাপি কুষ্ঠাদিপাপরোগিণাং দত্তকগ্রহণাৎ প্রাক্ প্রায়শ্চিত্তমাবশ্যকং।

প্রমাণ। যেহেতু ঐ পাপরোগজন্য যে অশুচিতা বা অযোগ্যতা তাহা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর না হইলে পুত্রেষ্টি যাগাদি দত্তকগ্রহণ ক্রিয়া করিতে অধিকার হয় না *। পরন্তু দত্তক গ্রহণ করিতে পত্নীকে অনুমতি দিবার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করার তাদৃক্ আবশ্যকতা নাই, যেহেতু পত্নীকে যে পুত্র গ্রহণানুমতিদান সে তদ্গর্ভে পুত্রোৎপাদনের তুল্য, এবং কুষ্ঠাদি পাপরোগিরা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া পুত্র জন্ম দিবেক এমত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

তৎপাপরোগজন্যাশুচিতায়া অযোগ্যতায়া বা প্রায়শ্চিত্তেনাপাকরণং বিনা পুত্রেষ্ট্যাদি দত্তকগ্রহণক্রিয়া সম্পাদনে তস্যানধিকারিত্বাৎ*। পরন্তু পত্ন্যৈ দত্তক গ্রহণানুজ্ঞাদানায় প্রায়শ্চিত্তস্য ন তাদৃগাবশ্যকতা,—যতঃ পত্ন্যৈ যৎ পুত্রগ্রহণানুজ্ঞাদানং তত্তদ্গর্ভে পুত্রোৎপাদন তুল্যং,—এবং কুষ্ঠাদিপাপরোগিণাং পুত্রোৎপাদনাৎপ্রাক্ প্রায়শ্চিত্তস্যাবশ্যকতাস্তীত্যত্র শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে।

ব্যবস্থা। ৫০৮ পুত্রপদে—পৌত্রের ও প্রপৌত্রেরও উপলক্ষণ হওয়াতে, †—ক্রিয়ার্হ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাভাবেই দত্তক-

৫০৮ পুত্রপদস্য পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরপ্যুপলক্ষণাৎ †—ক্রিয়ার্হ প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবেএব দত্তক-

* অনধিকারি প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

† দ্রষ্টব্য—ব্য, দ, পৃ, ৭৩১।

গ্রহণাধিকার হয়, তাহাদের এক জন থাকিতেও হয় না *।

গ্রহণাধিকারঃ, নতু তেষামেকস্মিন্ সত্যপি *।

প্রমাণ। /০ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পুত্রবন্ত হইয়াও দেবরাতাদিকে পুত্র গ্রহণ করার যে নিদর্শন, তাহা—'অপুত্র কর্ত্তৃকই'—ইত্যাদি শ্রুতির বিরুদ্ধ হওয়াতে, শ্রুতি বিহিত নয় ইহা বিবেচ্য।—দ. মী পৃ. ৫।

/০ যত্তু বিশ্বামিত্রাদীনাং পুত্রবতামপি দেবরাতাদি পুত্রপরিগ্রহলিঙ্গ দর্শনং তদপুত্রেণৈবেত্যাদি শ্রুতি বিরোধাৎ ন শ্রুত্যনুমাপকমিতি ধ্যেয়ম্।—দ মী. পৃ. ৫।

৵০ পুত্রপদ পৌত্র প্রপৌত্রেরও উপলক্ষণ, যেহেতু—"পুত্র দ্বারা লোক জয়ী হয, পৌত্র দ্বারা অনন্তজীবন পায়, ও পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়"—ইত্যাদি বচনে পৌত্রাদি দ্বারা বিশিষ্ট লোক প্রতিপাদিত, এবং অপুত্রের স্বর্গ নাই' ইত্যাদি বচনে স্বর্গের অপ্রাপ্তির পরিহার হয। শ্রাদ্ধতর্পণার্থেই যে পুত্র প্রতিনিধিকরণ ইহা বাচ্য নয, যেহেতু "পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র তদ্বদ্বা ভ্রাতৃ সন্ততি" † এই বচনে তাহাদের দুযেরো তাহাতে অধিকার জানা যাইতেছে।—দ. মী. পৃ. ৬।

৵০ পুত্রপদং পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরপ্যুপলক্ষণম্,—পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপমিতি পৌত্রাদিনা বিশিষ্টলোক প্রতিপাদনেন নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীত্যাদ্যলোকতা পরিহারাৎ। নচ পিণ্ডোদকদানার্থং তৎকরণমিতি বাচ্যম্,—পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রশ্চ তদ্বদ্বা ভ্রাতৃসন্ততিরিত্যনেন † তয়োরপি তদধিকারাবগমাৎ।—দ. মী. পৃ. ৬।

ব্যবস্থা। ৫০৯ কিন্তু ক্রিয়াতে অযোগ্য ও বংশরক্ষণে অক্ষম পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র থাকিতেও দত্তক গ্রহণে অধিকার আছে ‡।

৫০৯ কিন্তু সত্যপি পুত্রে পৌত্রে প্রপৌত্রে বা ক্রিয়ানর্হে বংশকরাক্ষমে বা অস্ত্যেব দত্তকগ্রহণাধিকারঃ ‡।

---

* দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ১, ২, ৩। ব্য, দ. পৃ. ৭৩০, ৭৩১। সিনপসিস্ পৃ ১৪৮।

† এই বচনের অবশিষ্ট ভাগ—"সপিণ্ড সন্ততির্ব্বাপি ক্রিযার্হা নৃপ জাযতে"। বিষ্ণুপুরাণং।

‡ পুত্রকরণের প্রধান কারণ মৃত পিতার উদ্দেশে পুত্রের প্রদানীয জল পিণ্ড সংস্থানের আবশ্যতা, তাহার উপর হিন্দুদের পরম সুখ নির্ভর করে, অতএব দত্তকগ্রহণোন্মুখ ব্যক্তির তত্তৎ ক্রিয়াকরণার্হ পুং সন্ততিহীন হওয়া চাই।—সন্ততি পদে পৌত্র ও প্রপৌত্রও বোধ্য। ইহা হইতে এই নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে তাদৃশ পুং সন্ততি বাঁচিয়া থাকিযাও যদি শাস্ত্রোক্ত (জাতি পাত বা পাতিত্য বৎ) কোন দোষে উক্ত ক্রিয়াদি করণে অক্ষম হয়, তবে শাস্ত্রানুসারেই দত্তক-গ্রহণ করা যাইতে পারে।—সদরল্যাণ্ডের সিনপসিস্, পৃ. ১৪৮।

কারণ। যেহেতু পিণ্ডোদকক্রিয়া সম্পাদন ও বংশরক্ষণ পুত্রকরণের প্রয়োজন।

ব্যবস্থা। ৫১০ দৌহিত্রাদির জীবন দত্তক গ্রহণের প্রতিবন্ধক নয়, দত্তক অসিদ্ধ করণেরও কারণ নয়*।

কারণ। যেহেতু—'অপুত্রের পুত্র কর্ত্তব্য' ইত্যাদি বচনে পুত্রপদে পৌত্র প্রপৌত্র বই অন্য কেহ বুঝায় না।

ব্যবস্থা। ৫১১ দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে ও সে দোষযুক্ত না হইলে তদ্গ্রহীতা অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না†।

পিণ্ডোদকক্রিয়ায়াঃ নামসঙ্কীর্ত্তনস্যচ পুত্রকরণস্য প্রয়োজনত্বাৎ।

৫১০ দৌহিত্রাদের্জীবনং ন দত্তকগ্রহণস্য প্রতিবন্ধকং ন বা দত্তকস্যাসিদ্ধেঃ কারণং*।

'অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্য' ইত্যাদি বচনে পুত্রপদস্য পৌত্রপ্রপৌত্রযোরেব উপলক্ষণত্বাৎ, নান্যস্য।

৫১১ গৃহীতে দত্তকে সতি চ তস্মিন্ দোষরহিতে তদ্গ্রহীতা পুত্রান্তরং গ্রহীতুং নার্হতি†।

---

* দত্তকগ্রহণশীল ব্যক্তির পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রহীন হওয়া চাই, (দত্তক মীমাংসা ধৃত শৌনক বচন)। 'কন্‌সিডরেসনস্ অন্ দি হিন্দু ল, নামক গ্রন্থলেখক দৌহিত্রবান্ ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিতে পারে কি না এই সন্দেহ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—কন্. হি. ল. পৃ. ৫০)। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। ইংরাজিতে পৌত্র ও দৌহিত্রের অনুবাদ অবিশেষে "গ্রাণ্ড—সন্" শব্দ দ্বারা হওয়াতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। মে. সদরল্যাণ্ড সাহেব নিজ সিনপ্‌সিসে যথার্থরূপেই লিখিয়াছেন যে যদি পুং সন্ততি থাকে ও সে শাস্ত্রীয় কোন প্রতিবন্ধকে (যথা জাতি পাতে) শ্রাদ্ধাদি করিতে অক্ষম হয় তবে দত্তকগ্রহণ করা যাইতে পারে। 'সমরি অব্ দি হিন্দু-ল, নামক গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে ঔরস পুত্র পাগল হইলে তৎ পিতামাতার দত্তকগ্রহণ কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু এই মতে এবং তদ্‌গ্রন্থস্থ এই মত আর২ মতে আমি কিছু মাত্র সম্মত হইতে পারি না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৬, ৬৭।

† নিষ্কর্ষ এই যে কোন পুরুষ এক বালককে দত্তকগ্রহণ করিলে এবং ঐ বালক বাঁচিয়া থাকিলে, সে অন্য বালককে পুত্র করিতে পারে না। কেননা দত্তক মীমাংসাতে লিখিত আছে যে—"যাহার পুত্র জন্মে নাই কিম্বা যাহার পুত্র মরিয়াছে সেই অপুত্র"—যেহেতু শৌনক বচন এই যে "যাহার পুত্র জন্মে নাই অথবা যাহার পুত্র মরিয়াছে সে পুত্রের নিমিত্তে উপবাস করিয়া ইত্যাদি"।—ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে যদিও সপত্নীপুত্রের মরণ সত্ত্বে দত্তকগ্রহণের অনুমতি সিদ্ধ, তথাপি সপত্নী পুত্রের সহিত অনৈক্য হইলে ঐ পুত্রের জীবন কালে দত্তকগ্রহণ করিবার অনুমতি সিদ্ধ. তথাপি সপত্নী পুত্রের সহিত অনৈক্য হইলে ঐ পুত্রের জীবন কালে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দত্ত হইলে তাহ সিদ্ধ নয়।—মেক্. হি. ল বা ১, পৃ. ৮০, ৮৩।

সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেব কহেন—"যেহেতু স্বয়ং কোন পুরুষকর্তৃক কিম্বা তাহার অনুমতি প্রাপ্তা পত্নীগণ কর্ত্তৃক পর২ দুই দত্তকগ্রহণে কোন বাধা নাই, এতাবতা পতির মত ও ইচ্ছা হইলে প্রথম বর্ত্তমানেও দ্বিতীয় দত্তকগ্রহণ করা হইতে পারে, এবং তাহা—"এষ্টব্যা

কারণ। যেহেতু গৃহীত দত্তক দ্বারা পুত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে অপর পুত্রপ্রতিনিধি অপ্রয়োজক, অশাস্ত্রীয়ও বটে।

প্রমাণ। শ্রাদ্ধ তর্পণ নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তিরই যে উপায়ে সর্ব্বদা পুত্র প্রতিনিধি করিবে (অ)। অত্রিঃ। দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৬০। দ. মী. পৃ. ১।

গৃহীতদত্তকেনৈব পুত্রপ্রয়োজনস্য সিদ্ধেরপর পুত্রপ্রতিনিধেরপ্রয়োজকত্বাৎ, শাস্ত্রাসম্মতত্বাচ্চ।

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্য পুত্রঃ প্রতিনিধিঃ সদা। পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ (অ)॥ অত্রিঃ। দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৬০। দ. মী. পৃ. ১।

বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ” অর্থাৎ বহু পুত্র বাঞ্ছনীয় (যেহেতু) তন্মধ্যে এক জনও যদি গয়ায় যায়” এই বচন প্রমাণে ভবিতব্য। এসটে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৬।

এই উক্তির শেষ ভাগ, অর্থাৎ “এতাবতা পতির মতি ও ইচ্ছা হইলে প্রথম বর্ত্তমানেও দ্বিতীয় দত্তকগ্রহণ হইতে পারে”—এই ভাগ বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে, কেননা প্রথমতঃ এক দত্তক পুত্রেই পুত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে ঔরসের আর প্রতিনিধিকরার আবশ্যকতাভাব:—দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রের কোন স্থলে এমত লিখিত নাই যে এক দত্তক পুত্র থাকিতে অন্য দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে, প্রত্যুত শাস্ত্রে ঔরসপ্রতিনিধি শব্দ সর্ব্বদাই এক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে. তৃতীয়তঃ—এক দত্তক গ্রহণ মাত্রেই গ্রহীতা পুত্রবান হয়, এবং কোন ব্যক্তি পুত্রবান হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে (দ্রষ্টব্য দ. মী, পৃ. ১, ৩. ৫, ও ৬।—দ. চ. পৃ. ২ ও ৩।—ব্য. দ. পৃ. ৭৬০—৭৬২।

“বহু পুত্র বাঞ্ছনীয় যদি তাহাদের মধ্যে এক জন-ও গয়ায় যায়”—এই বচন হইতে উক্ত মত নিষ্কৃষ্ট হইয়াছে বটে. কিন্তু ঐ বচনটি ঔরস পুত্রদের প্রতি প্রযুজ্য, দত্তকদের প্রতি নয়. ইহা উক্ত পণ্ডিতবর সাহেব সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের প্রথম বালামের ১৩৬ পৃষ্ঠায় ধৃত জয়মালার বিরুদ্ধে কাশীপ্রসাদ রায়ের যে মকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতেও বোধ্য, তাহা মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অপিচ পতির মতি ও ইচ্ছার কথা যে লিখিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে পতি এমত মতি বা ইচ্ছানুযায়ি কার্য্য করিতে শাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত,—যদি তাহা না হইত তবে ঔরস পুত্র থাকিতেও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিত। এ বিষয়ে প্রিবি কৌন্সিলে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ ও চূড়ান্ত. তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এক পুত্র (পৌত্র বা প্রপৌত্র) থাকিতে পুত্রান্তর গ্রহণ অশাস্ত্রীয় ও অসিদ্ধ।

এ বিষয়ে সর উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত ও সিদ্ধান্ত বোধ হইতেছে, তদ্যথা,—“কোন পুরুষ এক দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকিলে এবং ঐ দত্তক বাঁচিয়া থাকিলে সে অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। দত্তকমীমাংসায় লিখিত হইয়াছে যে—‘যাহার পুত্র জন্মে নাই বা জন্মিয়া মরিয়াছে সে অপুত্র, যেহেতু শৌনকের বচন এই যে ‘পুত্রহীন অথবা মৃতপুত্র ব্যক্তি’ ইত্যাদি এতদ্বিরুদ্ধ মতাত্মক এক ব্যবস্থা আছে ও তৎ প্রমাণে উল্লিখিত বচন মনুর বলিয়া কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয় না, তদ্বচন যথা,—‘অনেক পুত্র বাঞ্ছনীয়, যদি তাহাদের মধ্যে একজন-ও গয়ায় যায়’। জয়মালার বিরুদ্ধে কাশীপ্রসাদ রায়ের মকদ্দমা।”—স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৩৬। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮০৮২।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এই বচনকে মৎস্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔরস পুত্রে প্রযুজ্য কহিয়াছেন।

উপরি উক্ত মকদ্দমার রিপোর্টে সংযুক্ত নোটে (তাহা ঐ রিপোর্ট বহির ৪২ পৃষ্ঠায়

(অ) অপুত্রস্য ব্যক্তিরই—(অন্যের ব্যাবর্ত্তক) ই-কার শ্রুত হওয়াতে পুত্রবানের অধিকার না থাকা সূচিত হইয়াছে। দ. মী. পৃ. ৩।

(অ) অপুত্রেণৈবেত্যেবকারশ্রুতেঃ পুত্রবতো নাধিকার ইতি সূচিতম্।—দ. মী. পৃ. ৩।

৫১২ পরন্তু যদ্যপি পুত্রের প্রয়োজন সাধনযোগ্য ঔরস বা দত্তক পুত্র, কিম্বা পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকিতে কোন ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে অক্ষম, তথাপি পত্নীকে এমত অনুমতি দিতে পারে যে—যদি বর্ত্তমান বা জনিষ্যমাণ (নির্দ্দোষ) পুত্র হীনাবস্থায় নিধন হয় তবে অন্য পুত্র গ্রহণ করিবে *।

৫১২ পরন্তু যদ্যপি সত্যৌরসে দত্তকে পৌত্রে প্রপৌত্রে বা পুত্রপ্রয়োজনসাধনযোগ্যে ন কোঽপি পুত্রান্তর গ্রহণক্ষমস্তথাপি পত্ন্যৈ এবমনুমতিং দাতুমর্হতি,—যদি বর্ত্তমানায়াঃ জনিষ্যমানায়া বা সন্ততেঃ (নির্দ্দোষ) পুত্রহীনাবস্থায়াং নিধনং স্যাৎ তদা পুত্রান্তরং গৃহ্ণীয়াৎ *।

সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব কহেন—"কোন বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পতির অনুমতি প্রাপ্তা হইয়া থাকিলে, ও গৃহীত সেই দত্তক মরিলে, এবং আর দত্তক গ্রহণ করণনিয়মাত্মক অনুমতি পতি হইতে প্রাপ্তা না হইয়া থাকিলে পুনর্ব্বার দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না এই কথার মীমাংসা হয় নাই।—দত্তকমীমাংসার মতানুসারে ঐ কার্য্য স্পষ্টতঃ অসিদ্ধ হইবে; কিন্তু জগন্নাথের মত এই যে তদবস্থায় গৃহীত দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধ হইবে, যেহেতু প্রথম দত্তক গ্রহণের যে অভিপ্রায় তাহা বিফল হইল"। যদ্যপি জগন্নাথের এই মত ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের বচনের বিপরীত নয়, বরং তাহা তাঁহাদের অভি-

---

প্রেতব্য)। কোলব্রুক সাহেব বিবেচনা করেন যে—"জাত বা দত্তক পুত্র থাকিতে অন্য দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ কি না এবিষয়ে বিখ্যাত লেখকেরা অনৈক্যমত, তাহা সিদ্ধ হওয়া জগন্নাথের মত, কিন্তু মহাপ্রামাণিক দত্তকমীমাংসাকার তদ্বিপরীত মতবাদী"।—ইহাতে সিদ্ধান্ত স্বরূপ এই মাত্র যোগ কর্ত্তব্য যে,—যেহেতু দত্তকমীমাংসাকার বা দত্তকচন্দ্রিকাকার সদৃশ মহাপ্রামাণিক লেখক তাদৃশ দত্তকগ্রহণকে সিদ্ধ বলিয়া লিখেন নাই,—প্রত্যুত তাঁহাদের মতে তাহা অগ্রাহ্যই বোধ্য,—অতএব দত্তকগ্রহণ বিষয়ে অত্যন্ত মান্য যে দত্তকমীমাংসাকার তন্মতের উপর জগন্নাথ ও তৎসদৃশ লেখকের মত প্রবল নহে, বিশেষতঃ যখন উক্ত গ্রন্থকারের মত মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রকর্ত্তাদের মতানুমত ও জগন্নাথ প্রভৃতির মত তদ্বিপরীত তখন এই বিপরীত মত মত বলিয়া মান্য হইতে পারে না।

* ইহা স্বীকৃত হওয়াই দৃষ্ট হইতেছে যে ঔরস পুত্র থাকিতে কোন ব্যক্তি নিজ মরণান্তে পত্নীকে ঐ পুত্রের মরণে দত্তকগ্রহণ করিবার অনুমতি দিতে পারে শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু তদ্দত্তকের অন্যথা হইলেও তৎস্থলে অন্য দত্তকগ্রহণ করিবার অনুমতি দিতে পারে।—মেক্. হি. ল. বা. পৃ. ৮৩, ৮৪।

প্রায়ানুযায়ি বটে, তথাপি তাহা অবস্থা বিশেষে গ্রহণ করা ও মান্য কর্ত্তব্য,— অর্থাৎ পতি যদি বিশেষ করিয়া একমাত্র পুত্র গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকেন এবং ঐ দত্তক অপুত্রক মরিলেও যদি আর পুত্র গ্রহণ করিতে না বলিয়া থাকেন তবে তদ্দত্তকের অকাল মৃত্যুতে তদ্গ্রহণের অভিপ্রায় বিফল হইলেও ঐ পত্নী আর দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা মৃতভর্ত্তৃকার দত্তকগ্রহণে পতির অনুমতি-ই মূল,পতির কর্ত্তব্য ছিল যে প্রথম গৃহীত দত্তকের অপুত্রা-বস্থায় মরণাশঙ্কা করিয়া তাহার উপায় করিয়া যান, তাহা না করিয়া যদি পতি তাদৃশ ব্যাবর্ত্তক অনুমতি দিয়া থাকেন তবে দত্তক গ্রহণাভিপ্রায় বিফল হইলে তিনি-ই সে দোষে দোষী ; -পরন্ত ঐ পতির অনুমতি যদি সাধারণ হয় অর্থাৎ দত্তক গ্রহণ করণের অনুমতি যদি এক দত্তক গৃহীত হইয়া অপুত্র মরিলে আর দত্তক গ্রহণ করা বা না করার উল্লেখ বিনা দত্ত হইয়া থাকে, তবে প্রথম দত্তকের মরণে অন্য দত্তক রাখিতে পত্নীর ক্ষমতা থাকা বিবেচনা করিতে হইবে,—কেননা তাদৃশ অনুমতি দানে তৎপতির এই অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে যে ঔরস পুত্রের কার্য্য তৎপ্রতিনিধিদ্বারা অর্থাৎ দত্তক-দ্বারা সম্পন্ন হইবে, অতএব গৃহীত এক দত্তকের মরণ হেতু তদভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে ধনির ও তৎ পূর্ব্বপুরুষের জলপিণ্ডলোপ ও সুখভোগ বারণ না হয় এই নিমিত্তে দত্তকান্তর গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থা। ৫১৩ সামর্থ্যাদির অভাবে স্বয়ং দত্তকগ্রহণে অক্ষম হইলেই কেবল পত্নীকে তদর্থে অনুমতি দিতে পারে *।

৫১৩ সামর্থ্যাদ্যভাবেন স্বয়ং দত্তকগ্রহণাক্ষমে এব পত্ন্যৈ তদর্থ-মনুমতিং দাতুমর্হতি *।

ব্যবস্থা। ৫১৪ যেমত লেখ্যদ্বারা তেমতি বাক্যদ্বারা-ও দত্ত দত্তক গ্রহণানুমতি সিদ্ধ হয় †।

৫১৪ দত্তকগ্রহণানুমতিঃ যথা লেখ্যেন তথা বাক্যেনাপি সি-দ্ধ্যতি †।

---

* জীবিত ও সুস্থাবস্থায় উত্তরাধিকারির (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী জন্মিবার) আশা করা প্রত্যেক জনেরই স্বভাব সিদ্ধ। এই নিমিত্তেই রোগগ্রস্ত হইলে পত্নীদিগকে অনুমতি দেওয়ার প্রথা আছে, তৎ পূর্ব্বে নাই।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৯৯ ও ১০০।

† পত্নীর প্রতি দত্তানুমতি সচরাচর লিখিত হইয়া থাকিলেও তাহা লিখনের আবশ্যকতা-ভাব ; তথাচ সময় ও উপায় থাকিলে সদ্বিবেচনানুসারে লিখিত হওয়াই উচিত হয়। রাজশাহীর জমীদারের মকদ্দমায় তাহা লিখিত থাকে ; (কিন্তু) অন্য এক মকদ্দমায় (অর্থাৎ নারায়ণী দেবীর বিরুদ্ধে শ্যামাচন্দ্রের মকদ্দমায়) বাচনিক অনুমতি বাঙ্গালার সদরদেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক সিদ্ধ বিবেচিত হয়।—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৮ ও ৭৯।

লিখিত অনুমতি যে নিতান্ত আবশ্যক নয় অত্র সন্দেহ নাস্তি। কোলব্রুকের মত।—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭২।

কারণ। যেহেতু তদুভয়ের একের প্রমাণ বিশিষ্টরূপে হইলেই যথেষ্ট হয়।

ব্যবস্থা। ৫১৫ দত্তকদানাদানেরও লেখ্য নিতান্ত আবশ্যক নয় *।

কারণ। যেহেতু সাক্ষ্যদ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে।

ব্যবস্থা। ৫১৬ ভর্ত্তার অনুমতিতে ভার্য্যা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা পারে না †।

প্রমাণ। /০ পত্নী পতির অনুজ্ঞা বিনা পুত্র দিবেনা গ্রহণ ও করিবে না।—বশিষ্ঠ। দ. মী. পৃ. ৬।

৵০ জ্ঞাতির অনুজ্ঞাতে পত্নীকর্ত্তৃক পুত্র গ্রহণ হউক, এই আপত্তি কর্ত্তব্য নহে, কেননা তাহাতে পতি পদউপলক্ষণ হইয়া উঠে, এবং প্রয়োজন-ও সিদ্ধ হয় না।—প্রয়োজন এই যে—পত্নীকর্ত্তৃক পুত্র পরিগৃহীত হইয়া সে পতির পুত্রসিদ্ধ হয়।—দ. মী. পৃ. ৭।

তদেকতরস্য বিশিষ্টরূপেণ প্রমিতত্ত্বে পর্য্যাপ্তত্বাৎ।

৫১৫ দত্তকদানাদানস্যাপি লেখ্যং নৈকান্তাবশ্যকং *।

সাক্ষ্যেণাপি তস্য প্রমাণার্হত্বাৎ।

৫১৬ ভার্য্যা ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া দত্তকং গৃহীতুং শক্নোতি, অন্যথা নার্হতি †।

/০ ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ"। বশিষ্ঠঃ। দ. মী. পৃ. ৬।

৵০ তর্হি জ্ঞাত্যনুজ্ঞয়ৈব তস্যাঃ পুত্রকরণমস্ত্বিতি চেন্ন, ভর্ত্তৃপদস্যোপলক্ষণতাপত্তেঃ প্রয়োজনাসিদ্ধেশ্চ, প্রয়োজনন্তু ভর্ত্রনুজ্ঞানস্য স্ত্রীকৃত পরিগ্রহেণাপি ভর্ত্তৃপুত্রত্বসিদ্ধিঃ।—দ. মী. পৃ. ৭।

---

* দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১১৩, ১৭৭।

† যেহেতু কোন বিধবার (মৃত) পতির জ্ঞাতিরা দত্তকগ্রহণার্থে তাহাকে ক্ষমতা দিতে পারে (দ্রষ্টব্য ইংরাজিতে অনুবাদিত মিতাক্ষরার ১চ্যাপটরে ২সেকসনের ৯পারাগ্রাফ সক্রান্ত নোট,—অতএব) যেস্থলে বিজ্ঞানেশ্বরের ও ময়ূখের ও তত্তদ্দেশীয় আরং গ্রন্থের মত চলে, সেস্থলে বিধবার পুত্রের অনুমতি-ও নিঃসন্দেহ রূপে কর্ম্মণ্য হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশে তদ্রূপ নহে এখানে পতি ভিন্ন অন্যের অনুমতি অকর্ম্মণ্য।—কোলব্রুকের মত, দ্রষ্টব্য স্ট্রেঞ্জ. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭২।

"বঙ্গদেশে ও কাশীপ্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থানুসারে পতি জীবন কালে দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া থাকিলে তন্মরণানন্তর পত্নী দত্তকগ্রহণ করিতে পারে।—বাঙ্গালা ও কাশী প্রদেশের সর্ব্বসাধারণ নিয়ম এই যে পূর্ব্বে পতি হইতে অনুমতি প্রাপ্তা না হইলে কোন পত্নী দত্তক পুত্র গ্রহণ বা দত্তকগ্রহণার্থে নিজ পুত্র দান করিতে পারে না" (মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৯০ ও ১০০)।—উক্ত নিয়মের শেষ ভাগ, অর্থাৎ—'পূর্ব্বে পতির অনুমতি না পাইয়া থাকিলে দত্তকগ্রহণার্থে নিজ পুত্র দান করিতে পারে না',—সাধারণ নিয়ম হইলেও তাহা বাঙ্গালা প্রদেশের শাস্ত্র নহে, কেননা দত্তকচন্দ্রিকায় ইহার বিপরীত বিধান আছে।—দ্রষ্টব্য, দ. চ. পৃ. ৯।

মৃত পতির অনুমত্যানুসারে বিধবা কর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণাদি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত।

" বিধবাকর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণ বিষয়ক যে ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা বক্ষ্যমাণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

১ বিধবার দত্তকগ্রহণাধিকার।—২ গ্রহীতব্য ব্যক্তির উপযুক্ততা।—৩ দত্তক-গ্রহণে যে২ ক্রিয়া আবশ্যক।—৪ বিহিত বিধান অপালনের ও অবশ্য-কর্ত্তব্য ক্রিয়া না করণের ফল।—৫ যথাশাস্ত্র দত্তকগ্রহণের ফল।

১ বিধবার দত্তক গ্রহণাধিকার—

বঙ্গদেশ প্রচলিত গ্রন্থ সমস্তের একীভূত মত এই যে পতি জীবনকালে লিখিত বা বাচনিক অনুমতি রীতিমত প্রকাশ না করিয়া থাকিলে বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। সে নিজ ক্ষমতায় পতিধনের উত্তরাধিকারি গ্রহণ করিতে অযোগ্যা। কিন্তু তম্মৃত পতি তাদৃশ অনুমতি দিয়া গেলে বস্তুতঃ পত্নীকে দত্ত কর্ত্তৃত্বদ্বারা ঐ দত্তক গ্রহণ তাহারই করা হইল, এবং যখন সেই পত্নী তদনুমত্যানুসারে কোন ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করে তখন সে প্রতিনিধিরূপে কর্ত্তার আজ্ঞাই পালন করে, এতাবতা তাহাকে দত্ত অনুমতি সিদ্ধ কি না ও তাহা পালন করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি না তাহা জানিতে সে বাধিতা।

২ গ্রহীতব্য ব্যক্তির উপযুক্ততা—

যে ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে (এমত) কোন দোষ থাকিবে না যাহা দত্তকের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাহার প্রতি, প্রতিবন্ধক হইতে পারে। সে বিশেষ বয়স্ক হইবে, এবং গ্রহীতার (এমত) কোন বিশেষ সম্পর্কীয় হইবে না যাহাকে দত্তক গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে, পূর্ব্বে তাহার চূড়াকরণ না হওয়া চাই, ইত্যাদি।

৩ দত্তক গ্রহণে যে যে ক্রিয়া করা আবশ্যক—

দত্তকগ্রহণোন্মুখ ব্যক্তি নিজাভিপ্রায়ের সমাচার রাজাকে দিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বের সমক্ষে বিহিত বিধানানুসারে দত্তক গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু বিধবা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া করণে অযোগ্যা হওয়াতে, তাহা তাহাকে ব্রাহ্মণদ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। কোন অপ্রধান ক্রিয়া না করা হইলে দত্তক অসিদ্ধ হইবে না।

৪ বিহিত বিধান অপালনের ও অবশ্য কর্ত্তব্য ক্রিয়া অকরণের ফল—

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে বিহিত বিধানসকল পালন বিনা দত্তক গৃহীত হইলে তাহার পুত্রত্ব সিদ্ধ হইবে না। পরন্তু সে বিবাহোপযুক্ত ধন পাইতে যোগ্য হইবে। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে চূড়াকরণাদি সংস্কার স্বগোত্রোল্লেখে হইলে দত্তকাদি পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নতুবা তাহারা দাস কথিত হয়, এই সকল হইতে দৃষ্ট হইবে যে অবশ্য কর্ত্তব্য

ক্রিয়া বিনা গৃহীত দত্তক মৃত ধনির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। সে বিবাহোপযুক্ত ধন পাইতে যোগ্য হইয়া তৎ পরিবারের দাস হইবে। পরন্তু এ বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে,—কেননা প্রত্যেক দত্তকেরই সিদ্ধতার প্রতি দুই নিয়ম আছে। প্রথম এই যে পতির অনুমতি বিনা যদি দত্তক গৃহীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় এই যে তদনুমত্যনুসারে দত্তক গ্রহণ হইয়াও যদি তাহা বিহিত বিধানের ব্যতিক্রমে ও আবশ্যক ক্রিয়া সম্পাদন ব্যতিরেকে হয়।

প্রথম নিয়ম (বিষয়ে জ্ঞাতব্য) এই যে কোন বিধবা যদি মৃত ভর্ত্তার আরোপিত অনুমতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করে ও সে অনুমতি অমূলক প্রমাণ হয়, তবে তদ্দত্তক গ্রহণ আমূলতঃ অসিদ্ধ, যদি আর কোন ব্যতিক্রম থাকে যদ্দ্বারা দত্তক দান বা গ্রহণ দূষ্য হইতে পারে তাহাতেও ঐ ফল হইবে, এবং তৎপরের ক্রিয়াগুলি যথোচিত রূপে কৃত হইলেও ঐ দোষ শুধরিবে না। তদবস্থায় ঐ গ্রহীত ব্যক্তি জনক জননীরই উত্তরাধিকারী থাকিবে, সে ঐ পরিবার হইতে বিবাহের ব্যয় পাইতে অধিকারী হইবে না, ও তাহার দাসও হইবে না, যথা উক্ত হইয়াছে—"জন্মদাতা পিতা অন্য ব্যক্তিকে পুত্র দান করিলে ঐপুত্র সংস্কারদ্বারা পুনর্জাত হয়, তাহার সম্বন্ধ দাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহীতার সহিত আরব্ধ হয়"। এতাবতা কোন বিধবা পতির অনুমতি বিনা দত্তক গ্রহণ করিলে সে বালক সংস্কারদ্বারা পুনর্জাত হয় না, এবং দাতার সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, ও গ্রহীতার সহিত তাহার সম্বন্ধ আরব্ধ হয় না, যেহেতু যথাবশ্যক অনুমতির অভাবে তদ্গ্রহণই সম্পূর্ণ হয় নাই।

দ্বিতীয় নিয়মবিষয়ক অবস্থা সকল বিভিন্ন, তাহাতে গৃহীত ব্যক্তি জনক জননীকর্ত্তৃক দত্ত আর যথোচিত অনুমত্যনুসারে বিধবাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, এবং দান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়াতে জনকের স্বত্ব লোপ হইয়া গৃহীতার স্বত্বোৎপত্তি হয়। কেবল বিহিত বিধান পালন ও ক্রিয়া সম্পাদনাভাবে গৃহীত ও গ্রহীতার মধ্যে পুত্রত্ব সম্বন্ধ হয় না। এতাবতা দান ও গ্রহণদ্বারা জনকের সহিত পুত্রত্ব সম্বন্ধ লুপ্ত হওয়াতে, অথচ গৃহীত ও গ্রহীতার মধ্যে ঐ সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়াতে ঐ বালক তদুভয়ের কোন পরিবার ভুক্ত হইতে পারে না। এতাবতা শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে যে ঐ বালক যে পরিবারে গৃহীত হওয়ার অভিপ্রেত হইয়াছিল তাহা হইতে বিবাহোচিত ধন পাইবে, ও দাসবৎ প্রতিপালিত হইবে।

উপরি উক্ত দুই নিয়মের ব্যতিক্রমে যে ফলোৎপত্তি তাহা এই রূপে বর্ণিত হইল।

৫ যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণের ফল—

কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে বিহিত বিধান ও ক্রিয়া পালনপূর্ব্বক গৃহীত হইলে জনক পিতার পরিবারের ও বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ ও অধিকার লোপ হয়, জনকের শ্রাদ্ধাদি করিতেও তাহার অধিকার থাকে না।

সে কেবল গৃহীতা পিতার ধনাধিকারী হয় এমত নহে, কিন্তু ক্রমাগত ধনে এবং নিকৃষ্ট ও দূর জ্ঞাতির ধনেও সে অধিকারী হয়। অপিচ সে গ্রহীতৃ-মাতার গর্ভজ পুত্রের স্বরূপ হয়, এবং ঐ মাতার পিতৃলোক তাহার মাতামহাদি হয়েন।

চতুর্থ ভাগে লিখিত মত হইতে এমত প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে কোন বিধবা মৃতপতির স্থানে অনুমতি প্রাপ্তা হওয়া কথিত হইয়া থাকিলে ও তদনুসারে দত্তক গৃহীত না হইয়া থাকিলে ঐ বিধবা তদনুমতানুসারে দত্তক গ্রহণে নিজ স্বত্ব সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে সম্ভব্য উত্তরাধিকারির নামে নালিশ করিতে পারে কি না? প্রিবি কৌন্‌সিলে নিষ্পন্ন এক মকদ্দমাতে (তাহা মূরস্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ আপীলের তৃতীয় বালামের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বিচারপতিরা প্রায় তত্তুল্য এক বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সাবধানপূর্ব্বক বিরত হইয়াছেন। কিন্তু মেকফার্সন সাহেব নিজকৃত সিবিল্‌-প্রোসিডিওর নামক তৃতীয় বার মুদ্রিত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে কোন ব্যাবহারিক স্বত্ব বলবৎ করিবার নিমিত্তে নয় কিন্তু কেবল বিশেষ শাস্ত্রীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকার থাকার আদেশ নিমিত্তে উপস্থিত কোন নালিশ গ্রহণ করিতে অথবা নামমাত্রে কোন অধিকার বিষয়ক নিষ্পত্তি করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা আছে কি না এবিষয়ের মীমাংসা বহুকাল পর্য্যন্ত হইয়াছিল না। পরন্তু ইদানীন্তন উক্ত আদালত ঐ ক্ষমতার কার্য্য করিয়াছেন। এই মতের পোষকতা কলিকাতার সদরদেওয়ানী আদালতের ১৮৫৩ সালের নিষ্পত্তি পত্রের ৫৮ পৃষ্ঠাতে এবং আগরার সদরদেওয়ানী আদালতের ১৮৫৩ সালের নিষ্পত্তি পত্রের ৬৭৯ ও ৭৬১ পৃষ্ঠাতে ও মেকনাটনের হিন্দু ল-র দ্বিতীয় বালামের ১৯৯ পৃষ্ঠাস্থ ১৯ নম্বর মকদ্দমাতে প্রাপ্য;—শেষোক্ত মকদ্দমা প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত ঠিক মিলে।

শ্রী প্র কু ঠাকুর।

ব্যবস্থা। ৫১৭ তথাপি পতির অবৈধানুমতিতে অথবা তদনুমতির অসঙ্গত অর্থব্যাখ্যানে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না *।

৫১৭ তথাপি পত্নী পত্যুরবৈধানুমত্যা তদনুমতেরসঙ্গতার্থব্যাখ্যানেন বা দত্তকং গ্রহীতুং ন শক্নোতি *।

* ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে পতি কোন এক স্ত্রীকে এমত অনুমতি দিলে যে তোমার সপত্নী পুত্রের সহিত না বনিলে সে থাকিতেও দত্তক গ্রহণ করিবে, তাহা কার্য্যকারক হইবে না। পরন্তু পুত্র মরণ সত্ত্বে দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে। মেক. হি. ল. ব. ২, পৃ. ৮৪—৮৬। দ্রষ্টব্য—মোসম্মাৎ সুলক্ষণা—বনাম—রামদুলাল পাঁড়ে। স. দে. আ. রি. বা. ১. পৃ. ৩২৫।

কারণ। যেহেতু পতির ক্ষমতাতীত অনুমতিতে কিম্বা আপদ মোচনার্থে তাহার মনস্থের বিরুদ্ধে তদনুমতির অর্থ করণপূর্ব্বক গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ।

পত্যুঃ ক্ষমতাতীতানুমত্যা আপন্মোচনার্থং তস্যা অভিমতস্য বিরুদ্ধার্থগ্রহণেন বা তয়া গৃহীতস্য দত্তকস্যাসিদ্ধত্বাৎ।

বিবেচনা। যদিও পুত্রের কার্য্যকরণক্ষম একপুত্র গ্রহণেই গ্রহীতা পিতার পুত্রকরণাবশ্যকতা দূর হয়, তথাপি এতদ্দেশে একাধিক পত্নীবিশিষ্ট অপুত্র পুরুষের প্রত্যেক পত্নীকে এক দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়ার প্রথা হইয়াছে।—কারণ নিজ শ্রাদ্ধ তর্পণ নিমিত্তে বিশেষতঃ নিজ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ নিমিত্তে প্রত্যেক কলত্রেরই পুত্র গ্রহণ আবশ্যক। এবং অত্রির ও মনুর বচনে "পুত্র" পদ এক বচনান্ত হইলেও পতির নিমিত্তে এককালে একাধিক পুত্র গৃহীত হইতে পারিলে তাহা তদবাধক নহে *। তাদৃশ দত্তক গ্রহণ দত্তকতিলকের বক্ষ্যমাণ লিখনে স্মৃত ও স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সিদ্ধতা প্রধানতঃ প্রবলীকৃত আচার-মূলক এবং আচার পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধানের উপর প্রবলতর, এবঞ্চ উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় আচার এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার উচ্ছেদ অসাধ্য। অতএব,—

ব্যবস্থা। ৬১৮ পতির অনুমতিতে পত্নীগণ কর্ত্তৃক একাধিক দত্তক এককালে গৃহীত হইলে সিদ্ধ. নতুবা প্রথমে গৃহীত দত্তকই সিদ্ধ, সে না মরিলে পরে গৃহীত দত্তক সিদ্ধ নয় †

৬১৮ পত্যনুমত্যা পত্নীভির্গৃহীত দত্তকাঃ এককালং গৃহীতাশ্চেৎ সিদ্ধাঃ—অন্যথা প্রথম এব সিদ্ধঃ, তন্মরণাৎপ্রাক্ গৃহীত দত্তকান্তরো ন সিদ্ধঃ †।

কারণ। যেহেতু ভিন্ন ভিন্নকালে গৃহীত দত্তকদের মধ্যে প্রথমই ধনির অপুত্রাবস্থায় গৃহীত, প্রথমের গ্রহণমাত্রে ধনী পুত্রবান্ হওয়াতে এবং

অসমকালেষু গৃহীত দত্তকানাং প্রথম এব ধনিনোঽপুত্রদশায়াং কৃতঃ, প্রথমস্য গ্রহণমাত্রেণ তস্য

---

* কেননা উক্ত বচনদ্বয় পদ্য এবং পদ্যে ছন্দের অনুরোধে একবচনান্তপদ বহুবচনার্থে ব্যবহৃত হয়, ও বচনান্তপদ এক বচনার্থে ব্যবহৃত হয়, যথা বক্ষ্যমাণ নারদবচনে প্রকাশ “ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যথেষ্টতঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যোমাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি॥ অতঃ পুত্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ পিতা মোচনীয়ো যথা নো নরকং ব্রজেৎ॥ অস্যার্থঃ—‘পিতারা বহুপুত্রদের কামনা করেন এই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে যে উত্তমর্ণ অধমর্ণ হইতে এ আমাকে মুক্ত করিবে। অতএব পুত্র জন্মিয়া যাহাতে পিতা নরকে না যান (তন্নিমিত্তে) স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে।— বি. দা. ভা. দ্বী. বু ৪।

† কোন পুরুষ এক বালককে দত্তক গ্রহণ করিলে, সে বালক বাঁচিয়া থাকিতে যে সে অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না অত্র সন্দেহো নাস্তি। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮০। এবং পূর্ব্ব পৃষ্ঠার প্রথম নোট দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অপুত্রতাই দত্তক গ্রহণ প্রয়োজক হওয়াতে ও প্রথমে গৃহীতপুত্র নির্দোষরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রান্তর গ্রহণে শাস্ত্রাদেশাভাব *।

পুত্রবত্ত্বাৎ তস্মিংশ্চ নির্দোষে জীবতি পুত্রান্তর গ্রহণস্য শাস্ত্রাভাবাচ্চ *।

প্রমাণ। "কেহ নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছায় নিয়ম করিতে অশক্ত"—এই ন্যায়ে অপুত্রাবস্থায় এক ইচ্ছায় একানুষ্ঠানে বহুপুত্র গৃহীত হইলেও সিদ্ধ, কিন্তু ইচ্ছা এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে গৃহীত হইলে সিদ্ধ নহে। অনুমতি থাকিলেও তাহা সিদ্ধ নহে ইহা বোধ্য। অতএব যেমত উৎকটেচ্ছায় বিহিতানুষ্ঠানপূর্ব্বক একবারে গৃহীত বহুদত্তক সিদ্ধ, তেমতি এক জীবিত থাকিতে অন্য নয়। পত্নীদের অনুরোধে একইচ্ছাতে একানুষ্ঠানে গৃহীত বহুদত্তক সিদ্ধ।—ভবদেব ভট্ট কৃত দত্তক-তিলক।

/০ স্বতন্ত্রেচ্ছয়া নিয়ন্তুমশক্যমিতি ন্যায়েনাপুত্রিতাবস্থায়াং একেচ্ছয়া বহবোঽপ্যেকানুষ্ঠানেন কৃতাঃ সিদ্ধা-স্ত্যেব, ন পুনরেকেচ্ছয়াপি পৃথগনুষ্ঠানেন কৃতা ইত্যর্থঃ। নৈবমনুমতাবপীতি বোধ্যং। অত উৎকটেচ্ছয়া যথাবিধ্যনুষ্ঠান গৃহীতা যুগপদেব দত্তকাঃ সিদ্ধান্তি। অত্রাপি একস্মিন্ জীবতি নান্যঃ। একেচ্ছয়া পত্নীনামনুরোধাদেকানুষ্ঠানেন কৃতাঅপি বহবো দত্তকাঃ সিদ্ধাঃ। ইতি ভবদেব ভট্ট কৃত-দত্তক-তিলকং।

৵০ অতএব একপুত্র প্রতিনিধি থাকিতে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নহে।—দত্তক সিদ্ধান্ত মঞ্জরী।

৵০ অতএবৈকপুত্রপ্রতিনিধিমতাং ন দ্বিতীয় পুত্রপ্রতিনিধিকরণং ন্যায্যং। দত্তক সিদ্ধান্ত মঞ্জরী।

৶০ "অপুত্র-ই"—ইহাতে ইকারের প্রয়োগহেতু পুত্রবানের (পুত্র গ্রহণে) অধিকার না থাকা বোধিত হইয়াছে।

৶০ অপুত্রেণৈবেত্যেবকারেণ পুত্রবতো নাধিকারো বোধিতঃ।—দ. মী. পৃ. ৩।

।০ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র ও ভ্রাতৃপুত্র হীনাবস্থায় দত্তক গ্রহীতব্য। এক থাকিতে অন্য গ্রহীতব্য নহে।—বিবাদার্ণব-সেতুর মত।

।০ পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্র-ভ্রাতৃপুত্র-হীনাবস্থায়াং দত্তকো গ্রাহ্যঃ, সতি ত্বেকে নান্যঃ। ইতি বিবাদার্ণব-সেতু-মতং।

---

* জায়মানার বিরুদ্ধে গৌরীপ্রসাদের মকদ্দমাতে (দ্রষ্টব্য স. দে. আ. রি. বাল্‌ ৩, পৃ ১৩৩) দৃষ্ট হইতেছে যে পতি এক পত্নীর সহিত সস্ত্রীক হইয়া এক দত্তক গ্রহণ করণান্তে অন্য পত্নীকে পূর্ব্বে দত্তানুমতি দৃঢ় করিল, এবং পূর্ব্বে গৃহীত দত্তক বাঁচিয়া থাকিতে তাদৃশ অনুমতি ক্রমে গৃহীত দত্তকের পুত্রত্ব (তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন ক্রমে সিদ্ধ না হইলেও) সদরদেওয়ানী আদালতে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইল। পরন্তু তাদৃশ পুত্রত্ব সিদ্ধি প্রিবি কৌন্সিলের এক নিষ্পত্তিতে অগ্রাহ্য হইয়াছে। শেষোক্ত নিষ্পত্তিতে এক দত্তকের জীবদ্দশায় গৃহীত দ্বিতীয় দত্তকের পুত্রত্ব অসিদ্ধ করা হইয়াছে।—ইহা শাস্ত্রানুমত এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত।—৫০৮ ও ৫৭১ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীরে ধৃত প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা। ৫১৯। দত্তক গ্রহণে অনুমতি প্রাপ্তা পত্নী যখন গ্রহণ-যোগ্য বালক পায় তখনই গ্রহণ করিতে পারে।

কারণ। যেহেতু তাহা গ্রহণের কাল নিয়মিত হয় নাই।

ব্যবস্থা। ৫২০। কিন্তু গ্রহণযোগ্য বালক পাওয়া গেলেও যদি অনুমতি প্রাপ্তা পত্নী দত্তক গ্রহণ না করে, তবে সে পিণ্ডোদক ক্রিয়া ও বংশ লোপের অপরাধে অপরাধিনী।

৫১৯। দত্তকগ্রহণানুমতা পত্নী যদা গ্রহণার্হং বালকং প্রাপ্নোতি তদৈব গ্রহীতুমর্হতি।

তদ্‌গ্রহণ কালস্যানিয়মিতত্বাৎ।

৫২০। কিন্তু প্রাপ্তেঽপি গ্রহণার্হে বালকে যদি প্রাপ্তানুমতিঃ পত্নী দত্তকং ন গৃহ্লাতি তদা সা পিণ্ডোদক ক্রিয়ায়াঃ নামসঙ্কীর্ত্তনস্য চ লোপাপরাধিনী।

এ বিষয়ে মেকনাটনের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালামে এক ব্যবস্থা আছে, তদ্‌যথা,—

প্র.। এক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পুর্ব্বে পত্নীদের প্রত্যেককে এক দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়, তাহার মৃত্যুর পর তজ্জ্যেষ্ঠা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিল না, এবং দুই বিধবাতে সমান রূপে বিষয় ভাগ করিয়া লইল। জ্যেষ্ঠা বিধবা নিজ অংশের সমুদায় অপর এক ব্যক্তিকে দান করিয়া লোকান্তর গতা হইল, অনন্তর কনিষ্ঠা বিধবা এক দত্তক গ্রহণ করিল, এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠ বিধবার অংশ ঐগ্রহীতাকে বর্ত্তিবে, অথবা কনিষ্ঠা বিধবার দত্তক পুত্রকে অর্শিবে?

উ.। ঐ জ্যেষ্ঠা বিধবা দত্তক গ্রহণ না করিয়া পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহার অংশে তৎপতির অনুমত্যনুসারে কনিষ্ঠা বিধবার গৃহীত দত্তক অধিকারী। জ্যেষ্ঠা পত্নী সপত্নীর সহিত বিভাগে যে অংশ পায় তাহার দান শাস্ত্রসম্মত নয় এবং দত্ত বস্তু গ্রহীতা লইতে পারে না, যেহেতু এমত অবস্থায় জলপিণ্ড দানের উপায় কেবল দত্তক গ্রহণ মাত্র ছিল, সুতরাং যখন সে মৃত পতির তাদৃশ উপকার না করিয়া বিষয় দান করিয়াছে তখন সে অনধিকারিণী বিধবাগণের শ্রেণিভুক্ত হওন যোগ্যা। অতএব তৎকৃত দান অদত্ত ও অসিদ্ধ। জিলা দিনাজপুর, ৩১ আগষ্ট ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫০, পৃ. ২৪৭।

বিবেচনা। উক্ত মতের শেষ ভাগ অর্থাৎ—"যখন সে মৃত পতির তাদৃশ উপকার না করিয়া বিষয় দান করিয়াছে তখন সে অনধিকারিণী বিধবাদের শ্রেণিভুক্তা হওন যোগ্যা"—শাস্ত্র সিদ্ধ বোধ হইতেছে না, যেহেতু যে পাপে পাতিত্য হয় না তাহাতে কোন ব্যক্তি বিষয়ে অনধিকারী হইতে

পারে না।—পঞ্চ মহাপাতকের কোন পাতকে অথবা পুনঃ পুনঃ কৃত উপপাতকেই কেবল পাতিত্য হয় *। পরন্তু দত্তক গ্রহণ না করণ দ্বারা জলপিণ্ড লোপ বা বংশ লোপ রূপ পাপ উক্ত পঞ্চ মহাপাতকের অথবা উপপাতকের মধ্যে পরিগণিত না হওয়াতে তাদৃশ পাপে কোন নারী অনধিকারিণী হইতে পারে না, এতাবতা উক্ত মত যথাশাস্ত্র নয়।

ব্যবস্থা। ৫২১। পত্নী অপ্রাপ্তব্যবহারকালেও পতির অনুমতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

কারণ। যেহেতু পত্নী তাহাতে পতির আজ্ঞামাত্র পালন করাতে পতি-ই তৎকার্য্যের কর্ত্তা।

৫২১। পত্নী অপ্রাপ্তব্যবহারকালেঽপি পত্যুরনুজ্ঞাক্রমেণ দত্তকং গ্রহীতুমর্হতি।

তস্যাঃ পত্যুরাজ্ঞাপালনব্যাপারমাত্রস্যৈব সম্পাদনীয়ত্বেন তত্র পত্যুরেব কর্ত্তৃত্বাৎ।

বিবেচনা। দত্তক গ্রহণে পতির অনুমতিপ্রাপ্তা পত্নী অপ্রাপ্তব্যবহারকালে-ও যে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পতি অপ্রাপ্তব্যবহারকালে দত্তক গ্রহণ করিতে বা তদর্থে পত্নীকে অনুমতি দিতে পারে কি না তাহা অদ্যাপি নির্বিবাদরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার টীকাকর্ত্তা স্মার্ত্তবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি দত্তক-মীমাংসার তাৎপর্য্য বিবৃতিতে কহেন "নাবালগ্ (অর্থাৎ অপ্রাপ্তব্যবহার) স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই দত্তক লইতে পারে,—ধর্ম্মকার্য্যে বাল্যাদি প্রতিবন্ধক হয় না"।

গৌড়ীয় দায়াবলী প্রভৃতির কর্ত্তা বিজ্ঞবর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতে অপ্রাপ্তব্যবহার পুরুষ দত্তক গ্রহণে সক্ষম নহে। তাঁহার লিখিত মত যথা,—'বালগ্' ও 'নাবালগ্' এই শব্দদ্বয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'প্রাপ্তব্যবহার' ও 'অপ্রাপ্তব্যবহার'। গৌতম-সূত্রের টীকাকর্ত্তা উদ্যোতকরাচার্য্য ব্যবহার শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্‌যথা,—'ব্যবহারের প্রতি পাঁচ কারণ, প্রথম উদ্দেশ্য কর্ম্মের নিমিত্তে যোগ্যতা বোধ, দ্বিতীয় তৎসম্ভাব্য ফলের জ্ঞান, তৃতীয় তাহাতে সম্ভাব্য অত্যনিষ্টের অগ্রসূচনা, চতুর্থ তৎকর্ম্মে স্পৃহা, পঞ্চম তৎ সফলতার উপায় জ্ঞান, শাস্ত্রে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কোন যুবার উপরি উক্ত হিতাহিত জ্ঞান হয় না। মিতাক্ষরার ঋণাদান প্রকরণে লিখিত আছে যে—"শিশু অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভস্থ সদৃশ জ্ঞেয়, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত সে বালক বাচ্য, তাহার পর ব্যবহারজ্ঞ হইয়া প্রাপ্তব্যবহার কথিত হয়' তৎকালে তাহার পিতা মাতা না থাকিলে সে স্বাধীন বিবেচিত (ইহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন)।"

* অনধিকার বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

“মিতাক্ষরাকার কহেন—‘কোন বালকের পিতা মাতা না থাকাতে সে স্বাধীন হইলেও সে স্বয়ং পিতৃঋণের দায়ী হয় না, কাত্যায়ন কহেন—কোন বালক পিতা মাতার অভাব হেতু অনধীন হইলেও পিতৃ ঋণের দায়ী নয়। যেহেতু জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাগুবর্ণিত বয়স ও গুণ বিশিষ্টই স্বতন্ত্র। প্রাপ্তব্যবহারকালের পুর্ব্বে কোন বালক যেমত ঋণের দায়ী নয়, তেমতি সে কোন বিচারালয়ে আহূত অথবা কারাবদ্ধ হইতে পারে না; কেননা কথিত হইয়াছে যে—‘যাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার, রাজদূত, ধর্ম্ম কর্ম্মে দানোন্মুখ, ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত, ও যাহারা বৃদ্ধ তাহারা কোন বিচারাগারে আহৃত অথবা কারাগারে রুদ্ধ হইতে পারে না’। উপরি উক্ত ঋষির মতে (অর্থাৎ প্রাপ্তব্যবহার হইলেই পিতৃঋণের দায়ী এই মতে) এবং যে ঋষি কহেন পুত্র জন্মাবধি পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে এবং নিজ ধনেও পিতাকে রক্ষা করিতে বাধিত, তাঁহার মতে প্রকাশ্য রূপ বৈলক্ষণ্য আছে ঐ ঋষির উক্তির ভাবার্থ এই যে পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে পিতৃঋণের দায়ী, তৎপুর্ব্বে নয়। পরন্তু প্রাপ্তব্যবহার হওন পর্য্যন্ত ঋণ শোধের প্রতি যে বাধা তাহা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদিতে প্রযুজ্য নহে, যেহেতু তাহা করিতে বালকেরাও (শাস্ত্রে) অনুজ্ঞাত হইয়াছে”।

“যাহা উপরে লিখিত হইল তাহা হইতে প্রকাশ যে কোন বালক প্রাপ্তব্যবহার না হইলে কি বৈষয়িক কি শাস্ত্রীয় কোন কর্ম্ম করিতে নিষিদ্ধ,—কেবল শ্রাদ্ধাদি করা শাস্ত্রে বিশেষে আদিষ্ট হওয়াতে ও তাহা কাম্য কর্ম্ম না হওয়াতে তাহাই সে করিতে পারে। অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তির দত্তক গ্রহণার্থে পত্নীকে অনুমতি দান নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত,—প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত বয়স্ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাদৃশ কর্ম্মের নিমিত্তে আবশ্যক যে যোগ্যতা তাহা তাহার হইতে পারে না।—দ্বিতীয়তঃ, দত্তকগ্রহণ শাস্ত্রে নিত্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই, কিন্তু কাম্য কথিত হইয়াছে, যথা উক্ত হইয়াছে—‘যে ব্যক্তি পিণ্ডোদকক্রিয়ার ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আশা করে তাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে হইবে’। কিন্তু দত্তক গ্রহণ না করিলে সে পাপী হয় না, সে কেবল নিজে বিশেষ ফলে বঞ্চিত হয়, অতএব দত্তক গ্রহণ নিত্য কর্ম্ম নয়, কিন্তু কাম্য বটে, তাহা হওয়াতে ইহা আর সকল কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু শাস্ত্রাদিষ্ট নয়। অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান বিহীন, যথা উপরেই উক্ত হইয়াছে,—অতএব তৎকর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ। অপ্রাপ্ত ব্যবহার কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ক কোন অনুমতি দত্ত হইয়া থাকিলে তাহা তাহার কৃত উইল বা বাচনিক দানের ন্যায় শাস্ত্রতঃ অসিদ্ধ। এই মত যুক্তি-যুক্তও বটে, কেননা দত্তক গ্রহণ দ্বারা যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী নিজ অধিকারে বঞ্চিত হয়, এবং বর্ণিত হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি তাদৃশ কার্য্য করিতে যোগ্য। শাস্ত্র মতে ঐ হিতাহিত জ্ঞান ষোল বৎসরের মধ্যে না হওয়াতে যে যে কর্ম্ম করায় শাস্ত্রে বিশেষ রূপে আদেশ নাই তাহাতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ঐ বাধা থাটিবে। অপিচ অপ্রাপ্তব্যবহারের বিবেচনা অপরিপক্ক হওয়াতে,—তাহার তাদৃশ ক্ষমতা হইলে

স্বার্থপর ব্যক্তিদের প্ররোচনায় তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে। এই নিমি- ত্তই যে স্থলে কোন কার্য্য সিদ্ধির প্রতি তৎকর্ত্তার হিতাহিত জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা সে স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা কৌশলপূর্ব্বক অপ্রাপ্তব্যবহারের তৎ- ক্ষমতা দৃঢ় রূপে নিষেধ করিয়াছেন” ॥

“এই মত ভিন্ন দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রকর্ত্তাদেরও কৌশলানুমত। রোমীয় দেওয়ানী আইনে পুত্রপ্রতিনিধিকরণ রূপ পরিবার পরিবর্ত্তন কার্য্য এত গুরুতর বিবেচিত এবং তাদৃশ কার্য্য এত মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষিত হই- য়াছে যে—তাহাতে মাজিস্‌টেটের অনুজ্ঞা ভিন্ন কোন পুত্রপ্রতিনিধি গৃহীত না হওয়ার বিধান হয়। এইরূপ বাধার স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে অন্যকে বঞ্চিত করিয়া কোন পরিবারে অধিকারি শৃঙ্খলা এরূপ পরিবর্ত্তনের শাসন হয়। এই মত হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারি ঋষিদের মতের সহিত অনেকাংশে মিলে, তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে দত্তকগ্রহণোন্মুখ ব্যক্তি জ্ঞাতি কুটুম্বকে আহ্বান করিয়া ও রাজাকে নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া নিকট জ্ঞাতিকে অথবা জ্ঞাতির নিকট কুটুম্বকে গ্রহণ করিবে—ইত্যাদি।

বিবেচনা। উক্ত মতদ্বয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে—শিরোমণিমহা- শয় দত্তকগ্রহণকে নিত্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তাহা অপ্রাপ্তব্যবহার পুরুষেও করিতে পারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ঠাকুর বাবু তাদৃশ কার্য্যদ্বারা অধিকারি শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন ও দত্তক গৃহীত না হইলে যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী হইত তাহার বঞ্চন ভাবনা করিয়া অপিচ দত্তক গ্রহণকে কাম্য কর্ম্ম বিবেচনায় তাহা অপ্রাপ্ত ব্যবহারের যোগ্যতাতীত কহিয়াছেন।—দত্তক গ্রহণ যে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইয়াও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট তাহা নির্ব্বিবাদ, কেন না কোন বালক যদি কেবল জলপিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার্থে গৃহীত হইত তবে তদ্‌গ্রহণ শুদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, পরন্তু তাহা শুদ্ধ তদর্থে নয় কিন্তু তাহার বিষয়াধিকারী ও তাবৎ ব্যবহার বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত হওন নিমিত্তেও বটে, এতাবতা দত্তক গ্রহণ যে ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য অত্র সন্দেহো নাস্তি। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে তাহা নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম, কি কাম্য?— কাম্য হইলে তাহা ব্যবহার সংশ্লিষ্ট না হইলেও, যথা ঠাকুর বাবু কহিয়া- ছেন, অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি তাদৃশ কার্য্য করিতে পারিত না। কিন্তু “ব্রাহ্মণো হ বৈ জায়মানঃ ত্রিভিঋৃণৈঋৃণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রে তিন ঋণে ঋণী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়,—ব্রহ্মচর্য্যার্থে ঋষিদের নিকট, যজ্ঞার্থে দেবতাদের নিকট, সন্তানোৎপাদনার্থে পিতৃলোকের নিকট—ঋণী হয়। এই বেদবচনে, ও “ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ, অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবা- মানঃ পতত্যধঃ।” অর্থাৎ তিন ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে, যে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করে তাহার অধো- গতি হয়।—এই মনুবচনে, এবং “অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক তাদৃক প্রযত্নতঃ। পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতো র্নামসঙ্কীর্ত্তনায়চ” অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ

ক্রিয়া ও নাম সঙ্কীর্ত্তন নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক যাদৃক্ তাদৃক্ পুত্র করিবে, ”—দত্তকচন্দ্রিকাধৃত এই মনুবচনে, এবঞ্চ ‘অপুত্রতায়া নিমিত্ততা শ্রবণাৎ পুত্রাকরণে প্রত্যবায়োবগমাত্তে ” অর্থাৎ অপুত্রতা (পুত্র-করণের প্রতি) নিমিত্ত হওয়াতে পুত্র না করণে প্রত্যবায় বোধ হই-তেছে,—দত্তকমীমাংসার এই উক্তিতে দত্তক গ্রহণ নিত্য কর্ম্ম রূপে প্রতীয়-মান হইতেছে। অপিচ “ পুত্রোৎপাদন বিধের্নিত্যতয়া তল্লোপস্য প্রত্যবায় নিমিত্ততা পর্য্যবসানাৎ, নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি পুত্রসামান্যাভাব এবালোকতা শ্রবণাৎ ” অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন বিধি নিত্য হওয়াতে তদুল্ল-ঙ্ঘন প্রত্যবায়ের কারণ পর্য্যবসান হয়, যেহেতু ‘অপুত্রের স্বর্গ নাই’। ইহাতে পুত্রমাত্রেরই অভাবে স্বর্গের অলাভ শ্রুত—দত্তকমীমাংসার এই বিশেষোক্তিতে দত্তক গ্রহণ তন্মতে নিত্যকর্ম্ম বলিয়াই বোধ্য— কেননা নিত্যকর্ম্মের লক্ষণ এই যে তাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। অপিচ দত্তক-মীমাংসাতে পুত্রকরণ বিধি নিত্য বলিয়া লিখিত ও তাহা না করণে প্রত্যবায় উক্ত হওয়াতে, তন্মতে দত্তক গ্রহণ নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম, এবং দত্তক চন্দ্রিকাতে তাহার বিরুদ্ধোক্তি না থাকাতে অন্য মতে দত্তক গ্রহণ কাম্য কর্ম্ম হইলেও দত্তকমীমাংসার মত মান্য, যেহেতু দত্তক বিষয়ে দত্তকমীমাংসা ও দত্তক-চন্দ্রিকার উক্তি সর্ব্বোপরি প্রবল।—পরন্তু দত্তক গ্রহণ নিত্যকর্ম্ম হইলে ও তাহা হওয়াতে নিস্‌সন্তান পুরুষের দত্তক গ্রহণ আবশ্যক হইলেই যে তাহা যেকোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি করিতে পারে—শাস্ত্রীয় যুক্তি এমত বোধ হয় না, কেননা কি নিমিত্তে দত্তক গ্রহণ করিতে হয়, ও তাহা না করিলে কি হয়—এবোধ যাহার জন্মে নাই সে কি কারণে দত্তক গ্রহণে অধিকারী হইবে? এই নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বালকের বয়োবিশেষে বোধাবোধ কল্পনায় প্রায়শ্চিত্তাদির তারতম্য করিয়াছেন। এবং ব্যবহারকাণ্ডে অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু গর্ভস্থ* সরূপ কল্পিত, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত সে পোগণ্ড কথিত হইয়া অবোধ বিবেচিত হইয়াছে, অতএব তৎকাল পর্য্যন্ত তৎকর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণ (তৎকার্য্য নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম হইলেও) শাস্ত্রের মর্ম্মানুমত ও যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় না। দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কিশোর কাল এই কালে ক্রমে হিতাহিত বোধোদয় হইতে থাকে, তাহা হইলে দত্তক গ্রহণে অধিকারী হয়। অপিচ এতদ্দেশে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই প্রায় স্বভা-বতঃ পুত্রোৎপাদন শক্তি জন্মে, (ও সে শক্তি জননকালে প্রায় হিতাহিত বোধোদয়ও হইয়া থাকে,)—এতাবতা কাহারো পুত্রকরণশক্তি স্বভাবতঃ হইলে তদ্ব্যক্তির হিতাহিত বোধ সত্ত্বে তাহা শাস্ত্রতঃ হওয়াও যুক্তি সিদ্ধ। বৃহস্পতি কহেন “কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।” অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পত্তি করিবে না,—যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। অতএব নাবালগকে দত্তক গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ নিষেধ নাই বলিয়াই যে হিতাহিত বোধশূন্য

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩১২, ৩১৩।

বালক দত্তক গ্রহণ করিতে পারে এমত ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় যুক্তি সম্মত নহে, কিন্তু শাস্ত্রের যুক্তি বা তাৎপর্য্যানুসারে হিতাহিত জ্ঞানবান্ বালকেরই দত্তক গ্রহণ করা সঙ্গত। পক্ষান্তরে ইহাও শাস্ত্রীয় যুক্তি সম্মত নহে, যে ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞানবান্ হয় ও দত্তকগ্রহণ করিতে পারে ও তৎ পূর্ব্বে কখনো সে জ্ঞান ও ক্ষমতা হয় না,—কেমনা পঞ্চদশ বৎসরের শেষ দিবসে কিশোরেরা হিতাহিত জ্ঞানহীন থাকে ও ষোড়শ বৎসরের প্রথম দিবসেই হঠাৎ হিতাহিতজ্ঞ ও বিজ্ঞ হইয়া উঠে এমত বিবেচনা কখনই কারণাধীন নয়, সঙ্গতও নয়। এতাবতা শিরোমণি মহাশয় যে নাবালগ্কে দত্তক-গ্রহণে অধিকারি কহিয়াছেন সে নাবালগ্মাত্রে নয় কিন্তু কেবল সেই নাবালগ্ যে বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা তৎপূর্ব্বে কোন বালক (বিবাহে অনুপযুক্ততা হেতু) গৃহস্থ পদ বাচ্য হয় না, ও তাহা না হইলে নিজে দত্তক গ্রহণ করিতে অথবা নিজের নিমিত্তে দত্তক গ্রহণ করাইতে যোগ্য হয় না। উপনয়নের কিঞ্চিৎকাল পরেই বিবাহ কাল *।—উপনয়নের মুখ্য কাল ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্ভে অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গর্ভে একাদশ বর্ষ, বৈশ্যের পক্ষে গর্ভে দ্বাদশ বর্ষ, এবং শূদ্রের বিবাহ কাল ষোড়শবর্ষ। এতাবতা এই নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে যে বালক বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য নয়, প্রত্যুত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলে যে কি ফল তাহা জ্ঞাত, সে যদি স্বভাবতঃ পুত্র লাভ হইবে না নিশ্চিত জানিয়া থাকে তবে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। তবে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ব্যবহারকার্য্য করিতে স্পষ্টতঃ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে তাহার ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তি (হিতাহিত জ্ঞানবান্ হইলেও) দত্তক গ্রহণানুষঙ্গিক যে ব্যবহার কার্য্য তাহাই করিতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধ গ্রহণরূপ যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা করিতে কোন নিষেধ নাই, কেমনা তাহা পুত্রের কার্য্য শ্রাদ্ধতর্পণাদি সম্পাদন নিমিত্তে প্রতিনিধি নিয়োগ বই নয়। আর যখন কোন নাবালগ্ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করণের নিমিত্তে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে, তখন নিজের ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ সম্পাদনার্থে চিরকালের নিমিত্তে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে-ও সে যোগ্য। এতাবতা এই নিষ্কর্ষ বোধ হইতেছে যে অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে হিতাহিত জ্ঞানবান্ হইলে অথচ দত্তক গ্রহণ তাহার আবশ্যক হইলে সে তাহা করিতে পারে, পরন্তু সে স্বাভাবিক অধিকারির শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ দত্তককে বিষয়াধিকারি করিতে পারে না, কেমনা কোন ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ ও পিণ্ডাধিকারি করা ধর্ম্ম কর্ম্ম, কিন্তু তাহাকে ধনাধিকারি করা ব্যবহারকার্য্য, যাহা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন

* আর আর যুগে বালকেরা উপনয়নের পর বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক হইলে সমাবর্ত্তন করিত, অনন্তর পিতৃ ঋণ মোচনার্থে দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিত, অথবা বিবাহ না করিয়া দত্তক গ্রহণ করিত, কিন্তু কলিযুগে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হওয়াতে, এক্ষণে ব্রহ্মচারীরা উপনয়নের পর অবিলম্বে সমাবর্ত্তন করে। দ্রষ্টব্য মনু। অ. ৩, ব. ১—৪।

ব্যক্তি করিতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, ও করিলে তাহা অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ,—এতাবতা হিতাহিত জ্ঞানবান্ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিলেও সে দত্তক বিষয়াধিকারী হইতে পারে এমত বোধ হয় না, কেমনা তাহার যে অধিকার সে তদ্গ্রহীতার কার্য্যদ্বারা। কিন্তু সে যখন ব্যবহার কার্য্য করণে অর্থাৎ ধনবিনিয়োগে অনধিকারী ও তৎকৃত তৎকার্য্য অকৃত গণিত, তখন তৎকার্য্যদ্বারা তদ্দত্তক কি রূপে ধনাধিকারী হইতে পারে? তথাচ যেমত দত্তকচন্দ্রিকাতে বিধান হইয়াছে যে ক্লীবাদির পিতৃধনে অধিকার না থাকা হেতু তাহাদের দত্তক পৈতামহ ধনে অধিকারী নয়, কিন্তু অন্নাচ্ছাদন মাত্রে অধিকারী, * তৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়ে অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তির দত্তকও অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী বোধ হইতেছে,—কেমনা শাস্ত্রের সাধারণ বিধান এই যে—"একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা কল্প্যতে" †—অর্থাৎ এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে অন্যস্থলেও সেইরূপ খাটে। অপ্রাপ্তব্যবহারের ও তদ্দত্তকের অবস্থা ক্লীবাদির ও তদ্দত্তকের অবস্থার প্রায় তুল্য ‡ হওয়াতে উক্ত বিধান তৎপ্রতি প্রযুজ্য হওনের কোন বাধা নাই, তাহা না থাকাতে হিতাহিত বোধবিশিষ্ট অপ্রাপ্তব্যবহারকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে সে দত্তক দত্তকচন্দ্রিকার উক্ত বিধানানুসারে অন্নাচ্ছাদন মাত্রে অধিকারী হওয়াই বোধ হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। অবিবাহিত ব্যক্তি কোন বালককে পুত্ররূপে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না?

অবিবাহিত ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

উ.। অবিবাহিত ব্যক্তি আপনার ও পিতৃপুরুষের জল পিণ্ড সংস্থানের নিমিত্তে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

এই মত দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থানুমত। জিলা জঙ্গল মহাল। ১১ মে, ১৮২৬ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ১, পৃ. ১৭৫।

---

* "অথান্ধ পঙ্গু প্রভৃতি পুত্রাণাং ধনানধিকারিতয়া তদৌরস ক্ষেত্রজয়োরেব পিতামহ ধনভাগিত্বশ্রুতের্ন তদ্গৃহীত পুত্রাদেঃ পিতামহ ধনাধিকারঃ, কিন্তু ভরণ মাত্রং"।—অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি পুত্রের (পিতৃ) ধনে অধিকার না থাকাতে ও তাহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রই কেবল পিতামাহ ধনভাগ হওয়াতে তাহাদের গৃহীত দত্তকপুত্রাদি পিতামহ ধনে অধিকারি নয়, কিন্তু ভরণ মাত্রে অধিকারি।—দ. চ. পৃ. ৩৩।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী. পৃ. ৮১, ৮২। ব্য. দ. পৃ ৪২৮।

‡ অর্থাৎ ক্লীবাদি পিতৃধনে অনধিকারিতা প্রযুক্ত নিজং দত্তককে ধনাধিকারি করিতে অক্ষম, অপ্রাপ্তব্যবহার-ও ধন বিনিয়োগ অনধিকারিতা প্রযুক্ত নিজ দত্তককে ধনাধিকারি করিতে অক্ষম।

প্র. ১। পতির মরণান্তে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্যা কি না ?

মৃত পতির অনুমতি বিনা পত্নী দত্তক লইতে পারে না।

পতি যদি তাহাকে দত্তক লইবার অনুমতি দিয়া মরিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় সে শাস্ত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা পারে না।

প্রমাণ।—বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত বশিষ্ঠ বচন; তদ্‌যথা— "কোন স্ত্রী পতির অনুজ্ঞা ভিন্ন দত্তক পুত্র গ্রহণ অথবা তদর্থে পুত্রদান করিবে না"।

প্র. ২। কোন ব্যক্তি এক গর্ভবতী পত্নীকে রাখিয়া পিতার পূর্ব্বে কালপ্রাপ্ত হয়, অনন্তর এই পত্নী এক সন্তান প্রসব করে; এমত অবস্থায় ঐ পরে জাত সন্তান পিতৃধনে অধিকারী কি না ?

উ. ২। পরিবার একত্র থাকিতে ঐ পুত্র যদি এক গর্ভিণী পত্নীকে রাখিয়া পিতার পূর্ব্বে মরিয়া থাকে, অনন্তর ঐ পত্নী যদি এক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে, তবে ঐ পুত্র পিতামহের মরণে নিজ পিতৃব্যের সহিত অথবা (পিতামহের) অন্য উত্তরাধিকারির সহিত পিতার অংশে অধিকারী; কিন্তু ঐ বিধবা যদি কন্যা প্রসব করিয়া থাকে, তবে সে কন্যা অংশ দাওয়া করিতে পারে না, কেননা শাস্ত্রে এমত বিধান নাই যে—যে পৌত্রীর পিতা পিতামহের পূর্ব্বে মরে সে পৌত্রী পিতামহের ধনে অধিকারিণী হইতে পারে; কিন্তু মূল ধনী যদি মৃত পুত্রের ও আপনার মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া থাকে; তবে তদবস্থায় ঐ পৌত্রী পিতার অংশে অধিকারিণী।

প্রমাণ।—দায়তত্ত্ব ধৃত কাত্যায়ন বচন—"বিভাগের পূর্ব্বে (কোন) পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে তবে তাহাকে তাহার অংশ দিতে হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে ঐ পৌত্র নিজ পিতার অংশ লইবে।

প্র. ৩। দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে একরার লিখিত পঠিত হওয়ার ব্যবহার আছে কি না; যদি থাকে, তবে যে দত্তক সম্বন্ধে কোন লেখ্য স্বাক্ষর করা হয় নাই তাহা সুতরাং বাতিল ও অকর্ম্মণ্য কি না ?

দত্তকতা সিদ্ধির নিমিত্ত লিখিত প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

উ. ৩। দত্তক গ্রহণ বিষয়ক দস্তাবেজ স্বাক্ষর করিয়া লওনের আবশ্যকতা জ্ঞাপক শাস্ত্র নাই। পরন্তু তাহা লিখিত পঠিত হওনের রীতি প্রবল বটে, কোন ব্যক্তি যদি দত্তক গ্রহণ বিধান বিহিত ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক কোন লিখিত পঠিত বিনা পঞ্চম বর্ষের অনূর্দ্ধ বালককে গ্রহণ করে, এবং বালকের পিতা মাতা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে দত্তক করণের নিমিত্তে দান করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় ঐ দত্তক নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

বিবাদার্ণবসেতু ও বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত বচন—"হে রাজন্, পঞ্চম বর্ষের ঊর্দ্ধ

বয়স্ক বালক দত্তকাদি রূপে গৃহীত হইবে না; গ্রহীতা পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক পুত্র গ্রহণ করিবে, এবং প্রথমে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে''।

জিলা নদিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮১০ সাল। কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী—বনাম—পরমানন্দ গোস্বামী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ২, পৃ. ১৭৫—১৭৮।

প্র.। কোন ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতারা জীবিত থাকিতে অপ্রাপ্ত-ব্যবহারা পত্নীকে তাহার নিমিত্তে দত্তক গ্রহণ করিতে আদেশ করে। এমত অবস্থায় ভ্রাতারা থাকিতেও সে পত্নীকে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি করিতে ক্ষমতাবান্ ছিল কি না?

পতির ভ্রাতারা থাকিতেও অপ্রাপ্তব্যবহারা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

উ,। মৃত ব্যক্তি যদি নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতারা জীবিত থাকিতে পত্নীকে দত্তক পুত্র গ্রহণের আদেশ করিয়া অনন্তর কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে পুত্র গ্রহণের নিমিত্তে এরূপে দত্ত আদেশ শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। পত্নীর অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকন, ও ভ্রাতাদের জীবন শাস্ত্রানুসারে দত্তক গ্রহণের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। এই মত মনু, ব্যবহারতন্ত্র, ও দত্তকমীমাংসাদি গ্রন্থানুমত।

শহর মুরশিদাবাদ, ১৯ মার্চ ১৮১৫ সাল। সর্ব্বমঙ্গলার কর্ম্মকর্ত্তা হারাধন রায়—বনাম—বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ৫, পৃ. ১৮০।

দত্তক গ্রহণার্থে পতির আদেশ প্রাপ্তা পত্নী এক কালে দুই দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। পরে গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ।

প্র,। কোন ব্যক্তি পত্নীকে এক দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া লোকান্তর গত হয়। অনন্তর তাহার পত্নী এককালে দুই পুত্র গ্রহণ করে; এমত অবস্থায়, তদুভয়ের অথবা একের দত্তকতা শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না?

উ,। নিস্সন্তান ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নিমিত্তে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া থাকে, তবে তদ্রূপে গৃহীত বালক ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি হয়। তাদৃশ অনুমত্যনুসারে ঐ বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্যা। পতির অনুমতিতে (যথা প্রশ্নে লিখিত) প্রকাশ যে এক পুত্রপ্রতিনিধি হইলেই ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্তে যথেষ্ট হইবে। অতএব তাদৃশ অনুজ্ঞানুসারে ঐ পত্নী এককালে দুই পুত্র গ্রহণ করিতে পারে না,—দ্বিতীয় দত্তক অসিদ্ধ।

প্রমাণ,—''শ্রাদ্ধতর্পণ ক্রিয়া ও নামসঙ্কীর্ত্তন নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক যাদৃক্ তাদৃক পুত্র করিবে''।

উক্ত বচনে "পুত্র" পদ একবচনান্ত;—দ্বৈতনির্ণয়কর্ত্তা কহেন যে ইহাতে বহু পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি। মনু—"ক্রিয়ালোপ (না হওন) নিমিত্তে মনীষিরা ক্ষেত্রজাদি এই একাদশ রূপ সুতকে ঔরস পুত্র প্রতিনিধি কহিয়াছেন"।

ঢাকা কোর্ট আপীল। ৩০ এপ্রেল ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল, বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ৭, পৃ. ১৮১।

প্র.। যদি কোন নারী দত্তক গ্রহণ করিতে পতি হইতে অনুমতি পাওয়ার এজহার করিয়া দত্তক গ্রহণ করে, এবং ঐ অনুমতি পাওয়ার এজহার যদি তাহার নিজোক্তি ভিন্ন অন্য কাহারো দ্বারা সপ্রমাণ না হয়, তবে ঐ দত্তক সিদ্ধ কি না ?

"পত্নী মৃত পতি হইতে অনুমতি পাওয়ার এজহার করিলে তাহা যথেষ্ট প্রমাণ নয়।

উ.। ঐ পত্নী যদি দত্তক গ্রহণ করিতে পতি হইতে অনুমতি প্রাপ্তা হওয়ার এজহার করে, আর ঐ অনুমতি যদি অন্য সাক্ষির সাক্ষ্য বা অন্য প্রমাণদ্বারা সপ্রমাণ না হয়, তবে তদবস্থায় ঐ দত্তক সিদ্ধ নয়।

প্রমাণ—"পতির অনুমতি বিনা কোন নারী (দত্তক করণার্থে) পুত্রদান বা গ্রহণ করিবে না"। দত্তকচন্দ্রিকাদি গ্রন্থধৃত বশিষ্ঠ বচন।

প্র.। দত্তক পুত্র ও তদ্গ্রহীত্রী মাতার মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং তাহার নিষ্পত্তি নিমিত্তে ঐ দত্তক পুত্র যদি এই মজমুনে এক একরার লিখিয়া দেয়, যে তাহার মাতা যাবজ্জীবন ভূমি সম্পত্তিতে দখলিকার থাকিবেন, ও সে (দত্তক) ঐ মাতার পরে কেবল এই শরতে দখিলকার হইবে যে ঐ মাতার ও তাহার মধ্যে যদি কোন গুরুতর বিরোধ হয়, তবে তাহার (অর্থাৎ ঐ দত্তকের) সকল স্বত্ব ধ্বংস হইবে ও তাহার দত্তকতা অসিদ্ধ হইবে ;—তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে ঐ দলিলের দ্বারা ঐ মাতা তৎ পুত্রকে নিস্স্বত্ব করিতে অধিকারিণী কি না ?

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে ঐ দলিলের দ্বারা উক্ত রূপ অধিকার মাতাকে বর্ত্তে, যেহেতু কোন বিষয়ের অধিকারী ব্যক্তি তাহা যেমত ইচ্ছা সেইরূপে বিনিয়োগ করিতে পারে। এই মত দায়ভাগ, বিবাদভঙ্গার্ণব ও বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ।—উক্ত গ্রন্থাদিতে ধৃত নারদ বচন—"তাহারা যদি নিজ২ অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎসমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে যেহেতু তাহারা নিজধনের প্রভু"।

মোসম্মাৎ তারামণি দেব্যা—বনাম—দেবনারায়ণ রায় ও বিষ্ণুপ্রসাদ। সদরদেওয়ানী আদালত, ১৪ জানওয়ারি ১৮২৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ১০, পৃ, ১৮৩।

কুষ্ঠী (প্রায়শ্চিত্ত না করিলে) দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না।

প্র.। ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন ব্যক্তি কুষ্ঠরোগার্ত্তাবস্থায় দত্তক পুত্র গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় ঐ দত্তক শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না ?

উ.। কুষ্ঠরোগার্ত্ত ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে অনধিকারী; যেহেতু সে যাবজ্জীবন অশুচি, তন্নিমিত্তে তাহার দত্তক অবশ্যই অসিদ্ধ *।—মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ২০, পৃ. ২০১।

---

* কুষ্ঠী ব্যক্তি যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে কি না তাহা এ মকদ্দায় স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। কুষ্ঠী ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া থাকে তবে উক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই যথার্থ।

প্র.। কুষ্ঠ বা তৎসদৃশ রোগার্ত্ত কোন ব্যক্তি বিধি বিহিত প্রায়শ্চিত্ত, করিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় ঐ দত্তক শুদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?

প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কুষ্ঠি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না।

উ,। কুষ্ঠ বা তৎ সদৃশ রোগার্ত্ত ব্যক্তি বিধি বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর শুচি হইয়া বেদবিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারী হয়, অতএব তাদৃশশুচি ব্যক্তির গৃহীত দত্তক শুদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ *। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ২১, পৃ. ২০১।

নজীর

৫১২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

দিগম্বরীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের অন্যান্য স্ত্রী-দের মকদ্দমা।—ইহা "কন্‌সিডরেসন্‌স্ অন্ দি হিন্দু-ল" নামক পুস্তকের ১৬৬ হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠায় ধৃত। এবং এই পুস্তকের "কে দত্তক গৃহীত হইতে পারে ও কে পারে না" এই প্রকরণে প্রকটিত হইল। তাহা দ্রষ্টব্য।

বিবেচনা। এই মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইবে যে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি তিন স্ত্রী রাখিয়া মরে, তন্মধ্যে এক জন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, এই জনিষ্য-মাণ সন্তানের যদি মৃত্যু হয় তবে তিনি ক্ষমতা দিলেন যে তাঁহার স্ত্রীরা দত্তক রূপে এক পুত্র গ্রহণ করিবেন। নিয়মিত কালে ঐ অন্তঃসত্ত্বা বিধবা এক পুত্র প্রসব করিল, কিন্তু ঐ সন্তান ১৭ দিন পরে মরিল। এবং তাহার মরণে তাহার জননী নিজ মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বামি লক্ষ্মীনারায়ণের বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে একুইটি মকদ্দমা উপস্থিত করিল। অবশেষে দত্তক গ্রহণার্থে অনুমতি দত্ত এবং তদনুমতিক্রমে দত্তক গৃহীত হওয়া দৃঢ়রূপে কথিত হইল। ঐ দত্তক গৃহীত না হইলে ঐ বিধবা পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে উপস্থিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহার বিল ডিস্‌মিস্ হইল। লক্ষ্মীনারা-য়ণের ঔরস পুত্রে বিষয় নির্ব্ব্যূঢ়রূপে অর্শানপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এ না থাকাতে তদনন্তর দায়গ্রহণে তাহার অধিকার প্রবল হইল।

নজীর

৫১২, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৮ ও ৫১৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

শ্যামাচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র আপিলান্ট্—বনাম—নারায়ণী দেবী ও রামকিশোর রায় রেস্‌পণ্ডেন্ট্। ইহা ১৮০৭ সালের ১ আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন। সদরীর রিপোর্টের ১ বালামের ২০৯ পৃষ্ঠায় প্রকটিত।

কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে তাহার গৃহীত দত্তক সিদ্ধ, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তে কুষ্ঠির অশুচিতা দূর হয়॥ ইহার পরের মকদ্দমা দ্রষ্টব্য। মেক্‌নাটন্ সাহেবের নোট।

* এই মত যথার্থ, কিন্তু যে পণ্ডিত এই ব্যবস্থা দেন, তিনি তৎপোষকতার কোন প্রমাণ তুলেন নাই। জগন্নাথের বিবাদ ভঙ্গার্ণবের বক্ষ্যমাণ উক্তিতে ঐ ত্রুটি সারা যাইতে পারে, তদ্যথা;—রঘুনন্দনের মত এই যে কুষ্ঠ বা তৎসদৃশ রোগার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে সে অবস্থায় ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে অধিকারী তেমতি ধনাধিকারী হইতেও যোগ্য।

বিবেচনা। "দত্তক বন্ধু ধনে অধিকারি কি না"—এই প্রকরণে উপরিউক্ত মকদ্দমার বিস্তার দৃষ্ট হইবে। উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি যদিও অন্য কথার উপর হয় অর্থাৎ এক পুরুষের নিমিত্তে একের মরণে অন্য এইরূপ পর পর দুই দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ বিবেচিত হয়—তথাপি ঐ নিষ্পত্তি পাঠে দৃষ্ট হইবে যে হরিকিশোরের প্রথম দত্তক পুত্র নন্দকিশোর মরিলে এবং দত্তকগ্রহণার্থে অনুমতিদানের দীর্ঘকাল পরে হরিকিশোরের কনিষ্ঠা স্ত্রী রত্নমালা রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করে, ও তাৎকালিক পণ্ডিতেরা একমত হইয়া ঐ দত্তকতা সিদ্ধ বলিয়া উক্তি করিলেন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপীয় অত্যন্ত প্রামাণিক প্রমাণ শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেব ঐ দত্তকগ্রহণের অনুমতির কার্য্য সম্পাদন তমাদিতে বাধিত হওয়ার আপত্তি না করিয়া তাহা বহাল রাখিলেন।

নজীর
৫১৪,৫১৫ ও ৫১৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক

বিরোধীয় বিষয়ের মালিকের দুই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত আর্জিতে উক্ত বিষয় তাহাদের পিতার করায়ে এই ইজেক্‌টমেন্টের নালিশ উপস্থিত করে।

বাদিনীদের মকদ্দমা সম্পূর্ণতা নিমিত্তে পণ্ডিতদিগকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রশ্ন,—কোন পুরুষ ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া এবং এক পত্নী ও তিন দুহিতা রাখিয়া অপুত্র মরে, তন্মধ্যে এক কন্যার তৎপিতৃ জীবনকালে, এক পুত্র জন্মে। জিজ্ঞাসা—তৎপিতার মরণান্তে বিষয় দখল পাইতে কে অধিকারী ?

উত্তর। ঐ বিধবা পত্নী যাবজ্জীবন বিষয়াধিকারিণী, তাহার মৃত্যুর পরে অবিবাহিতা দুহিতারা সমভাগিনী, যে দুহিতা পিতার জীবনকালে বিবাহিতা হইয়াছে সে কিছুতে অধিকারিণী নয়। পিতার জীবনকালে যদি এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া থাকিত, ও অন্য কন্যা বিবাহিতা না হইয়া থাকিত, ও মধ্যে যদি পত্নীর অধিকার না হইয়া থাকিত, তবে ঐ অবিবাহিতা দুহিতাই কেবল অধিকারিণী হইত।

ফরগিসন্ সাহেব প্রতিবাদির পক্ষে কহিলেন—আমার মক্কেলও মৃত ধনির দত্তক পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া দাওয়া করে, ও প্রমাণ হইয়াছে যে ধনির মৃত্যুর পরে তাহার পত্নী পতির জীবন কালে দত্তানুমত্যানুসারে ঐ দত্তক পুত্র গ্রহণ করে। এবং অনেক সাক্ষিতে সাক্ষ্য দেয় যে মৃত ধনী তাহাকে (অর্থাৎ প্রতিবাদিকে) আপন মৃত্যুর পরে দত্তক গ্রহণ করিবার নিমিত্তে নিজ পত্নীকে ক্ষমতা অর্পণ করে। এস্থলে পণ্ডিতদিগকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন কতিপয় করা হইল।

১। পত্নীকে দত্তক গ্রহণে অধিকারিণী করিবার নিমিত্তে লিখিত অনুমতি আবশ্যক ছিল কি না ?

উ,। না।

২। এই ভারার্পণ উপলক্ষে কোন ক্রিয়া আবশ্যক কি না?

উ.। না, ইহা কেবল বাচনিক হইতে পারে, কিন্তু ঐ পত্নীর অনুমতিপ্রাপ্তা হওন বিষয়ে যদি সেই ভিন্ন অন্য সাক্ষী না থাকে, তবে তাহার কথায় বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয়, ও তাহার কথায় তাহা প্রমাণ হইতে পারে না।

৩,। ধনির মরণ কালে তাহার দৌহিত্র জীবিত থাকাতে অন্য ব্যক্তি দত্তক গৃহীত হইতে পারে কি না?

উ,। হাঁ, যে কোন অপর ব্যক্তি বিনা বাধায় হইতে পারে।

এতাবতা, স্বামির দত্ত সাধারণ ক্ষমতানুসারে, যেমত অপর ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে তাহা করিতে তাহার ক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়াতে, এবং দত্তক গ্রহণ সপ্রমাণ হওয়াতে, বাদিনীদিগকে এ মকদ্দমায় নিস্সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে আর কএকটি প্রশ্ন করিতে বাকী রহিয়াছে।

এস্থলে পণ্ডিতদিগকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করা হইল।

প্র,। পত্নীকে দত্তক গ্রহণের এমত ক্ষমতা অর্পিত হইলে সে পতির মৃত্যুর পর যে কোন কালে ঐ ক্ষমতার কার্য্য করিতে পারে কি না।

উ,। হাঁ, তাহা ঐ পত্নীর জীবন কালে হইতে পারে।

এই দত্তক ঐ পত্নীকর্ত্তৃক তৎপতির মৃত্যুর পনেরো বৎসর পরে গৃহীত হয়, এমতে ঐ বিধবা কিছু কালের নিমিত্তে কেবল আপনি ঐ বিষয় ভোগ করে, কিন্তু প্রতিবাদী ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হওন অবধি ঐ বিধবা তাহা ঐ দত্তকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ও লাভের নিমিত্তে ছাড়িয়া দেয়, ইহা প্রতিবাদির দৃঢ় পোষক বটে, কেননা দত্তক গ্রহণ না করিলে ঐ পত্নী যাবজ্জীবন ঐ মকদ্দমার সমুদায় বিষয়ে উপভোগিনী থাকিত কিন্তু দত্তক গ্রহণে সে আপনাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

দুহিতাদের সহিত কোন কলহ হইয়াছিল না।

পণ্ডিতদিগকে ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে ধনির মরণ কালীন যে বালক জন্মে নাই তাহাকে ঐ পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না?
উ.। পারে।

করগিসন সাহেব যে তাঞ্জোরের রাজার মকদ্দমার উল্লেখ করেন, তাহাতেও দত্তক গ্রহণের বাচনিক ক্ষমতা দত্ত হয়, ও তাহা ভারতবর্ষের তাবৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত কর্ত্তৃক শাস্ত্র সম্মত বলিয়া দৃঢ়ীকৃত ও স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে।

মকদ্দমার বৃত্তান্ত ও শাস্ত্র বিধান স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হওয়াতে আদালত প্রতিবাদির হক্কে বিচার করিলেন।—ইষ্ট সাহেবের নোট। মকদ্দমা নং ১০, ২৪ মার্চ ১৮১৪ সাল।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে তমাদির বিধান না হওয়াতে উক্ত নিষ্পত্তি কতিপয় শাস্ত্র সম্মত বোধ হইতেছে। পরন্তু বক্ষ্যমাণ মকদ্দমাতে প্রিবি কৌন্‌সিল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে তৎকালে জীবিত ঔরস পুত্রের অপুত্র মরণ ঘটনায় কোন পুরুষ নিজ পত্নীকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিলে ঐ দত্তক পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইয়া পত্নী রাখিয়া মরিলে তদ্ধেতু ঐ অনুমতি অকর্ম্মণ্য হয়।

ভুবনময়ী দেবী—বনাম—রামকিশোর আচার্য্য।
২৬ মে, ১৮৬৫ সাল।

লার্ড কিংসডন্, লার্ড জস্‌টিস্ নাইট্ ব্রুস্, লার্ড জস্‌টিস্ টর্ণর, সর্ লরেন্স্ পীল ও সর্ জেম্‌স্ ডবলিউ কালবীল্ সাহেবানের এজলাসে।

নজীর
৫১২ সংখ্যক ব্যবস্থার অনুকূল ও ৫১৯ সংখ্যক ব্যবস্থার আংশিক প্রতিকূল।

আপিলান্টের দাবীকৃত, এবং তাঁহার ও তাঁহার এজ্‌হারি দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র কিশোরের অধিকৃত বাঙ্গলা দেশে স্থিত কোন বিষয় পাওয়ার নিমিত্তে রেস্‌পণ্ডেন্ট রামকিশোর এক নালিশ উপস্থিত করেন, ঐ মকদ্দমা হইতে এই আপীল উপস্থিত হয়।

আমাদের বিচারকে পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে মকদ্দমার যে সকল অবস্থা বর্ণিত হওয়া আবশ্যক তদ্‌যথা।

বাঙ্গলা দেশে বিশাল বিষয়াধিকারী গৌরকিশোর আচার্য্য ১৮২১ সালে কাল প্রাপ্ত হয়েন। তিনি চন্দ্রাবলী নাম্নী পত্নীকে ও ভবানীকিশোর নামক এক মাত্র পুত্রকে রাখিয়া যান। ভবানী কিশোর (যিনি উত্তরাধিকারীরূপে দায়াদ হইলেন) পিতৃমরণকালীন চারিবৎসর বয়স্ক ছিলেন।, অনন্তর তিনি প্রাপ্তব্যবহার হয়েন, এবং আপিলান্ট ভুবনময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৪০ সালের আগষ্টমাসে অনুমান ২৪ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরগত হয়েন। তিনি কোন সন্তান সন্ততি রাখিয়া যান নাই; এতাবতা তৎপত্নী ভুবনময়ী দেবী তাঁহার পৈতৃক বিষয়ের এবং জীবনকালে নিজধনে ক্রীত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হয়েন। ভবানীর মরণান্তেই তাঁহার মাতা চন্দ্রাবলী ও পত্নী ভুবনময়ী তাঁহার উইল বলিয়া এক দস্তাবেজ উপস্থিত করেন। এই এজহারী উইলের বুনিয়াদে ঐ দুই স্ত্রীলোক ভবানীর বিষয় দখল করেন ও প্রায় চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করেন।

১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুবনময়ী দেবী পূর্ব্বোল্লিখিত দস্তাবেজদ্বারা দত্ত অনুমতির কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্তা হইয়া রাজেন্দ্রকিশোর (নামক) এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। ইহাতে চন্দ্রাবলী ও ভুবনময়ীর মধ্যে এক বিরোধ উপস্থিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রাবলী কহেন ভবানীর ঐ আরোপিত উইল (যাহার বুনিয়াদে, তিনি বহুকালাবধি তাঁহার অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করিয়া আসি-

রাছেন) জাল, ও তাহা ভবানীর মরণের পরে প্রস্তুত হয়, এবং দত্তক গ্রহণ করিতে ভুবনময়ীর ক্ষমতা নাই। অপিচ তিনি অনুমতি পত্র বলিয়া এক দস্তাবেজ উপস্থিত করেন, এবং এজহার করেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার পতি গৌরকিশোর নিজ জীবন কালে এক দত্তকপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন, এবং যে ঘটনা বিঘটিত হয় তাহাতে তিনি ঐ অনুমতির কার্য্য সম্পাদনে অধিকারিণী হওয়ার দাওয়া করিয়া তদনুসারে নিজ মৃতপতি গৌরকিশোরের পুত্র বলিয়া আপিলাণ্ট রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন, অথবা গ্রহণ করার এজ্‌হার করেন।

ভুবনময়ী দেবী নিজ দত্তক পুত্র রাজেন্দ্রকিশোরের পক্ষে ভবানীর তাবৎ বিষয় দখল করাতে ১৮৫২ সালে রামকিশোরের আত্মীয় কোন ব্যক্তি তৎপক্ষে ভুবনময়ীরও রাজেন্দ্রকিশোরের নামে অথচ আর কোন২ ব্যক্তির নামে এক নালিশ উপস্থিত করেন তাহাতে বাদী আপনাকে গৌরকিশোরের দত্তক পুত্র করার দিয়া ভবানীর সমুদায় পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় দাওয়া করেন, এই মকদ্দমা হইতে বর্ত্তমান আপীল উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাতে চন্দ্রাবলী বাদিনীরূপে নিজ পুত্রের পক্ষে নালিশ না করিয়া প্রতিবাদির শ্রেণিভুক্তা হইয়াছেন।

এই মকদ্দমা (প্রধান) সদর আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার এই রায় হয় যে বাদী নিজ স্বত্ব বলে দাবী প্রাপ্ত হইবেন, ও তাঁহার স্বত্ববল যদি নির্ব্বল হয় তবে প্রতিবাদির আপত্তির বিচার অনাবশ্যক।

তাঁহার রায় এই যে বাদী নিজ স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত করিতে অপারক হইয়াছেন একারণ তিনি মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন, অথচ প্রতিবাদির দত্তকতার পক্ষে দৃঢ়রূপে নিজমত ব্যক্ত করেন। তিনি চন্দ্রাবলী ব্যতিরেকে আর২ প্রতিবাদিদিগকে খরচাদেওয়াইয়াছেন, ও চন্দ্রাবলীকে এই মকদ্দমার যথার্থ বাদীকার বিবেচনা করিয়াছেন। এই নিষ্পত্তির প্রতি কলিকাতার সদর দেওয়ানীতে আপীল হইয়া ভিন্ন২ দিবসে মকদ্দমার মিসিল হয়। অবশেষে জজদিগের সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই রায় হয় যে রাজেন্দ্রকিশোরের দত্তকতা অসিদ্ধ, এবং দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাত্মক যে ভবানীর উইল তাহা অপ্রকৃত, এবঞ্চ তাঁহাদের সর্ব্বসম্মতিতে এইমত হয় যে গৌরকিশোরের অনুমতি-পত্র প্রকৃত ও সিদ্ধ; আর যৎকালে চন্দ্রাবলী তদনুমতির কার্য্যসম্পাদন করণের এজহার করেন তৎকালে যদি ঐ দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা বলবৎ রহিয়া থাকে তবে সিদ্ধরূপে দত্তক গ্রহণ হইয়াছে। একজন জজের মত এই যে ঐ ক্ষমতা গিয়াছে, আর ঐ দত্তক অসিদ্ধ। অধ্য দুইজজের রায় এই যে দত্তক গ্রহণ কালে ঐ ক্ষমতা রহিয়াছিল তন্নিমিত্তে ভবানীর পৈতৃক বিষয় ডিক্রী হইল ও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয় ডিক্রী হইল না। এবং ডিক্রী ও ডিস্‌মিস্ হওয়া বিষয়ের পরিমাণে উভয়পক্ষকে খরচার দায়ী হইতে হুকুম হইল। ভুবনময়ী দেবী নিজস্বত্বে এবং নিজ গৃহীত অনন্তর মৃতপুত্র রাজেন্দ্রের পরিবর্ত্তে যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ বিগত দত্তকের স্বত্বে তিনি আপীল করাতে; এবং ভবানীর পৈতৃক বৎ স্বোপা-

র্জিত বিষয়ও ঐ ভিক্রীভুক্ত হওয়া উচিত থাকার হেতুবাদে রামকিশোর অভি-যোগ (অর্থাৎ আপীল) করাতে এক্ষণে এই মকদ্দমা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

এই দুই আপীলের শুনানিতে রেস্পণ্ডেন্টের কৌন্সলীকে বক্তৃতা করিতে না দিয়া আমরা স্পষ্টরূপে মত প্রকাশ করি যে নিম্ন আদালত ভবানীর আরোপিত উইলকে জাল বিবেচনা যে করিয়াছেন তাহা যথার্থই হইয়াছে। তাহা এমত হওয়াতে, এবং দত্তক গ্রহণের অনুমতি বাচনিক দেওনের কোন প্রমাণ বা এজহার না হওয়াতে রাজেন্দ্রের দত্তকতা ও তৎ প্রতিনিধি রূপে গৃহীত পুত্রের দত্তকতা এমকদ্দমাতে অবশ্যই অসিদ্ধ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিচার্য্য কথা রামকিশোরের দত্তকতার সিদ্ধতা বিষয়ক। মকদ্দমার অবস্থা বিষয়ে নিম্ন আদালতের যে রায় হইয়াছে তাহা হইতে আমরা ভিন্নমত হইবার কোন কারণ দেখিনা, অর্থাৎ গৌরকিশোরের অনুমতিপত্র প্রকৃত দস্তাবেজ এবং তদনুসারে যে সময়ে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছে সে সময়ে যদি তদ্দ্বারা দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা বলবৎ থাকা বিবেচনা হয়, তবে সে দত্তক সিদ্ধ। কিন্তু যেহেতু আমাদের মত এই যে যৎকালে চন্দ্রাবলী ঐ ক্ষমতার কার্য্য সম্পাদন করা প্রকাশ করেন তৎকালে ঐ ক্ষমতা ব্যবহারের যোগ্য ছিল না, অতএব ঐ দলীল প্রকৃত কি না তাহা তদারক করা অনাবশ্যক।

দৃষ্ট হইতেছে যে ভবানীর জন্মের কএক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গৌরকিশোর নিঃসন্তান হওয়াতে, এবং হিন্দুরা যেমত ঔরস পুত্রা-ভাবে গ্রহণদ্বারা পুত্র করিতে ব্যগ্র হয় সেই রূপ ঔরস পুত্র না হওয়াতে দত্তক পুত্র করিতে ব্যগ্র হইয়া ১৮১১ সালের ১৩ মার্চ তারিখে এক অনুমতি পত্র দস্তখত করিয়া দেন, ও তদ্দ্বারা নিজ পত্নী চন্দ্রাবলীকে দত্তক গ্রহণে ক্ষমতার্পণ করেন।

১৮১৯ সালে অর্থাৎ ভবানীর জন্মের দুই বৎসর পরে তিনি ঐ দস্তাবেজ দস্তখত করিয়া দেন যাহার উপর বর্ত্তমান বিচার্য্য কথা নির্ভর করে, ও যাহা আপেণ্ডিক্সের ৫১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে ও যাহার কর্ম্মণ্য ভাগ অব্যবহিত নিম্নে প্রকটিত হইল।—

"অনুমতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—তোমার গর্ভে পুত্রসন্তান জননের পূর্ব্বে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার বিষয়ে তোমাকে এক অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। পরে ৺ইচ্ছায় তুমি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছ। তথাপি ভবিষ্যৎ ভাবনায় তোমাকে পুনর্ব্বার অনুমতি দিলাম।—ঈশ্বর না করেন যদি তোমার ঔরস পুত্রের অভাব হয় তবে আমার ও তোমার শ্রাদ্ধাদি ও দেব-সেবা এবং জমীদারী প্রভৃতির অধিকার নিমিত্তে তুমি আমার গোত্র হইতে অথবা ভিন্ন গোত্র হইতে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহাতে ঈশ্বর না করেন যদি ঐ গৃহীত দত্তক পুত্রের অভাব হয়, তবে তুমি স্বেচ্ছানু-সারে একের অভাবে অন্য এই রূপ পরং দত্তক গ্রহণ করিবে তাহাতে

জলপিণ্ডের লোপ না হয়। ঐ দত্তক পুত্র তোমার ও আমার এবং আমাদের পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করিতে অধিকারী হইবে এবং বিষয়াধিকারীও হইবে"।

প্রথম যে কথা উত্থিত হইতেছে তাহা ঐ দস্তাবেজের অর্থ করণ বিষয়ক। বোধ হয় সদরের দুই জজ (অন্ততঃ একজনও) বিবেচনা করিয়াছেন যে ঐ দলীলকে উইল বিবেচনা করিতে হইবে, এবং তাহার মেয়াদ চন্দ্রাবলীর জীবনান্ত পর্য্যন্ত। আদালতের ফয়সালা অনুসারে সুবা বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দুদের উইল করণের ক্ষমতা স্থাপিত হইয়াছে, পরন্তু তাদৃশ ক্ষমতা যে কি প্রকার ও কতদূর তাহা ইংরাজি আইনের সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে স্থির করিতে হইলে অতিশয় অপ্রকৃত ও হানিকর এক বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড জজ সাহেবেরা নিতান্ত সন্তোষ জনক রূপে জ্ঞাত আছেন যে এমকদ্দমাতে তাদৃশ মত প্রযুজ্য নহে। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত দস্তাবেজের যে মজমূন তাহাতে তাহা দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র মাত্র; ইহার যে মর্ম্ম তাহাতে ইহা উইল নহে, ইহা তৎকারকের জীবন কালেই রেজেষ্টরী হইয়াছিল, ইহাতে বিষয় বিলির কোন কথা নাই, এবং লেখকের এমত অভিপ্রায়ও ছিল না যে এতদ্দ্বারা তাঁহার বিষয়ের বিলি করা হইবে, কেবল তদনুসারে গৃহীত দত্তকে বিষয় অর্শিতে পারারূপ যে বিলি তাহাই করা হইয়াছে। যে অভিপ্রায়ে তিনি ঐ দস্তাবেজ লিখিতে রত হইয়াছিলেন তাহা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন—যথা ধর্ম্মকর্ম্ম, বংশরক্ষা ও তাঁহার বিষয়াধিকার, কিন্তু কেবল দত্তক গ্রহণদ্বারা ঐ সকল করা হইয়াছে, এবং দত্তক গ্রহণদ্বারা তাহা যতদূর করা হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে।

যখন আমরা ঐ দলীলকে কেবল দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র মাত্র বোধকরি তখন তাহার কিপ্রকার অর্থ করিতে হইবে, তাহা হইতে কি অভিপ্রায় সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং শাস্ত্রে ঐ অভিপ্রায় কতদূর পর্য্যন্ত ফলপ্রদ হইতে পারে;—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাতে একাধিক দত্তকের সম্ভাবনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লেখকের পক্ষ হইতে এমত ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন ও বিষয়াধিকার নিমিত্তে বরাবর এক ব্যক্তি থাকে, কিন্তু স্পষ্টবাক্যে কালের কোন সীমা নির্দ্দেশ হয় নাই যাহার মধ্যে ঐ দত্তক গ্রহণ করা হইতে পারে পরন্তু স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে কোন সীমা অবশ্যই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এমত ঘটিতে পারিত যে ভবানী এক ঔরস বা দত্তক পুত্র রাখিয়া যাইত আর ঐ পুত্র এক পুত্র রাখিয়া মরিত, এবং এই পুত্র চন্দ্রাবলীর জীবনকালে প্রাপ্ত ব্যবহার হইত, এবঞ্চ ঈদৃক্ অভিপ্রায় থাকাও দুরূহ যে—ক্রমিক কএক উত্তরাধিকারি গত হওয়ার পরে শেষাধিকারির প্রপিতামহের নিমিত্তে দত্তক গৃহীত হইবে এমত সময়ে যখন পারলৌকিক সমুদায় কর্ম্মসম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধনির অভিপ্রায় যাহা কেন হউক না শাস্ত্রানুসারে কি তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। আমাদের বোধ হয় নিম্ন আদালতের এমত রায় হইয়াছিল যে ভবানী যদি এক পুত্র রাখিয়া

যাইতেন অথবা যথা-শাস্ত্র অনুমতি প্রাপ্তা হইয়া তাহার পত্নী যদি শাস্ত্রানুসারে তাহার নিমিত্তে এক দত্তক গ্রহণ করিতেন তবে চন্দ্রাবলীর প্রতি দত্তক গ্রহণের অনুমতি ধ্বংস হইত। পরন্তু ঐ ঘটনার প্রতি যে কারণ দর্শিত হইতে পারিত তাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমাতে সমভাবে কেন প্রযুজ্য নহে ইহা বোধ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মকদ্দমাতে ভবানী এমত বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন যাহাতে তিনি পুত্রের কর্ত্তব্য সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এমত আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়াও ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারীরূপে পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা দানাদি করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তিনি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিতেন, ঔরস পুত্রাভাবে ঐ বিষয়াধিকারী হইবার নিমিত্তে তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার পিতা নিজ বিষয় সম্বন্ধে যে কোন অভি-প্রায় করিয়া থাকিতেন তাহা ইনি নিষ্ফল করিতে পারিতেন।

ভবানীর মরণে তাঁহার পত্নী উত্তরাধিকারিণীরূপে অধিকারিণী হয়েন, এবং ভবানীর যদি কোন ভ্রাতা থাকিত তবে তাহাকে নিরাস করিয়া সমভাবে অধিকারিণী হইতেন। তিনি পত্নীরূপে তাঁহার সমুদায় বিষয়ে স্বত্ববতী হয়েন, যখন স্বভাবতঃ জাত ভ্রাতা ভবানীর পত্নী হইতে তাঁহার সমুদায় বিষয় লইতে পারিত না, তখন দত্তকরূপে কৃত ভবানীর ভ্রাতা তাহা লইতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। রামকিশোরকে যদি পৈতৃক বিষয়ের কিছু লইতে হয় তবে তিনি তাহা ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপেই গ্রহণ করিবেন, তাঁহার সহিত যৌতরূপে লইবেন না।

উইলের দ্বারা বিষয় বিলি করণের ক্ষমতানুসারে গৌরকিশোর নিজ বিষয়ে ভবানীর স্বত্বকে জীবনান্ত স্বত্বরূপে সঙ্কুচিত করিতে পারিতেন কি না, কিম্বা (তাঁহার পুত্র যদি পুত্র সন্তান না রাখিয়া মরিত, অথবা তাদৃশ পুত্র কৃত হইয়া অবর্ত্তমান হইত তবে) তিনি তাহা নিজ দত্তক পুত্রে বর্ত্তি-বার সীমাবদ্ধ করিতে পারিতেন কি না তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি তাহা করেন নাই, এবং করিতে চেষ্টাও করেন নাই। বিচার্য্য বিষয় এই যে তাঁহার পুত্রের স্বত্ব অসঙ্কুচিত হওয়াতে আর সে পুত্র বিবাহ করিয়া পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যাও-য়াতে; ও সে পত্নী পত্নীত্ব স্বত্বে পতির বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী হওয়াতে, দত্তক গ্রহণদ্বারা এক নূতন উত্তরাধিকারী স্থাপিত হইতে পারে কি না, এবং ঐ স্বত্ব ধ্বংস করিয়া যাহা গৌরকিশোরের ঔরস পুত্র লইতে পারিত না সে তাহা দত্তক পুত্ররূপে লইতে পারে কি না।—হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে তাহার তেমত করিতে পারা শাস্ত্রের সমুদায় কারণ ও বিধানের বিপরীত বোধ হয়। স্মরণ করিতে হইবে যে দত্তকপুত্র দায়াধিকার হেতু বিষয় পায়, উইলে দান দ্বারা পায় না, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান এই যে দায়াধিকার বিষয়ে যে ব্যক্তি দায়াদ হইবে তাহাকে অবশ্যই শেষ

বর্ত্তি পূর্ণ অধিকারির উত্তরাধিকারী হইতে হইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে ভবানী শেষবর্ত্তি পূর্ণাধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহার পত্নী পত্নীযোগ্য স্বত্বে অধিকারিণী হইয়াছেন, ইঁহার মরণে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে তাহাকে ভবানীর তাৎকালিক উত্তরাধিকারী হইতে হইবে।

ভবানী যদি অবিবাহিত মরিতেন, তবে তাঁহার জননী চন্দ্রাবলী তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইতেন, ও তাহাতে ঐ দত্তকতা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরূপ কারণ-মূলক হইত। দত্তকগ্রহণের ক্ষমতার কার্য্য সম্পাদন করণে তিনি আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে অধিকারচ্যুত করিতেন না, ইহাতে এই মকদ্দমা সাধারণ বিধানান্তর্গত হইত, পরন্তু ইহা দেখাইবার নিমিত্তে যে শুদ্ধ কোন বিধবাকে দত্তকগ্রহণার্থে অনুমতি দেওয়া হইলে তদ্দ্বারা মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারির স্বত্ব দখলের দ্বারা বর্ত্তিলেও তাহার স্বত্ব ধ্বস্ত হইয়া সে নিস্বত্ব হইতে পারে কোন নজীর দর্শিত ও প্রামাণিক পুস্তক হইতে কোন নিষ্পত্তি উল্লিখিত অথবা কোন বিধান উক্ত হয় নাই।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত বাদানুবাদে অথবা নিম্ন আদালতে যে এক মাত্র মকদ্দমা উক্ত বিষয়ক বলিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের,—ইহা সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার রিপোর্টের ১৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু সে মকদ্দমাতে যে উইল করণের ক্ষমতার উপর বিষয় বিলি নির্ভর করা হইয়াছে ইহা নির্ব্বিবাদ, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা বিষয় বিলির আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল। আপেণ্ডিক্সের ৯ পৃষ্ঠাতে ৫ নম্বরে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের উইল সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। তাহা উইল আখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে এগ্জিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছে, ও তাহাতে সমুদায় বিষয় বিলি করা হইয়াছে, নানাপ্রকার লিগাসি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান ছিল, তাহা পুত্র বা কন্যা হউক, তাহাকে বক্রী বিষয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই সন্তান কন্যা হইলে অবশ্যই যথাশাস্ত্র দায়াধিকার শৃঙ্খল ভগ্ন হইবে, ও তাহাতে আদেশ আছে যে ঐ সন্তানের মরণে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উইল দ্বারা নিজ বিষয় বিলি করিতে গৌরকিশোরের যে ক্ষমতা—(যদ্বিষয়ে এক্ষণে আপিলান্ট্ দৃঢ়রূপে কহিতেছে) তদ্বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করি না, কিন্তু তিনি যে দস্তাবেজ দস্তখত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তদ্রূপ বিষয় বিলি করা আমাদের দৃষ্ট হয় না। অপিচ বোধ হইতেছে হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ভবানীর পত্নীর স্বত্ব ধ্বংস হওয়া বিবেচনা করা কঠিন, কারণ স্বামী ও স্ত্রী এক, যত দিবস স্ত্রী বাঁচিয়া থাকে স্বামীর অর্দ্ধদেহ জীবিত থাকে; পরন্তু এ আপত্তির উপর জোর করার আবশ্যকতা নাই।

এই সমস্ত বিবেচনায় আসল আপীল সম্বন্ধে শ্রীলশ্রীমতী মহারাণীর হুজুরে আমরা আমাদের এই মত রিপোর্ট করিব যে বাদির মকদ্দমা ডিসমিস্ হওয়া উচিত; পরন্তু যেহেতু আপিলান্ট অসত্য বর্ণনা-পত্র দাখিল করাতে এবং রেস্পণ্ডেন্ট্ যে সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে ও যাহা সাব্যস্ত হইয়াছে

আপিলান্ট্ তাহাতে আপত্তি করাতে এই মকদ্দমার অধিকাংশ খরচা হইয়াছে, অতএব আমরা বিবেচনা করি যে এই মকদ্দমার উভয় পক্ষের খরচা অথবা আসল আপীলের খরচা উভয়ের জিম্মা করা উচিত। ক্রস্ আপীল সম্পূর্ণ অমূলক এবং আমরা পরামর্শ দেই যে তাহা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হয়।

ঐ সকল ভিন্ন২ হুকুম ও ডিক্রী (যাহার প্রতি আপত্তি হইয়াছে) তাহার যতদূর উক্ত উপদেশের বিরুদ্ধ তাহা অবশ্য রদ হইবে।

উইক্‌লী রিপোর্ট, বা. ৩, ১৮৬৫ সাল,—প্রিবি কৌনসিল্, পৃ. ১৫।

বিবেচনা।—উক্ত নিষ্পত্তি বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত হয় না, এখানকার প্রধান মত এই যে "অকর্ত্তব্য কর্ম্মও কৃত হইলে সিদ্ধ"। প্রথমতঃ লার্ড জজ সাহেবদিগের অনুসন্ধান ও বিবেচনা করা উচিত ছিল যে বাঙ্গালা দেশে কোন পুরুষ নিজের ও নিজ পত্নীর এবং উভয়ের পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণের চির সংস্থান করিতে আর বিষয়াধিকারের নিয়ম করিতে সক্ষম কি না। যদি তাঁহারা এমত করিতেন তবে তাঁহারা সন্তোষজনকরূপে জানিতে পারিতেন যে অপুত্র পুরুষের দত্তকপুত্র গ্রহণ শুদ্ধ ধর্ম্ম্য বলিয়া নহে কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বটে*, ও কোন পুত্রবান্ পুরুষ নিজ পত্নীকে নিজমরণান্তে ঐ পুত্র অবিদ্যমানে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি দিতে পারে শুদ্ধ এমত নহে কিন্তু এই দত্তক পুত্র মরিলে তাহার স্থলে অন্য দত্তক লইতে অনুমতি দিতে পারে †; আর বাঙ্গালা দেশীয় কোন হিন্দু উইলের বা দানপত্রের দ্বারা আপনার (বিষয় তাহা পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত হউক,) দিয়া যাইতে পারে, এবং ঐ দান (তাহা কোন পুত্রকে বা অপরকে করা হউক) শাস্ত্রীয়বিধান উল্লঙ্ঘন জন্য নিন্দিত হইলেও সিদ্ধ হইবে ‡; এবং বঙ্গদেশে পুত্রবান্ পুরুষ পৈতামহ বা স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় পুত্রেদের সম্মতি বিনা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে, অপিচ পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে§; একজন পুত্রবান্ পুরুষ পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশে স্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে, ও পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলেরদ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে ¶। অস্মদ্দেশের সংস্থাপিত

---

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৩০—৭৩২। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৮৩। ‡ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৫৩৬ ও ৫৩৭।

§ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৫৩৩ ও ৫৮৪। ¶ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৫৩৩ ও ৫৮৪।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে উইল ছিল না। তথাপি পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত বিষয় বাচনিক বা দানপত্র দ্বারা অথবা উইল সদৃশ লেখদ্বারা দানাদি করিতে ধনির ক্ষমতা দানবিধানের সাংকৃতিক ন্যায়ে ইদানীন্তন স্বীকৃত হইয়াছে। এতাবতা ইংরাজি আইনে উইলের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত হিন্দুর উইল অবিকল রূপে মিলিবে এমত আসা

ব্যবস্থা এইরূপ হওয়াতে—নিজ ঔরস পুত্রের অভাব ঘটনায় দত্তক পুত্র গ্রহণার্থে পত্নীকে অনুমতি দিতে এবং ঐ পুত্রের দায়াধিকার যেরূপ নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা করিতে গৌরকিশোর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান্ ছিলেন। এতাবতা ঐ পত্র-লেখ্য (যদ্দ্বারা তিনি তাদৃশ কার্য্য করেন ও যাহা তাঁহার কৃতকার্য্যের পত্র সাক্ষি মাত্র,) তাহা অনুমতিপত্র দানপত্র বা উইল-পত্র আখ্যাত হউক সর্ব্বথা ও সর্ব্বার্থে সিদ্ধ লেখ্য বটে, তাহা তাহাতে লিখিত কর্ম্মগুলির সম্পাদন বিনা অকর্ম্মণ্য হইতে পারে না, এতাবতা গৌরকিশোরের অভিপ্রায়ানুসারে তাহা বলবৎ করা উচিত ছিল, এবং তাঁহার অভিপ্রায় ঐ লেখ্যের শব্দগত অর্থদ্বারা অথচ শাস্ত্রীয় ভাবার্থদ্বারা নিষ্কর্ষ করা যাইতে পারিত। এবম্বিধায় ঐ দস্তাবেজে লিখিত 'ভবিষ্যৎ ভাবনায়' ও 'জলপিণ্ডের লোপ না হওয়ার নিমিত্তে' এই বাক্যাংশের অর্থ এই যে ঔরস পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা না হইলে শ্রাদ্ধ তর্পণের চির সংস্থান নিমিত্তে দত্তক গ্রহণদ্বারা বংশ ক্রমাগত করিতে হইবে। অতএব ভবানীকিশোরের এমত বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা (যাহাতে তিনি পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য তাবৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন) যথেষ্ট নহে,—কেননা তাহা পুত্রের কর্ত্তব্য তাবৎকার্য্য যথার্থতঃ সম্পন্ন করার সমান নহে, কারণ পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য যে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সমূহ তাহা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একবার মাত্র করিলেই হয় না, কিন্তু বৎসরে২ একোদ্দিষ্ট ও সময়ে২ পার্ব্বণ করিতে* বিশেষতঃ বংশ রক্ষাদ্বারা অর্থাৎ ঔরস পুত্রোৎপাদন বা দত্তকপুত্র গ্রহণদ্বারা পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়*। এতাবতা পুত্রোৎপাদন বা পুত্র গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি পিতৃলোকের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না ইহা ৭৫৫—৭৬২ পৃষ্ঠা দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

করা যাইতে পারে না। দান হইতে উত্থিত হইয়াছে বিবেচনায় কোলব্রুক সাহেব উইলকে মৃত্যুর আশঙ্কায় দান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর সর্ উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেব কহেন কোন মনুষ্য নিজ মৃত্যুর পর আপনার যে মানস সম্পন্ন হওয়ার ইচ্ছা করে উইল তাহা বই আর কিছু নয়।—শেষোল্লিখিত বর্ণনার সহিত গৌরকিশোরের লিখিত অনুমতি পত্র সম্পূর্ণরূপে মিলে। এবং তাহা হওয়াতে ঐ কাগজকে উইল বিবেচনা করা উচিত ছিল যথা নিম্ন আদালতে (অর্থাৎ বিগত সদর দেওয়ানী আদালতে) হইয়াছে। অনেক হিন্দুতে এইরূপ উইলপত্রে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়াতে এবং অনেকে (দত্তক গ্রহণার্থে) অনুমতি পত্রে বিষয় দানাদি করাতে এবং দাতব্য দেওয়াতে এতাদৃশ দলীল সকল অভেদ রূপে ও অবিশেষে উইল বা দানপত্র, কিম্বা অনুমতি-পত্র ইত্যাদি কথিত হয়। পরন্তু বিষয় দানাদি ও দাতব্যতা বিষয়ক লিখিত পঠিত সকল সচরাচর উইল রূপে বিবেচিত হয়।

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ২১ ও ৭৫৫।

* হিন্দুদের বিশ্বাসানুসারে মনুষ্যের পারলৌকিক সুখ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ঋণ পরিশোধনের উপর নির্ভর করে, তাহা ক্লেশ মোচনের উপায় স্বরূপ। পুত্রহীন ব্যক্তির মরণান্তে 'পুত্' নামক নরকে পতিত হয়, এবং তথায় সময়ে২ পুত্রের অবশ্য দানীয় জল পিণ্ডের অভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় যন্ত্রণা ভোগ করে।—এসট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬১, ৬২।

প্রাপ্তব্যবহার হইয়া ভবানী যে কএক বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কেবল ঐ কএক বৎসরের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ এবং আর কএকটী শাস্ত্রীয় ক্রিয়া করিয়া থাকিবেন। এমত অবস্থায় লার্ড জজ সাহেবদিগের এমত বিবেচনা করা উচিত ছিল না যে ভবানী পিতার প্রতি কর্ত্তব্য তাবৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন (করা অসম্ভব ও অসাধ্য হওয়াতেও তিনি তাহা) করিয়াছিলেন। অপিচ ভবানী নিজ জননীর শ্রাদ্ধাদি কোন ক্রিয়া করেন নাই, করিতেও পারিতেন না। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিতেও গৌরকিশোর দত্তক গ্রহণে আদেশ করিয়া ছিলেন। ও তাঁহার এইরূপ আদেশ শাস্ত্রসম্মতই হইয়া ছিল, কেননা পুত্রের অকাল মৃত্যুতে জলপিণ্ডের লোপাশঙ্কায় শাস্ত্রে ঔরসপুত্রের অভাবসত্বে দত্তকগ্রহণের বিধান করিয়াছেন,—এই হেতুতে যে ঔরস বা দত্তক পুত্রের কিছু কালের নিমিত্তে বাঁচিয়া থাকা ও তৎকাল ব্যাপিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পাদন করাকে শাস্ত্রে যথেষ্ট বিবেচনা করেন না।

লার্ড জজেরা বিবেচনা করেন যে—অনুমতিপত্রে স্পষ্টবাক্যে এমত কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই যাহার মধ্যে দত্তক গ্রহণকরা হইতে পারে"। কিন্তু "যদি তোমার গর্ভজাত পুত্রসন্তানের অভাব হয়, তবে তুমি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে" এই বাক্যে যে সময়ে দত্তক গ্রহণে অধিকার জন্মে তাহা (অর্থাৎ ভবানীর অভাবকালকে) স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং চন্দ্রাবলী দত্তক গ্রহণ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হওয়াতে তাঁহার জীবনান্তকাল দত্তকগ্রহণের অন্য সীমা বিবেচনা করিতে হইবে *। তথাচ ভবানীর ঔরস বা দত্তক হইলে ঐ সীমাদ্বয়ের লোপ হইতে পারিত কেননা ভবানীর পুত্র হওয়াতে শাস্ত্রে গৌরকিশোরের-ও পুত্র হইল ‡ কিন্তু যেহেতু তাহা হয় নাই, অতএব চন্দ্রাবলীর জীবনান্তপর্য্যন্তই তাঁহার দত্তকগ্রহণের শেষ সীমা (যথা উপরিধৃত ইষ্টসাহেবের নোটে উক্ত হইয়াছে)। অপিচ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দত্তকগ্রহণের নিমিত্তে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন না, কেবল কহেন—শ্রাদ্ধতর্পণ ও নাম সঙ্কীর্ত্তন নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তি যে কোন উপায়ে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পুত্র প্রতিনিধি করিবে"†।

লার্ড জজসাহেবেরা আশঙ্কা করিয়াছেন যে—"এমত-ও হইতে পারিত যে ভবানীও ঔরস বা দত্তক পুত্র রাখিয়া যাইতে পারিত ও সে পুত্র ভবানীর জীবনকালেই প্রাপ্ত-ব্যবহার হইত"—এই আশঙ্কা কারণাধীন বটে, কেননা তদবস্থায় গৌরকিশোরের-ও পুংসন্ততি হওয়াতে ‡ গৌরকিশোরের পুংসন্ততির আকাঙ্ক্ষা ভবানীর পুত্রদ্বারা বিলুপ্ত হইয়া চন্দ্রাবলীকে দত্ত দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা স্বতঃ বিলুপ্ত হইত। কিন্তু লার্ড জজসাহেবদিগের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমা এমত নহে, যে ইশুর বিচার তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল তাহা এই যে—"ভবানী পুত্রহীনাবস্থায় মরণে নিজ পতির দত্তানুমতির কার্য্যসম্পাদন

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৮০৩ † দ্রষ্টব্য অত্রির ও মনুর বচন, পৃ. ৭৩০।

‡ শাস্ত্রে পুত্রপদে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝায় দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৩১।

করিতে চন্দ্রাবলী যোগ্যা ছিলেন কি না"।—অনুমতিপত্রের অর্থ ও গৌরকিশোরের অভিপ্রায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে করিয়া অথচ ভবানীর পুত্রহীনাবস্থায় মরণ বিবেচনা করিয়া লার্ড জজ সাহেবেরা যদি শুদ্ধ ঐ ইশুর বিচার করিতেন তবে তাঁহাদের হৃদবোধ হইত যে তদনুমতির কার্য্যসম্পাদনের সীমাদ্বয় ভবানীর ও চন্দ্রাবলীর মৃত্যুকাল।

অপরঞ্চ লার্ড জজসাহেবরা বিবেচনা করেন যে—"তিনি (অর্থাৎ ভবানী) উত্তরাধিকারীরূপে পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা দানাদি করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তিনি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিতেন, ঔরস পুত্রাভাবে তাহা অধিকার করণের নিমিত্তে তিনি এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পিতার সকল মনস্থই তিনি নিষ্ফল করিতে পারিতেন"—ইহাও অন্যায্য বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ঔরস পুত্রজনন বা দত্তকগ্রহণদ্বারা ভবানীকর্ত্তৃক জলপিণ্ডের চির সংস্থান ও বিষয়ের ক্রমাগত দায়াদ উৎপাদন বা স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত গৌরকিশোর ভবানীর বিষয়াধিকার নিয়মাধীনরূপে অনিরূঢ় করাতে ভবানী ঐ বিষয়ে নিরূঢ়রূপে অধিকারী হয়েন নাই, ও হইতে পারেন নাই, ঐ বিষয় দানাদিতে তাঁহার ক্ষমতা অসীম বা সম্পূর্ণ হয় নাই।—নিজে পুত্রহীনাবস্থায় মরিলে গৌরকিশোরের (পক্ষে) গৃহীত দত্তকে বিষয় অর্শিবার নিয়মাধীন তিনি বিষয়াধিকারী হইয়াছিলেন, এবং দানাদিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিতেন না. আর বিষয় সম্বন্ধে গৌরকিশোরের মনস্থ সকল নিষ্ফল করিতেও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না।

অপিচ লার্ড জজ সাহেবেরা বিবেচনা করেন যে—"ভবানীর মরণে তাঁহার পত্নী দায়াদারূপে উত্তরাধিকারিণী হয়েন, এবং ভবানীর কোন ভ্রাতা থাকিলে-ও ঐ পত্নী তদ্রূপে তাহাকে নিরাশ করিয়া অধিকারিণী হইতেন ; তিনি পত্নীরূপে তাঁহার সমুদায় বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছিলেন"।—পরন্তু মূল ধনি শ্রাদ্ধাদির লোপ এবং উত্তরাধিকারীর লোপ অর্থাৎ বংশলোপ রূপ আপদের অঘটনা নিমিত্তে যে আদেশ করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে একত্র উক্ত বিবেচনার পর্য্যালোচনা করিলে উহা অসঙ্গত বোধ হইবে। ঐ আদেশ যথা,—"ঈশ্বর না করেন যদি তোমার গর্ভজাত পুত্রের অভাব হয়, তবে তোমার ও আমার শ্রাদ্ধ সম্পাদন নিমিত্তে এবং দেব-সেবা ও জমীদারী প্রভৃতি বিষয়াধিকার নিমিত্তে আমার গোত্র হইতে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবে"। এবং হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কহেন—"দাতার ইচ্ছাই স্বত্বের কারণ"*। তাঁহারা যদি স্ব২ ভাগ দান বা বিক্রয় করেন, তাঁহারা ঐ সকল যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন ; কেননা তাঁহারা স্ব২ ধনের প্রভু"†। এতাবতা গৌরকিশোরের ইচ্ছাই ভবানীকিশোরের স্বত্বের কারণ হওয়াতে, এবং (যথা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে) গৌরকিশোর নিজ বিষয়ে যে রূপে ভবানীকিশোরের অধিকার অনিরূঢ়

---

* মেক্‌. হি. ল. বা. ২, পৃ. ২২৩।

† কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ১০১।

করিয়াছেন তাহা করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকাতে ভবানী কিশোর যে নিয়মাধীন অধিকারী হয়েন সেই নিয়ম সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী হইতে পারেন নাই, কেবল উপরি উক্ত মতে অপর ব্যক্তিতে বিষয় বর্ত্তিবার আশঙ্কাধীন অধিকারী হইয়াছিলেন। এবং যখন ভবানী যে নিয়মাধীন অধিকারী হইয়াছিলেন সে নিয়ম সম্পূর্ণ না করার নিমিত্তে তাঁহাকে নির্ব্যূঢ়রূপে বিষয় অর্শিতে পারে নাই, তখন তিনি শেষবর্ত্তী সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না. এবং তিনি তাহা না হওয়াতে তাঁহার পত্নী-ও ভবানীর ভ্রাতাকে নিরাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইতে পারেন নাই, মূলধনির ইচ্ছানুসারে (যে ইচ্ছাই স্বত্বের কারণ) ঐ বিষয় ভবানী পুত্র-হীনাবস্থায় মরাতে তাঁহার ভ্রাতাকে অর্শিয়াছে।

লার্ড জজ সাহেবেরা আরো বিবেচনা করিয়াছেন যে—যখন ভবানীর স্বভাবতঃ জাত ভ্রাতা কোন অংশ লইতে পারিত না, তখন ভবানীর দত্তক ভ্রাতা তাঁহার পত্নীর স্থানে সমুদায় বিষয় লইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হয়"। পরন্তু বোধ হইতেছে তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক পৈতৃক বিষয় অধিকৃত হইলে পর যদি এক ভ্রাতা জন্মে তবে সে পরে জাত পুত্রের সর্ব্বাধিকারসম্পন্ন হয় *; এতাবতা সে ভ্রাতা হইতে (অথবা ভ্রাতৃপত্নী বিষয়াধিকারিণী হইলে তাহা হইতে) নিজ যোগ্যাংশ লইবে; এবং ভ্রাতার মরণান্তে আর এক জন দত্তক রূপে কৃত ভ্রাতা হইলে সেও পরে জাত ভ্রাতার সর্ব্বাধিকার সম্পন্ন হয়; এবং সেও নিজ যোগ্যাংশ লয়, পরন্তু তন্মধ্যে কেহ যদি ভ্রাতার পত্নী হইতে সম্পূর্ণ বিষয় লয় তবে আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কেননা পূর্ব্ব ভ্রাতার অংশ এক ভ্রাতা পরে জাত হইলে অর্দ্ধেক হইবে। ও এক ভ্রাতা পরে দত্তকরূপে গৃহীত হইলে দুই-তেহাই হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে পরে গৃহীত দত্তক ভ্রাতা সম্পূর্ণ বিষয়ই পাইবে, কারণ মূলধনির অভিসন্ধি এই যে ভবানী অপুত্রক মরিলে এক দত্তক পুত্র গৃহীত হইবে এবং সে (সমুদায়) বিষয়াধিকারী হইবে। পত্নী ভর্ত্তার শরীরার্দ্ধ হওয়া-ও এ মকদ্দমাতে ঐ পত্নীকে সম্পূর্ণ বিষয় অর্শিবার বিশিষ্ট কারণ নহে, কেননা সে ভর্ত্তার শরীরার্দ্ধ হইলেও শ্বশুরের অর্দ্ধ পুত্র না হওয়াতে পুত্রবধূ সত্ত্বেও শ্বশুরের পক্ষে দত্তক পুত্রের আবশ্যকতা থাকিল, ভবানীর এক পুত্র বা দত্তকপুত্র অথবা পৌত্র হইলেই কেবল ঐ আবশ্যকতা দূর হইত। এতাবতা ভবানীর প্রাপ্ত-ব্যবহার হওয়া, বিবাহ করা ও এক পত্নী রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হওয়া জলপিণ্ডের চির সংস্থানের কোন উপায় নহে;—যে জলপিণ্ডলোপাশঙ্কায় অনুমতি দেওয়া হয়, এবং যেহেতু জলপিণ্ডের চির সংস্থান ও বংশ রক্ষা নিমিত্তে দত্তক পুত্রগ্রহণের অবশ্যই আবশ্যকতা ছিল অতএব উক্তাবস্থা ও ভবানীর অপ্রাপ্ত-ব্যবহার এবং অবিবাহিতাবস্থার মধ্যে কোন বিশেষ নাই। অপরঞ্চ দত্তকগ্রহণ নিত্যকর্ম্ম হওয়াতে যেহেতু অজাত ও মৃত পুত্র ব্যক্তি মাত্রেরই দত্তকগ্রহণ আবশ্যক,

* বিভক্তজ বিভাগ প্রকরণ দ্রষ্টব্য, এবং ৫২ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

ও যেহেতু দত্তক গ্রহণে তমাদি নাই, (যখন কোন ব্যক্তি অপুত্র হওয়া নিশ্চিত হয় তখনই সে দত্তকগ্রহণ করিতে পারে অতএব ভবানীকিশোরের অভাবাশঙ্কায় গৌরকিশোর নিজপত্নীকে দত্তক গ্রহণার্থে যে ক্ষমতা দিয়াছিলেন তাহা ভবানী অপুত্রক মরিলে পর অবশ্যই সম্পাদনীয় হইয়াছিল, তিনি প্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়া পিতার প্রতিকর্ত্তব্য তাবৎ ধর্ম্মক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াই মরুন অথবা পত্নী রাখিয়াই মরুন তাহাতে কিছু আইসে যায় না।" উপরি উক্ত অবস্থাতে যে একমাত্র বিশেষ আছে তাহা এই যে তাদৃশ দত্তক সমুদায় বিষয় লইতে পারে না। কারণ যখন অনুমতি পত্রে লিখিত হয় নাই যে পুত্র হইতে অপ্রশস্তা ও মাতা হইতে প্রশস্তা উত্তরাধিকারী রাখিয়া ভবানী কাল-প্রাপ্ত হইলে গৌরকিশোরের নিমিত্তে চন্দ্রাবলীকর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক বিষয়ের সমুদায় লইবে অথবা কেবল একাংশ লইবে, তখন শাস্ত্রের বিধান বলবৎ হইবে যদনুসারে দত্তক পুত্র রামকিশোর অধুনাতৃতীয়াংশের অধিক পাইতে অধি-কারী বোধ হয় না, ও তৎপরিমাণে ভবানীর স্ত্রী (একতেহাইতে) নিঃস্বত্ত্ব হইয়া বক্রী দুই তেহাইতে যাবজ্জীবন স্বত্ত্ববতী থাকিবে কেননা ঔরস ও দত্তকের মধ্যে বিভাগে ঐ পরিমিত তাহার স্বামিকে অর্শিতে পারে তদনন্তর স্বামির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া তাহাতে তাহা বর্ত্তিতে পারে। যেহেতু আমাদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে অনভিজ্ঞতা হেতু উক্ত বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ভরসা এই যে লার্ড জজ সাহেবেরা যত শীঘ্র সম্ভব হয় এই বিচার সংশোধন করিবেন।

মকদ্দমা নং ৪৫২—১৮৫০ সাল।

গৌরনাথ চৌধুরী প্রভৃতি, আপিলান্ট্—বনাম—অন্নপূর্ণা চৌধুরাণী (প্রতিবাদিনী) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

বিচার—

নজীর

৫১২ সংখ্যক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিবেচনা বিষয়ক।

মেকনাটনের প্রথম বালামের ৮৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টে দৃষ্ট হইতেছে যে কোন নারী পতির অনুমতিক্রমে এক দত্তক পুত্র লইয়া থাকিলে ও সেই দত্তক মরিলে, তাহার মরণে পতি হইতে আর এক দত্তক গ্রহণ করি-বার অনুমতি নাপাইয়া থাকিলে আর এক দত্তক গ্রহণে ক্ষমতাবতী কি না এই কথার মীমাংসা হয় নাই। দত্তক মীমাংসার মতে ঐ কর্ম্মটী স্পষ্টতঃ অশা-স্ত্রীয়; এবং ঐ গ্রন্থ দত্তক বিষয়ে প্রামাণিক প্রমাণ।

এই আদালতের রিপোর্ট বহির ১ বালামের ১৩৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইতেছে যে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হইলে পর এক দত্তক পুত্রের মরণে অন্য দত্তকগ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং (বর্ত্তমান মকদ্দমাতে) এমত কোন নজীর দর্শান হয় নাই যাহাতে এক দত্তকের অভাবে অন্য দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে;

অপরঞ্চ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম এই যে অনুমতি ব্যতিরিক্ত দত্তক-পুত্র গৃহীত হইতে পারে না; পরিষ্কাররূপ নিষ্কর্ষ এই যে অনুমতি দানার্থে পতি জীবিত না থাকিলে এক দত্তকের মরণে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব আমরা গুরুদত্তের দত্তকতা রদ করিলাম। অন্নপূর্ণাকে নবকিশোরের পত্নী বলিয়া কোথাও অস্বীকার করা হয় নাই, এবং তিনি আপত্তি করিয়াছেন যে তিনি নিজপতির ত্যক্ত বিষয়ে যাবজ্জীবন অধিকারিণী, তিনি এক্ষণে যে বিষয় দখল করিতেছেন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহা দখল রাখিতে তিনি যে অধিকারিণী ইহাতে সন্দেহ নাই। এতাবতা নিজ মৃত পতির* উত্তরাধিকারিণী রূপে অন্নপূর্ণা যাবজ্জীবন দখিলকার থাকিবেন। ২৭ এপ্রেল ১৭১২ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৩৩২।

বিবেচনা। উপরিউক্ত নিষ্পত্তি দত্তক মীমাংসানুসারে শুদ্ধ বটে কিন্তু দত্তক-মীমাংসা অপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকপ্রশস্ত যে দত্তক চন্দ্রিকা তদনুসারে ইহা শুদ্ধ বোধ হয় না। এ বিষয়ে দত্তকচন্দ্রিকা মৌনাবলম্বি হওয়াতে অন্ততঃ নিষেধ না করাতে ইহাতে সম্মত থাকাই বোধ করিতে হইবে, কেননা ঐ পুস্তকেই এই বিধান বিহিত হইয়াছে যে "পরের মত নিষিদ্ধ না হইলে অনুমত হয়" এই ন্যায়ে অনিষেধেও অনুমতি হয় (দ চ. পৃ. ৯)। এতাবতা ঐ কার্য্য দত্তক চন্দ্রিকায় নিষিদ্ধ না হওয়াতে প্রস্তুত বিবাদভঞ্জনেবে অনুমত হওয়াতে, বিশেষতঃ ঐ কার্য্য ন্যায্য ও শাস্ত্রীয় হওয়াতে তাহা প্রাড়্বিবাককর্ত্তৃক বঙ্গদেশে চলিত হওয়া উচিত হয়। তথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—"কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নয় (কেননা) যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।" এবঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্য ও কহেন "দুই স্মৃতির বিরোধ হইলে যাহা ন্যায্য তাহাই ব্যবহারে বলবৎ"।

মকদ্দমা নং ৩০৭। ১৮৫২ সাল।

আনন্দময়ী চৌধুরাণী ও ভগবতী গুপ্তা (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট
—বনাম—নাবালগ গিরিশচন্দ্র রায়ের পিতা ও হিতৈষী
নন্দলাল রায় (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৫২১ সংখ্যক ব্যবস্থা ও ৬৫ সম্বন্ধীয় বিবেচনা বিষয়ক।

আদালত আদেশ করিলেন যে আপিলান্টের উকীল পঞ্চম ইশুর উপর বাদানুবাদ করে। ঐ ইশু এই যে যে অনুমতিপত্রের বুনিয়াদে এই মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে এবং যদনুসারে হরমণি নাবালগ গিরিশচন্দ্রকে দত্তকগ্রহণ করিয়াছে সে অনুমতিপত্র সিদ্ধ কি না?

কৃষ্ণকিশোর (ঘোষ) আনন্দময়ীর পক্ষে (বাদানুবাদ করিলেন যথা) আদা-

---

* এস্থলে "পতি" শব্দের পরিবর্ত্তে "পুত্র" শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল।

† দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. ব্য. ২, পৃ. ১০৩। ‡ কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৫।

লতের বিবেচ্য এই যে হরমণির অনুমতি পত্রের তারিখ ভুবনের মৃত্যুদিবস, তৎকালে ভুবন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন নাবালগ ছিলেন ও কালীপ্রসাদ রায় তাঁহার নিযুক্ত ওসী ছিলেন। ১৮৪৫ সালের ১৫ মে তারিখে হরমণি সাক্ষ্য দেয় যে সে ১৪ বৎসর বয়স্কা ছিল, এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া সে অনেক সওয়ালের জওয়াব দেয় তথাপি ঐ অনুমতি পত্রের কোন উল্লেখ করে না। ঐ অনুমতিপত্রের চারিজন সাক্ষি আছে ও তাহা ১৮৪৭ সালের ১ জুলাই তারিখে প্রথমে প্রকাশিত হয়। এস্থলে আদালত উক্ত উকীলকে ক্ষান্ত করিয়া রমাপ্রসাদ (রায়কে) জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে নাবালগ অযোগ্য ভুম্যধিকারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সম্মতি ব্যতীত দত্তকগ্রহণ করিতে পারিত না সে অন্যকে কিরূপে দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিতে পারে? অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাহার নিজের নাই সে ক্ষমতা অন্যকে কিরূপে দিতে পারে? উত্তর,—আইনে নাবালগকে স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করিতেই কেবল বারণ করিয়াছেন। কিন্তু দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিতে তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করেন নাই, কেননা শাস্ত্রে দত্তকগ্রহণকালের সীমাবদ্ধ হয় নাই। এতাবতা অপ্রাপ্তব্যবহারতা প্রতিবন্ধক নহে।

বিচার—

আইনের উক্তি এই যে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা আবেদন করিয়া কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সম্মতি গ্রহণ ব্যতিরিক্ত অক্ষম ভুম্যধিকারির গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ।—১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা।

অতএব ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে তাদৃশ ব্যক্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সম্মতি বিনা দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিতে পারে না। ভুবন দত্তকগ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়, ও সেই অনুমতির বুনিয়াদে এই নালিশ উপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকালে সে উক্ত কোর্টের অধীন নাবালগ ছিল, তথাপি ঐ কোর্টের সম্মতি প্রার্থনা কিম্বা হাসিল করা হয় নাই; অতএব তাহা অসিদ্ধ এবং মকদ্দমা অবশ্যই ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে।

প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা রদ এবং আপীল খরচা সমেত ডিক্রী হইল। ৩০ এপ্রেল ১৮৫৫ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ২৪৮।

বিবেচনা। বাবু রমাপ্রসাদ রায় যে উত্তর করেন তাহা শাস্ত্র-সম্মত নহে। কেননা ইহা (কুষ্ঠীর ন্যায়) শৌচ বা অশৌচ নহে যে দত্তকগ্রহণে অনুমতি দেওনের ও বস্তুতঃ দত্তকগ্রহণের মধ্যে বিশেষ হইবে *, কিন্তু ইহা বয়স সম্বন্ধে যোগ্যতাযোগ্যতা বিষয়ক। এবং যেহেতু অপ্রাপ্তব্যবহার কর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণানুমতি দত্ত হওয়া ও সে স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করা একই, অতএব পত্নীকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিতে যোগ্য হওয়ার বয়স স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্য হওয়ার বয়স হইতে পৃথক নহে †। পরন্তু আদালতের নিষ্পত্তি অস-

---

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৮০, ৮০৩ ও ৮০৪। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৯৫—৮০০।

ন্নত দৃষ্ট হয় না ; কেমনা তাহাতে অপ্রাপ্ত ব্যবহার কর্ত্তৃক সামান্যতঃ গ্রহণা নুমতি দান সিদ্ধি সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন আপত্তি হয় নাই। কিন্তু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন অপ্রাপ্তব্যবহার কর্ত্তৃক ঐ কোর্টের সম্মতি বিনা দত্তানুমতিকে অসিদ্ধ করা হইয়াছে।

মৃত সুন্দর নারায়ণের পত্নী মোসম্মাৎ সুলক্ষণা, আপিলান্ট্—বনাম—
রামদুলাল পাঁড়ে প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৪১৭, ৫০৮, ৫১২,
ও ৫১৭ সংখ্যক ব্যবস্থা
বিষয়ক।

বাদী নিজ নাবালগ্ পুত্র শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে এই নালিশ করে, ঐ পুত্রের মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া রাজা যাদু-রামের দুহিতা ছিলেন ; এবং এই নালিশ এই বুনিয়াদে উপস্থিত হয় যে শাস্ত্রানুসারে দাবীকৃত জমীদারী যাদু-রামের দৌহিত্র উক্ত নাবালগের হক।

প্রতিবাদী সুন্দরনারায়ণ আপত্তি করে যে যাদুরামের পৌত্র কুঙরনারায়ণের পুত্র জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর কুঙর নারায়ণের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুগন্ধার হস্তে ঐ জমীদারী পড়িলে তিনি পতি হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে তাহাকে (অর্থাৎ প্রতিবাদিকে) দত্তক গ্রহণ করেন, এবং ঐ কালে তৎ পিতার নিকট এক নিয়ম পত্র লিখিয়া দেন, অনন্তর ১২১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি জমীদারীতে দখিলকার থাকিয়া মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে তাহা প্রতিবাদিকে সমর্পণ করেন। জিলার জজ এই মকদ্দমা ডিক্রী করেন, ও তাহাতে লিখেন যে পূর্ব্ব মকদ্দমায় প্রতি-বাদির দত্তক হওনের এজহার মিথ্যা ও নিয়মপত্র জাল বিবেচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে যাদুরামের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিপ্রিয়া ও কুড়ামনির লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি চারি পুত্র জমীদারির উত্তরাধিকারি বোধ হইতেছে।

এই নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া সুন্দর নারায়ণ মুরশিদাবাদের প্রবিন্সাল্ কোর্টে আপীল করিলে ঐ আদালত উক্ত নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন।

অনন্তর সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করার পরে সুন্দরনারায়ণ কাল-প্রাপ্ত হয় ও তাহার পত্নী আপিলান্ট্ রূপে তৎস্থলাভিষিক্তা হয়। সদরদেওয়ানী আদালতের জজ জে. এইচ্. হারিংটন সাহেব আদেশ করিলেন যে আপি-লান্টের এজহারি নিয়মপত্র ও তদ্বংশের বংশাবলিপত্র আদালতের পণ্ডিত দিগকে দেওয়া যায় যে তাঁহারা বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন কতিপয়াত্মক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লিখেন।—১ পত্নী পতির দত্ত ক্ষমতানুসারে দত্তক গ্রহণ করিলে সুন্দর নারা-য়ণের দর্শিতরূপ নিয়মপত্র তৎ-কর্ত্তৃক লিখিত ও দত্ত হওয়ার রীতি আছে কি না? ঐ বিধবা যদি এমত দস্তাবেজ স্বাক্ষর করিয়া দেয় তবে তাহাতে ঐ দত্তক পুত্রকে উক্ত বিধবার জীবনকালে তৎপতির জমীদারী দখল পাইতে অধিকার আছে কি না? ২—যদি কোন বিধবা মৃত পতির অনুমত্যনুসারে দত্তক গ্রহণ করে তবে তদবধি ঐ দত্তক পুত্র কি ঐ বিধবা তৎপতির ও পূর্ব্বপুরু-ষের শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করিবে? ৩—যদি কোন জমিদার এক মাতৃ-

হীন পুত্র ও দ্বিতীয়া পত্নীকে রাখিয়া মরে, তবে তৎপত্নী ও প্রথমা পত্নীর পুত্রের মধ্যে কলহ সম্ভাবনায় কিম্বা তৎপুত্রের মরণাশঙ্কা ভিন্ন অন্য কোন কারণে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা দানের রীতি ও শাস্ত্র আছে কি না? ৪—সুন্দর নারায়ণ যদি সুগন্ধাকর্ত্তৃক তৎপতির অনুমত্যনুসারে গৃহীত না হইয়া থাকে, অথবা তাহার দত্তকতা যদি সপ্রমাণ না হয়, অথবা সপ্রমাণ হইয়াও যদি যথাশাস্ত্র না হয়, তবে বিরোধীয় জমীদারীতে (যাহা পূর্ব্বে রাজা যাদুরামের তদনন্তর, তৎপুত্র কুঙর নারায়ণের, তদনন্তর তৎপুত্র জয় নারায়ণের, ও জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তস্য বিমাতা সুগন্ধার, দখলে ছিল। তাহাতে,) সুগন্ধার মৃত্যুকালীন রাজা যাদুরামের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া ও হরিপ্রিয়া, এবং এই দুহিতাদের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ, নন্দলাল, আনন্দলাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ, আর সুগন্ধার মৃত্যুর পরে জাত রাজা যাদুরামের দুহিতাদের আর দুই পুত্র মধুসূদন ও গঙ্গানারায়ণ জীবিত থাকিতে সুগন্ধার মরণান্তে কে উত্তরাধিকারি হইবে?

পণ্ডিতেরা উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন তদ যথা, ১— কোন নারী পতি হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে তন্মরণান্তে দত্তক গ্রহণ করিলে নিয়মপত্র রূপ দস্তাবেজ স্বাক্ষর করার শাস্ত্র নাই, প্রথাও নাই; এবং তাদৃশ দস্তাবেজ স্বাক্ষরিত হইলেও ঐ দত্তক পুত্র তাহার গ্রহীত্রী মাতার জীবনকালে তৎপতির ও ঐ পতির মৃত পুত্রের ত্যক্ত জমীদারিতে অধিকারী। তাদৃশ দস্তাবেজের বলে ঐ বিধবা দখিলকার হইতে অধিকারিণী নহে। ২—পতির দত্ত ক্ষমতানুসারে কোন নারী দত্তক গ্রহণ করিলে তদবধি উক্ত ক্রিয়া সকল ঐ দত্তক পুত্র করিবে, তাহাতে তাহারই অধিকার; ঐ বিধবা তাহা করিবে না। ৩—যদি কোন জমিদারের দুই পত্নী থাকে, ও জ্যেষ্ঠা মরিয়া থাকে কিন্তু তাহার গর্ভজাত একাদশ বর্ষ বয়স্ক এক পুত্র থাকে, ও কনিষ্ঠার পুত্র না থাকে, তবে ঐ জমীদার পীড়িত হওনে তন্মৃত্যুর অল্প দিবস পূর্ব্বে তৎপত্নী এমত নিবেদন করিলে যে আমার সহিত মৎসপত্নীপুত্রের মনের মিল হইবে না, ঐ পুত্রের সহিত কলহ হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ঐ জমীদারের অনুমতি দেওয়া শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ঐ পুত্র যদি মরে তবে দত্তক গ্রহণ করিবে এমত শরতি অনুমতি শাস্ত্রীয় বটে। এবং কোন জমীদার ঔরস পুত্র সত্ত্বে যদি (ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে) বহু পুত্র প্রাপ্তির বাঞ্ছায় ঐ পুত্রের সম্মতিতে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেয় তবে তাহা শাস্ত্রসম্মত ও দেশাচার সিদ্ধ বটে *। ৪ রাণী সুগন্ধা যদি পতির অনুমতি বিনা সুন্দর নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথবা তাহার দত্তকতা যদি শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ না হয়, তবে বিরোধীয় জমীদারী সুগন্ধার মরণের পর যাদুরামের দৌহিত্র শ্যামাপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ (যাহারা তৎকালে জীবিত ছিল) এবং যাদুরামের

* ঔরস পুত্রের সম্মতিতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া কাশ্যাদি প্রচলিত শাস্ত্র সম্মত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুমত নহে, আচার সিদ্ধও নহে।

অন্য দৌহিত্র গঙ্গানারায়ণ ও মধুসূদন (যাহারা তৎপরে জন্মিয়াছে)—এই ছয় জন উত্তরাধিকারি সকলেই এক্ষণে জীবিত থাকাতে ইহারদিগকে অর্শে *।

অনন্তর আদালত পণ্ডিতদিগের প্রতি আরো এই প্রশ্ন করিলেন যে যাদুরামের হরিপ্রিয়া নাম্নী এক্ষণে বর্ত্তমান। দুহিতার যদি আর এক বা একাধিক পুত্র জন্মে তবে তাহারা ঐ ত্যক্ত বিষয়ের কোন অংশে অধিকারি হইবে কি না?—এতদুত্তরে কথিত হইল যে যাদুরামের যে সকল দৌহিত্র এক্ষণে জীবিত আছে তাহাদের সহিত তাহারা ঐ বিষয়াধিকারি হইবে।

কোন হিন্দু ঔরস পুত্র থাকিতে ঐ পুত্রের জীবনকালে দত্তক গ্রহণ করিতে পত্নীকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে কি না।—শাস্ত্র সম্পর্কীয় এই কথার সম্পূর্ণ বিচার ও মীমাংসা না হওয়াতে ইহার বিবেচনা করা আদালতের আবশ্যক বোধ হইল, কিন্তু দত্তক গ্রহণে সুগন্ধাকে ক্ষমতা অর্পণ করণের ক্ষমতা থাকার প্রমাণ ব্যতীত বর্ত্তমান মকদ্দমায় উক্ত কথার বিচার করা অনাবশ্যক।

দত্তক গ্রহণার্থে ক্ষমতা অর্পিত হওনের যে প্রমাণ তাহা সন্দেহময়, ঐ প্রমাণ সেই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছে যাহারা আদালতের বিবেচনায় নিয়মপত্র দস্তখতের বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, সুন্দর নারায়ণকে দত্তক গ্রহণার্থে সুগন্ধার উপর তৎপতিকর্ত্তৃক ভার অর্পিত হওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে ঐ প্রমাণ উপযুক্ত বিবেচিত হইল না, অতএব বিরোধীয় বিষয়াধিকারী হইতে সুন্দর নারায়ণে কোন স্বত্ব বর্ত্তান বিবেচিত হইল না।

জিলা ও প্রবিন্সাল কোর্টের ডিক্রীর যতদূর উক্ত দত্তকতা ও সুন্দর নারায়ণের স্বত্ব অসিদ্ধ জ্ঞাপক তাহা স্থিরতর রহিল। পরন্তু যেহেতু এক্ষণে যাদুরামের ছয় দৌহিত্র থাকা দৃষ্ট হইতেছে—অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, মধুসূদন, ও গঙ্গানারায়ণ (তন্মধ্যে শেষোক্ত দৌহিত্রদ্বয় সুগন্ধার মরণান্তে হরিপ্রিয়ার গর্ভে জন্মে) অতএব পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থানুসারে ঐ ছয় দৌহিত্র সমানরূপে জমীদারীতে অধিকারী হইবে,—কিন্তু ভবিষ্যতে হরিপ্রিয়ার আর পুত্র জন্মিলে ঐ ভাবি দৌহিত্রেরা অন্যান্য দৌহিত্রের সহিত স্বত্ববন্ত হইবে, তৎ স্বত্ব সংরক্ষণ পূর্ব্বক যাদুরামের উপরিউক্ত ছয় দৌহিত্র সুগন্ধার পূর্ব্বাধিকারি জয়নারায়ণের উত্তরাধিকারি* বলিয়া ঐ জমীদারী তাহাদের প্রাপ্য কথিত হইল। ২৭ মে. ১৮১১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩২৪।

---

* উক্ত ব্যবস্থার এই অংশ অশুদ্ধ বোধ হইতেছে,—পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার ও তৎপরে ধৃত নজীর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

রঙ্গমা (বিধবা) স্বয়ং ও লছমীপতি নাইডুর পক্ষে—
আপীলান্ট—বনাম—আচমা (বিধবা,) রামনাথ
বাবু, ও পত্তুরী কালিদাস, রেস্‌পণ্ডেন্ট।

এবং

আচমা (বিধবা) আপীলান্ট—বনাম—রামনাথ
বাবু, রেস্‌পণ্ডেন্ট।

রাইট্ অনরেবিল্ টি· পেম্বটন্ লি সাহেব—

নজীর
৯০৮. ও ৫১০, সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই দুই আপীলের বিচার্য্য বিষয় উত্তর সরকারস্থ এক অতি বিশাল বিষয় সক্রান্ত, তাহা ১৭৯৮সালে বেঙ্কাটাদ্রি নামক এক জমীদারের ছিল।

বেঙ্কাটাদ্রি, নিস্‌সন্তান হওয়াতে, ১৭৯৮ সালের ২ এপ্রেল তারীখে জগন্নাথ নামক এক বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ১৭৯৮ সালের ৭ এপ্রেল তারীখে তিনি এক কাগজ দস্তখত করেন। এই কাগজে দত্তক গ্রহণের উল্লেখান্তে তিনি কহিয়াছেন যথা—"অতএব বিশ্বাস কর্ত্তব্য যে আমি ইহা স্বাক্ষর করিয়াছি, আমার গৃহ-দেবতা সাক্ষী, জগন্নাথ নাইডু আমার মৌরুসী জমীদারীর এবং ধনের ও ঋণের হক্‌দার এবং উত্তরাধিকারী, আর (জগন্নাথ ভিন্ন) অন্য কোন ব্যক্তিকে (তাহা) দিতে কোন ক্রমে আমার ক্ষমতা নাই"।

এই দত্তকতার সত্যতার বা সিদ্ধতার বিষয়ে কোন আপত্তি হয় নাই। পরে তিনি (অর্থাৎ বেঙ্কাটাদ্রি) রামনাথ নামক আর এক বালককে দত্তক গ্রহণ করিতে ও তদুভয় মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। আপীলান্টেরা কহে এবং অনেক সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দেয় যে তিনি দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধ কি না এবিষয়ে তিনি কোন২ পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় দত্তক যথাশাস্ত্র গ্রহণ করা হইতে পারে না।

আপীলান্টেরা আপত্তি করে প্রমাণসকল হইতে এই অনুভব কর্ত্তব্য যে তিনি রামনাথকে প্রতিপালন করিয়াও পণ্ডিতদিগের উক্ত মত হেতু শাস্ত্রানুসারে তাহার দত্তকতা সিদ্ধ করণের নিমিত্তে যে যে ক্রিয়া আবশ্যক তাহা কখনো করেন নাই। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দত্তকের দত্তকতা (যদি তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয়) সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা যাহা আবশ্যক তিনি যে তাহা করিয়াছিলেন ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

১৮১৫ সালে জগন্নাথ ১৮ বৎসর বয়স্ক হইয়া প্রাপ্তব্যবহার হয়। অনন্তর ১৮১৬ সালে বেঙ্কাটাদ্রি দুই পুত্রের মধ্যে নূতন রূপে বিষয় অংশ করিয়া

দেন, তৎকালেও রামনাথ অপ্রাপ্তব্যবহার ছিল, যথা বোধ হইতেছে যে প্রায় নয় বৎসর বয়স্ক ছিল। তাদৃশ বিভক্ত বিষয় জগন্নাথ দখল করিয়া লইল, এবং রামনাথকে যে অংশ দত্ত হইল বোধ হইতেছে বেঙ্কাটাদ্রি তাহাতে দখিলকার থাকিলেন। ঐ ১৮১৬ সালে বেঙ্কাটাদ্রি মরেন। জগন্নাথ বেঙ্কাটাদ্রির সমুদায় বিষয় দাওয়া করে—এই এজহারে যে রামনাথের দত্তকতা অসিদ্ধ, এবং নিদানে তাহাতে সে তাহার সমদায়াদ হয় নাই।

এক্ষণে যে দুই মকদ্দমার বাদানুবাদ হইতেছে তাহার প্রথম (মকদ্দমা) ১৮২০ সালে রামনাথ—বেঙ্কাটাদ্রি তাহাকে দত্তক পুত্র বলিয়া বিষয়ের যে অংশ দেন সেই অংশে স্বীয় স্বত্ব স্থাপনার্থে—জগন্নাথের নামে উপস্থিত করে।

১৮০৪ সালে রামনাথের বিরুদ্ধে মকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, পরন্তু সে তাহাতে অসম্মত হইয়া আপীল করে। এবং ঐ আপীল শুনানির পূর্ব্বে ১৮২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারীখে জগন্নাথ মরেন। তাঁহার ঔরস পুত্র ছিল না, কিন্তু রঙ্গমা ও আচমা নাম্নী দুই স্ত্রী, এবং এক বালক ছিল—যে বালক তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং কথিত হইয়াছে যে সে তাঁহার লছমীপতি নামিত দত্তক পুত্র।

তখন এই কথা বিচারের বিষয় হইল যে জগন্নাথের বিষয়াধিকারী হইতে কে যোগ্য; —কিন্তু জগন্নাথের বিষয় যে কত, অর্থাৎ তিনি বেঙ্কাটাদ্রির সমুদায় অথবা কেবল অর্দ্ধেক বিষয়ে অধিকারী ছিলেন ইহা তখন অনিশ্চিত থাকিল। জগন্নাথ যদি এক ঔরস বা যথাশাস্ত্র গৃহীত দত্তক রাখিয়া যাইতেন তবে তাঁহার বিষয়াধিকারী কে হইবে এবিষয়ে আপত্তি থাকিত না, ঐ পুত্রই তদ্বিষয়াধিকারী হইত। যদি তিনি পুত্র না রাখিয়া অবিভক্ত ভ্রাতা রাখিয়া যাইতেন তবে ঐ ভ্রাতা অধিকারী হইত। যদি তিনি পুত্র কিম্বা অবিভক্ত ভ্রাতা না রাখিয়া মরিতেন তবে তাঁহার বিধবা পত্নী বা পত্নীদের একজন উত্তরাধিকারিণী হইত*।

জগন্নাথের মরণে রামনাথ বেঙ্কাটাদ্রির সমুদায় বিষয়াধিকারের দাওয়া করিলেন—এই এজহারে যে তিনি ও জগন্নাথ দুই অবিভক্ত ভ্রাতা, ও জগন্নাথ কোন ঔরস কিম্বা দত্তক পুত্র রাখিয়া যান নাই।

রঙ্গমা প্রথমে রামনাথের দাবীতে সম্মতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়ান এই যে তিনি নিজ কর্ম্ম করিতে রামনাথকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকর্ত্তৃক প্রতারিতা হইয়াছেন।

লছমীপতি অনুমান ছয় বৎসর বয়স্ক বালক ছিল, তাহার পক্ষে কোন দাবী উপস্থিত করা হয় নাই। পরন্তু আচমা জগন্নাথের সমুদায় বিষয়ের দাবীতে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন, আর কহেন যে তিনি ধনাধিকারিণী।

---

* পত্নীদের মধ্যে এক জন কিম্বা জ্যেষ্ঠাই কেবল ধনাধিকারিণী হয় না, কিন্তু সকলেই সমানরূপে অধিকারিণী। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪৪।

পরে রামনাথ ও রঙ্গমাতে বিরোধ হওয়াতে লছ্মীপতির দাবী উপস্থিত হয়। সদরদেওয়ানী আদালত বিচার করিলেন যে জগন্নাথ ও রামনাথ দুই অবিভক্ত ভ্রাতা, অতএব বেঙ্কাটাদ্রি হইতে আগত দায়রূপ সমুদায় বিষয়ে রামনাথ অধিকারী;—এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান দুই আপীল হয়।

আমাদের যে যে কথার বিচার কর্ত্তব্য তাহা প্রথমতঃ—বেঙ্কাটাদ্রির বিষয় বিষয়ক, দ্বিতীয়তঃ—জগন্নাথের অধিকার বিষয়ক।

এই মকদ্দমার পরস্পর বিবদমান বিবাদিদের প্রথম লছমীপতি,—ইনি বেঙ্কাটাদ্রি হইতে আগত সমুদায় বিষয় দাওয়া করেন এই কারণে যে জগন্নাথই কেবল বেঙ্কাটাদ্রির দত্তক পুত্র ছিলেন এবং আমি লছমীপতি জগন্নাথের দত্তক পুত্র। দ্বিতীয়—আচমা, ইনি কহেন লছমীপতি প্রকৃষ্ট রূপে দত্তক গৃহীত হয় নাই, এবং আমি জ্যেষ্ঠা পত্নী হওয়াতে জগন্নাথের বিষয়াধিকারিণী *। তৃতীয়—রঙ্গমা, ইনি লছমীপতির দাবী বলবৎ করেন অথচ কহেন যদি সে দত্তক পুত্র না হয়, তবে আমি আচমার সহিত জগন্নাথের ত্যক্ত বিষয়ভাগিনী। চতুর্থ—রামনাথ, ইনি কহেন যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা স্থিরতর থাকিবে।

রামনাথের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—তাঁহার সমুদায় স্বত্ব তাঁহার দত্তকতা সিদ্ধির উপর নির্ভর করে—যদি তিনি প্রকৃষ্ট রূপে গৃহীত না হইয়া থাকেন তবে তিনি জগন্নাথের সমদায়াদ নহেন, দায়াদ-ই নহেন।

এতাবতা প্রথমে বিচারের বিষয় এই যে প্রথম দত্তকপুত্র বিদ্যমান ও দত্তকের সম্পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন হইয়া থাকিতে দ্বিতীয় দত্তক গৃহীত হইলে তাহা সিদ্ধ কি না?

শাস্ত্রের এই কথা বহুকাল ব্যাপিয়া সন্দেহময় থাকা দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই মকদ্দমায় (নিম্ন আদালতের) জজেরা কহেন তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।
তিনপ্রকার প্রমাণ উপলক্ষিত হইয়াছে, প্রথম—পণ্ডিতদিগের মত; দ্বিতীয়—হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহ;—তৃতীয় (শাস্ত্রবিষয়ক) ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রমাণ।

প্রথম।—পণ্ডিতদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক মতবৈলক্ষণ্য আছে।
বেঙ্কাটাদ্রির মরণান্তে, ১৪০ জন ব্রাহ্মণে এক সার্টিফিকেট দস্তখত করেন,—তাহার মর্ম্ম এই যে রামনাথের দত্তকতা অসিদ্ধ। পরন্তু যেহেতু জগন্নাথ বিষয়ে দখিলকার থাকন কালীন ঐ মত তৎকর্তৃক উপস্থিত করা হয়, অতএব তাহার উপর অতি অল্প নির্ভর করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, ১৮১৮ সালে, রামনাথ কর্ত্তৃক এই মকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে, উক্ত প্রবিন্স্যাল কোর্ট নিজ পণ্ডিতদের এবং মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলীয় আদালতসকলের পণ্ডিতদিগের স্থানে এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ মত গ্রহণ করেন।

---

* ৮২৫ পৃষ্ঠাস্থ নোট্ দ্রষ্টব্য।

১। "কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর সহিত একত্র দত্তক গ্রহণ করিয়া, তদনন্তর তৎ-স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করত ঐ দ্বিতীয়ার সহিত একত্র এক দত্তক গ্রহণ করিতে শাস্ত্রানুমত কি না ?"

২ "কোন ব্যক্তি এক দত্তক গ্রহণান্তে কোন কারণে আর এক দত্তক গ্রহণ করে,—ঐ ব্যক্তির ত্যক্ত বিষয়ে তাহার প্রথম দত্তক কিম্বা দ্বিতীয় দত্তক অধিকারী,—অথবা দুই পুত্রই তদ্বিষয়ভাগী" ?

পণ্ডিতেরা সকলেই একমত হইয়া ব্যবস্থা দিলেন যে দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধ, এবং উভয় পুত্রে সমান রূপে অধিকারী ?

ঐ সকল ব্যবস্থা কোন ক্রমে সিদ্ধান্ত নহে, এবং আপীলান্টেরা আপত্তি করে যে ঐ ব্যবস্থাসকল যে যে গ্রন্থমূলক তাহা দ্বিতীয় দত্তকতা সিদ্ধির সম্পূর্ণ বৈপরীত্য বোধক।

কোলব্রুক সাহেবের কৃত জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবানুবাদে এই কথার আন্দোলন হইয়াছে, এবং কথিত হইয়াছে যে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। (তদ্বিষয়ক) অত্যন্ত আবশ্যক বাক্যসকল ঐ গ্রন্থের ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৫ ও ৩৯৭ পৃষ্ঠাতে প্রাপ্য। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন পূর্ব্বে গৃহীত দত্তক অথবা ঔরস পুত্র থাকিতেও দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হওয়াই প্রকৃষ্ট মত ;—এই মতের মূল এক প্রাচীন বচন, তদ্যথা—"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেত্"। অর্থাৎ বহুপুত্র বাঞ্ছনীয়, যদি একজন-ও গয়ায় যায়।

এরূপ আচারের যে কোন ফল কেন হউক না, ইহার যে প্রমাণ তাহা বিশেষে দত্তকবিষয়ক দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা নামক হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয়ের (প্রমাণ) দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩ পারাগ্রাফের প্রথম বাক্য প্রাচীন ঋষি অত্রির বচন, তদ্যথা,—"অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃসদা। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎপ্রযত্নতঃ"॥—অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ক্রিয়া নিমিত্তে কেবল অপুত্র পুরুষই যেকোন উপায়ে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পুত্রপ্রতিনিধি করিবে। শুদ্ধ এই বচনটি ব্যবহৃত হইলে ইহার এমত অর্থ হওয়া স্থির হইতে পারে যে তাদৃশ জনই কেবল দত্তক গ্রহণ করিতে বাধ্য। পরন্তু টীকাতে ঐ অর্থ করা হয় নাই, কেননা টীকার উক্তি এই যে (দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ ১, পারা ৬) 'কেবল অপুত্র পুরুষই,—এই বাক্যস্থ 'কেবল' পদদ্বারা পুত্রবান্ ব্যক্তির দত্তক গ্রহণে অযোগ্যতা দর্শিত হইয়াছে। অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা অত্রির বচনের প্রায় সমার্থক মনুবচন ধরিয়া কহিতেছেন—'পুত্র থাকিতেও কোন কোন মহান্ ব্যক্তির দত্তক গ্রহণরূপ যে দৃষ্টান্ত তাহা নিপাতনে (সিদ্ধ) বোধ করিতে হইবে, তাহা তৎকার্য্য করণের (অর্থাৎ পুত্রসত্ত্বে দত্তক গ্রহণের) অনুজ্ঞাপক সাধারণ বিধি নহে। তৎপরের পারাগ্রাফে বোধ হয় গ্রন্থকর্ত্তার মত এই যে বর্ত্তমান পুত্রের অনুমতিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে *।

* এই মত বঙ্গদেশে চলিত নহে, কাশ্যাদি প্রদেশে বটে।

মনু ও অত্রির বচনদ্বয় দত্তকচন্দ্রিকাতেও ধৃত হইয়াছে, (দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ ১, পারা ৩,) ও তাহাতে ঐ দুই বচনের দত্তকমীমাংসার ন্যায় অর্থ করা হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উক্তি জগন্নাথের (উক্তি) হইতে অধিক পরিষ্কার। ঐ গ্রন্থদ্বয় বিশেষে দত্তকতা বিষয়ে লিখিত; এবং আমাদের বোধ হয় তাহা সমুদায় ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অত্যন্ত মান্য, ও তন্মত দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণের প্রতি প্রবলরূপে বিরুদ্ধ।

সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের কৃত মনুসংহিতার অনুবাদে (৩১৩ পৃষ্ঠায়) আমরা বক্ষ্যমাণ বচন প্রাপ্ত হইলাম — "পিতা, কিম্বা ভর্তার অনুজ্ঞাতে মাতা যাহাকে পুত্ররূপে দান করেন, সে, তদ্গ্রহীতা অপুত্র থাকিলে, তাহার দত্তক পুত্র গণিত হয়"।

হলহেড্ সাহেবের অনুবাদিত বিবাদার্ণবসেতুতে (দ্রষ্টব্য চ্যা. ২১, পরি. ৯) এই কথা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে, যথা—"যে ব্যক্তির পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র নাই বা ভ্রাতৃপুত্র নাই সেই দত্তক গ্রহণ করিবে, এবং এক দত্তক থাকিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না"।

এই সকল প্রমাণানুসারে শাস্ত্রের মত আমাদের নিষ্কর্ষ করিতে হইলে দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করণে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

(পরন্তু) সর্ টামস্ এস্‌টেঞ্জ্ সাহেব তাঁহার 'এলিমেন্ট্‌স্ অব্ হিন্দু-ল' নামক গ্রন্থের (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত কাপির) ১ বালামের ৭৮ পৃষ্ঠায় বক্ষ্যমাণ রূপে নিজ মত প্রকাশ করিতেছেন—"সচরাচর পুংসন্ততির অভাবেই এই অধিকারের ব্যবহার হয়,—এস্থলে পুংসন্ততি পদে পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্র। কিন্তু যেহেতু স্বয়ং কোন পুরুষকর্তৃক কিম্বা উপযুক্ত রূপে তাহার অনুমতি প্রাপ্তা পত্নীগণকর্তৃক (তাহার মৃত্যুর পরে) পর২ দুই দত্তক গৃহীত হওনের বাধা নাই, অতএব পতির মতি ও ইচ্ছা হইলে প্রথম বর্ত্তমানেও দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করা হইতে পারে, এবং তাহা "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ"—অর্থাৎ বহু পুত্র বাঞ্ছনীয় যদি (তাহাদের) একজনও গয়ায় যায়—এই বচন প্রমাণে ভবিতব্য। এই মতের পোষকতায় তিনি (বক্ষ্যমাণ) দুই মকদ্দমার উল্লেখ করেন 'শ্যামচন্দ্র—বনাম নারায়ণী' (বাঙ্গলার স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২০৯) যাহা ১৮০৭ সালে নিষ্পন্ন হয়, এবং 'গৌরীপ্রসাদ রায়—বনাম—মোসম্মাৎ জয়মালা' (বাঙ্গালার স. দে. রি বা. ২. পৃ. ১৩৬) যাহা ১৮১৪ সালে নিষ্পন্ন হয়।

পরন্তু উক্ত দুই মকদ্দমার প্রথমে এই মাত্র নিষ্পত্তি হইয়াছে যে প্রথম দত্তক পুত্র অপুত্র মরিলে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ।—এ কথায় কোন আপত্তি নাই। দ্বিতীয় মকদ্দমাতে দুই পত্নীমান্ এক পুরুষ তৎপ্রত্যেক পত্নীকে এক দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়। তন্মধ্যে একজন দত্তক গ্রহণ করে। অনন্তর সে পুরুষ স্বয়ং অন্য স্ত্রীর সহিত এক দত্তক গ্রহণ করে*; এবং চূড়ান্ত রূপে

---

* ঐ মকদ্দমার অবস্থা অবিকল এমত নহে। তাহা সদরের উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

বিচার হয় যে ঐ দুই পুত্রই তৎপতির অর্থাৎ তাহাদের গ্রহীতা পিতার ধনে সমানরূপে অধিকারী।

এই মকদ্দমা অতি অন্যথা রূপ, ইহাতে দুই দত্তক সিদ্ধ হওয়া বোধ হইতেছে। (নিম্ন) আদালত কহেন এই নিষ্পত্তি প্রথম মকদ্দমার অর্থাৎ নারায়ণীর বিরুদ্ধে শ্যামাচন্দ্রের মকদ্দমার (নিষ্পত্তির) সহিত মিলে, পরন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, উপরিউক্ত কারণে তাহা কোন ক্রমে ইহার পোষক নহে।

আমাদের বোধ হয় রামনাথের পক্ষে যে ইউরোপীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই কএক মাত্র। উক্ত (দুই) মকদ্দমা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাহা উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-কারক বলিয়া কখনো বিবেচিত হয় নাই। হরিকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে নারায়ণী দেবীর মকদ্দমার নোটে (দ্রষ্টব্য বাঙ্গালার স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪২)। যাহা বোধ হইতেছে যে জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদকর্ত্তা কোলব্রুক্ সাহেব রিপোর্ট লেখককে দিয়াছিলেন, (তাহাতে) ঐ সাহেব কহেন যে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ আছে, যদিও জগন্নাথের উক্তি দ্বিতীয় দত্তকের পোষক বটে, তথাপি গুরুতর রূপে মান্য যে দত্তকচন্দ্রিকা তাহার মত উক্ত মতের বিরুদ্ধ।

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে যে সকল ইউরোপীয় ব্যক্তি তদনন্তর ঐ বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধতার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের 'এলিমেন্ট্‌স্ অব্ হিন্দু-ল' নামক (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত) গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামের ৮৫ পৃষ্ঠায় অত্যন্ত প্রামাণিক মে. সদরল্যাণ্ড্ এইরূপে শাস্ত্র বিধান লিখিয়াছেন যথা—"কোন হিন্দু ঔরস কিম্বা দত্তক পুত্র থাকিতে শাস্ত্র সম্মত রূপে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না,—পরে গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ হইবে, নিদানে তাদৃশ রূপে গৃহীত দত্তক ধনাধিকারী হইবে না।"

সদরল্যাণ্ড্ সাহেব দত্তকবিষয়ক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিনপ্‌সিস্ অর্থাৎ চুম্বক মধ্যে (দ্রষ্টব্য পৃ. ২১২) নিজ মত এই রূপে প্রকাশ করিতেছেন—'পুত্রের করণীয় শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদনের নিতান্ত আবশ্যকতা পুত্রকরণের প্রতি মুখ্য কারণ, তদুপরেই হিন্দুদের পারলৌকিক সুখ নির্ভর করা অনুভূত হইয়াছে, (অতএব) পুত্র প্রতিনিধি করণোন্মুখ ব্যক্তির ক্রিয়া করণার্হ সন্ততি হীন হওয়া চাই।—সন্ততি পদে পৌত্র প্রপৌত্রও বোধ্য। ইহা হইতে নিষ্কর্ষ এই হইতে পারে যে তাদৃশ পুংসন্ততি বাঁচিয়া থাকিয়াও যদি শাস্ত্রোক্ত (জাতিপাত বা পাতিত্য বৎ) কোন দোষে উক্ত ক্রিয়াদি করণে অক্ষম হয়, তবে শাস্ত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইস্‌টীল্ সাহেবের কৃত হিন্দুজাতির শাস্ত্রীয় সিনপ্‌সিসের ৪৮ পৃষ্ঠায় তৎকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে যে—"দত্তক গ্রহণ কেবল সেই স্থলেই হইতে পারে যেখানে ঔরস পুত্র বা পৌত্র নাই, অথবা যেখানে ঔরস পুত্র জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে"। অপিচ ৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে—দত্তক পুত্রের মরণে (সম্পূর্ণ-

রূপে জাতিভ্রষ্টতাও মরণ তুল্য বটে। আর এক বালক মনোনীত ও সেই রূপে দত্ত হইতে পারে; কিন্তু কোন পুরুষ এক বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়া আবার দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রভৃতির ইচ্ছাতে আর এক জনকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। এককালে একজন দত্তকই কেবল থাকিবে"। যদিও ইহা সত্য বটে যে উক্ত গ্রন্থ সুবা বঙ্গের আচারবিষয়ক, তথাপি আর আর ক্ষুদ্র বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ভিন্ন২ প্রদেশে প্রচলিত দত্তক শাস্ত্র মধ্যে এ বিষয়ে প্রভেদ আমরা অবগত নহি।

কিন্তু মে. উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক প্রমাণ, তাঁহার ভূমিকা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি নানা স্থান হইতে যত অনুসন্ধান পাইতে পারিতেন তাহা পাওয়ার পর, এবং মনোযোগ পূর্ব্বক সকল মূল গ্রন্থ দৃষ্টি করার পর, আর অনেক বৎসর ব্যাপিয়া পণ্ডিতদিগের যে সকল ব্যবস্থা সুপ্রীম্‌কোর্টে লিখিতাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল তাহা দৃষ্টির পর হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক তাঁহার 'প্রীন্‌সিপলস্ এণ্ড্ প্রেসিডেন্টস্' নামক গ্রন্থ লিখিত হয়।

উপরিউক্ত অভিযোগদ্বয়াত্মক তাঁহার রিপোর্ট লিখিত হওনের পর উক্ত গ্রন্থ প্রকটিত হয়, এতাবতা তিনি অবশ্যই তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন; ফলতঃ তিনি তদুভয়ের একের উল্লেখও করিয়াছেন। এবিষয়ের যে শাস্ত্র তাহা তিনি নিজ বিবেচনানুসারে কিছুমাত্র সন্দেহ ও দ্বৈধ বিনা লিখিয়াছেন। তিনি কহেন (দ্রষ্টব্য তদ্‌গ্রন্থের বা. ১, পৃ. ৮০)—"নিষ্কর্ষ এই যে কোন পুরুষ এক বালককে দত্তক গ্রহণ করিলে এবং ঐ বালক বাঁচিয়া থাকিলে সে অন্য বালককে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না"। অনন্তর বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে—"বহু পুত্র বাঞ্ছনীয়, যদি (তাহাদের মধ্যে) এক জন-ও গয়ায় যায়"। এই বচন কেবল ঔরসপুত্রদের প্রতি প্রযুজ্য।

আমরা আমাদের অত্যন্ত বিজ্ঞ আসেসর সর্ এড্‌ওয়ার্ড রায়ন সাহেবের স্থানে অবগত হইলাম যে মে. উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের গ্রন্থ (তাহাতে লিখিত) শাস্ত্রের যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত রূপে সুপ্রিম্‌কোর্টে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়*, এবং তথাকার জজেরা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাপেক্ষা তাহা অধিক মান্য করেন। বিবেচ্য বিষয়ে সর্ এডওয়ার্ড (রায়ন) সাহেব মে. মেক্‌নাটনের লিখিত মতে নিজ প্রামাণিক মত যোগ করিলেন।

সদর আদালতের জজেরা কহেন—তাঁহারা জানেন যে বহু কালাবধি এই বিষয় সন্দেহময় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা পণ্ডিতদের মতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই কার্য্য করিয়াছেন; পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় দত্তকের পোষক।

ঐ পণ্ডিতেরা দুই মূল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

প্রথম—'এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ"।

---

* কিন্তু একবার ৫৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—"যে ব্যক্তির কেবল এক পুত্র সে অপুত্র বিবেচ্য*"।

যদি মে. মেকনাটনের উক্তি যথার্থ হয় তবে প্রথমোক্ত বচন স্পষ্টতই এস্থলে প্রযুজ্য নয়। দ্বিতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে পণ্ডিতেরা যে যে উক্তির উপর নির্ভর করেন তদ্দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বোধ হয় তাহা দত্তক গ্রহীতার প্রতি প্রযুজ্য নয়, কিন্তু দত্তক দাতার প্রতি বটে।

অতএব সমুদায় বিবেচনায় উক্ত কারণে আমরা স্থির করিয়াছি যে রামনাথের দত্তকতা সিদ্ধ হয় নাই: এবং সদর কোর্টের বিচার অবশ্যই রদ হইবে। এবিষয়ে যদি আমাদের ভিন্ন বিবেচনা স্থির হইত তবে জগন্নাথ দত্তক গৃহীত হওন কালে বেঙ্কাটাদ্রি যে দলিল লিখিয়া দেওয়া কথিত হইয়াছে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতাম।

এই মকদ্দমাতে রামনাথের কষ্ট হওয়া বিবেচনা করিয়া—রামনাথের স্বত্ব জগন্নাথ কর্ত্তৃক পরে স্বীকৃত হওয়া কারণে স্থিরতর থাকিতে পারে কি না, ও পরে কৃত তাদৃশ স্বীকার পূর্ব্বসম্মতির সমান বিবেচিত হইতে পারে কি না—ইহা আমরা চিন্তা পূর্ব্বক দেখিলাম।

পরন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত কারণে তাঁহার স্বত্ব স্থিরতর রাখা অসম্ভব। জগন্নাথ প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার পরে বেঙ্কাটাদ্রির কৃত বিভাগে সম্মত হওয়া বিবেচিত হইলেও সে সম্মতি তৎপিতা রামনাথের স্বত্ব আছে বলাতেই হইয়াছিল, যদি আমরা এমত কল্পনাও করি যে পরে কৃত তাদৃশ স্বীকার হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বসম্মতির তুল্য হইবে—যাহা কোন ক্রমে স্পষ্ট বোধ হয় না, তথাপি এমত দৃষ্ট হয় না যে ঐ স্বীকারকে বলবৎ করণের নিমিত্তে যাহা যাহা জানা আবশ্যক ছিল তাহা ঐ জগন্নাথের জানা হইয়াছিল, অথবা যে যে অবস্থাতে তাঁহার স্বীকার বলবৎ হইতে পারিত তিনি তদবস্থাপন্ন ছিলেন। পরন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে বেঙ্কাটাদ্রির কিছু স্থাবরাস্থাবর বিষয় ছিল যাহা জগন্নাথের অনুমতি বিনা জীবনকালে দানরূপ ক্রিয়াদ্বারা দান করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল, এবং আমরা বোধ করি তিনি যতদূর পারিতেন তাহা দুই পুত্রকে দান করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে নিজ মনস্থ যতদূর পর্য্যন্ত সফল করিতে বেঙ্কাটাদ্রির ক্ষমতা ছিল তাহা জগন্নাথের বিষয়ের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাহার বিষয় হানি করিয়া করা উচিত। যদি জগন্নাথ সমুদায় পৈতামহ বিষয় লয়েন, (এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি তাহা পাইতে অধিকারী বটেন, ও তাহা তাঁহার পিতা তাঁহার সম্মতি বিনা দান বিক্রয় করিতে পারিতেন না,) তবে আমাদের বিবেচনা হয় যে বিভাগের অন্তর্গত যে বিষয় দানাদি করিতে তাঁহার সম্মতির আবশ্যকতা ছিল না তাহা তাঁহাকে রামনাথের লাভের নিমিত্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

---

* একপুত্রো হ্যপুত্রোমে মতঃ। দ. মী. পৃ. ৫১।

জগন্নাথের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক বিবাদ হইতে রামনাথকে সরাইলে পর, জগন্নাথের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া লছ্মীপতি ও আচমার বিরোধ থাকে,—কেননা লছ্মীপতির দাওয়ার প্রতি আপত্তি করিতে আচমার সহিত রঙ্গমার একরূপ স্বত্ব থাকিলেও রঙ্গমা লছ্মীপতির দাবীর পোষকতা করিতেছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য কথা এই যে ঐ বালক প্রকৃষ্টরূপে দত্তক গৃহীত হইয়াছে কি না?

এই বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক দীর্ঘকাল বিবেচনান্তে সকল ধরিয়া আমরা বুঝিতেছি যে এ বিষয়েও দত্তকতা সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের বিচারে আমাদের অনৈক্য মত হইতে হইল এবং লছ্মীপতিকে প্রকৃষ্টরূপে দত্তক গৃহীত হওয়া বিবেচনা করিতে হইল; আর সে জগন্নাথের সমুদায় বিষয়ে অধিকারী হইতে যোগ্য, কেবল জগন্নাথের পত্নীরা যে রূপ জীবিকা পাইতে যোগ্য তাহা পাইবে। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ও ৩০ জুন, ও ১, ২, ও ৩ জুলাই ১৮৪৬। মূরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল, বা. ৪. পৃ. ৮৯—১১৩।

মকদ্দমা নং ৩৪০। ১৮৪৮ সাল।

জয়চন্দ্র রায় (বাদী) আপিলান্ট্ —বনাম—ভৈরবচন্দ্র রায় ও কাশীনাথ রায় (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৫১৩, ৫১৭, ও ৫১৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

মে. ডিক্ সাহেব বক্ষ্যমাণ মন্তব্য কথা লিখিয়া এই মকদ্দমা এজলাস্ কামেলে সমর্পণ করেন।

বাদীর এজহার এই যে বিরোধীয় বিষয়ের পূর্ব্ব স্বামী কৃষ্ণ চন্দ্রের দুই স্ত্রী ছিল,—জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী ও কনিষ্ঠা জয়দুর্গা নামিকা,—আর কীর্ত্তিচন্দ্র নামক এক পুত্র ছিল,। বাঙ্গালা ১২১২ সালের ১০ আষাঢ় তারিখে লিখিত এক দস্তাবেজদ্বারা এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অনুমতি দেন, এবং কহেন তাঁহার চারি আনা এক পাই রকম বিষয়ের মধ্যে /১০ আনা ঐ দত্তক পাইবে ও বক্রী (দুই তেহাই) তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রের থাকিল। ঐ ১২১২ সালে কৃষ্ণচন্দ্র কালপ্রাপ্ত হয়েন ও তাঁহার পুত্র কীর্ত্তি তৎসমুদায় বিষয়াধিকারী হইয়া বাঙ্গলা ১২২০ সালে বা ১২২১ সালে মরেন। তাঁহার জননী জয়দুর্গা নিজ পুত্র কীর্ত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ১২২৯ সালের পৌষ মাসে লোকান্তর গতা হয়েন। জয়-দুর্গার মরণান্তর লক্ষ্মীপ্রিয়া বাদিকে দত্তক গ্রহণ করে, এবং প্রতিবাদী ভৈরবের সম্মতিক্রমে /১০ আনার অংশী বলিয়া বাদির নামে রেজিষ্টরী হয়, ও জয় দুর্গার নামের পরিবর্ত্তে বক্রী (দুই তেহাই) বিষয়ে প্রতিবাদির নাম দিনাজপুরের কালেক্টরিতে তত্রস্থ বিষয় সম্বন্ধে রেজিষ্টরী হয়। রংপুরের কালেক্টরের সমীপে প্রতিবাদী ভৈরব চন্দ্র বাদির স্বত্ব অস্বীকার করাতে ঐ কালেক্টর বাদির স্বত্ব অগ্রাহ্য করিলেন, অতএব রঙ্গপুর জিলায় যৎপরিমিত বিষয় ছিল, তৎসম্বন্ধে কেবল ভৈরবের নাম রেজিষ্টরী হইল। বাদী এক্ষণে দিনাজপুরে

স্থিত বক্রী (তুই তেহাই) বিষয়ের নিমিত্তে এবং রংপুরস্থ সমুদায় বিষয়ের নিমিত্তে কীর্ত্তিচন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া নালিশ করে।

মকদ্দমা তমাদিতে চলিতে না পারার হেতুবাদে প্রতিবাদী ভৈরব বাধার আপত্তি করে, এবং বাদির স্বত্ব অস্বীকার করে ইহা বলিয়া যে প্রথমতঃ—বাদী কখনো দত্তক গৃহীত হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ—দত্তকগ্রহণ করিতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ক্ষমতা ছিল না।

বিচার—

আমাদের বিবেচনায় যেহ হেতুবাদে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল প্রধান সদর আমীন তদ্ভিন্ন অন্যকারণে মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

বাদী যে হেতুবাদ করে তদ্বিরুদ্ধে প্রথম যে আপত্তি হইয়াছে তাহা আর্জি গ্রাহ্য হওয়ার প্রতিবন্ধক। প্রথমতঃ আপত্তি করা হইয়াছে যে এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক মকদ্দমাতে রঙ্গপুর আদালতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা একই কারণ-মূলক, এবং ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ধারাতে যে নিষেধ আছে তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রযুজ্য।

দ্বিতীয়তঃ,—১২ বৎসর পর্য্যন্ত দত্তক গ্রহণ করিতে স্বীকৃতরূপে ঐ বিধবার যে ত্রুটি তাহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারানুসারে এই আর্জি শ্রবণ যোগ্য হওনের প্রতি প্রতিবন্ধক। এতৎ পোষকতায় ১৮৪৫ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহির ৭০ পৃষ্ঠায় প্রকটিত মকদ্দমা ধৃত হয়।

তৃতীয়তঃ,—যে আরোপিত অনুমতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করাহয় তাহা অশা-স্ত্রীয়। কেননা তাহাতে বর্ত্তমান ঔরস পুত্রের সহিত দত্তককে সমদায়াদ জ্ঞান করা হইয়াছে। শ্রীল শ্রীমতী মহারাণীর প্রিবি কৌনসিলে ইদানীন্তন এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—মূরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল, বা. ৪, খণ্ড ১, পৃ. ১।

আপিলান্ট্ এই সকল আপত্তি অকর্ম্মণ্য কহে.— এবং মান্দ্রাসের সুপ্রিম কোর্টে যে এক মকদ্দমা হইয়াছে (যাহা এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের পুস্তকের ১ বালামের ৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তাহা তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বিশেষে প্রদর্শন করে, তাহাতে প্রকাশ যে পত্নী মৃত পতি হইতে প্রাপ্ত অনুমতিকে ভাবান্তর করিতে পারে।

প্রথম আপত্তি বিষয়ে বক্তব্য এই যে—রঙ্গপুরের ফয়সলা যে এ মকদ্দমা চলিবার প্রতিবন্ধক নহে ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি বিষয়ে বক্তব্য এই যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারা বিরুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যদ্বারা কোন স্বত্ব হৃত হইলে বার বৎসর পরে তাহার নালিশ না হইতে পারা বিষয়ক, কোন স্বত্ব বা হক ব্যবহার করিতে মাত্র ত্রুটি হইলে তাহার নালিশ বার বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে এমত মর্ম্ম তাহার নহে, ১৮৪৫সালের নিষ্পত্তি বহির ৭০ পৃষ্ঠাস্থ যে মকদ্দমার উল্লেখ করা হই-য়াছে তাহাতে যথার্থ স্বত্ববলে ১৯ বৎসর বিরুদ্ধ দখল রাখা হইয়াছে।

তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রিবি কৌন্‌সিলে চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে একপুত্র জীবিত ও পুত্ররূপে দখলীকার থাকিতে অন্য দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ।

এ মকদ্দমাতে যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে (ও যাহার মজমূন আর্জি দাবীতে বর্ণিত হইয়াছে) সে তাৎকালিক জীবিত পুত্রের সহিত সমদায়াদরূপে দত্তক গ্রহণ বিষয়ক। এই অনুমতিকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নার্থক অনুমতি করিয়া তোলা অর্থাৎ ঔরস পুত্র মরিলে দত্তক গ্রহণ হইবে এমত করিয়া তোলা সঙ্গত নহে। বাদানুবাদে যে মান্দ্রাজী মকদ্দমা আদালতের সম্মুখে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনুমতি যথা-শাস্ত্র ছিল ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা তদনুমতির ন্যায্য ও সকারণ অভিপ্রায় পরিগ্রহের উপর হইয়াছে।

অবৈধ অনুমতিকে ভাবান্তর করিয়া সংশোধন করিতে অথবা বিনা কারণে বৈধ অনুমতি থাকা কল্পনা করিতে বিধবাকে ক্ষমতা দানে উক্ত নিষ্পত্তি প্রামাণিক প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব আর্জিদাবীতে শাস্ত্রানুসারে অগ্রাহ্য দাবী কৃত হওন কারণে মাত্র আমরা আপীল সমুদায় খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। ১৮৪৯, সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৪৬১—৪৬৫।

মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়—বনাম—রুক্মিণী দেবী।

জজ ম্যাক্‌ফরসন্ সাহেবের বিচার—

আমার বোধে গোষ্ঠবেহারীর দত্তকতা অবৈধ। কেননা যদিও স্বর্ণময়ীকে শর্ত্তী অনুমতি দত্ত হইয়া থাকে, তথাপি যে ঘটনা হইয়াছে তাহাতে ঐ অনুমতির কার্য্য করিতে পারা যাইত না।

ব্রজমোহন নিজ পত্নীকে অন্তঃসত্ত্বা রাখিয়া যাওন কালে এক উইল করেন ও তাহাতে তাহাকে এই অনুমতি লিখিয়া দেন—"আমার যদি পুত্র জন্মিয়া কালপ্রাপ্ত হয় তবে তুমি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবে"। ব্রজমোহন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা ঘটিল না, কারণ স্বর্ণময়ীর পুত্র না জন্মিয়া কন্যা জন্মিল। বাদানুবাদ করা হয় যে—যেহেতু স্পষ্টতঃ ব্রজমোহনের অভিপ্রায় এই ছিল যে ঔরস পুত্র না থাকিলে তাঁহার দত্তক পুত্র হইবে (অতএব যে আশঙ্কার উপায় করা হইয়াছিল তাহা যথার্থতঃ না ঘটিয়া থাকিলেও তদনুমতিকে যথেষ্ট বিবেচনা করা আদালতের উচিত; পরন্তু আমার মত এই যে উইলে লিখিত অনুমতির অর্থ সূক্ষ্মরূপে করিতে হইবে। এতাবতা যেস্থলে কোন বিধবা পতি হইতে পুত্র গ্রহণানুমতি প্রাপ্তা হইয়া দত্তকগ্রহণ করে, আর ঐ গৃহীত দত্তক মরে, সেস্থলে সে তাহার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না (দ্রষ্টব্য—স. দে আ. ডি. ১৮৫২ সাল, পৃ. ৩৩২,) এবং যেস্থলে কোন বিধবা বিশেষে নামিত কোন ব্যক্তির পুত্র গ্রহণে পতির অনুমতি প্রাপ্তা হয়, ও সেই পুত্রকে গ্রহণ করে, কিন্তু এই পুত্র অল্পকাল পরে কালপ্রাপ্ত হয়, (সে স্থলে) বিচার হইল যে তৎপতি-

কর্ত্তৃক যে অনুমতি দত্ত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণের অব্যাবর্ত্তক নহে (দ্রষ্টব্য—সিলেক্‌ট রিপোর্ট বা. ২, পৃ. ৩১৮)।

যেমত বর্ত্তমান মকদ্দমাতে তেমত ঐ সকল মকদ্দমাতে-ও স্বামী যে কোন ঘটনায় হউক একটী পুত্র সাধন করিবার যে মানস করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু কথিত হইয়াছে যে উইলে অনুমতি দেওনাতিরেকে ব্রজ-মোহন নিজ পত্নীকে পৃথক্‌রূপে দত্তক গ্রহণের বাচনিক অনুমতিও দিয়া-ছিলেন। কিন্তু যে২ বিষয় সপ্রমাণ হইল তাহাতে তাহা পাওয়া যায় না। ঐ বিধবা যাহা বলে তাহা এই যে লিখিত পঠিত হওনের পূর্ব্বে ও পরেও আমার স্বামী পুত্র গ্রহণের কথা কহিয়াছিলেন, পরন্তু সে স্পষ্টরূপে কহে আমার পতি যে অনুমতি দেন তাহা লিখিত পঠিত দ্বারা দেন। এক্ষণে সেই লেখ্যের উপর ঐ ক্ষমতা নির্ভর করে। ঐ লেখ্যের যে প্রকরণে ঐ ক্ষমতা দত্ত হয় নিউমার্চ সাহেব তাহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিলেন তাহাতে যেন ব্রজমোহনের এমত বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি নিজ উইলে পত্নীকে যে ক্ষমতা বা অনুমতি দিয়াছেন তদতিরেকেও তৎপত্নী পুত্র গ্রহণ করিতে তাঁহা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছে; পরন্তু ঐ সকল কথা অনুবাদে থাকিলেও এই পাঠ টানিয়া আনা মাত্র,—আসল কাগজে যে বাঙ্গলা কথা আছে তাহা তৎপোষক নহে, ব্রজমোহনের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আমার বোধে তাঁহার দত্তকতা সপ্রমাণ হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন ও গোপাল মল্লিকের সাক্ষ্যবাক্যে স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে রাধাকান্ত দত্তক গ্রহণ করিতে নিজ পত্নীকে লিখিত অনুমতি দেন। যে দলীলেরদ্বারা ঐ অনুমতি দেওয়া হয় তাহা এক্ষণে অপ্রাপ্য ইহা সত্য বটে, কিন্তু সন্তোষজনক রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে তাহা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রমণিকর্ত্তৃক ব্রজমোহনের দত্তক গৃহীত হওয়ার ও রুক্মিণী কর্ত্তৃক জীবনকৃষ্ণের দত্তক গৃহীত হওয়ার মধ্যে অনেক প্রভেদ।—কেননা রুক্মিণী পতির মরণের ৩০ বৎসর পরে দত্তক গ্রহণ করে, এবং সেই ভিন্ন অন্য কেহ কখনো তাহার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাপত্র দেখে নাই, কিন্তু চন্দ্রমণি স্বামির মরণান্তেই দত্তক গ্রহণ করে, এবং সে এমত সাক্ষি উপস্থিত করিয়াছে যাহারা নিঃসন্দেহেপ্রমাণ করিয়াছে যে রাধাকান্ত নিজ পত্নীকে দত্তক গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। এমত হইতে পারে যে দত্তক গৃহীত হওয়ার পরে ব্রজমোহন এক বা দুই মাস গৃহীতা মাতার বাটী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যদি করিয়াই থাকেন, তথাপি তাহাতে তাঁহার দত্তকতার ব্যাঘাত হইতে পারে না। তিনি যে পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন তাবৎকাল ঐ পরিবারের মধ্যে ছিলেন, এবং ঐ পরিবারের সকলেই তাঁহাকে পুত্ররূপে গণ্য করিত। আব-শ্যক ক্রিয়া সম্পাদনের-ও প্রমাণ আছে, কেননা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যখন অনুমতি থাকা আদালতের হৃদবোধ হইয়াছে. এবং অনেক বৎসর গত হইয়াছে ও যে ব্যক্তির দত্তকতা লইয়া বিরোধ হইতেছে সে সর্ব্বদা পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহার মরণকালে যখন (সকলে) তাহাকে পুত্ররূপে বিশ্বাস করিয়াছে তখন ক্রিয়া সম্পাদনের লঘু প্রমাণ থাকিলেই

যথেষ্ট হইল। ২২, ২৩ ও ২৪ আগষ্ট ১৮৬৪ সাল। করিটন্ সাহেবের কৃত হাই-কোর্টের মকদ্দমাতের রিপোর্ট্। বা. ১, পৃ. ৪১।

অপ্রাপ্তব্যবহার কৃষ্ণনাথ চৌধুরীর ওসী পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য আপীলান্ট্—বনাম—উমাকান্ত লাহিড়ী প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেণ্ট্।

নজীর
৫১৬, ৫১৭ ও ৫১৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক

।০ বাঙ্গালা ১১৮৩ সালে গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী জামীদার হরনাথ চৌধুরী নামে এক পুত্রকে এবং রেস্পণ্ডেণ্ট-দিগের মাতা গৌরী দেবী নামক এক দুহিতাকে রখিয়া লোকান্তর গত হয়েন। বাঙ্গলা ১১৯৯ সালের ৩ চৈত্রে হরনাথ নিস্সন্তান মরেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ পত্নী গঙ্গাদেবীর প্রতি দুই দলিল লিখিয়া দেন, ও তাহাতে এক দত্তক পুত্র গ্রহণের সঙ্কুচিত অনুমতি দান করেন। তন্মধ্যে প্রথম দলিল অনুমতিপত্র, তাহার মজমূন যথা—“শ্রীমতী গঙ্গাদেবী প্রতি লিখিতমিদং—আমি এমত কাহিল যে আমার জীবন সংশয়, এবং আমার পুত্র নাই, তন্নিমিত্তে আমি অনুমতি দিতেছি—ঈশ্বর না করেন যদি আমি গত হই, তবে তুমি যুগলকিশোর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শিবকিশোর শর্ম্মাকে দত্তক গ্রহণ করিবে, সেই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে ও বিষয়াধিকারী হইবে। আমি এবিষয়ে যুগলকিশোরকে লিখিয়াছি; কিন্তু তিনি যদি সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন তবে তুমি অন্য কোন ব্রাহ্মণের পুত্রকে গ্রহণ করিবে, তদবস্থায় ঐ গৃহীত দত্তক পুত্র আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে এবং আমার বিষয়াধিকারী হইবে”। দস্তখতের নীচে এই লিখিত ছিল যে—“আমি তোমাকে দত্তক গ্রহণ করিতে ক্ষমতা দিলাম”। দ্বিতীয় দলীল প্রথম দলীলের পোষক। ইহাও গঙ্গাদেবীর প্রতি লিখিত হয়, তদ্যথা,—আমি নিস্সন্তান এবং সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হওয়া বিবেচনায় ২৩ ফাল্গুন তারিখে শিবকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করিতে তোমাকে অনুমতি দিয়াছি, এবং পুত্র দান করিবার অনুমতি দেওনের নিমিত্তে আমি যুগলকিশোরকেও লিখিয়াছি। তদবধি যুগলকিশোর নিজ পত্নী রুদ্রাণীদেবীকে দত্তক করণার্থে পুত্র দান করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তদনুসারে আমি তাহাকে (অর্থাৎ শিবকিশোরকে) নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। যদি সুস্থ হই তবে নিজেই বিধিবিহিত ক্রিয়া করিব, কিন্তু যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি গত হই তবে আমি তোমাকে এতদ্দ্বারা ক্ষমতার্পণ করিতেছি যে তুমি ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। উপনয়ন ক্রিয়া যুগলকিশোর অথবা হরিকিশোর করিবেন; শিবকিশোর যথাশাস্ত্র আমার ধনাধিকারী হইবে। এই দলীল দস্তখত হওনের পর দিবস হরনাথ কালপ্রাপ্ত হয়েন, এবং শিবকিশোর গঙ্গাদেবীকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইয়া নির্ব্বিবাদে জমাদারী দখল করে ও ১২১৩ সালের ১৫ বৈশাখে সে নিস্সন্তান মরে। তখন গঙ্গাদেবী ঐ বিষয় দখলে রাখেন। ১২২৭ সালে তিনি মুরসিদাবাদে গঙ্গাস্নানার্থে গমন করেন, ও তথায় ২৫ চৈত্র তারিখে অকস্মাৎ ওলাউঠা রোগে মরেন। কথিত হইয়াছে যে পতির দত্ত সাধারণ অনুমত্যনুসারে মরণের পূর্ব্ব দিবসে তিনি কৃষ্ণনাথ চৌধুরীকে

দত্তক গ্রহণ করেন। কালেক্‌টর সাহেব এবং রেবনিউ বোর্ড তাহার দত্তকতা স্বীকার করিলেন। রেস্পণ্ডেন্টেরা ঐ দত্তকতা অসিদ্ধ করিবার নিমিত্তে ঢাকার প্রবিন্‌স্যাল কোর্টে কৃষ্ণনাথ চৌধুরী ও তাহার প্ররোচক কালীমোহন ঠাকুর, রামনাথ মুনশী ও শিবনাথ মুনশীর নামে নালিশ করিল। তাহারা হরনাথের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারি বলিয়া বিষয় দাওয়া করে। ১৮২৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের চতুর্থ জজ সি. ডব্‌লিউ. ইস্‌টিয়র সাহেব এই মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে ঐ বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্যা ছিল না, কারণ ঐ অনুমতিপত্রে বিশেষ দত্তক গ্রহণে তাঁহার ক্ষমতা ছিল মাত্র, ঐ বিশেষ দত্তক গৃহীত না হইলে ঐ ক্ষমতা সাধারণ হইত ; এতাবতা তিনি শিবকিশোরকে গ্রহণ করিবামাত্রে ঐ ক্ষমতা রহিত হইয়াছিল। তৎক্ষমতার পোষক ২ চৈত্রে লিখিত দলীল, তাহাতে স্পষ্টরূপে ঐ ক্ষমতা শিবকিশোরকে গ্রহণার্থে বিশেষে সঙ্কুচিত হয়। এই সকল কারণে বাদিদিগকে হরনাথের যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারি জ্ঞানে বিষয় দখল দেওয়া হইল।

এই নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া কৃষ্ণনাথ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলেন। এবং ১৮ নবেম্বর তারিখে ঐ মকদ্দমা আর. এইচ. রাট্রে সাহেবের নিকট দরপেশ হইল। তাঁহার রায় এই হইল যে কৃষ্ণনাথের দত্তকতা সাব্যস্ত হয় নাই, প্রত্যুত ঐ সমুদয় ব্যাপার কালীমোহন ঠাকুরের ও তৎসঙ্গিদিগের ফেরেব, ঐ দত্তকতা যদি সাব্যস্তও হইত তথাপি তাহা আপীলান্টের ফলদায়ক হইত না,—যেহেতু উক্ত নারীর পতির অনুমতি বিনা ঐ দত্তকতা শাস্ত্র সিদ্ধ নহে, এবং ঐ নারীর জবানবন্দী ও হরনাথের দাখিল করা কাগজপত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ যে ঐ অনুমতি কখনো দেওয়া হয় নাই, দেওয়ার মনস্থও করা হয় নাই। হরনাথ যে ক্ষমতা দান করে তাহা যুগলকিশোরের পুত্র শিবকিশোরকে গ্রহণার্থেই বিশেষে সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, অথবা তাহার পিতা পুত্রদান করিতে অসম্মত হইলে অন্য কোন ব্রাহ্মণের পুত্রকে গ্রহণ বিষয়ে ছিল ; প্রথম দত্তকের দৈব ঘটনা হইলে ঐ বিধবার ইচ্ছাক্রমে আর দত্তক গ্রহণের একটি কথাও ছিল না। এবং স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরিক্ত ঐ বিধবা নিজ ক্ষমতায় যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে মে. রাট্রে প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের ডিক্রী বহাল রাখিয়া রেস্‌পণ্ডেন্টদিগকে বিষয় দখল দিলেন। ১৮ নবেম্বর ১৮২৮ সাল। স. দে. আ. রি. বা, ৪, পৃ. ৩১৮, ৩১৯।

মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণী—বনাম—পদ্মমণি চৌধুরাণী।

।/০ হিন্দুজাতীয়া কোন বিধবা মৃত পতির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া (তৎ) পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করে ও কহে যে তৎপতি দত্তক গ্রহণার্থ তাহাকে অনুমতিপত্র দিয়া যায়, কিন্তু সে কখনো তদনুমতির কার্য্য করে নাই। আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া যে সে পতির মরণাবধি বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অনুমতির কোন উল্লেখ না করাতে তদনুমতিপত্র নিতান্ত অবিশ্বা-

সের যোগা, ঐ বিধবার দাবী ডিস্মিস্ করিলেন, এবং তাহার পতি নিজ পিতা ও ভ্রাতার জীবনকালে মরাতে আজ্ঞা করিলেন যে ঐ বিধবা কেবল অন্না-চ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ, ১৯।"

বল্লভকান্ত চৌধুরী আপীলান্ট—বনাম—নবকান্ত চৌধুরির ওসী কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী চৌধুরাণী।

।৵০ এই মকদ্দমা জিলার প্রধান সদর আমীনের নিকট সমর্পিত হয়, তিনি জিলার পণ্ডিতকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করেন—"তেলি জাতীয় কোন হিন্দু গৃহস্থ পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে দখিলকার থাকিয়া দশ বা বার দিবসের পীড়াতে কালপ্রাপ্ত হয়। এক দিবস সে অজ্ঞানাবস্থায় থাকন কালীন তাহার পিতৃব্যপত্নী (যে তাহার সহিত একবাটীতে বাস করিত) ও তাহার নিজ পত্নী সেই পরিবারের (অর্থাৎ গোত্রের) এক বালককে কএক জন যাজক ব্রাহ্মণ ও তাহার গুরু এবং সেই জাতীয় লোকদের ও প্রতিবাসিদের সমক্ষে আনিয়া তাহাকে কহিল 'তুমি এক দত্তক পুত্র রাখিতে চাহিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাকে গ্রহণ কর,—তাহাকে দুই তিন বার ডাকাতে সে উত্তর করিল—'হঁা'। পরে ঐ পিতৃব্যপত্নী ঐ পীড়িত ব্যক্তির (অর্থাৎ দত্তক গৃহীতা পিতার) হাত লইয়া ও তৎপুত্রের হাত লইয়া তাহার হাত পীড়িত ব্যক্তির হাতের উপর রাখিল; ঐ পীড়িত ব্যক্তি তাহার কএক ঘন্টা পরে মরিল। তাহার শ্রাদ্ধাদি তাদৃশ দত্তক পুত্রে করিলেক, তাহাতে প্রতিবাদী কোন আপত্তি করে নাই। ঐ দত্তক পুত্র উক্ত মৃত ব্যক্তির বিষয় তিন চারি মাস দখল করিলেক এবং তাহার পত্নীর সহিত একত্র বাস করিল। পতির মরণের পাঁচ মাস পরে ঐ পত্নীও কালপ্রাপ্তা হইল। প্রতিবাদী মৃত ব্যক্তির পিতৃব্যপুত্র (অর্থাৎ তৎপিতার সহোদরাত্মজ,) সে ঐ বিষয় দখল করিয়া লইল। (ইহাতে) মৃত ব্যক্তির পিতৃব্যপত্নী নিজে উত্তরাধিকারিণী বলিয়া অথচ তৎকালে অপ্রাপ্তব্যবহার ছিল যে ঐ দত্তক পুত্র তাহার ওসী বলিয়া পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিল। ঐ বালক দত্তক গৃহীত হওয়ার সময়ে পঞ্চম বর্ষের উর্দ্ধ বয়স্ক থাকা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতিবাদী নিজ পিতৃব্যের যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া দাওয়া করে। মৃত ব্যক্তির বিষয়ে কে অধিকারী তাহা কহিবেন? এবং উপরি বর্ণিত দত্তক সিদ্ধ কি না তাহাও কহিবেন?"

পণ্ডিত যে উত্তর করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে—"যদি কোন সপিণ্ড ব্যক্তি আপন পুত্র আনিয়া ব্রাহ্মণদের ও গুরুর এবং আরং লোকের সম্মুখে কোন নিস্সন্তান ব্যক্তির হস্তে দেয়, তবে ঋষিদের উক্তি আছে যে গ্রহীতা ব্যক্তি সজ্ঞানাবস্থায় থাকিলে ঐ দত্তক সিদ্ধ। প্রশ্ন হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ গ্রহীতা দত্তক গ্রহণ করার কএক ঘন্টা পরে কালপ্রাপ্ত হয়; এবং দত্তক গ্রহণ ক্রিয়াবিহিত হোম করা না হইয়া থাকিলেও তাহাতে ঐ দত্তক অসিদ্ধ নয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দত্তক সিদ্ধি নিমিত্তেই হোম আবশ্যক, (কিন্তু) এ গ্রহীতা তন্মধ্যে কোন জাতীয় নয়। দত্তক গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে

সে গ্রহীতার ও তৎপিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড দান করিবে। যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় উল্লিখিত দত্তকপুত্র (গ্রহীতা) পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে, অতএব তাহার দত্তকতা স্পষ্টতই সিদ্ধ.—ও সে বিনা আপত্তিতে তদ্‌গ্রহীতা পিতার ধনাধিকারী''।

প্রধান সদর আমীন ইহা বিবেচনা করিয়া যে উক্ত ব্যবস্থাতে মৃত ব্যক্তির বিষয়ের কোন অংশে বাদিনী অধিকারিণী হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন উত্তর নাই, পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিয়া উক্ত বিষয়ে মত লিখিতে পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে পণ্ডিত উত্তর করিলেন—"যেহেতু দত্তক পুত্র আছে, অতএব মৃত ব্যক্তির পিতৃব্যপত্নী তদ্বিষয়ের কোন অংশে অধিকারিণী নয়''।

উক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রধান সদর আমীন ঐ দত্তক পুত্রের পক্ষে ডিক্রী করিলেন।

প্রতিবাদী জিলার জজ সাহেবের নিকট আপীল করিলে তিনি প্রধান' সদর আমীনের ফয়সলা বহাল রাখিলেন।

অনন্তর প্রতিবাদী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করণের প্রার্থনা করে, ও তাহা মঞ্জুর হয়;

এই মকদ্দমা প্রথমে হার্ডিং সাহেবের হুজুরে পেশ হয়, তিনি সদর আদালতের পণ্ডিতকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করেন—

১ ম। কোন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত এবং অজ্ঞানাবস্থ ব্যক্তির নিকট এক বালক লইয়া গিয়া তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি দত্তক গ্রহণ করিবে কি না? এবং ঐ পীড়িত ব্যক্তি যদি স্বীকারার্থক এক কথায় মাত্র উত্তর দেয়, তবে তাদৃশ দত্তক সিদ্ধ কি না?

২ য়। শাস্ত্রে দত্তক হওনের নিমিত্তে বয়োবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে কি না? যদি থাকে, তবে ঐ বয়স বিষয়ক শাস্ত্র হিন্দু মাত্রের উপর খাটে, কি জাতি বিশেষে?

পণ্ডিত প্রথম প্রশ্নের এই উত্তর করিলেন যে প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাতে গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ, কেননা দত্তক সিদ্ধির নিমিত্তে যে২ নিয়ম (পালন) আবশ্যক তাহা উক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি করিতে পারিত না, এবং ঐ সকল নিয়ম পালন না করিলেও দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে না।

প্রমাণ। দত্তকমীমাংসাধৃত বশিষ্ঠবচন—'দত্তক গ্রহণোন্মুখ ব্যক্তি জ্ঞাতি কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া, রাজার নিকট নিবেদন করিয়া, এবং হোম করিয়া তবে দত্তক গ্রহণ করিবে'।

দ্বিতীয় প্রশ্নের পণ্ডিত এই উত্তর করিলেন যে—প্রধান তিন জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দত্তকের বয়স উপনয়নের পূর্ব্বে, এবং শূদ্রের দত্তকের বয়স বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রমাণ—

১ দত্তকমীমাংসা—"চূড়াদি ক্রিয়া (চূড়াদ্যা) গ্রহীতার গোত্রোল্লেখে সম্পন্ন হইলে দত্তকেরা পুত্র গণিত হয়, নতুবা তাহারা দাস উক্ত হইয়াছে।"

২, দত্তকমীমাংসা—'চূড়াদ্যা' এই তদ্গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে ব্রাহ্মণ" ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন জ্ঞেয়, কিন্তু শূদ্রের বিবাহাদি বোধ্য।"

পণ্ডিতের উত্তর দৃষ্টে মে. হার্ডিং সাহেবের এই রায় হইল যে গৌরীকান্ত-কর্ত্তৃক নবকান্তের দত্তক গৃহীত হওয়া সপ্রমাণ করিতে বাদিনী সম্পূর্ণরূপে অশক্তা, এতাবতা নিম্ন আদালতের ডিক্রী রদ করিয়া দাবী ডিস্মিস্ করার প্রস্তাব করিলেন।

মে. মনি সাহেব হার্ডিং সাহেবের সহিত একমত হইয়া তদনুসারে চূড়ান্ত রূপে রায় দিলেন। ১৬ জানওরি ১৮৩৮ সাল,—স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২১৭।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে কাহাকে দত্তকার্থে পুত্র দিতে পারে, ও কে পারে না।

ব্যবস্থা। ৫২২ বহু পুত্রবান্ পিতা নিজ ক্ষমতায় ও বহুপুত্রবতী মাতা ভর্ত্তার অনুজ্ঞায় পুত্রপৌত্র প্রপৌত্র-হীন ও বাধক সম্বন্ধ-বিহীন* সজাতীয়কে দত্তকরূপে পুত্র দিতে পারে।

৫২২ বহুপুত্রবান্ পিতা স্বতন্ত্রেচ্ছয়া বহুপুত্রবতী মাতা চ ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্র-হীনায় বাধকসম্বন্ধবিহীনায় চ সবর্ণায় দত্রিমরূপেণ পুত্রং দাতুমর্হতি।

প্রমাণ। /০ মাতা বা পিতা যে সদৃশ (অ) পুত্রকে আপদে (ই) উদকদ্বারা দান করেন, সে (তদ্গ্রহীতার) দত্তক সুত। মনু।

/০ মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি (ই)। সদৃশং (অ) প্রীতিসংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥ মনুঃ।

৵০ (অ) 'সদৃশ'—অর্থাৎ সজাতীয়। বস্তুতঃ মনুবচনস্থ সদৃশ পদের অর্থ

৵০ (অ) 'সদৃশং'—সজাতীয়ং। বস্তুতস্তু মনুবচনে সদৃশপদস্য সজা-

* ইহার পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭৬, ৭৭।

সজাতীয় হওয়াই যুক্ত,—কেননা পরে তাদৃশ দত্তকেরই ধনাধিকার দর্শিত হইয়াছে। এবং অসজাতীয় দত্তকের ধনাধিকারী হওয়া সম্ভব নহে*। তাহা শৌনক কহিয়াছেন 'অন্যজাতীয় সুত কোথাও গৃহীত হইলেও তাহাকে বিষয়াধিকারি করিবে না,—শৌনকের এই মত'*। যাস্ক ব্যক্তরূপেই কহিয়াছেন —'সজাতীয় সুতকেই গ্রহণ করিবে, সেই পিণ্ডদাতা ও বিষয়াধিকারী হইবে, তদভাবে বিজাতীয় (সুত গ্রহণ করিবে) সে কেবল বংশরক্ষক হইবে, ও বিষয়াধিকারি হইতে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবে*। দ. চ. পৃ. ৪ ও ৫।

তীয়ার্থকৈতৈব যুক্তা পরত্র তাদৃশ দত্তকস্য বিভাগদর্শনাৎ অসবর্ণস্য চ বিভাগাসম্ভবাৎ*। যথা শৌনকঃ—'যদি স্যাদন্যজাতীয়ো গৃহীতোঽপি সুতঃ ক্বচিৎ। অংশভাজং ন তং কুর্য্যাচ্ছৌনকস্য মতং হি তৎ' ॥ ব্যক্তমাহ যাস্কঃ—'সজাতীয়ঃ সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা স ঋক্‌থভাক্। তদভাবে বিজাতীয়ো বংশমাত্রকরঃ স্মৃতঃ ॥ গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রন্তু স লভেত তদৃক্‌থিনঃ*'। দ. চ. পৃ. ৪, ও ৫।

৶০ অতএব বৃদ্ধ গৌতম—'অন্য জাতীয় সুত কোথাও গৃহীত হইলেও তাহাকে বিষয়াধিকারি করিবে না, শৌনকের এই মত'—ইহা কহিয়া বিজাতীয় দত্তকের বিষয়াধিকারিত্ব নিষেধ করিতেছেন। দ. মী পৃ ২৬।

৶০ অতএব বৃদ্ধ গৌতমঃ—'যদি স্যাদন্যজাতীয়োগৃহীতো বা সুতঃ ক্বচিৎ, অংশভাজং ন তং কুর্য্যাচ্ছৌনকস্য মতং হি তদিত্যসমানজাতীয়স্যাংশভাক্ত্বং নিষেধতি। দ. মী. পৃ. ২৬।

।০ এতাবতা অসমানজাতীয়কে দত্তক কর্ত্তব্য নয় এই সিদ্ধান্ত। দ. মী. পৃ. ২৬।

।০ তস্মাদসমানজাতীয়ো ন পুত্ত্রীকার্য্য ইতিসিদ্ধং। দ. মী. পৃ. ২৬।

(ই) 'আপদে'—অর্থাৎ পুত্ত্রপ্রতিগ্রহীতার পুত্ত্রপৌত্ত্রপ্রপৌত্ত্রহীনাবস্থায়†। দ. চ. পৃ. ৫।

(ই) 'আপদি'—পুত্ত্রপ্রতিগ্রহীতুরপুত্ত্রত্বে†। দ. চ. পৃ. ৫।

---

* কলিতে অসবর্ণ দত্তকের ধনাধিকারী হওয়া দূরে থাকুক অসবর্ণাবিবাহ নিষেধে অসবর্ণপুত্ত্রোৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়াতে দণ্ডাপূপন্যায়ে, অসবর্ণ পুত্র গ্রহণই নিষিদ্ধ,—বিশেষতঃ তাহা আচার বিরুদ্ধ হেতু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয়তই বিরুদ্ধ,—কেননা আচার পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানের উপর প্রবল। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৪ ও ১৫ নোট্ ৩১২, ৩১৪।

† দত্তক মীমাংসাকার 'আপদে' এই পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্‌যথা, 'আপদে' অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদিতে॥ অনাপৎকালে দান করিলে দাতার দোষ হয়, যেহেতু—'অন্যথা প্রবৃত্ত হইবে না'—এই নিষেধ আছে। অথবা প্রযত্নতঃ অর্থাৎ প্রতিগ্রহীতার প্রযত্নে

† দত্তকমীমাংসাকৃতা 'আপদি' ইতি পদস্য যদ্‌ব্যাখ্যাকৃতা তদ্ যথা, 'আপদি'—দুর্ভিক্ষাদৌ। অনাপদি দানে দাতুর্দ্দোষঃ—অন্যথা ন প্রবর্ত্তেতেতি নিষেধাৎ। যদ্বা প্রযত্নত ইতি প্রতিগ্রহীতুঃ প্রযত্নাদাপদ্যপুত্ত্রত্ব

।/০ একপুত্র ব্যক্তির পুত্র দান করা কখনো কর্ত্তব্য নয়। যাহার বহুপুত্র প্রযত্ন হেতু তাহারই পুত্র দান কর্ত্তব্য'। (শৌনক)। একমাত্র পুত্র যাহার সেই এক-পুত্র (অর্থাৎ একপুত্রবান্) এতাবতা সেই পুত্র দান কর্ত্তব্য নয়।—কেননা বশিষ্ঠের বচন এই যে 'এক পুত্র দান করিবে না প্রতিগ্রহ-ও করিবে না'। এস্থলে দানপদের অর্থ স্বস্বত্ব নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদন হওয়াতে এবং পরস্বত্বোৎপত্তি পরের প্রতিগ্রহ বিনা উপপন্ন না হওয়াতে৹ তাহা উহ্য করিতেছেন, এতাবতা এতদ্দ্বারা (কেবল এক পুত্র) প্রতিগ্রহ করার-ও নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। এই নিমিত্তেই বশিষ্ঠ কহিয়াছেন এক পুত্র দিবে না প্রতিগ্রহও করিবে না' *। ও তাহার হেতুবাদ এই করিয়াছেন যে—'সে পূর্ব্বপুরুষের বংশ রক্ষার নিমিত্ত' ইহা অভিহিত হওয়াতে এক পুত্র দানে বংশলোপ রূপ প্রত্যবায় বোধিত হইয়াছে। দ. মী. পৃ. ৫০, ৫১।

।/০ 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন॥ বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ'॥ (শৌনকঃ)॥ এক এব পুত্রো যস্যোক্তি এক-পুত্রঃ, তেন তৎপুত্রদানং ন কার্য্যং।—নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বেতি বশিষ্ঠস্মরণাৎ। অত্র স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বাপাদনস্য দানপদার্থত্বাৎ পরস্বত্বাপাদনস্য চ পরপ্রতিগ্রহং বিনানুপপত্তেস্তমপ্যাক্ষিপতি, তেন —প্রতিগ্রহনিষেধোঽপি অনেনৈব, সিদ্ধ্যতি। এতএব বশিষ্ঠঃ—'নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বেতি'। তত্র হেতুমাহ—'সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষামিতি' *। সন্তানার্থত্বাভিধানেনৈকস্য দানে সন্তানবিচ্ছিত্তি প্রত্যবায়ো বোধিতঃ স চ দাতৃপ্রতিগ্রহীত্রোরুভয়োরপি উভয়শেষত্বাৎ। দ. মী. পৃ. ৫০, ৫১।

অপুত্রত্বরূপ আপদে। যেহেতু অত্রির বচন এই যে অপুত্রের সর্ব্বদা পুত্রপ্রতিনিধি কর্ত্তব্য। এবং অপরার্ক ও চন্দ্রিকাকার-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 'আপদে'—অর্থাৎ গ্রহীতার অপুত্রত্বে (দ. মী. পৃ. ৫৩)। কিন্তু এতদ্দেশে দত্তকচন্দ্রিকাকারের উক্ত ব্যাখ্যাই প্রচলিত।

ইতি—অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদেত্যত্রি স্মরণাৎ। ব্যাখ্যাতঞ্চৈবমেবাপরার্ক চন্দ্রিকাভ্যাং—'আপদি'—গ্রহীতুরপুত্রত্ব ইতি (দ. মী. পৃ. ৫৩)। এতদ্দেশে তু চন্দ্রিকাব্যাখ্যৈব প্রচলিতা।

* ('এক পুত্র) প্রতিগ্রহ করিবে না' ইহার ভাব এই যে জনকের বংশলোপ অকর্ত্তব্য. কিন্তু তাহাতে দত্তক অসিদ্ধ হয় না।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

* প্রতিগৃহ্নীয়াদিতি তৎকুলোচ্ছেদস্যাকর্ত্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ. ন তেন দত্তকত্বাসিদ্ধিঃ।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

দত্তকনির্ণয়ধৃত বশিষ্ঠ ও মনু;—কিন্তু এই বিধান এক পুত্রকে বা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক-গ্রহণ নিষেধক না হইয়া বরং দান নিষেধক বটে, ঐ দান একবার কৃত হইলে আর নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কোন বালক একবার দত্তক গৃহীত হইলে সে স্বতঃ জনক কুলের বিষয়ে এককালে অনধিকারী হয় ইহা বিবেচনা করিলে ঐ মত ন্যায্যই বোধ হইতেছে। দ্রষ্টব্য—বম্বের রিপোর্ট গোবিন্দ রাওর বিরুদ্ধে হয়বৎ রাওর মকদ্দমা, বা. ২, পৃ. ৭৫। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৭।

।৶০ অনন্তর—কাহাকর্ত্তৃক পুত্রদান কর্ত্তব্য—এতদুত্তরে কহিতেছেন 'বহু-পুত্রবান্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক'। এক পুত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্রদান কর্ত্তব্য নয়, এই নিষেধহেতু দুই পুত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্রদান প্রাপ্তি হওয়াতে বহুপুত্রবান্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে (পুত্রদান) উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বিপুত্রবান্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক পুত্রদান নিষেধ নিমিত্ত। এবং ভীষ্মপ্রভৃতি বক্ষ্যমাণ শান্তনুর উক্তি নিমিত্ত—'হে কুরুনন্দন, এক পুত্রবান্ আমার মতে অপুত্রকই,—যেমত এক চক্ষু যাহার তাহার চক্ষু নাশে সে অন্ধই হয়'। দ. মী. পৃ. ৫১। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৯।

৷৹ দুই পুত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এক পুত্র দান করিলে এবং অপর পুত্র নষ্ট হইলে বংশ লোপের আশঙ্কা করিয়া শৌনক কহিয়াছেন 'প্রযত্নে বহুপুত্রবান্ ব্যক্তিরই পুত্রদান কর্ত্তব্য'। দ. চ. পৃ. ৯। পরন্তু—

।৶০ তর্হি কেন পুত্রো দেয় ইত্যত আহ—'বহুপুত্রেণেতি'। নৈকপুত্রেণেতি নিষেধাৎ দ্বিপুত্রস্যৈব দান প্রাপ্তৌ তদ্বহুপুত্রেণেত্যুচ্যতে তৎ দ্বিপুত্রস্যাপি তৎপ্রতিষেধায়।—'একপুত্রো হ্যপুত্রো মে মতঃ কৌরবনন্দন। একং চক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে তস্যান্ধ এব হি' ইত্যাদি ভীষ্মপ্রভৃতি শান্তনূক্তেঃ। দ. মী. পৃ. ৫১। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৯।

দ্বিপুত্রস্যাপি পুত্রদানে অপরপুত্রনাশে বংশবিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ শৌনকঃ—"বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ। দ. চ. পৃ. ৯। পরন্তু—

ব্যবস্থা। ৫২৩ ঋষি ও নিবন্ধারা দ্বিপুত্রব্যক্তিকর্ত্তৃক পুত্রদান নিষেধ করিলেও লোকে তদাচার দৃষ্ট হইতেছে, ব্যবহারেও তাহা অসিদ্ধ বিবেচিত হয় নাই *।

৫২৩ নিষিদ্ধমপি ঋষিভির্নিবন্ধৃভিশ্চ দ্বিপুত্রেণ পুত্রদানং, লোকে তদাচারো দৃশ্যতে, ব্যবহারেঽপি নাসিদ্ধং বিবেচিতং *।

* ইহা পূর্ব্বে বিবেচিত হইয়াছে যে যাহার পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র আছে সে দত্তক গ্রহণ করিতে যোগ্য নহে। তৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়ে তাহা হইতে ইহাও নিষ্কর্ষ হইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তির এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে, ও মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্রের একপুত্র থাকে তবে সে প্রথমকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান পুত্রকে) দত্তক দিতে পারে, কেননা (তদবস্থায়) সে এক পুত্র বিশিষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না, ঐ পৌত্র সর্ব্বথা তাহার, পুত্রস্বরূপ ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থলাভিষিক্ত। দুই পুত্র মাত্র সত্ত্বে তন্মধ্যে একককে দান করিতে দত্তক মীমাংসায় নিষেধ আছে বটে, কিন্তু ঐ বিধান অপ্রবৃত্তি জনক, তাহা অবশ্যরূপে মান্য নহে। মেক. হি. ল. খা. ১, পৃ. ৭৭।

উক্ত অবস্থায় দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্র দান নিষেধক ঐ অপ্রবৃত্তিজনক বিধান খাটিতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি দত্তক সিদ্ধ হইবে। ঐ, নোট।

প্রমাণ। /০ 'বহু পুত্রবান্‌কর্ত্তৃক'—ইহাতে পুংলিঙ্গ শ্রুত হওয়াতে স্ত্রীকর্ত্তৃক পুত্রদান প্রতিষিদ্ধ।—'স্ত্রী লোকে পুত্রদান করিবে না' (এই বশিষ্ঠ বচনে তাহার অস্বাধীনতা শ্রুত এই তাৎপর্য্য। ভর্ত্তার অনুজ্ঞাতে তাহারও অধিকার আছে, যথা বশিষ্ঠ কহিয়াছেন 'ভর্ত্তার অনুজ্ঞা বিনা'।—'মাতা কিম্বা পিতা যাহাকে দান করেন,' মাতা অথবা পিতা দেন,' এতদ্দ্বারা মাতা যে পিতার সমান কথিতা তাহাও পতির অনুজ্ঞাবিষয়ক।—দ. মী. পৃ. ৫১।

/০ বহুপুত্রেণেতি—পুংস্ত্ব শ্রবণাৎ স্ত্রিয়াঃ পুত্রদান প্রতিষেধঃ। ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাদিতি নৈরপেক্ষ শ্রবণাচ্চেতি ভাবঃ। ভর্ত্তুরনুজ্ঞানে তস্যা অপ্যধিকারঃ। তথাচ বশিষ্ঠঃ—অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুরিতি।—যচ্চ 'দদ্যান্মাতা পিতা যং বেতি' যচ্চ 'মাতা পিতা বা দদ্যাতামিতি'—মাতুঃপিতৃসমকক্ষতয়াভিধানং তদপি ভর্ত্রনুজ্ঞানবিষয়মেব।—দ. মী. পৃ. ৫১।

৶০ ভার্য্যার অপেক্ষা না করিয়া একাকি ভর্ত্তার পুত্রদানে অধিকার। যেহেতু 'পিতা কিম্বা মাতা যাহাকে দান করেন';—'মাতা বা পিতা যাহাকে দেন' এই বচনে মাতার নিরপেক্ষ পিতা এই নির্দ্দিষ্ট। এবং যেহেতু বীজের প্রাধান্য নিমিত্ত পুত্র অযোনিজ (রূপে) লক্ষিত' বৌধায়ন এই হেতু দর্শাইয়াছেন। এবঞ্চ ভারতেও উক্ত হইয়াছে যে—'মাতা ভস্ত্রা, পুত্র পিতার, সে যৎকর্ত্তৃক জাত, সরূপতঃ সে সেই ব্যক্তি'। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে "(পিতার) আত্মাই পুত্র (হইয়া) জন্মে"। ইতি।—দ. মী. পৃ. ৫২।

৶০ স্ত্রী নিরপেক্ষস্যৈকস্যাপি ভর্ত্তুর্দানাধিকারঃ। 'দদ্যান্মাতা পিতা যং বা'; 'মাতা পিতা বা দদ্যাতাম্' ইতি মাতৃনিরপেক্ষৈকপিতৃনির্দ্দেশাৎ বীজস্য প্রাধান্যাৎ 'অযোনিজা অপি পুত্রা দৃশ্যন্ত' ইতি বৌধায়নীয় হেতুদর্শনাচ্চ। ভারতেঽপি 'মাতা ভস্ত্রা পিতুঃপুত্রো যেন জাতঃ স এবহি' ইতি।—শ্রুতিরপি 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র,' ইতি। দ. মী. পৃ. ৫২।

প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যক্তির দত্তকরূপে পুত্র দান করিতে সমর্থ হওয়ার নিমিত্তে দুই পুত্র থাকা প্রচুর নহে, তাহাকে বহু পুত্রবান্ হওয়া চাই; কেবল দুই পুত্র থাকিলে যদি এক পুত্র দান করে তবে অবশিষ্ট পুত্র মরিলে সে নিঃসন্তান হইবে—সে আশঙ্কার পতিত হওয়া অকর্ত্তব্য। পরন্তু এই বিধান অবশ্য মাননীয় বলিয়া কখনো বলবৎ ছিল এমত বোধ হয় না। এতাবতা কোন পুরুষের দুই পুত্র থাকিলে সে কনিষ্ঠকে দান করিতে পারে। এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৩।

৶৹ 'মাতা কিম্বা পিতা দিবেন' এতদ (বচন) দ্বারা মাতা ভর্ত্তার অনুজ্ঞা সাপেক্ষিকা হওয়াতে (মাতার) জঘন্যত্ব, স্ত্রীর অনুজ্ঞার নিরপেক্ষাহেতু পিতার মধ্যমত্ব, এবং জনকতার সাম্য-হেতু (পিতা মাতা) উভয়ের মুখ্যত্ব মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। দ্বিবচনান্ত ক্রিয়া যুক্ত এই একমাত্র বাক্য আছে ইহা বাচ্য নয়, যেহেতু তাহাতে মধ্যে ব্যবহিত বিকল্প বোধক 'বা' শব্দের অসঙ্গতি হয়। সেইহেতু তিন কল্পই আছে। এতাবতা যাজ্ঞবল্ক্য 'মাতা বা পিতা যাহাকে দেন, এই বাক্যে এক বচনান্ত ক্রিয়াপদে প্রত্যেকের অন্বয় করিয়াছেন। দ. মী. পৃ. ৫২, ৫৩। দ্রষ্টব্য—দ. চ পৃ. ৯।

৶৹ মাতা পিতা বা দদ্যাতামিতি মনুনা মাতুর্ভর্ত্রনুজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ জঘন্যত্বং, স্ত্র্যনুজ্ঞাননৈরপেক্ষ্যাৎ পিতুর্মধ্যমত্বং, জনকতা সাম্যাৎ উভয়োর্মুখ্যত্বমভিহিতং।—নচেদমেকমেব বাক্যং দ্বিবচনান্তৈকক্রিয়া শ্রবণাদিতি বাচ্যম্ মধ্যে বিকল্পাসঙ্গতেঃ তস্মাৎ কল্পত্রয়মেব। অতএব যোগীশ্বরঃ 'দদ্যান্মাতা পিতা যং বেতি' প্রত্যেকমেকবচনান্তমেব ক্রিয়াপদমুদাজহার। দ. মী. পৃ. ৫২, ৫৩। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৯।

।৹ মাতা পিতা উভয়ে মিলিত হইয়া যে দান করেন তাহা দানকে ধর্ম্ম্য করণার্থে, কিন্তু কেবল পুরুষ (অর্থাৎ পিতা) কর্ত্তৃক কৃত হইলেই দান সিদ্ধ হয়॥ –বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

।৹ মাতাপিত্রোর্মিলিতয়োর্যদ্দানমুক্তং তদধর্ম্মাজনক দাননিষ্পত্ত্যর্থং। পুংমাত্রেণতু দানং সিদ্ধ্যত্যেব॥—বিবাদ ভঙ্গার্ণবঃ।

।/৹ "(তাঁহারা) পুত্রকে ভর্ত্তার বলিয়াই জানেন" ইত্যাদি বচনে, এবং "সেই পুরুষই (পূর্ণ) যে জায়া স্বয়ং ও পুত্র সম্মিলিত" ইত্যাদি বচনেও পুত্রতে পিতার স্বত্বই মুখ্য, পতি পরতন্ত্রাপত্নীর পুত্র সমবায়ি শোণিত সম্বন্ধ হেতু এবং গর্ভধারণ কারণে গৌণ স্বত্ব, অতএব মুখ্যের অনুমতি বিনা অধীনার কৃত দান সিদ্ধই নয়। বিবাদভঙ্গার্ণব।

।/৹ ভর্ত্তুঃপুত্রং বিজানন্তীত্যাদি বচনাৎ, এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহেতি বচনাচ্চ পুত্রে ভর্ত্তুরেব স্বত্বং মুখ্যং, তৎপরতন্ত্রায়াঃ ভার্য্যায়াস্তু পুত্র সমবায়ি শোণিত সম্বন্ধাৎ গর্ভধারণ কর্ত্তৃত্বাচ্চ গৌণমেব স্বত্বং অতঃ মুখ্যস্যানুমতিং বিনা অস্বতন্ত্রকৃতদানং ন সিদ্ধ্যত্যেব॥ বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

ব্যবস্থা। ৫২৪ পরন্তু পতি প্রোষিত হইলে বা মরিলে তাহার অ-

৫২৪ পরন্তু প্রোষিতে মৃতে বা ভর্ত্তরি ভার্য্যা তদনুমতি

অনুমতি বিনাও ভার্য্যা পুত্রদান করিতে পারে *।

কারণ। যেহেতু তৎকালে ভর্ত্তার অনুজ্ঞা প্রাপ্তি অসম্ভব।

প্রমাণ। পরন্তু স্ত্রী, ভর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার অনুমতিতে, প্রোষিত হইলে বা মরিলে তাহার অনুমতি বিনাও (পুত্র দিতে পারে)।—পরের মত নিষিদ্ধ না হইলে অনুমত,—এই ন্যায়ে যে—অনিষেধেও অনুমতি হয়। দ. চ. পৃ. ৯।

ব্যবস্থা। ৫২৫ পিতামাতা ভিন্ন অন্যে পুত্র করণার্থে বালক দিতে পারে না।

বিনাপিপুত্রং দাতুমর্হতি *।

তদা ভর্ত্তুরনুজ্ঞাপ্রাপ্তেরসম্ভবাৎ।

স্ত্রিয়াস্তু জীবতি ভর্ত্তরি তদনুমতৌ প্রোষিতে মৃতে বা তদনুজ্ঞাংবিনাপি। অনুমতিশ্চ অপ্রতিষেধেঽপি ভবতি, অপ্রতিষিদ্ধং পরমতমনুমতং ভবতীতি ন্যায়াৎ। দ. চ. পৃ. ৯।

৫২৫ পিতৃভ্যামন্তরেণ ন কোঽন্যপুত্রার্থং বালকং দাতুংশক্নোতি।

মোসম্মাৎ তারামণি দেবী, আপিলান্ট—বনাম—দেবনারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রসাদ, রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৫২২ ও ৫২৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমা দেবনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক আপিলান্টের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। আর্জিদাবীর বয়ান এই যে ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের তিন পুত্র ছিল—(তাহাদের নাম) চন্দ্রনারায়ণ রায়, বেচানারায়ণ রায় ও কীর্ত্তিনারায়ণ রায়, ইহাদের উত্তরাধিকারি রাজনারায়ণ রায়, মোসম্মাৎ সারদা দেবী ও লোকনারায়ণ রায়। বাঙ্গলা ১১৯৮ সালে রাজনারায়ণ রায় নিজ পত্নী প্রতিবাদিনীকে রাখিয়া ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। তদনুসারে বাঙ্গলা ১২০৫ সালে প্রতিবাদিনী বাদিকে তাহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করে, এবং তাহার যজ্ঞোপবীত দিয়া তাহার প্রতিপালনার্থে রাজনগর মৌজা খারিজ করিয়া দেয়, পরে তাহার বিবাহ দেয়।

প্রতিবাদিনী উত্তর দেয় যে আমি আমার স্বামি হইতে কখনো বাচনিক অথবা লেখ্যদ্বারা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পাই নাই। কিন্তু শম্ভেশ্বরী দেবী আমার নামে এক নালিশ করিলে পর আমাদের কুলগুরু অথচ অধ্যক্ষ পরমানন্দ ব্রাহ্মণ আমার মকদ্দমা রক্ষার নিমিত্তে দত্তকের উল্লেখ করিতে পরামর্শ

* দত্তক মীমাংসার মতে—প্রোষিত ভর্ত্তৃকা ও মৃত ভর্ত্তৃকার মধ্যে বিধবাই কেবল পতির অনুমতি বিনা আপদে পুত্রদান করিতে পারে। দ্রষ্টব্য—দ. মী. পৃ. ৫২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৩।

দিয়াছিলেন এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় লইয়া গিয়া (তৎকালে পিতৃহীন) বাদিকে শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে তাহার ভ্রাতার স্থান হইতে লইয়া আমার ও আমার জ্ঞাতি কুটুম্বের ও কুলপুরোহিতের অনুপস্থিতিতে তাহাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাকে দত্তক রূপে দান করিতে পারে না। এবং যদিও পরমানন্দ ব্রাহ্মণের পরামর্শ ক্রমে বাদির প্রতিপালনার্থে রাজনগর মৌজা দিয়াছি তথাপি ঐ বিষয় বাদির নামে থাকিলেও আমার হস্তে আছে। ও বাদির সহিত আমার আত্মীয়তা থাকন কালীন তাহার বিবাহের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়াছি এমত স্বীকার করিলেও তাহাতে কোনক্রমে তাহার দত্তকতার দাবী সাবাস্ত হইতে পারে না। বাঙ্গলা ১২২৪ সালের পৌষ মাসে বাদী এই মজমূনে এক একরার লিখিয়া দেয় যে—"তিনি (অর্থাৎ প্রতিবাদিনী) যাবজ্জীবন ভুমি রূপ বিষয়ের মালিক বিবেচিতা ও কথিতা হইবেন, তাঁহার মরণের পর বাদী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবে, প্রতিবাদিনী বাঁচিয়া থাকিতে বাদী যদি নিজ একরারের অন্যথায় ঐ ভুমির নিমিত্তে কোন নালিশ করে, তবে তাহাতে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব অথবা অন্য সূত্রে যে কোন স্বত্ব থাকে তাহা ক্যান্সেল্ হইবে"। এবং শেষ আপত্তি এই যে বর্ত্তমান মকদ্দমা ঐ একরারের শর্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের দ্বিতীয় জজের ডিক্রীতে লিখিত হয় যে শুদ্ধ অন্নাচ্ছাদন ব্যতিরিক্ত প্রতিবাদিনীর আর কোন দাওয়া নাই।

এই নিষ্পত্তিতে অসম্মতা হইয়া প্রতিবাদিনী সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করে। পরে গোলোকনারায়ণ রায়ের এক দরখাস্ত দাখিল এবং নথির সামিল হইতে হুকুম হয়। ১৮২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে আদালতের দ্বিতীয় জজ (সি. ইস্মিথ্) সাহেব নিজ নিষ্পত্তিতে ঐ দরখাস্তের মর্ম্ম বিস্তৃত রূপে লিখেন, উক্ত নিষ্পত্তির মজমূন, যথা—যে বিষয়ের একাংশ লইয়া এক্ষণে বিরোধ হইতেছে, তৎসম্বন্ধীয় সকল মকদ্দমার কাগজ পত্র দৃষ্টে, এবং আসন্ন মকদ্দমার সহিত যে সকল কাগজ পত্র সম্বন্ধ রাখে তদ্দৃষ্টে উপলব্ধি হইতেছে যে রেস্পণ্ডেন্টের দাওয়া অবশ্যই অবাস্তবিক বিবেচনা করিতে হইবে, কেননা বঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৩ পৌষের লিখিত একরার প্রচুর প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং ঐ দত্তক যথাযথ রূপে শাস্ত্রসম্মত হইয়া থাকিলেও ঐ একরারের সত্যতা স্বীকৃত হওনে আপিলান্ট বাঁচিয়া থাকিতে রেস্পণ্ডেন্টের যথেষ্টরূপ অন্নাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য দাওয়া হইতে পারে না। পরন্তু ঐ কথিত দত্তকতা আদালতের নিকট সিদ্ধ বোধ হইতেছে না, কেননা প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে রেস্পণ্ডেন্টের পিতার মৃত্যুর পরে সে গৃহীত হয়, রেস্পণ্ডেন্টকে তাহার পিতা মাতার মধ্যে কেহ দান করে নাই, কিন্তু কেবল তাহার ভ্রাতা তাহাকে দান করিয়াছে; অপিচ পত্নীর গৃহীত দত্তক সিদ্ধার্থে পতির অনুমতি আবশ্যক; কিন্তু তাদৃশ অনুমতি দত্ত হওয়া বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রদর্শিত হয় নাই; দত্তক গ্রহণ কালে আপিলান্ট (অর্থাৎ গ্রহীত্রী) কেবল এমত স্বীকার করিলে যে সে অনুমতি প্রাপ্তা হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ অনুমতি দেওয়া সাব্যস্ত

হওয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না, অধিকন্তু আপিলান্ট পক্ষে যে সকল বয়ান করে তাহাতে এই সন্দেহ হয় যে সে কোন লাভের মানসে তাদৃশ স্বীকার করিয়াছে; অবশেষে বিরোধীয় ভূমিতে অপর যে২ ব্যক্তির দাওয়া ছিল তাহাদের সম্মতি ঐ দত্তকতা সিদ্ধির নিমিত্তে আবশ্যক ছিল,—অপর ব্যক্তি যথা গোলোকনারায়ণ রায়—সে নিজ দরখাস্তে বয়ান করে যে দত্তক না থাকিলে ঐ বিষয় তাহার হইত।

অনন্তর এই মকদ্দমা উক্ত আদালতের তৃতীয় জজ (জে. শেক্‌সপিয়র) সাহেবের নিকট ১৮২৪ সালের ৮, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি তারিখে দরপেশ হইলে তিনি আদালতের পণ্ডিতদিগকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ও তাহার উত্তর প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ১। কোন নারী যদি পতিহইতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্তা হইয়াছে কহিয়া দত্তক গ্রহণ করে এবং তদনুমতি দান যদি তাহার ঐ উক্তি ভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত অর্থাৎ সাব্যস্ত না হয়, তবে ঐ দত্তক শাস্ত্রসম্মত কি না?

উত্তর ১। তাদৃশ দত্তক শাস্ত্র সম্মত নয়।

প্রশ্ন ২। এক দত্তক পুত্র যদি এই মজমূনে এক একরারনামা লিখিয়া দেয় যে তাহার মাতা যাবজ্জীবন বিষয় দখলে রাখিবে, এবং তাহার পরে সে (অর্থাৎ ঐ দত্তক) কেবল বক্ষ্যমাণ নিয়মে বিষয়াধিকারী হইবে যথা,—তাহার ও তন্মাতার মধ্যে যদি কোন গুরুতর বিরোধ হয় তবে তাহার সকল স্বত্বলোপ হইবে ও তাহার দত্তকতাও অসিদ্ধ বিচরিত হইবে,—তাদৃশ বিরোধ উপস্থিত হইলে তাদৃশ দলীলের দ্বারা ঐ মাতাতে শাস্ত্র-সম্মত কোন স্বত্ব বর্ত্তে কি না?

উত্তর ২। তদ্দ্বারা তাদৃশ স্বত্ব বর্ত্তে, কেননা কোন বিষয়ের মালিক যে প্রকারে চাহে সেই প্রকারে সে বিষয় দানাদি করিতে পারে।

তৎসমকালেই আদালত দেবনারায়ণের লিখিয়া দেওয়া একরারের এক নকল ঢাকা সহরের জজের নিকট পাঠাইয়া রেজিষ্টরি আপিসে দাখিল আসল কাগজের সহিত ঐ কাপি মোকাবেলা করিতে এবং তাহার যে কএক সাক্ষি জীবিত থাকে তাহার বাচনিক জবানবন্দী লইয়া পাঠাইতে আদেশ করেন। আদালত আরো অনুরোধ করেন যে গোলোকনারায়ণের প্রস্তাবিত প্রশ্নের সাক্ষিরা যে উত্তর দেয় তাহা যে সকল কাগজ প্রেরণ করিবেন তাহার অন্তর্গত হয়।

এই সকল প্রাপ্তি হইলে ১৮২৪ সালের ১০ জুলাই তারিখে নিষ্কর্ষরূপে রায় দেওয়া হয় এই উক্তিতে যে আপিলান্টকে তৎপতিকর্ত্তৃক দত্তকগ্রহণের অনুমতি দান সাব্যস্ত করিতে প্রচুর প্রমাণরূপ কিছু নাই, তন্নিমিত্তে, এবঞ্চ দ্বিতীয় জজের ডিক্রীতে লিখিত কারণে, হুকুম হইল যে ঢাকার প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের ফয়সলা রদ হয়, এবং আপিলান্টের পক্ষে মায় খরচা ডিক্রী হয়।—১০ জুলাই ১৮২৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৮৭—৩৯০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কে দত্তক গৃহীত হইতে পারে ও কে পারে না।

৫২৬ স্বজাতীয়* (অ) সভ্রাতৃক (ই) দোষহীন (উ) ও বাধকসম্বন্ধবিহীন (এ) বালক (ও) দত্তক হইতে পারে।

(অ) 'স্বজাতীয়'।—অর্থাৎ গ্রহীতার নিজ অসাধারণ জাতীয়।—অধুনা গ্রহীতার ও দত্তকের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই) চারি সাধারণ জাতির মধ্যে এক জাতীয় হওয়া প্রচুর নয়, কিন্তু তৎপ্রত্যেক জাতি হইতে যে ভিন্ন২ জাতি হইয়াছে ঐ বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে গ্রহীতা যে বিশেষ জাতীয় গ্রহীতব্য পুত্র সেই জাতীয় হইলে সেই দত্তক স্বজাতীয়, অতএব সিদ্ধ। এক্ষণকার তাবৎ জাতি শাস্ত্রোক্ত না হইলেও আচারসিদ্ধ হওয়াতে তাহা দণ্ডাপূপন্যায়ে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মান্য,—যেহেতু আচার পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানের উপর প্রবল §। অতএব আচারানুসারে যে দেশে যে জাতি ভেদ হইয়াছে সেই দেশে তদ্ভেদানুযায়ি যে বিশেষ জাতীয় গ্রহীতা, সেই বিশেষ জাতীয় দত্তক তাহার গ্রাহ্য, তদ্ভিন্ন জাতীয় নয় ¶।

৫২৬ স্বজাতীয়ঃ* (অ) সভ্রাতৃকঃ (ই) দোষহীনঃ (উ) বাধকসম্বন্ধবিহীনশ্চ (এ) বালকঃ (ও দত্তকো ভবিতুমর্হতি †।

(অ) 'স্বজাতীয়ঃ'‡।—গ্রহীতুর্নিজাসাধারণ জাতীয়ঃ।—গ্রহীতুর্দত্তকস্য চ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রাণামেতেষাং) চতসৃণাং সাধারণ জাতীনাং মধ্যে এক জাতিত্বমধুনা ন প্রচুরং। কিন্তু তৎপ্রত্যেক জাতের্যেঽনেক জাতয়ঃ জাতাস্তেষাং মধ্যে গ্রহীতা যদ্বিশেষ জাতীয়স্তদ্বিশেষ জাতীয়শ্চেৎ গ্রহীতব্যো দত্তকঃ, সএব স্বজাতীয়ঃ, অতএব সিদ্ধঃ। যদ্যপ্যধুনা বর্ত্তমান সকল জাতয়ঃ ন শাস্ত্রোক্তাস্তথাপি আচারসিদ্ধত্বেন দণ্ডাপূপন্যায়েন শাস্ত্রসিদ্ধা ইব মান্যাঃ—আচারস্য পরমধর্ম্মত্বাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানাৎ প্রবলত্বাচ্চ §। অতএব যস্মিন্ দেশে আচারসিদ্ধা যাঃ জাতয়স্তস্মিন্ দেশে তজ্জাতীয়ানাং মধ্যে গ্রহীতা যদ্বিশেষ জাতীয়ঃ তদ্বিশেষ জাতীয় দত্তক এব তস্য গ্রাহ্যঃ, নান্যঃ ¶॥

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ, ৮৪০। † দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. ব. ১, পৃ. ৬৬ ৬৭। এসটে্. হি. ল. ব. ১, পৃ. ৭৩। দ. মী. পৃ. ৩৮। দ. চ. পৃ. ১০।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ ৮৪০; দ. মী. পৃ. ২৩। দ. চ. পৃ. ৫, ৫ মেক্. হি. ল. ব. ১ পৃ. ৬৬, ৬৭। এসটে্. হি ল. ব. ১, পৃ. ৭৩, ৭৫। § দ্রষ্টব্য- ব্য. দ. পৃ. ৩১২—৩১৪।

¶ জাতি বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ই) 'সভ্রাতৃক'—অর্থাৎ জনকের বহু পুত্রের এক পুত্র,—যেহেতু যাহার একমাত্র পুত্র তাহার সেই পুত্র দান নিষিদ্ধ, এবং যেহেতু যাহার বহু পুত্র তৎকর্তৃক পুত্রদান বিধেয় হওয়াতে যাহার দুই পুত্র তাহারও এক পুত্র দান নিষিদ্ধ হইয়াছে *।

পরন্তু—

৫২৭ যাহার দুই পুত্র, তৎকর্ত্তৃক এক পুত্র দান নিষিদ্ধ হইলেও একমাত্র ভ্রাতাবিশিষ্ট বালক দত্তক গৃহীত হওয়া লোকাচারে দৃষ্ট হইতেছে, ব্যবহারেও তাহা অসিদ্ধ বিবেচিত হয় নাই।

এতৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে—

৫২৮ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ পুত্র জীবিত থাকিতে মৃতভ্রাতৃক কনিষ্ঠ পুত্র দত্তক হইতে পারে ‡।

যেহেতু পুত্র পদে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝানতে ভ্রাতৃপুত্র সত্ত্বে সে অভ্রাতৃক নয় §।

৫২৯ যেমত এক পুত্র দানীয় নয় তেমতি অনেক পুত্র থাকিতে জ্যেষ্ঠ দানীয় নয় ¶। দত্তকতার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

(ই) 'সভ্রাতৃকঃ'—জনকস্য বহুপুত্রাণামেক পুত্রইতিযাবৎ,—একপুত্রেণ পুত্রদানস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। বহুপুত্রেণ পুত্রদানস্য বিধেয়ত্বেন দ্বিপুত্রেণাপি পুত্র দানস্য নিষিদ্ধত্বাচ্চ *।

পরন্তু—

৫২৭ নিষিদ্ধমপি দ্বিপুত্রেণ পুত্রদানং একমাত্র ভ্রাতৃকস্য গ্রহণাচারো লোকে দৃশ্যতে, ব্যবহারেঽপি নাবিদ্ধং বিবেচিতং †।

এতৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়ে—

৫২৮ জীবতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রে মৃতভ্রাতৃক কনিষ্ঠো দত্তকো ভবিতুমর্হতি ‡।

পুত্রপদস্য প্রপৌত্রপর্য্যন্তপরত্বেন তদা তস্যাভ্রাতৃকত্বাভাবাৎ §।

৫২৯ যথা এক পুত্রো ন দেয়স্তথানেক পুত্র সদ্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠো ন দেয়ঃ¶।—দত্তক-তাৎপর্য্যং দ্রষ্টব্যং।

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য, দ. পৃ. ৮৪২, ৮৪৩। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৪৩, ৮৪৪;—মেক্. হি. ল. পৃ. ৬৬, ৬৭, ও ৭৭। এস্ টে্, হি. ল. ব্য. ১. ৭৩, ৭৫।

‡ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. ব্য. ১, পৃ. ৭৭। § ব্য. দ. পৃ. ৭৩১ ও ৮৪৩, ৮৪৪ নোট।

¶ দত্তক রূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র দান নিষিদ্ধ বটে. কিন্তু কোনং গ্রন্থকার তদতিক্রমেও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এস্ টে্. হি. ল. ব্য. ২. পৃ. ৮১। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. পৃ. ৬৭ ও ৭৭। ব্য. দ. পৃ. ৮৪৩, ৮৪৪।

এক পুত্র দাতব্য নয়—যেহেতু বশিষ্ঠ বচন এই যে 'এক পুত্র দিবে না প্রতিগ্রহ-ও করিবে না'। তথা অনেক পুত্র থাকিতেও জ্যেষ্ঠ পুত্র দাতব্য নয়,—'যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রে মানব পুত্রবান্ হয়' এই বচনে সেই শ্রাদ্ধাদি করণে মুখ্য। মিতাক্ষরা, পৃ. ২০১।

একঃ পুত্রো ন দেয়ঃ—নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বেতি বশিষ্ঠ স্মরণাৎ। তথানেক পুত্রসম্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠো ন দেয়ঃ—'জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানব' ইতি তস্যৈব পুত্র কার্য্যকরণে মুখ্যত্বাৎ। মিতাক্ষরা, পৃ. ২০১।

বিবেচনা। পরন্তু নব্যদিগের মতে ভ্রাতৃপুত্র না থাকিলেও ভ্রাতৃহীন বালক (সে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম বা কনিষ্ঠ হউক) দত্তক হয়, যেহেতু—'একমাত্র পুত্র দিবে না, প্রতিগ্রহও করিবে না সে পূর্ব্ব পুরুষের বংশরক্ষার নিমিত্তে থাকিবে'—ইত্যাদি বচনে একমাত্র পুত্র দানে দাতার জল পিণ্ডলোপ ও বংশচ্ছেদ হইবে এই আশঙ্কায় (দাতার পক্ষে) একমাত্র পুত্র) দান নিষিদ্ধ, এবং দাতার তাদৃশ হানি গ্রহীতার অকর্ত্তব্য বিবেচনায় (এক পুত্র) প্রতিগ্রহও করিবেনা (গ্রহীতার পক্ষে) এই নিষেধ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিষ্কর্ষ এই হইতেছে যে তাহাতে দত্তক অসিদ্ধ নয়, কেবল অকর্ত্তব্যকরণ হেতু উভয়ের প্রত্যবায় হয়। এবঞ্চ জ্যেষ্ঠ পুত্রদাননিষেধও জ্যেষ্ঠ পুত্রের কৃত ক্রিয়াজন্য ফলহানি নিবারণমূলক হওয়াতে তাহাতেও দান অসিদ্ধ ইহা নিষ্কর্ষ হয় না; পরন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের দানে অধিক অধর্ম্ম হয়, * যথা দত্তক নির্ণয়-কারকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

নব্যানাং মতে তু অসত্যপি ভ্রাতৃপুত্রে অভ্রাতৃকোপুত্রঃ (সচ জ্যেষ্ঠঃ মধ্যমঃ কনিষ্ঠ এব বা স্যাৎ) দত্তকো ভবতি, যতঃ 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষামিত্যাদি' বচনে একমাত্র পুত্রদানেন দাতুর্জলপিণ্ডলোপঃ বংশচ্ছেদশ্চ ভবতীত্যাশঙ্কয়া এক পুত্রদানং নিষিদ্ধং গ্রহীতুরপি দাতুস্তাদৃশ হান্যকর্ত্তব্যতয়া তং ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ইত্যভিহিতং,—ন তেন দত্তকাসিদ্ধিঃ, কিন্তু কর্ত্তব্য-করণেন উভয়োঃ প্রত্যবায় ইত্যবসীয়তে॥ এবঞ্চ জ্যেষ্ঠ পুত্রদান-নিষেধস্যাপি জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃতক্রিয়াজন্য লাভহানিনিবারণমূলকত্বাৎ ন তেনাপি দানাসিদ্ধিরবসীয়তে; পরন্তু জ্যেষ্ঠস্য দানে অধর্ম্মবাহুল্যমেব, * যথোক্তং দত্তক নির্ণয়-কারেণ।

৮৫০ পৃষ্ঠাস্থ শেষ নোট দ্রষ্টব্য।
এ বিষয়ে এইরূপ বাধা লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা মানা হয় না; যেহেতু আরং বিষয়ের ন্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একমাত্র পুত্র এই উভয়ের (দানাদান) বিষয়ক নিষেধ তাহা কোন স্থলে দৃঢ়তর রূপে প্রযুজ্য হইলেও কেবল এক আদেশ মাত্র। তদুভয়ের কোন রূপ পুত্র দান করা দাতার গর্হিত কর্ম্ম হইলেও তাহা ব্যবহারতঃ সিদ্ধ ও তৎসিদ্ধি ব্যবহার শাস্ত্রের বক্ষ্যমাণ বিধান মূলক (যে বিধান বোধ হয় হিন্দুদের

কিন্তু অভ্রাতৃক বালকের দ্ব্যামুষ্যায়ণ হওনে কোন নিষেধ নাই, প্রত্যুত তাহার দ্ব্যামুষ্যায়ণত্ব শাস্ত্রানুমতই, তদ্বিবরণ দ্ব্যামুষ্যায়ণ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু অভ্রাতৃকপুত্রস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভবনে ন কোঽপি নিষেধঃ, প্রত্যুত তস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বং শাস্ত্রানুমতমেব,—তদ্বিবরণং দ্ব্যামুষ্যায়ণপ্রকরণে দ্রষ্টব্যং।

(উ) নির্দ্দোষ—অর্থাৎ এমত দোষগ্রস্ত নয় যাহাতে দত্তকের কার্য্য করণে বাধা হয় *।

(উ) নির্দ্দোষঃ—অর্থাৎ দত্তক কার্য্যকরণবাধক দোষবর্জ্জিতঃ *।

(এ) 'বাধক সম্বন্ধবিহীন,' অর্থাৎ—

(এ) 'বাধক সম্বন্ধবিহীনঃ,' অর্থাৎ—

৫৩০ যাহার মাতার সহিত গ্রহীতার বিবাহ বা রতিযোগ নিষিদ্ধ নয় তৎপুত্র গ্রাহ্য †।

৫৩০ যস্য মাত্রা সহ গ্রহীতুর্বিবাহো রতিযোগো বা ন নিষিদ্ধস্তৎপুত্রো গ্রাহ্যঃ †।

("দেবস্যত্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে (বালকের) দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া 'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র মনে জপ করিয়া,‡ বালকের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ও পুত্রের ছায়াবহ সুতকে বস্ত্রাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া"।) দ. চ. পৃ. ১০।

("দেবস্যত্ত্বেতি মন্ত্রেণ হস্তাভ্যাং পরিগৃহ্য চ, অঙ্গাদঙ্গেত্যৃচং ‡ জপ্ত্বা আঘ্রায় শিশুমূর্দ্ধনি, বস্ত্রাদিভিরলংকৃত্য পুত্রচ্ছায়াবহং সুতং"।) দ. চ. পৃ. ১০, দ. মী. পৃ. ৬৮।

প্রমাণ। পুত্রের ছায়া'—অর্থাৎ পুত্রের সাদৃশ্য, অথবা নিযোগাদিদ্বারা স্বয়ং (তাহাকে) উৎপাদনের যোগ্যত্ব। দ. চ. পৃ. ১০।

'পুত্রচ্ছায়া'—পুত্র সাদৃশ্যং নিয়োগাদিনা স্বয়মুৎপাদন যোগ্যত্বমিতি যাবৎ। দ. চ. পৃ. ১০।

শাস্ত্রাপেক্ষা কোন দেশীয়শাস্ত্রে প্রবল নহে, ঐ বিধান যথা) 'যাহা হওয়া উচিত নয় তাহা কৃত হইলে সিদ্ধ হয়'।—এস্‌টে, হি. ল. বা. ১. পৃ. ৭৫।

* স্পষ্ট নিষ্কর্ষ এই যে যে ব্যক্তি দত্তকার্থে মনোনীত হয়, তাহাকে ঐ সকল দোষের প্রত্যেক দোষবর্জ্জিত হওয়া চাই যদ্দ্বারা দত্তকের কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যাঘাত হয়। সদরল্যাণ্ড সাহেবের সিনপসিস্, দ্বিতীয় হেড্ § ৩। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৮৪, ৭৮৫।

† যে ব্যক্তি দত্তক গৃহীত হয় সে (জনকের) একমাত্র পুত্র বা জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবে না (কিন্তু দ্রষ্টব্য পৃ. ২২৩,) কিম্বা গুরুতর সম্পর্কীয়—যথা পিতৃব্য বা মাতুল,—হইবে না, কিন্তু গ্রহীতার স্বজাতীয় হইবে. অথচ যাহাকে গ্রহীতা বিবাহ করিতে পারিত না তাহার পুত্র,—যথা ভাগিনেয় বা দৌহিত্র—হইবে না, পরন্তু এই বিধান ব্রাহ্মণাদি প্রধান জাতিত্রয়ের উপর খাটে.শূদ্রের উপর খাটে না।—মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৩, ৬৭।

‡ দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৩২, নোট্‌।

'পুত্রের ছায়া' পুত্রের সাদৃশ্য, তাহা এই যে নিযোগাদিদ্বারা স্বয়ং উৎপাদনের যোগ্যতা।—যেমত বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করা গৃহ্যপরিশিষ্টে বর্জিত, তেমতি প্রকৃতির বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বিশিষ্টও পরিত্যাজ্য। যাহার মাতার সহিত রতিযোগ সম্ভব তৎপুত্রই গ্রাহ্য।—বিরুদ্ধ সম্বন্ধ নিয়োগাদিতে স্বয়ং উৎপাদনে অযোগ্যত্ব। দম্পতির পরস্পর পিতৃ মাতৃ তুল্য সম্পর্ক হইলে বিবাহ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ হয়, যথা—ভার্য্যার ভগিনীর দুহিতা, পিতৃব্যপত্নীর ভগিনী।—ইহার অর্থ এই যে যে স্থলে দম্পতির অর্থাৎ বধূ ও বরের পরস্পর সম্বন্ধ পিতার ও মাতার তুল্য, যথা বর বধূর পিতৃস্থানীয়, ও বধূ বরের মাতৃস্থানীয় হয়, তাদৃশ বিবাহ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ*। দ. মী. পৃ. ৬৮।

৫৩১ এতাবতা ভ্রাতা, পিতৃব্য মাতুল, দৌহিত্র, ও ভাগিনেয়াদি-দত্তক হইতে পারে না *। এবং ভগিনী ভ্রাতুষ্পুত্রকে ও ভ্রাতা ভাগিনেয়কে পুত্র করিতে পারে না।—ঐ পৃ. ৬৮, ২৮ ও ২৯।

কারণ। যেহেতু তাহারা পুত্রের সদৃশ নয়। ঐ. পৃ. ৬৮।

পরন্তু উক্ত বিধান শূদ্রের প্রতি প্রযুজ্য নয়, *—যেহেতু তাহা কেবল

'পুত্রচ্ছায়া'—পুত্র সাদৃশ্যং, তচ্চ নিয়োগাদিনা স্বয়মুৎপাদনযোগ্যত্বম্।—যথা বিরুদ্ধ সম্বন্ধো বিবাহ গৃহ্যপরিশিষ্টেচ বর্জ্জিতঃ, তথা প্রকৃতে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ পুত্রো বর্জনীয় ইতি,—যতো রতিযোগঃ সম্ভবতি তাদৃশঃ কার্য্য ইতি যাবৎ।—বিরুদ্ধসম্বন্ধশ্চ নিয়োগাদিনা স্বয়মুৎপাদনাযোগ্যত্বং। দম্পত্যোর্মিথঃ পিতৃমাতৃসাম্যে বিবাহো বিরুদ্ধ সম্বন্ধো যথা ভার্য্যাস্বসুর্দুহিতা পিতৃব্যপত্নীস্বসা চেতি। অস্যার্থঃ—যত্র দম্পত্যোর্বধূবরয়োঃ পিতৃমাতৃ সাম্যং বধ্বা বরঃ পিতৃস্থানীয়ো ভবতি বরস্য বা বধূর্ম্মাতৃস্থানীয়া ভবতি তাদৃশ বিবাহো বিরুদ্ধ সম্বন্ধঃ*।—দ. মী. পৃ. ৬৮।

৫৩১ ততশ্চ ভ্রাতৃপিতৃব্যমাতুলদৌহিত্র ভাগিনেয়াদীনাং নিরাসঃ*। নাপি ভ্রাতৃপুত্রস্য ভগিন্যা ভগিনীপুত্রস্য ভ্রাত্রা বা পুত্রীকরণং সম্ভবতি। ঐ, পৃ. ৬৮। ২৮, ও ২৯।

পুত্রসাদৃশ্যাভাবাৎ।—দ. মী. পৃ. ৬৮।

পরন্তূক্ত বিধানং ন শূদ্রম্প্রতি প্রযুজ্যং *—তস্য কেবলং দ্বিজাতিসম্ব-

---

* ৮৫২ পৃষ্ঠাস্থ দ্বিতীয় নোট্ দ্রষ্টব্য।

প্রথম ও মূল বিধান এই যে গ্রহীতব্যকে এমত ব্যক্তি হওয়া চাই যে তাহার জননীকে গ্রহীতা যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলে ঐ (গ্রহীতব্য) ব্যক্তি তাহার শাস্ত্রোক্ত (ঔরস) পুত্র হইতে পারিত।—এই বিধানানুসারে ভগিনীর পুত্র অথবা যে নারীকে গ্রহীতা বিবাহ করিতে পারিত না তাহার পুত্র এবং অসজাতীয় পুত্রও দত্তক হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে অসজাতীয়ার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সদরল্যাণ্ডের সিন্‌পসিস্, দ্বিতীয় হেড ৫১।

দ্বিজাতিসম্বন্ধীয় হওয়াতে শূদ্রের ব্যাবর্ত্তক, ও বক্ষ্যমাণ বচনে ভাগিনেয় আর দৌহিত্রকে শূদ্রের দত্তক করা বৈধ। অতএব—

ব্যবস্থা। ৫৩২ শূদ্রের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র দত্তক হয়*।

প্রমাণ। /০ (ক্ষত্রিয়দের সজাতিমধ্যে অথবা গুরুগোত্র সমান গোত্রে,† বৈশ্যরা বৈশ্যজাতিমধ্যে শূদ্রেরা শূদ্রজাতিমধ্যে সকল জাতীয়ই স্বজাতিমধ্যে (পুত্র করিবে) অন্য (জাতি) করিবে না। দৌহিত্র ও ভাগিনেয় শূদ্রগণ কর্ত্তৃক সুত (অর্থাৎ দত্তক) কৃত হয়, ব্রাহ্মণাদি তিন জাতিতে ভাগিনেয় দত্তক হয় না)॥ দ. মী. পৃ. ৩৯, ৪০। দ. চ. পৃ. ৫।

ন্ধীয়ত্বেন শূদ্রব্যাবর্ত্তকত্বাৎ, বক্ষ্যমাণ বচনে শূদ্রস্য ভাগিনেয়দৌহিত্রয়োর্দত্তকতায়াঃ বিধেয়ত্বাচ্চ। অতঃ—

৫৩২ শূদ্রস্য ভাগিনেয়ো দৌহিত্রো বা দত্তকো ভবতি*।

/০ (ক্ষত্রিয়াণাং সজাতৌ বৈ গুরুগোত্রসমেঽপিবা†। বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতেষু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু। সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং জাতিষ্বেব চ নান্যতঃ। দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ। ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ ক্বচিৎ)। দ. মী. পৃ. ৩৯, ৪০। দ. চ. পৃ. ৫।

---

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৭। সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস্, হেড্ ২ § ১। এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭১, ৭২।

† 'অথবা গুরুগোত্র সমান গোত্রে'—ইহা বলার ভাব এই যে ক্ষত্রিয়দের আদিতে গোত্র না থাকাতে গুরুগোত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে, 'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পৌরোহিত্য অর্থাৎ গুরুগোত্রানুসারি' এই সূত্রে তাহারা পুরোহিতের অর্থাৎ গুরুর গোত্র ভাগি। দ. চ. পৃ. ৬।

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ও অগস্ত্য ঋষি গোত্রকারক। যাহারা ইহাঁদের সন্তান তাহারা তত্তদ্ গোত্র। আদৌ ব্রাহ্মণেরই গোত্র হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদির তদসম্ভব এই তাৎপর্য্যার্থ। দ. মী. টী. পৃ. ৪৪।

† 'গুরুগোত্র সমেঽপি বেতি'—ক্ষত্রিয়াণাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ গুরুগোত্র নির্দ্দেশঃ,—পৌরোহিত্যান্ রাজন্য বিশাং প্রবৃণীতেতি শূদ্রেণ তস্য পুরোহিত গোত্রভাগিত্বোক্তেঃ। দ. চ, পৃ. ৬।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমঃ। বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়োগোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি গোত্রাণি মন্যতে ইতি বচনে আদিব্রাহ্মণরূপস্য গোত্রত্বেন ক্ষত্রিয়াদীনাং তদসম্ভবাদিত্যর্থঃ। দ. মী. টী. পৃ. ৪৪।

ক্ষত্রিয়দিগের বিশেষ গোত্র না থাকাতে, তাহাদের এবং বৈশ্যদের গোত্র তত্তৎকুলে পুরুষানুক্রমে যে ঋষি আদি গুরু রূপে বরিত ও স্বীকৃত ছিলেন তাঁহারই গোত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।—কিন্তু ব্রাহ্মণের এরূপ নহে. তাঁহারা যে ঋষির বংশ তদনুসারে তাঁহাদের গোত্র নির্ণয়। সদরল্যাণ্ডের দত্তকমীমাংসানুবাদ—পৃ. ৩৪, নোট্।

৵০ অথবা সপিণ্ডাভাবে 'গুরুগোত্র সমান গোত্রে'।—ক্ষত্রিয়দিগের আদিতে গোত্র না থাকাতে গুরুগোত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে,—অতএব ব্যবধান হেতু সপিণ্ডাভাবে সগোত্রের বিধান হইয়াছে। তত্রাপি 'সকল জাতি-ই স্বজাতিমধ্যে (পুত্র গ্রহণ করিবে) অন্য জাতিতে (করিবে না)' এই বাক্যশেষে স্বজাতি মধ্যে (দত্তক গ্রহণ কর্ত্তব্য)।—এতাবতা ভিন্ন জাতীয় সপিণ্ড সগোত্রের ব্যাবৃত্তি হইল।—দ. মী. পৃ. ৪০।

৵০ সপিণ্ডাভাবে 'গুরুগোত্রসমেঽপি-বা'।—ক্ষত্রিয়াণাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ গুরুগোত্রনির্দ্দেশঃ।-অতএব ব্যবধানাৎ সপিণ্ডাভাবে সগোত্রবিধানাৎ, তত্রাপি সজাতাবিত্যেব,—'সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং জাতিষ্বেব চ নান্যত' ইতি বাক্যশেষাৎ,—তেনচ ভিন্ন জাতীয় সপিণ্ড সগোত্র ব্যাবৃত্তিঃ।—দ. মী. পৃ. ৪০।

৶০ 'বৈশ্যরা বৈশ্যজাতমধ্যে'—অর্থাৎ বৈশ্যজাতি মধ্যে, যেহেতু অভিধানে জাতি ও জাত একার্থক। 'অথবা গুরুগোত্র সমান] গোত্রে'—এ বিধান বক্ষ্যমাণ বচন ক্রমে এস্থলেও প্রযুজ্য,—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে পৌরোহিত্য অর্থাৎ গুরুগোত্রানুসারে (জানিবে,) এবং "যাহারা স্বগোত্রে (দত্তক) কৃত" ইত্যাদি বচন ত্রৈবর্ণিক-সাধারণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে অবিশেষে প্রযুজ্য। 'সপিণ্ডাভাবে গুরুগোত্র সমগোত্র ব্যক্তি গ্রহণীয়' এ বিধান এস্থলে তুল্য রূপে খাটে।—ঐ. পৃ. ৪০।

৶০ 'বৈশ্যজাতেষু'—বৈশ্যজাতিষ্বিত্যর্থঃ, জাতির্জ্জাতন্তু সামান্যমিতি ত্রিকাণ্ডীয় স্মরণাৎ।—গুরু গোত্র সমেঽপিবেত্যত্রাপি প্রবর্ত্ততে, 'পৌরোহিত্যান্ রাজন্যবিশাম্' ইতি স্মরণাৎ, স্বগোত্রেষু কৃতা যে স্যুরিত্যুপক্রম্য ত্রৈবর্ণিক সাধারণ্যাচ্চ। সপিণ্ডাভাবে গুরুগোত্রসম ইত্যত্রাপি তুল্যং।—ঐ, পৃ. ৪০।

।০ 'শূদ্রজাতি মধ্যে'—এস্থলেও পূর্ব্ববৎ নৈকট্যানুসারে ক্রম। (শূদ্র বিষয়ে) গুরুগোত্র শ্রুত না হওয়াতে—'অথবা গুরুগোত্র সমান গোত্রে' এই বিধান এস্থলে প্রযুজ্য নয়। এতাবতা শূদ্রের শূদ্রজাতি মাত্র হইতে (দত্তক গ্রহণীয় এই সিদ্ধ*।

।০ 'শূদ্রজাতিষ্বিতি'—অত্রাপি প্রত্যাসত্তিঃ পূর্ব্ববদেব। গুরুগোত্রশ্রবণাচ্চ গুরুগোত্রসমেঽপি বেত্যস্যাত্রাপ্রবৃত্তিঃ,—তেন শূদ্রজাতিমাত্র ইতি সিদ্ধ্যতি*। দ. মী. পৃ. ৪০।

* সদরল্যাণ্ড্ সাহেব কহেন—"চারিবর্ণের জনক যে কশ্যপ তদ্গোত্রই শূদ্রদের গোত্র কল্পিত"। এতত্প্রতি বাচ্য এই যে এরূপ বিবেচনা করিলে সকল বর্ণের সকলই অভেদে কাশ্যপ গোত্র, পরন্তু ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ভিন্নং কুলের কাশ্যপ শুদ্ধ অনেক

প্রত্যাসত্তির সাধারণত্ব হেতু দৌহিত্র ও ভাগিনেয় পাওয়া যাওয়াতে (ব্রাহ্মণাদি) তিন বর্ণে অপবাদ কহিয়াছেন 'দৌহিত্র' ইত্যাদি,।—'তু' শব্দের অসাধারণতাহেতু শূদ্রের প্রতি-ই নিয়ম হওয়াতে (ব্রাহ্মণাদি) তিন বর্ণের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে।—শাস্ত্রের কোনস্থলে তিন বর্ণের ভাগিনেয়ের সুতত্ব দৃষ্ট না হওয়াতে তাহা শূদ্র-বিষয়ক,—এই সমুদায়ার্থ।—দ. মী. পৃ. ৪৪।

প্রত্যাসত্তিসামান্যাৎ প্রাপ্তয়োর্দৌহিত্রভাগিনেয়য়োস্ত্রৈবর্ণিকেষ্বপবাদমাহ 'দৌহিত্র' ইতি।—'তু' শব্দস্য চাবধারণতয়া শূদ্রৈরেবেতি নিয়মাৎ ত্রৈবর্ণিক ব্যাবৃত্তিঃ তত্র হেতুমাহ ব্রাহ্মণাদিত্রয় ইতি। কুচিদপি শাস্ত্রে ভাগিনেয়স্য ত্রৈবর্ণিক সুতত্বাদর্শনাৎ শূদ্রবিষয়ত্বমেবেতি সমুদায়ার্থঃ।—দ. মী. পৃ. ৪৪।

(ও) 'বালক'—অর্থাৎ দত্তকতার্থে বিহিত মুখ্য বয়স্ক। সেই প্রশস্ত দত্তক। বিহিত গৌণ বয়সেও দত্তক হইতে পারে। তাহা দত্তকের বয়োনির্ণয় প্রকরণে জ্ঞাতব্য।

(র) 'বালকঃ' -অর্থাৎ দত্তকার্থেবিহিত মুখ্য বয়োবিশিষ্টঃ,—সএব প্রশস্ত দত্তকঃ। বিহিত গৌণবয়স্যপি দত্তকো ভবিতুমর্হতি। তজ্জ্ঞাতব্যং দত্তকস্য বয়োনির্ণয়প্রকরণে।

৫৩৩ স্বজাতীয় বালকদের মধ্যেও অসপিণ্ডাপেক্ষা সপিণ্ড প্রশস্ত *।

৫৩৩ স্বজাতীয় বালকানাং মধ্যেঽপি অসপিণ্ডাৎ সপিণ্ডঃ প্রশস্তঃ*।

প্রমাণ। ব্রাহ্মণদিগের সপিণ্ডমধ্যে পুত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য, সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ড মধ্যে গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্যথা দত্তক

ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেষু কর্ত্তব্যঃ পুত্র সংগ্রহঃ। তদভাবেঽসপিণ্ডে বা অন্য-

---

গোত্র আছে, এবং বৈশ্যবর্ণের ন্যায় ভিন্নং শূদ্রকুলের ভিন্নং গোত্র আছে অর্থাৎ বৈশ্যবৎ তাহারাও স্ব স্ব গুরু গোত্রানুসারি। 'অথবা গুরুগোত্র সমান গোত্রে,'—'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা পৌরোহিত্য (অর্থাৎ গুরুগোত্রানুসারি,)' ইত্যাদি বচনে ও দত্তক মীমাংসায় কৃত তদ্বচন ব্যাখ্যানে শূদ্রের গোত্র থাকা কথিত এবং দত্তকগ্রহণ বিষয়ে শূদ্রদের গোত্রাগোত্র ভেদ লক্ষণীয় না হইলেও স্ব স্ব গুরুগোত্রানুসারে তাহাদের ভিন্নং গোত্র থাকা ভগবান্ মনুর বচনেই উহ্য আছে. ও তাহা মহামান্য স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, তদ যথা,—"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং। বৈশ্যবচ্ছৌচ কল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনং"।—ইতি মনুবচনে চ-কারসমুচ্চিত গোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাদেশাৎ পূর্ব্ব পুরুষপুরোহিত গোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে"—অর্থাৎ ন্যায়বর্ত্তি শূদ্রেরা মাসিক বপন করিবে, তাহাদের অশৌচ 'কল্পও বৈশ্যবৎ, এবং ভোজন দ্বিজোচ্ছিষ্ট" ॥ এই মনুবচনে সমুচ্চযার্থ চ-কার হেতু গোত্র বিষয়ে-ও বৈশ্যধর্ম্মের আদেশ হওয়াতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষীয় পুরোহিতের অর্থাৎ গুরুর গোত্রানুসারি ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। দ্রষ্টব্য উদ্বাহতত্ত্ব।

* সদরল্যাণ্ডের দত্তকচন্দ্রিকানুবাদ, সেক্. ১ § ১১ ইত্যাদি। দত্তকমীমাংসানুবাদ, সেক্. ২ § ২ ইত্যাদি। এলটে . হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭২।

গ্রহণ করিবে না। দ. চ. পৃ. ৪। দ. মী. পৃ. ২২।

সপিণ্ডমধ্যে'—অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্তমধ্যে*। 'সপিণ্ড মধ্যে' ইহা সামান্য রূপে শ্রুত হওয়াতে সগোত্র অসগোত্র উভয় রূপ সপিণ্ড বুঝায়।

'সপিণ্ড মধ্যে' সামান্যতঃ শ্রুত হওয়াতে ইহার অর্থ সগোত্র অসগোত্র উভয়রূপ সপিণ্ড। দ. চ. পৃ. ৪।

উক্ত সমস্তের এই নিষ্কৃষ্টার্থ যে,—

৫৩৪ সগোত্রসপিণ্ড মুখ্য, তদভাবে অসমানগোত্র সপিণ্ড। দ. মী. পৃ. ২৪।

৫৩৫ অসগোত্রসপিণ্ড ও সগোত্র অসপিণ্ড থাকিতে ঐ সপিণ্ডই মুখ্য।

প্রমাণ। যদ্যপি অসমানগোত্র সপিণ্ড ও সমানগোত্র অসপিণ্ড তৎপ্রত্যেকে এক২ বিশেষণহীনত্ব হেতু উভয়ে তুল্যকক্ষ, তথাপি গোত্রপ্রবর্ত্তক পুরুষ হইতে সাপিণ্ড্য প্রবর্ত্তক পুরুষ নিকট হওয়াতে সেই যোগ্যতর, এতাবতা মাতামহ কুলসম্ভূত সপিণ্ড ব্যক্তি অসগোত্র হইলেও গ্রহণীয়।—দ. মী. পৃ. ২৪।

৫৩৬ সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ড সগোত্র গ্রহণীয়†।

তত্তু ন কারয়েৎ শৌনকঃ।—দ. চ. পৃ. ৪। দ. মী. পৃ. ২২।

'সপিণ্ডেষু' সপ্তমপুরুষাবধিকেষু*। সপিণ্ডেম্বিতি সামান্য শ্রবণাৎ সমানাসমান গোত্রেম্বিতি গম্যতে।—দ. মী. পৃ. ২২।

সপিণ্ডেম্বিতি সামান্য শ্রবণাৎ সমানাসমান গোত্রেম্বিত্যর্থঃ।—দ. চ. পৃ. ৪।

তদয়ং নির্গলিতার্থঃ—

৫৩৪ সমানগোত্র সপিণ্ডো মুখ্যঃ, তদভাবে অসমানগোত্র সপিণ্ডঃ। দ. মী. পৃ. ২৪।

৫৩৫ অসগোত্রসপিণ্ড সগোত্রাসপিণ্ডয়োঃ সদ্ভাবে তৎসপিণ্ড এব মুখ্যঃ।

যদ্যপ্যসমানগোত্রঃ সপিণ্ডঃ সমানগোত্রাসপিণ্ডশ্চেত্যুভাবপি তুল্যকক্ষৌ একৈক বিশেষণরাহিত্যাদুভয়োস্তথাপি গোত্রপ্রবর্ত্তক পুরুষাৎ সাপিণ্ড্যপ্রবর্ত্তক পুরুষস্য সন্নিহিতত্বেনাভ্যর্হিতত্বং তেনচাসমানগোত্রোঽপি সপিণ্ড এব গ্রাহ্যো মাতামহকুলীনঃ।—দ. মী. পৃ. ২৪।

৫৩৬ সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ড সগোত্রোগ্রাহ্যঃ।†

---

* "সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মধ্যে"—অর্থাৎ প্রপৌত্রাবধি প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সপ্ত পুরুষ মধ্যে, ইহাদের পার্ব্বণ পিণ্ডদাতারাও সপিণ্ড। উক্ত সপ্ত পুরুষ ও তাঁহাদের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র সগোত্র সপিণ্ড, ও দৌহিত্রাদি ভিন্নগোত্র সপিণ্ড। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৮২।

† 'সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ড সগোত্র, তদ-

* "সপ্তম পুরুষ অবধিকেষু"—প্রপৌত্রাদি প্রপিতামহান্ত সপ্ত পুরুষেষু, এতেষাং পার্ব্বণপিণ্ডদাতারশ্চ সপিণ্ডাঃ ইতি যাবৎ। উক্ত সপ্ত পুরুষাস্তেষাং পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাশ্চ সগোত্রসপিণ্ডাঃ, দৌহিত্রাদয়ঃ ভিন্নগোত্রসপিণ্ডাঃ। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৮২।

† সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ডঃ সগোত্রস্তদ-

সর্ব্বথা সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ড। ঐ। তত্রাপি—

৫৩৭ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সোদক সগোত্র নিকট, তদভাবে অসমানোদক সগোত্র একবিংশতিপুরুষ পর্য্যন্ত।—দ. মী. পৃ. ২৪, ২৫।

৫৩৮ তাহার-ও অভাবে অসমানগোত্র অসপিণ্ড গ্রহণীয় *। ঐ. পৃ. ২৫।

প্রমাণ। তাহা শাকল ঋষি কহিয়াছেন—"অপুত্রক দ্বিজাতি ব্যক্তি সপিণ্ড সুতকে অথবা সগোত্রজকে পুত্র গ্রহণ করিবে। সগোত্রজের অভাবে ভিন্ন গোত্রজকে পালন করিবে"। ঐ. পৃ. ২৫।

'সগোত্র' পদে—সোদক ও সগোত্র গর্ত্তব্য। ঐ।

উক্তবচনে—পূর্ব্বপূর্ব্বের নৈকট্যানুসারে নির্দ্দেশ হইয়াছে। ঐ।

বশিষ্ঠ-ও তাহা কহিয়াছেন—"অদূর-বান্ধব বন্ধু-সন্নিকৃষ্টকে প্রতিগ্রহ করিবে"। ইহার অর্থ এই যে—দূর নয় যে বান্ধব সে অদূরবান্ধব, অর্থাৎ নিকট সপিণ্ড। নৈকট্য দুই প্রকার—সগোত্রতা হেতু স্বল্প পুরুষান্তরেও হয়। সগোত্র স্বল্প পুরুষান্তরসপিণ্ড মুখ্য,—তদভাবে বহু পুরুষান্তরসগোত্র

সর্ব্বথা সপিণ্ডাভাবে অসপিণ্ডঃ। ঐ। তত্রাপি—

৫৩৭ সোদকঃ আচতুর্দ্দশাৎ সমানগোত্রঃ প্রত্যাসন্নঃ, তস্যাভাবে অসমানোদকঃ সগোত্র একবিংশাৎ। দ. মী. পৃ. ২৪, ২৫।

৫৩৮ তস্যাপ্যভাবে অসমানগোত্রোঽসপিণ্ডশ্চেতি *। ঐ. পৃ. ২৫।

তদাহ শাকলঃ—"সপিণ্ডাপত্যকঞ্চৈব সগোত্রজমথাপি বা। অপুত্রকো দ্বিজোযস্মাৎ পুত্রত্বে পরিকল্পয়েৎ সমানগোত্রজাভাবে পালয়েদন্যগোত্রজম্"। ঐ. পৃ. ২৫।

'সগোত্রঃ—ইত্যনেন সোদক সগোত্রৌ গৃহ্যেতে,। ঐ।

অত্রচ পূর্ব্বপূর্ব্বস্য প্রত্যাসত্ত্যাতিশয়েন নির্দ্দেশ ইতি। ঐ।

তদেবাহ বশিষ্ঠোঽপি—"অদূরবান্ধবং বন্ধুসন্নিকৃষ্টমেব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ"। অস্যার্থঃ—অদূরশ্চাসৌ বান্ধবশ্চেত্যদূরবান্ধবঃ, সন্নিহিতঃ সপিণ্ড ইত্যর্থঃ। সান্নিধ্যঞ্চ দ্বিধা,—সগোত্রতয়া স্বল্পপুরুষান্তরেণ চ ভবতি। তত্র সগোত্রঃ

---

* ভাবে ভিন্নগোত্রও গ্রহণীয়' শাকল ঋষি ইহা কহিয়াছেন। দ. চ. পৃ. ৪।

* ভাবে ভিন্নগোত্রোঽপি গ্রাহ্য ইত্যাহ শাকলঃ। দ. চ. পৃ. ৪।

সপিণ্ড-ও (গ্রহণীয়,) তাহার অভাবে অসমানগোত্র সপিণ্ড, তদভাবে বন্ধু-সন্নিকৃষ্ট সপিণ্ড, অর্থাৎ সপিণ্ড বন্ধুদের নিকট সপিণ্ড,—ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে আপনার অসপিণ্ড সোদক। তত্রাপি সন্নিকর্ষ দুই প্রকার,—সগোত্রতা হেতু স্বল্প পুরুষান্তরতা জন্য আপনার অসপিণ্ড হইলেও স্বসমান গোত্র স্বল্প পুরুষান্তর সপিণ্ডদের সপিণ্ড-মুখ্য, তদভাবে বহু পুরুষান্তর হইলেও সগোত্র সপিণ্ডের সপিণ্ড—অর্থাৎ সোদক। সপিণ্ড সোদক না থাকিলে সমানগোত্র একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রহণীয়। তদভাবে অসমান গোত্র অসপিণ্ডও গ্রহণীয়, যেহেতু শৌনকের বচন এই যে—"অথবা তদভাবে অসপিণ্ড"। দ. মী. পৃ. ২৫।

'অন্যথা করিবে না'*—এই শৌনকবচনাংশে (ব্রাহ্মণের) ব্রাহ্মণাতিরিক্ত ক্ষত্রিয়াদির অসমান জাতীয় দত্তক ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, যথা মনু কহিয়াছেন—'মাতা বা পিতা যে পুত্রকে আপদে উদকদ্বারা সজাতীয়কে প্রীতি সংযুক্তরূপে দান করেন সে দত্তক জ্ঞেয়'॥ দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৪, ৫।

স্বল্পপুরুষান্তরঃ সপিণ্ডো মুখ্যঃ, তদভাবে বহুপুরুষান্তরোঽপি সগোত্রঃ সপিণ্ডঃ, তদভাবে অসমানগোত্র সপিণ্ডঃ, তস্যাপ্যভাবে বন্ধুসন্নিকৃষ্টঃ সপিণ্ডঃ, বন্ধূনাং সপিণ্ডানাং সন্নিকৃষ্ট সপিণ্ডঃ, স্বস্যাসপিণ্ড—সোদক ইত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। তত্রাপি সন্নিকর্ষো দ্বিবিধঃ,—সগোত্রতয়া স্বল্পপুরুষান্তরেণ চ স্বস্যাসপিণ্ডোঽপি স্বসমানগোত্রঃ স্বল্পপুরুষান্তরঃ সপিণ্ডানাং সপিণ্ডো-মুখ্যঃ, তদভাবে বহুপুরুষান্তরোঽপি সগোত্রঃ সপিণ্ডসপিণ্ডঃ সোদক ইতি যাবৎ। সপিণ্ড সোদকাসম্ভবে সমানগোত্র একবিংশাৎ গ্রাহ্যঃ।—তদভাবেঽসমানগোত্রঃ অসপিণ্ডোঽপি গ্রাহ্যঃ। তদভাবে অসপিণ্ডোবেতি শৌনকীয়াৎ। দ. মী. পৃ. ২৫।

'অন্যত্রতু ন কারয়েৎ'*—ইতি শৌনকবচনাংশাৎ— (ব্রাহ্মণস্য) ব্রাহ্মণাতিরিক্তঃ ক্ষত্রিয়াদিরসমান জাতীয়ো দত্তকো ব্যাবর্ত্ততে, যদাহ মনুঃ—'মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি। সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং, স জ্ঞেয়োদত্ত্রিমঃ সুতঃ'॥ দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৪, ৫।

---

* 'অন্যথা করিবে না'—অর্থাৎ যদ্যপি সপিণ্ড ও অসপিণ্ড ভিন্ন অন্য সম্ভব হয় না, তথাপি 'সকল বর্ণেরই স্বজাতিতে, অন্যথা নয়'—এই বাক্যশেষে সপিণ্ড ও অসপিণ্ড পদ সজাতীয় বিশেষণ বিশিষ্ট হওয়াতে, অসমান জাতীয় সপিণ্ডাসপিণ্ডের ব্যাবৃত্তি, যেহেতু—'যাহা অপ্রতিষিদ্ধ তাহা অনুমত' এই ন্যায়ানুকম্পে তৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।—দ. মী. পৃ. ২৩।

* 'অন্যত্রতু ন কারয়েৎ' ইতি—যদ্যপি সপিণ্ডাসপিণ্ডেভ্যোঽন্যো ন সম্ভবতি, তথাপি 'সর্ব্বেষামপি বর্ণানাং জাতিষ্বেব নচান্যতঃ' ইতি বাক্যশেষেণ সপিণ্ডাসপিণ্ডানাং সজাতীয়ত্বেন বিশেষণাদসমানজাতীয়াঃ সপিণ্ডা অসপিণ্ডাশ্চ ব্যাবর্ত্ত্যন্তে অপ্রতিষিদ্ধমনুমতং ভবতীতি ন্যায়েনানুকম্পতয়া তৎপ্রাপ্তি সম্ভবাৎ।—দ. মী. পৃ. ২৩।

ব্যবস্থা। ৫৩৯ উক্তক্রমে সন্নিকৃষ্টতমই মুখ্য। অতএব—

৫৩৯ উক্ত ক্রমেণ সন্নিকৃষ্টতম এব মুখ্যঃ। তস্মাৎ—

ব্যবস্থা। ৫৪০ সহোদরের পুত্র থাকিলে সেই সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য*।

৫৪০ সতি সোদরপুত্রে স এব সর্ব্বাপেক্ষয়া গ্রাহ্যঃ*।

কারণ। যেহেতু সন্নিকর্ষতমত্বজন্য* সেই সকল সপিণ্ড হইতে মুখ্য,—অথচ পিতৃব্যের পুত্রধর্ম্মী।

তস্য সন্নিহিততমত্বেন* সর্ব্বেষাং সপিণ্ডানাং মুখ্যত্বাৎ,—পিতৃব্য পুত্রধর্ম্মিত্বাচ্চ।

প্রমাণ। ।০ নিকট সপিণ্ডেরা থাকিতেও ভ্রাতৃপুত্র থাকিলে তাহাকেই পুত্র করা উচিত, তাহা মনু কহিয়াছেন—'এক-জাত সকল (ভ্রাতাদের) মধ্যে এক জন যদি পুত্রবান্ হয়, সেই পুত্রদ্বারা তাহারা সকলে পুত্রবন্ত,—ইহা মনু কহিয়াছেন' *। বৃহ-

সন্নিহিত সপিণ্ডেষু সতি ভ্রাতৃসুতে স এব পুত্রীকার্য্য ইত্যাহ মনুঃ—'সর্ব্বেষামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ *। বৃহস্পতিশ্চ—'যদ্যেকজা-

---

* সন্নিহিত সগোত্র সপিণ্ডেরা থাকিলে ভ্রাতৃপুত্রকে পুত্র করা উচিত। ইহা বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যের উক্তিতে অবগতি হইতেছে,—'ভ্রাতৃপুত্রকেই পুত্র করা উচিত'। এস্থলে সহোদর ভ্রাতার পুত্রকে পুত্র করা কর্ত্তব্য, তাহা মনু কহিয়াছেন 'একজাত ভ্রাতা সকলের মধ্যে' ইত্যাদি। 'এক জাত ভ্রাতা সকলের মধ্যে' ইহা বলাতে—এক পিতা ও এক মাতা হইতে জাত ভ্রাতারাই ধর্ত্তব্য, ভিন্ন মাতৃজ বা ভিন্ন পিতৃজ (ভ্রাতারা) বোধ হয় না। 'ভ্রাতাদের' এই পদ পুংলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে এবং পদদ্বয়ের উপাদান সামর্থ্য জন্যেও সহোদর ভ্রাতা ভগিনীরা পরস্পর পুত্র গ্রহণ করিতে পারে না ইহা অবগতি হইতেছে, তাহা বৃদ্ধ গৌতম কহিয়াছেন—'ব্রাহ্মণাদি তিন জাতিতে কোথায় ভাগিনেয় পুত্র নাই'।—ইহাতে ভাগিনেয় পদ (ভগিনীর সম্বন্ধে) ভ্রাতৃপুত্রের-ও উপলক্ষণ, এতাবতা, ভগিনী ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রহণ করিবে না—এই অর্থই সিদ্ধ। যেহেতু ভ্রাতারাই (ভ্রাতৃপুত্রের) গৃহীতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।—দ. মী, পৃ. ২৮।

* সন্নিহিত সগোত্র সপিণ্ডেষু ভ্রাতৃপুত্রএব পুত্রীকার্য্য ইতি।—অভ্যুপগতশ্চৈতদ্বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যৈরপি।—'ভ্রাতৃপুত্রএব পুত্রীকার্য্য' ইতি—অত্র সোদর ভ্রাতৃপুত্রএব পুত্রীকার্য্য ইত্যাহ মনুঃ—'ভ্রাতৃণামেকজাতানাম্' ইত্যাদি। একজাতানাম্ ইত্যনেনৈকেন পিত্রা একস্যাং মাতরি জাতানামেব গ্রহীতৃত্বং ন ভিন্নোদরাণাং ভিন্ন পিতৃকাণাঞ্চেতি গম্যতে। 'ভ্রাতৃণাম্' ইতি পুংস্ত্ব নির্দ্দেশাৎ পদদ্বয়োপাদান সামর্থ্যাচ্চ সোদরাণাম্ ভ্রাতৃভগিনীনামপি পরস্পর পুত্রগ্রহীতৃত্বাভাবোঽবগম্যতে। তদাহ বৃদ্ধগৌতমঃ—'ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ ক্বচিৎ'—ইতি ভাগিনেয় পদং ভ্রাতৃ পুত্রস্যাপ্যুপলক্ষণং,—তেন ভগিন্যা ভ্রাতৃপুত্রো ন গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ সিধ্যতি,—ভ্রাতৃণামেব গ্রহীতৃত্ব প্রতিপাদনাৎ।—দ. মী. পৃ. ২৮।

স্মৃতিও (কহেন)—'যদি এক-জাত বহুসহোদর ভ্রাতা থাকে, ও তাহাদের এক জনের-ও পুত্র জন্মে (তবে) তাহারা সকলে পুত্রবন্ত কথিত হইয়াছে।—এ স্থলে উক্ত বচনদ্বয়ে ভ্রাতৃপুত্রে পুত্র প্রতিনিধিত্ব থাকাতে কোন ক্রমে তাহাকে পুত্রপ্রতিনিধি করার সম্ভাবনা থাকিলে অন্যকে কর্ত্তব্য নয় এই অবগতি হইতেছে।—দ. চ. পৃ. ৬।

তা বহবঃ ভ্রাতরশ্চ সহোদরাঃ। একস্যাপি সুতে জাতে সর্ব্বে তে পুত্রিণঃ স্মৃতা, ইতি। অত্র বচন দ্বয়েঽপি ভ্রাতৃসুতে চ পুত্র প্রতিনিধিতয়া কথঞ্চিৎ সম্ভবতি অন্যো ন প্রতিনিধিঃ কার্য্য ইত্যবগম্যতে।—দ. চ. পৃ. ৬।

৵০ 'অপত্য উৎপন্ন কর্ত্তব্য' এই বিধি নিত্য, ও তাহা যথাকথঞ্চিত্রূপে পালনীয়, ইহাতে ভ্রাতৃপুত্রের পুত্রত্ব কথিত হওয়াতে, ও তাহার ফল জলপিণ্ডাদির অলোপ ও নরকনিবারণ সিদ্ধ হওযাতে, তাহাতে (অর্থাৎ পুত্র করণে) আর প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য নয়, অতএব পুত্ররূপে গৃহীত না হইলেও—'অপুত্র পিতৃব্যের ভ্রাতৃপুত্রই পুত্র হয়, সেই তাহার শ্রাদ্ধপিণ্ডদান তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে' এই বৃহৎ পরাশর বচনে ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে দত্তকাদির গ্রহণ নাই ইহা বাচ্য নয়। যেহেতু ভ্রাতৃপুত্র (পিতৃব্যের) পুত্র কথিত হওয়াতে ও তদ্দ্বারা নরক নিবারণাদি সাধন হওয়াতেও নামসঙ্কীর্ত্তনোচিত বংশকরত্বের যোগ্যতা তাহার না থাকাতে, তদর্থে পুত্র করণের আবশ্যকতা থাকে।—কিন্তু এই বচনদ্বয় ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে দত্তকাদি গ্রহণের নিষেধক নয়, পরন্তু (ভ্রাতৃপুত্রের) শ্রাদ্ধাদি কর্তৃরূপ পুত্র ধর্ম্মজ্ঞাপক (বটে,) নতুবা ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে ক্ষেত্রজ উৎপাদন বিধির আপত্তি হয়। এবং—'পুত্রিকা কৃতা বা অকৃতা হউক, (দুহিতা) সজাতীয় পতি হইতে যে পুত্র প্রসব

ন চাপত্যমুৎপাদয়িতব্যমিতি নিত্যোঽয়ং বিধিঃ, স যথাকথঞ্চিৎ পালনীয়স্তত্র ভ্রাতৃব্যে পুত্রাতিদেশেন তৎফলস্য পিণ্ডোদকাদেরলোকতাপরীহারস্য চ সিদ্ধত্বেন ন পুনস্তত্রপ্রবৃত্তিরতএবাকৃতস্যৈব ভ্রাতৃপুত্রস্য পুত্রত্বং। 'অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রো ভ্রাতৃজোভবেৎ। স এব তস্য কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধপিণ্ডোদক ক্রিয়াম্ ইতি বৃহৎ পরাশর স্মরণাৎ। তস্মিন্ সতি তু ন দত্তকাদ্যুপাদানমিতি বাচ্যং,- ভ্রাতৃব্যস্য পুত্রাতিদেশেনালোকতাপরীহারাদি সাধকত্বেঽপি নামসঙ্কীর্ত্তনোচিত বংশকরত্বানুপপত্ত্যা তদর্থং তদুপাদানস্যাবশ্যকত্বাৎ, কিন্তু ইদংহি বচনদ্বয়ং, সতি ভ্রাতৃপুত্রে ন দত্তকাদ্যুপাদান নিষেধকং পরন্তু শ্রাদ্ধাদি কর্তৃত্ব রূপ পুত্রধর্ম্মাতিদেশকং অন্যথা সত্যপি ভ্রাতৃপুত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বিধিবিরোধাপত্তেঃ। 'অকৃতা বা কৃতা বাপি যংবিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতং। পৌত্রী

করে, তাহার দ্বারা মাতামহ পৌত্রবান্ হয়েন। সেই পিণ্ডদান ও ধনগ্রহণ করিবেক'। এই বচনে দৌহিত্রতেও পৌত্রত্ব থাকা কথিত হওয়াতে প্রাগুক্ত যুক্তিহেতু দৌহিত্র থাকিতেও দত্তকাদি গ্রহণ অসঙ্গত হয়। দ. চ. পৃ. ৬, ৭।

৶০ ভ্রাতৃপুত্র থাকিতেও দত্তকাদি গ্রহণ শাস্ত্রীয় হইলেও 'এক ব্যক্তির বহুপত্নীদের মধ্যে-ও এই বিধি উক্ত' —এই বৃহস্পতিবচনে, এবং 'একের পত্নীসকলের মধ্যে এক জন যদি পুত্রবতী হয়, (তবে) সেই পুত্রদ্বারা ঐ সকলেই পুত্রবতী ইহা মনু কহিয়াছেন'। এই মনুবচনেও সপত্নী পুত্রে পুত্রত্ব থাকা উক্ত হওয়াতে সে থাকিতে দত্তকাদি গ্রহণীয়,—এমত নহে, যেহেতু সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহার-ও পুত্রের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে সপত্নীর পুত্র থাকিতে (তাহার আর) দত্তকাদি পুত্র হয় না *।

।০ ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে তাহাকেই পুত্র করা আবশ্যক হওয়াতে যে স্থলে একমাত্র ভ্রাতৃপুত্র সে স্থলে তাহা সম্ভব্য নয়,—যেহেতু বশিষ্ঠের উক্তি এই যে 'এক পুত্র দিবে না, প্রতিগ্রহও করিবে না, সে পূর্ব্ব পুরুষের বংশকর'—এমত নহে, যেহেতু ঐ বিধান দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভিন্ন অন্য বিষয়ক, দ্ব্যামুষ্যায়ণে উক্ত বচনোক্ত দর্শিত হেতুতে বংশ বিচ্ছেদ হয় না।—দ. চ. পৃ. ৯।

ব্যবস্থা। ৫৪১ পরন্তু উপরি উক্ত নৈকট্যক্রমে যে গ্রহণ নিয়ম, তাহা গৃহীত দত্তকের প্রাশস্ত্য

মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনং'—ইতিবচনে দৌহিত্রেঽপি পৌত্রাতিদেশসত্ত্বাৎ দৌহিত্র সত্ত্বেঽপি প্রাগুক্ত যুক্ত্যা দত্তকাদ্যনুপাদান প্রসঙ্গাচ্চ।—দ. চ. পৃ. ৬, ৭।

ননু সত্যপি ভ্রাতৃপুত্রে দত্তকাদ্যুপাদানস্য শাস্ত্রীয়ত্বে 'বহ্বীনামেকপত্নীনামেষ এব বিধিঃস্মৃত' ইতি বৃহস্পতিবচনে 'সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকাচেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ'। ইতি মনুবচনে চ সপত্নীপুত্রে পুত্রধর্ম্মাতিদেশেন সত্যপি তস্মিন্ দত্তকাদ্যুপাদানমস্তি-তিচেন্ন, সপত্নীপুত্রদ্বারেণ সমস্তস্যাপি পুত্র প্রয়োজনস্য সম্ভবেন সতি সপত্নী পুত্রে ন দত্তকাদ্যুপাদানং *।

ননু সতি ভ্রাতৃসুতে তস্যৈবপুত্রীকরণাবশ্যম্ভাবে যত্রৈক এব ভ্রাতৃপুত্রস্তত্রৈব তদসম্ভবঃ—'নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ, প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্'—ইতি বশিষ্ঠ স্মরণাদিতিচেন্ন,—এতস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণেতর বিষয়ে সাবকাশত্বাৎ, দ্ব্যামুষ্যায়ণে চ হেতুবন্নিগদ দর্শিত সন্ততিবিচ্ছেদাভাবাৎ।—দ. চ. পৃ. ৯।

৫৪১ পরন্তু যদুপর্য্যুক্ত নৈকট্য ক্রমেণ গ্রহণনিয়মনং তদগৃহীতস্যাপেক্ষিকং প্রাশস্ত্যসম্পাদনার্থং

* দ্রষ্টব্য—দ. মী. পৃ. ৩৮। দ. চ. পৃ. ৮। ব্য. দ. পৃ. ১৩০, ১৩১, ১৩৭ ও ১৩৮।

সম্পাদনার্থে, সন্নিহিত সপিণ্ড প্রাপ্য হইলেও অপরব্যক্তি গৃহীত হইলে তাহার দত্তকতা অসিদ্ধ-কারক নয়—এই তাৎপর্য্য*।

নত্তু প্রাপ্যেঽপি সন্নিহিতসপিণ্ডে গৃহীতাপরস্যাসিদ্ধিফলকমিত্যবসীয়তে*।

* যে স্থলে ভ্রাতার পুত্র থাকে সে স্থলে তাহাকেই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা করিয়া দত্তক করণার্থে মনোনীত করিতে হইবে. কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র এমত অবশ্যরূপে মাননীয় নহে যে (ভ্রাতৃপুত্র সত্ত্বে) অপর দত্তক গৃহীত হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।—কানহিয়া (কানাই) সিংহের বিরুদ্ধে উমাদত্ত আপিলান্টের মকদ্দমাতে বিবেচিত হইয়াছে বটে যে ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ অবৈধ; (কিন্তু) ঐ মত যে দত্তক মীমাংসার মতানুমত তাহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু দত্তকচন্দ্রিকাতে তন্মত খণ্ডিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এবং আর যেং স্থানে দত্তকচন্দ্রিকার মত প্রচলিত, এবং যেং স্থানে 'কৃত হইলে সিদ্ধ' এই মত চলিতেছে, তত্তৎস্থানে ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়াও অপর দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর কাশীপ্রদেশে এবং আর যেং স্থলে দত্তক মীমাংসা প্রধানরূপে মান্য ও যেং স্থলে নিষেধক বিধান অনেক দৃষ্টান্তে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় এমত বলবৎ যে তদ্বিরুদ্ধে কৃত কর্ম্ম অসিদ্ধ হয়, তত্তৎস্থানেও ভ্রাতৃপুত্রকে অথবা অন্য নিকট কুটুম্বকে দত্তক গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক নয়, যেহেতু গৃহীতব্য ব্যক্তিকে মনোনীত করা বিবেচনার বিষয় হওয়াতে তাহা মনোনীত করণের দৃঢ় নিয়মের উপর নির্ভর করে না। এতাবতা এই স্থির করা যাইতে পারে যে 'সপিণ্ডকে দত্তক গ্রহণ করিবে (তন্মধ্যে ভ্রাতৃপুত্র শ্রেষ্ঠ,) তদভাবে স্বগোত্রকে' এই বিধান এমত অবশ্য রূপে পালনীয় নয় যে তদতিক্রমে অপরকে দত্তক গ্রহণ করিলে তাহা এতদ্দ্বারা অসিদ্ধ হইবে।—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৮, ৬৯।

উপযুক্ত রূপে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইলে বিধবা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই; এবং (শাস্ত্রের) আদেশ এই যে সে অপরাপেক্ষা নিকট কুটুম্বকে মনোনীত করিবে. সেই গ্রহণীয় (দ্রষ্টব্য দত্তকমীমাংসা;) কিন্তু গ্রহীতব্য ব্যক্তিকে মনোনীত করা বিবেচনার বিষয় হওয়াতে যথাথরূপে গৃহীত দত্তকের সিদ্ধতা মনোনীত করণের নিয়ম দৃঢ় রূপে পালনের উপর নির্ভর করে না।—কোলব্রুকের মত, দ্রষ্টব্য—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭৪।

সে যাহা হউক, মনোনীত করণের সাধারণ শাস্ত্রবিধান এই যে, গ্রহীতা নিজ গোত্র হইতে অথবা ভিন্ন গোত্র হইতে (দত্তক) গ্রহণ করিবে; কিন্তু ধর্ম্মতঃ নিজগোত্র হইতে গ্রহণ করাই তাহার উচিত, এবং অগ্রে সপিণ্ড হইতে গ্রহণ কর্ত্তব্য, অথবা ইহাদের অভাবে সমানোদক বা সকুল্য মধ্য হইতে গ্রহণ কর্ত্তব্য। তথাচ কোন ব্যক্তি যদি এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিক্রম করে তবে তাহাতে তাহার প্রত্যবায় হইলেও সে শাস্ত্রতঃ বিগর্হিত হয় না। এবং কোন ব্যক্তি অভিযোগ করিলে তৎ কার্য্যের সম্পন্নতা নিবারণ করিতে রাজার যোগ্যতা আছে কি না তাহা আমার নিকট সন্দেহ-স্থল; তাদৃশ দত্তক একবার গৃহীত হইলে তাহা অবশ্যই আর অসিদ্ধ হইতে পারে না।—এলিস্ সাহেবের মত। ঐ, পৃ. ৭৪, ৭৫।

ভ্রাতার বা অন্য সপিণ্ডের সুতকেই যে দত্তক লইতে হইবে এমত নহে; কেবল সে প্রশস্ত হইবে এই নিমিত্তে মাত্র শাস্ত্র তাদৃশ দত্তক লইতে কহিয়াছেন, তাহাকেই

ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

একমাত্র পুত্র দত্তকার্থে দেওয়াযাইতে পারে না।

প্র.। কোন ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাল প্রাপ্ত হয়, তাহার মরণের পর তৎপিতা নিজ শ্যালককে কনিষ্ঠ পুত্র দত্তক করণার্থ দান করে। ঐ দুই পুত্রবই তাহার আর সন্তান ছিল না; এমত অবস্থায় তাদৃশ পুত্রকে দত্তক করা অবৈধ কি না? *

উ.। উপরিউক্ত অবস্থাতে, তৃতীয় পুত্র অথবা (কোন) পৌত্র না থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের মরণান্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে দান অবশ্যই অশাস্ত্রীয় বিবেচনা করিতে হইবে *।

মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ৩, পৃ. ১৭৮।

একমাত্র পুত্র দত্তক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্র.। বেহারদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যাহার কেবল এক পুত্র তাহার ঐ পুত্রকে গ্রহণ বৈধ কি না?

যে লইতে হইবে এমত বিধান করিতেছেন না। নিশ্চিত এই যে এতদ্দ্বারা সপিণ্ডকে তাহার ঐ স্বত্ব বলবৎ করিতে কোন অধিকার দত্ত হয় নাই, এবং আমার স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে আপিলান্টের এমত নালিশ টিকিতে পারে না।—এলিস্ সাহেবের মত, ঐ, পৃ. ৮০।

* 'যাহার কেবল এক পুত্র তৎকর্ত্তৃক ঐ পুত্র দান বৈধ নহে'—এই নিষেধাত্মক সাধারণ বিধানানুসারে কুবের ভট্ট কহেন—'যাহার দুই পুত্র আছে সেও এক পুত্র দান করিবে না, কারণ ('যাহার বহু পুত্র সেই প্রযত্নহেতু এক পুত্র দান করিবে') তিনি শৌনকের এই বচন ধরিয়া বিবেচনা করিয়াছেন যে অন্য পুত্রের মরণে বংশলোপ হইবে। বৈজয়ন্তী ও দত্তকমীমাংসাকার এই মতে একমত হইয়াছেন ;—'যাহার কেবল এক পুত্র সে কখনো পুত্র দান করিবে না'—এই বাক্যে দুই পুত্রবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুত্র দান উহ্য হওয়াতে 'বহু পুত্রবান্ কর্ত্তৃক' ইত্যাদি বচনাংশ দ্বিপুত্রবান্ কর্ত্তৃক পুত্র দান নিষেধার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে"। এস্থলে বক্তব্য এই যে দ্বিপুত্রবান্ পিতৃ-কর্ত্তৃক পুত্রদানের যে নিষেধ তাহা যে ব্যক্তির দত্তপুত্রাতিরেকে এক পুত্র বা পৌত্র অথবা দুই পৌত্র থাকে তাহার ঐ পুত্রদান না করার প্রতি প্রযুজ্য নয়, কেননা এক পুত্রাতিরেকে কাহারো যদি এক বা দুই পৌত্র জীবিত থাকে তবে সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে তাহার বংশলোপ ঘটে না—যেহেতু পুত্র পদে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র বুঝায়। বিবেচ্য এই যে উক্ত উত্তর যথাযথ রূপ হয় নাই। প্রশ্ন এই ছিল যে এমত অবস্থায় তাদৃশ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করা বৈধ কি না?—উত্তরে লিখিত হইয়াছে যে তাদৃশ অবস্থায় ঐ দ্বিতীয় পুত্রদান অশাস্ত্রীয়; ফলতঃ ঐ নিষেধক বিধান দান ও গ্রহণ উভয়েই খাটে,—এক পুত্রবান্ ব্যক্তি ঐ পুত্র দিলে সে কেবল আপনার অনন্ত ক্লেশ দূরের উপায় পরিত্যাগ করে এমত বিবেচনা করিতে হইবে না, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে সে নিজ পিতৃ পুরুষকেও অদবস্থাপন্ন করে, এবং তাহাতে ঐ অন্য ব্যক্তিদের লাভ হানি করে—যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ক্ষমতা ব্যবহার দ্বারা সংরক্ষণীয়। মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১৭৪, ১৭৫।

উ.। বেহারদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যাহার এক পুত্র মাত্র তাহার ঐ পুত্রকে দত্তক রূপে গ্রহণ বৈধ নয়, যেহেতু এক মাত্র পুত্রের দান ও গ্রহণ উভয়ই নিষিদ্ধ, ঐ নিয়ম পালন ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে না *।

প্রমাণ—

"কোন পুরুষ এক মাত্র পুত্রকে দান বা গ্রহণ করিবে না, যেহেতু সে পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধাদি জন্য সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে থাকিবে; কোন নারীও ভর্ত্তার অনুমতি বিনা পুত্র দান বা গ্রহণ করিবে না"। দত্তক মীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকাধৃত বশিষ্ঠ বচন।

সদর দেওয়ানী আদালত। ১৪ মে ১৮২৩ সাল। নন্দরাম প্রভৃতি—বনাম—কাশীপাঁড়ে প্রভৃতি। মেক্. হি. ল বা. ১, চ্যা ৬, মকদ্দমা ৪, পৃ. ১৭৯,১৮০।

নজীর

৫২৩, ৫৩০ ও ৫৩ সং-খ্যক ব্যবস্থা, বিষয় ২।

একণে যে মকদ্দমার উল্লেখ করিতেছি তদুপরি পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি, এই মকদ্দমাতে ব্রাহ্মণের ভাগিনেয় দত্তক লওয়া সিদ্ধ কথিত হয়। এই নিষ্পত্তি স্পষ্টতঃ দোষযুক্ত, এবং যে কএক জন পণ্ডিত শপথ পূর্ব্বক জবানবন্দি দিয়া আদালতকে ভ্রমে পতিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রমাণ ব্যতীত ইহা আর সকল প্রমাণের বিপরীত। যেং জজের নিকট শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মকদ্দমার (অর্থাৎ উল্লিখিত মকদ্দমার) তজবিজ হয় আমরা তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিতে পারি না।

শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মকদ্দমাতে যে মত প্রবলীকৃত হয়, তাহা আমি বলিতে পারি যে সুপ্রীমকোর্টে পরে উপস্থিত এক মকদ্দমাতে খণ্ডিত হইয়াছে। (তদ্‌যথা)।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর (নামক এক ব্রাহ্মণ) বহু বিভবশালী অবস্থায় কালপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার তিন স্ত্রী শ্রীমতী তারামণি দেবী, শ্রীমতী ভগবতী দেবী ও শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী বর্ত্তমানা থাকেন, মৃত্যুকালীন লক্ষ্মীনারায়ণের সন্তান ছিল না।

লক্ষ্মীনারায়ণ এক উইল করেন তদ্দ্বারা প্রত্যেক পত্নীকে ৫০০০ টাকা দেন, এবং ঐ ৫০০০ টাকার অতিরেকে দ্বিতীয়া পত্নী ভগবতীকে আর এক হাজার টাকা দেন। নিজ উইলে তিনি কনিষ্ঠা স্ত্রী দিগম্বরী গুর্ব্বিণী থাকার উল্লেখ করেন, এবং কহেন তাহার সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) তদ্বিভবাধিকারী হইবে। তিনি জগমোহন মল্লিককে এগ্‌জিকিউটর করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে জগমোহন মল্লিক এক উইল করিয়া ও (তাহাতে)

---

* এই বিষয়ে বেহার দেশে প্রচলিত শাস্ত্রে এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রে কোন বিশেষ নাই।

বৈষ্ণবদাস মল্লিককে এগ্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া মরেন। এই সমস্ত অবস্থাতে সুতরাং এমত বোধ ও স্বীকার করিতে হইল যে বৈষ্ণবদাস মল্লিক লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের এগ্‌জিকিউটর হইলেন। এই কথা বিশেষে আমার লিখার কারণ এই যে হিন্দুদের উইল কতদূর পর্য্যন্ত সুপ্রীমকোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা দৃষ্ট হইতে পারে।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মৃত্যুর তের দিবস পরে (ঐ) কনিষ্ঠা স্ত্রী দিগম্বরী এক পুত্র প্রসব করে, এই পুত্র জন্মের সতের দিবস পরে কালপ্রাপ্ত হয়।

যদি লক্ষ্মীনারায়ণ উইল না করিয়া মরিতেন তবে তাঁহার পুত্র যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী রূপে তদ্বিষয়াধিকারী হইত. এবং তন্মাতা দিগম্বরী তাহার মরণ-কালীন জীবিতা থাকাতে অবিরোধে তদুত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্বিষয়াধিকারিণী হইত। পরন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানের মরণাশঙ্কায় উইলে এক নিয়ম করিয়া যান। তাহার মরণ সত্ত্বে তিনি অনুজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার পত্নীরা এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে। যদি তাহারা সকলে এক বাল-কের গ্রহণে একমত না হয় তবে তাঁহার অনুজ্ঞা এই যে তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী তারামণি ও ভগবতী এক বালককে মনোনীত করিবে। যদি প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী (পুত্র) মনোনীত করণে একমত না হয়, তবে তাঁহার অনুজ্ঞা এই যে তাঁহার দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া স্ত্রী ভগবতী ও দিগম্বরী এক পুত্র মনোনীত করিবে।

কনিষ্ঠা স্ত্রী দিগম্বরী (অর্থাৎ) লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রের জননী পতির ঔরসে নিজ গর্ভে পুত্র প্রসব করণ ও শাস্ত্রমতে তাহার উত্তরাধিকারী হওন হেতু-বাদে পতির বিষয়ে তাহার অধিকার থাকা বলিয়া বিল ফাইল (অর্থাৎ নালিশ) করে। এই মকদ্দমাতে উইল সাব্যস্ত হয়, এবং উইলের নিয়মানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুজ্ঞা হয়। পরন্তু দত্তক গ্রহণার্থে কোন বালককে মনোনীত করণে ঐ বিধবাদিগকে একমত করিতে পারা গেল না। অনন্তর মাস্‌টরের নিকট রেফরেন্‌স্ হয় ও তাঁহাকে আদেশ করা হয় যে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র রূপে কোন্ বালক গৃহীত হইতে উপযুক্ত তাহা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন। দত্তক গ্রহণার্থে দ্বিতীয়া স্ত্রী ভগবতীকর্ত্তৃক তারাকুমার শর্ম্মা নামিত হইয়াছিল, মাস্‌টর ইহার পক্ষেই রিপোর্ট করিলেন। এই বালক ভগবতীর পিতৃব্যপুত্র।

মাস্‌টরের রিপোর্ট মঞ্জুর হইল। কিন্তু তাহা আরো বিরোধের বিষয় হইয়া উঠিল। তাহাতে কথা এই জন্মিল যে ঐ বালক তারাকুমার গৃহীত হইবে বটে, কিন্তু তিন বিধবার মধ্যে ঐ দত্তক গ্রহণে কাহার অধিকার আছে। (দত্তকগ্রহণ বিষয়ক) শাস্ত্র পরিষ্কার ও নির্ব্বিবাদ। ঐ বালককে তিন বিধবা যৌতরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। সে তন্মধ্যে এক জনকর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তবে সে লক্ষ্মীনারায়ণের ও যে পত্নীকর্ত্তৃক গৃহীত তাহার পুত্র বিবে-চিত হইবে। — এবিষয়ে কোন বিরোধ নাই, কেননা সে বিরোধ হইতেই পারে না।

দ্বিতীয়া স্ত্রী ভগবতীর সহিত ঐ বালকের যদি স্বভাবতঃ সম্পর্ক না থাকিত তবে তাহার পতি তাহাকে যেরূপ প্রশস্তা জ্ঞান করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া আদালত তাহাকেই গ্রহীতৃমাতার কার্য্য করণে অত্যন্ত উপযুক্তা বলিয়া উক্তি করিতেন। পরন্তু এই ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিল, ও ভগবতীর দাওয়া উক্ত সম্পর্কজন্য প্রতিরুদ্ধ হইল, কেননা এই আপত্তি হইয়াছিল যে সে অবৈধ সঙ্গম ব্যতিরেকে পিতৃব্যপুত্রের জননী হইতে পারিত না। এই আপত্তি সিদ্ধান্ত স্বরূপ বিবেচিত হইল, যেহেতু তাহাতে ভগবতী নিজ দাওয়া পরিত্যাগ করিলেন।

এই বালককে মনোনীত করণের প্রতি কোন আপত্তি ছিল না। সে লক্ষ্মীনারায়ণকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু ভগবতী তাহার পিতৃব্যদুহিতারূপ ভগিনী হওয়াতে সে ভগবতীর পুত্ররূপে গৃহীত হইতে পারিত না।

মাস্টর জ্যেষ্ঠা বিধবার পক্ষে রিপোর্ট করিলেন, কিন্তু তাহা তাহার অধিকার থাকা জ্ঞানে করেন নাই, পরন্তু এই হেতুবাদে করিলেন যে তাহাতে আপত্তি হয় নাই, ও তাহাকে রাখিয়া তৃতীয়া বিধবাকে মনোনীত করা উচিত বোধ হয় নাই।

(উক্ত মকদ্দমাদ্বয়ের) প্রত্যেক মকদ্দমাতে অবৈধ মিলন হেতুতেই আপত্তি হইয়াছিল,—অপিচ ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত যে কোন পুরুষ ভগিনীর পুত্রের গ্রহীতা পিতা হইতে পারে, তথাপি কোন নারী পিতৃব্যপুত্রকে দত্তকগ্রহণ করিতে পারে না। যদি শেষোক্ত মকদ্দমা নিষ্পন্ন হওয়া বলা যাইতে পারে তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রথম মকদ্দমার নিষ্পত্তি রদ হইয়াছে।

আমি বলিতে পারি যে (লক্ষ্মীনারায়ণের উইল অনুসারে এই সমস্ত হওয়াতে) যদি ভগবতী ঐ বালকের সহিত সম্বন্ধজন্য (তাহাকে গ্রহণ করিতে) অযোগ্যা না হইত তবে আদালত অন্য দুই বিধবা অপেক্ষা করিয়া তাহাকে প্রশস্তা জ্ঞান করিতেন।

ঐ বালকের সহিত ভগবতীর যে সম্বন্ধ যদি লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সেই সম্বন্ধ থাকিত তবে তিনি তাহাকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিতেন কি না তাহা উক্ত হয় নাই, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহাকে তাঁহার পুত্র রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারিত কি না তাহাও উক্ত হয় নাই। ভগবতীর সহিত ঐ বালকের তাদৃশ সম্বন্ধ থাকিলেও যে লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছে বটে,—পরন্তু তাহাতে কি এমত পাওয়া যায় যে ভগবতী তাহাকে নিজ পুত্র রূপে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিত?

যখন আমি এমত কহি যে—যদি লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ জীবনকালে ঐ বালককে ভগবতীদ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন না, তবে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পরে ভগবতী ঐ বালককে লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র রূপে গ্রহণ করিতে পারিত না—তখন আমি কোন কল্পনা করি না, ঐ বালক লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পরে গৃহীত হওয়াতে, সে লক্ষ্মীনারায়ণের জীবনকালে স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে

যেমত হইত, সর্ব্বথা সেইরূপ হইয়াছে। এবং যে পত্নী পতির মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণ করে তাহার সহিত ঐ বালকের অবিকল সেই সম্বন্ধ যাহা পতি জীবদ্দশায় পত্নীর নিমিত্তে দত্তক গ্রহণ করিলে ঐ পত্নীর সহিত তদ্বালকের হইত। এতাবতা কথা এই যে তারাকুমার শর্ম্মা লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভগবতীর পুত্র রূপে গৃহীত হইতে পারিত কি না?

আমার বোধ হইতেছে যে ভগবতীর নিমিত্তে ঐ বালক গ্রহণে লক্ষ্মীনারায়ণকে যোগ্য করিবার নিমিত্তে, অথবা পতির মরণের পর ভগবতীকে পতির পুত্র রূপে ঐ বালককে গ্রহণ-যোগ্য করিবার নিমিত্তে স্বাভাবিক সম্বন্ধ-ঘটিত যে নিষেধ তাহা অস্বীকার করিতে হইবে। অথবা এমত প্রকাশ করিতে হইবে যে বিরুদ্ধসম্বন্ধ ব্যক্তির সহিত সঙ্গম পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও নারীর পক্ষে অনুমত।

স্বাভাবিক সম্বন্ধের উপরেই ঐ নিষেধ সংস্থিত হইয়াছে। যে পত্নী বা বিধবা কর্ত্তৃক ঐ বালক গৃহীত হয় সে তাহারই গর্ভজ কল্পিত হয়। তবে যে নারী তাহাকে দত্তক গ্রহণ করিতেছে তাহার গর্ভে জনক পিতৃ-কর্ত্তৃক অবৈধ সঙ্গম ব্যতিরেকে জন্মিতে পারে কি না? ঐ নিষেধ স্ত্রীলোকের প্রতিও প্রযুজ্য হওয়ার বিধান আমরা ত্যাগ না করিলে এই বিবেচনাই করিতে হইবে, যদি এমত না বলা যায় যে যদিও পুরুষে বিনা পাপে পিতৃব্যপত্নীর গর্ভজ পুত্রের পিতা হইতে পারে তথাপি কোন নারী বিনা পাপে পিতৃব্যতনয়ের মাতা হইতে পারে না।

এই ভাবে এই মকদ্দমা বিবেচনা করিয়া, এবং ইহা স্বীকার করিয়া যে ঐ ব্যক্তি স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ত্তৃক, অথবা তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার পত্নীগণ কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইতে পারিত, সন্তোষজনক রূপে আমার বোধ হইতেছে যে ভগবতী কি পতির জীবন কালে কি তাহার মরণ পরে ঐ বালককে তাহার মাতৃস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। কন্. হি. ল. পৃ. ১৬৬—১৭৪।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।—দ্ব্যামুষ্যায়ণ প্রকরণ।

৫৪২ 'আমাদের উভয়ের এই পুত্র' এই অভিসন্ধিপূর্ব্বক জনক-কর্ত্তৃক দত্ত ও গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ নামা দ্বিপিতৃক পুত্র হয়*।

৫৪২ 'উভয়োরাবয়োরয়ং পুত্র' ইত্যভিসন্ধানপূর্ব্বকং জনকেন দত্তে গ্রহীত্রা চ গৃহীতে সতি দ্ব্যামুষ্যায়ণো নাম দ্বিপিতৃক পুত্রঃ স্যাৎ*।'

* (আর) এক বিশেষ রূপে পুত্র গৃহীত হয়, তাহা দ্ব্যামুষ্যায়ণ কথিত, তাহাতে ঐ পুত্র গ্রহীতার পুত্র হইয়াও জনকের কুলের সহিত সেই সম্বন্ধ রাখে, এবং সে জনক

কারণ। তাহা (অর্থাৎ দ্ব্যামুষ্যায়ণ) 'আমাদের উভয়ের এই পুত্র' এই অভিসন্ধি থাকিলে বোধ্য,—এই দ্ব্যামুষ্যায়ণ নামা দ্বিপিতৃক (অ), ও দ্বিগোত্র (ই) পুত্র।—দ. চ. পৃ. ১৭।

(অ) 'দ্বিপিতৃক'—অর্থাৎ জনক ও গ্রহীতা রূপ দ্বিপিতৃমান্, যেহেতু তাঁহারা সাধারণে দ্ব্যামুষ্যায়ণের পিতা।

(ই) 'দ্বিগোত্র'—গ্রহীতা ভিন্নগোত্র হইলেই হয়, এতাবতা দ্বিগোত্র পদ ভিন্নগোত্র গ্রহীতৃ-কর্তৃক নীত দ্ব্যামুষ্যায়ণেরই প্রতি প্রযুজ্য, যেহেতু সে স্থলেই দ্ব্যামুষ্যায়ণ উভয়ের গোত্রভাগী, ও যেহেতু স্বগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত দ্ব্যামুষ্যায়ণের আর গোত্র না হওয়াতে সে স্থলে দ্বিগোত্রপদের প্রয়োগ নিরর্থক।

দত্তকমীমাংসাকর্ত্তার মতে—'বালক জন্মমাত্রে গৃহীত হইলে উভয় গোত্রে সংস্কার প্রাপ্ত না হওয়াতে সে গৃহীতার গোত্রই হয়'।

ব্যবস্থা। ৫৩৪ (কাহারো) একমাত্র পুত্রের দত্তকতা নিষিদ্ধ হইলেও দ্ব্যামুষ্যায়ণ হওনে নিষেধ নাই *।

তচ্চ 'উভয়োরাবয়োরয়ং পুত্র' ইত্যভিসন্ধানে সতি বোধ্যং—অয়মেব দ্ব্যামুষ্যায়ণো নাম দ্বিপিতা (অ) দ্বিগোত্রশ্চ (ই)।—দ. চ. পৃ. ১৭।

(অ) 'দ্বিপিতা'—অর্থাৎ জনক প্রতিগ্রহীতৃরূপ দ্বিপিতৃমান্,—তয়োর্দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য সাধারণ্যেন পিতৃত্বাৎ।

(ই) 'দ্বিগোত্র'—ইত্যস্য গ্রহীতুর্ভিন্নগোত্রত্বে সাবকাশঃ, তেন তৎ পদং ভিন্নগোত্রেণ গৃহীত দ্ব্যামুষ্যায়ণপ্রতি প্রযুজ্যং, তত্রৈব তস্য উভয়গোত্রভাগিত্বাৎ, স্বগোত্রেণ গৃহীতস্য গোত্রান্তরত্বাভাবেন তত্র তৎপদস্য ব্যর্থত্বাচ্চ।

দত্তকমীমাংসাকৃন্মতে—'জাতমাত্রস্যৈব পরিগ্রহে গোত্রদ্বয়েন সংস্কারাভাবাৎ তস্য প্রতিগ্রহীতৃগোত্রমেব'। দ. মী. মৃ. ৯৩।

৫৩৪ নিষিদ্ধমপি একপুত্রস্য শুদ্ধদত্তকত্বং তস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বমপ্রতিষিদ্ধমেব*।

ও গ্রহীতা উভয় পিতারই ধনাধিকারী হয়, ও তাহা হইলে উভয়ের ঋণের দায়ী-ও হয়।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১১।

* এই প্রকার পুত্র করণে একমাত্র পুত্র দানের নিষেধ প্রযুজ্য নয়। তাদৃশ পুত্র গ্রহণ এমত বিশেষ স্বীকার পূর্ব্বক হইতে পারে যে ঐ বালক উভয় পিতারই পুত্র থাকিবে.—তাহা হইলে ঐ গৃহীত পুত্র নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণ কথিত হয়, অথবা জনককুলে চূড়াকরণ হইয়া থাকিলে সে অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ কথিত হয়। এই শেষোক্ত পুত্রত্বে গৃহীত ও গ্রহীতার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কেবল গৃহীতের জীবন পর্য্যন্ত থাকে, (অনন্তর) গৃহীতের সন্ততি ঐ জনককুল (মাত্র) প্রাপ্ত হয়।—মেক্. হি. ল. বা. পৃ. ১, ৭১।

একমাত্র পুত্র শুদ্ধ দত্তক হইতে পারে না, কিন্তু সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ দুই পিতার পুত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে। এই অবস্থাতে ঐ নিষেধের কারণ অর্থাৎ বংশলোপাশঙ্কা নাই। সদরল্যাণ্ডের সিনপসিস্, দ্বিতীয় হেড § ৪।

প্রমাণ। ‘এক পুত্রকে দিবে না’ এই নিষেধ দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভিন্ন অন্য বিষয়ক,—ইহা বংশলোপাভাব হেতু উক্ত হইয়াছে।—দ. চ. পৃ. ২২।

নৈকং পুত্রং দদ্যাদিতি নিষেধো দ্ব্যামুষ্যায়ণাতিরিক্তবিষয়ঃ সন্তানবিচ্ছেদাভাবাদিত্যুক্তমেব।—দ. চ. পৃ-২২।

ব্যবস্থা। ৫৪৪ দ্ব্যামুষ্যায়ণ দুই প্রকার,—নিত্য এবং অনিত্য *। দ্রষ্টব্য—দ, মী, পৃ, ৯২, ৯৩।

৫৪৪ দ্ব্যামুষ্যায়ণশ্চ দ্বিধা,—নিত্যবৎ অনিত্যবচ্চেতি*। দ্রষ্টব্যা দ. মী. পৃ. ৯২, ৯৩।

„ ৫৪৫ নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ সেই যে জনক ও গ্রহীতার মধ্যে এই অভিসন্ধিতে প্রতিপন্ন হয় ‘যে আমাদের উভয়ের এই পুত্র’ *।

৫৪৫ তত্র নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণো নাম যঃ জনকপ্রতিগ্রহীতৃভ্যামাবয়োরয়ং পুত্র ইতি সম্প্রতিপন্নঃ*। দ. মী. পৃ. ৯৩।

„ ৫৪৬ অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ সেই যে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার জনককর্ত্তৃক প্রাপিত* এবং উপনয়নাদি সংস্কারে গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয় †।—দ, মী, পৃ, ৯৩।

৫৪৬ অনিত্যবদ্দ্ব্যামুষ্যায়ণস্তু যশ্চূড়ান্তৈঃ সংস্কারৈঃ জনকেন সংস্কৃতঃ,* উপনয়নাদিভিশ্চ প্রতিগ্রহীত্রা। দ. মী. পৃ, ৯৩।

বিবেচনা। পরন্তু ইহা চূড়াকরণ সংস্কারের পর ভিন্নগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে হয়, স্বগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয় না, তাহা

অয়ন্তু চূড়াকরণ সংস্কারানন্তরং ভিন্ন গোত্রেণ গৃহীতে সতি, নতু সগোত্রেণ, তদ্ব্যক্তীকৃতং স্বেনৈব, যথা—‘তেষাং

* ৮৬৯ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

† এস্থলেও—‘আমাদের উভয়ের এই পুত্র’ এই অভিসন্ধি থাকা বোধ করিতে হইবে,—কেননা তদভিসন্ধি বিনা দ্ব্যামুষ্যায়ণ হওয়া সম্ভব নহে তাহা চন্দ্রিকাকার কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে,—‘জনক ও গ্রহীতার স্বীকার পূর্ব্বক আর্ষ অর্থাৎ ঋষি বচন দ্বারা গৃহীত পুত্রেরা দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়। দ. চ. পৃ ১৯, এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ১৭। ব্য. দ. পৃ. ৮৬৮, ৮৬৯।

† অত্রাপি ‘উভয়োরাবয়োরয়ং পুত্র’—ইত্যভিসন্ধানে সতি বোধ্যং—তদভিসন্ধানং বিনা দ্ব্যামুষ্যায়ণস্যাসম্ভবাৎ। তদুক্তং চন্দ্রিকাকারেণ—‘আর্ষেণ ঋষ্যুক্তেন পরিগ্রহেণ জনক প্রতিগ্রহীত্রোঃ স্বীকারেণ দ্ব্যামুষ্যায়ণা ভবন্তীত্যর্থঃ। দ. চ. পৃ. ১৯। দ্রষ্টব্যাচ—দ. চ. পৃ. ১৭। ব্য. দ. পৃ, ৮৬৮, ৮৬৯।

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার নিজ উক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে, যথা,—'তাহাদের দুই গোত্রে সংস্কার হওয়াতে দ্ব্যামুষ্যায়ণত্ব হয়, পরন্তু তাহা অনিত্য'।

গোত্রদ্বয়েনাপি সংস্কৃতত্বাৎ দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বং পরন্তু নিত্যং' ।—ঐ. পৃ. ৯৩।

অতএব এই নিষ্কৃষ্টার্থ—

তদয়ং নির্গলিতার্থঃ—

ব্যবস্থা। ৫৪৭ চূড়াকরণের পূর্ব্বে উক্তাভিসন্ধিপূর্ব্বক স্বগোত্র বা ভিন্নগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত পুত্র নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ;—চূড়াকরণের পর ঐ অভিসন্ধিপূর্ব্বক স্বগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত পুত্রও নিত্য দ্ব্যামুষ্যয়ণ, ভিন্নগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত পুত্র অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ*।

৫৪৭ চূড়াকরণাৎপ্রাক্ উক্তাভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্বগোত্রেণেতরেণ বা গৃহীতঃ নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণঃ;—চূড়াকরণোত্তরং উক্তাভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্বগোত্রেণ গৃহীত পুত্রশ্চ নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণঃ, গোত্রান্তরেণ গৃহীতোঽনিত্যএব*।

" ৫৪৮ গ্রহীতার সহিত অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণেরই সম্বন্ধ,—তাহার সন্ততির নয়*।

৫৪৮ গ্রহীত্রা সহানিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণস্যৈব সম্বন্ধঃ—নতু তৎসন্ততেরপি*।

কারণ। যেহেতু অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণের ও তদ্‌গ্রহীতার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ঐ দ্ব্যামুষ্যায়ণের জীবন পর্য্যন্ত।

অনিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণগ্রহীত্রোঃ পরস্পর সম্বন্ধস্য পূর্ব্বস্য জীবনাবধিকত্বাৎ।

প্রমাণ। /০ এই সমুদায় অভিপ্রায় করিয়া সত্যাষাঢ় কহিয়াছেন—"নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণদেরউভয়ের' ইত্যাদি সূত্রে নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণদিগের গোত্রদ্বয়ে প্রবর সম্বন্ধ কথনানন্তর, 'কিন্তু দত্তকাদির দ্ব্যামুষ্যায়ণবৎ,' এই সূত্রে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণের প্রতিও ব্যপদেশ করিতেছেন।—ইহা শবরস্বামিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে (যথা)—'দ্ব্যামুষ্যায়ণপ্রসঙ্গে অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণের বিষয়েও কহিতেছেন—'কিন্তু দত্তকা-

/০তদিদং সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহসত্যাষাঢ়ঃ—"নিত্যানাং দ্ব্যামুষ্যায়ণানাং দ্বয়োরিত্যাদি সূত্রেণ" নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণানাং গোত্রদ্বয় প্রবর সম্বন্ধমুক্ত্বা তমেবানিত্যেষ্বপ্যতিদিশতি, 'দত্তকাদীনান্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণবৎ' ইতি সূত্রেণ।—ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ শবরস্বামিভিঃ—'দ্ব্যামুষ্যায়ণং প্রসঙ্গেনানিত্যামাহ 'দত্তকে-

* দ্রষ্টব্য—মেক্‌. হি. ল, বা ১, পৃ. ৭১। বা. দ, পৃ. ৮৬৯ ও ৮৭০ নোট্।

দির ইত্যাদি'—তৎপর্য্যন্তই, (সম্বন্ধ) পরে সন্ততি পর্য্যন্ত নয়। প্রথম (অর্থাৎ জনক) কর্ত্তৃক (চূড়ান্ত) সংস্কার হয়, গ্রহীতৃকর্ত্তৃক হইলে গৃহীতের সন্ততি পূর্ব্বত্বহেতু গ্রহীতার হয়। তথা পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্র (প্রভৃতি) জ্ঞাতিকর্ত্তৃক যে গৃহীত সে গ্রহীতারই হয়। দ. মী. পৃ. ৯৩।

৵৹ এই ভাষ্যের অর্থ এই যে—যে উভয় গোত্রে সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তাহারই দুই গোত্রে সম্বন্ধ,—পরে সন্ততির নয়। জনক গোত্রের প্রতি সম্বন্ধের কারণ কি এতদুত্তরে কহিতেছেন, প্রথমকর্ত্তৃক,—প্রথম অর্থাৎ জনক, তদ্দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হওন হেতুতে (সম্বন্ধেরকারণ হয়)। ঐ সংস্কার চূড়াকরণ পর্য্যন্ত।—তাহা বক্ষ্যমাণ কালিকা পুরাণোক্তি হেতু—'হে পৃথিবীপতে, যে (পুত্র) পিতার গোত্রে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়, সে অন্যের পুত্র হয় না'। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে,—অন্যের অসাধারণ পুত্র হয় না, কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়, প্রথম (অথাৎ জনক) কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে কি হয় ইহা অগ্রসূচনা করিয়া কহিয়াছেন, 'যদি গ্রহীতৃকর্ত্তৃক হয়' ইত্যাদি। গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক জাতকর্ম্মাদি সকল সংস্কার অথবা চূড়া করণাদি সংস্কার কৃত হইলে উত্তরের অর্থাৎ গ্রহীতার গোত্রই (গৃহীতের) হয়, এতৎপ্রতি কারণ পূর্ব্বত্ব হেতু (অর্থাৎ) সংস্কার করণে প্রথমত্ব হেতু।—দ্ব্যামুষ্যায়ণের সন্ততির ও (শুদ্ধ) দত্তকের সন্ততির গোত্র উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাই কহিয়াছেন (যথা) 'তদ্দ্বারাই'। গ্রহীতার গোত্রে সংস্কার হইলে পর সন্ততির সেই গোত্র হয়, য় অবস্থাতেই তাহা হয়। গোত্রের

ত্যাদি'—তাবদেব; গোত্রদ্বয়সন্ততৌ; প্রথমেনৈব সংস্কারাঃ, গ্রহীত্রা চেৎ, তদা উত্তরস্য পূর্ব্বত্বাত্তেনৈব উত্তরত্র। তথা পিতৃব্যেণ ভ্রাতৃপুত্রেণ চৈকার্য্যেণ যে জাতাস্তে পরিগ্রহীতুরেবেতি''; দ. মী. পৃ. ৯৩।

অস্য ভাষ্যস্যায়মর্থঃ—যো গোত্রদ্বয়েন সংস্কৃতস্তস্যৈব গোত্রদ্বয়সম্বন্ধো নোত্তর সন্ততেঃ। জনক গোত্র সম্বন্ধে কিং কারণমিত্যত আহ 'প্রথমেনেতি —প্রথমো জনকস্তেনৈব সংস্কৃতত্বাৎ সংস্কারাশ্চ চৌড়ান্তাঃ। 'পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে। আচূড়ান্তং, ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ'—ইতি কালিকাপুরাণাৎ। ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ প্রাগেব,—অন্যস্যাসাধারণীং পুত্রতাং ন যাতি কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণো ভবতীতি। প্রথমেনাসংস্কারে কথমিত্যত আহ 'পরিগ্রহীত্রা চেদিত্যাদি'। পরিগ্রহীত্রৈব জাতকর্ম্মাদি সর্ব্বসংস্কার করণে চৌড়াদি সংস্কার করণেঽপি বা উত্তরস্য পরিগ্রহীতুরেব গোত্রং তত্র হেতুঃ পূর্ব্বত্বাৎ,—সংস্কার করণে প্রথমত্বাৎ। দ্ব্যামুষ্যায়ণসন্ততৌ দত্তকসন্ততৌ চাপেক্ষিতং গোত্রমাহ 'তেনৈবেতি'। পরিগ্রহীতৃগোত্রেণৈব উত্তর সন্ততের্গোত্রমুভয়ত্রাপি। সগোত্র পরিগ্রহমাহ তথেতি—। জনক

পরিগ্রহ সম্বন্ধে কহিতেছেন 'তথা' ইতি। জনকের ও গ্রহীতার এক গোত্র হইলেও পরিগ্রহ ও সংস্কার করণ হেতু গ্রহীতা কর্ত্তৃকই ব্যপদেশ হয়।

পরিগ্রহীত্রোরেকগোত্রত্বেঽপি পরিগ্রহীত্রৈব ব্যপদেশঃ, পরিগ্রহসংস্কার করণাদিতি। দ. মী. পৃ. ৯৩, ৯৪।

৶০ নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণের প্রসঙ্গে অনিত্যের বিষয়ে কহিতেছেন—'দত্তকাদির' ইতি। তৎপর্য্যন্তই পরে সন্ততিতে (উভয় কুলে সম্বন্ধ) থাকে না, প্রথম কর্ত্তৃক সংস্কার হইলে তাহারই সন্ততি হয়,—যদি গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়, তবে পূর্ব্বত্ব বা প্রাধান্য হেতু উত্তরের (অর্থাৎ গোত্র গ্রহীতারই হয়) তদ্দ্বারাই (উত্তর সন্ততির গোত্র নির্ণীত হয়)। এই ভাষ্যের অর্থ এই যে—ক্ষেত্রজের ন্যায়, উভয়ের অভিসন্ধি থাকিলে দত্তক উভয় গোত্রভাগী হয়, নতুবা জনক কর্ত্তৃক সকল সংস্কার হইলে সে জনকের গোত্রভাগী হয়, গ্রহীতার হয় না,—গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক সংস্কার হইলে* উত্তরের অর্থাৎ গ্রহীতার প্রাধান্য হেতু পর সন্ততি তাহারই গোত্র প্রাপ্ত হয়। দ. চ. পৃ. ১৯।

৶০ নিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ প্রসঙ্গেনানিত্যানাহ—'দত্তকাদীনামিতি'।—তাবদেব নোত্তর সন্ততৌ। প্রথমেনৈব সংস্কারঃ, পরিগ্রহীত্রাচেৎ—তদা উত্তরস্য পূর্ব্বত্বাৎ, তেনৈব উত্তরত্রেতি। এতদ্ভাষ্যার্থস্তু,—ক্ষেত্রজবৎ উভয়োরভিসন্ধৌ দত্তকস্যোভয়গোত্রভাগিত্বং, অন্যথা জনকেনৈব সর্ব্বসংস্কারকরণে জনকগোত্রভাগিত্বং ন গ্রহীতৃগোত্রভাগিত্বং, গ্রহীত্রা সংস্কারকরণে* তু উত্তরস্য গ্রহীতুঃ পূর্ব্বাৎ—প্রাধান্যাৎ তেনৈব উত্তরসন্ততের্গোত্রমিতি।—দ. চ. পৃ. ১৯।

বিবেচনা। কেচিন্মতে শুদ্ধ দত্তক-ও নিত্যানিত্যভেদে দ্বিধা,—অর্থাৎ যে পুত্রের চূড়াকরণ সংস্কার জনককুলে হইয়া থাকে, সে সম্যক্ পুত্রাধিকার বিশিষ্ট না হওয়াতে অনিত্য দত্তক হয়,—অনিত্য দত্তক দ্ব্যামুষ্যায়ণের তুল্য; আর যাহার চূড়া করণ প্রভৃতি সংস্কার গ্রহীতার গোত্রে হয় সে নিত্য দত্তক।

এই মত যথাযোগ্য রূপে শুদ্ধ। কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা—'নিত্য দত্ত' আর 'অনিত্য দত্ত' এই ভেদ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে উপযুক্ত রূপেই—'পরমানেন্ট্' ও 'টেম্পোরারি' (অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য) শব্দে অনুবাদিত হইয়াছে। নিত্যদত্ত জনক পিতার গোত্র স্বয়ং পুনঃ প্রাপ্ত হয় না, তাহার সন্তানেরাও তাহা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু পুরুষানুক্রমে গ্রহীতার গোত্রেই থাকে; অনিত্য দত্ত জনকের গোত্র পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এরূপে গৃহীত হয় সে যাবজ্জীবন গ্রহীতা পিতার গোত্রে থাকে;—কিন্তু তাহার পুত্র প্রভৃতি আদি গোত্র প্রাপ্ত হয়। অনিত্য দত্তের উল্লেখপূর্ব্বক বিদ্যারণ্য নির্ণয়সিন্ধু হইতে বক্ষ্যমাণ বচন ধরিয়াছেন—"যে পুত্রের চূড়ান্ত সংকার জনককুলে হইয়া থাকে সে সমস্তপুত্রা-

* দশম পরিচ্ছেদের চতুর্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ধিকারবিশিষ্ট (অর্থাৎ নিত্য দত্তক) নয়,—সে অচিরস্থায়ী (অর্থাৎ অনিত্য দত্তক) মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা সত্যাষাঢ়ের এক বচন ধরিয়াছেন, তাহাতে অনিত্য দত্তক দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা দ্বিপিতৃকবৎ পুত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই পাওয়া যাইতেছে যে সে জনক ও গ্রহীতা উভয়রূপ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিবে।

নিষ্কর্ষ এই যে—কোন বালক চূড়াকরণের পূর্ব্বে বা পরে গৃহীত হউক (গ্রহীতার) সগোত্র হইতে নীত হইলে অথবা চূড়াকরণের পূর্ব্বে ভিন্ন গোত্র হইতে নীত হইলে নিত্য দত্তক হয়, —আর ভিন্ন গোত্র বালক জনকগোত্রে চূড়াকরণ সংস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পর গৃহীত হইলে অনিত্য দত্তক হয়। শেষরূপ দত্তকের অনিত্যতার মূল (জনক-কর্ত্তৃক) চূড়াকরণ সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া। এলিস্ সাহেবের মত,—দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৯৭, ৯৮।

৫৪৯ অভ্রাতৃজ দ্ব্যামুষ্যায়ণ রূপে, অথবা শুদ্ধ দত্তক রূপে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকই গৃহীত হয়, দুই বা তদধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক হয় না*।

৫৪৯ অভ্রাতৃজঃ দ্ব্যামুষ্যায়ণরূপেণ শুদ্ধদত্তকরূপেণ বা একেনৈব গৃহীতঃ স্যাৎ, ন তু দ্বাভ্যাং বহুভির্ব্বা*।

প্রমাণ। 'অপুত্রের (পুত্রকর্ত্তব্য') ইহাতে একত্ব শ্রুত হওয়াতে দুই বা তিন জনে এক পুত্র গ্রহণ করিবে না ইহা অবগতি হইতেছে।—ইহাতে কি দত্তকাদির দ্ব্যামুষ্যায়ণত্ব কথন বিরুদ্ধ না?—(উত্তর) তাহা হয় না, কেননা দ্ব্যামুষ্যায়ণের অভিপ্রায় এই যে সে জনক ও গ্রহীতা উভয়ের পুত্র হইবে, উক্ত নিষেধ গ্রহীতাদ্বয়ের প্রতি অভিপ্রেত, অতএব ইহাতে বিরোধ নাই।
দ. মী. পৃ. ১০।

অপুত্রেণেত্যেকত্ব শ্রবণাচ্চ ন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা একঃ পুত্রঃ কর্ত্তব্য ইতি গম্যতে।—নন্বেবং দত্তকাদীনাং দ্ব্যামুষ্যায়ণত্ব স্মরণং বিরুধ্যেত?—নৈবং, দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বস্য জনক পরিগ্রহীতৃদ্বয়াভিপ্রায়কত্বাৎ, নিষেধশ্চ পরিগ্রহীতৃদ্বয়মভিপ্রেত্যেতি ন বিরোধঃ।—
দ. মী. পৃ. ১০।

৫৫০ কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র দুই বা বহুপিতৃব্যের-ও দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়*।

৫৫০ ভ্রাতৃজস্তু দ্বয়োর্ব্বহূনামপি পিতৃব্যাণাং দ্ব্যামুষ্যায়ণো ভবতি*।

---

* দুই ব্যক্তি মিলিত হইয়া এক জনকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৭।

জনকের সোদরেরা ভিন্ন অন্য একাধিক ব্যক্তিরা এক বালককে গ্রহণ করিতে পারে না। সদরল্যাণ্ডের সিনপ্‌সিস্, দ্বিতীয় কেড, § ৪।

এই (দ্ব্যামুষ্যায়ণ) রূপে গৃহীত কোন বালকের যদিও দুই পিতা হইতে পারে তথাপি তাহার দুই গ্রহীতা পিতা হইতে পারে না,—যেহেতু ভ্রাতার পুত্র (পিতৃব্যগণ কর্ত্তৃক) ভিন্ন অন্য কাহারো পুত্র একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইতে পারে না। ভ্রাতৃপুত্র-ও যে সর্ব্বদা ঐরূপ হইতে পারে এমত স্পষ্ট বোধ হয় না।—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৪ ৭৫।

(মনুবচনস্থ) 'তৎ' (অর্থাৎ তাহারা) এই শব্দে পুত্রহীন ভ্রাতৃগণ বুঝানতে জনকের নিজ পুত্রের সহিত সম্বন্ধ রহিত না হয় এই হেতু 'সর্ব্ব' পদ (ব্যবহৃত)। 'স' 'তৌ' ও 'তে' (অর্থাৎ সে, তাহারা দুই, ও তাহারা) শব্দের এক শেষদ্বন্দ্ব সমাসে 'তে' পদ নিষ্পন্ন। এক, দুই বা বহু ভ্রাতার পুত্রেচ্ছাতে ঐ পুত্র করা হয়, 'তদ্দ্বারাই' অর্থাৎ যদ্দ্বারা জনকের পুত্রবত্ত্ব, তদ্দ্বারাই (ভ্রাতা) সকলের পুত্রবত্ত্ব*।

তচ্ছব্দেনাপুত্ত্রাণামেব ভ্রাতৄণাং পরামর্শাৎ জনকস্য স্বপুত্রসম্বন্ধাভাব ব্যাবর্ত্তনায় 'সর্ব্ব' ইতি।—'তে' ইত্যত্র 'স' চ, 'তৌ' চ, ইত্যেকশেষাৎ, একস্য দ্বয়োর্বহূনাং বা পুত্রেচ্ছয়া তৎ পুত্রীকরণং ভবতি,—তেনেতি যেন জনকস্য পুত্রবত্ত্বং তেনৈব সর্ব্বেষামপীতি*।—দ. মী. পৃ. ৩১।

---

* সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—'দুই ব্যক্তি মিলিয়া এক জনকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। লোকের এই একটা জ্ঞান আছে যে দুই ভাই এক ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তাহা ভ্রমময়। বোধ হয় বক্ষ্যমাণ মনুবচনের অর্থ অযথাযথ রূপে করাতেই (লোকের) তাদৃশানুভব উদয় হইয়াছে—'এক হইতে জাত ভ্রাতা সকলের মধ্যে এক জন যদি পুত্রবান্ হয়, (তবে) সেই পুত্রদ্বারা তাহারা সকলে পুত্রবন্ত—ইহা মনু কহিয়াছেন'॥—কিন্তু এই বচনের এমত অর্থ নয় যে দুই বা তদধিক ভ্রাতারা এক ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। এক ভ্রাতার দত্তক পুত্র অবশ্যই সকল ভ্রাতার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিবে এবং এই পর্য্যন্ত তাহাদের-ও পুত্রের কার্য্য করিবে; কিন্তু নিকটতর উত্তরাধিকারী থাকিলে, সে (দত্তক) গ্রহীতা পিতার ভ্রাতাদের ধনাধিকারী হইবে না'।—মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৭।

এই মতের প্রমাণে উক্ত সাহেব নিজ পিতা সর্ ফ্রান্‌সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের 'কনসিডরেসনস্ অন দি হিন্দু-ল' নামক গ্রন্থে প্রকটিত মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্‌যথা।—"১৩৩ পৃষ্ঠায় আমি এইরূপ কহিয়াছি যে—'যাহা কথিত হইয়াছে (তাহা) হইতে আমি এই নিষ্কর্ষ করি যে দুই পুরুষ কোন সময়ে একই পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। ১৮২১ সালে মাদ্‌রাজের চিফ্ জসটিস্ সর এড্‌মণ্ড্ এস্‌ট্যানলি সাহেব বক্ষ্যমাণ মকদ্দমাতে তাঁহার নিমিত্তে (অত্রস্থ) পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন'।—'দুই হিন্দু ভ্রাতা মিলিত হইয়া একই পুত্রকে (দত্তক) গ্রহণ করে। ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের কাহারো পুত্র ছিল না. কেবল জ্যেষ্ঠের এক কন্যা মাত্র ছিল। এই কন্যার বিবাহ ঐ দত্তক পুত্রের সহিত হয়। ঐ কন্যার পিতা (দত্তক গ্রহণের ও নিজ কন্যার বিবাহের পরে) এক দারপরিগ্রহ করে. ও তাহাতে এক পুত্র জন্মে। কেহ২ কহে গৃহীত হওন কালে ঐ দত্তক পুত্র পঞ্চদশ বর্ষবয়স্ক ছিল, অন্যে কহে সে বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিল। এই মকদ্দমা মাদরাজের সুপ্রীম কোর্টে উক্ত দত্তক ও তৎপরে জাত পুত্রের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (অত্রস্থ) সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতদিগকে আমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া বক্ষ্যমাণ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি—'দুই ব্যক্তি, তাঁহারা সোদর ভ্রাতা হউক বা না হউক. এক বালককে, দত্তক পুত্র করিতে পারে না'। আমার পুত্রের অনুপস্থিতিতে সদরদেওয়ানী আদালতের এক জজ মে. ক্রুটলি ইসমিথ সাহেব শীলতাপূর্ব্বক আমার নিমিত্তে ঐ আদালতের পণ্ডিতদিগের স্থানে বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করেন। প্রশ্ন ১—'দুই হিন্দু ভ্রাতা একই ব্যক্তিকে পুত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? উত্তর,—'যেমত একই কন্যাকে দুই ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে না, তেমতি একই

শ্রীমতী জয়মণি দাসী—বনাম—শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী।

নজীর ৫২৯, ৫৪২ ও ৫৪৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

রায়ণ সাহেব চিফ্ জস্‌টিস্ জজমেন্টে কহিলেন যথা—আর্জি দাবীতে কৃত আর২ প্রার্থনার মধ্যে এক প্রার্থনা এই যে কালিকুমার নামক ব্যক্তি দত্তক গৃহীত হয়। ইহাতে দৃষ্ট হইয়াছে যে দত্তক গ্রহণের অনুমতি ছিল। প্রতিবাদিনীর কৌন্‌সলী প্রথমতঃ এই আপত্তি করেন যে কালিকুমার স্বীয় পিতার একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয়তঃ সংস্কারসমূহ—বিশেষতঃ চূড়াকরণ—গ্রহীতা পিতার গৃহে হওয়া উচিত ছিল। প্রথম আপত্তি বিবেচনায়—একমাত্র পুত্রের দত্তকতা যে শাস্ত্রে নিন্দিত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দত্তক গৃহীত হইলে তদ্দত্তকতা সিদ্ধ। অতএব প্রথম আপত্তিতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই এবং বিবেচনা করি যে কালিকুমার দত্তক গৃহীত হইতে পারে। ঐ কর্ম্ম উভয় পক্ষে দুই প্রকারে করিতে পারাতে, আদালত এমত বিবেচনা করিবেন না যে গ্রহীতা অধর্ম্ম ও নিন্দিত প্রকারে গ্রহণ করিয়াছে, জনক ও গ্রহীতার মধ্যে এমত নিয়ম থাকিতে পারে যে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ দুই পিতার পুত্র হইবে।

এ মকদ্দমাতে আমরা বিবেচনা করি যে কালিকুমার ঐ প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে সে অগর্হিত রূপে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় আপত্তি বিষয়ে (বক্তব্য এই যে)—জনকের গৃহে চূড়াকরণ সংস্কার হওয়া দত্তকগ্রহণের বাধক নহে,—কেননা গ্রহণের পর প্রধান তিন জাতিতেও হোম করা যাইতে পারে, ও তাহাতে ঐ দোষ খণ্ডে। পরন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে উভয় পক্ষ শূদ্র জাতীয়, ও তাহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই।

গ্রান্ট ও মালকিন্ (এই দুই জজ) উক্ত মতে মত দিলেন। ২৮ মার্চ ১৮৩৭ সাল। ১ ফুল্‌টনের রিপোর্ট, পৃ. ৭৫।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।—গ্রহীতব্য বালকের বয়ঃক্রম।

দত্তক-শাস্ত্র নিবন্ধারা গ্রহীতব্য দত্তকের বয়ঃক্রম নির্ণয়ে বিভিন্ন মত হইয়াছেন।—দত্তক মীমাংসাকার বক্ষ্যমাণ বচন কতিপয় কালিকাপুরাণের বলিয়া তদুক্তমতে অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ২সংখ্যক বচনের ব্যাখ্যানরূপে অধিক এই লিখিয়াছেন যে,—যে পুত্র জনকের গোত্রে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয় সে অন্যের (অর্থাৎ গ্রহীতার) অসাধারণ পুত্র হয় না, কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ

পুত্রকে দুই জনে গ্রহণ করিতে পারে না।" দ্রষ্টব্য—মেক্, হি. ল. পৃ. ৪৭৩—৪৭৬।

এই সমুদায়ের নিষ্কর্ষ এই যে দুই বা ততোধিক জনে (তাহারা সোদর ভ্রাতা হউক বা না হউক) এক পুত্রকে—সে ভ্রাতার বা অন্যের এক পুত্র হউক—শুদ্ধ দত্তক রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। পরন্তু দুই বা তদধিক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার একপুত্রকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ করিবার নিষেধ নাই, প্রত্যুত তাদৃশ দ্ব্যামুষ্যায়ণ করা উপরি ধৃত দত্তক মীমাংসার পংক্তি কতিপয়ে স্পষ্টই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অতএব একাধিক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতৃপুত্রকে শুদ্ধ দত্তক করিতে না পারিলেও তাহাকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৭৪।

হয়।—"দত্তাদ্যা অপি তনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতাঃ। আয়ান্তি পুত্রতাং সম্যক্ অন্যবীজসমুদ্ভবাঃ (১)॥ পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে। আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স, পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ (২)॥ চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেণ বৈ কৃতাঃ। দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যুরন্যথা দাস উচ্যতে (৩)॥ ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ ন দত্তাদ্যাঃ সুতা নৃপ। গ্রহীত্বা পঞ্চম বর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমঞ্চরেৎ" (৪)॥ অস্যার্থঃ—"দত্তকাদি পুত্র অন্যের বীজ হইতে সমুদ্ভব হইলেও (গ্রহীতার) নিজগোত্রে সংস্কার প্রাপ্ত হইলে সম্যগ্রূপে (তাহার) পুত্র হয় (১)॥ হে পৃথিবীপতে, যে পুত্র জনকের গোত্রে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়, সে অন্যের পুত্র হয় না (২)॥ যদি চূড়াদি সংস্কার (গ্রহীতার নিজ গোত্রে হয় (তবেই সে বালক) দত্তকাদি পুত্র হয়, * নতুবা (সে) তাহার দাস কথিত হয় (৩)॥ হে নৃপ পঞ্চম বর্ষের ঊর্দ্ধ বয়স্ক (বালক) দত্তকাদি পুত্র হয় না। পঞ্চম বর্ষীয়কে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে † (৪)॥ দ. মী. পৃ. ৫৪।

(২) অন্যস্যাসাধারণীং পুত্রতাং ন যাতি,—কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণো ভবতীতি। অর্থাৎ অন্যের অসাধারণ পুত্র হয় না, কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়।—দ. মী. পৃ. ৯৪।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য-ও উক্ত বচন কালিকাপুরাণের বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং তিনি ও তাঁহার অনুগামিরা ঐ বচনকে পঞ্চবৎসরাতীত বয়স্ক বালক গ্রহণের—বিশেষতঃ যে জনক কুলে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে গ্রহণের—দৃঢ় নিষেধ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিবাদ ভঙ্গার্ণব-কর্ত্তা জগন্নাথের মতে যে বালকের বয়স পঞ্চ বর্ষের অধিক,

---

* কালিকাপুরাণের বলিয়া ধৃত উক্ত বচন সম্বন্ধে নন্দ পণ্ডিতের পরিশ্রমসম্পন্ন ও কঠিন গ্রন্থের মত এইরূপ বোধ হইতেছে, যথা—যে বালকের কোন সংস্কার হয় নাই সেই দত্তকার্য্যে অত্যন্ত প্রশস্ত, গ্রহীতা-কর্ত্তৃক সংস্কার সমূহ কৃত হওনের দ্বারা তাহার পুত্রত্ব সম্বন্ধ হয়। যে বালকের চূড়া ছাড়া তৎপর্য্যন্ত সংস্কার (জনক কুলে) হয় সে তদনুকল্প.—চূড়াকরণের কাল তৃতীয় হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বিহিত। যে বালকের চূড়াকরণ সংস্কার জনককুলে হইয়া থাকে তাহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসরের মধ্যে হইলে সে গৃহীত হইতে পারে. গ্রহীতা তাহার পুত্রেষ্টি যাগ করিলে তাহার সহিত গ্রহীতার পুত্রত্ব সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সে অপ্রশস্ত পুত্র; তাদৃশ পুত্রের চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার উভয় কুলে হওয়াতে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ দ্বিপিতৃক পুত্র হয়। বিবেচ্য এই যে—বোধ হয় নন্দ পণ্ডিত উক্ত দুর্জ্ঞেয় গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ অসঙ্গত লিখিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে—যে গৃহীতব্য বালক জনককর্ত্তৃক চূড়াকরণ সংস্কার প্রাপ্ত হয় নাই সে পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর গৃহীত হইতে পারে না; পরন্তু সংস্কার প্রাপ্ত হইলেও তাহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসরের মধ্যে হইলে সে গৃহীত হইতে পারে—তাহাতে যাগ প্রভৃতি করিতে হইবে, যথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস, নোট ১১।

† দ্রষ্টব্য—দত্তক মীমাংসানুবাদ, সেকসন্ ৪, পারা ২২, নোট। মিতাক্ষরানুবাদ, চ্যা. ১, সেক্. ১১, পারা. ১৩, নোট।

অথবা যাহার চূড়াকরণ সংস্কার জনক কুলে হইয়া থাকে, তাহাকে যে কোন রূপ পুত্র গ্রহণের নিতান্ত নিষেধক উপরি উক্ত বচন *।

এবং যে মকদ্দমাতে † সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা কালিকাপুরাণ প্রমাণে তাদৃশ বালককে গ্রহণ অবৈধ কহেন ও তদনুসারে আপত্তি উপস্থিত হয় সেই মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইতেছে যে উক্ত আদালত বক্ষ্যমাণ কএক কথা বঙ্গদেশে প্রযুজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রথম,—দত্তকতাতে বয়োবিশেষ অবধারিত হয় নাই। দ্বিতীয়,—জনকের নামে ও কুলে চূড়াকরণ সংস্কার প্রাপ্ত বালক গৃহীত হওনের যোগ্য নয়। তৃতীয়,—গ্রহীতব্য বালকের বয়ঃক্রম এমত হওয়া চাই যে তাহার চূড়াকরণ সংস্কার গ্রহীতার নামে ও গোত্রে হইতে পারে।

পরন্তু উপরি ধৃত দত্তক মীমাংসার মত বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রবিধান বলিয়া মান্য হইতে পারে না,—যেহেতু তাহা এতদ্দেশে অত্যন্ত প্রামাণিক রূপে আদৃত ও দত্তকবিষয়ক সকল গ্রন্থাপেক্ষা প্রচলিত দত্তকচন্দ্রিকার মতের বিরুদ্ধ ‡।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ও জগন্নাথ প্রভৃতি তন্মতাবলম্বিদের মত বিষয়ে বক্তব্য এই যে তাঁহারা যে বচনকে কালিকা পুরাণের বলিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন ঐ বচনেরই সমূলত্বে অনেকের সন্দেহ আছে—বিশেষতঃ চন্দ্রিকাকার ও ব্যবহারময়ূখকর্ত্তা তদ্বচনকে অমূলকই কহিয়াছেন। এবঞ্চ তাহা কালিকাপুরাণের অনেক পুস্তকে না থাকাতে ও যেং পুস্তকে আছে তাহাতেও অসংলগ্ন রূপে ঐ বচন প্রবেশ করিয়া দেওয়ার ন্যায় প্রকাশ পাওয়াতে তাহা অমূলকই বোধ হয় §। ফলতঃ যদি তাহা সমূলক হইত তবে দত্তকচন্দ্রিকাকার তাহা প্রমাণ

---

* সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস, পৃ. ১৫০ § ৭।

† কীর্ত্তিনারায়ণ—বনাম—ভুবনেশ্বরী। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৬১।

‡ এতদ্বিষয়ে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয়ের যে মত-বিভিন্নতা তাহা ব্যাকরণ ঘটিত এক সমাসপদের অর্থ মূলক। মূলে ব্যবহৃত ‘চূড়াদ্য’ পদ বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন, ঐ সমাস তদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি ও অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি ভেদে দ্বিধা (অর্থাৎ চূড়ালইয়া ও চূড়াছাড়া)।—দত্তক চন্দ্রিকাকার কহেন চূড়া ঐ সমাসের অন্তর্গত নহে, অতএব তন্মতে চূড়ার পরিবর্ত্তি সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন অবধি করিয়া সংস্কারসমূহ গ্রহীতার কুলে হওয়া চাই;—পক্ষান্তরে দত্তকমীমাংসাকার চূড়া শব্দকে ‘চূড়াদ্য’ পদের অন্তর্গত মানিয়া কহেন গৃহীত বালকের চূড়া অবধি করিয়া অর্থাৎ চূড়া লইয়া সকল সংস্কার গৃহীতার গোত্রে হওয়া চাই। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ১৩। দ. মী. পৃ. ৫৪।

§ কালিকাপুরাণস্থ এক বচনানুসারে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত (দত্তকের) বয়ঃক্রম সীমা অবধারিত হইয়াছে, পরন্তু ঐ বচনের প্রামাণিকতা সন্দেহস্থল,—দত্তক মীমাংসায় তাহা ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু দত্তক চন্দ্রিকায় হয় নাই। দত্তক মীমাংসা কাশীপ্রদেশে মান্য হওয়াতে ঐ বয়ঃক্রমসীমাবিষয়ক বিধান তদ্দেশেই প্রযুজ্য, বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ দেশে নয়,—এই দুই দেশে তদ্বিধান কেবল অস্মৃত এমত নহে কিন্তু অস্বীকৃতও বটে, এবং পঞ্চম বর্ষের অনেক অধিক বয়স্ক বালক বরাবর দত্তক গৃহীত হইয়া আসিতেছে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৪।

দ্রষ্টব্য—এষ্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৫। বা. ২, পৃ. ২৩০। সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস, দ্বিতীয় হেড়। মিতাক্ষরানুবাদ. চ্যা. ১, সেক্. ১১, § ১৩।

বলিয়া ধরিতেন, অমূলক বলিয়া সন্দেহ করিতেন না। (দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ১৪, ১৫)।

পরন্তু যদি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও তন্মতাবলম্বিদের মত সমূলক বলিয়া স্বীকার করাও যায় তথাপি দত্তকচন্দ্রিকার মতের বিরুদ্ধ হওয়াতে তাহা আচারে ও ব্যবহারে মান্য হয় নাই, ও হইতে পারে না। যদি এমত আপত্তি করা যায় যে দত্তক মীমাংসাকার সদৃশ অনেক মান্য নিবন্ধ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়াতে উক্ত কালিকাপুরাণ বচন (তাহা সমূলক বা অমূলক হউক) তাঁহাদের স্বীকৃত বলিয়া মান্য করিতে হইবে,—ইহার উত্তর এই যে তথাপি তাহা বঙ্গদেশের মত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না,—কারণ দত্তক চন্দ্রিকাতে উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে যাহা বঙ্গদেশের দত্তকশাস্ত্র, এবং তাবৎ গ্রন্থ অপেক্ষা করিয়া অবিচ্ছিন্ন রূপে বিনা সন্দেহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রামাণিক রূপে আদৃত ও প্রচলিত বটে, তথাপি দায় ও দত্তক বিষয়ে যথাক্রমে জীমূতবাহনের দায়ভাগ ও দেবানন্দ ভট্টের দত্তকচন্দ্রিকা তদপেক্ষা করিয়া আদৃত ও প্রচলিত।

সদর আদালতের উক্ত নিষ্পত্তি বিষয়ে বক্তব্য এই যে—তাহার দোষ সকল সদরল্যাণ্ড্ সাহেবের লিখিত বিবেচনা দৃষ্টেই প্রকাশ পাইবে, তদ্‌যথা,—'এই রূপে দত্তকগ্রহণের কালবিশেষ নির্দ্ধারণ খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বঙ্গদেশে প্রযুজ্য কি না—সে আপত্তি না করিয়া উল্লিখিত নিষ্পত্তিতে শাস্ত্র ঘটিত অন্য যে দুই কথা স্থির হইয়াছে তাহা যেং বিষয়ক সেইং বিষয়ে সর্ব্বত্র অকাট্য বিধান রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না এমত সন্দেহ উচিত মতেই করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—তাদৃশ বিধান দত্তকমীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকার মতের বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ—যে বচন কালিকাপুরাণের বলিয়া তদুপরি জগন্নাথের ও সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের মত স্থাপিত হইয়াছে তাহার সমূলকতা যথোচিত রূপেই অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং কোন বালকের জনক কুলে চূড়াকরণ সংস্কার হইয়া থাকিলেও সে দত্তক গৃহীত হইতে পারে এমত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। —দ্রষ্টব্য সদরল্যাণ্ডের সিনপ্‌সিস্, দ্বিতীয় হেড্ § ২, পৃ. ১৫১।

এতাবতা উক্ত নিষ্পত্তি (যাহা বঙ্গদেশে প্রযুজ্য কথিত হইয়াছে,) দত্তক বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রূপে প্রচলিত দত্তক চন্দ্রিকার মতের বিরুদ্ধ হওয়াতে, এতদ্দেশে সংস্থাপিত মতের বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত কি রূপে চলিত হইতে পারে তাহা বলিতে পারি না।

গ্রহীতব্য দত্তকের বয়ঃক্রম বিষয়ে ভিন্নং গ্রন্থকর্ত্তার ভিন্নং মত হওয়াতে বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা সকল সাবধান পূর্ব্বক দত্তক চন্দ্রিকার মতানুমতই লিখিত হইল, যেহেতু তাহা এতদ্দেশে দত্তক বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক হওয়াতে তদ্বিরুদ্ধ ব্যবস্থা চলিতে পারে না, এবঞ্চ তাহা নিঃসন্দেহে যথোচিত রূপে ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রাড্‌বিবাকগণ কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় দত্তকশাস্ত্র বলিয়া আদৃত ও ধৃত হইয়াছে।

৫৫১ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দত্তক গ্রহণকাল উপনয়নের পূর্ব্বে*, শূদ্রের বিবাহের পূর্ব্বে†।

প্রমাণ। /০ কেবল উপনয়ন সংস্কার করিলেও বক্ষ্যমাণ বশিষ্ঠ বচনানুসারে গ্রহীতার দত্তকপুত্রত্ব সিদ্ধ হয়।—'বেদের ভিন্ন শাখানুগামি হইতে উদ্ভব পুত্রের নিজ গোত্রে নিজ শাখাবিহিত বিধানানুসারে উপনয়ন সংস্কার করিলে সে ঐ শাখাভাগী হয়'।—দ. চ. পৃ. ১৩।

পরন্তু ইহা অষ্টমবর্ষরূপ মুখ্য কাল মধ্যে পরিগ্রহ বিষয়ে বোধ্য‡।—দ. চ. পৃ. ১৩, ১৪।

৫৫১ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং দত্তকগ্রহণ কালঃ উপনয়নাৎ-প্রাক্*, শূদ্রস্যাবিবাহাৎ† ।

/০ উপনয়নমাত্রকরণেঽপি প্রতিগ্রহীতুর্দত্তক পুত্রসিদ্ধিঃ।—'অন্যশাখোদ্ভবোদত্তঃ পুত্রশ্চৈবোপনায়িতঃ। স্বগোত্রেণ স্বশাখোক্ত বিধিনা স স্বশাখভাক্' ইতি বশিষ্ঠ স্মরণাৎ।—দ. চ. পৃ. ১৩।

এতচ্চাষ্টমাব্দরূপ তন্মুখ্যকালাভ্যন্তরবর্ত্তি পরিগ্রহে বোধ্যং‡।—দ. চ. পৃ. ১৩, ১৪।

---

* উপনয়ন—যজ্ঞোপবীত। এই সংস্কার চূড়াকরণের পর হয়,—চূড়াকরণ উপনয়নের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অথবা অব্যবধান পূর্ব্বে করিলেও হয়। সংস্কার সমূহের সংখ্যা ৩৩৪। পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দত্তকচন্দ্রিকাতে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দত্তক গ্রহণের নির্ণীত কাল যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত, এই সংস্কারের নাম উপনয়ন,—ইহা চূড়াকরণের পর হয়; শূদ্রের দত্তক গ্রহণ কাল বিবাহ পর্য্যন্ত; পরন্তু দ্বিজাতি দত্তকের উপনয়ন ও শূদ্র দত্তকের উদ্বাহ গ্রহীতার কুলে (প্রকৃতার্থে নামে) হওয়া চাই।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭২।

অত্যন্ত চলিত ও সঙ্গত বিধান (যাহা স্বতঃ প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই যে যাহার উপনয়ন সংস্কার গ্রহীতাকর্ত্তৃক বিধি বিহিত রূপে হইতে পারে, সে দত্তক গৃহীত হওনের যোগ্য।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস, দ্বিতীয় হেড্।

বক্ষ্যমাণ মত দত্তকচন্দ্রিকার,—ইহা ঐ গ্রন্থের কঠিন ভাগ হইতে নিকৃষ্ট। ১ম—যাহার উপনয়নের মুখ্যকাল গত হয় নাই সে দত্তক গৃহীত হওনের অত্যন্ত প্রশস্ত পাত্র,—তৎপূর্ব্বের সংস্কারসকল জনক কর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকিলে তাহা পুনর্ব্বার করিতে হইবে না। উক্ত সংস্কার মাত্র সম্পাদনদ্বারা ঐ পুত্রের পুত্রত্ব হয়। ২য়,—যাহার উপনয়ন সংস্কারের মুখ্যকাল গত হইয়াছে সে দত্তক হওনের অপ্রশস্ত পাত্র। ইহাকে গ্রহণ করিলে ইহার সম্বন্ধে পুত্রেষ্টি যাগ ও চূড়াকরণপ্রভৃতি সংস্কার গ্রহীতাকে করিতে হইবে। ঐ, নোট ১১।

দ্রষ্টব্য—এষ্ট্রে. হি. ল, বা. ১, ৭৫—৭৭।

† কেননা শূদ্রের বিবাহ সংস্কারই সংস্কার (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৩৪ ও ৮,৭৮)। 'অতএব ঐ সংস্কার গ্রহীতাকর্ত্তৃক হওয়া আবশ্যক হওয়াতে তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্তই দত্তক গ্রহণ কাল। ৶০ সংখ্যক প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

‡ 'অষ্টম বর্ষ রূপ মুখ্যকাল' ব্রাহ্মণের উপনয়নের। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্যকাল গর্ভে একাদশাব্দে ও গর্ভে দ্বাদশাব্দে, তাহা বক্ষ্যমাণ মনুবচনে জ্ঞাতব্য। 'অষ্টমাব্দ' পদে গর্ভাষ্টমবর্ষ বোধ্য—ইহাও ঐ মনুবচনে জ্ঞাতব্য।

বিরুদ্ধমত খণ্ডন। 'হে পৃথিবীপতে, যে পুত্র চূড়া পর্য্যন্ত সংস্কার জনকের গোত্রে প্রাপ্ত, সে অন্যের পুত্র হয় না। যাহাদের চূড়াদি সংস্কার গ্রহীতার নিজ গোত্রে হয়, তাহারাই দত্তকাদি তনয়, নতুবা দাস কথিত হয়। যদি গ্রহীতব্য কৃতসংস্কার হয় অথবা যদি অতীতশৈশব হয়, তবে তাহাকে পঞ্চম বর্ষের পর গ্রহণ করিতে হইলে (গ্রহীতা) প্রথমে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে'॥ পুরাণের বলিয়া পঠিত এই বচন অমূলক; সমূলক হইলেও জনক গোত্রে চূড়াপর্য্যন্ত সংস্কারপ্রাপ্ত বালক গ্রহীতার পুত্র হয় না, গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক চূড়াদি সংস্কার প্রাপ্ত হইলেই সে তাহার পুত্র হয়। 'আর যদিও জনককর্ত্তৃক চূড়াকরণ সংস্কারে সংস্কৃত অথবা পঞ্চবর্ষাতীত হইয়া গৃহীত হয়, তথাপি তাহার পুত্রত্ব হয় না'। এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ নয়, কেননা ইহাতে পুনরুক্তির আপত্তি হয়,—অপিচ উপনয়নের পূর্ব্বে পঞ্চ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকেরও গ্রহণে সকল শিষ্টের অনুমোদিত পুত্রত্ব ব্যবহারে আপত্তি ও তদানীং গ্রহীতা মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে (ঐ দত্তকের) অনধিকার রূপ আপত্তি হয়।—দ. চ. পৃ. ১৪, ১৫।

যত্তু পুরাণ নাম্না (পঠন্তি,-"পিতৃগোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে। আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ॥ চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেণ বৈ কৃতাঃ। দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যুরন্যথা দাস উচ্যতে॥ যদি স্যাৎ কৃতসংস্কারো যদি বাতীত শৈশবঃ। গ্রহণে পঞ্চমাদূর্দ্ধং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেত্'॥—তদমূলং; সমূলত্বেঽপি—যজ্জনক গোত্রেণ চূড়ান্ত সংস্কার সংস্কৃতস্য ন গ্রহীতুঃ পুত্রত্বং, গ্রহীত্রৈব চূড়াদি সংস্কার করণে তৎ। যদি চ কৃতচূড়োঽতীত পঞ্চবর্ষো বা প্রাপ্তো ভবতি ন তদাস্য পুত্রত্বং সম্ভবতীতি চ বিবৃন্বন্তি', তন্ন,—অনুবাদাপত্তেঃ। পঞ্চবর্ষাভ্যন্তর গৃহীতস্যাপ্যুপনয়নাৎ পূর্ব্বং সকল শিষ্টানুমোদিত পুত্রত্ব ব্যবহারানুপপত্তেঃ, তদানীং গ্রহীতরি মৃতে তচ্ছ্রাদ্ধানধিকারোপপত্তেশ্চ।—দ. চ. পৃ. ১৪, ১৫।

প্রত্যুত উক্ত বচনার্থ এই যে—জনকগোত্রে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত বালকের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রতিগ্রহীতা চূড়াদি সংস্কার করিলে ঐ সম্বন্ধ অনিষিদ্ধ হয়। অনন্তর সংস্কার প্রাপ্ত ও পঞ্চমবর্ষাতীত বালকের (গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক) চূড়াদি সংস্কার কৃত হওনের পূর্ব্বে দাস হওয়া ইঙ্গিত হওয়াতে চূড়াদি করণানন্তর তাহার পুত্রত্ব লাভ হয়। অকৃতসংস্কার ও পঞ্চম-

কিন্ত্বয়ং বচনার্থঃ—জনক গোত্রেণ কৃত চূড়ান্ত সংস্কারস্য পুত্রত্বং নিষিদ্ধ্য প্রতিগ্রহীত্রা পুনশ্চূড়াদি করণে তৎপ্রতিপ্রসূতং। ততশ্চ কৃতসংস্কারাতীত পঞ্চবর্ষস্য চ গ্রহীত্রা চূড়াদিকরণাৎ পূর্ব্বং দাসত্বাক্ষেপাৎ চূড়াদিকরণান্তরং পুত্রত্বং লব্ধং। অকৃতসংস্কারস্যানতীত পঞ্চবর্ষস্য তু পরিগ্রহ শাস্ত্রাদেব

বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের পুত্রত্ব গ্রহণ শাস্ত্র বলেই হয়, তাহা প্রসিদ্ধ।

তৎপ্রাপ্তং, তচ্চ বিততং।—দ. চ. পৃ. ১৬।

অথবা জনককর্তৃক চূড়ান্ত সংস্কার হইলেও পুত্র পুত্র হয় না—এই অপুত্রত্বাদেশ করিয়া—'যেহেতু সে অন্যেরও পুত্র হয় এই হেতুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে 'এক পুত্রপদের ও অব্যয় 'চ' কারের ব্যর্থতারূপ দোষের পরিহার হইয়াছে। ঐ।

অথবা জনকেন চূড়ান্তং সংস্কৃতে-ঽপি পুত্রো ন পুত্র ইত্যপুত্রত্বাদেশঃ যতোঽন্যতশ্চ পুত্রতাং যাতীতি হেতুরূপদিষ্টঃ তথাচ একস্য পুত্রপদস্য বৈয়র্থ্য দূষণমপি পরিহৃতং। ঐ।

পঞ্চম বর্ষের ঊর্দ্ধ'—ইহা বেদাধ্যয়ন ফলার্থী হওনাভিপ্রায়ে কথিত, যেহেতু—'বেদাধ্যয়ন ফলাকাঙ্ক্ষি বিপ্রের (উপনয়ন) পঞ্চম বর্ষে কর্ত্তব্য'—এই মনুবচনে তদাকাঙ্ক্ষির উপনয়নের পঞ্চম বর্ষই মুখ্য কাল হওয়াতে উক্ত বচন ইহার সহিত একমূলক, কিন্তু যে ঐ ফলাকাঙ্ক্ষী নয় তাহার প্রতি 'অষ্টম বর্ষের ঊর্দ্ধ' ইত্যাদি প্রযুজ্য। দ. চ. পৃ. ১৬।

পঞ্চমাদ্বর্ষাদিতি'—ব্রহ্মবর্চ্চসফলার্থিবিপ্রাভিপ্রায়ং 'ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে' ইতি মনুবচনে তৎকামস্য পঞ্চবর্ষস্যৈব উপনয়ন মুখ্যকালত্বেন তদেকমূলত্বাৎ, তদনর্থিনস্ত্বষ্টমাব্দাদিতি। ঐ, পৃ. ১৬।

প্রমাণ। ৵৹ এবঞ্চ 'বেদের ভিন্ন শাখানুগামি হইতে উদ্ভব পুত্রের নিজ গোত্রে নিজ শাখা বিহিত বিধানানুসারে উপনয়ন সংস্কার করিলে সে ঐ শাখাভাগী হয়'—প্রাগুক্ত এই বশিষ্ঠ বচনের সহিত একবাক্যতাহেতু—'চূড়াদ্যা' এই অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহিদ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন পাওয়া যায়, শূদ্রের বিবাহাদি পাওয়া যায়।

৵৹ 'এবঞ্চ চূড়াদ্যা' ইত্যতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহিণা দ্বিজাতীনামুপনয়নলাভঃ, শূদ্রস্য তু বিবাহাদিলাভঃ। 'অন্যশাখোদ্ভবোদত্তঃ পুত্রশ্চৈবোপনায়িতঃ। স্বগোত্রেণ স্বশাখোক্ত বিধিনা স স্বশাখভাক্'—ইতি প্রাগুক্তৈকবাক্যত্বাৎ'।—দ. চ. পৃ. ১৬।

ব্যবস্থা। ৫৫২ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের চূড়াকরণের মুখ্য কাল প্রথম বা তৃতীয় বর্ষ বয়ঃক্রম *।

৫৫২ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং চূড়াকরণস্য মুখ্যকালস্তু বয়ঃক্রমস্য প্রথমো বা তৃতীয়াব্দঃ*।

* যদ্যপি উক্ত মনুবচনে বালকের প্রথম বা তৃতীয় বর্ষ বয়ঃক্রম চূড়াকরণের মুখ্য কাল কথিত হইয়াছে—তথাপি কোন কুলে তৎপরে ঐ সংস্কার করণের আচার থাকিলে তাহাই প্রশস্ত কাল বলিয়া মান্য, যেহেতু আচার পরম ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাধারণ বিধানের উপর প্রবল। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩১২—৩১৪।

উপনয়নের মুখ্যকাল ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম বর্ষ মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের গর্ভে একাদশ বর্ষ মধ্যে, বৈশ্যের গর্ভ লইয়া দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে †।

উপনয়ন মুখ্যকালস্তু—ব্রাহ্মণস্য গর্ভাষ্টমাব্দাভ্যন্তরে, ক্ষত্রিয়স্য গর্ভাদেকাদশাব্দে, বৈশ্যস্য গর্ভাদ্দ্বাদশাব্দাভ্যন্তরে।

প্রমাণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলের চূড়াকরণ শ্রুতি বিধানহেতু প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভাষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গর্ভে একাদশ বর্ষে, ও বৈশ্যের গর্ভে দ্বাদশ বর্ষে কর্ত্তব্য ॥ বেদাধ্যয়ন ফলার্থি বিপ্রের (উপনয়ন) পঞ্চম বর্ষে, বলার্থি ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ বর্ষে, ও বাণিজ্যার্থি বৈশ্যের অষ্টম বর্ষে কর্ত্তব্য ‡ ॥ মনু, অ. ২, ব. ৩৫—৩৭।

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ। প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ ॥ গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ‡। মনুঃ অ. ২, ব. ৩৫—৩৭।

উপনয়নের গৌণকাল-ও আছে, তাহা মনু কহিয়াছেন, যথা,—"ষোড়শ বর্ষের ঊর্দ্ধে ব্রাহ্মণের গায়ত্রী নাই, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসরের ও বৈশ্যের চব্বিশ বৎসরের পর গায়ত্রী নাই। ঐ বয়সের পর যথাকালে অসংস্কৃত এই তিন সাবিত্রী-পতিত ব্রাত্য ও শিষ্টের বিগর্হিত হয়। অ. ২, ব. ৩৮, ৩৯। অতএব,—

উপনয়নস্য গৌণকালোঽপি বর্ত্ততে, যথা মনুঃ,—"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে। আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ। অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ। অ. ২, ব. ৩৮, ৩৯। তেন,—

৫৫৩ মুখ্যকালে অনুপনীত বালক উপনয়নের গৌণ কালের

৫৫৩ মুখ্যকালেঽনুপনীতোঽপি বালকঃ উপনয়নগৌণকা-

† সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—'তিন প্রধান জাতির উপনয়নের নিমিত্তে নির্ণীত যে কাল তাহা বিভিন্ন। ব্রাহ্মণের উপনয়ন অষ্টম বৎসরে হওয়া চাই—এই অষ্টম বৎসর ইচ্ছাক্রমে গর্ভাধান দিবস হইতে অথবা জন্ম দিবস হইতে গণনা করা যাইতে পারে। এবং ক্ষত্রিয়ের একাদশবৎসরে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বৎসরে' (মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৩)। কিন্তু ঐ অষ্টম একাদশ ও দ্বাদশ বৎসর গর্ভাধান দিবস হইতেই গণ্য, যথা উপরি ধৃত অনুবচনে প্রকাশ। কেহ২ জন্ম দিবস হইতে গণনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রানুসারে নয়, পরন্তু কুল-ধর্ম্ম থাকিলেও তদনুসারে হইতে পারে।

মধ্যেও দত্তক গৃহীত হইতে পারে*।

লাভ্যন্তরে গৃহীতো ভবিতুমর্হতি*।

যেহেতু তখন গৃহীত হওনের পরেও তাহার উপনয়ন হইতে পারে।

তদাগ্রহণানন্তরমপি তস্যোপনয়নসম্ভবাৎ।

৫৫৪ পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপনয়নের পর ও শূদ্র বিবাহের পর গ্রহীতব্য নয়,—গৃহীত হইলেও সিদ্ধ দত্তক নয়।

৫৫৪ উপনয়নানন্তরন্তু দ্বিজো ন গ্রহণীয়ঃ, তথা শূদ্রো বিবাহাৎ পরং ন গ্রহণীয়ঃ,—গৃহীতোঽপি ন সিদ্ধ দত্তকঃ †।

---

* যাহার উপনয়নের মুখ্যকাল গত হইয়াছে সে দত্তকগ্রহণার্থে অপ্রশস্ত পাত্র। তাদৃশ দত্তক গৃহীত হইলে পুত্রেষ্টি করিতে হইবে, ও গৃহীতের চূড়াকরণাদি গ্রহীতাকে করিতে হইবে।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস্ নোট ১১।

গৌণকাল-ও অনুমত হইয়াছে, যথা ব্রাহ্মণের উপনয়ন (তাহার) গর্ভাধানের দিবস হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ঐ দিবস হইতে দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ করা যাইতে পারে।—মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৩।

বোধ হইতেছে যে 'কন্‌সিডরেসনস্ অন্ হিন্দু ল.' নামক গ্রন্থলেখক দত্তকগ্রহণের কাল বৃদ্ধিতে অসম্মত। তিনি কহেন গোপী মোহন দেবের মকদ্দমায় তৎপক্ষে যে সকল পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তৎসমুদায়েরই এই মত হয় যে তিনি পাঁচ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক থাকার প্রমাণ নিতান্ত আবশ্যক। অপিচ উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন মোসম্মাৎ ভুবনেশ্বরীর বিরুদ্ধে কীর্ত্তিনারায়ণের মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে সংযুক্ত এক বিবেচনার উল্লেখ করিয়াছেন।—তাঁহার প্রথম উক্তি সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে,—(তাহাতে) রীতিমত কোন ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল এমত দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে (বাচ্য এই যে) ঐ মত কোন্ প্রমাণমূলক তাহা দৃষ্ট হয় না। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা দ্বিতীয় বিধান রূপে লিখিয়াছেন যে চূড়াকরণ সংস্কার হইয়াগেলে পর কোন জাতিতে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না,—যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে চূড়াকরণের পরিবর্ত্তে উপনয়ন লিখা উচিত ছিল, এবং ঐ মত এইরূপে শোধন করা উচিত ছিল যে পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে চূড়াকরণ হইয়া থাকিলে তাহা গ্রহীতার কুলে পুনর্ব্বার করা যাইতে পারে, তদ্দ্বারা ঐ গৃহীত পুত্র অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়।—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৫।

† পরন্তু জ্ঞাতব্য এই যে উপনয়ন সংস্কার একবার কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দত্তক গ্রহণের অনিবার্য্য বাধা হয়। যেমত পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে চূড়াকরণ হইতে পারে সেরূপ দত্তক মীমাংসার মতে ইহা (অর্থাৎ উপনয়ন) এমত অকৃত হইতে পারে না যে পুত্রেষ্টি করণের পর তাহা পুনর্ব্বার করা যাইতে পারে। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৩।

আর এক কথা উপস্থিত, তাহা এই যে—যেমত (উপনয়নের মুখ্য কাল গত হইলে) জনকের প্রতি উপায় করা হইয়াছে তেমতি ঐ সংস্কারের গৌণকাল গত হইলে গ্রহীতা কোন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঐ সংস্কার করণে যোগ্য হয় কি না?—এই সংগ্রহে ঐ কথার মীমাংসার চেষ্টা প্রৌঢ়ি ব্যতীত নহে,—তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে বোধ হয় উপনয়ন সদৃশ নিতান্ত আবশ্যক সংস্কার জনক কুলে হওয়া অথবা উপনয়নের নিমিত্তে নির্ণীত গৌণ-

মকদ্দমা নং ৪৬৯। ১৮৫১ সাল।

রাণী নেত্রাদেয়ী (বাদিনী) আপিলাণ্ট—বনাম—অপ্রাপ্ত ব্যবহার গোপেন্দ্র নন্দন দাসের ওসী ভোলানাথ দাস (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৫৫১, ৫৫৩ ও ৫৫৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এক দত্তকতা রদের নিমিত্তে এবং পটাঁস-পুরের মৃত জমীদার কিশোর নন্দন দাস মহাপাত্রের স্থাবরাস্থাবর বিষয় দখল পাওয়ার নিমিত্তে জিলা আদালতে এই নালিশ উপস্থিত হয়।

জিলা মেদিনীপুরের ১৮৫২ সালের জুলাই মাসিক নিস্পন্ন বহির ৮৩ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠায় এই মকদ্দমার সবিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। আপিলাণ্টের পক্ষে উকীলেরা বক্ষ্যমাণ ইশু নির্দ্দেশ করেন।

প্রথম।—শাস্ত্রানুসারে এবং গ্রহীতা পিতার কুলে প্রচলিত আচারানুসারে প্রতিবাদী গৃহীত হইয়াছে কি না? এবং প্রতিবাদী তদ্রূপে গৃহীত হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে কি না?

দ্বিতীয়।—বাদিনী পতি হইতে নিজ ধনরূপে জমীদারী ইত্যাদি পাওয়া এবং ঐ পরিবারের এইরূপ কুলাচার থাকা যে সে কহে তাহা সাব্যস্ত হইয়াছে কি না?

তৃতীয়,—উভয় পক্ষের দাখিলী দলীল দস্তাবেজের মর্ম্মানুসারে জিলা আদালতের কৃত নিস্পত্তি যথার্থ কি না; আর আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতের স্থানে জিলার জজ ব্যবস্থা না লওয়াতে উক্ত বিচার সদোষ এবং অসম্পূর্ণ কি না?

চতুর্থ, যদি যথাশাস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক প্রতিবাদির দত্তক গৃহীত হওয়া অথচ পতির জীবনকালে জমীদারী ইত্যাদিতে দখিলকার থাকা যে বাদিনী এজহার করে তাহা সপ্রমাণ হয়। তবে পতির জীবনকালে বাদিনীকে যে বিষয় বর্ত্তিয়াছে তাহা সে নিজ মরণ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে যোগ্যা কি না?

কালের অতীত হওয়া (ঐ সংস্কার গৃহীতার নামে ও কুলে করণে অযোগ্যতা সম্পাদন দ্বারা) দত্তক গ্রহণের বাধক।—সদরল্যাণ্ডের সিনপসিস নোট ১২।

দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসার অনুবাদক তদগ্রন্থের শেষ ভাগে নিজ সিনপসিসে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। এবং না হওন বিষয়ে নিজ মত কহিয়া ঐ কথার মীমাংসা করণে সন্দিগ্ধ রূপে আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ বিষয় হইতে পারার পোষকতায় কোন প্রমাণ না থাকার অতিরেকে—উপনয়নদ্বারা দ্বিজত্ব হওয়াও ঐ সংস্কারের পর গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ হওনের অকাট্য কারণ। দত্তক গ্রহণ বিধান এই যে গৃহীতার কুলে গৃহীত পুত্রের পুনর্জ্জন্ম হইবে, কিন্তু উপনয়ন সংস্কার রূপ দ্বিতীয় জন্ম জনকের গৃহে পূর্ব্বেই হইয়া থাকিলে তাহা আর হইতে পারে না। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৩, নোট।

আদালত বিবেচনা করেন যে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ইষুই প্রথম,—যদি ঐ বিষয় বাদিনীকে দান করা সাবাস্ত হয় তবে অন্যান্য ইষুর তর্কবিতর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর আদালত তদ্দত্তকতার বৈধতা বিষয়ক প্রথম ও তৃতীয় ইষুর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপিলান্টের উকীল মুনশী আমীর আলী কহেন "শাস্ত্রের বিধান এই যে গৃহীত হওনকালে দত্তকপুত্র পঞ্চবর্ষের ন্যূন বয়স্ক হওয়া চাই; বর্ত্তমান ব্যক্তি (অর্থাৎ দত্তক) মনোনীত হওনকালে সাত বা আটবৎসর বয়স্ক ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স্ক হওয়ার আপত্তি আর্জি-দাবীতে করা হয় নাই—ইহা সত্য বটে, কিন্তু জজ সাহেব নিজেই সাবাস্ত করিয়াছেন ঐ বালকেরা গৃহীত হওন কালে সাত ও আট বৎসর বয়স্ক ছিল, এতাবতা আপীলে এই আদালত ঐ আপত্তি গ্রহণ করিতে যোগ্য"। ১৮৫২ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসীয় রিপোর্ট বহির ১১০ পৃষ্ঠাস্থ মে. সদর লাণ্ড সাহেবের (অনুবাদিত) দত্তক-মীমাংসা ও দত্তক-চন্দ্রিকার বাক্য উক্ত উকীল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন এই মর্ম্মে যে দত্তকতার সীমা পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত। উক্ত উকীল তদনন্তর প্রার্থনা করেন যে শ্রীধর ঘোষের জবানবন্দী দৃষ্টি করা হয়। অনন্তর এই সাক্ষির জবানবন্দী পাঠ করা হইল।

এই সাক্ষী কহে গ্রহীতৃ পিতার নিকট আনীত হওনকালে গোপেন্দ্র নন্দন ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স্ক ছিল।

অনন্তর রেস্‌পণ্ডেন্টের পক্ষে বাবু রমাপ্রসাদ রায় কহিলেন বয়ঃক্রম বিষয়ে মেকনাটন সাহেব নিজ হিন্দু-লা-র ৭১ হইতে ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে জনক পিতার কুলে চূড়াকরণ না হইয়া থাকিলে বাঙ্গলা দেশে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম শাস্ত্রীয় সীমা নহে। বিবাহের পূর্ব্বে যে কোন বয়সে কেন হউক না তাহাতে কিছু আইসে যায় না। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট বহির ১ বালামের ১৬১ পৃষ্ঠায় (প্রকটিত) মোসম্মাৎ ভুবনেশ্বরীর বিরুদ্ধে কীর্ত্তি-নারায়ণের মকদ্দমাতে, এবং ৫ বালামের ৫০ পৃষ্ঠায় ধৃত মান বিবীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ দুর্লভীর মকদ্দমাতে এই বিষয়ের নজীর দৃষ্ট হইবে। ক্রিয়া সম্পা-দনের প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে ঐ ঘরের সাত জন আমলায় জবানবন্দী দিয়াছে যে চূড়াকরণ প্রভৃতি গ্রহীতা পিতার গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিচার—

এ মকদ্দমাতে যত তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহা সাবধানে বিবেচনা করায় এই আদালত জিলার জজের কৃত নিষ্পত্তি হইতে ভিন্নমত হওয়ার কারণ দেখিতেছেন না। সম্ভব হয় যে কিশোর নন্দন মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে এমত কোন কার্য্য করিয়া থাকিবেন যাহাতে বাদিকে নিজ উত্তরাধিকারি স্বীকার করণ মনস্থের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকিবে; পরন্তু আমাদের হৃদ্বোধ হইতে পারে না যে ঐ সকল ক্রিয়া তৎকর্ত্তৃক স্বজ্ঞানাবস্থায় কৃত হই-য়াছে, অথবা বাদিনীর পক্ষে এমত প্রমাণ-ও নাই যে (ধনিকর্ত্তৃক) বিবেচনা

পূর্ব্বক এমত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে যদ্দ্বারা দত্তকপুত্রে সামান্যতঃ যে অধিকার বর্ত্তে তাহা ধ্বংস বা অতিক্রান্ত হইতে পারে। গৃহীত দত্তকদিগের সম্বন্ধে কিশোরনন্দন যে কি নিয়ম করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বাদিনীর পক্ষ হইতে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ঐ বালকদিগকে না দিয়া যদি দায়রূপ মূলধন বাদিনীকে অর্শিবার কোন বিবেচনা সম্পন্ন মনস্থ হইত তবে ধনি অবশ্যই উহাদের পক্ষে কোন বর্ত্তনোপায় করিতেন।

বিহিত ক্রিয়া সম্পাদনমূলক দত্তকতার বৈধতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বালকদিগকে গ্রহণ দিবসে কিশোরনন্দন কালেক্টর সাহেবকে রীতি-মত এই সমাচার দেন যেঐ বালকদিগকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছি, আমি তাহাতে স্পষ্টতঃ উহ্য করা হইয়াছে যে তৎকালে আবশ্যক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার বাস্তবিক প্রমাণও নথিতে দৃষ্ট হইতেছে, ও তাহা স্বয়ং কিশোরনন্দনের বয়ানে এমত দৃঢ়ীকৃত যে তাহা আমাদের নিকট প্রত্যয় যোগ্য; (বাদিনী) আপিলান্টের পক্ষে দর্শিত কোন প্রমাণে তাহার অন্যথা করা হয় নাই, সাক্ষিরা কেবল নঙর্থক বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিয়াছে—তাহারা কহে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখি নাই। গোপেন্দ্রনন্দন দাস জনক পিতার গৃহত্যাগ করার পূর্ব্বে তাহার চূড়াকরণ সংস্কার সম্পন্ন হওয়া প্রমাণ করিতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কেবল এই বিষয় প্রমাণ হইলে তাহার দত্তকতা অসিদ্ধ হইতে পারিত। রেস্‌পণ্ডেন্টের উকীল যে সকল নজীর দর্শাইয়াছেন তাহাতে উত্তমরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে শূদ্র বালক বিবাহের পূর্ব্বে যে কোন বয়েসে গৃহীত হইতে পারে। আর উচ্চ জাতীয় বালকেরা উপনয়নের পূর্ব্বে যে কোন বয়সে গৃহীত হইতে পারে।

এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে দত্তকতা সাব্যস্ত ও সিদ্ধ। এতা-বতা আপিলান্টের আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। ২৩ জুন ১৮৫৩ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৫৫৩।

রামকিশোর আচার্য্য—বনাম—ভুবনময়ী দেবী।

শূদ্রের পক্ষে বিবাহই কেবল সংস্কার (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৬৪)। অতএব শূদ্রগ্রহীতার পক্ষে নিজ নামে ঐ সংস্কার করা অত্যন্ত আবশ্যক। শূদ্র বালক দত্তক গৃহীত হওনের সময় তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত। ৮৮২ পৃষ্ঠায় ধৃত দ্বিতীয় প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

বাদীর দত্তকতার প্রতি আর এক আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তাহা তাহার দত্তকতামূলক। এক পক্ষ হইতে ঐ দত্তক গ্রহণের বয়ঃক্রম সার্দ্ধ চারি বৎসর কথিত হইয়াছে, অন্য পক্ষ হইতে দ্বাদশ বৎসর কথিত হইয়াছে। বোধ হয় প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বাদী প্রথমোক্ত বয়স্ক না হইয়া বরং শেষোক্ত বয়সের কাছাকাছি হইয়াছিল; এতাবতা চন্দ্রাবলীকর্ত্তৃক দত্তকগৃহীত হওনের পূর্ব্বে তাহার চূড়াকরণ সংস্কার হইয়া থাকিবে। পরন্তু যেহেতু এমত প্রমাণ হয় নাই যে দত্তক গৃহীত হওনের পূর্ব্বে তাহার যজ্ঞোপবীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে দত্তক অসিদ্ধ নহে।

অত্যন্ত প্রামাণিক প্রমাণানুসারে আদালতে বিচরিত হইয়াছে যে বালক

পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হওনের পূর্ব্বে দত্তক গৃহীত হইবে এই যে বিধান তাহা কেবল অনুজ্ঞা মাত্র, নিত্য বিধান নহে, এবং অবশ্য মান্য বিধান এই বোধ হইতেছে যে ব্রাহ্মণদিগের উপনয়নের পরে দত্তকগ্রহণ দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ, আর বাঙ্গলাতে তাহার সীমা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত, এবং শূদ্রদের মধ্যে বিবাহের পর দত্তক গৃহীত হইতে পারে না;—এই সীমার মধ্যে দত্তক গ্রহণ করিতেই হইবে ও তাহা বিহিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের নিয়মাধীন, তন্মধ্যে চূড়াকরণ প্রধান, ও তাহা গৃহীত বালক গৃহীতার স্বগোত্র বা ভিন্নগোত্র হওন বিবেচনানুসারে প্রযুজ্য।

এই বিবেচনায় আমার বোধ হইতেছে যে এমকদ্দমার বাদী গ্রহীতার ভ্রাতৃপুত্র হওয়াতে পিতৃব্য-কর্তৃক দত্তক গ্রহণার্হ ছিল। জনককুলে চূড়াকরণ সংস্কার হওনের পরে ভিন্নগোত্র বালক কোন অবস্থায় দত্তক গৃহীত হইতে পারে কি না, কিম্বা কি অবস্থায় পারে, এবং সংস্কার পুনর্ব্বার করা যাইতে পারে কি না, যদি করা যাইতে পারে, তবে ঐ সংস্কার পুনর্ব্বার করণের কি ফল—এই সকল বিষয়ে হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি হইতে ভিন্ন২ মত সংগৃহীত হইতে পারে। পরন্তু যেহেতু ঐ সকল বর্ত্তমান মকদ্দমাতে অবশ্য অনুসন্ধেয় নহে, অতএব তদ্বিষয়ে আর অনুধাবন অনাবশ্যক।—উক্তমকর্দ্দমাতে সদর আদালত১৮৫৯সালের ৭ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার কিয়দংশ।

তজ্‌বীজসানিতে উক্ত নিষ্পত্তি বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্থিরতর থাকে—

"অপিচ কোলব্রুক, মেকনাটন ও দত্তকচন্দ্রিকানুবাদকের মত রূপ প্রমাণ সমষ্টিতে অথচ এই আদালতের নজীর সমূহে, যৎসমুদয় এই আদালতের কোন না কোন নিষ্পত্তিতে ধৃত হইয়াছে ও (যৎপ্রতি এক্ষণে আপত্তি করা হইয়াছে, ঐ সকলে) এই বিধান বিহিত হইয়াছে যে দত্তকতা কোন বিশেষ বয়ঃক্রমে সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু উপনয়নের পূর্ব্বে হইলে অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে হইলে সিদ্ধ"।

"দত্তক গ্রহণ বিষয়ক মতে এক্ষণে যে সঙ্কোচ দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার এবং উক্ত সংস্কার ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিতে পারিলেও যে তাহা মুখ্যকালের মধ্যে করা আবশ্যক ইহার—কোন লিখিত প্রমাণ মৎকর্তৃক দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে আপত্তি করা হইয়াছিল যে গ্রহীতব্য বালক পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হওনের পূর্ব্বে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এবিষয়ে আমার বোধ হইতেছে যে দত্তক চন্দ্রিকা-ও অনুজ্ঞা বোধক, নিত্যবিধান বিষয়ক নহে, এবং যদিও বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তেরা সর্ব্বদা মুখ্যকালে গ্রহণকে প্রশস্ত কহিয়াছেন তথাপি উপনয়নের পূর্ব্ব অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে যে কোন কালে দত্তক গ্রহণকে অসিদ্ধ কহেন নাই। সদর আদালতে তজ্‌বীজ সানী মঞ্জুরির রায়"। ১৪ জানুয়ারি ১৮৬০ সাল।

প্রিবী কৌন্‌সিলে উক্ত নিষ্পত্তির কোন২ অংশ রদ হইলেও উক্ত বিষয়ক নিষ্পত্তি বহাল রহিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ —দত্তক গ্রহণ প্রয়োগ।

ব্যবস্থা। ৫৫৫ গ্রহণের পূর্ব্বদিনে গ্রহীতা উপবাস করিয়া পরদিনে নিত্যক্রিয়া করণানন্তর কুশহস্ত হইয়া আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক নারায়ণকে গন্ধ পুষ্পাদিয়া স্বস্তি বাদ করিয়া—'এই পুত্ত্র পরিগ্রহ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন'—ইহা তিনবার শুনাইবে।

" ৫৫৬ অনন্তর—'স্বস্তি' ও 'ঋদ্ধি' বলিয়া, 'স্বস্তি ন ইন্দ্র' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা, —'অদ্য অমুক মাসে অমুক তিথিতে শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা পুত্ত্রহীনত্ব প্রযুক্ত পিতৃঋণ পরিশোধ ও পুত্নামক নরক নিস্তার দ্বারা শ্রী পরমেশ্বরের প্রীতি কামনায় মনু বৃহস্পতি বশিষ্ঠ শৌনক ও পরাশর প্রভৃতি ঋষি বাক্যানুসারে আত্মবংশরক্ষার্থে (বেদের) নিজ শাখা বিহিত বিধিদ্বারা পুত্ত্র পরিগ্রহ করিব'।—এই সঙ্কল্প করিয়া গুরুপূজন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বরণ করিবে।

" ৫৫৭ অনন্তর,—বৃতাচার্য্য পঞ্চগব্যদ্বারা দেবী শোধন পূর্ব্বক বিঘ্ন দূর, আত্মশুদ্ধি ও ঘটসংস্থাপন করিয়া এবং গণেশাদি গ্রহ দিক্পালকে আর প্রজাপতি ও বিষ্ণুকে যথা-শক্তি পূজা করিয়া (বেদের) নিজ শাখা বিহিত বিধানানুসারে বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক চরু করিয়া নিজ বামে রাখিবেন।

৫৫৮ অনন্তর-গ্রহীতা বন্ধুগণকে অহ্বান ও রাজার নিকট * নিবেদন

৫৫৫ গ্রহণাৎ পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাসঃ পরদিনে কৃতনিত্যক্রিয়ো গ্রহীতা কুশহস্ত আচম্য বিষ্ণুং স্মৃত্বা নারায়ণায় গন্ধ পুষ্পং দত্ত্বা স্বস্তিবাচ্য কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পুত্ত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিক্রুবন্তু ইতি ত্রিঃ শ্রাবয়েৎ।

৫৫৬ ততঃ—স্বস্তি ঋদ্ধিঞ্চ বাচয়িত্বা 'স্বস্তি ন ইন্দ্র' ইত্যাদিকং পঠিত্বা সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ—'অদ্য অমুক মাসি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অপ্রজাত্ব প্রযুক্ত পিতৃঋণাপাকরণ পুন্নাম নরকত্রাণদ্বারা শ্রীপরমেশ্বর প্রীত্যর্থং মনু বৃহস্পতি বশিষ্ঠ শৌনক পরাশরাদি ঋষিবাক্যানুসারেণাত্মবংশরক্ষার্থং স্বশাখোক্ত বিধিনা পুত্ত্র প্রতিগ্রহমহং করিষ্যে'—ইতি সঙ্কল্প্য গুরুং সংপূজ্য ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়াৎ।

৫৫৭ ততো—বৃতাচার্য্যঃ পঞ্চগব্যেন বেদীং শোধয়িত্বা বিঘ্নানুৎসার্য্য আত্মশুদ্ধিং কৃত্বা ঘটান্ সংস্থাপ্য গণেশাদান্ গ্রহান্ দিক্পালান্ প্রজাপতিং বিষ্ণুঞ্চ যথা-শক্তি সংপূজ্য স্বশাখোক্ত বিধিনা বহ্নিং সংস্থাপ্য চরুং কৃত্বা স্ববামে স্থাপয়েৎ।

৫৫৮ ততো—গ্রহীতা বন্ধূনাহূয় রাজনি * নিবেদ্য পরিষদি দাতুঃ সম-

---

* বক্ষ্যমাণ বৃদ্ধগৌতম বচন ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

করিয়াও, সভাতে দাতার সম্মুখে গিয়া 'পুত্রং দেহি' বলিয়া যাচ্ঞা করিবে। দাতা—'যো যজ্ঞেন'—ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিয়া, ও 'দদামি ইহা কহিয়া বালককে দান করিবে। এবং গ্রহীতা—'দেবস্যত্বা' * ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত দ্বয়ে তাহাকে গ্রহণ করিয়া—'ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্ণামি সন্তত্যৈ ত্বা পরিগৃহ্ণামি,—অর্থাৎ ধর্ম্মের নিমিত্তে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি. সন্ততির নিমিত্তে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি—ইহা কহিবে। এবঞ্চ'অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি. হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্র নামাসি স জীব শরদঃ-শতং' অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত, হৃদয় হইতে অধিক জাত. তুমি আমার আত্মা, পুত্র নামিত হইয়াছ, শত বর্ষ জীবী হও'।—ইহা তিন বার পাঠ করিবে।

" ৫৫৯ অনন্তর ১—'যস্ত্বাহৃদা' ইত্যাদি, ২—'তুভ্যমগ্নে ইত্যাদি, ৩—'সোমোঽদদৎ' ইত্যাদি প্রত্যেক ঋক্‌ত্রয়া পাঁচ বার হোম করিয়া জপ করিবে।

" ৫৬০ অনন্তর—দাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবে—'অঙ্গাদঙ্গেন সংজাতঃ সজীব শরদঃ শতং। গোত্রান্তরং ততঃ প্রাপ্য স্বস্তি মাং ত্বং সদাভব'॥ অস্যার্থঃ—প্রত্যেক অঙ্গ হইতে জাত তুমি শত বর্ষ জীবী হও। গোত্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তুমি আমার সম্বন্ধে সদা শুভ হও। (এবং গ্রহীতাকে

কং গত্বা 'পুত্রং দেহি'—ইতি যাচয়েৎ, দাতা 'যো যজ্ঞেন' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্রান্ পঠিত্বা 'দদামি'—ইত্যুক্ত্বা বালকং দদ্যাৎ। গ্রহীতাচ 'দেবস্য ত্বা' * ইত্যাদি মন্ত্রেণ হস্তাভ্যাং তং পরিগৃহ্য—'ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্ণামি, সন্তত্যৈ ত্বা পরিগৃহ্ণামি'—ইতি বদেৎ। 'অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মাবৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং'—ইত্যেকবারং পঠেৎ।

৫৫৯ ততো ১—'যস্ত্বা হৃদা' ইত্যাদি, ২—'তুভ্যমগ্নে ইত্যাদি, ৩ 'সোমোঽদদৎ' ইত্যাদি চ ঋক্‌ত্রয়ং প্রতি-ঋচং পঞ্চবারং হুত্বা জপেৎ।

৫৬০ ততঃ দাতা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—'অঙ্গাদঙ্গেন সংজাতঃ সজীব শরদঃশতং। গোত্রান্তরং ততঃ প্রাপ্য স্বস্তি মাং ত্বং সদাভব'॥ (গ্রহীত্রেচ

* দেবস্য ত্বা প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামৌ।

† " ১ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশোঽস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং। ২ তুভ্যমগ্নেপর্য্যবহন্ সূর্য্যাং বহতুনা সহ পুনঃ পতিভ্যো যা জায়া অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩ সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে, রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চ দদৌ স মহ্যমথো ইমাং" ॥

করিবে)—'পুত্রং মে ধর্ম্মতোদত্তং ধর্ম্মতঃ পরিগৃহ্য চ। পালয়ৈনং যথা, ন্যায়ং বিধিপূর্ব্বং যথৌরসং'॥ দত্তকর্ত্তৃক ধর্ম্মতঃ দত্তপুত্রকে ধর্ম্মতঃ গ্রহণ করিয়া ইহাকে ন্যায্য ও বিধিবিহিত রূপে পালন কর।

৫৬১ এবং গ্রহীতা-'তোমাকে ধর্ম্মার্থে, সন্তানার্থে ও কুলরক্ষার্থে প্রযত্নে ন্যায় ও বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছি, জনক-গোত্র নিবৃত্তি পূর্ব্বক তুমি আমার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, সদা মঙ্গল হউক, সুখী ও চিরজীবী হও'—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশুর মস্তক আঘ্রাণ করিবে।

৫৬২ অনন্তর পুত্রকে বস্ত্র কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পত্নী থাকিলে তাহাকে সমর্পণ করিবে।

৫৬৩ অনন্তর-পুত্রের সহিত আচার্য্যের নিকট গিয়া দক্ষিণদিকে অগ্নি সম্মুখ করিয়া বসিবে। আচার্য্য পূর্ব্ব স্থাপিত চরুদ্বারা-'প্রজাপতে' *—ইত্যাদি মন্ত্রে শত সংখ্য প্রজাপতি-হোম করিয়া ও চরুহোম সমাপ্ত করিয়া গ্রহীতার নিজ শাখাবিহিত বেদবিধিদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম ও স্বিষ্টিকর্ত্তার হোম করিবে।

৫৬৪ অনন্তর—যজ্ঞডুমুর সমিদ্দ্বারা বিষ্ণুহোম ও পূজিত দেবতাদের তিলাজ্য হোম করিবে।

৫৬৫ অনন্তর—শাট্যায়নাদি (হোম) বামদেব্য গানান্তে কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক ধ্রুবেতে লিপ্ত ভস্ম দ্বারা তিলক দিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন।

অস্যাৎ)— 'পুত্রং মে ধর্ম্মতোদত্তং ধর্ম্মতঃ পরিগৃহ্য চ পালয়ৈনং যথান্যায়ং বিধিপূর্ব্বং যথৌরসং'॥

৫৬১ গ্রহীতা চ—'ধর্ম্মার্থায় প্রজার্থায় রক্ষণায় কুলস্য চ। গৃহ্ণামি ত্বাং যথান্যায়ং বিধিপূর্ব্বং প্রযত্নতঃ। পিতৃগোত্র নিবৃত্তশ্চ মদ্‌গোত্রং প্রাপ্তবান্ ভবান্। স্বস্তিরস্তু সুখং চাস্তু দীর্ঘায়ুস্ত্বং সদা ভব'॥ ইতি পঠিত্বা শিশোর্মূর্দ্ধাভিঘ্রাণং কুর্য্যাৎ॥

৫৬২ ততঃ পুত্রং বস্ত্রকুণ্ডলাদিভিরলঙ্কৃত সত্যাং পত্ন্যাং তস্যৈ সমর্পয়েৎ।

৫৬৩ ততঃ—সপুত্র আচার্য্য সন্নিধৌ গত্বা দক্ষিণতঃ অগ্ন্যাভিমুখং উপবিশতি। আচার্য্যশ্চ পূর্ব্বস্থাপিত চরুণা 'প্রজাপতে' * ইত্যাদি মন্ত্রেণ শতসংখ্যং প্রজাপতিহোমং কৃত্বা চরুহোমং সমাপ্য স্বশাখোক্ত বিধিনা মহাব্যাহৃতিহোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমঞ্চ কুর্য্যাৎ।

৫৬৪ ততো—উডুম্বর সমিধা বিষ্ণুহোমং পূজিত দেবতানাং তিলাজ্যহোমঞ্চ কুর্য্যাৎ।

৫৬৫ ততঃ—শাট্যায়নাদি বামদেব্যগানান্তং কর্ম্ম সমাপ্য ধ্রুবলগ্ন ভস্মনা তিলকং দত্ত্বা দক্ষিণান্তং কুর্য্যাৎ।

* "প্রজাপতে নত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা"।

এই সকল প্রক্রিয়া * এক্ষণে প্রচলিত, পরন্তু ঋষিগণকর্ত্তৃক এতদধিক প্রক্রিয়াও অভিহিত হইয়াছে, যথা,—

'আমি শৌনক পুত্র গ্রহণের উত্তম নিয়ম কহিতেছি, অপুত্র বা মৃতপুত্র ব্যক্তি পুত্রার্থে উপবাস করিয়া'। ইত্যাদি—দ. চ. পৃ, ১০।

বৃদ্ধগৌতম—'দুই বস্ত্র, দুই কুণ্ডল, ও পাগড়ি এবং অঙ্গুরীয়ক দিয়া ধার্ম্মিক ও বেদবেত্তা আচার্য্যকে এবং মধুপর্কদ্বারা রাজাকে (অ) ও শুচি ব্রাহ্মণদিগকে (ই) পূজা করিয়া, এবং কুশময় বর্হি ও পলাশ কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক বন্ধু ও জ্ঞাতিগণকে (উ) যত্নে আহ্বান করিয়া'।—বন্ধুগণকে (উ) বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, অগ্নিস্থাপনাদি ঘৃতশোধনান্ত ক্রিয়া করণান্তে দাতার নিকট গিয়া—'পুত্রং দেহি' ইহা বলিয়া যাচ্ঞা করাইবে। দানে সমর্থ দাতা—'যো যজ্ঞেন' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিয়া †। তথা—'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া, 'অঙ্গাদঙ্গাৎ' এই মন্ত্র জপান্তে শিশুর মূর্দ্ধা আঘ্রাণ পূর্ব্বক ঔরস সদৃশ সুতকে বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া। তথা—নৃত্য গীত বাদ্য সহ স্বস্তি শব্দ সংযুত সুতকে গৃহমধ্যে আনিয়া ও বিধিপূর্ব্বক চরু করিয়া—'যস্ত্বাহৃদা' ও তুভ্যমগ্নে' ইত্যাদি ঋক্‌বেদমন্ত্র এবং সোমোদদৎ' ইত্যাদি ঋক্‌বেদ মন্ত্র পঞ্চ বার পাঠ করিয়া'।—দ. চ. পৃ. ১০।

ইমা এব প্রক্রিয়াঃ * অধুনা প্রচলিতাঃ,—পরন্তু ঋষিভিরেতদধিকা অপি অভিহিতাঃ, তদ্‌যথা—

'শৌনকোঽহং প্রবক্ষ্যামি পুত্র সংগ্রহমুত্তমং। অপুত্রোমৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ'। ইত্যাদি।—দ. চ. পৃ. ১০।

বৃদ্ধগৌতমঃ—'বাসসী কুণ্ডলে দত্ত্বা উষ্ণীষঞ্চাঙ্গুলীয়কং। আচার্য্যং ধর্ম্মসংযুক্তং বৈষ্ণবং বেদপারগং। মধুপর্কেণ সংপূজ্য রাজানঞ্চ (অ) দ্বিজান্ (ই) শুচীন্॥ বর্হিঃ কুশময়ঞ্চৈব পালাশং চেধ্মমেব চ। এতানাহৃত্য বন্ধূংশ্চ জ্ঞাতীনাহূয় (উ) যত্নতঃ'।—বন্ধূনন্নেন সম্ভোজ্য ব্রাহ্মণাংশ্চ বিশেষতঃ। অগ্ন্যাধানাদিকং তত্র কৃত্বাজ্যোৎপবনান্তকং॥ দাতুঃ সমক্ষং গত্বা চ পুত্রং দেহীতি যাচয়েৎ। দানে সমর্থোদাতাস্মৈ যো যজ্ঞেনেতি পঞ্চভিঃ†॥ তথা—'দেবস্যত্বেতি মন্ত্রেণ হস্তাভ্যাং পরিগৃহ্য চ। অঙ্গাদঙ্গেত্যৃচাং জপ্ত্বা আঘ্রায় শিশুমূর্দ্ধনি। বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য পুত্রচ্ছায়াবহং সুতং'॥ তথা—'নৃত্যগীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ স্বস্তিশব্দৈশ্চ সংযুতং। গৃহমধ্যে তমাধায় চরুং কৃত্বা বিধানতঃ। যস্ত্বাহৃদেত্যৃচা চৈব তুভ্যমগ্নেত্যৃচৈকয়া। সোমোঽদদদিত্যেতাভিঃ প্রত্যৃচং পঞ্চভিস্তথেতি'।—দ. চ. পৃ. ১০।

---

* এই সকল প্রক্রিয়া দত্তক দীধিতিতে এবং দত্তক মীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকার টীকার শেষে দ্রষ্টব্য।

† 'গ্রহীতাকে দিবে—একথা উহ্য আছে। † অস্মৈ দদ্যাদিতি শেষঃ।

বৃদ্ধগৌতম—'দুগ্ধ ও ঘৃতে শত সংখ্য হোম করিবে, ও 'প্রজাপতে ন ত্বদেতা' ইত্যাদি মন্ত্রে—প্রজাপতির উদ্দেশ করিয়া'।—দ. চ. পৃ. ১১।

বশিষ্ঠ—'পুত্র প্রতিগ্রহণেচ্ছু বন্ধুদিগকে (উ) আহ্বান ও রাজাকে (অ) নিবেদন করিয়া নিবেশন মধ্যে ব্যাহৃতি হোম করত অদূরবান্ধব বন্ধু সন্নিকৃষ্টতে গ্রহণ করিবে' *। ঐ।

তিত্তিরিবেদানুগামিদের নিমিত্তে বৌধায়ন ঋষি বিশেষ বিধান কহিয়াছেন—"অথ পুত্র পরিগ্রহবিধ ব্যাখ্যা করিব,—'পুত্রগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দুই বস্ত্র, দুই কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক এবং বেদবেত্তা আচার্য্যকে ও কুশময় বর্হি ও পর্ণকাষ্ঠ উপস্থিত করিয়া, নিজগৃহে বন্ধুগণকে (উ) নিমন্ত্রণ করিয়া রাজার নিকট (অ) আবেদন পূর্ব্বক সভাতে বা আগার মধ্যে ব্রাহ্মণদের আদেশে উপবিষ্ট হইয়া—'পুণ্যাহ, স্বস্তি, ঋদ্ধি, ইহা বলাইয়া,—'যদ্দেব যজন' উল্লেখ প্রভৃতি জলস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া দাতার সম্মুখে গিয়া—'পুত্রং মে দেহি'—এই ভিক্ষা করিবে। দাতা 'দদামি' ইহা কহিবে। গ্রহীতা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া—'ধর্ম্মের নিমিত্তে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, সন্ততির নিমিত্তে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি'—ইহা কহিয়া তাহাকে বস্ত্র কুণ্ডল আর অঙ্গুরীয়ক দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ও পরিধান প্রভৃতি অগ্নিমুখ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করতঃ চরুপাক করিয়া হোম করিবে। এবং 'যস্তাহৃদাকীবিশামন্যমান' ইত্যাদি (যজুর) বেদের প্রথমাধ্যায়ের

বৃদ্ধগৌতমঃ—'পায়সং তত্র সাজ্যঞ্চ শত সংখ্যঞ্চ হোময়েৎ। প্রজাপতে ন-ত্বদেতানিত্যুদ্দিশ্য প্রজাপতিমিতি"। —দ. চ. পৃ. ১১।

বশিষ্ঠঃ—'পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় (উ) রাজনি নিবেদ্য (অ) নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা অদূরবান্ধবং বন্ধুসন্নিকৃষ্টমেব গৃহ্নীয়াৎ"*। ঐ।

তৈত্তিরীয়াণান্তু বিধিবিশেষমাহ বৌধায়নঃ—"অথ পুত্রপরিগ্রহবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ,—'প্রতিগ্রহীষ্যন্নুপকল্পয়তে দ্বে বাসসী দ্বে কুণ্ডলে অঙ্গুলীয়কঞ্চাচার্য্যং বেদপারগং কুশময়ং বর্হিঃ পর্ণময়মিধ্মমিত্যথ বন্ধূনাহূয় (উ) নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা রাজনি চাবেদ্য (অ) পরিষদি বাগারমধ্যে ব্রাহ্মণ বাগালয়ে উপবিশ্য—'পুণ্যাহং, স্বস্তি, ঋদ্ধিং'—ইতি বাচয়িত্বা 'যদ্দেব যজন' ইত্যুল্লেখপ্রভৃতি আপ্রণীতাভ্যঃ কৃত্বা দাতুঃ সমক্ষং গত্বা 'পুত্রং মে দেহি'—ইতি ভিক্ষেত দদামীতীতর আহ তং পরিগৃহ্নাতি, ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্নামি সন্তত্যৈ ত্বা পরিগৃহ্নামীত্যথৈনং বস্ত্র কুণ্ডলাদিভিরলঙ্কৃত্য পরিধান প্রভৃত্যাগ্নিমুখং কৃত্বা পক্ত্বা জুহোতি, যস্তাহৃদাকীবিশামন্যমান ইতি পুরোনুবাক্যমনূদ্য যস্মৈবং সুকৃতে জাতবেদ

---

* দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৫৮।

বাক্য পাঠ পূর্ব্বক 'যস্যৈবং স্তুক্তে জাতবেদ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে। অনন্তর ব্যাহৃতি হোম করিয়া, স্বিষ্টিকৃত প্রভৃতি ধেনুদান পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক (কহিবে) 'এই দুই বস্ত্র, কুণ্ডল, এবং এই অঙ্গুরীয়ক (আপনকার)'।—দ. চ. পৃ. ১১।

(অ) অত্রস্থলে 'রাজাপদে'—গ্রামস্বামী।—বৃদ্ধগৌতম কহিয়াছেন যে বন্ধু সকলকে ও গ্রামস্বামিকে আহ্বান করিবে।—দ. মী. পৃ. ৬৭।

রাজা দূরে থাকিলে গ্রামস্বামির নিকট নিবেদন করিবে,—যেহেতু বন্ধুসকলকে ও গ্রামস্বামিকে আহ্বান করিবে ইহা উক্ত হইয়াছে।

(ই) 'ব্রাহ্মণদিগকে'—এই বহুবচনহেতু তিন ব্রাহ্মণে পর্য্যাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণদের পূজা যাচনার্থে।—দ. চ. পৃ. ১০।

(উ) 'বন্ধুগণকে'—অর্থাৎ আত্ম মাতৃ পিতৃ বন্ধুগণকে*। 'জ্ঞাতিগণকে'—অর্থাৎ সপিণ্ডদিগকে,† তাহারদিগকে আহ্বান করা দেখিবার নিমিত্তে।

ব্যবস্থা। ৫৬৬ উক্ত প্রয়োগ সমূহের মধ্যে দান ও গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক।

কারণ। যেহেতু তদুভয়ের এক ব্যতীতও দত্তকতা অসিদ্ধ।

„ ৫৬৭ হোমপ্রভৃতি প্রধান পরিগ্রহ বিধির পালন সম্পূর্ণপুত্রতা সম্পাদনের নিমিত্তে নিতান্তই আবশ্যক‡।

ইতি যাজয়া জুহোতি অথ ব্যাহৃতীর্হুত্বা স্বিষ্টিকৃৎ প্রভৃতি সিদ্ধমাধেনুবর প্রদানাদ্দক্ষিণাং দদাত্যেতে চ বাসসী এতে কুণ্ডলে এতচ্চাঙ্গুরীয়কং।—দ. চ. পৃ. ২২।

(অ) রাজাত্র—গ্রামস্বামী। বন্ধূনাহূয় সর্ব্বাংস্তু গ্রামস্বামিনমেবচেতি বৃহদ্গৌতম স্মরণাৎ।—দ. মী. পৃ. ৬৭।

রাজ্ঞো বিপ্রকৃষ্টত্বে গ্রামস্বামিনং,—বন্ধূনাহূয় সর্ব্বাংস্তু গ্রামস্বামিনমেব চেতি স্মরণাৎ।—দ. চ. পৃ. ১০।

(ই) 'দ্বিজান্'—ইতি বহুত্বং ত্রিত্বপর্য্যবসিতং দ্বিজানাং পূজনং যাচনার্থং।—দ. চ. পৃ. ১০।

(উ) 'বন্ধূন্'—আত্মমাতৃপিতৃবন্ধূন্*। জ্ঞাতীন্—সপিণ্ডান্†। তদাহ্বানং দৃষ্টার্থং।—দ. চ. পৃ. ১০।

৫৬৬ উক্ত প্রয়োগাণাং মধ্যে দানপ্রতিগ্রহৌ নিতান্তাবশ্যকৌ।

তয়োরেকতরংবিনা দত্তকতাসিদ্ধেঃ।

৫৬৭ হোমপ্রভৃতি প্রধান পরিগ্রহবিধেঃ পরিপালনঞ্চ সম্পূর্ণপুত্রতাসম্পাদনার্থং নিতান্তাবশ্যকমেব‡।

---

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৩৮। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩০২,৩০৩।

‡ বিহিত ক্রিয়া সম্পাদন বিনা কোন পুত্র গৃহীত হইলে তাহার পুত্রতা সম্বন্ধ সাব্যস্ত হইবে না। কিন্তু সে কেবল বিবাহোপযুক্ত বিষয় বা ধন পাইতে অধিকারী হইবে।—সদর ল্যাণ্ডের সিলপ্সিস্, তৃতীয় হেড।

যেহেতু তাহা পালন বিনা পরিগৃহীতের সম্পূর্ণ পুত্রাধিকার হয় না।

প্রমাণ। অতএব দত্তকাদির পুত্রত্ব সংস্কার নিমিত্তেই সিদ্ধ। দান প্রতিগ্রহ ও হোম এই তিনের একভাবে পুত্রাভাব।—দ. মী. পৃ. ৭৭, ৭৮।

পুত্রগ্রহণ বিধি পালনের ফলাফল বিশেষ করিয়া মনু কহিয়াছেন, যথা—"যে বিহিত বিধি পালন না করিয়া পুত্র গ্রহণ করে, সে ঐ পুত্রকে বিবাহ বিধির ভাজন করিবে ধনাধিকারি করিবে না"॥ ইহার অর্থ এই যে—গ্রহণ বিধির পালন বিনা গৃহীত পুত্রের বিবাহ দিবে তাহাকে ধনাধিকারি করিবে না কিন্তু বিধির অপালন হেতু তাহার পুত্রত্ব সম্পাদন না হওয়াতে সে স্থলে পত্নী প্রভৃতি ধনাধিকারি।—দ. মী. পৃ. ৭৪।

"এতাবতা উক্ত বিধির পালন বিনা পরিগৃহীত বিবাহের উপযুক্ত মাত্র ধনভাগী, (বিষয়ের) অংশ ভাগী নয় ইহা বক্তব্য।—দ. চ পৃ. ১৩।

ব্যবস্থা। ৫৬৮ রাজাকে নিবেদন ও বন্ধুগণের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি উপাঙ্গের অপালনে দত্তকতা অসিদ্ধ নয়, অসম্পূর্ণও নয় *।

তৎপালনম্বিনা পরিগৃহীতস্য সম্পূর্ণপুত্রাধিকারাভাবাৎ।

তস্মাৎ দত্তকাদিষু সংস্কার নিমিত্তমেব পুত্রত্বমিতি সিদ্ধং। দানপ্রতিগ্রহহোমাদ্যন্যতমাভাবেতু পুত্রত্বাভাব এবেতি।—দ. মী. পৃ. ৭৭, ৭৮।

পরিগ্রহ বিধ্যভাবে বিশেষমাহ মনুঃ—'অবিধায় বিধানং যঃ পরিগৃহ্ণাতি পুত্রকং। বিবাহ বিধিভাজং তং কুর্য্যান্ন ধনভাজনং"। পরিগ্রহবিধিং বিনা পরিগৃহীতস্য বিবাহমাত্রং কার্য্যং ন ধনদানমিত্যর্থঃ। কিন্তু তত্র-পত্ন্যাদয় এব ধনভাজঃ। বিধিংবিনা তস্য পুত্রত্বানুৎপাদাৎ।—দ. মী. পৃ. ৭৪।

এবমুক্ত বিধ্যভাবে পরিগৃহীতস্য তু বিবাহোচিত ধনমাত্রভাগিত্বং নত্বংশভাগিত্বমিতি বক্ষ্যতে।—দ. চ. পৃ. ১৩।

৫৬৮ পরন্তু—রাজনিবেদন বন্ধুগণামন্ত্রণাদ্যুপাঙ্গস্যাপালনে ন দত্তকতায়া অসিদ্ধিঃ, নাপ্যসম্পূর্ণতা *।

---

* 'রাজা' পদ—টিকাকারগণ কর্ত্তৃক নগরের বা গ্রামের প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাঁহারা এবিষয়ে এক মত থাকা বোধ হইতেছে যে রাজাকে নিবেদন ও বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ যথাশাস্ত্র দত্তকতা সিদ্ধির নিমিত্তে নিতান্ত আবশ্যক নয়, কেবল তৎকার্য্যের অধিক প্রকাশ নিমিত্তে এবং দায়াধিকার বিষয়ে অভিযোগ নিবারণ ও সন্দেহ ভঞ্জন জন্যে অভিপ্রেত।—
—সদরল্যাণ্ডের প্রিন্সিপ্‌লস্‌, তৃতীয় হেড্‌।

এই নিয়ম সমূহের অধিকাংশ সামান্য মাত্র. তাহা পালন করিতেই হইবে এমত নহে। রাজার নিকট নিবেদন না করিলেও হয়।—কোলব্রুকের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৬৪।

সর্ব্ববাদিসম্মত এই যে রাজাকে সম্বাদ দেওন ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ নিতান্তই আবশ্যক নহে—কেননা তাহা ধনভাগী হইতে অধিকার বিষয়ে সন্দেহ দূরীকরণ নিমিত্তে মাত্র উক্ত কার্য্যকে অধিক প্রকাশ করণার্থে অভিপ্রেত হইয়াছে।—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮৩।

'বন্ধুগণকে'—অর্থাৎ আত্ম পিতৃ মাতৃ বন্ধুদিগকে*। 'জ্ঞাতিগণকে'।—অর্থাৎ সপিণ্ডদিগকে বান্ধবাদিকে আহ্বান রাজাকে আহ্বান বৎ দৃষ্টির নিমিত্তে, তাঁহারা একত্রিত হইয়া আত্মীয়তা হেতু পরিগৃহীত ব্যক্তিকে জানিবেন এই তাৎপর্য্য।

'বন্ধূন্'—আত্ম পিতৃ মাতৃ বন্ধূন্*। জ্ঞাতীন্—সপিণ্ডান্।—বান্ধবাদ্যাহ্বানং দৃষ্টার্থং রাজাহ্বানবৎ, বধ্নন্তি জানন্ত্যাত্মীয়তয়া পরিগৃহীতনরমিত্যর্থঃ। —দ. মী. ৬৭।

'পুত্র প্রতিগ্রহণেচ্ছু বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া' ইত্যাদি—ইহা এই সূচনার্থ কথিত হইয়াছে, যে স্বীয় বন্ধুগণের জ্ঞাত পুত্র দায়াধিকারী হইবে ও শ্রাদ্ধাদি করিবে, বন্ধুরা তাহাকে নিবারণ করিবে না। রাজাকে নিবেদনেরও এই তাৎপর্য্য। বিবাদভঙ্গার্ণব।

'পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয়' ইত্যাদি—এতেন স্ববন্ধুভির্জ্ঞাত পুত্রো দায়ং গ্রহীষ্যতি, শ্রাদ্ধাদিকঞ্চ করিষ্যতি বন্ধবস্তং ন নিবারয়িষ্যন্তীতি সূচনার্থং। রাজনি নিবেদনঞ্চাপ্যেতদর্থকমেব। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

রাজাকে নিবেদন ও বন্ধুগণের সমাগমন ভ্রাতাদির সন্তোষ নিমিত্তে ও নাম জাত্যাদি জ্ঞান রূপ দৃষ্টার্থ নিমিত্তে আবশ্যক, এতাবতা তদঙ্গ বিনাও কোন২ স্থলে পুত্রত্ব সিদ্ধ।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

রাজনি নিবেদনবন্ধুসন্নিধানয়োস্তু ভ্রাত্রাদিনিষ্প্রত্যূহকারণং নাম জাত্যাদিজ্ঞানরূপ দৃষ্টার্থকত্বেনাবশ্যকমত* দঙ্গং তদ্বিনাপি ক্বচিত্ পুত্রত্বসিদ্ধিঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কহেন—"ব্যাহৃতি হোমশ্চাত্রাঙ্গং, তদসিদ্ধাবপি পুত্রত্বসিদ্ধিঃ, অঙ্গাসিদ্ধৌ প্রধানস্যাসিদ্ধেঃ কেনাপ্যঙ্গীকারাৎ। এবমসামর্থ্যে ক্বচিদ্ধোমাঙ্গাভাবেঽপি দ্রষ্টব্যং বিবাহাদিবদিতি'।—'পুত্রত্বেন ভবতে অহং দদামি' ইত্যভিসন্ধানে 'পুত্রত্বেনাহং গৃহ্ণামি' ইত্যভিসন্ধানেচ পুত্র এবেতি ন তত্রান্যাপেক্ষা'।—ব্যাহৃতি হোমাভাবে পুত্রত্বাভাবস্য কেনাপ্যপ্রতিপাদনাৎ ব্যাহৃতি হোমং বিনাপি দানপ্রতিগ্রহাভ্যাং পুত্রত্বসিদ্ধির্নিষ্প্রত্যূহৈব'। অস্যার্থঃ—এস্থলে ব্যাহৃতি হোম-ও এক (অপ্রধান) অঙ্গ, তাহা অসিদ্ধ হইলেও দত্তকতা সিদ্ধ,—যেহেতু কেহই স্বীকার করেন নাই যে অঙ্গ অসিদ্ধ হইলে প্রধান কার্য্য-ও অসিদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন কোন স্থলে অসামর্থ্য হেতু হোমাঙ্গের আংশিকাভাবে-ও পুত্রত্ব সিদ্ধ, যথা বিবাহাদিতে'।—'ইহাকে পুত্ররূপে তোমাকে আমি দিতেছি' এই অভিসন্ধানে এবং 'পুত্ররূপে গ্রহণ আমি করিতেছি' এই অভিসন্ধানে পুত্র হয়, অন্য প্রয়োগের অপেক্ষা নাই"।—'ব্যাহৃতি হোম না হইলে পুত্রত্ব হয় না ইহা কোন গ্রন্থকর্ত্তাকর্ত্তৃক উক্ত না হওয়াতে

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৯৪।

ব্যাহৃতি হোম বিনাও দান প্রতিগ্রহ দ্বারা পুত্রত্ব সিদ্ধ ইহা নির্ব্বিবাদে সাব্যস্ত'। বিবাদভঙ্গার্ণব দত্তক প্রকরণ।

কোলব্রুক্‌ সাহেব কহেন—"হোমক্রিয়া বিহিত হইয়াছে বটে; পরন্তু তাহা কৃত না হওনের কোন প্রমাণ না থাকিলে তাহা সম্পন্নই হইয়াছে এমত অনুভব করা যাইতে পারে'। অনন্তর তিনি জগন্নাথের বক্ষ্যমাণ উক্তিতে অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্‌যথা,—'ভ্রমক্রমে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে তাহাতে দত্তকতা অসিদ্ধ হয় না'। এবঞ্চ উক্ত পণ্ডিতবর সাহেব সর্‌ টামস্‌ এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবকে লিখিত লিখন সম্বলিত যে নিজ মত লিখিয়া পাঠান তন্মধ্যে লিখিয়াছেন—'গ্রহীতার মনস্থ করিয়া কিছু মাত্র ক্রিয়া না করাতে দত্তক অসিদ্ধ হইলেও, বিনানবস্থে কিয়দংশ বর্জিত হইলে তাহাতে দত্তকতা প্রায় অসিদ্ধ হয় না;—কেননা চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার গ্রহীতার কুলে হওয়া দত্তকতা সম্পূর্ণতার নিমিত্তে নিতান্ত আবশ্যক'। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১০৬, ১৩০।

সর্‌ টামস্‌ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেব (মনু ও জগন্নাথের, এবং কোলব্রুক্‌ ও সদরল্যাণ্ড আর এলিস্‌ সাহেবের উক্তি প্রমাণে) লিখিয়াছেন,—'কোন প্রকাশ্য কার্য্যের দ্বারা দান ও প্রতিগ্রহকে প্রকাশমান করিতে হইবে। ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে বলিতে হইলে তদতিরেকে আর কিছুই নিতান্ত আবশ্যক নয়,—হোমক্রিয়, ধর্ম্মতঃ আবশ্যক বিবেচিত হইলেও তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে তদ্রূপ; কুচন ও টীকাচয় দ্বারা ব্রাহ্মণ ও আরং জাতির মধ্যে চিরকাল যে বিশেষ করা হইয়া আসিয়াছে (তাহাতে) ব্রাহ্মণ কর্তৃকই কেবল দত্ত-হোম পবিত্র বেদমন্ত্রদ্বারা যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অন্য জাতীয়েরা বিশেষতঃ শূদ্রেরা দত্তক গ্রহণে এবং তদ্রূপ আরং কর্ম্মেও পুরাণমন্ত্রদ্বারা হোমের অনুরূপ করে মাত্র। এবঞ্চ ব্রাহ্মণের পক্ষেও যদি হোমদ্বারা পারলৌকিক উপকার মানাও যায় তথাপি ব্যবহারে তাহা ঐ (দত্তক গ্রহণ) ক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্তে নিতান্ত আবশ্যক নয়, প্রত্যুত তদ্বিপরীতই অনুভবনীয়; এবং সিদ্ধান্ত এই যে—আবশ্যক ব্যক্তিদের সম্মতি, গ্রহীতার তখন অপুত্রক হওয়া, গ্রহীতব্য বালকের শাস্ত্রানুগত বয়ঃক্রমের অনূর্দ্ধ বয়স্ক হওয়া, ও সে দাতার একমাত্র বা জ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়া—এই কএকের উপর দত্তকতার সিদ্ধি নির্ভর করে, বিহিতক্রিয়া সকল নিতান্ত আবশ্যক নয়'। এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮৩, ৮৪।

জগন্নাথের উক্তির প্রথমাংশ (অর্থাৎ—হোম দত্তক গ্রহণক্রিয়ার উপাঙ্গ বই প্রধান নয়) ভ্রমময় বোধ হইতেছে, কেননা যখন দত্তকমীমাংসাদি মহাপ্রামাণিক গ্রন্থে দৃঢ় রূপে উক্ত হইয়াছে যে হোম প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদন বিনা গৃহীত দত্তকের পুত্রত্ব হয় না, ও সে বালক ধনাধিকারী হয় না, তখন শুদ্ধ জগন্নাথের কথায় তাহা অপ্রমাণ অঙ্গ হইতে পারে না, এবং তাহা বিনাও পুত্রত্ব সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জগন্নাথের অপর উক্তি (অর্থাৎ 'অসামর্থ্য প্রযুক্ত হোমের কিয়দংশ সম্পন্ন না হইলেও কখনো দত্তকতা সিদ্ধ হয়) সর্ব্বাঙ্গ

শুদ্ধ বোধ হইতেছে না, কেননা হোম কয়েকের মধ্যে কেবল সাট্যায়ন হোম (যাহা অতিরিক্ত মাত্র) না করিলেও চলে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন হোম (যাহা দত্তক গ্রহণে অত্যাবশ্যক) সম্পূর্ণ রূপে বা কিয়দংশে না করিলে দত্তকতা সম্পূর্ণ হয় না। তাঁহার শেষোল্লিখিত মতবিষয়ে (অর্থাৎ 'আমি ইহাকে পুত্ররূপে তোমাকে দান করিলাম, আমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম, এই অভিসন্ধিতেই পুত্রত্ব হয়, আর কিছুর আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হোম না হইলে পুত্রত্ব হইবে না ইহা কেহই বলেন নাই') বক্তব্য এই যে দত্তক বিষয়ে অত্যন্ত প্রামাণিক এবং সকল গ্রন্থ অপেক্ষা করিয়া ব্যবহারে প্রচলিত দত্তকমীমাংসাতে সিদ্ধান্তরূপে স্পষ্ট লিখিত ও দত্তকচন্দ্রিকাতে ইঙ্গিত হইয়াছে যে দান প্রতিগ্রহ ও হোমাদির কোন একের অভাবে পুত্রত্বাভাব ও ধনাধিকারাভাব হয়, এতাবতা—'হোম না হইলে পুত্রত্ব হইবে না ইহা কেহই কহেন নাই'—বলা নিতান্ত অসঙ্গত। অপিচ, দত্তকগ্রহণ এই নিয়মে কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে যে গ্রহীতার কুলে দত্তক পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবে, এই পুনর্জন্ম বিহিত সংস্কার করণেই কেবল হয়। তাহা উক্ত পণ্ডিতবরের বক্ষ্যমাণ উক্তিতেই প্রকাশ, যথা—"বীজশোণিতসম্বন্ধাজ্জন্ম একং, যেন কেন বা কৃতেন সংস্কারেণ চ জন্মান্তরং, একেন পুত্রমুৎপাদ্য যদান্যস্মৈ দদাতি সচ সংস্কারেণ পুনর্জনয়তি, তদা দাতুঃ সম্বন্ধবিনাশে গ্রহীতুরেব সম্বন্ধো ভবতি, অনন্তরং ভ্রান্ত্যা গোত্রব্যতিক্রমেঽপি জন্মাসিদ্ধিরিতি"। অস্যার্থঃ—শুক্রশোণিত মূলক জন্ম এক, ও যেকেহকর্ত্তৃক কৃত সংস্কারমূলক জন্মান্তর, এক ব্যক্তি পুত্র উৎপন্ন করিয়া অন্যকে দান করিলে সে সংস্কারদ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। তখন দাতার সম্বন্ধবিনাশে গ্রহীতারই সম্বন্ধ হয়। অনন্তর ভ্রান্তিতে আদিকুলে ফিরিয়া আইলেও ঐ জন্ম অসিদ্ধ হয় না। অপিচ, যদি কেবল দান ও গ্রহণ গৃহীতার সহিত গৃহীতের পুত্রত্ব সম্বন্ধ সাব্যস্ত করণ নিমিত্তে যথেষ্ট হইত, তবে গ্রহীতৃকর্ত্তৃক গৃহীতের সংস্কার না হইলে সে দান হইত না (দ্রষ্টব্য পৃ. ৯৭৭)। এতাবতা কেবল দানে ও গ্রহণে দত্তকতা সম্পূর্ণ সিদ্ধ নহে, কিন্তু যথাশাস্ত্র দান ও গ্রহণান্তে বিহিত ক্রিয়াচয় করণে সিদ্ধ হয়, তন্মধ্যে কোন এক ক্রিয়া বর্জিত হইলে পুত্রত্ব সম্বন্ধেরও অভাব হয় যথা দত্তকমীমাংসাকারকর্ত্তৃক যথার্থরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব—'দান ও প্রতিগ্রহ বই দত্তকতা সিদ্ধির নিমিত্তে আর কিছুর অপেক্ষা নাই'—জগন্নাথের এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমময়, তাহা উক্ত মহাপ্রামাণিক গ্রন্থদ্বয়ের মত বিরুদ্ধে কখনই প্রামাণিক হইতে পারে না, ব্যবহারেও মানা যাইতে পারে না।

কোলব্রুক্ সাহেবের মত প্রধানতঃ জগন্নাথের উক্তিমূলক হওয়াতে যাহা উপরি উক্ত হইল তাহা তদুত্তরেও প্রযুজ্য। উক্ত রূপ মত লিখনকালে বোধ হয় দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার লিখিত কথা কোলব্রুক্ সাহেবের মনে উদয় হয় নাই, নতুবা তাদৃশ পণ্ডিতবর ঐ অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থদ্বয়ের মত অপেক্ষা করিয়া কখনই জগন্নাথের কথাবলম্বী হইতেন না।

অতঃপর সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার দোষগুণ

বিবেচনা অনাবশ্যক, তন্মধ্যে কেবল এক কথা বিবেচনার যোগ্য, তাহা এই যে—তিনি কহেন "পবিত্র বেদমন্ত্রে দত্ত-হোম কেবল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য জাতীয়েরা, বিশেষতঃ শূদ্রেরা, আর২ ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায়, এই কর্ম্মেতে পুরাণমন্ত্রদ্বারা ঐ হোমের অনুরূপ করে"। পরন্তু যদিও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি স্বয়ং বেদমন্ত্র পাঠ করিতে ও তদ্দ্বারা ক্রিয়া করিতে প্রতিষিদ্ধ, তথাপি ঐ সকল জাতীয় ব্যক্তিরা নিজ নিজ নিমিত্তে তৎক্রিয়া করিতে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে পারে, এবং যথার্থতঃ করিয়াও থাকে। অপিচ এতদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় আর২ জাতীয় ব্যক্তিদের-ও হোম করা আবশ্যক হওয়াতে এদেশে কোন গুরুতর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপ সম্পন্নের নিমিত্তে শূদ্রদের পক্ষেও ব্রাহ্মণদ্বারা হোম করান বিহিত হইয়াছে, তাহা বক্ষ্যমাণ প্রমাণে প্রকাশ। "বশিষ্ঠঃ—'ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ। পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি নিবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রতিগৃহ্নীয়াৎ'। অত্র স্ত্রিয়াঃ পত্যনুমত্যা দানগ্রহণশ্রুতেঃ প্রতিগ্রহে হুত্বেতি শ্রবণাৎ ব্রতাদি প্রতিষ্ঠাবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা হোমেনাবিরুদ্ধং জ্ঞেয়ং, এবং শূদ্রাণামপীতি"—দত্তক নির্ণয়ঃ। শূদ্রাণামপীতি কথনাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং ব্রাহ্মণদ্বারা হোম করণাধিকারো দণ্ডাপূপন্যায়েন সিদ্ধ এব। অস্যার্থঃ "বশিষ্ঠ কহিয়াছেন—'ভর্ত্তার অনুজ্ঞাব্যতিরিক্ত স্ত্রী পুত্র দান করিবে না প্রতিগ্রহ-ও করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহকরণেচ্ছু-ব্যক্তি বন্ধুগণকে আহ্বান ও রাজাকে নিবেদন করিয়া নিবেশনমধ্যে ব্যাহৃতি হোম করণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে"। এস্থলে পতির অনুমতি ক্রমে পত্নীকর্ত্তৃক দান ও গ্রহণ হওয়া শ্রুত হওয়াতে ও 'প্রতিগ্রহে হোম করিবে' ইহা শ্রুত হওয়াতে ব্রতাদি প্রতিষ্ঠাবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা হোম করাইলে অবিরুদ্ধ হয়, ইহা জ্ঞাতব্য। শূদ্রদের-ও এইরূপ"।-দত্তক নির্ণয়। 'শূদ্রদের-ও এইরূপ' ইহা বলাতে দণ্ডাপূপন্যায়ে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের-ও ব্রাহ্মণদ্বারা হোম করণের অধিকার সিদ্ধ।

দেবলবচনানুসারে দত্তকনির্ণয়কর্ত্তার মতে—ভ্রাতৃপুত্র ও দৌহিত্রকে গ্রহণে হোমাদির আবশ্যকতা নাই, তদ্যথা —দৌহিত্র ও ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রহণে হোমাদি নিয়ম নয়, তাহা বাগ্দানেই সিদ্ধ. ইহা ভগবান্ যম কহিয়াছেন'। দ্বৈপায়ন, সরস্বতীবিলাস ধৃত দেবল বচন।

দেবলবচনানুসারেণ দত্তক নির্ণয়-কৃন্মতে ভ্রাতৃপুত্রস্য দৌহিত্রস্য চ গ্রহণে হোমাদিকরণমনাবশ্যকমেব। তদ্যথা,—'দৌহিত্রে ভ্রাতৃপুত্রে চ হোমাদি নিয়মো নহি। বাগ্দানাদেব সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ যম' ইতি দ্বৈপায়ন সরস্বতীবিলাসধৃতদেবল বচনং।

প্রাগুক্ত প্রয়োগাতিরেকে বক্ষ্যমাণ ক্রিয়াকলাপ-ও গ্রহীতার করণীয়—

প্রাগুক্ত প্রয়োগাতিরিক্তো বক্ষ্যমাণ ক্রিয়াকলাপোঽপি গ্রহীত্রা করণীয়ঃ—

ব্যবস্থা। ৫৩৪ যদি তৎ পূর্ব্বে করণীয় সংস্কার সমস্ত জনককর্ত্তৃক কৃত না হইয়া

৫৩৪ যদি চ তৎ পূর্ব্বভাবিনোঽপি সংস্কারাঃ জনকেন ন কৃতাস্তদা বীজ-

থাকে তবে বীজ ও গর্ভ দোষ পরিহার নিমিত্তে সংস্কারের ক্রমানুরোধেও ঐ সমস্ত প্রতিগ্রহীতার কর্ত্তব্য।—দ. চ.

গর্ভদোষনাশাবশ্যকত্বেন ক্রমানুরোধেন চ প্রতিগ্রহীত্রৈব তে সমাধেয়াঃ। দ. চ. পৃ. ১৩।

" ৫৬৫ যে বালকের চূড়াকরণ হইয়াছে তাহাকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণাদিস্থলে তাহার পুত্রেষ্টি যাগপূর্ব্বক উপনয়নাদিদ্বারা ও সে শূদ্র হইলে বিবাহদ্বারা পুত্রত্ব সম্পাদন করিতে হইবে।

৫৬৫ কৃতচূড়স্য গ্রহণে ব্রাহ্মণাদীনাং পুত্রেষ্টি পূর্ব্বকং উপনয়নাদিভিঃ শূদ্রস্য বিবাহেন পুত্রত্বং সম্পাদ্যং।

" ৫৬৬ যাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ অতীত হইয়াছে ও চূড়াকরণ হয় নাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে পুত্রেষ্টিপূর্ব্বক যথাসম্ভব চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা পুত্রত্ব সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

৫৬৬ অকৃতচূড়াতীতপঞ্চবর্ষস্য গ্রহণে যথাসম্ভব পুত্রেষ্টি পূর্ব্বকং চূড়াপ্রভৃতি সংস্কারৈঃ তৎপুত্রত্বং সম্পাদ্যং।

প্রমাণ। /০ জনকগোত্রে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারপ্রাপ্ত বালকের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে প্রতিগ্রহীতা পুনশ্চূড়াদি সংস্কার করিলে ঐ সম্বন্ধ অনিষিদ্ধ হয়। অনন্তর কৃতচূড় এবং অতীতপঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকের গ্রহীতা কর্ত্তৃক চূড়াদি কৃত না হইয়া থাকিলে সে দাস হওয়ার আশঙ্কা থাকাতে তাহার চূড়াদি (অ) করিলে পুত্রত্ব লাভ হয়।—দ. চ. পৃ. ১৬।

জনকগোত্রেণ কৃতচূড়ান্তসংস্কারস্য পুত্রত্বং নিষিদ্ধং প্রতিগ্রহীত্রা পুনশ্চূড়াদিকরণে তৎপ্রতিপ্রসূতং। ততশ্চ কৃতসংস্কারস্যাতীতপঞ্চবর্ষস্য চ গ্রহীত্রা চূড়াদিকরণাৎ পূর্ব্বং দাসত্বাক্ষেপাৎ চূড়াদি (অ) করণানন্তরং পুত্রত্বং লব্ধং। দ. চ. পৃ. ১৬।

/০ ‘পুত্রেষ্টি’—ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাত্র অধিকার থাকাতে তাহারা পুত্রেষ্টি পূর্ব্বক চূড়াদি দ্বারা পুত্রত্ব সম্পাদন করিবে, শূদ্রের তথনো বিবাহ সংস্কার দ্বারা পুত্রত্ব হইবে।

পুত্রেষ্টিমিতি—বর্ণত্রয়স্যৈবাধিকারাৎ তেন পুত্রেষ্টি পূর্ব্বক চূড়াদিভিঃ পুত্রত্বং সম্পাদ্যং। শূদ্রেণ তু তদাপি সংস্কারমাত্রাদেবেতি।—দ. চ. ১৬।

(অ) ‘চূড়াদি’ পদ—অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হওয়াতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির উপনয়ন ও শূদ্রের বিবাহ পাওয়া যাইতেছে।—দ. চ. পৃ. ১৬।

(অ) ‘চূড়াদি’—ইত্যতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহিণা দ্বিজাতীনামুপনয়নলাভঃ, শূদ্রস্য বিবাহাদি লাভঃ।—দ. চ. পৃ. ১৬।

তথাপি চূড়াকরণ না হইয়া থাকি-

তথাপ্যকৃতচূড়স্য চূড়াকরণমপি কর-

লে তাহাও করিতে হইবে, যথা ৫৬৪ সংখ্যক ব্যবস্থাতে বিবৃত। | ণীয়ং তদ্বিততং ৫৬৪ সংখ্যকব্যবস্থায়াং।

ব্যবস্থা। ৫৬৭ দত্তকের বিবাহক্রিয়াও গ্রহীতার করণীয়, গ্রহীতা মরিলে বা অশক্ত হইলে তাহার নামে ও গোত্রে করণীয় *।

৫৬৭ দত্তকস্য পাণিগ্রহণমপি গ্রহীত্রা সমাধেয়ং, তস্মিন্ মৃতে অশক্তে বা তন্নাম্না তদ্গোত্রেণ চ করণীয়ং *।

কারণ। কেননা তৎকালে তাহার জনকের সহিত (পুত্রত্ব) সম্বন্ধ না থাকাতে গ্রহীতাই তাহার পিতা ও গ্রহীতার গোত্রই তাহার গোত্র।

তদা তস্য জনকেন সহ পুত্রত্বসম্বন্ধাভাবেন তস্য গ্রহীতুরেব পিতৃত্বাৎ তদ্গোত্রত্বাচ্চ।

বিবেচনা। সদরল্যাণ্ড সাহেব উপরি উক্ত স্থলে 'পুনঃ' শব্দের অনুবাদ 'রিপিটিসন' অর্থাৎ 'পুনর্ব্বারকরণ' শব্দ দ্বারা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায়ে চূড়াকরণ জনককর্ত্তৃক একবার হইয়া থাকিলেও পুনর্ব্বার করিতে হয়, † এবং তিনি চূড়াকরণ পুনর্ব্বার করণের কথা ১১ সংখ্যক নোটে স্পষ্টই লিখিয়াছেন ‡। কিন্তু চূড়াকরণ একবার হইয়া থাকিলে তাহা পুনর্ব্বার হইবার বিধান কোন গ্রন্থে নাই।—প্রত্যুত দত্তকচন্দ্রিকাকার 'চূড়াদি' পদকে অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস বলিয়া, তদ্দ্বারা (চূড়া আদিতে বা পূর্ব্বে যাহার সেই ক্রিয়া অর্থাৎ) উপনয়ন মনস্থ করিয়াছেন এবং তট্টীকাকর্ত্তা স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে কৃতচূড় বালককে গ্রহণ করিতে হইলে পুনর্ব্বার তাহার চূড়াকরণ করিতে হইবে না কিন্তু পুত্রেষ্টিপূর্ব্বক উপনয়ন করিতে হইবে। অপিচ—"গোত্রাদি নিবৃত্তেরেব দর্শনাৎ, সংস্কুর্য্যাৎ স্বসুতান্ পিতেতি স্মরণাৎ গ্রহণানন্তর সম্ভাব্যমানা এব দত্তকস্য সংস্কারাঃ প্রতিগ্রহীত্রা কার্য্যাঃ ন পুনর্জ্জনকেন কৃতপূর্ব্বা অপি নিবর্ত্তনীয়াঃ' —অর্থাৎ গোত্রাদির নিবৃত্তি দৃষ্ট হওয়াতে এবং পিতা নিজ সুতদের সংস্কার করিবেন ইহা কথিত হওয়াতে,—গ্রহণের পর দত্তকের সম্ভাব্যমান সংস্কারই গ্রহীতার করণীয়, জনককর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে২ সংস্কার কৃত হইয়াছে তাহা নিবারণীয় নয়। দত্তক চন্দ্রিকাকারের এই উক্তিতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে—চূড়াকরণ সংস্কার জনক-কর্ত্তৃক একবার হইয়া থাকিলে তাহা নিবর্ত্তন পূর্ব্বক গ্রহীতাকে পুনর্ব্বার চূড়াকরণ করিতে হইবে না। কেবল পূর্ব্বে চূড়াকরণ হওন রূপ দোষের পরিহার নিমিত্তে পুত্রেষ্টি যাগ করিতে হইবে, অনন্তর উপনয়ন প্রভৃতি যথাসম্ভব সংস্কার করিতে হইবে।

---

* দত্তক চন্দ্রিকাতে দত্তক গ্রহণের কাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তিন প্রধান জাতীয়ের গ্রহণ কাল উপনয়ন পর্য্যন্ত তাহা চূড়াকরণের পরেই হয়, শূদ্রের গ্রহণকাল বিবাহপর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ের উপনয়ন ও শূদ্রের বিবাহ গ্রহীতা পিতার গোত্রে অবশ্যই হইবে। —মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭২।

† পৃষ্ঠার প্রথম প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ‡ দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৮৮০।

এবং একবার চূড়াকরণ হইয়া থাকিলে তাহা পুনর্ব্বার হওনের আচার নাই, আচার না থাকিলে তাহা বিধিবিহিত হইলেও কর্ত্তব্য নয়, কেননা শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তিতে আচারই পরম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধানের উপর প্রবল *। এতাবতা উক্ত স্থলে ব্যবহৃত 'পুনঃ' শব্দ কেবল বাক্যালঙ্কার মাত্র, তাহার পৃথগর্থ নাই। উক্ত সাহেব যিনি সংস্কার কি পদার্থ তাহা কখনো কার্য্যদ্বারা জানেন নাই করিতেও দেখেন নাই তাঁহা হইতে এমত ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু তাঁহার কথায় হিন্দুরা ঐ ভ্রমে পতিত হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় বটে"।

দশম পরিচ্ছেদ।

দান, গ্রহণ, সম্বন্ধ, বয়ঃক্রম ও ক্রিয়া প্রভৃতানুসারে গৃহীত দত্তকের গুণাগুণ।

প্রথম প্রকরণ।

দানবিষয়ে—

ব্যবস্থা। ৫৬৮ জনকজননীকর্ত্তৃক অথবা জননীর সম্মতিতে জনককর্ত্তৃক দত্ত পুত্র শ্রেষ্ঠ; জনকের অনুমতিতে জননীকর্ত্তৃক দত্ত তদনুকল্প; জননীর সম্মতি বিনা জনক-কর্ত্তৃক দত্ত মধ্যম; পতি মৃত, পতিত, প্রব্রজিত বা প্রোষিত হইলে শুদ্ধ জননীকর্ত্তৃক দত্ত পুত্র অপ্রশস্ত, কিন্তু সিদ্ধ,—অন্যাবস্থাতে পত্নীর দত্ত, অথবা জনক জননী ভিন্ন অন্যকর্ত্তৃক দত্ত পুত্র অসিদ্ধ †।

,, ৫৬৯ গ্রহীতব্য প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহার সম্মতি-ও আবশ্যক ‡।

দানবিষয়ে—

৫৬৮ জনকজননীভ্যাং জননীসম্মত্যা জনকেন বা দত্তঃপুত্রঃশ্রেষ্ঠঃ; জনকানুমত্যা জনন্যা দত্তস্তদনুকল্পঃ; জননীসম্মতিং বিনা জনকেন দত্তো মধ্যমকল্পঃ; মৃতে, পতিতে, প্রব্রজিতে প্রোষিতে বা ভর্ত্তরি জনন্যা দত্তোঽপ্রশস্তঃ, কিন্তু সিদ্ধঃ; অন্যাবস্থায়াং তয়া দত্তস্তাভ্যামন্যতো দত্তো বা অসিদ্ধঃ †।

৫৬৯ প্রাপ্তব্যবহারশ্চেদ্‌গ্রহীতব্যস্তৎ সম্মতিরপি আবশ্যকী ‡।

---

* দ্রষ্টব্য—বী. দ. পৃ. ৩১২—৩১৪। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৪৩।

‡ দত্তকতার সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধ্যর্থে আবশ্যক যে গ্রহীতব্য ব্যক্তিও সম্মতি দেয়, অথবা সে অপ্রাপ্তব্যবহার থাকিলে যোগ্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক দত্ত হয়। কোন বালককে দত্তক গ্রহণার্থে দানের যথাশাস্ত্র ক্ষমতাবিষয়ে সঙ্গত মত নিষ্কর্ষ করা কঠিন। শুদ্ধতর মত এইরূপ বোধ হইতেছে যথা—প্রথমতঃ, পিতা অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রকে তাহার জননীর সম্মতি বিনা-ও

৫৭০ জ্যেষ্ঠ বা একমাত্র পুত্র শুদ্ধ দত্তক রূপে গৃহীত হইলেও নব্য মতে সিদ্ধ; কিন্তু ধর্ম্ম্য নয়,* পরন্তু প্রাচীন মতে তাহা অসিদ্ধই।

৫৭০ জ্যেষ্ঠপুত্রঃ একমাত্র পুত্রো বা শুদ্ধদত্তক রূপেণাপি গৃহীতশ্চেৎ নব্যানাং মতে সিদ্ধঃ, কিন্তু ন ধর্ম্ম্যঃ;* প্রাচীন মতে তু অসিদ্ধ এব।

দিতে পারেন, পরন্তু তাঁহার সম্মতি লইলে অধিক প্রশস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ—জনক থাকিতে জননী সচরাচর তাদৃশ দানে ক্ষমতাবতী নয়। তৃতীয়তঃ—জননী নিজ পতির মরণান্তে অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রকে মহাকষ্ট বা আবশ্যক হইলে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৪২ দিতে পারেন কোন পুরুষ চিরপ্রোষিত, প্রব্রজিত, বা পতিত হইলে শাস্ত্রতঃ মৃত হওয়াতে ফলতঃ মৃত কল্পিত হইবে।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস্, দ্বিতীয় হেড।

পুত্রের অসম্মতিতে সামান্যতঃ তাহাকে দানকরার নিষেধাত্মক বচনের অভাব নাই বটে, কিন্তু এই অর্থ শুদ্ধ বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বচন প্রাপ্তব্যবহার পুত্র বিষয়ক। অপ্রাপ্তব্যবহারের শাস্ত্রতঃ কোন অনুমতি হইতে পারে না।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস্, নোট্ ৮।

"পতির অনুমতি থাকিলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা পারে না"—এই উত্তর বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুমত। কিন্তু মিতাক্ষরাবলম্বি কাশী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশীয়রা পতির জ্ঞাতির অনুমতি হইলে পতির অনুমতি না থাকিলেও দত্তক গ্রহণে পত্নীর ক্ষমতা থাকা স্বীকার করেন।—দ্রষ্টব্য এস্ট্রে. হি. ল. বা. ২. পৃ. ৩৮।

যেহেতু পতির জ্ঞাতিরা বিধবাকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিতে পারে (দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরানুবাদের নোট. চ্যা. ১, সেক্. ১১, § ৯, অতএব) যেহ স্থলে বিজ্ঞানেশ্বরের, এবং ময়ূখ প্রভৃতি তৎপ্রদেশীয় আর আর গ্রন্থের মত মানাগিয়া থাকে, তত্তৎস্থলে পুত্রের অনুমতি-ও (দত্তক গ্রহণার্থে) যথেষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু বঙ্গদেশে ভিন্ন মত,—এখানে পতি ভিন্ন অন্যের অনুমতি অকর্ম্মণ্য।—ইহাতে সন্দেহ নাই যে লিখিত অনুমতি নিতান্ত আবশ্যক নহে।—কোলব্রুকের বিবেচনা। এস্ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭২। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১ পৃ. ৬৪।

গৃহীতকে-ও সম্মতি দিতে হইবে, কিন্তু—যেমত সচরাচর ঘটিয়া থাকে,—সে যদি তৎকালে অপ্রাপ্তব্যবহার থাকে, তবে যাহারা তাহাকে দান করিবে সে তাহাদের কার্য্যে বাধিত হইবে।—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭৩।

দত্তককরণার্থে-ও পুত্র দান করা গিয়া থাকে, তাহা গ্রহীতার অপুত্রতাজন্য ক্লেশ নিবারণার্থেই ধর্ম্মকর্ম্ম রূপে করা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষ নাই, তাহাতে (ঐ পুত্রের) যে সম্মতি আবশ্যক তাহা—'অপ্রতিষিদ্ধ হইলেই অনুমত'—এই ন্যায়ে অপ্রতিষেধেই হয়। বিবাদভঙ্গার্ণব। দ্রষ্টব্য—কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ১০৩।

পঞ্চমবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক দত্ত হইলে তাহার দত্তকতা সিদ্ধ, তৎকালে তাহার সম্মতি কথন শুকাদির ন্যায়ে শিক্ষিত মাত্র; ব্যবহারকার্য্যে যোগ্য বয়সের ন্যূন বয়স্ক বালকের কথিত কথা ব্যবহারে গ্রাহ্য হওনের কোন প্রমাণ নাই, এতাবতা পুত্রকে দান বিক্রয় বা ত্যাগ করিতে জনক জননীর ক্ষমতা আছে এমত বিধানে—ঐ পুত্র ব্যবহারজ্ঞ বা প্রাপ্তব্যবহার হইয়া থাকিলে তদ্দানে বা বিক্রয়ে তাহার সম্মতি আবশ্যক। ঐ। দ্রষ্টব্য কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ১০৯।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. ৯৩৭। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ২৪২—২৭২।

ফলতঃ কোন ঋষির এমত অভিপ্রায় থাকা বোধ হইতেছে না যে জ্যেষ্ঠ বা একমাত্র পুত্র কখনো শুদ্ধ দত্তক হইবে, কেননা—‘এক পুত্র দিবে না প্রতিগ্রহ-ও করিবে না, সে পূর্ব্ব পুরুষের বংশরক্ষার নিমিত্তে.’—এই বচনে তথা অনেক পুত্র থাকিতে জ্যেষ্ঠকে দিবে না ‘জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রে মানব পুত্রবান্ হয়,’ এতদ্দ্বারা সেই পুত্রের কার্য্যকরণে মুখ্য কথিত হওয়াতে তাদৃশ পুত্রদানাদান নিষিদ্ধই বোধ্য*।—এতাবতা প্রাচীনমতই ঋষিবচনানুমত ইহা বাচ্য।

বস্তুতস্তু কস্যাপি ঋষেরেবমভিপ্রায়ো নোপগম্যতে যজ্জ্যেষ্ঠ একমাত্র পুত্রো বা কদাপি শুদ্ধদত্তকো ভবিষ্যতি-প্রত্যুত—‘নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা, সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষামিতি’ বচনেন, তথা অনেক পুত্র সম্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠো ন দেয়ঃ ‘জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানব’ ইতি তস্যৈব পুত্রকার্য্যকরণে মুখ্যত্বাভিধানেনচ তাদৃশ পুত্রদানাদানস্য নিষেধ এব বোধ্যতে*।—অতএব প্রাচীনমতমেব ঋষিবচনানুমতং বক্তব্যং।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রতিগ্রহবিষয়ে—

ব্যবস্থা। ৫৭১ যাহার নিমিত্তে দত্তক গ্রহীতব্য সে সস্ত্রীক হইয়া (অস্ত্রীক হইলে) কেবল স্বয়ং গ্রহণ করে যে দত্তক সে উত্তমকল্প, তদনুমতিক্রমে পত্নীকর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক, তদনুকল্প, পতির অনুমতি বিনা অথবা অন্যের অনুমতিতে গৃহীত দত্তক অসিদ্ধ †।

প্রতিগ্রহবিষয়ে—

৫৭১ যস্য নিমিত্তং দত্তকো গ্রহীতব্যঃ সস্ত্রীকেণ অস্ত্রীকেণ তেন বা স্বয়ং গৃহীত উত্তমকল্পস্তদনুমত্যা পত্ন্যা গৃহীতস্তদনুকল্পঃ, পত্যনুমতিং বিনা, অন্যস্যানুমত্যা বা পত্ন্যা গৃহীতো দত্তকোঽসিদ্ধঃ †।

তৃতীয় প্রকরণ।

সম্বন্ধ বিষয়ে—

ব্যবস্থা। ৫৭২ ভ্রাতৃপুত্রই শ্রেষ্ঠ, তদভাবে সগোত্র সপিণ্ড, তদভাবে অস-

সম্বন্ধ বিষয়ে—

৫৭২ ভ্রাতৃপুত্র এব শ্রেষ্ঠস্তদভাবে সগোত্রসপিণ্ডস্তদভাবে অসগোত্র

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৫০। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ২৪৭—২৭২।

† জ্ঞাতির অনুমতিতে পত্নীর পুত্র গ্রহণ রূপ আপত্তি কর্ত্তব্য নয়, কেননা তাহাতে ‘পতি’ পদ উপলক্ষণ হওয়ার আপত্তি হয়, প্রযোজন-ও অসিদ্ধ হয়. ভর্ত্তার অনুজ্ঞার প্রয়োজন এই যে স্ত্রীর পরিগ্রহণদ্বারা-ও ভর্ত্তার পুত্র সিদ্ধ হইবে।—দ. মী. পৃ. ৭।

তর্হি জ্ঞাত্যনুজ্ঞৈব তস্যাঃ পুত্রীকরণমস্ত্বিতি চেন্ন ভর্ত্তৃপদস্যোপলক্ষণত্বাপত্তেঃ। প্রয়োজনাসিদ্ধেশ্চ,—প্রয়োজনঞ্চ ভর্ত্রনুজ্ঞানস্য স্ত্রীকৃত পরিগ্রহেণাপি ভর্ত্তৃপুত্রত্ব সিদ্ধিঃ।—দ. মী. পৃ. ৭।

গোত্র সপিণ্ড, তদভাবে অসপিণ্ড জ্ঞাতি গ্রহণীয়, ইহাদের নিকটতরত্ব ক্রমে প্রাশস্ত্যের ক্রম, তদভাবে অপর-ও গ্রহণীয়,* কিন্তু সে অধমকল্প।

সপিণ্ডস্তদভাবেঽসপিণ্ডজ্ঞাতিঃ গ্রহণীয়ঃ তেষামাসন্নতরত্বক্রমেণ প্রাশস্ত্যক্রমঃ, তদভাবে চাপরোঽপি গ্রহণীয়ঃ,* সচাধমকল্পঃ।

" ৫৭৩ তথাচ নিকট ব্যক্তি প্রাপ্য হইলেও অপরকে গ্রহণ অসিদ্ধ নয়, কেবল অধম কল্প মাত্র *।

৫৭৩ তথাচ প্রাপ্যেঽপি সন্নিহিতজনে অপরস্য গ্রহণং নাসিদ্ধম্, কেবল মধমকল্প এব*।

" ৫৭৪ যাহার জননী বা জনক গ্রহীতার বা গ্রহীত্রীর বিবাহ যোগ্য নয়, সে গ্রহণীয় নয়, গৃহীত হইলে-ও সিদ্ধ দত্তক নয় *।

৫৭৪ যস্য জননী জনকো বা গ্রহীতুঃ গ্রহীত্র্যাঃ বা অবিবাহ্যঃ স ন গ্রহণীয়ঃ, গৃহীতশ্চেদসিদ্ধ দত্তকঃ*।

" ৫৭৫ শূদ্রের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র দত্তক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা উত্তমকল্প নয়।

৫৭৫ শূদ্রস্য ভাগিনেয়ঃ, দৌহিত্রো বা দত্তকো ভবতি, পরন্তু নোত্তমকল্পঃ।

" ৫৭৬ অসজাতীয়কে গ্রহণ সর্ব্বথা অসিদ্ধ।

৫৭৬ অসজাতীয়স্য গ্রহণং সর্ব্বথা অসিদ্ধং‡।

চতুর্থ প্রকরণ।

বয়ঃক্রম বিষয়ে —

বয়ঃক্রমবিষয়ে —

" ৫৭৭ সকল সংস্কারের পূর্ব্বে গৃহীত পশ্চাৎ গ্রহীতৃ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব সংস্কারে সংস্কৃত দত্তক প্রশস্ততম; চূড়াকরণ অথচ পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে গৃহীত তদ-

৫৭৭ সর্ব্ব সংস্কারাৎ প্রাগেব গৃহীতঃ পশ্চাৎ গ্রহীত্রা কৃতসংস্কারো দত্তকঃ প্রশস্ততমঃ; চূড়াকরণাৎ পঞ্চমাব্দাচ্চ প্রাক্ গৃহীতস্তদনুকল্পঃ; পঞ্চমাব্দা-

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৫৩—৮৬৩। † বিবাহ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৮৩৬।

(মনুবচনে দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৩৩,) 'ভ্রাতাদের এই পদ পুংলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে অথচ পদদ্বয়ের উপাদান সামর্থ্য হেতু সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনীদের পরস্পর পুত্র গ্রহণাভাব বোধ হইতেছে, তাহা বৃদ্ধ গৌতম কহিয়াছেন— 'ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণে কোথাও ভাগিনেয় পুত্র হয় না'—ইহাতে ভাগিনেয় পদ ভ্রাতৃপুত্রের-ও উপলক্ষণ, এতাবতা—ভগিনী ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রহণ করিবে না এই অর্থ সিদ্ধ।—দ. মী. পৃ. ২৮।

(মনুবচনে দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৩৩,) ভ্রাতৃণামিতি পুংস্ত্ব নির্দ্দেশাৎ পদদ্বয়োপাদানসামর্থ্যাচ্চ সোদরাণাং ভ্রাতৃভগিনীনামপি পরস্পর পুত্রগ্রহীতৃত্বাভাবোঽবগম্যতে। তদাহ বৃদ্ধ গৌতমঃ)—'ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ ক্বচিৎ' ইতি ভাগিনেয়পদং ভ্রাতৃপুত্রস্যাপ্যুপলক্ষণং, তেন ভগিন্যা ভ্রাতৃপুত্রো ন গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ সিদ্ধ্যতি।—দ. মী. পৃ. ২৮।

‡ দ্রষ্টব্য—৮৪৯ প্রভৃতি।

নুকল্প, পঞ্চম বর্ষের পর চূড়াকরণের পূর্ব্বে গৃহীত তদনুকল্প, চূড়াকরণের পরে উপনয়নের মুখ্যকালাভ্যন্তরে গৃহীতও সিদ্ধ, কিন্তু তাদৃক্ প্রশস্ত নয়; ব্রাহ্মণাদি উপনয়নের পর ও শূদ্র বিবাহের পর গৃহীত হইলে অসিদ্ধ।	নন্তরং চূড়াকরণাৎ প্রাক্ গৃহীতস্তদনু-কল্পঃ, চূড়াকরণানন্তরমুপনয়নমুখ্য-কালাভ্যান্তরে গৃহীতোঽপি সিদ্ধঃ, কিন্তু ন প্রশস্তঃ। দ্বিজ উপনয়নাৎ পরং শূদ্রো বিবাহানন্তরং গৃহীতশ্চেদ-সিদ্ধএব।

বিবেচনা। উপনয়নের মুখ্যকালগতে গৌণকালাভ্যন্তরে গৃহীত দত্তক সিদ্ধ হইলেও যে সে অধমকল্প ইহা সর্ব্ব স্বীকৃত। পরন্তু তাদৃশ দত্তকের সিদ্ধি বিষয়ে দুই মত আছে।

এক এই যে, কেহ কেহ কহেন—"উপনয়ন মাত্র করণেঽপি প্রতিগ্রহীতু-র্দত্তকসিদ্ধিঃ" (অর্থাৎ উপনয়ন মাত্র করণে-ও প্রতিগ্রহীতার দত্তক সিদ্ধি। দত্তক চন্দ্রিকাকারের এই বাক্যে সগোত্রাসগোত্রের ও মুখ্য গৌণকালের বিশেষ ব্যপদেশ না থাকাতে তন্মতে সামান্য উপনয়ন কালের মধ্যে (অর্থাৎ তন্মুখ্য বা গৌণকালাভ্যন্তরে) গৃহীত দত্তক—সে সগোত্র বা অসগোত্র কর্ত্তৃক নীত হউক—সিদ্ধ।

অন্য এই যে, অন্যস্মার্ত্তেরা—"চূড়াদ্যা যদি সংস্কারাঃ নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতাঃ। দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তেস্যুরন্যথা দাস উচ্যতে॥ যদিস্যাৎ কৃত সংস্কারো* যদি বাতীত শৈশবঃ"। এই বচনের ব্যাখ্যা এই মত করিয়া যে—'যদি দত্তকাদির চূড়াদি সংস্কার গ্রহীতার নিজ গোত্রে হয়, ও তাহারা যদি গ্রহীতার নিজ গোত্রে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয় * অথবা অতীত-শৈশব অর্থাৎ গর্ভাষ্টমা-স্বরূপ উপনয়নের মুখ্যকালাতীতবয়স্ক হয়,(তথাপি) দত্তকাদি সুত হইবে, অন্যথা (অর্থাৎ গ্রহীতার গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্রে চূড়াদি উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত বা উপনয়নের মুখ্যকালাতীত হইলে যদি কোন বালক দত্তক গৃহীত হয়, তবে সে (তনয় না হইয়া) দাস হইবে,' এই নিষ্কর্ষ করেন যে—যদি জনক ও গ্রহীতা পরস্পর এক গোত্র বা জ্ঞাতি হয়, তবে ঐ সকল জনকের গোত্রে ঘটিলেও তাহা গ্রহীতার নিজ গোত্রেই হইল, এভাবতা উপনয়ের মুখ্যকাল গতে তদ্‌গৌণ কালাভ্যন্তরে কোন বালক জনকগোত্রীয় কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে সিদ্ধ পুত্র হইবে, ভিন্নগোত্রকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে সিদ্ধ হইবে, না। অপিচ—"অন্যশাখোদ্ভবোদত্তঃ পুত্র শ্চৈবোপনায়িতঃ, স্বগোত্রেণ স্বশাখোক্ত বিধিনা স স্বশাখভাক্" (অর্থাৎ বেদের অন্যশাখাবলম্বি হইতে সম্ভূত

---

* এই বচনানুরোধে কেহ কেহ এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন যে সগোত্রকে দত্তক গ্রহণ স্থলে তাহার উপনয়ন জনক গোত্রে হইয়া থাকিলেও সে গৃহীত হইতে পারে, কেননা তাহাতেও তাহার উপনয়ন নিজ গোত্রে হওয়া হইল।—পরন্তু যখন বিশেষ বিধান এই হইয়াছে যে গৃহীতের উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার গৃহীতৃ-কর্ত্তৃক বা তাহার নামে না হইলে পুত্রত্ব হয় না, এবং উপনয়নের পর দত্তক গ্রহণের আচার নাই, তখন তদ্বিরুদ্ধে ঐ সাধারণ বচন বলবৎ ও মান্য হইতে পারে না।

দত্তক গ্রহীতার নিজ গোত্রে ও নিজ শাখাবিহিত বিধান দ্বারা উপনয়ন প্রাপ্ত হইলে নিজ শাখাভাগী হয়) এই বশিষ্ঠ বচনে গ্রহীতার স্বগোত্রে উপনয়ন কৃত হওয়াতে—তাঁহারা এই স্থির করেন যে ঐ উপনয়ন ভিন্ন গোত্রের গ্রহণ স্থলে প্রযুজ্য (নতুবা স্বগোত্র শব্দ ব্যবহারের কি আবশ্যকতা ছিল,) এবঞ্চ উক্ত বচন ব্যাখ্যানে দত্তকচন্দ্রিকাকারকর্ত্তৃক এই মত কথিত হওয়াতে যথা— 'এতচ্চ অষ্টমাব্দরূপ তন্মুখ্যকালাভ্যন্তরে বোধ্যং. অন্যথা মুখ্যকালে অধিকার যোগ্যতাভাবে গৌণকালে অনধিকারান্ন তৎসিদ্ধিরিতি' (অর্থাৎ ইহা অষ্টমাব্দরূপ উপনয়নের মুখ্যকালাভ্যন্তরে বোধ্য, নতুবা মুখ্যকালে অধিকার যোগ্যতা না থাকিলে গৌণকালে অনধিকারহেতু তাহা সিদ্ধ নয়) এই নিষ্কর্ষ করেন যে ভিন্নগোত্র গ্রহীতা উপনয়নের মুখ্যকালমধ্যে দত্তক গ্রহণ করিলে তবে গৃহীতের উপনয়ন করণে অধিকারী হয়, ঐ কাল গতে উপনয়নের গৌণকালমধ্যে গ্রহণ করিলে হয় না, এবং গৃহীতের উপনয়ন করিতে না পারিলে-ও দত্তকতা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ঐ নিষেধ উপনয়নের মুখ্যকাল গতে স্বগোত্র গ্রহণের ও তাহার উপনয়ন করণের প্রতি নয়। এতাবতা তন্মতে উপনয়নের মুখ্যকাল গতে কোন ব্যক্তি ভিন্নগোত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না, করিলেও সিদ্ধ হয় না, কিন্তু স্বগোত্রস্থলে তৎকালগতে উপনয়নের গৌণকাল মধ্যে গৃহীত দত্তক সিদ্ধ।

পঞ্চম প্রকরণ।

ক্রিয়াবিষয়ে—

ব্যবস্থা। ৫৭৮ গ্রহীতৃকর্ত্তৃক সকল সংস্কারে সংস্কৃত দত্তক প্রশস্ততম; পঞ্চমবর্ষের পূর্ব্বে গৃহীত ও গ্রহীতৃ কর্ত্তৃক কৃতচূড় প্রশস্ততর; পঞ্চমবর্ষের পর চূড়াকরণের পূর্ব্বে* গৃহীত হইয়া গ্রহীতৃ কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি পূর্ব্বক কৃতচূড় প্রশস্ত; চূড়াকরণের পর গৃহীত উপনয়নের মুখ্যকালের মধ্যে উপনীত মধ্যমকল্প, তদনন্তর গৃহীত উপনয়নের গৌণকালাভ্যন্তরে উপনীত অধমকল্প †। তাহার পর দ্বিজকর্ত্তৃক ও বিবাহের পর শূদ্রকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে অসিদ্ধ।

ক্রিয়াবিষয়ে—

৫৭৮ গ্রহীত্রা কৃতসর্ব্বসংস্কারো-দত্তকঃ প্রশস্ততমঃ: পঞ্চমাব্দাৎ প্রাক্-গৃহীতো গ্রহীত্রা কৃতচূড়ঃ প্রশস্ততরঃ, পঞ্চমাব্দাৎ পরং গৃহীতো গ্রহীত্রা পুত্রেষ্টি পূর্ব্বকং কৃতচূড়ঃ প্রশস্তঃ, চূড়াকরণানন্তরং* গৃহীত উপনয়ন-মুখ্যকালাভ্যন্তরে উপনীতঃ মধ্যমকল্পঃ, তদনন্তরং গৃহীত উপনয়ন-গৌণকালমধ্যে উপনীতোঽধমকল্পঃ †। অতঃ পরং দ্বিজেন বিবাহাৎ পরং শূদ্রেণ গৃহীতঃ অসিদ্ধঃ।

---

* আদ্যেঽব্দে কুর্ব্বতে কেচিৎ, পঞ্চমেঽব্দে তৃতীয়কে। উপনীতি সহৈবেতি বিকল্পঃ কুলধর্ম্মতঃ।—অর্থাৎ কেহ প্রথম বৎসরে কেহ তৃতীয় বর্ষে কেহ বা উপনয়নের সঙ্গে চূড়াকরণ করে, কুল ধর্ম্মানুসারে বিকল্প হয়।—দ. মী. পৃ. টী. ৫৯।

† অতএব পূর্ব্ব প্রকরণে গৌণকালে উপনয়ন বিষয়ক যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

" ৫৭৯ প্রতিগ্রহক্রিয়ার উপাঙ্গ হীন হইলে দত্তক অসিদ্ধ হয় না।

৫৭৯ প্রতিগ্রহক্রিয়াণামুপাঙ্গহীনত্বে দত্তকো নাসিদ্ধোভবতি।

" ৫৮০ প্রধান বিধির পালন বিনা গৃহীত ধনাধিকারী নয়, কেবল বিবাহোপযুক্ত ধনভাগী।

৫৮০ প্রধানবিধীনাং পালনম্বিনা তু গৃহীতো ন ধনাধিকারী, কেবলং বিবাহোপযুক্তধনভাগেব।

" ৫৮১ কৃতচূড় বা পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমাতীত বালক গৃহীত হইলে গ্রহীতার গোত্রে ও নামে তাহার পুত্রেষ্টি যাগপূর্ব্বক উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার করিলে সে সিদ্ধ পুত্র হয়, নতুবা দাস হয়।

৫৮১ কৃতচূড়ঃ অতীতপঞ্চমবর্ষো বা গৃহীতশ্চেৎ তদা স গ্রহীতৃগোত্রে নাম্নিচ পুত্রেষ্টিপূর্ব্বং উপনয়নাদি সংস্কারকরণাৎ সিদ্ধপুত্রো ভবতি, অন্যথা দাসএব।

" ৫৮২ শূদ্রের পক্ষে তথনো কেবল বিবাহ সংস্কার করিলে (পুত্রত্ব সিদ্ধ) হয়।—দ. চ. পৃ. ১৬।

৫৮২ শূদ্রেণ তু তদাপি বিবাহ সংস্কার মাত্রাদেবেতি।—দ. চ. পৃ. ১৬।

৫৮৩ শুদ্ধ দত্তক সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্ব্যামুষ্যায়ণের প্রতিও প্রযুজ্য,—কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রের ও একমাত্র পুত্রের দ্ব্যামুষ্যায়ণ হওনে নিষেধ নাই এই বিশেষ।

৫৮৩ শুদ্ধদত্তক সম্বন্ধেন যদ্যল্লিখিতমভূৎ তত্তদ্দ্ব্যামুষ্যায়ণম্প্রত্যাপি প্রযুজ্যং,—কেবলং জ্যেষ্ঠপুত্রস্য একমাত্র পুত্রস্য চ দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বে ন নিষেধ ইতি বিশেষঃ।

দত্তক মীমাংসার মতে দ্ব্যামুষ্যায়ণ দুই প্রকারে হয়,—অর্থাৎ জনক ও গ্রহীতার মধ্যে 'আমাদের উভয়ের এই পুত্র'- এমত অভিসন্ধি থাকিলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়. আর চূড়াকরণের পর গৃহীত বালক উক্ত অভিসন্ধি বিনা শুদ্ধ দত্তক রূপে গৃহীত হইলেও দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়। কিন্তু দত্তকচন্দ্রিকার মতে তাদৃশ অভিসন্ধি পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে শুদ্ধ জনকগোত্রে চূড়াকরণ হওন হেতু দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয় না। দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ১৪, ১৭, ১৯, ও ২০।

একাদশ পরিচ্ছেদ।—দত্তকতার ফলাফল।

ব্যবস্থা। ৫৮৪ যথাশাস্ত্র গৃহীত শুদ্ধ দত্তক জনকগোত্রনিবৃত্তি পূর্ব্বক গ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার ঔরস স্বরূপ হয়, ঔরসের

৫৮৪ যথাশাস্ত্রং গৃহীতঃ শুদ্ধদত্তকো জনকগোত্রনিবৃত্তিপূর্ব্বকং গ্রহীতৃগোত্রং প্রাপ্য তদৌরস সদৃশো ভবতি, ঔরসস্য কর্ত্তব্যতা

কর্ত্তব্যতা (অ) ও অধিকার (ই তাহাতে বর্ত্তে*।

এতাবতা—

,, ৫৮৫ দত্তক জনকজননীর ও তৎকুলের সহিত নিস্সম্পর্ক হয়, তাহাদের পরস্পর কর্ত্তব্যতা (অ) ও অধিকার-ও (ই) লুপ্ত হয়।

(অ) অধিকারশ্চ (ই) তস্মিন্নভিবর্ত্তেতে*।

তেন,—

৫৮৫ দত্তকো জনকজননীভ্যাং তৎকুলেন চ সহ নিস্সম্পর্কো ভবতি, তেষাং পরস্পর কর্ত্তব্যতা (অ) অধিকারোঽপি (ই) লুপ্যতে।

---

* যথাশাস্ত্র গৃহীত দত্তক নিজ গৃহীতা পিতার সম্বন্ধে (ঔরস) পুত্রের সর্ব্বাধিকার সম্পন্ন হয়, ও তাহার গোত্র প্রাপ্ত হয়, দত্তকপুত্র (দ্ব্যামুষ্যায়ণ না হইলে) জনকপিতার গোত্রবর্জ্জিত ও বিষয়ে নিরস্ত হয়, ও তাহার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতেও অনধিকারী হয়। অবয়বাম্বয় সাপিণ্ড্য থাকাতে দত্তক নিজ জনক জননী কুলে নিষিদ্ধ কএক পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না, দ্ব্যামুষ্যায়ণ দুয়ের এক গোত্রে-ও বিবাহ করিতে পারে না। দত্তক কেবল গৃহীতা পিতারই ধনে অধিকারী এমত নহে, কিন্তু তৎপক্ষীয় ক্রমাগত ধনে এবং জ্ঞাতির ধনেও অধিকারী, সে গৃহীত্রী মাতার-ও ঔরস পুত্র স্বরূপ হয়, ও তাঁহার পিতৃপুরুষ তাহার মাতামহ কুল হয়েন।—সদরল্যাণ্ডের সিনপ্সিস্, চতুর্থ হেড্।

দত্তকের দত্তকতা একবার সম্পূর্ণ হইয়া গেলে দত্তক জনককুলের বিষয়ে সকল অধিকার বর্জ্জিত হয়, পরন্তু সে জনক কুল হইতে আংশিক রূপে পর হয়, (অর্থাৎ) বিবাহ এবং অশৌচ প্রভৃতি বিষয়ে দত্তক উদাসীন বৎ বিবেচিত হয় না। সে দত্তক না হইলে (জনক ও মাতামহ কুলের) যৎ সঙ্খ্যক পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিতে নিষেধ ছিল, সেই (নিষেধ) সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকে। সে যে বিষয়ে অধিকারী হয় তাহাতে কোন অংশে তাহার জনক কুলের অধিকার নাই। এবং এই রূপে গৃহীত দত্তক গৃহীতা পিতার ধনাধিকারী হইয়া নিস্সন্তান মরিলে তাহার জনক যথাশাস্ত্র ঐ ধনে কোন ক্রমে অধিকারী নয়, কিন্তু তাহার (মৃত) গৃহীতা পিতার পত্নী অধিকারিণী। (উপরি কথিত বিবাহাদি ব্যতিরেকে) দত্তক সর্ব্বতোভাবে গৃহীতা পিতার গোত্রই হয়, এবং তৎ ক্রমাগত ধনে ও জ্ঞাতির ধনেও অধিকারী হয়।—মেক্. হি. ল. বা. ১, ৬৯, ৭০।

এই উক্তিদ্বয় সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয় যেহেতু অশৌচ বিষয়েও দত্তক জনক কুলের সহিত নিস্সম্বন্ধ হয়, এবং বিবাহ বিষয়ে জনক কুলে শুদ্ধ কএক পুরুষ মধ্যে নয় কিন্তু এককালে জনক গোত্রে বিবাহ করিতে প্রতিষিদ্ধ, ইহা অশৌচ ও বিবাহ প্রকরণ দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

দত্তক ঔরসের প্রতিনিধি হওয়াতে, তাহার ফল এই যে জনকগোত্র হইতে বহির্ভূত করিয়া তাহাকে গৃহীতার পুত্র করা হয়, এবং তজ্জন্য অধিকার ও কর্ত্তব্যতা সমূহের পরিবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে (অর্থাৎ অধিকার ও কর্ত্তব্যতা সমূহের মধ্যে) গৃহীতার ধনে দত্তকের অধিকারী হওয়া ও পক্ষান্তরে তাহার অন্তিমকালে কর্ত্তব্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করা প্রধান।—এসটে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮৫।

গ্রহণ দ্বারা যে ব্যক্তি দত্তক পুত্র হয় সে তদ্গৃহীতার ঔরসাপেক্ষা ন্যূন পুত্র নয়।—রামকিশোর আচার্য্য—বনাম—ভুবনময়ী দেবী। স. দে. আ. ডি. ৭ মার্চ ১৮৫৯ সাল।

(অ) এস্থলে 'কর্ত্তব্যতা' পদে অশৌচ গ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদিকরণ বুঝায়।

(ই) 'অধিকার' পদে ধনাধিকার যোগ্যতাদি বোধ্য।

ব্যবস্থা। ৫৮৬ কেবলমাত্র অবয়বান্বয়সাপিণ্ড্যসম্বন্ধ থাকে যে-সম্বন্ধাদিনিমিত্তে দত্তক জনকগোত্রে ও জননীর সপিণ্ড মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না *।

প্রমাণ। /০ "দত্তকপুত্র জনকের গোত্র ও দায়রূপ ধনভাগী নয়। পিণ্ডই গোত্র ও ঋক্থানুগামি, পুত্রদাতার পিণ্ডলোপ হয়"। (মনু)॥ -ইহাতে দানহেতু পুত্রত্ব নিবৃত্তি হওয়াতে দাতার গোত্রে অর্থাৎ জনকের ধনে দত্তকের স্বত্বনিবৃত্তি, দাতার গোত্র নিবৃত্তি-ও হয় -ইহা বলা যাইতে পারে।—দ. চ. পৃ. ১৩।

৵০ (উক্ত) মনুবচনহেতু জনকগোত্রনিবৃত্তি হইলেও দত্তকের গ্রহীতার গোত্র প্রাপ্তির প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ে বৃহৎ মনু কহিতেছেন "দত্তক ও ক্রীত প্রভৃতি পুত্রদের বীজবপ্তার সহিত পঞ্চমী ও সপ্তমী পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা, তদ্বৎ গ্রহীতার গোত্র-ও তাহাদের হয়" (দত্তক ও ক্রীত প্রভৃতি পুত্রের বীজবপ্তা জনকের (সহিত) সপিণ্ডতা থাকে, দানাদিদ্বারা তাহা লোপ পায় না, তাহা অবয়বান্বয়রূপ হওয়াতে যতকাল শরীর থাকে ততকাল তাহা নিবৃত্ত হয় না, এতদ্দ্বারা অবয়বান্বয় সপিণ্ডতা উক্ত

(অ) অত্র 'কর্ত্তব্যতা' পদেন অশৌচগ্রহণং শ্রাদ্ধাদিকরণঞ্চ বোধ্যং।

(ই) 'অধিকার' পদং ধনাধিকার যোগ্যতাদি পরং।

৫৮৬ কেবলমবয়বান্বয়সাপিণ্ড্যসম্বন্ধস্তিষ্ঠতি যৎসম্বন্ধাদিহেতুনা দত্তকো জনকগোত্রে জননী সপিণ্ডমধ্যে চ পরিণেতুং নার্হতি *।

/০ "গোত্রঋক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ। গোত্রঋক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা"। (মনুঃ)॥ -এতেন দাতৃধনে দানাদেব পুত্রত্বনিবৃত্তিদ্বারা দত্রিমস্য স্বত্বনিবৃত্তির্দাতৃগোত্রনিবৃত্তিশ্চ ভবতীত্যুচ্যতে। দ. চ. পৃ ১৩।

৵০ ননু (উক্ত) মনুবচনাৎ জনকগোত্রনিবৃত্তাবপি প্রতিগ্রহীতৃগোত্রপ্রাপ্তৌ কিং মানমিত্যত আহ বৃহন্মনুঃ —"দত্তক্রীতাদিপুত্রাণাং বীজবপ্তুঃ সপিণ্ডতা। পঞ্চমী সপ্তমী* তদ্বৎ গোত্রং তৎপালকস্য চ"॥ ইতি দত্তক্রীতাদি পুত্রাণাং বীজবপ্তুর্জনকস্য সপিণ্ডতাস্ত্যেব দানাদিনাপি সা ন নিবর্ত্ততে, তস্যা অবয়বান্বয়রূপতয়া যাবৎ শরীরং দুরপনেয়ত্বাৎ। অনেনাবয়বান্বয় এব সাপিণ্ড্যং ন পিণ্ডান্বয় ইত্যুক্তং ভবতি,

* বিবাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ ও সপিণ্ডতা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

† দ্রষ্টব্য—সপিণ্ডতা প্রকরণ; এবঞ্চ ব্য. দ. পৃ. ৬৭১—৬৮৯।

হইয়াছে পিণ্ডান্বয় সপিণ্ডতা উক্ত হয় নাই,—কেননা "পুত্রদাতার পিণ্ড লোপ হয়" ইহাতে পিণ্ডান্বয় সপিণ্ডতারই লোপ বোধ হয়। এই (অবয়বান্বয়) সপিণ্ডতা কতদূর ইহা ভাবিয়া কহিয়াছেন 'পঞ্চমী ও সপ্তমী পর্য্যন্ত'*। দ. মী. পৃ. ৭৯, ৮০।

পিণ্ডান্বয়স্য ব্যপৈতি দদতঃ স্বধেত্যপগমাবগমাৎ। সা চ সপিণ্ডতা কিয়তীত্যপেক্ষায়ামাহ পঞ্চমী সপ্তমীতি*। দ মী পৃ. ৭৯, ৮০।

৶০ অতএব অনন্যগতিহেতু প্রতিগ্রহীতার কুলে সপিণ্ডতা বাচনিকই বোধ করিতে হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে—সপিণ্ডতা দুই প্রকার, অবয়বান্বয় ও পিণ্ডান্বয় দ্বারা—তাহাতে দত্তকের অবয়বান্বয় সপিণ্ডতা বাধিত হওয়াতে হেমাদ্রিতে নির্ণীত হইয়াছে যে দত্তকের গ্রহীতৃকুলে পিণ্ডান্বয়রূপই সপিণ্ডতা, তাহা ত্রিপৌরুষিক।—দ. মী. পৃ. ৮৮।

৶০ তস্মাদনন্যগত্যা বাচনিকমেব প্রতিগ্রহীতৃকুলে সাপিণ্ড্যং অভ্যুপগন্তব্যমিতি, তদুচ্যতে—দ্বিবিধং হি সাপিণ্ড্যং—অবয়বান্বয়েন পিণ্ডান্বয়েন চেতি, তত্র অবয়বান্বয় সাপিণ্ড্যস্য দত্তকে প্রত্যক্ষ বাধিতত্বেন হেমাদ্রিঃ পিণ্ডান্বয়মেবোপাদায় দত্তকাদীনাং প্রতিগ্রহীতৃকুলে ত্রিপুরুষমেব সাপিণ্ড্যং ব্যবাতিষ্ঠিপৎ।—দ. মী. পৃ. ৮৮।

অবয়বান্বয় সপিণ্ডতা যথা,—'সপিণ্ডতা একশরীরাবয়বান্বয়হেতু হয়, তাহা এই যে পুত্রের পিতৃশরীরাবয়বান্বয়হেতু পিতার সহিত একপিণ্ডতা, এইরূপ পিতামহাদির সহিত-ও পিতৃদ্বারা তৎশরীরাবয়বান্বয়হেতু (সপিণ্ডতা); এইরূপ মাতৃশরীরাবয়বান্বয়হেতু মাতার সহিত, তথা মাতামহাদির সহিত-ও মাতৃদ্বারা, তথা মাতৃভগিনী ও মাতুলাদির সহিত-ও একশরীরাবয়বান্বয়হেতু (সপিণ্ডতা); এইরূপ পিতৃব্য ও পিতৃভগিনীপ্রভৃতির সহিত-ও (সপিণ্ডতা)। তথা পতির সহিত পত্নীর একশরীরারম্ভ জন্য, এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীদের পরস্পর একশরীরারম্ভহেতু তাহাদের সহিত-ও এইরূপ যে যে স্থলে সপিণ্ড শব্দ

অবয়ান্বয় সপিণ্ডতা যথা—"সপিণ্ডতা চৈকশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি, তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রাসহ একপিণ্ডতা, এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তচ্ছরীরাবয়বান্বয়াৎ; এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা, তথা মাতামহাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ, তথা মাতৃস্বসৃমাতুলাদিভিরপি একশরীরাবয়বান্বয়াৎ; তথা পিতৃব্যপিতৃস্বস্রাদিভিরপি; তথা পত্যা সহ পত্ন্যা একশরীরারম্ভকতয়া; এবং ভ্রাতৃভার্য্যাণামপি পরস্পরমেকশরীরারম্ভৈঃ সহ এক শরীরারম্ভকত্বেন; এবং যত্র যত্র সপিণ্ড শব্দঃ তত্র তত্র সাক্ষাৎ

---

* দ্রষ্টব্য—সপিণ্ডতা প্রকরণ; এবঞ্চ ব্য. দ. পৃ ৬১১—৬১০।

(প্রযোগ হয়,) সেই সেই স্থলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা এক শরীরাবয়বান্বয় জ্ঞাতব্য। মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়, পৃ ৫, ৬।

পরম্পরয়া বা এক শরীরাবয়বান্বয়ো বেদিতব্যঃ। মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়, পৃ ৫, ৬।

ব্যবস্থা। ৫৮৭ দ্ব্যামুষ্যায়ণ গ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার জনকগোত্রত্ব যায় না।* এবং গ্রহীত্রীকুলের (অ) সহিত তাহার সম্বন্ধ জন্মিলেও জননী কুলের সহিত সম্বন্ধ লোপ পায় না*।

৫৮৭ স্যাতেঽপি গ্রহীতৃগোত্রত্বে দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য জনকগোত্রত্বং ন যাতি * এবমুৎপন্নেঽপি গ্রহীত্রী (অ) কুলেন সহ সম্বন্ধে তজ্জননীকুলসম্বন্ধো ন লুপ্যতে*।

৫৮৮ কিন্তু অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণের সন্ততিদের উভয়গোত্রত্ব নাই।

৫৮৮ অনিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণসন্ততীনান্তু নোভয়গোত্রত্বং।

(অ) 'গ্রহীত্রী পদে গ্রহীতার পত্নী (সে পতির সহিত বা তদনুমতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করুক বা না করুক) বোধ। কিন্তু যে স্থলে একাধিক পত্নী থাকে সে স্থলে তাহাদিগের মধ্যে যে স্ত্রী পতির সহিত মিলিয়া তদনুমতিক্রমে বা দত্তক গ্রহণ করে সেই বোধ্য, অন্য নয়, কেননা এক পত্নী বিশেষ রূপে গ্রহণ করা প্রযুক্ত অন্যের গ্রহীতৃত্বাভাব, ও গৃহীত দত্তকের বিমাতৃত্ব আপত্তি হয়, পরন্তু যদি পত্নী সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল পতিকর্তৃক গৃহীত হয় তবে তৎসকল পত্নী অবিশেষে ঐ দত্তকের গ্রহীত্রী, কেননা পতির সহিত উহাদিগের একশরীরাবয়বত্ব † প্রযুক্ত তাহার গ্রহণেই উহাদের গ্রহণ সিদ্ধ।

(অ) 'গ্রহীত্রী পদেন গ্রহীতুঃ পত্নী সা পত্যা সহ তদনুমত্যা বা দত্তকং গৃহ্লীয়াৎ ন গৃহ্লাতু বা বোধ্যা, যত্র তু একাধিকাঃ পত্ন্যঃ তত্র তাসাম মধ্যে পত্যা সহ মিলিত্বা তদনুমত্যা বা দত্তকং যা গৃহ্লাতি সা এব বোধ্যা, নত্বন্যা একস্যা বিশেষেণ গ্রহণেন অন্যস্যা গ্রহীতৃত্বাভাবাৎ, গৃহীতস্য তস্য বিমাতৃত্বাপত্তেশ্চ। পরন্তু যদি পত্নীসংযোগং বিনা কেবলং পত্যা গৃহীতঃ স্যাৎ তদা সর্ব্বাসাং পত্নীনামবিশেষেণ তদ্দত্তকস্য গ্রহীতৃত্বং পত্যা-সহ তাসামেকশরীরারম্ভকতয়া † তদ্গ্রহণেনৈব তাসাং গ্রহীতৃত্বং সিদ্ধং।

* দত্তক পুত্র জনক পিতার সহিতও পুত্রত্ব সম্বন্ধ ধারণ করে,—তদবস্থায় সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ উক্ত হয়।—সদরদ্যাওয়ানি রিপোর্ট, পঞ্চম খেও।

† দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৮৩৮—৮৭৩। ‡ ব্য. দ. পৃ. ৭২৭, নোট্।

প্রথম প্রকরণ।—দত্তকের সপিণ্ডতা প্রভৃতি সম্বন্ধ বিষয়ক*।

ব্যবস্থা। ৫৮৯ দত্তক ঔরসের প্রতিনিধি হওয়াতে গ্রহীতার সপিণ্ড সকুল্য সোদক* ও সগোত্রেরা তাহার-ও তত্তৎসম্বন্ধীয়, এবঞ্চ গ্রহীত্রীর পিতৃপিতামহ প্রপিতামহ তাহার সপিণ্ড হয়

৫৮৯ দত্তকস্য ঔরস প্রতিনিধিত্বে গ্রহীতুঃ সপিণ্ডসকুল্যসোদকসগোত্রাস্তস্যাপি* তত্তৎসম্বন্ধীয়াঃ, গ্রহীত্র্যাশ্চ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাস্তস্য সপিণ্ডাঃ ভবন্তি।

" ৫৯০ অসপিণ্ডকে গ্রহণ স্থলে—দত্তকের জনক জননী কুলের সহিত সপিণ্ডতা পিণ্ডান্বয়রূপ, ও গ্রহীতার ও গ্রহীত্রীর কুলের সহিত জাত সপিণ্ডতা অবয়বান্বয় রূপ।

৫৯০ অসপিণ্ডগ্রহণস্থলে—দত্তকস্য জনকজননীকুলেন সহ সপিণ্ডতা অবয়বান্বয়রূপা, গ্রহীতুঃ গ্রহীত্র্যাশ্চ কুলেন সহ জাতা সপিণ্ডতা পিণ্ডান্বয়রূপা।

ব্যবস্থা। ৫৯১ সপিণ্ড গৃহীত হইলে দত্তকের সপিণ্ডতা গ্রহীতার কুলের সহিত অবয়বান্বয় ও পিণ্ডান্বয়রূপ, গ্রহীত্রী কুলের সহিত পিণ্ডান্বয়রূপ, ও জননী কুলের সহিত অবয়বান্বয়রূপ।

৫৯১ সপিণ্ডগ্রহণস্থলে—দত্তকস্য গ্রহীতৃকুলেন সহ সাপিণ্ড্যং অবয়বান্বয়রূপং পিণ্ডান্বয়রূপঞ্চ, গ্রহীত্রীকুলেন সহ পিণ্ডান্বয়রূপং, জননীকুলেন সহ অবয়বান্বয়রূপমেব।

" ৫৯২ দ্ব্যামুষ্যায়ণের জনকজননীকুলের সহিত সপিণ্ডতা উভয়রূপ, গ্রহীতার কুলের সহিত —সপিণ্ডগ্রহণ স্থলে—উভয়রূপ, অসপিণ্ডগ্রহণস্থলে—পিণ্ডান্বয়রূপ গ্রহীত্রীর কুলের সহিত উভয়থা পিণ্ডান্বয়রূপ।

৫৯২ দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য জনকজননীকুলেন সহ সাপিণ্ড্যং উভয়রূপং, গ্রহীতুঃ কুলেন সহ সাপিণ্ড্যং—সপিণ্ডগ্রহণ স্থলে—উভয়রূপং, অসপিণ্ডগ্রহণস্থলে—পিণ্ডান্বয়রূপং, গ্রহীত্র্যাঃ কুলে উভয়থা পিণ্ডান্বয়রূপং।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩০২—৩০৪।

" ৫৯৩ অবয়বান্বয়রূপ সপিণ্ডতা পিতৃকুলে সাপ্তপৌরুষিক, মাতামহকুলে পাঞ্চপৌরুষিক।

প্রমাণ। 'বীজীপিতার বন্ধুদের সহিত সপ্তমের পর ও মাতৃবন্ধুদের সহিত পঞ্চমের পর' ইত্যাদি। (গৌতম) ॥ এস্থলে 'বীজী' পদ ব্যবহার দত্তকাদির উৎপাদক সকলের সংগ্রহার্থে, কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রের জনকের সংগ্রহার্থে নয়, যেহেতু তাহা বক্ষ্যমাণ মনুবচনে প্রকাশ — 'প্রসঙ্গাধীন এই যে অন্য বীজজাত পুত্রেরা কথিত হইল ইহারা যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন তাহার পুত্র, অন্যের নয়। 'ইহারা যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন তাহার পুত্র'—এই পুত্রত্ব প্রতিপাদন উক্তি সপিণ্ডতা প্রতিপাদন নিমিত্তে পুত্রত্ব উৎপাদন নিমিত্তে নয়।—দ. মী. পৃ. ৮০।

৫৯৩ অবয়বান্বয়রূপসাপিণ্ড্যং পিতৃকুলে সাপ্তপৌরুষং, মাতামহকুলে পাঞ্চপৌরুষং।

ঊর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ পঞ্চমাদিত্যাদি। (গৌতমঃ) ॥—অত্র বীজিগ্রহণং দত্তকাদ্যুৎপাদকানাং সর্ব্বেষামপি সংগ্রহার্থং ন কেবলং ক্ষেত্রজোৎপাদকস্যৈব,—'যত্র তেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ। যস্য তে বীজতো জাতাস্তস্য তে নেতরস্যস্থিতি মনুস্মরণাৎ। 'তস্য তে পুত্রা' ইতি পুত্রত্বপ্রতিপাদনং সাপিণ্ড্যপ্রতিপাদনার্থং নতু পুত্রত্বোৎপাদনার্থম্।—দ. মী পৃ. ৮০।

ব্যবস্থা। ৫৯৪ দত্তকের পিণ্ডান্বয়সপিণ্ডতা ত্রিপৌরুষিক,—যেহেতু তৎকৃত পার্ব্বণে লেপভাগিরা লেপ পায়েন না।

প্রমাণ। /০ শুদ্ধ দত্তকের গ্রহীতৃকুলে পিণ্ডান্বয়রূপ ত্রিপৌরুষিক সপিণ্ডতা জনককুলে অবয়বান্বয় রূপ সাপ্তপৌরুষিক সপিণ্ডতা।—দ. মী. পৃ. ৯২।

"/১০ "যত পিতৃবর্গ থাকেন, দত্তকাদি পুত্র স্বকীয় পিত্রাদির সহিত তাঁহাদের সপিণ্ডীকরণ করিবে। তৎপুত্রেরা দত্তকাদিকে লইয়া দুই পুরুষের ও তৎপৌত্রেরা এক পুরুষের সঙ্গে সপিণ্ডীকরণ করিবে, চতুর্থ পুরুষে পিণ্ডচ্ছেদ (হয়)। অতএব এই সপিণ্ডতা ত্রৈপুরুষিকা" ॥—কার্ষ্ণাজিনি। দ. চ. পৃ. ২৩।

৫৯৪ দত্তকস্য পিণ্ডান্বয়সাপিণ্ডতা ত্রিপৌরুষিকা,—তৎকৃতপার্ব্বণে লেপিনাং লেপনিরাসাৎ।

শুদ্ধ দত্তকস্য প্রতিগ্রহীতৃকুলে ত্রিপুরুষং পিণ্ডান্বয়রূপং সাপিণ্ড্যং, জনককুলে সাপ্তপৌরুষং অবয়বান্বয়রূপমেবেতি।—দ. মী পৃ. ৯২।

'যাবন্তঃ পিতৃবর্গাঃ স্যুস্তাবদ্ভির্দত্তকাদয়ঃ। প্রেতানাং যোজনং কুর্য্যুঃ স্বকীয়ৈঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ দ্বাভ্যাং সহাথ তৎপুত্রাঃ পৌত্রাস্ত্বেকেন তৎসমং। চতুর্থে পুরুষে চ্ছেদং তস্মাদেষা ত্রিপৌরুষী'—ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।—দ. চ. পৃ. ২৩। দ. মী. পৃ. ৮৯।

উক্ত বচনার্থ—"দত্তকাদি পুত্রদের গ্রহীতাদি পিতারা দত্তক ঔরস বা দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে তাঁহাদের যত পিতৃবর্গ, তিন বা ছয় হউন, তত পিতৃবর্গের সহিত যোজন (অর্থাৎ সপিণ্ডন) করিবে। এস্থলে প্রতি-গ্রহীতাদি ঔরস হইলে তাঁহাদের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন, দত্তক হইলে তাঁহার গ্রহীতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন, দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে তাঁহাদের জনকাদি তিন, ও প্রতিগ্রহীতাদি তিন—এই ছয়। এবঞ্চ দত্তকের স্বকর্তৃক পার্ব্বণে যাঁহারা পিতৃদেবতা, দত্তকের পুত্র কর্তৃক সপিণ্ডীকরণেও তাঁহাদের দেবতাত্ব—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে।—দত্তকের পুত্রেরা দত্তকের সপিণ্ডীকরণ তাহার ও প্রতিগ্রহীতার ও তাঁহার তিন পিতৃপুরুষের মধ্যে দুয়ের সহিত করিবে, এইরূপ দত্তকের পৌত্রেরা দত্তক ও প্রতিগ্রহীতার সহিত ও গ্রহীতার পিতৃপুরুষত্রয়ের মধ্যে একের সহিত অর্থাৎ গৃহীতার পিতামহের সহিত তৎস্বপিতৃসপিণ্ডন করিবে। চতুর্থ পুরুষে পিণ্ডচ্ছেদ"।—দ. চ.

অস্যার্থঃ—"দত্তকাদয়ঃ পুত্রাঃ প্রেতানাং প্রতিগ্রহীত্রাদীনাং পিতৄণাং ঔরসত্বে দত্তকত্বে দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বে বা যাবন্তঃ পিতৃবর্গাঃ—ত্রয়ঃ, ষট্ বা,—তাবদ্ভিঃ সহ তেষাং যোজনং সপিণ্ডনং কুর্য্যুঃ, তত্র প্রতিগ্রহীত্রাদীনামৌরসত্বে—তৎপিতৃপিতামহ প্রপিতামহাস্ত্রয়ঃ, দত্তকত্বে—তৎপ্রতিগ্রহীতৃপিতামহ প্রপিতামহাস্ত্রয়ঃ, দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বে—তজ্জনকাদ্যাস্ত্রয়ঃ তৎপ্রতিগৃহীত্রাদয়স্ত্রয় ইতি ষট্;—এবঞ্চ দত্তকস্য স্বকর্তৃকে পার্ব্বণে যেষাং দেবতাত্বং স্বপুত্রকর্তৃকে সপিণ্ডীকরণেঽপি তেষামেব তথাত্বমিতি জ্ঞাপিতং। দত্তকস্য পুত্রাস্তু দত্তকসপিণ্ডীকরণং তৎপ্রতিগ্রহীত্রা তৎপিতৄণাং ত্রয়াণাং মধ্যে দ্বাভ্যাঞ্চ সহ কুর্য্যুঃ এবঞ্চ দত্তকস্য পৌত্রা দত্তকপ্রতিগ্রহীতৃভ্যাং গ্রহীতুঃ পিতৄণাং ত্রয়াণাং মধ্যে একেন গ্রহীতুঃ পিত্রেতি যাবত্তেন চ সমং সহ তৎস্বপিতৃসপিণ্ডনং কুর্য্যুঃ। চতুর্থপুরুষে চ্ছেদমিতি"।—দ. চ. পৃ. ২৩, ২৪।

"যে দত্তক ও ক্রীতাদি পুত্র স্বগোত্র হইতে নীত, তাহারা বিধিপালনদ্বারা গোত্রপ্রাপ্ত হয়, সপিণ্ড হয় না"।—স্বগোত্র হইতে নীত হইলেও দত্তকাদি বিধিপালনদ্বারা গোত্রভাগি হয়, পরন্তু তাহাদের সপিণ্ডতা হয় না। সগোত্রেও সপিণ্ডতা উৎপত্তি না হওয়াতে পরগোত্র হইতে নীত বালকের সুতরাং সপিণ্ডতা হয় না'।—এই যে বৃদ্ধগৌতম বচন ইহা ঔরস পুত্রসম্বন্ধীয় সাপ্তপুরুষিক সপিণ্ডতা প্রসক্তিতে নিষেধক অথবা সপিণ্ডপ্রযুক্ত দশাহাশৌচাদি

যত্তু বৃদ্ধগৌতমীয়ম্—'সগোত্রেষু কৃতা যে স্যুর্দ্দত্তক্রীতাদয়ঃ সুতাঃ। বিধিনা গোত্রতাং যান্তি ন সাপিণ্ড্যং বিধীয়তে'॥—সগোত্রেষু মধ্যে কৃতা অপি দত্তকাদয়ো বিধিনৈব গোত্রং ভজন্তে, পরন্তু তেষু সাপিণ্ড্যং নোৎপদ্যতে, স্বগোত্রেষ্বপি সাপিণ্ড্যানুৎপত্তৌ পরগোত্রেষু সুতরাং সাপিণ্ড্যানুৎপত্তিরিতি'।—তত্ত্ব পুত্রান্তরবৎ সাপ্তপৌরুষ সাপিণ্ড্যপ্রসক্তৌ নিষেধকং সাপিণ্ড্য প্রযুক্ত দশাহাশৌচাদি

প্রতিষেধক; কিন্তু উক্ত বচনেহেতু সামান্য সপিণ্ডতা নিষেধক নয়।—দ. চ. পৃ. ২৩—২৫।

প্রতিষেধকং বা, নতু সামান্যতঃ সাপিণ্ড্যনিষেধকং,—উক্ত বচনজাতাৎ।—দ. চ. পৃ. ২৩—২৫।

ব্যবস্থা। ৫৯৫ পরন্তু যে যে স্থলে ত্রৈপুরুষিক সপিণ্ডতা উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থলে তাহা সপিণ্ডীকরণে জ্ঞাতব্য, বিবাহে নয়—বিবাহে জনকপক্ষবৎ গ্রহীতার কুলেও সাপ্তপুরুষিক সপিণ্ডতা, এবং জননীকুলের ন্যায় গ্রহীত্রীর কুলেও পাঞ্চপৌরুষিক সপিণ্ডতা।

৫৯৫ যত্র যত্র তু ত্রিপৌরুষিক সাপিণ্ড্যমুক্তং তত্র তত্র তৎ সপিণ্ডীকরণে জ্ঞেয়ং, নতূদ্বাহেঽপি,—যতস্তত্র জনককুলবৎ গ্রহীতৃপক্ষেঽপি সাপ্তপৌরুষ সাপিণ্ড্যং, এবং জননীকুলবৎ গ্রহীত্রীকুলেঽপি পাঞ্চপৌরুসাপিণ্ড্যং।

প্রমাণ। ঐ সপিণ্ডতা বিবাহে প্রযুজ্য নয়, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ পরিভাষিত পিতৃপক্ষে সাপ্তপৌরুষিক ও মাতামহপক্ষে পাঞ্চপৌরুষিক—ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই।—দ. চ. পৃ. ২৬।

বিবাহে নৈতৎ সাপিণ্ড্যমুপযুজ্যতে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণং পরিভাষিতং পিতৃপক্ষে সাপ্তপৌরুষং মাতামহপক্ষে পাঞ্চপৌরুষঞ্চেতি ন কাপ্যনুপপত্তিঃ।—দ. চ পৃ. ২৬।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—অশৌচ-বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ৫৯৬ শুদ্ধ দত্তকের জনককুলে পরস্পর অশৌচ নাই।—দ. চ. পৃ. ২৫।

৫৯৬ শুদ্ধ দত্তকস্য জনককুলে পরস্পরমশৌচং নাস্ত্যেব।—দ. চ. পৃ. ২৫।

প্রমাণ। যেহেতু গোত্র ও পিণ্ড নিবৃত্তি হওয়াতে অশৌচ নিবৃত্তি এই অর্থ সিদ্ধ।—ঐ।

গোত্রপিণ্ডনিবৃত্ত্যা অশৌচনিবৃত্তেরর্থসিদ্ধত্বাৎ।—ঐ।

কিন্তু উপরি উক্ত ব্যবস্থা ভিন্নগোত্র-গ্রহীতাবিষয়ক, এতাবতা—

উপর্য্যুক্তা ব্যবস্থা তু ভিন্নগোত্র-গ্রহীতৃবিষয়িকা এব, তেন—

ব্যবস্থা। ৫৯৭ স্বগোত্র হইতে নীত দত্তকের জনককুলেও পরস্পর তিন দিন অশৌচ।

৫৯৭ স্বগোত্রাদ্‌ গৃহীত দত্তকস্য জনককুলেঽপি পরস্পরং ত্র্যাহাশৌচমস্তি।

পরন্তু তাহা জনককুল গ্রহীতার গোত্র হওয়াতেই।

তত্তু জনককুলস্য গ্রহীতৃগোত্রত্বাদেব।

ব্যবস্থা। ৫৯৮ দত্তকের গ্রহীতার কুলে পরস্পর তিন দিন অশৌচ।

প্রমাণ। 'ভিন্নগোত্র বা স্বগোত্র হইতে যে নীত ও ইচ্ছাতে সংস্কার কৃত জননে ও মরণে তাহার তিন দিন অশৌচ বিহিত'। তথা,—ঔরস বর্জিয়া সর্ব্ব বর্ণে ক্ষেত্রজাদি পুত্র জন্মিলে বা মরিলে সর্ব্বদা (অ) তিন রাত্রি অশৌচ হয়, এই নিশ্চয়'॥ পরাশরঃ। দ. চ. পৃ. ২৫, ২৬।

(অ) 'সর্ব্বদা'—অর্থাৎ উপনয়নের পর-ও।—দ. চ. পৃ. ২৬।

বিবেচনা। ৴০ এস্থলে বিধিপালনদ্বারা সগোত্রের-ও জনকগোত্র নিবৃত্তিপূর্ব্বক গ্রহীতার গোত্র প্রাপ্তি হওয়াতে অসগোত্র দত্তকে বিশেষ না থাকায় তিন দিন অশৌচই যুক্তরূপে উক্ত হইয়াছে।—দ. চ. পৃ. ২৬।

৵০ 'যে পুত্রেরা দত্তক, স্বয়ংদত্ত কৃত্রিম, ক্রীত ও অপবিদ্ধ—(তাহারা সর্ব্বদা প্রতিপালনীয়,)—তাহারা ভিন্নগোত্র পৃথক্‌পিণ্ড ও পৃথক্ বংশকর উক্ত, এবং জননে ও মরণে তিন রাত্রি অশৌচভাগি'॥ (দ. চ. পৃ. ২৫)।—এই ব্রহ্মপুরাণ-বচনে এবং উক্ত পরাশরবচনেও সগোত্রসপিণ্ডকে গ্রহণস্থলে কি অশৌচ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে সূক্ষ্মদর্শি স্মার্ত্তেরা ঐস্থলে পূর্ণাশৌচই * ব্যবস্থা করেন।

৫৯৮ দত্তকস্য গ্রহীতৃকুলে পরস্পরং ত্র্যহাশৌচং।

ভিন্নগোত্রঃ স্বগোত্রো বা নীতঃ সংস্কৃত্য চেচ্ছয়া। জননে মরণে তস্য ত্র্যহাশৌচং বিধীয়তে'। তথা,—ঔরসং বর্জ্জয়িত্বা চ সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা (অ)। ক্ষেত্রজাদিষু পুত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ। অশৌচন্তু ত্রিরাত্রং স্যাৎ সমানমিতি নিশ্চয়ঃ'॥ পরাশরঃ।—দ. চ. পৃ. ২৫, ২৬।

(অ) 'সর্ব্বদা'—উপনয়নানন্তরমপি।—দ. চ. পৃ. ২৬।

৴০ অত্র সগোত্রস্যাপি বিধিনা জনকগোত্রবিচ্ছিত্তিপূর্ব্বক গ্রহীতৃগোত্র প্রাপ্তাবসগোত্র দত্তকাবিশেষাৎ ত্র্যহাশৌচমুক্তং যুক্তমেব।—দ. চ. পৃ. ২৬।

'দত্তকশ্চ স্বয়ন্দত্তঃ কৃত্রিমঃ ক্রীত এব চ। অপবিদ্ধাশ্চ—যে পুত্রা ভরণীয়াঃ সদৈব তে'।—ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্‌পিণ্ডাঃ পৃথগ্বংশকরাঃ স্মৃতাঃ। জননেমরণে চৈব ত্র্যহাশৌচস্য ভাগিনঃ'। (দ. চ. পৃ. ২৫)॥—ইতিব্রহ্মপুরাণবচনে উক্তপরাশরবচনেঽপি সগোত্রসপিণ্ডগ্রহণস্থলে তদশৌচপরিমাণস্য ন নির্দ্দিষ্টত্বেন সূক্ষ্মদর্শিস্মার্ত্তৈস্তত্র পূর্ণাশৌচমেব * ব্যবস্থাপিতং।

* পূর্ণাশৌচ যথা—'শুধ্যেৎ বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃপঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি'।—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দশ দিবস পরে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিবস পরে বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস পরে ও শূদ্রের একমাস পরে শুদ্ধি হয় বা অশৌচ যায়।—শুদ্ধিতত্ত্ব।

অন্যে সামান্যতঃ তিন দিন অশৌচই কহেন *।

ব্যবস্থা। ৫৯৯ যে মরিলে বা জন্মিলে দত্তকের যে অশৌচ দত্তক মরিলে তাহার সেই অশৌচ, দত্তকের পুত্ত্রাদির-ও ঐরূপ। তৎ সংক্ষেপ যথা,—দত্তকের সন্তুতিদের ও জনককুলের জননে বা মরণে পরস্পর অশৌচ নাই। দত্তকের পুত্ত্র পৌত্ত্রদের জননে বা মরণে প্রতিগ্রহীতার ও তৎপিতৃ-পিতামহের তিন রাত্রি অশৌচ, ইঁহাদেরমরণেওইঁহাদেরপুত্ত্রাদির জননে বা মরণে দত্তকের সন্তুতির-ও ঐ অশৌচ। গ্রহীতার প্রপিতামহাদি দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্যের মরণে ও তৎ সন্ততিদের জননে বা মরণে এক দিন অশৌচ,† সমানোদক ও সগোত্রের যথা সম্ভব জননে বা মরণে স্নানমাত্রে শুদ্ধি। উভয় পক্ষীয় নারীদিগের অশৌচ তত্তৎ পুরুষীয় পুংবৎ।

অন্যৈস্তু সামান্যতস্ত্র্যহাশৌচমেবোক্তং *।

৫৯৯ দত্তকস্য যন্মরণে জননে বা যদশৌচং তন্মরণে তস্যাপি তৎ, এবমেব দত্তকস্য পুত্ত্রাদীনাং। তদয়ং সংক্ষেপঃ—দত্তকস্য সন্ততীনাং জনককুলস্য চ পরস্পরং জননে মরণে বা নাশৌচং। দত্তকস্য পুত্ত্রপৌত্ত্রাণাং জননে মরণে বা প্রতিগ্রহীতৃ তৎ পিতৃপিতামহানাং ত্রিরাত্রমশৌচং তেষাং মরণে তৎ পুত্ত্রাদীনাং জননে মরণে বা দত্তক তত্ সন্ততীনাঞ্চ তদেবাশৌচং। প্রতিগ্রহীতুঃ প্রপিতামহ প্রভৃতীনাং সকুল্যানাং দশম পুরুষ পর্য্যন্তানাং মরণে তৎ সন্ততীনাঞ্চ জননে মরণে বা একাহাশৌচং,† সোদকসগোত্রয়োঃ যথাসম্ভব জননে মরণে বা স্নানমাত্রেণ শুদ্ধিঃ। উভয় পক্ষীয় নারীণামশৌচং তত্তৎসমপুরুষীয় পুম্বদেব।

---

* প্রথম মতই শাস্ত্রের মর্ম্মানুমত বোধ হইতেছে, কেননা সগোত্র সপিণ্ড দত্তকের যদি সামান্য দত্তকের ন্যায় সামান্যতঃ তিন দিন অশৌচ হয় তবে অন্য দত্তক হইতে তাহার বিশেষ কি হইল। এতাবতা যেমত গ্রহণে নৈকট্যহেতু প্রশস্ত বলিয়া তাহাকে অন্য হইতে বিশেষ করা হইয়াছে তেমতি অশৌচ বিষয়ে-ও তাহাকে অন্যাপেক্ষা বিশেষ কর্ত্তব্য। অপিচ—'প্রতিগ্রহীতুর্মরণে দত্তকস্য দশাহাশৌচং ন ঘটতে, সপিণ্ডসগোত্রয়োর্মিলিতয়োরভাবাৎ, অর্থাৎ সপিণ্ডতা ও সগোত্রতা মিলিত না হওয়ায় প্রতিগ্রহীতার মরণে দত্তকের দশ দিবস অশৌচ ঘটে না। দত্তক মীমাংসাকারকর্ত্তৃক এমত উক্ত হওয়াতে তন্মতে সপিণ্ড সগোত্র দত্তক হইলে তাহার দশ দিবস অশৌচই প্রতীত হইতেছে। দ্রষ্টব্য—দ, মী. পৃ. ১১২।

† দত্তক মীমাংসার ১১২, ও ১১৩ পৃষ্ঠায় ধৃত মরীচি বচন ও তদ্ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা। ৬০০ দ্ব্যামুষ্যায়ণের উভয়-কুলে অশৌচ হওয়াতে জনককুলে ঔরসবৎ পূর্ণাশৌচ, গ্রহীতার কুলে দত্তকের ন্যায় অশৌচই।

৬০০ দ্ব্যামুষ্যায়ণস্যোভয়ত্রৈবাশৌচাৎ—জনককুলে ঔরসবৎ পূর্ণাশৌচং, গ্রহীতৃকুলে দত্তকবদশৌচমেব।

তৃতীয় প্রকরণ।—শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক।

দত্তক ঔরসের প্রতিনিধি এবং ঔরসের কর্ম্মকরণে অধিকারী হওয়াতে সে ঔরসের করণীয় শ্রাদ্ধ করিবে এই সিদ্ধ, যেহেতু প্রতিগ্রহীতার গোত্র, বেদ-শাখা, কুল-দেবতা ও কুল-ধর্ম্ম সম্বন্ধরূপ প্রতিগ্রহীতার গোত্রীয় ব্যক্তি প্রভৃতির সহিত অবিশেষে সম্বন্ধ হয়*।

দত্তকস্যৌরসপ্রতিনিধিতয়া ঔরসকার্য্যকর্তৃত্বেন ঔরসকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বমেব সিদ্ধ্যতি, প্রতিগ্রহীতৃগোত্রশাখাকুলদেবতা কুলধর্ম্মান্বয়বৎ প্রতিগ্রহীতৃগোত্রাদ্যন্বয়াবিশেষাৎ *।

ব্যবস্থা। ৬০১ গ্রহীতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আদ্যাদি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত ষোড়শশ্রাদ্ধ এবং একোদ্দিষ্ট পার্ব্বণ ও তর্পণাদি দত্তকের করণীয়†।

৬০১ গ্রহীতুরন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদ্যাদিসপিণ্ডান্ত ষোড়শশ্রাদ্ধানি একোদ্দিষ্টপার্ব্বণতর্পণাদীনি চ দত্তকস্য কর্ত্তব্যাণি †।

প্রমাণ। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, ঔর্দ্ধদেহিক দাহাদি ও নামসঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ বংশরক্ষণ নিমিত্তে অপুত্র ব্যক্তি যত্নে যাদৃক্ তাদৃক্ পুত্র করিবে ‡॥—মনু।

অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ। পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোর্নামসঙ্কীর্ত্তনায় চ ‡॥—মনুঃ

ব্যবস্থা। ৬০২ পরন্তু গ্রহীতার সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধে ঔরস থাকিতে পূর্ব্বে গৃহীত হইলেও দত্তকের অধিকার নাই।—দ. চ. পৃ. ২০।

৬০২ পরন্তু গ্রহীতুঃ সপিণ্ডীকরণান্তষোড়শ শ্রাদ্ধে দত্তকস্য পূর্ব্বগৃহীতত্বেঽপি সত্যৌরসে নাধিকারঃ।—দ. চ. পৃ. ২০।

---

* দ. মী. পৃ. ৯৩। † দ্রষ্টব্য—এসটে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮৫। ব্য. দ. পৃ. ৯০৯, নোট।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য, দ. পৃ. ৭৭০, ৭৭১।

প্রমাণ। যেহেতু—'ঔরস পুত্র জন্মিলে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নাই'—এই বচনদ্বারা দেবলকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিষিদ্ধ, এবং—'ইহাদের মধ্যে পর পর পিণ্ডদাতা ও অংশহর্ত্তা,'—এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনেও * বটে। ঐ।

'ঔরসে পুনরুৎপন্নে তেষু জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে'—ইতি দেবলেন জ্যেষ্ঠত্বপ্রতিষেধাৎ। 'পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পর' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাচ্চ *। ঐ।

ব্যবস্থা। ৬০৩ ক্ষয়াহে দত্তক একোদ্দিষ্ট করিতে পারে, পার্ব্বণ করিতে পারে না।

৬০৩ ক্ষয়াহেতু দত্তক একোদ্দিষ্টং কর্ত্তুমর্হতি, নতু পার্ব্বণং।

প্রমাণ। ৵০ কিন্তু ক্ষয়াহে বিশেষ আছে, যথা জাতূকর্ণ কহেন—'প্রতিবৎসর ঔরস ও ক্ষেত্রজ পার্ব্বণ করিবে, অন্য দশ পুত্র একোদ্দিষ্ট করিবে'। অন্য দশ—দত্তকাদি। দ. চ. পৃ. ২০।

ক্ষয়াহে তু বিশেষো যথা জাতূকর্ণঃ। 'ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ বিধিনা পার্ব্বণেন তু। প্রত্যব্দমিতরে কুর্য্যুরেকোদ্দিষ্টং সুতা দশ'॥ ইতরে দশ—দত্তকাদয়ঃ। দ. চ. পৃ. ২০, ২১।

৵০ তথা পরাশর—'ঔরস পুত্র মৃত পিতার ত্রিপৌরুষিক শ্রাদ্ধ করিবে,—অনেকগোত্র (ই) পুত্রেরা ক্ষয়াহে সর্ব্বত্র একোদ্দিষ্ট করিবে'।—দ. চ. পৃ. ২১।

তথা পরাশরঃ—'পিতুর্গতস্য দেবত্বমৌরসস্য ত্রিপৌরুষং। সর্ব্বত্রানেকগোত্রাণামেকোদ্দিষ্টং (ই) ক্ষয়েঽহনি'।—দ. চ. পৃ. ২১।

(ই) অনেক-গোত্র—অর্থাৎ দ্বিগোত্র। ঐ।

(ই) 'অনেকগোত্রাণাং—দ্বিগোত্রাণাং'। ঐ।

ব্যবস্থা। ৬০৪ গ্রহীত্রীর শ্রাদ্ধাদিও দত্তক করিবে †।

৬০৪ গ্রহীত্র্যাঃ শ্রাদ্ধাদিকমপি দত্তকস্য কর্ত্তব্যং †।

কারণ। কেন না গ্রহীত্রী-ই তাহার মাতা।

তস্যা এব তন্মাতৃত্বাৎ।

প্রমাণ। শুদ্ধ দত্তক প্রতিগ্রহীত্রী মাতার পিত্রাদির পিণ্ডদান করিবে, কারণ সে কেবল ঐ মাতারই শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারী।—দ. চ. পৃ. ২২।

শুদ্ধ দত্তকস্য তু প্রতিগ্রহীত্র্যা এব মাতুঃ পিত্রাদিপিণ্ডদানং, তস্য তন্মাত্রস্বধাকরত্বাদিতি।—দ. চ. পৃ. ২২।

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৩২—৭৭২।

† সে (অর্থাৎ দত্তক) গ্রহীত্রী মাতার-ও ঔরস পুত্রস্বরূপ, এবং তাঁহার পিতৃপুরুষেরা তাহার মাতামহকুল হয়েন। সদরদেওয়ানি আদালতের সিনপ্সিস্, চতুর্থ হেতু।

প্রমাণ। ৬০৫ দ্ব্যামুষ্যায়ণ জনকজননীপক্ষে ঔরসবৎ গ্রহীতার পক্ষে দত্তকবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে।

৬০৫ দ্ব্যামুষ্যায়ণো জনকজননীপক্ষে ঔরসবৎ গ্রহীতৃপক্ষে দত্তকবচ্ছ্রাদ্ধাদিকং কুর্য্যাৎ।

কারণ। যেহেতু জনকজননীপক্ষে তাহার ঔরসত্ব যায় নাই, ও গ্রহীতার পক্ষে কেবল দত্তকত্ব বই হয় নাই।

তস্য জনকজননীপক্ষে ঔরসত্বস্যানপগমাৎ, গ্রহীতুঃ পক্ষে তু কেবলং দত্তকত্বাচ্চ।

ব্যবস্থা। ৬০৬ যদি প্রথমে গ্রহীতার মৃত্যু হয় তবে (প্রথমে) তাহাকে পিণ্ডদান করিবে, যদি জনক (প্রথমে) মরে তবে জনকের শ্রাদ্ধ করিবে, যদি উভয়ে (এককালীন) মরে তবে অগ্রে জনকের পশ্চাৎ গ্রহীতার শ্রাদ্ধ করিবে।—দ. চ. পৃ. ২২।

৬০৬ যদি তু গৃহীতা প্রথমং মৃতস্তদা তস্মৈ দদ্যাৎ, অথ যদি জনকস্তদা জনকায়, যদ্যুভৌ তদাদৌ জনকায় পশ্চাদ্‌গৃহীত্রে দদ্যাৎ।—দ. চ. পৃ. ২২।

ব্যবস্থা। ৬০৭ এবং গ্রহীতা বেদের যে শাখাবলম্বী তৎ শাখীয় কর্ম্ম সকলও দত্তকের কর্ত্তব্য।

৬০৭ গৃহীতুঃ স্বশাখাবিহিত কর্ম্মাণি চ দত্তকস্য কার্য্যাণি।

প্রমাণ। 'বেদের অন্য শাখাবলম্বি হইতে উৎপন্ন দত্তক পুত্র (গ্রহীতার) নিজগোত্রে ও নিজশাখাবিহিত বিধ্যনুসারে উপনয়ন প্রাপ্ত হইলে (গ্রহীতার) নিজ শাখাভাগী হয়' (বশিষ্ঠ)।—যে কর্ম্ম গ্রহীতার বেদশাখাবিহিত সেই কর্ম্মকারী—'গ্রহীতার নিজ শাখাভাগী'—ইহার অর্থ এই যে গ্রহীতার শাখাবিহিত কর্ম্ম দত্তকের কর্ত্তব্য।—দ. মী. পৃ. ৯৫।

'অন্যশাখোদ্ভবোদত্তঃ পুত্রশ্চৈবোপনায়িতঃ। স্বগোত্রেণ স্বশাখোক্তবিধিনা স স্বশাখভাক্'' (ইতি বশিষ্ঠঃ) স্বস্য প্রতিগৃহীতুঃ শাখা যস্মিন্ কর্ম্মণি তৎস্বশাখং কর্ম্ম তদ্ভজতীতি স্বশাখভাগিতি, প্রতিগৃহীতৃশাখীয়মেব কর্ম্ম তেন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।—দ. মী. পৃ. ৯৫।

ব্যবস্থা। ৬০৮ গৃহীতার সপিণ্ডীকরণে দত্তক ঐ গৃহীতার পিতৃপিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত সপিণ্ডন বা যোজন করিবে।

৬০৮ গৃহীতুঃ সপিণ্ডীকরণে দত্তকস্তস্য পিতৃপিতামহপ্রপিতামহৈঃ সহ তৎ সপিণ্ডনং যোজনং কুর্য্যাৎ।

প্রমাণ। যে যখন যাহার সপিণ্ডীকরণ করে, সে তাহার পিত্রাদি তিন পুরুষের সহিত করে, চতুর্থ পুরুষে বিরাম এই সিদ্ধান্ত। 'তদারম্ভ সিদ্ধ হইলে, তাহার (আবার) আরম্ভ নিয়মের নিমিত্তে হয়,—এই ন্যায়ে ইঁহা (ঔরসকৃত পার্ব্বণে যাঁহারা লেপ পাইতেন দত্তককৃত পার্ব্বণে সেই) লেপ ভাগিদিগের লেপে নিরাস হেতু সপিণ্ডসম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদার্থে। সেই নিমিত্তই কহিয়াছেন 'সেই হেতু এই (অর্থাৎ) এই সপিণ্ডতা (ত্রৈপুরুষিক*), তথাচ—"বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি লেপভাগি, পিতা প্রভৃতি করিয়া (তিন পুরুষ) পিণ্ডভাগি। পিণ্ডদাতা তাহাদের সপ্তম, সপিণ্ডতা সাপ্তপৌরুষিক"†—মৎস্য পুরাণোক্ত যে ঐ সাপ্তপৌরুষিক সামান্য সপিণ্ডতা এই বিশেষ বিধান তাহার বাধক।—দ. চ. পৃ. ২৪।

যো যদা যৎসপিণ্ডীকরোতি স তৎপিত্রাদিভিস্ত্রিভিরেব করোতীতি, চতুর্থে বিরামঃ সিদ্ধ এবেতি—'তদারম্ভঃ সিদ্ধে সত্যারম্ভো নিয়মায়'—ইতি ন্যায়েন লেপিনাং লেপনিরাসেন সাপিণ্ড্যব্যবচ্ছেদার্থঃ। তদেবাহ তস্মাদেবেতি।—এষা সপিণ্ডতা *। তথাচ 'লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ, পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং" † ইতি মৎস্যপুরাণোক্ত সাপ্তপৌরুষ সাপিণ্ড্যস্য সামান্যস্যানেন বিশেষেণ বাধ এব।—দ. চ. পৃ. ২৪।

ব্যবস্থা। ৬০৯ গৃহীতা দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে উভয়পক্ষীয় পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের সহিত তাঁহার সপিণ্ডীকরণ করিবে।

৬০৯ গৃহীতদ্ব্যামুষ্যায়ণত্বে তদুভয়পক্ষীয় পিতৃপিতামহপ্রপিতামহৈঃ সহ তস্য সপিণ্ডনং কার্য্যং।

প্রমাণ। যত পিতৃবর্গ থাকেন, দত্তকাদি স্বকীয় পিত্রাদির সহিত তাঁহাদের সপিণ্ডীকরণ করিবে।—কার্ষ্ণাজিনি। দ্রষ্টব্য—দ. চ পৃ. ২৩, ২৪। ব্য. দ. পৃ. ৯১৩, ৯১৪।

যাবন্তঃ পিতৃবর্গাঃ স্যুস্তাবদ্ভির্দত্তকাদয়ঃ। প্রেতানাং যোজনং কুর্য্যুঃ স্বকীয়ৈঃ পিতৃভিঃ সহ॥ কার্ষ্ণাজিনি। দ্রষ্টব্য দ. চ. পৃ. ২৩, ২৪। ব্য. দ. পৃ. ৯১৩, ৯১৪।

ব্যবস্থা। ৬১০ দ্ব্যামুষ্যায়ণ—জনকের সপিণ্ডীকরণে তাঁহার পিত্রাদি

৬১০। দ্ব্যামুষ্যায়ণো—জনকসপিণ্ডীকরণে জনকপিত্রাদিপুরু-

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯১৩, ৯১৪।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩০২, ৩০৩।

তিন পুরুষের সহিত, এবং গ্রহীতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার পিত্রাদি তিন পুরুষের সহিত, তৎযোজন করিবে।

ব্যবস্থা। ৬১১ গ্রহীতা বা জনক অথবা উভয়ে দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে তদুভয় পক্ষীয় পিত্রাদি তিনপুরুষের সহিত দ্ব্যামুষ্যায়ণ তৎসপিণ্ডীকরণ করিবে।

প্রমাণ। যত পিতৃবর্গ থাকেন' ইত্যাদি কার্ষ্ণাজিনি বচন। দ্রষ্টব্য— ব্য. দ. পৃ. ৯০১৪, ৯০১৫।

ব্যবস্থা। ৬১২ কিন্তু গ্রহীত্রীর সপিণ্ডীকরণ তাঁহার পতির সহিতই করিবে।

প্রমাণ। মাতার তৎপতির সহিত সপিণ্ডীকরণে শ্বশুরের এবং আর্য্যশ্বশুরের পিণ্ড কুশদ্বারা আবৃত করিবে। যথা গর্গ ঋষি কহেন— "পিতৃলোককে কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নারীর সপিণ্ডন কেবল পতির সহিতই করিবে, যেহেতু সে মরণান্তে পতির সহিত এক হইয়াছে"॥ 'চরু মন্ত্র আহুতি ও ব্রতদ্বারা পত্নী পতির সহিত একত্ব প্রাপ্তা হওয়াতে তাহার সপিণ্ডীকরণ তৎপতির সহিতই করিবে'॥—শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

ব্যবস্থা। ৬১৩ কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে পিতামহীর সহিত, পিতামহীও বাঁচিয়া থাকিলে প্রপিতামহীর সহিত, মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে।

ষত্রয়েণ সহ, গ্রহীতুঃ সপিণ্ডীকরণে গ্রহীতুঃ পিত্রাদি পুরুষত্রয়েণ সহ, তৎযোজনং কুর্য্যাৎ।

৬১১। গ্রহীতুর্জনকস্য বা উভয়োর্বা দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বে তস্য তয়োর্বা উভয়পক্ষীয় পিত্রাদিভিস্ত্রিভিঃ সহ দ্ব্যামুষ্যায়ণো তৎসপিণ্ডনং কুর্য্যাৎ।

'যাবন্তঃ পিতৃবর্গাঃ স্যুঃ' ইত্যাদ্যুক্ত কার্ষ্ণাজিনি বচনং। দ্রষ্টব্যা—ব্য. দ. পৃ. ৯০১৪, ৯০১৫।

৬১২। গ্রহীত্র্যাঃ সপিণ্ডনন্তু তৎপতিনা সহৈব কার্য্যং।

অত্র মাতুঃ পত্যা সহ সপিণ্ডনে শ্বশুরার্য্যশ্বশুরয়োঃ পিণ্ডৌ কুশৈরাচ্ছাদ্যৌ। তথাচ গর্গঃ—'পতিনৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ। সাগতা হি মৃতৈকত্বং কুশৈরন্তরয়ন্ পিতৄন্'॥ 'স্বেন ভর্ত্ত্রা সহৈবাস্যাঃ সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ। একত্বং সা গতা যস্মাৎ চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈঃ'।—শ্রাদ্ধতত্ত্বং।

৬১৩। জীবতি-তু পিতরি মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহ্যা সহ কার্য্যং, তস্যামপি জীবন্ত্যাং প্রপিতামহ্যা সহ।

প্রমাণ। তিনি (অর্থাৎ পিতা) থাকিলে পুত্রেরা পিতামহীর সহিত (মাতার সপিণ্ডীকরণ) করিবে।—'তিনি থাকিলে'—ইহা শ্রাদ্ধের অনুপযুক্ত পতির উপলক্ষণ,—অতএব তিনি (অর্থাৎ পিতামহীও) বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার শ্বাশুড়ির সহিত (সপিণ্ডীকরণ) করিবে এই নিশ্চয়।—এই লঘুহারীত বচনে শ্বাশুড়ি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার শ্বাশুড়ির সহিত (সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য) শ্বশুরের সহিত নয়; কোন স্থলে তাহাও কথিত হইয়াছে।—শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

তস্মিন্ সতি সুতাঃ কুর্য্যুঃ পিতামহ্যা সহৈবতু।—'তস্মিন্ সতীতি শ্রাদ্ধানর্হ ভর্ত্তুরুপলক্ষণং, অতএব 'তস্যাঞ্চৈবতু জীবন্ত্যাং তস্যাঃ শ্বশ্রেতি নিশ্চয়' ইতি লঘুহারীতেন শ্বশ্রূজীবনে তস্যাঃ শ্বশ্রা ত্বুক্তং নতু শ্বশুরেণেতি; ক্বচিদপ্যুক্তং।—শ্রাদ্ধতত্ত্বং।

ব্যবস্থা। ৬১৪ দত্তককৃত পার্ব্বণে লেপ ভাগিরা লেপ না পাওয়াতে* কেবল গ্রহীতাকে ও তৎপিতৃপিতামহকে পিণ্ড দাতব্য,—তাঁহাদের সহিত তত্তৎ পত্নীরা পিণ্ডভোগ করেন।

৬১৪ দত্তককৃত পার্ব্বণে লেপিনাং লেপনিরাসেন* 'কেবলং গ্রহীত্রে তৎপিতৃপিতামহাভ্যাঞ্চ পিণ্ডা দাতব্যা;—তৈঃ সহ তৎপত্ন্যশ্চ পিণ্ডান্ ভুঞ্জন্তে।

৬১৫ পিতৃলোকের পার্ব্বণানুষঙ্গে গ্রহীত্রীর পিত্রাদি তিন পুরুষেরও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে মাতামহ্যাদির-ও পার্ব্বণ করা সিদ্ধ হইবে।

৬১৫ তদনুষঙ্গেণ গ্রহীত্র্যাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহেভ্যশ্চ পার্ব্বণপিণ্ডান্ দদ্যাৎ। তেন মাতামহ্যাদিভ্যশ্চ পার্ব্বণপিণ্ডদানং সিদ্ধ্যতি।

প্রমাণ। ৴০ দত্তকের স্বকর্ত্তৃক পার্ব্বণে যাঁহারা দেবতা, স্বপুত্রকর্ত্তৃক সপিণ্ডীকরণেও তাঁহারাই তদ্দেবতা †।—দ. চ. পৃ. ২৪।

৴০ দত্তকস্য স্বকর্তৃকে পার্ব্বণে যেষাং দেবতাত্বং স্বপুত্রকর্ত্তৃকে সপিণ্ডীকরণেঽপি তেষামেব তথাত্বমিতি †।—দ. চ. পৃ. ২৪।

৵০ যে স্থলে পিতৃলোক পূজিত সে স্থলে নিশ্চিতরূপে মাতামহেরা-ও বটেন।—দ. চ. পৃ. ২২।

৵০ পিতরো যত্র পূজ্যন্তে তত্র মাতামহাঃ ধ্রুবম্।—দ. চ. পৃ. ২২।

---

* ইহার উপরিধৃত পঙ্ক্তিকতিপয় দ্রষ্টব্য।

† ৯০৫ পৃষ্ঠায় ইহার শেষ দ্রষ্টব্য।

৶৹ "মাতার পিত্রাদি তিন পুরুষ মাতামহাদি কথিত। দুহিতার সুতেরা তাঁহাদের পিতৃবৎ শ্রাদ্ধ করিবে"। (মরীচি)॥ এস্থলে মাতামহাদি তিনের শ্রাদ্ধ বিধান হওয়াতে পার্ব্বণ উপলব্ধি হইতেছে, 'পিতৃবৎ'—ইহা বলাতে মাতামহাদির-ও পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট বিকল্পে নয়,—কারণ মাতামহাদির শ্রাদ্ধ নিত্যরূপে বিহিত হইয়াছে—দ মী· পৃ ১১৪।

।০ কিন্তু শুদ্ধ দত্তক গ্রহীত্রীমাতারই পিত্রাদিকে পিণ্ডদান করিবে,—কারণ তৎশ্রাদ্ধেই তাহার অধিকার।—দ· চ, পৃ· ২২।

।/০ মৃতাহ ভিন্ন স্ত্রীলোককে পৃথক্ (পিণ্ড) দিবে না। কেন না নিজভর্ত্তার পিণ্ডেই তাঁহাদের তৃপ্তি কথিত হইয়াছে। · উদ্বাহতত্ত্ব।

।৶৹ মাতা নিজভর্ত্তার সহিত এবং পিতামহী ও প্রপিতামহী নিজ নিজ ভর্ত্তার সহিত শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করেন।—দা· ভা· পৃ· ২৩১।

।৶৹ সপিণ্ডীকরণের পর পিতৃলোককে, যাহা দেওয়া যায়, মাতা (অ) তৎসমস্তের অংশ ভাগিনী ধর্ম্মশাস্ত্রের এই নিশ্চয়॥ বিবাদভঙ্গার্ণব ধৃত শাতাতপ বচন।

(অ) এস্থলে 'পিতৃ' পদ পিত্রাদি ও মাতামহাদি তিন তিন পুরুষ বোধক। মাতৃপদে-ও মাত্রাদি তিন ও মাতামহ্যাদি তিন বুঝায়। দ্রষ্টব্য ঐ।

ব্যবস্থা। ৬১৬ গ্রহীতার অনেক পত্নী থাকিলে তন্মধ্যে যে গ্রহীত্রী

৶৹ "মাতুঃ পিতরমারভ্য ত্রয়োমাতামহাঃ স্মৃতাঃ। তেষান্তু পিতৃবৎ শ্রাদ্ধং কুর্য্যুর্দুহিতৃ সূনবঃ"। (মরীচিঃ)॥—অত্র ত্রয়াণাং মাতামহানাং শ্রাদ্ধ বিধানাৎ পার্ব্বণমবগম্যতে। নচ পিতৃবদিত্যনেন—মাতামহানামপি পার্ব্বণৈকোদ্দিষ্টয়োর্বিকল্পঃ, তস্য মাতামহশ্রাদ্ধ নিত্যতা বিধানপরত্বাৎ।—দ মী· পৃ· ১১৪।

।০ শুদ্ধ দত্তকস্য তু গ্রহীত্র্যা এব মাতুঃ পিত্রাদি পিণ্ডদানং তস্য তন্মাত্র স্বধাকরত্বাদিতি।—দ· চ· পৃ· ২২।

।/০ ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগ্দদ্যাদবসান দিনাদৃতে। স্বভর্ত্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃ স্মৃতা।—উদ্বাহতত্ত্বং।

।৶৹ স্বেনভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতাভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ং। পিতামহী চ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী॥ - দা· ভা· পৃ· ২৩১।

।৶৹ সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যৎ পিতৃভ্যা প্রদীয়তে। সর্ব্বেষ্বংশহরা মাতা (অ) ইতি ধর্ম্মেষু নিশ্চয়ঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবধৃত শাতাতপ-বচনং।

(অ) অত্র পিতৃপদং পিত্রাদি ত্রিক মাতামহাদি ত্রিক পরং। মাতৃপদঞ্চ মাত্রাদি ত্রিক মাতামহ্যাদি ত্রিক পরং। দ্রষ্টব্যো বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

৬১৬ গ্রহীতুরনেকপত্নীকত্বে তা-

তাহারই পিত্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে*।

প্রমাণ। দত্তকাদির যে প্রতিগ্রহীত্রী মাতা তাহারই পিত্রাদি মাতামহাদি,—কেননা পিতৃবৎ মাতামহাদিতেও সমান সম্বন্ধ*।—দ. মী. পৃ. ৯৫।

ব্যবস্থা। ৬১৭ কিন্তু যদি পত্নীদের মধ্যে কেহই পতির সহিত মিলিতা বা তদনুমতি প্রাপ্তাবস্থায় দত্তক গ্রহণ না করিয়া থাকে, পরন্তু যদি পতি একাকী গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে (তদ্গৃহীত) ঐ সকল পত্নীদের পিত্রাদির পার্ব্বণ করিবে।

সাং যা এব গৃহীত্রী তস্যাএব পিত্রাদীনাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং কার্য্যং*।

দত্তকাদীনাং মাতামহা অপি প্রতিগ্রহীত্রী যা মাতা তৎপিতর এব,—পিতৃন্যায়স্য মাতামহেষ্বপি সমানত্বাৎ*।—দ. মী. পৃ. ৯৫।

৬১৭ যদি তু তাসাং কয়াঽপি পত্যা সহ মিলিত্বা তদনুমত্যা বা ন গৃহীতঃ, কিন্ত্বেকাকিনা পত্যা এব গৃহীতস্তদা তৎসর্ব্বাসাং পিত্রাদীনাং পার্ব্বণং কার্য্যং।

* 'মাতামহ শ্রাদ্ধবিধি মুখ্য মাতামহ বিষয়ক'—এই যে হেমাদ্রির উক্তি ইতা (মান্য)-নয়,—কেননা 'তাহা 'দাতার পিণ্ডলোপ হয়'—এই বচনবিরুদ্ধ। 'মাতামহদের দাতৃত্ব নাই'—ইহাও বাচ্য নয়, কেননা 'বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া'—এতদ্দ্বারা দানে সম্মতি করণে তাঁহাদের-ও দাতৃত্ব আছে, অপিচ শ্রাদ্ধে—'পিণ্ড গোত্র ও রিক্থানুগামি (দাতার পিণ্ড) লোপ হয়,—এতদ্দ্বারা গোত্র ও রিক্থ পিণ্ডদানের নিমিত্ত দর্শিত হওয়াতে জনকের রিক্থ বৎ মাতামহের রিক্থতেও দত্তকের অনধিকার হওয়াতে পূর্ব্ব মাতামহের শ্রাদ্ধে তাহার অধিকার নাই—ইহাই ন্যায্য। অতএব উক্ত উক্তিতে সন্তোষ না জন্মিবায় হেমাদ্রিকারই—গৌণ পিত্রাদির ন্যায় গৌণ মাতামহাদির-ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য—ইহা উক্তি করিয়াছেন, এই উক্তি-ই ন্যায্য।—দ, মী. পৃ. ৯৩।

অপিচ পিতৃকৃতদানে মাতার দান সিদ্ধ হওয়াতে মাতার দানেই মাতামহদিগের দান সিদ্ধ—এই নিশ্চয়।

* যত্ত, মাতামহশ্রাদ্ধবিধের্মুখ্য মাতামহ বিষয়ত্বমেবেতি হেমাদ্র্যভিহিতং তন্ন, 'ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা'—ইতি বচন বিরোধাৎ। ন চ মাতামহানাং দাতৃত্বাভাবঃ—বন্ধূনাহূয়েত্যনেন দানসম্মতিকরণেন তেষামপি দাতৃত্বাৎ। কিঞ্চ শ্রাদ্ধে 'গোত্র রিক্থানুগঃ পিণ্ডোব্যপৈতি' ইত্যনেন গোত্র রিক্থয়োর্নিমিত্ততা প্রতিপাদনাৎ দত্তকস্য চ পিতৃ রিক্থস্যেব মাতামহরিক্থস্যাপ্যপেতত্বান্ন পূর্ব্ব মাতামহ শ্রাদ্ধাধিকার ইতি যুক্তং। অতএব অস্বরসাৎ গৌণ মাতামহাদীনামপি গৌণ পিতৃবৎ শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমিতি হেমাদ্রিরেব পক্ষান্তরমুপন্যস্তবান্, 'যুক্তঞ্চৈতদেব।—দ. মী. পৃ. ৯৩।

অপিচ পিতৃকৃত দানেনৈব মাতুর্দ্দানসিদ্ধত্বেন মাতৃদানাৎ মাতামহাদীনামপি দানং সিদ্ধমিতি নিশ্চয়ঃ।

কারণ। কেননা পতির গ্রহণেই তৎ সকলের গ্রহণ সিদ্ধ হওয়াতে মাতৃত্ব জন্মিয়াছে *।

পত্যুর্গ্রহণে তৎসর্ব্বাসামবিশেষেণৈব তদ্গ্রহীত্রীত্ব সিদ্ধত্বেন মাতৃত্বাৎ *।

প্রমাণ। /০ এস্থলে মাতা পতির অধীনা হওয়াতে পিতার দানেই মাতার স্বত্ব নিবৃত্তি।—অনুগ্রহে লব্ধ দানাদিতে অধীনতা না থাকাতে সেরূপ হয় না। পতিকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে—ধন দম্পতির সাধারণ হওনের ন্যায় -পত্নীর গৌণ স্বত্ব হয়, কিন্তু গ্রহীতার শ্বশুর পক্ষই (দত্তকের) মাতামহ পক্ষ। বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃত চণ্ডেশ্বরের ব্যাখ্যা।

/০ অত্র মাতুঃ পতিপরতন্ত্রত্বাৎ তদ্দানেনৈব মাতৃস্বত্ব নিবৃত্তিঃ—প্রসাদলব্ধ দানাদৌতু পারতন্ত্র্যাভাবান্ন তথা। পত্যা গৃহীতে পুত্রে দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনমিতি বৎ পত্ন্যাঃ স্বত্বং গৌণং মাতামহপক্ষস্তু গ্রহীতৃশ্বশুর পক্ষএব। ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃত চণ্ডেশ্বর ব্যাখ্যানং।

৵০ এস্থলে দুই পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া গ্রহণ করিলে দুই মাতামহ পক্ষ হয়। ইহাতে এই সমাধা করা যাইতেছে যে মাতামহগণ দুইরূপ হইলেও তাঁহারা মিলিত রূপে শ্রাদ্ধদেবতা বলিয়া আদরণীয়। পরন্ত বাক্যোল্লেখ এইরূপ হইবে যথা—'অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মা, অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মা আপনাকে এই, (পিণ্ডদত্ত) ইত্যাদি দ্বিপিতৃক ক্ষেত্রজাদির ন্যায়।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

৵০ অত্র দ্বাভ্যাং পত্নীভ্যাং যুক্তেন গ্রহণে মাতামহপক্ষদ্বয়ং স্যাৎ ইতি। অত্র সমাদধতে—মাতামহগণস্য দ্বৈরূপ্যেঽপি মিলিতানামেব শ্রাদ্ধদেবতাত্বমাদরণীয়ং। বাক্যোল্লেখস্তু—'অমুকগোত্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ অমুক গোত্র মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষতে' ইত্যাদি দ্বিপিতৃক ক্ষেত্রজাদিবৎ।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

বিবেচনা। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ইহাও কহিয়াছেন—'পার্ব্বণে পিতৃপক্ষ শ্রাদ্ধস্যৈবাবশ্যকত্বং পুত্রস্য, ন তু মাতামহপক্ষশ্রাদ্ধস্য,—পিতৃপক্ষশ্রাদ্ধং কুর্ব্বতঃ মাতামহপক্ষ শ্রাদ্ধাকরণে এব নিন্দা। তথা চ বিকৃত পার্ব্বণাদৌ মাতামহপক্ষং বিনা কৃত শ্রাদ্ধাদেব কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ সিদ্ধৌ মাতামহ শ্রাদ্ধার্থং মানুষ্ঠানমিতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাদিভিরুক্তং সঙ্গচ্ছতে। অতএব বিধবা স্বাম্যনুমতিং বিনা ধর্ম্মকার্য্যং কুর্ব্বন্ত্যপি ন দত্তকং কর্ত্তুমর্হতি,—'ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা' ইতি বশিষ্ঠবচনাৎ। ভর্ত্তুরনুজ্ঞাসত্ত্বেতু ক্ষেত্রজবৎ ভর্ত্তুরেব, দত্তকং পুত্রং কুর্য্যাৎ অন্যথা ভর্ত্রনুজ্ঞাং বিনা ভর্ত্তুঃ পুত্রো মা ভবতু স্বশ্রাদ্ধদায়াধিকারার্থং

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯১৩।

স্বপুত্রো ভবতু ইত্যেব শাস্ত্রে বক্তুং যুক্তং স্যাৎ। তস্মাদ্দত্তকঃ পুত্রো ন মাতুঃ কিন্তু পিতুরেব"। অস্যার্থঃ—পার্ব্বণে পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ করাই পুত্রের আবশ্যকঃ মাতামহ পক্ষের নয়,—পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকারী মাতামহের শ্রাদ্ধ না করিলে কেবল নিন্দা মাত্র—তথাচ বিকৃত পার্ব্বণাদিতে মাতামহপক্ষ বিনা কৃত শ্রাদ্ধের ন্যায় (আশ্বিনের) কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হওয়াতে মাতামহের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানীয় নয়।—স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য প্রভৃতির এই উক্তি সঙ্গত বটে। অতএব বিধবা স্বামির অনুমতি বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারিলেও 'নারী পুত্র দান করিবে না, প্রতিগ্রহ-ও করিবে না'—এই বশিষ্ঠবচনহেতু দত্তক গ্রহণ করিবে না। ভর্ত্তার অনুজ্ঞা থাকিলে ক্ষেত্রজ বৎ ভর্ত্তারই দত্তক পুত্র করিবে। অন্যথা ভর্ত্তার অনুজ্ঞা বিনা ভর্ত্তার পুত্র হইবে না, তাহার নিজ শ্রাদ্ধ ও দায়াধিকার নিমিত্তে তৎ স্বকীয় পুত্রই হইবে—ইহা শাস্ত্রে কথিত হইত। অতএব দত্তক পুত্র মাতার নয়, কিন্তু পিতারই"। এই উক্তি উপরি ধৃত প্রামাণিক প্রমাণ সকলের বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ তাঁহার নিজ উক্তির সহিত অসঙ্গত হওয়াতে, এবঞ্চ —"পার্ব্বণং কুরুতে যস্তু কেবলং পিতৃকারণাৎ। মাতামহানাং ন কুরুতে পিতৃহা চোপজায়তে"॥ অর্থাৎ—যে কেবল পিতৃলোকের নিমিত্তে পার্ব্বণ করে, মাতামহদের পার্ব্বণ করে না সে পিতৃহত্যাকারী হয়,—দত্তক চন্দ্রিকার টীকায় ধৃত এই বচনে মাতামহাদির পার্ব্বণ অকরণে পিতৃহত্যার পাতকী হওয়া কথিত হওয়াতে, ইহা গ্রাহ্য নয়।

ব্যবস্থা। ৬১৮ দ্ব্যামুষ্যায়ণ উভয়রূপ পিত্রাদির পার্ব্বণ করিবে।

৬১৮ দ্ব্যামুষ্যায়ণ উভয়রূপ পিত্রাদীনাং পার্ব্বণং কুর্য্যাৎ।

প্রমাণ। /০ দ্ব্যামুষ্যায়ণের কর্ত্তব্যতা সাংখ্যায়ন সূত্রে বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে, যথা,—"অবনেজন ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ভিন্ন২ পিতা থাকিলে উভয়ের 'এক পিণ্ডে" ইতি।—ভিন্ন২ পিতা থাকিলে জনক ও গ্রহীতা উভয়ের এক পিণ্ডে (শ্রাদ্ধ) ক্রিয়া করিবে ইহা উহ্য।—দ. চ. পৃ. ২১।

/০ দ্ব্যামুষ্যায়ণস্যেতিকর্ত্তব্যতায়াং বিশেষমাহ সাংখ্যায়ন সূত্রং—পিণ্ডান্ যথাবনেজনং নিধায় উভাবেকস্মিন্ পিণ্ডে পিতৃভেদে' ইতি।—পিতৃভেদে একস্মিন্ উভৌ জনকগ্রহীতারৌ কীর্ত্তয়েদিতিশেষঃ।—দ. চ. পৃ. ২১।

৵০ দুই বা এক শ্রাদ্ধে এক বা দুই পিণ্ডে গ্রহীতা ও জনকেরও তদূর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্তের পৃথক্ রূপে উদ্দেশ করিয়া ক্রিয়া করিবে।—আচার্য্য বচন। ঐ।

৵০ দ্বে শ্রাদ্ধে কুর্য্যাদেক শ্রাদ্ধে বা পৃথগনুদ্দিশ্য এক পিণ্ডে বা দ্বাবনুকীর্ত্তয়েৎ প্রতিগ্রহীতারং চোৎপাদয়িতারং আতৃতীয়াৎ পুরুষাদিতি। আচার্য্য বচনং। ঐ।

৶০ তথা হারীতঃ—তাঁহাদের মধ্যে জনকের পিতৃদেবতা প্রথমে (দত্তকের) প্রবর হয়েন, (দুই পক্ষে) দুই পিণ্ড

৶০ তথা হারীতঃ—তেষামুৎপাদয়িতুঃ প্রথমং প্রবরো ভবতি, দ্বৌ দ্বৌ

দান করিবে, অথবা এক পিণ্ডে (ই) দুইয়ের উদ্দেশ করিবে। দ্বিতীয়ে তৎপুত্র, তৃতীয়ে পৌত্র (ঐ রূপ করিবে)।—দ. চ. পৃ. ২১।

(ই) 'অথবা এক পিণ্ডে'—এস্থলে বীপ্সা উহ্য কেননা আপস্তম্বের বচন এই যে—'যদি দুই পিতার পুত্র হয়, তবে এক এক পিণ্ডে দুইয়ের উদ্দেশ করিবে'। 'দ্বিতীয়ে'—(অর্থাৎ) পিতামহের পিণ্ডে দ্ব্যামুষ্যায়ণের পুত্র; 'তৃতীয়ে'—(অর্থাৎ) প্রপিতামহের পিণ্ডে দ্ব্যামুষ্যায়ণের পৌত্র।—দ. চ. পৃ. ২২।

ব্যবস্থা। ৬১৯ উভয় পিতৃপক্ষবৎ উভয় পক্ষীয় মাতামহাদির-ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ দ্ব্যামুষ্যায়ণের কর্ত্তব্য।

প্রমাণ। "প্রথমে জনককে পিণ্ড দিবে, কিন্তু (জনক গ্রহীতার পরে) মরিলে তাহাকে পশ্চাৎ পিণ্ড দিবে, উভয়ে যদি এককালীন মরে তবে প্রথমে জনককে দিবে"।—এতদ্দ্বারা দ্বিপিতৃক ব্যক্তির এক পিতার মরণেও পার্ব্বণ দর্শিত হইয়াছে। তত্তুল্য ন্যায়ে,—'পিতৃ লোক যথায় পূজিত তথায় মাতামহাদিও নিশ্চিতরূপে পূজ্য' এতদ্দ্বারা মাতৃভেদে দ্ব্যামুষ্যায়ণপুত্রের মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পাওয়া যাওয়াতে প্রথমে জননীর পিত্রাদির নির্দ্দেশ, অনন্তর প্রতিগ্রহীত্রী মাতার পিত্রাদির নির্দ্দেশ।

পিণ্ডৌ নির্ব্বপেৎ এক পিণ্ডে বা (ই) দ্বাবনুকীর্ত্তয়েৎ। দ্বিতীয়ে—পুত্রঃ, তৃতীয়ে—পৌত্রঃ।—দ. চ. পৃ. ২১।

(ই) 'একপিণ্ডে বা' ইত্যত্র বীপ্সাধ্যাহারঃ।—"যদি দ্বিপিতাস্যাদেকৈকস্মিন্নেব দ্বৌ দ্বাবুপলক্ষয়েৎ" ইত্যাপস্তম্ববচনাৎ। 'দ্বিতীয়ে'—পিতামহপিণ্ডে দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য পুত্রঃ, তৃতীয়ে'—প্রপিতামহ পিণ্ডে দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য পৌত্র ইতি।—দ. চ. ২২।

৬১৯ উভয় পিতৃপক্ষবদুভয়পক্ষীয় মাতামহাদীনাঞ্চ পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য কর্ত্তব্যং।

"বীজিনে দদ্যাদাদৌ তু মৃতে পশ্চাৎ প্রদীয়তে। উভৌ যদি মৃতৌ স্যাতাং বীজিন্যাদৌ ততো দদেৎ"। এতেনৈকতরোপরতাবপি দ্বিপিতৃকস্য পার্ব্বণং দর্শিতং। তথা তুল্য ন্যায়েন মাতৃভেদেঽপি দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তকস্য 'পিতরো যত্র পূজ্যন্তে তত্র মাতামহা ধ্রুবং' ইত্যনেন প্রাপ্ত মাতামহশ্রাদ্ধে জননী-পিতৃণাং প্রথমং নির্দ্দেশস্ততঃ প্রতিগ্রহীত্রী যা মাতা তৎপিতৃণাং।—দ. চ. পৃ. ২২।

চতুর্থ প্রকরণ—দত্তকের দায়াধিকারাদি।

ব্যবস্থা। ৬২০ জনকজননীর ও তৎকুলের ধনাদিতে নিরাস

৬২০ জনকজনন্যোস্তৎকুলস্য

হইয়া দত্তক গ্রহীতার ধনাধিকারী হয় *।

প্রমাণ। /০ 'দত্তক পুত্র জনকের গোত্র ও দায়রূপ ধনভাগী নয়। পিণ্ডই গোত্র ও রিক্‌থানুগামি, পুত্রদাতার পিণ্ডলোপ হয়'। (মনু)॥—এতাবতা দত্তক পুত্র জনক পিতার গোত্র ও ধনাধিকারী নয়, এবঞ্চ পুত্রদাতার স্বধা (অর্থাৎ) দত্তক পুত্রকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ লোপ হয়,—কারণ পিণ্ড গোত্র ও রিক্‌থানুগামি।—চন্দ্রিকাকার কহেন এতদ্দ্বারা পুত্রত্বোৎপাদন ক্রিয়া জন্যই প্রতি গ্রহীতার ধনে দত্তকের স্বত্ব তাহার স্বগোত্রত্ব-ও হয়।—কিন্তু দাতার ধনে দানহেতুই পুত্রত্ব নিবৃত্তি দ্বারা দত্তকের স্বত্ব নিবৃত্তি দাতার গোত্র নিবৃত্তি-ও হয় ইহা উক্ত হইয়াছে †।—দ. মী. পৃ. ৭৯।

৵০ স্বগোত্রতা ও রিক্‌থ এতদুভয়ের একতর অধিকারের কারণ, তাহার অভাবে জনককে পিণ্ডদানের অধিকারাভাব। স্বত্ব পিণ্ডদত্বরূপ কারণমূলক হওয়াতে প্রতিগ্রহীতার গোত্র ও রিক্‌থ ভাগিত্ব (দত্তকের) অধিকারের কারণ সিদ্ধ হয়। অতএব দত্তক প্রতিগ্রহীতার গোত্রভাগী রিক্‌থভাগীও বটে। উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ইহাই কহিয়াছেন—"জনকের গোত্র ও রিক্‌থ ভাগী না হওয়াতে এবং পিণ্ড ও স্বধা পদবোধ্য শ্রাদ্ধাধিকার না থাকাতে দত্তক প্রতিগ্রহীতারই গোত্র ও রিক্‌থ ভাগী প্রতীয়মান হইতেছে। স্মার্ত্তের ব্যাখ্যানে 'স্বধা' শব্দ পিতৃলোকের ভক্ষ্য বোধক। পিতৃভক্ষ্যদাতার, অর্থাৎ

চ ধনাদৌ নিরস্তো দত্তকঃ গ্রহীতুর্দ্ধনাধিকারী *।

/০ 'গোত্র রিক্‌থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্ত্রিমঃ সুতঃ। গোত্ররিক্‌থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা'। (মনুঃ)॥—ইতি দত্ত্রিমসুতো জনয়িতুর্গোত্র রিক্‌থে ন ভজেত্, তথা পুত্রং দদতঃ স্বধা দত্তপুত্র কর্ত্তৃকং শ্রাদ্ধং ব্যপৈতি,—যতো গোত্র রিক্‌থানুগঃ পিণ্ড ইতি। এতেন পুত্রত্বাপাদক ক্রিয়ৈব দত্ত্রিমস্য প্রতিগ্রহীতৃ-ধনে স্বত্বং তৎসগোত্রত্বঞ্চ ভবতি। দাতৃ-ধনে তু দানাদেব পুত্রত্বনিবৃত্তি দ্বারা দত্ত্রিমস্য স্বত্ব নিবৃত্তির্দাতৃগোত্রনিবৃত্তিশ্চ ভবতীত্যুচ্যতে' ইতি চন্দ্রিকাকারঃ †।—দ. মী. পৃ. ৭৯।

৵০ স্বগোত্র রিক্‌থয়োরন্যতরত্বং ব্যাপকং, তদভাবাৎ জনকপিণ্ডদানস্য ব্যাপ্যস্যাভাবঃ, পিণ্ডদত্ব রূপ ব্যাপ্যস্য স্বত্বত্বাৎ প্রতিগ্রহীতৃ গোত্র রিক্‌থভাগিত্বরূপ ব্যাপকত্বং সিদ্ধ্যতি, অতএব দত্তকস্য প্রতিগ্রহীতৃগোত্রভাগিত্বং রিক্‌থভাগিত্বঞ্চায়াতি॥ এতদেবোক্তমুদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যৈঃ—'জনকগোত্ররিক্‌থাগ্রাহিত্বাৎ' পিণ্ড-স্বধাপদয়োঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বেন চ প্রতিগ্রহীতুরেব গোত্ররিক্‌থভাগিত্বং দত্তকস্য প্রতীয়তে ইতি স্বধা শব্দঃ—

* দ্রষ্টব্য—দ. ব্য. পৃ. ২০৭, নোট্। † দ্রষ্টব্য—দ. চ. পৃ. ৭৩। ব্য. দ. পৃ. ৯১০, ২১।

(জনক পদ অতি নিকটে থাকাতে) জনকের পিণ্ডলোপ হয়, এতাবতা প্রতিগ্রহীতাকে পিণ্ডদান করাই পাওয়া যায় এই ভাবার্থ।—বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

৵০ তথাচ ভ্রাতৃপুত্র থাকিলেও যে দত্তক (হয়) সেই ধন ও পিণ্ডাধিকারী। কেননা বিষ্ণুসূত্র এই যে পিতা বা মাতাকর্ত্তৃক যে যাহাকে দত্ত সে তৎপ্রতিগ্রহীতার দত্তকরূপ অষ্টম পুত্র।—বিবাদভঙ্গার্ণব।

পিতৃভক্ষ্যার্থক' ইতি স্মার্ত্তাঃ। তথাহি পিতৃভক্ষ্যং দদতঃ সকাশাৎ জনকস্য পিণ্ডো ব্যপৈতি, অর্থাৎ প্রতিগ্রহীতুঃ পিণ্ড আয়াতীতি ভাবঃ।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

৵০ তথাচ ভ্রাতুষ্পুত্রান্তরসত্ত্বেঽপি যোদত্তকঃ স এব ঋক্থং পিণ্ডঞ্চাধিকরোতীতি।—স চ প্রতিগ্রহীতুঃ পুত্রোদত্তশ্চাষ্টমঃ, সচ মাত্রা পিত্রা বা যস্মৈ দত্ত ইতি বিষ্ণুসূত্রাৎ।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদি সম্মত মত এই যে দত্তকগ্রহণের অনুমতি উচ্চরিত হইবামাত্রে তাহা অনুমতি প্রাপ্তা স্ত্রীতে বালকের গর্ভাধানরূপ ফল জনক, এবং অনুমত্যনুসারে দত্তকগ্রহণার্থে ঐ স্ত্রীর যে অভিপ্রায় তাহা ঐরূপ কার্য্য কারক যেমত সে গুর্ব্বিণী থাকিলে হইত। এবং অনন্তর তৎকর্ত্তৃকগৃহীত বালকের সেই সমস্ত অধিকার হইবে যাহা পিতৃমরণ কালীন গর্ভস্থ পশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ পুত্রের হয়। এই মত মে. হেনিরি কোল্‌ব্রুক সাহেবের লেখনী হইতে পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সর্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব প্রভৃতি ইহা মান্য করিয়াছেন। ইহাতে বিবেচ্য এই যে স্ত্রীর প্রাপ্ত অনুমতি যদিও গর্ভাধানের সহিত বস্তুতঃ মিলে না. (কেননা তাহা মিলিলে ঐ অনুমতি-জন্য যে সকল কার্য্য হয় তাহা গর্ভাধানের সহিত মিলিত ও তদনুসারে কৃত হইত ; অর্থাৎ গর্ভহইতে বালক ভূমিষ্ঠ হওনের নির্ণীত যে কাল সেই কালেই দত্তক গৃহীত হইত, তৎকালের অনেক পূর্ব্বে বা পরে দত্তক গৃহীত হইত না, অথবা অনুমতির পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ বা পরে গর্ভস্থ বালক গৃহীত হইত না, এবং পুত্র গ্রহণ না করা অসম্ভব হইত) তথাপি তাহার ফল ঐ রূপ যেমত বিজ্ঞ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক উপরিউক্ত হইয়াছে। (পরে প্রকটিত রাণী কৃষ্ণমণির মকদ্দমা এবং পর পৃষ্ঠাস্থ নোট দ্রষ্টব্য)। এতাবতা—

ব্যবস্থা। ৬২১ পতির অনুমতিক্রমে তন্মরণান্তে গৃহীত দত্তকের অধিকার পিতৃমরণকালে গর্ভস্থ পরে ভূমিষ্ঠ পুত্রের ন্যায়*। অতএব—

৬২১ পত্যনুমত্যা তন্মরণান্তে গৃহীত দত্তকস্যাধিকারঃ পিতৃমরণ কালীন গর্ভস্থস্য তদুত্তরং ভূমিষ্ঠপুত্রস্যেব*। তস্মাৎ—

* কোন বিধবা মৃতপতির অনুমতিক্রমে এক বালককে দত্তক গ্রহণ করিলে তাহার স্বত্ব—পিতা বিদ্যমানে গর্ভস্থ ও তন্মরণান্তে ভূমিষ্ঠ পুত্রের ন্যায়। এতাবতা তদ্দত্তক গৃহীত হওনের পূর্ব্বেও তাহার হানি করিয়া ঐ বিধবা মৃত পতির বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা অনিবার্য্য কার্য্যের আবশ্যকতা বশতঃ না হইয়া থাকিলে অসিদ্ধ হইবে।—মেক্. হি. ল. ব্য. ১, পৃ. ৭১।

৬২২ ধনস্বামির মরণে তৎপত্নী গুর্ব্বিণীবৎ গৃহীতব্য দত্তকের উদ্দেশে তৎপ্রাপ্য পতিধন গ্রহণ করিতে এবং তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মাতৃত্বহেতু নিস্পৃষ্টার্থরূপে ঐ ধন রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারেন। এতাবতা—

৬২২ ধনস্বাম্যুপরমে তৎপত্নী গুর্ব্বিণীবৎ গৃহীতব্য দত্তক মুদ্দিশ্য তৎ প্রাপ্য পতিধনং গৃহীতুম্ তস্যাব্যবহারপ্রাপ্তেঃ মাতৃত্বেন নিস্পৃষ্টার্থরূপেণ চ তদ্ধনং রক্ষিতুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চার্হতি। তেন—

৬২৩ সে গৃহীত হওনের পূর্ব্বে তদ্ভবিতব্য পিতৃধন অনিবার্য্যাবশ্যকতা পরিবারের আপদ উদ্ধার কিম্বা তদহিতার্থ বিনা দানাদি করিতে কাহারো অধিকার নাই *।

৬২৩ তদ্ভবিতব্য পিতৃধনে তদগ্রহণাৎ প্রাগপি অত্যাবশ্যকতাম্বিনা কুটুম্ব ব্যাপিন্যাপদর্থম্ তদহিতার্থম্বিনা বা ন কস্য দানাদাবধিকারঃ *।

---

* কোন বিধবাকে দত্তক গ্রহণের ভারার্পিত হইয়া পতির মরণে তদ্বিষয় ঐ বিধবাকে বর্ত্তিলে তাহাতে পতির মরণোত্তর বালক ভূমিষ্ঠ হওনের ন্যায় দত্তক গৃহীত হওনের পর ঐ বিধবার অধিকার ধ্বংস হয়।—এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৮৯। উক্ত অবস্থায় বিধবা বিষয়াধিকারিণী হয় না, কেবল নিস্পৃষ্টার্থ রূপে অধিকার করে মাত্র, বক্ষ্যমাণ মন্তব্য কথা দ্রষ্টব্য।

(প্র.) বাদী এক নারীকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইয়া থাকিলে বিষয়ের উপর ঐ নারীর ইতি পূর্ব্বে যে প্রভুত্ব ছিল তৎপরে তাহা আছে কি না, অর্থাৎ ইহার পরে সে এক বাটী বন্ধক দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না।

(উ.) ঐ দত্তক যথাশাস্ত্র গৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত অবস্থায় তাহার হানি সত্ত্বে ঐ বন্ধক সিদ্ধ হইবে না।

এস্থলে কথিত বিষয় ঐ নারীর স্ত্রী-ধন না হইয়া পতির মরণে তাহা তাহাতে বর্ত্তিয়াছে এমত বিবেচনা করিলেও সে নিজ পতির ও নিজের নিমিত্তে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করণমাত্রে ঐ বিষয় আর তাহার রহিল না, যথা গুর্ব্বিণী নারীর হস্তে বিষয় আসিলে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওনের পর সে নারী ঐ উপায়দ্বারা তাহা স্বকীয় বিষয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না। অনেক বিষয়ে দত্তক পুত্র পিতৃমরণোত্তর ভূমিষ্ঠ পুত্রের ন্যায়। গৃহীত হওন মাত্রে ঐ বালক ঐ বিধবার (অর্থাৎ গ্রহীত্রীর) পতির উত্তরাধিকারী হয়, এবং মাতা ও নিস্পৃষ্টার্থের যে অধিকার তাহা বই ঐ বিধবার আর কোন অধিকার থাকে না।—কোল্‌ব্রুক সাহেবের বিবচনা। দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১০২।

মন্তব্য কথা।

উপরিউক্ত বিবেচনার প্রথম ভাগ শুদ্ধ বোধ হইতেছে না,—কেননা বিজ্ঞবর সাহেব, দত্তক গ্রহণার্থ অনুমতিপ্রাপ্তা নারীকে গুর্ব্বিণী নারীর ন্যায় বিবেচনা করিয়াও দত্তক গ্রহণের ও পুত্র ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বে তাদৃশ নারীকে পতির ধনে স্বত্ববতী কহিতেছেন,—কিন্তু শাস্ত্র এই যে কোন ব্যক্তিতে স্বত্ব একবার জন্মিলে মরণ পাতিত্যাদি ভিন্ন তৎস্বত্ব ধ্বংস হইয়া অন্যকে অর্শিতে পারে না, (দ্রষ্টব্য পৃ. ২,৩,৯ ও স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৭;) অতএব ঐ না

ব্যবস্থা। ৬২৪ পরন্তু দত্তক গ্রহণে অনুমতি থাকিলেও পতি হইতে ক্ষমতা প্রাপ্তা বিধবা পতির ত্যাক্ত ধনে প্রভুত্ব করিতে পারে।

ব্যবস্থা। ৬২৫ কিন্তু যে স্থলে সে তাদৃশ ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয় নাই সে স্থলে গৃহীত দত্তক গ্রহীত্রীর কৃত কর্ম্মের দোষানুসন্ধানে বারিত নহে।

ব্যবস্থা। ৬২৬ পক্ষান্তরে আবশ্যকতাবশতঃ পরিবারের আপদে অথবা দত্তকের হিতার্থে গ্রহীত্রীর কৃত ঋণ শোধনে গৃহীত দত্তক বাধিত।

৬২৪ দত্তক গ্রহণানুমত্যাপি বিধবা মৃত ভর্ত্রানুজ্ঞাতা চেৎ তদ্ধনমধিকর্ত্তুম্ প্রভুরূপেণ ব্যবহর্ত্তুমর্হতি।

৬২৫ যত্র তু সা ন তাদৃশক্ষমতাপন্না তত্র গৃহীত-দত্তকঃ তৎকৃত কর্ম্মণো হিতাহিতানুসন্ধানে না বারিতঃ।

৬২৬ পক্ষান্তরে আবশ্যকতায়াং কুটুম্বব্যাপিন্যাপদি অথবা দত্তকস্য হিতার্থম্বা গ্রহীত্রা কৃতঋণং গৃহীতেন পরিশোধনীয়ং।

রীতে স্বত্ববর্ত্তিলে সে নির্দ্দোষে বাঁচিয়া থাকিতে তৎস্বত্ব অনন্তর গৃহীত দত্তক বা ভূমিষ্ঠ পুত্রে অর্শিতে পারে না, এতাবতা ফল এই হইবে যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ও প্রশস্ত যে পুত্র সে ঐ বিধবার জীবনান্তপর্য্যন্ত নিঃস্বত্ব রহিবে। এমত হওয়া সর্ব্বদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ। বোধহয় বিজ্ঞবর সাহেব উক্তরূপ মত লিখনকালে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ঐ সর্ব্বত্র প্রচলিত বিধান বিস্মৃত হইয়াছিলেন. নতুবা এমত বিবেচনার পর যে—অনুমতি প্রাপ্তা বিধবা গুর্ব্বিণীবৎ—তিনি এমত অশাস্ত্র বলিতে পারিতেন না যে যত দিন সে দত্তকগ্রহণ না করে তত দিন তৎপতির বিষয় তাহাকে অর্শিবে ও তাহারই থাকিবে, প্রত্যুত মিতাক্ষরাতে ও বিবাদচিন্তামণিতে এবং তাঁহার নিজ অনুবাদিত বিবাদভঙ্গার্ণবেও (দ্রষ্টব্য. ব্য.দ. পৃ. ৪; নোট্) যাহা বিহিত হইয়াছে তদনুসারেই মত প্রকাশ করিতেন, অর্থাৎ সে "গৃহীতব্য বা ভবিতব্য পুত্রের উদ্দেশে বিষয় পাইবে বা লইবে" এমত কহিতেন। উক্ত কএক গ্রন্থানুসারে (ও তদ্দ্বেতু সর্ব্বত্র প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে) ঐ বিষয় তাহার নিজস্বত্বে তাহাতে অর্শে না, কিন্তু পতির নিমিত্তে গৃহীতব্য পুত্রের স্বত্ব বলিয়া নিসৃষ্টার্থ স্বরূপে সে ঐ বিষয় প্রাপ্তা হয়। এতাবতা পুত্র গৃহীত বা ভূমিষ্ঠ হওনের পরে (বিজ্ঞবর সাহেব কর্ত্তৃক) পতি ধনে ঐ বিধবার যে রূপ অধিকার কথিত হইয়াছে ঐ পুত্র গৃহীত ও ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বেও ঐ বিধবার পতিধনে সেইরূপ অধিকার (অর্থাৎ মাতার ও নিসৃষ্টার্থের মাত্র অধিকার)। এতাবতা পুত্র গৃহীত বা ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বে ও পরে এই কালদ্বয় মধ্যে তাদৃশ ধনে ঐ বিধবার অধিকারে শাস্ত্রে কোন প্রভেদ না থাকাতে বিধবা তাহা নিজ ধন বলিয়া গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু মাতা ও নিসৃষ্টার্থের ন্যায় তাহা সঙ্কুচিত রূপে ব্যবহার করিবে। এবং বক্ষ্যমাণ নিষ্পত্তি পত্র কতিপয়ে যেমত যথার্থতঃ বিহিত হইয়াছে তদনুসারে অত্যন্ত আবশ্যকতায় অথবা ঐ ভবিতব্য বালকের হিতার্থ ব্যতীত তাহা হস্তান্তর করিতে পারে না।

ব্যবস্থা। ৬২৭ দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে সে পুত্র দত্তকের দ্বিগুণভাগভাগী হওয়াতে দত্তক তৃতীয়াংশমাত্রভাগী*।

৬২৭ দত্তকগ্রহণোত্তরমুৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে, দত্তকস্য তৃতীয়াংশভাগিত্বং,—ঔরসস্য তদ্দ্বিগুণাংশাধিকারিত্বাৎ*।

প্রমাণ। /০ ঔরসপুত্রহীন ব্যক্তির এই সকল পুত্র দায়াধিকারি কথিত। কিন্তু ঔরস পুত্র জন্মিলে তাহাদের জ্যেষ্ঠত্ব থাকে না। তন্মধ্যে সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রেরা তৃতীয়াংশভাগি। হীনবর্ণার গর্ভজাতরা গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া তাহার অনুজীবি হইবে।—দেবল। দ. চ. পৃ. ২৯।

/০ সর্ব্বেহ্যনৌরসস্যৈতে পুত্রা দায়হরাঃ স্মৃতাঃ। ঔরসে পুনরুৎপন্নে তেষু জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে॥ তেষাং সবর্ণা যে পুত্রাস্তে তৃতীয়াংশভাগিনঃ। হীনাস্তমুপজীবেয়ুর্গ্রাসাচ্ছাদনসম্বৃতাঃ।—দেবলঃ। দ. চ. পৃ. ২৯।

৵০ কিন্তু ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাতরা তৃতীয়াংশভাগি॥ অসবর্ণার গর্ভজাতরা গ্রাসাচ্ছাদনে অধিকারি।-কাত্যায়ন।—দ্বিতীয়চরণে 'চতুর্থাংশভাগি' কোথাও এমত পাঠ আছে। ঐ পৃ. ২৯।

৵০ উৎপন্নেত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ স্মৃতাঃ। সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ॥ -কাত্যায়নঃ।—'চতুর্থাংশ হরাঃ স্মৃতা' ইতি দ্বিতীয়চরণে কুচিৎ পাঠঃ। ঐ, পৃ. ২৯।

---

* যে স্থলে দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মে, সে স্থলে সে ও দত্তক যুগপৎ অধিকারি হয়; কিন্তু দত্তক পুত্র বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে তৃতীয়াংশ অন্য দেশীয় শাস্ত্রানুসারে চতুর্থাংশ পায়।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭০।

সদরল্যাণ্ড সাহেব নিজ সিনপ্সিসের পঞ্চম হেডের তৃতীয় বিশেষ বিধানে লিখিয়াছেন —"যে স্থলে যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হওনের পর ঔরস পুত্র জন্মে সে স্থলে ঐ পুত্রের সহিত দায় বিভাগে দত্তকচন্দ্রিকানুসারে দত্তক চতুর্থাংশ পায়'—পরন্তু ইহা দত্তকচন্দ্রিকার অবিকল মত বোধ হইতেছে না, কেনন৷ উক্ত গ্রন্থমতে নির্গুণ দত্তকই চতুর্থাংশভাগী, অত্যুৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দত্তক তৃতীয়াংশাধিকারী,—যথা বক্ষ্যমাণ তদীয় পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ, —"তথা দেবল কাত্যায়ন বচনে তৃতীয়াংশ গ্রহণ বিধিরত্যুৎকৃষ্ট গুণদত্তক বিষয়ো বাচ্যঃ (দ. চ. পৃ. ৩০)। অস্যার্থঃ—"তথা দেবলকাত্যায়ন বচনস্থ তৃতীয়াংশ গ্রহণ বিধি অত্যুৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দত্তকবিষয়ক বলিতে হইবে"। এই মত উক্ত সাহেবের উল্লিখিত বিধান সংক্রান্ত নোটেও প্রকাশ, তদ্‌যথা, 'চতুর্থাংশ পায়'—এই বিধান বশিষ্ঠ ও কাত্যায়নের' বচনমূলক। পরন্তু শেষোক্ত বচনের বিভিন্ন পাঠ আছে, 'চতুর্থাংশ' এই প্রচলিত পাঠের পরিবর্ত্তে কেহং 'তৃতীয়াংশ' পাঠ করিয়া থাকেন, এবং অধিকারি ব্যক্তিদের গুণানুসারে এই বিভিন্নতার সমন্বয় হয়"।—পরন্তু কলিতে শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হওয়াতে এতদ্দেশাদৃত দায়ক্রমসংগ্রহকর্ত্তা দত্তক মাত্রেই ঔরসের সহিত বিভাগে তৃতীয়াংশ ভাগী হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই এখানে আচার ও ব্যবহ সিদ্ধ হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৩৮।

৶৹ কিন্তু ঔরসের ও দত্তকাদির মধ্যে বিভাগে ঔরস দুই অংশভাগী, সবর্ণদত্তকাদি একাংশ ভাগি, (গ্রহীতা হইতে) হীন জাতীয় দত্তকাদি অংশে অধিকারি নয়, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবে। তাহা নারদ (কহিয়াছেন) —ঔরসপুত্রহীন ব্যক্তির এই সকল পুত্র দায়াধিকারিকথিত। কিন্তু ঔরস পুত্র জন্মিলে তাহাদের জ্যেষ্ঠত্ব নাই। তন্মধ্যে সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রেরা তৃতীয়াংশ ভাগী, হীনবর্ণার গর্ভজাতরা গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া তাহার অনুজীবি হইবে।—দা. ক্র.সং. পৃ. ৫২।

৶৹ ঔরসেন তু দত্তকাদীনাং বিভাগে ঔরসস্য দ্ব্যংশিত্বং সবর্ণদত্তকাদেরেকাংশিত্বং, হীনবর্ণ দত্তকাদেস্ত্বনাংশিত্বং, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রং। তথাচ নারদঃ—'সর্ব্বেহ্যনৌরসস্যৈতে পুত্রাদায়হরাঃ স্মৃতাঃ। ঔরসে পুনরুৎপন্নে তেষু জৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে॥ তেষাং সবর্ণা যে পুত্রাস্তে তৃতীয়াংশ ভাগিনঃ। হীনাস্তমুপজীবেয়ুর্গ্রাসাচ্ছাদনসম্ভৃতাঃ —দা. ক্র. সং. ৫২।

ব্যবস্থা। ৬২৮ কেবল এক ঔরস নয়, কিন্তু দত্তকের পরে জাত বহু ঔরস-ও দত্তকের দ্বিগুণাংশভাগি হওয়াতে দত্তক তাহাদের একের অংশের অর্দ্ধেক মাত্রে অধিকারী*।

৬২৮ ন কেবলমেকৌরসস্য, কিন্তু দত্তকোত্তরং জাতানাং বহূনামৌরসানামপি দ্বিগুণভাগিত্বেন দত্তকস্তেষামেকস্যাংশার্দ্ধমাত্রভাগী*।

প্রমাণ। শ্রীভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যানে শ্রীধরস্বামী (বক্ষ্যমাণ) স্মৃতিবচনদ্বারা ঔরসপুত্র সত্ত্বেও পুত্রবাহুল্য কামনার প্রয়োজনে বহু পুত্র কর্ত্তব্য ইহা দেখাইয়াছেন, —"বহু পুত্র বাঞ্ছনীয় যদি তাহাদের মধ্যে এক জন-ও গয়ায় যায়"। এতাবতা ঔরস পুত্র থাকিতেও দত্তক করিলে তাহা সিদ্ধ হওয়াতে দত্তক করণের পর ঔরস উৎপন্ন হওনের ন্যায় সে (অর্থাৎ পরে

শ্রীভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যানে—শ্রীধরস্বামিভির্মুখ্য পুত্র সত্ত্বেঽপি গৌণপুত্রকরণে পুত্রবাহুল্য কামানায়াঃ প্রয়োজকত্বেন পুত্রবাহুল্যং স্মৃতিবচনেন দর্শিতং,—'এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা-যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ'। এবঞ্চৌরস সত্ত্বেঽপি দত্তক করণে তৎসিদ্ধৌ দত্তককরণানন্তরমৌরসোৎপত্তিস্থলবৎ

---

* দত্তক গ্রহণের পরে যদি দুই ঔরস পুত্র জন্মে তবে বারাণসী প্রদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বিষয় সাত ভাগে বিভক্ত হইবে তন্মধ্যে ঔরসেরা ছয় ভাগ লইবে, এবং আরহ প্রদেশ চলিত শাস্ত্রানুসারে পাঁচ অংশে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে ঔরস পুত্রেরা চারি অংশ লইবে, এবং দত্তকের পর যত ঔরস পুত্র জন্মে তাহাদের ভাগ এই পরিমাণে হইবে।—মেক্‌ হি. ল. ব্য. ১, পৃ, ৭০।

গৃহীত) দত্তক তৃতীয়াংশভাগী ইহা (উক্ত) দেবল বচনে বোধ্য। 'দায়-গ্রাহী'—পূর্ণাংশগ্রাহী। তৃতীয়াংশ-ভাগী'—ঔরস পুত্রে যাহা পায় তাহার তৃতীয়াংশে অধিকারী। এস্থলে অংশের পরিমাণ কি হইবে? ঔরস নিজ অংশে দ্বাদশ সুবর্ণ (মুদ্রা) গ্রহণ করিলে দত্তক চারি স্বুবর্ণ (মুদ্রা) পাইবে, অথবা তিন পাইবে? অথবা দত্তক যত ধন পাইবে ঔরস তাহার দ্বিগুণ পাইবে? ইহাতে উক্ত এই যে —যদি শাস্ত্রের এমত অর্থ হয় যে ঔর-সের লব্ধ ভাগের তৃতীয়াংশ দত্তক পাইবে তবে ঔরস অনেক থাকিলে কি হইবে, প্রত্যেক ঔরসের তৃতীয়াংশ গ্রহণে দত্তক অত্যধিক লাভ করিবে, সমগ্র ধনের-ও একাংশ তাহার হইতে পারে না। সে একাকী হইলেও তৃতী-য়াংশ পাইতে পারে না, কেননা ঔরস পুত্রেরা অধিক ধনভাগি। দ্বিতীয় কল্পও (যথার্থ) নয়, তাহা হইলে দত্তক চতুর্থাংশ পায়। এতাবতা শেষ কল্পই আদরণীয়; তদ্‌যথা,—পিতৃকৃত পৈতামহ ধন বিভাগে জীমূতবাহনাদি মতে ত্রিংশৎ সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে দুই ঔরস পুত্রে আট আট করিয়া লইবে পিতা ষোড়ষ লইবেন, ও দত্তক চারি লইবে। এস্থলে ঔরসের ভাগের তৃতী-য়াংশ দত্তকের পাওয়াই বচনার্থ*।—বিবাদভঙ্গার্ণব*।

তৃতীয়াংশগ্রাহিত্বং তদ্দত্তকস্য বোধ্যং (উক্ত) দেবল বচনাৎ—'দায়হরাঃ, পূর্ণাংশহরাঃ, 'তৃতীয়াংশভাগিনঃ, ঔরস পুত্রেণ যল্লব্ধং তত্তৃতীয়ভাগ-হরাঃ।—নন্বত্র কীদৃগ্‌ভাগঃ, ঔরস পুত্রেণ যৎদ্বাদশ সুবর্ণাত্মক ভাগোগৃহ্যতে তস্মাদেব কিং চতুঃর্থ সুবর্ণান্ গৃহ্নীয়াৎ সুবর্ণত্রিকং বা? উত দত্তকেন যাবদ্ধনং লভ্যাতে তদ্‌দ্বিগুণমৌরসেন লব্ধব্য-মিতি। অত্রোচ্যতে—যদি ঔরসলব্ধ-ভাগাদেব তৃতীয়াংশ গ্রহণং শাস্ত্রার্থঃ স্যাৎ তদা ঔরসানাং বহুত্বে কিং স্যাৎ, প্রত্যেক তৃতীয়াংশ গ্রহণেনা-তিশয় ধনলাভঃ স্যাদ্দত্তকস্য, ন চ সমুদায়েন মিলিত্বা একাংশ লাভো ভবতীতি, একাংশস্যাপি তৃতীয়াংশ ভাগিত্বানুপপত্তিঃ ঔরসানামধিকধনা-ধিকারাৎ, নাপি দ্বিতীয়ঃকল্পঃ,—তথা সতি দত্তকস্য পাদগ্রাহিত্বানুপপত্তেঃ এবঞ্চরমকল্প এবাদরণীয়ঃ. স যথা পিতৃ-কৃতপৈতামহধনবিভাগে জীমূতবাহনা-দিমতে ত্রিংশৎ সুবর্ণানাং দ্বাবৌরসৌ অষ্টাষ্ট সুবর্ণান্ গৃহ্নীয়াতাং, পিতা ষোড়শ সুবর্ণান্, দত্তকশ্চতুরঃ সুবর্ণান্ ইতি। অত্র ঔরসভাগানাং তৃতীয়াংশ-হরত্বং বচনার্থঃ*।—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

* জগন্নাথের উক্ত মতের যে অংশ ঔরসের সহিত দত্তকের বিভাগে তদংশের পরিমাণ বোধক তাহাই শুদ্ধ বোধ হইতেছে, কেননা এতদ্দেশীয় তদ্বিভাগে ঔরস দুই অংশ পায় ও দত্তককে অবশিষ্টাংশ দেয়; কিন্তু যে অংশ ঔরসের পর দত্তক গৃহীত হইলেও তাহার দায়াধিকারবাচক তাহা অশুদ্ধ—কেননা ঔরস পুত্র সত্ত্বে দত্তক গ্রহণ আমূলতঃ অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ হওয়াতে (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৮২, ৭৮৩, ৭৯২, ৭৯৩, ৮২৪) তাদৃশ গৃহীত ব্যক্তি তাদৃশ গ্রহীতার ধনাধিকারী নয়। এবং যে বচনোপলক্ষে জগন্নাথ উক্ত মত কহিয়াছেন তাহা ঔরস পুত্রের প্রযুজ্য, দত্তকাদির প্রতি নয়।—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৮৩০।

ব্যবস্থা। ৬২৯ পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া পিতাবর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি মরিলে ঐ দত্তক গ্রহীতা পিতার ধনে যে অধিকারী—ইহাতে সন্দেহাভাব, কিন্তু পিতামহের ধনে তদ্গ্রহণে তিনি অনুমতি দিলে স্বত্ব হয়, নতুবা হয় না *।—অনুমতি অনিষেধে-ও হয় †।

তাহা এই ন্যায়ানুসারে যে—'পরের অভিপ্রায় নিষিদ্ধ না হইলে অনুমত হয়' †।

দত্তকমীমাংসাকার যে দত্তক গুণবান্ ও ঔরস নির্গুণ হইলে তাহাদের সমান ভাগ ব্যবস্থা করিয়াছেন ‡—কলিতে তাদৃশ গুণবানের অভাবহেতু তাহা এক্ষণে ব্যর্থই §।

ব্যবস্থা। ৬৩০ ঔরস পুত্র থাকিলে রাজার দত্তকের রাজ্যাংশে অধিকার থাকিলেও রাজ্যে অভিষিক্ত হওনে অধিকার নাই।

ব্যবস্থা। ৬৩১ কিন্তু ঔরস পুত্র না থাকিলে দত্তকের অবশ্যই সে অধিকার হয়।

৬২৯ পত্ন্যৈ দত্তকগ্রহণানুমতিং দত্ত্বা মৃতস্য জীবৎপিতৃকস্য দত্তকঃ গ্রহীতুর্দ্ধনে অধিকারী—নাত্র সংশয়ঃ, পিতামহধনে তু তদ্গ্রহণে তস্যানুমতিসত্ত্বে স্বত্বং, নান্যথা *।—অনুমতিশ্চ অপ্রতিষেধেঽপি ভবতি †।

অপ্রতিষিদ্ধং পরমতমনুমতম্ ভবতীতি ন্যায়াৎ †।

দত্তকমীমাংসাকারেণ যদ্দত্তকস্য গুণবত্ত্বে ঔরসস্য নির্গুণত্বে চোভয়োঃ সমভাগিত্বং ব্যবস্থাপিতং, ‡ তদধুনা ব্যর্থমেব,—কলৌ তাদৃশগুণবত্ত্বাভাবাৎ §।

৬৩০ সত্যৌরসে রাজ্ঞোদত্তকস্য রাজ্যভাগাধিকারিত্বেঽপি নাভিষেকাধিকারঃ।

৬৩১ অসত্যৌরসে তু দত্তকস্য তদধিকারঃ স্যাদেব।

---

* বাঙ্গালা দেশীয় কোন হিন্দু পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া পিতাবিদ্যমানে নিস্সন্তান মরিলে, ঐ মৃত ব্যক্তির পত্নী যদি তৎপিতার জ্ঞাতানুসারে ও সম্মতিক্রমে এবং তাঁহার যথাশাস্ত্র দানাদিকরণে বা বিবাহিতা দুহিতার গর্ভে দৌহিত্র জননের পূর্ব্বে কোন সময়ে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে তৎপরে কৃত দানাদি বা (দৌহিত্রের) জন্ম দ্বারা তদ্দত্তকের উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়া অসিদ্ধ হইবে না।—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭০, ৭১'।

মেকনাটন সাহেবের উক্ত বিবেচনার শেষ ভাগ শুদ্ধ নয়—কেননা দৌহিত্রের জন্ম যদি পরে জাত পৌত্রের স্বত্বের বাধক হইতে না পারে, তবে তাহা পরে গৃহীত দত্তক পৌত্রের স্বত্বের-ও বাধক হইতে পারে না।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৪৩। ‡ দ্রষ্টব্য—দ. মী. পৃ. ৭৪। § দত্তকের বন্ধু-ধনাধিকার দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ। ক্ষেত্রজ ও দত্তকাদি পুত্র সামান্য ধনে অধিকারি হইলেও রাজ্যে (তাহাদের)* অনধিকার শ্রুতি বিহিত, যথা—'ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক কৃত্রিম ও গূঢ়োৎপন্ন, এবং অপবিদ্ধ এই তনয়েরা ভাগভাগি। কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, তথা পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, ও দাসপুত্র এই ছয় গর্হিত পুত্র। পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরপরকে অভিষেক করিবে*॥ পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও দাসপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না। তথা ক্ষেত্রজাদি পুত্রকে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন না†। ঔরস পুত্র থাকিলে পিতৃলোকের নিত্যকর্ম্ম তাহাকে দিয়া করাইবে †। উক্ত হইতেছে-শাস্ত্রান্তর থাকিলে লাঘব বা সুগমতা নিমিত্ত বিশেষ শাস্ত্র সামান্যশাস্ত্রার্থকই হয়, অতএব পূর্ব্ব বাক্য পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরপরের অধিকার বোধক, প্রাগুক্ত নারদাদির বচনহেতু তাহা সমগ্ররাজ্য বিষয়ক। পর বচন ঔরস থাকিতে ক্ষেত্রজ দত্তকাদির সমানাংশ নিষেধক, অথবা

ননু ক্ষেত্রজদত্তকাদীনাং সামান্য ধনাধিকারিত্বেঽপি রাজ্যেঽনধিকারঃ শ্রূয়তে, যথা—'ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ ভাগার্হাস্তনয়া ইমে॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। স্বয়ন্দত্তশ্চ দাসশ্চ ষড়িমে পুত্রপাংশুলাঃ। অভাবে পূর্ব্বপূর্ব্বেষাং পরান্ সমভিষেচয়েৎ॥ পৌনর্ভবং স্বয়ন্দত্তং দাসং রাজ্যে ন যোজয়েৎ*॥ তথা ন ক্ষেত্রজাদীংস্তনয়ান্ রাজা রাজ্যেঽভিষেচয়েৎ। পিতৃণাং সাধয়েন্নিত্যমৌরসে তনয়ে সতীতি †॥ উচ্যতে—শাস্ত্রান্তর সদ্ভাবে বিশেষ শাস্ত্রস্য সামান্যপরত্বমেব লাঘবাৎ। অতএব পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে পরপরাধিকারবোধকং হি পূর্ব্ববাক্যং, প্রাগুক্ত নারদাদি বচনৈকবাক্যতয়া সমগ্ররাজ্যমেব বিষয়ী করোতি। পরবচনঞ্চ সত্যৌরসে, ক্ষেত্রজ দত্তকাদীনাং সমানাংশ

---

* এই পূর্ব্বোপক্রম হেতু—পৌনর্ভবাদির যে রাজ্যে নিয়োজনাভাব সে ঔরস না থাকার অভাবে, "পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে" এতদ্দ্বারা ইহার অপবাদ হইতেছে। কিন্তু ঔরস থাকিতে—"রাজা ক্ষেত্রজাদি তনয়কে রাজ্যে অভিষেক করিবেন না, ঔরস পুত্র থাকিলে তাহাকে দিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করাইবেন"—এতদ্দ্বারা তাহাদের রাজ্যাধিকারাভাব পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।—দ. মী.

† ইহার অর্থ এই যে—ঔরস থাকিতে ক্ষেত্রজাদিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না, পিতৃলোকের নিত্যকৃত্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি সাধাইবে না অর্থাৎ করাইবে না। ঐ।

* ইতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ—যোঽয়ং পৌনর্ভবাদীনাং রাজ্যনিয়োজনাভাবঃ স ঔরস না, তদ্রিক্তাভাব এব,—'অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্বেষাং" ইত্যনেনাপবাদাৎ। সত্যৌরসে তু রাজ্যাভাবস্য—"ন ক্ষেত্রজাদীংস্তনয়ান্ রাজা রাজ্যেঽভিষেচয়েৎ। পিতৃণাং "সাধয়েন্নিত্যমৌরসে তনয়ে সতি"—ইত্যনেন প্রাগেবাভিধানাৎ।—দ. মী. পৃ. ৫৫।

† সত্যৌরসে ক্ষেত্রজাদীন্ রাজ্যে নৈবাভিষেচয়েৎ—পিতৃণাং নিত্যং শ্রাদ্ধাদি চৈব সাধয়েৎ ন কারয়েদিত্যর্থঃ। দত্তকমীমাংসা পৃ. ৫৫, ৫৩।

অসবর্ণক্ষেত্রজ দত্তকাদি বিষয়ক। অ-অন্যথা বাক্যভেদে গৌরব হয়। তাহা স্বীকার করিলেও এই বচনদ্বারা ঔরস থাকিতে ক্ষেত্রজ দত্তকাদির স্ব স্ব যোগ্যাংশ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ঔরস থাকিতে তাহাদের রাজ্যাভিষেক নিষিদ্ধ হইয়া ঔরসের রাজ্যাভিষেক বিধান হইতেছে, তথাচ ক্ষেত্রজদত্তকাদি সাধারণশাস্ত্র বিহিত অংশ প্রাপ্ত হয়, কেন না তৎসঙ্কোচক (কারণ) নাই, ঐ বচন ভিন্নবিষয়ক হওয়াতে তদ্বাধক নয়। অতএব "এই তনয়েরা ভাগভাগি"—এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব বচনে ভাগভাগিত্ব স্পষ্ট বলা হইয়াছে। রাজ্য ভিন্ন অন্য বিষয় ভাগি ইহা বলা যাইতে পারে না, কেন না তাহাতে রাজ্য-ও সম্বলিত, পরন্তু পৃথক রূপে কথনহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে-ও পৌনর্ভবাদির রাজ্যে অভিষেকাভাব।—দ. চ. পৃ. ৩১, ৩২।

নিষেধকং অসবর্ণ ক্ষেত্রজ দত্তকাদি বিষয়ম্বা। অন্যথা বাক্যভেদে গৌরবং। তৎ স্বীকারেঽপি নানেন বচনেন ক্ষেত্রজ দত্তকাদীনাং সত্যৌরসে স্ব স্বোচিতাংশো নিষিধ্যতে, কিন্ত্বৌরস সত্ত্বে তেষামভিষেকং নিষিধ্যৌরসস্য রাজ্যেঽভিষেকো বিধীয়তে, তথাচ ক্ষেত্রজ দত্তকাদয়ঃ সামান্য শাস্ত্রপ্রাপ্তমংশংলভন্ত এব তৎসঙ্কোচকাভাবাৎ। নচৈতদেব বচনং বাধকং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অতএব "ভাগার্হাস্তনয়া ইমে"—ইত্যনেন পূর্ব্ব বচনে ভাগার্হত্বং স্পষ্টীকৃতং রাজ্যাতিরিক্তস্য ভাগ ইতি ন শক্যতে বক্তুং রাজ্যস্যৈব তত্রোপস্থিতত্বাৎ, পৌনর্ভবাদীনান্তু পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবেঽপি রাজ্যনিয়োজনাভাবঃ পৃথগভিধানসামর্থ্যাদিতি।—দ. চ. পৃ. ৩১, ৩২।

প্রবন্ধে ঔরসের সহিত ক্ষেত্রজদত্তকাদির এই বিভাগপ্রকার কথিত হইল, কিন্তু ইহা শূদ্রে প্রযুজ্য নয়—"দাসীর গর্ভে অথবা দাসের দাসীর গর্ভে শূদ্রের যে তনয় হয় সে অনুজ্ঞাত হইলে অংশ লয়, এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা"—এই মনুবচনে এবং "শূদ্রের দাসীর গর্ভে জাত সুত-ও ইচ্ছাক্রমে অংশভাগী হয়। পিতা মরিলে ভ্রাতারা তাহাকে অর্দ্ধভাগি করিবে। যাহার ভ্রাতা নাই সে দৌহিত্র না থাকিলে সমুদায় লইবে"—এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনে দাসী পুত্রের-ও ঔরসের সমাংশ কথিত হওয়াতে ও সে ভ্রাতা রহিত হইলে পিতার মরণের পর দৌহিত্রের সহিত তাহার ভাগ দৃষ্ট হওয়াতে দণ্ডাপূপ-

প্রবন্ধেনাভিহিতোঽয়ং ক্ষেত্রজদত্তকাদীনামৌরসেন সহ বিভাগপ্রকারঃ: সতু শূদ্রস্য ন সম্ভবতি, তস্য তু—"দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ। সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ" —ইতি মনুবচনেন, "জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরোভবেৎ। মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনম্॥ অভ্রাতৃকোহরেৎ সর্ব্বং দুহিতৄণাং সুতাদৃতে"—ইতি যাজ্ঞবল্কীয়েন চ দাসীপুত্রস্যাপ্যৌরসেন সমাংশাভিধানেন পিতুরনন্তরং ভ্রাতৃরহিতস্য তস্যৈব দৌহিত্রেণ সহবিভাগাদর্শনেন চ দণ্ডাপূপায়িতঃ, সতি পি-

ন্যায়ে সিদ্ধ,—পিতা থাকিলে ক্ষেত্রজ দত্তকাদির ঔরসের সহিত সমান অংশ, পিতা না থাকিলে তাহার অর্দ্ধেকাংশ। অতএব—"দত্তকপুত্র যথাযথ রূপে গৃহীত হইলে যদি কদাচিৎ ঔরস হয়, তবে তাহারা পিতৃবিষয়ে সমভাগি হয়"—এই বচন-ও শূদ্র বিষয়েই প্রযুজ্য। তথা—"শূদ্রের প্রতি সবর্ণা ভার্য্যাই বিহিতা অন্যা ভার্য্যা নয়, তাহাতে জাতরা সমাংশভাগি হয়, যদি একশত পুত্রও জন্মে"।—এই বচনে শূদ্রদের ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র সকলের সমান অংশ বলিয়া, পুনর্ব্বার 'যদি একশত পুত্র হয়, ইহা বলাতে পুত্রান্তরদের-ও সমভাগিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা ঔরসমাত্রপর তাহা পূর্ব্বোক্তিতেই পাওয়া যাওয়াতে পুনর্ব্বার তাহা বলা ব্যর্থ হয়। –দ. চ. পৃ. ৩৩।

তরি ক্ষেত্রজদত্তকাদীনামৌরসেন সমাংশঃ, অসতি তু তদর্দ্ধাংশঃ। অতএব 'দত্তপুত্রে যথাজাতে, কদাচিচ্চৌরসো ভবেৎ। পিতুর্ব্বিত্তস্য সর্ব্বস্য ভবেতাং সমভাগিনৌ"—ইত্যপি বচনং শূদ্রবিষয় এব যোজনীয়ং॥ –তথা "শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যাভার্য্যোপদিশ্যতে। তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ" ॥ –ইতাত্র বচনে শূদ্রাণাং ভার্য্যোৎপন্নানাং সর্ব্বেষাং সমাংশমভিধায় পুনর্যদি পুত্রশতমিত্যনেন পুত্রান্তরাণামপি সমাংশতা প্রতিপাদিতা। ঔরস মাত্র পরত্বে পূর্ব্বেণৈতত্ প্রাপ্ত্যা পুনরেতদভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ" ।—দ. চ পৃ. ৩৩।

উক্ত বচনসকল অবলম্বন করিয়া শূদ্রের দাসী পুত্রের অধিকার কথনান্তে দণ্ডাপূপন্যায়ে দত্তকচন্দ্রিকাকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে—"পিতা থাকিতে শূদ্র দত্তকের ঔরসের সহিত সমভাগ, পিতা না থাকিলে তাহার অর্দ্ধাংশ"। কিন্তু ইহা এতদ্দেশে প্রচলিত হইতে পারে না ;—কেন না কলিতে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়াতে—অসবর্ণার গর্ভজাত সুতের অধিকার প্রতিষেধহেতু এতদ্দেশে দাসীপুত্রের অধিকার আচারবিরুদ্ধ হওয়াতে দণ্ডাপূপন্যায়ে শূদ্রদত্তকের (ব্যবস্থাপিত) তন্মূলক অধিকার সম্ভব হয় না। শূদ্রের দাসীপুত্রের অধিকারের প্রমাণরূপে যে উক্ত মনুবচন ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেশান্তরে

উক্ত বচনান্যবলম্ব্য শূদ্রদাসী পুত্রস্যাধিকার কথনান্তে দণ্ডাপূপন্যায়েন যদ্দত্তকচন্দ্রিকাকৃতা—'সতি পিতরি শূদ্র দত্তকস্য ঔরসেন সমাংশঃ, অসতি তু তদর্দ্ধাংশঃ, ইতি ব্যবস্থাপিতং, তদেতদ্দেশে প্রচলিতং ভবিতুং নার্হতি;—কলাবসবর্ণাবিবাহ প্রতিষেধেন তজ্জাতস্যাধিকারাভাবাদত্র দাসীপুত্রাধিকারস্যাচারবিরুদ্ধত্বাচ্চ দণ্ডাপূপন্যায়েন শূদ্রদত্তকস্য তন্মূলকাধিকারো ন সম্ভবতি। যত্তু শূদ্রদাসীপুত্রাধিকারস্য প্রমাণত্বেনোক্তমনুবচনং যাজ্ঞবল্ক্যবচনঞ্চোদ্ধৃতং, তদ্দেশান্তরে

প্রযুজ্য, এদেশে নয়,—কারণ তাহা এখানকার আচারবিরুদ্ধ, এবং 'সাধু-দিগের নিয়ম বেদ তুল্য' এই বচনে আর 'আচার পরম ধর্ম্ম' ইত্যাদি মনু-বচন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানাপেক্ষা আচার মাননীয়*; অতএব এদেশে সৎশূদ্র-দের আচার দ্বিজাতির ন্যায় দৃষ্ট হওয়াতে তাদৃশ শূদ্রদত্তকের অধি-কার দ্বিজাতির ন্যায়ই বোধ করিতে হইবে।

এব প্রযুজ্যং নত্বত্র আচারবিরুদ্ধত্বাৎ 'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ' ইত্যনেন 'আচারঃ পর-মোধর্ম্ম' ইত্যাদি মনুবচনেন চ ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিধানাপেক্ষয়া আচারস্য মান-নীয়ত্বাচ্চ*। অতএবাত্র সৎশূদ্রাণা-মাচারো দ্বিজাতিবদ্দর্শনাৎ তাদৃশ শূদ্রদত্তকস্যাধিকারো দ্বিজাতিবদেব ভাব্যঃ।

ব্যবস্থা। ৬৩২ যেমত গ্রহীতার ধন তেমত গ্রহীত্রীর ধনে-ও দত্তক অধিকারী†।

৬৩২ যথা গ্রহীতুর্দ্ধনে তথা গ্রহীত্র্যা অপি ধনে দত্তকোঽধি-কারী†।

কারণ। কেন না সে কেবল গ্রহীতার পুত্র নয়, কিন্তু গ্রহীত্রীর-ও বটে†।

ন কেবলং গ্রহীতুঃ কিন্তু গ্রহীত্র্যা অপি তস্য পুত্রত্বাৎ†।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া অথচ সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। দত্তকরূপে দত্ত পুত্র জনকপিতার ধনে অধিকারী কি না?

দত্তক পুত্র জনক পিতার ধনে অধিকারী নয়।

উ.। জনক জননীর ধনে দত্তকপুত্রের কোন অধিকার নাই, যথা মনু কহিয়াছেন—'দত্তক পুত্র জনকের গোত্র ও দায়রূপ ধনে অধিকারী হইতে পারে না। পিণ্ডই গোত্র ও রিক্থানুগামি, পুত্র-দাতার পিণ্ড লোপ হয়'।

জিলা শাহাবাদ, ১৩ মে, ১৮১৬ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চা. ৬ মকদ্দমা ৯, পৃ. ১৮৩।

গ্রহীত্রী মাতার মরণ পর্য্যন্ত বিষয়ে অধি-কারী না হওনের নিয়-মে দত্তক পুত্র শাস্ত্রানু-সারে বদ্ধ হইতে পারে, এবং ঐ নিয়ম ভঙ্গ ক-রিলে বিষয়ে অনধিকারী হইতে পারে।

প্র. ২। দত্তক পুত্রের ও গ্রহীত্রী মাতার মধ্যে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ দত্তক পুত্র যদি এই মজমূনে এক একরার লিখিয়া দেয় যে তন্মাতা যাবজ্জীবন ভূমিসম্পত্তিতে দখিলকার থাকি-বেন, তাঁহার পর সে (অর্থাৎ ঐ দত্তক পুত্র) কেবল এই শরতে তাহাতে অধিকারী হইবে যে যদি তাহার ও তন্মাতার মধ্যে কোন গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ দত্তকের তাবৎ স্বত্ব ধ্বংস ও দত্তকতা ব্যর্থ হইবে। তাহাদের মধ্যে

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৩, ৩১২,—৩১৪। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯১৩, ৯২০ প্রভৃতি।

কোন বিরোধ হইলে তাদৃশ দস্তাবেজের দ্বারা তদ্দত্তকপুত্রকে অনধিকারি করিতে ঐ মাতার যথাশাস্ত্র অধিকার আছে কি না ?

উ. ২। উপরি উক্ত অবস্থায় তাদৃশ একরারের দ্বারা মাতার ঐ অধিকার ক্ষয়, কেন না কোন বিষয়ের অধিকারী তদ্বিষয় যেমত ইচ্ছা সেইরূপে দানাদি করিতে পারে।

এই মত দায়ভাগ বিবাদভঙ্গার্ণব ও বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ। উক্ত গ্রন্থসমূহে ধৃত নারদ বচন,—"তাহারা নিজ২ অংশ দান বা বিক্রয় করুক যেমত ইচ্ছা তেমতি করিতে পারে,—কেননা তাহারা স্ব২ ধনের প্রভু"।

মোসম্মাৎ তারামণি দেবী -বনাম- দেবনারায়ণ রায় ও বিষ্ণুপ্রসাদ। সদর দেওয়ানী আদালত, ১৪ জানওরি, ১৮২৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ১০, পৃ. ১৮৩, ১৮৪।

প্র.। জিলা শাহাবাদ নিবাসী কোন ব্যক্তি (তৎকালীন অপুত্র থাকায়) ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজ দত্তক পুত্র করিল। ঐ দত্তক গ্রহণের পরে গ্রহীতার এক ঔরস পুত্র জন্মিল। এমত অবস্থায় ঐ গ্রহীতার মরণোত্তর তাহার ত্যক্ত বিষয়ে কি পরিমাণে তৎপ্রত্যেক পুত্র অধিকারী ?

ঔরস পুত্রের সহিত বিভাগে দত্তক পুত্র চতুর্থাংশ ভাগী।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে ঐ বিষয় চারি অংশে বিভাজ্য। তন্মধ্যে তিন অংশ ঔরস পুত্র লইবে, ও বক্রী এক অংশ দত্তক পুত্র পাইবে। এই মত শাহাবাদ প্রভৃতি প্রদেশে* প্রচলিত মিতাক্ষরা, দত্তকমীমাংসা এবং আর২ গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ। উক্ত গ্রন্থসমূহে ধৃত বশিষ্ঠবচন—'এক দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে পর যদি ঔরস পুত্র জন্মে, (তবে) দত্তক পুত্র চতুর্থাংশ ভাগী'॥

সদরদেওয়ানী আদালত। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৬, মকদ্দমা ১১, পৃ. ১৮৪, ১৮৫।

প্র.। কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তির অধিকারী এক ব্যক্তি এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া মরে। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ঐ সমুদায় পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হইয়া উপরি উক্ত কএক ভগিনী রাখিয়া অপুত্রক মরে।—তন্মধ্যে দুই ভগিনী পতিপুত্রবিহীনাবস্থায় মরে, ; বক্রী দুই ভগিনীর মধ্যে এক জন তিন পুত্র আর এক জন এক দত্তক পুত্র রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায় বিষয়ের কি পরিমাণে তৎপ্রত্যেকে অধিকারী ?

---

* কাশী প্রদেশীয় শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র ঐ পরিমিত অংশে অধিকারী বটে; কিন্তু বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে দত্তক তৃতীয়াংশে অধিকারী।—মেকনাটনের নোট।

বঙ্গদেশে তিন জন ভাগিনেয়ের সহিত বিভাগে আর এক ভগিনীর দত্তক সপ্তমাংশ ভাগী।

উ.। উপরি বর্ণিত অবস্থাতে, শাস্ত্রানুসারে ঐ বিষয় সাত ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে এক ভগিনীর তিন পুত্র ছয় ভাগ লইবে. এবং অন্য ভগিনীর দত্তক পুত্র বক্রী এক ভাগ পাইবে*।

জিলা হুগলি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ সাল।—মেক্. হি ল. বা ২ সেক্. ৬. মকদ্দমা ৭, পৃ. ৮৮, ৮৯।

মকদ্দমা নং ৩৫৫৪। ১৮৬৪ সাল।

কালীচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট্- বনাম -- শিবচন্দ্র (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে পালক পুত্র গ্রহণ বিহিত হয় নাই।

নজীর

৫০০.৩ ৫৮৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

খাস আপীলের রেস্পণ্ডেন্ট হরিকুমারের কথিত উত্তরাধিকারি গদাধর হইতে ক্রয় করা হেতুবাদে বিশেষ ভূমি দখলের নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে। বাদির নালিশ এই যে ঐ ভূমি বাঙ্গালা ১২৬০ সালের ১ আষাঢ়ে গদাধর কর্ত্তৃক কেদার নাথের নিকট বিক্রীত হয় ও কেদার নাথ তাহা বাঙ্গলা ১২৬৯ সালে ২৩ জ্যৈষ্ঠে বাদির নিকট বিক্রয় করে। বাদী আরো কহে যে গদাধরের স্থানে প্রতিবাদী এক কবালা হাসিল করিয়া তাহার বলে আমাকে বেদখল রাখিয়াছে।

প্রতিবাদিরা অর্থাৎ (খাস আপীলে) আপিলান্টেরা হরিকুমারের স্বত্ব স্বীকার করে, কিন্তু কহে যে সে মরিলে ঐ বিষয় তাহার পত্নী জগদম্বাকে ও পোষ্য পুত্র বাণীচন্দ্রকে অর্শে, গদাধর কেদারনাথকে কবালা লিখিয়া দেওয়ার অনেক পরে ঐ বিষয় বাণীচন্দ্রের দখলে ছিল, অতএব তৎকালে ঐ বিষয়ে গদাধরের কোন অধিকার না থাকায়, ঐ বিক্রয় স্পষ্টতঃ অকর্ম্মণ্য।

তাহারা আরো কহে বাণীচন্দ্রের মরণে গদাধর নিকটতম সম্পর্কীয় বলিয়া তাহার উত্তরাধিকারী হয়, এবং দখল পাওয়ার পরে ১২৬৭ সালের শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখের কবলা অনুসারে আমাদের নিকট বিক্রয় করে।

---

* উপরি উক্ত ব্যবস্থা বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যথার্থ বটে, কিন্তু কাশীপ্রদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ঐ বিষয় দশ ভাগে বিভক্ত হইত, তন্মধ্যে দত্তক পুত্র এক ভাগ লইত। ভগিনীর দত্তক পুত্রের অধিকার সূচক স্পষ্টতঃ শাস্ত্র নাই, কিন্তু তাহার স্বত্ব অনুভবদ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে।—সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের বিবেচনা।

ঔরস ও দত্তক রূপ সম্বন্ধীয়দের মধ্যে বিভাগে অংশের পরিমাণ বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা যথার্থ বটে,—কিন্তু ভাগিনীর দত্তক পুত্রের অধিকার শাস্ত্রে নাই (দুহিতার দত্তকের বিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহা দ্রষ্টব্য); এবং (জীবিত বা মৃত) কোন গ্রন্থকর্ত্তা অনুভবদ্বারা তাহার অধিকার স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত উক্ত সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব-ই নিজ গ্রন্থের প্রথম বালমে (যাহা ইহার পরে লিখিত হয়) তদধিকার অস্বীকার করিয়া তদ্বিরুদ্ধ ব্যবস্থাই সংস্থাপন করিয়াছেন।—দ্রষ্টব্য বা. ১, পৃ. ২৪।

প্রধান সদর আমীন এই আপীল ও ভৈরবনাথ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে বাণীচন্দ্রের নিকটতম সম্পার্কীয় প্রমাণ করিতে যে সরেনও মকদ্দমা উপস্থিত করে তাহা একত্র বিচার করেন, এবং উভয় মকদ্দমাতে দর্শিত সম্যক্ প্রমাণে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে বাণীচন্দ্রের দত্তকতা অপ্রমাণিত ও বাদির ক্রয় সিদ্ধ।

খাস আপীলে আমাদের নিকট যে২ বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা এই যে (১) দুই মকদ্দমা একত্র তজবীজ করাতে প্রধান সদর আমীন আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং (২) হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে শূদ্র জাতির মধ্যে পালক পুত্র বৈধ ও সিদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তির নিষ্পত্তি এককালেই হইতে পারে, সুবা বাঙ্গলার হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে কেবল একরূপ দত্তকতা স্মৃত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই। এই মকদ্দমার পোষকতায় কোন নজীর দর্শাইতে, অথবা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন গ্রন্থের কোন পঙ্-ক্তিতে তাদৃশ পুত্র করণ বৈধ দেখাইতে খাস আপিলান্টের উকীল সমর্থ হইলেন না।

এই খাস আপীলের প্রথম হেতুবাদ সম্বন্ধে (বক্তব্য এই যে) প্রধান সদর আমীন যে কিরূপে আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমাদের দৃষ্ট হয় না। এই মকদ্দমা-বিশেষের আর্জি ও বর্ণনাপত্রাদিতে প্রথম ইশু এই ছিল যে—বাণীচন্দ্র পোষ্য পুত্র ছিল কি না; এবং যে মকদ্দমাতে ভৈরবনাথ বাদী ছিল তাহাতেও এই কথা প্রথম ইশু ছিল। খাস আপিলান্টের হানি হওয়া অথবা অগ্রে জ্ঞাত না হওয়া দূরে থাকুক, ভৈরবনাথের দর্শিত প্রমাণে তাহার যে সকল ফল হইতে পারিত তাহা হইয়াছে।—ভৈরব নাথ তাহার বিরুদ্ধ হইলেও বাণীচন্দ্রের পোষ্যপুত্রতা উভয়েরই সমান অভিসন্ধি ছিল। ফলতঃ সে কেবল নিজ দর্শিত প্রমাণের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে এমত নহে, কিন্তু তদতিরেকে অন্যের দর্শিত প্রমাণের-ও ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব প্রধান সদর আমীনের কার্য্যে কোন অবৈধতা অথবা (এই) খাস আপীল মঞ্জুরীর কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

ইহা খরচা সমেত ডিসমিস্ হইল।

১২ এপ্রেল, ১৮৬৫ সাল। হা. কো. আ.। সদরল্যাণ্ডের উইক্‌লী (অর্থাৎ সপ্তাহিক) রিপোর্ট, বা ২, পৃ. ২৪১।

মকদ্দমা ৪৬৫। ১৮৫০ সাল।

প্রকাশচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদী) আপিলান্ট্—বনাম—

ধনমণি দাসী প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেণ্ট্।

৵০ শ্রীযুক্ত ডন্‌বার এবং এ. জে. এম্. মিল্‌স্ সাহেবান্ (বিচার করিলেন যথা)—প্রতিবাদী মৃত মহেশচন্দ্রের দত্তক পুত্র বলিয়া তাহার বিষয়াধিকারী হয়, বাদিরা ঐ মহেশচন্দ্রের নিকটতম সম্পার্কীয় বলিয়া প্রতিবাদিকে অনধি-

কারি করণপূর্ব্বক মহেশের বিষয়াধিকারি হইবার নিমিত্তে এই নালিশ করে।

প্রথম বিচার্য্যকথা এই যে দত্তকের যথাশাস্ত্র পুত্রত্ব সম্পাদন নিমিত্তে যে২ ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক তাহা উপযুক্ত রূপে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ ব্যতিরিক্ত দত্তকত্ব সিদ্ধ কি না? ইহাতে আমরা সর রবর্ট বারলো এবং মে. টকর সাহেবের মতে একমত,—তাঁহারা এই মকদ্দমা সানি ভদারকের নিমিত্তে এই মত লিখিয়া ফেরত পাঠান যে দত্তকতার দাওয়া উপস্থিত হইলে নিশ্চিত প্রমাণদ্বারা অথবা দৃঢ় আনুমানিক প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে যে আবশ্যক শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিচার্য্য বিষয় এই যে—ঐ সকল ক্রিয়া উপযুক্ত রূপে সম্পন্ন হওনের মুখ্য প্রমাণ না থাকিলে, প্রতি নিধি জজের নিষ্পত্তি পত্রে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে শুদ্ধ তাহা যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হওনের প্রচুর প্রমাণ কি না। ইহাতে আমরা বিবেচনা করি যে সাধারণ অবস্থাতে উচিত ও শাস্ত্রানুমত রূপে ক্রিয়া সম্পাদনের আর কোন স্বাভাবিক অথচ মুখ্য প্রমাণে আদালত সন্তুষ্ট হইবেন না। পরন্তু এ মকদ্দমার অবস্থা অসাধারণ। নিম্ন আদালত মুখ্য প্রমাণকে বিশ্বাস করিলেও তাহা (জিলার) জজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রমাণ ছাড়া জজ সাহেবের দৃষ্ট হইয়াছে যে ২৮ বৎসর গত হইল কাশীতে ঐ দত্তক গৃহীত হয়: তৎকালে জ্ঞানচন্দ্র শিশু ছিল; এবং ঊনবিংশতি বৎসর ব্যাপিয়া অর্থাৎ গ্রহীতা পিতা মহেশের জীবনকাল ব্যাপিয়া সে তদ্দত্তক পুত্ররূপে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়; হিন্দুদের বিশেষ আচার ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ানুসারে মহেশ তাহার বিবাহ দেন; এবং বাদির পক্ষ হইতে ঐ দত্তকপুত্র গ্রহীতা পিতা মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে, ও লোকে তাহাকে মহেশের দত্তক পুত্র বলিয়া ডাকিয়াছে, এবং নওয়াবাদের মুন্সিফের সমীপে সে দুই-খান কাগজ দাখিল করিয়াছে তাহাতে বাদী ও তৎসহ-ভাগিরা তাহাকে ঐরূপ কহিয়াছে। এই সকল অবস্থাতে আমরা স্বভাবতঃ এই বই নিষ্কর্ষ করিতে পারি না যে যথাশাস্ত্র দত্তক হওনের নিমিত্তে যে ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক তাহা উপযুক্ত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আমরা খরচা সমেত খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম।

মে. আর. এইচ. মিটন সাহেব (রায় দিলেন যথা) আমরা সাধারণরূপে উক্ত নিষ্পত্তিতে সম্মত। যথাশাস্ত্রদত্তক সিদ্ধ হওনের নিমিত্তে যে যে ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক তাহা ১৮৫২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে নিষ্পন্ন রাসবিহারীর বিরুদ্ধে দয়াময়ীর মকদ্দমাতে বাহুল্যরূপে অতিশয় অনুশীলন পূর্ব্বক তর্কবিতর্ক করা হইয়াছে, এবং তৎকালে পরস্পর বিবদমান প্রমাণ সকল সাবধানে বিবেচনা পূর্ব্বক আমি এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে শূদ্র পরিবারের মধ্যে বৈধ-দত্তকতার নিমিত্তে যাহা আবশ্যক তাহা কেবল দান ও গ্রহণ। দান ও গ্রহণ প্রমাণের নিমিত্তে মুখ্য ভিন্ন অন্য প্রমাণ গৃহীত হইবে না এমত অবগত নহি। এমত নিয়ম নিবদ্ধ করা স্পষ্টতঃ অন্যায়; কারণ যে সকল মকদ্দমাতে দত্তক গৃহীত হওনের বহুকাল পর পর্য্যন্ত ঐ দত্তকতার বৈধতা বিচারের বিষয় হয়

নাই, তাহাতে তাদৃশ প্রমাণ প্রাপ্তি প্রায় অসম্ভব। ওয়ালর সাহেব কহেন এমকদ্দমাতে মুখ্য প্রমাণ দিতে উপস্থিত করা হইলে তাহা যখন অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তখন তাহা চূড়ান্ত গণ্য, প্রতিবাদিকে আনুমানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই রূপ নিয়ম থাকার আপত্তি করা যে হইয়াছে এতদনুসারে আমাদের আদালত কখনো চলেন নাই। কোন বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ ত্যাগ করিয়াও আনুমানিক প্রমাণ গ্রহণ করা সচরাচর হইয়া থাকে, এবং আমার মতে এমত প্রণালী কারণ বিরুদ্ধ নহে, অন্যায়ও নহে।

বর্ত্তমান মকদ্দমাতে এদেশে পুত্র গ্রহণের আনুমানিক প্রমাণ মুখ্য প্রমাণ হইতে অধিক সন্তোষ জনক। কথিত পুত্র দত্তকরূপে গ্রহীতা পিতার সহিত ১৯ বৎসর বাস করে, তাহার গ্রহীতা পিতা নিজ দত্তক পুত্র বলিয়া তাহার বিবাহ দেয়; বাদী এবং ঐ পরিবারে আর অনেক ব্যক্তি তাহাকে দত্তক পুত্ররূপে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নওয়াবাদের মুনসিফের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে দেয়। এত বৎসর পর্য্যন্ত কোন আপত্তি না হওয়া এবং এ মকদ্দমার কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকা, জনক জননী কর্ত্তৃক ঐ পুত্র দত্ত হওয়ার প্রতি চূড়ান্ত প্রমাণ। এই সকল কারণে আমার মত এই যে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং আপীল ডিসমিস্ করণে আমি আরং জজের সহিত একমত। ২৬ জানুয়ারি ১৮৫৩ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৯৬।

* মকদ্দমা নং ৩৮৬। ১৮৬৪ সাল।

লোহারদাগার ডেপুটী কমিশনর সাহেবের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মহারাজ গরুড়নাথ সহায় প্রভৃতি (বাদি) আপিলান্ট—
বনাম—মোসম্মাৎ মাখন কুঙর প্রভৃতি প্রতিবাদি
রেস্পণ্ডেন্ট।

জাতপুত্রের যে সমস্ত অধিকার হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্রের-ও, সেই অধিকার. পরন্তু যখন কোন দত্তকের কোন বিষয়ে অধিকারী হওনের স্বত্ব এক বহালী সনদের উপর নির্ভর করে, তখন তাহাকে সেই সনদ অবশ্যই সপ্রমাণ করিতে হইবে।

নজীর
৫৮৪. ও ৬২০ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

পূর্ব্ব জায়গীরদার বিহারীলাল যে জায়গীর দখল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দত্তকপুত্র অগ্নিদেপ নারায়ণ হইতে পুনর্গ্রহণের নিমিত্তে রাজা জগন্নাথ সহায় এই মকদ্দমা উপস্থিত করেন। ১৮৬০ সালে এই মকদ্দমা এ আদালতে উপস্থিত থাকে, এবং ১০ জুলাই তারিখে এই নিমিত্তে ফেরত যায় যে নিম্ন আদালত বক্ষ্যমাণ কএক বিষয় পরিষ্কাররূপে স্থির করেন—১ম. জায়গীরদার ঔরস উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিলে বাদী ঐ জায়গীর কাড়িয়া

হইতে পারেন কি না, এবং (তাহা) অধিকার করিতে দত্তক পুত্রের স্বত্ব বারণ করিতে পারেন কি না ?

২ য়। বিহারীলালকর্ত্তৃক প্রতিবাদী দত্তকগৃহীত হয় কি না; অনন্তর মহারাজা তাহাকে প্রতিগ্রহীতা বলিয়া স্বীকার করেন কি না; ও তাহাকে বহালি সনদ দেন কি না ? ১২৩৪ সালের ১২ পৌষ তারিখে গবর্ণর জেনেরালের এজেন্টের কৃত এক নিষ্পত্তি অনুসারে নিম্ন আদালত বিচার করিলেন যে বাদী কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষে কোন জায়গীর দিয়া থাকিলে ঐ আসল জায়গারদার ধারা বাহিক উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিলে বাদিকে ঐ জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে ক্ষমতা আছে। অতএব জজ বিচার করিলেন যে দত্তক পুত্র থাকা বাজেয়াপ্তের বাধক নহে; কিন্তু ১২৬৫ সম্বতের ১৬ আশ্বিন তারিখে প্রতিবাদিকে বাদী যে বহালি সনদ দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে তাঁহার বিচারে বাজেয়াপ্তির বাধক বটে. অতএব মকদ্দমা ডিস্মিস্ করিলেন।

বাদী ঐ সনদকে জাল বলিয়া অস্বীকার করতঃ আপীল করিয়াছেন। পক্ষান্তরে জাত পুত্রের সমস্ত অধিকার দত্তক পুত্রের আছে কি না এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করিতে আমাদের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জাতপুত্রের যে অধিকার দত্তক পুত্রেরও সেই অধিকার; এবং এই জায়গীর যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মৌরুসী হইত, তবে তদ্বিরুদ্ধে দেশাচার অথবা অন্য কোন আচার না থাকিলে রাজা হইতে প্রাপ্ত বহালি সনদ বিনাও দত্তকপুত্র তাহাতে অধিকারী হইতে পারিত। পরন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রতিবাদী রাজা হইতে প্রাপ্ত বহালি সনদের উপর নিজ অধিকার নির্ভর করিয়াছে, কিন্তু ঐ সনদ সপ্রমাণ হয় নাই, তাহাতে কোন সাক্ষী নাই, এবং ঐ রূপ আরং দলীল যে রীতিতে ও যে প্রকারে হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃ তেমত হয় নাই। অতএব আমরা সনদ অগ্রাহ্য করিলাম।

অনন্তর তর্ক করা হইয়াছে যে সনদ থাকুক বা না থাকুক, দত্তক পুত্র অধিকারী হইবে, এবং বাদীও এমত প্রমাণ দেন নাই যে তাঁহার বাজেয়াপ্ত করণের ক্ষমতা আছে। পরন্তু এ মকদ্দমাতে প্রতিবাদী বহালী সনদের উপর নিজ দাবীর নির্ভর করিয়াছে ও তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই। যদি একথা সত্যও হয় যে প্রতিবাদির স্থানে রাজা খাজানা লইয়াছেন তাহাতে তিনি বাজেয়াপ্ত করণে অধিকার বর্জ্জিত হইবেন না। এই ভাবে মকদ্দমা বিবেচনা করিয়া আমরা নিম্ন আদালতের হুকুম রদ আর খরচা সমেত আপীল ডিক্রী করিলাম।—১৫ মে ১৮৬৫ সাল। হা. কো. আ.। উইক্লী রিপোর্টর ১৮৬৫ সাল, বা. ৩, পৃ. ২৪।

গোপীমোহন দেব—বনাম—রাজা রাজকৃষ্ণ।

নজীর
৬২০ ও ৬২৭ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

রাজা নবকৃষ্ণের পাঁচ পত্নী ছিলেন, এবং গোপীমোহন দেবকে দত্তক গ্রহণ কালীন তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না;—গোপীমোহন রাজা নবকৃষ্ণের এক ভ্রাতা রাম-

সুন্দর বেওর্ত্তার (ঔরস) পুত্র ছিলেন। প্রথা এই যে বহু পত্নীবিশিষ্ট কোন পুরুষ দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদের এক জনের পুত্ররূপে তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে, —কিন্তু তাহা আবশ্যক নয়। তদনুসারে ঐ রাজা নিজ জ্যেষ্ঠা পত্নী হিরামণি দাসীর পুত্র রূপে গোপীমোহন দেবকে গ্রহণ করিলেন।

দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে উক্ত রাজা এক একরার লিখিয়া দেন, এই একরারের দ্বারা ঐ রাজা —রামসুন্দর বেওর্ত্তা নিজ পুত্র গোপীমোহন দেবকে হিরামণির পুত্র রূপে দত্তক গ্রহণার্থে দেওয়ার নিমিত্তে স্বীকার করেন যে যদি ভবিষ্যতে তাঁহার ঔরস পুত্র না জন্মে তবে গোপীমোহন দেবকে সমুদায় বিষয় দিবেন। কিন্তু যদি তাঁহার ঔরস পুত্র জন্মে তবে এই নিয়ম করা হইল যে ঐ দত্তক ও ঔরস সমভাগভাগি হইবে, যদি একাধিক ঔরস পুত্র জন্মে তবে তাহারা ও গোপীমোহন সকলে ঐ রাজার বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে। দত্তক গ্রহণের কএক বৎসর পরে রাজা নবকৃষ্ণের এক কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে, ইঁহার নাম রাজকৃষ্ণ, ইনি পিতার মরণান্তে রাজা রাজকৃষ্ণ হইলেন।

রাজকৃষ্ণের জন্মের কিয়ৎকাল পরে রাজা নবকৃষ্ণ এক উইল করিলেন, তদ্দ্বারা তিনি দত্তক পুত্র গোপীমোহনকে অধিক বিষয় দিলেন বটে—পরন্তু তাহা সমুদায় বিষয়ের অর্দ্ধেকের সহিত মিলাইলে অল্প বই নয়। উইলে তিনি অনেককে দাতব্য দিয়া যান। এবং যাহা বিশেষ করিয়া কাহাকেও দিলেন না তৎসমুদায়ই রাজকৃষ্ণের রহিল।

নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে, গোপীমোহন রাজারাজকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশী আর্জি দাখিল করিলেন, যদ্দ্বারা তিনি হিসাব ও নবকৃষ্ণের বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করিলেন। এই দাওয়া দত্তক গৃহীত হওন কারণে অথচ নবকৃষ্ণের লিখিয়া দেওয়া একরারের বুনিয়াদে হয়।

রাজকৃষ্ণ নিজ জওয়াবে দত্তকতা স্বীকার করিলেন না অস্বীকার-ও করিলেন না, এবং আর্জিতে উল্লিখিত একরার দস্তখত হওয়া স্বীকার করিলেন না অস্বীকার-ও করিলেন না, —কিন্তু নবকৃষ্ণ তাঁহার লাভার্থে যে উইল করিয়াছিলেন তাহারই উপর নির্ভর করিলেন।

মকদ্দমার শুনানি হইলে আদালত কর্ত্তৃক উক্ত হইল যে গোপীমোহন যথাযথ রূপে দত্তক গৃহীত বটে।

রাজা নবকৃষ্ণ যে একরার লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতে পারিত, কিন্তু উভয় পক্ষ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পরামর্শ প্রাপ্ত হইলেন, —এই নিষ্পত্তি ঐ একরারের সূত্রেই করিলেন, এবং তদ্দ্বারা রাজা নবকৃষ্ণের উইলের যে অংশ রাজা রাজকৃষ্ণের বা গোপীমোহন দেবের স্বত্ত্ববিষয়ক তাহা রদ করিলেন।

আমার বোধ হয় রাজা নবকৃষ্ণের লিখিয়া দেওয়া একরার অনুসারে উভয় পক্ষ মধ্যে আপোসে যেমত নিষ্পত্তি হইল আদালতেও সেইরূপ নিষ্পত্তি

হইত; কিন্তু কথা এই যে, ঐ একরার না থাকিলে কি হইত? ইহাতে আমি উত্তর দিতে পারি যে গোপীমোহনের কৌন্সলিদের তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না; আদালত কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে এবং তৎকালে প্রচলিত শাস্ত্র হইতে আমাদের নিকট এই নিশ্চিত হইল যে রাজা নবকৃষ্ণ যে উইল করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা গৃহীত দত্তককে তৎস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন না, এবং যদি গোপীমোহন দেব একরার প্রমাণ করিতে-ও না পারিতেন। তথাপি উইল সত্ত্বে-ও বিষয়ের তৃতীয়াংশ পাইতে অধিকারী কথিত হইতেন। —মেক্‌. কন্‌. হি. ল পৃ. ১৭০।

গোপীমোহন ঠাকুর—বনাম সেবন কুঙর প্রভৃতি।

নজীর
৩২০, ৩২৩ ও ৩২৪
সংখ্যক ব্যবস্থা
বিষয়ক।

শ্যামচরণ দাস ১৮১০ সালে নিজপত্নী (প্রাতিবাদিনী) সেবন কুঙরকে এবং শ্যামল দাসের দ্বিতীয় ঔরস পুত্র। নিজ দত্তক পুত্র গোবরচরণ * দাসকে উত্তরাধিকারি ও যথাশাস্ত্র স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। বন্ধকে আবিদ্ধ অবিভক্ত পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেক শ্যামল দাসের হওয়াতে তাহার অর্দ্ধেক অংশ আবদ্ধ করিতে যে তাহার অধিকার ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। তন্মরণান্তে তাহার দুই অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাস উপযুক্ত রূপেই আদালতে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। শ্যামল দাসের দ্বিতীয় পুত্র গোবরচরণ * দাস শ্যামচরণ কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে সে আর তজ্জনক শ্যামল দাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইতে পারিল না। কিন্তু গ্রহীতা পিতা শ্যামচরণের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হইল।

বন্ধকে আবদ্ধ বিষয়ের অন্য অর্দ্ধেক শ্যামচরণের দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কথা এই যে যথাযোগ্য ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে কি না যথা তদ্দ্বারা ঐ অর্দ্ধেক আবদ্ধ হইতে পারে কি না। প্রকাশ যে ঐ অর্দ্ধেক তাঁহার দত্তক পুত্র গোবরচরণের অধিকার, সে অপ্রাপ্তব্যবহার; বিক্রের দ্বারা তাহাকে উপযুক্ত রূপে আদালতে আনা হইয়াছে বটে, কিন্তু বন্ধকপত্র স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে সে এক জন নয়, এবং অপ্রাপ্তব্যবহারতা প্রযুক্ত যে তাহা হইতেও পারিত না। শ্যামচরণের পত্নী সেবন কুঙর যে ঐ বন্ধকপত্র দস্তখত করিয়াছিলেন বিষয়ে তাঁহার কোন স্বত্ব নাই,—কেবল ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের স্থানে অন্নাচ্ছাদন পাইতে মাত্র তাঁহার অধিকার আছে, এবং তাদৃশ বন্ধকপত্র সহি করিয়া দিতে তাঁহার ক্ষমতা কেবল যথার্থ আবশ্যকতা বশতই সম্ভবে—তাহা পতির ঋণ পরিশোধন, তৎশ্রাদ্ধ সম্পাদন অথবা অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিমিত্তে কিম্বা নিজ জীবন ধারণ ও পরিবার প্রতি-পালন জন্যে হয়, যদিও পরিবারের অবস্থানুসারে ইহা সম্ভবই বটে, যে ঋণের অথচ উপযুক্ত রূপে পরিবারপালনের নিমিত্তে ঐ টাকার সমুদায় বা কিয়দংশ সংগ্রহ করা আবশ্যক ছিল,

* এই নাম প্রকৃত রূপে 'গোবর্দ্ধন'—আদালতে ক্রমে ক্রমে 'গোবরচরণ' লিখিত হইয়াছে।

তথাপি তন্মধ্যে কিছুই প্রমাণে সাব্যস্ত হয় নাই, দলীলে-ও বর্ণিত নাই। ১১ ফেব্রুওয়ারি, ১৮২৭ সাল। ইস্‌ট সাহেবের নোট্, মকদ্দমা নং ৬৪।

মকদ্দমা নং ৩৪৬। ১৮৬৪। আপীল নং ১৪৫। ১৮৬৩ সাল।
তিনকৌড়ি চট্টোপাধ্যায় (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৫৮৪, ৬২০ ও ৬৩২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১৮৬৪ সালের ৭ এপ্রেল তারিখে আপিলান্টের পক্ষে এই আপিলের বিচার নিষ্পন্ন হয়। প্রতিবাদিরা তজ্‌বীজ্ সানির নিমিত্তে এক দরখাস্ত দেয়, (তাহা) প্রথমতঃ গ্রহিত্রীমাতা নবমুঞ্জরী কর্ত্তৃক গৃহীত বাদির দত্তকতা বিষয়ক, দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় লইয়া এই মকদ্দমা তাহাতে নবমুঞ্জরীর যাবজ্জীবন স্বত্বাতিরিক্ত অধিকার ছিল না (তদ্বিষয়ক)। ১৮৫৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে বিচার হয় যে (বিরোধীয়) বিষয় নবমুঞ্জরীর বিবাহকালে তৎপিতৃকর্ত্তৃক দত্ত হওয়াতে তাহা তাহার স্ত্রীধন, ও তদ্ধেতু তাহা নবমুঞ্জরীর নির্ব্যূঢ় স্বত্বাস্পদীভূত বিষয়। অনন্তর আর দুই কথা উত্থিত হয় ও তাহাতে তজ্‌বীজ্ সানি মঞ্জুর হয়। ১ম, গ্রহিত্রী মাতার ধনে দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে কি না? ২য়, গ্রহীত্রী মাতা নিজ দত্তক পুত্রের প্রতি উইল করিয়া ছিলেন কি না, ও তাদৃশ উইল করিতে তাঁহার যোগ্যতা ছিল কি না?

প্রথম কথার বিচারে আমাদের সন্দেহ নাই যে জাতপুত্রের সমস্ত অধিকার দত্তক পুত্রের আছে। সে পিতার পুত্র মাতার-ও পুত্র, সে পিতৃধনে অধিকারী, এবং দুহিতা না থাকিলে জাত পুত্রের মত গ্রহীত্রীমাতার স্ত্রী-ধনে অধিকারী, এই হেতুবাদের পোষকতার বাদির উকীল পার্শ্বে প্রকটিত দত্তকের অবস্থা সূচক বচনের উল্লেখ করেন, এবং দৃঢ় রূপে কহেন যে সকল বিষয়েতেই দত্তকপুত্রের অধিকার জাতপুত্রের অধিকারের তুল্য। এই হেতুবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞবর কৌন্সলী সিলেক্ট্ রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ১২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গঙ্গামায়া আপিলান্টের মকদ্দমার উল্লেখ করেন, তাহাতে বিচার হয় যে কোন নারীকে পিতৃবিষয় অর্শিলে তাঁহার দত্তক পুত্র গ্রহীত্রী মাতার মরণে তাদৃশ ধনে অধিকারী হইবে না, কিন্তু ঐ বিষয় ঐ নারীর পিতার দায়াদগণকে অর্শিবে। আমরা বিবেচনা করি যে তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রযুজ্য নহে। তাহাতে পণ্ডিতের প্রতি যে প্রশ্ন করা হয় তাহা, স্ত্রীধন বিষয়ক নহে, কিন্তু কোন নারীকে দায় সম্বন্ধীয় বিধানানুসারে অর্শে যে পিতৃধন তদ্বিষয়ক, এতাবতা বাবু কৃষ্ণকিশোর আমারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে তাদৃশ অবস্থা সকলে দত্তক পুত্র অনধিকারী হওয়ার কারণ এই যে সে গ্রহীতা পিতার গোত্রে গৃহীত হয়, মাতামহ গোত্রে হয় না, এবং গ্রহীত্রী মাতার শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেও মাতামহের শ্রাদ্ধ করিতে পারে

সদরল্যাণ্ডের দত্তক মীমাংসা, সিনপ্‌সিস্ পৃষ্ঠা ২ নং। ১৮৩৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫৩।

দায়ক্রম সংগ্রহ পৃ. ৫৭, সেক্‌সন্ ৩। দায়ভাগ পৃ. ৮২

মেক্‌নাটনের হিন্দু-ল. বা. ১, পৃ ৩৯ ও ৭০।

না*। পরন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে বিরোধাস্পদীভূত যে বিষয় তাহা স্ত্রীধন বলিয়া আদালতে স্থিরীকৃত হওয়াতে, উইল না থাকিলে জাতপুত্রের ন্যায় দুহিতাদের পরে† দত্তক পুত্র তাহাতে অধিকারী হইবে। এমত অবস্থায় বাদির প্রতি নবমুঞ্জরী উইল দস্তখত করিয়া দিয়াছে কি না তাহা (স্থির করা) অনাবশ্যক।

স্ত্রীলোকে উইল করিতে পারে কি না পারে একথার বিবেচনা আমাদের অনাবশ্যক, যদিও একথা এমকদ্দমাতে উত্থিত হয় না, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে পতির কিম্বা পিতার সম্বন্ধধনে কোন নারী রীতিমত অধিকারিণী হইলে সে তদ্ধন সম্বন্ধে উইল করিতে পারে না, কেননা তাহাতে তাহার যাবজ্জীবন স্বত্বমাত্র, পরন্তু স্ত্রীধনে এমত নহে, (কেননা) ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্য রূপ স্ত্রীধন দান, উইল বা বিক্রয় দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে হস্তান্তর করিতে তাহার স্বাধীনত্ব আছে। রেস্পণ্ডেণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্সলী জিজ্ঞাসা করেন যে এক স্ত্রীতে দত্তকগ্রহণ করিলে সে পুত্র ঐ স্ত্রীর সপত্নীর-ও পুত্র গণ্য ও তাহার ধনাধিকারী হইবে কি না? যদিও এপ্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না, তথাপি আমরা দেখাইয়া দিতে পারি যে হিন্দুদের দায় শাস্ত্রে ইহার বিধান-ও বিহিত হইয়াছে, ও তাহাতে সপত্নীপুত্র বিমাতার স্ত্রীধনে অধিকারি-শৃঙ্খলায় পরিগণিত হইয়াছে।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত মকদ্দমাতে ঐ দত্তকতা সিদ্ধ; এবং বিরোধীয় বিষয় নবমুঞ্জরার স্ত্রীধন দৃষ্ট হওয়াতে আমরা এক্ষণে বিচার করিতেছি যে দুহিতা না থাকাতো ও বাদী তাহার দত্তক পুত্র হওয়াতে, তৎপ্রতি উইল থাকুক বা না থাকুক সে তদ্বিষয়াধিকারী। এতাবতা আমরা এই আদালতের পূর্ব্ব নিষ্পত্তি বহাল রাখিলাম ও রেস্পণ্ডেণ্টের উপর সকল খরচা বার করিলাম। ২৫ মে ১৮৬১ সাল। মনরন্যাণ্ডের উইকলী রিপোর্টর. বা. ৩ পৃ. ৪৯।

মকদ্দমা নং ৫৪১। ১৮৪৭ সাল।

বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, আপিলাণ্ট—বনাম তারিণী ওরফে শয়ামণি দেবী রেস্পণ্ডেণ্ট।

মকদ্দমা নং ১৬৬। ১৮৪৮ সাল।

তারিণী ওরফে শয়ামণি দেবী, আপিলাণ্ট—বনাম—বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাদিনী মোসম্মাৎ তারিণী ওরফে শয়ামণি দেবী কর্ত্তৃক তস্য পতি চন্দ্রভূবনের পত্নীত্ব-স্বত্বে উত্তরাধিকারের দাবীতে কৃত মকদ্দমায় ১৮৫৭ সালের ২০ মে

* মাতামহের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু স্মার্ত্তমতে সে কেবল ব্যবহার সৌকর্য্য নিমিত্তে মাত্র।

† বিরোধীয় বিষয় ঐ নারীকে বিবাহকালে দত্ত হওয়াতে তাহা তাহার যৌতকরূপ স্ত্রীধন, তাহা অন্যরূপ স্ত্রীধন হইলে পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা দুহিতার সহিত পুত্র যুগপৎ অধিকারী হইত, (সকল) দুহিতার অভাবে অধিকারী হইত না। দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৫৩।

তারিখে নদিয়ার প্রধান সদর আমীনের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই দুই জাবেতা আপীল রুজু হয়।

এই দুই মকদ্দমা শুনানির নিমিত্তে দরপেশ হইলে, ৫৪১ নম্বর মকদ্দমার আপিলাণ্টেরা আপত্তি করিলেন যে আর্জিতে বস্তুতঃ (পরস্পর) বিপরীত দুই দাবী থাকাতে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, এক (দাবী) মৃত চন্দ্রভূষণের পত্নী তারিণী পত্নী বলিয়া নিজ পক্ষে তদ্বিষয় অধিকারের নিমিত্তে করেন,—অন্য (দেবী) তৎপতির অনুমত্যানুসারে পরে গ্রহীতব্য দত্তকের পক্ষে হয়।

বাদিনী এই বয়ান করেন যে তিনি (যে পরিবারের শাখাভুক্তা তাহার মূল পুরুষ মহাদেবের কৃত বিভাগপত্রানুসারে) নিজ পতির উত্তরাধিকারিণী, এবং ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের যথার্থতঃ অধিকারিণী,—এবম্বা যেমত গ্রহীতব্য দত্তক পুত্র তেমতি তিনি নিজ পতির অংশের মালিক বটে।

প্রতিবাদী বামনদাস এই জওয়াব দেন যে বাদিনী দত্তক গ্রহণ করিয়াই কেবল গ্রহীত বালকের পক্ষে দখলের —অথবা মৃত ব্যক্তির পত্নী বলিয়া নিজ পক্ষে অন্নাচ্ছাদনের —নালিশ করিতে পারেন, এবম্বা ভ্রাতৃগৃহে থাকিয়া দত্তক গ্রহণের অনুমতি সপ্রমাণ না করিলে তদনুমতিপত্রবলে নালিশ করিতে পারেন না।

অন্য প্রতিবাদিরা তদভিপ্রায়েই জওয়াব দেন, ও তদতিরেকে কহেন যে বাদিনী দত্তক গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ভবিতব্য দত্তক পুত্রের দাবী উপস্থিত করিতেছেন অথচ তদ্বিরুদ্ধে নিজ স্বত্বে-ও উপস্থিতা হইতেছেন (কিন্তু এতদুভয়ের একদাবী অন্যের বাধক।

(পরন্তু) আপিলাণ্টেরা আর্জিতে দুই দাবী থাকার ওজর পরিত্যাগ করাতে আমাদের কেবল ইহাই বাচ্য যে আমাদের নিকট সপ্রকাশ এই যে বাদিনী নিজ পক্ষেই উপস্থিতা হইয়া পত্নীত্ব কারণে মৃত পতির বিষয়ে অধিকারিণী হওয়ার স্বত্বে তদংশ বর্ত্তমানকালে উপভোগের দাওয়া করিতেছেন।

নালিশ করিতে বাদিনীর অধিকার বিষয়ক বিচার —

বাদিনী তারিণী ওরফে শয়ামণি দেবীর বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয় যে—যেহেতু আদালতের সম্মুখে তাঁহার আর্জিতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্তির বয়ান স্পষ্টতঃ করা হইয়াছে, (তাহাতে) তাঁহার নিজ বয়ানেই পত্নীত্বজন্য তাঁহার যে নিজ স্বত্ব তাহা ধ্বংস হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—কেননা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিশেষতঃ (সদর আদালতীয় ১৮৪৮ সালের রিপোর্টের ৭৬২ হইতে ৭৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) শ্যামাসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে বিজয়া দেবীর মকদ্দমার নজীর অনুসারে তাঁহার পতির মৃত্যুর দিবস হইতে ঐ স্বত্ব ভবিষ্যতে তাঁহার গ্রহীতব্য বালকে বর্ত্তিয়াছে।

ঐ কথা সম্পূর্ণরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনান্তে এবং আপিলে নিযুক্ত উকীলদিগের সুদীর্ঘ বাদানুবাদের ফল লাভান্তে ও তাঁহাদের দর্শিত প্রমাণ

প্রমাণ সূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষান্তে, আমাদের যে নিষ্কর্ষ হইল তাহা উপরি উক্ত শ্যামাসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে বিজয়া দেবীর আধুনিক মকদ্দমাতে অধিকাংশ জজেরা (অর্থাৎ টকর ও হাকিন্‌স্ সাহেব উক্ত কথার যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতে বিভিন্ন ; আমাদের রায় এই যে—কোন নারী দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রাপ্তা হইলেও তাহাতে তাহার পত্নীত্বজন্য স্বত্বের অতিক্রম ও ধ্বংস হয় না, এবং ঐ স্বত্ব বস্তুতঃ দত্তক গৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকাতে * বাদিনী বিধবা বলিয়া যে বর্ত্তমান দাওয়া করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই।

উপরি উক্ত নিষ্পত্তি যে সকল কারণমূলক তাহা তন্নিষ্পত্তির বক্ষ্যমাণ চুম্বকে প্রকাশ পাইবে। দৃষ্ট হইবে যে ঐ আপিল পণ্ডিতের প্রতি কৃত প্রশ্নের উত্তরে তৎকর্ত্তৃক যে ব্যবস্থা দত্ত হয় ও (সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের ৩ বালামের ২২৮ পৃষ্ঠায় ধৃত) রাণী কৃষ্ণমণির মকদমায় পণ্ডিতেরা যে সকল মত দেন, ঐ সমস্ত তাহার কারণ।

শ্রীযুক্ত টকর ও হাকিন্‌স্ সাহেবান্ কহেন) "বাদিনী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া (সাধারণ) বিষয়ে নিজ অংশের নিমিত্তে নালিশ করে ; এবং আর্জিতে বয়ান করে যে তজ্জাত পুত্রের মৃত্যু ঘটন সত্ত্বে তৎপতি তাহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। অত্র আদালতের পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন করা হয় যে—'পতি হইতে দত্তক গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্তা কোন বিধবা নারী নিজ স্বত্ব বলিয়া পৈতৃক বিষয়ের অংশের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে কি না'? পণ্ডিত স্পষ্টরূপে এই উত্তর দিলেন যে সে পারে না। বস্তুতঃ রাজা উদন্ত সিংহ প্রভৃতি রেস্পণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে রাণী কৃষ্ণমণি আপিলাণ্টের মকদ্দমাতে (দ্রষ্টব্য স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২২৮) স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে পত্নীর প্রতি দত্তক গ্রহণের অনুমতি উচ্চরিত হইবা মাত্রে তাহার সেই ফল হইবে যেমত ঐ বিধবার গর্ভে পুত্র থাকিলে হয়, এবং তদনুমত্যনুসারে তাহার দত্তক গ্রহণের অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই কর্ম্মণ্য হইবে যেমত সে গুর্ব্বিণী থাকিলে হয় ; আর তৎকর্ত্তৃক পরে গৃহীত বালকের সেই সমস্ত অধিকার হইবে যাহা পিতৃমরণকালীন গর্ভস্থ পরে ভূমিষ্ঠ বালকের হইয়া থাকে, এতাবতা দৃষ্ট হইতেছে যে বর্ত্তমান মকদ্দমার আর্জি স্থিরতর থাকিতে পারে না। বাদিনী কহে—দত্তক গ্রহণ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে ; অতএব তাহার নালিশী আর্জি প্রায় ঐ রূপ যেন তাহার অধিকারের পূর্ব্বে অধিকার বিশিষ্ট আর এক উত্তরাধিকারী থাকার উল্লেখে নিজে উত্তরাধিকারিণী এজহারে নালিশ করিয়াছে"।

রাণী কৃষ্ণমণির মকদ্দমা যাহা হাকিন্‌স্ ও টকর সাহেবের কৃত নিষ্পত্তির আর এক মূল তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে আমাদের বিচার্য্য কথা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন কথার উপর নিষ্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত মকদ্দমাতে বিচারের

* কোলব্রূক সাহেবের মতের উপর লিখিত মন্তব্যকথায় দর্শিত কারণানুসারে এই কথা অযথার্থ বোধ হইতেছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৯৩২ (নোট)।

বিষয় এই ছিল যে কোন ব্যক্তি দত্তক রূপে গৃহীত হওনের পর তৎপূর্ব্ব হইতে তাহার অধিকার থাকার দাওয়া করিতে পারে কি না, যথা তাহার গৃহীত হওনের পূর্ব্বে তদ্গ্রহীত্রী মাতা তাহার তৎকালে সহোদরা ও ভবিতব্য পুত্রের হানি করিয়া বিক্রয় করিলে তাহা রদ করিতে পারে কি না? সে মকদ্দমায় দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকারী হইত। এবং এই মত অবশ্যই যথার্থ--যে কোন বিষয়ে যাবজ্জীবন সঙ্কুচিত স্বত্ববতী বিধবা ঐ বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা অত্যন্ত আবশ্যকতা বশতঃ না হইয়া থাকিলে দত্তক পুত্র বা অন্য কোন ভাবি উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে স্থিরতর থাকিতে পারে না। এতাবতা ঐ মকদ্দমার নিষ্পত্তি অন্যতে প্রযুজ্য নয়, এবং তাহা সাধারণ নজীর-ও হইতে পারে না, যদিও তাহা হয় তথাপি দত্তক গৃহীত হওনের পর দত্তক পুত্র যে যে অধিকার দাওয়া করিতে পারে তাহা তদ্বিষয়ক (মাত্র)।

এক্ষণে ইহাতে সন্দেহ নাই যে বঙ্গদেশে পতির মরণে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে (মৃত ব্যক্তির) বিধবার পতি সংক্রান্ত ধনে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ অধিকার নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিবাদ। পক্ষান্তরে এমত কোন স্পষ্ট বচন দর্শিত হয় নাই যে কোন নারী পতির মরণকালীন গুর্ব্বিণী থাকিলে সে পুত্র সন্তান কি কন্যা সন্তান প্রসব করে ইহা যাবৎ দৃষ্ট না হয়, তাবৎ তাহার বিষয়াধিকারিণী হওনের অধিকার অনাশ্রিত থাকিবে*। দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতিপ্রাপ্তা বিধবাকে যে গুর্ব্বিণী বিবেচনা করিতে হইবে এ তর্ক কেবল পণ্ডিতদিগের উক্তিমূলক। বস্তুতঃ গুর্ব্বিণী যে নারী তাহার স্বত্ব অনাশ্রিত থাকার বিষয়ে যদি কোন বচন দর্শান না যাইতে পারে,* তবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি বলে কল্পিত গুর্ব্বিণী নারীর অধিকার ধ্বংস বোধক তদ্রূপ কোন বিধান নাই ইহা আরো নিশ্চিত।

হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যে বাক্য বলে বিধবার (সে যথার্থতঃ বা কাল্পনিক রূপ গুর্ব্বিণী হউক) অধিকারের প্রতি আপত্তি সংস্থাপন করা হইয়াছে তাহা নিম্নে ধৃত হইল; এবং তাহা উক্ত দুই মকদ্দমাতে-ও উল্লিখিত হইয়াছে,† ও তাহার অনুবাদ কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদ হইতে দেওয়া গেল।—"যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, ও যাহারা (যথার্থতঃ) গর্ভস্থিত, সকলেই বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ বিগর্হিত (কর্ম্ম)"॥ এই বচনের উপর বিধবার পক্ষে এই আপত্তি করা হইয়াছে যে তাহা কর্ত্তব্যতাসূচক, শাস্ত্রতঃ করিতেই হইবে এমত বোধক নয়।—কেননা ঐ বচন যদি দৃঢ় বিধান রূপে বলবৎ হইত তবে তাহা বঙ্গদেশে কোন হিন্দু পিতার স্বেচ্ছানুসারে উইলের

---

* পরন্তু দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ ৪৭. ৫৫৪ ও ৬২৬।

যদিও ঐ মকদ্দমার আপিলান্টের পক্ষে আপত্তি করা হয় নাই, তথাপি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের সার্ব্বভৌম সাধারণ বিধান এই যে অনতুত্গর্ভা নারী নিজ স্বামির অংশ লইতে পারে বটে, পরন্তু তাহা পত্নী বলিয়া নিজ স্বত্বে লয় না, কিন্তু জনিষ্যমাণ পুত্রের উদ্দেশে লয়। ৬ পৃষ্ঠাস্থ নোট দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমতী রাণী কৃষ্ণমণির মকদ্দমা ও রামকৃষ্ণ সরখেলের মকদ্দমা, দ্রষ্টব্য সদর্‌ দীওয়ানি রিপোর্ট, বা. ৩, পৃ. ২৫৮ হইতে ২৭১ এবং পৃ. ৩৬৭।

দ্বারা বিষয় দানাদি করিতে স্বীকৃত ক্ষমতার বাধক হইত। পরন্তু এতদ্ভিন্ন উক্ত বচনের যে যে উক্তি অদ্যাপি অজাত পুত্রদের উপায় বিধায়ক তাহা সম্ভাব্য ও ভবিতব্য স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখে, বর্ত্তমান স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখে না*। এই কথার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে উক্ত গ্রন্থেতেই পরে জাত পুত্রের পৈতৃক স্থাবর বিষয়ে স্বত্ব বক্ষ্যমাণ রূপে কথিত হইয়াছে।

তাহা বিষ্ণু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"পিতৃকর্ত্তৃক বিভক্তেরা বিভাগের পর উৎপন্ন পুত্রকে ভাগ দিবে"। (তথা) যাজ্ঞবল্ক্য—"পুত্রেরা পৃথক্ হইলে পর ধনির সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে সে ভাগভাগী,—তদ্বিভাগ আয় ব্যয়ান্তে স্থিত বিষয়ের হইবে" †।

মিতাক্ষরানুযায়ি বিভাগশাস্ত্রে এক দৃঢ় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে, (দ্রষ্টব্য চ্যা. ৬, সেক্. ১১, ১২,) তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে—"যদি অভিপ্রেত

---

* অদ্যাপি অজাত পুত্রের স্বত্ব এক প্রকার ভবিষ্যৎ কথিত হইতে পারিলেও তাহা পিতৃমরণ কালীন গর্ভস্থ পশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ পুত্রের স্বত্ববৎ। এবং দত্তক গৃহীত হওনমাত্রে তদ্গ্রহীতৃপিতার ধনে তাহার অধিকার অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু বিজ্ঞবর জজদিগের বিচারানুসারে তৎস্বত্ব পূর্ব্বেই ঐ বিধবাতে জন্মিয়াগেলে এবং দত্তকপুত্র গৃহীত হওনমাত্রে বিধবার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া তাহা ঐ দত্তকে বর্ত্তিবে ধনি কর্ত্তৃক কোন লেখ্য দ্বারা বা বাচনিক এমত কোন নিয়ম কৃত না হইলে তাহা তৎসম্বন্ধে ধ্বংস হইতে না পারায় ঐ দত্তকে বর্ত্তিতে পারিবে না—কেননা শাস্ত্র এই যে একবার কাহারো অধিকার জন্মিয়াগেলে, তদধিকার তাহার মরণ পাতিত্যাদি বা উপরত স্পৃহা বিনা ধ্বংস হইতে পারে না, (দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৭)। এতাবতা ঐ বিচারের ফল এই হইবে যে দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়া শাস্ত্রবিধানানুসারে তৎক্ষণাৎ পিতৃধনে অধিকারী হইলেও সে বস্তুতঃ অধিকারী হইতে পারিবে না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য উত্তরাধিকারী যে পুত্র সে থাকিতে তাহাকে নিরাস করিয়া পত্নী ধনাধিকারিণী থাকিবে,—ইহা হইতে অশাস্ত্র ও অকারণ আর কি আছে?

† কোল. দা. ভা. চ্যা. ৭, সেক্. ১১, ১২। দায়ক্রম সংগ্রহের বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণও দ্রষ্টব্য,—চ্যা. ৫, সেক্. ২১—২৪।

পরন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন অধ্যায়ের কথা, ঐ অধ্যায়—তৎকালীন বর্ত্তমান পুত্রদের মধ্যে পৈতৃক ধন বিভাগ বিষয়ক, এবং তাহাতে—যে পর্য্যন্ত ধনির আর পুত্রহওনের সম্ভাবনা থাকে সে পর্য্যন্ত পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিবে না, তথাপি যদি পুত্রেরা ঐ ধনবিভাগ করে তবে কোন ভ্রাতা পরে জাত হইলে অন্য ভ্রাতারা নিজ২ অংশ হইতে পরিমাণানুসারে দিয়া তাহার অংশ পূরণ করিবে।—ইহা বলিয়া তৎকালে গর্ভস্থ অথচ অজাত ও পরে গর্ভস্থ ও জাত পুত্রের উপায় বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু মাতা বা বিমাতা অন্তর্গর্ভা হইলে তদগ্রে জনিষ্যমাণ পুত্রের ভাগ না রাখিয়া বিভাগ করা শাস্ত্র সম্মত নহে। উক্ত অধ্যায়ে পত্নীর অধিকারের কোন উল্লেখ না থাকাতে, এবং যাবজ্জীবন শব্দ চিত ও জঘন্য স্বত্ববতী পত্নীর অধিকার, পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে মাত্র হওয়াতে সে কখনই পুত্রের সম্ভাবনা স্বত্বে তাহার অগ্রে অধিকারিণী হইতে ও থাকিতে পারে না, অতএব উক্ত অধ্যায়ভুক্ত বচনাদি কোন ক্রমে উক্তাবস্থায় পত্নীর অধিকারের সূচক বা পোষক হইতে পারে না।

বিভাগকালে ভ্রাতৃপত্নী জ্ঞাতগর্ভা হয় তবে তাহার প্রসবকাল পর্য্যন্ত বিভাগ হওয়া স্থগিত থাকিবে'।—কোন২ টীকাকর্ত্তা কহেন উক্ত উক্তির অর্থ এই যে বিভাগ একেবারেই হইতে পারে, কিন্তু ঐ অনুদ্ভূতগর্ভা বিধবা (ভ্রাতৃ) পত্নীর অংশ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, এবং সে (পুত্র) প্রসব করিলে ঐ অংশ তৎপুত্রের হইবে। অন্যান্য টীকাকর্ত্তারা এই অর্থ অগ্রাহ্য করেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে পশ্চিম প্রদেশীয় শাস্ত্রানুসারে বিষয় অবিভক্ত থাকিলে পত্নীরা উত্তরাধিকারিণী রূপে অংশ ভাগিনী নয় *।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের উক্তি ও টীকা ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ সকলের মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রমাণ কতিপয় উদ্ধৃত হইতে পারে -

মেকনাটনের হিন্দু-ল, বা. ১, পৃ. ২, -'অত্যন্ত প্রামাণিক নিষ্কর্ষ এই বোধ হইতেছে যে (উত্তরাধিকারির) জন্মাধীন স্বত্ব এবং ধনস্বামির মরণ বা অন্য হেতুতে স্বত্বত্যাগ এতদুভয়ে মিলিত রূপে ঐ স্বত্বোৎপাদক। পূর্ব্বে জন্মাধীন যে স্বত্ব জন্মে তাহা ধনির মরণাদিতে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্বত্যাগে সম্পূর্ণ হয়'।

এসট্রেঞ্জ সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামে ধৃত হেনরি কোলব্রুক সাহেবের মত—'এস্থলে কথিত বিষয় ঐ নারীর স্ত্রী-ধন না হইয়া পতির মরণে তাহা তাহাতে বর্ত্তিয়াছে এমত বিবেচনা করিলেও সে নিজ পতির ও নিজের নিমিত্তে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করণমাত্রে ঐ বিষয় আর তাহার রহিল না, যথা গুর্ব্বিণী নারীর হস্তে বিষয় আসিলে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওন মাত্রে সে নারী ঐ উপায়দ্বারা তাহা স্বকীয় বিষয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না। দত্তক গৃহীত হওন মাত্রে তদ্বালক ঐ বিধবার (অর্থাৎ গ্রহীত্রীর) পতির উত্তরাধিকারী হয়, এবং মাতা ও নিসৃষ্টার্থের যে অধিকার তাহা বই ঐ বিধবার আর কোন অধিকার থাকে না' ‡।

বিচার্য্য বিষয়ে এই গুরুতর ও মুখ্য রূপে প্রযুজ্য মতের প্রয়োগ হইতে না দেওয়ার উপায় কেবল এই তর্কদ্বারা করা হইয়াছিল যে তাহা মান্দ্রাজের এক মকদ্দমাতে দত্ত হয় ও তাহা মিতাক্ষরা শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখে ‡।

শ্যামাসুন্দরীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মদাস পাঁড়ের মকদ্দমাতে প্রিবি কৌন্সিলের উক্তি (দ্রষ্টব্য—মুর স্ রিপোর্ট বা. ৩, পৃ. ২৪৩)।—'এক্ষণে উক্ত প্রমাণা-

* ইঁহাদের এ বিবেচনা ভ্রমময় বোধ করিতে হইবে—কেননা গুর্ব্বিণী নারী যে অংশ পায় তাহা সে নিজ স্বত্বাধিকার বলিয়া পায় না, কিন্তু তদ্গর্ভস্থ পুত্রের স্বত্ব বলিয়া তাহারই নিমিত্তে এক প্রকার নিসৃষ্টার্থ বা নিকটতম বন্ধু রূপে প্রাপ্তা হয় (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩)। অতএব বিষয়ের বিভক্ততা বা অবিভক্ততা পুত্রের স্বত্বের ও অংশের বাধক হইতে না পারাতে প্রথম-শ্রেণি টীকাকারদিগের কৃত অর্থই যথার্থ।

† এই স্বত্ব কারণ বর্ণনা এতদ্দেশীয় মতানুমত নয়। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩, নোট।

‡ ৯৩২ পৃষ্ঠার নোটে কোলব্রুক সাহেবের বিবেচনার উপর যে মন্তব্য কথা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৩২, নোট।

নুসারে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে দত্তক গ্রহণ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য-ই ঐ,—কেননা স্বামির মৃত্যুর দিবস হইতে দত্তক গ্রহণার্থ প্রাপ্ত ক্ষমতার কার্য্য হওন (অর্থাৎ দত্তক গ্রহণ করণ) পর্য্যন্ত বিষয় ঐ বিধবাতে বর্ত্তে। অনন্তর দত্তক গ্রহণ কারণে বিধবার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া তাহা দত্তক পুত্রে বর্ত্তে' *।

মর্লির রিপোর্টে (তাহার দ্বিতীয় বালামে) ধৃত সর এড্ওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের অমুদ্রিত কাগজে লিখিত মকদ্দমাও উল্লিখিত হইতে পারে, তাহাতে প্রসঙ্গাধীন উক্ত মত দৃঢ়রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, তদ্যথা -'প্রতিবাদী ষোড়শবর্ষ বয়স্ক হইলে ঐ বিধবা তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ও লাভ ভোগ জন্যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছিল, এই কথা (এমকদ্দমার) প্রতিবাদিনীর এজাহারের দৃঢ় পোষক, কেননা উক্ত দত্তক গৃহীত হইলে ঐ বিধবা আপনার জীবনান্ত স্বত্বে আপনি বর্জিতা হইয়াছিল' †।

কোলব্রুকের ডাইজেষ্টের দ্বিতীয় বালামের ৫০৫ পৃষ্ঠাস্থ এক বাক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে যে—'জন্ম শরীরের সম্বন্ধ বিশেষ, পরন্তু তাহা জন্মদেওন মাত্রেই হয় না'। করুণাময়ীর মকদ্দমাতে দত্ত প্রথম ব্যবস্থাতে এই আদালতের পণ্ডিত কহিয়াছেন—'জন্ম দুই প্রকার'। ইহাতে গর্ভস্থাবস্থার অথচ ভুমিষ্ঠ হওনের কাল লক্ষ্য হইতে পারে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মকদ্দমার হাসিয়াতে মে. জে. সি সি. সদরলাণ্ড সাহেব (যাঁহার মত হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে অতিশয় মাননীয়) বক্ষ্যমাণ কথা লিখিয়াছেন—'ধনির স্বত্ব ধ্বংসকালীন তাদৃশ উত্তরাধিকারির গর্ভাধান না হইলে তাহার জন্মের অপেক্ষাতে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না'‡।—তর্ক করা হইয়াছে যে—হিন্দুদের নিয়ম ও কুলাচারানুসারে গর্ভাধানের ষষ্ঠ মাস কাল

---

* ৯৩২ পৃষ্ঠাতে যে মন্তব্য কথা লিখিত হইয়াছে এবং ৯৫৫, ৯৫৬ পৃষ্ঠাতে যে নোট লিখিত হইয়াছে তাহাও ইহাতে প্রযুজ্য।

† উক্ত মকদ্দমাতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বিধবা উপরতস্পৃহা হইয়া বিষয় পরিত্যাগ করাতে তাহা তদ্দত্তক পুত্রে অর্শিয়াছিল, পরন্তু সে যদি তাহা ত্যাগ না করিত তবে সে পাতিত্যাদি দোষে অদুষ্টারূপে বাঁচিয়া থাকিতে কখনই তাহার অধিকার ধ্বংস হইতে ও তাহা ঐ দত্তক পুত্রে বর্ত্তিতে পারিত না। অপিচ এমত প্রকাশ পাইতেছে না যে ঐ পত্নীকে পত্নীত্ব স্বত্বে বিষয় অর্শিয়াছিল। এমত-ও হইতে পারে যে সে পুত্রের নিসৃষ্টার্থরূপে ঐ বিষয় গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমার বাদিনী যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদ্দত্তক পুত্রকে দিবে ইহার প্রতীতি কই,—সে তাহা শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণীরূপে পাইয়া স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে নিজে স্বীকার না করিলে কেহ তাহাকে শাস্ত্রানুসারে তাহা ছাড়াইতে পারে না, এবং তাহাকে ছাড়াইতে না পারিলেও তদ্দত্তক বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না,—সে স্বতঃ পরিত্যাগ করিয়া দত্তককে দিবে এমত বিশ্বাসেও ডিক্রী দেওয়া হইতে পারে না,—অতএব উক্ত মকদ্দমার অবস্থা এ মকদ্দমা হইতে ভিন্ন হওয়াতে উক্ত দৃষ্টান্ত ইহাতে প্রযুজ্য নয়।

‡ স. দে. আ. রিপোর্ট, বা. ৩, পৃ. ৩৫৫। ব্য. দ. পৃ. ২৪১।

হইতে শাস্ত্রতঃ গর্ভগণ্য করা যাইতে পারে। পরন্তু এই সকল অতি দুর্ব্বল কারণ। এবং বস্তুতঃ গর্ভাধানের ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি বলে কল্পিত গর্ভাধানের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকার আনুমানিক তর্ক করা হইয়াছে তাহা এস্থলে খাটিবে না, কেননা ঐ তর্ক এই যে পতিকর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণের অনুমতি উচ্চরিত হইবামাত্রে গ্রহীতব্য বালকে স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে,—তাহা গর্ভাধানের ষষ্ঠ মাসে কিম্বা তৎপরে অন্য কোন কালে বর্ত্তে নাই।

ফল কথা এই যে —যে ভ্রূণ কখনো সম্পূর্ণ জীবদ্দশাপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান হইতে পারে না তাহাতে নিশ্চিত ও যথার্থরূপে স্বত্ব বর্ত্তিবার যে কল্পনা তাহা কথিত হওনমাত্রে অগ্রাহ্য করা উচিত। বিশেষতঃ যে স্থলে দত্তক গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে মাত্র তাহা অনেক বৎসর গতে হইতে অথবা কখনো না হইতেও পারে সে স্থলে (যে ভ্রূণ সম্পূর্ণ জীবদ্দশা প্রাপ্ত হইয়া কখনো বিদ্যমান হইতে না পারে) তাহাতে নিশ্চিত ও যথার্থরূপে স্বত্ব বর্ত্তিবার কল্পনা সাধারণ বিবেচনার বিরুদ্ধ। যদি ঐ কল্পনা স্বীকার ও তদনুসারে কার্য্য করা হয় তবে তাহার ফল এই হইবে যে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারির শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে উলটিয়া যাইবে,* —কেননা দত্তক পুত্রের দায়াধিকারি-দিগের এক শৃঙ্খলা হইবে, এবং ঐ বিধবার মরণে তাহার স্বামির উত্তরাধি-কারিদের অন্য শৃঙ্খলা হইবে (যথা এক্ষণে হইতেছে)-তাহার দৃষ্টান্ত এই যে প্রথম অবস্থাতে (অর্থাৎ দত্তকের ধন হইলে) ঐ বিধবার পতির কন্যাদের স্বত্ব এককালে রহিত হইত।

অতএব আমারদিগের মত এই যে উপরি উক্ত বিষয়ে † নিজ স্বামির অংশের এবং মহাদেব হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে যে বিষয় অর্শিয়াছে ও যাহা প্রতিবাদি বামনদাসের হস্তে আছে তাহার অংশের ডিক্রী বাদিনীর পক্ষে হয়।—স. দে. আ. ডি, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

এই ডিক্রী প্রিবি কৌন্সিলের বিচারে স্থিরতর থাকে।

বিবেচনা, —উক্ত ডিক্রী এবং ধর্ম্মদাস পাঁড়ের মকদ্দমাতে প্রিবি কৌন্-সিলের ডিক্রী এতদুভয়েই বোধ হয় কোলব্রুক সাহেবের উক্ত মতানুসারে

---

* এই বিবেচনা যথার্থ বোধ হইতেছে না,—কারণ দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে উত্তরাধি-কারির শৃঙ্খলা কিছুমাত্র উলটিতে পারিবে না,—তাহার পর তাহার দায়াদই অধিকারী হইবে. আর যদি দত্তক না হয়, তবে ঐ দত্তকের স্বত্ব বলিয়া ডিক্রী করিলে পরে ঐ দত্তকের দায়াদ পাইবার আশঙ্কায় মূল ধনির দায়াদের নিরাস হওয়ার যে আশঙ্কা সে স্থলে ভুল,— কেননা ঐ পুত্র মূলে গৃহীত না হইলে তাহার স্বত্ব বলিয়া রাখা হইত যে ধন তাহা তাহার অভাব হেতু গর্ভস্থের গর্ভে মরণবৎ তৎপূর্ব্বস্বামী পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র না রাখিয়া মরিলে যে উত্তরাধিকারিকে অর্শিত তাহাকেই অর্শিবে। অতএব এ অবস্থাতেও উত্তরাধিকারির শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা নাই, যেহেতু যখন ঐ দত্তকই হইল না. তখন তাহার উত্তরাধিকারীও হইতে পারিবে না।

† এই বিষয় মূল নিষ্পত্তিপত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে ভুলাভ্রম নাই।

হয়, ঐ মহাশয়-ই প্রথমে ভ্রমে পতিত হয়েন, পরন্তু আমাদের অনুমান এই যে ঐমত লিখিবার সময় উক্ত সাহেব আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সাধারণ বিধান বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে--এক ব্যক্তিতে স্বত্ব একবার বর্ত্তিলে তাহা ঐ ব্যক্তি স্বত্ব ধ্বংসক দোষ ব্যতিরিক্ত বাঁচিয়া থাকিতে অথবা উপরতস্পৃহা না হইলে ধ্বংস হয় না, ও তাহা না হইলেও সে থাকিতে তৎস্বত্ব অন্যতে বর্ত্তিতে পারে না; নতুবা পণ্ডিতবর এমত অমূলক মত লিখিতেন না। ঐ ভ্রমময় মতে ভ্রান্ত হইয়া সদর আদালত বর্ত্তমান মকদ্দমা বিধবা তারিণী-দেবীর হক্কে ডিক্রী করিয়াছেন। এই মকদ্দমা ডিক্রী করাতে আদালত ভ্রম করিয়াছেন আমি এমত বলি না, কিন্তু আমি এই কথা বলি যে—তাহাকে উত্তরাধিকারিণী বিবেচনা করিয়া তাহার পত্নীত্ব স্বত্বে বিষয় ডিক্রী করিয়া আবার তৎসঙ্গে [illegible] আদেশ করাতে যে ঐ বিধবা যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করিবামাত্রে তাহার (অকারণে) স্বত্ব ধ্বংস হইয়া তদ্দত্তকপুত্রে স্বত্ব বর্ত্তিবে —আদালত শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, শাস্ত্রসম্মত রূপে করিতে হইলে ঐ ডিক্রী বিধবার হক্কে না হইয়া তাহার মজমূন এমত হওয়া উচিত ছিল যে "ঐ বিধবার পক্ষে তৎপতির অংশ ডিক্রী হইল, তিনি তদ্বিষয় গ্রহীতব্য দত্তক পুত্রের উদ্দেশে প্রাপ্তা হইবেন"।

উক্ত ডিক্রীর মজমূনে ও কারণে এই ঈষৎ পরিবর্ত্তন হইলে তাহা অস্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সার্ব্বভৌম বিধান (দ্রষ্টব্য পৃ. ৪) সম্মত হইত, অথচ আদালতের অভিপ্রায় বহির্ভূতও হইত না, কেননা তাহাতে দত্তকপুত্রে স্বত্ব বর্ত্তিবার প্রতি শাস্ত্রীয় কোন বাধা থাকিত না, অধিকারির পর্য্যায়ক্রমেও ব্যতিক্রম হইত না, এবং ঐ বিধবারও কোন হানি হইত না;—তাহাতে গৃহীত হওনমাত্রে শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র বিষয়াধিকারী হইতে পারিত, এবং ডিক্রীতে ঐ বিধবাকে যে ফল বা অধিকার দেওয়া অভিপ্রেত হইয়াছে তাহারও সেই অধিকার থাকিত*, কারণ বিরোধীয় বিষয় তাহার নিজ স্বত্বে তাহার হক্কে ডিক্রী হউক অথবা গ্রহীতব্য পুত্রের স্বত্বেই তাহার পক্ষে ডিক্রী হউক ঐ বিধবার সম্বন্ধে ফল একই হইত (অর্থাৎ উভয়াবস্থাতেই শাস্ত্র বিহিত সঙ্কুচিত অধিকার ভিন্ন তদতিরিক্তাধিকার তাহার হইত না,) এবং গর্ভস্থ সন্তান মৃতপুত্র রূপে ভুমিষ্ঠ হইলে কিম্বা কন্যারূপে জন্মিলে গর্ভস্থের নিমিত্তে রক্ষিত বিষয় যেমত পূর্ব্বস্বামির তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে অর্শে, দত্তক গৃহীত না হইলেও সেইরূপ হইত।

রাণী কৃষ্ণমণি, আপিলাণ্ট্ — বনাম — রাজা উদন্ত সিংহ ও রাজা জানকীরাম সিংহ, রেস্‌পণ্ডেণ্ট্।

নজীর
৩২১, ৩২২ ও ৩২৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/০ জিলা রাজশাহীর অন্তর্গত তরফ কঙ্করাকরপুর প্রভৃতিতে মালিকী স্বত্ব সংস্থাপন এবং প্রতিবাদি-নীরা অন্যায় রূপে ঐ বিষয় হইতে যে মুনফা লইয়াছেন তাহা পাইবার নিমিত্তে রেস্‌পণ্ডেণ্টেরা আপি-

* ৩২২ ও ৩২৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক প্রকটিত নজীর কতিপয় দ্রষ্টব্য।

লাণ্টের ও রাণী জয়মণির বিরুদ্ধে এই নালিষ উপস্থিত করেন। আর্জির মর্ম্ম এই যে—রাণী কৃষ্ণমণিকে তাঁহার স্বামী মহারাজা বিশ্বনাথ রায় বাহাদুর নিজ উইল দ্বারা স্বকীয় স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির দখিলকার ও অধ্যক্ষ করিয়া যান। তিনি ঐ রাজার তৃতীয়া পত্নী ছিলেন, তাঁহার মৃত স্বামী অপুত্র হওয়াতে উক্ত উইলের দ্বারা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়া যান। এক্ষণে দাবীকৃত বিষয় তাঁহার পতির জীবন কালেই জগমোহন নামক এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেওয়া হয়, এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের মর্ম্মানুসারে বয়বাত্ জারির নির্ণীত সময় নিকট হইয়াছিল, তখন কৃষ্ণমণি ঐ ঘটনা না ঘটিতে পারে এই নিমিত্তে বাদিদিগের নিকট ঐ বিষয় ৬৫৯০১ টাকাতে বয়বল ওফা [illegible]রেন। রীতিমত কবালা লিখিত পঠিত হইয়া বিক্রেতা এক একরার লিখি[illegible]লেন যে—ঋণকৃত টাকা সুদ সমেত এক বৎসরের মধ্যে তিনি পরিশোধ করিতে না পারিলে ঐ বিক্রয় নাতক হইবে। পণের টাকার মধ্যে ২৫৭০ টাকা গৃহবিগ্রহদিগের পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্তে কৃষ্ণমণিকে দেওয়া হয়, ও বক্রী টাকা তাঁহার সম্মতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতার ঋণপরিশোধে ব্যবহার ও তদর্থে আদালতে আমানত করা হয়। এক বৎসর মেয়াদ্ গতে—বিক্রয় নাতক করণের সময় উপস্থিত হওয়াতে, বাদিরা রাজশাহীর জজের নিকট ঐ একরার বলবৎ করিবার নিমিত্তে এক সরাসরি দরখাস্ত করিলেন, তদনুসারে কৃষ্ণমণিকে এক লিখিত নোটিস দেওয়া হয়, প্রতিবাদিনী কৃষ্ণমণি আপন জওয়াবে বাদিদের বর্ণিত কর্জ স্বীকার করিয়া এই ওজর করিলেন যে—উক্ত ঋণের সুদ আইন বিরুদ্ধ, ও তিনি পতির অনুমতিক্রমে গোবিন্দচন্দ্র রায় নামক এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে তাহার স্বত্ব নিবূঢ়. ও সে তাঁহার কৃত শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন কার্য্যদ্বারা ঐ বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না, অপিচ তিনি ঐ টাকা দিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বাদিরা তাহা ছলক্রমে লয় নাই। প্রতিবাদিনী জয়মণি নিজ জওয়াবে অন্যা প্রতিবাদিনীর বয়ান অস্বীকার করিলেন।

১৮১৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে কোর্ট আপিলের প্রধান জজ এই মকদ্দমাতে যে রায় প্রকাশ করিলেন (তাহাতে) দাবীকৃত বিষয়ের দখল খরচা সমেত ডিক্রী হইল।

রাণীকৃষ্ণমণি সদরদেওয়ানী আদালতে উক্ত ফয়সলার বিরুদ্ধে আপীল করিলেন। দ্বিতীয় জজ্ সি. ইস্মিথ্ সাহেবের সমীপে এই মকদ্দমার প্রথম শুনানি হয়; তিনি মকদ্দমার হালাতের আরো প্রমাণ লইতে হুকুম দেওয়ার পর পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার নিমিত্তে শাস্ত্রঘটিত বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করিলেন।—'কৃষ্ণমণির স্বামী) বিশ্বনাথ রায় যদি তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, তবে তিনি নিজ পতির বিষয় বয়্বলওফা করিতে ক্ষমতাবতী ছিলেন কি না?—অর্থাৎ ঐ বিষয় ঐ রাণীর সম্পত্তি, অথবা তিনি যে বালককে গ্রহণ করিতে অনুমতা হইয়াছিলেন তদ্গ্রহীতব্য দত্তকের'?—পণ্ডিতেরা এই

প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন তদ্যথা,—“কৃষ্ণমণি মৃত পতিকর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণ করিতে যথাযোগ্যরূপে অনুমতি প্রাপ্তা হওয়াতে, ও তদ্বিষয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্তা হওয়াতে তিনি কোন অভিপ্রায়ে ঐ বিষয়ের বয়্‌বল্‌ওফা করিতে ক্ষমতাবতী ছিলেন না, কেননা তদনুমতি উক্ত হওনমাত্রে তাহার অবিকল সেই ফল যেমত তদ্বিধবার গর্ভে সন্তান থাকিলে হয়, পতির অনুমত্যনুসারে তাঁহার দত্তক গ্রহণের যে অভিপ্রায় ছিল তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার গুর্ব্বিণী হওনের তুল্য ফলদায়ক, এবং অনন্তর তৎকর্ত্তৃক গৃহীত বালকের তত্তাবৎ অধিকারই থাকে যাহা পিতৃমরণকালীন গর্ভস্থ ও পশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ বালকের হয়। তাহার বিষয়ের হানি সম্ভবে এমত কোন কর্ম্ম করিতে কৃষ্ণমণির কোন অধিকার ছিল না, বিশেষতঃ তদ্বিষয়ের বয়্‌বল্‌ওফা করিতে (ক্ষমতা ছিল না) কেননা তাহাতে প্রথম বন্ধক খালাস না হইলে যাহা হইত তদপেক্ষা তাহার উত্তম অবস্থা কিছু হয় নাই। সঙ্ক্ষেপতঃ—পরে গৃহীত বালকে তদ্বিষয়ের স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। ঐ রাজার মৃত্যুর দিবস হইতে তদ্দত্তক গ্রহণের দিবস পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তি কাল ব্যাপিয়া মৃত পতির উইল অনুসারে অধ্যক্ষতা করণাতিরেকে তাঁহার (অর্থাৎ ঐ রাণীর) কোন ক্ষমতা ছিল না”।

প্রমাণ—“যে (সকল সন্তান) জাত, যাহারা অজাত, ও গর্ভস্থিত তাহারা সমভাবে বর্ত্তন পাইতে অধিকারি; বৃত্তিলোপ ধর্ম্মতঃ বিগর্হিত”। স্মৃতি॥ —“অস্বামিকর্ত্তৃক বিক্রয়কে তথা অস্বামিক দান ও বন্ধককেও প্রাড়্‌বিবাক অসিদ্ধ করিবেন”। দ্বিতীয় জজ উক্ত ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত যে সকল প্রমাণ লওয়া হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া নিম্ন আদালতের ডিক্রী তরমিম্‌ হওয়ার রায় লিখিলেন। তাঁহার বিবেচনা এই হইল যে ঋণ-দাতা অবৈধ রূপে আসল হইতে সুদ কাটিয়া লইয়াছেন, তাহা অনুভবদ্বারা অথচ এতদ্দেশীয় সর্‌রাফ্‌-দিগের সাধারণ রীতি বিবেচনায় প্রকাশ। যদি তাহা না হইত, তবে অধমর্ণ যে দস্তাবেজ দস্তখত করিয়াছেন তাহাতে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য টাকা হইতে অধিক টাকা লিখিত হইত না॥ প্রথম বন্ধক খালাস ও দ্বিতীয় ব্যাপারের ইষ্টাম্পো কাগজ (ক্রয়) নিমিত্তে যে টাকা আবশ্যক ছিল তাহার অধিক ধার করা হইত না। ঐ আবশ্যক টাকার অধিক যে দেওয়া হইয়াছে তাহা সন্তোষ জনক রূপে সপ্রমাণ হয় নাই। ঋণের সংখ্যা হইতে কর্ত্তন করিয়া অথবা কোন উপায়ে বা ছলে অবৈধ সুদ লওয়ার চেষ্টা করা ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত জজের এমত দৃষ্ট হইল যে এ বিষয়ে রেস্পণ্ডেন্ট অতি অবিশ্বস্ত রূপে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিলেন তদ্দ্বারা তিনি ইহাও সাব্যস্ত জ্ঞান করিলেন যে রাজা বিশ্বনাথ রায়ের ত্যক্ত ভূমি সম্পত্তি তদ্বিধবাকে স্বত্ব বলিয়া অর্শে নাই, কিন্তু মৃত পতির দত্ত অনুমত্যনুসারে তিনি যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে অর্শিয়াছে। মকদ্দমার এই সকল অবস্থাতে দ্বিতীয় জজ তাঁহার এই রূপ মত প্রকাশ করিলেন যে রেস্পণ্ডেন্টেরা ধার দেওয়া টাকা অথবা দুয়ের একও পাইতে অধিকারি নয়,—টাকা পাইতে অধিকারি নয় অবৈধ সুদ লওয়ার

চেষ্টা করার নিমিত্তে,—ভূমি পাইতে অধিকারি নয় এই নিমিত্তে যে তাহা ঐ শর্তি বিক্রেতার বিষয় নয়, কিন্তু ঐ দত্তক পুত্রের। অন্ততঃ তিনি এই বিবেচনা করিলেন যে এই দাবী ডিস্‌মিস্‌ হয় ও রেস্পণ্ডেন্ট্‌দিগকে তাঁহাদের টাকা উসুলের নিমিত্তে নূতন নালিষ করিতে অনুমতি দেওয়া যায়। অনন্তর এই মকদ্দমার কাগজাত বিচারের নিমিত্তে তৃতীয় জজ (শেকস্‌পিয়র) সাহেবের নিকট অর্পিত হওয়াতে তিনি বক্ষ্যমাণ বিষয়ে পণ্ডিতদিগকে আর এক প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন,—"উক্ত বিধবা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যদি তৎস্বামির বিষয় বয়বল্‌ওফা করার পরে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং ঐ প্রথম বন্ধক খালাসের যদি এই বয়্‌বল্‌ওফা ভিন্ন অন্য উপায় না থাকে, তবে তদুভয়ের যে কোন অথবা তদুভয় অবস্থাদ্বারা ঐ ব্যাপার শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে কি না" ?—তদুত্তরে পণ্ডিতেরা একমত হইয়া কহিলেন যে "দত্তক গ্রহণের তারিখ মকদ্দমার দোষগুণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না," পরন্তু অন্য কথায় তাঁহারা বিভিন্ন মত হইলেন ; শোভারাম শাস্ত্রী নিজ মত এইরূপ কহিলেন যে—এমত বিপদে যাহাতে বিষয় হস্তান্তর করা নিতান্ত আবশ্যক ঐ বিধবা হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী, এবং বর্ত্তমান মকদ্দমা তদ্রূপই বটে ; পক্ষান্তরে রামতনু অত্যন্ত বিপদে বিষয় হস্তান্তর করা যে শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা মানিয়া, এই আপত্তি করিলেন যে (এ মকদ্দমায়) তাদৃশ আবশ্যকতা হয় নাই, 'কেননা ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার বালক প্রাপ্তব্যবহার না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃঋণের দায়ী নয়। তৃতীয় জজ এই বিভিন্ন মত দৃষ্টে প্রথম মত অধিক নির্ভরের যোগ্য বিবেচনা করিলেন,—তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহা উক্ত রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাতে দত্ত ব্যবস্থার সহিত মিলে, ও আংশিক কারণ এই যে—শাস্ত্রে যেমত বিপদ অনুভূত হইয়াছে বর্ত্তমান মকদ্দমা ঘটিত বিপদ্‌ তদ্রূপই বটে। তাঁহার রায়ে ঋণের টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লওয়ার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। প্রত্যুত তিনি ঐ ব্যাপারকে যথার্থ এবং অকাল্পনিক বিবেচনা করিলেন। এবং আপিলান্টের লিখিয়া দেওয়া দস্তাবেজে নির্দ্ধারিত মেয়াদ গতে ঐ বয়্‌বল্‌ওফা নাতক হইয়াছে বলিতে হইবে, এবঞ্চ তাঁহার রায় এই হইল যে তদ্বিষয়ে নিম্ন আদালতে ডিক্রী সর্ব্বতোভাবে যথার্থ ও উচিত বলিয়া স্থিরতর থাকা উচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজের মধ্যে মতের এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে মকদ্দমা আর এক এজ্‌লাসে প্রেরিত হওনের নিমিত্তে মুলতবী রহিল। ১৮২৩ সালের ২৪ জুন তারিখে প্রধান ও চতুর্থ জজ (ডব্‌লিউ লিসেস্টর ও ডবলিউ ডোরিন) সাহেব তৃতীয় জজ যে বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই নিজ নিজ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের বিচারে এই স্থির হইল যে নির্ণীত কাল গতে বয়্‌বল্‌ওফা যে নাতক হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ কহিতে প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। এক্ষণে কেবল এই কথা বিবেচনা করিতে থাকিল যে হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উক্তরূপ ব্যাপার সিদ্ধ বলিয়া স্মৃত কি না" এই বিষয়ে তাঁহারা শোভারাম শাস্ত্রীর লিখিত মতের উপর নির্ভর করিলেন (তাহা এই) যে বিশ্বনাথ নিজ পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া

থাকিলে, ঐ পরে তদনুমত্যানুসারে তিনি দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বিশ্বনাথের ঐ পত্নীর কৃত তৎ-পতির ভূমি সম্পত্তির বয়্‌বল্‌ওফা সিদ্ধ,—কেননা উভয় পণ্ডিতেই এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে অত্যাবশ্যকতা সপ্রমাণ হইলে উক্ত ব্যাপার শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে, এবং এ কথা-ও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আসল বন্ধকের বয়বাত্‌ জারির নির্ণীত সময় আসন্ন হইলে উক্ত কার্য্যরূপ উপায় করার নিমিত্তে প্রচুর বিপদ্‌ হইয়াই ছিল। উক্ত বন্ধকের বয়বাত্‌ নিবারণ নিমিত্তই বয়বল্‌ওফা করা হইয়াছিল যদ্দ্বারা ঐ বিধবার গ্রহীতব্য দত্তকের স্বত্ব রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় চিন্তা হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং যদিও ঐ উপায়দ্বারা অবশেষে বিষয় হস্তান্তর রক্ষা হয় নাই, তথাপি তদ্দ্বারা তাৎকালিক বিপদ্‌ রক্ষা হইয়াছিল, এবং মধ্যব্যবহিত কালে ঐ ক্ষতি একেবারে নিবারণের উপায় করা-ও হইতে পারিত। এই সকল অথচ অন্যান্য কারণে চূড়ান্ত রূপে এই ডিক্রী হইল যে নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল থাকে। ২৪ জুন ১৮০৩ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২২৮—২৩১।

শ্রীনাথ রায় (বাদি) আপিলান্ট -বনাম—রত্নমালা চৌধুরাণী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্‌।

৵০ ১৮৫৮ সালের ২৮ জুলাই তারিখে সি. বি ট্রেবর ও এইচ্‌. বি. বেলী সাহেব কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত সার্টিফিকেট্‌ অনুসারে এই মকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর হয়।

গৌরকিশোর অন্নপূর্ণা প্রতিবাদিনার পতি ও বাদির পিতা ছিলেন। নিম্ন আদালতে সাবাস্ত হয় যে অন্নপূর্ণা বাদিকে দত্তক গ্রহণ করেন। জজ্‌ সাহেব নিজ নিষ্পত্তিতে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সম্মুখে তদ্বিষয়ে আপত্তি হয় নাই। বাদী কহে—'আমার গ্রহীত্রী মাতা অন্নপূর্ণা প্রতিবাদিনী রত্নমালাকে বাঙ্গালা ১২৩৮ সালের ১৩ আষাঢ়ে এক মিরাস্‌ তালুকদারী পাট্টা দেন, আমি তাহা শাস্ত্রতঃ অসিদ্ধ রূপে রদ হওনের নিমিত্তে নালিশ করি'।

প্রধান সদর আমীন এবং জজ্‌ উভয়েই বিবেচনা করিয়াছেন যে ঐ হস্তান্তর হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। প্রধান সদর আমিনের বিবেচনা এই যে বাদির পিতা ঋণগ্রস্তাবস্থায় মরেন। গবর্ণমেন্টের বাকী খাজানার দায়ে বিক্রয়ের দায় হইতে বহুমূল্য অধিক বিষয় বাঁচাইতে সমর্থা হইবার নিমিত্তে কোন হিন্দু বিধবা যদি বিষয়ের অল্পভাগ হস্তান্তর করে, তাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈধ এবং আমাদের আদালতের প্রথানুযায়ী বটে: ইহাতে ফেরেব আরোপ করা হয় নাই, (তাহা) সপ্রমাণও হয় নাই; ঐ হস্তান্তর বাদির হিতার্থে অকৃত্রিম ব্যাপারই হইয়াছে; এবং গবর্ণমেন্টের যে খাজানা বাকী পড়িয়াছিল তাহা পরিশোধে মূল্যের টাকা ব্যয় হইয়াছে।

জিলার জজ নিজ মত লিখিয়াছেন যথা,—"শাস্ত্রবিহিত কোন কার্য্যে

(বাদীর) মাতা ঐ হস্তান্তর করিয়াছেন কি না,—যে মূল্য পাওয়া হইয়াছিল তাহা গবর্ণমেন্টের বাকী খাজানা পরিশোধে ব্যয় হইয়াছে কি না,—এবং ঐ ব্যাপার যথার্থতঃ ও বাদির হিতার্থে হইয়াছিল কি না—এই কএক কথার আদালত হইতে উচিত বিবেচনা আবশ্যক”। জজ আরো কহেন—সদর দেওয়ানী আদালতে স্থির হইয়াছে যে সদর খাজানা দিবার নিমিত্তে হিন্দু বিধবা স্বামির বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে সমর্থা। অনন্তর তিনি ১৮৫৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখের নিষ্পন্ন মদনমোহন সুরের বিরুদ্ধে গুরুপ্রসাদ জানার মকদ্দমা, এবং ১৮৫৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন মদনলাল দত্তের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের মকদ্দমা উল্লেখ করিয়া কহেন “আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি—যে কার্য্যের নিমিত্তে ঐ হস্তান্তর করা ঘটিয়াছিল তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ও বৈধ বটে। যদি ঐ আবশ্যকতা সপ্রমাণ হয় অথবা নিরাপত্তিতে অনুমান সিদ্ধ হয় তবে অবশ্যই ঐ হস্তান্তরকে বৈধ ও বাদির হিতার্থে বিবেচনা করিতে হইবে। বাদির হিত নিমিত্তেই আবশ্যকতা জন্মে, অতএব তদ্দ্বারা ঐ কার্য্যের বৈধতা নির্ণয় করিতে হইবে”।

অনন্তর ঐ আবশ্যকতার বাস্তবিকতা বিষয়ে জজ সাহেব কহেন—“অধিক বিষয় নিলাম হইতে রক্ষার যে আবশ্যকতা তাহাতে অল্পপরিমিত ও অল্পমূল্য বিষয় হস্তান্তর করা ন্যায্য কার্য্য, এবং বাদির স্বত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত হিতজনক বিবেচনা করিতে হইবে”।

বিচার—

(জে. এইচ. ডি. রেকস্ সাহেব রায় দিলেন, যথা)—

“জজের বিবেচনা এই যে ঐ বিধবাকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাহা বিষয় রক্ষা জন্য তৎপরে অধিকারির উপকারার্থ হওয়াতে ঐ পাট্টা সিদ্ধ,—কেননা তৎকালে টাকা সংগ্রহের উপায়ান্তর ছিল না”।

“এলবরলিং সাহেব নিজ গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্‌যথা,—“এমতে পতিত্যক্ত স্বত্বে বিধবা মৃত পতির বিষয় ভোগ করিতে অধিকারিণী, এবং উত্তরাধিকারিণীরূপে তাহা তাহার পারলৌকিক উপকারে ব্যয় করিতে বাধিতা। সামান্যতঃ সে তাহা দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে না,—কেননা তাহার মৃত্যুর পরে ঐ বিষয় তৎপতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। কোন নিতান্ত আবশ্যক ধর্ম্ম কর্ম্ম অথবা বিষয় ব্যাপার নিমিত্তে কিম্বা তাহার নিজ অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে বিক্রয় বা বন্ধক আবশ্যক হইলে তাহা সিদ্ধ,—কেননা কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে”।

যদিও স্পষ্টতঃ কারণে রাজকর্ত্তৃক বিক্রয় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া ধরা হয় নাই; তথাপি যদি অল্প পরিমিত বিষয় ত্যাগে অধিক বাঁচান যাইতে পারে তবে তাহাতে বিরত থাকিয়া পতির বিষয় নষ্ট হইতে দেওয়াও বিধবার পক্ষে শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম নহে, তাদৃশ বন্ধক বা বিক্রয় স্পষ্টতঃ তাহার

কর্ত্তব্য বিষয় ব্যাপারান্তর্গত এবং পূর্ব্বকার যে অনিয়মে ঐ আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রতি বিনা দৃষ্টিপাতে ঐ হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে। ঐ হস্তান্তরের পরিমাণ যদি রাজকরের সমপরিমিত হয়, আর ঋণদাতা যদি এমত দেখাইতে পারে, যে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় যে বিপদ তাহার কাছে বর্ণিত হইয়াছিল সে সাবধানে তাহার বাস্তবিকতা সাব্যস্ত করিয়াছে, তবে ঐ বিষয় উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করার প্রতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুক্রমে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। এবং সাধারণ কার্য্যগতিকেও নিলাম রক্ষার নিমিত্তে এতাদৃশ বৈধ উপায় করা বিধবার উচিত ছিল।

আপত্তি করা হইয়াছে যে ঐ দুঃসময়ের অথবা এমত কোন অনিবার্য্য বিপদ ঘটনার প্রমাণ দেওয়া প্রতিবাদির আবশ্যক ছিল যাহাতে ঐ বিষয় হইতে কোন উপায় না হইতে পারিয়া তাহা নিলামে উঠিয়াছিল, কেননা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ কারণেই কেবল বিষয়ের আবদ্ধতা বা হস্তান্তর সিদ্ধ হইতে পারিত, পরন্তু প্রদর্শিত নজীর গুলিতে ঐ বিষয়ে আদালতের কৃত কোন বিধান দৃষ্ট হয় না, এবং এই বিশেষ মত সূচক হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন প্রমাণও তাহাতে দর্শিত হয় নাই। আমি বলি তেমত সংযোগ নিয়মও কর্ত্তব্য নহে, বরং বর্ত্তমান সদৃশাবস্থাতে উত্তরাধিকারির হস্তে বিষয় থাকিলে যখন বন্ধকগ্রহীতা আপন দাবী বলবৎ করিতে চাহে, তখন তাহাকে এমত প্রমাণ করিতে হইবে যে সেকর্ম্ম প্রয়োগে তাহাকে টাকা ধার দিতে রত করে তাহাতে এমত অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে যে ঐ বিষয়ের রক্ষার উপর ঐ বিধবার জীবন ধারণ নির্ভর করে, এবং শাস্ত্রবিহিত কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদন জন্য ঐ হস্তান্তর বৈধ।

উপরিউক্ত জজের নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে আমি বিরত হইয়া এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম।

অন্য জজেরা যে এ. এস্‌কোনস্ ও জি. লক্ সাহেবেরা ও নিম্নের ফয়সলা বহাল রাখিলেন। স. দে. আ. ডি. ৭ এপ্রেল ১৮৫৯।

মকদ্দমা নং ৬৩৭। ১৮৫৪ সাল।

অপ্রাপ্তব্যবহার প্যারীমোহন রায় চৌধুরীর মাতা এবং শ্রী মাণিক
মালা চৌধুরাণী. প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট—বনাম—
নাবালগ্ মথুরানাথ রায় চৌধুরীর মাতা (বাদিনী)
রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর
৬২২, ৬২৩ ও ৬২৯
সংখ্যক ব্যবস্থা
বিষয়ক।

বাদিনী এক হিন্দু বিধবা শরীকের নামে নিজ দত্ত গবর্ণমেণ্ট খাজানার দাবীতে (নালিশ করিয়া) ডিক্রী হাসিল করে, যৌত বিষয় রক্ষা করিতে বাদিনী ঐ খাজানা দিতে বাধিতা হইয়াছিল। ডিক্রী জারিতে বিধ-

বার অংশ বিক্রয় করিতে গিয়া বাদিনীর দৃষ্ট হইল ঐ বিধবা যে দত্তকগ্রহণে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছিল তদনুসারে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে এবং দত্তককে বিষয় অর্শিয়াছে। এই অপ্রাপ্ত-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করিতে জজ অস্বীকার করাতে তন্নিমিত্তে বাদিনী ঐ বালককে তাহার মাতার ঋণের দায়ী করিবার নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে। বিচার হইল যে—প্রথমতঃ এ মকদ্দমা চলিবে। দ্বিতীয়তঃ—যদি ঐ বিধবার হস্তে বিষয় থাকিত, তবে তাহা এতাদৃশ ঋণের নিমিত্তে ঐ বিষয় বিক্রয়ের দায়ী হইত, তৃতীয়তঃ—ঐ ঋণ আবশ্যকতা এবং বিষয়ের হিতার্থে কৃত হওয়াতে এবং ঐ বিধবা বিষয়ের অধ্যক্ষারূপে ঋণ করাতে দত্তক পুত্র তাহার দায়ী।—উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির চুম্বক।—তাহা ১৮৫৯ সালের ২৮ এপ্রেল তারিখে নিষ্পন্ন। দ্রষ্টব্য স. দে. আ ডি. পৃ. ৫১৫—৫২১।

মকদ্দমা নং ২৯১। ১৮৬৪ সাল।

রাজকৃষ্ণ রায় (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—কিশোরী মোহন মজুমদার (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর ৬২৫।৬ ৬২৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। স্ত্রীলোকের অধিকারকালে তৎকৃত কার্য্যের তৎপরে অধিকারী যেমত দোষানুসন্ধান করিতে পারে, তেমতি দত্তক পুত্র গৃহীত হওনের পূর্ব্বে অথবা তাহার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে তাহার গ্রহীত্রী মাতা যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার ভাল মন্দ তুলা সমুনা করিতে সে বারিত নহে। তথাপি তাৎকালিক যথাশাস্ত্র সমস্ত উত্তরাধিকারির সম্মতিতে কৃত এবং অনন্তর আদালতের ডিক্রী সমূহে দৃঢ়ীকৃত যে বিক্রয় তাহা যেমত দায়াদগণের উপর বলবৎ, তেমতি তাহার অধিক পরে গৃহীত দত্তক পুত্রের উপর-ও তাহা বলবৎ।—উপরিউক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির চুম্বক। তাহা ১৮৬৫ সালের ১৫ তারিখের নিষ্পন্ন। দ্রষ্টব্য সদরল্যাণ্ডের উইক্লী রিপোর্টর, বা. ৩, ১৮৬৫ সাল, পৃ ১৪—২০।

মকদ্দমা নং ১৩০। ১৮৫৭ সাল।

অপ্রাপ্তব্যবহার কুমার দুর্গানাথ রায়ের মাতা এবং ওসী রাণী প্রসন্নময়ী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—রামসুন্দর সেন প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

বিচার—

নজীর ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪ ও ৬২৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। মে. এইচ্. টি. রেকস্ ও বি. জে. কাল্‌বিন্ (সাহেব রায় দিলেন যথা,)—এমকদ্দমাতে রাসমণিকে নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্রীরূপে বিষয়ের অধ্যক্ষতা করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহার মৃত্যুপর্য্যন্ত আপিলান্টের দত্তকপুত্রের

অধিকার প্রবল হইতে পারে না। ইহাতে নিষ্কর্ষ এই হইতেছে যে রাসমণি বিষয় সম্বন্ধে প্রভুত্ব করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে দায়াদের স্বত্বের ও লাভের চিরহানি হয় তাহা করিতে পারেন না। সম্প্রতি যে সকল হস্তান্তর করণের দোষারোপ তাঁহার উপর করা হইয়াছে, তাহা অপহার কার্য্য বলিতে হয় এমত নহে। পাট্টা এবং হস্তান্তরপত্রে প্রকাশ যে মন্দিরের নিমিত্তে টাকা কর্জকরা হইয়াছিল। এই ঋণ করা রাসমণির সম্যক ক্ষমতাধীন ছিল। পরন্তু আপত্তি করা হইয়াছে যে টাকা গুলি তৎকর্ম্মে ব্যয় করা হয় নাই, এবং মন্দির গুলি মেরামত না হওয়ায় নষ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছে, বিবেচ্য এই যে যদি রাসমণি ধর্ম্মতঃ ভিন্ন অন্য কোন রূপে মন্দির গুলি রক্ষা করিতে বাধিতা হয়, তথাপি আমাদের সমীপে ঐ কার্য্য করণে তিনি শাস্ত্রতঃ বাধিতা থাকার কোন নিদর্শন দেওয়া হয় নাই। তিনি এমত কোন ট্রষ্টী নিযুক্ত হয়েন নাই যে তাহার নিয়ম পালন করিতে বাধিতা হইবেন। তিনি বিষয়ের উপর কর্ত্রীত্ব করণে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবতী ছিলেন, তাহাতে তিনি যদি মন্দির সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করণে অমনোযোগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের বোধ হয় ঐ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বিষয়প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ করিলে সে যেমত নিজ উত্তরাধিকারিকর্ত্তৃক অতিঅল্প শাসিত (অর্থাৎ নিষিদ্ধ) হইতে পারে তেমতি ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের পক্ষ হইতে ঐ বিধবাকেও অত্যল্প শাসন করা যাইতে পারে। বোধ কর যেন রাসমণি খাজানা হস্তান্তর না করিয়া পূরা ৮২৫ টাকা উপযুক্ত রূপে আদায় করিতেন তথাপি যদি মন্দির গুলি রক্ষা না করিতেন, তবে কি আপিলান্ট্ তাঁহাকে ঐ মন্দির কএকটী রক্ষা করিতে বাধিতা করিবার নিমিত্তে তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারিত? আমরা বোধকরি সে তাহা করিতে পারিত না, ও তাহা এই কারণে পারিত না যে তিনি ঐ সকল রক্ষা করিতে শাস্ত্র বা আইন অনুসারে বাধিতা ছিলেন না, কেবল ধর্ম্মতঃ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল মাত্র। এতাবতা আমাদের বোধ হইতেছে রাসমণি যত দিবস বাঁচিয়া থাকেন, ততদিবস ঐ সকল দলীল বাতিল করিতে আপিলান্টের ক্ষমতা নাই। ২১ ফেব্রুআরি ১৮৫৯ সাল, স. দে. আ. ডি. পৃ ১৬২।

এক বিধবার লিখিয়া দেওয়া পাট্টা ও হস্তান্তরপত্র বাতিল করিতে উপস্থিত মকদ্দমা নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল থাকিয়া ডিস্মিস্ হইল। বিচার হইল যে—যেহেতু পূর্ব্বস্বামী ঐ বিধবাকে যাবজ্জীবন বিষয়ের কর্ত্রী করিয়া গিয়াছে অতএব এ বাঁচিয়া থাকিতে ঐ সকল দলীলের উপর আপত্তি চলিতে পারে না।—উপরি প্রকটিত মকদ্দমার মার্জিনের নোট।

(মৃত রামলক্ষ্মীদেবীর অপ্রাপ্তব্যবহার দত্তক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের ওসী)
রামকৃষ্ণ সরখেল আপিলান্ট—বনাম—মোসম্মাৎ শ্রীমতীদেবী
প্রভৃতি রেস্পণ্ডেণ্ট্।

নজীর
৩২৯ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

৵০ মোসম্মাৎ রামলক্ষ্মীদেবী জমীদারী কৃষ্ণরায় চৌধুরীর সাড়ে তিন আনা অংশের এক আনা তিনগণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি পরিমাণে এবং উক্ত কৃষ্ণরায় চৌধুরী

নামে খ্যাত তালুকের পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া অংশে আর নৃসিংহদেব রায় নামে খ্যাত তালুকের পাঁচ আনা সাড়ে ছয় গণ্ডা অংশে দখল পাইবার নিমিত্তে রেস্‌পণ্ডেণ্ট্‌ প্রভৃতির নামে এই নালিশ উপস্থিত করে।

আর্জির বয়ান এই যে উপরি উক্ত ভূমিসকল বাদিনীর শ্বশুর কালিকাপ্রসাদের সম্পত্তি,—তিনি বাঙ্গলা ১২২৩ সালের পৌষ মাসে কালপ্রাপ্ত হয়েন, বাদিনী ও তাহার গৃহীত দত্তক পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারি। পরন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটনায় বাদিনীর শ্বশুরের দুহিতা শ্রীমতীদেবী নিজ পতি কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি এবং আরং প্রতিবাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ বিষয় দখল করিয়া লইয়াছে, তন্নিমিত্তে বাদিনী উক্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারী যে তৎপুত্র তাহার নিস্বস্টার্থরূপে নালিশ করে।

প্রতিবাদিদের মধ্যে একজন কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি বয়ান করে যে মৃত কালিকাপ্রসাদ তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন, এবং পুত্র সন্তান বর্ত্তমান না থাকাতে আর্জিভুক্ত তাবৎ ভূমি এক দানপত্রদ্বারা ঐ প্রতিবাদিকে দেন ও তৎসম্বলিত শায়স্তানগরের অন্তর্গত কতক ভূমি এবং আরঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণরাম রায় নামক তালুক-ও দিয়া যান, কেবল নিজ ভরণ পোষণের নিমিত্তে দুই মৌজা রাখেন, ও মৃত পুত্রের পত্নীর অর্থাৎ বাদিনীর ভরণ পোষণের নিমিত্তে এক মৌজা রাখেন। অপিচ তাহার শ্বশুর আর এক দস্তাবেজ লিখিয়া দেন যদ্দ্বারা এমত একরার করেন যে নিজ ভরণপোষণার্থে যে দুই মৌজা পৃথক্ রাখিলেন তাহা তম্মরণান্তে তাঁহার কন্যা শ্রীমতীর হইবে। কালিকাপ্রসাদের জীবনকালেই প্রতিবাদী উক্ত দলীলের বুনিয়াদে ঐ বিষয় দখল করিয়াছে ও তদবধি মালগুজারি করিয়া আসিতেছে। সে আরো বয়ান করে যে বাদিনীর পতি দত্তক গ্রহণার্থ তাহাকে অনুমতি না দিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছে,—এতাবতা যে দত্তকতার উপর বাদিনীর আদ্দাশ নির্ভর করে তাহা সর্ব্বথা অশাস্ত্রীয় বিবেচনা করিতে হইবে।

বাদিনী জিলা আদালতের নিষ্পত্তিতে অসন্তুস্টা হইয়া ঢাকার প্রবিন্সীল কোর্টে আপীল করে; এবং কালিকাপ্রসাদ মরাতে তৎপত্নী শ্রীমতী আপনাকে তাহার উত্তরাধিকারিণী প্রমাণ করিয়া মকদ্দমা চালায়। ঐ কোর্টের প্রথম জজ তৃতীয় জজের সহিত একমত হইয়া যে বিচার করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে আপিলান্টের দাবীর ডিস্‌মিস্‌ স্থিরতর থাকিবে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের দত্তকতার অসিদ্ধি বিষয়ক যে উক্তি তাহা স্থিরতর থাকিবে না।

আপিলান্টের খাস আপীলের ওজর সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইল। এবং আদালতের পণ্ডিতের প্রতি বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন কএকটি করা হইয়া তাঁহা হইতে তাহার উত্তর প্রাপ্তি হইল।

প্রথম প্রশ্ন,—বঙ্গদেশবাসী কোন হিন্দু এক সধবা দুহিতা রাখিয়া এবং আপনার অগ্রে মৃত পুত্রের এক দত্তক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হয়েন;

তাঁহার মৃত্যুর কএক বৎসর পরে ঐ দুহিতা এক পুত্র প্রসব করে। এমত অবস্থায় বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে তাঁহার দায়রূপ ধন তৎপুত্রের দত্তককে অর্শিবে, অথবা তাঁহার দৌহিত্রকে অর্শিবে:—যদি উভয়কেই অর্শে, তবে তৎপ্রত্যেকের অংশের পরিমাণ কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—কোন হিন্দু বিধবা পতি হইতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্তা হইয়া পতির মৃত্যুর দশ বৎসর পরে দত্তক গ্রহণ করে, ঐ বিধবা নিজ পতির মৃত্যুর এত দীর্ঘকাল পরে দত্তক গ্রহণ করাতে তাহা বৈধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? ও তাদৃশ দত্তক পুত্র গ্রহীতৃমাতার শ্বশুরের ধন পাইতে অধিকারী কি না?

তৃতীয় প্রশ্ন,—ঐ দত্তক তাহার পিতামহের অনুজ্ঞা ও সম্মতিতে উক্ত বিধবাকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, দত্তক গৃহীত হওনের পর তিনি পুত্রবধূর উপর বিরক্ত হইয়া জামাতাকে এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সমুদায় ভূমি-সম্পত্তিতে তাহাকে দখিলকার করেন। এমত অবস্থায়, ঐ দানপত্র সিদ্ধ কি না, ও তাহা উক্ত বিষয়ে ঐ দত্তক পুত্রের অধিকারী হওনের বাধক কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন,—দত্তক গৃহীত হওনের পূর্ব্বে যদি তৎপিতামহ নিজ জামাতাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, তবে এমত অবস্থায় তাঁহার বিষয় ঐ দত্তক পুত্রকে অর্শিবে কি না?

পঞ্চম প্রশ্ন,—উক্ত দাতা যদি ঐ দানপত্র বাঙ্গলা ১২২১ বা ১২২২ সালে দস্তখত করিয়া জামাতার সহিত যোগ সাজসে তাহা পূর্ব্বকার (অর্থাৎ) বাঙ্গলা ১২১৮ সালের তারিখ দিয়া থাকেন, তবে এমত অবস্থায় ঐ মিথ্যা লিপি থাকার নিমিত্তে ঐ দানপত্র অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য গণ্য হইবে, অথবা ইহাতেও তাহা বৈধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচিত হইবে?

প্রথম উত্তর,—বঙ্গদেশবাসী কোন হিন্দু যদি পুত্রসম্ভাবিতা এক দুহিতা রাখিয়া আর আপনার অগ্রে মৃত নিজপুত্রের এক দত্তক পুত্র রাখিয়া মরে এবং তাঁহার কএক বৎসর পর ঐ দুহিতার এক পুত্র হয়, তবে এমত অবস্থায় ঐ দুহিতা ও তাহার পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে-ও ঐ দত্তক পুত্র ধনাধিকারী হইতে অধিকারী। পরন্তু দায়ভাগধৃত দেবলবচনে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারিদের মধ্যে প্রধান যে মনু তাঁহার বচনে উক্ত বিষয়ে মতবৈলক্ষণ্য আছে। এই মত মনুবচনানুসারে দত্ত হইল।

দ্বিতীয় উত্তর,—কোন হিন্দু বিধবা পতির অনুমতি প্রাপ্তা হইয়া পতির মৃত্যুর দশ বৎসর পর দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, ও তদ্দত্তকতা সিদ্ধ। তাদৃশ দত্তক পুত্র গ্রহীতৃপিতার পিতৃধনে অধিকারী,—কেননা দত্তক গ্রহণের নিমিত্তে এমত কোন সময় নির্ণীত নাই যে তাহা অতীত হইলে পর দত্তকতা অসিদ্ধ হইবে।

তৃতীয় উত্তর,—ঐ বিধবা যদি মৃত পতির ও তৎপতির পিতার সম্মতিতে

দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকে, তানন্তর ঐ পিতা যদি পুত্রবধূর প্রতি বিরক্ত হইয়া নিজ স্থাবর অস্থাবর বিষয় জামাতাকে দিয়া থাকেন, তবে ঐ দানকে অসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। এবং তদ্দ্বারা ঐ দত্ত বিষয়ে উক্ত জামাতার কোন স্বত্ব হইতে পারে না।

প্রমাণ,—"ভয়ার্ত্ত, রাগার্ত্ত, কামার্ত্ত, শোকার্ত্ত, এবং অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিকর্ত্তৃক যাহা দত্ত হয় তাহা অদত্ত বিবেচনা করিতে হইবে"। বিবাদার্ণবসেতুধৃত নারদবচন।

চতুর্থ উত্তর, যদিও ঐ পিতামহ দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে নিজ বিষয় জামাতাকে দানপূর্ব্বক এক দানপত্র সহি করিয়া দিয়া থাকেন, তথাপি তদ্বিষয়ে ঐ দত্তক পুত্রের স্বত্ব অগ্রে বর্ত্তিয়াছে,—কেননা পরে গৃহীত দত্তকের ঐ সমস্ত অধিকারই হয় যাহা পিতৃমরণকালীন গর্ভস্থ পশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ পুত্রের হইয়া থাকে।

প্রমাণ,—"যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত, ও যাহারা গর্ভে স্থিত সকলেই জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে, জীবিকালোপ বিগর্হিত কর্ম্ম"॥—দায়ভাগধৃত মনুবচন।

পঞ্চম উত্তর,—ঐ দাতা যদি বাঙ্গলা ১২২১ বা ১২২২ সালে নিজ জামাতাকে দানপত্র সহি করিয়া দিয়া, পুত্রের দত্তককে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বকার (অর্থাৎ) বাঙ্গলা ১২১৮ সালের তারিখ দিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় ঐ দানপত্রে মিথ্যা লিপি থাকাতে তাহা অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা মনু দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত আরং গ্রন্থসম্মত।

উক্ত ব্যবস্থা পাঠান্তে দ্বিতীয় জজ আপন রায় লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহার মর্ম্ম যথা,—সপ্রমাণ হইয়াছে যে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গলা ১২২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দত্তক গৃহীত হয়, সংশোধিত জওয়াব দাখিলের দুই মাস পূর্ব্বে এক দানপত্রের প্রথম উল্লেখ করাতে সুতরাং এমত বিবেচনা করিতে হইবে যে লেখক ঐ দত্তকপুত্রকে আপন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে ও যে জামাতা নিজ ভাবি পুত্রের নিমিত্তে তৎকালে ঐ দায়রূপ ধন হাতে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল তাহাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্তে এই উপায় করিয়াছিল। অপিচ ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে পতি হইতে পূর্ব্বে প্রাপ্ত অনুমত্যনুসারে এবং শ্বশুরের সম্মতিক্রমে ঐ বিধবাকর্ত্তৃক ঈশ্বরচন্দ্র দত্তক গৃহীত হয়, আর আদালতের পণ্ডিতের দত্ত (১ সঙ্খ্যক) উত্তরে সপ্রমাণ যে ঐ অনুমতির কার্য্য হওনের পূর্ব্বে দশ বৎসর গৌণ হওয়া অবৈধ নয়, অপিচ কোর্টের পণ্ডিত উক্ত দানপত্র অজ্ঞাত থাকিয়া যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার অবিকল ঐ মর্ম্ম হওয়া উক্ত মতের পোষক, যদিও দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ দানপত্র লিখিত পঠিত হওনের অনুমানে উক্ত পণ্ডিত যে আর এক ব্যবস্থা দেন ও তাহাতে কহেন যে ঐ দলীলে প্রবলতর স্বত্ব হইয়াছে, তথাপি ঐ দানপত্র পূর্ব্বে হওয়ার এতাহার

প্রত্যাহ্বানের মাত্র প্রদর্শিত হওয়াতে এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রযুজ্য হইতে পারে না।

এতাবতা বিচার হইল যে সমুদায় বিষয় ঐ দত্তক পুত্রের অধিকার, ও তাহা এই আবশ্যক শর্ত্তের অধীনে হইল যে ঐ বিষয় হইতে শ্রীমতীর অন্নাচ্ছাদন দিতে হইবে।

অনন্তর জুন মাসের ১৯ তারীখে পঞ্চম জজ (ডব্লিউ বি. মার্টিন) সাহেবের সমীপে এই মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি উক্ত মতে আপনার সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত রদ হইল। তারীখ ১৯ জুন, ১৮২৪ সাল। স দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৬৭ হইতে ৩৭২।

গৌরবল্লভ বাদী—বনাম—জগন্নাথ প্রসাদ মিত্র প্রভৃতি।

৺০ এই মকদ্দমাতে প্রধান বিচার্য্য কথা এই উপস্থিত হয় যে—(বিচারের মুখে কথিত) পিতামহের ধনে গৌরবল্লভের অধিকার আছে কি না?—ঐ কথিত ব্যক্তি (তিনি যথার্থতঃ বা অযথার্থতঃ গ্রহীতৃ পিতামহ হউন) রাজা রাজবল্লভ ছিলেন। তাঁহার কেবল এক পুত্র সন্তান মাত্র ছিল, ইঁহার নাম মুকুন্দবল্লভ, ইঁহার বিবাহ জয়মণি দাসীর সহিত হয়; জয়মণির গর্ভে তাঁহার কোন সন্তান হয় না। মুকুন্দবল্লভ নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে জয়মণিকে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি করেন। মুকুন্দবল্লভ নিজ পিতা রাজবল্লভের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে এবং পত্নীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওনের অল্পকাল পরে কালপ্রাপ্ত হয়েন। জয়মণি নিজ শ্বশুরের মৃত্যুর পরে দত্তক গ্রহণ করেন। কথিত হইয়াছে এবং এক ইযুতে দৃষ্ট হইয়াছে যে মুকুন্দবল্লভ জয়মণিকে দত্তক গ্রহণের যে আদেশ করেন তাহা শ্রুত হইয়া রাজবল্লভ তাহাতে সম্মত হয়েন। ১৮২৪ সালের ২৪ মার্চ তারিখে ডিক্রী হইল যে (নিজ পতি মুকুন্দবল্লভের আদেশানুসারে জয়মণিকর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক) গৌরবল্লভ মুকুন্দবল্লভের অথচ রাজা রাজবল্লভের বিষয়ে অধিকারী।

প্রতিবাদিরা রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় ছিলেন,—তিনি বিপুল বিভব রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন। ইঁহারা রাজা রাজবল্লভের উত্তরাধিকারি ছিলেন, এবং গৌরবল্লভ দত্তক গৃহীত না হইবা থাকিলে ইঁহারা তাঁহার (অর্থাৎ রাজা রাজবল্লভের) বিষয়ে অধিকারি হইতেন।

নিজ পুত্রের (অর্থাৎ মুকুন্দবল্লভের) মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তিন বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, এবং বাঙ্গলা ১২০৫ সালে লোকান্তরগত হইলেন। তিনি পত্নী কিম্বা [illegible] রাখিয়া যান নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর পর জয়মণি নিজ পতি মুকুন্দবল্লভ বিদ্যমানে তাঁহা হইতে যে উপদেশ প্রাপ্তা হয়েন তদনুসারে বাদি গৌরবল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন।

মকদ্দমা দায়ের থাকাকালীন—দত্তক গ্রহণ বিষয়ে জয়মণিকে মুকুন্দবল্লভ যে

উপদেশ করেন রাজবল্লভ কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হওয়া কতক আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এবং মুকুন্দবল্লভের পুত্ররূপে গৌরবল্লভ দত্তক গৃহীত হইয়াছে কি না—এই এক ইস্যুর বিচার কর্ত্তব্য হওয়াতে আমি আদালতের পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে গৌরবল্লভের দত্তক গৃহীত হওনকালীন এমত উক্ত হওয়া আবশ্যক ছিল কি না যে সে কাহার প্রযত্নে গৃহীত হয়,—অথবা সে রাজবল্লভের বা মুকুন্দবল্লভের কিম্বা উভয়ের ইচ্ছা ক্রমে গৃহীত হয়? পণ্ডিতেরা উত্তর করিলেন যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক ছিল—কেননা জয়মণির স্বামির ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারিত না, এবং তদনুমতি ব্যতিরেকে তদ্দত্তকতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইত, (কিন্তু) অনুমতি থাকিলে উক্ত রূপ উক্তি অতিরিক্ত মাত্র,—কেননা (তাহাতে) ঐ বালক তদ্বিধবার মৃত স্বামির পুত্র বলিয়াই অবশ্য গৃহীত হইবে, ও তদ্ভিন্ন অন্যরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

তিন ইস্যুর (যাহাতে আদ্দাশকারি গৌরবল্লভ বাদী হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন) বিচার হইবার আজ্ঞা হয়।

প্রথম—(মৃত মুকুন্দবল্লভের পত্নী) জয়মণি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পতি হইতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন কি না?

দ্বিতীয়—(মুকুন্দবল্লভের পত্নী জয়মণি মুকুন্দবল্লভের পুত্ররূপে গৌরবল্লভকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না?

তৃতীয়—(মুকুন্দবল্লভের পিতা) রাজবল্লভ জয়মণিকর্ত্তৃক দত্তক পুত্র গৃহীত হওনে ক্ষমতা ও সম্মতি দিয়াছিলেন কি না?

এই সকল ইস্যুর কার্য্য গৌরবল্লভের পক্ষে হওয়া সাব্যস্ত হইল।

অনন্তর শাস্ত্রবিষয়ক এই কথা উত্থিত হইল যে গৌরবল্লভ উক্ত রূপে গৃহীত হইয়া তদ্‌গ্রহণবলে তাহার গ্রহীতা পিতামহ রাজবল্লভের বিষয়ে অধিকারী কি না?—কেননা একথা স্বীকার করা হইয়াছিল যে সে দত্তক গৃহীত হওন দ্বারা গ্রহীতা পিতা মুকুন্দবল্লভের বিষয়ে অধিকারী হইয়াছে।

এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের দুই পণ্ডিতের বিভিন্ন মত হইল,—একের মত এই যে গৌরবল্লভ কেবল মুকুন্দবল্লভের বিষয়ে অধিকারী, অন্যের মত এই যে সে মুকুন্দবল্লভের অথচ রাজবল্লভের বিষয়েতেও অধিকারী। যে পণ্ডিত গৌরবল্লভের স্বত্ব কেবল মুকুন্দবল্লভের বিষয়ে সঙ্কুচিত করিলেন তিনি নিজ মতের পোষকরূপ আমাকে এক খানি কাগজ দিলেন (তাহার প্রতিলিপি যথা,)—

"শংখ ও লিখিত, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, নারদ ও দেবল—এই সাত ঋষি—বিধান করিয়াছেন যে দত্তক পুত্র বন্ধু-ধনে অধিকারী নয়, কিন্তু সে কেবল তদ্‌গ্রহীতা পিতার ধনে অধিকারী, এবং মনু গৌতম ও বৌধায়ন—এই তিন ঋষি-উক্তি করিয়াছেন যে সে (অর্থাৎ দত্তক) নিজ গ্রহীতা পিতার অথচ ঐ পিতার বন্ধুর উত্তরাধিকারী। এই (পরস্পর) বিরুদ্ধ উক্তিসকল,মন-

ন্বয় করণার্থে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থকর্ত্তারা ও নিবন্ধারা কহেন—যে স্থলে তাদৃশ বচন দৃষ্ট হয় সে স্থলে উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট দত্তক বোধ্য,- এবং বর্ত্তমান (অর্থাৎ কলি) যুগে তাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুত্র দৃষ্ট না হওয়াতে দায়ভাগকর্ত্তা দত্তক পুত্রকে বন্ধুধনে অনধিকারিদের মধ্যে ধরিয়াছেন। এতাবতা মনু ও জীমূতবাহনের মধ্যে বিরোধ নাই। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা তদ্গ্রন্থের প্রথমেই কহিয়াছেন—'মনু এবং অন্যান্য ঋষিদের বচন না বুঝিয়া যাঁহারা বিরোধে অভিভূত হয়েন, তাঁহাদের প্রবোধার্থে এই দায়ভাগ রচিত হইল'। এবং তদ্দ্বারা তিনি মনুর প্রাধান্য দেখাইয়াছেন, এবঞ্চ মনুর অর্থ ও ভাব ব্যাখ্যানে নিজ গ্রন্থের উপকারিত্ব দেখাইয়াছেন। শুদ্ধ মনুবচনাবলম্বনে ব্যবস্থা হয় না কেননা টীকাকারদিগের সাহায্য ব্যতীত তাহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায় না, নতুবা কেন ঔরস পুত্রের অংশের ষষ্ঠ বা পঞ্চম ভাগ দত্তক পুত্রকে দেওয়া শাস্ত্র-সিদ্ধ বিবেচিত না হইয়া দেবল ঋষি প্রভৃতির ব্যবস্থাপিত তৃতীয়াংশ মাত্র দেওয়া হয়।

এস্থলে দৃষ্ট হইবে যে এই পণ্ডিত, তৎপূর্ব্ববর্ত্তি অনেক পণ্ডিতের ন্যায়, মতবৈলক্ষণ্য সকল সমন্বয় করণে উৎকৃষ্ট গুণ থাকার উপর নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজেই আমাদিগকে এমত জানাইয়া যে ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট গুণ বর্ত্তমান (কলি যুগে অদৃশ্য, আর এক বিবাদের পথ করিয়াছেন। সকলে যে মত স্বীকার করেন তদনুসারে যদি কলিযুগে উৎকৃষ্ট গুণ না থাকে, তবে অধুনা কি রূপে ঐ মতবৈলক্ষণ্যসকল তৎসমন্বয়ই বা কি রূপে হইতে পারে তাহা বোধ করা সহজ নহে। অন্ততঃ যদি দত্তক পুত্র ধনাধিকারী হওয়ার নিমিত্তে উৎকৃষ্ট গুণ আবশ্যক হয়, এবং এক্ষণে যদি উৎকৃষ্টগুণ অপ্রাপ্য হয়, তবে ইহার তাৎপর্য্য এই হইবে যে এক্ষণে দত্তক পুত্রের দায়াধিকার এককালে উঠিয়া যাইবে। মতের বিরোধ সমন্বয় নিমিত্তে আমাদের পণ্ডিত যে প্রকার লিখিয়াছেন স্পষ্টতঃ তাহার ঐ তাৎপর্য্যই জানিতে হইবে। এবং যে সকল অধিকার প্রতিদিবস ব্যবহারতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবঞ্চ যাহা (বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে) পণ্ডিতেরা কখনই স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন না, তাহা কাযে কাযে অস্বীকার করিতে হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিভিন্ন মত হওয়াতে ও যে বিষয় লইয়া বিরোধ তাহা অতি বিশাল হইবায় এই মকদ্দমা গুরুতর হওয়াতে, এবং এই নিষ্পত্তি ভবিষ্যতে নজীর হইতে পারায়, যে সকল শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্য তাহা সংগ্রহ করণে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম। এতৎ সংক্রান্ত ব্যক্তিদের নাম অ-কারাদি ব-কারাদি, ক কারাদি, ও দত্তক পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের নিকট মকদ্দমা সমর্পিত হইল, তাঁহারা উভয়েই কহিলেন যে ব-কারাদি ব্যক্তির পত্নী ক কারাদি কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক পুত্র (লিখিত) বর্ণনানুসারে শুদ্ধ ব-কারাদি ব্যক্তির বিষয়ে অধিকারী এমত নহে কিন্তু ব-কারাদির পিতা অ কারাদি ব্যক্তির বিষয়েও অধিকারী বটে।

অনন্তর জে. উইলিয়ম্ হে. মেকনাটন্ সাহেব, আমার ইচ্ছানুসারে, এই মকদ্দ-

নায় অনুবাদ করিয়া মফস্সল আদালতের পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণার্থে প্রচার করিলেন। ঐ সকল মত আপেণ্ডিক্সতে মুদ্রিত হইল।—ঐ আদালত সমূহের পণ্ডিতদিগের নিকট যে বর্ণনা পাঠান হয় তাহাতে গৌরবল্লভের নামের পরিবর্ত্তে রামকৃষ্ণ; রাজবল্লভের নামের পরিবর্ত্তে রামহরি, মুকুন্দবল্লভের নামের পরিবর্ত্তে রামতনু, ও জয়মণির নামের পরিবর্ত্তে হরিপ্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবাদিরা ইস্তকএকটীর পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলেন, ও পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। প্রতিবাদিরা পূর্ব্ববিচারের খরচা কোন নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে বাদিকে দিতে স্বীকার করার নিয়মে ঐ হুকুম প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু ঐ নিয়ম সকল সম্পূর্ণ হইল না, অপর হুকুমের নিমিত্তে মকদ্দমা ইসতেকারে উঠিল। ১৮২৪ সালের ২৪ মার্চ তারিখে মকদ্দমার শুনানি হইল। প্রতিবাদিরা উপস্থিত হইল না, তাহাতে উক্তি (অর্থাৎ আদেশ) হইল যে বাদী গৌরবল্লভ মুকুন্দবল্লভের ও রাজা রাজবল্লভের বিষয়ে অধিকারী, ও ডিক্রী হইল যে প্রতিবাদিরা তদনুসারে তাহাকে হিসাব দেয়।

গৌরবল্লভের স্বত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। এবং দ্বিতীয় বার বিচারে প্রথম বিচার হইতে বিভিন্ন ফল হইবে এমত অনুমান করার কোন কারণ ছিল না।—কম. হি. ল. পৃ ১৫৯—১৬৬।

বিবেচনা।—এই মকদ্দমা অনুবাদিত হইয়া ৪৫ জিলার আদালতে এবং কাশী, বরেলি, কলিকাতা মুরশিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকার প্রবিন্সাল কোর্টে প্রেরিত হইলে তত্তৎ আদালতসমূহের পণ্ডিতেরা ৫১ খানি ব্যবস্থা লিখিয়া দেন, তন্মধ্যে কেবল পাঁচ খানি ব্যবস্থাতে রামকৃষ্ণ নামে প্রকাশিত দত্তকপুত্র গৌরবল্লভ গ্রহীতৃ পিতার ধনে অধিকারী কথিত হইয়া গ্রহীতৃ পিতামহের ধনে অনধিকারী কথিত হইয়াছেন—উক্ত ব্যবস্থা পঞ্চের একখানিতে দত্তকচন্দ্রিকার সম্মত ও মতাবলম্বনে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৯৭৮) কলিতে নির্গুণ বই সগুণ দত্তকের অভাব হেতুবাদে উক্ত দত্তককে বন্ধুধনে অনধিকারী বলা হইয়াছে। আর ৪ খানিতে—দায়ভাগাদি মত দেবলাদির বচনানুসারে দত্তককে কেবল পিতার ধনে অধিকারী বলিয়া * পিতামহাদির ধনে অনধিকারী বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪৬খান ব্যবস্থাতে দত্তক গ্রহীতৃপিতার এবং পিতামহের ধনেও অধিকারী কথিত

* উক্ত মতে ও দায়ভাগাদিতে ধৃত বচনচয়ানুসারে দত্তক কেবল গ্রহীতৃ পিতার ধনে অধিকারী কথিত হওয়াতে সে যে পিতামহের ধনে অনধিকারী এমত বুঝায় না, যেহেতু শাস্ত্রে 'পুত্র' পদ প্রপৌত্র পর্য্যন্তের উপলক্ষণ হওয়াতে (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ পৃ ২৫) পিতার ধনে অধিকার হইলেই পিতামহের ধনে অধিকার হওয়া শাস্ত্র সম্মত বোধ হয়। অতএব দত্তক পিতার ধনে অধিকারী পিতামহের ধনে নয়—ইহা বলা উপরি উক্ত মত ও বচনানুসারে সর্ব্বথা সম্মত বোধ হইতেছে না, বরং 'পুত্র' পদে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে যে পুংসন্ততিকে বুঝায় তাহারা মৃত ধনির ধনে অধিকারী এমত বলিলে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র সম্মত হইত।

হইয়াছে,—তৎসমস্ত ব্যবস্থাই প্রধানতঃ মনু বচনমূলক, ও তন্মধ্যে কতিপয়ে কুল্লূকভট্টের টীকা সাদরে প্রমাণরূপে ধৃত হইয়াছে। এই শেষোক্ত মতানুসারে আদালত দত্তকের পিতামহ ধনে অধিকার স্বীকার করিয়া ডিক্রী দিয়াছেন—এই বিচারই অধুনা শাস্ত্র ও ব্যবহার সিদ্ধ। দ্রষ্টব্য ৯৭৮—৯৮৪

দত্তক বন্ধু-ধনে অধিকারী কি না।

দত্তকের বন্ধু-ধনে অধিকারসূচক ও অনধিকার বাচক বচনসমূহ আছে, তদ্যথা,—

"স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্যদের যে দ্বাদশ পুত্র কহিয়াছেন, তন্মধ্যে ছয় বন্ধুর ধনে অধিকারি, ছয় বন্ধুর ধনে অধিকারি নয় (কিন্তু) বান্ধব বটে,॥—ঔরস ও ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ (এই) ছয় ধনাধিকারি অথচ বান্ধব॥ কানীন, সহোঢ়, ক্রীত তথা পৌনর্ভব, এবং স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র (এই) ছয় ধনাধিকারি নয় (কিন্তু) বান্ধব"॥—মনু, অ ৯, ব. ১৫৮—১৬০।

বৌধায়ন-'ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ (ইহারদিগকে) ধনাধিকারি কহেন। কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, তথা পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, ও নিষাদ (ইহারদিগকে) গোত্রভাগি কহেন"।—দ. চ পৃ. ২৮।

"ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম গূঢ়োৎপন্ন, এবং অপবিদ্ধ পুত্রেরা ধনাধিকারি।—কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, (ও) ক্রীত (ইহারা) ঔরসাদির অভাবে গোত্রভাগী ও চতুর্থাংশে অধিকারি"*॥ গোতম।—দ্রষ্টব্য বিবাদভঙ্গার্ণব।

দত্তকস্য বন্ধুধনে অধিকারসূচকানি অনধিকারবাচকানি চ বচনানি সন্তি, তদ্যথা,—

পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। তেষাং ষট্ বন্ধুদায়াদাঃ ষডদায়াদবান্ধবাঃ॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমএব চ। গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদাবান্ধবাস্তু ষট্॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবাঃ"। অ. ৯, ব. ১৫৮—১৬০।—দ. চ পৃ. ২৮।

বৌধায়নঃ—"ঔরসং পুত্রিকাপুত্রং ক্ষেত্রজং দত্তকৃত্রিমৌ। গূঢ়জঞ্চাপবিদ্ধঞ্চ রিক্থভাজঃ প্রচক্ষতে॥ কানীনঞ্চ সহোঢঞ্চ ক্রীতং পৌনর্ভবং তথা। স্বয়ন্দত্তং নিষাদঞ্চ গোত্রভাজঃ প্রচক্ষতে"॥—দ. চ. পৃ. ২৮।

'পুত্রা—ঔরস ক্ষেত্রজ দত্ত কৃত্রিম-গূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধাঃ রিক্থভাজঃ। কানীন সহোঢ় পৌনর্ভব পুত্রিকাপুত্র স্বয়ংদত্ত ক্রীতা ঔরসাদ্যভাবে গোত্রভাজশ্চতুর্থাংশিনঃ*'। গোতমঃ। দ্রষ্টব্যো—বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

---

* ৩২৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নিম্নে লিখিত নোট দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৩৪।

"ঔরস ও ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন তথা অপবিদ্ধ এই পুত্রেরা ধনাধিকারি॥—কানীন ও সহোঢ় ক্রীত তথা পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র—এই ছয় পুত্র ধূলিবৎ নিকৃষ্ট"। —কালিকাপুরাণ, দ্রষ্টব্য বিবাদভঙ্গার্ণব।

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ। গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ ভাগার্হাস্তনয়া ইমে॥—কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়িমে পুত্রপাংশবঃ॥—কালিকাপুরাণং। দ্রষ্টব্যো বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

"তত্ত্বদর্শিমুনিগণকর্ত্তৃক দ্বাদশ রূপ পুত্র কথিত, জাতিধর্ম্মবেত্তারা কহিয়াছেন তন্মধ্যে ছয় বন্ধুর ধনে অধিকারি, ছয় ধনাধিকারি নহে (কিন্তু) বান্ধব বটে। (পুত্রদের মধ্যে) প্রথম ঔরস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ, তৃতীয় পুত্রিকাপুত্র, চতুর্থ পৌনর্ভব, পঞ্চম কানীন, ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন—এই ছয় পিণ্ডদাতা॥ অপবিদ্ধ সহোঢ় দত্তক, কৃত্রিম, ও পঞ্চম ক্রীত পুত্র এবং যে স্বয়ং দত্ত-এই ছয় সঙ্করোৎপন্ন ধনাধিকারি নয় (কিন্তু) বান্ধব বটে॥ যম।—দ. চ. পৃ ২৭।

"পুত্রাস্তু দ্বাদশ প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তেষাং ষড় বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।—স্বয়মুৎপাদিতস্ত্বেকো, দ্বিতীয়ঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ। তৃতীয়ঃ পুত্রিকাপুত্রো, জাতিধর্ম্মবিদোবিদুঃ। পৌনর্ভবশ্চতুর্থস্তু, কানীনঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। গৃহে চ গূঢ়উৎপন্নঃ ষড়েতে পিণ্ডদায়িনঃ॥ অপবিদ্ধঃ সহোঢ়শ্চ দত্ত' কৃত্রিম এব চ। ক্রীতশ্চ পঞ্চমঃ পুত্রো যশ্চোপনযতে স্বয়ং। ইত্যেতে সঙ্করোৎপন্নাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ"।—যমঃ। দ চ. পৃ. ২৭।

"ঔরস, ক্ষেত্রজ, ও পুত্রিকাপুত্র, এবং কানীন, সহোঢ, তথা গূঢ়োৎপন্ন, পৌনর্ভব, অপবিদ্ধ, দত্তক, ক্রীত, তথা কৃত্রিম, এবং স্বয়ং উপাগত এই দ্বাদশ (রূপ) পুত্র কথিত। তন্মধ্যে ছয় বন্ধুর ধনে অধিকারি, ছয় ধনাধিকারি নয় (কিন্তু) বান্ধব। (ইহাদের) পূর্ব্ব পূর্ব্ব (ক্রমে) জ্যেষ্ঠ কথিত, উত্তরোত্তর জঘন্য। পিতার মরণে তদ্ধনে (ইহারা) ক্রমে অধিকারি হয়, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠাভাবে জঘন্য অধিকারী হউক" ॥—নারদঃ। দ. চ. পৃ. ২৭।

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব পুত্রিকাপুত্র এব চ। কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ গূঢ়োৎপন্নস্তথৈব চ। পৌনর্ভবোঽপবিদ্ধশ্চ দত্তঃ ক্রীতঃ কৃতস্তথা। স্বয়ঞ্চোপাগতঃ পুত্রা দ্বাদশৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ তেষাং ষড় বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ স্মৃতো জ্যেষ্ঠো জঘন্যো যো য উত্তরঃ। ক্রমাদেতে প্রবর্ত্তন্তে মৃতে পিতরি তদ্ধনে। জ্যায়সো জ্যায়সোঽভাবে, জঘন্যো যো য আপ্নুযাৎ॥—নারদঃ, দ. চ. পৃ. ২৭।

অপবিদ্ধ, সহোঢ়, দত্তক, ক্রীত, শূদ্রা-পুত্র ও স্বয়ং-উপাগত এই ছয় পুত্র ধনাধিকারি নয়।—ঔরস,

অপবিদ্ধঃ সহোঢো দত্তঃ ক্রীতঃ শূদ্রাপুত্র উপগতশ্চ স্বয়মিত্যদায়াদাঃ ষড়েব পুত্রাঃ।—ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ পৌত্র

ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, পুত্রিকা-পুত্র, কানীন, ও গূঢ়োৎপন্ন এই ছয় বন্ধু-দায়াদা॥ শঙ্খ-লিখিত। দ্রষ্টব্য —বিবাদ-ভঙ্গার্ণব।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কানীন, পুত্রিকাপুত্র, ও গূঢ়োৎপন্ন ইহারা বন্ধুর ধনে অধিকারি ॥ -দত্তক, ক্রীত, অপবিদ্ধ সহোঢ়, স্বয়ং উপাগত ও সহসাদৃষ্ট ইহারা বন্ধুর ধনে অধিকারি নয়। হারীত। দ. চ. পৃ. ২৮। দ্রষ্টব্য বিবাদভঙ্গার্ণব।

ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, পৌনর্ভব, দত্তক, স্বয়ং উপাগত, কৃত্রিম ইহাদের উল্লেখ করিয়া দেবল (কহিয়াছেন)—"সন্ততির নিমিত্তে এই দ্বাদশ (প্রকার) পুত্র কথিত, তন্মধ্যে (কএক) আত্মজ, কএক পরজাত, কএকজন (গ্রহণক্রিয়া দ্বারা) বান্ধবত্ব লাভ করিয়াছে কএকজন তদ্ব্যতিরেকে—তৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয় পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারি, অন্য ছয় কেবল পিতার ধনে অধিকারি।—দ চ. পৃ. ২৯।

উক্ত মনু বৌধায়ন গোতম ও কালিকাপুরাণ বচনে দত্তকপুত্র বান্ধব অথচ দায়াধিকারী বলিয়া অবধৃত. পরন্তু যমাদির বচনে কেবল বান্ধব বলিয়া কথিত। যদ্যপি যমাদিঋষির বচন আপাততঃ মনুবচনার্থের বিপরীত বোধ হয়, ও তদ্ধেতু অনাদরণীয় হওনের আশঙ্কনীয় বটে, কেননা বৃহস্পতির বচন এই যে 'বেদের অর্থ সংগ্রহ জন্য মনুর-ই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, মনুর অর্থের বিপরীত স্মৃতি

নর্ভবঃ পুত্রিকা-পুত্রঃ কানীনো গূঢ়োৎপন্নশ্চেতি ষট্ বন্ধুদায়াদাঃ ॥ শঙ্খলিখিতৌ। দ্রষ্টব্যো -বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

স্বয়মুৎপাদিতঃ ক্ষেত্রজঃ পৌনর্ভবঃ কানীনঃ পুত্রিকা-পুত্রো গূঢ়োৎপন্নশ্চেতি বন্ধুদায়াদাঃ।—দত্তঃ ক্রীতোঽপবিদ্ধঃ সহোঢ়ঃ স্বয়মুপাগতঃ সহসাদৃষ্টশ্চেত্যবন্ধুদায়াদাঃ ॥ -হারীতঃ, দ. চ. ২৮। দ্রষ্টব্যো বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

ঔরস পুত্রিকাপুত্র ক্ষেত্রজ কানীন গূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধ সহোঢ় পৌনর্ভব দত্তক স্বয়মুপাগত কৃতকক্রীতানভিধায় দেবলঃ - "এতে দ্বাদশ পুত্রাস্তু সন্ততার্থমুদাহৃতাঃ। আত্মজাঃ পরজাশ্চৈব লব্ধাযাদৃচ্ছিকাস্তথা॥ তেষাং ষড্‌বন্ধুদায়াদাঃ পূর্বে[illegible] পিতু[illegible] ষট্। দ. চ. পৃ. ২৯"।

উক্ত মনুবৌধায়নগোতমকালিকাপুরাণবচনেষু দত্তকো বান্ধবত্বেন দায়াধিকারিত্বেন চাবধৃতঃ। যমাদি বচনৈস্তু কেবলং বান্ধবত্বেনাভিহিতঃ। যদ্যপি যমাদি ঋষিবচনান্যাপাততঃ মন্বর্থবিপরীতানি বুধ্যন্তে (তেনচ অনাদরণীয়ত্বেনাশঙ্কনীয়ানি - 'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি-

প্রশস্ত নয়.’) তথাপি তাহা বস্তুতঃ তদ্রূপ নয়, সে দৃশ্য বৈপরীত্যের আশঙ্কাও নিবন্ধাদের কৃত সমন্বয়ে দূরীকৃত হইয়াছে। পরন্তু তৎসমন্বয় দুইরূপ হইয়াছে।

র্ম প্রশস্যতে’ ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ, তথাপি বস্তুতো ন তথা, তদ্দৃশ্যবৈপরীত্যাশঙ্কায়াশ্চ নিবন্ধৃকৃত সমন্বয়েন দূরীকৃতত্বাৎ। তৎসমন্বয়স্তু দ্বিধাভূত্।

সমন্বয়। /০ এক সমন্বয় যথা — দত্তকচন্দ্রিকাকার গুণবান্ ও গুণবিহীন ভেদে বন্ধুর ধনে অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তদ্‌যথা — ‘কোন মুনি যে দত্তককে দায়াধিকারি ও অন্য মুনি যে তাহাকে দায়ে অনধিকারি কহিয়াছেন তাহা গুণবান ও গুণহীন ভেদে সমাধা কর্ত্তব্য। পিতার সপিণ্ডদের ও বন্ধুদের-ও দায়াধিকারী হওয়াতে দত্তক বন্ধুর দায়াধিকারী এবং — ‘তন্মধ্যে ছয় (প্রকার পুত্র বন্ধুর ধনে, অন্য ছয় কেবল পিতার ধনে অধিকারী। এস্থলে ‘কেবল পিতার ধনে’ এই পদে ‘কেবল’ শব্দ শ্রুত হওয়াতে পিতা মাত্রের দায়াধিকারী হওয়ায় সে বন্ধুর দায়ে অনধিকারী। এতাবতা দত্তকের ধন গ্রহণাদিতে [illegible]নিভেদে পূর্ব্ব ষট্‌ক [illegible]পর ষটক মধ্যে গণিত হওয়ার উক্তিবৈষম্য তাহা গুণবান ও গুণহীন বিবেচনায় নিরাকৃত হইয়াছে।

/০ একোযথা, — দত্তকচন্দ্রিকাকৃদ্‌গুণাগুণভেদেন দত্তকস্য বন্ধুদায়াদত্বমদায়াদত্বঞ্চ নির্ণীতং, যথা, — “কেনাপি মুনিনা দত্তকস্য বন্ধুদায়াদত্বমন্যেন চাদায়াদত্বমুক্তং তদ্‌গুণবদগুণবদ্ভেদেন সমাধেয়ং। পিতুরিব বন্ধূনাং সপিণ্ডানামপি দায়হরত্বাৎ বন্ধুদায়াদত্বং, পিতৃমাত্র দায়হরত্বাৎ অবন্ধুদায়াদত্বং — ‘তেষাং ষড্‌ বন্ধুদায়াদাঃ পূর্ব্বেঽন্যে পিতুরেব ষট্’ — ইত্যত্র পিতুরেবেত্যেবকার শ্রবণাৎ। এবং দত্তকস্য ধন-গ্রহণাদৌ মুনিভেদেন পূর্ব্বাপরোক্তি বৈষম্যং গুণাগুণবিবেকেনাপাস্তং। — দ. চ. পৃ. ৩০।

বিবরণ। উক্ত মতে নির্গুণ দত্তক কেবল পিতার দায়াধিকারী, বন্ধুর দায়াধিকারী নয়।

উক্তমতে নির্গুণ দত্তকস্য পিতুরেব দায়হরত্বং ন তু বন্ধুদায়াদত্বং।

জীমূতবাহনের মতও প্রায় এইরূপ — কেননা তিনি ‘কলিতে সগুণ দত্তক নাই’ ইহা অবধারণ করিয়া দেবল বচনানুসারে ‘দত্তকপ্রভৃতি পরবর্ত্তি পুত্রেরা কেবল পিতার দায়াধিকারী’ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা, — ‘ঔরসাদি ছয় (পুত্র) কেবল পিতার

জীমূতবাহনোঽপি এবমেব প্রায়ঃ, — যতস্তেন কলৌ সগুণ দত্তকাভাবং বিবিচ্য দেবলবচনানুসারেণ দত্তক প্রভৃতি পরভূতানাং পুত্রাণাং পিতুরেব দায়হরত্বমিতি ব্যবস্থাপিতং — যথা ‘ঔরসাদয়ঃ ষট্ ন কেবলং পিতু-

দায়াধিকারি নয়, কিন্তু সপিণ্ডাদি বন্ধুদেরও দায়াধিকারি, পরবর্ত্তি অন্য ছয় (পুত্র) কেবল পিতার দায়াধিকারি, সপিণ্ডাদির নয়'।

দায়হরা, কিন্তু বন্ধূনামপি সপিণ্ডাদীনাং দায়হরাঃ, অন্যে পরভূতাঃ পিতুরেব পরং দায়হরাঃ, ন সপিণ্ডাদীনাং'।—শ্রীকৃষ্টবোদায়ভাগঃ, পৃ. ১৬৪।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তাও এইরূপ কহেন, তদ্‌যথা,—"দত্তক পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী কি না? এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে কোন কোন স্মার্ত্ত কহেন মনু ও বৌধায়ন বচনে দত্তক যে বন্ধুর ধনে অধিকারী কথিত এবং গোতম ও বৃহস্পতি বচনে ও কালিকাপুরাণে যে সে উৎকৃষ্ট পুত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিশয় গুণশালী দত্তক বোধন নিমিত্ত, বৃহস্পতিবচনানুসারে –জাতি-শুদ্ধ ও কর্ম্মশুদ্ধ যে সেই অতিশয় গুণশালী। কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ অর্থাৎ দান বেদাধ্যয়ন ও যজনদ্বারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত, কেননা 'সর্ব্বগুণে সম্পন্ন[*] যে দত্তক পুত্র সে ভিন্নগোত্র হইতে গৃহীত হইলেও গ্রহীতার ধন প্রাপ্ত হইবে' এই মনুবচনে সর্ব্বগুণশালি দত্তকের অধিকার জ্ঞাপিত হইতেছে।

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃদপি এবমাহ, যথা—"দত্তকস্য বন্ধুধনাধিকারিত্বং ন বেতি? —অত্র কেচিৎ যদ্দত্তকস্য বন্ধুদায়াধিকারিত্বমুক্তং মনু বৌধায়নাভ্যাং গোতমবৃহস্পতিকালিকাপুরাণৈশ্চ উৎকৃষ্টত্বমুক্তং তত্তু অতিশয় গুণশালিত্ববোধনাৎ, অতিশয় গুণশালী তু বৃহস্পতিবচনানুসারেণ 'জাতি শুদ্ধঃ কর্ম্মশুদ্ধশ্চ'। কর্ম্মভির্দানাধ্যয়ন যজনৈঃ শুদ্ধঃ সর্ব্ব পাপবিনির্মুক্ত ইত্যর্থঃ—'উপপন্নোগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ[*] সুতো যস্য তু দত্রিমঃ। স হরেতৈব তদ্‌রিকথং সংপ্রাপ্তোপ্যন্যগোত্রত' ইতি মনুবচনেন সর্ব্বগুণশালিনো দত্তকস্য ধনাহারিত্ববোধনাৎ। বি দা. ভা. দ্বী. র ৪।

৵০ অন্য সমন্বয় প্রাগুক্ত মনুবচনের টীকাতে কুল্লূকভট্টকর্ত্তৃক কৃত, –যথা 'হৈরণ্যগর্ভ মনু যে দ্বাদশ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথম ছয় বান্ধব অথচ স্বগোত্রের ধনাধিকারি -- এতাবতা বান্ধবত্বহেতু সপিণ্ড ও সমানোদকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে এবং নিকটতম সম্পর্কীয়ের অভাবে স্বগোত্রের দায়রূপ ধন লইবে--কেননা পরে কথিত হইবে যে দ্বাদশ বিধ পুত্রই পিতার ধনে অধিকারি। পর-

সমন্বয়ান্তরং প্রাগুক্ত মনুবচনটীকায়াং কুল্লূকভট্টেন কৃতং, যথা,—"যান্ দ্বাদশ পুত্রান্ হৈরণ্যগর্ভোমনুরাহ তেষাং মধ্যাদাদ্যাঃ ষড় বান্ধবাঃ গোত্রদায়াদাশ্চ, তস্মাদ্ বান্ধবত্বেন সপিণ্ডসমানোদকানাং পিণ্ডোদকদানাদি কুর্ব্বন্তোনন্তরাভাবেচ গোত্রদায়ং গৃহ্ণন্তি, পুত্রাঃ ঋকথহরাঃ পিতুরিতি দ্বাদশবিধ পুত্রা-

---

[*] 'গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ'—জাতি বদাচারৈঃ। অস্যার্থঃ 'সকল গুণে সম্পন্ন অর্থাৎ সুজাতি বেদবিদ্যা ও সদাচার বিশিষ্ট।—দ. চ. পৃ. ৩০।

বর্জ্জিত ছয়, (পিতা ভিন্ন অন্য) স্বগোত্রের ধনাধিকারি নয়, কিন্তু বান্ধব বটে, তাহাতে তাহারা বন্ধুর কার্য্য তর্পণ-ক্রিয়াদি করিবে।—মনু অ ৯, ব ১৫৮।

বিজ্ঞানেশ্বরের মত-ও প্রায় এইরূপ যথা—মনুকর্ত্তৃক দুই বট সংখ্যায় উপপন্ন পুত্রদের মধ্যে পূর্ব্বষট্‌ক যে দায়াদ ও বান্ধব কথিত, উত্তরষট্‌ক অদায়াদ বান্ধব উক্ত যথা ‘ঔরস ও ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই ছয় ধনাধিকারি অথচ বান্ধব; কানীন, সহোঢ, ক্রীত, তথা পৌনর্ভব, এবং স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র (এই) ছয় ধনাধিকারি নয় কিন্তু বান্ধব ইতি—তাহা-ও নিকট দায়াধিকারির অভাবে পূর্ব্বষট্‌ক নিজ-পিতৃসপিণ্ড সমানোদকদের ধনে অধিকারি, উত্তর ষট্‌কের সে অধিকার নাই।—মিতাক্ষরা, পৃ ২০৪।

বহু গ্রন্থকর্ত্তার আদৃত এই সমন্বয়ই অধুনা প্রযুজ্য বলিয়া প্রচলিত, কেননা কলিতে গুণবান্ দত্তকাভাবে গুণবান ও গুণহীন ভেদে কৃত যে প্রাগুক্ত সমন্বয় তাহা ব্যর্থই।† অতএব,

ণামেব বন্ধুগামিত্বাৎ। উত্তরে ষট্ ন গোত্রধনহরা ভবন্তি, বান্ধবাস্তু ভবন্তি;—ততশ্চ বন্ধু-কার্য্যমুদকক্রিয়াদি কুর্ব্বন্তি*।—মনু, অ. ৯, ব ১৫৮।

বিজ্ঞানেশ্বরোঽপি এবমেব প্রাহ, যথা,—“যদপি মনুনা পুত্রাণাং ষট্‌কদ্বয়মুপপন্নস্য পূর্ব্বষট্‌কস্য দায়াদবান্ধবত্বমুক্তং উত্তরষট্‌কস্যাদায়াদবান্ধবত্বমুক্তং ‘ঔরস’ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ। গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্। কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা, স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবা’—ইতি তদপি স্বপিতৃ সপিণ্ডসমানোদকানাং সন্নিহিত রিক্থহরান্তরাভাবে পূর্ব্বষট্‌কস্য তদ্রিক্থহরত্বমুত্তরষট্‌কস্য তু তন্নাস্তি”।—মিতাক্ষরা, পৃ ২০৪।

বহুভির্গ্রন্থকৃদ্ভিরাদৃত এষএব সমন্বয়োঽধুনা প্রযুজ্যত্বেন প্রচলিত, গুণবদগুণবত্ত্বভেদেন কৃত প্রাগুক্ত সমন্বয়স্য কলৌ গুণবদ্দত্তকাভাবেন ব্যর্থত্বাৎ। অতএব,—

---

* উপরি ধৃত টীকা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞাতে এডুকেসন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত মনুসংহিতা হইতে নীত।—বিবাদভঙ্গার্ণবে উক্ত মনুবচনের যে টীকা কল্লুক ভট্টের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়া কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে তাহার পাঠ উপরিধৃত টীকা হইতে কিছু ভিন্ন বটে, কিন্তু ভাব ও ফলিতার্থ ভিন্ন নয় তদ্ যথা “স্বায়ম্ভুবস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রো মনুশ্চতুর্দ্দশানাং মন্বাদ্যানাং মনুঃ স যান্ নৃণাং দ্বাদশপুত্রানাহ তেষাং মধ্যে ষড্ বান্ধবা উচ্যন্তে গোত্রদায়াদাশ্চ, এতৎ ফলং বান্ধবত্বেন সপিণ্ডসমানোদকানাং পিণ্ডোদকদানাদি কুর্ব্বন্তি গোত্রদায়াদাস্তু পিতুরন্যস্য পিণ্ডপুত্রাদ্যভাবে দায়ং গৃহ্ণন্তি চ,—উত্তরে ষট্ পিতুরন্যস্য ধনহারিণো ন পুনঃ পিতৃধনহারিণস্তে ভবেয়ুঃ, পুত্রাঃ প্রথক্ কত্বঃ পিতুরিত্যনেনৈব বচনাৎ”।

† দ্রষ্টব্য—ব্য দ পৃ. ৯৭৬—৭৮।

ব্যবস্থা। ৬৩৩ দত্তক সগোত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী, অসগোত্রের নয়। | ৬৩৩ দত্তকঃ সগোত্র-বন্ধু-ধনে অধিকারী, ন ত্বসগোত্রবন্ধুধনে।

প্রমাণান্তর। /০ দত্তক চন্দ্রিকার টীকা-কর্ত্তা তদ্বিবৃতিতে কুল্লূকভট্টের মতানুগামি হইয়া তন্মতই ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তদুক্তি যথা, —"যেমন দত্তক পিতার ধনে অধিকারী তদ্রূপ পিতামহাদি এবং মাতামহাদি বন্ধুর ধনেও অধিকারী হয়" (৩০। ২০) ইহা দত্তকচন্দ্রিকার মতে বোধ হয় বটে*, কিন্তু অনেক মুনি-বচনে যদ্যপি দত্তকের পূর্ব্বষট্ক মধ্যে গণনা করেন নাই তথাপি সকল স্মৃতি হইতে মনুর স্মৃতির প্রাধান্য, মনু পূর্ব্ব ষট্ক মধ্যে দত্তকের গ্রহণ করিয়াছেন,— এ বিধায় নিবন্ধারা এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন যে দত্তক সগোত্রবন্ধুর ধন পাইতে পারিবেন, ভিন্ন-গোত্র বন্ধু মাতামহাদির ধনে অধিকারী হইবেন না। তদনুসারে আদালত পর্য্যন্ত-ও এই ব্যবস্থা চলিতেছে, এবং এরূপ মীমাংসায় সকল বচনের সমাধা-ও হইয়া উঠে,—যে যে মুনি দত্তককে বন্ধু দায়াদ বলেন নাই সে বন্ধু অসগোত্র বন্ধু অর্থাৎ মাতামহাদি রূপ বন্ধু জানিবে, আর যে যে মুনি বন্ধু দায়াদ রূপে দত্তককে পরিগণিত করিয়াছেন সে সগোত্র বন্ধু পিতামহ ভ্রাতৃ প্রভৃতি জানিবে। —ইহার প্রমাণ ২০৪ পৃষ্ঠায় মনু সংহিতার ১৫৮ শ্লোকের টীকা দৃষ্টি করিলে পাইবে।—দত্তক চন্দ্রিকার তাৎপর্য্যার্থ বিবৃতি, পৃ. ৫, ৬। অতএব, —

৵০ "আর এক কথা যাহার উপর অনেক বিবাদ হইয়াছে, তাহা এই যে— দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র যেমত ক্রমাগত ধনে অধিকারী তদ্রূপ জ্ঞাতির ধনে অধিকারী কি না, —এক্ষণে ন্যায্যরূপেই বলা যাইতে পারে যে ঐ কথার মীমাংসা হইয়া সে তদ্ধনে অধিকারি ইহা স্থির হইয়াছে। জীমূতবাহন নিজ দায়ভাগে —দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র গ্রহীতৃপিতার কুটুম্বের (অর্থাৎ জ্ঞাতি প্রভৃতির) ধনে অধিকারী হইতে পারে না এই আপত্তি করিয়াছেন বটে; কিন্তু ঐ মত মনু-বচনের বিরুদ্ধ হওয়াতে কিছু মাত্র মান্য হইতে পারে না। পরন্তু বিবেচ্য এই যে বন্ধুর বা ভিন্ন গোত্র সম্পর্কীয়ের ধনে এরূপে গৃহীত পুত্রের শাস্ত্রানুসারে কোন দাওয়া নাই, যথা যে নারীকে পিতৃধন অর্শিয়াছে সে যদি পতির অনুমত্যনুসারে

---

* দত্তক চন্দ্রিকার উক্ত বন্ধু-ধনাধিকারী দত্তক পদে গুণবান্ দত্তক বোধ্য, কারণ টীকা-কর্ত্তা প্রমাণার্থে নিজ মুদ্রিত দত্তক চন্দ্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে বরাত দিতেছেন, (তদ্-যথা;—"এতেনৌরসস্য ভ্রাত্রাদি ধনে যেনৈব ভ্রাতৃত্বাদিনা সম্বন্ধেনাধিকারিত্বং তাদৃশেনৈব সম্বন্ধেন তাদৃশ দত্তকস্যাপি যথাসম্ভবমুচিতাংশভাগিত্বমবধেয়ং। অস্যার্থঃ—যে ভ্রাতৃত্বাদি-সম্বন্ধজন্য ঔরস পুত্র [illegible]াদির ধনে অধিকারী, তাদৃশ সম্বন্ধজন্যই তাদৃশ দত্তক উচিতাংশভাগী হইবে [illegible]। কিন্তু ইহা তদব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তি ১৮ ও ১৯ পংক্তিতে লিখিত কথার ফলবাচক মাত্র, তাহাতে (বন্ধু-ধনে গুণবান্ দত্তকের অধিকার ও নির্গুণ দত্তকের অনধিকার উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৯৭৮।

[illegible] এতদ্দ্বারা কুল্লূকভট্টের কৃত ব্যাখ্যা, সমন্বয় ও মীমাংসা সত্তব্য হইয়াছে।

দত্তক পুত্র গ্রহণ করে, তবে তাদৃশ দত্তক পুত্র গ্রহীত্রী মাতার মরণে ঐ ধনে অধিকারী হইবে না, নিকটতর দায়াদ না থাকিলে ঐ ধন ঐ নারীর পিতার ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে। সদরদেওয়ানী আদালতে অধুনা নিষ্পন্ন এক মকদ্দমাতে* এই কথার মীমাংসা হইয়াছে। পুত্রের দত্তক জ্ঞাতি ধনে অধিকারী ইহা স্বীকৃত হইয়াও যে দুহিতার দত্তক গ্রহীত্রী মাতার পিতৃধনে কেন অধিকারী নয় ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে না, কেননা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা সকলেই মাতামহকে কুটুম্বমধ্যে গণ্য করিয়াছেন, —পরন্তু ইহার কারণ এই যে শেষোক্ত অবস্থাতে গৃহীত দত্তক ঐ ব্যক্তিরই পুত্র হয় যাহার বংশ মাতামহ বংশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। — মেক্‌ হি. ল. বা ১, পৃ ৭৮।

গ্রহীতৃ-মাতার পিতৃধনে অধিকারী না হওন পক্ষে মেক্‌নাটন্‌ সাহেব উপরি উক্ত যে এক কারণ দর্শাইয়াছেন তদ্বিষয়ে শুদ্ধ-ঐ কারণটি মাত্র আছে এমত নহে, কিন্তু তদতিরেকে আরো অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে কতিপয় যথা,—

৶০ 'অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ'॥ —অত্রিঃ। 'অপুত্রেণেতি'— পুংস্ত্বশ্রবণাৎ ন স্ত্রিয়া অধিকার ইতি গম্যতে, অতএব বশিষ্ঠঃ—'ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুরিতি'। অস্যার্থঃ শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ক্রিয়া নিমিত্ত অপুত্র ব্যক্তি যে কোন উপায়ে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পুত্রপ্রতিনিধি করিবে॥ 'অপুত্র' এই শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়াতে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। অতএব বশিষ্ঠ কহিয়াছেন 'স্ত্রীলোকে ভর্ত্তার অনুজ্ঞাবিনা পুত্র দিবে না প্রতিগ্রহও করিবে না'। — দ. মী পৃ ৬।

।০ 'প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বেতি' ভর্ত্রনুজ্ঞাং বিনা ভার্য্যয়া প্রতিগৃহীতে পুত্রে স্বত্বং সিদ্ধ্যতি, ন তত্র পুত্রকার্য্যকারিত্বং দায়গ্রহণ শ্রাদ্ধদানাদিকং —পুত্রকরণস্য পুংকর্ত্তৃকত্ব বোধনাৎ, নহি ক্বচিৎ শাস্ত্রে স্ত্রিয়াঃ পুত্রকরণং দৃশ্যতে'। অস্যার্থঃ —'(ভর্ত্তার অনুজ্ঞা বিনা) প্রতিগ্রহ-ও করিবে না' ভর্ত্তার অনুজ্ঞাবিনা ভার্য্যা-কর্ত্তৃক পুত্র প্রতিগ্রাহ হইলে ঐ পুত্রে ভার্য্যার স্বত্ব সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সে পুত্র পুত্রের কার্য্যকারক অর্থাৎ দায়গ্রাহী ও শ্রাদ্ধকারী হইবে না, কেননা পুত্রকরণ পুরুষেরই কার্য্য ইহাই বোধিত হইয়াছে, স্ত্রীতে পুত্র করিবে শাস্ত্রে কোথাও এমত দৃষ্ট হয় না। বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

।/০ ন চ 'পত্নী বিরহিণো গার্হস্থ্যাশ্রমবিরহিত্বাৎ গার্হস্থ্যপ্রকরণোক্ত পুত্র-করণং ন সঙ্গচ্ছতে' ইতি বাচ্যং, প্রমাণাভাবাৎ। অতএব ব্যাসাদীনাং অকৃত-বিবাহানাং শুকদেবাদিরূপ পুত্রোৎপত্তিশ্চ শ্রূয়তে। অকৃতোদ্বাহকস্য মৃতপত্নী-কস্য ত্যক্তপত্নীকস্য বা যস্য দৈবাৎ বিবাহো ন ভবতি অগত্যা কোহসম্পূর্ণ সংস্কারকঃ অগৃহস্থো বা, দত্তকপ্রয়োগানামবর্ধানসত্ত্বেঽপি [illegible] পুত্রত্বং অনুভব-

* অর্থাৎ গঙ্গানারায়—বনাম—কৃষ্ণকিশোর প্রভৃতি—এই মকদ্দমাতে। দ্রষ্টব্য স. দে. আ. রি ৫, ৩ পৃ ১২৬, এবং ব্য. দ. পৃ. ৯৯২, ও ৯৯৩।

বিরুদ্ধং জ্ঞেয়ং'। অস্যার্থঃ—পত্নীবিহীন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমশূন্য হওয়াতে গৃহস্থাশ্রম প্রকরণোক্ত যে পুত্র করণ তাহা তৎপ্রতি সঙ্গত হয় না -ইহা প্রমাণাভাব হেতু বাচ্য নয়। অতএব ব্যাসাদি অবিবাহিত হইয়া-ও শুকদেবাদিরূপ পুত্রোৎপত্তি করিয়াছেন ইহা শ্রুত আছে। যাহার বিবাহ হয় নাই, যাহার পত্নী মরিয়াছে, যে পত্নী ত্যাগ করিয়াছে, অথবা দৈবাৎ যাহার বিবাহ হয় নাই সে অগত্যা অসম্পূর্ণসংস্কার কিম্বা অগৃহস্থ হইলেও দত্তক-গ্রহণের প্রয়োগ সকল পালনপূর্ব্বক পুত্র গ্রহণ করিলে যে সে পুত্রের পুত্রত্ব হইবে না ইহা অনুভব বিরুদ্ধ জানিতে হইবে। - বিবাদভঙ্গার্ণব।

।৶০ 'পিতৃঋণমোক্ষার্থং পুংসামেব পুত্র আবশ্যকঃ'। অস্যার্থঃ পিতৃঋণ মোচনার্থে পুরুষদেরই পুত্র আবশ্যক। ঐ।

।৶৴০ 'এবমুক্তঞ্চ জরৎকারু রুচি প্রভৃতি পুংসঃ পুত্রার্থং ভার্যাগ্রহণাদিকঞ্চ মহাভারতাদৌ, ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ। অস্যার্থঃ—মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে যে জরৎকারু রুচি প্রভৃতি পুরুষেরা পুত্রার্থে দারপরিগ্রহাদি করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও এমত উক্ত হয় নাই যে নারীতে (পুত্রার্থে) বিবাহ করিয়াছে। ঐ।

৷৷০ অতএব পার্ব্বণে পিতৃপক্ষশ্রাদ্ধস্যৈব আবশ্যকত্বং পুত্রস্য, নতু মাতামহপক্ষশ্রাদ্ধস্য, কিন্তু পিতৃপক্ষ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বতো মাতামহপক্ষশ্রাদ্ধাকরণে এব নিন্দা। তথাচ বিকৃতপারণাদৌ মাতামহপক্ষবিনাকৃতশ্রাদ্ধসিদ্ধৌ কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধসিদ্ধৌ মাতামহশ্রাদ্ধস্য নানুষ্ঠানমিতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাদিভিরুক্তং সঙ্গচ্ছতে। অস্যার্থঃ অতএব পার্ব্বণে পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ করাই পুত্রের আবশ্যক, মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ নয়, কিন্তু পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকারী মাতামহের শ্রাদ্ধ না করিলে নিন্দা হয়, তথাচ বিকৃতপারণাদিতে মাতামহপক্ষ বর্জ্জিয়া কৃত শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হওয়াতে কৃষ্ণপক্ষের শ্রাদ্ধ সম্পাদনে মাতামহের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান নয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির এই উক্তি সঙ্গত। ঐ।

৷৷৴০ এতাবতা শ্রেষ্ঠ কারণ এই বোধ হইতেছে যে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন নিমিত্তে পুত্রের যে আবশ্যকতা সে পুরুষেরই, নারীর নয়,—তাহার মুক্তি তদুপায়ের উপর তাদৃক্ নির্ভর করে না, এমতে যখন উপযুক্ত রূপে অনুমতি প্রাপ্তা কোন স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করে সে তাহা নিজ পতির নিমিত্তেই করে নিজের নিমিত্তে করে না।—এস্ট্রে. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৬৭।

সদর দেওয়ানী আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া অথচ সর্ উলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। পৈতৃক ভূমিসম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশাধিকারী বাঙ্গলাদেশবাসী শিবনাথ নামক ব্যক্তি বঙ্গালা ১২০৪ সালে ভগবতী নাম্নী গুর্ব্বিণী পত্নীকে ও গোবিন্দ প্রসাদ নামা ভ্রাতাকে রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন। ঐ বৎসরেই তৎপত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন যাহার নাম গঙ্গামায়া। বাঙ্গলা ১২০৭ ঐ বিধবা

কাল প্রাপ্তা হয়েন। ১২১৭ সালে রামকেশব দত্ত নামক এক ব্যক্তির সহিত গঙ্গামায়ার বিবাহ হয়। মূল ধনির ভ্রাতা গোবিন্দ প্রসাদ বাঙ্গলা ১২১৮ সালে কৃষ্ণকিশোর নামক এক পুত্র ও দয়াময়ী নামিকা এক দুহিতা রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন। গঙ্গামায়ার স্বামী রামকেশব ১২২৬ সালে নিস্সন্তান মরেন। মূলধনির মরণে তাঁহার পত্নী ভববতী অথবা ভ্রাতা গোবিন্দপ্রসাদ তদ্বিষয়াধিকারী? ঐ পত্নী যদি যথা-শাস্ত্র উত্তরাধিকারিণী হয় তবে তাহার মরণে তাহার কন্যা অথবা গোবিন্দপ্রসাদ বিষয়াধিকারী হইবে? কন্যাই যদি প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হয়, ও সে যদি পতির অনুমতিতে দত্তকগ্রহণ করিয়া থাকে তবে তন্মরণে তাদৃশ দত্তক বিষয়াধিকারী হইবে কি না? সে যদি অধিকারী না হয়, তবে গঙ্গামায়ার মরণে কে যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারি হইবে, যাহাকে ঐ বিষয় অর্শিবে?

পৈতৃক বিষয় দুহিতাকে অর্শিলে তাহা তন্মরণে তাহার দত্তকপুত্রকে অর্শিবে না, কিন্তু ঐ দুহিতার পিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে।

উ.। শিবনাথের মরণে তাহার বিষয় তৎপত্নী ভগবতীর স্বত্বাধিকার, তদ্ভ্রাতা গোবিন্দপ্রসাদের, নয়,—কারণ কোন ব্যক্তি প্রপৌত্রপর্য্যন্ত বিহীনাবস্থায় মরিলে তাহার বিষয় দায়শাস্ত্রানুসারে তাহার পত্নীকে অর্শে। ভগবতী মরিলে সে পতি সংক্রান্ত যে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছিল তাহা তাহার পতির মরণ কালে যে অবিবাহিতা দুহিতা ছিল তাহাকে অর্শিবে, ভ্রাতা শিবনাথকে অর্শে না:—কারণ দায়শাস্ত্রানুসারে তিন প্রকার দুহিতার মধ্যে (অর্থাৎ অবিবাহিতা, এবং পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতার মধ্যে) প্রথমোল্লিখিতই অন্যান্য প্রশস্তাদায়াদের অভাবে ধনাধিকারে প্রশস্তা; পরন্তু পতির অনুমতিতে গঙ্গামায়ার গৃহীত দত্তক গঙ্গামায়ার অধিকৃত ধনে অধিকারী নয়; কেননা দায়ভাগানুসারে দত্তক পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী নয়, এবং মনুর যে বচনে দত্তক পুত্রকে বন্ধুদায়াদ উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে সে গ্রহীতৃ পিতার গোত্রজদিগের ধনে অধিকারী, যথা কুল্লূক ভট্টকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলীতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশ। অতএব গঙ্গামায়া নিজমাতার মরণে পিতার যে ত্যক্ত ধনে অধিকারিণী হইয়াছিল ও যাহাতে তাহার স্বত্ব তজ্জীবনান্ত পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তাহা ঐ গঙ্গামায়ার মরণে তাহার পিতার ভ্রাতৃপুত্র কৃষ্ণকিশোরকে অর্শে, কারণ যখন পতিসংক্রান্ত বিষয় স্বামির অর্দ্ধশরীররূপ পুত্রহীনা পত্নীকে অর্শিলে তাহা তন্মরণে তৎপতির উত্তরাধিকারিতে বর্ত্তে, তখন পত্নী হইতে জঘন্য দায়াদা যে দুহিতা তাহাকে পিতৃ বিষয় অর্শিলে তাহার মরণে ঐ বিষয় অবশ্যই পিতৃদায়াদকে অর্শে।

প্রমাণ দায়ভাগাদি ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—“পত্নী ও দুহিতারা, পিতামাতা, তথা ভ্রাতারা, ভ্রাতৃপুত্র গোত্রজ ও বন্ধু ইত্যাদি। (দা. ভা. পৃ.) ১৬৭, ১৬৮।

সদর দেওয়ানী আদালত। ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ সাল। গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ১৩ (পৃ. ১৮৭—১৮৯)।

বিবেচনা। মেকনাটনের উক্ত গ্রন্থের ৮৭—৮৮ পৃষ্ঠায় ধৃত (অর্থাৎ এই পুস্তকের ৯৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) ব্যবস্থা উপরি উক্ত ব্যবস্থার সম্যক্ বিপরীত। এবং যদিও এতদুভয় ব্যবস্থাই তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধ বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে তথাপি তন্মধ্যে একটি বই শুদ্ধ হইতে পারে না, অতএব তদুভয়ের কোন্‌টি যথার্থ তাহা নির্ণেতব্য। যদিও উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রথম ব্যবস্থায় এক ভগিনীর দত্তক পুত্র আর ভগিনীর তিন ঔরস পুত্রের সহিত অধিকারে সাত অংশের একাংশ পাইতে অধিকারী কথিত হইয়াছে, তথাপি দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ব্যবস্থা প্রশ্নের লিখনানুসারে দত্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রশ্ন এই ছিল যে "জীবিত ব্যক্তিদের কে কি পরিমাণে বিষয়াধিকারী?" এবং পণ্ডিতের উত্তর পরিমাণ সম্বন্ধেই দত্ত হইয়াছিল। প্রশ্নটী যদি এমত হইত যে ভগিনীর দত্তক পুত্র মাতুলের ধনে অধিকারী কি না? তবে উত্তরটী যে ভিন্নরূপ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা সাহেব ঐ ব্যবস্থার নিম্ননোটে পণ্ডিতের লিখিত পরিমাণকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ভগিনীর দত্তকপুত্রের অধিকার বিষয়ক স্পষ্টতঃ কোন শাস্ত্র-প্রমাণ নাই। তথাপি তিনি তাহাতে এই বাক্যটী যোগ করিয়াছেন যে "তাহার অধিকার অনুমান সিদ্ধ"। বোধ হইতেছে ঐ অনুমানটী ধর্ম্মশাস্ত্রীয় মহাপ্রামাণ্য গ্রন্থ কতিপয় দৃষ্টি না করিয়াই নিষ্কর্ষ করিয়া থাকিবেন, কেননা ঐ গ্রন্থগুলির একখানিতেও তাদৃশ নিষ্কর্ষ নাই। বরং ইহা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ প্রকাশ পাইতেছে; তদ্যথা মিতাক্ষরাকার পূর্ব্বোক্ত মনুবচনস্থ 'বন্ধু'—পদের অর্থ সপিণ্ড ও সমানোদক করিয়া দত্তক পুত্রকে তাহাদের ধনেই অধিকারী কহিয়াছেন*, দায়ভাগ কর্ত্তা বন্ধুধনে তাহার অধিকারই অস্বীকার করিয়াছেন*, দত্তক-চন্দ্রিকাকার গুণবান্ দত্তককে মাত্র বন্ধুধনে অধিকারী বলাতে এবং কলিতে গুণবান্ দত্তক না থাকাতে তাঁহার মতের তাৎপর্য্য এই যে অধুনা দত্তক বন্ধুধনে অধিকারী নয়*, জগন্নাথকেও এই মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। কুল্লূক ভট্ট উপরি উক্ত মনুবচনটীকায় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে দত্তক কেবল গ্রহীতার সগোত্র বন্ধুধনে অধিকারী। আর২ গ্রন্থকর্ত্তারা বন্ধুধনে দত্তকের অধিকার বিষয়ে কিছুই কহেন নাই, এবং যদি তাঁহারা কিছু কহিতেন তথাপি তাহা এই মহামান্য গ্রন্থকর্ত্তাদের মতের বিপরীত হইলে গৌরব-যোগ্য হইত না। সে যাহাহউক দৃষ্ট হইতেছে যে উক্ত বিজ্ঞবর সাহেব অনন্তর প্রথমোক্ত ব্যবস্থা ও নিজ নিষ্কৃষ্ট অনুমানের বিপরীত ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ ১৮২৮ সালে নিজ গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামে (যাহাতে পণ্ডিতদিগের দত্ত ও আদালত সমূহে গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থাচয় সঙ্কলিত হইয়াছে) উক্ত ব্যবস্থা এবং অনুমান লিখিয়া পরে ১৮২৯ সালে মুদ্রিত প্রথম বালামে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধান সমূহ যে সঙ্কলিত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত মনুবচনের অর্থ এবং দায়ভাগ ও দত্তকচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বিবেচনা

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৭৫—৯৮০।

করিয়া আবার প্রথমোক্ত ব্যবস্থা এবং নিজ অনুমানের বিপরীতে কুল্লূক-ভট্টের মতানুযায়ী হইয়া লিখিয়াছেন যে "দত্তকরূপ পোষ্যপুত্র ক্রমাগত অথচ জ্ঞাতি সংক্রান্ত ধনে অধিকারী হয়; এবিষয় এক্ষণে অবৈধরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, বন্ধুধনে অর্থাৎ ভিন্নগোত্র কুটুম্বের ধনে সে অধিকার নাই। অনন্তর উক্ত ভিন্নগোত্র কুটুম্বের ধনে দত্তকের অধিকারী না হওয়ার প্রতি কারণ দর্শাইয়াছেন, তদনন্তর নিজ ব্যবস্থাপিত বিধানের পোষকতায় কৃষ্ণকিশোর প্রভৃতির বিরুদ্ধে গঙ্গামায়ার মকদ্দমার নিষ্পত্তি* প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন; ঐ মকদ্দমা উপরি উক্ত পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থাদ্বয়ের শেষ ব্যবস্থানুসারে নিষ্পন্ন হয়, এবং ঐ শেষ ব্যবস্থা কুল্লূকভট্টের মতানুমতা। এতাবতা যখন প্রথমে এক ব্যবস্থা প্রকটিত করিয়া পরে সেই বিষয়েই তাহার সম্যক্ বিপরীত ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, এবং এই শেষ ব্যবস্থানুসারে নিজ মতানুযায়ি বিধান লিখিয়াছেন তখন স্পষ্টতঃই প্রকাশ যে বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা প্রথম ব্যবস্থা এবং অনুমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শেষ ব্যবস্থাই গ্রাহ্য ও ধার্য্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার মত যখন শেষ ব্যবস্থা মূলক তখন তাহা অবশ্যই তাঁহার মনোনীত। বস্তুতঃ—প্রথম ব্যবস্থা শাস্ত্র সম্মত নহে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থা ও তন্মূলক তাঁহার বিহিত বিধানই শাস্ত্রানুগত।

মকদ্দমা নং ৮। ১৮৫৮ সাল।

লোকনাথ রায় ও উমাকান্ত রায় (বাদি) আপিলান্ট—বনাম—

শ্যামাসুন্দরী (প্রতিবাদিনী) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

নজীর
৯৩১ ও ৯৩২ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এই মকদ্দমার খাস আপীল ১৮৫৮ সালের ৭ জানুআরি তারিখে মে. বি. জে. কালবিন্ এবং এ. এস্‌কোন্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত সার্টিফিকেট্ অনুসারে মঞ্জুর হয়।—'বামদেব, রামদেব, কৃষ্ণদেব ও মহাদেব রায় চারি ভ্রাতা ছিল। রামদেব নিস্‌সন্তান মরে; বামদেবের এক পুত্র থাকে, সে রামমাণিক (নামিত;) মহাদেবী তাহার পত্নী ছিল; কৃষ্ণদেব রাজচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র (নামক) দুই পৌত্র রাখিয়া মরে; এবং মহাদেব শিবচন্দ্র নামক এক দত্তকপুত্র রাখিয়া যায়,—ইহার কন্যা শ্যামাসুন্দরী। দরখাস্ত কারিরা শম্ভুচন্দ্রের পুত্র, ইহারা বিষয়ের এক তেহাইর নিমিত্তে মহামায়ী দেবীর নামে নালিশ করে এই হেতুবাদে যে সে দত্তক-পুত্রের কন্যা হইয়া রক্ত সম্পর্কীয় কুটুম্বরূপে দায়াধিকারিণী হইতে পারে না। তাহারা প্রথম আদালতে ডিক্রী হাসিল করে. কিন্তু তাহা অধঃস্থ আপীল আদালতে রদ হয়,—এই কারণে যে তাহা দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ দায়ভাগানুসারে হইয়াছিল, পরন্তু ঢাকা প্রদেশে প্রচলিত মনুর স্মৃতি অনুসারে ঔরস সন্ততির ন্যায় দত্তক পুত্রের সন্তানও দায়াধিকারী।

* ৯৯১ ও ৯৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৯৭৯।

যে হেতুবাদ (খাস আপীলে) লিখিত হইয়াছে তাহা এই যে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ ব্যাপিয়া দায়ভাগ প্রচলিত, তাহাতে মনুর স্মৃতি অনুসারে মকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত ছিল না, দায়ভাগানুসারে দত্তক পুত্র ঔরস সন্ততির সহিত অংশাধিকারী নয়, অথবা সে অধিকারী হইলেও তাহার দুহিতার কোন অধিকার নাই।

এই সকল কথার বিচারের নিমিত্তে আমরা খাস আপীল মঞ্জুর করিলাম।

বিচার—

এই খাস আপীলে আমাদের সমীপে উপস্থিত বিচার্য্য কথা এই যে বাঙ্গলা-দেশে প্রচলিত দত্তকবিষয়ক শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র নিজ গৃহীতা পিতার কুলে ক্রমাগত ও জ্ঞাতি সংক্রান্তধনে অধিকারী কি না? মেকনাটন্ নিজ "এলিমেন্ট্‌স্ অব্ হিন্দু-ল" নামক গ্রন্থের প্রথম বালামের ৬৯ পৃষ্ঠায় বক্ষ্যমাণ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন।

"দত্তকের দত্তকতা একবার সম্পূর্ণ হইয়া গেলে দত্তক জনককুলের বিষয়ে সকল অধিকার বর্জ্জিত হয়, পরন্তু সে জনক কুল হইতে আংশিক রূপে পর হয়, (অর্থাৎ) বিবাহ এবং অশৌচ প্রভৃতি বিষয়ে দত্তক উদাসীন বৎ বিবেচিত হয় না। সে দত্তক না হইলে (জনক ও মাতামহ কুলের) যৎ সংখ্যক পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিতে নিষেধ ছিল সেই (নিষেধ) সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকে। সে যে বিষয়ে অধিকারী হয় তাহাতে কোন অংশে তাহার জনক কুলের অধিকার নাই। এবং এই রূপে গৃহীত দত্তক গ্রহীতা পিতার ধনাধিকারী হইয়া নিঃসন্তান মরিলে তাহার জনক যথাশাস্ত্র ঐ ধনে কোন ক্রমে অধিকারী নয়, কিন্তু তাহার (মৃত) গ্রহীতা পিতার পত্নী অধিকারিণী। (উপরি কথিত বিবাহাদি ব্যতিরেকে) দত্তক সর্ব্বতোভাবে গ্রহীতা পিতার গোত্রই হয়, এবং তৎক্রমাগত ধনে ও জ্ঞাতির ধনেও অধিকারী হয়। - মনু অ. ৯)। কিন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ রূপ বিশেষ দত্তক ভিন্ন অন্য দত্তক জনক পিতার ধনাধিকারী নয়"। আবার ঐ গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় নিম্নের গ্রন্থকর্ত্তা কহেন, "আর এক কথা—যাহার উপর অনেক বিবাদ হইয়াছে, তাহা—এই যে দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র যেমত ক্রমাগত ধনে অধিকারী তদ্রূপ জ্ঞাতির ধনে অধিকারী কি না,—এক্ষণে ন্যায্যরূপেই বলা যাইতে পারে যে ঐ কথার মীমাংসা হইয়া সে তদ্ধনে অধিকারী ইহা স্থির হইয়াছে। জীমূতবাহন নিজ দায়ভাগে—দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র গ্রহীতৃ-পিতার কুটুম্বের (অর্থাৎ জ্ঞাতি প্রভৃতির) ধনে অধিকারী হইতে পারে না এই আপত্তি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ মত মনুবচনের বিরুদ্ধ হওয়াতে কিছু মাত্র মান্য হইতে পারে না।"

মৈমনসিংহ ও রাজশাহী প্রদেশ হইতে (যথায় দায়ভাগ প্রচলিত) দুই মকদ্দমা এই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আদালতে মেকনাটনের উক্ত মতানুসারে দুই বারেই স্বীকারপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছেন। (তদুভয়ের)

প্রথম মকদ্দমা সিলেক্ট রিপোর্টের ১ বালামের ৭০৯ * পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে মহা প্রামাণিক প্রমাণ কোলব্রুক সাহেব এবং কম্বেল সাহেব উক্ত মত স্বকীয় প্রমাণে প্রামাণিক করিয়াছেন। দ্বিতীয় মকদ্দমা সিলেক্ট রিপোর্টের ৬ বালামের ২০৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়, তাহাতে আদালতীয় পণ্ডিতেরা নিজ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে –"সিদ্ধ দত্তককে গ্রহীতা পিতার গোত্রের একজন বিবেচনা করিতে হইবে, ও সে গ্রহীতা পিতার সপিণ্ডদিগের ধনে যথাশাস্ত্র অধিকারী। এই মত মনুর স্মৃত্যনুসারি। যদিও আদালতের আদেশ এই যে আমাদের ব্যবস্থা বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে দত্ত হওয়া চাই, ও যদিও এতদ্দেশে দায়ভাগ অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল, এবং দেবলের বচন তুলিয়া জীমূতবাহন তদনুসারে মত দিয়াছেন, ও যদিও তাহার কথা ধরিলে দত্তক রূপে গৃহীত পুত্র সপিণ্ড প্রভৃতির ধনাধিকারী হয় না, তথাপি যেহেতু এই আদালতে বিস্তর ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে যাহাতে মনুর স্মৃত্যনুসারে সপিণ্ডের ধনে দত্তকের অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, (অতএব) এই ব্যবস্থা ঐ স্মৃত্যনুসারে দেওয়া হইল" এই ব্যবস্থানুসারে আদালত এক দত্তকের পুত্রের হক্কে ডিক্রী দিলেন—যে গ্রহীতৃ পিতামহের সপিণ্ডের ধন দাওয়া করিয়াছিল।

এতাবতা আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে আমাদের সমীপে উপস্থিত বিশেষ বিষয়ে দায়ভাগে ধৃত বচন এক জন মহা প্রামাণিক লেখক-কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সাধারণ মতের বিপরীত কথিত হইয়াছে, এবং তাহা হওয়াতে, ঐ বচন দুইবার এই আদালতে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এমত অবস্থায়, আমরা তাহা করিতে অস্বীকার করিলেও, দায়ভাগের বচনমাত্রটীকে অত্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া তদনুগামী হইতে পারি না, কিন্তু আদালতের নজীর সমূহানুসারে আমাদের সমীপে উপস্থিত প্রশ্নের স্বীকারার্থক উত্তর দিতেছি।

দ্রষ্টব্য যে - বর্ত্তমান মকদ্দমার বিচার্য্য কথা কেবল গ্রহীত পিতার সপিণ্ডের বা জ্ঞাতির ধনাধিকার বিষয়ক। বন্ধুর বা ভিন্নগোত্র কুটুম্বের ধনাধিকারের সহিত এ কথার কোন সংস্রব নাই।

যেহেতু দত্তক পুত্রকে বিষয়াধিকারী হইতে অধিকার আছে অতএব সে অধিকারী হইলে পর বাঙ্গলাদেশে তাহার দুহিতা যে অধিকারিণী হইবে তাহাতে আর কথাটি নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা খরচা সমেত খাস্ আপীল ডিস্মিস্ করিলাম। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ ১৮৬৩।

---

* এই পত্রাঙ্ক ৭০৯ না হইয়া ২০৯ হইবে। দ্রষ্টব্য।—পৃ. ৯৮৯ অর্থাৎ এই পুস্তকের পর পৃষ্ঠায় নজীর।

শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র, আপিলান্ট—বনাম—নারায়ণী দেবী ও রামকিশোর রায়, রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর
৫৮৫ ও ৬৩৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্রকর্ত্তৃক নারায়ণী দেবীর ও রামকিশোর রায়ের স্থানে কৃষ্ণকিশোর রায়ের বিভব পরগনা মৈমনসিংহ প্রভৃতির চারি আনা অংশ পাইবার নিমিত্তে জিলা মৈমনসিংহের আদালতে এই নালিশ উপস্থিত করা হয়; উভয় পক্ষের পরিবারীয় ব্যক্তিগণের বিবরণ যথা—"মৈমনসিংহ প্রভৃতির জমীদার শ্রীকৃষ্ণ চারি পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন, অর্থাৎ—এক স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র, ও অন্যা স্ত্রীর গর্ভজাত তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র। (তন্মধ্যে) প্রথম (পুত্র) কৃষ্ণকিশোর রায় বিরোধীয় চারি আনার জমীদার ১১৭১ সালে দুই পত্নী রাখিয়া নিঃসন্তান কালপ্রাপ্ত হয়েন। (তাঁহার) প্রথমা পত্নী রত্নমালা নন্দকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১১৯১ সালে কালপ্রাপ্তা হয়েন; দ্বিতীয়া স্ত্রী (প্রতিবাদিনী) নারায়ণী দেবী নন্দকিশোরের মরণান্তে প্রতিবাদি রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন। (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বিতীয় পুত্র গোপালকিশোর নিঃসন্তান হওয়াতে যুগলকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র গঙ্গানারায়ণও সন্ততি ও বনিতা না রাখিয়া মরেন; চতুর্থ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দুই পুত্র অর্থাৎ (বাদিদ্বয়) শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্রকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন"। বাদিরা চারি আনা অংশের প্রতি তাহাদের দাবীর পোষকতার্থে বয়ান করে যে প্রতিবাদিনী নারায়ণী দেবী রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণার্থে যথাযোগ্য ক্ষমতা প্রাপ্তা হয়েন নাই; বিরোধীয় চারি আনা অংশ সমুদায়ের মালিক-জমীদারের জ্যেষ্ঠা পত্নী রত্নমালার গৃহীত দত্তক নন্দকিশোরের মরণান্তে বাদিরা তাঁহার গ্রহীতৃ-পিতা কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া তাঁহার দায়াদ বটে। প্রতিবাদিরা প্রথমতঃ রামকিশোরের দত্তকতা অবৈধ হওন বিষয়ক বাদিদের উক্তি অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ আপত্তি করেন যে বাদিরা নন্দকিশোরের গ্রহীতৃ-পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র মাত্র, তাহারা নন্দকিশোরের অনিকট সম্পর্কীয় হওয়াতে তাঁহার বিষয়ে অধিকারি নয়। "জিলাতে পূর্ব্বে নিষ্পন্ন আর এক মকদ্দমার কাগজ পত্র দৃষ্টে জিলার জজের বিবেচনা হইল যে (বর্ত্তমান মকদ্দমায়) বিচার্য্য কথার পূর্ব্বেই মীমাংসা হইয়াছে। উল্লিখিত মকদ্দমাতে কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতা গোপালকিশোরের গৃহীত দত্তক যুগলকিশোর নন্দকিশোরের উত্তরাধিকারিত্ব সত্ত্বে বিরোধীয় বিষয়ের দুই আনার নিমিত্তে নারায়ণী দেবীর নামে অভিযোগ করে। পতির অনুমত্যানুসারে নারায়ণী দেবীকর্ত্তৃক রামকিশোর দত্তক গৃহীত হওন বিষয়ে তৎকালে প্রমাণ গৃহীত হয়, তাহাতে সাক্ষিরা সাক্ষ্য দেয় যে ঐ অনুমতি তাহাদের শ্রবণ গোচরে বাচনিক দত্ত হইয়াছিল। বহুকালান্তে সাক্ষির স্মরণ বলে এইরূপ বর্ণনা করাতে এবং তদুপলক্ষে উপস্থিতি কৃত কোন২ কাগজের প্রতি সন্দেহ জন্মিবাতে তদ্দত্তকতা স্বীকার করা উপযুক্ত বিবেচনা হয় নাই। অনন্তর ঐ জিলা আদালতের এবং নিকটবর্ত্তি জিলা সকলের এবঞ্চ

সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগকে এই কথার নিশ্চয়ার্থে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হয় যে—'নন্দকিশোরের অধিকৃত দুই আনা রকম বিষয়ের অধিকার হিন্দুদের শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণকিশোরের জীবিতা পত্নী নারায়ণীকে বর্ত্তিবে, অথবা কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতার দত্তক পুত্র যুগলকিশোরকে অর্শিবে, কিম্বা কৃষ্ণকিশোরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্রকে বর্ত্তিবে? ভিন্ন২ জিলা-পণ্ডিতেরা যে সকল উত্তর পাঠাইলেন তাহা পরস্পর বিপরীত; কিন্তু ত্রিপুরা জিলার ও সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা পৃষ্ট প্রশ্নের যে মীমাংসা করেন (অর্থাৎ উত্তর দেন) তাহা এই যে যুগলকিশোর কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতার দত্তক পুত্র বলিয়া উক্ত দুই আনা অংশের যথাশাস্ত্র অধিকারী, তদনুসারে যুগলকিশোরের পক্ষে ডিক্রী হয়। অতএব বর্ত্তমান মকদ্দমাতে জিলা জজের এমত মত হওয়াতে যে বাদিরা (অর্থাৎ শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র) বিরোধীয় চারি আনার কোন অংশে অধিকারি নয়, জিলা আদালতে খরচা সমেত তাহাদের দাবী ডিস্‌মিস্‌ হইল।

বাদিরা উক্ত নিষ্পত্তির প্রতি ঢাকার প্রবিন্‌স্যাল কোর্টে আপিল করিল। প্রকাশ পাইল যে ১৮০১ সালের ৫টা ডিসেম্বর তারিখে নারায়ণী দেবীর এবং গোপালকিশোরের দত্তক যুগলকিশোরের মধ্যে উপস্থিত মকদ্দমার আপিলে সদরদেওয়ানী আদালতে এক ডিক্রী সাদের হয়। ঐ আপিলে সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন যে নন্দকিশোরের উত্তরাধিকারী হরকিশোরই হইবে, নারায়ণী হইবেন না, কেননা তিনি নন্দকিশোরের বিমাতা, মাতা নহেন;—পরন্তু যদি তাঁহার দত্তক গ্রহণে ক্ষমতা ছিল তবে রামকিশোর তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়াতে রামকিশোরই নন্দকিশোরের দত্তকরূপ ভ্রাতা বলিয়া উত্তরাধিকারী হইবে। জিলা রংপুরে পূর্ব্ব এক মকদ্দমাতে রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণ বিষয়ে নারায়ণীর ক্ষমতা থাকা সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেওয়া হয় তাহা প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের সন্তোষজনক হওয়াতে ঐ আদালত এই স্থির করিলেন যে রামকিশোর যথাযোগ্য রূপে ও যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হইয়াছে, ও তদ্ধেতু এমত বিবেচিত হওয়াতে যে আপিলান্টেরা ঐ চারি আনা রকমের কোন অংশে অধিকারি নয়, জিলার নিষ্পত্তির প্রতি কৃত আপিল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইল।

অনন্তর শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র সদরদেওয়ানী আদালতে (এইচ্‌. কোল্‌ব্রুক্‌ ও জেফরেল সাহেবের নিকট) আপিল করে পূর্ব্বোক্ত দুই ডিক্রীর বিরুদ্ধে তাহারা যে যে আপত্তি করে তাহার প্রথম এই যে রেস্পণ্ডেন্ট্‌ রামকিশোর একই পরিবারের দ্বিতীয় দত্তক হওয়াতে তাহার দত্তকতা অশাস্ত্রীয়,-দ্বিতীয় এই যে দুই দত্তককে শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচনা করিলেও এক দত্তক অন্য দত্তকের ধনে জ্ঞাতিরূপ উত্তরাধিকারী বলিয়া অধিকারী হইতে পারে না। আদালত নিজ পণ্ডিতদিগকে বক্ষ্যমাণ রূপে শাস্ত্রসংক্রান্ত প্রশ্ন প্রস্তাব করিলেন—'চারি আনা রকম বিষয়ের জমীদার কৃষ্ণকিশোর নিস্‌সন্তান মরিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী নন্দকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করে, এবং ঐ জ্যেষ্ঠা পত্নীর ও নন্দ-

কিশোরের মরণান্তে (কৃষ্ণকিশোরের) কনিষ্ঠা পত্নী রামকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করে, অনন্তর রামকিশোর ও কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতার দত্তক যুগলকিশোর এবং কৃষ্ণশোরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র উক্ত বিষয়ের প্রতি দাবী করিতেছে; দাবীদার ব্যক্তিদের মধ্যে কে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী? এবং এক গ্রহীতৃ-পিতার দুই দত্তক পুত্র হইলে তন্মধ্যে একের মরণে তাহার ধনে অন্য দত্তক জ্ঞাতিরূপ উত্তরাধিকারী বলিয়া অধিকারী কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা উক্তি করিলেন যে কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী উপযুক্তরূপে ক্ষমতাবতী হইয়া যদি এক দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকে তবে ঐ পুত্র বিষয়ের অধিকারী। এবং ঐ পুত্রের মরণের পর কনিষ্ঠা পত্নীও যদি উ[illegible] ক্ষমতানুসারে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে জ্যেষ্ঠা পত্নীর দত্তক নিজসন্ততি অথবা গ্রহীত্রী-মাতার পুত্ররূপ ভ্রাতা না রাখিয়া মরিয়া থাকিলে তাহার বিষয় কৃষ্ণকিশোরের কনিষ্ঠাপত্নীর গৃহীত দত্তককে অর্শিবে, কৃষ্ণকিশোরের ভ্রাতার দত্তক পুত্রকে অথবা তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দত্তক পুত্রদিগকে অর্শিবে না,—এক দত্তকের বিষয় অন্য দত্তককে অর্শে, যেহেতু সেই তাহার নিকটতম জ্ঞাতি, কৃষ্ণকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করণ বিষয়ে উপযুক্তরূপে নারায়ণী দেবীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া সপ্রমাণ হওন পক্ষে সদরদেওয়ানী আদালতের মত ঢাকার প্রবিন্সল কোর্টের মতের সহিত ঐক্য হওয়াতে এবং পণ্ডিতদিগের উপরি উক্ত ব্যবস্থায় এমত প্রকাশ পাওয়াতে যে এক পুরুষের সংসারে দুই দত্তক সিদ্ধ, ও দত্তক গ্রহীতৃপিতার গোত্রে যেমত ক্রমাগত ধনে অধিকারী তেমত জ্ঞাতির ধনেও অধিকারি বটে, অপিচ সমুদয় চারি আনা রকম বিরোধার বিষয়ে রামকিশোর যথার্থতঃ অধিকারী হওয়াতে, তৎসম্বন্ধে আপিলান্টদের কৃত দাবী অগ্রাহ্য উক্ত হইল, ও তন্নিমিত্তে তাহা সদরদেওয়ানী আদালত কর্তৃক খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল*। ২১এ আগস্ট ১৮০৭ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২০৯।

গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী।

নজীর
৬৬৩ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

শিবনাথ নামক কোন ব্যক্তি ভাগীরথী নাম্নী অন্তর্বত্নী পত্নীকে এবং গোবিন্দপ্রসাদ নামক ভ্রাতাকে রাখিয়া লোকান্তরগত হয়। অনন্তর ঐপত্নী এক কন্যা প্রসব করে, তাহার নাম গঙ্গামায়া। এই কন্যাকে রাখিয়া ঐ বিধবা পত্নী মরে, এবং তাহার মরণের দীর্ঘকাল পরে ঐ কন্যার বিবাহ হয়। তৎপরে (মুলধনির ভ্রাতা) গোবিন্দপ্রসাদ কৃষ্ণকিশোর নামক এক পুত্র রাখিয়া মরে। কএক বৎসর পরে গঙ্গামায়ার স্বামী বন্ধ্যা গঙ্গামায়াকে দত্তক লইতে অনুমতি দিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। বিচার হইল যে গঙ্গামায়া নিজ মাতার

* এই মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে গ্রহীতৃ-পিতার জ্ঞাতির ধনে দত্তকের অধিকার থাকা এবং এক ব্যক্তির দুই পত্নীকর্তৃক দত্তক গ্রহণার্থে পতি হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে পরং দুই দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত হওয়া সাব্যস্ত হইল (রিপোর্ট লেখকের অর্থাৎ সর উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের নোট্)।

মরণান্তে যথাশাস্ত্র ধনাধিকারিণী, কিন্তু তাহার অধিকার তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত, তাহার মরণোত্তর ঐ ধন তৎ পিতার ভ্রাতাকে গিয়া অর্শিবে, তাহার (অর্থাৎ গঙ্গামায়ার) দত্তক পুত্রকে অর্শিবে না। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল; স. দে. আ. রি. বা ৩, পৃ. ১২৮—১৩২।

যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার মর্ম্ম এই যে শিবনাথের মরণে তদ্বিষয়ে তাহার পত্নী ভাগীরথীর অধিকার, ভ্রাতা গোবিন্দ প্রসাদের অধিকার নাই, যেহেতু প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি-হীন ব্যক্তি মরিলে তাহার ধন দায়শাস্ত্রানুসারে তৎপত্নীকে অর্শে, ভাগীরথীর মরণে তদধিকৃত পতি-সম্বন্ধীয় ধন পতির মরণকালীন যে দুহিতা অবিবাহিতা ছিল তাহাকে অর্শিবে, শিবনাথের ভ্রাতাকে অর্শিবে না, কেননা দায়শাস্ত্রানুসারে কুমারী সম্ভাবিত-পুত্রা ও পুত্রবতী এই তিন প্রকার দুহিতার মধ্যে পুত্রাদির অভাবে কুমারী অধিকারিণী। কিন্তু পতির অনুমত্যনুসারে গঙ্গামায়া যে দত্তক গ্রহণ করে, গঙ্গমায়ার অধিকৃত সম্বন্ধীয় ধনে ঐ দত্তকের কোন অধিকার নাই, যেহেতু দায়ভাগানুসারে দত্তক পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী নয়, এবং মনুর যে বচনে দত্তক পুত্র অধিকারিমধ্যে গণিত হইয়াছে, কুল্লূক ভট্টলিখিত মন্বর্থ-মুক্তাবলী নাম্নী টীকার এবং আর আর গ্রন্থকর্ত্তার তদ্বচন ব্যাখ্যায় বোধ হইতেছে যে দত্তক (তদ্গৃহীতার) স্বগোত্রধনাধিকারী। অতএব মাতার মরণে গঙ্গামায়া যে পিতৃসম্বন্ধীয় ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহাতে সে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী মাত্র ছিল, তাহা তৎপিতার ভ্রাতৃপুত্র কৃষ্ণকিশোরকে অর্শিবে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৯৮৪।

ব্যবস্থা। ৬৩৪ কিন্তু দত্তকের ধনে সগোত্রের ন্যায় অসগোত্র বন্ধুর-ও অধিকার নির্ব্বিবাদ।

৬৩৪ দত্তকস্য ধনে তু সগোত্রবদসগোত্রবন্ধূনাপ্যধিকারোনির্ব্বিবাদঃ।

কারণ। যেহেতু দত্তকের ধনে তাহাদের অধিকার কুত্রাপি নিষিদ্ধ না হওয়াতে তাহাতে বাধা নাই।

তেষাং তদ্ধনাধিকারে কুত্রাপি নিষেধাভাবেন বাধকাভাবাৎ।

দেবনারায়ণ রায় মৃত, তৎস্থলাভিষিক্ত ঐ দেবনারায়ণ রায়ের কন্যা মোসম্মাৎ সুধাময়ী দাসীর পুত্র শ্রীনাথ মিত্র (বাদী আপিলান্ট),
—বনাম—মৃত দেবনারায়ণ রায়ের (বিধবা) কন্যা কেবলমণি, তৎস্থলাভিষিক্ত তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, রাজকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ, (প্রতিবাদি রেস্পণ্ডেণ্ট্)।

নজীর
৬৩৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/১ কলিকাতার কোর্ট আপীল আদালতে দেবনারায়ণ রায় হীরামণির নামে মবলগে ১৯৪৮২ টাকা।৵১ আনা তমসুক বাবৎ পাওনা পাইবার নিমিত্তে নালিষ করে; মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন বাদী কালপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে তাহার চারি কন্যা—সুধাময়ী, কেবলমণি, আনন্দময়ী, ও শিবসুন্দরী—উত্তরাধিকারিণীরূপে তাহার স্থলাভিষিক্তা হইতে আকাশ করে, ও সেই রূপ

হয়। অনন্তর সুধাময়ীর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান আপিলান্ট তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল এবং প্রতিবাদিনীর সহিত রফা করিল। কেবলমণি ঐ রফানামা মোতাবেক হওয়া ফয়সলাতে অসম্মতা হইয়া সরাসরী আপীল করিল। ১৮৩৯ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে শ্রীযুক্ত রিড্ সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে বাদিনীরূপে কেবলমণির (উপস্থিত করা) দাওয়ার বিচার হয়; ও তন্নিমিত্তে মকদ্দমা সাবেক নম্বরে বহাল হয়। অনন্তর মকদ্দমাটি এইরূপ দাঁড়াইল যে—যেহেতু রফা করাতে প্রতিবাদিনী কাযে কাযে দাবীর সত্যতা স্বীকার করিয়াছে, (অতএব) কেবল এই কথার বিচার আবশ্যক যে ঐ ডিক্রী পাইতে কাহার অধিকার? একটিং জজ এই কারণে বাদির দাওয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন যে ঠাকুরাণী দাসীর দত্তক পুত্র গ্রহণকরা সত্য নয়। ও কেবল দখল বিষয়ক সরাসরি নিষ্পত্তিতে যথার্থ স্বত্বাধিকারের নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

সদরদেওয়ানী আদালতের জজ গার্ড্রেন সাহেব মকদ্দমার কাগজাত্ মোলাহেজা করণান্তে উপরি উক্ত বিচারে অসম্মত হওয়ার কোন কারণ না দেখায় তাহা বহাল রাখিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন।

অনন্তর ১৮৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিজ নিষ্পত্তির যথার্থতার প্রতি গার্ডেন সাহেবের সন্দেহ জন্মিবায় (আপিলান্টদের মধ্যে এক জন) শ্রীনাথ মিত্রের প্রার্থনাক্রমে তজবীজ সানি মঞ্জুর করিলেন।

অনন্তর মকদ্দমা শ্রীযুক্ত জাক্‌সন্ সাহেবের হুজুরে পেশ হইল,—তিনি আজ্ঞা করিলেন যে দেবনারায়ণের এক দত্তক গ্রহণ করা সত্য কি না, যদি সত্য হয়, তবে দেবনারায়ণের দৌহিত্রদের মধ্যে কে কে তদ্দত্তক পুত্রের মরণকালীন জীবিত ছিল, ও তদ্ধেতু ঐ দত্তক পুত্রের ধনে উত্তরাধিকারিরূপে অধিকারি হইয়াছিল তাহার তদারক হয়।

তাহাতে (তদারক হইয়া) এক্ষণে এক রিটর্ন্ পোঁছিয়াছে তদ্দ্বারা প্রকাশ যে দেবনারায়ণ রায় রামনারায়ণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে ও রামনারায়ণ গ্রহীতৃ-পিতামাতার মরণান্তে বাঁচিয়া থাকে; আর রামনারায়ণের মরণকালে (দেবনারায়ণের) এই কএক দৌহিত্র জীবিত থাকে, যথা—শ্রীনাথ মিত্র গঙ্গানারায়ণ (অনন্তর মৃত,) ও মাহেন্দ্রনারায়ণ (অনন্তর মৃত;)—ইহারা দেবনারায়ণের দুহিতা সুধাময়ীর পুত্র। এবং দেবনারায়ণের দুহিতা কেবলমণির পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ (ইহার তিন ভ্রাতা রামনারায়ণের মরণের পরে জন্মে,) ও মৃত আনন্দময়ীর পুত্র প্যারীমোহন (অনন্তর মৃত)।

দেবনারায়ণের চতুর্থ কন্যা শিবসুন্দরী নিঃসন্তান মরে।

নিম্ন আদালতের বিচারে অথচ গার্ডেন সাহেবের চূড়ান্ত বিচারে প্রতিবাদিনী হীরামণি ও শ্রীনাথের মধ্যে যে বন্দোবস্ত (অর্থাৎ রফানামা) হয় তাহা তমস্সুক বাবৎ কৃত দাবীর যথার্থতার স্বীকার বলিয়া অবশ্যই বিবেচিত হইল। এই হেতুতে জজ সাহেব রফানামা অগ্রাহ্য করিয়া বাদিকে সম্পূর্ণ

দাবীর ডিক্রী দিলেন। এই ডিক্রীতে অসম্মতা হইয়া প্রতিবাদিনী কোন আপীল করিলেক না, (তাহাতে) তৎসম্বন্ধে এই ডিক্রী সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ বোধ হইতেছে।

বাদী দেবনারায়ণ কালপ্রাপ্ত হওয়াতে কে ঐ ডিক্রীর ফলভোগী হইবে তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক। নিম্ন আদালতের বিচার যাহা গার্ডেন সাহেব স্থির-তর রাখিয়াছেন তাহাতে দেবনারায়ণের দুহিতা কেবলমণিকেই সমস্ত দেওয়া-নতে তাহা এ বিষয়ে স্পষ্টতঃ ভ্রমময়। দেবনারায়ণ রামনারায়ণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা সপ্রমাণ, রামনারায়ণই কেবল নিজ পিতৃধনে অধিকারী, তাহাতে আরং বিষয়ের মত ঐ ডিক্রী পাইতেও অধিকারী। রামনারায়ণের মরণে, দেবনারায়ণের যে কএক দৌহিত্র তৎকালীন বিদ্যমান ছিল তাহারাই রাম-নারায়ণের ধনে অধিকারি। ঐ (বিদ্যমান ব্যক্তিগণ যথা) শ্রীনাথ মিত্র—/৪ অংশে গঙ্গানারায়ণ (অনন্তর মৃত) তাহার উত্তরাধিকারী —/৪ অংশে, মাহে-শ্বনারায়ণ (অনন্তর মৃত তাহার উত্তরাধিকারী —/৪ অংশে, কৃষ্ণগোবিন্দ—/৪ অংশে, প্যারীমোহন (অনন্তর মৃত) তাহার উত্তরাধিকারী /৪ অংশে (অধি-কারি)। শ্রীনাথ ভিন্ন অন্য কেহ আদালতে উপস্থিত নাই, কৃষ্ণগোবিন্দ উকীল নিযুক্ত করিতে উপেক্ষা করিয়াছে, অতএব আজ্ঞা হইল যে দাবীকৃত সম্পূ। সংখ্যার ডিক্রী প্রতিবাদিনীর উপর সাদের হয়, ও তাহাতে উক্ত হয় যে উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণকে তৎপ্রত্যে-কের নামে যৎপরিমিত অংশ অঙ্কপাত হইল তৎপরিমিত অংশে তাহারা বা সে অধিকারী। সদরদেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট, ২১ জুন ১৮৪৮ সাল।

গঙ্গাপ্রসাদ রায় (বাদী আপিলান্ট)—বনাম—ব্রজেশ্বরী চৌধুরাণী ও বনওয়ারীলাল রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী, রেস্পণ্ডেন্ট)।

৭। বাদী আপনাকে মৃত গৌরসুন্দর রায়ের নিকটতম পুং-দায়াদ প্রকাশ করিয়া অত্র অভিযোগদ্বারা তাহার জমীদারী দখলের আদেশ করে—এই হেতু-বাদে যে এক্ষণে ঐ জমীদারী দখলকারিণী মৃত গৌরসুন্দরের পত্নী ব্রজেশ্বরী পতির অনুমতি বিনা বনওয়ারীলালকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার অনবধিত পরে ঐ বিষয়ে অধিকারী যে বাদী তাহার হানিজনক আর আর কর্ম্ম করিতেছে।

জওয়াবে (প্রতিবাদিরা) বিনা অনুমতিতে বনওয়ারীর দত্তক গৃহীত হওয়ার কথা অস্বীকার করে, পরন্তু যদি তেমত-ও হয়, তথাপি বনওয়ারীলাল কহে যে গৌরসুন্দরের উত্তরাধিকারী বলিয়া বাদির কোন অধিকার নাই। মৃত গৌরসুন্দরের মাতুল-পুত্র কৃষ্ণবিহারী রায় প্রশস্ত উত্তরাধিকারী কথিত হই-য়াছে। বাদী জওয়াবলজওয়াবে কহে যে গৌরসুন্দর নিজে দত্তক পুত্র হওয়াতে কৃষ্ণবিহারী তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তাহার প্রথম কারণ এই যে কৃষ্ণবিহারীর পিতা ও গৌরসুন্দরের প্রকৃত-মাতা সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনী

ছিলেন না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মাতৃগর্ভজাত ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে গ্রহীতৃ-মাতার কুটুম্বেরা দত্তকের ধনে অধিকারী হইতে পারে না।

জিলার জজ পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসাকরণান্তে, ও তিনি এই কথা বলাতে যে —"উভয়ের যে কোন ঘটনাতে বাদী কৃষ্ণবিহারি অপেক্ষা করিয়া গৌরসুন্দরের প্রশস্ততর দায়াদ হইতে পারে না, কৃষ্ণবিহারী যে নিকটতম উত্তরাধিকারী ইহাতে সন্দেহ নাই'—বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়া মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন এই হেতুবাদে যে গৌরসুন্দরের উত্তরাধিকারী বলিয়া নালিশ করিতে তাঁহার অধিকার নাই। (সদর) আদালতকে জানান হইয়াছিল যে বাদির আপিলে হালাতের তকরার নাই, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিতে যে শাস্ত্রীয় কথার বিচার হয় কেবল সেই কথার উপর আপীল হইয়াছে। অতএব ১৮৫৩ সালের ১৫ আক্টের ১২ধারানুসারে মকদ্দমা উপস্থিত ও শুনানি হইল।

আপিলাণ্টের উকীল একথা স্বীকার করেন যে গৌরসুন্দর কৃষ্ণসুন্দরের ঔরস পুত্র হইলে উত্তরাধিকারিগণের যে ক্রম নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা মান্য হইত, কিন্তু তিনি দত্তকের ধনে মাতৃ-কুটুম্বদের অধিকার অস্বীকার করেন না। তিনি কহেন দত্তক গ্রহণ পুরুষে কার্য্য, এবং বিবাহ না করিয়াও দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে পতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। উক্ত উকীল সিলেক্‌ট্ রিপোর্টের ৩ বালামের ১২৮ পৃষ্ঠাস্থ মৃত গঙ্গামায়ার মকদ্দমার* ও মেক্‌নাটনের হিন্দুলার দ্বিতীয় বালামের ১৮৭ পৃষ্ঠার উল্লেখ করেন। এবং এতৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়ে তর্ক করেন যে—যেহেতু দত্তক পুত্র গ্রহীত্রী মাতার উত্তরাধিকারী কথিত হয় নাই, অতএব পতির পরিবার মধ্যে নিকটতর উত্তরাধিকাধিকারী না থাকিলেও তিনি অধিকারিণী হইতে পারেন না।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় দায়শাস্ত্র বিষয়ক দীর্ঘ ও পরিশ্রম সম্পন্ন ব্যাখ্যা করিলেন। যেহেতু যে কথার বিচার আমাদের কর্ত্তব্য তাহা শুদ্ধ শাস্ত্রবিষয়ক, অতএব আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা ব্যতীত ঐ কথার মীমাংসা করিতে আমরা আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করি না। যেহেতু দৃষ্ট হইতেছে যে-যে অবস্থাতে ঔরস পুত্রের জননীর কুটুম্বেরা তাহার উত্তরাধিকারি হয় সেই অবস্থাতে দত্তকের গ্রহীত্রী-মাতার কুটুম্বেরা তাহার উত্তরাধিকারি হইতে পারে কি না—এই সাধারণ কারণানুসারে উক্ত কথার বিচার করিতে হইবে (অতএব) তদনুরূপে পণ্ডিতকে প্রশ্ন করাতে, পণ্ডিত অধিকারি হওন পক্ষে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনি যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ভাল প্রামাণিক গ্রন্থ সকল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; (এতাবতা [illegible] আদালতের কৃত নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দৃষ্ট [illegible]াতে আপিলাণ্টের বিরুদ্ধে আমরা ঐ

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ ৯৯১। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ ৯৮৯

নিষ্পত্তি খরচা সমেত স্থিরতর রাখিলাম। সদরদেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট, ৩০ জুলাই ১৮৫৯ সাল।

ব্যবস্থা। ৬৩৫ ধনির অন্য পুত্র থাকিলে যে দত্তক রূপ পৌত্রের (গ্রহীতা) পিতা মৃত সেও দত্তক-যোগ্যাংশভাগী*। দ. চ. পৃ. ৩০।

৬৩৫ ধনিনঃ পুত্রান্তরসত্ত্বে মৃতপিতৃকস্য দত্তকপৌত্রস্যাপি দত্তোচিতাংশভাগিত্বং * ।—দ. চ. পৃ. ৩০।

" ৬৩৬ অন্য পুত্র না থাকিলে (মৃত পুত্রের দত্তক) সমগ্রধনাধিকারী* ।—ঐ, পৃ. ৩০।

৬৩৬ তদসত্ত্বে সর্ব্বহরত্বমপীতি* ।—ঐ, পৃ. ৩০।

" ৬৩৭ কিন্তু ধনির দত্তকের ঔরসপুত্র ঔরসপিতৃব্যের সহিত সমাংশভাগী, তদভাবে সমস্তধনাধিকারী।

৬৩৭ ধনিনো দত্তকস্যৌরসপুত্রস্তু ঔরসপিতৃব্যেণ সহ সমাংশভাগী, তদভাবে সমগ্রধনাধিকারী।

" ৬৩৮ প্রপৌত্রেতেও এই নিয়ম চলিবে।—দ. চ. পৃ. ৩১।

৬৩৮ এবং রীতিঃ প্রপৌত্রেপ্যনুসর্ত্তব্যেতি।—দ. চ. পৃ. ৩১।

কারণ। কেননা বিশেষ নিয়ম এই যে, যেপৌত্রের পিতা মৃত তাহারা স্বসমান পিতার যোগ্যাংশ পাইবে।

মৃতপিতৃক পৌত্রাণাং স্বসমান পিতৃতুল্যাংশ গ্রহণস্য বিশেষনিয়মাৎ।

প্রমাণ। পৌত্র স্বপিতৃযোগ্যাংশভাগী—এই নিয়ম হওয়ায়,† দত্তক গ্রহীতা (ঐ দত্তকের) পিতামহের ঔরস পুত্র হইলে ঔরস পিতৃব্যের তুল্যাংশ ঐ দত্তকের যোগ্যাংশ হওয়ায় দত্তক রূপ পৌত্র পিতৃতুল্যাংশই পাইবে—ইহা বাচ্য নয়, কেননা তাহাতে এই বৈষম্য ঘটে যে পুত্র দত্তক হইলে চতুর্থাংশ‡, ও পৌত্র তদ্রূপ হইলে

ন চ—পৌত্রস্য স্বপিতৃযোগ্যাংশভাগিত্বনিয়মাৎ† দত্তকস্য গ্রহীতুঃ পিতামহৌরসত্ত্বে তাদৃশ পিতৃব্যতুল্যস্যৈবাংশস্য তদ্‌যোগ্যত্বাদ্দত্তকপৌত্রঃ পিতৃতুল্যমেবাংশং লভতাং—ইতি বাচ্যং, পুত্রস্য দত্তকত্বে চতুর্থাংশঃ‡ পৌত্রস্য তু তথাত্বে সমা-

* এই দুই ব্যবস্থা অবিকল রূপে সংস্কৃত [illegible] কাতে আছে, কিন্তু সদরল্যাণ্ড সাহেবের ইংরাজি অনুবাদে নাই, বোধ হয় [illegible] তাহাতে ভ্রমবশতঃ বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২১।

‡ এতদ্দেশে তৃতীয়াংশ। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৩৪।

সমানাংশ পায়, এতাবতা স্বসমানরূপ পিতার যে পরিমিষ্ট অংশ শাস্ত্রসিদ্ধ তাহাই তাহার পিতৃযোগ্যাংশ -এই রূপ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই শুদ্ধ। —দ. চ. পৃ. ৩০, ৩১।

মাংশ ইতি বৈষম্যাৎ। ততঃ স্বসমানরূপস্য পিতুর্যাদৃশাংশঃ শাস্ত্রসিদ্ধস্তস্যৈব স্বপিতৃযোগ্যাংশতেতি যথোক্তমেব সাধুঃ।—দ. চ. পৃ. ৩০, ৩১।

৬৫৯ দত্তকের উত্তরাধিকারী-ও ক্রমাগত ধনে এবং সংক্রান্ত ধনে অধিকারী।

৬৩৯ দত্তকস্য দায়াদোপি গহীতৃ-কুলে ক্রমাগতধনে সংক্রান্তধনে চাধিকারী।

মকদ্দমা নং ১৬৬। ১৮৫৬ সাল।
কৃষ্ণনাথ রায় (একজন প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—হরিগোবিন্দ রায় প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নজীর
৬৩৯ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১৮৫৮ সালের ৪মার্চ তারিখে এই মকদ্দমা শ্রীযুক্ত বি. জে. কালবিন্ এবং জে. এস. টরেন্স সাহেব কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত সার্টিফিকেট অনুসারে মঞ্জুর হয়। নৃসিংহদেব রায় (নামক) এক ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি বিষয়ক এই মকদ্দমা: তিনি নিঃসন্তান মরেন। বাদিরা ঐ নৃসিংহদেবের এক বৈমাত্রভ্রাতা রামকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্র। তাহারা দরখাস্তকারিকে এক প্রতিবাদি করিয়া নৃসিংহের সমুদায় বিষয়াধিকারি হইবার নিমিত্তে এই নালিশ করে। দরখাস্তকারী নৃসিংহের আর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিলকচন্দ্রের পুত্র, এ ব্যক্তি ঐ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার উত্তরাধিকারিগণের সহিত ঐ বিষয় ভাগী হইবার দাওয়া করে। এই দাওয়া প্রধান সদর আমানের বিচারে অগ্রাহ্য হইয়াছে—এই হেতুতে যে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকারিরা জ্ঞাতিরধনে অধিকারি নয়: দরখাস্তকারী আপত্তি করে যে উক্ত বিধান মেক্‌নাটনের (পুস্তকের) ৭৮ পৃষ্ঠায় ও সদরল্যাণ্ড সাহেবের কৃত দত্তকচন্দ্রিকানুবাদের ২১৯ পৃষ্ঠায় এবং এই আদালতের সিলেক্ট রিপোর্টের ৬ বালামের ২০৩ পৃষ্ঠায় ও আর আর স্থলে নিহিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক ঐ বিচার বা নিষ্পত্তি স্থিরতর থাকা উচিত কি না তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্তে আমরা এই খাস আপীল মঞ্জুর করিলাম।

বিচার—

খাস আপীলের দরখাস্তকারীর কৌন্সলী স্বীকার করেন যে ১২১৫ সালে নৃসিংহদেব রায় তারামণি নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন, ও তারামণি নিজ মৃত্যু (অর্থাৎ ১২২৮ সাল) পর্য্যন্ত ঐ বিষয় ভোগ করে। অনন্তর তাহার পুত্রবধূ কমলমণি বিষয়াধিকারিণী হয় সে মরিলে পর (বাদিদের এক

হার মতে নৃসিংহদেব রায়ের সহোদর ভ্রাতা মৃত গোকুলচন্দ্র রায়ের স্ত্রী হর-সুন্দরী বিনা অনুমতিতে ভুবনেশ্বর নামক এক পুত্র গ্রহণ করে, এবং খাস আপিলান্ট প্রতিবাদির সহিত যোগ সাজসে নৃসিংহদেবের বিষয় দখল পায়। বাদিরা পঞ্চজনে নৃসিংহদেবের দুই বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র, ইহারা খাস আপিলান্ট কৃষ্ণনাথ রায়কে প্রতিবাদি করিয়া ঐ দত্তকতা রহিত করিবার ও নৃসিংহদেব রায়ের ত্যক্ত বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে। ইহার জওয়াবে প্রকাশ পাইল যে তৎপিতা কালীকান্ত রায় নৃসিংহদেবের অন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিলকচন্দ্র কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হয়, এবং দত্তকতাহেতু ঐ পরিবারের একজন হওয়াতে সে বিরোধীয় বিষয়ের ষষ্ঠাংশ দাওয়া করে। নিম্ন দুই আদালত বাদিগণকে ডিক্রী দিয়াছেন এবং খাস আপিলান্ট প্রতি-বাদির দাবী এই হেতুতে অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে দত্তকপুত্রের পুত্র অন্যান্য দায়াদগণের সহিত দায়াধিকারী নহে; এতাবতা বিচারের বিষয় এই যে দত্তক পুত্রের পুত্র যেমত ক্রমাগত ধনে তেমত জ্ঞাতি সংক্রান্ত ধনেও অধিকারী হইতে পারে কি না; এবং ঢাকার ও ২৪পরগণার পণ্ডিতদিগের যে ব্যবস্থানুসারে ঐ বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা ভ্রমময় কি না।—আমরা বিবেচনা করি যে সিলেক্‌ট রিপোর্টের ৬বালামের ২০৩ পৃষ্ঠায় ও ১বালামের, ২০৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নিষ্পত্ত্যনুসারে, ও মেকনাটনের 'প্রিন্‌সিপলস্ অব হিন্দু-ল' নামক গ্রন্থের ১ বালামের ৭৮পৃষ্ঠায় এবং সদরলাণ্ডের কৃত দত্তক চন্দ্রিকানুবাদের ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিত মতানুসারে দত্তকপুত্র (গ্রহীতার) জ্ঞাতির ধনাধিকারী। খাস আপি-লান্ট তাদৃশ দত্তকপুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে, ঐ বিষয়ে তাহার পিতার যে কিছু স্বত্বাধিকার ছিল সে তাহাতে অধিকারী*। তদনুসারে আমরা নিম্ন আদা-লতের নিষ্পত্তি রদ করিয়া আদেশ করিতেছি যে প্রধান সদর আমীনের নিকট মকদ্দমা ফেরত যায়, তিনি খাস আপিলান্টের স্বত্বাধিকার যে কি তাহার নির্ণয় করিয়া ১৭৯৩ সালের ৩আইনের ১৩ধারার বিধান মতে বিচার নিষ্পত্তি করি-বেন। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৯ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ১৮।

মকদ্দমা নং ১৭৫। ১৮৫৫ সাল।

দয়াময়ী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট -বনাম--গৌরমণি দেবী প্রভৃতি (বাদি ও প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

৶০ বাদিনী নিজ মৃত স্বামির বিষয়ের ॥৶ রকম এবং তাহার ত্যক্ত কিছু অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করে এই হেতুবাদে যে তৎস্বামির সমুদায় বিষয় তাহাকে ও তাহার সপত্নীকে অর্শিয়াছে, পরন্তু তদুভয়ের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হওয়াতে তদনুসারে তৎসপত্নী নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্থাবর বিষয়ের দশ আনা ভোগ করে ও তাহার দখলে।৶০ছয় আনা ছাড়িয়া দেয়। এবং যদিও উভয় পত্নীতেই দত্তকগ্রহণ করিতে পতির অনুমতিপ্রাপ্তা হয়, তথাপি তৎ সপত্নী তৎকার্য্য করেন নাই; ঐ জ্যেষ্ঠা পত্নী বাঙ্গলা ১২৫৪ সালের

* পরন্তু দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৯৬

২৫ ফাল্গুন তারিখে কালপ্রাপ্তা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার যাবজ্জীবন ভোগ করা ॥৵০ দশ আনা বাদিনী দাওয়া করে।

প্রতিবাদিরা আপন দখল বহালির নিমিত্তে জওয়াব দেয় যে তাহারা রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত রূপে দখল পাইয়াছে, রাজীবলোচন তাহাদের উক্তিমতে (বাদিনীর) স্বামি প্রাণনাথের উত্তরাধিকারিণীরূপে অধিকারী হয়, কেননা ঐ জ্যেষ্ঠাপত্নী মৃত পতির অনুমত্যনুসারে কালীকান্তকে দত্তকগ্রহণ করে, ও সে ঐ পত্নীর জীবন কালেই মরে।

বিচার—

আমাদের সম্মুখে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহাতে এমত স্থির করিতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে এই মকদ্দমার বাস্তবিক ইষু এই যে কমলা দেবী দত্তকগ্রহণ করিয়াছে কি না? এবং কেবল এই একমাত্র ইষু করিবার কারণ এই যে—বাদিনী কহে তাহার স্বামী প্রাণনাথ মুমূর্ষুকালে উভয় পত্নীর প্রত্যেককে পর পর তিনটী করিয়া দত্তকগ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়, তদনুসারে সে এক দত্তক গ্রহণ করে ও সে দত্তক কালপ্রাপ্ত হয়, পরে তাহাদের মধ্যে বিষয় বিভক্ত হয়। পরন্তু সে কহে জ্যেষ্ঠা পত্নী কমলা কখনো দত্তকগ্রহণ করে নাই, অতএব এক্ষণে কমলা মরাতে কমলার অধিকৃত অংশে বাদিনী প্রাণনাথের পত্নী বলিয়া অধিকারিণী, তাহার উকীলেরা স্বীকার করেন পতি হইতে প্রাপ্ত অনুমতির কার্য্য কমলা যদি যথার্থ রূপে করিয়া থাকে, ও এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে ঐ দত্তকপুত্রের মরণান্তে কমলা যে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহা তাহাকে (অর্থাৎ বাদিনীকে) অর্শিবে না, কিন্তু তাহার পতিকুলের দায়াদগণকে অর্শিবে। যেহেতু প্রতিবাদিরা কহে যে কমলা দত্তকগ্রহণ করিয়াছিল ও সে দত্তক শৈশবাবস্থায় মরিয়াছে, অতএব তাহার স্বত্ববান হওয়ার বিবেচনায় বিচার্য্য কথা এই যে সে কখনো দত্তক গৃহীত হইয়াছিল কি না?

এবিষয় সম্বন্ধীয় প্রমাণ এক দরখাস্ত ও মোক্তারনামা আছে তদুভয়েতেই কমলা আপনাকে কালীনাথের মাতা বলিয়া লিখিয়াছে, এবং ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবর তারিখের লিখিত যে এক রুবকারী আছে তাহাতে ঐ (দুই) কাগজ দাখিল হওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এতাবতা ঐ দুই কাগজ যে সত্য তাহা নির্ব্বিবাদ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে, এবং ঐ কাগজ অনুসারে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে কমলা দেবী নিজে কালীনাথকে আপন পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং তাহা যে তারিখে হইয়াছে তদবধি এত অধিক কাল গত হইয়াছে যে তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এমত নিষ্কর্ষ করা যাইতে পারে যে তৎপক্ষে ঐ স্বীকারে তাহার কোন স্বার্থ ছিল না। বাঙ্গলা ১৮৪৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ তারিখের যে দরখাস্ত তাহা হইতেও পূর্ব্বকার, ঐ দরখাস্তে সে কালেক্টর

সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণের রিপোর্ট করে যদ্বিষয়ে প্রধান সদর আমীন অধিক লিখিয়াছেন।

অতএব ইহা নিস্‌সন্দেহ রূপেই বলা যাইতে পারে যে কমলা আদালত জানিত অথচ মরাও কর্ম্মদ্বারা কালীনাথের সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছে, ও তাহার ঐ সকল কার্য্যে কোন রূপ প্রতারণা আরোপণের কারণ নাই। কালীনাথকে নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার এবং কালীনাথ ও আপনার মধ্যে সংস্থাপিত সম্বন্ধ জন্য কালীনাথ যে সকল স্বত্বে শাস্ত্রমতে স্বত্ববান্‌ ও ফলবান্‌ হইতে পারিত তাহা হইতে তাহাকে কি কারণে যে নিবারিতি রাখিয়াছিল অথবা তৎসাধনোপযোগী কার্য্যে সে কি কারণে যে নিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করা কঠিন।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে তাঁহা যথার্থতঃ সম্পন্ন হওনের নিশ্চিত প্রমাণ নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়া যথার্থতঃ সম্পন্ন হওনার যে দৃঢ় অনুভব তাহা দূর করণেরও এমত কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ বাদিনী নিজ পক্ষে দত্তক গ্রহণের এজহার করিতেছে, বটে কিন্তু কমলা যেমত প্রকাশ্য কার্য্যদ্বারা আপনার দত্তক গ্রহণকরা প্রকাশ করিয়াছে ইহার পক্ষে তাদৃশ প্রকাশ্য কোন কার্য্য হওয়া প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। সমুদায় বিবেচনায় আমাদের হৃদবোধ হইতেছে যে কালীনাথ দত্তকগৃহীত হইয়াছিল, ও বাদিনীর দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অতএব বাদিনীর উপর উভয় আদালতের খরচা বার করিয়া আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রদ করিলাম। ১৩ এপ্রেল, ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ. ৩৮৯।

৶০ লোকনাথ রায় ও উমাকান্ত রায় (বাদী) আপিলান্ট—বনাম শ্যামাসুন্দরী, (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৯৮৬।

ব্যবস্থা। ৬৩০ শূদ্রের দত্তকগ্রহীতা বাঁচিয়া থাকিতে তদৌরস পুত্রের তুল্যাংশভাগী, গ্রহীতার অভাবে তদৌরসের (অংশের) অর্দ্ধেকভাগী।

প্রমাণ। পিতা (অর্থাৎ গ্রহীতা) থাকিতে ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতি ঔরসের সহিত সমাংশভাগি, কিন্তু পিতা না থাকিলে তদর্দ্ধাংশভাগি।—দ. চ. পৃ. ৩৩।

৬৪০ শূদ্রস্য দত্তকঃ জীবতি গ্রহীতরি তদৌরসেন সহ তুল্যাংশভাক্, তদভাবে ঔরসস্যার্দ্ধাংশভাগী।—দ্রষ্টব্য। পৃ. ৯৩৯—৯৪১।

সতি পিতরি ক্ষেত্রজদত্তকাদীনামৌরসেন সমাংশঃ, অসতি তু তদর্দ্ধাংশঃ।—দ. চ. পৃ. ৩৩।

বিবেচনা। পরন্তু এই ব্যবস্থা এখানে নীচ শূদ্রদেরই প্রতি প্রযুজ্য,—কেননা এতদ্দেশে দ্বিজাতির ন্যায় আচারবন্ত সৎশূদ্রদের ধনাধিকার দ্বিজাতির ন্যায় আচারসিদ্ধ।—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৯৩৯—৯৪১।

ব্যবস্থা। ৬৪১ জনক ও গ্রহীতা উভয়েরই পুত্র না থাকিলে দ্ব্যামুষ্যায়ণরূপ দত্তক * (তদুভয়ের) সমস্ত ধনাধিকারী।—দ. চ. পৃ. ৩৫।

„ ৬৪২ গ্রহীতার ঔরস পুত্র থাকিতে দ্ব্যামুষ্যায়ণ গৃহীত হইলে সে গ্রহীতার ধনভাগী নয়। ঐ।

„ ৬৪৩ গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ জনকের ধনে তদৌরসের অর্দ্ধাংশভাগী, ও গ্রহীতার ধনে তাহার অসাধারণ দত্তক যাদৃশ অংশ † পাইত তাহার অর্দ্ধাংশভাগী। ঐ

এষাতু ব্যবস্থাত্র নীচশূদ্রেষ্বেব প্রযুজ্যা,—দ্বিজাতিবদাচারাণাং সৎশূদ্রাণামত্র ধনাধিকারোঽপি দ্বিজবদাচারসিদ্ধত্বাৎ।—দ্রষ্টব্যা ব্য. দ. পৃ. ৯৩৯—৯৪১।

৬৪১ দ্ব্যামুষ্যায়ণ* দত্তকস্য জনকপ্রতিগ্রহীত্রোরুভয়োরপুত্রত্বে (তদুভয়োঃ) সর্ব্বরিক্থহরত্বং।—দ. চ. পৃ. ৩৫।

৬৪২ সত্যৌরসে (গ্রহীতুঃ) গৃহীতস্যতু নাংশহরত্বং। ঐ।

৬৪৩ গ্রহণানন্তরমৌরসোৎপত্তৌ তু জনকধনে তদৌরসার্দ্ধহরত্বং, গ্রহীতুরসাধারণ দত্তকস্য যাদৃশোংশঃ শাস্ত্রীয়ঃ † তদর্দ্ধহরত্বঞ্চেতি। ঐ।

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৬৯, ৮৭০। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৯৩৪।

যে স্থলে যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হওনের পর গ্রহীতার ঔরস পুত্র জন্মে, সেস্থলে তাদৃশ পুত্রের সহিত দায়রূপ ধন বিভাগে দত্তকচন্দ্রিকানুসারে দত্তক পুত্র চতুর্থ অংশ পাইবে (কিন্তু দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৯৩৪)। পরন্তু দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে ভিন্ন রূপ হয়। ঐ গ্রন্থের এক দুর্জ্ঞেয় স্থল হইতে বোধ হইবে তদ্গ্রন্থকর্ত্তার মত এই যে—পরে জাত ঔরসের সহিত বিভাগে অসাধারণ দত্তক যৎপরিমিত অংশে অধিকারী হইত তাদৃশ পুত্র তাহার অর্দ্ধাংশে অধিকারী। বোধ হয় এই নিয়মে ঐ গ্রন্থকর্ত্তা এমত বিধান করিয়াছেন যে (দ্ব্যামুষ্যায়ণ দানের) পরে জনকের ঔরস পুত্র জন্মিলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ তাদৃশ পিতার বিষয়ে ঔরস পুত্রের অংশের কেবল অর্দ্ধ পরিমিত অংশ পায়।—সদরল্যাণ্ডের প্রিন্সিপ্‌লস্, পৃ. ১৫৪।

সর্‌ উইলিয়ম্‌ মেক্‌নাটন সাহেব কহেন—"পরে জাত ঔরস পুত্রের সহিত (বিভাগে) দ্ব্যামুষ্যায়ণ গ্রহীতৃ-পিতার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ-হারী"। এবং এতৎপ্রমাণে (অনুবাদিত) দত্তকচন্দ্রিকার ৫ পরিচ্ছেদের ২৩ প্যারাগ্রাফকে বরাত্‌ দেন, যাহার মূল সংস্কৃত উপরে

"৬৪৪ নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণের পুত্র পৌত্রদের-ও এই অধিকার*।

৬৪৪ নিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণস্য পুত্র-পৌত্রাণামপি এবমধিকারঃ*।

৬৪৫ কিন্তু অনিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণের পুত্রাদির গ্রহীতৃ কুলে সম্বন্ধাভাবহেতু* সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে অথচ যুক্তি মতে তদ্ধনাধিকারাভাব অবধৃত।

৬৪৫ অনিত্যদ্ব্যামুষ্যায়ণস্য পুত্রাদেস্তুগ্রহীতৃকুলে সম্বন্ধাভাবাৎ* সাংদৃষ্টিকন্যায়েন যুক্তি মতেন চ তদ্ধনাধিকারাভাব এবাবধৃতঃ।

ব্যংস্থ। ৬৪৬ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিদের † শুদ্ধ দত্তক বা দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রদের গ্রহীতৃপিতামহের ধনে অধিকার নাই, কেবল অন্নাচ্ছাদনে মাত্র।

৬৪৬ অন্ধপঙ্গু প্রভৃতীনাং † দত্তকানাং দ্ব্যামুষ্যায়ণানাঞ্চ গ্রহীতৃ-পিতামহধনে নাধিকারঃ, কিন্তু ভরণমাত্রং।

৬৪১, ৬৪২, ও ৬৪৩ সংখ্যক ব্যবস্থারূপে ধৃত হইল, তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত যে উক্ত সাহেবের উক্তি তদনুমত নহে, প্রত্যুত অসম্মত, কেননা উপরি ধৃত দত্তকচন্দ্রিকার উক্তিতে স্পষ্টই প্রকাশ যে—ঔরস পুত্র পরে জন্মিলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ গ্রহীতৃ-পিতার সমগ্র বিষয়ের অর্দ্ধাংশ-হারী নয়, কিন্তু তদবস্থায় তাঁহার অসাধারণ দত্তক যাদৃশ অংশ পাইত তাদৃশাংশের অর্দ্ধাংশভাগী। উক্ত সাহেবের উক্তির ভ্রম প্রকারান্তরেও জানাযাইতে পারে—অর্থাৎ (তদুক্তিক্রমে) দ্ব্যামুষ্যায়ণ গ্রহীতার বিষয়ের অর্দ্ধাংশভাগী হইলে তদৌরস পুত্রের নিমিত্তে সুতরাং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক রহে মাত্র, তাহা হইলে তদুক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ হইল—কেনা শাস্ত্র এই যে (যথা স্বয়ং উক্ত সাহেব কর্তৃক লিখিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ব্য. দ পৃ ১৭৫ নোট) দত্তকের পর ঔরস জন্মিলে দত্তক তিন অংশের এক অংশ পায়, ঔরস দুই অংশ পায় (অর্থাৎ দত্তক ঔরস পুত্রের অংশের অর্দ্ধেক পায় ও ঔরস দত্তক পুত্রের অংশের দ্বিগুণ পায়) এবং যুক্তি এই যে ঔরস পুত্র জন্মিলে সেই ধনির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদিতে অধিকারী হওয়ায় দত্তকের দ্বিগুণাংশে তাহার অধিকার (ধর্মতঃ যে উক্ত হইয়াছে তাহা) উচিত ও ন্যায়সিদ্ধ। এতাবতা দ্ব্যামুষ্যায়ণ ঔরসের সমান ভাগ-ভাগী হওয়ার যে উক্তি তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তো বটেই, পরন্ত নিজ উক্তির-ও বিরুদ্ধ।

* দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ ৮৭১।

† যে গৃহী নয় অর্থাৎ যে অন্ধ বা ক্লীব কিম্বা আর যেকোন ব্যক্তি দায়াধিকারী হওনে অনধিকারী সে দত্তক গ্রহণ করিলে তাহা সিদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। এরূপ যথার্থতর মত এই বোধ হইতেছে যে তাদৃশ ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রমতে দায়াধিকারী নয় সে পুত্রগ্রহণ করিলে তাদৃশ অনধিকারির-গৃহীত পুত্রের দায়াধিকার না হওয়া কারণাধীন বোধ হইতেছে।—মকনাটেনস প্রিন্সিপল্স, প্রথম হেড, পৃ ১০৮।

প্রমাণ। অন্ধপঙ্গু প্রভৃতি* পুত্রেরা (পিতৃ) ধনে অনধিকারি হওয়াতে ও তাহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র মাত্র পিতামহধনে অধিকারি ইহা শ্রুত হওয়াতে তাহাদের দত্তক পুত্রাদি পিতামহধনে অধিকারি নয়। কিন্তু অন্নাচ্ছাদনে মাত্র অধিকারি,--কেননা অন্ধাদির ভার্য্যাদের অন্নাচ্ছাদন বিধান হওয়াতে তাহাদের গৃহীত পুত্রদের অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তি দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ। এতাবতা অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি অনধিকারি পুত্রের উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন, "তাহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে ভাগভাগি। ইহাদের অপুত্রাপত্নীরা সাধুবৃত্তি হইলে অন্নাচ্ছাদনপাইবে। ইহাদের কন্যারা যে পর্য্যন্ত বিবাহিতা না হয় প্রতিপালিতা হইবে'।

অন্ধপঙ্গু প্রভৃতি * পুত্রাণাং ধনানধিকারিতয়া তদৌরস ক্ষেত্রজয়োরেব পিতামহধনভাগিত্বশ্রুতের্ন তদ্গৃহীতদত্তকপুত্রাদেঃ পিতামহ-ধনাধিকারঃ, কিন্তু ভরণমাত্রং—অন্ধাদিভার্য্যাণাং ভরণবিধানেন তদ্ভরণস্য দণ্ডাপূপাযিতত্বাৎ। তথাহি অন্ধপঙ্গ্বাদীননধিকারিপুত্রানভিধায়াহ—'ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ। অপুত্রাযোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যা[illegible]সাধুবৃত্তয়ঃ। সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎকৃতা' ইতি।—দ. চ. পৃ. ৩৩।

ব্যবস্থা। ৬৪৭ পরন্তু 'পিতামহধনে অধিকার নাই' ইহা বলাতে পিতামহাপেক্ষা জঘন্য সম্পর্কীয়দের (অর্থাৎ পিতৃ ভিন্ন অন্যের)

৬৪৭ 'পিতামহধনাধিকারাভাব' ইতি কথনাৎ পিতামহাজ্জঘন্যানাংপিতৃভিন্নানামন্যেষাং ধনেঽপি

* অনধিকারি ব্যক্তিগণ যথা—"ক্লীব, পতিত, পতিতের সুত, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, অচিকিৎস্যারোগার্ত্ত, এবং তাদৃশ আর আর অযোগ্য ব্যক্তিরা (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাদৃশ ব্যক্তিদের গৃহীত দত্তক শাস্ত্রীয় কি না, ইহা মিতাক্ষরার একবাক্য সন্দেহ-স্থল বোধ হইতেছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র বিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়া অনধিকারি ব্যক্তিদের তাদৃশ পুত্রের মাত্র ধনাধিকার উক্ত হওয়াতে—তাদৃশ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অন্যরূপ পুত্র গ্রহণ নিষেধ অভিপ্রেত হইয়াছে। দত্তকচন্দ্রিকার-ও উক্ত বা তৎসদৃশ বচন হইতে এমত তর্ক করিয়া যে অনধিকারি ব্যক্তিদের পক্ষে দত্তক বিহিত হয় নাই—তাদৃশ ব্যক্তিগণের তাদৃশ পুত্রগণকে পিতামহধনে অনধিকারি করিতেছেন। পরন্তু প্রমাণান্তর প্রাপ্তি না হওয়ায় উল্লিখিত প্রমাণ অনধিকারির গৃহীত পুত্র সম্পূর্ণ রূপে অসিদ্ধ হওন পক্ষে সর্ব্ববাদি সম্মত বিধান বলিয়া সংস্থাপনার্থ কদাচ যথেষ্ট হইতে পারে; ফলতঃ দত্তকচন্দ্রিকাকার সে প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল তাদৃশ গৃহীত পুত্রের পৈতামহ ধনাধিকার অস্বীকার করিয়াছেন মাত্র, এবং বোধ হয় মিতাক্ষরাকারও এতদতিরিক্ত কিছু অভিপ্রায় করেন নাই।—সদরল্যাণ্ডের প্রিন্সিপল্স, নোট্‌. ৪, পৃ. ১৫৭।

ধনেও তাদৃশ পুত্রদের অধিকার নাই, ইহা দণ্ডাপূপন্যায়ে এবং তদ্ধনে তৎপিতাদের অধিকারাভাবহেতু নিষ্কর্ষ হইতেছে।

„ ৬৪৮ তাহাতে তাদৃশ গ্রহীতৃদের নিজ ধনে তদ্দত্তক বা দ্ব্যামুষ্যায়ণদের অধিকার নির্ব্বিরোধ।

কারণ। কেননা তাদৃশ গ্রহীতাদের নিজ ধনে তাহাদের অধিকার কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই।

ব্যবস্থা। ৬৪৯ ঔরসসত্ত্বে দত্তক বা দ্ব্যামুষ্যায়ণ গৃহীত হইলে গ্রহীতার ধনে অনধিকারী।

প্রমাণ। গ্রহণের পর ঔরস উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত দত্তকের ভাগাভাগিতা দৃষ্ট হওয়াতে, ঔরস থাকিতে গৃহীত ব্যক্তি অংশভাগী নয়। দ. চ. পৃ. ৩৬।

ব্যবস্থা। ৬৫০ বিহিত গ্রহণক্রিয়া সম্পাদনবিনা গৃহীত ব্যক্তি গ্রহীতার দায়াধিকারী নয়, কিন্তু বিবাহোপযুক্ত ধন পাইবে।

প্রমাণ। বিধান সম্পাদন বিনা পরিগৃহীত-ও অংশভাগী নয় তাহা কহিয়াছেন যথা—'সে (অর্থাৎ ঔরস পুত্র) জন্মিলে ও বিধানবিনা দত্তক গৃহীত হইয়া থাকিলে, সে ধন তাহারই যে যথার্থতঃ পিতৃধনের স্বামী'। তথা মনু—'বিহিত ক্রিয়া করণবিনা যে পুত্র গ্রহণ করে, সে তাহাকে বিবাহোপযুক্ত ধন ভাগি করিবে, দায়াধিকারি করিবে না'।—দ. চ. পৃ. ৩৬।

তাদৃশপুত্রাণামনধিকার ইত্যবনীয়তে,—দণ্ডাপূপন্যায়াৎ, তৎপিতৄণাং তদ্ধনাধিকারাভাবাচ্চ।

৬৪৮ তথা সতি তাদৃশ গ্রহীতৃপিতৄণাং নিজ ধনে তদ্দত্তকানাং দ্ব্যামুষ্যায়ণানাং স্বাধিকারে ন কোঽপি বিরোধঃ।

তদ্ধনে তেষামধিকারস্য কুত্রাপি ন নিষিদ্ধত্বাৎ।

৬৪৯ সত্যৌরসে গৃহীতদত্তকস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণস্য বা গ্রহীতৃধনে নাধিকারঃ।

গ্রহণানন্তরমুৎপন্নৌরসেন সহ দত্তকস্য বিভাগদর্শনাৎ সত্যৌরসে গৃহীতস্যাপি নাংশভাগিত্বমিতি।—দ. চ. পৃ. ৩৬।

৬৫০ বিহিতগ্রহণক্রিয়াসম্পাদনম্বিনা পরিগৃহীতস্যাপি ন গ্রহীতৃদায়াধিকারিত্বং কিন্তু বিবাহোচিতধনভাগিত্বং।

বিধানম্বিনা পরিগৃহীতস্যাপি নাংশভাগিত্বমিত্যাহ—'তস্মিন্ জাতে সুতে দত্তে ন কৃতে চ বিধানকে। তৎ স্বংতস্যৈব বিত্তস্য যঃ স্বামী পিতুরঞ্জসা'। তথা মনুঃ—'অবিধায় বিধানং যঃ পরিগৃহ্লাতি পুত্রকং। বিবাহবিনিভাজং তং ন কুর্য্যাৎ ধনভাজনং'।—দ. চ. পৃ. ৩৬।

ব্যবস্থা। ৬৫১ গ্রহীতার অস্বজাতীয় দত্তক-ও তদ্ধনাধিকারী নয়।

কারণ। কেননা কলিতে অসবর্ণ পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। পৃ. ৮৪০।

প্রমাণ। অন্যজাতীয় দত্তককেও ধনে অনধিকারি কহিয়াছেন—'যদি কখনো অন্য জাতীয় সুত গৃহীত-ও হয়, (তবে) শৌনকের মত এই যে তাহাকে ধনাধিকারি করিবে না।'—দ. চ. পৃ. ৩৭।

৬৫১ গ্রহীতুরস্বজাতীয় দত্তকস্যাপি ন তদ্ধনাধিকারঃ।

কলাবসবর্ণ পুত্রগ্রহণ নিষেধাৎ। পৃ. ৯২০। ৮৪০।

অন্যজাতীযদত্তকস্যাপি নাংশভাগিত্বমিত্যাহ—'যদি স্যাদন্যজাতীয়ো গৃহীতোঽপি সুতঃ ক্বচিৎ। অংশভাজং ন তং কুর্য্যাৎ শৌনকস্য মতং হি তৎ॥' দ. চ. পৃ ৩৭।

দত্তকতা অখণ্ড্য।

৬৫২ বেদবিহিত ক্রিয়াদ্বারা গৃহীত যথা-যোগ্য দত্তক প্রতিগ্রহক্রিয়ার উপাঙ্গ হীন হইলে অথবা অন্য কারণে অসিদ্ধ এবং অনধিকারী হইতে পারে না*।

৬৫২ বেদবিহিত ক্রিয়য়া গৃহীতো যথাযোগ্য দত্তকঃ প্রতিগ্রহক্রিয়াঙ্গানুপাঙ্গহীনত্বেন কারণান্তরেণ বা অসিদ্ধঃ অনধিকারী চ ভবিতুং নার্হতি *

৬৫৩ বিধিবিহিতরূপে দত্তক গ্রহণোত্তর গ্রহীতা উইলপত্রাদি-দ্বারা ঐ দত্তককে বিষয়ে অনধিকারি করিতে পারেন না।

৬৫৩ বিধিপূর্ব্বকগ্রহণানন্তরং গ্রহীতা স্বেচ্ছাপত্রাদিনা দত্তকং বিষয়ানধিকারিণং কর্ত্তুং ন শক্নোতি।

৬৫৪ একমাত্র† বা জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি বেদবিহিত ক্রিয়াদ্বারা গৃহীত হয় (তবে) অপ্রশস্ত হইলেও অসিদ্ধ নয়।

৬৫৪ একমাত্রো জ্যেষ্ঠ পুত্রো‡ বা বেদবিহিত ক্রিয়য়া গৃহীতশ্চেৎ অপ্রশস্তঃ সন্নপি নাসিদ্ধঃ।

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ পৃ ২০২—২০৮।

† ('নত্বেকং পুত্রং) প্রতিগৃহ্নীয়াদিতি তৎকুলোচ্ছেদস্যাকর্ত্তব্যত্বাদিতিভাবঃ, নতেন দত্তকস্যাসিদ্ধিঃ'—'এক পুত্র প্রতিগ্রহ করিবে না' ইহার ভাব এই যে তদ্বংশ লোপ কর্ত্তব্য নয়, (কিন্তু) তাহাতে দত্তকস্য অসিদ্ধ হয় না।—বিবাদভঙ্গার্ণব॥ এই মত অসঙ্গত বোধ হয় না, কেননা দাতা যদি নিজ বংশ লোপ করিয়া একমাত্র পুত্র দান করে তবে তদ্গ্রহণ দূষ্য হইলেও অসিদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নাই।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৫০ পৃষ্ঠা প্রভৃতি।

৬৫৫ ঔরসের ন্যায় দত্তক পুত্র-ও (গ্রহীতা) পিতার ধন ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু পুত্রত্ব সম্বন্ধ ও তৎকর্ত্তব্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

কারণ। সে পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ও ধনগ্রহণার্থে দত্ত ও গৃহীত হওয়াতে গ্রহীতার স্বেচ্ছাতে পরিত্যাজ্য হইতে পারে না।

৬৫৬ প্রাপ্তব্যবহার দত্তক যদি এমত নিয়ম করে যে অমুক কর্ম্ম না করিলে আমার অধিকার ধ্বংস হইবে তবে তন্নিয়মের অসম্পাদনে তাহার অধিকার লোপ হয়*।

৬৫৫ ঔরসবদ্দত্তকোঽপি পিতৃধনং পরিত্যক্তুমর্হতি পরন্তু পুত্রত্বসম্বন্ধাৎ তৎকর্ত্তব্যত্বাচ্চ মুক্তোভবিতুমক্ষমঃ।

তস্য পুত্রকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনার্থং ধনগ্রহণার্থঞ্চ দত্তত্বেন গৃহীতত্বেন চ গ্রহীতুঃ স্বেচ্ছয়া অপরিত্যাজ্যত্বাৎ।

৬৫৬ অনাচরিতে বিশেষকর্ম্মণি মমাধিকারধ্বংসো ভবিষ্যতি ইতি নিয়মে কৃতে প্রাপ্তব্যবহার দত্তকেন তদাচরণম্বিনা তস্যাধিকারোলুপ্যতে*।

শ্রীব্রজভূখন জী মহারাজ—বনাম—শ্রীগোকুলোৎসাও জী মহারাজ।

নজীর
৬৫২ স খ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

/৹ বেদ ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা দত্তক গ্রহণ সম্পন্ন হইলে যে ব্যক্তি তাহা অসিদ্ধ করণের চেষ্টা করে সে গ্রহীতার নিকট-সম্পর্কীয় হইলেও ঐ দত্তকের দত্তকতা কোন আচারের অনাচরণে অথবা অন্য কারণে অসিদ্ধ হইতে পারে না। ৫ নবেম্বর ১৮১৭ সাল, বোরাড্রেল সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১৮১। দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেস্ট, বা ১, পৃ. ২৪।

ভাস্কর বচাজী—বনাম—নাক রঘুনাথ।

৶০ কোন বিধবা পতি হইতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্তা হইয়া তদনুসারে পতির ভ্রাতা ও তৎকুটুম্বদিগের স্থানে পুত্রের নিমিত্তে প্রার্থনা করায় তাহারা পুত্র দিতে অস্বীকার করিল;—বিচার হইল যে তৎপতির মৃত্যুর দীর্ঘ কাল পরে, কিম্বা তাহাদের বাসস্থান ভিন্ন অন্য স্থানে দত্তক গ্রহণ হওয়া অথবা

* দ্রষ্টব্য—মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৩, মকদ্দমা ১০, পৃ. ১৮৩, ১৮৪। ব্য. দ. পৃ. ২৪১, ২৪২।

রাজপুরুষদের অনুমতি না হওয়া যথাযোগ্য ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দত্তকগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা অসিদ্ধির প্রচুর কারণ নয়; তাদৃশ দত্তক পুত্র গ্রহীতৃ-পিতার সমগ্র ধনে অধিকারী।—বম্বে স. দে. আ. সিলেক্‌ট্‌ রিপোর্ট, ১৮২৬ সাল পৃ. ২৪। দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেস্‌ট, বা, ১, পৃ. ২৫।

হয়বৎরাও মানকর—বনাম—গোবিন্দরাও বলওন্তু।

৶১ শাস্ত্র-বিধানের অতিক্রমে দত্তক গ্রহণ হইলে সে পাপ দাতারই হয়, গ্রহীতার হয় না, ও তদ্‌গ্রহণ অসিদ্ধ-ও হইতে পারে না,—কেননা বেদবিধানুসারে দত্তক গ্রহণ কার্য্য একবার সম্পন্ন হইয়া গেলে তাহা কোন স্থলে অসিদ্ধ হইতে পারে না। প্রথম সেসন, ১৮২৩ সাল, বোরাডেল সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, পৃ. ৭৬। দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেস্‌ট, বা, ১, পৃ. ২৪।

গোপীমোহন দেব—বনাম—রাজা রাজকৃষ্ণ।

নজীর
৩৫৩ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

৶০ কোন হিন্দু দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া পরে তৎপুত্রকে উইলের দ্বারা অনধিকারি করিতে পারে না। ইস্‌ট্‌ সাহেবের নোট্‌, মকদ্দমা ৭৫। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—কন্‌. হি. ল. পৃ. ২৩০—২৩৩।

৶০ শ্রীমতী জয়মণিদাসীর বিরুদ্ধে শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসীর মকদ্দমাতেও উক্তরূপ মীমাংসা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ফুলটনের রিপোর্ট পৃ. ৭৫।

প্রাণবল্লব গোকুল—বনাম—দেওকিষণ তুলাজারাম।

৶০ কোন হিন্দু দত্তক গ্রহণ করিয়া পরে তাহার প্রতি রাগভরে তাহার ও ভ্রাতাদের নামে এক উইল করে; বিচার হইল যে তাদৃশ উইল তদ্দত্তকের হানিজনক হইবে না, এবং ঐ উইল থাকাতে সে দত্তক নিজ পিতার ঋণের দায়ী নয়। ২৪ জুন ১৮২৪ সাল, বম্বে স. দে. আ. সিলেক্‌ট্‌ রিপোর্ট, পৃ. ৪।

বীর পমাল পিলে—বনাম—নারায়ণপিলে।

নজীর
৩৫৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

জ্যেষ্ঠ বা একমাত্র পুত্রকে গ্রহণ অনুচিত, কিন্তু অসিদ্ধ নয় *। যদি কোন পুরুষের দুইস্ত্রী থাকে, ও যদি প্রথমার গর্ভজাত এক পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভজাত যদি অনেক পুত্র থাকে। তবে দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদের জ্যেষ্ঠ দত্ত ও গৃহীত হইতে পারে। ৫ আগস্ট ১৮০১ সাল। মর্লির ডাইজেস্ট বা. ১, পৃ. ১৬।

অর্ণাচেলম পিলে—বনাম—যিয়াস্বামী পিলে।

৶০ কাহারো একমাত্র পুত্র একবার দত্তক গৃহীত হইয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে না। (কিন্তু তাহাতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই পাপভাগি হয়)। মকদ্দমা ৫, ১৮১৭ সাল, মান্দ্রাজের ডিক্রী, বা. ১ পৃ. ১৫৪,—মর্লির ডাইজেস্‌ট্‌ বা. ১, পৃ. ২৪।

৶০ কাহারো একমাত্র পুত্রের দত্তকতা সিদ্ধ, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই প্রত্যবায় হয়। তাঞ্জোরের রাজার মকদ্দমা।—দ্রষ্টব্য মলির ডাইজেষ্ট্, বা. ১, পৃ. ১৬।

নন্দরাম প্রভৃতি—বনাম—কাশী পাঁড়ে প্রভৃতি।

।০ একমাত্র পুত্র দত্তক গৃহীত হইয়া গেলে তাহার দত্তকতা পরে অসিদ্ধ হইতে পারে না। ৩০ জুন ১৮২৫ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৭০।

মকদ্দমা নং ৪০৫। ১৮৬২ সাল।

শীতারামপ্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট্—বনাম—ধনুকধারী সহায় (বাদী) এবং আর ২ ব্যক্তিরা (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

।৴০ খাস আপীলে আমাদের সম্মুখে যে কারণ দর্শিত হইয়াছে তাহা এই যে ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে দত্তক গৃহীত হয় যে নৃসিংহ নারায়ণ তাহার দত্তকতা বৈধ নহে, কেননা সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল, ও জ্যেষ্ঠপুত্র দত্তক হওয়া বৈধ নহে।

ফয়সলা সমস্ত দৃষ্টে এমত প্রমাণ থাকা বোধ হয় না যে দত্তকগৃহীত হওন-কালে নৃসিংহ নারায়ণ তৎপরিবারের জ্যেষ্ঠ ছিল। এবং আমাদের নিকট যে নজীর সকল দর্শিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টরূপে বিচার হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের দত্তকতা অনুচিত হইলেও অবৈধ নয়।

অতএব যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহার কোন গৌরব বা দৃঢ়তা না থাকাতে আমরা খরচা সমেত খাসআপীল ডিসমিস করিলাম। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ সাল। হে সাহেবের মুদ্রিত হাইকোর্টের রিপোর্ট, পৃ. ২৬০।

রাণী ভদ্র শিউভদ্র—বনাম—রূপশঙ্কর শঙ্কর জী।

নজীর
২৫৫ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

যেমত ঔরস পুত্র পিতৃধনে নিজ অংশ ত্যাগ করিতে পারে তেমতি দত্তক পুত্রও গ্রহীতৃ-পিতার ধনে নিজ স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে দত্তকতা সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সে যদি বিষয় অধিকার করিতে অস্বীকার করে এবং যে বিষয় তাহাকে অর্শে তাহা যদি বিভক্ত সঙ্ক্রান্ত ধনের এক অংশ হয় তবে গ্রহীতার পত্নী তাহাতে অধিকারিণী হইবে। ১৩ মে. ১৮২৪ সাল, বোরাডেলের রিপোর্ট, বা. ২, পৃ. ৬৫৬। দ্রষ্টব্য মর্লির ডাইজেষ্ট, বা. ১, পৃ. ২৪।

মোসম্মাৎ তারামণি দেবী—বনাম—দেবনারায়ণ রায় প্রভৃতি।

নজীর
৬৫৬ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১০ জুলাই ১৮২৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৮৭। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৮৪৬।

প্র. ২। দত্তক পুত্র ও গ্রহীত্রী মাতার মধ্যে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয়, ও তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ দত্তক পুত্র যদি এই মজমূনে এক একরার লিখিয়া দেয় যে তাহার মাতা যাবজ্জীবন ভুমি সম্পত্তি দখলে রাখিবেন, এবং তাঁহার পরে সে কেবল এই বক্ষ্যমাণ শর্তে অধিকারী হইবে—যে ঐ মাতার ও তাহার মধ্যে যদি কোন গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে তাহার সকল স্বত্ব হত হইবে, ও তাহার দত্তকতা অকর্ম্মণ্য হইবে। তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধের ঘটনা হইলে ঐ একরারের বুনিয়াদে ঐ দত্তক পুত্রকে অনধিকারি করিতে মাতার অধিকার আছে কি না?

উ. ২। বর্ণিত অবস্থায় তাদৃশ একরারে মাতার ঐ অধিকার হয়,—কেননা বিষয়ের মালিক তাহা যেমত ইচ্ছা সেইরূপে দানাদি করিতে পারে।—এই মত দায়ভাগ, বিবাদভঙ্গার্ণব ও বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—উক্ত গ্রন্থত্রয়ে ধৃত নারদবচন। "তাহারা যদি নিজ নিজ অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎসমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমত করিতে পারে, কেননা তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু।

মোসম্মাৎ তারামণি দেবী—বনাম—দেবনারায়ণ রায় ও বিষ্ণুপ্রসাদ। সদরদেওয়ানী আদালত, ১৪ জানুয়ারি ১৮২৪ সাল।—মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১৮৩।

দত্তকতা বিষয়ক বিবিধ মকদ্দমা।

রাণী মনোমোহিনী (রেস্পণ্ডেন্ট্) দরখাস্তকারিণী বনাম - জয়নারায়ণ বসু (আপিলান্ট্) প্রতিপক্ষ।

এই মকদ্দমাতে তজবীজ্ সানির দরখাস্ত এই কারণে নামঞ্জুর হয় যে প্রথম নিষ্পত্তির শুদ্ধতার প্রতি সন্দেহ করণের কোন কারণ আদালতের দৃষ্ট হইল না*।

যে সকল মকদ্দমাতে দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকা প্রকাশ করা হয়—তাহাতে এজহারি দলীল দস্তখতের সমকালীন তাহা প্রচার করাই ঐ দলীলের প্রকৃততার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ঐ প্রমাণ না থাকাতে ঐ এজহারী দলীল সম্বন্ধীয় যত অবস্থা ও তাহার প্রকৃততার সম্ভাবনা ও অসম্ভবনা সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিতে হইবে।—উপরিউক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির চুম্বক। ১৮৫৭ সালের ২১ ফেব্রুওরি। ১৮৫৭ সালের সদর দেওয়ানী আদালতীয় নিষ্পত্তি বহির ১৪৪ হইতে ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

---

* দ্রষ্টব্য পৃ. ২৯৯।

একুইটী।

শ্রীমতী রাজ কুমারী দাসী—বনাম—নবকুমার মল্লিক ও শ্যামাচরণ মল্লিক।

নবকুমার মল্লিক ও শ্যামাচরণ মল্লিক—বনাম—শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী।

রূপলাল মল্লিক ১৮৩৭ সালে (অনন্তর মৃত) এক পত্নীকে রাখিয়া এবং (অনন্তর মৃত) প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক এবং প্রতিবাদি নবকুমার মল্লিক ও শ্যামাচরণ মল্লিক এই চারি পুত্রকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক পত্নী রাজ কুমারী দাসীকে রাখিয়া উইল না করিয়া মরেন। এই (দুই) মকদ্দমাতে যে ইষু উত্থিত হয় তদ্যথা, প্রথমতঃ—পতির মরণের পর রাজকুমারী দাসী যে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ খানিতে ১২১০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ দখল করিয়া লইয়াছেন তিনি তাহা রাখিতে অধিকারিণী কি না? এবং পতির মরণের পূর্ব্বে তিনি তাঁহা হইতে যে বাচনিক অনুমতি প্রাপ্তা হইয়াছেন তদনুসারে দত্তক পুত্রগ্রহণ করিতে অধিকারিণী কি না?

চিফ্ জস্টিস্ কালবিল্ সাহেব (যে রায় দিলেন তাহার চুম্বক যথা,)—শ্রীকৃষ্ণ দত্তক গ্রহণার্থে নিজ পত্নীকে যে ক্ষমতা দেওয়া কথিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দত্ত প্রমাণের কি ফল হইতে পারে তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করার পূর্ব্বে এড্বোকেট্ জেনেরাল সাহেব যে তকরার উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে সুবিধা হইবে তাহা এই যে দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বে এবং গ্রহীতব্য ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আদালত ঐ ক্ষমতা থাকা স্বীকার করিতে পারেন কি না?

আমাদের সমীপে যে রূপে ঐ কথা উপস্থিত হইয়াছে তাহা এই যে ১৮৫৫ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে নবকুমার মল্লিক ও শ্যামাচরণ মল্লিক আপনাদের বিল ফাইল করেন তাহাতে লিখেন যে বাদিনী হিন্দু নারী সঙ্কুচিত স্বত্ববতী রূপে উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে-ও নানাপ্রকার অপহারের কর্ম্ম করিতেছেন, এবঞ্চ ঐ বিলে বাদিনীর পতির বিষয় নির্ণীত ও খাতির-জমা করিয়া রাখিবার নিমিত্তে তাঁহারা সম্ভব্য দায়াদরূপে দৃঢ় করিয়া নিজ স্বত্বের উল্লেখ করেন। বাদিনী ১৮৫৫ সালের ১৬ এপ্রেল তারিখে নিজ দাখিলি জওয়াবে বয়ান করেন যে তিনি নিজ পতির উত্তরাধিকারিণী শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু তিনি পতি হইতে দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ ক্ষমতার কার্য্য সম্পাদন হইলে অবশ্যই তাঁহার নিজ স্বত্ব রহিত হইবে এবং ভাবি দায়াদদিগের স্বত্বও যাইবে। ঐ তারিখে এবং ১৮৫৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখে মল্লিকেরা সংশোধিত বিল ফাইল করেন, তাহাতে কহেন (বাদিনীর) ঐ ক্ষমতা প্রাপ্তির উল্লেখ ছলমাত্র ও মিথ্যা, আর প্রার্থনা করেন আদালত হইতে এমত উক্তি হয় যে তাদৃশ ক্ষমতা দত্ত হয় নাই, এবং ঐ ক্ষমতার ছলে দত্তকগ্রহণ করা

নিবারণ করণের আদেশ হয়। ঐ সনের ২২ ডিসেম্বর তারিখে রাজ কুমারী দাসী বিল ফাইল করেন এই প্রার্থনায় যে আদালতের উক্তিদ্বারা তাঁহার দত্তকগ্রহণের অধিকার দৃঢ়ীকৃত হয়। তাঁহার মকদ্দমা কোন না কোন রূপে আস্বল মকদ্দমার অগ্রবর্ত্তি হইল, এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে প্রথমে তাহার শুনানি হইল।

মল্লিকদিগের সংশোধিত বিলের দ্বারা যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উপস্থিত করিতে তাহাদের যে অধিকার তাহা অস্বীকার করা কঠিন। যদি দত্তকপুত্র গৃহীত হইলে তদ্গ্রহণ ঐ দায়াদ ব্যক্তিদের স্বত্বকে আচ্ছন্ন করে, আর ঐ বিধবা যদি দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা [illegible]কার মিথ্যা উল্লেখ করিয়া যথার্থতঃ দত্তকগ্রহণে প্রবৃত্তা হয়, তবে সে তাহাদের মালিকর রূপে ঐ বিষয় অন্য কোন প্রকার হস্তান্তর করিলে তাহা নিবারণ করিতে যেমত তাহাদের অধিকার আছে তদ্রূপ বোধ হইতেছে দত্তকগ্রহণ নিবারণ করিতেও তাহাদের অধিকার আছে? এমত মকদ্দমায় কৃত ডিক্রীতে অবজ্ঞা পূর্ব্বক দত্তক গৃহীত হইলে যদিও ঐ ডিক্রী দত্তকের স্বত্বের বাধক হইতে না পারুক, তথাপি তাদৃশ মকদ্দমা নিষ্ফল হইবে আমরা এমত বোধ করি না,—কেননা আমাদের এমত বোধ কর্ত্তব্য নহে যে আদালতের আজ্ঞা অমান্য করাতে ঐ বিধবা অবজ্ঞার শাস্তি ভাগিনী হইবে। পরন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে রাজকুমারী দাসীর বিলে যে প্রার্থনা আছে ও তৎস্বীকারাত্মক উক্তি করণে আদালতের ক্ষমতা থাকন বিষয়ে যে সকল সওয়াল জওয়াব আমাদের নিকট করা হইয়াছে তাহাতে আরো বোধ-গম্য হইতেছে যে বিষয় দখল কারিণী দত্তকগ্রহণার্থে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতা (যে ক্ষমতার কার্য্য করিতে তাহাকে কেহ বাধিত করিতে পারে না) দৃঢ় করিয়া লইবার নিমিত্তে মাত্র পতির দায়াদ-গণের ন্যমে নালিশ করিলে [illegible]তঃ সে নালিশ চলিবে।

দত্তকগ্রহণ করিতে বিধবার অধিকার নাই এমত উক্তি অথবা ঐ বিধবার নালিষ ডিস্‌মিস্ হওয়া অনন্তর তৎকর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত ব্যক্তির স্বত্বের ধ্বংসক হইবে না, (কারণ) উভয়তই ঐ ডিক্রী অন্যতর ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত হইবে। বিধবা ঐ ক্ষমতার বা অনুমতির গ্রহীত্রী মাত্র, ঐ ক্ষমতার কার্য্য হইলে (অর্থাৎ দত্তকগ্রহণ হইলে) তাহা তাহার স্বত্বের বাধক হইবে*। মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকটিত এক মকদ্দমাতে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বিশেষ সম্পাদনে অধিকার থাকার স্বীকারাত্মক উক্তির নিমিত্তে উপস্থিত মকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে ভারতবর্ষীয় আদালত সমূহের ক্ষমতা আছে কি না এবিষয়ে প্রিবি কৌন্সিল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মেক্‌ফারসন সাহেব তৃতীয় বার মুদ্রিত নিজ গ্রন্থের ৪২পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ইদানীন্তন আদালত সকলে ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছেন।

---

* পরন্তু ৯৩২, ৯৩৩, ৯৫৫, ৯৫৬ ও ৯৫৭ পৃষ্ঠাস্থ নোট দ্রষ্টব্য।

দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা সন্দেহ-যুক্ত হইলে ব্যক্তিরা দত্তকগ্রহণার্থে পুত্রাদিতে অনচ্ছুক হইবে। যদিও কোনপক্ষ নিজ আপত্তির পোষকতায় প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করেন নাই। তথাপি একপক্ষে কথিত ও পক্ষান্তরে অস্বীকৃত হইয়াছে যে দত্তক পুত্র প্রচুর ক্ষমতাভাবে ভিন্ন পরিবারে উপযুক্ত রূপে গৃহীত হইতে না পারিলেও জনককুলের দায়াধিকারে বঞ্চিত হইবে। এমত অনেক মকদ্দমা থাকিতে পারে যাহাতে যে সকল দত্তকের দত্তকতা অসিদ্ধ হইয়াছে তাহারা জনক কুলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। তাদৃশ অবস্থায় যে পরিবারে সে অসম্পূর্ণ রূপে দত্তক গৃহীত হয়, কোন কোন প্রাচীন বচনে উক্ত হইয়াছে যে সে তৎকুলে দাসরূপে পরিগণিত ও তাহা হইতে কেবল অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী। কিন্তু অত্যন্ত বিদ্বান্ এক ব্যক্তি আমাকে নিশ্চিতরূপে কহিয়াছেন যে কেবল দান ও গ্রহণ হইলেই যে জনক কুলে প্রত্যাগমন করা অসাধ্য এমত নহে কিন্তু তাহা দত্তক গ্রহণ বিহিত ক্রিয়া সম্পন্নতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এবং এবিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে বিশেষ আছে -ভিন্নকুলে (অর্থাৎ গ্রহীতার কুলে) উপনয়ন প্রাপ্ত হইলে জনককুলে ফিরিয়া যাইতে পারে না, শূদ্র অসিদ্ধরূপে গৃহীত হইলে বিবাহের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে জনককুলে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

দত্তকগ্রহণের অভিসন্ধি থাকিলে ও গ্রহীতব্য ব্যক্তির স্থিরতা হইলে এক মকদ্দমা হইতে পারে ও তাহাতে ঐ বিধবা এবং আবশ্যক মতে যাহারা তাহার দত্তকগ্রহণাধিকার প্রতিরোধ করে তাহারাও প্রতিবাদি করা যাইতে পারে, আর তাহাতে ঐ বিধবার দত্তকগ্রহণের অধিকার আছে কি না এ কথারও বিষয়াধ্যক্ষতার আনুষঙ্গিকরূপে বিচার হইতে পারে। ইহা হইতে পারিলেও, বিধবার এ মকদ্দমাতে স্বীকারোক্তি করণহেতু (যে উক্তি চূড়ান্ত হইতে পারিবে না, কেবল অনাবশ্যকরূপে তাদৃশ মকদ্দমা সকলের এক নজীর হইয়া থাকিবে মাত্র) একখানি স্বীকারাত্মক ডিক্রী করিতে নিরাপদে বিচার-শক্তি ব্যবহার করা আমাদের বিবেচনা সিদ্ধ হয় না। যে প্রকারে এই কথা অন্যতর মকদ্দমাতে প্রথমে উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করিলে গৃহীত প্রমাণানুসারে আমাদের মত প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকা উচিত হয় না। উক্ত মকদ্দমাতে কৃত প্রার্থনা এই যে ঐ বিধবার উপর হুকুম হয় যে তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে না পারেন,- অতএব এমত হুকুম দেওয়া যে কেন উচিত নহে তাহা ব্যক্ত করা আমাদের ন্যায্য কার্য্য।

আমরা যাহা করিতে প্রস্তাব করিতেছি তাহা এই যে শ্যামাচরণ মল্লিকের মকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্‌মিস করা, এবং অন্য মকদ্দমাতে কোম্পানীর কাগজ গুলিতে স্ত্রীধনের ন্যায় বাদিনীর স্বত্ব স্বীকার করা। এইরূপ যে ডিক্রী হইবে তাহা ঐ বিধবার গ্রহীতব্য ব্যক্তির তৎস্বামির উত্তরাধিকারিত্বজন্য স্বত্বের হানিজনক নহে। কোননা কোন প্রকারে (দ্বিতীয় বিষয়ে উক্তি করা) স্থগিত রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে, নতুবা দ্বিতীয় (বিষয়ে) উক্তি করিতে আদালত অস্বীকার করিলে তাহা হইতে এই নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে দত্তকগ্রহণাধি-

কারের বিরুদ্ধে আদালতের মত ছিল। সু. কো. ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সাল। বুলনোয়ার রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ১৩৭।

মকদ্দমা নং ৪৫২। ১৮৫২ সাল।

গৌরনাথ চৌধুরী প্রভৃতি, (বাদি) আপিলান্ট—বনাম—অন্নপূর্ণা চৌধুরাণী, (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

বিচার।—যথাশাস্ত্র ও ন্যায্য নিষ্কর্ষ এই যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পতির অনুমতি বিনা কোন দত্তকগ্রহণ করা হইতে পারে না। প্রথম গৃহীত দত্তকের মরণে কোন হিন্দুবিধবা তদ্বিষয়ক বিশেষ অনুমতি না থাকিলে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না*। এই মকদ্দমাতে এজ্‌হারি দত্তকতা আদালত রদ করিলেন। বিধবা আপত্তি করে যে পতির উত্তরাধিকারিণীরূপ স্বত্বে সে যাবজ্জীবন বিষয় দখলে রাখিতে অধিকারিণী, এই আদালত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির সংশোধন করিয়া সে যাবজ্জীবন দখিলকার থাকিবার হুকুম দিলেন। ২৭ এপ্রেল ১৮৫২ সাল। স. দে. আ. ডি. ৩৩২। মার্জিনের নোট্।

মকদ্দমা নং ৩৯৩। ১৮৬৪ সাল।

গোবিন্দ সুন্দরী দেবী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—জগদম্বা দেবী ও বামাসুন্দরী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

এই মকদ্দমাতে এক হিন্দু বিধবা নিজ পতির পরিবার মধ্যে এক জন পুরুষ-ও বাঁচিয়া থাকিতে দত্তকগ্রহণার্থে স্বামীর দত্ত অনুমতির কার্য্য করে নাই, কিন্তু ঐ পরিবারের অবশিষ্ট পুরুষ মরিতে ও বিষয় ঐ ব্যক্তির পত্নীকে অর্শিবাতেই সে ঐ অনুমতি জাগ্রৎ করিয়া বিষয়ের দখল পাইতে চেষ্টা করিলেক; তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইল। ১৮৬৫ সালের ২৯ মে তারিখে নিষ্পন্ন উক্ত মকদ্দমার রিপোর্টের চুম্বক। দসরল্যাণ্ডের উইক্‌লি রিপোর্টর, বা. ৩, পৃ. ৬৬।

---

* যে যে কারণে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে দত্তক গ্রহণ করণের বিধান হইয়াছে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৫৫—৭৭২) এবং শাস্ত্রের যেং সর্ব্বমান্য বচনে উক্ত হইয়াছে যে,—"কেবল শাস্ত্রের উপর লক্ষ্য না করিয়া, কারণ ও ন্যায়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি করিতে হইবে," বিগত সদরদেওয়ানীর উপরিউক্ত মত তৎসঙ্গে সঙ্গত হয় না। কেননা যে শাস্ত্রে এতদ্রূপ আপদের প্রতীকার বিহিত হইয়াছে সে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কখনই এমত হইতে পারে না যে বিষয় রাখিয়া মৃত কোন ব্যক্তির দত্তকগ্রহণ দ্বারা পারলৌকিক ক্লেশমোচনী হইতে পারিলেও সে মরণান্তে ক্লেশ পাইবে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৫৫—৭৭২)। অতএব জগন্নাথের উক্তি যাহা সংশোধিত হইয়া ৭৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে (তাহা) শাস্ত্রের অভিপ্রায়-সঙ্গত বোধ হইতেছে।

মকদ্দমা নং ১১০। ১৮৬৪ সাল।

রাধাকৃষ্ণ মহাপাত্র (বাদী) আপিলাণ্ট—বনাম—শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেণ্ট।

নালিশের কারণ উত্থাপনের তারিখ হইতে বার বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় দত্তকের দত্তকত্তা রদের নিমিত্তে নালিশ করিতে হইবে।—"আইন না জানা কোন ওজর নহে"—এই বিধান যেমত আর আর আইনে খাটে তেমত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় দায়াদাধিকারে ও দত্তকত্তাতে-ও খাটে।

জগবন্ধু মহাপাত্রের প্রথম দত্তকপুত্র তৎপিতার ঐ অর্দ্ধাংশ বিষয় পাইবার নিমিত্তে (যাহা এক্ষণে জগবন্ধুর দ্বিতীয় দত্তক শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের দখলে আছে) এই নালিশ উপস্থিত করে। যে কারণের উপর এই দাবী উপস্থিত হয় তাহা এই যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জগবন্ধু মহাপাত্র দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে ক্ষমতাবান্ ছিলেন না।

কটকের প্রধান সদর আমীন বিচার করিলেন যে যেতারিখে জগবন্ধু মরেন সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে এই নালিশ উপস্থিত না হওয়াতে ইহা তমাদির আইনে বারিত।

আপীলে এই কথার উপর তর্ক হইল না, কিন্তু এই হেতুবাদ দর্শিত হইল যে সদানন্দ মহাপাত্রের মকদ্দমা (যাহা ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুদ্রিত রিপোর্টের ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) মহামান্য জস্টিস্ ক্যাম্বেল ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত-কর্ত্তৃক বিচরিত হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহার যে স্বত্বাধিকার বাদী তাহা জ্ঞাত ছিল না। এবং যে তারিখে বাদী ঐ নিষ্পত্তি অবগত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে নালিশের নূতন কারণ উপস্থিত হওয়ার দাবী করা হইয়াছে।

যদি-ও বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই হেতুবাদ করেন যে ঐ দেশের লিখিত আইন ও সন্দেহময় হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা কেবল টীকাকার সমূহ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে মাত্র) এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, তথাপি তিনি প্রায় স্বীকারই করেন যে তাহা (অর্থাৎ ঐ আপত্তি) গ্রাহ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা ঈদৃক প্রভেদ স্বীকার করিতে পারি না। "আইন্ না জানা কোন ওজর নহে"—এই বিধান যেমত আর আর আইনে প্রযুজ্য, তেমত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় দায়াধিকার ও দত্তকতাতেও প্রযুজ্য। এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে বার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বাদির নালিশের কারণ উত্থিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, অতএব বাদী আপনাকে তমাদি আইনের নিপাতন কতিপয়ের কোন নিপাতনের অন্তর্গত দেখাইতে না পারিলে এই মকদ্দমা তমাদির আইনে বারিত।

কথিত হইয়াছে যে পিতা দ্বিতীয় দত্তকগ্রহণ করাতে প্রথম দত্তকের উপর প্রতারণা করা হইয়াছে, এবং পুত্রের আইন না জানা যদি কোন ওজর না হয় তবে পিতার আইন না জানাও কোন ওজর নহে। এই মকদ্দমাতে যে রূপ

অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে ১৮৫৯ সালের ১৪ আক্টের ৯ ধারাতে তৎপ্রতি ইঙ্গিত হয় নাই। ঐ পুত্র পিতার কোন প্রতারণা বশতঃ আপনার স্বত্বজ্ঞানে বারিত হয় নাই। এমত অনুভব করিবার কোন কারণ নাই যে ঐ পিতা মোটে প্রতারণার কার্য্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণরূপ কার্য্য তৎকর্ত্তৃক দিব্যজ্ঞানেই হইয়াছিল, এবং বোধ হইতেছে তৎকালে তাহা ঐ পরিবারের মধ্যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-সম্মত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম দত্তকের মুখ্যরূপে স্বত্বের হানি হওয়াতেও সে দ্বিতীয় দত্তকের দত্তকতার প্রতি আপত্তি করিতে চেষ্টা করে নাই, তাহা করা দূরে থাকুক, ১৮৪৯ সালে পিতা মরিলে, বাদী ও প্রতিবাদী দুই দত্তক পুত্রে মিলিত হইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে ও তাহাতে বয়ান করে যে তাহারা দুই ভ্রাতায় পিতৃসম্পত্তিতে দখিলকার হইয়াছে ও প্রার্থনা করে যে বাটওয়ারা হয়—এই বাটওয়ারা ১৮৫৫ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবাদি বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দখল করিয়া লওয়াতে নিরস্ত থাকায়, এক্ষণে ঐ দখল উচ্ছেদের দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করাতে নিম্ন আদালত ন্যায্য কার্য্য করিয়াছেন।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌। ৩১আগষ্ট সাল। ১৮৬৪।—সদরল্যাণ্ডের উইক্‌লি রিপোর্টের, বা ১, পৃ. ৬২।

দশম অধ্যায়।

দায়রূপ ধনে অনধিকার প্রকরণ*।

যেমত মন্দ নৌকায় গভীর জলে গমনকারী নিমগ্ন হয়, তেমতি কুপুত্রদ্বারা পিতা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েন।	যথা জলং কুপ্লবেন তরন্মজ্জতি মানবঃ। তথা পিতা কুপুত্রেণ তমস্যন্ধে নিমজ্জতি। দা. ত. পৃ. ৩০। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।
তথাচ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াপরাঙ্মুখ পুত্র পিতার উপকারী নয়, এতাবতা পিতৃধনে অধিকারী নয়।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।	তথাচ নিত্য নৈমিত্তিকাদিক্রিয়াপরাঙ্মুখঃ পুত্রো ন পিতুরুপকারী, অতঃ পিত্র্যধনে নাধিকারী।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

---

* হিন্দুদের দায়াধিকার যেং কারণ-মূলক, দায়ে অনধিকার ও সেইং কারণ-মূলক, অর্থাৎ ইহা মৃত ধনির ক্রিয়াদি মূলক।—তৎসম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তিরা দায়াধিকারি হইতে অনধিকারি। অনধিকারের কারণ অতি বিস্তর,—তাহা ইত জন্মের ও জন্মান্তরের পাপ সম্বলিত শারীরিক ও মানসিক দোষ, ও শেষ কারণ প্রব্রজ্যাদি কোন আশ্রমান্তর গমন। এস্‌ট্রে. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৩৩।

বৃহস্পতি—"সবর্ণার গর্ভজাত হইয়াও যে অগুণবান্ (অ) সে পিতৃধনে অধিকারী নয়। যাহারা শ্রোত্রিয় (ই) ও পিতৃপিণ্ডদাতা তাহারদিগকেই তাহা অর্শে। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র পিতাকে ত্রাণ করে, অতএব তদ্বিপরীত পুত্রে কি প্রয়োজন। সে গরুতে কি কার্য্য যে দুগ্ধবতী নয়, গর্ভিণীও নয়। সে পুত্র জন্মিলে কি ফল যে বিদ্বান্ নয, ধার্ম্মিক-ও নয়। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

(অ) 'অগুণবান্'—অর্থাৎ গুণবিরুদ্ধ দোষযুক্ত।—দা. ত. পৃ. ২০।

(ই) 'শ্রোত্রিয'—ইহা উপলক্ষণ, তদ্দ্বারা সাধ্যানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করণশীল ব্যক্তি বোধ্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

দ্রব্য (অর্থাৎ ধন) যজ্ঞার্থে বিহিত হইয়াছে সেইহেতু তাহা যথাস্থলে ও ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে নিয়োগ করিবে, স্ত্রী মূর্খ ও বিকর্ম্মিতে (উ) নিযোগ করিবে না। ঐ। দা. ভা. পৃ. ২০।

(উ) 'বিকর্ম্মী'—সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মহীন। বেদে নারীর অধিকার না থাকাতে সে যজ্ঞে অযোগ্যা, মূর্খ ও বিকর্ম্মীও যজ্ঞে অযোগ্য উক্ত। (বি. দা. ভা. দ্বী. র ৫)। যথা—

ক্রিয়াহীন ও মূর্খ, মহারোগী তথা যথেষ্টাচারি মরণান্তপর্য্যন্ত অশুচি উক্ত॥ ঐ।

তথাচ ইহারা মরণান্ত-পর্য্যন্ত অশুচি কথিত হওয়াতে শুচির সাধ্যযজ্ঞসম্পাদনে অযোগ্য ইহা সূচিত হইয়াছে। ঐ।

বৃহস্পতিঃ—"সবর্ণাজোঽপ্যগুণবান্নার্হঃ (অ) স্যাৎপৈতৃকে ধনে। তৎপিণ্ডদাঃ শ্রোত্রিয়া (ই) যে তেষাংতদভিধীয়তে। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যঃ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। অতস্তদ্বিপরীতেন নাস্তি তেন প্রয়োজনং। তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা ন ধেনুর্নগর্ভিণী। কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো নবিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

(অ) 'অগুণবান' - গুণবিরুদ্ধদোষবান্। - দা. ত পৃ. ২০।

(ই) 'শ্রোত্রিয়াঃ'—ইত্যুপলক্ষণং, তেন সাধ্যানুসারেণ নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়া শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াকরণশীলস্য পরিগ্রহঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

যজ্ঞার্থং বিহিতং দ্রব্যং তস্মাৎ তদ্বিনিয়োজযেৎ। স্থানেষু ধর্ম্মযুক্তেষু ন স্ত্রী-মূর্খ-বিকর্ম্মিষু (উ)। ঐ। দা. ভা. পৃ. ২০।

(উ) 'বিকর্ম্মী'—সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপ নিত্যকর্ম্মহীনঃ, অত্র স্ত্রিয়া যজ্ঞাযোগ্যত্বং বেদানধিকারাৎ, মূর্খবিকর্ম্মিণোর্যজ্ঞাযোগ্যত্বমাহ। (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫)। যথা—

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এবচ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকং। ঐ।

তথাচৈষাং মরণপর্য্যন্তমশৌচ কথনাৎ শুচিসাধ্য যজ্ঞাযোগ্যত্বং সূচিতং। ঐ।

জীমূতবাহন 'অকর্ম্মিণঃ' স্থলে 'অকর্ম্মকর্ম্মিণঃ'—এই পাঠ ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্তরা 'অকর্ম্মকর্ম্মি' এই ভাবার্থ।

জীমূতবাহনস্তু অকর্ম্মিণঃ স্থলে 'অকর্ম্মকর্ম্মিণ' ইতি পঠতি, তন্মতে দ্যূতাদ্যাসক্তা অকর্ম্ম-কর্ম্মিণ ইত্যস্যৈবার্থঃ। —ঐ।

দানাদি নানা গুণশীল হইলেও শ্রাদ্ধাদিতে পরাঙ্মুখ বিষয়ে অধিকারী নয় ইহা জ্ঞাতব্য। ঐ।

দানাদি নানা গুণবতোঽপি শ্রাদ্ধাদি পরাঙ্মুখত্বে ভাগানর্হত্বমিত্যবধেয়ং। —ঐ।

আপস্তম্ব কহেন—"ধর্ম্মযুক্ত সকলেই বিষয়ভাগি। জ্যেষ্ঠও যদি অধর্ম্মে ধন প্রতিপাদন করে (এ) তাহাকে অনধিকারি করিবে"। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

আপস্তম্বঃ—"সর্ব্বে হি ধর্ম্মনিযুক্তা ভাগিনো দ্রব্যমর্হন্তি যস্তু অধর্ম্মেণ দ্রব্যাণি প্রতিপাদয়তি (এ) জ্যেষ্ঠমপি তমভাগং কুর্ব্বীত"। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

(এ) 'অধর্ম্মে প্রতিপাদন করে,' অর্থাৎ ব্যয় করে। অধর্ম্মে—জুয়াক্রীড়াদিতে। 'অনধিকারি করিবে,' অর্থাৎ কৃত অপব্যয়ের পরিমাণে অংশহীন করিবে কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তার এই মত।—রত্নাকর। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(এ) অধর্ম্মেণ প্রতিপাদয়তীত্যন্বয়ঃ,—'প্রতিপাদয়তি' ব্যয়তে ইত্যর্থঃ। অধর্ম্মেণ—দ্যূতাদিনা। অভাগং'—ব্যয়িতাংশহীনভাগমিতি কেচিদিতি রত্নাকরঃ। —বি দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

পরন্তু অন্যে কহেন –'প্রতিপাদয়তি' ইহার অর্থ উৎপন্ন বা উপার্জ্জন করে। এতাবতা যে ধনলোভে অশাস্ত্রীয় রূপে অধর্ম্মজীবিকা আশ্রয় করে, সে অনধিকারী। গোতম সূত্রে 'অধর্ম্ম জীবিকাশ্রয়ী'—অন্যায়বৃত্ত। ঐ।

অন্যেতু 'প্রতিপাদয়তি'—উৎপাদয়তি, অর্জ্জয়তীতি যাবৎ। তথাচ ধনলোভাৎশাস্ত্রানুমতিং বিনা অধর্ম্মজীবিকাং য আশ্রয়েৎ স নিরংশঃ। গৌতমসূত্রে 'অধর্ম্মেণ জীবন্'—অন্যায়বৃত্তঃ।ঐ।

আপস্তম্ব—'অসংস্কৃত হইয়া ও যে পুত্র পিত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম করে সে শ্রেষ্ঠ, অপর পুত্র বেদবেত্তা হইলেও নয়। ঐ।

আপস্তম্বঃ—'পিত্রাদেরৌর্দ্ধদেহিকস্য কর্ম্মণোঽসংস্কৃতঃ সুতঃ শ্রেষ্ঠো, নাপরো বেদপারগ' ইতি। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

যেহেতু পুত্র 'পুত্' নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে ইত্যাদি বচনে পুত্রকর্ত্তৃক মহাফল শ্রুত হওয়াতে ধনসম্বন্ধ তৎকর্ম্মের বেতন-স্বরূপ, অতএব তাহা না করে যে তাহার বেতন কই।—দা. ভা. পৃ. ১১৭।

'পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুত' ইত্যাদিবচনে পুত্রকর্ত্তৃকতয়া মহাফল শ্রুতেস্তৎকর্ম্মবেতনং ধনসম্বন্ধিত্বং অতস্তদকুর্ব্বতঃ কুতোবেতনং।—দা. ভা. পৃ. ১১৭।

উক্ত বচনসমূহে বিহিত বিধানসকল নিবর্ত্তিত বা অপ্রচলিত না হইলেও

উক্ত বচনেষু বিহিতা বিধয়ঃ ন নিবর্ত্তিতাঃ নাপ্রচলিতাশ্চ, পরন্তু অনু

অধুনা প্রাড়্বিবাক কর্ত্তৃক তদধিকাংশ প্রতিপালিত ও কার্য্যে প্রচলিত নয়। বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা কতিপয়ই প্রায় তাঁহাদের আদৃত ও আদরণীয়*।

প্রাড়্বিবাকগণৈস্তদধিকাংশো ন প্রতিপালিতো নবা কার্য্যে প্রচালিতঃ। বক্ষ্যমাণাঃ কতিপয়ব্যবস্থাএব প্রায়শস্তেষামাদৃতাঃ, আদরণীয়াশ্চ*।

ব্যবস্থা। ৬৫৭ পতিত (ও) পতিতের সুত (ক) লিঙ্গী তথা আশ্রমান্তর্গত (গ), ক্লীব বা পণ্ড (জ) জন্মান্ধ জন্মবধির (ট) উন্মত্ত (ড) পঙ্গু (ণ) জড়ঃ গোঙ্গা (প) অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত বা দীর্ঘ তীব্র রোগগ্রস্ত (ব) নিরিন্দ্রিয় (ম) পিতার দ্বেষ্টা (য) বিকর্ম্মস্থ (র) এবং ঔপপাতিক (ল) দায়াধিকারি নয়।

৬৫৭ পতিতঃ (ও) তৎসুতঃ (ক) লিঙ্গী তথা আশ্রমান্তর্গতঃ (গ) ক্লীবঃ বা পণ্ডঃ (জ) জাত্যন্ধঃ জাতি-বধির (ট) উন্মত্তঃ (ড) পঙ্গুঃ (ণ) জড়ঃ মূকঃ (প) অচিকিৎস্য রোগার্ত্তঃ বা দীর্ঘ তীব্রাময়গ্রস্ত (ব) নিরিন্দ্রিয় (ম) পিতৃদ্বিট্ (য) বিকর্ম্মস্থ (র) ঔপপাতিকাশ্চ (ল) ন দায়াধিকারিণঃ† ।

প্রমাণ। ৴০ ক্লীব (জ) পতিত (ও) তথা জাতান্ধ জাতিবধির (ট) উন্মত্ত (প) জড় (প) এবং মূক ও যে কেহ নিরিন্দ্রিয় (ম)—ইহারা দায়াধিকারি নয়*॥—মনু।

৴১ অনংশৌক্লীব (জ) পতিতৌ (ও) জাত্যন্ধ বধিরৌ (ট) তথা। উন্মত্ত (ড) জড় (প) মূকাশ্চ যেচ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ* (ম)॥—মনুঃ।

---

* দায়ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে ও মিতাক্ষরার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম প্রকরণে এবং বিবাদভঙ্গার্ণবের দায়ভাগদ্বীপের পঞ্চম রত্নে লিখিত অনধিকারের কারণসমূহের কোন কারণ নিবর্ত্তিত বা অচলিত বলা যাইতে পারে এমত বোধ হয় না। অথচ আমার এমত বিবেচনা হয় না যে ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ বিকর্ম্মস্থ অপব্যয়ী অথবা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে অমনোযোগ রূপ অপরাধে অপরাধি কি না—ইহা সপ্রমাণ করিতে আমাদের আদালত নিবিষ্ট হইবেন। জাতিপাত, কুষ্ঠাদি মহারোগ, জন্মাবধি অঙ্গহীনত্ব, ক্লীবত্ব, এবং অবৈধ বিবাহজন্য বিজন্মত্ব এই সকল অধুনা অনধিকারের কারণ। আমার বোধে ঐ সকলও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অদ্যাপি তাহাদের মধ্যে প্রবল আছে। জিলা আদালতে জজ থাকা সময়ে আমার সমীপে কএক মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা হইতে (এই) নিষ্কর্ষ করিলাম। কাশীতে যে এক মকদ্দমা উপস্থিত হয় কেবল তাহারই উল্লেখ (এস্থলে) করিতেছি।—পিতামহীর শ্রাদ্ধাদি না করা হেতুতে ভ্রাতৃপুত্রে পিতৃব্যকে অধিকৃতদায়ে অনধিকারি করিবার নিমিত্তে ঐ মকদ্দমা উপস্থিত করে। প্রতিবাদী উত্তর দেয় যে সে গয়াতীর্থে গিয়া সেখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে। এবং সে নিজ উত্তরে স্বীকার করিল যে ভবিষ্যতে পুত্রের তাদৃশ কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগী হইবে এবং ইহা গ্রাহ্যও হইল, ও তাহাকে অনধিকারি করার দাবী অগ্রাহ্য করা গেল। কোলব্রুক সাহেবের উক্তি। দ্রষ্টব্য—এস্ ট্রে. হি. ল. বা, ১. পৃ. ২১৯।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১১৭—১২০। দা. ক্র. সং. পৃ. ২০—২২। দা. ত. পৃ. ৩০। বি. ভা. ভা. দী. র. ৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১১২—১০৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৬৫, ৬৬। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩০৩—৪২৫।

" ৶০ পতিত তৎসুত ক্লীব (ক) পঙ্গু, উন্মত্ত (গ) জড় অন্ধ অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত (ব) ইহারা প্রতিপালনীয় বটে, ধনাধিকারি নয়*।—যাজ্ঞবল্ক্য।

,, ৶০ পিতার দ্বেষ্টা পতিত এবং যে ঔপপাতিক (ল) ইহারা ক্ষেত্রজ হইলে কা কথা ঔরস পুত্র হইলেও ধনাধিকারি নয়*।—নারদ।

,, ।০ পিতা মরিলে ক্লীব, কুষ্ঠী (স), উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য ও লিঙ্গী (গ) দায়াধিকারি নয়। তাহাদের মধ্যে পতিত ভিন্ন অন্যকে অন্নাচ্ছাদন প্রদাতব্য। তাহাদের সুতেরা দোষবর্জ্জিত হইলে দায়রূপ ধনে পিতৃঅংশ পাইবে*। দেবল।

।/০ আশ্রমান্তর্গত ব্যক্তিরা (গ) দায়াধিকারি নয়।—বশিষ্ঠ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

,, ।৶০ বিকর্ম্মস্থ ভ্রাতাসকলে দায়াধিকারি নয়।—মনুঃ। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

।৶০ অপপাত্রিতের অর্থাৎ পতিতের ধনাধিকার ও শ্রাদ্ধতর্পণ লোপ হয়।—শঙ্খ লিখিত।

(ও) পতিত—মহাপাতকে অথবা মহাপাতকসম পাতক কিম্বা উপপাতক সমূহে অপপাত্রিত †।

মহাপাতক জ্ঞানকৃত হইলে একবার করণে অজ্ঞানকৃত হইলে দুইবার করণে পাতিত্য হয়।

যাহারা মহাপাতকি তাহারা পতিত কথিত।—ব্রহ্মপুরাণ।

৶০ পতিত স্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো (গ) জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তো (ব) ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ*॥—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৶০ পিতৃদ্বিট্ (ষ) পতিতঃ পণ্ডো যশ্চস্যাদৌপপাতিকঃ (ল)। ঔরসাঅপি নৈতেংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ*॥—নারদঃ।

।০ মৃতে পিতরি ন ক্লীব কুষ্ঠ্যুন্মত্তজড়ান্ধকাঃ (স)। পতিতঃ পতিতাপত্যং লিঙ্গী (গ) দায়াংশ ভাগিনঃ। তেষাং পতিতবর্জ্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎসুতাঃ পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জিতাঃ*।—দেবলঃ।

।/০ অনংশা আশ্রমান্তর্গতাঃ (গ)।—বশিষ্ঠঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

।৶০ সর্ব্বএব বিকর্ম্মস্থা নার্হন্তি ভ্রাতরোধনং।—মনুঃ। ঐ। দা. ভা. পৃ. ১১৭।

।৶০ অপপাত্রিতস্য রিকুথপিণ্ডোদকানি নিবর্ত্তন্তে।—শঙ্খলিখিতৌ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(ও) পতিতঃ—মহাপাতকেন মহাপাতকসমপাতৈকেশ্চোপপাতকৈর্বা অপপাত্রিতঃ†।

একেনাপি জ্ঞানকৃতমহাপাতকেন পাতিত্যমুপজায়তে অজ্ঞানকৃতেতু বারদ্বয়েনেতি।

মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রহ্মপুরাণং।

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১১৭—১২০। দ. ক্র. সং. পৃ. ২০—২২। দা. ত. পৃ. ৩০। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩০২—১০৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫, ৩৭। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৩০৩—৩২৫।

† দ্রষ্টব্য—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্তবিবেক। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪০৫।

মহাপাতক যথা,—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান (হ), (ব্রাহ্মণের সোনা) চুরি, গুর্ব্বঙ্গনাগমন ও মহাপাতকির সংসর্গ (অ) এই সকল মহাপাতক উক্ত।—মনু, অ. ১১, ব. ৫৪।

মহাপাতকানি যথা,—ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং (হ) স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি (অ) তৈঃ সহ॥ মনুঃ, অ ১১, ব. ৫৪।

যে পাতকে জাতি-পাত হয় তাহাও একদা করণে পাতিত্য জন্মে।

যেন পাতকেন জাতিভ্রষ্টতা জায়তে তস্যাপোকদা করণেন পাতিত্যং।

(অ) সংসর্গ—সম্বৎসরব্যাপী, তাহা বক্ষ্যমাণ বচনে উক্ত—'পতিতের সহিত ব্যবহার (অর্থাৎ) এক যানে গমন, একাসনে উপবেশন ও একপংক্তিতে ভোজন করিলে এক বৎসরে পতিত, কিন্তু যাজনে উপনয়নপূর্ব্বক সাবিত্রীশ্রাবণে বা বিবাহে সদ্যঃপতিত হয়।—মনু, অ. ১১, ব. ১৮০।

(অ) সংসর্গশ্চ—সম্বৎসরব্যাপী, তদুক্তং বক্ষ্যমাণ বচনে—'সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনাৎ নতু যানাসনাশনাৎ'।—মনুঃ, অ. ১১, ব. ১৮০।

(হ) পরন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই বিশেষে নিষিদ্ধ, তাহা বক্ষ্যমাণ বচনে উক্ত 'সুরা অন্নের মল এবং পাপও মল কথিত সেই হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবে না। মনু।

(হ) সুরাপানন্তু—দ্বিজাতীনামেব বিশেষেণ নিষিদ্ধং তদুক্তং বক্ষ্যমাণ-বচনে—'সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মাচ মলমুচ্যতে। তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাম্পিবেৎ'। মনুঃ, অ. ১১, ব. ৯৩।

এতাবতা সুরাপান শূদ্রের পক্ষে উপপাতক এই নিষ্কর্ষ হইতেছে।

এতাবতা সুরাপানং শূদ্রাণাং পক্ষে উপপাতকত্বেনাবসীয়তে।

এস্থলে 'সুরাপান' পদে অসংস্কৃত সুরাপান বোধ্য।—নতুবা সংস্কৃত সুরা অবৈধ নয়, পাতিত্যজনক-ও নয়। তাহা নিরুক্ত তন্ত্রের পঞ্চম পটলে উক্ত হইয়াছে—"অসংস্কৃত সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়, কিন্তু সংস্কৃত সুরাপান করিলে জ্বলদগ্নিবৎ তেজঃপুঞ্জ হয়। সুরাপাননিষেধক বচন অভিশপ্ত সুরাপান নিষেধার্থে। সুরা চারিযুগেতেই পবিত্রকারিণী, কেবল অভিশাপে অপানীয়া হইয়াছে, অতএব অভিশাপ মোচন করিলে তাহা পানকরা যাইতে পারে"।

সুরাপানমিত্যত্র—অসংস্কৃত সুরাপানমেব, সংস্কৃত সুরাপানস্য বৈধত্বাৎ পাতিত্যোৎপাদকত্বাভাবাচ্চ। তদুক্তং নিরুক্ততন্ত্রে পঞ্চম পটলে—"অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেত্। সংস্কৃতাংতু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জ্বলদগ্নিবৎ'। অভিশপ্ত সুরাপাননিষেধার্থং সুরপান নিষেধ বচনং। সুরাতু চতুর্যুগএব পবিত্রকারিণী, কেবলমভিশাপেনৈবাপেয়া, অতঃ শাপমোচনরূপতয়া পেয়ৈব"।

তিথিতত্ত্বে ধৃত—'মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রহণীয়'—তাহার অর্থও 'দেবতাকে সম্প্রদান ভিন্ন মদ্য অপেয় অগ্রাহ্য' ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃকই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মাংস ভক্ষণে দোষ নাই মদ্যে ও মৈথুনেও দোষ নাই। জীবির প্রবৃত্তি-ই এই, কিন্তু নিবৃত্তিতে মহাফল" ॥ এই মনুবচনও* অপ্রতিষিদ্ধ মাংসাদিবিষয়ক—ইহা কুল্লূকভট্ট প্রভৃতিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাপাতকসম বা মহাপাতককল্প যথা,—

মিথ্যা উৎকৃষ্ট জাত্যভিমান খলতাপূর্ব্বক রাজার নিকট কাহারো (এমত) দোষ কথন (যাহাতে সে হত হইতে পারে.) মিথ্যাগুরুনিন্দা এই সকল ব্রহ্মহত্যার সমান।—বেদবিস্মৃতি, বেদনিন্দা, মিথ্যাসাক্ষ্য, সুহৃদ্‌বধ গর্হিত (নিষিদ্ধ) বস্তুভোজন, এই ছয় সুরাপানের সমান।—গচ্ছিত (বা কিছুকালের নিমিত্তে ধার দেওয়া) বস্তু এবং নর, অশ্ব, রজত, ভূমি, ও হীরকাদি মণি অপহরণ স্বর্ণচুরির সমান কথিত ॥—সহোদরা ভগিনী কুমারী বা নীচসঙ্কর জাতীয়া নারী গমন মিত্রের বা পুত্রের স্ত্রীগমন—গুর্ব্বাঙ্গনাগমনের সমান।—মনু।

এই সকল পাতক—জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃতই হউক—প্রায় একাধিকবার কৃত হইলে পাতিত্য জনক হয়। দ্রষ্টব্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

তিথিতত্ত্ব ধৃতস্য 'মদ্যমপেয়মদেয়মনিগ্রাহ্যম্' ইত্যস্যাপ্যর্থো—'দেবতাসম্প্রদানকভিন্নং মদ্যমপেয়মগ্রাহ্যম্'—ইতি স্মার্ত্তেনৈব ব্যাখ্যাতং।

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—ইতি মনু-বচনমপি* অপ্রতিষিদ্ধ মাংসাদিপরত্বেন কুল্লূকভট্টপ্রভৃতিনা ব্যাখ্যাতং।

মহাপাতকসমানি তৎকল্পানি বা যথা—

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্? গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥—বহ্মোজ্‌ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ। গর্হিতানাদ্যয়োর্জ্ঝিঃ সুরাপানসমানি ষট্ ॥—নিক্ষেপস্যাপহরণং, নরাশ্বরজতস্য চ। ভূমিবজ্রমণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতং ॥ রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ। সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ ॥—মনুঃ অ. ১১, ব. ৫৫—৫৮।

এতানিপাতকানি—জ্ঞানকৃতানি অজ্ঞানকৃতানি বা—প্রায়শ একাধিকবারকৃতেষু পাতিত্যজনকানি।—দ্রষ্টব্যং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং, প্রায়শ্চিত্তবিবেকঞ্চ।

---

* মনুসংহিতা। অ, ৫, শ্লো, ৫৬।

পুনঃ পুনঃ উপপাতক করণে উপপাতকী দায়রূপ ধনে অনধিকারী, এই হেতু উপপাতক বহুবচনে ব্যবহৃত। বি. দা. ভা. টী. র. ৫।

উপপাতকিনোভাগানর্হত্বং অভ্যাসতএব, অতএব উপপাতকৈরিতি বহুবচনং।—বি. দা. ভা. টী. র. ৫।

গো-বধ, অবধ্যের বধ, পরস্ত্রী গমন, আত্মবিক্রয়, গুরু ও পিতা মাতা ত্যাগ, বেদাধ্যয়ন না করা ও স্মৃতিবিহিত অগ্নিতে অভক্তি; জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ, অথবা কনিষ্ঠের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হওয়া, ঐ দুয়ের এক জনকে কন্যাদান, ও তদ্বিবাহে যাজন; কন্যার দূষণ, বার্দ্ধুষ্য, বেদাধ্যায়ির ব্যভিচার, পবিত্র তড়াগ বা উদ্যান বা স্ত্রী কি পুত্র বিক্রয়; যজ্ঞোপবীত না হওয়া, বান্ধবত্যাগ, বেতন দানে বা গ্রহণে বেদাধ্যয়ন বা অধ্যাপন, অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয়; যে কোনরূপ আকরে কর্ম্মকরণ, মহাযন্ত্রে প্রবৃত্ত হওন, ঔষধের গাছের হিংসা, স্ত্রীর ব্যভিচারে জীবনধারণ, (নির্দ্দোষকে) নষ্ট করণার্থে যাগকরণ ও মন্ত্রপঠন, জ্বালের নিমিত্তে অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদনী আত্মার্থে ক্রিয়া আরম্ভ, এবং নিষিদ্ধান্ন ভোজন, অগ্নিরক্ষণে ত্রুটি, (স্বর্ণ ভিন্ন অন্য দ্রব্য) চুরি, তিন ঋণের অপরিশোধ, মিথ্যাধর্ম্ম পুস্তকে মনোনিবেশ, গীতবাদ্যে অত্যন্ত মনোযোগ, ধান্য সামান্য ধাতু ও পশু চুরি। মদ্যপায়িনী স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রী শূদ্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হত্যা ও নাস্তিকতা —এই সকল উপপাতক। (অবস্থা বিশেষে লঘু বা গুরু হয়)।—মনু. অ. ১১, ব. ৫৯—৬৬।

উপপাতকানি যথা,—গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ। গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃসুতস্যচ ॥ পরিবেত্তাঽনুজেনোঢ়ে পরিবেদনমেবচ। তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেবচ যাজনম্। কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্। তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ। ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃতাধ্যাপনমেবচ। ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ। সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনং। হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্মচ। ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনং। আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনন্তথা। অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া। অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া। ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্। স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্।—মনুঃ অ. ১১, ব. ৫৯—৬৬।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা স্মার্ত্তোক্তি প্রমাণে অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখকেই যথার্থ পতিত অবধারণ করিয়া তাহাকেই অনধিকারি

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা স্মার্ত্তোক্তিপ্রমাণেন অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃপ্রায়শ্চিত্তবিমুখশ্চৈব প্রকৃতপতিত ইত্যবধৃত্য তস্যৈবানধিকারো ব্যবস্থাপিতঃ যথা

স্থির করেন, যথা—"ব্রহ্মহত্যাদি করিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করে নাই বা করিতে চাহেনা সেই পতিত, কেননা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের উক্তি এই যে প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখতা স্বকীয়ধনাধিকার ধ্বংসের কারণ পৈতৃক ধনাধিকারে-ও প্রায়শ্চিত্ত অপরাঙ্মুখ হওয়া চাই"।—বি. দা. ভা. দ্বী. র, ৫।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারও স্মার্ত্তমতাবলম্বী. তাঁহার উক্তি এই যে—"এস্থলে পতিতের-ও সর্ব্বস্ব দানাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত থাকা শ্রুত হওয়াতে 'প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখ' এইপদ পতিতের বিশেষণ দেওয়া উচিত, অতএব পাতিত্যজন্য যে স্বত্বনাশ তাহা প্রায়শ্চিত্তে বিমুখ হইলে ইহা বোধ্য॥—দা. ভা. টী. পৃ. ২৫।

পরন্তু—উক্ত ব্যবস্থা যেরূপ পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহাতেই প্রযুজ্য হওয়াতে, যে পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত নাই তাহা সর্ব্বদা স্বত্বনাশক*

"পতিত ব্রহ্মহননাদিকং কৃত্বা অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃপ্রায়শ্চিত্তবিমুখশ্চ—স্বধনাধিকারধ্বংসে পতিতস্য প্রায়শ্চিত্তবৈমুখ্যসহকারীতিস্মার্ত্তোক্তেঃ, পৈতৃক ধনাধিকারেঽপি প্রায়শ্চিত্তবৈমুখ্যাভাবস্য সহকারিত্বংযুক্তং"।—বি. দা. ভা. দ্বী র. ৫।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারোঽপি স্মার্ত্তমতাবলম্বী, তদুক্তির্যথা—"অত্র পতিতস্যাপি সর্ব্বস্বদানাদি প্রায়শ্চিত্তশ্রবণাৎ প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখেতি বিশেষণং দেয়ং, তেন প্রায়শ্চিত্ত প্রাগভাবাভাব সহকৃতং পাতিত্যং স্বত্বনাশহেতুরিতি বোধ্যং—দা. ভা. টী. পৃ. ২৫।

পরন্তূক্ত ব্যবস্থায়াঃ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাতিত্যেএব প্রযুজ্যতয়া প্রায়শ্চিত্তানর্হ পাতিত্যস্য সর্ব্বদা স্বত্বনাশকত্বং *।

---

* যেমত আমাদের মধ্যে-ও লঘু বা গুরুতররূপে সমাজ বহির্ভূত হইত, তেমত হিন্দুদের মধ্যে-ও স্বত্বনাশক দোষ সমূহ দুই রূপে বিবেচ্য হইতে পারে। তাহা ১৮১৪ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত এক মকদ্দমাতে জানা যাইতেছে। নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত ঐ মকদ্দমাতে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তাঁহারা অসম্পূর্ণ বা কিয়ৎকাল স্থায়ি পাতিত্যের ও যে পাতিত্যে জাতিপাত হয় তাহার মধ্যে প্রভেদ করিয়া উক্তি করিলেন যে প্রথম অবস্থায় অসম্পূর্ণ পাতিত্যে—যে দোষ ঐ পাতিত্যের কারণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলেই উত্তরাধিকারিত্বের বাধা গেল, কিন্তু শেষ অবস্থায় পাতিত্য সম্পূর্ণ হওয়াতে যদ্যপি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ঐ দোষের পরিহার হয় তথাপি উত্তরাধিকারিত্বের প্রতিবন্ধকতা থাকে, কেননা কোন ব্যক্তি এককালে নিজ জাতি হইতে বহির্ভূত হইলে সে চিরকালই জাতিভ্রষ্ট বা পতিত থাকিবে। উক্ত মকদ্দমায় উল্লিখিত ব্যক্তি ক্রমিক নানা দুর্ব্বৃত্তি ও যথেচ্ছাচার সমূহে নিবিষ্ট ও নির্লজ্জরূপে মদ্যাসক্ত হওয়ায় এবং অত্যন্ত নীচ ও গর্হিতচরিত্র ব্যক্তিদের সহিত আহার ব্যবহার ও বারম্বার অনেক ব্যক্তিকে নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ ও আঘাত এবং প্রকাশ্য রূপে যবনীসংসর্গ করায়, এবঞ্চ গুর্ব্বী-মাতার ঘরে আগুন দেওয়ায় ও তাহাকে অন্য উপায় দ্বারা নষ্ট করিতে একাধিকবার চেষ্টা করায়, পণ্ডিতেরা উক্তি করিলেন যে শিবনাথের যত দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে তন্মধ্যে কেবল এক দোষ অর্থাৎ যবনীগমন এমত অপরাধ যে তাহাতে একেবারে জাতিভ্রষ্ট হইবে আর জাতি পাইবে না। আদালতের-ও এই রায় হইল। এস্ট্রে. হি. ল, বা. ১, পৃ. ২২১. ২২২।

এতাবতা জাতিপাতরূপ পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্তে দোষ গেলেও জাতিভ্রষ্টতার প্রতীকার না হওয়াতে তাহা সর্ব্বদা স্বত্বনাশক। কেননা পাপের দুই শক্তি—নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহারবিরোধিকা, এস্থলে এক শক্তি বিনাশ [illegible]লেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি থা[illegible]—দ্রষ্টব্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

এতাবতা জাতিভ্রষ্টতারূপ পাতিত্যস্য প্রায়শ্চিত্তেন দোষাপহারেঽপি জাতিভ্রষ্টতায়া অপ্রতিকার্য্যতয়া সর্ব্বদা স্বত্বনাশকত্বং। যতঃ—"পাপস্যদ্বে শক্তী—নরকোৎপাদিকা ব্যবহারবিরোধিকা চেতি। তত্রৈকতরশক্তিবিনাশে ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি[illegible]ষ্ঠীতি"।—দ্রষ্টব্যং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

(ক) 'তৎসুত'—অর্থাৎ পাতিত্যের পর উৎপাদিত সুত। পতিত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তৎসুতও পতিত হওয়াতে যদ্যপি পতিতপদে তৎসুতকেও বুঝায়, তথাপি তাহার পৃথক্ উল্লেখ করা তদ্‌ভিন্ন অন্যদের অর্থাৎ ক্লীবাদির পুত্রদের অনংশিতা জ্ঞাপনার্থে। পাতিত্যের পর উৎপন্ন সুত পতিত পদেই প্রাপ্ত হওয়াতে 'তৎসুত' এই পদ পাতিত্যের পূর্ব্বে উৎপন্ন পুত্রকে বুঝাইবার নিমিত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বাচ্য নয়—কেননা ক্লীবাদির পুত্রের ন্যায় সে-ও নির্দ্দোষ হওয়াতে তাহারও দায়াধিকারী হওয়া ন্যায্য।

(ক) 'তৎসুত'—ইতি পাতিত্যানন্তরমুৎপাদিত সুত ইত্যর্থঃ। যদ্যপি পতিতপদেন তৎসুতস্যাপ্যুপাদানং পতিতোৎপন্নত্বেন পতিতত্বাৎ, তথাপি তস্য পৃথগুপাদানং তদিতরেষাং ক্লীবাদিপুত্রাণা মনংশিতাজ্ঞাপনার্থমিতি। ন চ পাতিত্যানন্তরোৎপন্নস্য পতিতেনৈব প্রাপ্তেঃ 'তৎসুতঃ' ইতি প্রাগুৎপন্নপতিতপুত্রসংগ্রহার্থমিত্যেব কিন্ন স্যাদিতি বাচ্যং—ক্লীবাদিপুত্রাণামিব তস্যাপি নির্দ্দোষত্বাৎ বিভাগার্হতায়া ন্যায্যত্বাৎ। দা. ভা. (এবং) দা. ভা. টী. পৃ. ১১৮।

(ক) 'পতিতের অপত্য'—অর্থাৎ পতনীয় কর্ম্ম করিলে-পর উৎপন্ন অপত্য,—কেননা ইহা বিষ্ণুবচনের সহিত মিলে।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(ক) 'পতিতাপত্যং'—পতনীয়ে কর্ম্মণি কৃতেঽনন্তরোৎপন্নমপত্যং বিষ্ণুবচনৈকবাক্যত্বাৎ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(গ) 'লিঙ্গী'—প্রব্রজিতাদি।—দা. ভা. ১১৮।

(গ) 'লিঙ্গী'—প্রব্রজিতাদি। দা. ভা. ১১৮।

'লিঙ্গী'—কপটব্রতধারী।—দা. ত. পৃ. ২১।

'লিঙ্গী'—কপটব্রতধারী।—দা. ত. পৃ. ২১।

'লিঙ্গী'—প্রতারণার্থে, কপটব্রতধারী বিবাদ ভঙ্গার্ণবাদৃতরত্নাকর।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

লিঙ্গী'—অতিশয়েন কপটব্রতধারীতি বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃত রত্নাকরঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(গ) আশ্রমান্তর—অর্থাৎ গৃহস্থভিন্ন

(গ) আশ্রমান্তরং—গৃহস্থা-

অন্যাশ্রম। বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃতরত্নাকর। ঐ।

(জ) ক্লীব দুই প্রকার—শিশ্নহীন, এবং শিশ্ন থাকিতেও পুরুষের কর্ম্মকরণে অসমর্থ। শেষরূপ ক্লীব কাত্যায়ন কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'যাহার মূত্র ফেনিল নয়, বিষ্ঠা জলে মগ্ন হয়। এবং শিশ্ন উন্মাদ ও শুক্রহীন, সেই ক্লীব উক্ত*। ঐ।

(ট) 'জাতি' পদ অন্ধ বধির উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ রাখে। দা. ভা. পৃ. ১১৮।

যাহারা আগন্তুক কারণে নয়, কিন্তু জাতিতঃ অর্থাৎ স্বভাবতঃ অন্ধ বধির তাহারাই জন্মান্ধ জন্ম বধির।—দা. ক্র. সং. পৃ. ২৯।

এবঞ্চ ব্যবহার এই যে আধুনিক বধিরের চিকিৎসা সম্ভব না হইলেও সে দায়গ্রহণ করে ইহা দৃষ্ট হইতেছে, অন্ধের-ও ঐরূপ ব্যবস্থা ন্যায্য। অতএব 'অন্ধ বধির' পদে জন্মান্ধ জন্মবধিরই বোধ্য, তাহা নারদকর্তৃক স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, যথা, —'দীর্ঘ তীব্র (ই) রোগগ্রস্ত জন্মাবধি উন্মত্ত অন্ধ বা পঙ্গু ইহারা কুলে প্রতিপালনীয়, কিন্তু ইহাদের পুত্রেরা দায়াধিকারি।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

'পরন্তু 'জন্মান্ধ ইহা বলিয়া এস্থলে জন্ম ধরায় অন্ধের অপ্রতিকার্য্যতা বলা হইয়াছে তাহার উৎপত্তি উক্ত হয় নাই'।—এতদুক্তিতে জগন্নাথকর্তৃক

শ্রমাদিতি বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃত রত্নাকরঃ। ঐ।

(জ) ক্লীবো দ্বিবিধঃ—শিশ্নহীনঃ, সত্যপি শিশ্নে পুরুষকর্ম্মকরণাসমর্থশ্চ। তদাহ কাত্যায়নঃ—'ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি। মেঢ্রশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে'॥—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।—দ্রষ্টব্যচ—দা. ভা. পৃ. ১১৮।

(ট) 'জাতি' পদমন্ধবধিরাভ্যাং সম্বধ্যতে। দা. ভা. পৃ. ১১৮।

জাত্যা—স্বভাবেন, নত্বাগন্তুকহেতোরন্ধোবধিরশ্চ, যঃ তৌ জন্মাবধ্যন্ধবধিরাবিত্যর্থঃ।—দা. ক্র. সং. পৃ. ২৯।

ব্যবহারশ্চ আধুনিকবধিরস্য চিকিৎসনাসম্ভবেঽপি দায়গ্রহণমিতি দৃশ্যতে, অন্ধস্যাপি তথা যুজ্যতে, তথাচ জন্মান্ধোজন্মবধিরশ্চ জ্ঞেয়ঃ। নারদেন তৎস্পষ্টেনোক্তং যথা—'দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্ত (ই) জন্মোন্মত্তান্ধপঙ্গবঃ। ভর্ত্তব্যাঃ স্যুঃ কুলস্যৈতে তৎপুত্রাস্ত্বংশভাগিনঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

জাত্যন্ধেত্যত্র জাতিগ্রহণেনান্ধস্যাপ্রতিসমাধেয়তামাহ নোৎপত্তিকত্বম্''।—ইত্যনেনতু বিবাদভঙ্গার্ণবকৃ-

---

* দায়কৌমুদী ধৃত দেবল বচনে সপ্তবিধ ক্লীব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা উপরিউক্ত দ্বিবিধ ক্লীবেরই অন্তর্গত হওয়াতে এস্থলে তাহার পৃথক্ বর্ণনা করার আবশ্যকতা হইল না।

অপ্রতিকার্য্য যে আধুনিক অন্ধ তাহার-ও অনধিকার ব্যবস্থাপিত এবং তৎ-সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে অপ্রতিকার্য্য আধুনিক বধিরাদির-ও অনধিকার ইঙ্গিত হইয়াছে।

অপ্রতিসমাধেয়াধুনিকান্ধস্যাপি নাংশিতা ব্যবস্থাপিতা,—তেনচ তৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়েনাধুনিকাপ্রতিসমাধেয় বধিরাদীনামপ্যনংশিত্বমিঙ্গিতং।

এই পরস্পর বিপরীত উক্তিদ্বয়ের প্রথমা ব্যবহারানুমতা, কিন্তু দ্বিতীয়া শাস্ত্রসম্মতা।

এতৎপরস্পরবিপরীতোক্তিদ্বয়য়োঃ প্রথমা ব্যবহারানুমতা, দ্বিতীয়াতু শাস্ত্র-সম্মতা।

'আধুনিক অন্ধাদির ন্যায় আধুনিক ক্লীবের-ও ধনাকিারি হওয়া ন্যায্য' জগন্নাথের এই উক্তিও আধুনিক প্রতিকার্য্য অন্ধাদি বিষয়ক বোধ্য,—কেননা একবার আধুনিক অপ্রতিকার্য্য অন্ধের অনধিকার ন্যায্যরূপেই তৎকর্ত্তৃক অবধৃত হইয়া আবার এস্থলে অপ্রতিকার্য্য আধুনিক অন্ধাদি অধিকারি অভিপ্রেত হইলে তাহাতে নিজোক্তির বিরুদ্ধরূপ আপত্তি হয়।

যত্তু জগন্নাথেনাধুনিকান্ধাদি বৎ আধুনিকক্লীবস্যাপ্যংশিত্বংযুক্তমিত্যুক্তম্—তদাধুনিকপ্রতিসমাধেয়ান্ধাদিবিষয়কমেব—আধুনিকাপ্রতিসমাধেয়ান্ধাদেস্তেনৈব ন্যায্যতয়ানধিকারব্যবস্থিতত্ত্বেন পুনরত্রাচিকিৎস্যান্ধাদেরধিকারিত্বে স্বোক্তবিরোধাপত্তেঃ।

(গ) যে দুই পদদ্বারা গমন করিতে পারে না সেই পঙ্গু *।—দা. ভা. পৃ. ১১৮।

(গ) পদ্ভ্যাংনগচ্ছতীতিপঙ্গুঃ *।—দা. ভা. পৃ. ১১৮।

(ঙ,গ) এ স্থলে পঙ্গু—জন্মপঙ্গু; উন্মত্ত—জন্মাবধি উন্মত্ত। তাহা উক্ত নারদবচনে স্পষ্টতঃ উক্ত।

(ঙ, গ) অত্র পঙ্গুরিতি-জন্মপঙ্গুঃ; উন্মত্তেতি—জন্মোন্মত্তঃ। উক্ত নারদবচনে স্পষ্টতস্তদুক্তত্বাৎ।

---

* যে দুই পায়ে চলিতে পারে না সে পঙ্গু—এই জীমূত বাহনের উক্তি, তাঁহার মতে এক পায় চলিতে পারিলে পঙ্গু নয়। কিন্তু নব্যমতে দুই পায়ে যে চলিতে না পারে সে পঙ্গু। এই মতে দুই পায়ে চলিতে পারিলে পঙ্গু নয় এতাবতা এক পায়ে চলিলেও পঙ্গু কথিত হয়। তাহাতে জীমূতবাহনের মতই শুদ্ধ। তথা মনুবচনে ব্যবহৃত 'যে কেহ নিরিন্দ্রিয়'—এই পদে সামান্যতঃ ইন্দ্রিয়াভাব বোধ্য।—বি. দা. ভা. টী. রু. ৫।

* পদ্ভ্যাং ন গচ্ছতীতি পঙ্গুরিতিজীমূতবাহনঃ। তন্মতেএকপাদস্য গতিসম্পাদকত্ব-সত্ত্বে ন পঙ্গুত্বং। পদ্ভ্যাং ন গচ্ছতীত পঙ্গুরিতি নব্যাঃ—এতন্মতে পাদদ্বয়ান্যগতি সম্পাদকত্বেন পঙ্গুত্বং তথাচ একেন পাদেন চলন্নপি পঙ্গুরুচ্যতে। তত্রজীমূতবাহন মতমেব সমঞ্জ—তথাহি মনুবচনে 'যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়া'—ইত্যত্র ইন্দ্রিয় সামান্যাভাবো বোধ্যতে।—বি. দা. ভা. টী. রু. ৫।

এস্থলে অবধের এই যে অন্ধপদের সহিত একত্র ব্যবহৃত হওয়াতে পঙ্গু-পদেও জন্মাবধি পঙ্গু বোধ্য। এবং 'হস্তাদি হীন' পদে-ও জন্মাবধি হস্তাদিহীন বোধ্য।—বি দা ভা দী. র. ৫।

অত্রেদমবধেয়ং অন্ধসাহচর্য্যাৎ পঙ্গুরপি জন্মপঙ্গুরেব জ্ঞেয়ঃ। এবং হস্তহীনাদয়োঽপি জন্মাবধি হস্তহীনাদয়োজ্ঞেয়াঃ।—বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

(ঙ) দেবল বচনেও 'উন্মত্ত' পদে জন্মোন্মত্ত,—যেহেতু তাহা নারদ বচনের সহিত মিলে। —ঐ।

(ঙ) দেবলবচনেঽপি 'উন্মত্তো' জন্মোন্মত্তঃ নারদৈক বাক্যত্বাৎ। ঐ।

(প) বিদ্যা[illegible]হণে অসমর্থ যে সে জড়, বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না যে সে মূক।—দা ভা পৃ. ১১৮।

(প) দেবলগ্রহণাসমর্থো জড়ঃ। বর্ণানুচ্চারকো মূকঃ। দা. ভা. পৃ. ১১৮।

'জড়' - ধর্ম্মকর্ম্মে নিরুৎসাহ —এই স্মার্ত্তকৃত অর্থ। -'জড়' বুদ্ধি বিকল, এই অন্যের ব্যাখ্যা। দ্রষ্টব্য বিবাদভঙ্গার্ণব. দা. ভা. দী. র ৫।

জড়োধর্ম্মকৃত্যনিরুৎসাহ ইতিস্মার্ত্তাঃ। জড়োবুদ্ধিবিকল ইত্যপরে। দ্রষ্টব্যো· বিবাদভঙ্গার্ণবঃ, দা. ভা. দী র. ৫।

'জড়' আত্মপর বিবেক শূন্য। রত্নাকর। দ্রষ্টব্য--ঐ।

'জড়ঃ' আত্মপর বিবেকশূন্য ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবাদৃতরত্নাকরঃ। ঐ।

ব্যবস্থা। ৬৫৮ জন্মাবধি অন্ধ বধির পঙ্গু উন্মত্ত ভিন্ন অন্যের যে দায়াধিকারিত্ব সে তাহাদের রোগ অপ্রতিকার্য্য হইলে।

৬৫৮ জন্মান্ধবধিরপঙ্গূন্মত্তেতরেষান্তু যদ্দায়াধিকারিত্বং তত্তেষাং রোগস্যাপ্রতিকার্য্যত্বেএব।

কারণ। যেহেতু ইহা ন্যায়মূলক, এবং তাহারা অচিকিৎস্য রোগার্ত্তদের অন্তর্গত ও বটে।

ন্যায়মূলত্বাৎ, তেষামচিকিৎস্যরোগাণামন্তর্গতত্বাচ্চ।

∴ ন্যায়মূলক —অর্থাৎ পিতার মরণের পূর্ব্বে তদবস্থাপন্ন হইয়া তন্মরণোত্তর তদ্রোগমুক্ত বা দোষ রহিত হইলে তাহাদের দায়াধিকার না হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিরুদ্ধ — কেমনা তদ্রোগের বা দোষের নাশ মাত্রেই পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাহারা সম্পূর্ণ অধিকারি তৎসম্পাদনেও সমর্থ হয়। এবঞ্চ পিণ্ডোদক ক্রিয়াতে অধিকারি

ন্যায়মূলত্বাৎ— যতঃ পিতৃমরণাৎ প্রাক্ তদবস্থস্তদনন্তরং তদ্রোগমুক্তস্য তদ্দোষরহিতস্য বা অনধিকারিতা ধর্ম্মবিরুদ্ধা ব্যবহার বিরুদ্ধা চ। তদ্রোগরূপ দোষস্যাপায়মাত্রেণ পুত্রকর্ত্তব্য ক্রিয়াসু তেষাং পূর্ণাধিকারিত্বাৎ তৎসম্পাদনেঽপি তেষাং সমর্থত্বাচ্চ। এবঞ্চ পিণ্ডোদকক্রিয়াস্বধিকারিত্বে তেষাং দায়া-

হইলে দায়াধিকারি হওয়া দণ্ডাপূপ-ন্যায়ে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার সিদ্ধ-ওবটে।

প্রমাণ। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরও মত এই যে কুষ্ঠাদি ব্যাধিযুক্তের যে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ সে বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকার নিমিত্তে,—বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকারের ন্যায় ধনাধিকারেও তুল্য যুক্তি প্রাপ্তি হয়, শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকারী পুত্র দায়রূপ ধনে অনধিকারী দৃষ্ট হয় না।

,, দায়ভাগকর্ত্তার-ও অভিপ্রায় এই রূপ, তদুক্তি যথা—"পুত্ নামক নরক হইতে পুত্র পিতাকে ত্রাণ করে' ইত্যাদি বচনে পুত্রকর্ত্তৃক মহাফল শ্রুত হওয়াতে ধনসম্বন্ধ তৎকর্ম্মের বেতনস্বরূপ" (দা. ভা. পৃ. ১১৭)। এতাবতা বেতনযোগ্য কর্ম্মকারী অবশ্যই বেতনাধিকারী।

,, 'অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত'—ইহা শ্রুত হওয়াতে যদি বিভাগের পর ঔষধাদি দ্বারা রোগ নিবৃত্তি হয়, তবে তখন-ও অংশভাগী হইবে। দা. ভা. টী ১১৮।

(ব) 'অচিকিৎস্যরোগ'—অপ্রতিকার্য্য কুষ্ঠাদি।

এস্থলে 'আদি' পদে অন্যান্য অপ্রতিকার্য্য পাপরোগ জ্ঞেয়,—কেননা তাহাও কুষ্ঠের তুল্যরূপে অনধিকারের হেতু।

পাপরোগসমূহ মনুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—"দুরাত্মা মনুষ্যেরা কেহ২ ইহজন্মে কেহ২ বা পূর্ব্বজন্মে কৃত দুষ্কর্ম্মফলে রূপবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়। সুবর্ণচোর—কুনখ, মদ্যপায়ী—কালদন্ত, ব্রহ্মহত্যাকারী—ক্ষয়রোগ, গুর্ব্বঙ্গনাগামী—(পুরুষাঙ্গে) দুশ্চর্ম্মত্ব প্রাপ্ত

ধিকারিত্বম্ দণ্ডাপূপন্যায়েন শাস্ত্রসিদ্ধং ব্যবহারসিদ্ধঞ্চ।

স্মার্ত্তসম্মতেনাপি কুষ্ঠাদিব্যাধিমতঃ প্রায়শ্চিত্তোপদেশো বৈদিককর্ম্মাধিকারার্থং বৈদিক ক্রিয়াধিকারবৎ ধনাধিকারস্যাপি তুল্যযুক্ত্যা প্রাপ্তেঃ, নহি শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়াধিকারিণঃ পুত্রস্য দায়ানধিকারো দৃষ্টঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

জীমূতবাহনোঽপি এবমেব, তদুক্তি-যথা—"পুন্নাম্নোনরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুত' ইত্যাদি বচনেন পুত্রকর্ত্তৃকতয়া মহাফল শ্রুতেস্তৎকর্ম্মবেতনং ধনসম্বন্ধিত্বং" (দা. ভা. পৃ. ১১৭। অতএব বেতনার্হকর্ম্মকারিণঃ অবশ্যমেব বেতনার্হত্বং।

'অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত' ইতি শ্রুতের্যদি বিভাগানন্তরং রোগনিবৃত্তিস্তদা তস্যাংশিত্বমেবেতি।—দা. ভা. টী. পৃ. ১১৮।

(ব) 'অচিকিৎস্যরোগো'—অপ্রতিক্রিয়কুষ্ঠাদি।—বি. দা. ভা. দ্বী. র ৫।

অত্র 'আদিনা'—অচিকিৎস্যপাপরোগান্তরাণি জ্ঞেয়াণি,—তেষামপ্যনধিকারহেতুতাসাম্যাৎ।

পাপরোগানাহ মনুঃ—"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা। প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম্॥ সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং, সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাম্। ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্ম্যং গুরুতল্পগঃ। পিশুনঃ

হয়। পিশুনের নাকে দুর্গন্ধক্ষত, (মিথ্যা) সূচকের মুখে দুর্গন্ধ, ধান্য (অর্থাৎ শস্য) চোরের অঙ্গহীনতা, উত্তম দ্রব্যের সহিত (মন্দ) মিশ্রকের অতিরিক্ত অঙ্গ, অন্ন অপহারকের আমাশয় রোগ, বেদবাক্যাপহারক (অথবা বিনাধিকারে বেদপাঠক) গোঙ্গা হয়, বস্ত্রাপহারক ধবল প্রাপ্ত, আর অশ্বচোর পঙ্গু হয়। দীপাপহর্ত্তা অন্ধ (হিংসাপূর্ব্বক)* দীপনির্ব্বাপক কানা, ও (জীবের) হিংসাকারী চিররোগী হয়, অহিংসাতে অরোগী হয়। এইরূপ কর্ম্মবিশেষে সতের বিগর্হিত হইয়া জড়, মূক, অন্ধ, বধির তথা বিকৃত আকৃতি হয়। অতএব (তাহারা) বিশুদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্বদা প্রায়শ্চিত্ত করিবে,—কেননা যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে নাই তাহারা ঐ নিন্দিত চিহ্নযুক্ত হইয়া জন্মিবে।—মনু. অ. ১১, ব. ৪৮—৫১।

পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতাম্॥ ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্ব মাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ॥ অন্নহর্ত্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ। বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্র্যং, পঙ্গুতামশ্বহারকঃ॥ দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কানো নির্ব্বাপকো ভবেৎ। হিংসয়া ব্যাধিভূয়ত্ত্বং অরোগিত্বমহিংসয়া*। এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ। জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা। চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিস্কৃতৈনসঃ॥ অ. ১১, ব. ৪৮—৫৩।

তথা বিষ্ণু—"যাহারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ও তির্য্যক জন্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা মনুষ্যদেহে (অকৃত প্রায়শ্চিত্ত) পাপের চিহ্ন ধারণ করে, অতিপাতকী—কুষ্ঠী, (উ) ব্রহ্মহত্যাকারী—যক্ষ্মারোগী, সুরাপায়ী—কালদন্ত বিশিষ্ট, সুবর্ণচোর—কুনখী, গুর্ব্বঙ্গনাগামী—দুশ্চর্ম্মা (অর্থাৎ শিরোভাগে চর্ম্মহীন পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট) হয়"। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

তথা বিষ্ণুঃ—'নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যকত্বমুত্তীর্ণানাং মনুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি,—কুষ্ঠাতিপাতকী (উ,) ব্রহ্মহা—যক্ষ্মী, সুরাপঃ—শ্যাবদন্তকঃ। সুবর্ণহারী—কুনখী, গুরুতল্পগো—দুশ্চর্ম্মা'। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

---

* 'দীপহর্ত্তা' ইত্যাদি বচন মুদ্রিত মনুসংহিতায় নাই, কিন্তু মেধাতিথির টীকাতে এবং সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের অনুবাদে আছে, উক্ত অনুবাদে ঐ বচন ৫২ সংখ্যক, তাহাতে ঐ বচনের শেষ পাদে 'অহিংসাতে অরোগী হয়' এ পাঠের পরিবর্ত্তে 'ব্যভিচারির অঙ্গ স্ফীত হয়' এই পাঠ আছে।

তথা শাতাতপ—"মহাপাতকের চিহ্ন সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া ব্যাধিরূপে (অধিকারের) বাধক হয়। ও কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তে (তৎপাপের) নাশ হয়। (যথা—) কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, তথা গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ (অর্থাৎ নালি,) গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ, ইত্যাদি রোগ মহাপাতকোদ্ভব কথিত। দ্রষ্টব্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব ও বি. দা. ভা. দ্বী র. ৫।

শাতাতপশ্চ—"মহাপাতকচিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে। বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ সমঃ॥ কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মাচ প্রমেহগ্রহণী তথা। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতিসারভগন্দরৌ, দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতাক্ষিনাশনং। ইত্যেবমাদযো রোগাঃ মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।—দ্রব্যং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং মলমাসতত্ত্বঞ্চ, তথা বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

পুনঃশাতাতপ—"নরের অর্শাদিরোগ অতিপাতক জন্য হয়"।—মলমাসতত্ত্ব-ধৃত বচন।

পুনঃশাতাতপঃ—অর্শআদ্যা নৃণাং রোগাঃ অতিপাপাৎ ভবন্তিহি*।—মলমাসতত্ত্বধৃতবচনং।

"মাতৃগমন, দুহিতৃগমন, পুত্রবধূগমন, এই কএক অতিপাতক"*। প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ধৃত বিষ্ণুসূত্র।

'মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং, স্নুষাগমনং ইত্যতিপাতকানি'*। প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ধৃত বিষ্ণুসূত্রং।

উপপাতকেও রোগ জন্মে, যথা জলোদর, যকৃৎ, প্লীহ, শূল, ব্রণ, শ্বাস, অজীর্ণতা, জ্বর, বমি, ভ্রম, মোহ, গলগণ্ড, রক্তপিত্ত, হাম বসন্তাদি উপপাতকোদ্ভব কথিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য মলমাসতত্ত্ব)। কিন্তু এই সকল রোগ অনধিকারের কারণ নয়।

উপপাতকোদ্ভবা রোগাঅপি সন্তি—যথা জলোদর যকৃৎ প্লীহ শূলরোগব্রণানি চ। শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ। রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবাগদাঃ। (দ্রষ্টব্যং মলমাসতত্ত্বং)। পরন্তু তেষামনধিকারহেতুতাভাবঃ।

পরন্তু ব্যবহারে উক্ত রোগগ্রস্তদের মধ্যে গলত্ কুষ্ঠী অকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্বল্পকুষ্ঠী এবং অপ্রতীকার্য্য আধুনিক জড়, মূক, বধির বা অন্ধই দায়রূপ ধনে অনধিকারী দৃষ্ট হয়। অন্য রোগগ্রস্তরা প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে অনধিকারি হইলেও † প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও দায় গ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্যবহারেতূক্তরোগযুক্তানাং মধ্যে গলত্ কুষ্ঠিনঃ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্বল্পকুষ্ঠিনঃ অপ্রতীকার্য্যাধুনিকা জড়মূকবধিরান্ধাস্যচৈব দায়ানধিকারিত্বং দৃশ্যতে, অন্যরোগিণস্তু প্রায়শ্চিত্তাৎ প্রাগনধিকারেঽপি† তৎসম্পাদনম্বিনাপি দায়ং গৃহ্নন্তি।

* অতিপাতক মহাপাতকের দ্বিগুণ উৎকট, কিন্তু মনুতে অতিপাতক কএকটি মহাপাতকেরই অন্তর্গত, দ্রষ্টব্য।

† স্বল্পকুষ্ঠ রাজযক্ষ্মা মধুমেহ শ্যাবদন্তাদি দুশ্চিকিৎসারোগবিশিষ্টেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দায়াদিতে অধিকারী নয় ইহা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাচার্য্যাদির মত।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

† স্বল্পকুষ্ঠরাজযক্ষ্মা মধুমেহশ্যাবদন্তাদি দুশ্চিকিৎসাময় বিশিষ্টানাং অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং দায়াদানধিকারিত্বং আর্চ্চাদীনাং মতং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(উক্ত) দেবল বচনে কুষ্ঠপদ ঐ রোগ সমূহের উপলক্ষণ, কেননা বক্ষ্যমাণ বচনে 'ব্যাধি' শব্দে প্রায় রোগ মাত্রই কথিত,—এমতে প্রমেহ গ্রহণীযুক্ত-দের-ও অনধিকার প্রসঙ্গ হইলে (বক্তব্য এই যে) প্রমেহ গ্রহণ্যাদি ধাতু বৈষম্যে-ও হওয়া সম্ভব। পরন্তু অতিপাতক ও মহাপাতকের চিহ্ন নির্ণয়ে নারদবচনোক্ত "দীর্ঘ তীব্র রোগ গ্রস্ত" ইত্যাদি যুক্ত হয়।—বি. দা. ভা. পৃ. ৫।

(উক্ত) দেবলবচনে 'কুষ্ঠ'পদং তেষামুপলক্ষণং বক্ষ্যমাণবচনেষু চ প্রায়োরোগমাত্রস্য ব্যাধিশব্দেনোপাদানাৎ। নন্বেবং প্রমেহগ্রহণীমতোরপি অনধিকার প্রসঙ্গ ইতি চেৎ—প্রমেহগ্রহণ্যাদি ধাতুবৈষম্যেঽপি সম্ভবঃ, অতিপাতকমহাপাতকচিহ্ননির্ণয়েতু দীর্ঘতীব্রময়গ্রস্তেত্যাদি নারদবচনোক্তত্বাদীষতএব। বি.দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(ব) অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত—ইহাশ্রুত হওয়াতে যদি বিভাগের পর ঔষধদ্বারা রোগনিবৃত্তি হয় তবে সেও ভাগভাগী হইবে।—দা. ভা. টী. পৃ. ১১৯।

অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত—ইতিশ্রুতের্যদি বিভাগানন্তরমৌষধাদিনা রোগনিবৃত্তিস্তদা তস্যাপ্যংশিত্বমেবেতি।—দা. ভা টী. পৃ. ১১৯।

(ম) 'যে কেহ নিরিন্দ্রিয়'—ইহাতে ইন্দ্রিয়মাত্রের অভাব নয়. তাহা হইলে জীবন ধারণই হয় না; ইহার অর্থ একাঙ্গহীন-ও নয়, কেননা তাহাতে নিরিন্দ্রিয়ত্ব হইল না। এবং এক হস্তহীন ব্যক্তির-ও অনধিকারী হওয়ার আপত্তি ঘটে। নৈয়ায়িকেরা ইন্দ্রিয় সামান্য বৃত্তি ধর্ম্ম স্বীকার করেন না, কিন্তু বিশেষ ইন্দ্রিয় সামান্যাভাব স্বীকার করেন। এতাবতা 'নিরিন্দ্রিয়' এক সমগ্র ইন্দ্রিয়হীন, অথবা একাধিক ইন্দ্রিয়হীন, সকল ইন্দ্রিয়হীন নয়, এই ফলিতার্থ।—যথা হস্তমাত্রাভাব, পাদমাত্রাভাব, নাসিকা সামান্যাভাব, চক্ষু মাত্রাভাব (অন্ধতা,) শ্রবণমাত্রাভাব (বধিরতা,) শিশ্নাভাব ক্লীবতা, জিহ্বারূপ বাগিন্দ্রিয় মাত্রাভাব (মূকতা,) * ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(ম) 'যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়া'—ইত্যত্র নেন্দ্রিয় সামান্যাভাবঃ, তথাত্বে জীবনং নস্যাৎ, নচৈকাঙ্গহীনঃ তথাসতি ন নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ, কেবলমেকহস্তাভাববতোঽপি অনধিকারিত্বাপত্তেশ্চ। নৈয়ায়িকৈশ্চ ইন্দ্রিয় সামান্যমাত্রবৃত্তিধর্ম্মো ন স্বীক্রিয়তে কিন্তু বিশেষেন্দ্রিয়সামান্যাভাবঃ। অতো 'নিরিন্দ্রিয়' ইত্যনেন সমগ্রৈকেন্দ্রিয়হীনঃ একাধিকেন্দ্রিয়হীনো বা নতু সর্ব্বেন্দ্রিয়হীন ইতি ফলিতার্থঃ।—স, চ, হস্তসামান্যাভাবঃ, পাদসামান্যাভাবঃ নাসিকাসামান্যাভাবঃ, চক্ষুঃসামান্যাভাবঃ (অন্ধতা,) শ্রোত্রসামান্যাভাবঃ (বধিরতা,) শিশ্ন সামান্যাভাবঃক্লীবতা, জিহ্বানিষ্ঠবাগিন্দ্রিয় সামান্যাভাবঃ (মূকতা) ইত্যাদি। দ্রষ্টব্যো বিবাদভঙ্গার্ণবঃ* —দা. ভা. দ্বী. র ৫।

---

* এই শাস্ত্রে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলে দায়রূপধনে অনধিকারী হয়। যথা পঙ্গু হইলেও হয়, কিন্তু ঐ পঙ্গুতা সম্যক্‌ হওয়া চাই, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির এমত পঙ্গু হওয়া চাই যে দুই পায়ের এক পায়েতেও চলিতে না পারে; ঐ রূপ তাহার দুই হস্তই অব্যবহার্য্য হওয়া চাই।—এস্‌ টে. হি. ল. ব্য. ১. পৃ. ২১৫।

(য) 'পিতার দ্বেষ্টা'—যে পিতার দ্বেষ করে, (অর্থাৎ) পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাকে তাড়নাদি করে, ও মরিলে তৎশ্রাদ্ধাদি করণে বিমুখ হয় সে পিতারদ্বেষ্টা।—দা. ত. পৃ. ২০।

যে পিতার দ্বেষ করে সেই পিতার দ্বেষ্টা, দ্বেষ অর্থাৎ পিতাকে মারণাদি রূপ, ও তদুদ্দেশে তর্পণাদি না করা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(র) 'বিকর্ম্মস্থ'—বিরুদ্ধ কর্ম্ম হিংসাদিবৎ গর্হিত বৃত্তি যাহার সে।—বি. দা. ভা. দ্বী র. ৫।

'বিকর্ম্মস্থ'—দ্যূতক্রীড়াদিতে আসক্ত এই কুল্লূক ভট্টকৃত অর্থ। অন্যে কহেন 'পরিবারের অর্থ হানিকর'। পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে বিমুখ এই জীমূতবাহনের কৃত ব্যাখ্যা। ঐ।

'বিকর্ম্মস্থ'—অর্থাৎ ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মের প্রতিবন্ধক যে অগম্য গমনাদি কর্ম্ম তৎকারক।—দা. ভা. টী. পৃ. ১১৮।

(ল) 'ঔপপাতিক' স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা 'অপপাত্রিত' পাঠ ধরিয়া ক্ষত্রিয় বধাদি দোষে ঘটাপবর্জিত এই অর্থ ব্যাখ্যা করেন। দ্রষ্টব্য - বি. দা. দ্বী. র. ৫।

প্রকাশকার—'উপপাতকী' এই পাঠ ধরিয়া কহেন উপপাতকযুক্ত যে সেই উপপাতকী। ঐ।

কিন্তু জীমূতবাহন ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য 'ঔপপাতিক' পাঠ ধরিয়া অর্থ করেন—যে উপপাতক যুক্তসেই ঔপপাতিক। ঐ।

পুনঃ পুনঃ উপপাতক করণে ঔপপাতিক বিষয়ে অনধিকারী হয়, এইহেতু উপপাতক পদ বহুবচনে ব্যবহৃত। ঐ।

(য) 'পিতৃদ্বিট্'—পিতরংদ্বেষ্টীতি পিতৃদ্বিট্, জীবতি পিতরি তত্তাড়নাদিকৃত্, মৃতেতু (তত্) শ্রাদ্ধাদিবিমুখঃ। —দা. ত. পৃ ২০।

পিতরং যোদ্বেষ্টি-স পিতৃদ্বিট্, দ্বেষশ্চ পিতরং মারণাদিরূপঃ, মৃতেতু তদুদ্দেশেন উদকাদিদানাভাবঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(র) 'বিকর্ম্মস্থঃ'—বিরুদ্ধক্রিয়াহিংসাদিবৎ নিন্দিতবৃত্তিশ্চ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

"বিকর্ম্মস্থাঃ—দ্যূতাদ্যাসক্তা ইতি কুল্লূকভট্টঃ। কুটুম্বার্থহানিপরা ইত্যন্যেঽপি। পিতুরৌর্দ্ধদেহিক কর্ম্মবিমুখা ইতি জীমূতবাহনঃ। ঐ।

'বিকর্ম্মস্থাঃ' ঔর্দ্ধদেহিকস্য কর্ম্মণো বিরোধীনি যানি কর্ম্মাণি অগম্যাগমনাদীনি তৎকারিণ ইত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১১৮।

(ল) 'ঔপপাতিক' স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা 'অপপাত্রিত' ইতি পঠিত্বা রাজবধাদিদোষেণ কৃতঘটাপবর্জ্জনইতি তস্যার্থো ব্যাখ্যাতঃ। দ্রষ্টব্যং—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

প্রকাশকারেণতু 'উপপাতকী' ইতি পঠিত্বা উপপাতকৈর্যুক্ত ইতি ব্যাখ্যাতং। ঐ।

জীমূতবাহনস্মার্ত্তাভ্যাং পুনঃ 'ঔপপাতিক' ইতিপঠিতং, উপপাতকৈর্যুক্ত ইতি তদর্থঃ। ঐ

উপপাতকিনো ভাগানর্হত্বং অভ্যাসতএব, উপপাতকৈরিতি বহুবচনমুপন্যস্তং। ঐ।

(স) কুষ্ঠ নানা প্রকার আছে, তন্মধ্যে গলৎ কুষ্ঠই সর্ব্বকর্ম্মে গর্হিত, তাহা ভবিষ্য পুরাণে ও বিবাদভঙ্গার্ণবে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

ভবিষ্য পুরাণ—'হে বিপ্র, উত্তরোত্তর গুরুতর কুষ্ঠসমূহের বর্ণনা শ্রবণ কর,—বিচর্চ্চিকা, দুশ্চর্ম্মা, চর্চ্চরীয়, বিকচ্ছু, ব্রণ, তাম্র, কৃষ্ণ ও শ্বেত কুষ্ঠ। এই সকলের মধ্যে সর্ব্বগাত্রে গালে কপালে ও নাকে ব্রণবৎ কুষ্ঠ যাহার সে সকল কর্ম্মে গর্হিত। সে মরিলে তাহার সব পবিত্র নদীতে বা স্থানে অথবা পবিত্র বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পিণ্ডদান তর্পণ ও দাহ ক্রিয়া করিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ছয় মাস বা তিন মাস-ওকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া থাকে ও তাহাকে যদি (কেহ) স্নেহ বশতঃ দাহ করে তবে যতিচান্দ্রায়ণ করিবে।

বিবাদভঙ্গার্ণব—'এই আট প্রকার কুষ্ঠীর মধ্যে সেই সর্ব্বকর্ম্মে গর্হিত যে সকল গাত্রে গণ্ডে কপালে তথা নাকে ব্রণবৎ কুষ্ঠ-বিশিষ্ট এই কথা উহ্য। ইহা উপলক্ষণমাত্র হওয়াতে গোবৃষন্যায়ে অন্য কোন অঙ্গে ব্রণবৎ কুষ্ঠযুক্ত যে সেও সর্ব্বকর্ম্মে গর্হিত। অথবা গোবৃষন্যায়ে 'সর্ব্বগাত্রে' এই পদ ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ এই যে গণ্ডাদিতে কিম্বা গণ্ডাদি ভিন্ন অন্য যে কোন স্থানে। অথবা অর্থ এই যে সর্ব্বগাত্রের মধ্যে যে কোন অঙ্গে ব্রণবৎ, অথবা গণ্ডাদি ভিন্ন অন্য অঙ্গে ব্রণ ভিন্ন স্ফুটতর উক্ত তাম্র কৃষ্ণ ও শ্বেত কুষ্ঠ সমূহের কোন কুষ্ঠযুক্ত'।—বি.

"এস্থলে কুষ্ঠী ব্যক্তির দায়াধিকারে নানা স্মার্ত্তের বিবাদ নিরাকরণার্থে

(স) কুষ্ঠানি নানাবিধানি সন্তি তেষাং মধ্যে গলৎকুষ্ঠমেব সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতং তদুক্তং ভবিষ্যপুরাণে বিবাদভঙ্গার্ণবেচ। যথা—

ভবিষ্যপুরাণং—'শৃণু কুষ্ঠানাংবিপ্র, উত্তরোত্তরতোগুরুং। বিচর্চ্চিকা তু দুশ্চর্ম্মা চর্চ্চরীয়স্তৃতীয়কং। বিকচ্ছুব্র্ণতাম্রোচ কৃষ্ণশ্বেতৌ তথাষ্টকং। এষাংমধ্যে তু যঃকুষ্ঠী গর্হিতঃসর্ব্বকর্ম্মসু। ব্রণবৎ সর্ব্বগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি॥ মৃতে চ ক্ষপয়েৎ তীর্থে অথবা তরুমূলকে। ন পিণ্ডং নোদকং কুর্য্যাদ্বচ দাহক্রিয়াঞ্চরেৎ। যণ্মাসীয় ত্রিমাসীয়ো মৃতঃ কুষ্ঠী কদাচন। যদি স্নেহাচ্চরেদ্দাহং যতিচান্দ্রায়ণং চরেৎ'। দ্রষ্টব্যোবিবাদভঙ্গার্ণবঃ—দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

বিবাদভঙ্গার্ণবঃ—'এযামষ্টানাং কুষ্ঠিনাংমধ্যে সর্ব্বকর্ম্মসু অনধিকারী স উচ্যতে ইতি শেষঃ। ব্রণবৎ সর্ব্ব গাত্রেষু অথবা গণ্ডে ভালে তথা নসি' ইত্যুপলক্ষণত্বাৎ অন্যস্মিন্ কুত্রচিৎ অঙ্গে বা ব্রণবৎ যৎকুষ্ঠং তদ্বান্ সর্ব্ব কর্ম্মসু গর্হিতঃ, অথবা সর্ব্বগাত্রেগোবৃষন্যায়াৎ গণ্ডাদ্যতিরিক্তেষু গণ্ডাদিষুচ যত্রকুত্রচিদিত্যর্থঃ। অথবা সর্ব্বগাত্রান্যতম গাত্রেষু ব্রণবৎ ইত্যেকঃ গণ্ডাদ্যন্যতমে ব্রণান্তরোক্তাস্তাম্র কৃষ্ণশ্বেতাঃ স্ফুটতরা ইত্যেকস্তদন্যতমবান্ ইত্যর্থঃ।—বি. দী. ভা. দ্বী. র. ৫।

'অত্রচ নানামুখানাং কুষ্ঠিনোদায়াধিকারে বিবাদনিরাকরণায় নানাকুষ্ঠি-

নানারূপ কুষ্ঠ রোগ প্রদর্শিত হইয়াছে, ফলতঃ উভয়েরই মত এই যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মহাকুষ্ঠী দায়াধিকারী। স্বল্প কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, মধুমেহ, কালদন্ত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ যুক্তেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দায়রূপ ধনে অধিকারি নয়" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাদির এই মত বলিয়া বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা-কর্ত্তৃক কৃত এই সমন্বয় সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয়, কেননা কাহারো এমত মত নহে যে গলত্ কুষ্ঠ রূপ মহাকুষ্ঠযুক্ত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে দায়াধিকারী, প্রত্যুত নিত্য ক্ষতাশৌচ অথচ অব্যবহার্য্যতা জন্য সে শ্রাদ্ধাদিতে অনধিকারী হওয়ায় দায়রূপধনেও অনধিকারী ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত *।—ইহাই ন্যায্য, কেননা প্রায়শ্চিত্তে তৎপাপের নরকোৎপাদিকা শক্তি গেলেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি যায় না। লোকাচারে-ও গলত্ কুষ্ঠী শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করে ও দায়রূপধনে অধিকারী হয় ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

প্রদর্শনং কৃতং ফলন্তু মহাকুষ্ঠিনঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য দায়াধিকারোঽস্তীতি উভয়োরেব মতং। স্বল্পকুষ্ঠ রাজযক্ষ্ম মধুমেহশ্যাবদন্তাদি দুশ্চিকিৎস্যাময়বিশিষ্টানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং দায়াদ্যনধিকারিত্বং' স্মার্ত্তাদীনাং মতপ্রমাণেনেতি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃত-সমন্বয়ো ন সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধঃ; যতঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য গলৎ কুষ্ঠিরূপমহাকুষ্ঠিনঃ দায়াধিকারোঽস্তীতি ন কস্যাপি মতং। প্রত্যুতকৃতেঽপিপ্রায়শ্চিত্তে তস্য নিত্যক্ষতাশৌচতয়া অব্যবহার্য্যতয়াচ শ্রাদ্ধাদানর্হত্বং দায়ানধিকারিত্বঞ্চ সর্ব্ববাদিসম্মতং*। যুক্তঞ্চৈতৎ, যতঃপ্রায়শ্চিত্তেন তৎপাপস্য নরকোৎপাদকশক্তিনাশেঽপি ব্যবহারবিরোধিকা শক্তির্ন জায়তে। লোকাচারেঽপি গলত্কুষ্ঠিনঃ শ্রাদ্ধাদিসম্পাদনং দায়াধিকরণঞ্চ কুত্রাপি ন দৃশ্যতে।

---

* ইহার প্রমাণ যথা পুলস্ত্য বচন—'চন্দ্র গ্রহণে বা সূর্য্য গ্রহণে এবং মৃতদের উদ্দেশে দশপিণ্ড দানে তথা মহাতীর্থস্থানে ক্ষতাশৌচ থাকে না। কিন্তু অন্যত্র থাকে, যথা দেবল কহিয়াছেন—'ব্রণযুক্ত সূতিকান্ত নবপ্রসূতা ও প্রসব কর্ত্রী না কর্ত্রী, তথা মত্ত, উন্মত্ত বা রজস্বলা ও যাহার বন্ধু মৃত ও যে অশুদ্ধ এই অষ্ট তৎকালে (ধর্ম্মকর্ম্মে) বর্জ্জনীয়' —প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

জানুর ঊর্দ্ধে ক্ষত হইলে নিত্যকর্ম্ম করিবে না, তাহার নীচে রক্তপাত হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্ম-ও করিবে না, ।—নির্ণয়সিন্ধুধৃত বচন।

* 'অত্রপ্রমাণং যথা পুলস্ত্যঃ—'চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব মৃতানাং পিণ্ডকর্ম্মণি। মহাতীর্থে চ সংপ্রাপ্তে ক্ষতদোষো ন বিদ্যতে॥ অন্যত্র তু দেবলঃ—'সব্রণ সূতকী সূয়ী মত্তোন্মত্তরজস্বলা। মৃতবন্ধুরশুদ্ধশ্চ বর্জ্যাস্ত্বষ্টৌ স্বকালতঃ'।—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

জানূর্দ্ধং ক্ষতকে জাতে নিত্যকর্ম্ম নচাচরেৎ। নৈমিত্তিকঞ্চ তদধঃ স্রবদ্রক্তো নচাচরেৎ'।—নির্ণয়সিন্ধুধৃতবচনং।

অতএব এস্থলে "কুষ্ঠি" পদে অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত স্বল্পকুষ্ঠী ও কৃত বা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত গলৎকুষ্ঠী বোদ্ধা, কেননা স্বল্পকুষ্ঠির প্রায়শ্চিত্তে পাপমোচন হওয়াতে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকারজন্য দায়রূপধনেও অধিকার জন্মে। কিন্তু গলৎকুষ্ঠীর প্রায়শ্চিত্তে পাপের নরকোৎপাদিকা শক্তি মোচন হওয়াতেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি থাকে, সেই হেতু অথচ ক্ষতাশৌচ কারণে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে অধিকার না হওয়ায় ধনাধিকার-ও হয় না।

অতএব 'কুষ্ঠি' পদেনাকৃতপ্রায়শ্চিত্ত স্বল্পকুষ্ঠী. কৃতপ্রায়শ্চিত্তোবাকৃতপ্রায়শ্চিত্ত গলৎকুষ্ঠীচ. স্বল্পকুষ্ঠিনঃ প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্য মোচনেন শ্রাদ্ধাদাবধিকারজন্য দায়াধিকারাৎ। গলৎকুষ্ঠিনস্তু প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্য নরকোৎপাদকশক্তিবিমোচনেঽপি ব্যবহারবিরোধিকাশক্তিরস্ত্যেব,—তৎকারণাৎ নিত্যক্ষতাশৌচ করণাচ্চ শ্রাদ্ধাদাবধিকারাভাবেন তস্য ধনাধিকারাভাবএব।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন "কুষ্ঠী অকৃত প্রায়শ্চিত্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্তের পাপ না থাকায় সে ধনাধিকারী, কেননা পাপই অনধিকারিতার মূল ছিল, ইহা যথার্থ। ইহাতে রাজযক্ষ্মাদিযুক্ত ব্যক্তি-ও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে অনধিকারী। 'কুষ্ঠাদিব্যাধিযুক্তের পক্ষে যে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ সে বৈদেহিক কর্ম্মে অধিকার নিমিত্তে' এই স্মার্ত্ত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকারের ন্যায় ধনাধিকারে ও তুল্য যুক্তি প্রাপ্তি হয়, শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকারি পুত্রের দায়রূপ ধনে অনধিকার দৃষ্ট হয় না"। এই উক্তি গলৎকুষ্ঠী ভিন্ন অন্য বিষয়ক, গলৎকুষ্ঠির প্রায়শ্চিত্তেও শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার না হওয়ায় ধনাধিকার-ও হয় না।

যত্ত্ব বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা—"কুষ্ঠী কৃতাকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ, কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য পাপাভাবাদংশিত্বং পাপস্যৈবানংশিতামূলত্বাদিতিসাম্প্রতং। এবঞ্চেদ্রাজযক্ষ্মাদিমতোঽপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যৈবানধিকারঃ। কুষ্ঠাদিব্যাধিমতঃ প্রায়শ্চিত্তোপদেশোবৈদিককর্ম্মাধিকারার্থঃ ইতি স্মার্ত্তসম্মতেন বৈদিকক্রিয়াধিকারবৎ ধনাধিকারস্যাপি তুল্যযুক্ত্যাপ্রাপ্তিঃ. নহিশ্রাদ্ধাদিবৈদিকক্রিয়াধিকারিণঃ পুত্রস্য দায়ানধিকারোদৃষ্ট" ইত্যুক্তং তদ্গলৎকুষ্ঠেতরবিষয়কং গলৎকুষ্ঠিনঃ প্রায়শ্চিত্তেনাপি শ্রাদ্ধাদাবধিকারাভাবেন সর্ব্বদা ধনাধিকারাভাবএব।

স্মার্ত্তমতে কালদন্তবিশিষ্ট প্রভৃতি এবং স্বল্পকুষ্ঠী-ও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দাহ যোগ্য নয়, ধনাধিকারী-ও নয়. কেননা সে-ও মহাপাতকী এবং ব্রহ্মপুরাণে মহাপাতকী যে সে পতিত কথিত হইয়াছে।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

স্মার্ত্তমতে শ্যাবদন্তাদীনাং স্বল্পকুষ্ঠিনশ্চপ্রায়শ্চিত্তেঽকৃতেঽদাহ্যত্বং ধনাধিকারোনাস্তি তস্যাপি মহাপাতকত্বাৎ, ব্রহ্মপুরাণে—মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তেপ্রকীর্ত্তিতাঃ।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

ব্যবস্থা। ৬৪৯ পরন্তু পতিত ও তজ্জাত (অ) ভিন্ন অন্য অনধিকারিরা মৃত সম্বন্ধির ধন হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইবে*।

৬৪৯ পরন্তু পতিত তজ্জাতেতরোক্তানধিকারিণ (অ) মৃত-সম্বন্ধিধনাদ্ভক্তবস্ত্রমর্হন্ত্যেব*।

(অ) এস্থলে 'তজ্জাত' পদে পতিতের তদবস্থাতে উৎপন্ন সুত বোধ্য, কেননা পতিতবীর্য্যে উৎপন্ন হওয়ায় সেও পতিত।

(অ) অত্র 'তজ্জাত' পদেন পতিতস্য তদবস্থায়ামুৎপন্ন সুতোবোধ্যঃ। পতিতোৎপন্নত্বেন তদস্যাপি পতিতত্বাৎ।

প্রমাণ। /০ শক্ত্যানুসারে সকলকে অত্যন্ত (ই) অন্নাচ্ছাদন দেওয়া কর্ত্তব্য, না দিলে পতিত হইবে। মনু। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

/০ সর্ব্বেষামপিতন্যায্যং (ই) দাতুং শক্ত্যামনীষিণঃ। গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতোহহ্যদদদ্ভবেৎ॥—মনুঃ।

(ই) সকলকে অর্থাৎ ক্লীবাদিকে অত্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদন দিবে।—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(ই) সর্ব্বেষামিতি ক্লীবাদীনাং অত্যন্তং যাবজ্জীবং গ্রাসাচ্ছাদনং দাতব্যং —বি. দা. ভা. দ্বী র. ৫।

'সকলকে' ইত্যাদি বচনে ক্লীবাদি সকলকে যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদন দেওয়া উচিত এই অন্বয়। 'পতিত হইবে' ইহা বলাতে বোধ্য এই যে ইচ্ছায় না দিলে রাজা দেওয়াইবেন। ঐ।

সর্ব্বেষামিত্যাদিবচনে সর্ব্বেষাং ক্লীবাদীনাং গ্রাসাচ্ছাদনং যাবজ্জীবং দাতুং ন্যায্যমিত্যন্বয়ঃ। পতিত ইত্যাদি স্বরসাদিচ্ছয়া অদদতাং দাপয়েদিতি বোধ্যং। ঐ।

" ৵০ পতিত তৎসুত ক্লীব পঙ্গ উন্মত্ত জড় অন্ধ অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত ইহারা অংশ পাইবে না কিন্তু অন্নাচ্ছাদন পাইবে॥—যাজ্ঞবল্ক্য।

৵০ পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকোজড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

" ৶০ অতীত-ব্যবহারদিগকে (উ) এবং অন্ধ জড় ক্লীব ব্যসনি (এ) ব্যাধিযুক্তাদি অকর্ম্মিগণকে (ও) গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিবে, পতিত ও তজ্জাতকে অন্নাচ্ছাদন দিবে না।

৶০ অতীতব্যবহারান্ (উ) গ্রাসাচ্ছাদনৈর্বিভৃয়ুঃ। অন্ধজড়ক্লীব ব্যসনি (এ) ব্যাধিতাদীংশ্চাকর্ম্মিণঃ (ও) পতিত তজ্জাতবর্জ্জং।

* দা. ভা. পৃ. ১১৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০, ৩১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫। কোল, ড. রা. ৩, পৃ. ৩০৮—৩২৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৭, ৩৮। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০৩—১০৭।

† দা. ভা. পৃ. ১১৮, ১১৯। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০। দা. ত. পৃ. ২০। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫।

(উ) 'অতীতব্যবহারদিগকে' অর্থাৎ ব্যবহারে অযোগ্যদিগকে এই রত্নাকরে কৃত অর্থ। বিষয় কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কেবল পারলৌকিক কর্ম্মে নিবিষ্ট ইহাও বলাযাইতে পারে।

(উ) 'অতীতব্যবহারান্'—অপ্রাপ্তব্যবহারান্ ইতি রত্নাকরঃ। ব্যবহারমুপেক্ষ্য পারলৌকিক কর্ম্মমাত্রাবলম্বনেনস্থিতানিত্যাপি বক্তুং শক্যতে।—বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

(এ) অমরকোষে 'ব্যসন' শব্দের অর্থ বিপদ্ ভ্রংশ ও কামজ কোপজ দোষ,—এতাবতা ধর্ম্মভ্রষ্ট দ্যূতক্রীড়াদিতে আসক্ত কামজদোষগ্রস্ত বেশ্যাদিতে আসক্ত কোপজদোষগ্রস্ত এবং সতত পরাপকারশীল গণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে,—গ্রাসাচ্ছাদন বিধান হেতু তাহারা ধনাধিকারি নয় ইহা পাওয়া যায়।

(উ) 'ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে-কামজকোপজে' ইত্যমরঃ, তথাচ ধর্ম্মতোভ্রষ্টান্ দ্যূতাদ্যাসক্তান্ কামজদোষগ্রস্তান্ বেশ্যাদ্যাসক্তান্ কোপজদোষগ্রস্তান্ সততপরাপকারশীলান্ বিভৃয়ুঃ, ভরণেনৈব তেষাং নিরংশত্বমায়াতং। ঐ।

(ও) এস্থলে 'অকর্ম্মিগণ' পদে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগাদিতে অনধিকারি। বিকর্ম্মি—সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপ নিত্যকর্ম্মহীন।

(ও) অত্রাকর্ম্মিণঃ—ধর্ম্মকর্ম্মযাগাদিষু অনধিকারিণঃ। বিকর্ম্মী—সন্ধ্যাবন্দনাদি রূপনিত্যকর্ম্মহীনঃ।—ঐ।

প্রমাণ। ।০ দায়রূপধনে অনধিকারি হইলেও পতিত ও তৎসুত ভিন্ন অন্যে প্রতিপালনীয় তাহা দেবল কহিয়াছেন। দা. ভা. পৃ. ১১৮। দ্রষ্টব্য পৃ. ১০১৮, ১০১৯।

।০ নিরংশত্বেঽপি পতিততৎসুতব্যতিরিক্তা ভর্ত্তব্যাঃ। তদাহদেবলঃ।—দা. ভা. পৃ. ১১৮। দ্রষ্টব্য পৃ. ১০১৮, ১০১৯।

ব্যবস্থা। ৬৬০ পরন্তু উক্ত অনধিকারিদের সুতেরা (ক) নির্দ্দোষ হইলে দায়াধিকারি*।

৬৬০ উক্তানধিকারিণাং সুতাস্তু (ক) নির্দ্দোষাশ্চেৎ ভাগহারিণঃ*।

(ক) এস্থলে 'সুত' পদে ক্লীবাদির দোষবর্জিত যথাসম্ভব দত্তক এবং ঔরস আর পতিতের পতিত হওনাগ্রে উৎপন্ন পুত্র-ও বোধ্য, কেননা পতিত না হওয়ায় সেও দোষ বর্জিত।

(ক) অত্র 'সুত' পদেন ক্লীবাদীনাং দোষবর্জিতাঃ যথাসম্ভব দত্তৌরসাঃ পতিতস্য পাতিত্যাৎ প্রাগুৎপন্ন সুতশ্চ বোধ্যাঃ, তস্যাপতিতত্বেন দোষবর্জিতত্বাৎ।

প্রমাণ। ⁄০ পিতা মরিলে ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য ও লিঙ্গী দায়াধিকারি নয়। তাহাদের মধ্যে পতিত ভিন্ন অন্যকে অন্নাচ্ছাদন প্রদাতব্য। তাহাদের

⁄০ মৃতে পিতরি ন ক্লীবঃ কুষ্ঠ্যুন্মত্তজড়ান্ধকাঃ। পতিতঃ পতিতাপত্যং লিঙ্গী দায়াংশভাগিনঃ॥ তেষাং পতিতবর্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎ-

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

সুতেরা দোষবর্জিত হইলে দায়রূপ-ধনে পিতৃযোগ্যাংশ পাইবে।— দেবল।

স্বতাঃপিতৃদায়াংশাং লভেরন্ দোষবর্জিতাঃ ॥—দেবলঃ।

প্রমাণ। ৵০ পিতার দ্বেষ্টা পতিত ও যে অপপাত্রিত ইহারা ক্ষেত্রজ হইলে কাকথা ঔরসপুত্র হইলেও ধন দিকারি নয়। দীর্ঘ (ক) তীব্র (গ) রোগগ্রস্ত জন্মাবধি অন্ধ উন্মত্ত বা পঙ্গু ইহারা কুলে প্রতিপালনীয়, কিন্তু ইহাদের পুত্রেরা দায়াধিকারি। নারদ।

পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ ষণ্ডোযশ্চ স্যাদপপাত্রিতঃ। ঔরসা অপি নৈতেঽংশাং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ। দীর্ঘ (ক) তীব্রাময়গ্রস্তা (গ) জন্মোন্মত্তান্ধপঙ্গবঃ। ভর্ত্তব্যাঃ স্যুঃ কুলৈসাতে তৎপুত্রাস্ত্বংশভাগিনঃ।—নারদঃ।

(ক) 'দীর্ঘ'—রাজযক্ষ্মাদি। 'তীব্র'—কুষ্ঠাদি। বিবাদভঙ্গার্ণব দা. ভা. দ্বী. র. ৫। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০।

ক 'দীর্ঘঃ'—রাজযক্ষ্মাদি। 'তীব্রঃ'—কুষ্ঠাদি। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ দা. ভা. দ্বী. র. ৫। দ্রষ্টব্য দায়ক্রমসংগ্রহঃ—পৃ. ৩০।

এস্থলে 'আদি' পদে অন্যান্য পাপরোগও বোধ্য। দ্রষ্টব্য—পৃ. ১০২৮, ১০২৯ প্রভৃতি।

অত্র 'আদি' পদেন পাপরোগান্তরাণি বোধ্যানি। দ্রষ্টব্য—পৃ. ১০২৮, ১০২৯ প্রভৃতি।

ক্লীবাদির দারপরিগ্রহ আছে। ক্লীবাদি যদি কদাচিৎ বিবাহ করে, তবে তাহাদের উৎপন্নতন্ক দায়াধিকারি হইবে। 'তন্ক'—ভার্য্যাৎ অপত্য। নপুংসকত্বহেতু ক্লীব জন্তোনোৎপাদনে অসমর্থ হওয়াতে এবং বেদ অধ্যয়নাভাবে মূকাদির উপনয়নাভাবে পাতিত্য হওয়াতে কি প্রকারে দারপরিগ্রহ সম্ভব ইহা বাচ্য নয়, কেননা ক্লীব ব্যক্তির (নিজ) পত্নীতে অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন সম্ভব, এবং উপনয়ন যোগ্য বাক্তি উপনীত না হইলে শূদ্রের ন্যায় অপতিতথাকে। এতাবতা ইহাদের যথাসম্ভব ঔরস ও ক্ষেত্রজেরা ক্লীবত্বাদি দোষশূন্য হইলে স্ব স্ব পিত্র-নুসারে ভাগভাগি। দা. ভা. পৃ. ১২০।

অস্তিচ ক্লীবাদীনাং দারপরিগ্রহঃ। যদর্থিতাতু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন। তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি। তন্তুরপত্যং। নচাপুংস্ত্বাৎ ক্লীবস্য জননাসামর্থ্যাৎ অধ্যয়নাভাবাৎ মূকাদেরুপনয়নাভাবেন পাতিত্বাৎ কথং দারসম্ভব ইতি বাচ্যং ক্লীবস্য পত্ন্যামন্যেন পুত্রোৎপাদন সম্ভবাৎ উপনয়নার্হস্যানুপনীতত্বে শূদ্রবদপতিতত্বাৎ তেনৈতেষাং যথাসম্ভবমৌরসক্ষেত্রজাঃ ক্লীবত্বাদিশূন্যাঃ স্বপিত্রনুসারেণ ভাগহারিণঃ।—দা. ভা. পৃ. ১২০।

---

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১১৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০। বি. ভা. ভা. দ্বী. র. ৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৮। কোল. ডাইং. ঐ, পৃ. ৩০৪—৩২৪।

৬৬১ উক্তরূপ অনধিকারিদের দুহিতারা বিবাহ পর্য্যন্ত কিন্তু অপুত্রাপত্নীরা সাধ্বী হইলে জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রতিপালনীয়া* ।

অতএব —

৬৬২ ব্যভিচারিণীর দায়াধিকার নাই, গ্রাসাচ্ছাদনেও অধিকার নাই ।

/০ ইহাদের ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে (জ) ধনাধিকারী। ইহাদের পুত্রীরা যে পর্য্যন্ত বিবাহিতা না হয় তাবৎ এবং অপুত্রাপত্নীরা সাধুবৃত্তি হইলে প্রতিপালনীয়া। ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলা (ট) স্ত্রীদিগকে দূর করিয়াদিবে* । যাজ্ঞবল্ক্য ।

উক্ত বচনে কুষ্ঠীপ্রভৃতির ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রদেরই অধিকার কথিত হইয়াছে অন্যের হয় নাই, ইহা মনোরম নয় ; কেননা পুত্রিকাদি ও দত্তকাদি অনপরাধি, এবং মন্বাদির বচনে ক্ষেত্রজ আর ঔরস বিশেষ করিয়া কথিত হয় নাই । যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত একবাক্যতা হেতু মনুর সঙ্কোচ অথবা যাজ্ঞবল্ক্যবচন মনুবচনের উপলক্ষণ এতাবতা বিনিগমকাভাব ইহা বাচ্য নয়, কেননা "বেদার্থের উপনিবন্ধন হেতু মনুর স্মৃতিরই প্রাধান্য, মনুর স্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্তা নয়" —এই বৃহস্পতি বচনে মনুরই প্রাধান্য উক্ত । বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫ ।

৬৬১ উক্তানধিকারিণাং দুহিতর আপরিণয়নাৎ, অপুত্রাপত্ন্যস্তু সাধুবৃত্তয়শ্চেৎ যাবজ্জীবং প্রতিপালনীয়াঃ* ।

অতএব —

৬৬২ ব্যভিচারিণীনাং দায়াধিকারনিবৃত্তিঃ, বর্ত্তনোচিতমপ্রাপ্যঞ্চ ।

/০ ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা (জ) ভাগহারিণঃ । সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ ॥ অপুত্রাযোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ । নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈবচ* (ট) ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

ইতিবচনে ঔরসক্ষেত্রজয়োরেব কুষ্ঠ্যাদীনাং পুত্রয়োর্দায়াধিকারো নান্যেষামিত্যুক্তন্তন্ন মনোরমং পুত্রিকাপুত্রাদের্দত্তকাদেশ্চানপরাধিত্বাৎ মন্বাদিবচনে ক্ষেত্রজৌরসয়োর্বিশেষেণানভিধানাচ্চ, নচ যাজ্ঞবল্ক্যৈকবাক্যত্বাৎ মনোঃ সঙ্কোচঃ মনুবচনাদ্বা যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্যোপলক্ষণতা ইত্যত্র বিনিগমকাভাব ইতি বাচ্যং — 'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎপ্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতেঃ । মন্বর্থবিপরীতাযা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে' — ইতি বৃহস্পতিনা মনোঃপ্রাধান্যকথনাৎ । বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫ ।

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১১৮ । দা. ক্র. সং. পৃ. ৩০ । বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৫ । কোল্. দ্ধা. ভা. পৃ. ২০৭ । উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৮ । কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩১৪—৩২৪ ।

(জ) 'নির্দ্দোষ'—অর্থাৎ অন্ধত্ববধিরত্বাদিরূপ অনধিকারোৎপাদক দোষ রহিত। 'ভাগহারী' বলার তাৎপর্য্য এই যে ভরণমাত্রে অধিকারী নয়। ঐ

(জ) 'নির্দ্দোষা'—ইতি অন্ধত্ব বধিরত্বাদিরূপ ভাগানর্হত্ব প্রয়োজক দোষরহিতা ইত্যর্থঃ। ভাগহারিণ ইতি-নতু ভরণমাত্রং। ঐ।

(ব) 'প্রতিকূলা'—এস্থলে প্রাতিকূল্য বিষপ্রয়োগাদিকারিত্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, কেবল কলহমাত্রকারিত্ব নয়—এই রত্নাকরের কৃত অর্থ। তথাচ যেরূপ স্ত্রী ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক দূরীকৃতা হওয়ার যোগ্যা ছিল দেবরাদিকর্ত্তৃকও তাদৃশী স্ত্রী দূরীকৃতা হওনের যোগ্যা এই ভাবার্থ। ঐ।

(জ) 'প্রতিকূলা'—ইত্যত্র প্রাতিকূল্যং বিষপ্রয়োগাদিকারিত্বং বিবক্ষিতং নতু কলহমাত্রকারিত্বং ইতি রত্নাকরঃ। তথাচ যাদৃশী পরিণীতা স্ত্রী ভর্ত্রা নির্ব্বাস্যা তাদৃশী দেবরাদিভিরপীতি ভাবঃ। ঐ।

৵৹ যে স্ত্রী অব্যভিচারিণী সেই স্বামির ধনাধিকারিণী। মিতাক্ষরা ধৃত কাত্যায়ন বচন।

৵৹ পত্নী ভর্ত্তুর্ধনহরী যাস্যাদব্যভিচারিণী। মিতাক্ষরাধৃত কাত্যায়নঃ।

৶৹ যে অপকার ক্রিয়াযুক্ত, নির্লজ্জা অর্থনাশিনী ও ব্যভিচাররতা সে স্ত্রী ধনাধিকারিণী নহে।—দায় তত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

৶৹ অপকার ক্রিয়া-যুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী। ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রী ধনং নচ সার্হতি।—দায়তত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচনং।

ব্যবস্থা। ৬৬৩ পরন্তু যে স্ত্রী অধিকার জননকালে ব্যভিচারিণী থাকে, অথবা তৎপূর্ব্বে ব্যভিচারিণী ছিল কিন্তু তখনো অকৃত-প্রায়শ্চিত্তা রহিয়াছে সেই দায়রূপ ধনে বা গ্রাসাচ্ছাদনে অনধিকারিণী,—যে পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী ছিল, কিন্তু ব্যভিচার ত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গে সহবাস করিয়াছে, অথবা অধিকার জননের পূর্ব্বেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে কিম্বা করণোন্মুখী হইয়াছে সে বিষয়ে অনধিকারিণী নহে, গ্রাসাচ্ছাদনে-ও নহে, এবং যে নারী অধিকারিণী হইয়া পরে

৬৬৩ যাতু নারী অধিকার জননকালে ব্যভিচারিণ্যস্তি, তৎপূর্ব্বে বা ব্যভিচারিণ্যভূৎ পরন্তু তদাপ্যকৃতপ্রায়শ্চিত্তা সা এব দায়ানধিকারিণী, গ্রাসাচ্ছাদনাভাগিনীচ। যাতু পুনস্তৎপূর্ব্বকালে ব্যভিচারম্পরিত্যাজ্য পত্যা সহবাসমকরোৎ অধিকারজননাৎ প্রাগেব বা কৃতপ্রায়শ্চিত্তা তদুন্মুখী বা সা ন দায়ানধিকারিণী, নাপি গ্রাসাচ্ছাদনেঽনধিকারিণী, যাচ স্ত্রী অধিকারজননোত্তরং

ব্যভিচারিণী হয় সেও অনধিকারিণী নহে, কেবল যদি এমত নীচগামিনী হয় যে তাহাতে পাতিত্য বা জাতিভ্রষ্টতা হয় ও তাহা প্রায়শ্চিত্তেও খণ্ডে না, তবে তাহাতে উক্ত অধিকার অবশ্যই ধ্বংস হয়*।

ব্যভিচারিণী সাপি চেৎ নৈবং নীচগামিনী যত্তস্যাঃ পাতিত্যং জাতিভ্রষ্টত্বম্বা প্রায়শ্চিত্তেনাপি ন খণ্ড্যতে, নানধিকারিণী*।

ব্যবস্থা। ৬৬৪ তদ্রূপ উপরি উক্ত যে কোন দোষে পাপে বা পাপজ রোগে স্বত্বজননকালে অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত বা প্রায়শ্চিত্ত বিমুখ হইলে তাহা অনধিকারের কারণ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে দোষাদির শান্তি হইয়াছে বা প্রায়শ্চিত্ত কৃত বা করণীয় হইয়াছে তাহাতে অনধিকার হয় না, এবঞ্চ যে দোষাদি† অধিকার জননের পরে হইয়াছে তাহা যদি ব্যবহার বিরোধি পাতিত্যের ও জাতি-ভ্রষ্টতার কারণ না হয় তবে তাহাতেও অনধিকার হয় না। কিন্তু দত্তধনে তাহাদের সর্ব্বথা অধিকার।

৬৬৪ এবং উপর্য্যুক্তে কস্মিন্নপি দোষে পাপে পাপজ রোগে বা স্বত্বজননকালে য অকৃতপ্রায়শ্চিত্তো প্রায়শ্চিত্তবিমুখো বা স এবানধিকারী ভবতি, যস্য তদ্দোষাদেস্তু তৎপ্রাগেব শান্তিঃ প্রায়শ্চিত্তেন মোচনং মোচনীযত্বম্বাভূৎ ন সানধিকারী,—নাপি অধিকারজননোত্তরং জাতদোষাদিনা, যদি তেন ব্যবহার বিরোধি পাতিত্যং প্রায়শ্চিত্তেনাখণ্ড্য জাতিভ্রষ্টত্বম্বা ন স্যাৎ। দত্তধনেতু তেষাং সর্ব্বথাধিকারোস্তি।

---

* ব্যভিচারিণী পতির ধনে অনধিকারিণী। কিন্তু ব্যভিচার ভিন্ন অন্য দুষ্টাচারে স্বত্ব ধ্বংস হয় না; এবং স্বত্ব একবার জন্মিলে প্রায়শ্চিত্তে অখণ্ড্যরূপ জাতিভ্রষ্টতা যে ব্যভিচারে না হয় সে ব্যভিচারে-ও ঐ স্বত্ব ধ্বংস হয় না। কোলব্রুক সাহেবের মত। দ্রষ্টব্য এষ্ট্রে. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৩৫৪।

† যে স্থলে স্বাভাবিক দোষ জন্য অনধিকার হয় না, সে স্থলে স্বত্বধ্বংসের (আগন্তুক) কারণ বিভাগের বা স্বত্বজন্মের পূর্ব্বে উত্থিত হওয়া চাহি; ঐ আগন্তুক কারণ স্বত্ব জননের পরে ঘটিলে তাহাতে স্বত্ব বা অধিকার ধ্বংস হয় না। এষ্ট্রে. হি. বা. ১, পৃ. ২২৩, ২২৪।

যে (দীর্ঘ বা তীব্র) রোগে অনধিকার হয় তাহা উৎকট পাপের চিহ্ন—ইহা স্থির করিতে হইবে, অতুবা অনধিকার জনন শক্তি তাহার নাই,—কেননা অনধিকারের কারণ ঐ রোগ নহে কিন্তু (তাহা যে পাপজ) ঐ পাপ বটে, এতাবতা প্রায়শ্চিত্তে তাহার বিমোচন

কারণ। কেননা ধনির মরণমাত্রে প্রশস্ত দায়াদে স্বত্ব বর্ত্তে. অনন্তর পাতিত্য জনক দোষ বিনা কোন দোষে বা রোগে স্বত্ব বর্জ্জিত হইতে পারে না।

যতো ধনিনঃ মরণক্ষণাদেব প্রশস্তদায়াদস্তদ্ধনাধিকারী ভবতি, অনন্তরঞ্চ পাতিত্যজনক দোষম্বিনা কেনাপি দোষেণ রোগেণ বা তৎস্বত্বোজ্ঝিতুং নার্হতি।

ব্যঃস্থা। ৬৬৫ কিন্তু পাতিত্যে তৎক্ষণেই স্বত্ব ধ্বংস হয়, পাতিত্য ব্যবহার বিরোধি হইলে প্রায়শ্চিত্তেও পুনঃ স্বত্ব হয়না*।

৬৬৫ পাতিত্যেনতু তৎক্ষণমেব স্বত্বধ্বংসো ভবতি, ব্যবহার বিরোধিশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তেনাপি পুনঃ স্বত্বং নোৎপদ্যতে*।

কারণ। কেননা পাপের দুই শক্তি ;—নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহারবিরোধিকা; প্রায়শ্চিত্তে নরকোৎপাদিকা শক্তি গেলেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি থাকে, তাহাতে অনধিকারিতা জন্মে, অতএব অপ্রতিকার্য্য জাতিভ্রষ্টঃ চিরপতিত, সে পতিত হইবা মাত্রে অনধিকারী হয়। দ্রষ্টব্য শুদ্ধিতত্ত্ব। অতএব—

যতঃ পাপস্যাহি দ্বেশক্তী —নরকোৎপাদিকা ব্যবহারবিরোধিকাচ। প্রায়শ্চিত্তেন নরকোৎপাদিকা শক্তেরপায়েঽপি ব্যবহারবিরোধিকাশক্তিঃ বর্ত্ততে, তেনাপ্রতিকার্য্য জাতিভ্রষ্টঃ চিরঃ পতিতঃ, তস্য পাতিত্য মাত্রেণানধিকারিত্বং। দ্রষ্টব্যং শুদ্ধিতত্ত্বং। অতএব—

ব্যবস্থা। ৬৬৬ অপ্রতিকার্য্য জাতিভ্রষ্টভিন্ন পতিত কৃতপ্রায়শ্চিত্ত বা প্রায়শ্চিত্তোন্মুখ হইলে অনধিকারী হয় না।

৬৬৬ অপ্রতিকার্য্য জাতিভ্রষ্টভিন্ন পতিতঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্তোন্মুখো বা অধিকারী ভবতি।

কারণ। কেননা অত্যাদৃত স্মার্ত্তের ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে সেই পতিত যে অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত বা প্রায়-

যতোঽত্যাদৃত স্মার্ত্তমতেন শ্রীকৃষ্ণমতেন চ স এব পতিতঃ যোঽকৃত প্রা-

---

হইতে পারে, যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন না হয় সেই পর্য্যন্তই কেবল তাহা অধিকারের বাধক থাকে, এইরূপে (পাপের) বিমোচন হইলে পর অধিকারিত্ব হয়,—কেননা কোন অবস্থায় এমত দৃষ্ট হয় না যে এক বিষয়ে যোগ্য হইয়া অন্য বিষয়ে অযোগ্য থাকে (অর্থাৎ আচারাদি করণে যোগ্য হইয়াও দায়াধিকারে অযোগ্য থাকে এমত দৃষ্ট হয় না)। দীর্ঘ রোগ সমূহ মধ্যে যক্ষ্মা, কাশ ও কুষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধৃত হইয়াছে, কিন্তু কুষ্ঠ (অত্যন্ত গর্হিত) গলৎ বা ক্ষতরূপ হওয়া চাহি, যথা ব্রহ্ম পুরাণে ঘৃণাজনকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—এষ্টে. হি. [illegible] ১, পৃ, ২৬৭।

* দ্রষ্টব্য পৃ, ১০২২ ও ১০৬৩।

শিত্তবিমুখ।—দ্রষ্টব্য পৃ ৯, ১০২২, ১০২৩।

যশ্চিত্তঃ প্রায়শ্চিত্তবিমুখো বা।—দ্রষ্টব্য পৃ ৯, ১০২২, ১০২৩।

ব্যবস্থা। ৬৬৭ পুত্র থাকিলে দুহিতা দায়াধিকারিণী হইবে না, কিন্তু অবিবাহিতা থাকিলে বিবাহোপযুক্ত ধন পাইবে।

৬৬৭ সতিচপুত্রে দুহিতা ন দায়ভাগং কিন্তু সত্যামবিবাহিতত্বাং বিবাহোচিতধনং প্রাপ্নোতি।

মূল। কেননা পুত্রসত্ত্বে কন্যাকে চতুর্থাংশ দানাত্মক যে সকল বচন তাহা অধুনা বিবাহোপযুক্ত ধন দান বোধকরূপে অবধৃত হইয়াছে।—দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৫৬, ৪৫৮।

সতি পুত্রে কন্যায়ৈ তুরীয়াংশদানবচনানামধুনা বিবাহোচিত ধনদানপরত্বেনাবধৃতত্বাৎ। দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৫৬, ৪৫৮।

ব্যবহারে-ও পুত্র থাকিলে দুহিতার দায়াধিকার দৃষ্ট হয় না।

ব্যবহারেঽপি সতিপুত্রে দুহিতুর্দায়াধিকারো ন দৃশ্যতে।

ব্যবস্থা। ৬৬৮ গৃহস্থভিন্ন অন্যাশ্রমাশ্রয়ি বানপ্রস্থাদির ন্যায় উপরতস্পৃহের-ও স্বত্ব লোপ হয় *। দ্রষ্টব্য পৃ ৯, ১০।

৬৬৮ বানপ্রস্থাদ্যাশ্রমান্তরগতানামিব উপরতস্পৃহস্যাপি ঋক্থাধিকারলোপঃ *।—দ্রষ্টব্য পৃ ৯, ১০।

ব্যবস্থা। ৬৬৯ পতিতের ধনে পতিতাবস্থায় উৎপন্ন পুত্রাদির (ট) অধিকার, পাতিত্যের পূর্ব্বে উৎপন্নদিগের অধিকার নাই।

৬৬৯ পতিতস্য ধনে পাতিত্যাবস্থায়ামুৎপন্নাদীনামধিকারঃ (ট), নতু পাতিত্যাৎ প্রাগুৎপন্নানাম্।

(ট) এস্থলে 'আদি' পদে পতিতের পতিত কুটুম্ব প্রভৃতি বোধ্য।

(ট অত্র 'আদি' পদেন পতিতস্য পতিতকুটুম্বপ্রভৃতয়ঃ বোধ্যাঃ।

* দুই কারণ আছে যৎপ্রযুক্ত পিতা পুত্রের যে বিষয় বিভাগ করিয়া লইবার দাওয়া করে, তাহা পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত হউক, তৎসম্বন্ধে পিতার প্রভুত্ব তাঁহার জীবন কালেই তদনুমতি বিনাও পুত্রেতে বর্ত্তে। ঐ কারণদ্বয় যথা—স্বেচ্ছায় যোগে মনোনিবেশ (যদ্দ্বারা পিতার বিষয় উপেক্ষা করা বিবেচিত হয়,) এবং জাতিভ্রষ্টত্ব—যাহাতে স্বত্বলোপ হয়। আর এক নিশ্চিত কারণ ধর্ম্ম নিবেশ অর্থাৎ দুই ধর্ম্মাশ্রমের একতরাশ্রয় যাহাতে হিন্দুরা ধর্ম্মতঃ মৃত বিবেচিত হয়, ইহার ফল ও একই, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিরা তাঁহার বিষয় গ্রহণ করে। উক্ত আশ্রমদ্বয় হিন্দুদের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত পারম্পর্য্য ক্রমে চারি আশ্রমের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, দ্বিতীয় গৃহস্থাশ্রম, তৃতীয় (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আশ্রমদ্বয়ের প্রথম) বানপ্রস্থাশ্রম, যাহাতে প্রবেশের বয়ঃক্রম পঞ্চাশত বর্ষ, অন্যাশ্রম যতি বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম। কলিযুগ প্রবৃত্ত হওনকালে যত্যাশ্রম বলবৎ রহিয়াছে কিন্তু বানপ্রস্থাশ্রম রহিত হইয়াছে।—এল্টে., হি. ল পৃ. ১১৩—১১৫। দ্রষ্টব্য, মেক্. হি. ল, পৃ. ২।

যথা বালপ্রস্থাদির ধনে তৎপ্রাগুৎপন্ন পুত্রাদির অধিকার নাই, সেইরূপ পাতিত্যের পর পতিতের উপার্জ্জিত ধনে তৎপ্রাগুৎপন্ন পুত্রাদির অধিকার নাই। 'এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধক না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ খাটে'* —এই ন্যায়ে বানপ্রস্থাদির দায়াধিকারির ন্যায় পতিতের-ও দায়াধিকারী নির্দ্দেষ্টব্য — কেননা বানপ্রস্থাদির মত পতিত-ও মৃতকল্পিত, ও হৃতস্বত্ব।

পাতিত্য দশায় উপার্জ্জিত ধনে পাতিত্যহেতু স্বত্বনাশ হয় ইহা বাচ্য নয়, কেননা তাহা হইলে তাহাকে ভোজনার্থে সর্ব্বদা চুরি করিতে হইবে। —বি. দা. ভা. দী ব. ৫।

কলিভিন্ন অন্য যুগে অসজাতীয়া কন্যা বিবাহ এবং তদ্গর্ভজ সুতদের ন্যূনাধিক দায়াধিকার-ও† শাস্ত্রানুমত ছিল, তদ্যথা,—

অনুলোমক্রমে সবর্ণা স্ত্রীপরিণয়ন-ও বিহিত, তথা মনু,—"দ্বিজাতিদের প্রথমে সবর্ণা বিবাহ-ই প্রশস্ত, কিন্তু ইচ্ছাতে প্রবৃত্তদিগের বক্ষ্যমাণ (ন) ক্রমে অপ্রশস্ত। শূদ্রাই (ড) শূদ্রের ভার্য্যা, সে ও বৈশ্যা বৈশ্যের ভার্য্যা উক্তা। এই দুই এবং ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের, এই তিন এবং নিজজাতীয়া ব্রাহ্মণের ভার্য্যা'। — দা. ভা পৃ. ১৫০।

(ড) শূদ্রা ই (সংস্কৃতে শূদ্রা-এব) উক্ত হওয়াতে 'এব' শব্দ সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে। কেননা অনন্তর পূর্ব্বে উক্ত ঐ শব্দ, 'সে', তাহারা দুই 'এবং

যথা বানপ্রস্থাদীনাং ধনে তৎপ্রাগুৎপন্নপুত্রাদীনাং নাধিকারস্তথা পতিতস্য পাতিত্যানন্তরার্জ্জিত ধনে তৎ প্রাগুৎপন্নপুত্রাদেরধিকারো নাস্তীতি একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি* ন্যায়াৎ বানপ্রস্থাদীনাং ধনাধিকারিবৎ পতিতস্যাপি ধনাধিকারী নির্দ্দেষ্টব্যঃ — বানপ্রস্থাদিবৎ পতিতস্য পতিতত্বেন কল্পিতত্বাৎ হৃতস্বত্বত্বাচ্চ।

নহি পাতিত্যদশায়ামর্জ্জিতে ধনে পাতিত্যাৎ স্বত্বং নশ্যতীতি বক্তুং যুজ্যতে পতিতস্য ভোজনার্থং সর্ব্বদা স্তেয়প্রসঙ্গাৎ। বি. দা. ভা. দী. ব ৫।

কলীতরযুগে অসবর্ণাবিবাহস্তজ্জাতানাম্ ন্যূনাধিক্যেন দায়াধিকারশ্চ শাস্ত্রানুমতোঽভূত্ তদ্যথা,—

অস্তি চ সবর্ণানুলোমস্ত্রীপরিণয়নং ; তথাচ মনুঃ —'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ (ন) স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ' ॥ শূদ্রৈব (ড) ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ' ॥ দা ভা. পৃ ১৫০।

(ড) শূদ্রৈবেত্যেবকারঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। 'সা' 'তে' 'তা' ইত্যনন্তর পূর্ব্বোক্তপরামর্শাৎ। প্রতিলোমপরিণয়নং

---

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ পৃ ৪২৮। † দ্রষ্টব্য—পৃ. ৯, ১০, ৩৫১, ৩১২।

তাহারা তিন' এই শব্দ সকলের সহিত উহ্য, ইহার অর্থ এই যে প্রতিলোমক্রমে বিবাহ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। সর্ব্বথৈব ন কার্য্যমিত্যর্থঃ।—দা. ভা পৃ. ১৫১।

(ম) 'কিন্তু ইচ্ছাতে প্রবৃত্তদিগের' ইত্যাদি অল্পদোষ সূচনার্থ (একেবারে) দোষাভাব কথনার্থ নয়। তাহা শঙ্খ ও লিখিত কহিয়াছেন 'ভার্য্যা কর্ত্তব্যা, সজাতীয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তা এই পূর্ব্বকল্প। অনন্তর অনুলোম কল্প, (যথা) আনুপূর্ব্বিকক্রমে ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, ও শূদ্রের এক। জাতি ভেদে চারি প্রভৃতি সঙ্খ্যার সম্বন্ধ। - দা. ভা পৃ ১৫১।

(ম) 'কামতস্তু প্রবৃত্তানামিত্যাদি' দোষাল্পত্বখ্যাপনার্থং নতু দোষাভাব এব। তদাহতু শঙ্খলিখিতৌ 'ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াং শ্রেয়সীঃ সর্ব্বেষাং স্যুরিতি পূর্ব্বঃকল্প, ততোঽনুলোমকল্পঃ। চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ তিস্রো রাজন্যস্য দ্বে বৈশ্যস্য একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসঙ্খ্যা সম্বধ্যতে। - দা. ভা পৃ ১৫১।

ইহারা বিবাহিতা ভার্য্যা, যথা পৈঠীনসি কহিয়াছেন 'ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী চারি, অন্যের (প) তিন, দুই, ও এক। ঐ, পৃ ১৫২।

এতা পরিণীতা এব ভার্য্যা ভবন্তি তদাহ পৈঠীনসিঃ — 'চতস্রো ব্রাহ্মণস্য পরিণীতাস্তিস্রো দ্বে চৈকা চেতরেষাং (প)। ঐ পৃ ১৫২।

(প) অন্যের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির যথাক্রমে তিন, দুই, ও এক। ঐ।

(প) ইতরেষাং রাজন্যাদীনাং যথাক্রমং তিস্রো দ্বে চৈকা চেতি। ঐ।

অনুলোমক্রমে হইলেও দ্বিজাতির সহিত শূদ্রার বিবাহ মনু ও বিষ্ণু কর্তৃক অত্যন্ত দুষ্য উক্ত হইয়াছে। ঐ।

অনুলোম্যেঽপি দ্বিজাতেঃ শূদ্রায়াং বহুদোষমাহতুর্মনুবিষ্ণূ। ঐ।

অতএব শূদ্রাকে ত্যাগ করিয়া শঙ্খ দ্বিজাতির ভার্য্যা নির্ণয় করিয়াছেন, যথা —ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যা বৈশ্যের, ও শূদ্রা শূদ্রের ভার্য্যা কথিতা। ঐ।

অতএব শূদ্রাবর্জ্জং দ্বিজাতিভার্য্যামাহ শঙ্খঃ - ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকাত্তিতাঃ। ক্ষত্রিয়াচৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য প্রকীর্ত্তিতা। বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা॥ ঐ।

অনন্তর মনু চারিজাতীয়া স্ত্রীর পুত্রদের বিভাগ কহিয়াছেন, যথা - যে পুত্র বিপ্রা সে তিন অংশ, ক্ষত্রিয়ার সুত দুই অংশ, বৈশ্যার গর্ভজ দেড় অংশ ও শূদ্রার সুত একাংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি

* ততশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপুত্রাণাং বিভাগমাহ মনুঃ 'ত্র্যংশন্দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ। বৈশ্যাজোঽধ্যর্দ্ধমেকাংশমংশং শূদ্রাসুতোহরেৎ॥ সর্ব্বং বা রিক্থজাতন্তু দশধা পরিকল্প তৎ। ধর্ম্ম্যং বিভাগং কুর্ব্বীত বিধিনা-

সমুদায় ধন দশভাগ করিয়া (বক্ষ্যমাণ) বিধানে ধর্ম্মবিভাগ করিবেন। বিপ্র চারি অংশ লইবে, ক্ষত্রিয়ার সুত তিন অংশ, বৈশ্যার পুত্র দুই অংশ ও শূদ্রার সুত এক অংশ লইবে। ঐ। ১৫৩।

কিঞ্চিৎ গুণ থাকিলে বিভাগ দুই প্রকার হয়—ক্ষত্রিয়ার গর্ভজ ব্রাহ্মণের বীর্য্যজাত পুত্র যদি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হয় তবে ব্রাহ্মণের সহিত সমভাগ পাইবে, বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের জাত পুত্র যদি তদ্রূপ হয় তবে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুল্য ভাগী হইবে, যথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—'ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের জাত পুত্র অগ্রজ্যেষ্ঠ ও গুণান্বিত হইলে সমানাংশ হইবে, বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় জাতের-ও ঐরূপ'। তথা বৌধায়নকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—দা, ভা. পৃ. ১৫৩।

কিন্তু প্রতিগ্রহদ্বারা যে ভূমি পিতার অর্জ্জিত তাহা কেবল ব্রাহ্মণীর পুত্রের, ক্ষত্রিয়াপুত্রাদির নয়, ক্রমাগত গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বিজাতি পুত্রদেরই, শূদ্রা পুত্রের নয়। তাহা বৃহন্মনুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১৫৫।

ব্যবস্থা। ৬৭০ পরন্তু কলিতে অসজাতীয়া কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে* দণ্ডাপূপন্যায়ে অস-

নেন ধর্ম্মবিৎ। চতুরোহংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ। বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্‌দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।—ঐ। ১৫৩।

কিঞ্চিদ্‌গুণবত্ত্বেন বিভাগপ্রকারদ্বয়ং—ব্রাহ্মণজাতো রাজন্যাপুত্রএব যদি জন্মনা সর্ব্বজ্যেষ্ঠোগুণবাংশ্চ তদা ব্রাহ্মণেন সহ তুল্যভাগঃ কার্য্যঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়েণ বা জাতো বৈশ্যশ্চেত্তদ্রূপঃ তদা ক্ষত্রিয়েণ সহতুল্যাংশী। যথাহ বৃহস্পতিঃ—'বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়াজাতো জন্মজ্যেষ্ঠোগুণান্বিতঃ। ভবেৎ সমাংশঃ ক্ষত্রেণ বৈশ্যাজাতস্তথৈবচ'। তথা বৌধায়নঃ। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ ১৫৩।

যাতু প্রতিগ্রহেণ পিত্রর্জ্জিতা ভূমিঃ সা ব্রাহ্মণীপুত্রস্যৈব ন ক্ষত্রিয়াদেঃ, গৃহং ক্রমাগতং ক্ষেত্রঞ্চ দ্বিজাতি পুত্রাণামেব ন শূদ্রস্য। তদাহ বৃহন্মনুঃ। দ্রষ্টব্যো দায়ভাগঃ। পৃ. ১৫৫।

৬৭০ কিন্তু কলাবসবর্ণাবিবাহ* নিষেধাদসবর্ণাজাতানাং দায়াধিকারো দণ্ডাপূপন্যায়েন প্রতি-

* সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ। দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ। মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখং ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণং। দ্রষ্টব্যঃ—পৃ. ৬৭১, ৬৭২।

* সমুদ্র পথে বিদেশ গমন, কমণ্ডলু ধারণ তথা দ্বিজাতিকর্ত্তৃক অসজাতীয়া কন্যা বিবাহ দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি, মধুপর্কে পশুবধ। তথা শ্রাদ্ধে মাংস দেওয়া ও বানপ্রস্থাশ্রম, দত্ত কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থানে গমন, তথা গোমেধ যজ্ঞ—মনীষিরা এই সকল আচারকে কলিযুগে বর্জ্জিত করিয়াছেন।—উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচন। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬৭১, ৬৭২।

জাতীয়ার গর্ভজ পুত্রের দায়াধিকার-ও প্রতিষিদ্ধ। তাহাতে অথচ উদ্ধারার্হজ্যেষ্ঠাভাবে জ্যেষ্ঠাংশও রহিত হইয়াছে*।

বিদ্ধঃ তেন উদ্ধারার্হজ্যেষ্ঠাভাবেন চ জ্যেষ্ঠাংশোঽপি রহিতঃ*

অতএব এক্ষণে অসজাতীয়াকন্যার বিবাহ ও তদ্গর্ভজাতদিগের দায়াধিকার বর্ণনা বৃথা।

অতএবালম্ বিস্তরেণাধুনা অসবর্ণাবিবাহবর্ণনং তজ্জাতানাং দায়গ্রহণঞ্চ।

যাহা উপরে কথিত হইল তাহা যথাক্রমে বিবাহিতাদের গর্ভজ সুতদিগের বিষয়ে,—

যদুপর্য্যুক্তং তৎ ক্রমোঢাজাতসুত বিষয়কমেব—

ব্যবস্থা। ৬৭১ পরন্তু ক্রমাতিক্রমে বিবাহিতাদেব মধ্যে সবর্ণার গর্ভজপুত্রের-ই কেবল অধিকার।

৬৭১ অক্রমোঢাজাতানান্তু সবর্ণায়াং সমুৎপাদিতস্যাধিকারো হস্তীতি।

প্রমাণ। নীচজাতীয়াকে বিবাহ করণান্তব উচ্চজাতীয়াকে বিবাহ করিলে উভয়ই ক্রমের অতিক্রমে বিবাহিতা হয়, তাহাদের কাহারো গর্ভে সগোত্র নিযুক্তদ্বারা উৎপন্ন পুত্র ধনাধিকারী হয় না। ক্রমের অতিক্রমে বিবাহিতাদের মধ্যে সজাতীয়ার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ধনাধিকারী হয়, তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন—'ক্রমের অতিক্রমে বিবাহিতার পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক সজাতীয়ার গর্ভজাত হইলে ধনাধিকারী হয় এবং যথাক্রমে বিবাহিতা অসবর্ণার গর্ভজ পুত্র-ও ধনাধিকারী। অক্রমোঢ়া অসবর্ণার গর্ভজ সুত অধিকারী নয়, কিন্তু বন্ধুরা তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দিবে। বন্ধুদের অভাবে সে পৈতৃক বিষয় পাইবে, বন্ধুরা নিজ পিতৃধন পাইলে রাজা তাহাদের দিয়া উহাকে ধন দেওয়াইবেন না। দা. ভা. পৃ. ১১৯, ১২০।

হীনবর্ণস্ত্রীপরিণয়নানন্তরং উত্তমবর্ণস্ত্রীপরিণয়নে দ্বয়োরপ্যক্রমোঢাত্বং, তয়োঃ সগোত্রাৎ নিযুক্তাভ্যুৎপন্নঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রো নার্হতি ধনং, অক্রমোঢায়ামপি সবর্ণেন পরিণেত্রা উৎপাদিতঃ পুত্রো ধনাধিকারী। তদাহ কাত্যায়নঃ—'অক্রমোঢাসুতস্তু ঋক্থী সবর্ণশ্চ যদা পিতুঃ। অসবর্ণপ্রসূতশ্চ ক্রমোঢায়াঞ্চ যোভবেৎ। প্রতিলোমপ্রসূতোযস্তস্যাঃ পুত্রো ন রিক্থভাক্। গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং তু দেয়ং যদ্বন্ধুভির্ভবেৎ। বন্ধূনামপ্যভাবেতু পিত্র্যং দ্রব্যং তদাপ্নুয়াৎ। স্বপিত্র্যং তদ্ধনং প্রাপ্তং দাপনীয়া ন বান্ধবাঃ।—দা. ভা. পৃ. ১১৯, ১২০।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১৭, ১৮. ৪৬৪।

ব্যবস্থা। ৬৭২ পরন্তু ইদানীং অসজাতীয়ার পুত্রেরা অনুলোম বা প্রতিলোমক্রমে বিবাহিতার গর্ভজ হউক পুত্রত্বাভাব হেতু গ্রাসাচ্ছাদনেও অধিকারি নয় ইহা জ্ঞেয়।

৬৭৩ বেদবিহিতরূপে বিবাহিত হইলেও যে যে নারীর ভার্য্যাত্ব হয় না,* তাহাদের গর্ভজাতরা পুত্রত্বাভাবহেতু বিষয়াধিকারি নয়।

"দাসীর অথবা অবিবাহিতা অন্য শূদ্রার গর্ভজাত শূদ্রের পুত্র পিতার অনুমতিতে অন্য পুত্রের সহিত তুল্যাংশভাগী, তাহা মনু কহিয়াছেন 'দাসীর কিম্বা দাসের দাসীর গর্ভে শূদ্রের যে সুত হয় সে পিতার অনুজ্ঞাক্রমে অংশ পায় এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা' কিন্তু অনুমতি বিনা অর্দ্ধাংশ পাইবে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন 'দাসীর গর্ভে শূদ্রের পুত্র জন্মিলে সে পিতার ইচ্ছাক্রমে অংশভাগী হয়, পিতা মরিলে ভ্রাতারা তাহাকে অর্দ্ধাংশভাগি করিবে'। সে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ও ভ্রাতৃহীন হইলে যদি দৌহিত্র না থাকে তবে সকল ধন লইবে, তাহাও যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন - 'ধনির দৌহিত্র না থাকিলে ভ্রাতৃহীন সমুদায় ধন লইবে'। কিন্তু দৌহিত্র থাকিলে বিশেষ বিধানাভাবহেতু

৬৭২ ইদানীন্তু সবর্ণাজাতানামনুলোমপ্রসূতানাং, প্রতিলোমপ্রসূতানাঞ্চ পুত্রত্বাভাবেন গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারোঽপি নাস্তীতি জ্ঞেয়ং।

৬৭৩ বেদবিহিতপরিণয়নেঽপি যাসাং ভার্য্যাত্বাভাবঃ * তজ্জাতানাং ন দায়াধিকারোঽস্তি পুত্রত্বাভাবাৎ।

"শূদ্রস্য পুনরপরিণীতা দাস্যাদিশূদ্রাপুত্রঃ পিতুরনুমত্যা পুত্রান্তরতুল্যাংশহরঃ। তদাহ মনুঃ 'দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ। সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ'। অনুমতিমন্তরেণার্দ্ধাংশহরঃ। তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ — 'জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ। মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনং। পরিণীতাস্ত্রীজাতভ্রাতৃশূন্যস্তু সর্ব্বমেব ধনং গৃহ্লীয়াৎ, যদি দৌহিত্রো নাস্তি, তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ - 'অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্ব্বং দুহিতৄণাং সুতাদৃতে'। সতি তু দৌহিত্রে সমংবিভজ্য গৃহ্লীয়াৎ বিশেষা-

* [illegible] পৃ. ৭৭১—৮৯। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—কোল. ডা. খ. ৩, পৃ. ৩২৯—৩৩৬।

সন্তান ত্যাগ করিয়া লইবে'—তথাচ তন্মধ্যে একজন অবিবাহিতার গর্ভজাত হইলেও তাহার পুত্রত্ব থাকাতে এবং অন্যে বিবাহিতার সন্তান হইয়াও দৌহিত্র হওয়াতে সমভাগই যুক্তিযুক্ত"।—দা ভা. পৃ. ১৬০।

শ্রবণাৎ॥ তথাপ্যপরিণীতাজাতস্যৈক-স্যাপ্য পুত্রত্বাৎ অপরস্য তু পরিণীতা-সন্তানত্বেঽপি দৌহিত্রত্বাৎ তুল্যাংশ-স্যৈব যুক্তত্বাৎ'।—দা ভা পৃ. ১৬০।

কিন্তু এক্ষণে এই ব্যবস্থা প্রচলিত নয়, কেননা আদৌ ঐ শূদ্রা অসজাতীয়া হইলে তাহার পুত্রের অধিকার বহিত, যেহেতু কলিতে অসবর্ণ দত্তক গ্রহণ নিষেধ, অসবর্ণাকে বিবাহ প্রতিষেধ ও তাহার ভার্য্যাত্বাভাব * হেতু এবং অসবর্ণার গর্ভজের পুত্রত্বাভাব-হেতু দায়াধিকার বহিতরূপে অবধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত দাসী † অপ্রাপ্যা হওয়ায় দাসীপুত্রের অভাবই অবধৃত। তৃতীয়তঃ, অবিবাহিতা সবর্ণা নারীতে কাহারো সুতোৎপন্ন হইলে-ও তাদৃশ সুতে পুত্রবান হওয়া সৎশূদ্রদের আচার বিরুদ্ধ,—যেহেতু এক্ষণে সে সুত জারজ বলিয়াই অবধৃত। অতএব উক্ত দায়ভাগী ব্যবস্থা এতদ্দেশে নীচ শূদ্রজাতিতেই প্রযুজ্য সৎশূদ্রে নয়—কেননা এক্ষণে দ্বিজাতির ন্যায় আচারবন্ত সৎশূদ্রদের দায়াধিকার-ও দ্বিজাতির ন্যায় আচারসিদ্ধ, এবং 'আচার পরম ধর্ম্ম'—ইত্যাদি মনুবচনে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানাপেক্ষা আচার প্রবল ‡।

অধুনাত্বেষা ব্যবস্থা ন প্রচলিতা, যস্মাদাদৌ—সত্যামসবর্ণায়াং তস্যাঃ পুত্রস্যাধিকারো বহিতএব কলৌ অসবর্ণদত্তকগ্রহণস্য প্রতিষেধেন অসবর্ণাবিবাহ নিষেধেন তস্যা ভার্য্যাত্বাভাবেন* চ অসবর্ণাজাতস্য পুত্রত্বাভাবাদ্দায়াধিকারস্য বহিতত্বেনাবধৃতং। দ্বিতীয়তস্তু পুনঃ শাস্ত্রোক্তদাসীনাং † বিরলতয়া দাসীপুত্রস্যাভাবেনাবধৃতং। তৃতীয়তঃ—উৎপন্নেঽপ্যপরিণীতায়াং-নার্য্যাং কস্যাপি সুতে তাদৃশসুতেন পুত্রবত্বং সৎশূদ্রাণামত্র আচারবিরুদ্ধং তস্যাধুনাজারজত্বেনৈবাবধৃতত্বাৎ। অতএবোক্ত দায়ভাগীয় ব্যবস্থা নীচশূদ্রেষ্বেব প্রযুজ্যা—নতু সৎশূদ্রেষ্বপি অধুনা দ্বিজাতিসমাচারাণাং তেষাং দায়াধিকারস্য দ্বিজাতিসমাচারসিদ্ধত্বাৎ 'আচারঃপরমোধর্ম্ম' ইত্যাদিমনুবচনেন ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানাপেক্ষয়া আচারস্য প্রবলত্বাচ্চ ‡।

---

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭৭১—৭৮৯। এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—কোল. ডা বা ৩. পৃ ৩২৯—৩৩২।

† দ্রষ্টব্য—পৃ ৫৫৯। ‡ দ্রষ্টব্য—১.৩, ৩১৪।

মকদ্দমা নং৩৬০। ১৮৬৪ সাল।

ঈশ্বরচন্দ্র সেন ও লক্ষ্মীমণি দাসী (প্রতিবাদি) আপিলান্ট—

বনাম—রাণীদাসী (বাদিনী) রেসপণ্ডেন্ট।

মজীর
৬৭৭ সংখ্যক
ব্যবস্থা বিষয়ক।

বাদিনী রেসপণ্ডেন্ট তাহার মৃতপতি নীলকমল সেনের কথিত উইল এবং তদনুসারে গৃহীত দত্তক রদ ও রহিত করিবার নিমিত্তে অথচ ঐ নীলকমল সেনের বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইবার নিমিত্তে এবং নিজের কোন বিষয় প্রাপ্তা হইবার নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে।

এবং বাদিনী কহে সে ও লক্ষ্মীমণি নীলকমলের অপুত্রা পত্নীরূপে প্রত্যেকে তদ্বিষয়ের অর্দ্ধেকে অধিকারিণী।

প্রতিবাদিরা কহে উইল জাল নহে, কিন্তু তাহা নীলকমলের উইল বটে ঐ উইলের নিয়মানুসারে দত্তকগ্রহণ করা হইয়াছে, ঈশ্বর চন্দ্র যেমত শাস্ত্রানুসারে নীলকমলের বিষয়াধিকারী তেমত তাহা অধিকারও করিয়াছে; কিন্তু যাহা বাদিনীর নিজ সম্পত্তি ছিল সে তাহার কিছুতে অধিকারী হয় নাই· এবঞ্চ বাদিনী কুষ্ঠ রোগ গ্রস্তা হওয়াতে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দায়াধিকারিণী নহে, অপর স্বামির বিষয়ে কিম্বা তাহার কিয়দংশে অধিকারিণী হওয়ার দাওয়া করিতে কোন ক্রমে অধিকারিণী নহে।

প্রথম ইসু এই যে কুষ্ঠ অথবা অন্য অচিকিৎসা রোগ প্রযুক্ত বাদিনী পতির বিষয় অধিকার করিতে বারিতা কি না? এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্ন আদালতের বিচারে সম্মত।—যে সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ নিঃসন্দেহ রূপে দায়াধিকারি হইত, তাহাদের দাওয়া বিনা গূঢ় বিবেচনায় রোগচ্ছলে রদ করা হইবে না। অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ব্বিবাদ প্রমাণ না থাকিলে আমাদের মতে এতদ্বিষয়ক হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে কোন ব্যক্তিকে অনধিকারি করা যাইতে পারে না, অথবা সে রোগ গ্রস্ত কথিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যতদূর দুর্ব্বল হইতে পারে তাহাই বটে। প্রতিবাদিরা নিজ বর্ণনাপত্রে যে বিশেষ রোগের এজহার করিয়াছে তাহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। পরন্তু কথিত হইয়াছে যে যদিও প্রতিবাদিরা কুষ্ঠ থাকা প্রমাণ করিতে অপারক, তথাপি দেশীয় ডাক্তরের জবানবন্দিতে (যদুপরি নিম্ন আদালতে নির্ভর করা হইয়াছিল) তাহা অচিকিৎস্য রোগ হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অনধিকারের কারণ বটে। উল্লিখিত দেশীয় ডাক্তর কহেন বাদিনীর বিশেষ কোন রোগ আছে যাহা তৎকর্ত্তৃক ভক্তি শুক্রাং উক্ত হয়, ছয় বৎসর কি তাহারো অধিক হইল তিনি ঐ রোগের চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হয়েন; তিনি আরো কহেন যে তাঁহার চিকিৎসায় ঐ রোগের উপশম না হওয়াতে তিনি তাহা অচিকিৎস্যই বিবেচনা করেন। পরন্তু প্রতিবাদিদের আপত্তি এই যে বাদিনী কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা কিন্তু তাহা প্রমাণ করিতে তাহাদের সম্যক্ ত্রুটি হইয়াছে; বাদিনী যে অন্য

কোন রূপ রোগে ভুগিতেছে যাহা কুষ্ঠ নয় অথচ অচিকিৎসা ও দায়াধিকারের বাধক) ইহা আমাদের হৃদ্বোধ করাইবার নিমিত্তে শুদ্ধ দেশীয় ডাক্তরের মত ভিন্ন অন্য সুদৃঢ় প্রমাণ আবশ্যক। আদালত বোধ করেন বাদিনী কুষ্ঠ হেতু বা অন্য কোন রোগ হেতু দায়াধিকারে অনধিকারিণী হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই। সমুদায় বিবেচনান্তে আমরা ঐ মতে সম্পূর্ণরূপে সম্মত।

যেমত নিম্ন আদালত বিবেচনা করিয়াছেন তেমত আমরাও বিবেচনা করি যে ঐ এজহারী উইল জাল, এবং মকদ্দমার এই অংশে ঐ আদালতে যেমত বিবেচিত হইয়াছে আমরাও সেই মত বিবেচনা করি ও সেই মতে সম্মত হই। আমরা বিবেচনা করি যে প্রতিবাদিরা উইল প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অশক্ত হইয়াছে, আর ঐ উইল যথার্থরূপেই রদ হইয়াছে। এবং শুদ্ধ ঐ উইল অনুসারে যে দত্তক গ্রহণ হইয়াছে তাহা সুতরাং তৎসঙ্গেই রদ হইতেছে। অতএব নিম্ন আদালতের ডিক্রীর যে পর্য্যন্ত মত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা দৃঢ়ীকৃত হইল। ২৬ জানুয়ারী ১৮৬৫। সদরল্যাণ্ডের উইকলী রিপোর্টর, বা. ২, ১২৫।

রাজকুমারী দাসী (বাদিনী, পাপর) আপিলান্ট—বনাম—গোলাবী দাসী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

নজীর
৩৬২, ও ৩৭৩, সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

এইচ্, টি রেক্স্ সাহেব জজ, এবং ডি. আই, মণি সাহেব একটিং জজ (রায় দিলেন যথা)—মৃত সুদর্শন সেনের প্রথমা স্ত্রী তৎপত্তির ত্যক্ত বিষয়ের অর্দ্ধেকের নিমিত্তে তাহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রতিবাদিনীর নামে এই নালিশ উপস্থিত করে, এবং কহে যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সে তাহাতে অধিকারিণী।

প্রতিবাদিনী সমুদায় বিষয় দাওয়া করে এই হেতুবাদে যে তাহার স্বামির জীবদ্দশাতে অর্থাৎ ১৮৩৮ সালের নবেম্বর মাসে বাদিনী লোকনাথ মল্লিকের সহিত বাহির হইয়া যায়, এবং সে হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে নিজ ব্যভিচার দোষে (যাহা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে) দায়াধিকার বর্জ্জিতা হইয়াছে।

যে বিষয় আমাদের বিচার্য্য তাহাতে দুই কথা আছে;—এক বৃত্তান্ত ঘটিত, অন্য শাস্ত্র ঘটিত। প্রথম এই যে বাদিনীর ঐ কথিত ব্যভিচার দোষ প্রমাণ দ্বারা এমত স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে কি না যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তৎপত্তির বিষয় ভাগিনী হইতে তাহার অনধিকার হইতে পারে; দ্বিতীয় এই যে যদি আমরা বাদিনীর বিরুদ্ধে এই কথার বিচার করি, তবে এই মকদ্দমা ১৮৫০ সালের ২১ আক্টের বিধানান্তর্গত হইতে পারে কি না,—এমত যে কুব্যবহার হেতু সে যে দায়াধিকার বর্জিতা হইয়াছে তাহা তাহার নিমিত্তে রক্ষিত হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিরা সুদর্শন সেনের প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী।

সুদর্শন ১৮৫২ সালে মরে। প্রমাণে প্রকাশ পাইতেছে যে সে ১৮৩৭ সালে ক্ষিপ্ত হয়, এবং অল্পদিবস পরে এক পাগলা গারদে আবদ্ধ হইয়া তথায় এক বৎসরের অধিক কাল থাকে; ইত্যবকাশে লোকনাথমল্লিক নামে এক ব্যক্তি বাদিনীর সহিত অবৈধ প্রসক্তি করে; ও তাহার স্বামী প্রত্যাগমন করণের পূর্ব্বেই সে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া লোকনাথের সহিত বাহির হইয়া যায়; অনন্তর সুদর্শন সেন সুপ্রীম্‌কোর্টে লোকনাথের নামে ব্যভিচার বিষয়ক মকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহা ১৮৩৯ সালে ডিক্রী হইয়া সে ৩০০০ টাকা ডামিজ্‌ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ পায়, পরে সে প্রতিবাদিনীকে বিবাহ করে, এবং বাদিনীকে ত্যাগ করিয়া আর কখনো তাহার সহিত সংসর্গ করে না. ও নিজ মরণকাল অর্থাৎ ১৮৫২ সাল পর্য্যন্ত কখনো তাহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করে নাই। তর্ক করা হইয়াছে যে বাদিনীর স্বামী লোকনাথ মল্লিকের নামে ব্যভিচার বিষয়ক মকদ্দমাতে যে ডিক্রী হাসিল করে শুদ্ধ তাহা বাদিনীর ব্যভিচার প্রমাণের নিমিত্তে যথেষ্ট নহে। পরন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা এই মকদ্দমার সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ রাখে ও প্রমাণ বটে, কেননা তাহা হইতে নিষ্কর্ষ হইতেছে যে সেই মকদ্দমার বিচার কালীন যে প্রমাণ দর্শিত হইয়াছিল তাহাতে আদালতের এমত হৃদ্‌বোধ হয় যে লোকনাথের সহিত বাদিনীর অবৈধ প্রসক্তি ছিল, ও তাহাতে তৎপতিকে অধিক ডামিজ্‌ দেওয়াইতে বাধিত হইয়াছিলেন, সে মকদ্দমাতে যে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহাতে দর্শিত প্রমাণে দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় আমাদের সন্দেহ নাই যে তদুভয়ের মধ্যে অবৈধ মিলন ছিল। হিন্দুরা যে প্রকার অভিমানী ও লজ্জাভয়ান্বিত এবং এ বিষয়ে যে প্রকার সাবধান তাহাতে আমাদের বোধ হয় উক্ত ঘটনা অত্যন্ত ব্যাপক না হইয়া থাকিলে হিন্দু স্বামীতে স্ত্রীর অসতীত্ব দেশরাষ্ট্র করিতে পারে না এবং একপ্রকার নালিশও করিতে পারে না:—যে নালিশ সুপ্রীমকোর্টে এই প্রথম লিপিবদ্ধ হইল।

বাদিনীর পক্ষে আরো তর্ক করা হইয়াছে যে তাহার পতি এমত কোন উক্তি অথবা দৃঢ় কার্য্য করে নাই যদ্দ্বারা আদালত নিষ্কর্ষ করিতে পারেন যে বাদিনীকে অনধিকারিণী করণে তাহার মনস্থ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে নীল সাহেবকে যে ডবলিউ এমলী সাহেব ১৮৩৯ সালের ১০ এপ্রেল তারিখে যে চিঠী লিখেন, ও যে চিঠী তিনি কহেন সুদর্শন সেনের কহকমতে লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা (অপর কোন প্রমাণ প্রদর্শিত না হইলেও) উক্ত বিষয়ে যথেষ্টরূপে পতির মনস্থ-সূচক বটে। পরন্তু বাদিনীর প্রতি সুদর্শনের আদ্যন্ত ব্যবহার অর্থাৎ ব্যভিচার প্রথম প্রকাশ পাওয়ার তারিখ হইতে সুদর্শন সেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে এক কালীন ত্যাগ, ও তাহার সহিত আর কখনো সংসর্গ না করা, ও কখনো তাহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার না করা এই সকল সম্বলিত সমুদায় প্রমাণের প্রতি বিশেষতঃ দীননাথ দত্তের সাক্ষ্য প্রতি মনোযোগ করিলে আমাদের সন্দেহ নাই যে তাহার বিবেচনা সম্পন্ন দৃঢ় মনস্থ এই ছিল যে তাহার মরণান্তে বাদিনী তাহার

বিষয়-ভাগিনী না হয়। তাহার কার্য্য সকল ও তাহার কৃত মতে লিখিত লিখন এই মন্তব্যের পোষক ; এবং হিন্দু হইয়া সে অবশ্যই জানিয়া থাকিবে যে এরূপ করাতে সে কেবল তাহাই করিতেছে যাহা হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অতএব আমাদের মত এই যে প্রথম কথা বাদিনীর পক্ষে বিরুদ্ধ।

এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার বক্রী আছে যে যদিও আমাদের বিচারে বাদিনীর অসতীত্ব স্পষ্ট প্রমাণে সাব্যস্ত, ও তাহাতে সে হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে মৃত পতির বিষয় ভাগিনী হইতে অনধিকারিণী, তথাপি ১৮৫০ সালের ২১ আইনের বিধান মতে তাহার দায়াধিকার রক্ষিত হইতে পারে কি না ?

এই কথার বিবেচনায় সর্ লরেন্স্ পীল সাহেব আপিলান্টের উকীলের উল্লিখিত মকদ্দমাতে যেমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা তাদৃশ প্রামাণিক ব্যক্তি হইতে নিগদিত হওয়াতে অবশ্যই অধিক গৌরবান্বিত। উক্ত মকদ্দমার রিপোর্টে কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে সর্ লরেন্স্ পীল সাহেব কহেন—"১৮৫০ সালের ২১ আক্টে বিহিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে এক্ষণে ব্যবহৃত কোন আইনের বা আচারের সেই অংশ যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট হওন হেতুতে কোন বিষয়াধিকার বর্জ্জিত হয়, অথবা তাহার দায়াধিকারিতা রূপ সম্বন্ধের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা আইন বলিয়া প্রচলিত থাকা রহিত হইল"। তিনি আরো কহেন "অপিচ এই মকদ্দমাতে ঐ বিধবা কিছুকালের নিমিত্তে যথাশাস্ত্র দখিলকার হইয়াছিল, এবং অমুক ব্যক্তি অমুক কারণে দখল হইতে বেদখল হইতে পারে আদালতের এমত বিজ্ঞাপক কোন নিষ্পত্তি না থাকায় তিনি তাহার দখল উৎখাত করিতে রত হইবেন না"। কি কারণে যে উক্ত আক্টের কর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে এই রায় দেওয়া হয় তাহা এরূপ সরাসরী রিপোর্ট হইতে আমরা নিষ্কর্ষ করিতে পারি না, এবং যে মূল কারণের উপর ঐ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা যে ঐ কারণ এমত বোধ হয় না। অতএব যে অবস্থার উপর ঐ রায় দেওয়া হইয়াছিল তাহা এই মকদ্দমার অবস্থার সহিত মিলে কি না ইহা নিশ্চয় করিবার উপায় না থাকাতে অথচ ঐ রায়ের যথোচিত গৌরব করিয়াও আমরা তদনুসারি না হইয়া ঐ আক্টের ভূমিকা ও শেষ ভাগের যে অর্থ ও মর্ম্ম ন্যায্য ও স্পষ্ট রূপে সংগৃহীত হইতে পারে শুদ্ধ তদনুসারে আমারদিগকে ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এই সমস্ত একত্র করাতে প্রতিবাদিনীর উকীলেরা যে আপত্তি করিয়াছেন আমরা ঐ আক্টের তদ্ভিন্ন অন্য অর্থ করিতে পারি না।

ভূমিকাতে স্পষ্ট দর্শিত হইয়াছে—১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে যে বিধান বিহিত হইয়াছে তাহার সঞ্চারণ নিমিত্তে ঐ আক্ট জারি হয়, তদ্বিধান যথা—"যে দেওয়ানী মকদ্দমার উভয় পক্ষ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী, —মুসলমান বা হিন্দু—তাহাতে কোন পক্ষ ঐ শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে যে বিষয়ে অধিকারী হইত ঐ ধর্ম্মের বিধানকে তাহাকে তদ্বিষয়ে অনধিকারী করিতে দেওয়া হইবে না"। ভূমিকার অব্যবহিত পরেই ঐ আইনের মতলব (যাহার অর্থ অবশ্যই ভূমিকার সহিত একত্র করিতে হইবে) স্পষ্টরূপে উক্ত

হইয়াছে—যে আইনের বা শাস্ত্রের কিম্বা আচারের যে অংশে বিহিত হই-য়াছে যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী নিজ ধর্ম্মত্যাগ করণ অথবা কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমাজ বহির্ভূত হওন কিম্বা জাতিভ্রষ্ট হওন নিমিত্তে বিষয়ে অনধিকারী হয় তাহা আইন বা শাস্ত্ররূপে বলবৎ থাকা রহিত হইল। এক্ষণে তর্ক করা হই-য়াছে যে হিন্দু বিধবার ব্যভিচার সপ্রমাণ হইলে সে ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে পতির বিষয় ভাগে অনধিকারিণী হয়, তথাপি এই আইনের বিধানে তাহার ঐ শাস্তির ক্ষমা হইয়াছে। উক্ত আইনের এমত অর্থ আমাদের বিবেচনায় কেবল টানিয়া টুনিয়া করা হইয়াছে, আমাদের মত এই যে যখন কোন হিন্দু বিধবা হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করে ও তাহাতে তাহার জাতিঃপাত হয় তখন সে অবস্থা-তেই কেবল ঐ আইন বলবৎ হইতে পারে। কোন হিন্দু বিধবা যখন ভর্ত্তার শয্যাপালিনী না হওয়া সপ্রমাণ হয়, ও ভর্ত্তা তাহাকে স্পষ্ট উক্তিতে পরি-ত্যাগ করে তখন তাদৃশ অবস্থায় এই আইন তাহার আশ্রয় দায়ক হইবে এবং সে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যে অধিকার বর্জ্জিতা হইয়াছে তাহা তাহাকে পুনরর্পণ করিবে এমত কখনো অভিপ্রেত হওয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না।

অতএব দুই বিষয়েতেই বাদিনীর পক্ষে উপস্থিত আপত্তি রদ করিয়া আমরা বাদিনীর আপীল খরচা সমেত ডিসমিস্ করিলাম—। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ ১৮৯১।

মকদ্দমা নং ৩৮০। ১৮৫৩ সাল।

মোসম্মাৎ বালগোবিন্দ প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট বনাম—লাল বাহাদুর প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

নজীর ৬৩৪ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক।

১৮৫৩ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে জান কালবিন্ ও জান্ ডন্‌বার সাহেবের লিখিত বক্ষ্যমাণ সার্টিফিকেট অনু-সারে এই মকদ্দমার খাস আপিল মঞ্জুর হয়।

১৮৫৩ সালের মার্চ মাসীয় জিলার নিষ্পত্তি বহির ৭৪ ও ৭৫ প্রষ্ঠায় জিলা সারণের আডিসন্যাল জজের নিষ্পত্তিতে এই মকদ্দমার বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

আদালতের ডিক্রী জারির নিলামে ক্রয় বলে নাম রেজিস্টরি ও দখলের নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

মোসম্মাৎ বালগোবিন্দ ও মোসম্মাৎ নিলাম্ব ইহারা দুই প্রধান প্রতি-বাদিনী। প্রথম প্রতিবাদিনী কহে সে নিজ তিন পুত্রের ওসীরূপে যে অংশে দখিলকার ছিল তাহা ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিক্রীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রতিবাদিনী কহে তাহার স্বামী নিশু, সে বাঁচিয়া থাকিতে সন্তান দিগের অংশ বিক্রীত হইতে পারে না, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এক্ষণে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই।

আপীলে মোহন ভগতের স্বত্বের বিরুদ্ধে যে কএক আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা আডিশন্যাল জজ না মঞ্জুর করেন, এবং প্রধান সদর আমীনের মত এই হয় যে হিন্দুদায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে উন্মত্ত ব্যক্তির স্বত্বাধিকার লোপ হইয়া তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে বর্ত্তে, তাহাতে কেবল এই সঙ্কোচ থাকে যে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন বর্ত্তন পাইতে অধিকারী। আডিশন্যাল জজ এই মত যথার্থ বিবেচনা করেন।

আডিশন্যাল জজ শাস্ত্রের যে ভাবগ্রহ করিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না, এবং ক্ষিপ্ত ব্যক্তির বিষয় নির্ব্যূঢ়রূপে তাহার পুত্রকে বর্ত্তে এবং ঐ ক্ষিপ্ত-পিতার বর্ত্তনোচিত দেওন সর্ত্তে তাহা হস্তান্তর হইতে পাবে ইহা মিথিলার মত বলিয়া ঐ মতানুসারে পিতার জীবদ্দশায় তৎপুত্র অভিলাখের পরিবর্ত্তে দখল দেওয়া ও রেজিষ্টরি করা যাইতে পারে কি না ইহা বিবেচনা করিতে আমরা খাস আপীল মঞ্জুর করিলাম।

বিচার—

হিন্দু দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সারসংগ্রহ অর্থাৎ ব্যবস্থা (যাহা এই মকদ্দমায় দাখিল, ও যাহার উপর প্রধান সদর আমীন ও জজ নির্ভর করিয়াছেন তাহা) পাঠ ও বিবেচনা করণান্তে আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে নিম্ন আদালত ঐ শাস্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা ভ্রমময়, ঐ সকল সারসংগ্রহের ভাব এই যে জড় উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিরা দায়াধিকারি হইতে সম্ভব নহে, তাহাতে কোথাও এমত বিধান নাই যে ব্যক্তি একবার দায়াধিকারী হইয়াছে সে উপরি উক্ত কোন কারণে অযোগ্য হইলেও তদ্ধেতু তাহার (অধিকৃত) বিষয়ে সে অনধিকারি হইবে। অতএব "পিতৃ বিষয়ে অভিলাখের যে অংশ তাহা তাহাতে বর্ত্তিয়াছে কেবল তাহার উন্মত্ত পিতা যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদন পাইবে মাত্র",—জজসাহেবের এই বিচার আমাদের মতে ভ্রমময়, ও তন্নিমিত্তে অভিলাখের বলিয়া যে বিষয় ক্রয় করা হইয়াছে তাহা টিকিতে পারে না; এতাবতা জজ সাহেবের বিচারের যে অংশ রামসহায়ের বিষয়ের হানিজনক তাহা আমরা খাস আপিলাণ্টের হক্কে খরচা সমেত রদ করিলাম। ১৮ মে ১৮৫৪ সাল। স. দে. আ. ডি পৃ. ২৪৪।

মকদ্দমা নং ১৯৫। ১৮৬৬ সাল।

গৌরনাথ ও অন্য এক ব্যক্তি (প্রতিবাদি) আপিলাণ্ট—বনাম—
মুঙ্গেরের কালেক্টর ও অন্য এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

মকদ্দমা নং ২০৯। ১৮৬৬ সাল।

ক্ষিপ্ত মাণিকরাম ও কালেশরামের পক্ষে মুঙ্গেরের কোর্ট
অব্ ওয়ার্ডস্ (বাদী) আপিলাণ্ট—বনাম—রঘুবর দয়াল
প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট

মকদ্দমা নং ২১১। ১৮৬৬ সাল।

কুঙর শিবপ্রসাদ নারায়ণ (প্রতিবাদিদের একজন) আপিলাণ্ট—
বনাম—মুঙ্গেরের কালেক্টর প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মজীর
৬০৩ সংখ্যাক ব্যবস্থা বিষয়ক।

মার্কবি সাহেব জজ (যে রায় দিলেন তাহার সার ভাগ যথা)—এক মকদ্দমাতে মাণিক রাম ও সালেগ্রাম (এই) দুই ব্যক্তির পক্ষে (বিশেষ) ভূমি সম্পত্তির বিবিধ অংশ প্রাপ্তির নিমিত্তে এই তিন আপীল উপস্থিত হয়। এই কএক আপীলের একত্র বাদানুবাদ হইল।

বন্ধুকুমারী ও তৎকন্যার নালিশি মকদ্দমাতে বিশ্বেশ্বর দয়াল ও তাঁহার তিন পুত্র—মাণিক রাম, রঘুবর ও সালেগরাম—প্রতিবাদি ছিলেন, এবং সালিসীতে অর্পিত মকদ্দমাতে-ও এক পক্ষ ছিলেন।

তালুক গদি সমরিয়ার ৶ আনা অংশ অযোধ্যা বিবীকে দেওয়ান হয়, তিনি তাহা ১৮৬০ সালে যদুনাথ সহায়ের নিকট বিক্রয় করেন, ইনি আবার তাহা কুঙর শিবপ্রসাদ নারায়ণের নিকট বিক্রয় করেন। এই মকদ্দমাতে প্রথম দাবী শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ তালুকের ঐ তিন আনা অংশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে করা হইয়াছে এই হেতুবাদে যে মিতাক্ষরার বিধানানুসারে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদ্বয় ও তাহাদের ভ্রাতা রঘুবরই কেবল ঐ মোসম্মাৎ বিবীর উত্তরাধিকারি; আর তৎকালে সালিসী মকদ্দমাতে তাহাদের স্বত্বাধিকারের বিচার হয় তাহারা ক্ষিপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্যবহার ছিল ও তদ্ধেতু সালিসদের ফয়সলা তাহাদের সম্বন্ধে অকাট্য নহে। প্রধান সদর আমিন দাওয়ার নিষ্পত্তি বাদির হক্কে করিয়াছেন, এবং ঐ নিষ্পত্তির উপর ২১১ নং আপীল হইয়াছে।

ঐ বিষয়ের এবং উভয় পক্ষের বিরোধের বৃত্তান্ত এই রূপ হওয়াতে আমরা এক্ষণে এই মকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হই৭

১ দৃষ্ট হইতেছে যে মাণিকরাম জন্মাবধি জড়। (তাহাদের) পিতাই ইহা কহে, এবং প্রতিবাদিদের পক্ষে যে সাক্ষিরা যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা ইহা অতি দুর্ব্বলরূপে অস্বীকার করিয়াছে। অপিচ ইহাও দৃষ্ট হইতেছে না যে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় মকদ্দমাতে মাণিকরাম কখনো নিজে কোন চেষ্টা করিয়াছে।

৩ দৃষ্ট হইতেছে যে সালেগ্রাম ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের কিয়ৎকাল পরে কিন্তু ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত হয়। তাহার পিতা কহে বার বৎসর ব্যাপিয়া সে নিতান্ত পাগল ছিল, এবং তৎকালেও পাগল ছিল; ইতি পূর্ব্বে সে জ্ঞানশূন্য হইত, ও কখনো কখনো রোগ রহিত হইত, এবং স্বীকৃত হইয়াছে যে সে এক্ষণে ক্ষিপ্ত বটে। আর এক সাক্ষী কহে যে ১১

না ৭৪ বৎসর ক্ষিপ্ত আছে। পক্ষান্তরে যদিও অনেক সাক্ষিরা কহে যে ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থিরচিত্ত ছিল, তথাপি সে তৎপরে যে উন্মত্ত ছিল তাহা কেহই কহে না। মাণিকরামের সম্বন্ধে প্রথম বৃত্তান্ত ঘটিত বিচারের ফল এবিশেষরূপ।—যে [illegible] কাগজ পত্রের সিদ্ধতা তাহার সম্মতির উপর নির্ভর করে তাহা বৃথা হইতেছে। কিন্তু তাহা হইতে আরো এই প্রকর্ষ হইতেছে এবং ইহা সর্ব্বপক্ষে স্বীকৃতও হইয়াছে যে হিন্দুদের দায়শাস্ত্রানুসারে (যাহাতে জাতোন্মত্তেরা অনধিকারি) উত্তরাধিকারির সূত্রে মাণিকরামের কোন অধিকার নাই। কিন্তু যদিও সে ক্ষিপ্তাবস্থায় আপনাকে কোন স্বত্ব হইতে বর্জ্জিত করিতে পারে না, তথাপি উপযুক্ত রূপে কোন বিষয় তাহাকে দত্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবার বাধা নাই, এতাবতা ১৮৫৫ সালে সালিসেরা তাহাকে ঐ বিষয়ের ৵০ অংশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বোধ করি কর্ম্মণ্য রূপে তাহাতে বর্ত্তিয়াছে।

দ্বিতীয় বিচারের ফল এই যে যৎকালে যশোদা আর অযোধ্যার নালিশী মকদ্দমা সালিসীতে অর্পিত হয় তৎকালে সালেগরাম বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও সম্যক রূপে সক্ষম ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে সালিসদিগের শেষ ফয়সলা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে সে ক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। অতএব কঠিন কথা এই উত্থিত হইতেছে যে সে ঐ ফয়সলাতে আবদ্ধ কি না? এতাবতা আমরা বোধ করি শেষে যে সময়ে বুদ্ধি লোপ হয় ঠিক সেই সময়ের উপর তাহা নির্ভর করে। যখন সালিসের সমীপে তদারক ও তজবীজ যথার্থতঃ শেষ হইয়াছিল যদি সে পর্য্যন্ত সালেগরাম নিজ কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যোগ্য রহিয়া থাকে তবে আমরা বোধ করি না যে সালিসের ফয়সলা চূড়ান্ত রূপে সাদের হইবার পূর্ব্বে সে ক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে সে ফয়সলা অসিদ্ধ হইবে। সালিসের ফয়সলার বিরুদ্ধে কোন প্রতারণার আপত্তি হয় নাই, অনন্তর তাহা এক আদালতে বহাল থাকাতে এবং এক ডিক্রীতে উঠাতে তাহার সিদ্ধতার পক্ষে দৃঢ় বিবেচনা হইতেছে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐ ফয়সলার উপর দোষারোপ করে তৎকালে সালেগরামের মনের যে কি অবস্থা ছিল তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহাদের উপর। কিন্তু এবিষয়ে যে প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে তাহা মূলে সন্তোষজনক নহে। তাহা নিতান্ত অযথেষ্ট ও অনিশ্চিত, এবং আমাদের সন্তোষরূপে বোধ হয় না যে সালিসদিগের সমীপে মকদ্দমার বিচার কাল ব্যাপিয়া সালেগরামের চিত্তের এমত অবস্থা ছিল যে যাহা তাহার নামে ও অনুমতিতে করা হইয়াছে সে তাহার দায়ী হইতে পারে।

অতএব আমাদের বোধ হয় ১৮৫৫ সালে কৃত ফয়সলা জারি হওয়া উচিত; তাহার বুনিয়াদে ঐ তালুকের ৵০ আনা অংশে যে অধিকার হইয়াছে, ও যাহা এক্ষণে প্রতিবাদি কুঁওর শিবপ্রসাদকে অর্পিয়াছে তাহা নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ, আর এই দাবী সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা রদ হওয়া উচিত।—হা. কো. আ. জানুয়ারি ১৮৬৭ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বাঁ. ৭, পৃ. ৫।

তারামণি দাসী—বনাম—মোতি বেশিয়ানী প্রভৃতি।

নজীর ৬৬১ সংখ্যক ব্যবস্থা বিষয়ক। বিচার হইল যে বেশ্যা মাতার যে দুহিতা পাত্রির সঙ্গে বাস করিতেছে তদপেক্ষা করিয়া যে বেশ্যা দুহিতারা ঐ বেশ্যা মাতার [illegible] একত্র বাস করে তাহারাই ঐ মাতার ধনে অধিকারিণী। ৩০ জুলাই ১৮৪৬। সদ্দ. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ২৭৩।

একাদশ অধ্যায়।

হিন্দুদের জাতিবিষয়ক।

আদিম জাতি। আদৌ চারি জাতি ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই জাতি চতুষ্টয়ের প্রথমত্রয় দ্বিজাতি কথিত*, যেহেতু উপনয়ন সংস্কারেসংস্কৃত হওয়া তাহাদের দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণরূপে অবধৃত হইয়াছে।

সঙ্কর জাতি। কলিভিন্ন অন্যযুগে আদি জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহ শাস্ত্রানুমত† হওয়াতে এবং কার্য্যেও চলিত থাকাতে, অনেক সঙ্করঃ জাতির উৎত্তপত্তি হয়।

স্বামি হইতে জাতিতে অনুলোমতঃ এক ক্রম নীচ স্ত্রীদের গর্ভে জাত সুতেরা‡ ক্রমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণ§ বা কায়স্থ কথিত। এই ক্রএক জাতি ক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে, ও বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত¶।

---

* ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজাতি। চতুর্থ একজাতি শূদ্র,—পঞ্চম (আদিম) জাতি নাই। মনু. অ. ১০, ন. ৪।

† দ্রষ্টব্য—ব্য দ. পৃ. ১০৪৪—১০৪৮।

‡ সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএবতে॥ স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ —অর্থাৎ সকল তুল্যবর্ণে অক্ষতযোনিস্থাবস্থায় বিবাহিতা ভার্য্যাতে অনুলোমক্রমে জাত সুতেরা পিতার সমজাতীয় জ্ঞেয়। অব্যবহিত নীচজাতীয়া স্ত্রীতে দ্বিজাতিদের উৎপাদিত সুতদিগকে মাতৃদোষে বিগর্হিত হওনহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা পিতৃসদৃশ কহিয়াছেন।—মনু. অ. ১০, ব. ৫, ৬।

§ এই করণ জাতিকে যদিও কোন কোন টীকাকর্ত্তা কায়স্থ কহিয়াছেন তথাপি করণ এতদ্দেশীয় উত্তররাঢ়ীয় বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নহে,—উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থেরা আদিম শূদ্র জাতীয় ও শূদ্রমণি অর্থাৎ শূদ্রশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, এবং জাতিতঃ নির্দ্দিষ্ট পঠন ব্যবসায়ি, কিন্তু করণজাতি সঙ্কর, যথা উক্ত বচনেই প্রকাশ। করণজাতীয়েরা বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করে, শূদ্রকায়েত বলিয়া খ্যাত, ও দাসবৃত্ত্যুপজীবি। দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুমের ১ কাণ্ড, পৃ. ৫৪২ হইতে ৫৪৯ ও তৎপরিশিষ্ট পৃ. ৪৫৭ হইতে ৪৭৬। এবং আচারনির্ণয়তন্ত্র ও কমলাকর ভট্টকৃত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

¶ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়স্থ ষষ্ঠবচনের কুল্লূক ভট্টকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রতিলোম ক্রমে বিবাহিত অথবা জাতিতে দুই বা তিন ক্রম নীচ স্ত্রীদের পুত্রদের নাম ও জাতিভেদাদি যথা —"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠোনাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে। ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে॥ বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ। বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃস্মৃতাঃ॥ ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ। বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাং। বৈশ্য রাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ"॥ অস্যার্থঃ—ব্রাহ্মণের ঔরসে (বিবাহিতা) বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য জন্মে, (ব্রাহ্মণের ঔরসে) শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে নিষাদ জন্মে তাহাকে পারশব-ও বলাযায়॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে উগ্র অর্থাৎ সুত জন্মে সে ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয় ধর্ম্মী, এবং ক্রূরাচার ও বিহারশীল॥ ব্রাহ্মণের ঔরসে তিন নীচ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে দুই নীচ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে এক নীচ জাতীয়াস্ত্রীর গর্ভে, জাত এই ছয় সুতেরা অপসদ কথিত॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে জাত সুত সূত আখ্যাত, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে জাত সুত (ক্রমে) মাগধ ও বৈদেহ উক্ত হয়। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে জাত সঙ্কর সুতেরা ক্রমে আয়োগব, ক্ষত্রি ও নরাধম চণ্ডাল কথিত হয়। মনু. অ. ১০, ব. ৮--১২।

সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি ও আছে- যাহারা শুদ্ধ সঙ্কর জাতীয়দের বা শুদ্ধ জাতীয়দের ঔরসে সঙ্কর স্ত্রীদের গর্ভে জাত, তন্নামভেদাদি এবং ব্রাত্যাভেদ যথা—"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে। আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥ আয়োগবশ্চ ক্ষত্তাচ চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাং। প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ। বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎসূতএব তু। প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥ জাতোনিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যাভবতি পুক্কসঃ। শূদ্রাজ্জাতোনিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ॥ ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে। বৈদেহকেনত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে॥ দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্। তান্সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ॥ ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ। আবন্ত্যবাটধানৌচ পুষ্পধঃ শৈখএবচ॥ ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ॥ বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্যএব চ। কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ সাত্বতএবচ। ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ। স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ"॥ অস্যার্থঃ—ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রজাতীয়া স্ত্রীতে আবৃত নামক সুত, অম্বষ্ঠজাতীয়া স্ত্রীতে আভীর এবং আয়োগব জাতীয়া স্ত্রীতে ধিগ্বণ জন্মে॥ আয়োগব, ক্ষত্তু বা ছত্তৃ ও নরাধমচণ্ডাল এই অপসদত্রয় শূদ্র হইতে প্রতিলোম ক্রমে বিবাহিতার গর্ভে জাত। বৈশ্য হইতে মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে সুত প্রতিলোম ক্রমে জাত, ইহারা অন্য তিন অপসদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিতে অনধিকারি। নিষাদ হইতে শূদ্রা স্ত্রীতে

পুক্কস জাতীয় জন্মে, নিষাদ স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে কুক্কুট জাতীয় হয়, ক্ষত্তৃর ঔরসে উগ্রার গর্ভে জাত শ্বপাক, এবং বৈদেহের ঔরসে অম্বষ্ঠী স্ত্রীর গর্ভে জাত বেণ কথিত হয়॥ দ্বিজাতির ঔরসে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত যাহারা গায়ত্রী-বর্জ্জিত তাহারা ব্রাত্য বলিয়া আখ্যাত॥ বিপ্রব্রাত্য হইতে পাপাত্মা ভূর্জকণ্টক জন্মে, তাহারা (দেশভেদে) আবন্ত্য, বাটধান পুষ্পধ ও শৈখ আখ্যাত হয়॥ ক্ষত্রিয় ব্রাত্যের ঔরসে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাত হয়। বৈশ্য ব্রাত্যের ঔরসে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, ও মৈত্র জাত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর মিশ্রণ, অবিবাহ্যা বিবাহ, ও স্বধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগদ্বারা বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন॥—মনু অ. ১০, ব. ১৫—২৪।

সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ। অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।—যে সকল সঙ্করজাতীয়েরা পরস্পর প্রতিলোম ও অনুলোম বিধানে জাত এক্ষণে তাহাদের বিশেষ বর্ণনা করিব*।

"সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ। মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ॥ এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু॥ মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু। তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্। পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্। প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ। হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু॥ প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনং॥ সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরয়োগবে। মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহ মাধুকং সম্প্রসূয়তে। নৄন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে॥ নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্। কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥ মৃতবস্ত্রভৃৎস্বু নারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ। ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্ ত্রয়ঃ॥ কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে। বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ॥ চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্সারব্যবহারবান্। আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে॥ চণ্ডালেন তু সোপাক মূলব্যসনবৃত্তিমান্। পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ॥ নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্। শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্॥ সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"॥ অস্যার্থঃ—সূত, বৈদেহ, ও নরাধম চণ্ডাল, মাগধ ও ক্ষত্তৃ তথা আয়োগব—এই ছয় সবর্ণা স্ত্রীতে বা মাতৃজাতীয়া স্ত্রীতে সদৃশপুত্র উৎপন্ন করে, শ্রেষ্ঠজাতীয়াতেও ঐরূপ করে॥ তাহারা পরস্পরের স্ত্রীতে অনেক বিগর্হিত এবং জনক হইতে অধিক দূষিত পুত্র উৎপন্ন করে॥ ইহারা প্রতিলোমক্রমে বিবাহ করিয়া আরো নীচ পঞ্চদশজাতি উৎপন্ন করে,—হীন হইতে আরো হীন উৎপন্ন হয়। দস্যুজাতি আয়োগব জাতীয়া স্ত্রীতে সৈরিন্ধ্র জাতীয় সুত উৎপন্ন করে—তাহারা পরিচারক ও দাস না হইয়াও দাসবৃত্ত ব্যবসায়ি এবং

---

* মনু, অ, ১০, ব, ২৫।

বন্য পশুহননার্থ উপজীবি। ঐ স্ত্রীতে বৈদেহের ঔরসে মিষ্টস্বরযুক্ত মৈত্রেয়ক জন্মে। তাহারা প্রভাতে ঘন্টা বাজাইয়া মহত্ লোকের প্রসংশা করে। ঐ স্ত্রীর গর্ব্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাশ উৎপন্ন, সে নৌকাবাহন উপজীবী এবং আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ পূজ্য ভূমি নিবাসিরা তাহাকে কৈবর্ত্ত কহেন। শবের বস্ত্র পরিধান এবং উচ্ছিষ্টান্নভোজন কারিণী আয়োগবী স্ত্রীতে (পিতৃভেদে) ঐ হীনজাতিত্রয় অর্থাৎ সৈরিন্ধ্র মৈত্রেয়ক ও মার্গব জন্মে। নিষাদের ঔরসে বৈদেহ জাতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভে জাতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভে চর্ম্মকার কারাবার জন্মে, এবং বৈদেহ পুরুষের ঔরসে কারাবার ও নিষাদ জাতীয় স্ত্রীর গর্ব্ভে অন্ধ্র ও মেদ জাতীয় জন্মে, তাহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে॥ বৈদেহ জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসোপাক জন্মে, এই জাতীয় লোক বেতের ও নলের কর্ম্ম করে। নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিক জন্ম, (তাহার ব্যবসায় কারাগার)॥ চণ্ডালের ঔরসে পুক্কসী স্ত্রীর গর্ব্ভে সোপাক জন্মে, সে রাজবিচরিত অপরাধির দণ্ডদায়ক পাপাত্মা সদা শিষ্টের বিগর্হিত॥ নিসাদজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে, চণ্ডালের ঔরসে অন্ত্যাবসায়ী জন্মে, সে শ্মসানে থাকে, এবং ঘৃণীত ব্যক্তিরা-ও তাহাকে ঘৃণাকরে॥ মনু. অ. ১০, ব. ২৬—৪০।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং পরশুরাম পদ্ধতিতেও জাতি বর্ণনা আছে, তৎসমস্তই প্রায় মনুসংহিতার সহিত মিলে, মনুসংহিতাই তদাদর্শ বোধ হয়। পরন্তু উক্ত সঙ্কর-সমূহের মধ্যে অনেক জাতি এতদ্দেশে নাই, এবং কতিপয় এক্ষণে আর আর দেশেও বিরল।

এতদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। বৈদিকের মধ্যে আবার দুই শ্রেণি আছে—পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। যাঁহাদের মূল পুরুষ দ্রাবিড় হইতে আসিয়া এদেশে বাস করেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক; ও যাঁহাদের মূলপুরুষ মহারাষ্ট্র হইতে আসিয়া এখানে অবস্থিতি করেন তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক আখ্যাত।

নীচ জাতীয়দের পৌরহিত্যাদি কর্ম্মকরণ ও দানাদি গ্রহণদোষে দোষগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের কর্ম্ম বা দোষানুসারে অনেক থাক হইয়াছে, কিন্তু তাহারা উক্ত কএক শ্রেণিরই অন্তর্গত।

আদিম চারি জাতির আদৌ ব্যবসায় বিশেষ নির্দ্দেশ হয়, যথা মনুঃ— "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনংযাজনন্তথা, দানংপ্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ। বিষয়েষ্বপ্রশক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ পশূনাংরক্ষণংদানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিকপথংকুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্মসমাদিশৎ। এতেষামেব,বর্ণনাংশুশ্রূষামনসূয়য়া"॥ অস্যার্থঃ—বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন, তথা যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজাদের রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, এবং বিষয়ে অপ্রশক্তি সঙ্ক্ষেপতঃ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, বাণিজ্য ও লাভার্থে ঋণদান বৈশ্যের কর্ম্ম॥ অনসূয়াপূর্ব্বক

ঐ তিন জাতির সেবা এই একমাত্র কর্ম্ম শূদ্রের প্রতি প্রভু (অর্থাৎ ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অ. ১, ব. ৮৮—৯১।

সঙ্করদের মধ্যে-ও কতিপয় জাতির ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তন্ত্র-বর্ণনাত্মক বচনচয়ে প্রকাশ।

বৈদ্যের ব্যবসায় চিকিৎসা।

আদৌ যদিও শূদ্র একজাতি ও তদ্ব্যবসায় এক মাত্র বলিয়া উক্ত, তথাপি অনন্তর দেশভেদে শূদ্র মধ্যে অনেক জাতিভেদ ও জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদ হইয়াছে; প্রত্যেক শূদ্র জাতিরই প্রায় ব্যবসায় বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় শূদ্রদের জাতি ও ব্যবসায় ভেদ যথা,—

জাতি	ব্যবসায়
কায়স্থ*	লিখন পঠন
সদ্গোপ বা চাসাগোয়ালা	... কৃষিকর্ম্ম, তরকারী প্রভৃতি বিক্রয়
গোপ, পল্লবগোপ বা গোয়ালা।	... গো-সেবা, দুগ্ধ দধি প্রভৃতি বিক্রয়।
গন্ধবণিক বা গন্ধবেণিয়া।	... গন্ধদ্রব্য ও মসলা বিক্রয়।
শংখবণিক বা শাঁখারী	বাদ্যশংখাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ
কংসবণিক বা কাঁসারী	কাঁসা পিত্তলপ্রভৃতির দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ
সুবর্ণবণিক বা সোনারবেণিয়া	... সোনা রূপা ও মুদ্রাদি ক্রয় বিক্রয়।
তেলী, তিলী ও তাম্বলী	... ... প্রাধানতঃ শস্য ক্রয় বিক্রয়।

জাতি	ব্যবসায়
মালাকার, মালাকর বা মালী	পুষ্প ও পুষ্পমালা প্রভৃতি বিক্রয় পুষ্পোদ্যানাদির কর্ম্ম।
কর্ম্মকার, কামার ..	লোহার ও ইস্পাতের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও বিক্রয়।
কুম্ভকার, কুমার ...	মৃত্তিকার পাত্র ও প্রতিমাদি নির্ম্মাণ।
স্বর্ণকার, সেকরা ...	সোনা রূপার অলংকারাদি নির্ম্মাণ।
নাপিত	ক্ষৌর করণ।
মোদক, মধুনাপিত† বা ময়রা	... মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।
কুরী	মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।
আগুরী	প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম করণ।
তন্তুবায় বা তাঁতি	বস্ত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ১০৫৮।

† প্রবাদ আছে মধু নামে নাপিত চৈতন্যদেবের সন্যাসাশ্রম আশ্রয়কালীন তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তদনন্তর অপর ব্যক্তির পদনখ কাটিতে অনিচ্ছু হওয়ায় চৈতন্যদেব তাহাকে ময়রার ব্যবসায় করিতে আদেশ করেন, তদবধি সে ও তাহার জাতিকুটুম্ব তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং এই কর্ম্ম ও ব্যবসায় ভেদে তাহাদের সহিত আর আর নাপিতের জাতিভেদ হয়।

জাতি	ব্যবসায়।	জাতি	ব্যবসায়।
যুগি	বস্ত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়াদি।	কান	প্রধানতঃ গীতবাদ্য।
ভাস্কর	প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করণ	গাঁড়ার	চিপিটক বা চিড়া প্রস্তুত ও বিক্রয়।
বারুই	তাম্বুল প্রস্তুত ও বিক্রয়।	কাঁড়রা	বাঁশের চেটাই ও চেঙ্গারী প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
চুড়ি	গালার চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।	দুলিয়া	পালকী ইত্যাদি স্কন্ধে বহন, বেহারার কর্ম্ম।
শুঁড়ি	অনির্দ্দিষ্ট।	বাউরী	ঐ
কৈবর্ত্ত*	প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম।	বাগদী	প্রধানতঃ মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়।
ধীবর, জালিয়া	জাল বুনন, বা মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করণ ও নৌকা বাহন।	পোদ	প্রধানতঃ মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়।
সূত্রধর, ছুতার	কাষ্ঠের দ্রব্য নির্ম্মাণ ও চিত্র করণ।	বেদিয়া	ঔষধের গাছড়া বিক্রয়।
রাজবংশী বা তিয়র	ইষ্টকের প্রাচীরাদি গাথন, এবং কোন কোন স্থানে মৎস্য বিক্রয় করণ।	কোড়া	পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন।
কপালী	শণবস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।	চুনারী	চুন প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।
রজক, ধোপা	বস্ত্র ধৌত বা পরিষ্কার করণ।	বাইতি	ঢোল প্রভৃতি বাজান, মাদুর ও দরমা প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।
চাষা ধোপা	প্রধানতঃ চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয়।	চণ্ডাল, চাঁড়াল বা নমশূদ্র	প্রধানতঃ খেজুরগাছ ছুলিয়া গুড় প্রস্তুত করণ।
কলু	তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়।	হাড়ি	পুরিষ পরিষ্কার, শূকর পালন, তাহা ও তাহার মাংসাদি বিক্রয় করণ।
কোল	অনির্দ্দিষ্ট।	কাওরা	প্রধানতঃ শূকর পালন ও বিক্রয়।
করঙ্গা	ঐ		
শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি	মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।		
পাটুনি	খেয়া দেওয়া।		

* দ্রষ্টব্য পৃ ১০৬১; কৈবর্ত্ত এক্ষণে স্বতন্ত্র শূদ্র জাতি মধ্যে পরিগণিত।

জাতি	ব্যবসায়।	জাতি	ব্যবসায়।
ডোম	বাঁশের চেটাই ও চেঙ্গারী প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।	মুচি, চর্ম্মকার রুহিদাস।	চর্ম্ম প্রস্তুত ও বিক্রয় করা,—ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদন, বস্ত্র-নির্ম্মাণ ও বিক্রয়।
হাড়িকরাস	চিতা নির্ম্মাণ, শব বহন ও ক্ষেপণ।		

৬৭৪ উপরি দর্শিত প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণী অধুনা পৃথক্ বা বিশেষ এক জাতি, এবং তজ্জাতি বা শ্রেণীসমূহের মধ্যে পরস্পর বিবাহ না হওয়াতে এই নিষ্কর্ষ করিতে হইবে যে উক্তরূপ পৃথক্২ জাতিদ্বয়ের মধ্যে উদ্বাহ হইলে তাহা এক্ষণে বিবাহই নয়, ও তদ্বিবাহে জাত সন্তান অবৈধত্বহেতু দায়াধিকারী নয়।

অতিরিক্ত।

বঙ্গভিন্ন অন্য দেশীয় দায়শাস্ত্র প্রভৃতির সার।

স্বত্ব-কারণ। (উত্তরাধিকারির) জন্মজন্যাধিকার এবং ধনস্বামির মরণে বা অন্যকারণে* স্বত্বনাশ এতদুভয় সংযুক্তরূপে দায়রূপ ধনে স্বত্বোৎপাদক। পুর্ব্বে জন্মাধীন যে স্বত্ব জন্মে তাহা ধনির মরণে বা মরণতুল্যাবস্থাপন্নে* অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্বত্যাগে সম্পূর্ণ হয়।

দায়াধিকার। মরণ পাতিত্য আশ্রমান্তর গমন কিম্বা উপেক্ষাতে ধনির স্বত্ব ধ্বংস হইলে, তদ্ধনে—পুত্রের অধিকার, তদভাবে পৌত্রের তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। যে পৌত্রের পিতা মৃত ও প্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ মৃত তাহারা জীবিত পুত্রের সহিত সমকালে অধিকারি। তাদৃশ পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ স্ব স্ব পিতৃ পিতামহের যোগ্যাংশে অধিকারি, নিজ নিজ সংখ্যানুসারে নয়। বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকিলে প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী অধিকারিণী, পরন্তু অনিবার্য্যরূপ আবশ্যক কার্য্যে অথবা শাস্ত্রাদিষ্ট-কারণে ভিন্ন পত্নী পতিদায়ের অত্যল্প ভাগও দান বিক্রয়াদি করিতে পারে

---

* দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা° ১, পৃ. ২। ব্য. দ. পৃ. ৪, ১০ ও ১৬।

† দ্রাবিড় বা দক্ষিণ দেশে অত্যন্ত আদৃত স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে বিষয় বিভক্ত থাকিলে কন্যাবতী পত্নী পতির স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে অধিকারিণী, নিঃসন্তান পত্নী কেবল অস্থাবরে অধিকারিণী। যেস্থলে দুই বিধবা থাকে তন্মধ্যে এক কন্যাবতী ও অন্য সন্তানহীনা, সে স্থলে কন্যাবতী সমুদায় স্থাবর বিষয় পাইবে, এবং অস্থাবর ধন তদুভয়ের মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত হইবে। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১।

না। এতাবতা তাঁহাকে কোন ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বই গণ্য করা যাইতে পারে না। এমত যে যদি সে অপহার করে তবে তৎপতির দায়ে যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব-সম্বন্ধ আছে তাহারা তেমত করণে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে*। পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকারী, দুহিতাদের মধ্যে কেহ অবিবাহিতা থাকিলে কাশ্যাদিদেশে আর আর দুহিতাকে নিরাস করিয়া অবিবাহিতা অধিকারিণী, তদভাবে দরিদ্রা, তদভাবে ধনশালিনী দুহিতা অধিকারিণী, কিন্তু পুত্রবতী বা সম্ভাবিত-পুত্রা দুহিতা কোনক্রমে বন্ধ্যা বা পুত্রহীন বিধবা হইতে প্রশস্তা নয়। মিথিলা প্রদেশীয় শাস্ত্রানুসারেও প্রথমে অবিবাহিতা দুহিতা অধিকারিণী, তদভাবে বিবাহিতা দুহিতারা অবিশেষে অধিকারিণী;—পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা দুহিতা বন্ধ্যা ও বিধবা হইতে প্রশস্তা নয়, দরিদ্রা ও ধনশালিনীর মধ্যেও বিশেষ নাই। দুহিতার অভাবে দৌহিত্র অধিকারী†, দৌহিত্র অধিক থাকিলে তাহারা স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অধিকারি, মাতৃ সংখ্যানুসারে নয়,—মিথিলা প্রদেশে দৌহিত্র রাজার পর অধিকারী কথিত হওয়াতে সে প্রাকতঃ অনধিকারী ইহা অবধৃত। দৌহিত্রের অভাবে মাতা†, তদভাবে পিতা; কিন্তু বিষয় অবিভক্ত থাকিলে প্রপৌত্রের অভাবেই পিতা (পত্নী প্রভৃতি থাকিলেও তাঁহারদিগকে নিরাস করিয়া) অধিকারী, পিতার অভাবে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারি, উভয়রূপ ভ্রাতার অভাবে তাহাদের পুত্রেরা যথাক্রমে অধিকারি। তদভাবে পিতামহী†, তদনন্তর পিতামহ অধিকারী, তদভাবে পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ক্রমে অধিকারি, অনন্তর তাহাদের পুত্রেরা যথাক্রমে অধিকারি। তদভাবে প্রপিতামহী† ও প্রপিতামহ ক্রমে অধিকারি, তদভাবে প্রপিতামহের পুত্র ও পৌত্র ক্রমে অধিকারি, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহী† বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুত্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে (মৃত ধনি হইতে) সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, তদভাবে (মৃত ধনি হইতে) চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক যথাক্রমে অধিকারি, সমানোদকাভাবে বন্ধুরা ক্রমে অধিকারী,

---

* পরন্তু মিতাক্ষরানুসারে স্ত্রীর অধিকৃত সম্পত্তিধন এক প্রকার স্ত্রীধন হওয়াতে সে তাহা যথেচ্ছারূপ দানাদি করিতে পারে; তথাচ মিতাক্ষরাতে এমত লিখিত নাই যে ঐ স্ত্রীর মরণান্তে তৎস্বামির উত্তরাধিকারী অধিকারী না হইয়া স্ত্রীধনের অধিকারী তাদৃশধনে অধিকারী হইবে, বরং তাহাতে যে আভাস আছে তাহা হইতে এমত নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে তাদৃশধন পতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, স্ত্রীধনের অধিকারিকে অর্শিবে না। অপিচ কাশী প্রদেশে মিতাক্ষরানুকল্পরূপে মান্য বীরমিত্রোদয়ে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে যে স্ত্রীর মরণান্তে তদধিকৃত পতিসম্পত্তিধনে পতির উত্তরাধিকারী অধিকারী হইবে।

† দুহিতা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহীও সম্পত্তিধন দানাদি বিষয়ে পত্নীর ন্যায়সংযতা,—নচেয্য ও শাস্ত্রোক্ত, কারণ বিনা তাহার কিয়দংশদানাদি করিতেও অধিকারিণী নয়। এবং বিষয় অবিভক্ত থাকিলে ইঁহারা এবং দৌহিত্রও ধনাধিকারি নয়, তদবস্থাতে উক্ত পত্নী প্রভৃতির অভাবে যাহারা অধিকারি উক্ত হইয়াছে তাহারাই অধিকারি। দ্রষ্টব্য মেক হি. ল. বা. ১, পৃ ২২।

বন্ধু তিন প্রকার,—আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু,—আপন পিসতুতো ভাই, মাসতুতো ভাই, ও মামাতো ভাই ইহারা আত্মবন্ধু, পিতার পিসতুতো ভাই, মাসতুতো ভাই ও মামাতো ভাই পিতৃবন্ধু; মাতার পিসতুতো ভাই, মাসতুতো ভাই ও মামাতো ভাই মাতৃ বন্ধু। তদভাবে আচার্য্য, শিষ্য, ও একত্র বেদাধ্যায়ী ক্রমে অধিকারি, তদভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তদভাবে ব্রাহ্মণের ধন ভিন্ন অন্য ধনে রাজা অধিকারী।

মহারাষ্ট্রদেশে মহামান্য ব্যবহার ময়ূখের দায়াধিকারক্রম উপরি ক্রম হইতে অনেক বিভিন্ন দৃষ্ট হইতেছে, মাতার পর তাহাতে লিখিত অধিকারিগণের ক্রম যথা—সহোদর ভ্রাতা তাহার পুত্র, পিতামহী, ভগিনী, পিতামহ, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একত্র অধিকারি। ইহাদের অভাবে সপিণ্ড, সমানোদক ও বন্ধুরা নৈকট্য ক্রমে অধিকারি।

দ্রাবিড় প্রদেশে মহামান্য স্মৃতি চন্দ্রিকা মতে যে পত্নীর দুহিতা আছে সেই অবিভক্ত স্থাবর অস্থাবর বিষয়াধিকারিণী হয়; নিঃসন্তান পত্নী কেবল অস্থাবর বিষয় পায়। যে স্থানে দুই পত্নী থাকে তন্মধ্যে একের দুহিতা আছে ও দ্বিতীয়া নিঃসন্তান, সে স্থলে ঐ দুহিতার মাতাই স্থাবর বিষয় পায়, ও অস্থাবর বিষয় দুই পত্নীর মধ্যে সম পরিমাণে বিভক্ত হয়।

দত্তক-প্রকরণ।

দত্তক বিষয়ে দেশভেদে তাদৃক মতভেদ নাই।—তথাপি বিশেষ অন্তর এই যে বঙ্গদেশে ও দ্রাবিড় বা দেকান অর্থাৎ দক্ষিণ দেশে দত্তকমীমাংসাদি গ্রন্থ অপেক্ষা করিয়া দত্তকচন্দ্রিকা অধিক আদৃত ও ব্যবহৃত হওয়াতে* এতদ্দেশে দত্তক বিষয়ক যে বিধান প্রচলিত দ্রাবিড় দেশেও অবিকল তাহাই প্রবল। এবং অপর২ দেশে দত্তক-মীমাংসা সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত ও প্রচলিত হওয়াতে* তদ্গ্রন্থের ও দত্তক চন্দ্রিকার মধ্যে যে২ বিষয়ে প্রভেদ আছে বঙ্গ ও দ্রাবিড় হইতে অপর২ দেশে দত্তক বিষয়ে সেই২ প্রভেদ মাত্র। তন্মধ্যে প্রধান২ প্রভেদ যথা,—বঙ্গ ও দ্রাবিড় ভিন্ন অন্য দেশে চূড়াকরণের পূর্ব্বে অথচ পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিতে হইবে,—কোন বালকের চূড়াকরণ হইয়া থাকিলেও পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে তাহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু গৃহীতৃকুলে আবার ঐ সংস্কার হইলেও সে শুদ্ধ দত্তক না হইয়া অনিত্য দ্ব্যামুষ্যায়ণ হয়; পরন্তু দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশে দ্বিজাতির উপনয়নের পূর্ব্বে ও শূদ্রের বিবাহের পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিলে হয়। এই দেশদ্বয়ে পত্নী পতির অনুমতি ভিন্ন দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু কাশ্যাদি

---

* দত্তক মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের মতসমূহও এতদ্দেশে মানিত ও চলিত, কেবল উক্ত গ্রন্থের যে২ বাক্য দত্তক চন্দ্রিকার বিরুদ্ধ তাহাই মান্য নয়। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আরং দেশে শ্বশুরাদি সপিণ্ড জ্ঞাতির অনুমতিতেও মৃত ধনির পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। অপিচ তত্তৎপ্রদেশে দৌর্ভিক্ষ্যাদি কারণে পত্নী দত্তক করণার্থে নিজ ক্ষমতায় পুত্র দান করিতে পারে, কিন্তু বঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে তাহা পারে না। দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে কাশ্যাদি প্রদেশে দত্তক পুত্র গ্রহীতার বিষয়ের একাংশ পায়, ও ঔরস তিন অংশ পায়। কিন্তু বঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে দত্তক ঔরসের অদ্ধেক পায় অর্থাৎ ঔরস দত্তকের দ্বিগুণ ধনে অধিকারী হয়*।

মহারাষ্ট্র দেশে মহাপ্রামাণিক প্রমাণরূপে আদৃত ময়ূখ গ্রন্থের মতানুসারে নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তিকে গ্রহণ স্থলেই কেবল বয়ঃক্রমের ধরাধর হয়, কুটুম্ব বা স্বগোত্রকে গ্রহণ করণ স্থলে গ্রহীতব্য প্রাপ্ত-ব্যবহারকাল, বিবাহিত এবং পরিবারবিশিষ্ট হইলেও তাহাতে বাধা জন্মে না।

মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র করণ প্রচলিত আছে, আরং দেশেও দেশাচার বা কুলাচার থাকিলে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃত্রিম পুত্র যাজ্ঞবল্ক্যের গণনানুসারে নবম পুত্র হওয়াতে জ্ঞাতির ধনে অধিকারী হয় না।

স্ত্রী-ধন।

কোন নারী সন্তান বিহীনাবস্থায় মরিলে অর্থাৎ দুহিতা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র, পুত্র ও পৌত্র বিহীনাবস্থায় মরিলে সৌদায়িকাদি স্ত্রীধন তাহার ভর্ত্তা প্রভৃতি পাইবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য বা প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী উপরি উক্ত রূপ সন্তান বিহীনাবস্থায় মরিলে তাহার ধনে প্রথমে ভর্ত্তার অধিকার, তদভাবে আসন্নতম সপিণ্ডদের অধিকার; পরন্তু আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতা নিঃসন্তান নারীর ধনে তাহার মাতা পিতা ক্রমে অধিকারি। ইহাদের অভাবে ইহাদের আসন্নতম সম্পর্কীয়েরা ক্রমে অধিকারি, যে কোনরূপ বিবাহে বিবাহিতা নারী সন্তান রাখিয়া মরিলে তদ্ধনে দুহিতা অধিকারিণী;—বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা উভয়রূপ দুহিতা থাকিলে প্রথমে অবিবাহিতা অধিকারিণী, তদভাবে বিবাহিতা অধিকারিণী, বিবাহিতাদের মধ্যে প্রথমে দরিদ্রা তদভাবে ধনশালিনী অধিকারিণী; পরন্তু (মাতৃ-ধনে উক্তক্রমে দুহিতাদের অধিকারের যে নিয়ম সে শুল্ক ভিন্ন অন্যধনে, কেননা) শুল্ক রূপ ধন সহোদর ভ্রাতার হয়। সকল

* আর আর বিষয়ে দত্তক মীমাংসা প্রভৃতির ও দত্তকচন্দ্রিকার মধ্যে তাদৃক মতভেদ নাই, প্রত্যুত প্রায়ই ঐক্য আছে।

† মাধবাচার্য্য কহেন " মাতার কেবল তাদৃশ স্ত্রীধনে যাহা পতিকুল হইতে লব্ধ পুত্র ও দুহিতা একত্র অধিকারি"।

রূপে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রী অধিকারিণী, ভিন্ন ভিন্ন মাতৃজা অসম সংখ্যা অনেক দৌহিত্রী থাকিলে তত্তন্মাতৃ সংখ্যানুসারে তাহাদের মধ্যে ধন বিভক্ত হইবে। দুহিতা ও দৌহিত্রী উভয়ই বর্ত্তমানা থাকিলে দৌহিত্রীকে যৎকিঞ্চিৎ দত্ত হইবে, দৌহিত্রীর অভাবে দৌহিত্র অধিকারী, দৌহিত্রের অভাবে পুত্র*, পুত্রাভাবে পৌত্রেরা পিতামহীর ধনে অধিকারি। তদভাবে ভর্ত্তা ও ভর্ত্তৃসপিণ্ডেরা উক্ত ক্রমে অধিকারি†।

কোন রূপে বাগ্দত্তা কন্যা বিবাহ সম্পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে মরিলে বরদত্ত ধন বরে উভয় পক্ষের ব্যয় দিয়া পুনর্গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ কন্যার মাতামহ প্রভৃতির দত্ত যে শিরোভূষণ এবং আর আর উপঢৌকন, ও সে উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন অধিকার করিয়া থাকে তাহাতে তাহার সহোদর ভ্রাতার অধিকার। ঐ ভ্রাতার অভাবে তাহাতে মাতা অধিকারিণী, তদভাবে পিতা অধিকারী।

*কোন কোন অবস্থাতে সন্তান থাকিলেও পতি পত্নীর স্ত্রীধন তাহার জীবন কালে লইতে পারে।—যথা দৌর্ভিক্ষ্যে, পরিবার পালনার্থে, অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কার্য্যে, পীড়িতাবস্থায়, কারারুদ্ধাবস্থায়, শারীরিক দণ্ডকালে, পতি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া পত্নীর ধন লইলে তাহা পুনর্ব্বার দিতে বাধিত নহে, কিন্তু যদি অন্য কোন অবস্থায় গ্রহণ করে তবে অবশ্যই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। পরন্তু পত্নীর জীবন কালে তাহার ধন পতি ভিন্ন অন্য কেহ লইতে পারিবে না। পত্নীরা পতির জীবন কালে যে যে অলঙ্কার পরিধান করে তাহা পতির উত্তরাধিকারিরা বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে না, যাহারা তাহা লইবে তাহারা পতিত হইবে।

---

* ১০৬৭ পৃষ্ঠার শেষ নোট দ্রষ্টব্য।

† দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ ২২৮–২৩১। কোলব্রুকের মিতাক্ষরানুবাদ, পৃ. ৩৩৭—৩৭২। এস্ ট্রে. হি. ল. বা, ১, পৃ. ২৪৭, ২৪৮। এবং মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩৮—৪০।

দায়ভাগের টীকায় শ্রী. কৃ তর্কালঙ্কারের লিখিত স্ত্রীধনের ক্রমটি (যাহা কোলব্রুক সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন) সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব নিজগ্রন্থে তুলিয়া কহেন—"যে ক্রম উপরি দর্শিত হইল তাহা প্রধানতঃ কোলব্রুকের দায়ভাগের অনুবাদ হইতে নীত; আমার বোধ হয় না যে এবিষয়ে ভিন্নং প্রদেশে প্রচলিত শাস্ত্রে গুরুতররূপ বিশেষ আছে। কেবল (সঙ্কান্ত ধনাধিকার বৎ) কাশী প্রদেশীয় শাস্ত্রে দরিদ্রা ও ধনশালিনী দুহিতাদের মধ্যে বিশেষ করা হইয়াছে"। কিন্তু তাঁহার লিখিত ক্রম (যাহা কেবল বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারি মাত্র) আরং দেশীয় স্ত্রী ধনাধিকার ক্রম হইতে অনেক বিভিন্ন, তাহা অব্যবহিত উপরি দর্শিত ক্রম (যাহা মিতাক্ষরা হইতে নীত হওয়ায় কাশ্যাদি দেশীয় শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীধনাধিকার ক্রম) ৭৫৩ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের ক্রমানুসারে লিখিত স্ত্রীধনাধিকার ক্রমের সহিত মিলাইলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

বিভক্ত বা অবিভক্ত বিষয়ের দানাদি।

বঙ্গভিন্ন অন্য প্রদেশে প্রচলিত শাস্ত্রে প্রাদেশিক স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়াতে অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ সাধারণ বিষয়ের কিয়দংশও দানাদি করিতে পারে না। পরন্তু পুত্রেরা ও পৌত্রেরা অপ্রাপ্তব্যবহার ও দানাদিতে সম্মতি দিতে অযোগ্য বা অপারক হইলে অথবা অবিভক্ত ভ্রাতারা তদবস্থ থাকিলে (তৎপরিবারের) মধ্যে) সমর্থ এক জনও স্থাবর বিষয়ের দানাধান বা বিক্রয় করিতে পারে—যদি তাহা পরিবারবর্গের বিপদ মোচন অথবা পালন জন্য আবশ্যক হয় কিম্বা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে যথা পিতৃ শ্রাদ্ধাদি নিমিত্তে নিতান্ত আবশ্যক হয়*। যে ব্যক্তির সপ্রতিবন্ধ উত্তরাধিকারি পুত্রাদি সন্তান নাই বিষয়ের উপর (তাহা যে কোন রূপে লব্ধ বা উপার্জ্জিত হউক) তাহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। কিন্তু যাহার সপ্রতিবন্ধ উত্তরাধিকারী আছে সে স্বার্জ্জিত বা পৈতৃক অস্থাবর বিষয় শাস্ত্রাদিষ্টকার্য্যে দানাদি করিতে পারে, স্বার্জ্জিত স্থাবর বিষয় তাদৃশ দায়াদের সম্মতি না লইয়া দানাদি করিতে পারে না। বিশেষতঃ পৈতৃক স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতাই নাই,—কেননা তাহাতে তদ্ধনির স্বত্ব সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, ও পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রেরা অধিকার ধ্বংসি দোষবর্জ্জিত হইলে তাহাতে তাহারা ধনির সম স্বত্ববন্ত কথিত,—এমত যে বিশেষ এবং অত্যাবশ্যক কার্য্য ভিন্ন ধনি সন্তানদিগের সম্মতি বিনা তাহা দানাদি করিতে অথবা তন্মধ্যে কাহাকেও অন্যাপেক্ষা করিয়া অধিক দিতে পারে না†। কেবল পরিবার পালনার্থে যথেষ্ট হইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে কিঞ্চিন্মাত্র দানাদি করিতে পারে‡।

আর আর বিষয়ে বঙ্গদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে তাদৃক্ প্রভেদ নাই।

---

* দ্রষ্টব্য মিতাক্ষরা পৃ. ১৭৩। কোল ঐ. পৃ ২৫৭।

† দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ. ১৬৭ ও ১৭৩। কোল. ঐ, পৃ. ২৪২, ২৫৬। ষ্ট্রেঞ্জ হি. ল. বা. ২, পৃ. ২। এবঞ্চ মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২ ও ৩।

‡ দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ. ২৫৯। কোল. ডা. বা ২, পৃ. ১১২, ১১৩, ১২৯।

আপেণ্ডিক্স্।

কতিপয় অতিরিক্ত নজীরের চুম্বক।

স্বত্বকারণ বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ২৫৭৩। ১৮৬৪ সাল।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী (বাদিনী) আপিলাণ্ট—বনাম—আনন্দচন্দ্র পাল (প্রতিবাদী) রেস্‌পণ্ডেণ্ট।

পিতামহ সম্বন্ধীয় যৌত বিষয়ে পতির যোগ্যাংশ পাইতে তৎপত্নী নালিশ করে। বিচার হইল তৎপতি নিজ পিতামহের জীবনকালে কালপ্রাপ্ত হওয়াতে ঐ বিধবার অধিকার নাই; পরন্তু তাহার পতি যদি নিজ পিতামহের জীবনান্তে বাঁচিয়া ছিল তবে তৎপত্নী নিজ বেদখলি কাল হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে প্রতিবাদির সহিত একান্নভুক্তরূপে একত্র থাকা সপ্রমাণ হইলে নিজ-পতির অংশে অধিকারিণী হইবে। হা. কো. আ. ১৫ ফেব্রুওরি ১৮৬৫ সাল। (সদরলাণ্ডের) উইকলী (অর্থাৎ সাপ্তাহিক) রিপোর্টর. বা. ২, পৃ. ১৭৯। দ্রষ্টব্য পৃ. ২।

উপরতস্পৃহা বা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ৯৩২। ১৮৬৪ সাল।

প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী (প্রতিবাদিদের মধ্যে একজন,) আপিলাণ্ট—বনাম—শ্রীমতী জয়মণিদেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি (বাদি,) রেস্‌পণ্ডেণ্ট।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দখল কারিণী বিধবা বিষয় ত্যাগ করিতে পারে, ও তদ্দ্বারা ভাবি দায়াদগণের অধিকার আগাইয়া দিতে পারে। মুখ্য দায়াদের সম্মতিতে হইলে গৌণ দায়াদের প্রতি পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়। হা. কো. আ. ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ সাল। উইকলী রিপোর্টর বা. ১, পৃ. ৯৮। দ্রষ্টব্য পৃ. ১০।

দায়াধিকার বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ২৫৮। ১৮৬৪ সাল।

[illegible]সুন্দরী দেবী চৌধুরাণী (বাদিনী) আপিলাণ্ট—বনাম—রাজেশ্বরী দেবী (প্রতিবাদিনী) রেস্‌পণ্ডেণ্ট।

[illegible]পতি যে বিষয়ে অধিকারী বা দখলকারী হয় নাই তাহার মরণোত্তর তাহার উত্তরাধিকারিণী পত্নী তাহা পাইতে পারে না,—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের

এই মত ঐ স্থলে প্রযুজ্য নহে যে স্থলে উইল বা কোন লেখ্য দ্বারা কোন বিষয়ে পত্নির অধিকার বর্ত্তিয়াছে (অর্থাৎ তাহা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে,) কেবল ভোগ করা স্থগিত আছে মাত্র। হা. কো. আ. ৩ মার্চ ১৮৬৫ সাল। উইক্‌লী রিপোর্টর, বা. ২, পৃ. ৩৩১। দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৭।

মকদ্দমা নং ১৭। ১৮৫৯ সাল।

করুণাময়ী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট—বনাম—
গোবিন্দ নাথ রায় (বাদী) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

খাসআপিলান্ট্ আপত্তি করে যথা, প্রথমতঃ—বাদী ভাবি দায়াদ হওয়াতে (অধিকারিণী) বিধবার জীবন কালে দখলের নালিশ করিতে পারে না, (জিলার) জজ তাহার হক্কে এক কালীন দখল পাওয়ার আদেশ করাতে শাস্ত্রের এবং আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি হইতেছে যে এই মকদ্দমা এককালীন দখলের নিমিত্তে নহে, এবং জজের ডিক্রীর মজমূনে তাহা উপলব্ধিও হয় না। অপহার করার হেতুবাদে বাদী নিকটতম সম্পর্কীয় বলিয়া বিধবার হস্ত হইতে বিষয় ছাড়াইবার প্রার্থনা করে; এবং নিম্ন দুই আদালতে (বাদির) ঐ এজ্‌হার সত্য জানিয়া আদেশ করেন যে সে ঐ বিধবার পক্ষে এবং তাহার জিম্মাদার রূপে তাহার ঐ বিষয় দখলে রাখিতে অধিকারী, সে খাজানা উসুল করিয়া সবরাঞ্জামি খরচ বাদে নিট্ মুনফা ঐ বিধবা যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহাকে দিবে।

উকীলে অনন্তর আপত্তি করেন যে—ভাবি দায়াদরূপে নালিশ করিতে বাদির অধিকার নাই, কেননা বিধবার গৃহীত যে দত্তক পুত্র মরিয়াছে সে গৃহীত হওনে উত্তরাধিকারির শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; দত্তক গ্রহণহেতু স্বাভাবিক অধিকারি শৃঙ্খলা যে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা উক্ত উকীলে দেখাইতে পারিলেন না।

আমরা জজের ফয়সলা স্থিরতর রাখিয়া খাসআপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস করিলাম। ৬ জুলাই ১৮৫৯ সাল। স. দে আ ডি পৃ. ৯৪৪।

মকদ্দমা নং ২১০। ১৮৬৪ সাল।

শ্রীমতী চন্দ্রমণি দাসী (বাদিনী,) আপিলান্ট্—বনাম—জয়কৃষ্ণ সরকার
(প্রতিবাদী,) রেসপণ্ডেন্ট্।

দৃষ্ট হইতেছে যে বক্ষ্যমাণ তিন কথার উপর এই মকদ্দমা নির্ভর করে।

১ম.—বিরোধীয় বিষয় দাত্রীর স্ত্রীধন ছিল কি না?

২য়.—যদি স্ত্রীধন না ছিল, তবে মুখ্যদায়াদগণের সম্মতিতে দাত্রী তাহা হস্তান্তর করিতে পারিত কি না?

৩য়.—ঐ বিধবাকর্ত্তৃক সিদ্ধরূপে কোন হস্তান্তর করণের পূর্ব্বে প্রতিবাদী ঐ বিষয় ক্রোক করিয়াছিল কি না ?

প্রথম কথার সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, এবং যেহেতু যাহারা ঐ নারীর বিষয় বলিয়া দাওয়া করে ঐ বিষয় স্ত্রীধন প্রমাণ করার ভার তাহাদের উপরে বর্ত্তে, অতএব এবিষয়ে আমাদের উত্তর নঞর্থকই হইবে।

দ্বিতীয় কথা এমত যে তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

তৃতীয় কথা সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা এই যে সিদ্ধ থাকিতে পারে এমত কোন হস্তান্তর ক্রোকের পূর্ব্বে হয় নাই। শাক্ষন ও ফেরের দূরে থাকুক, উত্তরাধিকারী ঐ দানপত্রে সাক্ষী হওয়াতে এমত দৃষ্ট হয় না যে পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করণে সম্মতি দিয়াছে, কিন্তু দাত্রী যে বিষয় নিজ স্ত্রীধন বলিয়া দাওয়া করে সে কেবল তাহার হস্তান্তর পত্রে সাক্ষী হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে নৈপুণ্যরূপে তর্ক করা হইয়াছে যে সেই ব্যতীত অপর কেহ ঐ দলীলের সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারিত না, কিন্তু এ তর্ক আমাদের মতানুমত নহে। আমাদের মত এই যে মুখ্য দায়াদের অনুমতিতে অথবা যে ২ আবশ্যকতায় পতির বিষয় বিক্রয় করিতে বিধবা শাস্ত্রে অনুমতা তন্মধ্যে কোন আবশ্যকতায় না হইয়া থাকিলে নিস্‌সন্তান বিধবা কর্ত্তৃক মৃত পতির বিষয় বিক্রয় কাহারো বিরুদ্ধে সিদ্ধ নহে। এমত আপত্তি করা হক নাই যে এস্থলে শেষোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং পৈত্রিক বিষয় হস্তান্তরাভিপ্রায়ে উত্তরাধিকারী ঐ দানপত্রে স্বাক্ষর করার যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের সন্তোষ জনক নহে।

অতএব উক্ত দলীল ক্রোকের বিরুদ্ধে বলবৎ হইতে না পারায় খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইল। হা কো. আ. ১২ সেপ্‌টেম্বর ১৮৬৪ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা. ১, পৃ ১০৭।

মকদ্দমা নং ৬৩। ১৮৬৪ সাল।

রামদয়াল দেব প্রভৃতি (প্রতিবাদি,) আপিলান্ট—বনাম—মোসম্মাৎ মাগনী প্রভৃতি (বাদি,) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

বাদিরা (যাহারা এ আদালতে খাস্‌ আপিলান্ট বটে) নিজ পিতা জীতরামের উত্তরাধিকারিরূপে পৈতৃক এষ্টেট্‌ ভুক্ত কতকগুলি মওয়াবাদ—ও লাখেরাজ ভূমি দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা এই যে নিম্ন আদালতের (অর্থাৎ মুন্‌সিফের) নিষ্পত্তি পাঠে দৃষ্ট হইতেছে উভয় পক্ষই স্বীকার করে যে বাদিদের পিতা জীতরাম গোলাব চন্দ্র নামক এক পুত্র এবং দুই দুহিতা অর্থাৎ বাদিনীদ্বয়) ও পত্নী যশোদা ও জননী সুলোচনাকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। [illegible] শুনানি কালে যদি মুন্‌সিফের নিষ্পত্তি এ আদালতে উপস্থিত

থাকিত তবে মকদ্দমা ফেরত যাইত না, কিন্তু সে কাগজখানি আর২ কাগজের সহিত অনুবাদিত হয় নাই, এবং নিযুক্ত উকীলেরা ঐ কাগজে বর্ণিত আবশ্যক বিষয় অজ্ঞাত থাকায় তাহা আদালতের সুগোচর করা হয় নাই।

বাদিনীদের নিজ বয়ানেই প্রকাশ যে তাহারা গোলাব্ চন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া দাওয়া করে; কিন্তু যেহেতু হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রানুসারে ভগিনীতে ভ্রাতার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া অধিকারিণী হইতে পারে না (দ্রষ্টব্য মেকু হি. ল বা. ২, পৃ. ১০৭,) অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অবশ্যই রদ হইবে ও মকদ্দমা বিনা খরচায় ডিস্‌মিস্ হইবে—কেননা ওয়াপেস যাওয়াতে যে খরচ হইয়াছে তাহা আপিলান্টের উকীলেরা প্রথম তজবীজে মকদ্দমার বৃত্তান্তগুলি উপযুক্ত রূপে আদালতে প্রকাশ না করার দরুন হইয়াছে। হা. কো. আ. ২৮ নবেম্বর ১৮৬৪। উইকুলী রিপোর্টর, বা. ১, পৃ. ২২৭।

মকদ্দমা নং ৩১০৯। ১৮৬৪ সাল।

কালীপ্রসাদ শর্ম্মা (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—ভৈরবী বিবী প্রভৃতি (প্রতিবাদিনী) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

দেবীপ্রসাদের বিষয় যে তৎপুত্র কালীকিঙ্করকে অর্শিয়াছিল ইহা নির্ব্বিবাদ; অনন্তর প্রতিবাদিনীদের স্বত্ব এই কথার উপর নির্ভর করে যে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রানুসারে ও দেশাচারানুসারে ভগিনীরা অধিকারিণী কি না। একথার নিষ্পত্তি হওয়া বোধ হইতেছে না, পরন্তু আমাদের বোধ হয় প্রতিবাদিনীরা ভগিনী বলিয়া যে তদভ্রাতা কালীকিঙ্করের ধনে অধিকারিণী নয় ও ভগিনীর কন্যাও যে তদ্ধনে অধিকারিণী নয় অত্র সন্দেহ নাস্তি। কথিত হইয়াছে যে তিন ভগিনীর মধ্যে এক জন বিধবা এক জন অবিবাহিতা আর এক জনের এক দুহিতা আছে ও সে সম্ভাবিত-পুত্রা-ও বটে, তাঁহার পুত্র হইলে উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু এখনো পুত্র জন্মে নাই, ও স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না; এতাবতা আমাদের এই বিচার করিতে হইবে যে কালীকিঙ্করের ভগিনী বলিয়া তাহার দায়াধিকারিণী হইতে প্রতিবাদিনীদের কোন অধিকার নাই, ও বাদির সম্বন্ধ বিষয়ে কোন আপত্তি না হওয়াতে অন্য নিকটতর দায়াধিকারির অভাবে সেই তাহার (অর্থাৎ কালীপ্রসাদের দায়াধিকারী হইতে যোগ্য। অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অবশ্যই রদ হইবে, এবং মকদ্দমা এই নিমিত্তে ফেরত যাইবে যে প্রতিবাদিনীদের পক্ষে আর যে সকল ইস্যু হইয়াছে তাহার বিচার হয়। হা. কো. আ. ১৫ ফেব্রুওরি ১৮৬৫ সাল। উইকুলী রিপোর্টর, বা. ২, পৃ. ১৮০।

মকদ্দমা নং ৯৯১। ১৮৬৫ সাল।

রাজগোবিন্দ দে বাদী) আপিলান্ট—বনাম—রাজেশ্বরী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বাচ্য এই যে এই আদালতের এজ্‌লাস্ কামেলে ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ২১ জুন তারিখে) ঐ কথার নিষ্পত্তি হই-

রাছে। গুরুগোবিন্দ চৌধুরীর বিরুদ্ধে হরিমাধব রায়ের মকদ্দমাতে ১৮৬৩ সালের ২১ মার্চ তারিখে আংশিক এজলাসে কৃত নিষ্পত্তির বহালিতে (এজলাস্ কামেলে) জষ্টীস্ হরিহর প্রতিবাদি আপিলান্টের মকদ্দমাতে ঐ নিষ্পত্তি হয় (তাহা বিশেষ নম্বর উইক্‌লী রিপোর্টরের ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব ঐ সকল নিষ্পত্তির অনুগামি হইয়া আমরা প্রধান সদর আমীনের সহিত এই বিষয়েএকমত হইলাম যে বাদী খাসআপিলান্ট রামপ্রসাদের পিতৃব্য-দৌহিত্র হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রীয় দায়ভাগে ধৃত বিধানানুসারে রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী নহে *। হা. কো. আ. ২৯ আগষ্ট ১৮৬৫ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা ৪, পৃ. ১০।

মকদ্দমা নং ২১৮। ১৮৬৪ সাল।
বামাসুন্দরী দাসী (বাদিনী) আপিলান্ট্—বনাম—আনন্দময়ী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

এ মকদ্দমাতে এক মাত্র বিচার্য্য কথা এই যে বাদিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন্ তারিখে জন্মে। নিম্ন আদালত দৃঢ়রূপে আর্জির মজমূনের অনুসারি হইয়া এ মকদ্দমাতে উত্থিত ইষুগুলির মধ্যে ঐ কথা ধরেন নাই ইহা সত্যবটে, পরন্তু আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে বাদিনী ঐ বিষয়ে প্রমাণ দিতে নিবারিতা হয় নাই। সে এবিষয়ে প্রমাণ মূলে দেয় নাই। পরন্তু প্রতিবাদী যে প্রমাণ দিয়াছে তাহা নিম্ন আদালতের সন্তোষ জনক হইয়াছে, এবং এই আদালতের হৃদ্‌বোধ হইয়াছে যে বাদিনীর মাতার মরণের এক বৎসরের অধিক পরে বাদিনীর প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে। "দীর্ঘকাল পরে" এই কথা, যদিও প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, তথাপি তিনি তৎসম্বলিত এমত উক্তি করিয়াছেন যে তৎকালে বাদিনী গুর্ব্বিণী থাকার উল্লেখ-ও তাঁহার নিকট করা হয় নাই।

যেহেতু কোন ভবিষ্যৎ কালে বাদিনীর পুত্র জন্মিবার প্রতীক্ষায় দায়াধিকার স্থগিত (অর্থাৎ স্বত্ব নিরাশ্রয়) থাকিতে পারে না, অতএব নিজ পুত্র কালীচরণের মরণান্তে তদুত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন যে দয়াময়ী ঐ দয়াময়ীর পরে তৎপুত্র কালীচরণের উত্তরাধিকারীরূপে দায়াদ হইতে প্রতিবাদী অধিকারী। আপিলান্ট্ স্বীকার করে যে ভগিনা বলিয়া তাহার কোন অধিকার নাই। ঐ পুত্রের জন্মের তারিখ আর্জিদাবীতে না লিখা আপিলান্টের বিরুদ্ধে দৃঢ় এক ঘটনা বটে।

হস্তক্ষেপ করণের কোন কারণ না দেখিয়া আমরা খরচা সমেত আপিল ডিস্‌মিস্ করিলাম।

---

* দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮১ প্রভৃতি।

২২ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সাল। উইকুলী রিপোর্টর, বা. ১, পৃ. ৩৫৩।

মকদ্দমা নং ২১৬১। ১৮৬৪ সাল।
ভীমরাম চক্রবর্ত্তী (বাদী) আপিলান্ট্—বনাম—হরিকৃষ্ণ
রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

বিধবা যদি স্পষ্টরূপ হস্তান্তরকরণদ্বারা ভাবি উত্তরাধিকারির ক্ষতি করিয়া থাকে, এবং নালিশ করিতে উচিত ছিল যে বিধবাকে সে যদি নিজ জীবন স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এই নালিষ চালানতে রাজি হইয়া থাকে, তবে উত্তরাধিকারী (তৎকৃত) হস্তান্তর রদের নালিশ করিলে তাহা গ্রাহ্য।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার বিধবা পত্নীর পক্ষে ম্যানেজর ও ট্রষ্টী হয়,(অতএব) তাহার দখল ঐ বিধবার হক্কে বিরুদ্ধ দখল নহে।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভ্রাতার দৌহিত্র উত্তরাধিকারী নহে। * হা. কো. আ. ২৯ডিসেম্বর ১৮৬৪ সাল। উইকুলী রিপোর্টর, বা ১, পৃ. ৩৫৯।

মকদ্দমা নং ৪০৭। ১৮৬৫ সাল।
রাধা পিয়ারী দাসী প্রভৃতি (বাদি) আপিলান্ট্—বনাম—দুর্গামণি
দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পতির ভ্রাতৃপুত্রের দুহিতারা উত্তরাধিকারিণী নহে। হা. কো. আ. ৬ মার্চ ১৮৬৬ সাল। ঐ, বা ৫, পৃ. ১৩১।

মকদ্দমা নং ৩৩০। ১৮৬৫ সাল।
ঈশানচন্দ্র চৌধুরী (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—ভৈরবচন্দ্র
চৌধুরী (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সহোদর ভ্রাতা থাকিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। হা কো. আ. ৯ জানুয়ারি ১৮৬৬ সাল। উইকুলী রিপোর্টর, বা. ৫, পৃ. ২১।

মকদ্দমা নং ৩৩৭। ১৮৬৬ সাল।
তারাচাঁদ ঘোষ (প্রতিবাদিদের মধ্যে এক জন) আপিলান্ট্
—বনাম—পদ্মলোচন ঘোষ প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বিভাগের পর সংসৃষ্ট হইলে ঐ সংসৃষ্ট ব্যক্তিরা, ও তাহাদের সন্তানেরা অসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে অথবা অসংসৃষ্ট শাখাকে নিরাস করিয়া পরস্পর দায়াধিকারি হয়*। হা. কো. আ. ৩১ মে। ১৮৬৬ সাল। ঐ, পৃ. ২৪৯।

---

* কিন্তু ২৮১—২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মকদ্দমা ১২৮। ১৮৬৬ সাল।
আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রতিবাদিদের এক জন) আপিলান্ট্
—বানাম—তিতুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভগিনী ভ্রাতার ধনে অধিকারিণী নয়। হা. কো. আ. ৮ এপ্রেল ১৮৬৬ সাল। উইক্‌লী রিপোর্টর, বা. ৫, পৃ. ২১৫।

মকদ্দমা নং ১৩২৮। ১৮৬৪ সাল।
রাধাগোবিন্দ দাস প্রভৃতি (বাদি) আপিলান্ট্—বনাম—সেখ
মিয়াঁজান (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

নিজ মাতুলের মৃত্যুর পরে কিন্তু মাতামহীর জীবনকালে জাত পুত্র মাতামহীর অধিকৃত মাতুলের ধনে অধিকারী হইতে পারে। হা. কো. আ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সাল। ঐ, বা ১, পৃ. ১২৩।

তমাদি প্রভৃতি বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ১৭৪। ১৮৬৪ সাল।
মুন্‌সী সৈয়েদ আমীর (প্রতিবাদিদের এক জন) আপিলান্ট
—বনাম—মহেন্দ্র নাথ বসু (বাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ১৭৯। ১৮৬৪ সাল।
বিলাস কুমারী (প্রতিবাদিদের এক জন) আপিলান্ট্—বনাম—
মহেন্দ্র নাথ বসু (বাদি) ও মতি সুন্দরী দাসী (প্রতিবাদিনী)
রেস্পণ্ডেন্ট্।

মকদ্দমা নং ১৮০। ১৮৬৪ সাল।
সহোদরা বিবী (প্রতিবাদিদের এক জন) আপিলান্ট—বনাম—
মহেন্দ্র নাথ বসু, রেস্পণ্ডেন্ট্।

ভাবি দায়াদ ব্যক্তি বিধবার কৃত বিক্রয় নয় করিতে এবং অপহার নিবারণ করিতে ঐ বিধবার জীবনকালে নালিশ করিতে পারিলে-ও তাহার কৃত বিক্রয় ১২ বৎসর হইয়া থাকিলে তৎপরে তাহার দের নালিশ করিতে পারে না। পরন্তু বিধবার মরণান্তে ঐ ভাবি দায়াদ অধিকারী হইলে পরে নালিশ করিতে তাহার যে যোগ্যতা তাহাতে ঐ তমাদি খাটিবে না। হা. কো. আ. ৩১ মার্চ ১৮৬৫ সাল। ঐ, বা ২, পৃ. ২৭১।

মকদ্দমা নং ২৯১। ১৮৬৪ সাল।
রুক্মিণী কান্ত ওরফে আনন্দ মোহন সরকার (বাদী) আপিলান্ট
—বনাম—করুণাময়ী গুপ্তা প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

কোন মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে উত্তরাধিকারিরূপে ঐ মৃত

ব্যক্তির বিষয় দখলের নালিশ করিতে (কাহারো) অধিকার হয় না। ২৩ মার্চ ১৮৬৫ সাল। উইকলি রিপোর্টর, বা. ২, পৃ. ২১৪।

মকদ্দমা নং ৮৭। ১৮৬৫ সাল।
উদয় চাঁদ খাঁ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—ধনমণি দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

অপ্রাপ্তব্যবহার ভাবি উত্তরাধিকারির মাতা ও নিস্বস্টার্থ স্বয়ং ভাবি উত্তরাধিকারিণী ও প্রাপ্তব্যবহারা হইলে ১৮৫৮ সালের ৪০ আক্টের অনুসারে সার্টিফিকেট্ হাসিল ব্যতিরেকে নালিশ করিতে পারে।

বিধবা বাঁচিয়া থাকিতে ভাবি উত্তরাধিকারী এমত আদেশের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে যে শাস্ত্র বিহিত আবশ্যকতা বিনা বিধবার লিখিয়া দেওয়া বিক্রয়-পত্র অসিদ্ধ, অতএব তাহা ঐ বিধবার জীবনান্তে বলবৎ নহে। হা কো. আ. ৭ আগষ্ট ১৮৬৫ সাল। ঐ. বা. ৩, পৃ. ১৮৩।

মকদ্দমা নং ২৯৫৫। ১৮৬৬ সাল।
অক্ষয় চন্দ্র সেন প্রভৃতি নাবালগদিগের ওসী হরিশ্চন্দ্র সেন লস্কর বাদি) আপিলান্ট—বনাম—ব্রহ্মময়ী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

হিন্দু বিধবার লিখিয়া দেওয়া বিক্রয়-পত্র নিজ বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্য বোধক আদেশের নিমিত্তে ভাবি উত্তরাধিকারী নালিশ করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ (ক্রেতাকে) বেদখল করিয়া আপনি দখল পাইবার নিমিত্তে বিধবার জীবন কালে নালিশ করিতে পারে না। হা. কো. আ ৬ মার্চ ১৮৬৬ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা ৫, পৃ. ১৩৮।

মকদ্দমা নং ৩০১। ১৮৬৫ সাল,
কৃষ্ণমোহন কুণ্ডু প্রভৃতি (প্রতিবাদি আপিলান্ট—বনাম—মদনমোহন তেওয়ারি প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট।

১৮৫৯ সালের ১৪ আইন জারি হওয়ার পরে, বেদখল দত্তক পুত্রের উচিত যে নালিশের ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার গ্রহীত্রী মাতার কৃত অবৈধ কার্য্য রদের নিমিত্তে আপনি প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করে।

সেই বিষয় দখল পাইবার তারিখ হইতে, অথবা তাহার পক্ষে কৃত বা তন্মাতার বিরুদ্ধে কৃত নালিশের কিম্বা তাহার দত্তকতা সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে তাহার কৃত বা তাহার বিরুদ্ধে কৃত নালিশের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে এই সকল কর্ম্ম রদ বিষয়ক নালিশের কারণ উত্থিত হইতে পারে না।

এই সকল মকদ্দমা মুলতবী থাকার কাল দত্তক পুত্রের পক্ষে তমাদির কাল হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। ১১ জানুয়ারি ১৮৬৬ সাল। ঐ পৃ. ৩২।

আচার বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ১২৯। ১৮৫৩ সাল।

অপ্রাপ্তব্যবহার রাজা শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ওলী রামচরণ মজুমদার চৌধুরী, (প্রতিবাদী) আপিলান্ট – বনাম – রাজা বিশ্বনাথ সিংহ, তস্মরণান্তে রাজা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ (বাদী) আপিলান্ট।

অপ্রাপ্তব্যবহার রাজা শ্রীকৃষ্ণ সিংহের হিতৈষী ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, দরখাস্তকারী।

বিচার।—

১৮৫০ সালের ২০ ফেব্রুআরি তারিখে এই মকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া হালাতের তজবীজের নিমিত্তে ওয়াপস যায়। এক্ষণে ইহা আপীলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আর্জিপ্রভৃতি কাগজ হইতে যে২ ইসু উত্থিত হয় তদ্যথা,—বাদির কুলে এমত আচার আছে কি না যদনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাই কেবল সুসুঙ্গের রাজ্যে অধিকারী হয়, ও যদনুসারে রাণী ইন্দ্রমণি অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তা হয়েন, এবং যদ্বিরুদ্ধে বাদী সেশন আদালত হইতে বেদখল হইয়াছে, অথবা প্রতিবাদির এজহার মতে বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়শাস্ত্রীয় বিধান ঐ কুলে প্রবল? যদি ঐ বিশেষ আচার থাকা সপ্রমাণ হয় তবে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বিষয় দখলে প্রতিবাদির কোন রূপ অধিকার নাই: যদি ঐ আচার সপ্রমাণ না হয়, তবে ইহা সমভাবে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বাদির দাবী এককালে ডিসমিস হইবে। উভয় পক্ষে এমত তকরার করিতে পারিত যাহা হইতে আর২ ইসু উত্থিত হইতে পারিত; কিন্তু যেহেতু তাহারা তাহা করে নাই, অতএব তাহার যে সকল তকরার আদালতে উপস্থিত করে নাই তাহা উপস্থিত করা আদালতের কার্য্য নহে। এই রূপে এই মকদ্দমা বিবেচনা করাতে প্রতিবাদির দত্তকতার সিদ্ধতা বিষয়ক আপত্তি বর্ত্তমান মকদ্দমাতে উত্থিত হইতে পারে না।

যে সকল মকদ্দমাতে দায়শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে কুলাচার প্রবল হওয়ার আপত্তি হয়, তাহাতে ঐ আচার সনাতন ও ক্রমিক প্রচলিত হওয়া এবং স্পষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

মুসলমানদিগের শাসনকালে সুসুঙ্গের রাজ্য যে জায়গিরের মত ছিল, ও তাহার হস্তোবুদ জমা না থাকিয়া যে পেশকশ জমা ছিল, অর্থাৎ খাজানা না দিয়া যে তাহার পেশকশ জমা দেওয়া হইত ইহা নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে, এবং ভ্রম ক্রমেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক দশসালা বন্দোবস্ত কালে যে কর ধার্য্য হয় তাহা জমীর কাত জমা না হইয়া পূর্ব্বে যে পেশকশ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই জমা ধার্য্য হয়, তথাপি উপরি উক্ত

দস্তাবেজগুলি সত্য ও সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাতে এমত কুলাচার থাকার প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাত্র ঐ জায়গিরে অধিকারী হইতে অধিকার আছে। ফরমানে দৃষ্ট হইতেছে যে জায়গির দারেরা যাবজ্জীবন অধিকারি মাত্র; উত্তরাধিকারী হইতে কাহারো অধিকার থাকা দৃষ্ট হইতেছে না, এবং নিকটতম সম্পর্কীয় পুরুষে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকিলেও তাহা তাৎকালিক রাজশাসন কর্ত্তার ইচ্ছামতে অথবা সাধারণ সুগমতা নিমিত্তে হওয়া বোধ হইতেছে, কোন হিন্দুদের কুলে সংস্থাপিত আচারানুসারে হওয়া বোধ হইতেছে না। পরন্তু ১১৪১ সালের দানপত্র তৎকালে কুলাচার থাকার প্রাবীর প্রতি সাঙ্ঘাতিক—তদ্দ্বারা রাজারাম সিংহ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বনে পৌত্র সুসুঙ্গের রাজ্যের কতক নিজ মুসলমানী ছুহিতাকে ও কতক নিজ হিন্দু পুত্রকে দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দেখিয়া যে তিনি নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে অপারক সমুদায় রাজ্য রণসিংহকে দেন। যদি এক্ষণকার এজহারি কুলাচার থাকিত, তবে (যথা আপিলান্টের উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ কর্ত্তৃক মনোজ্ঞ রূপে কথিত হইয়াছে) ঐ রাজ্য বিনা দানে রণসিংহকে অর্শিত। অপিচ ঐ দানপত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে তাৎকালিক জায়গিরদারের বিবেচনায় তাহা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি ঐ এজহারি কুলাচার ভয় জন্য অভিপ্রায় মত কার্য্য করণে প্রতিরুদ্ধ হয়েন নাই, কিন্তু মহম্মদীয় গবর্ণমেন্টের হুকুম ক্রমে হইয়াছিলেন। অপিচ ঐ দানপত্রে যিনি মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহাকেই জায়গিরদার স্বীকার করা হইয়াছে, এবং হিন্দু পুত্রের হানিপূর্ব্বক তিনি তাহা দখলে রাখিয়াছিলেন. হিন্দুদের মধ্যে স্বীকৃত বা স্বীকার্য্য কুলাচারের সহিত ইহা মূলে সমন্বয় করা যাইতে পারে না।

যেহেতু আর্জিতে বর্ণিত সনাতন ও ক্রমিক প্রচলিত আচার থাকার এমত স্পষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণ যাহা মকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় আবশ্যক তাহা দর্শাইতে রেস্পণ্ডেণ্ট অপারক হইয়াছেন, পক্ষান্তরে যেহেতু আপিলান্ট অত্যন্ত প্রামাণিক প্রমাণে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ও পরে সুসুঙ্গের রাজ্যে দখিলকার ছিলেন যে রাজা রাজসিংহ তাঁহার মরণাবধি ঐ পরিবারে সাধারণ দায় শাস্ত্রীয় বিধান প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, (অতএব) আমরা নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তি খরচা সমেত রদ করিলাম। ১২ মে ১৮৫৬ সাল, স দে. আ. ডি. পৃ. ৩৯৯।

জীবিকা বিষয়ক।

নং ২৬০৩। ১৮৬৪ সাল।

খুদিমণি দেবী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—তারাচরণ চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

*পুত্রবধূ যত দিবস সতী থাকে তত দিবস শ্বশুরের বাটীতে থাকুক বা

নিজ কুটুম্বের নিকট থাকুক অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। হা. কো. আ. ২৭ জানুয়ারি ১৮৬৫ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা ২. পৃ. ১৩৪।

মকদ্দমা নং ৩৩৯৫। ১৮৬৫।

রতনচাঁদ সুরি (প্রতিবাদী) আপিলান্ট বনাম- শ্রীমতী হরিমণি (বাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

পুত্রবধূ যতকাল সতী ও ধর্ম্মশীলা থাকে তত কাল যেখানে থাকিতে চাহুক তাহাকে প্রতিপালন করিতে তাহার শ্বশুর হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বাধিত ইহা স্বীকার করিলেও ঐ শাস্ত্র বিধান শ্বশুরের যোত্র থাকা স্থলেই মাত্র খাটিবে; এবং আদালতের আদেশ সম্পন্নকরিতে খাস আপিলান্টের যোত্র আছে কি না তাহা প্রথমে অনুসন্ধান না করিয়া মাসিক ৩ টাকা (যাহার তাহার পক্ষে অধিক বটে) ডিক্রী দেওয়াতে (জিলার) জজ স্পষ্টই অন্যায় করিয়াছেন। হা. কো. আ. ২৮ এপ্রেল, ১৮৬৬ সাল। ঐ, বা. ৫, পৃ. ২২৫।

মকদ্দমা নং ৩০০৬। ১৮৬৫ সাল।

ভৈরবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলান্ট—বনাম—নবচন্দ্র গুহ প্রভৃতি (বাদি) এবং আর আর ব্যক্তিরা (প্রতিবাদি) রেসপণ্ডেন্ট।

যে ভূমি কোন বিধবার পতির ছিল ও যাহা তাহার পুত্রকে অর্শিয়াছে তাহা হইতে ঐ বিধবা যে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী তাহা তাহার নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখে মাত্র, তাহা ডিক্রীজারিতে বিক্রীত হইতে পারে না, হস্তান্তরিত হইতেও পারে না। হা. কো. আ. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ সাল। ঐ, পৃ. ১১১।

ঋণ পরিশোধ বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ৮৯৫। ১৮৬৫ সাল।

বাদী যে পরিমাণে পিতার বিষয় পাইয়াছে তৎ পরিমাণে পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে যে সে বাধিত ইহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু সে যদি প্রমাণ করিতে পারে যে পাওনাদারেরা যে বিষয় বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা তাহাকে পিতা হইতে অর্শে নাই কিন্তু সে তাহা মাতামহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তাহা পিতার ঋণের নিমিত্তে বিক্রীত হইতে পারে না। হা. কো. আ. ১৪ জুলাই ১৮৬৫ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা. ৩, পৃ. ১৩৭।

বিভাগ বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ২২৬৪। ১৮৬৪ সাল।

তিলকচন্দ্র রায় (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—রমলক্ষ্মী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেসপণ্ডেন্ট।

এই আপীল হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় এক তকরারের উপর উপস্থিত। আনন্দ

বৈকুণ্ঠ ও কালী (ইহারা তিন) ভ্রাতা, তন্মধ্যে দুই জন সহোদর অন্য বৈমাত্রেয়। আনন্দ মরিলে তাহার বিষয়ে কে অধিকারী হইবে।

উল্লিখিত বিষয় অবিভক্ত ও যৌত ঈদৃশ অবস্থায় মেকনাটনের হিন্দু-লর ২ বালামের ৬৬ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে যে মৃত ভ্রাতার বিষয়ে সহোদরও বৈমাত্রেয় উভয় ভ্রাতাই অধিকারি। দ্রষ্টব্য—কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদ পৃ. ২০০, এবং কোলব্রুকের ডাইজেষ্ট, বা ৩, পৃ. ৫১৮।

এতাবতা (জিলার) জজের রায় শাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ হওয়াতে আমরা খরচা সমেত খাস আপীল ডিস্মিস্ করিলাম*। হা. কো. আ. ১২ জানুয়ারি ১৮৬৫ সাল। উইক্লী রিপোর্টর, বা. ২, পৃ ৪১।

মকদ্দমা নং ১৩৮১। ১৮৬৪ সাল।
শ্রীনাথ দত্ত (বাদী) আপিলাণ্ট—বনাম—নন্দকিশোর বসু
(প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

যদি হিন্দু পরিবারভুক্ত আর আর ব্যক্তিদের এমত কারণাধীন ও সমূলক অনুভব না হয় যে ঐ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি পৃথক হইয়াছে, এবং ঐ পরিবারীয় সাধারণ বিষয়ে নিজ প্রাপ্য অংশের পরিবর্ত্তে কোন নিশ্চিত অংশ লইয়াছে তবে ঐ ব্যক্তি পরিবারীয় বিষয়ের নিজ অংশ দাওয়া করিবার অধিকারে বর্জিত নহে। হা. কো. আ ২৭ মে ১৮৬৫ সাল। উইক্লী রিপোর্টর, বা ৩, পৃ. ৬১। দ্রষ্টব্য পৃ ২২, ও ৪৬৮।

মকদ্দমা নং ২৭৯৭। ১৮৬৫ সাল।
ধরমচাঁদ সাটিয়া প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলাণ্ট—বনাম—
রাজমহিষী দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেন্ট।

যে স্থলে ভ্রাতারা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার রূপে একত্র থাকা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিষয়

---

* এই বিচার শাস্ত্র সিদ্ধ ও শুদ্ধ বোধ হইতেছে না;—কারণ ইহাতে উক্ত বিষয়ের স্থাবর এবং অস্থাবর ভাগ মধ্যে বিশেষ করা হয় নাই।—অস্থাবর বিষয়ে সহোদর ভ্রাতাই কেবল অধিকারী। এবং শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে যে স্থাবর বিষয় বিভক্ত না হইয়া থাকিলে ভ্রাতার যৎপরিমিতি মৃত ভ্রাতার অংশ হইত তৎসমুদায় সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সমান ভাগ করিয়া লইবে; পরন্তু (যেথা বিবাদভঙ্গার্ণবে ও কোলব্রুকের ডাইজেষ্টের ৩ বালামের ৫১৮ পৃষ্ঠাতে যথার্থরূপে লিখিত হইয়াছে) বিভক্ত সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থাবর ধন যদি অবিভক্ত থাকে তবে তাহাতে (মৃতের) সহোদর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমভাগী? বিভক্ত স্থাবরাস্থাবর ধনে সহদরেই কেবল অধিকারী। বোধ হয় আদালত এই সূক্ষ্মতার প্রতি প্রবিধান করেন নাই। দায়ভাগের যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে বিভক্ত অবিভক্ত বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই, প্রত্যুত তাহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে সহোদর ভ্রাতার প্রশস্ত অধিকার আছে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২০১।

সম্বন্ধে-ও অবিভক্ত অনুভব করিতে হইবে; পরন্তু পৈতৃক বিষয় না থাকা স্পষ্ট স্বীকৃত বা প্রমাণিত হইলে ঐ অনুভব কিয়দংশে দূরীকৃত হয়। হা. কো. আ. ৯ মার্চ ১৮৬৬ সাল। ঐ. বা. ৫, পৃ. ১৪৫।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার ও নিস্পৃষ্টার্থ বিষয়ক।

গুরুপ্রসাদ জানা ও বিপ্রদাসী (প্রতিবাদিদের মধ্যে দুই জন) আপিলান্ট - বনাম্ - মদনমোহন সুর (বাদিনী) ও আনন্দলাল সুর প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির পিতা বাঙ্গলা ১২৪১ সালে নিজ মাতার রক্ষণাবেক্ষণাধীনে দুই অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র রাখিয়া মরে। ১২৪২ সালে তাহার মাতা বাদির দুই পিতৃব্যের সহিত (যাহারা তালুকের নিজ২ অংশে দখিলকার ছিল) ঐ তালুক গুরুপ্রসাদ জানার নিকট বন্ধক দিয়া তৎকালে বাকী রাজকর দিবার নিমিত্তে টাকা ধার লয়; ঐ ধার করা টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে পরিশোধ না হওয়াতে বন্ধক গ্রহীতা বযবাত্ জারি ও দখলের নিমিত্তে নালিশ করে; এ মকদ্দমাতে ঐ মাতা ও পিতৃব্যেরা হাজির হইয়া—মাতা বন্ধকপত্র দস্তখত করা অস্বীকার করেন, ও পিতৃব্যেরা কহেন যে টাকার আবশ্যকতা হওয়াতে আপিলান্টের নিকট বিষয় বন্ধক দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু পণের টাকা সমুদায় পাওয়া যায় নাই; মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন ১৮৩৮ সালের ১৬ মার্চ তারিখে এই সকল ওজর অগ্রাহ্য করিয়া বাদির দাবী ডিক্রী করেন, এবং ১৮৩৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মেদিনীপুরের জজও তাহাই করেন, তদবধি একাল পর্য্যন্ত আপিলান্ট দখিলকার আছে।

প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে বাদির মাতা তৎপিতৃব্যদের সহিত প্রতিবাদিকে যে ঐ বন্ধক পত্র দস্তখত করিয়া দিযাছেন ইহাতে সন্দেহ নাই, তাঁহার এই বিবেচনাতে আমরা সম্যক্রূপে সম্মত: বাদির মাতার ও পিতৃব্যদের নামে দখলের নিমিত্তে নিম্ন আদালতে বন্ধক গ্রহীতার উপস্থিত করা নালিশে এই কথার মীমাংসা উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃকই হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে বিচার্য্য কথা এই যে—যে অবস্থাতে ঐ কার্য্য হয় হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বাদির মাতা নিজ অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রদের বিষয় বন্ধক দিতে ক্ষমতাবতী ছিলেন কি না? বর্ত্তমান সদৃশ মকদ্দমাতে (অর্থাৎ যাহাতে অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র বিশিষ্ট হিন্দু বিধবা ঐ পুত্রের যে স্থাবর বিষয়ে জিম্মাদার স্বরূপ দখিলকার থাকেন তাহার কোন অংশ আবশ্যকতা বশতঃ বন্ধক দেন, তাহাতে) ঐ আবশ্যকতা প্রমাণ করিবার ভার সেই বন্ধক গ্রহীতার উপর অথবা যে ব্যক্তি তাহার দ্বারা দাবী করে তাহার উপর বর্ত্তে ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না; এতাবতা আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান মকদ্দমাতে প্রমাণের ভার (প্রতিবাদি) আপিলান্টের উপর।

অপ্রাপ্তব্যবহার হিন্দু-পুত্রের মাতা ঐ পুত্রের বিষয় বিক্রয় বা অন্য রূপ হস্তান্তর করিলে হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কি সম্ভব্য অবস্থাতে সিদ্ধ হয় তাহা এই মকদ্দমার নিমিত্তে বিস্তৃতরূপে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আমরা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অপ্রাপ্তব্যবহারের উপকারের নিমিত্তে তাহার বিষয়ের কিয়দংশ তাহার মাতা বন্ধক দিলে তাহা আমাদের বিচারে হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ – যদি ঐ উপকার উত্থিত আবশ্যকতা জন্য হয়। এই কথা আদালতে কদাচিৎ উত্থিত হইয়াছে, যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি রিপোর্ট বহিতে উঠিয়াছে তাহা অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র-বিশিষ্টা বিধবার হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বিক্রয়াদি দ্বারা বিষয় হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা বিষয়ক, এবং ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের বিদ্যাভ্যাস এবং তাহার ও তন্মাতার জীবন ধারণার্থে ঐ ক্ষমতার ব্যবহার বিষয়ক। এবং সদর ও সুপ্রীমকোর্ট উভয় আদালতই (বিশেষ২) নিষ্পত্তিতে * যাহার উল্লেখ আর অধিক করা অনাবশ্যক, বিচার করিয়াছেন যে তাদৃশ আবশ্যকতার অবস্থাতে কৃত হস্তান্তর হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। রাণীমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে রামলোচন রায়ের মকদ্দমাতে এই বিশেষ তকরার উপস্থিত হয়, ঐ মকদ্দমাতে এক নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রেতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে পৈতৃক বিষয়ে নিজ অংশ প্রাপ্তির নিমিত্তে নালিষ করে যাহা তাহার অপ্রাপ্তব্যবহারতা সময়ে তাহার ওসীরূপে তদ্ভ্রাতা অন্য প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, ক্রেতার পক্ষে দেখান হয় যে বাকি খাজনার নিমিত্তে বিষয় বিক্রয়োন্মুখ হওয়াতে ঐ নাবালগের ভ্রাতা তাহার ওসী-স্বরূপে নিজের এবং ঐ নাবালগের অংশ আর২ শরীকের সহিত (একত্র হইয়া) স্পষ্টতঃ বাকী খাজনা দিবার অভিপ্রায়ে তাহার (অর্থাৎ ঐ ক্রেতার) নিকট বন্ধক দেয়, এবং তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে ক্রেতা এক কবলা ও জজমেন্ট্ বান্ দাখিল করে, তাহাতে এ আদালতের এই রায় হয় যে যেহেতু ঐ নাবালগের যথা-শাস্ত্র ওসী যে বন্ধক দিয়াছে তাহা অকৃত্রিম ব্যাপার বটে, ও তাহা ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় হিতার্থে দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রতারণার কোন সন্দেহ দৃশ্য হয় না, অতএব ঐ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র-সম্মত ও সিদ্ধ। তাহা স্থিরতর থাকিল। মেকনাটনের "প্রিন্সিপলস্ ও প্রেসিডেন্ট্স" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামের ২৯৩ পৃষ্ঠাতে পণ্ডিতের এক মত প্রকটিত হইয়াছে, যাহা উপরি

---

* কৃষ্ণলোচন বসু প্রভৃতি আপিলান্ট্ – বনাম – তারিণী দাসী, রেস্পণ্ডেন্ট্। সদর দেওয়ানী আদালতের সিলেক্ট রিপোর্ট বা. ৫, পৃ. ৫৫।

গোপীমোহন ঠাকুর—বনাম—সেবন কুঙর, ইষ্ট্ সাহেবের নোট্, মকদ্দমা ৩৪। দ্রষ্টব্য—মর্লি্র ডাইজেষ্ট, বা ২, পৃ ১০৭।

বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ দে ও শিবচন্দ্র দে। ইষ্ট্ সাহেবের নোট্, মকদ্দমা ৩৪। মর্লি্র ডাইজেষ্ট, বা ২, পৃ. ৪৯। দ্রষ্টব্য—পৃ.

* দ্রষ্টব্য ১৮৫৩ সালের সদরীয় নিষ্পত্তি বহি, পৃ ৩৭১।

উল্লিখিত মতের যথার্থ পোষক তাহাতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে "পতির মরণান্তে পত্নী যদি অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের ও পৌত্রের প্রতিপালন নিমিত্তে ও গবর্ণমেন্টের বাকী খাজানা দিবার নিমিত্তে তাহার (অর্থাৎ পতির) ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রয়কে ন্যায্য ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে, কেননা অপ্রাপ্তব্যবহারের অন্নাচ্ছাদন ও রাজকর দেওয়া আবশ্যক।" অপিচ কথিত হইয়াছে যে ঐ মত দায়ভাগ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থানুগত। যদিও এই মতে রাজকর দেওয়া এমত আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছে যাহাতে বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে, ও তাহা ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের লাভজনক কি না তাহা কিছুই কথিত হয় নাই। তথাপি কথিত এই দুই অবস্থাতে অপ্রাপ্তব্যবহারের ও তাহার মাতার প্রতিপালন ও রাজকর পরিশোধন উহা এই যে অপ্রাপ্ত ব্যবহারের লাভ জন্য যে আবশ্যকতা তদ্দ্বারা ঐ ব্যাপারের শাস্ত্র-সিদ্ধতা বিবেচনা করিতে হইবে। পরন্তু শাস্ত্র প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া কেবল যুক্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে-ও আমাদের বোধ হয় এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কার্য্য অভিযোগে বিধান এই যে নিসৃষ্টার্থের ন্যায় ভারার্পিত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত ব্যবহারের লাভজনক যে কার্য্য তাহা করিতে ক্ষমতাপন্ন। অতএব শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি উভয়রূপ কারণেই আমাদের মত (যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে) এই যে সামান্যতঃ অপ্রাপ্তব্যবহারের লাভের নিমিত্তে তাহার মাতা যথার্থতঃ বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলে তাহা হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ।

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সমুদায় ব্যাপার সম্বন্ধে প্রতিবাদী আপিলান্ট যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তদ্দৃষ্টে আমাদের দৃঢ় বোধ এই যে ঐ ব্যাপার যেমত যথার্থরূপে হওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে সেইরূপই হইয়াছে; এক পক্ষে নাবালগের মাতা ও পক্ষান্তরে বন্ধকগ্রহীতা এই উভয়ের মধ্যে ঐ ব্যাপারটী গুপ্তরূপে হয় নাই, পরন্তু ঐ ব্যাপারটী এমত যে তাহা সকল শরীকে যৌত বিষয় রক্ষার নিমিত্তে করিয়াছে।

রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে উক্তরূপ এক প্রমাণ-ও নাই, অতএব যে ব্যাপার রদ করিবার নিমিত্তে বাদী নালিশ করিয়াছে তাহা তাহার নাবালগী সময়ে তাহারই হিতের নিমিত্তে তাহার মাতা যথার্থরূপে করিয়াছেন এমত বিবেচনা করিয়া আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত রদ করিলাম। ১১ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সাল। স. দে. আ. ডি. পৃ ৯৮০।

উইল্ এবং জন্মাধীন স্বত্ব বিষয়ক।

ভুবনময়ী দেবী—বনাম—রামকিশোর আচার্য্য দরখাস্তকারী।

ভারতবর্ষের আর আর দেশে এতাদৃশ দান বিষয়ে ঐপতৃক ধনে পুত্রের জন্মাধীন স্বত্ব উল্লেখে যে আপত্তি হইতে পারে হউক, পরন্তু এমত আপত্তি বঙ্গদেশে উত্থিত হইতে পারে না। এখানে ঐ মত স্বীকৃত আছে, এখানে যে পর্য্যন্ত পিতা নির্দোষে বাঁচিয়া থাকেন, তাবৎ পুত্রদের মূলে স্বত্ব নাই; এখানে

উইল করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহাতে পিতা মনস্থ করিলে সমুদায় পৈতৃক বিষয় অপরকে উইল করিয়া দিতে পারেন।

উক্ত মকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালত যে হেতুবাদে তজবীজ সানি মঞ্জুর করেন তাহার চুম্বক। তারিখ ১৪ জানুওরি ১৮৬০ সাল। ৩ পৃষ্ঠাস্থ নোট্ দ্রষ্টব্য, এবং ৩৫৬ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (প্রতিবাদিদের মধ্যে একজন) আপিলাণ্ট্—
বনাম—যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) রেস্‌পণ্ডেণ্ট্।

কুলীন ব্রাহ্মণ মাতার ন্যায় নিজ কন্যার অভিভাবক নহে। কোন বিবাহ যদি সমস্ত আবশ্যক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে অভিভাবকের অনুমতি না থাকা হেতু তাহা অসিদ্ধ হইবে না। হা. কো. আ. ৯ আগষ্ট, ১৭৬৫। উইকুলি রিপোর্টর, বা. ৩, পৃ. ১৯৩, দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬৬৫ প্রভৃতি।

অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃ-বিষয়াধিকারিণী কন্যার পুত্রের স্বত্বাধিকার বিষয়ক।

মকদ্দমা নং ১০৩১। ১৮৬৬ সাল।

নিম্ন আদালতে বক্ষ্যমাণ ইষুর সম্বন্ধে এই মকদ্দমার বিচার হয়—"কোন হিন্দু কন্যা যদি অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃ বিষয়ে অধিকারিণী হইয়া এক পুত্র রাখিয়া মরে, তবে তাহার অংশ তাহার পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা ভগিনী-দিগকে অর্শিবে অথবা তাহার নিজ পুত্রকে অর্শিবে"—(জিলার) জজ বিচার করিলেন যে ঐ অবিবাহিতার পুত্রকে নিরাস পূর্ব্বক তৎপুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রাকে বিষয় অর্শে।

এই বিচারের পোষকতায় ব্যবস্থাদর্পণ এবং ১৮২১ সালের ৮ আগষ্ট দিবসীয় সদর আদালতের নিষ্পত্তি ধরিয়াছেন।

স্বীকৃত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে এই মকদ্দমার বিচার নিষ্পন্ন হয়। এতাবতা পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও পত্নীর অভাবে অন্যান্য দুহিতা অপেক্ষা করিয়া অবিবাহিতা দুহিতা অধিকারিণী। এমকদ্দমাতে প্রথম বিচারের আদালত নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে খাস আপিলাণ্টের পত্নী নিজ মাতার মরণকালে যে অবিবাহিতা ছিল এবিষয়ে বিরোধ নাই। ঐ অবিবাহিতা কন্যা বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্তা হয়; এই পুত্র (ঐ মৃত কন্যার) ভগিনীদিগকে ও ভগিনীর পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া অধিকারী (দ্রষ্টব্য. মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫, এল্‌, ইন্‌. পৃ. ৭৫, ৭৬, ও কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদ, চ্যা. ২, পৃ. ১৯৩, পারা ৩০)।"

জজসাহেব বাবু শ্যামাচরণ সরকারের কৃত বহু অনুসন্ধান সম্পন্ন এবং উপকারি ব্যবস্থা-দর্পণ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু আমাদের আদালতে মেকনাটনের অধিক শুদ্ধ ও বিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থ যেমত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহা তত নহে।

উক্ত বাবুর গ্রন্থে ইহা লিখিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে যে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও পত্নীর অভাবে অবিবাহিতা দুহিতাই কেবল পিতৃধনাধিকারিণী" (প্রথমবার মুদ্রিত গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইহা সত্য বটে যে ঐ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে—"যদি কুমারী অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ বিবাহিতা হইয়া মরে, তবে অপ্রাপ্তাধিকার কন্যার অভাবে যে বিবাহিতা দুহিতাদির অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে অধিকার প্রাপ্তা কন্যার অভাবেও তদ্ধন তাহাদেরই"। কিন্তু যে স্থলে দায়াধিকারিণী অবিবাহিতা দুহিতা পরে বিবাহিতা হইয়া পুত্র রাখিয়া মরে সে স্থলে অধিকারের কি রূপ বিধান হইবে গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ক কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

জজ সাহেব সদর আদালতের যে নিষ্পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূলে এতদ্বিষক নহে, এবং এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত তকরারে প্রযুজ্য নহে। এতাবতা ঐ নিষ্পত্তি রদ হইয়া মকদ্দমা দোষ গুণের বিবচারের নিমিত্তে ফেরত পাঠান গেল। ৪ আগস্ট ১৮৬৬ সাল। উইকলী রিপোর্টর, বা. ৬, পৃ. ১৪৭।

বিবেচনা।—যে দুই মহামান্য বিচারপতিরা এই অভিযোগের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানপূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তার বাচ্য ও বিবেচকের বিবেচ্য এই যে (প্রথমবার মুদ্রিত) ব্যবস্থাদর্পণের ১৪৭ পৃষ্ঠা হইতে যে বাক্য তুলা হইয়াছে তাহা গ্রন্থকর্ত্তার নিজ রচনা নহে, কিন্তু তাহা তৎকর্ত্তৃক দায়ভাগ হইতে উদ্ধৃত ও ধৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদ পৃ. ১৯৩), পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যে টীকা টুকি কোলব্রুক সাহেব মূলের অন্তর্গত করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তৃ কর্ত্তৃক বর্জিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বঙ্গদেশীয় মত সংস্থাপক জীমূতবাহনের মত হইতে-ভিন্ন মত হইয়াছেন শুদ্ধ এমত নহে কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মত হইতেও ভিন্নমত হইয়াছেন, তথাপি সর উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব ও তদনুগামি এলবরলিং সাহেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ঐ মতানুসারী হইয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ ধৃত দায়ভাগের উক্ত বাক্য মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যে কএকটী কথা সাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও যাহাতে উক্ত মহামান্য জজেরা ভ্রান্ত হইয়াছেন সেই অতিরিক্ত কথা ত্যাগ করিয়া যদি তাঁহারা দায়ভাগের উক্ত বাক্য পাঠ করিতেন তবে তাহা তাঁহাদের দত্ত রায়ের বিপরীত এবং এতদ্গ্রন্থে লিখিত মতের পোষক দৃষ্ট হইত।

উক্ত মহামান্য আদালত লিখেন—"যেস্থলে দায়াধিকারিণী অবিবাহিতা দুহিতা পরে বিবাহিতা হইয়া পুত্র রাখিয়া মরে সেস্থলে অধিকারের কিরূপ

বিধান হইবে গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই" —এতদুত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা বিহিত সম্মানপূর্ব্বক আদালতকে ঐ (পৃষ্ঠায়) তৎপরে লিখিত পঙ্‌ক্তি প্রতি বরাত দিতেছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মত তুলার পরে জীমূতবাহন প্রভৃতির মত ধৃত হইয়া এই মতেরই প্রাশস্ত্য প্রকাশ করা হইয়াছে এই হেতুবাদে যে তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক প্রামাণিক জীমূতবাহন ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত শুদ্ধ এমত নহে, কিন্তু ন্যায্য ও যুক্তি যুক্ত-ও বটে, এতাবতা তাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহস্পতির আদেশানুসারে শাস্ত্রের বচন হইতে অধিক মান্য *, বিগত সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ সর্ লরেন্স্ পীল সাহেব-ও কহিয়াছেন হিন্দুদের শাস্ত্রে শাস্ত্রীয় বচন হইতে ন্যায় ও যুক্তি অধিক মান্য†।

জীমূতবাহনের ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের নির্দ্দোষ ও সমীচীন মত বিলক্ষণ বিবেচনা ও প্রবিধান না করিয়া সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন যে কেন শ্রীকৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়াছেন ইহা জানা যাইতেছে না। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে আদালত উক্ত বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে মেক্‌নাটনের লিখিত অন্যায্য মতকে গ্রাহ্য করিয়া অধিকতর প্রামাণিক জীমূতবাহনের ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মত তাহা ন্যায় ও যুক্তি সিদ্ধ সত্ত্বেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আরো খেদের বিষয় এই যে আদালত ইতিপূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছেন যে "যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ মূল গ্রন্থ দায়ভাগের মত হইতে বিভিন্নমত দিয়াছেন সেস্থলে ব্যবহারে দায়ভাগের মতই মান্য"‡ কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে আদালত নিজকৃত সেই নিয়মের অতিক্রম করিয়াছেন। উল্লিখিত নিয়মানুসারে আদালত শ্রীকৃষ্ণের মতও তদ্ধেতু মেকনাটনের মত অগ্রাহ্য করিয়া ভ্রাতৃ-দৌহিত্রের ও পিতৃব্যদৌহিত্রের এবং পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রের দায়াধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন ‡; পরন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমাতে আবার দায়ভাগের মত অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বা মেক্‌নাটনের মত গ্রাহ্য করতঃ নিজকৃত নিয়মের অথচ ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

মেক্‌নাটনের গ্রন্থ অধিক বিজ্ঞতা সম্পন্ন ও আদালতে অধিক প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত হওয়া যে কথিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গে উক্ত সাহেবের লিখিত জন্মাধীন স্বত্ব ও স্ত্রীধন এবং হিন্দুর উইল বিষয়ক বিধান গুলি § দৃষ্টি করিলেই প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ উইল বিষয়ে তাঁহার বিধান সদর ও সুপ্রীমকোর্ট উভয় আদালতেই অগ্রাহ্য হইয়াছে শুদ্ধ এমত নহে পরন্তু তিনি কোলব্রুক সাহেবের মতের বিরুদ্ধ মত লিখাতে সদর আদালতের তাৎকালিক অতিবিজ্ঞ এক জজ তাঁহার প্রতি উপহাস করিয়াছেন,§ এবং বিগত সুপ্রীমকোর্টের একজন যোগ্যতম জজ তাঁহার বিধানহেতু ভ্রমে পতিত হওয়ার নিমিত্তে

* দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮৩। † দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৮৫। ‡ দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৬৮।

§ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩, ম. ১০৬৮ ন. ৫৮৪, ন. ও ৫৮৫।

তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন *। অপিচ শ্যামলাল বসাক প্রভৃতির বিরুদ্ধে গোবিন্দমণি দাসীর মকদ্দমাতে বিজ্ঞবর চিক্ জষ্টিস্ প্রভৃতি পাঁচ জন জজে মেক্‌নাটনের মতের বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা দেখিলেও বিজ্ঞবর সাহেবের বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

পরিবারের অধ্যক্ষের কৃত বিক্রয়াদি বিষয়ক।

মে. জান হোয়াইট্ (প্রতিবাদিদের মধ্যে এক জন) আপিলাণ্ট—
বনাম—বিষ্ণুচন্দ্র বিশ্বাস (বাদী) এবং অন্যান্য (প্রতিবাদিগণ)
রেস্পণ্ডেন্ট্।

মে. জষ্টিস্ জে. ক্যাম্বেল সাহেব (রায় দেন যথা)—প্রথম শুনানিতে আমরা এই নিষ্কর্ষ করি যে বিক্রয়ের পণের টাকা যে কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাঁর উপর এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি নির্ভর করে।

ঐ টাকা যদি যৌত পরিবারের লাভের অর্থাৎ হিতের নিমিত্তে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তবে আপন স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে ঐ লাভের ভাগী হইতে অস্বীকার করিয়া ঐ বিক্রয়ে আপত্তি করা বাদির উচিত ছিল, এবং ক্রেতাদিগকে এমত জানান উচিত ছিল যে আমি আপন স্বত্ব রক্ষা করিলাম এবং তোমাদের পণের টাকা লইলাম না। স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে ঈশ্বরচন্দ্র কবালা লিখিয়া দিবার পরে বাদী কখনো তেমত করে নাই, প্রত্যুত প্রতিদিন ক্রেতাদের সহিত কথোপকথন হওয়াতেও বাদী চুপ করিয়া থাকিল, ওদিগে টাকা তাহার পরিবারে প্রাপ্ত হইল।

স্বীকার করা হইয়াছে যে বাদির পরিবার ঈশ্বরের সহিত একান্নভুক্ত থাকে, ও ঈশ্বর সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এতাবতা ঈশ্বর যে টাকা পাইয়াছেন তাহা প্রধানতঃ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে পরিবারের লাভের নিমিত্তেই ব্যয়িত হইয়াছে। অপরঞ্চ (যথা, মে. জষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতকর্ত্তৃক যথার্থরূপে বিবেচিত হইয়াছে) বাদী ঐ পরিবারভুক্ত এক জন হইয়াও টাকা কি হইল অথবা ঈশ্বর তাহা নিজে সাইত করিলেন ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে নাই।

সমুদায় আলোচনায় যে সম্ভাবনা ও আশঙ্কা হয় তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে ঐ টাকা পরিবারের উপকারের নিমিত্তে ব্যয়িত হইয়াছে, এবং আমাদের বিবেচনা হয় যে যখন টাকা ঐ রূপে ব্যয় হয় তখন মৌনাবলম্বন করিয়া এখন বাদী ঐ বিক্রয়ের প্রতি আপত্তি করিতে পারে না।

---

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৮৭।

† দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৫৫, ১৫৮।

ঐ নিষ্পত্তির ভাবার্থ এই যে—যৌত পরিবার নির্ব্বাহের ভারার্পিত প্রধান কর্ত্তা অধ্যক্ষ বা অন্যতম ব্যক্তির সহিত একত্র থাকিয়া কোন ব্যক্তি যখন নিজ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ঐ ব্যক্তিকে অর্পণ করে, তখন ঐ অধ্যক্ষ যদি অন্যের সহিত বিষয় ব্যাপারে নিজ অর্পিত ভারের অতিরিক্ত কর্ম্ম করেন তথাপি যদি ঐ ভারার্পণ-কর্ত্তা ঐ টাকার লাভভাগী হইয়া নিরস্ত থাকে তবে সে নিজ স্বত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারে না, পরন্তু (সমাচার পাইয়া) সম্ভব ও সঙ্গতরূপে যত শীঘ্র ও সত্বররূপে হইতে পারে ঐ ব্যাপারে নিজ সংস্রব দূর করিতে ও তদ্দ্বারা তাহার যে উপকার হইতে পারিত তাহা স্বীকার না করিতে অবশ্যই তাহাকে হস্তক্ষেপ (অর্থাৎ চেষ্টা) করিতে হইবে।

মে· জষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত (রায় দিলেন যথা) --নিজের (এবং অনন্তর মৃত) ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির সহিত এজমালি বিষয়ের দুই আনা রকমের আপনাকে মালিক করার দিয়া ঐ ঈশ্বরচন্দ্রকর্তৃক মে· হিল ও হোয়াইট্ সাহেবানের নিকটশবিক্রীত ঐ যৌত বিষয়ে নিজ অংশ দখলের নিমিত্তে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

উক্ত দুই সাহেবানকে ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস যে দলিল লিখিয়া দেন তাহা এমত লিখা হইয়াছে যেন তাহা কেবল তাঁহার নিজ বিষয় সম্বন্ধে হইয়াছে, কিন্তু হোয়াইট্ সাহেব স্বীকার করেন যে ঈশ্বরচন্দ্র ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিদের এবং বাদিরও· তাহাতে স্বত্ব ছিল। বাদী কএক বৎসর এজমালি নীলের কান্সরনে ও পরে কএক বৎসর তাঁহার নিকট কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।

অনন্তর ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত বোধ হইতেছে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস স্পষ্টরূপে নিজ প্রাপ্ত ক্ষমতার অতিক্রমে ঐ দলীল লিখিয়া-দিয়া থাকিলেও তাঁহার কৃত বিক্রয়ের পণ সাধারণ ঋণ শোধনে লাগান হইয়াছে কি না, ও তাহা বাদির এবং আর২ ব্যক্তির জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে করা হইয়াছে কি না, এবঞ্চ আমাদের বিবেচ্য এই যে বাদী যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে কোন বিবেচনা করা উচিত হয় কি না: শরীকদিগকে ঈশ্বরচন্দ্র যে একরার লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে যদিও আমরা এমত এক শর্ত্ত দেখিতেছি যে যদি তিনি কোনরূপ হস্তান্তর করেন কিম্বা চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত করেন তাহা বাতিল ও অকর্ম্মণ্য; তথাপি ঈশ্বরকে ক্ষমতা দান বিষয়ক যে দস্তাবেজ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সে শর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দস্তাবেজে শরীকেরা (ঈশ্বরের প্রতি) ইহা লিখিয়া যে "আপনকার জীবদ্দশায় আমরা কেহ নিজ অংশ কাহাকেও বিক্রয় বা দান করিব না, অথবা দরপত্তনি বা ইজারা দিব না"—ঈশ্বরের প্রতি লিখিয়াছে যে 'আমাদের বিষয় হস্তান্তর বা ক্ষতি করিতে আপনকার ক্ষমতা নাই, যদি করেন আপনি তাহার দায়ী হইবেন"। দুই দলীলের মধ্যে এমত প্রভেদ থাকাতে ঈশ্বরকে দত্ত ক্ষমতা-পত্রখানি মাত্র কেহ পাঠ করিলে ও তন্মধ্য হইতে উপরিধৃত কথাগুলি মাত্র বিবেচনা করিলে অতি সহজেই তাহার এমত বোধগম্য

হইতে পারে যে নির্দ্দোষি ক্রেতাকে বিরোধাস্পদীভূত দলীলের ন্যায় দলীল লিখিয়া দিতে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

এই সমস্ত কারণে অথচ বাদির এবং আরং শরীকের ব্যবহারে (যে ব্যবহার হইতে আমরা পূর্ব্বেই সম্মতি ও মঞ্জুরী নিষ্কর্ষ করিয়াছি) আমরা যথার্থরূপে ন্যায্য ও নিশ্চিত কারণে নিষ্কর্ষ করিতে পারি যে মে. হিল সাহেব হইতে প্রাপ্ত পণবাহার টাকার অধিকাংশ সাধারণ ঋণ পরিশোধনে ব্যয়িত হইয়াছে।

এই সকল কারণে আপীল ডিক্রী ও নালিষ ডিস্‌মিস্ করা আমাদের উচিত বোধ হইল। ১৬ মে, ১৮৬৩ সাল। হা. কো. আ ডি. বা. ২, পৃ. ৫৬৭।

বিবিধ বিষয়ক।

অহল্যাবাই দেবী (প্রতিবাদিনী) আপিলাণ্ট —বনাম— লক্ষ্মীমণি দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট্;

কোন হিন্দু বিধবা অদূষ্য কারণে পতির পরিবার ত্যাগ করিয়া গেলে তাহাতে তাহার জীবিকা প্রাপ্তির অধিকার ধ্বংস হয় না। উক্ত মকদ্দমা নিষ্পত্তির চুম্বক। ১৮৬৬ সালের ১২ জুন তারিখে নিষ্পন্ন। দ্রষ্টব্য উইক্‌লী রিপোর্টর, বা ৪. পৃ. ৩৭।

১১ সেপ্‌টেম্বর ১৮৬৬*।

দক্ষিণা দাসী (প্রতিবাদিদের মধ্যে এক জন) আপিলাণ্ট্— বনাম— রাসবিহারী মজুমদার প্রভৃতি, রেস্পণ্ডেণ্ট্।

খাস আপিলাণ্ট আপত্তি করে যে অধস্থ দুই আদালত তাহার সাক্ষি ভগবানকে হাজির করার তদ্বির না করিয়া, এবং উভয় পক্ষের পুরোহিত রামচন্দ্র বাগীশের জবানবন্দি লইতে তাহার উকীলকে অনুমতি না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে রামরত্ন পুত্র রাখিয়া যায় নাই, এবং রামরত্নের দুহিতা উত্তরাধিকারিণীরূপে পিতৃ-বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছে। আরো আপত্তি করা হইয়াছে যে অধস্থ আপীল আদালত খাস আপিলাণ্ট যে দত্তক গ্রহণ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছে ও যে দত্তক গৃহীত হইলেই সে বাদী হইতে নিকটতর উত্তরাধিকারি বলিয়া বিষয়াধিকার করিতে অধিকারী হইবে তাহার নিমিত্তে বিষয় ধারণ করিতে খাস আপিলাণ্টকে দেন নাই।

---

* আদালতের বক্তব্য কথা যথা—বাঙ্গালাতে ধনির ভগিনী গর্ভবতী থাকিলে তাহার প্রসব পর্য্যন্ত স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকার আবশ্যকতা বিধায়ক যেং নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে ইহাতে (অর্থাৎ বর্ত্তমান নিষ্পত্তিতে) এমত অভিপ্রেত হয় নাই। দ্রষ্টব্য—পৃ ৭, ৮, ২৩৬ ও ।৫৯।

রামরত্নের অথবা তাহার পত্নীর কিম্বা তাহার দুহিতার মরণকালে যদি ঐ দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়া থাকিত তবে বাদী অপেক্ষা সে মৃত রামরত্নের নিকট-তর দায়াদ হইত। পরন্তু খাস-আপিলান্ট্ নিজ পতিবীর্য্যে গর্ভবতী হইয়া থাকিলে তাহার প্রসব পর্য্যন্ত অথবা যতকাল প্রতিবাদিনী দত্তকগ্রহণ না করে কিম্বা যে পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কালাতীতে তাহার দত্তকগ্রহণাধিকার ধ্বংস না হয়,* তত কাল যে স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিবে আমাদের বোধ হয় না যে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এমত বিহিত হইয়াছে।

কোন২ মকদ্দমায় গর্ভাধান হেতু স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকে বটে কিন্তু বর্ত্তমান সদৃশ মকদ্দমাতে আপিলান্টকে গর্ভবতী রাখিয়া তাহার পতি মরিলেও তেমত হইতে পারে না। উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির চুম্বক। দ্রষ্টব্য উইকলী রিপোর্টর, বা. ৬, পৃ. ২২১।

২৮ জুন ১৮৬৬ সাল।

গোপালচন্দ্র মান্না (বাদী) আপিলান্ট্—বনাম—গৌরমণি দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রে কোন এষ্টেটের যৎপরিমিত অংশ বিহিত তাহা হইতে অধিক অংশ দাওয়ার মকদ্দমাতে অত্যন্ত প্রবল ও প্রামাণ্য প্রমাণ আবশ্যক।

ক্রেতার ও ডিক্রীদারের মধ্যে যোগ সাজশের প্রমাণ না থাকিলে দেন-দারের ভাবি উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী বলবৎ।

হিন্দু বিধবার লিখিয়া দেওয়া কবালাতে কোন দায়াদের সাক্ষী হওয়া তাহার পক্ষে এমত স্বীকার নহে যদ্দারা অপহার বলিয়া ঐ বিক্রয়ের প্রতি আপত্তি করিতে সে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে।

রাজকর দেওয়ার নিমিত্তে হিন্দু-বিধবার কৃত ঋণের ডিক্রী ভাবি উত্তরা-ধিকারির উপর বলবৎ।—উক্ত মকদ্দমার চুম্বক। দ্রষ্টব্য উইকলী রিপোর্টর, বা. ৬, পৃ. ৫২।

হারাধন মাগ (বাদী) আপিলান্ট—বনাম—ঈশ্বরচন্দ্র বসু (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট্।

এক বিক্রয়-পত্র রদের নিমিত্তে অথচ দখল পাইবার নিমিত্তে বাদির দাওয়া উপস্থিত হয়, শেষ প্রার্থনা বিষয়ে বক্তব্য এই যে বিধবাকে বেদখল

---

* এই মত শাস্ত্র বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে কারণ দত্তক গ্রহণে ভুমানি না থাকায় ১২ বৎসর পরে অনুমতি প্রাপ্তা নারীর দত্তক গ্রহণাধিকার ধ্বংস হয় না।—দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৯৪, ৮০৬, ৯৮৭।

করিতে কিম্বা তাহার স্থানে ক্রয় করিয়া যে দখল করিতেছে তাহাকে ঐ বিধবার জীবনান্ত পর্য্যন্ত বেদখল করিতে যে আপিলান্টের অধিকার নাই অত্র সন্দেহো নাস্তি।

কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত আবশ্যকতা বিনা ঐ বিক্রয় হওয়া সাব্যস্ত করণ পূর্ব্বক ঐ বিক্রয় আপিলান্টের বিরুদ্ধে অসিদ্ধ হওয়ার আদেশ পাইতে আপিলান্টের যে অধিকার (দ্রষ্টব্য সদরল্যাণ্ডের উইকুলী রিপোর্টর বিশেষ নম্বর, পৃ. ১৬৫) তৎসম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে তন্নিমিত্তে ও সেই উপায় মাত্রের নিমিত্তে নালিশ করিতে বাদি খাস্-আপিলান্টের অধিকার আছে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ সাল। উক্ত মকদ্দমার চুম্বক। দ্রষ্টব্য— উইকুলী রিপোর্টর, বা. ৬, পৃ. ২২২।

কৃষ্ণময়ী দাসী (প্রভৃতি প্রতিবাদি) আপিলান্ট্—বনাম—প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি (বাদি) রেস্পণ্ডেন্ট্।

যেস্থলে বিধবার কৃত ঋণের নিমিত্তে হওয়া ডিক্রী জারিতে ঐ বিধবার পতি সংক্রান্ত বিষয়ে যে স্বত্বাধিকার তাহা বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু ডিক্রীতে অথবা নিলাম সম্বন্ধীয় কোন কাগজে ঐ বিষয় ঐ ঋণের দায়ী হওয়া কথিত হয় নাই, সেস্থলে বিচার হইল যে ঐ বিক্রয়ে ঐ বিধবার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হইল। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ সাল।— উক্ত মকদ্দমার চুম্বক। দ্রষ্টব্য উইকুলী রিপোর্টর, বা. ৬, পৃ. ৩০৩।

সত্যং স্মরন্ বিতনুতে ব্যবস্থা-দর্পণং সুধীঃ।
শ্রীশ্যামাচরণো বিপ্রো ব্যবস্থাসুখদৃষ্টয়ে॥

সমাপ্ত।

প্রথমবার মুদ্রিত ব্যবস্থাদর্পণের প্রতি প্রকাশিত মত।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার,

মহাশয়,—

আপনকার পুস্তক যেমত মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কার্য্যে ব্যস্ততাজন্যে তদ্রূপ করিতে পারিলাম না, তন্নিমিত্তে নিতান্ত খেদিত আছি, (কিন্তু) এখন-ও তদ্রূপ করিবার বাঞ্ছা আছে। (তথাচ) যে যে স্থল দৃষ্টি করিয়াছি বোধ হয় তাহা আপনকার পরিশ্রমের এবং অনুসন্ধানের ও বিদ্যার অত্যন্ত সন্তোষজনক প্রমাণ। আমি ভরসা করি আপনি শীঘ্র অবকাশমতে এতাদৃশ পুস্তক সম্পূর্ণ করিবেন যাহাতে মদ্বিবেচনায় আপনকার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হইবে, এবং যাঁহারা এতদ্দেশে বিচার-নিষ্পাদনে বা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নিষ্কর্ষণে নিযুক্ত আছেন ইহা তাঁহাদের উপযোগি হইবে। ১৮ মার্চ ১৮৫৯ সাল।

শ্রীজেমস্ উইলিয়ম্ কাল্ বিল্ (সাহেব)

আপনকার বহুমূল্য ব্যবস্থা-দর্পণের প্রথম বালামের এক কাপি পারিতোষিক প্রাপ্তি নিমিত্তে আমি আপনকার ধন্যবাদ করি। ত্বরিতরূপে অথচ মনোয়োগ পূর্ব্বক উক্ত পুস্তকের নানাস্থল পাঠ করিয়া আমি যথার্থতই বলিতে পারি যে বঙ্গদেশস্থ প্রাড্ বিবাক এবং উকীল আর আইন-অধ্যায়িগণের নিকট এই পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আপনি যেরূপ অনুসন্ধানেচ্ছু মনে এবং উৎসাহে ও পরিশ্রমে বিবিধ ও ভিন্ন২ মূল হইতে যে উপযোগি তত্ত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যেমত বিজ্ঞতাপূর্ব্বক তৎসমুদায় বিন্যাস করিয়াছেন ও যদ্দ্বারা আপনি আমাদের অতি গহন ধর্ম্মশাস্ত্রকে সকলের বোধ-গম্য এবং প্রদর্শনের নিমিত্তে অত্যন্ত সুগম ও সহজ করিয়াছেন, আমি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিতে অপারক। আপনি বঙ্গদেশাদৃত অত্যন্ত প্রামাণিক সংস্কৃত প্রমাণসমূহ তুলিয়া বঙ্গভাষায় তাহার যথাযোগ্য ও পরিষ্কার অনুবাদ করিয়াছেন।

'ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নানা বিষয়াত্মক একখান নিবন্ধন গ্রন্থ দেশভাষায় অনুবাদিত হইলে নিম্নবিচারস্থল সমূহে এতৎ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন বাদানুবাদ ও বিচার না হওন রূপ দোষের অনেক পরিহার হইবে'-।আপনকার এই মত সম্যক রূপে মম্মত সম্মত। এবং মেক্নাটন সাহেব যে সময় পর্য্যন্তের নজীর (অর্থাৎ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা) সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা সমূহের সংগ্রহ বিশেষ দুর্ঘটনা বশতঃ অসাধ্য হওয়া অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে।

পরিশেষে আমি এই অনুরোধ করি যে জন-সমাজ এই পুস্তকের পোষকতা করেন এবং ভরসাও করি যে আপনি এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া আরো উপকারি কার্য্য চেষ্টায় উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন।

সুখচর হইতে লিখিত। ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল।

সেবক শ্রীরাধাকান্ত।

আপনকার ব্যবস্থা-দর্পণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া অত্যাহ্লাদ-পুরঃসর প্রকাশ করিতেছি যে এই পুস্তক বিচক্ষণতা-সম্পন্ন, এবং আপনকার অত্যন্ত প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাকর। এতৎ পুস্তকস্থ ব্যবস্থা ও নজীর সমূহের সার (অর্থাৎ ব্যবস্থা-দর্পণ-সার) এমত যত্নে ও পারিপাট্যক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে যে তাহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের (ব্যবহারকাণ্ডীয়) ব্যবস্থাদির অনুসন্ধান প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ ও সুগম হইবে। এই পুস্তক প্রস্তুত করণে আপনাকে যে পরিশ্রম ও যত্ন অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। তন্নিমিত্ত আপনকার যথোচিত ধন্যবাদই মৎকর্ত্তব্য। উক্ত পুস্তক সকল ব্যক্তিরই—বিশেষতঃ অভিযোগ ও বিচার ব্যবসায়িদের—অত্যন্ত উপকারি; এবং আমি ভরসাকরি জনসমাজে ইহার যথোচিত আদর ও পোষকতা হইবে। ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর।

আমি অতি মনোযোগ পূর্ব্বক আপনকার স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। স্মৃতির (ব্যবহারকাণ্ডীয়) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বিষয়ক—বিশেষতঃ যে সকল বিষয়ে মতের অনৈক্য তত্তদ্বিষয়ক—ব্যবস্থাদি সংগ্রহণে ও সার নিষ্কর্ষণে আপনি মদ্বিবেচনায় আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব প্রভৃতি গ্রন্থ লেখকেরা যে কতিপয় বিষয় ছাড়িয়া গিয়াছেন আপনি তাহা ধরিয়া লিখিয়া তদভাব দূর করিয়াছেন। অপিচ যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত কঠিন ও পেঁচাও এবং যাহাতে বিজ্ঞপণ্ডিতেরা একমত নহেন তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে উচ্চতম আদালতের অত্যন্ত প্রামাণিক ও বলবৎ নিষ্পত্তি (অর্থাৎ) নজীর প্রদর্শনদ্বারা আপনি অভিযোগকারিদের মহোপকার করিয়াছেন। যে অল্পকাল হইতে এই পুস্তক আমার নিকটে আছে তাহাতেই একাধিক ভারি বিষয়ে তাহা প্রয়োগ করিয়াছি এবং আমি নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি যে তদ্দ্বারা তাহাতে অধিক ফলোদয় হইয়াছে। মদ্বিবেচনায় এই পুস্তক উকীল মানের-ই কাছে থাকা নিতান্ত আবশ্যক; এবং যে কোন আদালতে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতেও ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্তে থাকা প্রয়োজনীয়। কলিকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

নং. ২২৫১।

বাঙ্গলার গবর্নমেন্টের সেক্রেটরি ই. এইচ্. লশিংটন্ সাহেবের প্রতি—

(রাইট্ অনরেবল্) লার্ড্ এইচ্. ইউলিক্ ব্রোন্ সাহেবের লিখন।

কলিকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬১ সাল।

অণ্ডর সেক্রেটরি জে. বেল্. সাহেবের গত ১৪ মার্চ্ তারিখের B (চিহ্নিত) চিঠীর (যাহা বাবু শ্যা[illegible]চরণ সরকারের প্রণীত সংস্কৃত [illegible] বাঙ্গলা ও ইংরী-

জিতে প্রকটিত হিন্দু-লা-র প্রথম খণ্ডের গুণ এবং উপকারিতা বিষয়ে এ আদালতের মত প্রকাশার্থে প্রেরিত হয়,) প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইলাম।

২. তদুত্তরে আমি ইহা লিখিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে গ্রন্থকর্ত্তা যদভিপ্রায়ে ঐ গ্রন্থ করেন তাহা তদ্ভূমিকাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এ আদালতের বিবেচনা এই যে উক্ত গ্রন্থ অতিশুদ্ধ ও পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন, তাহা বাঙ্গলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় হওয়াতে অত্যন্ত উপকারী হইবে, এবঞ্চ নিম্ন আদালত-সমূহের ও তত্তৎসম্বন্ধীয় উকীল-বর্গের পক্ষে কার্য্যদ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনের উপায় হইবে—যে জ্ঞানার্জন অধুনা তৎশাস্ত্র দৃষ্টির নিমিত্তে গ্রন্থাভাবে হইতে পারিত না:—এতাবতা আমরা অনুরোধ করি যে লেফ্টেন্যাণ্ট্ গবর্ণর এই পুস্তকের পোষকতা ও সাহায্য করেন।

(দস্তখত) এইচ্. ইউলিক্ ব্রৌন্

রেজিস্ট্রর।